REGD.NO.C3103.

আর্থিক ভারত

অর্থনৈতিক সাপ্তাহিক

২য় বর্ষ ১ম সংখ্যা] [মূল্য ৸০

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

কলিকাতা

অনুমোদিত মূলধন	—	৮ কোটি টাকা
বিক্রীত মূলধন	—	৪ কোটি টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন	—	২ কোটি টাকা
রিজার্ভ ফাণ্ড	—	৪০ লক্ষ টাকা

পরিচালকবর্গ

শ্রী জি, ডি, বিড়লা (চেয়ারম্যান্)

শ্রীঈশ্বরী প্রসাদ গোয়েঙ্কা (ভাইস-চেয়ারম্যান্)

শ্রীরমনলাল জি, সারাইয়া (ভাইস-চেয়ারম্যান্)

শ্রীঅনন্ত চরণ লাহা
শ্রীবৈজনাথ জালান
শ্রীগোবিন্দলাল বাঙ্গর
শ্রীপি, ডি, হিমৎসিঙ্কা
শ্রীরামেশ্বরলাল নোপানি
শ্রীমহাদেও এল, দাহানুকার
শ্রীমদনমোহন আর, রুইয়া
শ্রীমোহনলাল এল, শা
শ্রীমতিলাল তাপুরিয়া
শ্রীনবীনচন্দ্র মহৎলাল

জেনারেল ম্যানেজার

শ্রী বি, ডি, ঔাম্বুরু

ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার

শ্রী ভি, আর, সোনালকার

ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার

শ্রী এস, ডি, সদাশিবন

ভারত ও ব্রহ্মদেশের বড় বড় শহরে বাটটির অধিক শাখা এবং পৃথিবীর সর্বত্র এজেন্সির ব্যবস্থা থাকায়, এই ব্যাঙ্ক দেশে ও বিদেশে জনসাধারণের সেবায় সম্পূর্ণভাবে নিযুক্ত থাকিতে পারে।

Those who have finance do read

"Indian Finance"

Those who have no finance must read

"Indian Finance"

'INDIAN FINANCE'

116, Lower Circular Road, Calcutta.

যে কোন প্রকার বীমার জন্য—
"জীবন", "অগ্নি", "সামুদ্রিক"
"দুর্ঘটনা", "মোটরগাড়ী" ইত্যাদি
হাওড়া ইন্‌সিওরেন্স
কোং লিমিটেড
৩০নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা।
ফোন—কলিঃ ৭৫৭

আর্থিক ভারত

অগ্নি, নৌ, দুর্ঘটনা, মোটরগাড়ী ও
জীবন সম্পর্কিত
শ্রেষ্ঠ জাতীয় বীমা প্রতিষ্ঠান
হাওড়া ইন্‌সিওরেন্স
কোং লিমিটেড
৩০নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা

২য় বর্ষ ১ম সংখ্যা। কলিকাতা, বুধবার ১৭ই কার্ত্তিক, ১৩৪৫ ১লা নভেম্বর, ১৯৩৮ [মূল্য ১৫

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	
সম্পাদকীয়		অর্থলোগ	
দ্বিতীয় বর্ষ		আসবাব তৈরী করিবার নূতন বিদ্যালয়	
আমাদের ভাষা সমস্যা		পণ্যদ্রব্যের বাজার	
প্রাসঙ্গিক		পাটের বাজারে নূতন সমস্যা	১১
রাজনৈতিক, ধর্ম্মসম্প্রদায়িক, হিন্দু বিবাহের উচ্চ হাইকোর্ট, ট্রিব্যুনের কারখানা, টেলিফোনে আবার বিপদ	৩	বাজারের কথা	
সমাজ	৯	সপ্তাহের বন্ধন বিষয়ের পর্যালোচনা	১২
সংবাদলিপি		মৌখিক	
লণ্ডন, বিহার, বাংলা	৭	সপ্তাহের দুপুরের লাভের পরিমাণে পরিবর্তের বৃদ্ধি	১৩
সংবাদ	৮		

দ্বিতীয় বর্ষ

বর্ত্তমান সংখ্যায় "আর্থিক ভারত" দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করিল। "আর্থিক ভারত"এর প্রথম প্রকাশের সময় আমাদের মনে দ্বিধা ছিল, সংশয় ছিল। দ্বিধা ছিল পত্রিকার বহিঃপ্রকাশের দ্বারা তাহার পরিকল্পিত মূর্ত্তিটি যথাযথ পরিস্ফুট করিয়া তুলিতে পারিব কিনা, সেই কথা মনে করিয়া। সংশয় ছিল বাংলাদেশে এই ধরণের একখানি পূর্ণাঙ্গ অর্থনৈতিক সাপ্তাহিককে দাঁড়াইয়া করা সম্ভবপর হইবে কিনা, তাহা চিন্তা করিয়া।—তাহার পর এক বৎসর কাটিয়া গেছে। ইহার মধ্যে অবশ্য আমরা আমাদের পরিকল্পনাকে সম্যক রূপদান করিতে পারি নাই,—আমাদের আদর্শে আমরা নিশ্চয়ই পৌঁছিতে পারি নাই। কিন্তু তাই বলিয়া চেষ্টারও আমরা ত্রুটি করি নাই। এবং প্রাথমিক বাধা বিঘ্ন ও বহুবিধ অসুবিধার কথা বিবেচনা করিলে একথা আমাদের অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, এত অল্প সময়ের মধ্যে "আর্থিক ভারত" যে সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছে, তাহাতে আমরা নিজেরাই বিস্মিত হইয়াছি। ইহা আমাদের উচ্চ অবস্থার নহে, সবিনয় স্বপরীক্ষিতি মাত্র। কারণ, এই সাফল্যের জন্য নিজেদের কৃতিত্ব বিশেষ দাবী করি না, কিন্তু হিতৈষিকীর্ষু গ্রাহকবন্ধুদের অকুণ্ঠ সহানুভূতি, বিজ্ঞাপনের সক্রিয় সহযোগিতা এবং পরিচিত ও অপরিচিত পাঠকবন্ধুর স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রীতিপ্রদ অভিনন্দনই যে "আর্থিক ভারত"এর এই দ্রুত সাফল্যের প্রাথমিক হেতু, কৃতজ্ঞতার সহিত তাহা স্বীকার করি।

সাধারণ অবস্থাতেও বাংলাদেশে উচ্চশ্রেণীর পত্রিকা পরিচালনার কাজ সহজ কাজ ছিল না,—"আর্থিক ভারত"এর ন্যায় বহুবহুল সাহিত্য-অতিরিক্ত পত্রিকা পরিচালনা ত নিশ্চয়ই নয়। সেই কঠিন কাজ যে বিগত বাংলার বহুবিধ দুঃখের মধ্যে কঠিনতর হইয়া দেখা দিয়াছে,সে কথা বিশেষ করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। অতএব, বলিতে বাধ্য হইতেছি,আমাদের প্রথম বৎসরের পথ কুসুমাস্তীর্ণ হয় নাই। কিন্তু তবুও আমরা লক্ষ্যচ্যুত হই নাই, কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হই নাই। আমরা কেবল জানি, দেশ ও জাতির প্রকৃত মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, কর্ত্তব্য-সম্পাদন বিষয়ে সর্ব্বপ্রকার ত্রুটি ও রূপাদৃষ্টি অবজ্ঞা করিয়া আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে।

ভারতবর্ষের উত্তর-স্বাধীনতার দিনগুলি বহুবিধ সমস্যায় জর্জ্জরিত। সে সকল আভ্যন্তরীণ সমস্যা আবার বহির্জগতের অনেক সমস্যের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। অতএব আমাদের সাবধানে পা ফেলিয়া চলা আবশ্যক। একটিমাত্র ভুল পদক্ষেপের ফলে আমরা দেশকে রসাতলে প্রেরণ করিতে পারি। কাজেই সতর্কতা অবলম্বন করা একান্ত প্রয়োজন।

আজিকার সর্ব্বসমস্যার প্রধান আমার হইল অর্থনীতি।—ভারতবর্ষের অর্থনীতি বৈদেশিক শাসনের আমলে বিজাতীয় স্বার্থের দিকে চোখ রাখিয়াই পরিচালিত হইত। কিঞ্চিদধিক এক বৎসর হইল সেই শাসনব্যবস্থার সমাপ্তি ঘটিয়াছে। অতএব এখন সর্ব্বাগ্রে দেশের অর্থ-নীতিকে দেশের ও জাতির কল্যাণে নিয়োজিত করা কর্ত্তব্য। কিন্তু উত্তর-স্বাধীনতার বহু সমস্যার মধ্যে এক প্রধান সমস্যা হইতেছে স্বার্থে স্বার্থে সংঘাত।—স্বাধীনতার প্লাবন শুধু যে বহু আবর্জ্জনা ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে তাহাই নয়, কাদামাটিও রাখিয়া গিয়াছে প্রচুর। কিন্তু তাহার জন্য চিন্তিত হওয়ার প্রয়োজন নাই। সুস্থ মস্তিষ্কে অগ্রসর হইলে এটুকু কাদামাটি পরিষ্কার করিয়া লইতে আমরা পারিব,স্বাধীনতা-পরবর্ত্তী কালে নিজেদের শক্তি সামর্থ্য সম্পর্কে এ বিষয়ে আমাদের নিশ্চয়ই হইয়াছে।—পরস্পরের সহযোগিতায় আমরা সমষ্টির কল্যাণ-সাধন করিতে পারিব, সমপ্রভাবে আমরা আমাদের জন্মভূমিকে গৌরবান্বিত করিতে পারিব।—বন্দে মাতরম্।

ভারতের ভাবী শাসনতন্ত্র

ভাবী ভারতীয় শাসনতন্ত্রের খসড়াপ্রস্তাব গণপরিষদের বর্তমান অধিবেশনে ভারতের আইনমন্ত্রিণ ও শাসনতন্ত্রের খসড়া প্রণয়নকারী কমিটির সভাপতি ডাঃ বি, আর, আম্বেদকর কর্তৃক উপস্থাপিত হইয়াছে এবং গণপরিষদ এক্ষণে তৎসম্পর্কে বিচার বিতর্ক করিতেছেন। পূর্ণাঙ্গবিশিষ্ট কমিটির সুপারিশসহ ইতিপূর্বে যখন এই শাসনতন্ত্রের খসড়া প্রকাশিত হইয়াছিল, তখন আমরা 'আর্থিক ভারত'এর পঞ্চদশ সংখ্যায় (১৯৫ কার্তিক, '৪৪) ওই সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলাম। রাষ্ট্র-কাঠামোর সর্বভারতীয় কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্তির আবশ্যকতার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা ব্যতীত বর্তমান প্রস্তাবসমূহ সহিত খসড়ার পূর্বপ্রকাশিত আকৃতির বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। বর্তমান প্রস্তাব উত্থাপন প্রসঙ্গে ডাঃ আম্বেদকর সুস্পষ্টভাবেই ভারতের ভাবী রাষ্ট্র কাঠামোকে যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতির অধীন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু খসড়ার বিশ্লেষণীতে এতৎসম্পর্কে এতটা সুস্পষ্ট ঘোষণা না থাকিলেও ভারতের ভাবী শাসনতন্ত্রকে কেন্দ্রানুগ রাষ্ট্রবিধানের বহু বিধানই অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল। ভারতের রাষ্ট্রপতি ও প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের ক্ষমতাসদৃশ এবং সমপ্রকারে প্রদেশ ও কেন্দ্রের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টনের বিভিন্ন আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা আমাদের পূর্ব প্রবন্ধে প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছি যে, ভারতের ভাবী রাষ্ট্রকে ফেডারেশন (Federation) বলিয়া আখ্যাত না করিয়া রাষ্ট্রসংঘ (Union of States) বলিয়া অভিহিত করা হইলেও ভাবী ভারতীয় রাষ্ট্রের কাঠামো আসলে যুক্তরাষ্ট্রীয় রীতিনীতিরই অনুবর্তী হইবে। আমাদের সেই অনুমান ডাঃ আম্বেদকরের বর্তমান উক্তিতে যথার্থ বলিয়া প্রমাণিত হইল।

ভাবী ভারতীয় রাষ্ট্রের যুক্তরাষ্ট্রীয় রূপের উল্লেখ করিয়া ডাঃ আম্বেদকর প্রথমেই দেশীয় রাজ্যসমূহের ভারতীয় প্রদেশভুক্তির আবশ্যকতা ব্যক্ত করিয়াছেন। ইতিপূর্বে খসড়া বিশ্লেষণীতে যখন ভারতীয় রাষ্ট্রের ভাবী সংজ্ঞাকে "ইউনিয়ন অব ষ্টেটস" আখ্যা প্রদান করা হয়, তখনই আমরা এই অনুমান প্রকাশ করিয়াছিলাম যে, ভারতীয় প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যের মধ্যে প্রভেদ দূর করিবার জন্যই উল্লিখিত নামের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তৎপরে দেশীয় রাজ্যসমূহের বিবর্তনের ধারা অনুসরণ অগ্রসর হইয়াছে। হায়দরাবাদসহ ভারতীয় সীমানার ভোগুরে অবস্থিত সকল দেশীয় রাজাই আজ ভারতভুক্ত। ইহাদের মধ্যে যে সকল রাজা বা রাজ্যসংঘ নিজেদের পৃথক সত্তা সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় রাষ্ট্রের সহিত মিলাইয়া দিতে অনিচ্ছুক, তাঁহারা আঞ্চলিক শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিবার জন্য একটি করিয়া পৃথক গণপরিষদ সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহাতে অবশ্য তাঁহারা ভারত সরকারের দেশীয় রাজ্য-নীতির ঘোষণা অনুযায়ীই কাজ করিয়াছেন এবং গণতন্ত্রের পথেই অগ্রসর হইয়াছেন।—কিন্তু অন্যান্য প্রদেশের সহিত এই সকল রাজ্যের পার্থক্য ঘুচিয়া গিয়াছে। ভারতীয় রাষ্ট্রের সার্বভৌম সত্তার পক্ষে দেশীয় রাজ্যসমূহের এই বৈশিষ্ট্যসূচক অবস্থিতি কোনক্রমেই সমর্থনযোগ্য নহে। সেই দিক হইতে দেশীয় রাজ্যের নৃপতিদের প্রতি ডাঃ আম্বেদকরের এই আশ্বাস খুব সময়োপযোগী হইয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় ভাবী ভারতের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হইবে ঐক্যিক নাগরিকতা। ভাবী ভারতের নাগরিক যে কোন প্রদেশ বা রাজ্যের অধিবাসী হউন না কেন, তিনি ভারত রাষ্ট্রের নাগরিক বলিয়া পরিগণিত হইবেন এবং তাঁহার স্বীয় প্রদেশ বা দেশীয় রাজ্যের সরকারের প্রতি তাঁহার কোন বিশেষ আনুগত্য থাকিতে পারিবে না। অনুরূপভাবে এক প্রদেশে অন্য প্রদেশের লোকের পক্ষে বসবাস ক বা জীবিকার্জনের পথে কোনই বিঘ্ন থাকিবে না। আইনের চোখে সকলেই সমান ব্যবহার পাইবেন এবং এক প্রদেশের অধিবাসী এবিষয়ে অন্যপ্রদেশের অধিবাসী হইতে কোন পৃথক সুবিধা বা অধিকার ভোগ করিতে পারিবেন না। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সার্বভৌম সত্তার দিক হইতে প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্রের এই বিধানটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, একমাত্র খসড়া শাসনতন্ত্র প্রণেতাগণ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রের রীতি অনুসরণ করেন নাই। তখাকার নাগরিকের আনুগত্য প্রধানতঃ যে-ষ্টেটের অধিবাসী তাহার নিকট। সুতরাং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দৈত সত্তায়—অর্থাৎ একই ব্যক্তি এবং বাঁহাদের নিকট একই রাষ্ট্র-অনুসৃত বিভিন্ন আমেরিকার একজন নাগরিকের রাজনৈতিক সত্তা বিভিন্ন। ভারতের ক্ষেত্রে একক নাগরিকতার বিধান করিয়া খসড়া প্রণেতাগণ দূরদর্শিতারই পরিচয় দিয়াছেন।

প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্রের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হইল কেন্দ্রীয় সরকারে গণতান্ত্রিক রূপ এবং কেন্দ্রের সহিত প্রদেশসমূহের সম্বন্ধের ব্যবস্থা ভাবী ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার আমেরিকার ধরণের না হইয় ইংলণ্ডের অনুরূপ হইবে, যদিও ভারতের রাষ্ট্রীয় কাঠামো ইংলণ্ডের মত না হইয়া হইবে আমেরিকার ধরণের। ইংলণ্ডের শাসনক্ষমতা মাত্র সম্রাটের অজ্ঞানুবর্তী আইনসভার সদস্যদের দ্বারা গঠিত মন্ত্রিসভার দ্বারা পরিচালিত হয়,—শাসনক্ষমতা ব্যবহারের ব্যাপারে সেখানে কোন বিভাগীয় ভিন্নতা নাই। কিন্তু আমেরিকার অবস্থা অন্যরূপ। সে দেশ যেমন ইংলণ্ডের মত ঐক্যিক রাষ্ট্র নহে, তেমনি সেখানে শাসনক্ষমতার ব্যবহারেরও বিভাগীয় স্বাতন্ত্র্য আছে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে, আমেরিকার রাষ্ট্রতন্ত্রের নায়ক আমেরিকার রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের শাসনক্ষমতা প্রয়োগের সর্বোচ্চ কর্তা এবং তিনি আমেরিকার জনসাধারণের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত। কিন্তু আমেরিকার আইনপ্রণয়নের কর্তা রাষ্ট্রীয় আইন পরিষদের সহিত আমেরিকার রাষ্ট্রপতির পারস্পরিকনির্ভরতার কোনই যোগ নাই। আমেরিকার মন্ত্রিসভা আমেরিকার সর্বোচ্চ রাষ্ট্র আয়ত্ত করা মনোনীত করেন এবং এতৎসম্পর্কে আইনসভার সহিত তাঁহার কোনই দায়িত্ববোধকতা নাই। ফলে আমেরিকার মন্ত্রিসভাকে শাসনক্ষমতা প্রয়োগের ব্যাপারে আমেরিকার আইন সভার নিকট জবাবদিহি করিতে হয় না এবং আমেরিকার আইন সভার হাতে তথাকার মন্ত্রিসভাকে নিয়ন্ত্রিত করিবার কোনই ক্ষমতা নাই। ভারতের ক্ষেত্রে ভাবী ভারতের মন্ত্রিসভা

আইন সভার প্রধান সদস্যটি কর্তৃক কেবলমাত্র আংশিকভাবে সমস্যাটির সমাধান করিতে যাইয়া ব্যর্থ হইয়াছে। এই সীমিততা অবশ্যই আইন সভার অন্যান্য প্রস্তাবের অধীন হইবে।

এবিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকৃতির পরিবর্তনের ব্যবস্থা-প্রবর্তনে ইংল্যাণ্ডের দৃষ্টান্তই অনুসরণ করিয়াছেন। অবশ্য, ভারতের রাষ্ট্রীয় কাঠামো ইংল্যাণ্ডের মত ঐক্যিক হইবে না এবং ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতিও ইংল্যাণ্ডের মত বংশানুক্রমিক নিয়মতান্ত্রিক মানে মাত্র রাষ্ট্রনায়ক হইবেন না। আমেরিকার মত প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও তিনি আইন পরিষদের সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হইবেন এবং প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের কার্যের সমন্বয় করিবেন। তবুও অবস্থার ঠেকে হইলে অনেকটা বর্তমান ব্রিটেনের বড়লাট বাহাদুরের মত তিনিও সর্বাধিনায়কতার রাষ্ট্রে হইয়া যে কোন ক্ষমতা যে কোন অঞ্চলেই প্রয়োগ করিতে পারিবেন। আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ডের সরকারদ্বয়ের প্রকৃতির মধ্যে মধ্যবর্তী স্থিতিতে পরিকল্পিত ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার—তথা রাষ্ট্রীয় কাঠামোর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা প্রসঙ্গে ডাঃ আম্বেদকর মন্তব্য করিয়াছেন, ভারতের ভাবী রাষ্ট্রের প্রকৃতি এরূপ হইবে যে, শান্তির সময় এই সরকার স্বাধীনতার পরিপোষক হইবে এবং যুদ্ধকালে এই রাষ্ট্র একতান্ত্রিক শক্তির প্রতীকস্বরূপ হইবে।

প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্রের এই সমন্বয়-প্রয়াসের প্রশংসা করিতে যাইয়া একটি বিষয় সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করিবার আবশ্যকতা বোধ করিতেছি। প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্রে কেন্দ্রসরকারের প্রতি অতিমাত্রায় ক্ষমতা আরোপ করা হইয়াছে। অবশ্য স্বাধীন ভারতের নবীন রাষ্ট্রকে জন্মানে যেসব রাষ্ট্রবিরোধী শক্তির সহিত সংগ্রাম করিয়া দাঁড়াইতে হইতেছে, তাহাতে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে অধিকতর ক্ষমতার যথার্থই প্রয়োজন আছে। সেইদিক হইতে বিচার করিলে ভারত-রাষ্ট্রের কেন্দ্রসরকার উপর গুরুত্ব প্রদানের যুক্তিও উপলব্ধি করা যায়।—কিন্তু সেই সঙ্গে একথা বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে, প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্র কেবলমাত্র ভারতের বর্তমান বা আশাত ভবিষ্যৎ সম্পর্কেই প্রযোজ্য হইবে না, এই শাসনতান্ত্রিক বিধানসমূহ স্বাধীন ভারতের সুদূর ভবিষ্যতের ক্রমবিকাশের দিক নির্ণয় করিবে। ভারতের সেই সুদূর-ভবিষ্যৎ বর্তমানকালের মত সমস্যা জর্জরিত না হইয়া সুখ ও শান্তিময় হইবে বলিয়াই আমরা বিশ্বাস করি। শান্তি-সুখের সেই আনন্দময় পরিবেশে সরকারের নিকট জনসাধারণ কেবলমাত্র সুশাসন দাবী না করিয়া ব্যক্তি-স্বাধীনতা হরণের অধিকারও দাবী করিবে। ব্যক্তি-স্বাধীনতার অধিকার ভোগ করিবার পক্ষে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন এবং গ্রাম-পঞ্চায়েত প্রথার ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালিত হওয়াই কাঙ্ক্ষিত। কেন না, এতদুপায়ে রাষ্ট্রের ব্যষ্টি ব্যক্তিগত তাঁহার সমাজদর্শনকে বহু আয়াসে তাঁহার আয়ত্তাধীন বিষয়ের শাসন ব্যবস্থায় প্রতিফলিত করিতে পারেন। পক্ষান্তরে এই সকল আঞ্চলিক শাসনতন্ত্রে পরিবর্তন সাধন করিবার জন্য সুদূরপ্রসারী বিপ্লবের দ্বারা সমাজদেহের মূল পর্যায় আলোড়িত করিবার প্রয়োজন হয় না। ফলে ব্যক্তি-মানসের ধ্যান ধারণার পরিবর্তনের সাথে সাথে জাতি ও সমাজগঠনের ক্ষেত্রে এই সকল আঞ্চলিক শাসনতন্ত্র সহজেই নূতন কার্যাক্রমের প্রবর্তন করিয়া জাতীয়, তথা মানবিক প্রগতির পথিকে উজ্জীবিত করে।—অথচ তাহার জন্য কোনও রক্তাক্ত বিপ্লবের বিভীষিকায় সমগ্র রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিপন্ন হয় না। গ্রাম-পঞ্চায়েত প্রথার এখানেই বৈশিষ্ট্য।

কিন্তু ডাঃ আম্বেদকর এই প্রথার অকার্যোপযোগিতার উল্লেখ করিয়াছেন এবং এপ্রসঙ্গে ভারতে গ্রাম-পঞ্চায়েতী প্রথার ব্যর্থতার এক ঐতিহাসিক বর্ণনা দিয়াছেন। ভারতে গ্রাম-পঞ্চায়েতী প্রথা লুপ্ত হইয়াছে ইহা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু তজ্জন্য ডাঃ আম্বেদকরের মত এই প্রথাটিকেই দায়ী করিতে চাহি না এবং এতৎসম্পর্কে ইংরাজ ঐতিহাসিকের মন্তব্যের প্রতিধ্বনি করিয়া ডাঃ আম্বেদকর ভারতীয় গ্রাম-পঞ্চায়েত প্রথা সম্পর্কে যে কটূক্তি করিয়াছেন তাহা সমর্থন করিতে ইচ্ছা আমরা মনে করি প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্রের ক্রমবিকাশ ধরিয়া ডাঃ আম্বেদকর তাঁহার শাসনতন্ত্রের পূর্ণ সাফল্যের জন্য ব্যক্তি-চরিত্রের যে সম্পর্কে দাবী করিয়াছেন, তাহার উল্লেখ করিয়া আমরাও ভারতে গ্রাম-পঞ্চায়েতী প্রথার ব্যর্থতার সম্বন্ধে ভারতের ব্যক্তি-চরিত্রের অবনতিই মূলতঃ দায়ী বলিতে পারি। পঞ্চায়েতী প্রথার ব্যর্থতার এই মূল কারণটি কি করিয়া যে ডাঃ আম্বেদকরের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল না, তাহা ভাবিয়া আমরা বিস্মিত হইতেছি।

এতদ্ভিন্ন যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রে দেশ ও জাতি গঠনের দায়িত্ব মূলতঃ আঞ্চলিক সরকারের উপর অর্পিত হয় এবং কেন্দ্রীয় সরকার কেবলমাত্র আন্তঃ-প্রাদেশিক ও বৈদেশিক স্বার্থসংরক্ষণেই তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। ভারতের ব্রিটিশ আমলেই যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা তথা করিয়া ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে জাতি গঠনের দায়িত্ব প্রদানের প্রাদেশিক সরকারসমূহের উপর অর্পিত হইয়াছিল। এই আইন কার্যকরী হইবার পরবর্তী দশ বৎসরকাল মধ্যে দেখা গিয়াছে যে, ইহাতে সর্বভারতের তরফে সরকারের পক্ষে ক্ষমতা পরিচালনা করিতে কোনই অসুবিধা হয় নাই। সুতরাং ভারতের এই দৃষ্টান্তকে যদি স্বাধীন ভারতের পক্ষে যথেষ্ট সন্তোষজনক মনে না করা হয় তাহা হইলে এই প্রসঙ্গে আমেরিকার দৃষ্টান্তেরও উল্লেখ করা যাইতে পারে। দ্বৈত নাগরিকতার প্রথা তথায় থাকিলেও রাষ্ট্রের সার্বভৌম সত্তা কখনও বিপন্ন হয় নাই। সুতরাং রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার স্বার্থে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রকে ঐক্যিক রাষ্ট্রের নামান্তরে পর্যবসিত করিবার কোনই যুক্তি নাই। এই দিক হইতে বিবেচনা করিব, তাহার ভিত্তিতে ভবিষ্যৎ ভারতের প্রয়োগ নির্ধারিত হইবার এবং এই সকল প্রয়োগের ব্যবহারসাধ্যতা বিষয়ে ডাঃ আম্বেদকরের প্রদর্শিত যুক্তির সারবত্তা আমরা কোনক্রমেই স্বীকার করিতে পারি নাই, স্বীকার করিতেছি।

বেকার লিমিটেড্
(BAKER LIMITED)
পানিহাটি, ২৪ পরগণা
বৈদ্যুতিক মোটর, ডায়নামো, পাম্প, এ-সি, ডি-সি জেনারেটার, ওয়েলডিং জেনারেটার, ওয়েলডিং ট্র্যান্সফরমার, স্পট ওয়েলডার এবং সর্বপ্রকার ইলেকট্রোড সরবরাহকারক।
অর্ডার দিলে আমরা ইলেকট্রিক সংক্রান্ত যে কোন মাল সরবরাহ করিতে পারি।

প্রাসঙ্গিক

প্রবাসী ও রেলকর্মিক

রেলওয়েসমূহ কেন্দ্রীয়করণের সম্ভাবিত ফলাফল সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞের মধ্যে কোন দ্বিমত নাই বলিয়া মনে হইতেছে। কেন্দ্রীয় রেলওয়ে কমিশনের সুপারিশের অনুকূলে মত প্রকাশ করিয়াছেন। কেবলমাত্র ইহাদের মধ্যে দুইজন কেন্দ্রীয়করণের এই প্রস্তাবের সহিত দ্বিমত পোষণ করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, বর্তমান সুযোগের প্রতি ১৫ পয়সাই উদ্বৃত্ত অর্থ সরকারকে রেলওয়েসমূহের উন্নয়নকল্পে ব্যয় করিতে হইবে। এই সকল ব্যয়ের যে সুযোগের উদ্বৃত্ত থাকিবে সরকারী মতে শ্রীযুক্ত অমৃতলাল নাগরের মতানুযায়ী তাহা রেলওয়েসমূহের সঞ্চয় খাতে জমা দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। অধুনালুপ্ত কনিষ্ঠারায় সভাপতি শ্রীযুক্ত কাঁটিনিরোগী মহাশয়ের উদ্বৃত্তাংশ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল নাগরের মতানুযায়ী রেলওয়েসমূহের উন্নয়নে ব্যয় করিবার জন্য কেন্দ্রীয়করণে আপত্তি করিয়াছিলেন। কাজেকাজেই তিনি নিজেই বিশেষভাবে এ-অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত অমৃতলালকে আমরা স্মরণ করাইয়া দিতে চাই, মুদ্রাস্ফীতির বিনিময়ে এই অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে কি।

বর্তমান সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত অমৃতলালের যুক্তির মধ্যে কিছু উদ্বৃত্তি করিতে পারি আমরা বর্তমানের কথা বলিতে তিনি এই যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। ব্যবহারের সময়ে অবশ্য ইহাতে সামান্য যেটুকু আয়ের ঘাটতি দেখা দিয়াছে। কিন্তু স্মরণীয় যে আমরা চলিতেছি এবং সেই স্বল্প আয় ও পাকিস্তানের মধ্যে সাময়িক সম্পর্কে অর্থমন্ত্রীরা দেখা দিয়াছে, তাহা কি জাতির সামলাইতে সেখানে করিতেছে না। তাহাড়া পূর্বে অর্থনৈতিক কারণেরা আজ উদ্বৃত্তের অঙ্কটুকু সরকারের জন্য যেরূপ অপরিহার্য অবস্থার না পরিস্থিতি, তাহাতে রেলওয়ের এই জাতীয় সম্পত্তির একটি প্রধান অঙ্গকে বঞ্চিত করিতে আমরা না বর্তমানে যুক্তিসঙ্গত হইবে কি। আমরা আশা শ্রীযুক্ত অমৃতলাল নাগরের তাঁহার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে বিবেচনা করিবেন।

—রেলকর্মচারী সঙ্ঘের এই সম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে রেলকর্মচারীদের অভাবগ্রস্ততা এবং অসন্তুষ্টির কথা সরকার সম্বন্ধে তাহার সরকারের রেলবিভাগ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা। উল্লেখ করা যাইতে পারে। কর্তৃপক্ষ হইতে রেলওয়ে সচিব রেলকর্মচারী সঙ্ঘের নেতৃবর্গকে জানাইয়া দিয়াছেন যে, রেলকর্মচারীদের কোন বিশেষ সুবিধা করা সম্ভব হইবে না। তবে কেন্দ্রীয় রেলওয়ে কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে রেলকর্মচারীদের বেতন সুবিধার বিভিন্নকরণ করিবার চেষ্টা করা হইবে। সঙ্ঘের রেলকর্মচারীদের কেন্দ্রীয় রেলওয়ে কমিশনের সুপারিশের অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য রেলকর্মচারীদের যে দাবী জানাইয়াছে, তা পূর্ণ করিতে হইলে রেলকর্মচারীদের জন্য সরকার-প্রদত্ত অনুদানের পরিমাণ সাধারণের আয়ের হইয়া পড়ে এবং সেজন্যই সরকারের পক্ষে ইহা সম্ভব হইবে না বলিয়া তাঁহারা মনে করেন। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল নাগরের মতানুযায়ী যে কমিটি গঠিত হয়, তাহাদের সুপারিশ সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে এবং সমস্ত সংশোধনের সহিত সরকার কর্তৃক উহা গৃহীত হইয়াছে।

এই সুপারিশে বলা হইয়াছে যে, কর্মিদের অনুকূলে মত সংরক্ষণ করিলে প্রতিকূলের সমস্ত আসামান্য করিয়া দেওয়া যিতে পারে। সুতরাং কেন্দ্রীয় রেলওয়ে কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী সমস্ত অসন্তোষের এবং অনুযোগ সমূহ সংশোধন—উহার ফলে বিভিন্নস্তরে একটিকে কর্মচ্যুত করিবার জন্য প্রতিকূলের দুই বৎসরের সময় ধরে করা হইয়াছে। উপরন্তু যাহারা অসন্তুষ্ট অসন্তোষের পাইবার সম্বন্ধে উচ্চা প্রকাশ করিবে, তাহাদের সরকার সমস্ত টাকার কেন্দ্রীয় রেলওয়ে কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী করিয়া দেওয়া এবং নূতন ব্যবস্থা প্রবর্তনের অসুবিধা অতিক্রম করিবার জন্য একেবারেই কিছু অর্থ প্রদান করা হইবে। একজাতীয় এই ফের অর্থের পরিমাণ নির্ধারিত হইয়াছে ডাকঘর, রেলওয়ে কর্মিসংঘ প্রভৃতি 'এক' শ্রেণীর কর্মিদের জন্য ১৮০০ টাকা সাড়ে সাতশ অধিক বেতনভোগী কিন্তু 'ঘ' শ্রেণীর কর্মিদের জন্য ১৯০০ হইতে আড়াই হাজার টাকা পর্যন্ত বেতনভোগী কিন্তু 'গ' শ্রেণীর জন্য ৩০০ এবং ১০ হাজারের অধিক বেতনভোগী কিন্তু 'ক' শ্রেণীর জন্য ৫০০ এই সুবিধার অধিকারীদের আসল সমস্যা সমস্ত সরকারের সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইবে এবং যাহারা অসন্তুষ্ট অসন্তোষ করিবে তাহাদের আর বর্তমানের মত সাময়িক সরকারের কর্মিদের সমস্ত করিতে পারিবে না। রেলওয়ের অভ্যন্তরস্থ বৈষম্যের সুবিধার সাধারণ সরকার করা হইবে এবং ডা. বিভি প্রভৃতি সাধারণ বিভাগ সুবিধার জন্য পরিচালিত হইবে এবং এই সকল সম্পর্ক সরকারের করা হইবে না। সরকারীয়ের অসন্তোষের সাধারণ্যসমূহের একটি তালিকাও নির্দিষ্ট মূল্যের সহিত এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হইয়াছে। পণ্যদ্রব্যের সমস্ত ও সর্বনিম্নস্তরের সরকার মূল্য নির্ধারিতভাবে হইবে:—

নূতন জাতীয় মূল্য	প্রতি মেরে বর্তমান
চাউল	প্রতি আনা
সরষে তৈল	আনা "
লবণ	এক "
বিস্তারপাটী ...	প্রতি বস্ত্র দুই পয়সা

এই সকল মূল্যও আবার ব্যবহারে অধিক পরিমাণে সংযুক্তীকৃত হইয়া যোগাযোগের সমস্যার সৃষ্টি করে, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া উহার জন্যেও নির্ধারিত হইয়াছে এবং ক্রয়-বিক্রয়ের অধিকতর সুযোগ করিবার জন্য প্রতিটী বিক্রয় কেন্দ্রে কর্তৃপক্ষ ও কর্মিদের প্রতিনিধিবিশেষ নিযুক্ত করা হইয়াছে। কর্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্তকে আমরা সর্বতোভাবে এবং উহার মধ্যে সহযোগিতা করিয়াছি এবং আশা করি রেলকর্মচারিগণও উহার সুফলসমূহ উপলব্ধি করিবেন।

রাস্তা নির্মাণের উদ্যম

আমাদের অর্থনীতিতে রাস্তার গুরুত্ব বর্ণনা করিবার আবশ্যকতা নাই। সিন্ধু এবং কৃষি যেমন জাতির সম্পদ সৃষ্টি করে, রেল সম্পদকে তেমনি দ্রুত করে। রেলের যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রত্যেকদিন এই যোগাযোগ ব্যবস্থার অঙ্গীভূত হইয়া আসিতেছে।

ভারতের অসংখ্য অর্থনৈতিক জটিলতার সমাধান করিতে যে অপেক্ষাকৃত অধিক রাস্তা দরকার তাহা বলাই বাহুল্য। ভারতের যোগাযোগ ব্যবস্থা এ পর্যন্ত প্রধানতঃ রেলপথসমূহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রহিয়াছে। ভারতের দুর্ভাগ্য যাহা সকলেরই এই ব্যবস্থা কিয়ৎপরিমাণে বিঘ্নিত হইয়াছে বটে, কিন্তু স্থলপথে বা জলপথে যোগাযোগের এমন একটি ব্যবস্থা যোগাযোগ-ব্যবস্থা ভারতের নাই। জলপথে ভারতবর্ষের অর্থনীতির পরম্পরার সম্পর্কের সহিত যুক্ত নহে। জলপথে শুধু যে দুর্গতিকালীন খাদ্য-চলাচলের আবশ্যক, তাহা ভারতের নাই। জলপথের আজকের যোগাযোগ-ব্যবস্থাকে রেলপথ এবং মোটর চলাচল উপযোগী করিবার প্রয়োজন নাই। বাণিজ্যের পরিপোষক দ্রুতগতি ব্যবস্থা নির্মাণই অধুনা। মুদ্রণ যুগে যে সকল রাস্তা নির্মিত হইয়াছিল, তাহার পরে কেবলমাত্র বিগত যুদ্ধের সময় দুই একটি রাস্তা নির্মাণ হইয়াছে। সমর কালীন প্রয়োজনের তুলনায় ইহা নিতান্তই অপর্যাপ্তের। এখন কি রেলপথগুলির যাহা উপর যাহা। বিগত যুদ্ধের আগেই ইহাদের অধিকাংশ পরিত্যক্ত পাওয়া যায় এবং বর্তমানে সরকার ব্যবস্থাকে অক্ষুণ্ণ করিয়া রেলপথের এই যোগাযোগীতা বর্তমান মুদ্রাস্ফীতিকের বলাবাহুল্য বৃদ্ধি করিয়াছে।

দ্রুতগতি যোগাযোগ মুদ্রাস্ফীতিনিরোধের যাবে এবং ব্যবসায়ের জাতির অর্থনৈতিক উন্নয়নের পক্ষে রেলের যোগাযোগ ব্যবস্থার ঐতিহ্য সাধন করা অবশ্যই করিতে। রেলপথসমূহের ঐতিহ্য ও সম্প্রসারণ পক্ষে ভারত সরকার একটি পৃথক পথের সৃষ্টি করিয়াছেন। বাণিজ্যনের সঙ্গে তাহার অর্থনৈতিকভাবে সম্পর্ক স্থাপন করিবার ব্যাপারে তাহাদের আত্মপ্রাধান্যের এবং অন্যান্য দেশ পরিচালনার ব্যাপারে তাহাদের আত্মপ্রাধান্যের সহিত তুলনা করিয়া আশা করা যায় সম্প্রতি সংবাদে প্রকাশ যে, সরকারী কর্তৃপক্ষ এবং বিভিন্ন বিশেষজ্ঞগণ রাস্তা নির্মাণের কাজে তৎপর হইয়া উঠিয়াছেন। আসামের পূর্বতন রেলওয়ের বিভাগীয় অফিসের একটি বিবৃতিতে প্রকাশ যে, শিলঙকে রেল করিয়া আনার সরকার আসামের পার্বত্য অঞ্চল ও সমতলভূমির মধ্যে যোগাযোগ ব্যাপারে জন্য একটি রাস্তা নির্মাণ করিবার পরিকল্পনা করিয়াছেন। শিলং হইতে শিলঙ-সিলেট রাস্তার ইতিমধ্যেই যথা বিভা একটি ১৫ মাইল দীর্ঘ রাস্তা আসাম সরকার নির্মাণ করিয়াছেন এবং তাহার জন্য ৮টি টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন। শিলঙ হইতে সুরমা পাহাড়ের অধিকাংশ পর্যন্ত ৩০ মাইল দীর্ঘ অন্য একটি রাস্তা নির্মাণের জন্য আসাম

সরকার [illegible] টাকা ধার দেবার ব্যবস্থা করেছেন। এছাড়া খনি ও খাদের কাজের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কের যোগাযোগ রাখবার জন্য খাদের সাহায্যের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আসন ইউরোপের যোগাযোগ স্থাপন এবং সেখান থেকে খনি সাহায্যের অত্যন্ত সরল উপায় উদ্ভাবন এবং খনি হতে অন্য ছাউনি রাস্তা নির্মাণ করা হইবে। মোট প্রায় ৫০০ মাইল রাস্তা নির্মাণের জন্য আমরা সরকারকে প্রায় ৫ কোটি টাকা ধার দেবার ব্যবস্থা করিবে হইবে। রাস্তাগুলির সামরিক গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া প্রধানতঃ কেন্দ্রীয় সরকারই এই ব্যয়ভার গ্রহণ করিবেন বলিয়া আশা দিয়াছে এবং আনন্দের কথা এই যে, যুদ্ধকালীন যোগাযোগ রক্ষার জন্য সরকার যে ব্যয়সঙ্কোচনীতি অবলম্বন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাহাতে কেন্দ্রীয় সরকারের এই সাহায্যদানে বাধক হইবে না।

সরকারী কর্তৃপক্ষ যখন এইরূপে রাস্তা নির্মাণ পরিকল্পনার অনুমোদন করিয়াছেন, তখন কথা, টায়ী ও জেসপ্‌স্ কারখানা তখন রাস্তা নির্মাণের উপযোগী যন্ত্রাদি উৎপাদন ও সরবরাহের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইতিমধ্যে খাদে সরকারের একটি সিমেন্টের সরবরাহ করিবার জন্য টায়ী আয়রন অ্যাণ্ড ষ্টীল কোম্পানী বার্ষিক ৫০০ কারখানায় এবং সম্প্রতি তাহাদের প্রথম লোহার কারখানাটুক হইয়াছে। কয়েকদিন পূর্বেকার এক সংবাদে প্রকাশ যে, সরকারের জেসপ্‌স্ কারখানা ডিফেন্সলোহার নির্মাণ করিবার আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়াছেন। টায়ী ও জেসপের উদ্যোগে পরিকল্পনা গ্রহণে ভারতীয় অর্থনীতি সরকারকর্তার পথে আর এক ধাপ অগ্রসর হইল। আমরা এই সকল শুভ প্রচেষ্টার সাফল্য কামনা করি।

চীনের সঙ্কট

চীন হইতে উদ্বেগজনক সংবাদ আসিতেছে: কুয়োমিন্‌টাং ও কমিউনিষ্টদের যুদ্ধবন্ধ এখনো ভালরকম পরিণত করিয়াছে এবং মার্শাল ও পানেকোইনের ট্রান্সসিবেরিয়ার মধ্যেও সমস্ত বিশ্বের মনোযোগ আজ চীনের ঘটনাবলীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। মাঞ্চুরিয়ার রাজধানী মুকডেনের পতন হইয়াছে এবং সংবাদে প্রকাশ যে, সমস্তভাবে উত্তর চীন আজ কমিউনিষ্ট আক্রমণের মুখে বিপন্ন। আশঙ্কা হইতেছে যে, চীনের রাজধানী নানকিং এবং প্রধান বন্দর সাংহাই কমিউনিষ্টদের গৃহযুদ্ধী অভিযানের আওতায় মধ্যে আসিয়া গিয়াছে। এ আশঙ্কা যে একেবারে অমূলক নয় তাহার প্রমাণও পাওয়া যাইতেছে। পরবর্তী সংবাদে প্রকাশ যে, মুকডেনের পতনের পরে মাঞ্চুরিয়ার ইংরাজ এবং ফরাসী কন্সাল কমিউনিষ্টদের হাতে বন্দী হইয়াছেন এবং তাঁহাদের কি হইবে তাহা কেহ জানে না। মাঞ্চুরিয়ার ব্রহ্মদেশ সৈন্যের আর সন্ধানপাওয়ার কোন উপায় নাই। মুকডেনে ইতিপূর্বেই কমিউনিষ্টদের হাতে সরকারী সৈন্যদের আত্মসমর্পণের কথা বলিয়াছি।

চীনের এই সংবাদকে বিশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিলে যথার্থই চিন্তিত হইবার কারণ আছে। সমস্তভাবে পূর্ব ইউরোপ আজ সোভিয়েট রাশিয়ার একনায়কত্বে এবং আমেরিকা ও ইংলণ্ডের সহযোগে ও সহায়তায় পশ্চিম ইউরোপ আজ বিপন্ন। এমনকি পশ্চিম ইউরোপের যে বিরাট ইউরোপ সরকারের আজ সমস্ত সমস্ত রাশিয়া-প্রভাবিত একদল সাধারণ অপরাধের বলিয়া পূর্ব এশিয়ার বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে এবং বিশেষ করিয়া ব্রহ্ম, মালয় ও ইন্দোনেশিয়াতে কমিউনিষ্ট বহুদল ক্রমশঃই আক্রমণাত্মক হইয়াছে। এই সময় যদি চীন কমিউনিষ্টদের কবলিত হয়, তাহা হইলে বিশ্বে সমস্যার সমূহ ভোগের মূলিম উপস্থিত হইবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, চীন আন্তর্জাতিক নিরপেক্ষ পরিষদের অন্যতম সভ্য বলিয়া এবং ইহা পরিষদের অন্যতম বলিয়া এবং পরিষদের অন্যান্য সমস্ত রাষ্ট্রের আন্তরিক কমিউনিষ্ট কৌশলে চীনের এই বিপর্যয়ের পাশাপাশি করিয়া আন্তর্জাতিক শান্তির ভবিষ্যতের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চীন ভোগ করিবার কারণ আছে। চীনের পতন রোধ করিতে না পারিলে সমস্যার সঙ্গে চীন অধিবাসী ঠেকাইয়া রাখা সুকঠিন হইয়া উঠিবে।

সুতরাং চীনের জাতীয় সরকারের সপক্ষে বিশ্বের সমস্ত শক্তিগুলির সক্রিয় সমর্থন জ্ঞাপন করিতে হইবে। সুখাবরের চীনের জাতীয় সরকারের সাহায্য জ্ঞাপন করিতে হইবে এবং মুকডেনের পতনের পরে ট্রুম্যান মার্শালের ৫০ কোটি ডলার ঋণ দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। অন্যান্য রাষ্ট্রগুলির পক্ষ হইতে উপযুক্ত প্রস্তাব করা হইলেও কোন উপায় প্রবর্তিত হইতেছে না। ইহা শুধু সমস্ত নয়ে চীনের জাতীয় সেনাদের অসন্তোষ ও দুর্নীতি ক্রমবিস্তৃতির উপর অধিকার বলে করিয়া কোন ভরসার হইবে না। প্রয়োজন বোধ করিলে চীনের জাতীয় সেনাদের আমূল পরিবর্তন সাধন করিয়া এবং অবশ্যই চীনা জাতীয় সরকারকে সর্বতোভাবে সাহায্য করিয়া বিশ্বের কল্যাণের এই বিপদকে দূর করিতে হইবে।

হুগলী ব্যাঙ্ক লিমিটেড

প্রধান কার্য্যালয়
৪৩, ধর্মতলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।
ফোন
পি কে ৩৪৮

কেন্দ্রীয় কার্য্যালয়
৪২, চৌরঙ্গী,
ফোন
পি কে ৪৯৮১
(৩ লাইন)

পশ্চিম বঙ্গের শিল্পাঞ্চলের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত ২১টি শাখা অফিস আপনার সেবায় নিয়োজিত।

"ব্যাঙ্কিং" ও সমাজ সেবায় মুন্সীয়ানা যোগাযোগ রক্ষা আমাদের বৈশিষ্ট্য, আপনার সমৃদ্ধি আমাদের কর্মপন্থা নির্দেশক।

শ্রীযোগেন্দ্র নারায়ণ মুখোপাধ্যায়
এম, এল, এ
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

ট্রুম্যানের ভরসা

প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের মুখপাত্র ট্রুম্যান যখন আশ্বাসবাণীতে মুকডেনের পতনের আসন অন্যতম কারণ বলিয়াছেন, তখন এইরূপে [illegible] আন্তর্জাতিক ভাবে পূর্বাঞ্চলে মুকডেনের প্রেসিডেন্ট বিশেষজ্ঞের [illegible] আন্তর্জাতিকভাবে বলিয়াছে এই কারণে যে এই নিশ্চয়তার পূর্ণ সুযোগ সমস্ত আমরা মুকডেন হইতে যে সংবাদ পাইতেছিলাম তাহাতে আমাদের মনে হয় যে, সমস্ত পৃথিবীর সকল লোকের ধারণা হইয়াছিল যে, ট্রুম্যানের প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞ এইরূপ মুকডেনের আসন্ন আত্মসমর্পণের আসন্ন অবশ্যম্ভাবী হইবে। ট্রুম্যানের "বাঘের" আসন সম্পর্কে মুকডেনের রাজনৈতিক গুরু আমেরিকার ও পশ্চিমদের যেরূপ কঠিন প্রশ্ন প্রকাশ করিয়াছিল, হইয়েছিল যে কথা সত্য করিলে সকলেই এখন [illegible] কৌতুক বোধ করিবেন। তবু ট্রুম্যানের সান্ত্বনাই আছে, [illegible] মুকডেনের উপর পরিষদে যেরূপ্রাণিক দল যেরূপে প্রবেশ লাভ করিয়াছে তাহাতে বিশ্বিত হইতে হয়। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে ১৯৪৬ সালের মধ্যের হইতে বিশ্বাস্তিলাভ দল মুকডেনের উপর পরিষদে সংখ্যাধিক্যতা লাভ করিয়াছিলেন। এই সম্পর্কের ইহাও উল্লেখযোগ্য যে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের [illegible] যেরূপ্রাণিক দলের প্রতিনিধি বিশ্বাসে মুকডেনের প্রেসিডেন্ট সাথের ভয় নিশ্চিন্তপ্রার্থী হন তখন মুকডেনের রাজনৈতিক প্রায় সকলেই তাহাদের যোগ্য করিয়াছিল যে ভবিষ্যতের নির্বাচনের জোরই আসা যায়। যে যাহা হউক, ট্রুম্যানের এই নিশ্চয়তার বিশ্বের অধিকারে প্রেসিডেন্ট হইবার যোগ্যতা প্রমাণিত হইল।

পুনরায় প্রেসিডেন্টের পদে আসীন হইয়া যে ট্রুম্যান কি বিরাট বাধিত্বভার গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন সেই সম্পর্কে তিনি কিন্তুই অবহিত আছেন। প্রেসিডেন্ট বলিয়া আমরা যে [illegible] পৃথিবীর অন্যান্য দেশের উপর মুকডেনের কর্তৃত্বাধিক প্রভাব অপরিসীম ও পৃথিবীতে শান্তি রক্ষার দায়িত্ব যেন মুকডেনের উপরই বেশী পরিমাণে নির্ভর করিতেছে। তাহারা আমাদের স্বরূপ, ইউরোপ ও পশ্চিমদেশ আমাদের করে না যে এবং চীনের ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি, এই বিরাট সমস্যার মুকডেনের প্রেসিডেন্টের ভয় বাড়িয়ে দিয়াছে। তবে ঈদের সমস্যা সম্পর্কে মিঃ ট্রুম্যান বিশেষজ্ঞের পরিচিত বলিয়া এবং তিনি বিশ্বের সরকারের পরিচালক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সকল বিষয়ে সকল সময়ে উপযোগিত পরিচয় করেন বলিয়া তাঁহার উপর এই ভরসা করা অন্যায় হইবে না যে, তিনি যথাযথ অবস্থানের আছেন তাহাতে সমস্ত পৃথিবীর অবাধ্যমান মুকডেনের বেশের তিনি আজ বিশ্বশান্তির জন্য খুব সজাগভাবে সাধিত আন্তরিক প্রয়াস করিবেন।

(শেষাংশ ১৭ পৃষ্ঠায়)

দিগন্ত

"আর্থিক ভারতে"র বয়সে মুরুব্বী আমার কেহ পরিচয়ে —সেই লাভে আত্মীয়তার এই ভীষণ আহ্বানে না আসিয়া আমার আর উপায় রহিল না—আমি "আর্থিক ভারতে" হইতে কিছুদিন অবসর চাহিয়াছি।—কারণ আমার ভয় হয়, যদি —কিন্তু আমার সর্বাপেক্ষা ভীতি সত্ত্বেও আমার প্রতি প্রীতিবশে সম্পাদক মহাশয় ও আমার সহকর্মীগণ কিছুতেই আমার এই ভীতিকে বিনা প্রতিবাদে মানিয়া লইতে চাহিলেন না।—উহাদের ভয় সকলই অমূলক প্রমাণ করিয়াছি, অতএব উহাদের এই আশঙ্কাও অমূলক হইবে, আশা করি। তুমিও আমাদের পুনরায় ফিরিয়া পাইবে। ইহা আমার পক্ষে আনন্দের কথা, তুমিও সুখী হইবে।

* * * *

"আর্থিক ভারতে"র মুক্ত আকাশ আমাকে যে প্রেরণায় অভিসিঞ্চিত করিয়া উহাদের আহ্বান রক্ষা করিতে ছুটিয়া আসিতে বাধ্য করিয়াছিল, তাহার কিছু পরিচয় দিয়াছি। কিন্তু "আর্থিক ভারতে"র মুক্ত আকাশ আমাকে যে প্রেরণা দিয়াছে, তাহার কিছু পরিচয় দিতে পারিলে আমার কর্তব্য শেষ হইবে। "আর্থিক ভারতে" প্রকাশ হইবার পূর্বে এদেশের আর্থিক সমস্যা লইয়া আলোচনা করিবার কোন সুযোগ ছিল না। কেহ করিতেও চাহিত না। আমি নিজে ত এই সমস্যা সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ ছিলাম। "আর্থিক ভারতে" প্রকাশ হইবার পরে এদেশের আর্থিক সমস্যা লইয়া আলোচনা করিবার যে সুযোগ পাইয়াছি, তাহার ফলে এই সমস্যা সম্বন্ধে আমার জ্ঞান যে কতটা বাড়িয়াছে, তাহা আমি নিজেই বুঝিতে পারি। আমি "আর্থিক ভারতে"র নিকট এই বিষয়ে যে কতখানি ঋণী, তাহা আমার পক্ষে বুঝিয়া শেষ করা কঠিন। তবে এই ঋণ পরিশোধের একটা সুযোগ আমি পাইয়াছি। সেই সুযোগ আমি গ্রহণ করিব।

* * * *

"আর্থিক ভারতে"র দ্বিতীয় বর্ষের অধিকাংশ কর্মী ও লেখককে অভিনন্দিত করিয়াছি। প্রথম বর্ষের সম্পাদকীয় মুখবন্ধে আমি বলিয়াছিলাম, "আর্থিক ভারতে" যেভাবে তাহার কর্তব্য করিয়াছে, তাহাতে এই পত্রিকার সহিত সকলেরই আত্মিক সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিবে। আমি "আর্থিক ভারতে"র একজন সক্রিয় কর্মী ও পত্রিকাটির বহু বিষয়ে আজ সেইকথা সুসত্য হইয়া আছি।

* * * *

স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরেই বিশ্বব্যাপী যে বিপর্যয় সৃষ্টি, প্রধানে দেশের অন্নসংস্থানের সমস্যা ও তাহাকে কেন্দ্র করিয়া অন্যান্য সমস্যার প্রধান এবং বিশ্বের দুর্নিবার স্রোতে আমাদের স্বাধীনতা ও তাহাকে কেন্দ্র করিয়া যাবতীয় সম্ভাবনা যেভাবে সকল শক্তি প্রয়োগে ভারত সরকারের তাহা প্রতিরোধ করিবার আছে।

স্বাধীনতা অর্জন করিবার পর বিশ্বের সর্বত্রই জীবনযাত্রার ব্যয়বৃদ্ধি পাইয়াছে সত্য (বিশেষ অনুন্নত দেশগুলি পাশ্চাত্যদেশের ভারতবর্ষকে লক্ষ্য করিয়া বিদ্রূপ করিবার কথা নহে।), কিন্তু বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রসমূহে যেরূপ ব্যয়বৃদ্ধি পাইয়াছে, সেরূপ ভারত সরকারকে দেখা উপায়ে সন্তুষ্ট রাখিতে পারিতেছি না—পৃথিবীর অধিক অধিকাংশ রাষ্ট্রের তুলনায় ভারতীয় কর্মীদের বেতন বৃদ্ধির পরিমাণ অত্যন্ত কম। স্বাধীনতালাভের পূর্বে যে বেতনে ভারতীয় কর্মীরা কাজ করিতেন, তাহার সহিত বর্তমান বেতনের তুলনা করিলে ব্যয়বৃদ্ধির অনুপাতে বেতনবৃদ্ধি যে কতখানি কম হইয়াছে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। ইহার ফলে ভারতীয় কর্মীদের জীবনযাত্রার মান যে কতখানি নিম্নগামী হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুমেয়। ভারত সরকার বিভিন্ন বিভাগে ভারতীয় কর্মীদের যে বেতন দিতেছেন, তাহা বিদেশী কর্মীদের তুলনায় অত্যন্ত কম। তাহার উপর আছে আর একটি কৌতুক আছে—ভারতের বর্তমানে মূল্যমানের তুলনায় অধিক (এবং যেকোন বিষয়ে সব চেয়েকম বটে।), অথচই এই সমস্যা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার টাকাটাও তাহাকে ভারত হইতে বাহিরে যা চলিয়া যাইতে পারে, তাহার জন্য সরকার কি উপায়ে এই টাকাটা বর্তমানে যাহা আছে তাহারই উপায় উপায়ে যাপুর আছেন।

* * * *

ভারত সরকার-নির্দিষ্ট "জীবনযাত্রার অতিপূরণ"-এর পরিমাণের কথা চিন্তা করিলে বিস্ময় হইতে হয়। ইংরেজী ক্রোলিনা কোলাহলকে আমার সম্পাদিত পরিবর্তন করার পর, ভারতের কলম্বুর মিটিং আমেরের এই একটিমাত্র ক্রমিকবোধী প্রভুর দুরাশা অর্জনকারী ইংরেজ কোম্পানী অতিপূরণ বাবদ ১৫ লক্ষ পাউণ্ড দাবী করিয়াছিলেন। ভারত সরকার সেই দাবী সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া যান। ১৫ লক্ষ পাউণ্ড ইংরেজী ক্রোলিনার জীবনযাত্রার অধিক বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন।—যদি প্রতিষ্ঠানের ১৫ লক্ষ টাকার দাবী অযৌক্তিক বলিয়া গণ্য হয়, তবে একক ইংরা অযৌক্তিক নহে।) আমরা হইলেও ১৫৩ টাকার বাবীকে ১০ টাকায় নামাইয়া সেই ১০ টাকাকেই জীবনযাত্রার বলিয়া চালাইবার চেষ্টা কিছুটা বিচিত্র, সন্দেহ নাই।

কিন্তু ইহারই ক্রোলিনা নয়, বিশেষভাবে ভারতবাসী-দের সম্বন্ধে অধিকারী কথাই আমি বলিতেছিলাম।

* * * *

জীবনযাত্রার অতিপূরণ বাবদ ভারতের কর্মীদের ১৯৩৯ সালে মাসিক ১৫৫ টাকা দেওয়া হইত। ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তাহা বাড়িয়া ৩৯৫ টাকা হইয়াছিল। ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে তাহা বাড়িয়া ৪৯৫ টাকা হইয়াছিল। ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর মাসে তাহা বাড়িয়া ৫৯৫ টাকা হইয়াছিল। ১৯৪৯ সালের ডিসেম্বর মাসে তাহা বাড়িয়া ৬৯৫ টাকা হইয়াছিল। ১৯৫০ সালের ডিসেম্বর মাসে তাহা বাড়িয়া

সংবাদলিপি

লৌহ ও ইস্পাত শিল্প জাতীয়করণ বিল—আয়রন ও ষ্টীল কর্পোরেশন অব ব্রিটেনের হস্তে বৃহৎ কারখানাগুলির ভার অর্পণের প্রস্তাব—সভ্যাগ্রহ নিয়ন্ত্রণে ব্রিটিশ শিল্পের উদ্যোগ।

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

লণ্ডন, ৩০এ অক্টোবর—লৌহ ও ইস্পাত শিল্প জাতীয়করণ বিল প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ বিলে বলা হইয়াছে যে, ব্রিটেনের লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের তত্ত্বাবধানের জন্য আয়রন ষ্টীল কর্পোরেশন অব গ্রেট ব্রিটেন নামক একটি বোর্ড গঠিত হইবে এবং ঐ বোর্ডে একজন সভাপতি ও চয় হইতে দশ জন সভ্য থাকিবেন। উক্ত প্রতিষ্ঠান ব্রিটেনের লক্ষ বড় বড় লৌহ ও ইস্পাত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির একমাত্র মালিক হইবেন এবং ক্রমে ক্রমে কোম্পানীগুলিকে লাইসেন্স দিবার ক্ষমতা ঐ বোর্ডের হাতে থাকিবে।

যে সব প্রতিষ্ঠান এই বোর্ডের আয়ত্তে আসিবে তাহাদের নামের কোন পরিবর্তন হইবে না। উক্ত বোর্ড আশির দশকের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সতর্কভাবে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের উন্নয়নকল্পে যে সব পরিকল্পনা গ্রহণ করিবেন, জাতীয়কৃত প্রতিষ্ঠানগুলিকে সে সংপরিকল্পনানুযায়ী কাজ করিতে হইবে; তাহাড়া জাতীয়কৃত প্রতিষ্ঠানের পরিচালকমণ্ডলী বোর্ডের নির্দেশ মানিয়া সব সময়ে কাজ করিবেন এবং প্রয়োজন হইলে যে-কোন পরিচালককে অপসারণ করিবার ক্ষমতা ঐ বোর্ডের থাকিবে। বোর্ড প্রয়োজন বোধ করিলে যে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের নূতন পরিচালক নিয়োগ করিতে পারিবেন। উক্ত বোর্ড সুনির্দিষ্ট শিল্পের হাতে কোন কারখানা বা কর্মের পরিচালনা করিবেন না, কিন্তু প্রয়োজন বোধ করিলে বোর্ড ঐ কাজও করিতে পারেন।

বিলটি যে পরিমাণে গৃহীত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই কিন্তু এই বিলের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন হইবে। ১৯৪০ সালের নির্বাচনের পূর্বমুহূর্তেই জাতীয়করণের ফলে যদি কোন কারণে উক্ত শিল্পের উৎপাদন হ্রাস পায়, তাহা হইলে রক্ষণশীলদলের বিশেষ সুবিধা হইবে। এমন কি মিঃ চার্চিল ইতিমধ্যে ঘোষণা করিয়াছেন যে যদি রক্ষণশীল দল পুনরায় ক্ষমতা লাভ করে তাহা হইলে তাহাদের দল শিল্প ব্যক্তিগত মালিকানা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিবেন।

কয়লা, বৈদ্যুতিক, বিদ্যুৎ ও অসামরিক বিমান চলাচল শিল্প ইত্যাদি জাতীয়করণের ফল বিশেষ শুভ হয় নাই। সর্বশ্রেষ্ঠ কয়লা শিল্প জাতীয়করণ করা হইল, কিন্তু তাহাতে প্রার্থিত ফল লাভ করা যায় নাই। বরং পূর্ব বৎসরের তুলনায় এই বৎসরে কয়লা উৎপাদন বিশেষভাবে হ্রাস পাইয়াছে। ব্রিটেনের আজ অর্থনৈতিক উন্নয়ন একমাত্রভাবে নির্ভর করে কয়লা শিল্পের উপর; সেই জন্য জাতীয়কৃত কয়লা শিল্পের এই ক্রমবর্ধমান ব্যর্থতায় সরকারের বিরুদ্ধে দুশ্চিন্তার কারণ হইয়া উঠিয়াছে।

লৌহ ও ইস্পাত জাতীয়করণের ফলে বেসরকারী ব্যবসায়ীদের ও মাল ব্যবসায়ের প্রকৃত বুদ্ধি পাইবে বলিয়া সরকার আশা বুদ্ধি পায় নাই। বিধান বলবৎ থাকায় জাতীয়করণের পরে বিভিন্ন কারখানায় কোম্পানীর প্রায় ১৩,০০,০০০ পাউণ্ড লোকসান দেখা দিয়াছে। ঐ কোম্পানীগুলির ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য ৩ কোটী ৫০ লক্ষ পাউণ্ড টাকার ১০০ কোটি টাকার মূলধনকে বিনিয়োগ করা সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু ঐ বিনিয়োগগুলি পাইতে আরও অন্ততঃ পাঁচ বৎসর লাগিবে। কাজেই জাতীয়কৃত বিভিন্ন কোম্পানীগুলির আয়কর হ্রাসের বৎসরেও যে লোকসান হইবে তাহা অবশ্যম্ভাবী। জাতীয়করণ বিলে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা আছে, কিন্তু সেইগুলির ফলাফল জানা যাইবে কিছু বিলম্বে হইলেও, আগামী নির্বাচনের পূর্বে তাহা জানা যাইবে।

জাতীয়করণের ফল পরিণামে শুভ হইলেও, ইতিমধ্যে শ্রমিক সরকারকে যেরূপ বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়ার জন্য দিতে হইবে তাহা মোটেই সহজ নহে। কাজেই সমাজতন্ত্রী নীতির সাফল্য প্রমাণ করিতে হইলে ব্রিটেনের শ্রমিক সরকারকে আরও বৎসর হইতে হইবে। জাতীয়করণের বিরুদ্ধে ধনিক শ্রেণীর উপর শ্রমিকদলের আস্থাই নির্ভরশীল তার পরাজয় নির্ভর করিতেছে।

সম্প্রতি ভারত সরকার সত্যাগ্রহ নিয়ন্ত্রণের যে আদেশ জারী করিয়াছেন তাহার ফলে তাহাদের বাণিজ্য ও শিল্পক্ষেত্রে প্রভূত বিঘ্ন সৃষ্টি হইয়াছে। ব্রিটেনের সত্যাগ্রহ নিয়ন্ত্রণ চালু করা হইয়াছে প্রায় এক বৎসর এবং মোটামুটিভাবে বলিতে গেলে ইহার ফল খারাপ হয় নাই। সত্যাগ্রহ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে অনেকগুলি শিল্প প্রতিষ্ঠানের আপত্তি থাকিলেও বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের মতে সত্যাগ্রহ নিয়ন্ত্রণ করার ফল শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষে ভালই হইয়াছে, তাহার ফলে সমস্ত অবিশ্বাস বৃদ্ধি পাইয়া ব্যবসায়ের অধিকতর সম্প্রসারণ সম্ভব হইয়াছে। সেইজন্য প্রতিষ্ঠানসমূহ আশা করেন যে, সরকার এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আরও কিছুদিন চালু রাখিবেন। উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, সত্যাগ্রহ নিয়ন্ত্রণ প্রশ্নে ব্রিটেনের শিল্প-সঙ্ঘ (Federation of Industries) কোনরূপ মাথা ঘামায় নাই।

ফ্রান্স।

প্রাদেশিক অর্থসচিব সম্মেলন—রেলওয়ে শ্রেসপ কমিটীর সুপারিশ।

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

প্যারিস, ৫ই নভেম্বর—ফ্রান্সের অর্থনীতির ক্ষেত্রে এই সপ্তাহে নূতন কিছুকে প্রাদেশিক অর্থসচিবদের যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাতে কোন সরকারই গুরুত্ব সিদ্ধান্ত করা হয় নাই। মুদ্রাস্ফীতির বিরোধ এবং রাজস্ব ব্যবস্থা সংস্কারসাধনের দাবী প্রতিকার প্রয়োজনমূহ বিবেচনা করাই এই সম্মেলনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। অবশ্য ফ্রান্সীয় রাজস্ব ব্যবস্থার প্রাদেশিক যে ক্ষেত্র ও প্রদেশের মধ্যে রাজস্বের বিলিবণ্টন, তাহাদেরও এই সম্মেলনে আলোচনা করা হয়।

মুদ্রাস্ফীতি নিরোধের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার যে ব্যয়সঙ্কোচ নীতি অনুসরণের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহাতে দুইটি ব্যাপারে প্রাদেশিক অর্থসচিবগণ বিশেষ পরিচালনা করিয়াছেন—(১) কর্মচারী প্রথার বিলোপ এবং (২) উন্নয়নমূলক পরিকল্পনাগুলির রূপায়ণ। কর্মচারী প্রথা বিলোপ করিতে হইলে উৎপাদক কর্মিসংঘের কর্মিসংখ্যা হ্রাস করিতে হইবে। অন্য অর্থে এই কর্মিসংখ্যা হ্রাস করিতে হইলে মুদ্রাস্ফীতির মোকাবেলাই করা হইবে। আর যদি অন্য অর্থে এই কর্মিসংখ্যা না কমান সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ স্ফীত হইয়া সরকারী বাজেটে আয়-ব্যয়ের মধ্যে অসাম্য বৃদ্ধি করিবে।—মুদ্রাস্ফীতির দিক হইতে বিবেচনা করিলে আয় ও ব্যয়ের এই অসাম্য বৃদ্ধি একান্তভাবেই রোধ করা দরকার।

উন্নয়নমূলক পরিকল্পনাগুলিকে বাস্তবে রূপায়িত করিবার বহিয়াছে সুদূর প্রসারী পরিকল্পনাগুলি। কিন্তু এই জন্য যে বিপুল পরিমাণ মূলধনের আবশ্যক প্রাদেশিক রাজস্বে সে প্রাচুর্য নাই।—সুতরাং প্রদেশগুলি কেন্দ্রীয় অনুদানসমূহের উপর বিশেষ নির্ভর করিয়া আছে। কেন্দ্রীয় সরকারের এই সাহায্য প্রদান করিবার ক্ষমতা প্রতিরক্ষার প্রশ্নে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। এমতাবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেটের নীতি অনুসরণের ফলে প্রদেশসমূহকে এই অনুদানসমূহ প্রদান করা বন্ধ হইবে কিনা, তাহাই হইয়াছে প্রাদেশিক অর্থসচিবদের দুশ্চিন্তার বিষয়। বিভিন্ন ও বহু প্রদেশের পক্ষ হইতে তাহাদের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের পটভূমিকায় তাহারা যে উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন তাহা বিবেচনা করিয়া তাহাদের সরকার আর্থিক সাহায্য দানে অগ্রসর হইবার জন্য, তাহার জন্য অনুরোধ জানানো হইয়াছে। তাহা বিদ্যুৎ ও বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনার প্রয়োজনে আলাদা সরকারও তাহাদের সরকারের নিকট অনুরূপ সাহায্য চাহিয়াছেন। পশ্চিম দেশের বন্দরগুলি যেহেতু আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পশ্চিম বন্দর হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে তাহার অন্তঃ দীমান্ত ছাড়াও, উহাদের এক যাতায়াত বৈশিষ্ট্যে যে শুল্ক

করিয়া কাজ করিয়াছে, তাহাতে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের এই প্রস্তাবের সমর্থনে অন্যান্য যুক্তিগুলি পূর্ণভাবে অন্তঃসারশূন্য বলিয়া মনে হয়। বিশেষতঃ এই প্রস্তাব করা হইয়াছে এমন সময়ে যখন এই প্রস্তাব কার্যকরী করিবার কোন বিশেষ কারণ নাই। ১৯৪৭ সালের ১লা জুলাই হইতে ১৯৪৮ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত ভারতীয় রেলওয়ে সমূহের আয় ব্যয়ের যে হিসাব পাওয়া গিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, ঐ সময়ে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের আয় হইয়াছে ৩৭ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা, আর ব্যয় হইয়াছে ৩৭ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ আয় ব্যয়ের সমান হইয়াছে। এই হিসাবে ১৯৪৭ সালের ১লা জুলাই হইতে ১৯৪৮ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের কোন লাভ হয় নাই। তাহা হইলে ভাড়া বৃদ্ধির কোন প্রয়োজন ছিল না। ভাড়া বৃদ্ধির ফলে যাত্রীদের যে অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়। ভাড়া বৃদ্ধির ফলে যাত্রীদের যে অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়।

উপরন্তু পরিকল্পনার মধ্যে প্রস্তাবসমূহের সমর্থনে যুক্তিগুলি অথবা রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের ভবিষ্যৎ পরিচালনা ও প্রতিটি সম্পর্কে বিভিন্ন শ্রেণীর ও প্রকারের মধ্যে বাজারের মূল্যবৃদ্ধির এবং অন্যান্য কর ও সরকারী কর ধার্য বৃদ্ধির ফলে যাত্রীদের ভোগান্তির কথা বলা হইয়াছে। যাত্রীদের বাজারে প্রয়োজনমূলক দ্রব্যের মূল্য সম্পর্কে হিসাব বিভাগ আরও নূতন উৎকণ্ঠার সৃষ্টি করিয়াছে। আজকের বাজার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যেমন ও কলিকাতা হইতে আসুন বা কলিকাতা যাইবার জন্য যাত্রীদের কাছে যেমন এবং কলিকাতার বাসী প্রয়োজনমূলক ছোট প্রয়োগ পরিমাণ ১০৭ টাকা সর্বোচ্চ ধার্য ছিল। বর্তমানে কলিকাতার অবস্থা পরিবর্তনে যে মূল্য দাঁড়াইয়াছে তাহা ১০৭ হইতে ১১৭-তে উন্নীত হইয়াছে। এই অবস্থায় কলিকাতার প্রয়োগ পরিমাণ ১০৭ হইতে ১১৭-তে বৃদ্ধি করা হইয়াছে। এই অবস্থায় ও কলিকাতা এই সম্পর্কে আজকে রেলওয়েগুলির ভাড়া বৃদ্ধি ঠিক হইতে বলিয়া যে আশা করা যাইতেছে তাহা সঠিক প্রমাণিত হয় নাই।—এবং-পক্ষে কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় নাই।

অন্যদিকে রেল ও প্রয়োজনীয় সরকারের ওপরে বাড়তি সমস্যা এবং অন্যান্য দায়িত্বের বাড়তি সম্বন্ধেও কোন স্থির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নাই। অবশ্যই বলা হয় যে, যখনই বিষয়ের অধিবেশনেই এতৎসম্পর্কে কোন গৃহীত হইতে পারে মনে করিয়াই অর্থমন্ত্রিসভার সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় নাই। রেলওয়ে বিভাগের সম্পর্কে পরিবর্তন আসিত হইয়াছে। কিন্তু এক্ষেত্রেও বিভাগ কর্তৃপক্ষ রাষ্ট্রীয় সরকারের আয়ের অধীন হইতে বলিয়া যে সাধারণ করা বিভাগিত তাহার সঠিক পরিচয় হয় নাই। বিভাগ কর্তৃপক্ষের সরকারের অধিকারাধীন বিষয়। তবে আয়ব্যয়ের বার্ষিক ও বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলির বার্ষিক বিবেচনা করিয়া অবশ্যই তাহে বিভিন্ন করিয়া তাহার আয়ব্যয়ের চালনে। উপর আরোপিত বিভাগ করিয়া একটি বিভাগীয় বাজেটের ভিত্তিতে স্থির করা হইয়াছে। তার ফলে আর্থিক ক্ষেত্রে সর্বাঙ্গসুন্দর সাধ্য সৃষ্টি হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

রেলওয়ে রেলপথ তথা কমিটির সুপারিশাবলী প্রকাশিত হইয়াছে। অন্যান্য রাজ্যের প্রান্ত হইতে যে প্রায় পাঁচ বৎসরকাল ধরিয়া রেলওয়ে শ্রমিকগণ অন্যায়ভাবে অন্যায়ের সহিত সংগ্রাম করিয়া আসিতেছে তাহা। তাহা বিভিন্ন শ্রেণীর সম্পর্কে অন্যায়ের সহিত সংগ্রাম করিয়া আসিতেছে। এই বাবে কর্তৃপক্ষকে ১৮ কোটি টাকা এবং এক বৎসরের মধ্যে আরও ১৩ কোটি টাকা, মোট ৩১ কোটি টাকার বার্ষিক শ্রমিকদের জন্য ব্যয় করিতে হইবেছে। এই অন্যায়ের এবং অন্যায়ের এই সরকার একইকালে সাত কমিটি রেলকর্মিবৃন্দ সম্পর্কে বিভিন্ন হইতে পৃথক একটি অন্যায়ের সম্পর্কে পরিচয় হইয়াছে। কিন্তু বৎসরের রেল-শ্রমিকদের অধিবেশনের দেখা যায়। বর্তমানে শ্রমিক কিন্তু সরকারের তাহাদের অন্যায়ের অন্যায় করিবার জন্য দাবী জানাইতেছে।

রেলকর্মী সংগঠনের প্রতিনিধি বোম্বাই অধিবেশনে কেন্দ্রীয় রেলওয়ে কমিশনের সুপারিশকে রেলকর্মীদের ক্ষেত্রে প্রত্যাখ্যান করিবার দাবী জানাইয়া হইয়াছে এবং অন্যান্য আবশ্যক বিভাগের মধ্যে বন্টনের নিজস্ব প্রকাশ করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত রেলওয়ে রেলপথ তথা কমিটির সুপারিশ তাহার সরকারকর্তৃক গৃহীত হওয়ার মধ্যে তথ্য দাবিয়াছে। রেলপথ কমিটি এই সুপারিশে রেল-শ্রমিকদের আয়ের বিভাগের মধ্যে যেগুলি অন্যায়ের সত্য সরকার অথবা কেন্দ্রীয় রেলে কমিশনের সুপারিশসমূহ নিম্ন অন্যায়ের তাহাদের যে কোন একটিকে বিভাগের করিয়া সাধারণ বিভাগের এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, কেন্দ্রীয় রেলে কমিশনের সুপারিশ রেলকর্মীদের ক্ষেত্রে প্রত্যাখ্যান করিতে সরকার প্রস্তুত আছেন, কিন্তু সেক্ষেত্রে অন্যান্য সরকারের তাহার অন্য সরকার বিশ্ব আছে, তবে কমিশনের না। কমিশন কেন্দ্রীয় রেলকর্মিবৃন্দের সুপারিশকারী রেলকর্মীদের নিম্ন অন্যায়ের বিভাগ করিতে হইবে, তবুও রেলশ্রমিকদের অধিকারের একটা স্থায়ী ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজনে এই সরকার যৌক্তিকতা করিয়াছে।

তাহাড়া অধিকন্তু হইতে প্রথম পাওনা বিভাগের অন্যায়ের সরকার হইতে রেলশ্রমিকেরা যে দুর্গতি পাইয়াছে তাহার জন্য তাহাদের মনে একটুও কৃতজ্ঞতা সঞ্চার হয় নাই; বরং অন্যায়ের সরকারকে স্বাভাবিক অধিকার মনে করিয়া রেলকর্তৃপক্ষের দূরের কৃতজ্ঞতাকে এই দাবিয়া অধিকারী করা হইয়াছে এবং অন্যায়ের প্রাপ্ত এই সরকার হইতে ভোগাকারদের সৃষ্টি করিয়াছে। ইহাতে ভোগাকারের, মূল্যবৃদ্ধি, অন্যায় সরকার এবং পরিণামে দুরাকাঙ্ক্ষি বৃদ্ধি পাইয়াছে।—সুতরাং এই ব্যবস্থা সমাপ্তি করাই বাঞ্ছনীয়। রেলকর্মচারিবৃন্দের অধিকার সুবিধা বিবেচনা করিয়াই রেলপথ-কমিটি অন্যান্য কোন সুপারিশ করিয়াছেন। কিন্তু এখন পরিস্থিতিতে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, অন্যান্যের সরকার ব্যবস্থা রেলপথে চালু থাকিবে সেখানের এই ব্যবস্থা সুবিধাকর বন্ধ এক থাকিবে আর থাকিবে না। অন্যান্যের বৈমাসিক প্রয়োজনের পাওনা দ্রব্যের অন্য ইহা সীমাবদ্ধ থাকিবে এবং রেলকর্মীদের বার্ষিক ২১০৮ অর্থের উপার্জনকারী ব্যক্তির এই সরকারের সুবিধা পাইবে।

বোম্বাই

নগরী রেলওয়ে পরিচালন আবেদন—সরকারের সহিত জনসাধারণ সহযোগিতা না করিলে রেলের বিপদ অবশ্যম্ভাবী—ভারতকে এগিয়ার নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে হইবে—বোম্বাইয়ে বহু বন্দর প্রবেশের জন্য তোড়জোড়।

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

বোম্বাই, ৯ই ফেব্রুয়ারী—সর্দার বল্লভভাই পটেল তাঁহার গতকল্য অপরাহ্নে বোম্বাইয়ে উপস্থিত ছিলেন এবং ঐ সময়ে তিনি বক্তৃতাপ্রসঙ্গে ভারতের অবস্থানের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি দৃঢ়তাপূর্ণ নির্দেশের জন্য জনসাধারণকে সরকারের সহিত সহযোগিতা করিতে আহ্বান করিয়া বলেন যে, মাত্র এক বৎসরের মধ্যে সরকার যে সমস্ত গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন এবং যেরূপ যে পূর্ণোদ্যমে প্রক্রিয়া অগ্রসর হইয়াছেন তাহার তুলনা হয় না। তিনি স্বীকার করেন যে, তাঁহার সহযোগীরা সকলেই কিছু অধিক্ষ কর্মঠ নহেন, কিন্তু তিনি বিশ্বাস করেন যে, তাঁহারা যেরূপ একাগ্রতা ও নিষ্ঠার সহিত কাজ করিতেছেন তাহাতে অতি শীঘ্রই তাঁহারা প্রার্থিত লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারিবেন।

তিনি একথাও স্বীকার করেন যে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমাদের সরকার যেরূপ অগ্রসর হইতে পারেন নাই। তাহার কারণ তাহার প্রয়োজন অনুযায়ী উৎপাদন করিতেছে না এবং সেইজন্য বিদেশ হইতে প্রচুর মাল আমদানি করিতে হইতেছে। তিনি এই প্রসঙ্গে আরও বলেন যে, একমাত্র আহমদের মাসুল বিভাগে তাহার কোটি কোটি টাকা প্রতি বৎসর ব্যয় করিতেছে তাহাতে ভারতের নিজস্ব বিদেশ কোন আরাম নাই। ভারত যদি পূর্ণ হইতে আরাম নির্মাণ করিত অথবা আরাম ক্রয় করিত, তাহা হইলে তাহাদের এই বিরাট অর্থব্যয় হইত না।

ভারতে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষের একান্ত অভাব এবং যে পরিমাণ মাল আছে তাহারও সুষ্ঠু বণ্টন সম্ভব হইয়া উঠিতেছে না। বিভাগ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইলে তাহার বিরুদ্ধে এক শ্রেণীর লোকের আপত্তি প্রবল হইয়া উঠে এবং নিয়ন্ত্রণাদেশ প্রত্যাহৃত হইলে জিনিষ-পত্রের দর অত্যধিক বাড়িয়া উঠে। অন্যান্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বাতিল করার সঙ্গে সঙ্গে অনেক ব্যবসায়ীরা প্রচুর মুনাফা লুটিয়া লইয়াছে এবং ব্যবসায়ী হয়। অথচ আমরা ঠিক বিপরীত অবিরাম চেষ্টা চলিতেছে। এই সকল ব্যবসায়ীরা তাহাদের ভাতীয় সরকারকে তাহার ন্যায্য পাওনা বিষয়ে অধিক্ষুব্ধ। তাহারা এই অর্থ অন্যায়ে পুনর্নিয়োগ করিতেও পারেন বলে, কারণ সেই ক্ষেত্রে তাহাদের পক্ষে অধিকতর ঝুঁকি নেওয়া সম্ভব হইবে না। এদিকে জিনিষ-পত্রের দাম বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির দাবী প্রবলভাবে হইয়া উঠিতেছে, এমন কি সরকারী কর্মচারীরাও শ্রমিকদের দাবির প্রবল করিতেছেন।

(শেষাংশ ১৩ পৃষ্ঠায়)

সঙ্কলন

মদ বিক্রয়ের বেলায় বৃদ্ধি

পশ্চিম বঙ্গ সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে যে প্রেসক্রাইবে প্রকাশ যে ১৯৩৮ সালের জুলাই মাসের পর উহার পূর্ব্বেকার যে সমস্ত মদ বা সুরা মূল্যাধিক্য করা হয় নাই, তাহা ১৯৩৮ সালের ৩১এ অক্টোবরের মধ্যে বিক্রয় করিতেই হইবে বলিয়া তাহার সরকার মদ-উৎপাদক ও ব্যবসায়ীদের জানাইয়া দিয়াছেন। কোন অনুমোদেই মেয়াদ আর বাড়াইয়া দেওয়া হইবে না। সেই অনুসারে পশ্চিম বঙ্গ সরকার স্থির করিয়াছেন যে, 'পি' 'সি' 'ডি' এবং 'ই' গ্রুপে ব্যবসায়ীদের যে অস্থায়ীভাবে লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছে, তাহাদের মেয়াদ ৩১এ অক্টোবরের পরবর্ত্তী বাড়াইয়া দেওয়া হইবে। ৩১এ অক্টোবর উহার মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার কথা ছিল।

মিলজাত বস্ত্রের খুচরা বিক্রয়

পূর্ব্ববর্ত্তী আদেশ সংশোধন করিয়া পশ্চিম বঙ্গ সরকার এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ৭ই নভেম্বর হইতে পুনর্ব্বিজ্ঞপ্তি না দেওয়া পর্য্যন্ত কলিকাতা ও বাওড়ার মিউনিসিপ্যাল এলাকার মিলজাত বস্ত্রের খুচরা ব্যবসায়ীদের একবারে কোন ক্রেতাকে বারোগজ ১০ গজের বেশী ১৯৩৮ সালের অক্টোবর মাসের অথবা পরবর্ত্তী কোন মাসের মূল্যের হালসাল ভারতীয় মিলজাত বস্ত্র বিক্রয় করিতে পারিবে না। কোন ক্রেতা দুই রেশন কার্ডের বদলে ১০গজ ব্যাপী কাপড় দাখিল করিলেই তবে তাহার নিকট বস্ত্র বিক্রয় করা যাইবে। ক্যাম্পবেলপুরে ও উহার বুটিতে দুই রেশন কার্ডের বিধান লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কলিকাতা অ্যাডভাইসরী কমিটির বৈঠক

গত ৩১এ আষ্টোবর কলিকাতায় ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজারের সভাপতিত্বে উক্ত রেলওয়ের কলিকাতা অ্যাডভাইসরী কমিটির চতুর্থ সভা অনুষ্ঠিত হয়। কমিটির সদস্যদের মধ্যে শ্রী বি, বসু, শ্রী এস, ঘোষাল, শ্রীযুক্ত, এল, কেইসো, অনারেবল খাজিজ, শ্রী, কে, এস, মুখার্জি; শ্রী ডি, এস, মোর, মিঃ ডি, এস, ব্যাকবিলাস, শ্রী এস, সি, চট্টোপাধ্যায়, শ্রী আর, বরাণ্ড, শ্রী এস, সিংহ, শ্রী সি, এন, গ্রস, শ্রী অরবিন্দলাল গুপ্তা ও পণ্ডিত এস, কে, মৈত্র সভায় উপস্থিত ছিলেন।

আলোচ্য অন্যান্য বিষয়ের সহিত অরেঞ্জথানা ষ্টেশনের পরিবেশ বৃদ্ধি ও অভিমুখন হয়ো সম্পর্কিত বিষয় বিশেষভাবে আলোচিত হয়। অভিমুখন হয়ো সম্পর্কিত দাবীর বিস্তারিত তালিকা করা হইয়াছে বলিয়া কমিটিকে উল্লেখ করা হয়।

রেলওয়ের কমিটিকে জানান যে, রেলের উপদেষ্টা কমিটি এখন হইতে বিহারিন, আসিব ও ইউরোপীয় এই তিন শ্রেণীর যাত্রীর ব্যবস্থা করিবেন।

পশ্চিম বঙ্গে গাঁজার চাষ

পশ্চিম বঙ্গে বর্ত্তমানে ১২১ বিঘা জমিতে গাঁজার চাষ হইতেছে। পশ্চিম বঙ্গ সরকার আশা করেন যে, উপযুক্ত জমিতে যে গাঁজা জন্মাইবে তাহারই এই প্রদেশের চাহিদা মিটিবে।

মজঃপুর হইতে (রাজসাহী) যে গাঁজা আসিত তাহা বিহারের ফলে আসা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তাহাও, মজঃপুর পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এজন্যই পশ্চিম বঙ্গকে বাজারের উপর নির্ভর করিতে হইত।

নয় মজোলিয়ান কেতাদোরস্ত

ঈস্টপুর ও ডিব্রুগড় ষ্টেশনের নিকট আসাম এলাকায় সম্প্রতি জমিদের মধ্যে কয়েদের আসন্ন সাজা করার জন্য "নয় মজোলিয়ান কেতাদোরস্ত" নামক প্রতিষ্ঠান বিভুকাল যাবৎ সাজলোর সহিত কাজ করিতেছে। সম্প্রতি জমিদের অধিকার সুযোগ লইয়া যাহারা রাজনীতিকে বিরক্ত করার চেষ্টা করিতেছে এই প্রতিষ্ঠানের আন্দোলনের ফলে তাহা ক্রমশঃ শক্তিহীন হইয়া পড়িতেছে। ডিব্রুগড় হইতে আমোরতলা ও সুদূর হইতে ডিব্রুগড় পর্য্যন্ত লিপ্তি এলাকায় এই সংগঠনের কাজ বিস্তার লাভ করিয়াছে। শ্রীযুক্ত আবেদকুমী নয়া এই সমিতির সভাপতি ও শ্রীযুক্ত রবিন চন্দ্র ইহার সম্পাদক। উহারেই সাজলো জানিয়ে লোক। 'আর' পদের অর্থ উচ্চ, অর্থাৎ উচ্চ বেতনভোগী মজোলিয়ান জাতিদের লইয়া এই সমিতি গঠিত।

জাপানে শ্রীযুক্ত বিনয়রঞ্জন সেন

বুক ব্যাঙ্ক ও চবি লক্ষ এবং মুদ্রণ প্রভৃতির অধৈতনিক প্রতিষ্ঠানের চবিলক্ষিক কার্য্যকরী সদস্য শ্রেণী শ্রীযুক্ত বিনয়রঞ্জন সেন সম্প্রতি ১০ দিন জাপান পরিভ্রমণ করিয়াছেন। তিনি টোকিও প্রভৃতি স্থানীয় চবি সম্বন্ধে, চবি সংগ্রহের, চবি সম্পর্কিত বহুপাতি, বাজ সংগ্রহ ও বর্জন, চবি সংরক্ষণ, চবি ও সমস্যা সমিতিগুলির কর্তৃপক্ষের সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সেন বলেন অন্যান্য সকলের সহিত তিনি একটি আলাপী পরীক্ষামূলক সংবেদনাগারের অধ্যক্ষের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ইউরোপিয়ান পোশাকে শ্রীযুক্ত সেন ও তাঁহার বন্ধুর সকলকে একটি আর্দ্র জাপানী চবিশালায় লইয়া যান।

জাপান হইতে সাংহাইয়ে ফিরিয়া আসিয়া শ্রীযুক্ত সেন এক সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে বলেন যে, তাঁহার পরিদর্শন চবি হইতে জাপান কতদূর বিস্ময়কর পথ উপনয়ন করে। জাপানে যে সুবৃহৎ পরীক্ষামূলক সংবেদনাগার রহিয়াছে উহাদের কার্য্যকারিতা। তিনি এইরূপ উচ্চাশা পরম হইয়াছে। চাষীদের পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতা পাইলে বর্তমানের চেয়ে চবি ব্যবসায় কিরূপ উন্নতিসাধন করিতে পারেন, জাপানে তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ বিদ্যমান।

শ্রীযুক্ত পি, এন, বন্দ্যোপাধ্যায়

১৭ই নভেম্বর হইতে বেতারে (সেলাসন) অভিনয় প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক হইবে। উহাদের যোগাযোগের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চান্সেলার শ্রী পি, এন, বন্দ্যোপাধ্যায় ১৭ই নভেম্বর সিনেমে বেতারে বক্তৃতা করিবেন।

শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতের প্রতিনিধিত্ব করিবেন। তিনের মাসের ব্যবধানে তিনি ভারতে প্রত্যাবর্তন করিবেন।

বাস্তুহারাদের পুনঃসংস্থান

এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ পরিকল্পনা অনুসারে পাকিস্তানাগত বাস্তুহারাদের জন্য ১০৭টি নেতৃস্থানীয় বাড়ী নির্ম্মাণের সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। ভূমির মূল্য ও নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যের উপর নির্ভর করিয়া প্রত্যেকটি বাড়ী তৈয়ারীর জন্য প্রায় ১৬ হইতে ১৮ হাজার টাকা ব্যয় হইবে এবং ঐ ১০৭টি বাড়ী ১০১ দিনের মধ্যে তৈয়ার করিয়া ফেলিবে বলিয়া আশা করা যায়।

ঐ সকল বাড়ী নির্ম্মাণকল্পে সম্প্রতি ১৭ই নভেম্বরের (১৯৩৮) মধ্যে নিম্নোক্ত তিন জমিদারদের নিকট আবেদন করিতে বলিবে। তিন ডিভিসনে বাড়ীর দাম প্রদান করা চলিবে। আবেদনের সহিত প্রথম কিস্তির ৪ হাজার টাকা, বাড়ীবিলির সময় দ্বিতীয় কিস্তির ৪ হাজার টাকা এবং বাড়ী হস্তান্তরের সময় বাকি টাকা প্রদান করিতে হইবে।

বাস্তুহারাদের পুনর্ব্বসতি

এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, গত সেপ্টেম্বর মাসে (১৯৩৮) ১১ হাজার ১১১ জন বাস্তুহারার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন ডোলস্তানিতে রেজিষ্ট্রী করা হয়। উহাদের মধ্যে ৭১১ জন ষ্টীমলোক ছিল। ইহা ব্যতীত ঐ ডোলস্তানির মোট ১ লক্ষ ৮৫ হাজার ৭১৩ জন বাস্তুহারার নাম রেজিষ্ট্রী করা হইয়াছে। ঐ মাসে ১৮১ জন অধিবাসীর মোট ৭ হাজার ১৮৫ জন বাস্তুহারাকে চাকুরি সংগ্রহ করিয়া দেওয়া হয়। উহাদের পোষ্যসংখ্যা ২৫ হাজার ৪১১ জন। উহা ব্যতীত মোট ১ লক্ষ ৪১ হাজার ১১৪ জন পোষ্যবিশিষ্ট ৩৯ হাজার ৭২৬ জন বাস্তুহারাকে চাকুরি সংগ্রহ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

রেলওয়ে হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, বাস্তুহারাদের বি, বি, অ্যাণ্ড সি, আই রেলওয়েতে কার্য্যের সুযোগ লাভ করিতে অসমর্থ। অসমীয়া হইতে খবর পাওয়া গিয়াছে যে, উপনিবেশ স্থাপনের প্রবিধান প্রবর্তন করিতে বাস্তুহারাদের অনিচ্ছা প্রকাশ করায় পুনর্ব্বসতি পরিকল্পনার কাজ ব্যাহত হইতেছে। পূর্ব্ব পাকিস্তানে কর্ম্মরত বাস্তুহারাদের অবাধ-ফেরু বন্ধ করিবার বাস্তুহারা চাকুরি প্রবর্তন করিতে পারে বলিয়া।

সেপ্টেম্বর মাসের ১২৮৮ টি কেন্দ্রে ৫৮৫ জন শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী ১৫,৫৩৫ জন পূর্ণবয়স্ক পুরুষ ও মহিলাকে শিক্ষাদান করিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া বিশেষ প্রতিষ্ঠানগুলিতে ১৮৫ জন বয়স্কদের শিক্ষা-নিবিড় ভাবে করিয়াছিলেন। ঐ মাসে মার্কিন্ডাই কার্যের ফলে বিভিন্নকালে ৩৯১ জন বয়স্কদের বর্ণমালা ও অঙ্কন বিদ্যার বিষয়ে শিক্ষাদান করিয়াছিল।

সেপ্টেম্বর মাসে কর্মসংস্থান

এক সরকারী হিসাবে প্রকাশ, রাজ্যসরকার ও বেসরকারী ১৪৪টি কেন্দ্রের মাধ্যমে গত সেপ্টেম্বর মাসে ২৬,০১৮ জন লোক চাকুরি পাইয়াছেন। ইহাদের মধ্যে ৫৪৪ জন মহিলাও আছেন। গত আগষ্ট মাসে ২৭,৬৬৩ জন এবং ১৯৫১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ১১,৮৬১ জন চাকুরি পান। বিভিন্ন ইন্ডিয়ান কর্মদপ্তর হইতে এ পর্যন্ত মোট ৭ লক্ষ ২১ হাজার ১৭৩ জন লোক চাকুরি পাইয়াছেন। উহার সেপ্টেম্বরে প্রথম সপ্তাহে মধ্যে পাকিস্থানের ৭,১৯৫ জন বাস্তুহারাও আছেন। এ পর্যন্ত মোট ৬৯,২১৮ জন পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু নিয়োগ কেন্দ্রের মাধ্যমে চাকুরি পাইয়াছেন। উহাদের মধ্যে ৭,৮৮৩ জন প্রাক্তন সৈনিকও আছেন। আলোচ্য মাসে যাহারা চাকুরি পাইয়াছেন উহাদের মধ্যে শতকরা ৫১ জন প্রাক্তন সৈনিক ১৭ জন উদ্বাস্তু এবং ২৪ জন অন্যান্য বেসরকারী কর্মচারী।

আলোচ্য মাসে ১,২৮৩ জন উদ্বাস্তু ও ১,৪৯১ জন প্রাক্তন সৈনিকসহ মোট ৩,৩৩ জনকে ভারতীয় ও বৃটিশকোম্পানীর শিক্ষার্থে ভর্তি ও চাকুরিতে অন্য নিযুক্ত করা হয়। এ পর্যন্ত মোট ৬৪,২৮৫ জন প্রাক্তন সৈনিক এবং ১৯,৩১৯ জন উদ্বাস্তুকে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রেরণ করা হইয়াছে। আলোচ্য মাসের মধ্যেকালে মোট ১৫,৯৮১ জন শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন কারিগরি শিক্ষা শিক্ষায়তনে নিযুক্ত ছিলেন। উহাদের মধ্যে ১,৩১৮ জন প্রাক্তন সৈনিক এবং ৭,২৮৫ জন উদ্বাস্তু রহিয়াছেন। তন্মধ্যে ৩০৫ জন উদ্বাস্তু মহিলা ও মাত্র ৫ জন মহিলা সৈনিক রহিয়াছেন।

ধনধান্য চাষের বাৎসরিক হিসাব

এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, কৃষিবিভাগের অন্তর্ভুক্ত বর্ণমালা ও পরিসংখ্যান ডিরেক্টোরেট ১৯৫৬-৫৭ সালে রাজস্থানসহ সব ভারতীয় ইউনিয়নে ধান চাষের জন্য ব্যবহৃত জমি ও উৎপাদনের পরিমাণ সম্পর্কে চূড়ান্ত হিসাব প্রকাশ করিয়াছেন। ধান চাষের জন্য এখন তালিকা প্রকাশ হইয়াই প্রথম। এই হিসাব ধান চাষের চূড়ান্ত পূর্বাভাসের পরিবর্তে বিবেচিত হইবে। বিভিন্ন অঞ্চল হইতে সংগৃহীত বিভিন্ন হাজার উক্ত পূর্বাভাস সমন্বয় প্রচার করা সম্ভব হয় নাই।

ধান চাষের হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল :—

আলোচ্য বৎসরে ৩,২২৯,০০০ একর পরিমিত জমিতে ধান চাষ করা হয় ও উহাতে ১,০৩৬,০০০ টন চাউল উৎপন্ন হয়। পূর্ব বৎসরে ঐ সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৩,২০৯,০০০ একর ও ১,০১১,০০০ টন। পূর্ব বৎসরে অপেক্ষা আলোচ্য বৎসরে শতকরা ৩৭ ভাগ অধিক জমিতে ধান চাষ করা হয় ও উৎপাদন শতকরা ৩২ ভাগ বৃদ্ধি পায়।

সম্প্রতি আবহাওয়ার শুভ আলোচ্য বৎসরে উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে। রাজস্থান, কচ্ছ-সৌরাষ্ট্র ও হায়দ্রাবাদ রাজ্যগুলিতেই এই বৃদ্ধি বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়।

ভারতে বাড়লন্ড, আমদানি

গত ২৩এ অক্টোবর ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত এক সপ্তাহে বিদেশ হইতে ভারতে ১৮ হাজার ৫০০ টন সয়, ১৭ হাজার ১০০ টন রাইস ও ৪০০ টন কোকার আমদানি হইয়াছে। উহা লইয়া বর্তমান বৎসরে ভারতে আমদানিকৃত বিদেশী বাদামতেলের মোট পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে নিম্নরূপ :—

	লক্ষ	হাজার	টন
সয়	৮	৬০	
চাউল	৭	৫১	
তুষ	২	৮৩	
মহুয়া	১	৫৭	
তিলের	১	৫১	
কোকার		১৮	
বেরেণ্ডির		৪	

বিভিন্ন উৎপাদনের কলকব্জা

এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, বিভিন্ন উৎপাদনের নূতন কারখানা বসাইবার উদ্দেশ্যে বিদেশ হইতে নূতন কলকব্জা আমদানির লাইসেন্সের জন্য কোন আবেদন তাহার সরকার আসানী ১ বৎসরের ভিতর গ্রহণ করিবেন না বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তবে বিভিন্ন উৎপাদন শিল্পের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে।

সরকার মনে করেন যে, বিভিন্ন উৎপাদনের জন্য বর্তমানে যে সকল কারখানা আছে ও নূতন কারখানা বসাইবার কলকব্জা আমদানির জন্য ইতিপূর্বে যে সকল লাইসেন্স মঞ্জুর করা হইয়াছে, তাহা তাহাদের প্রয়োজন মিটাইবার পক্ষে যথেষ্ট।

অষ্ট্রেলিয়া হইতে গম সংগ্রহ

ভারত সরকারের ব্যবস্থা হইতে এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, ভারত সরকারের খাদ্য বিভাগের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত বিশ্ব সহায় ও খাদ্যবিভাগের ভারতীয় বাণিজ্য পরিষদের যুগ্মসম্পাদক শ্রীযুক্ত রতিলাল মুলজী গান্ধীকে লইয়া শীঘ্রই একটী প্রতিনিধিদল গম সম্পর্কে একটী চুক্তি সম্পাদনের বিষয় আলোচনার জন্য অষ্ট্রেলিয়া যাত্রা করিবেন।

অষ্ট্রেলিয়ার ভারতীয় হাই কমিশনার শ্রীযুক্ত বি, পি, সিংহাই অষ্ট্রেলিয়ার এই প্রতিনিধিদলের সহিত যোগদান করিবেন।

সিমেন্ট ও লবণ সরবরাহ হিসাব

১৯৫৮ সালের শেষার উৎপাদন মাইনমালয়ের প্রায় হিসাবের ইদং স্থির করিয়া কাগজে অর্থাৎ ভারতীয় সরকার কিছু প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টার জানাইয়াছেন যে, গত ৩০এ সেপ্টেম্বর যে পক্ষ শেষ হইয়াছে সেই পক্ষের প্রাথমিক মজুত, উৎপাদন, বন্টন ও সরবরাহের মজুত সরকার পরিমাণ স্থির যথাক্রমে ৮ ৪৪,০০০ মণ, ৬৫,০০০ মণ, ১,৩৮,০০০ মণ ও ৭,৮৮,৯০০ মণ। ইহা ব্যতীরেকে গত সমস্ত ভারতীয় ইউনিয়নের হিসাবে পূর্ণ বৎসরে ইহার সরবরাহের পক্ষের হিসাব ছিল যথাক্রমে ৩,৫১,৩০০ মণ ১৪,৩০০ মণ, ৪৩১,০০০ মণ ও ৮০ ৩১,০০০ মণ।

মোট পরিবারের সরকার ৮১ ভাগ ইন্দু ৭৮টি ভারিবে করেছেন ১১৩টি কারখানার উৎপাদনের উপর ভিত্তি করিয়া চলতি পক্ষের হিসাব করা হইয়াছে।

১৯৫৭ সালের ১লা মার্চের হইতে সরকার উৎপাদন ও বন্টনের মোট পরিমাণ হইয়াছে যথাক্রমে ৪১,৮৩৩,০০০ মণ ও ২৩,১৬৪,০০০ মণ ও ২৩,১৬৪,০০০ মণ

সেকিলেটেড স্পিরিট বিক্রয়

পশ্চিম বঙ্গ সরকার এই প্রদেশে সেকিলেটেড স্পিরিটের বিক্রয় ও বিতরণ নিয়ন্ত্রণ এবং উহার বিক্রয়-মূল্য ধার্য করার প্রস্তাব করিয়াছেন। পশ্চিম বঙ্গের এক মাসে ৩০,০০০ গ্যালন সেকিলেটেড স্পিরিট খরচ করা হয়। কিন্তু গত মাসে শুল্ক প্রদেশ হইতে মাত্র ৭ হাজার গ্যালন স্পিরিট পাওয়া যায়। আরও আশা করিয়াছে যে, পশ্চিম বঙ্গ সরকার সরবরাহ ব্যবস্থার এই অসুবিধা করিয়া একটী কেন্দ্রীয় ভাণ্ডার হইতে উহা বিতরণের প্রস্তাব করিয়াছেন।

চারাগাছ সংরক্ষণের ব্যবস্থা

পতঙ্গাদির কীট ও রোগ বিনাশ করা যে খাদ্যশস্য চাষের এবং উহার পরিবহণ বৃদ্ধির জন্য উপায় তাহা সকলেই স্বীকার করেন। আশা করিয়াছে যে, কেন্দ্রীয় চলিবার চারাগাছ রক্ষার জন্য বিশেষ চালিত হয় সম্পর্কে একটী কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কারণ, ঐ ব্যয় এখনে প্রায় হয়েছিলের ব্যয়ের তুলনায় সোজা বাজার দামের পক্ষে অধিক ফলপ্রদ।

ঐ প্রতিষ্ঠানের ১০০টী ব্যয় থাকিবে এবং ৬টী কেন্দ্রে উহা বিলি করা হইবে। ছাত্রদিগ প্রত্যেক প্রত্যেক ব্যবস্থাদান দেওয়া হইবে। সেচের উন্নয়ন সম্পত্তিদের ভাড়ার হার ধার্য করা হইবে। প্রাথমিক ব্যয়ভারস্বরূপ একটী কেন্দ্রের ব্যয়াদির জন্য ৬১ হাজার টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে।

পশুপাল নিয়ন্ত্রণে ভারত সরকার

কোয়ালে সারা বিশ্বব্যাপী ভারত, ব্রাজিল, পাকিস্থান ও ইরানের পশুপাল বিশেষজ্ঞদিগের একটী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ইহার পশুপালনের কৃষিমন্ত্রী ডাঃ পাঞ্জাবাল ঐ সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। সম্মেলনে যক্ষ্মারোগ

সম্প্রসারণ নিয়ন্ত্রণ ও উহার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়। উহার বিশেষ গুরুত্ব আলোচনা করা হয়।

১৯৩৫ সাল পর্য্যন্ত ভারতের পল্লীঅঞ্চলে উন্নয়ন চিন্তার ছিল, তাহা ভারতের প্রতিনিধি বলিয়াছে, তিনি বর্ত্তমানে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, ভারতের সীমান্তে ১৯৩৪, '৩৫ ও '৩৬ সালে পল্লীঅঞ্চলের স্থায়ীর উন্নয়ন হইয়াছিল বটে, কিন্তু সেগুলি যাহাতে ভারত ছাড়াইয়া পল্লিসমিতিকে ও ইহাদের নিকে না যায় তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

১৯৩৮-৩৯ সালের ভারতসচিব সম্পর্কে ভারতীয় প্রতিনিধি বলেন, রাজপুতানার মত অঞ্চলে উচ্চ শ্রেণী রাখিয়া পল্লীসমাজ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

ভারত, ব্যয়প্রাচুর্য্য, পাকিস্তান ও ইরাণ—এই সকল বিষয়ের পল্লীসমাজ পরিস্থিতি ভারতের সহিতে বুঝিতে পারা যায় এবং পল্লীসমাজ আন্দোলনের সমন্বয় যাহাতে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কলপ্রসূভাবে অবলম্বন করা সম্ভব হয়, সেজন্য ঐ সকল ক্ষেত্রে পল্লীসমাজ নিয়ন্ত্রণের একই প্রকার ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। সম্মেলনে পল্লীসমাজ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করা হয়।

বেসরকারী তারের প্রেস টেলিগ্রাম

বেসরকারী তারের প্রেস টেলিগ্রাম বেসরকারী তারের প্রেরণ করা চলিবে, তবে যে টেলিগ্রাম অফিসে তারবার্ত্তা প্রেরণের জন্য উপযুক্ত করা হইবে অথবা যে স্থানে প্রেরিত হইবে, সেই স্থানের প্রচলিত ভাষা তারবার্ত্তায় লিখিত থাকা চাই এবং তারবার্ত্তা রোমান অক্ষরে লিখিত হইবে।

অফিসের সময়ের পর টেলিগ্রাম বিলি

তারে সরকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, অফিসের সময়ের পরে কোন ব্যবস্থায় প্রতিগ্রাম অফিসের টিকানা ভিন্ন অন্য কোন টিকানায় তাঁহাদের প্রাপ্য টেলিগ্রাম বিলি করাইতে চাহিবেন, টেলিগ্রাম অফিসগুলিতে তাঁহাদের বিশেষ নির্দ্দেশ তালিকাভুক্ত করিতে পারেন। এই উদ্দেশ্যে তালিকাভুক্ত করিবার টিকানাগুলির জন্য বাৎসরিক ৫ টাকা ষান্মাসিক ৩ টাকা ৮ আনা ব্যয় পড়িবে। অন্যান্য টিকানার জন্য এই উদ্দেশ্যে ব্যয় পড়িবে বাৎসরিক ১০ টাকা ও ষান্মাসিক ১২ টাকা।

মফস্বলবাসীর এলাকাভুক্ত টিকানার জন্য মফস্বলবাসীর ফেরীর টেলিগ্রাম অফিসের প্রধান সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের নিকট এবং বিদেশীর মফস্বলবাসী টেলিগ্রাম অফিসের এলাকাধীন টিকানাগুলির জন্য উক্ত অফিসের সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের নিকট নাম তালিকাভুক্ত করা চলিবে।

কানপুরে ভিক্ষুক-আশ্রম

কানপুর মিউনিসিপ্যালিটি ১০২,৫০০ টাকা ব্যয়ে কানপুরে অন্ধ ভিক্ষুকদের জন্য একটি আশ্রম নির্ম্মাণের পরিকল্পনা বিবেচনা করিতেছেন।

এই উদ্দেশ্যে উহার হাতে কানপুরের উকীল ৫০ হাজার টাকা দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। ইহা প্রয়োজনের তুলনায় অতি অল্প। এইরূপ প্রথম অবস্থায় অন্ততঃ ৫ শত ভিক্ষুককে স্থান দেওয়া হইবে। যে সকল অন্ধভিক্ষুক কাজ করিতে ইচ্ছুক, তাহাদিগকে বেত, বেতের ও বাঁশের কাজ শেখান হইবে। অন্যান্য ভোকাদিগকে চুরুটের কাজ, বেত ও চামড়ার কাজ শেখান হইবে এবং এজন্য তাহাদিগকে মজুরি দেওয়া হইবে।

অন্ধ, সাহায্যক দৃষ্টিশক্তিহীন, শিশু ও কর্ম্মক্ষম ভিক্ষুকদের জন্য আশ্রমে পৃথক পৃথক স্থান থাকিবে। পুরুষ ও স্ত্রীলোক ভোকাদের আলাদা আলাদা ব্যবস্থা থাকিবে। ভিক্ষুকদের ছেলেমেয়ে অন্ধ আশ্রমের উপযুক্ত হইলে এই অন্ধাশ্রমে ভর্ত্তি হইতে পারিবে।

মিউনিসিপ্যালিটি ভোকা কর্ত্তৃক ভিক্ষুক একটি কমিটি আশ্রম পরিচালনা করিবেন। মিউনিসিপ্যালিটি কর্ত্তৃপক্ষ আশা করেন, প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টও এই কাজে তাঁহাদিগকে সাহায্য করিবেন।

মোটরের বাটারী আমদানি

ভারত সরকারের এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, মোটর গাড়ীর বাটারী উৎপাদন শিল্প সংরক্ষণের দাবী সম্পর্কে তদন্তের শুল্ক বোর্ডের বিবরণীর উপর ভিত্তি করিয়া দুইটি সরকারী প্রস্তাব গত কয়েক তারিখের ইণ্ডিয়া গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, পঞ্চমশিল্পের মোটর গাড়ীর বাটারী ও ইহার বাটারীতে ব্যবহারের উপযুক্ত পাত্রের উপর মূল্যানুসারে শতকরা ৮০ ভাগ সংরক্ষণী শুল্ক ধার্য্যের জন্য বোর্ড সুপারিশ করিয়াছেন। ইহার ফলে বর্ত্তমান শুল্কের অন্যান্য হার সম্পর্কে কতকগুলি পরিবর্ত্তন সাধনের কথাও উহাতে বলা হইয়াছে। তিন বৎসরের জন্য এই সকল শুল্ক বলবৎ থাকিবে।

বোর্ডের এই প্রস্তাব সুপারিশ ভারত সরকার গ্রহণ করিয়াছেন। আমদানী রেজারী বাদে পূর্ব্বে যথাবিধিভাবে আইন প্রণয়ন বিষয়ের অধিবেশন অনুষ্ঠিত না হইবার সম্ভাবনা থাকায়, উপরিউক্ত প্রস্তাব অধিবেশে আমদানী করিবার জন্য ১৯৩৬ সালের সংরক্ষণী শুল্ক আইনের ৭ ধারা অনুসারে ৩টা নভেম্বর তারিখে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হইয়াছে।

বনবিভাগীয় কর্ম্মচারীর অভাব

বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীরাজ্যগুলিতে বনকর্ম্মচারীদের অসন্তোষজনক অভাব মিটাইবার জন্য দেরাদুনে অবস্থিত ভারতীয় বনবিদ্যালয়ের ক্রত সম্প্রসারণ করা হইয়াছে। বনবিভাগের উচ্চতর পদে কার্য্য করিবার জন্য কর্ম্মপ্রার্থীদিগকে বনবিদ্যা শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে ১৯৩৮ সালে এই কলেজ স্থাপিত হয়।

এই কলেজের ১৯৪৮-৪৯ সালের বিবরণীতে দেখা যায় যে, ঐ বৎসর ১৯৪৮-৪৯ সালের কোর্সের প্রথম বার্ষিক শ্রেণী ও ১৯৪৯-৫০ সালের কোর্সের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণী এবং ১৯৫০-৫১ সালের কোর্সের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রদের বনবিদ্যায় শিক্ষাদান করেন। বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীরাজ্যগুলিতে শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের তালিকা এত বেশী হয় যে, উপরিউক্ত বৎসরে সর্ব্বোচ্চ ছাত্রসংখ্যা ৩০ জনের অতিরিক্ত করা চলিবে না বলিয়া স্থির করিতে হয়।

ঐ বৎসর উচ্চতর শ্রেণীর ৩০ জন ছাত্র শিক্ষা সমাপ্ত করেন।

ডাক্তারিবিভাগের প্রতিনিধি ভিন্ন সরকার বিভাগের শিক্ষালাভের জন্য প্রেরণ করেন, তেমনভাবে তাঁহারাই এই শিক্ষালয়ে ভর্ত্তি করিবার নীতি আজ বাধা হইয়াছে।

শিক্ষালাভ সমকক্ষতাবোধের ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদা লক্ষ্য করিয়া ১৯৪৭ সালের এপ্রিল মাস হইতে প্রতি পাঠ্যে ৩০ জন ছাত্র লইয়া দুইটি পাঠ্য ধূলিবার নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। ইহার ফলে ১৯৪৯-৫০ সালের কোর্সে ৬০ জন ছাত্র শিক্ষালাভ করিবে। এক বৎসর অন্তর ছাত্র ভর্ত্তি করিবার পরিবর্ত্তে প্রতি বৎসর ছাত্র ভর্ত্তি করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

ছাত্রদের যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব, সিন্ধু, বিহার, বাঙ্গলা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রদেশ পরিদর্শন ভ্রমণ ও লণ্ডনে অবস্থানের খরচ সরকার এবং ইংলণ্ডের শিক্ষা সম্পর্কে ইণ্ডিয়ান্সিয়ার শিক্ষা করেন।

এই কলেজটি বনসংরক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মূল কাঠামে অবস্থিত। উহার জন্য একটি নিজ বনসম্পূর্ণ বাড়ী নির্ম্মাণের পরিকল্পনা গৃহীত করা হইয়াছে।

১৯৫১ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে বার্ষিকী সাধারণ অনুষ্ঠানের বিশেষ উপরিউক্ত বাৎসরিক বিবরণীতে প্রকাশিত হইয়াছে। এই অনুষ্ঠানে ধন্যবাদজ্ঞাপক ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রপ্রধান সভাপতিত্ব করেন।

রায়বরেলীর ষ্টেট ব্যাঙ্কের আইন বাতিল

ভারতীয় বিধান সভা আইনসভা অনুযায়ী বর্ত্তমান মাসে রায়বরেলীর ষ্টেট ব্যাঙ্কের যে সমস্ত সম্পত্তি আইন মুক্ত করিয়াছিল, ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তাহা মুক্ত করিয়া নিয়াছেন। এই সম্পত্তির পরিমাণ প্রায় ৩ কোটি টাকা এবং এইগুলি ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তর্গত ষ্টেট ব্যাঙ্কের শাখা ও এজেন্সি-সমূহে ছিল। দেশরক্ষামূলক আইন বিধানের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই। প্রকৃত কাজের জন্য প্রয়োজন বলিয়া আবেদন করা হইলে, এই টাকা দেওয়া হইবে। ষ্টেট ব্যাঙ্কের সহিত ভারতের ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের যে এজেন্সি ব্যবস্থা গত ৭ই জুলাই বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, এই ব্যবস্থার বলে পুনরায় তাহা চালু করা হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

সম্পাদকীয়

আয়কর তদন্ত কমিশনের নূতন নির্দেশ

অগ্রহায়ণ, ১৩৫ ফাল্গুন

আয়কর তদন্ত কমিশন সম্প্রতি রাজস্বসচিবের নিকট এক নির্দেশ পেশ করিয়াছেন। এই নির্দেশে রাজস্বসচিবকে বলা হইয়াছে যে যত শীঘ্র সম্ভবের মধ্যে যে-সব ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠানের ১৫,০০০ টাকা ও তদূর্ধ্ব পরিমাণ অঙ্কের, অথবা চলতি হিসাবে ১,০০,০০০ টাকার অধিক জমার অঙ্ক ছিল, সেই সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের হিসাবনিকাশ পূর্ণ বিবরণ আগামী ৩০এ মার্চের তারিখের মধ্যে আয়কর তদন্ত কমিশনের নিকট রাজস্বসচিবকে দাখিল করিতে হইবে।—এই নির্দেশের প্রথম উদ্দেশ্য যে আয়কর সংক্রান্ত তাঁহার অনুসন্ধান করা, তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না।

* * * *

আয়কর তদন্ত কমিশন নিযুক্ত করার সময় কেন্দ্রীয় সরকার বিশেষ করিয়া ১৮৯টি শিল্পসংস্থা সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য কমিশনকে নির্দেশ প্রদান করিয়াছিলেন। —ইহাদের রাজস্বসচিবের নিকট হইতে ওই ১৮৯টি শিল্পসংস্থার হিসাব সম্পর্কে পূর্ণ বিবরণ চাহিয়া পাঠানো হয় এবং উক্ত হিসাবসমূহ যথাযথভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখার জন্য ও অন্যান্য সংস্থার সম্পর্কে ১৪ জন কর্মচারী নিয়োগের জন্য অনুরোধ করা হয়। এই সকল কর্মচারী সংস্থার কাজে যোগদান করিবার পূর্বে তাঁহাদের তরফ হইতে অনুষ্ঠানটি বিস্তৃত তদন্ত করিয়া দেখিবেন, এবং এই উদ্দেশ্যেই নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল।

*

যৌথ ও অংশীদারী কারবারের প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট ইতিপূর্বে পৃথক পৃথকভাবে প্রশ্নাবলী পাঠানো হইয়াছিল।—সেই প্রশ্নাবলীতে প্রতিষ্ঠানসমূহকে তাহাদের উৎপাদন ও বিক্রয় পরিমাণ এবং কর্মীদের আয় প্রকাশ করিতে বলা হইয়াছিল এবং অন্যান্য অনুরূপভাবে বিষয় সম্পর্কেও তথ্যাদি চাওয়া হইয়াছিল। ওই সকল প্রশ্নের উত্তরও অনেক ক্ষেত্রে যথা সময়ে হওয়ার পূর্বেই পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা হইতেছে। —এই সকল পার্শ্বিক কাজ সমাধা করিয়া কমিশনের সদস্যবৃন্দ বিশেষ করিয়া যে-সকল ক্ষেত্রে তাহাদের জ্ঞান করিয়া সন্তুষ্টিমূলে তথ্যাদি করিবেন এবং যৌথিক সাক্ষ্য গ্রহণ করিবেন।—কিন্তু এ-সকল হইল কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক উল্লিখিত ১৮৯টি শিল্পসংস্থা সম্পর্কিত ব্যবস্থা।

* * * *

তদন্ত কমিশনের রাজস্বসচিবের প্রতি বর্তমানের বিশেষের ফলে একথা মনে করিবার কারণ আছে যে, উহাদের অনুসন্ধানের ক্ষেত্র উহারা প্রসারিত করিবেন এবং পূর্বোক্ত ১৮৯টি শিল্পসংস্থার বাহিরেও তাহারা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তদন্ত করিবার উদ্যম করিয়াছেন।—আমরা তদন্ত কমিশনের এই কার্য সম্পূর্ণ সমর্থন করি, এবং একান্তভাবে ইহা বিশ্বাস করি যে কমিশন যদি তাঁহাদের কর্তব্য বিবেচনাক্রমে এবং প্রদর্শিত ক্ষেত্রসমূহ সহিত লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে একদিন আয়কর ফাঁকির বর্তমান আকার সংকোচনে কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থাগমের অধিক সুবিধা দাঁড়াবে বলিয়া বহুলাংশে দূরীভূত হইবে। তাহারা তদন্তের দৃষ্টি যাহারা "ফোর" করিয়া প্রদর্শিত হইবে, তাহাদের প্রতি আরও সাবধানবিধান করা আবশ্যক। তাহা হইলে ভবিষ্যতে আয়কর ফাঁকি দিবার বড় লোক আর খুব বেশী খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

* * *

কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটা কথা বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার। "ফোর" করিবার জন্য এই তদন্ত কাজ যেন উৎসাহের ফল বারণ না করে। সেখা খাটি পাইক, দুর জানে তদন্ত। কিন্তু আনুষ্ঠানিক নিয়মের ত্রুটির জন্য "বিলাসের প্রতিকে লইয়া টানাটানি" যেন না করা হয়। আমাদের অভিযোগ হিসাবের জন্য অযথা হয়রানির ক্ষেত্রেই আইনকানুনের ত্রুটিটি কম, সেখি-কোনও অসাধারণ হিসাবের ক্ষেত্রে এবং অসাধুতাবেরও সহজেই পার্থক্য নির্ণয় করিতে পারেন। অবশ্যই আইনকানুনের ত্রুটিমুক্ত পরিচালনার জন্য এই সকল বস্তু, কিন্তু নিয়োগকারে সমাজ অসাধারণী ব্যক্তিদের বাস্তবানুগ করা যে-কোন অত্যাবশ্যকী সরকারী কর্মচারীর পক্ষে বিশেষ কঠিন কাজ।—একটি হাতের উদাহরণ দিই।

আমাদের জনৈক বন্ধু বুধবারে ও ফেব্রুয়ারির (Cuscings) বাজারে বহু কিনা-রায় পূর্বে প্রচুর লোকসান খাইয়া একপ্রকার সর্বস্বান্ত হইয়াছেন। —কিন্তু আজও তাঁহার ওই সকল লোকসানের আয়কর সকল মেটে নাই। কেন তিনি লোকসান খাইলেন, কি করিয়া তাঁহার ওই অবাঞ্ছিত সংঘটন হইল, সরকার সেকথা কর্তৃপক্ষের নিকট বুঝাইয়া বলা সত্ত্বেও (মৌখিক ও লিখিতভাবে) তাঁহাকে বারবার এই কথাই বলা হইতেছে, তাঁহার ওইরূপ লোকসান খাওয়া উচিত হয় নাই'—একটি কর্মকুশল, সর্বসাধু ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই ধরণের উক্তি ও ব্যবহার অযৌক্তিক নিষ্ঠুরতার ভয় পরিচয় করিতেছে।

* * * *

অতএব আমাদের মনে আয়কর তদন্তের ব্যাপারে একান্ত নিরপেক্ষতা ও সচেতন তত্ত্ব দৃষ্টির প্রয়োগ আবশ্যক।—কোথাও যেন কোন অবিচার না হয়, সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।—অন্য একটা কথা আইনের চোখে রাজা মোহান ও চুলোপুঁটির অপরাধের গুরুত্ব সমান হইলেও, প্রথম যেন কখনও না ছুটে যে চুলোপুঁটি ধরিয়া প্রকাশিমার করা হইবে, অথচ রাজমোহনিরা মনের আনন্দে সমাজ ধরে সকলকে করিয়া বেড়াইবে; চুলোপুঁটির অপরাধকে কিন্তুই ক্ষুদ্র করিতে বলিতেছি না,—কিন্তু রাজা মোহানের প্রতি তীক্ষ্ণতর দৃষ্টি রাখিতে অনুরোধ করিতেছি।

রাজস্বসচিবের প্রতি আয়কর তদন্ত কমিশন ১৫,০০০ টাকা ও ১,০০,০০০ টাকার অধিক স্থিতির হিসাবের আয়করকর্তাদের যত শীঘ্র সম্ভবের হিসাবসমূহের বিশেষ বিবরণ চাহিয়া যে নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহা ৩০এ মার্চের মধ্যে দাখিল করিতে হইবে এইরূপ বলা হইয়াছে।—যত শীঘ্র সম্ভবের এই ধরণের বিবরণ দাখিল করার ব্যবস্থাটা নিশ্চয়ই খুব সময়সাধ্য নয়। ইহাতে প্রচুর পরিশ্রম ও চাপ দেওয়া আবশ্যক। আমরা আশাকরি যে এই কাজ সমাধা করার জন্য ৩০এ মার্চের পরবর্তী কোন তারিখ নূতন করিয়া দিয়া তদন্ত কমিশন আমাদের আশাভঙ্গ করিবেন না। কারণ এত অল্প সময়ের মধ্যে রাজস্বসচিবের পক্ষে পূর্বোক্ত নির্দেশ পালন করা সম্ভব নাও হইতে পারে।

* * *

আলোচ্য সপ্তাহে তলের বাজার কলিকাতা ও বোম্বাই উভয়ই সরগরম হইয়া উঠে এবং বাজারে অপরাপর আলোচ্য তথ্যাদির কারণেই অধিকতর উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়। নগদ অর্থের চাহিদা আলোচ্য সপ্তাহের শেষের দিকে পড়িয়া গেলেও বাজারসমূহের সব হইতে নগদ অর্থের নিরবচ্ছিন্ন যোগান সৃষ্টি করার প্রতি আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। বাজেটপেশের আগেকার আলোচ্য সপ্তাহে বিশেষভাবে এমনভাব পরিলক্ষিত হয়। সরকারের পক্ষ হইতে পূর্ণ পূর্ণ বারের মত আলোচ্য সপ্তাহেও ১ কোটি টাকা পরিমাণের বাজেটপেশের আবেদন আহ্বান করা হইয়াছে। কিন্তু মাত্র ৫০,০০০ টাকা পরিমাণের আবেদন আসাতে আলোচ্য সপ্তাহে বাজেটপেশের কোন আবেদন গৃহীত হয় নাই এবং আগামী সপ্তাহের জন্য পুনরায় ১ কোটি টাকার বাজেটপেশের আবেদন আহ্বান করা হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, আলোচ্য সপ্তাহে সরকারী তথ্যপত্রের সুদের হার পূর্ব হয়। সরকারী ২½% সুদের ১৯৮৯ সালের তথ্যপত্রের মূল্য ৯৯৯৭ হইতে ৯৯৯০ আনা হ্রাস পাইয়া ৯৯৮৭-তে পরিণত হইয়াছে। অনুরূপভাবেই ১৯৭০-৭১ সালের মেয়াদী সরকারী ৩½% সুদের তথ্যপত্রের মূল্য ৯৯৯৮৭ হইতে হ্রাস পাইয়া ৯৯৮৭০-তে পর্যবসিত হইয়াছে। টাকার বাজারের এই অবাঞ্ছিত প্রবণতা রোধ ও তাহার সরকারের মনোযোগ অবিলম্বে আকর্ষণ করা উচিত।

* * * *

১৯৫ অক্টোবর তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহার জন্য প্রকাশিত হিসাবে বাজেটের সাপ্তাহিক হিসাব-নিকাশে চলতি মোটের পরিমাণে সামান্য উন্নতি পরিলক্ষিত হয় (১,১১৯.৫৩ কোটি টাকা—১,১১১.৬১ কোটি টাকা)। নগদ মোটের পরিমাণে ১৭ লক্ষ টাকার উন্নতি ঘটিলেও (১,১৭০.৪৪ কোটি টাকা—১,১৭০.১৮ কোটি টাকা) ব্যাঙ্কিং হিসাবে স্থিতির মোটের পরিমাণ পূর্ববর্তী সপ্তাহের ১৭.৮৮ কোটি টাকা হইতে ১৮.২১ কোটি টাকাতে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। বাজেট মুদ্রার পরিমাণে ১১ লক্ষ টাকার উন্নতিই (৬৯৯.৭১ কোটি টাকা—৬৯.৮ কোটি টাকা) নগদ মোটের পরিমাণের ঊর্ধ্বগতির কারণ বলিয়া মনে হয়। ইন্দিং ও মুদ্রাস্ফীতির পরিমাণে কোনও পরিবর্তন সূচী হয় নাই।

[illegible] কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যান্য মন্ত্রকের আলোচ্য সপ্তাহে বিভিন্ন খাতে পরিবর্তন দেখা যায় তার (১৪.১১ কোটি টাকা—১২.৭১ কোটি টাকা) কিন্তু অভ্যন্তরীণ সরকারসমূহের অন্যান্য পরিষেবা পূর্ববর্তী সপ্তাহের ৩৭.১৮ কোটি টাকা হইতে ১৭.৬১ কোটি টাকায় উন্নতি লাভ করিয়াছে। পাওনাদারের অন্যান্য পরিষেবে কিন্তু হ্রাস পরিলক্ষিত হয় (৭৭.৫৪ কোটি টাকা—৭১.১৮ কোটি টাকা)। বৈদেশিক মুদ্রা পরিষেবও পূর্ববর্তী সপ্তাহের ১১৬.৭৭ কোটি টাকা হইতে আলোচ্য সপ্তাহে ৬৮.১১ কোটি টাকায় হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। রপ্তানির বাজেটারের পরিষেবে অবশ্য ২.৩১ কোটি টাকা হইতে ৭.১ কোটি টাকায় বৃদ্ধিলাভ করিয়াছে। সরকারের প্রকল্প ব্যয়ের পরিষেবও পূর্ববর্তী সপ্তাহের ১.৮৮ কোটি টাকা হইতে আলোচ্য সপ্তাহে ১.৭ কোটি টাকায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু অন্যান্য মন্ত্রকের পরিষেবে মাত্র ১১ লক্ষ টাকা হ্রাস পাইয়াছে (১.১৪ কোটি টাকা—১.০১ কোটি টাকা)। সর্বসাকল্যে অর্থমন্ত্রিদপ্তরের মোট পরিষেবে ১১ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে (৮৩.১১ কোটি টাকা—৮৩.০৪ কোটি টাকা)।

১২৫ অক্টোবর তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহের জন্য প্রকাশিত ব্যাঙ্কসমূহের একীভূত ব্যাঙ্কসমূহের প্রকাশিত হিসাব-বিবরণে চাহিদাজনিত দেয় ঋণের পরিষেবে উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। ব্যাঙ্কসমূহ হইতে সৃষ্ট ঋণের পরিষেবে পূর্ববর্তী সপ্তাহের ২২.২১ কোটি টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া আলোচ্য সপ্তাহে দাঁড়াইয়াছে ২৩.১১ কোটি টাকা এবং অন্যান্য চাহিদাজনিত দেয় ঋণের পরিষেবেও ৩১ লক্ষ টাকার উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছে (৬৫৫.১৮ কোটি টাকা—৬৫৫.৯১ কোটি টাকা)। বেসরকারি দেয় অন্যান্য ঋণের পরিষেবে কিন্তু হ্রাস পরিদৃষ্ট হয় (৩৯.৮১ কোটি টাকা—৩২.০৩ কোটি টাকা)। রপ্তানিজনিত ঋণ খাতের পরিষেবে পূর্ববর্তী সপ্তাহের ৪১.০১ কোটি টাকা হইতে আলোচ্য সপ্তাহে ৩১.৫১ কোটি টাকায় হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। তবে যায় কিছু বিমানই খাতে ঋণের পরিষেবে প্রায় ৪ কোটি টাকার উন্নতি পরিলক্ষিত হয় (১১.১১ কোটি টাকা—৩১.১৮ কোটি টাকা)। ১৪ই অক্টোবর তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে ঋণদের পরিষেবে যে উন্নতি ঘটিয়াছিল, এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, তাহা বিলম্বিতই সাময়িক (৩৫৫.৪৮ কোটি টাকা—৩৩১.৪৩ কোটি টাকা)। আলোচ্য সপ্তাহে তাহাদের ঋণের পরিষেবে সামান্য উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছে (১৪.৮৩ কোটি টাকা—১৩.৮১ কোটি টাকা)।

সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা থেকে

[illegible]

[illegible] সরকারের সাম্প্রতিক ঘোষণা [illegible] সেবের এই সমস্যার দ্রুত প্রতিকার না হলে তার ফলে রাজ্যের অর্থনীতি মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

তিনি মোটরযান সরঞ্জামের ওপরের কর কমানোর দাবি জানিয়ে বলেন যে, কি হাল্কা, কি ভারী কি যাত্রীবাহী সকলেরই আজকাল নিজে চালাবার নিজ নিজ ধরনের গাড়ি থাকে। তাদের ওপর করের বোঝা চাপানো হলে তা অন্যায় হবে। তাছাড়া তিনি বলেন যে, ট্রাকের ওপরের যে কর ধার্য করা হয়েছে তা অত্যন্ত বেশি। ট্রাকের সংখ্যা কমানোর ব্যাপারে তা সহায়ক হবে। কিন্তু বেঙ্গলে দেখা যাচ্ছে যে, ট্রাকের সংখ্যা কমানোর বদলে বেড়েই চলেছে। তাই ট্রাকের ওপর করের হার কমানো প্রয়োজন। এছাড়া তিনি বলেন যে, বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন হারে কর ধার্য করা হয়। এই ব্যবস্থা বন্ধ হওয়া উচিত। তিনি বলেন যে, সারা দেশে একই হারে কর ধার্য করা উচিত। তিনি বলেন যে, কর ফাঁকি দেওয়ার ব্যাপারে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কর্তৃপক্ষের যোগসাজশ থাকে। তিনি বলেন যে, কর ফাঁকি দেওয়ার ব্যাপারে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কর্তৃপক্ষের যোগসাজশ থাকে। তিনি বলেন যে, কর ফাঁকি দেওয়ার ব্যাপারে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কর্তৃপক্ষের যোগসাজশ থাকে।

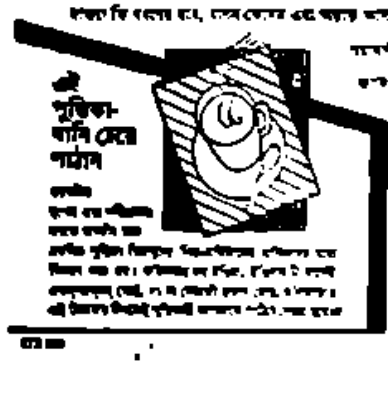

পণ্যদ্রব্যের বাজার

পাটের বাজারে নূতন সমস্যা

পাটের বাজারে যে নূতন সমস্যা দেখা দিয়াছে, তাহার প্রতিকার সম্বন্ধে কথা বলার পূর্বে সমস্যাটি সম্বন্ধে সরকার অথবা সংশ্লিষ্ট মহলের কাহারও স্পষ্ট কোন ধারণা জন্মিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। এমন অবস্থায় গত ৪ঠা ফাল্গুন তারিখে পাট ও বস্ত্র নিয়ন্ত্রণ বিভাগ হইতে যে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হইয়াছে, তাহা যে সমস্যাটির সমাধানের পথে আদৌ সহায়ক হইবে না, তাহা বলাই বাহুল্য। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, পাটের মূল্য নিয়ন্ত্রণের জন্য যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে, তাহার ফলে পাটের মূল্য হ্রাস পাইতেছে। এই অবস্থায় পাটের মূল্য হ্রাস বন্ধ করিবার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। ব্যবস্থা অনুযায়ী ১৫ই ফাল্গুন হইতে ৩১শে চৈত্র পর্যন্ত পাটের মূল্য নিম্নলিখিত হারে নিয়ন্ত্রিত হইবে। ইহার পর আরও ১৫ দিন পর্যন্ত এই ব্যবস্থা বলবৎ থাকিবে। ইহার পর পাটের মূল্য কি হইবে, তাহা এখনও বলা যায় না। ব্যবস্থা অনুযায়ী ১৫ই ফাল্গুন হইতে ৩১শে চৈত্র পর্যন্ত পাটের মূল্য নিম্নলিখিত হারে নিয়ন্ত্রিত হইবে। ইহার পর আরও ১৫ দিন পর্যন্ত এই ব্যবস্থা বলবৎ থাকিবে। ইহার পর পাটের মূল্য কি হইবে, তাহা বলা যায় না।

• • • •

নিম্নলিখিত হারে পাটের মূল্য নিয়ন্ত্রিত হইবে—

দেশী টোষা	৩৫৲
দেশী রেজি	৩৪৲
দেশী দোয়ারী	৩৩৲
দেশী তোষা	৩২৲
দেশী মেস্তা	২৭৲
দেশী ডেসি	২৬৲
দেশী ব্যাগিং	২৫৲
দেশী ফাইন	২৪৲
দেশী মিডিয়াম	২৩৲
দেশী গ্রে	২২৲

আইনের ২১ ধারা অনুযায়ী যে সকল দেশী বাজার নির্দেশ করা হইয়াছে তাহার মধ্যে যে পরিমাণ পাটের আমদানি হইয়াছে তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—গত ১৮,৫০০ টন চাউল ১২,৫০০ টন, কোম্পাং, বজরা ইত্যাদি ১০০ টন। এই বন্দরের মোট আমদানী হইতে উপরোক্ত তারিখ পর্যন্ত ৮৮,০০০ টন রপ্তানি, ১৩,০০০ টন ব্যবহার, ৭১,০০০ টন চাউল, ১৮,০০০ টন বুকি, ১৯,০০০ টন বন্দর, ১২,০০০ টন জোয়ার ও বজরা আমদানি হইয়াছে বলিয়া হিসাব পাওয়া গিয়াছে।

তুলা

বুধবারের পর এই বৎসরই পূর্ববঙ্গে তুলা উৎপাদনের প্রথম সংবাদ পাওয়া গেল, অর্থাৎ পূর্ববঙ্গে এই বৎসর যে পরিমাণ তুলা উৎপন্ন হইয়াছে তাহা মোট চাহিদারও বেশী। তুলাটুকু সোভিয়েট ফড়িয়া ও ইউরোপের যে যেখানে তুলা উৎপন্নের আশাতিরিক্তভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে। পশ্চিম বঙ্গেও এই বৎসর গত বৎসরের তুলনায় অনেক বেশী জমিতে তুলা চাষ হইয়াছে (১৬,৫০০ একর—১৫,৭০০ একর) বিশেষজ্ঞেরা ও সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের তুলার ফলন ভাল হইয়াছে বলিয়া যাহা বলা হইয়াছে, তাহা বৃদ্ধিযুক্ত ও বৈজ্ঞানিক 'আনাজ' করার পদ্ধতিরও সমর্থনযোগ্য নহে।

বোম্বাইয়ে তুলার দরও বাজারে আমদানী সম্বন্ধে বেশ কড়া বিরুদ্ধ হইয়াছে। কটিনা এবং বেঙ্গল কটিনার দর ছিল ৫৮৲ ও ৫৭৲, ফাজলবর ও ধারোর দর ছিল ৩২৲ ও ৩১৲ এবং কমীরাবাদের দর ছিল ৫৩৲ হইতে ৬২৲ টাকার মধ্যে।

চিনি

চিনির বাজারে কড়াকড়ির ফলে বিক্রয় ভাল চলায়লের অনুবিধার জন্য অনেকস্থলে চিনির সর্বত্রিক মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়াছে। মোটামুটিভাবে চিনির চাহিদা সন্তোষ কম পরিলক্ষিত হয় বলে হয়। বিশেষ চিনি বিক্রয় ক্ষেত্রে চিনির দর ৩৭৲ হইতে ৩৯৲ পর্যন্ত ছিল।

তৈলবীজ

তৈলবীজের বাজারে আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে একটি উৎসাহের ভাব দেখা দিয়াছিল, কিন্তু শেষের দিকে দরের অবনতি ঘটে। বিদেশে চাহিদা বেশী থাকায় রপ্তানির ব্যবস্থা ভাল হইবার যে সম্ভাবনা দেখা গিয়াছিল, তাহা শেষ পর্যন্ত বজায় থাকে নাই। বিদেশে চাহিদা বেশী থাকিলেও, তাহা যে সরবরাহের তুলনায় বেশী নহে, তাহা বলা যায় না। বাজারে সরিষার আমদানি কমিয়া যাওয়ায় তেলের মূল্যবৃদ্ধি হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

আলোচ্য সপ্তাহে বাঙ্গুরের বাজারে বিভিন্ন তৈলবীজের যে বিক্রয় দর ছিল :—তিল ১২৲, রাই ১৯৲, বজরা ১৭৲, কোদো ১৭৲, তুষি ১৮৲, ছোলা ১৫৲ হইতে ১৭৲, মুগ ১৯৲, অড়হর ১৭৲ এবং মুসুরি ১২৲।

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইয়ে তৈলবীজের

বাজারের কথা

লভ্যাংশ বণ্টন নিয়ন্ত্রণের প্রতিক্রিয়া

কলকাতা, শেয়ারের বাজার

বাজারে সুস্পষ্ট ভাবে নিষ্ক্রিয়তা দেখা দিয়াছে। কাজের পরিমাণ যেটা কম হইয়াছে যে উহা প্রায় বাজার বন্ধ বাজারই আমাদের বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পূর্ববর্তী সপ্তাহে অল্প যিনিই প্রতিষ্ঠানগুলির আজ্ঞাবাহী শেয়ারগুলির কিছুটা চাহিদা ছিল, কিন্তু আলোচ্য সপ্তাহে সর্বশ্রেণীতেই নিষ্ক্রিয়তা সমানভাবে বিরাজ করিতেছে। অল্প ভবিষ্যতে বাজারের উন্নতি-ভাবে কোন শুভ লক্ষণও দেখা যাইতেছে না। বাজারের অবস্থার মৃদু সমাধান হওয়ার পরের বাজারের এই শোচনীয় পরিস্থিতি সত্যই বেদনাদায়ক। লভ্যাংশ ঘোষণার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার সম্প্রতি যে অর্ডার আইন পাশ করিয়াছেন, তাহাতে লগ্নীকারকদের স্বার্থ-রক্ষাকল্পে কিছু কিছু বিধান থাকা সত্ত্বেও বাজারে কোন উন্নতি দেখা যায় নাই। বিলের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সর্ব-সাধারণ এখনও যে সন্দেহ পোষণ করিতেছে, তাহাতে অল্প ভবিষ্যতে বাজারের উন্নতির কোন সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না।

• • • •

বীমা আইন অবাধ্যকরণ পরে বোম্বাইয়ের বাজারের মূলধন অধিষ্ঠানে যে-ধরে শেয়ারের কেনাবেচা হইয়াছে তাহাতে বিস্মিত হইতে হয়। এরূপ নিম্ন স্তরে বাজারে পূর্বে কোন কাজ হইয়াছে বলিয়া মনে পড়ে না। কাজের স্বল্পতা বিশ্লেষণের সময় অবশ্য আসিয়াছে। ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তার জন্য যে বিনিয়োগকারীরা বাজারে কোন উৎসাহ দেখাইতে সাহস পাইতেছেন না ইহা তাহারই পরিচায়ক।

• • • •

অক্টোবর মাসে চা'র রপ্তানির উৎসাহের বৃদ্ধি পাওয়ায় ঐ শেয়ারের দরের কিছুটা উন্নতি হইলেও বোম্বাইয়ের বাজারের অন্যান্য বিভাগে কোন উন্নতি দেখা যায় নাই। বোম্বাইয়ের বাজারের তুলনায় কলি-কাতার বাজারে আরও বেশী মন্দা দেখা দিয়াছে। বিভিন্ন মূল্যের বিভাগে বিক্রেতার অভাব ছিল না, কিন্তু ক্রেতা একপ্রকার দুর্লভ ছিল। ইণ্ডিয়ান আয়রন, টিন অব্যেষণের ও রাজুরা যথাক্রমে ২৩৮৵০, ২০৲ ও ৪৮৲ পর্যন্ত কাজ হইয়াছে বলিয়া দর পাওয়া গিয়াছে। ১৯৫৩ সালে বাজারে নূতন শুরুর পর ইহাই বোধ হয় সর্বনিম্ন বেঞ্চমার্ক। বাজার যেরূপ নিষ্প্রভাবে আছে তাহাতে আর কোন কিছুই মনে করিতে কাহারও সাহস হইতেছে না।

• • • •

বিভিন্ন হালাল ও লগ্নীকারকদের অবস্থা পর্যা-লোচনা করিলে দেখা যাইবে যে শেয়ারের অবাধ মূল্যপ্রকাশের ফলে প্রত্যেকেই আর্থিক সঙ্কটের দ্বারা-দেশে উপনীত হইয়াছেন। যাহার আর্থিক সাহায্য ভিন্ন অল্প কিছুদিন শেয়ারের মূল্যবৃদ্ধির কোন সম্ভাবনা না থাকায় তাঁহাদের পক্ষে নূতন সত্তা করিয়া মাসুষ্টির কথা অনেক বলিয়া উঠিয়াছেন। আমরা পূর্বেও বলিতে বাধ্য হইয়াছি যে, বাজেটের অব্যবহিত পরে বাজারের উন্নতির প্রবণতা অবলম্বন করিয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং শীঘ্রই এই নীতির পরিবর্তন হওয়া দরকার।

• • • •

বর্তমানে বাজারে যে অবস্থার আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহাতে উহার আশু উন্নতিকল্পে সরকারের সাহায্য একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। আগামী বাজেটের উন্নতি না হইলে মূলধন বাজারে কোন বিশেষ প্রতি-ষ্ঠানের পক্ষে একপ্রকার অসম্ভব বলিয়া মনে হইতেছে। লগ্নীকারকদের মনে যে বিষাদ সঞ্চার হইয়াছে তাহাতে মূলধন কোন প্রতিষ্ঠানের ঝুঁকিবিনিয়োগ একরূপ অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। সম্প্রতি সরকারী সাহায্য-পুষ্ট যে সমস্ত মূলধন প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার অংশাধিকারের এই অনিচ্ছা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইয়াছে। কিছুদিন পূর্বে ১০ কোটি টাকার মূলধন অবলম্বনে কেন্দ্রীয় সরকার যে সাহসী অভিযান করিয়াছেন, তাহাকেই বর্তমান আর্থিক বাজারের স্বাভাবিক পরিস্থিতি বলিয়া ধরিয়া লওয়া উচিত হইবে না। বর্তমান অবস্থার এই পরিপ্রেক্ষিতে সমালোচনা করিতে হইলে বাজারের আর্থিক সঙ্কটতা বিস্তারিত হইতে হইবে। ইহাতে বাজারে উন্নতি সহজসাধ্য হইবে এবং মূলধনী বিভাগের ব্যবসা যথেষ্ট সহায়তা করিবে। অবশ্য মূলধনের বাজার সম্পর্কিত সরকারী মনোযোগ সুদূরপ্রসারী হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, কারণ অন্ত দুই সপ্তাহ যাবৎ সরকারী কর্তৃপক্ষের মতের কোন পরিবর্তন দেখা যায় নাই।

• • • •

কোম্পানীসমূহের এই পরিচালকমণ্ডলীর তিরিশ কর্ম-কুশলতা সম্প্রতি যে বিশ্লেষণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা অত্যন্ত সন্তোষজনক। মূলধন প্রতিষ্ঠানগুলি লভ্যের আয় যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে, দেখা যায়। ইহার ফলে কর্মিদের লাভের হার আরও বর্ধিত হইবার সম্ভাবনা। লগ্নীকারকের উন্নতি অবশ্যই কর্মিদের বলিয়াই মনে হয়। লৌহ ও ইস্পাতের মূল্যবৃদ্ধি সম্বন্ধে শুল্ক সংসদ (Tariff Board) এখনও তাঁহাদের অভিমত ব্যক্ত না করিলেও মূল্যবৃদ্ধি সম্বন্ধে একপ্রকার সুনিশ্চিত অভিমত প্রকাশ করা যায়। আপাতদৃষ্টিতে সিমেন্ট বিভাগের উন্নতি সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিবার কিছু আছে বলিয়া মনে হয় না। আন্তঃরাষ্ট্রীয় চুক্তি অনুযায়ী চটাশিল্পের যে অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হইয়া-ছিল তাহাও কিছুটা দূরীভূত হইয়াছে। অবশ্য ভবিষ্যতে অনিশ্চয়তার জন্য কোন বিভাগেই কেহ কোন উৎসাহ দেখাইতেছেন না।

এরূপ অবস্থা অতীব দুঃখের বিষয়, সরকারের অর্থনৈতিক নীতিই ইহার জন্য সর্বতোভাবে দায়ী তাহাতে সন্দেহ নাই।—সরকার যদি এ সম্পর্কে এখনও সচেতন না হন এবং মূলধনের বাজারকে যদি তাঁহারা এমনই করিয়া অবহেলার দৃষ্টিতে দেখিতে থাকেন, তাহা হইলে যে কোন সময় তাঁহাদের উন্নয়ন-মূলক পরিকল্পনা ও উৎপাদন প্রচেষ্টাসমূহ ব্যাহত হইবে, এরূপ সন্দেহ করিবার কারণ আছে।—আশা করি কেন্দ্রীয় সরকারের মনোযোগ অতিসত্বর এই অবস্থার প্রতি আকৃষ্ট হইবে।

সরকারী কথাপত্র—

এই বিভাগে দরের অবনতি দেখা গেলেও কাজের পরিমাণ যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। গার্ড ও ইলিয়টের কোম্পানীগুলির বিশেষ উৎসাহ দেখা যায়। ৩, সুদের ১৯৪৮ ৯১৸০, ৩, সুদের ১৯৪৯-৫২ ৯৪৸০, ৩, সুদের ১৯৫৩-৫৪ ৯০৸০, পর্যন্ত কাজ হইয়াছে। গার্ড মেয়াদীগুলির কোন উন্নতি হয় নাই, বিক্রেতার প্রাধান্য বজায় কিছুটা অবনতি হইয়াছে। কেপ সেকুরিটি ১৯৫৬, ফার্স্ট ৬৸০, ডিফ ৩১৲, ডিফার্ড ১১৲, ও ইউকো ৩৯৲ পর্যন্ত কাজ হইয়াছে।

কাগজের কল—

এই বিভাগে কাজ অবাধ কম হইয়াছে এবং কিছু দরেরও অবনতি হইয়াছে। কামরুপ পেপারমিল ১১৸৩ হইতে কমে ৯৸০ পর্যন্ত কাজের খবর পাওয়া গিয়াছে।

কয়লার খনি—

অন্যান্য বিভাগের মত এই বিভাগেও কাজের পরিমাণ অবাধ কম হইয়াছে। দরের অবনতি সম্বন্ধেও কোন সন্দেহ নাই। আমলেমারাটেড ২৩৸৩, বরাকর ৭৫৸০, ভুকলিয়া ৪৸০, ইণ্ডিয়ান ৩৸৯০, ইণ্ডিয়ান ১৭৸০, মাইন কারাপুরা ১৫৸০ ও রাজুরার ৯৸৩ পর্যন্ত কাজ হইয়াছে।

চা'র কল—

ইহাদের বেলাতের চাহিদা মোটেই ছিল না। কাজও অতি সামান্যই হইয়াছে। টিগরিয়া ১২৭৲, ডুয়ার্স ১৯৯৲, বাগড়া ২৮৲০, কমারেটি ৩০৩৲ ও ডুমডুমা ১১৲ পর্যন্ত কাজ হইয়াছে।

বিবিধ—

বিক্রেতার প্রাধান্য বাকিসব ক্ষেত্রের অবাধে কাজ অতি সামান্যই হইয়াছে। দরের নিম্নগতির অবাহত রহিয়াছে। যেমন কেমিকালস (বি) ১৮৯০, কেমস ১৯৲, ওয়ালী ট্রাডিং অঞ্চ., অরুণ ইন্ডিয়াকোরিং ৯৯৲, টেক্সটাইল মেশিনারী ৭৲, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া কর্পোরেশন ২৯৲, ইণ্ডিয়ান ইস্ট এসিয়াটিক ৯০৸০, কটন কর্প ১৩৸৩, ইন্দোসান মেশার ৯৮৲, আসাম 'সি' ৬৸০, ব্রাক ৮৯, সমস্তপুর ১৮৸ পর্যন্ত কাজ হওয়ার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

চা—

এই বিভাগে কাজ সপ্তাহ বইলেও দরের অবনতি বেশী হয় নাই। ইহা ইলিয়া ২৩৯, বিয়েল ১৬০, ভলিবাড়ী ৯৩৯, অরবীন্দ্রাজা ৭৯,, সিংটম ৪৸৩, ডিন আসী ২৯৮৩ ও টাইকক ১৭৪০ পর্যন্ত কাজ হইয়া বাজার বন্ধ হইয়াছে।

বিজ্ঞপ্তি

(পৃষ্ঠাংশ ৩ পৃষ্ঠায়)

করিতে হইবে।—'ফার্ম'এর সাথে প্রথমতঃ তাহাদের আর্থিক স্বার্থ লইয়া এমন করিয়া মেলামেশা করিতে দেওয়া কিন্তুই উচিত হইবে না। সেরূপ ঔদার্যের আমাদের দেশের লোকের পক্ষে অত্যন্ত বাহ্য, আমাদের সরকারের পক্ষেও নহে।—মূলধন বিষয়ে অনুসন্ধানী আমেরিকার কার্যকলাপ প্রসঙ্গে সরকারের সম্মুখে উপস্থিত করার জন্য যে সমস্যের আহ্বান করা হইয়াছে, তাহার ফলাফলের জন্য আমরা সাগ্রহে অপেক্ষা করিব। তাহার সরকার এবিষয়ে যেসব ব্যবস্থার প্রস্তাব করেন ছিলেন, তাহাই দেখিবার বিষয়।

—অর্থসাধী

মৌখিক

সমস্তিপুর সুগারের লাভের পরিমাণে সবিশেষ বৃদ্ধি

৩০এ জুন ১৯৪৮ সালে সমাপ্ত এক বৎসরের জন্য চলতি বছরে কোম্পানী লিমিটেডের প্রকাশিত হিসাবে দেখা যায় যে, আলোচ্য সময়ে কোম্পানীর মীট লাভের পরিমাণ বিশেষভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরের মীট লাভ ৩,১৯,৫০০ টাকার স্থলে আলোচ্য বৎসরে লাভ হইয়াছে ১,৯৮,৭৪০৲। ইহা হইতে কনসার্ভে ৮,১৩,০০০৲ (৭৫,০০০৲) ও ডিপ্রিসিয়েসনে ১,৪৪,০০০৲ (৭১,৪৮১৲) বরাদ্দ করার প্রস্তাব হইয়াছে। উক্ত বরাদ্দ ও কর্ম্মচারীদের জন্য প্রস্তাবিত এককালীন সাহায্য বাবদে মোট অর্থ বাদে আলোচ্য সময়ের নিট লাভের পরিমাণের ও পূর্ব্ববর্ত্তী হিসাবের অবশিষ্ট লাভের মোট ১,৫৫,৪৩৲ একত্রিত করিয়া কোম্পানীর হাতে মোট ৩,৯০,১১১৲ থাকে। এই অর্থ হইতে কোম্পানীর পরিচালকবর্গ আলোচ্য বৎসরে প্রতিটি শেয়ারের সাধারণ অংশপ্রাপ্ত বাবদ ১৫৲ হারে (১৫১৲) হিসাবে সভাগণে বিশেষ প্রস্তাব করিয়াছেন। পরবর্ত্তী হিসাবে অবশিষ্ট লাভের মোট টাকা হইবে ১,১৩,১১১৲ (১,৫৫,৪৩৩৲)।

আলোচ্য বর্ষে কোম্পানীর "বড়" কারখানায় ২৪ ঘণ্টাব্যাপী (১৯৪৭) হইতে আখ-মাড়াই-এর কাজ আরম্ভ হয় এবং ১৪ই মার্চ্চ তারিখে তাহা শেষ করা হয়। এই সময়ের মধ্যে মোট ১১,৪০,১৪৭ মণ আখ মাড়াই করা হইয়াছে। প্রতিবারের চাকনালীর কারখানাতেও এই বৎসরে মোট ১০,৮৮,৮৫৭ মণ আখ মাড়াই করা হইয়াছে। এখানে বর্ত্তমান বৎসরের ২রা জানুয়ারী হইতে শুরু করিয়া ২১৫ মার্চ্চ পর্য্যন্ত আখ মাড়াই করা হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় সরকার বর্ত্তমান ১৯৪৭ সালের ৮ই ডিসেম্বর হইতে তিনিই সব বিনিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য আলোচ্য সময়ে চিনির সরকারে আখের মণ ১৲ মণ এবং প্রতি মণ আখে ৵৩ করিয়া সেস (cess) ধার্য্য করিয়াছিলেন।

ম্যানেজিং এজেন্ট্স—বেস সাহাবরাজ আণ্ড কোম্পানী লিমিটেড। অথরাইজ্‌ড মূলধন—১০,০০,০০০৲। বিলিকৃত ও বিক্রীত মূলধন—৯,০০,০০০৲।

নিরীক্ষকদের সারাংশ

(৩০.৬.৪৮)

দায়

অনুমোদিত মূলধন	
সাধারণ	১০,০০,০০০৲
সঞ্চয় তহবিল	১০,০০,৩১৯৲
আয়কর তহবিল	৪,০০,০০০৲
ঋণ	৩৫,৯৮,১৪৩৲
অবশিষ্ট লাভ (মোট)	১,১৩,১১১৲
মোট	৮০,১১,৫৪৩৲

সম্পত্তি

মোট বন্ধ সম্পত্তি	৩৩,৬৪,৭১৮৲
ঘুলাগঞ্জ	৩৪,১৬,৩৩৩৲
নীট বন্ধ সম্পত্তি	১৪,৩১,০৪৯৲
মজুদ	১১,১০,৩৭৩৲
মজুদ মাল	৪৯,৩১,৩৭১৲
বাকী পাওনা	১৯,১১,৩৬৮৲
ব্যাঙ্কসিয়েসন	৩,১৫,৩০৩৲
নগদ	১,০৪,৩৩১৲
মোট	৮০,১১,৫৪৩৲
ধ্রুব সম্পত্তি	৮১,৩৩,১১১৲

নিত্যপ্রয়োজনী

—x—

★ "আর্থিক ভারত" প্রতি বুধবার কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়।

★ মূল্য প্রতি সংখ্যা আট আনা।

★ ভারত ও সিংহলের সর্ব্বত্র সডাক বার্ষিক মূল্য ছুটি টাকা।

★ বাণ্মাসিক মূল্য বারো টাকা।

বিজ্ঞাপনের হার ও নিয়মাবলীর জন্য "কর্ম্মকর্ত্তা, বিজ্ঞাপন বিভাগ"

এবং

এজেন্সির জন্য "কর্ম্মকর্ত্তা, প্রচার বিভাগ" "আর্থিক ভারত", ১১৬ নং লোয়ার সার্কুলার রোড, (ফোন—ক্যাল ৩৬২৪ ও ক্যাল ৫০৩১) এই ঠিকানায় পত্রালাপ করিতে হইবে।

• • • •

গত ৩০এ জুন তারিখে সমাপ্ত এক বৎসরের জন্য সমস্তিপুর সেন্ট্রাল সুগার কোম্পানী লিমিটেডের যে হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, পূর্ব্ববর্ত্তী হিসাবে প্রকাশিত নীট লাভ ১,৫৫,৪৩৩ টাকার স্থলে, আলোচ্য সময়ে নীট লাভ হইয়াছে ৩,৯৩,১১১৲। এই লাভবৃদ্ধির ফলে আলোচ্য বর্ষে সরকারে ৩,৭৫,০০০৲ বরাদ্দ করার প্রয়োজন হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী হিসাবে ইহার পরিমাণ ছিল মাত্র ১৫,০০০৲। কনসার্ভে বরাদ্দ অর্থব্যয়ে আলোচ্যবর্ষে মূল্যাবকর্ষণে ৪৫,০০০৲ (৭৫,০০০৲)। লভ্য তহবিলে ৩০,১০০৲ (নূতন) ও অন্যান্য তহবিলে ৭৫,০০০৲ (নূতন) বরাদ্দ করার প্রস্তাব করা হইয়াছে। এই লাভের পরিমাণ হইতে কর্ম্মচারীদের এককালীন দেয় অর্থের সংস্থান করা হইয়াছে। এই সকল বিলিব্যবস্থার পর অবশিষ্ট লাভের পরিমাণ ও পূর্ব্ববর্ত্তী হিসাবে প্রকাশিত অবশিষ্ট লাভের মোট ৩,৯০৲ একত্রিত করিয়া কোম্পানীর হাতে মোট ১,৯৫,৩১২৲ থাকে। এই অর্থ হইতে আলোচ্য সময়ের জন্য শতকরা ১৫ ভাগ লভ্যাংশ দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। এই লভ্যাংশের পরিমাণ পূর্ব্ববর্ত্তী হিসাবে ছিল শতকরা মাত্র ৫৲ ভাগ। পরবর্ত্তী হিসাবে অবশিষ্ট লাভের মোট টাকা হইয়াছে ১৩,১১১৲ (৩১,০০৩৲)।

কোম্পানীর কারখানায় ১৯৪৭ সালের ২রা ডিসেম্বর হইতে কাজ আরম্ভ করিয়া ১৯৪৮ সালের ৮ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত মোট ১২,৩৩,৪৯৭ মণ আখ মাড়াই করা হইয়াছে। মালমাড়াই অনুবিধার জন্য মধ্যে মধ্যে কারখানার কাজ বন্ধ রাখিতে হইয়াছে ও তজ্জন্য আখের পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়াছে।

ম্যানেজিং এজেন্ট্স—বেস সাহাবরাজ আণ্ড কোম্পানী লিমিটেড। অথরাইজ্‌ড মূলধন—১০,০০,০০০৲। বিলিকৃত ও আদায়ীকৃত মূলধন—৯,০০,০০০৲।

নিরীক্ষকদের সারাংশ

(৩০.৬.৪৮)

দায়

অনুমোদিত মূলধন	
সাধারণ	১০,০০,০০০৲
সঞ্চয় তহবিল	৩,৩৭,১৯১৲
ঋণ	১৮,৪১,৩৩৩৲
অবশিষ্ট লাভ (মোট)	১৩,৫১৲
মোট	৩২,১৩,৫৪৩

সম্পত্তি

মোট বন্ধ সম্পত্তি	১৩,১১,৩১৩৲
ঘুলাগঞ্জ	১৯,৩১,১১১৲
নীট বন্ধ সম্পত্তি	৯,১১,০০৯৲
মজুদ	৯,৩১,০৪৯৲
মজুদ মাল	১৫ ৩৩,০৪৯৲
বাকী পাওনা	৮,৩৩,১৪০৲
ব্যাঙ্কসিয়েসন	১১,৩৩৩৲
অতিরিক্ত লাভ কর্ম্ম দান	৩,১১৩৲
নগদ	১,৩১,৪১৭৲
মোট	৩২,১৩,৫৪৩৲
ধ্রুব সম্পত্তি	২২,৪৯,১৩৩৲

• • • • •

রায়রাম সুগার কোম্পানী লিমিটেডের গত ৩০এ জুন তারিখে সমাপ্ত এক বৎসরের জন্য হিসাব বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে দেখা যায় যে, আলোচ্য সময়ে মোট উৎপাদিত চিনির পরিমাণ পূর্ব্ববর্ত্তী হিসাবে প্রকাশিত পরিমাণের (১,৩৭,৩৩৩ মণ— ১,৩৭,৫৫৫ মণ) অনুরূপ হওয়া সত্ত্বেও কোম্পানীর নীট লাভের পরিমাণ পর্ব্বতন হিসাবে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে (১৩৩,১৪৩৲—৯,৪৫,১৪৩)। এই লাভের পরিমাণ হইতে কোম্পানীর কর্ম্মচারীবৃন্দের এককালীন সাহায্য বাবদে অর্থ বরাদ্দ করা হইয়াছে এবং কারখানার ৯,১৫,০০০৲ (১,৪৫,০০০৲) মূল্যাবকর্ষণখাতে ৭৫,০০০৲ (৭৫,০০০৲), ও অন্যান্যখাতে ১, ৩৩,০০০৲ (৩০,০০০৲) বরাদ্দ করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। এই বিলি ব্যবস্থার পর কোম্পানীর হাতে অবশিষ্ট লাভের পরিমাণের সহিত পূর্ব্ববর্ত্তী হিসাবের

অবশিষ্ট লাভের মোট ১৮,৮৪১৲ যোগ করিয়া মোট ১,৫১,৮৮৮৲ হইতে কোম্পানীর সাধারণ অংশীদার বাবদ লভ্যাংশ ১২৲ হারে সাধারণ রিজার্ভে প্রদান করা হইয়াছে। এই স্থলে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, পুঞ্জীকৃত হিসাবে প্রকাশিত হইবার পর কোম্পানীর মূলধন বিভক্ত করা হইয়াছে এবং বর্তমান লভ্যাংশ এই বর্দ্ধিত মূলধনের উপর দেয়। অতএব প্রকৃতপক্ষে পুঞ্জীকৃত হিসাবে প্রকাশিত মূলধনের উপর এবার লভ্যকরা ১০৲ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইলে বলিতে হয় যে, পুঞ্জীকৃত হিসাবে এই লভ্যাংশের পরিমাণ বিগত লভ্যকরা মাত্র ১৫৲। পরবর্তী হিসাবে অবশিষ্ট লাভের জের টানা হইয়াছে ৮১,৮৮৮৲ (১৮,৮৪১৲)। কোম্পানীর কারোবারের আয় বাড়াই-এর কাজ গত এই তারিখেই আরম্ভ করা হয় এবং ৩৯৯ জন পরীক্ষক কাজ চালাইয়া মোট ১১,৭৯,৭৮৯ জন আয় বাড়াই করিয়াছে। আয়ের উৎপাদন এবার সাধারণ অপেক্ষা ভালই হইয়াছিল, কিন্তু ব্যাপকভাবে সংরক্ষণ ও ইনসাইন ব্যবস্থার সুবন্দোবস্তের অভাবে প্রয়োজনীয় মাল যথা সময়ে ও মথেষ্ট পরিমাণে সংগ্রহ করা যায় নাই। বিশেষতঃ অক্টোবর অক্টোবর কারোবারের কাজ প্রায় ৩১ দিন বন্ধ রাখিতে কর্তৃপক্ষ বাধ্য হইয়াছিলেন। এই সকল কারণে আয় বাড়াই ও ডিমি উৎপাদনের কাজ মাঝে মাঝে ব্যাহত হইয়াছে।

ব্যাপেক্ষিং এজেন্সি—বেঙ্গল সাধারণ আয়রণ কোম্পানী লিমিটেড। অনুমোদিত, বিলিকৃত ও বিক্রীত মূলধন—৮,৫০,০০০।

নিরিখপত্রের সারাংশ

(৩০.৬.৪৮)

দায়

অনুমোদিত মূলধন	
সাধারণ	৮,৫০,০০০৲
অগ্রাধিকার	৫,১১,০০০৲
ডিবেঞ্চার তহবিল	৩,৫৯,৫১৭৲
অন্যান্য তহবিল	১,৮০,৩৫০৲
ঋণ	১১,১১,৩৮৮৲
অবশিষ্ট লাভ (জের)	৮১,৮৮৮৲
মোট	৩৩,৫৫,৪৩৭৲

সম্পত্তি

মোট বন্ধ সম্পত্তি	২৯,৭১,৩১৮৲
মূল্যাবশেষ	১৯,৬৯,১৫১৲
চলতি বন্ধ সম্পত্তি	৩,১১,১৭৩৲
লগ্নীকার	৩,১১,৩৩৩৲
মজুত মাল	১৩,১১,১৩৮৲
বাকী পাওনা	১৩,১১,৩৩৩৲
অগ্রিম বিলোপ	৩,৩১,৩৩৩৲
নগদ	৩৬,১১৩৲
মোট	৩৩,৫৫,৪৩৭৲
ঋণ সম্পত্তি	৩১,১৭,৩৩৩৲

প্রাসঙ্গিক

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

টেলিফোনে আয়ের বিশ্লেষণ

কর্তৃপক্ষের টেলিফোন এক্সচেঞ্জের অধিকারের সব সম্পত্তি হাইতে না হাইতেই টেলিফোনে মূলধনে বিলোপ ঘটিয়াছে বোর্ডের হিসাব অধিকারের ফলে সব সংযোগ-স্থানের উৎপাদনই ইহার ফলে এবং কর্তৃপক্ষের উপকরণই বলিতে হইবে বিলোপের পরিমাণ। এই বিলোপের দুইটা দিক উল্লেখ করিলে আর উপায় নাই এবং এখনে সংক্ষেপতঃ ভাবে প্রকাশিত হইল যে, এই বিলোপের পশ্চাতে অসাধুতা কর্তৃপক্ষের বিশ্বাসী কোন হাতের চালাকি রহিয়াছে।

কর্তৃপক্ষের এক্সচেঞ্জের অধিকারভোগ বিলোপের প্রমাণের পূর্বে আমরা দুইটা বলিয়া মনে করিতে পারি না। কিন্তু এই অধিকারের দলিল করার তাহা বিভাগ করিবার সাথে প্রথম অবস্থায় সন্দিহান সন্দেহ হইল। টেলিফোনক্ষেত্রে, যথা, ডেপোজিশন —ইহার কোন্ কোন্ প্রতিষ্ঠান বা এই সকল প্রতিষ্ঠানের কোন্ কোন্ কর্মী এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে, অথবা ইহা শিথিল দুর্বলতা কিনা, তাহা নির্ণয় করিতে অবশ্য সময়ের প্রয়োজন। কিন্তু কর্তৃপক্ষের এই ঘটনা দুর্ঘটনা মানবকৃত-দুষ্কৃত কার্য এবং ঘটনার বয়সেই মূলা যাইতেছে যে, ইহা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের কাজ নয়, কোন ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যের ঘলের উৎপাদ বিলোপই ইহার সন্ধানে আছে। বর্তমানে স্বভাবতই এই সকল দুষ্কর্মের সহিত কর্মীবিশেষের যোগাযোগ সন্দেহ করা যাইতে পারে। কিন্তু আমাদের আরও একটা সন্দেহ হইতেছে এই যে, ইহাই সমস্তের প্রথমারম্ভ, অর্থ পরিমাণের কোন সঙ্কল্প কর্মীদের কোন উৎপত্তির সুনির্দিষ্ট নাই তো? সংবাদে প্রকাশ যে, প্রথমবারের আত্মসমর্পণ কর্মীদের পূর্বে যে ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়া লওয়া হইয়াছে, তাহাকে ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে। বোম্বাইয়ের কেন্দ্রীয় ডিটেক্টিভ ডিপার্টমেন্টের অধিকারও এই মতে যথাযথই আমাদের মনে করিতেছে।—সরকারী তদন্তের এই দিকেও প্রকাশিত হইবার আবশ্যকতা আছে।

ইণ্ডিয়্যান
ব্যাঙ্কিং
জার্ন্যাল
ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত
একমাত্র
মাসিক পত্রিকা
৩নং কমার্শিয়্যাল বিলডিংস্
কলিকাতা ১

খাদ্যশস্যের সাপ্তাহিক বিক্রয় ও পরিশোধ

(শেষ ১০ দিন হিসাবে)

সাপ্তাহিক হিসাব বিবরণ।—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ইন্ডিয়া বিভাগ—

(হাজার টাকার হিসাবে)

	১৯-১২-৬৮	১১-১২-৭০	১-১-৭১
			(অতিরিক্ত আদায়)
দায়—			
আদায়ি বিলপত্রের মোট	১৯,১৪,৫৪	২১,৯৮,৩৪	
চলতি মোট	১৩১৫,১৭,৫৩	১৩১৯,১৪,১১	১৩৬৩,৯৮,৫১
	১৩৩৫,৩১,১৭	১৩৪০,১১,৬৪	১৩৪৩,১৯,৩৪
সম্পত্তি—			
(ক) সোনা ও ডলার মোজা			
(১) ভারতে	১৫,৭১,১১		
(২) ভারতের বাহিরে			
ইংলিশ ডলার	১৯৬,৩৫,১৯	১৯৫,৪৫,১৯	১৯৪৯,১৯,১১
মোট (ক)	২১৫,৩৬,১৯	২৪১,৩৬,১৯	১৯৯৬,১১,৩৮
(খ) ভারত মুদ্রা	৩৯,১১,৩৮	৩৯,১৯,১৮	
মুদ্রাচালনী, আন্তর্জাতিক বিনিময় তহ ও অন্যান্য সম্পত্তি	১১৫,৩১,১১	৯১৫,৩১,১১	১১৯,১৫,১১
	১৯৩৯,১৪,১১	১৯৩৯,১১,৫৪	১৯৯৬,১১,১৪

ব্যাঙ্কিং বিভাগ—

দায়—			
আদায়ীকৃত মূলধন		৫,৩৩,৩৩	৫,৩৩,৩৩
সঞ্চয় তহবিল		৯,১১,৩৩	৯,৩৩,৩৩
আমানত—			
(ক) সেরকারী সরকার	১১১,৩৩,১৪		
(খ) অন্যান্য সরকারের			
(১) ব্যাঙ্কসমূহের	১১,৩১,১৯	১৯,১৯,১৯	১৯,১১,১৯
(২) অন্যান্যের	৯৯,১৫,১১	৯৯,১৯,১১	১৯,৩১,১৯
(৩) অন্যান্যের	৯৯,১১,১১	৯৯,৩৬,১১	৯৫,৩৬,৯৪
মেয়াদী হুণ্ডি	৫,১১,৩৩	৫,১১,৩৩	৫,১৫,৩৩
অন্যান্য দেনা	১,১১,১১	১,৫১,১৯	১৫,৩১,১৫
	১১৯,৩১,১৯	১১৯,৩৯,১১	১৩৯,১৩,৩১
সম্পত্তি—			
মোট		১১,১৯,৩৩	১৯,৩৫,১১
বাজে হুণ্ডি		১১,৩১	৩,১৯
অন্য মুদ্রায় হুণ্ডি		১,১৩	১,১৩
অন্যান্য হুণ্ডি			
(ক) আদায়ীকৃত		৯০,৩৩	১৩,৩৩
(খ) বর্দিয়ের			
(গ) ভারত সরকারের			
খাজাঞ্চীখানায়	১,৩১,১১	১,৩১,১৯	১,১৫,১৯
অধিযোগে ধরা	১৯৯,৩১,৩৩	১১১,৩৯,১১	৯১,১৩,৩৩
সরকারকে প্রদত্ত অল্প ঋণ ইত্যাদি	১,১৩,৩৩	১,১৩,৩৩	১৩,৩৩
অন্যান্য তমসুক ও দাবি	১,১৫,১১	১,১১,৩৩	—
অধিযোগের	১৩,১৩,১৩	১৩,৩১,১১	১৩,১৩,১১
অন্যান্য সম্পত্তি	১,৩৩,১৩	১,১৮,১৩	১,১১,১৫
	১১৩,৩১,১১	১১৯,১৩,১১	১৩৩,১৯,১১

সাপ্তাহিক হিসাব বিবরণ।—ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

(হাজার টাকার হিসাবে)

	১৯-১২-৬৮	১১-১২-৬৯	৩১-১২-৭০
দায়—			
বিলীন মূলধন	১১,১১,৩৩	১১,১১,৩৩	১১,১১,৩৩
অবন্টিত মূলধন	৫,৩৩,১৩	৫,৩৩,১৩	৫,৩৩,১৩
সঞ্চয় তহবিল	৯,১৩,৩৩	৯,১১,৩৩	৯,১৩,৩৩
চলতি আমানত, মেয়াদী আমানত ও অন্যান্য বিভাগ	১৩৩৯,৩৯,১১	১৩৫,৩১,১১	১৩৫,৩৬,১৯
বিবিধ	১,১৩,৩৩	১,১১,৩৩	১,৩৩,১৩
মোট	১৩৯,১৬,১১	১৪৫,৩৩,১১	১৩৬,১১,১১
সম্পত্তি—			
হেফাজতী ব্যাঙ্কের আমানত	১৩৩,১৩,১১	১৩১,৩১,৩৩	১১১,৩৩,১৩
অন্যান্য অনুমোদিত জমিদারিসমূহ	১১,১৫,১৯	১১,১১,৩১	৯,১১,১১
ঋণ	১১,৩৩,১৮	১৯,৩৩,১৩	১১,৩৩,১১
ঋণের জামিনী	৯১,৩৩,১৯	১০,৩৩,৩৩	৯১,১১,৩৩
অন্যান্য এবং চলতি হুণ্ডি	৩,১১,১১	৩,১১,১৩	৩,১১,৩৩
ট্রেড বিল	১,১৬,১৩	১,১১,১৩	১,১৩,১৩
বিবিধ—	১,১৬,৩৫	১,৩৩,১১	১,১১,১৩
অন্যান্য সম্পত্তি এবং জমা	১,১১,১১	১,১৬,১১	১,১১,১৩
ব্যাঙ্কের মন্দ ও বিলপত্রের বিবরণী	৩৩,৩৩,১১	৩৩,১১,১১	১৩,১৩,৩১
মোট	১৩৯,৩৯,১১	১৪৫,৩৩,১১	১৩৬,১১,১১

সাপ্তাহিক হিসাব বিবরণ।—তফশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক

(হাজার টাকার হিসাবে)

	১৯-১২-৬৮	১১-১২-৬৯	১-১-৭১
চলতিখাতের মেয়াদ দায়			
আদায়ে	—		১৩৩,৩৩,১১
(১) ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণ	১৩,১১,১১	১১,১১,৩১	
(২) অন্যান্য চলতিখাতে মেয়াদ দায়	৯৫৫,১১,৩৫	৯৫৫,১১,১৩	
মেয়াদখাতে মেয়াদ দায়			
আদায়ে			
(১) ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণ	১১,৩৩		
(২) অন্যান্য মেয়াদখাতে মেয়াদ দায়	৯৯১,১৯,৩১	৯৯৯,৩৩,১১	
মোট দায় টাকা			
আদায়ে	৯৫,১১,১৩		
রিজার্ভ ব্যাঙ্কে জমা			
হাতে			
আদায়ে	৯৯১,১৯,১৯	৯৯৯,১৯,১১	
খাজাঞ্চী হুণ্ডি	১৩,১৩,১৯	১৩,১৫,৩৩	৯,৩৩,৩৩

৫ষ্ট ব্যাঙ্ক অভ পাকিস্তান

(হাজার টাকার হিসাবে)

ইন্ডু বিভাগ—

		সমাপ্তকাল	
দায়—	১১-১২-৬৮	১৩-১২-৬৯	১-১-৭০
আদায়ি বিলপত্রের মোট	৯,৩৩,৩৩	৯,১১,৩১	৯,৩৩,১৩
চলতি মোট	১৯৫,৩৬,১১	১৯১,৩৩,১৩	১৯৯,১১,১৩
	১৯৯,৩৬,১৩	১৯৯,১১,৩৩	১৯১,১১,১৩
সম্পত্তি—			
(ক) সোনা ও ডলার মোজা	১,১১,১৩	৯৯,৩১	
সোনা			
ইংলিশ ডলারের	১৩,৩৬,১৩	১৩,৩৬,১৩	
ডলার সরকারের তরফে	৯,৩৬,১৩	৯,৩৬,১৩	
ডলারের মোট- বিভাগ ভাগ	—		
(খ) ইন্ডিয়ার হুণ্ডিসমূহ সরকারের	১১,৩১,১৩	১৩,৩৬,১১	১,৫১,১৩
(গ) মেয়াদ হুণ্ডি	১,১৫,১৩	১,৩৬,১৩	১,১৩,৩১
পাকিস্তান সরকারের তরফে	১,৩৩,৩৩		
আদায়যোগ্য হুণ্ডি ইত্যাদি			
ডলারের সম্পর্কে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অভ ইন্ডিয়ার নিকট জমা—			
মেয়াদ ও চলতি মোজা	১১,৩৫	৯৯,১৩	১,৩৩,১১
ইংলিশ ডলারের	১৩,১৩,১৩	১৩,১৩,১৩	৯৯,৩৬,৩৩
ডলার সরকারের তরফে	১,৩৬,১১	১,৩১,১১	১৩,৩৩,১৫
মোজা মুদ্রা	১,৩১,৩৩	১,৩১,১৩	১,১৬,৩৩
	১৩৩,৩৩,১৩	১৩১,১১,৩৩	১১১,১৬,১৩

ব্যাঙ্কিং বিভাগ—

দায়—			
আদায়ীকৃত মূলধন	১,১৬,৩৩	১,১৬,৩৩	১,১৬,৩৩
সঞ্চয় তহবিল	—		
আমানত—			
(ক) সেরকারী সরকার	১১,৩৩,৩৩	১১,৩১,১১	৯৯,১৮,৩৩
(খ) আন্তর্দেশীয় সরকার	১,৩৬,১১	১,৩৩,১১	৫,১৬,৩৩
(গ) ব্যাঙ্কসমূহ	১১,৩৩,১৩	১১,৩১,১৩	১১,১১,৩৩
(ঘ) অন্যান্য	১,৩৭,১৩	১,৩৭,১১	৫,১৩,৩৩
মেয়াদ হুণ্ডি	১৩,১১	১৬,১৩	১,৩৭
অন্যান্য দায়	১১,৩৩	১৩,১৩	১৩,১১
	১১১,১১,১১	১১৩,৩৩,১১	১৩৩,১৩,১১
সম্পত্তি—			
নগদ			
মোজা মুদ্রা			
(ক) পাকিস্তানী			
(খ) ভারতীয়			
অন্য মুদ্রায় মুদ্রা			
(ক) পাকিস্তানী			
(খ) ভারতীয়			
জমা ও অগ্রিম হুণ্ডি			
(ক) আদায়যোগ্য			—
(খ) বর্দিয়ের	—	—	—
(গ) সরকারী খাজাঞ্চীখানায়	১১,৩১,১৩	১৩,১১,৩৩	—
পাকিস্তানের বাহিরের জমা	১১৩,১১,১১	৯৯,১১,৩৩	১১,৩৩,১৩
সরকারকে প্রদত্ত অল্প ঋণ ইত্যাদি		—	১১,৩৩
অন্যান্য ঋণ, তমসুক ইত্যাদি	—	—	—
অধিযোগের	৫,১১,১৩	—	—
অন্যান্য সম্পত্তি	৯৩,৩১	১৩,১৩	১,১৫,৩৩
	১১১,১১,৩৩	১১৩,৩৩,১৩	১৩৩,১৬,১১

যৌথ প্রতিষ্ঠান

কার্যবিবরণের নাম	অনুমোদিত মূলধন (সংখ্যায়)	বন্টন ও আদায় প্রকৃতি	প্রতি অংশের অনুমোদিত মূল্য	বন্ধ বন্টনের	বন্টনের	বাজার দর			লেন-দেন
ইন্ডিকেটরাদি									
ইন্ডিকেটর আমদানি	১,১১,১১,০০০	১,১১,১১,১১১		১/১০(ঘ)	৭৭১				
ফেরদৌস	১১,০০,০০০	৯৯,৯৯,১১০		১/১০(ঘ)	১৭৭১	১৯৫০			
ইন্ডিকেটর আমদানি	১,১১,১১,০০০	১১,১১,১১,১১০		১০ (ঘ)	৭৯৯		১১৭৯		
বার্ষিক	৯৯,৯৯,০০০	১,৯৯,১১,১৭৭		১১/১০(ঘ)	৯৭৯				৯৯১
ফেরদৌস	৯১,১১,১১১	১১,১১,০০০		৯৯(ঘ)	১১১১				
বার্ষিকাদি	১৯,৯৯,০০০	১,১১,১১১		১/১০(ঘ)	১৭৯	৭৫/০	৭৫/০		
ইন্ডিকেটর আমদানি ...	৯,৯৯,১৯,০০০	১১,১৭,১১১			১৭৭১	—			
কাগজপত্রাদি									
আমদানিকারক		১৭,১১,১৯০			৯৭৯			১১৫/০	
ইন্ডিকেটর	১১,৯৯,৭৯০	১১,৯৯,০০০			১৭৭১	৯৯/০-৯৯/০		৭৯৯০	
ওয়েস্ট ইন্ডিয়া	১,৯৯,০০০	১,১৫,০০০			১৯৯৭				
ডায়মন্ড	১৭,৯৯,১১০				১৯৯				
ডায়মন্ড	১৭,৯৯,০০০	১,১১,১১১		১/১০(ঘ)	১৭৭১		৫/০	৫/০-৫/০	
বর্ষ ডায়মন্ড ...	৯,১১,০০০	১,৯৯,০০০		৯৯	১১৭৭				
বর্ষ ডায়মন্ড	১,১৯,০০০	১,১১,০০০		১৯	১৯৯				
নিউ ইন্ডিয়া	১১,৭১,১৯০	১১,১১,১১১			১৭৯৭				
ইন্ডিয়া ডায়মন্ড	১,৯৯,০০০	৯,১১,০০১			৭৭৯				
সেন্ট্রাল	১১,১১,০০০	১১,১১,১৯০		১৯	১৯৯				১৯/০
বেঙ্গল	৯৯,১৯,১৯৭	১,১৯,১১,০০০		১/৯	১১৯৯	৯৯,১৯/০	১৯/০	১৯৯/০-১০১/০	
ফেরদৌস	৯৯,৯৯,০০০	১,৯৯,৯৯,১০০		১৯	৫৯৯	—		৯৯১	
ডায়মন্ড	৯৯,৯৯,০০০	১৯,১১,১৯১	১৯	১/৯(ঘ)	৯৯৭	৯৯	৭৫/০-৯০০		
ইন্ডিয়ান	১৫,৯৯,০০০	১৯,১১,৯৯১	১৯		৭৯৯৯				১১৯৯
ফেরদৌস	১৯,৯৯,০০০	১,৯৯,০০০	১৯		১১৯৭				৯৯১
ইন্ডিয়ানী	১,৯১,০০০	৯,১৯,০০০	১৯	১১	১১৯৯				১১১/৯
সিমলা ...	১,১৯,০০০	৯,৯১,১৯০	১১	১৯	১১৯৯	—	৭০		৯৯১/৯
ব্যাংক অফ বাংলাদেশ	১১,১৯,০০০	১,৯৯,০০০	১০	১১	১১৯০	৯৯	৭৯৯/০-১৯০/০	৯৫/০	১৫/০-১৯/০
ফেডারেল ইন্ডিয়া ...	২১,১১,০০০	১১০			৭৯৯৯	—	—	—		৯৯/০
কাগজপত্রের কথা									
এমদাদ	১১,৯৯,০০০	৯৯,১১,১১১	১০	১৯	৭৯৯০	—	—		
কাগজপত্র ইন্ডিয়ান ...	১৯,৯৯,০০০	১৭,৭৯,০০০	১৯০	১/৯	৫৯৯০	১১৫/০	১১৫/০	১১৯/০	
ফেডারেশন ...	৯৯,৯৯,০০০	১৯,১১,১১০	১৯০	১৯/০(ঘ)	৭৯৯১	—	—	১১/০	১১১/০	
ইন্ডিয়ান ...	১৯,৯৯,০০০	১১,৯৯,০০০	১০০	১৯	৭৯৯০	—	—	—	—	৯৯৯/০
ফেডারেল	৯৯,৯১,০০০	৯১,১৫,০১১	১০	১/(ঘ)	১৯৯৯	—	—	—	—	
ব্যাংকিং ...	৯,৯৯,০০০	১১,১১,৯৯৭	১০০	১৯	৯৯৯	—	—	—	—	৯৯১
ফারহী ...	১৯,৯৯,০০০	১,৯৯,৭০০	১০	—	—	—	—	—	—	
সিমলা ...	১৯,৯৯,০০০	৯৯,৯৯,১৯০	১০	৯(ঘ)	১৯৯৯	—	—	—	—	৯৯৯০
ফুটবল	৯৯,৯৯,০০০	৯৯,৯৯,১১১	১০০						—	৯৯১
ফেডারেল ...	৯,৯৯,০০০	১১,৯৯,০০০	১০							

যৌথ প্রতিষ্ঠান

প্রতিষ্ঠানের নাম	অনুমোদিত মূলধন (অঙ্কে)	বন্ধের তারিখ	প্রতি অংশের আনুমানিক মূল্য	বন্ধ করার কারণ							
চটকল											
কাকদ্বীপ	১০,০০,০০০	৩১.১১.১৯৪৯									
টিটাগড়	১০,০০,০০০	৩১.১০.১৯৪৯									
টিটিয়া	৮১,০১,০০০	১১.১০.১৯৪৯									
আমরহেল	৩০,০৬,৭০০	৩১.১২.১৯৪৯									
আমরহেল টিটিয়া	১১,১৬,৭০০	১১.১০.১৯৪৯									
বজবজ নর্থ	১,৮১,০০০	১১.১০.১৯৪৯									
বালারহাটী	১৯,০০,০০০	১১.০১.১৯৪৯									
বীরকড়া	৩০,০০,০০০	১৬.১০.১৯৪৯									
ভিক্টোরিয়া	৩০,০০,০০০	৩১.১১.১৯৪৯									
মেঘনিয়া	১১,৬০,০০০	৩১.১২.১৯৪৯									
মাদিরাবিয়ান	১,৩০,০০০	৩১.১০.১৯৪৯									
রেম	১,১০,০০০	১১.১০.১৯৪৯									
রাইচ	১৯,০০,০০০	১৪.১১.১৯৪৯									
রেডিংটন	১৩,৬০,০০০	৩১

যৌথ প্রতিষ্ঠান

P 7651

প্রতিষ্ঠানের নাম	অনুমোদিত মূলধন (সরকারের)	শেয়ার ও অন্যান্য বন্টিত	প্রতি অংশের অনুমোদিত মূল্য	শেয়ার সংখ্যা	সভাপতি	বন্টনের হার				
						৭১-৭৯	৮০-৮১	৮২-৮৩	৮৪-৮৫	শেষ আয় হার
চা-বাগান										
ফেনীয়ানাছড়	১,০০,০০০	১,১০,৫৭১	১০০	১০,(সা)	১৯/৭৭					
দেলাই ও পার্বতীয়	৯,০০,০০০	৯,৯০,১৯০	১০০	৯০,(সা)	১৯/৭৭					
সিলে ভূমণী	১,৯০,০০০	৯,৫১,১০৯	১০	১০ (সা)	১৯/৭৭					১৫৫০
পাহাড়াকান্দ	১৯,০০,০০০	৯৯,১১,৫৫১	১০০	১৯০(সা)	১৯/৭৮					৩৫০
মহাবীর্তি	৯,৯৯,৯৯০	৯,৯৯,৫১৯	১০	৯৯৯(সা)	১৯/৭৭					৫৫৯
বনবাসরী	৫,৯৯,০০০	১১,৯৯,৯৯৯	১০০	১১০ (সা)	১৯/৭৭					৩৩৫৯
সিলেট	১৫,৯৯,০০০	৯,১৯,০০০	১০	৩৫০(সা)	১৯/৭৮					৯০০
ফোলাবাড়ি	১,১৫,০০০	৯,১৯,৯৯১	১০	৯০(সা)	১৯/৭৭					১১৯০
প্রসাদবাড়ী	৯,৯৯,০০০	৯,৯৯,১৯৯	১০	১৯৯০(সা)	১৯/৭৯					১১৫০
মেন্ট্রাল ভাবাদ	১৯,৯৯,৯০০	৯,৯৯,১১১	১০০	১৯,৯০(সা)	১৯/৭৭					১১০
সাগর	৯,৯৯,০০০	১,৯৯,৯১৯	১০	৯৯০(সা)	১৯/৭৭	৯৫/-৯৯৩				
দেলাই সিলেট	১,৯৯,০০০	৯,৭১,১৯৯	১০	৯৯(সা)	১৯/৭৭					১৯৯৫
চাবাবাড়ী	৯,৯৯,০০০	১৯,৯৫,১৯৯	১০০	৯১৯০(সা)	১৯/৭৮					৯৯৯৫
বালিয়ান	১৯,৯৯,০০০	১৯,৭১,১৯১	১০	১০,(সা)	১৯/৭৭					
চিনির কল										
ইউ.পি	১৯,৯৯,০০০	১১,১০,৯১৯	১০	৯৫	১৯/৭৭					
ন্যাশ	৯৯,৯৯,০০০	১৯,১৯,৯৯১	১০		৯৯/৭৭	৮৫৫	৮৫৫	৮৯৫	৮৫৫	
কুশায়ন	১৯,৯৯,৯৯০	১৯,৭১,৮৫১	১০	১৯৫(সা)	৯৫/৮৯				৮৯৫-৯৯৫/৯	
ভারত সিমিল	৯,১৯,০১১	১১,১৯,১৯৯	৯	৯,৯৯(সা)	৯৫/৮৭		৯৯৫/৯	৯৯৫		
প্রভাসপুর	১,৯৯,৯০০	৯,১১,১৯১	১০		১৯/৭৭			—		১৯৯
ভারত	১৫,৯৯,০০০	১,৯৯,৯৯৯	১০	১,(সা)	৯৫/৭৭					১৫৯
বাজবন্ধ	১৯,৯৯,১৯০	৯,১৯,১৯৯	১০	১১ (সা)	১৯/৭৭					৯৯১/৯
ভারান	৯,৯৯,০০০	১৯,৯৯,৯৯৯	১০	৯১ (সা)	৯৫/৭৭				১৯-১১/৯	১৯১৯
বর্ধমানপুর	১১,১১,০০০	১,৯১,১৯৯	১০	১১ (সা)	৯৫/৭৭	১১/৯-১১/৯				
ব্যাঙ্ক										
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল	১,৯৯,৯৯,০০০	৯৯,৯৯,৯৯৯	৫০ (সা)	১৯	১৯/৭৭		৯৫১/৯			
ভূমিজ ইউনিয়ন	১১,৯৯,৯৯৯ (৫১,১৯,১৯৯)	১৯,৯৯,৯৯৯	১১	৯,৯৯(সা)	৯৫/৭৭					
ভূমিজ ব্যাঙ্কিং	৯৯,৯৯,০০০	৯৯,৯৯,৯৯৯	১০	১৯৭ পাই (সা)	১৯/৭৭				১৯১/৯-১৯১/৯	
ন্যাশনাল ব্যাংকার্স	৫৯,৯৯,০০০	১৯,১৯,৯৯৯	১০	৯৯ (সা)	১৯/৭৭					
পাকার ব্যাংকার্স	৯৫,৯৯,১৯০	১,৯৯,৯৯,০০০	১০০		১৯/৭৭				১১১৯-১৯৯	১৯৯
সিলেট ব্যাঙ্ক	৫,৯৯,৯৯,০০০	৫,৯৯,৯৯,৯৯৯	১০০	৫১ (সা)	৯৫/৭৭	১৯৯-১৯৯/৯	১১১-১১৯	১১৯	১১১-১১৯/৯	১৯৯/৯-১৯৯/৯
ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক	১৯,৯৯,৯৯০	১৯,৯৯,০০০	১০	৫৯৯(সা)	১৯/৭৭	১৯৯/৯	১৯৯/৯	১৯৯/৯	১৯৯	
ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অব পাকিস্তান	৯,৯৯,৯৯,০০০	৯,৯৯,৯৯,৯৯৯	১০ (সা)	৯১	১৯/৭৭					
ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অব পাকিস্তান	৯,১৯,১১,৯১০	৯,৯৯,৯৯,৯৯১		৯৫	৯৫/৭৭		৯৯৯	৯৯৯		৯৫৯
বিদ্যুৎ-সরবরাহ										
ইউ-পি	৯৯,৯৯,০০০	১৯,১৯,৯৯৯	১০০	৯১	৯৯৯		১৯৯	৯৯৯		
আসামবাড়ী ইলেকট্রিক	১১,৯১,৯৯৯ পঃ	৯১,৯৯,০০০ পঃ	১ পঃ	অসাধারণ	১৯/৭৭		৯৯৯০	৯৯৯০	৯৯১৯	

যৌথ প্রতিষ্ঠান

	অনুমোদিত মূলধন (টাকায়)	মূল্য ও সংখ্যা প্রতিটি	প্রতি অংশের আংশিকভাবে মূল্য	মূল্য পরিশোধ	সংখ্যা					[illegible]
বিদ্যুৎ-সরবরাহ										
[illegible]	[illegible]									
[illegible]	[illegible]									
[illegible]	[illegible]									
বিবিধ [illegible]	[illegible]	[illegible]							[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]								
[illegible]										
[illegible]										
[illegible]										
[illegible]										
[illegible]										
[illegible]	[illegible]	[illegible]								
[illegible]	[illegible]	[illegible]								
[illegible]	[illegible]	[illegible]								
[illegible]	[illegible]									
[illegible]	[illegible]	[illegible]							[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]							[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]							[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]								
[illegible]	[illegible]	[illegible]								
[illegible]	[illegible]	[illegible]						

আর্থিক ভারত

অর্থনৈতিক সাপ্তাহিক

২য় বর্ষ ২য় সংখ্যা] [illegible] [illegible] [মূল্য ৷৷০

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

কলিকাতা

অনুমোদিত মূলধন	—	৮ কোটি টাকা
বিক্রীত মূলধন	—	৪ কোটি টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন	—	২ কোটি টাকা
রিজার্ভ ফাণ্ড	—	৪০ লক্ষ টাকা

পরিচালকবর্গ

শ্রী জি, ডি, বিড়লা (চেয়ারম্যান)

শ্রীঈশ্বরী প্রসাদ গোয়েঙ্কা (ভাইস্-চেয়ারম্যান)

শ্রীরমনলাল জি, সারাইয়া (ভাইস্-চেয়ারম্যান)

শ্রীঅনন্ত চরণ লাহা
শ্রীবৈজনাথ জালান
শ্রীগোবিন্দলাল বাঙ্গর
শ্রীপি, ডি, হিমৎসিঙ্কা
শ্রীরামেশ্বরলাল নোপানি
শ্রীমহাদেও এল, দাহানুকার
শ্রীমদনমোহন আর, রুইয়া
শ্রীমোহনলাল এল, শা
শ্রীমতিলাল তাপুরিয়া
শ্রীনবীনচন্দ্র মকৎলাল

জেনারেল ম্যানেজার

শ্রী বি, ডি, ঈশ্বরুক্ষ

ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার

শ্রী ভি, আর, সোনালকার

ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার

শ্রী এস, ডি, সদাশিবন

ভারত ও ব্রহ্মদেশের বড় বড় শহরে বাটটির অধিক শাখা এবং পৃথিবীর সর্বত্র এজেন্সির ব্যবস্থা থাকায়, এই ব্যাঙ্ক দেশে ও বিদেশে জনসাধারণের সেবায় সম্পূর্ণভাবে নিযুক্ত থাকিতে পারে।

Those who have finance do read

"Indian Finance"

Those who have no finance must read

"Indian Finance"

'INDIAN FINANCE'

116, Lower Circular Road, Calcutta.

আর্থিক ভারত

সূচীপত্র

১৫ই কার্তিক, ১৩৫৪—১১ই কার্তিক, ১৩৫৫

সম্পাদকীয়

বিষয়	পৃষ্ঠা
আলুর আবাদ	৮৮৩
আমদানি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সাফল্য	৮৮৪
আয়ের ১৫ই জুলাই	৯১৩-১১
১৯০ কোটি মূলধন কম	৮৮৫
১৯০ কোটি মূলধন কম হোলো	৮৮১
আর্থিক চুক্তি পালনে বাধা	১৪৭
আর্থিক চুক্তির বিস্তার	১৯৫
ইঁড়িয়া প্রাদেশিক সরকার ব্যাঙ্ক	৯৪৮
উদ্বাস্তু পুনর্বাসনে অগ্রগতি	৫৩
১৯৪৯-৫২ সন পরিকল্পনার ঘোষণা	৯৫৩
এক প্রস্তাবে আপাতত সাড়ার অভাব	৯৩
একটি নূতন পথনির্দেশ	৯৮৭
একটি নূতন সমস্যা !	৯৯৯-১১
১৫০ টাকার ঘোট সম্পর্কে বিক্রিকর প্রস্তাব	১৯৮
কেন্দ্রীয় সরকারের নূতন প্রস্তাব	১৯
কেরী ও ক্রীপস	৮০৫-৫
ভারতীয় সম্পত্তিতে পাকিস্তান ভাগবসু হিসেবে	৮৯৭
টাকা বিনিময় বিষয়ে পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়া	১১৫
তথাকথিত পাকিস্তানের ফলে ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গলের অসুবিধা	৫১৮
বিদ্যুতে চালনি প্রতিযোগিতা	১৭৭
পরিবর্তনের সূচনা !	৫১৮
পাকিস্তান সরকার ও অনুপ্রবেশ অবশ্যম্ভাবী	৫৫৯
পাকিস্তানের সঙ্গে বাণিজ্যের সুষ্ঠু ব্যবস্থাদির অসম্ভাবনা	১১৮
বিনিময়ন সম্পর্কে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বিজ্ঞ মন্তব্যালোচনা	৮০৫-১
ব্যাঙ্কমূলধনের বর্তমান অবস্থার অর্থ	৫১৭
ভারত-পাকিস্তান অর্থনৈতিক চুক্তি	৯০০
ভারত-পাকিস্তান বাণিজ্য ব্যবস্থা বিধিবিধানের	৯৩৩
ভারতের কেরী ও পাকিস্তানের রোলান্ড ব্যবস্থা	৭৫৯-৫৫
ভারতবর্ষে অনুমোদনযুক্ত ব্যাঙ্কের পাকিস্তানী অফিস পরিচালন	৭৩৩
মার্কিনী মন্দার প্রতিক্রিয়া	১৫১
মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে পরিকল্পনার বিভিন্ন অঙ্গ	১১১
লন্ডনে রৌপ্য পাতনার আলোচনা	৯৯১-৯৩
লন্ডনের বর্তমান বিনিময় সঙ্কটের ফলাফল	১৪১-১
লন্ডনেও সন্দিগ্ধ বিনিময়ের ব্যবস্থা	৯৯৩-৯৮
শ্রীযুক্ত কেরী – মুদ্রাস্ফীতি অর্থসচিব	৯৫১
সম্পত্তি বন্টনের আইনের সংশোধন	৯৯৫-১৩
সরকারী ঋণপত্র ও ব্যাঙ্কের সরকার	৭৯৩
সরকারী ঋণপত্র বিষয়ে উপদেষ্টার অভাব	৯৯৮
সরকারী ঋণপত্রের মূল্যমান	৯৯১
সুদের হার নীতি—অবনমন ?	৯১৯-২৪
সরকারী ঋণ পদ্ধতি	৯১৯-১৮
স্বাধীনতার পাকিস্তান প্রেসট্রাস্ট ব্যাঙ্ক	৯১১-১৪
স্বল্প মূলধন অফিস	৯৮
স্বল্প মূলধন সমস্যার উপায়ের সন্ধান	৭৯

বিষয়

বিষয়	পৃষ্ঠা
বিষয়—১৪, ৫১, ৯৯, ১৮, ১৮৩, ১৯৯, ১৯৯, ১৯৯, ১৯৯, ১৯৯, ৩১৮, ৩৯১, ৩৯৪, ৩৯৯, ৪১১, ৪১৪, ৪৮৭, ৪৯৪, ৪৯৯, ৫৯১, ৫৯৯, ৬৯১, ৬৯৯, ৭১১, ৭১৯, ৭৯৯	

বিষয় প্রবন্ধ

বিষয়	পৃষ্ঠা
আন্তর্জাতিক মুদ্রাব্যবস্থার	৯৯৮
উদ্বাস্তুদের পুনর্বসতি	১৮৭
উদ্বাস্তুদের পুনর্বসতি	১৮৭
উদ্বাস্তুদের পুনর্বসতি	৪৪৪
উদ্বাস্তুদের প্রয়োজন এবং সংগঠন	৯৯৭
উদ্বাস্তুদের সমস্যা	৭
ঋণ ও বিনিময়	৯৮
ঋণদায়ী ব্যবস্থা	১৯৭
"কেবলমাত্র হাসি হলে যে আর্থিক ভালো"	১১৮
গণমূল্য বৃদ্ধি ও মুদ্রাস্ফীতি	৯৯১
জনগণমনের পরে	১৯৮
ব্রিটেন আমার বাসভূমি বিশ্বাস করিতেছে আর আমরা !	৫৯১
ব্রিটেনের অস্থায়ী সাহিত্য	৯৯৭
ভারতীয় অর্থলোকের এককথনের	১৯৪
মুদ্রা বা উদ্বাস্তুবিনিময় ঋণ	১৯৫
রফিক আহমেদ এককথনের	১৫০

পণ্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি

বিষয়	পৃষ্ঠা
অসেলাভাঙ্গ কলা বাজার	১৭৯
উচ্চা তুলার মূল্য অবনতি	১৯১
কলেরাভিত্তি পাটের বাজার	৫১৫
খাদ্য ও বস্ত্রের মূল্য হ্রাস করিবার প্রচেষ্টা	৭৯৪
খাদ্যদ্রব্য এবং শিল্পজাত পণ্য	৫৯১
খাদ্যদ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ	৯১৫
চিনির নিয়ন্ত্রণ অপসারিত	৯৯
চুটি শ্রেণীভুক্তির অফিসার কি হইবে !	৭১১
তুলার চুক্তির	৫৯৪
তুলার বাজারে অনিশ্চয়তা	৫৮৫
তুলার বাজারে আন্তর্দেশিক উত্তেজনা	৬৯৯
তুলার বাজারে অনিশ্চয়তা বৃদ্ধি	৫৭৭
তুলার বাজার অবস্থা	৫৭১
দ্রব্যমূল্য সংক্রান্তের অনাচার	৭৭৯
মূল্য অনুমোদনের প্রতিক্রিয়া	৮০৫
রৈবাত্মকরণ ব্যাঙ্ক পরিস্থিতি	১৯৫
লবণশিল্পের বাজার	১৯,৯৯.৫১
শস্যের মূল্যে অভিনব ব্যাঙ্ক অবস্থা	৯১৮
পাকিস্তান হইতে আমদানি পাট রপ্তানির সম্ভাবনা	৯১৫
পাকিস্তানের সহিত বৃহত্তর আলোচনার অনাবশ্যক	১৯১৩
পাটের মূল্য অবনতি	১৭৭
পাটের বাজার অবনতি	১৯৩
পাটের বাজারে ঊর্ধ্বগতির লক্ষণ	৫৯৮
পাটের বাজারে বিশৃঙ্খলা	৫৭৩
পাটের অফিসার	৫৫১
পাটের মূল্য হ্রাস হইবে কি ?	৬৯৫
পূর্ব পাকিস্তানের পাটের বাজারে মন্দা	৯৯৩
বস্ত্রের অবনমন প্রতিক্রিয়া	৯৯৭
বস্ত্র নিয়ন্ত্রণের বিলুপ্তির সম্ভাবনা	১৯৩
বস্ত্র নিয়ন্ত্রণের প্রতিক্রিয়া	১১৯
বস্ত্রের আংশিক নিয়ন্ত্রণ	৭৯৯
বস্ত্রের মূল্য হ্রাস হল	৯৭৮
ভারত পাকিস্তান আন্তর্দেশিক চুক্তি	৯১৫
ভারতে পাট উৎপাদনের পরিমাণ	১১১৮
মজুতের ব্যাঙ্কারদের উদ্বেগ	৯৭১
মূল্যবৃদ্ধির আশঙ্কা	৫৭৯
রেঙ্গুনের চালে অবনতি	৯৭১
শ্রীযুক্ত ভাবার চাল পরিবর্তন	৯৯৮
সরকারী পাটনীতির প্রতিক্রিয়া	৯৭১
সরকারী মূল্যনিয়ন্ত্রণ	৫৫৯
সুতার আন্তর্দেশিক মূল্য বৃদ্ধি	৮৭১
সোনা চলার আমদানি শুল্ক বৃদ্ধির ফলাফল	৫৯

প্রাসঙ্গিক

বিষয়	পৃষ্ঠা
অসবর্ণ সাহায্যের উদ্যোগ	১৯৭
আর্থনৈতিক পরিকল্পনায় পূর্ণ সাফল্যের উপায়	৭১১
আন্তর্জাতিক [illegible]	৯৭৮
আমার বাজারী !	৫৭১
আমারী সাহায্য	১৭
আমার দিক তৌল সম্পর্কে সরকারী নীতি	৯৯৯
আর্থনিক সাহিত্য	৫৭১
আর্থনিক সাহিত্য	৯৯৮
আন্তর্জাতীয় বৈঠক	৫১৮
আমার আমেরিকা !	১৭৯
আন্তর্জাতিক আমদানির সমস্যা	৯৯
আমদানী ও সরকার	৭৭৯
উদ্বাস্তুর আন্তর্জাতিক	৭৯৯
উদ্বাস্তু ঋণ ও ঋণের সহকার	৫৭৮
উদ্বাস্তুর ঋণ বিনিময়	১৭৭
উদ্বাস্তুদের ও অফিস	১৯৯
১৯৯৯ অর্থনীতি	৯৭৭
এবার ইঁ আন্তর্জাতীয়করণমান	১৯
এশিয়ার অর্থনৈতিক সমস্যা	৫৫৯
এশিয়ার পুনর্গঠন	৫৭৯
এশিয়ার পুনর্গঠনে যৌথ পরিকল্পনা	৯৯৯
ওয়েস্টার্ন ব্যাঙ্কের চীনের নিয়োগকর্তা	৭৯৫
কর্মসংস্থানের অভাব কেন ?	৭৯৯

প্রাসঙ্গিক

বিষয়	পৃষ্ঠা
কর্মচারী নিয়োগ ও সরকার	৩৩১
কংগ্রেসের জন্ম	৫০৮
কলিকাতাতে অগ্নিকাণ্ড প্রথম	১০৬
কলিকাতা কংগ্রেসের সাফাই	১৪০
কলিকাতার বস্তিবাসী উদ্ধার	৭৯৩
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরম্ভ	৩৮১-৩১
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠান	৮
কলেরা মহামারী	৮
কংগ্রেসকর্মীদের কর্তব্য	৮০৪
কংগ্রেসের মূলমন্ত্র সভাপতি	১০০৪
কাউন্সিল বাণিজ্যের মোকদ্দমার মূল্য	৯১৫
কার্নিবাসি সিভিল সার্ভিস	১৪৫
কাস্টম	১৬৫
কাস্টম কমিশন	৯৯৩
কাস্টম কমিশন	৯৯২
কাস্টম ও ইন্ডাস্ট্রিবিষয়	৯১৫
কাস্টম চার্জেজের বৃদ্ধি	৫০৩
কাস্টমের আয়বৃদ্ধি	১০০৩
কায়েদে আজম কাত	১০৬
কৃষি সম্মেলন	১৪৫
কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থাভাব	১৩৫
কেন্দ্রীয় সরকারের দেউলে	২৬৩
কৈবর্ত বিদ্রোহ	১৫৫
রাজ উৎপাদন এবং কোটি টন বৃদ্ধির উপায়	৫৪১
রাজ উৎপাদন পরিবহন	৯৩৩
রাজ ও ভারতসরকার	৭৯৮
রাজ বিষয়ক সম্বন্ধে ভারতসরকারের সিদ্ধান্ত	৯১
রাজ মন্ত্রিসভার পতনের	৯৩১
ক্রান্তির নিয়ন্ত্রণ	৭৪১
ক্রিমির মূল্য বৃদ্ধির সাফাই	৮৭৮
ক্রুদ্ধ অসন্তোষ	৭৪৮
ক্রীড়ার পরবর্তন	৮৭৮
আক্রান্তদের রক্ষণে সরকারের চিন্তা	৮৩
ক্রিমিনাল-বিপ্লবের ও বিচারের ধর্মি	৫৩১
ক্রমতা প্রয়োজনে অধিবেশন	২৬৩
ক্রমতু বর্ণাবলী	১০০৩
ক্রান্তীয়করণের নীতি	২৬৩
ক্রান্তীয় ঋণের নীতি	১
ক্রান্তীয় ক্রীড় ইউনিয়নের অধিবেশন	৫১৩
ক্রান্তাবের বাঁধাবাঁধি	৬৩
ক্রিণ আফ্রিকা ইউনিয়নে ভারতীয়দের	
প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ	৭৭৫-৭৫
ক্রিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীদের নিগ্রহ	৮৪৩
ক্রিণ-পূর্ব এশিয়ার রাজনীতি	১০৩
ক্রমোহর উপত্যকা অনুসন্ধান	৯৩
ক্রিস্তাবের লাল মেঘ	৪১১
ক্রবর্তিত কার্যাবলী	৬৪০
ক্রীপাবের আক্রমণ	১১৩
ক্রেণীর শ্রমিক সম্মেলন	৮
ক্রী অধিবিজনের বাধিক্য	৭৪১
ক্রিক বিদ্রোহের উপায়	৫১১

বিষয়	পৃষ্ঠা
খেলনুর কড়ক সরকারী নীতির আলোচনা	৮১৭
খিলিল ভারত শিক্ষায় কংগ্রেস	৮৩৫
খিলাফের অন্তর্ধান	২৩৫
খিলাফের অবসান	২৩৫
খিলাফিস্ট বাঙ্গালী	৩৪৪
খুলনা সহ পরিবর্তনা	৯৯৩
খেয়া ও রায়বরাবাদ	৯৯৩
খেয়া ট্রাম্প	৯৯৩
গভর্নরিবর্তন	৯৯
গণপরিষদ সাংবিধের ইলাবিদ	৮৮১
গান্ধীলোকে নিয়ে ফিরা	৮৮১
গবিবন্ধির আন্তর্বাণিজ্যিতি	৮৮৫
গবিবন্ধির সরকারী আন্তর্নীতি	৮৫
গবিষ্ঠ বঙ্গ বিধানসভা বিল (১৯৪৭)	৮৩
গবিষ্ঠ বঙ্গে কার্পাস চাষ	৫৩৩
গবিষ্ঠ বঙ্গে পাট চাষ বৃদ্ধির ব্যবস্থা	৫০৭
গবিষ্ঠ বঙ্গে বন্ধরা শিল্প	৯৩৭
গবিষ্ঠ বঙ্গের অবস্থা	৫৪১
গবিষ্ঠ বঙ্গের নূতন মন্ত্রিবর্গ	৬৪১
গবিষ্ঠ বঙ্গের গবিষ্ঠ সীমানা	১৮০
গবিষ্ঠ বঙ্গের সীমা নির্দ্ধারণ	৫৮৩
গবিষ্ঠ বাংলার লৌহ ও ইস্পাত	৯৫
গবিষ্ঠ বাংলায় শিক্ষা সংস্কার	১০৪
গান্ধিজীর ও খিলাফী মুসলমান	১১
গান্ধিজীর ইক্ষু ব্যবিক ব্যবসায়	৫০১
গান্ধিজীর সম্বন্ধে অন্ধ ভক্তিপ্রদর্শন	৮৩১
গান্ধিজীর স্বীকারোক্তি	৮০৭
গান্ধিজীর ও মুসলিম লীগের ইউনিয়ন	৫০৩
গাড়ি বন্ধুরি সম্বন্ধে নূতন সিদ্ধান্ত	৯০১
গুপ্ত গান্ধিজীর গুপ্তচরী	১৩৩
গুপ্ত বঙ্গে বিদ্রোহের প্রকৃত অবস্থা	৭১৫
গুপ্ত বঙ্গের উদ্ধার এবং তাহার সরকার	৩৩১
গুপ্ত সমর বাস্তুহারাদের পুনর্বসতি	৩৫১
গুপ্ত বঙ্গের বাস্তুহারাদের সম্বন্ধে গবিষ্ঠ বঙ্গ সরকারের নীতি	৪১৯
গুপ্তচরিত্র প্রবেশ	৯৩১
গুপ্ত বঙ্গের রাজধানী	৩৪১
গুপ্ত বঙ্গের সিন্ধু	২৪৫
গেপ প্রতিষ্ঠানের কার্য	৩৯৫
গ্রন্থসিক্ত অন্তর্লীলা	৯৩৪
গ্রন্থে আরম্ভ নীতি	৯৯৯
গ্রন্থাবিত মূলন যান আইন	৮৩১
গ্রন্থাবিত যাত্রীভাড়া নিয়ন্ত্রণ আইন	৯৯৩
গ্রেস ট্রাই অফ্ ইন্ডিয়া	৯২৩
ঘরোয়া মন্ত্রিসভাই	৫১
ঘরোয়া মন্ত্রিসভার সভ্যরা	৮৮৩
ঘরের বাহিরে বাঙ্গালী	৫৩১
ঘর্ষ বিনিময়িত	১৮৩
ঘুরমট ও ভারত সরকার	৫১৯-৩৫
ঘুরমতা ও সরকার	৫১৩
চাকালী সেবাদল	১০
চাকালী বেজিমেন্ট	৫১৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
চাকলাদীর যৌথ	৯১৫
চাকিল অপৌরোহিত	৩৮০
চাকুরিজীবীদের সম্পত্তি	৯৩১
চাকুরিজীবীর কারণ	৯৩১
চাকুরীদের চলন সমস্যা	৭৮৩
চাকলা কংগ্রেসের প্রসঙ্গেলি	৩৩১
চাকলাভাষা ও পাকিস্তান	২৮৩
চাকলার চাকী সম্বন্ধে একখানি পত্র	৭১১
চাকলার ভূমিবার চাকী	৮৫০
চিকাগোয় সার্বজনিক শিক্ষা	২৫৩
চিকিৎসিত চিকিৎস	২৫৫
চিন্তা বহুরূপের সুখের বিষয় কাকীর	৩৭৩ ৯
চিনাবে অধিবাসী প্রথা লোপ	৯৭১
চীরকুমের নেপোলিয়ন	৪৪
জ্ঞানেশ্বর ভারতে	৯৯৩
চিকিৎস পাকড়া ও রায়বরাবাদ	১২৩
ঘড় ফ্লাস কাউন্ট	৮৯৩
জন্মাষ্টমী চৌলাকাসে	১৪৯২
জাহাজ-পাকড়ার বাণিজ্য চুক্তি	৯১১
জাহাজ ও অন্তর্জাতিক	৮৩৫
জাহাজ. গুর্জন ও কাপড়া	৯২৩
জাহাজ-গুর্জন ক্রমিক চুক্তি	১৩৩
জাহাজ সরকারের অর্থ নীতি	৮
জাহাজ সরকারের যৌ নীতি	৯৩
জাহাজ সরকারের লবণ নীতি	৫১
জাহাজ সরকারের শ্রমিক নীতি	৩১৩
জাহাজী কারোবী ব্যবসায়ের অবস্থা	৭৩৫
জাহাজে ইন্ডিয়ান ইজ্জত	৩০৭
জাহাজের নিজস্ব লৌহ উৎপাদন	৫৮৩
জাহাজের নিমাণ চলাচল	৩৯৩
জাহাজের রাসায়নিক শিল্প	৫৮৩
জাহাজের যন্ত্র পরিচালিত	৩৭১
জাহাজের রাজস্ব শিল্প	১১
জাহাজের যন্ত্র শ্রমিক	৫১
জাহাজের যাদু সভা	১৫৩
জাহাজের পাওনা রৌপ্য	৩১১
জাহাজের শিক্ষা নীতি	৩৫১
জাহাজের পূর্ত নীতিতে	১৩৩
জাহাজের বাণিজ্য নীতি	৩৫৩
জাহাজের রপ্তানি বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ	৭৩৩
জাহিদপুরের অগ্নাৎপাত	৫১
যন্ত্রের অবতরণ	১৩৩
যন্ত্রবিভাগের মূলন যান	৩৩৫
যাত্রীদের যান পরিবর্তন	৯৩৩
যাইটব্যাঙ্কের বিবাদ	৩৩৩
যাবিল প্রকৃত বিদ্রোহের চেষ্টা	৫১০
যাহেরীর লোকের সুখাবিল	৫৩৩
যানবে বিদ্রোহ	৯৩৭
মুখ্যাবি ও উৎপাদন সমাট	১৩৩
যন্ত্রপাতি নির্মাণের মা	৫৫১
যৌথ কৃষি ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ	১৪১
রাজস্থান ইউনিয়ন	৫৫১

প্রাসঙ্গিক

বিষয়	পৃষ্ঠা
রাজ্যগুলোর দুর্দশা	৩১১
রাষ্ট্রপতির সম্ভাষণ	৩৪
রেলদুর্ঘটনা	৮৮৭
রেলওয়ে কিরাণ কমিটীর সিদ্ধান্ত	১১৫
রেলওয়ে দুর্নীতি	৮৯৮
লবণ সম্বন্ধপ্রস্তাব সম্বন্ধে	১২৯
বায়রণাগার	৩৪১
বায়রণাগার কোন্ পথে ?	৩৮৩
বায়রণাগারের চক্রান্ত	৭৪৮
বায়রণাগারে অস্ত্র চালান	৭১১
বিদ্যুৎসরবরাহের প্রসারণ	১৩৫
শ্রমিক কর্মচারীর বেতন	৮৮৩
শিল্প বিরোধ প্রতিবিধানে আইন দরকার	১৪১
শিল্প আইন কোন্ পথে ?	৩১৪
শিল্প সম্মেলন	৮০৫
শিল্প শান্তি	১১৫
শুল্ক পরিষদ	১
শ্রমিক আন্দোলন	৮০৫
শ্রমিক কল্যাণ আইন	৮১০
শ্রমিকদের স্বাস্থ্য রীমা	৩৯৫
শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল সেনের অভয় বাণী	৭১১
ষ্টার্লিং আলোচনা	৫৭১
সমষ্টির পূর্ণাঙ্গজন	২০৫
সমবায় আন্দোলন	৮৩১
সমাজতন্ত্রের পথ	৮৯৪
সমাজতন্ত্রীদলের পরাজয়	৬৮২
সরকারী কর্মচারীদের দাবীদাওয়া	৩৯৩
সরকারী লৌহ উৎপাদন কারখানা	৭০৪
সরকারী শিক্ষা পরিচালনা	১২৩
সংশোধিত রাজস্ব প্রস্তাব	৩৭৪
সিংহলের ভারত বিরোধী আইন	২৪৩
সুরাবন্দির সম্মেলন	১
সুতা ও বস্ত্রের রপ্তানি শুল্ক	৮৫
স্বরাজ ভবনটীলিজ ?	৪৫৮
সেক্রেটারিয়েট ভবনে কর্মচারীদের বিক্ষোভ	৭২৪
স্বরাজ বিজয় বসুর	৩০৭
স্বাধীন ভারত	১৮৫
স্বাস্থ্য পরিকল্পনা	১৮৯
স্বেচ্ছাসেবী সৈন্যবাহিনী	৪৪১
স্বায়ত্ত শাসন	৮১১
স্বাইনের প্রস্তাব	৫৮৫
হার অব্রেজলাল মিত্র	১০

বাজারের কথা

বিষয়	পৃষ্ঠা
অপরিবর্তনীয় !	৭৭২
অপরিবর্তীর অবস্থা	২১৩
অস্থায়ের নিয়ন্ত্রণ	৩৭৮
উন্নয়নীল বাজার	৮০১
উন্নতি অবনতি	৭৭৭
কলিকাতার কলের কাটনি বাজার	৩১৩
ক্রমবর্দ্ধমান মূল্যে কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি	১১৩
কাজের পরিমাণে উল্লেখ বৃদ্ধি	৬৩২
কাপড়ীর বাজার	১২৫
কিনটি কথা	৮৩০
কিনির বাজার	৩৩৭
কিনের অপেক্ষাত কিনের !	৭৩৫
কিনের মূল্য !	৮০৪
নূতন বৎসরের সম্ভাবনা	১১৩
পরিবর্ত্তনের সূচনা	৫১৪
পাকিস্থান সরকারের কল প্রস্তাব	২৭৫
পশ্চী মেয়াদের আর্থিক উন্নতি অবনতি	৫৭৩
পশু বিনিময়ের প্রতিক্রিয়া	১৯৩
বাজারের কথা	৩২
বাজারের কথা	৫১
বাজারের কথা	৭৪
বাজার সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনা	১৪৫
বাজেটের পর	২৯১
বিচিত্র অবস্থা !	৭৪৭
বিদেশবাণী	৮৭১
বিদেশের দুর্বলতা	৭১৩
ব্যাপক মূল্যাবনতি	১৫০
মুদ্রাস্ফীতির প্রতিক্রিয়া—প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া	১৩৫
মুদ্রাস্ফীতি সমস্যা—সমাধানের পথে ?	৮৪১
রপ্তানীশুল্ক	৩১৫
সমাধানে ঔষধের পরীক্ষামূলক বন্দোবস্ত	৮০৯
রাজস্থান লোকসম্পদ যোজনা	৭৪৩
রায়বরাগানী অনিশ্চয়তার যোগ	৮৯১
রায়বরাগানের ধ্বংসের পর	৬৪৩
শিল্পনীতি ঘোষণার পরে	৫১৫
শিল্পনীতির পরের বাজারের অবস্থা	৫৭৮
সেয়ার বাজার নিয়ন্ত্রণ আইন আসন্ন !	৫৫৮
সেয়ার বাজারের সাম্প্রতিক অবস্থা	৯৮৪
সম্প্রতি রপ্তানির আইনের প্রতিক্রিয়া	৪৭০
সম্প্রতি রপ্তানির আইনের সরকারী ব্যাখ্যা	৫৮৩
সরাসরিবিক্রয়ে ক্ষতি	৮৭
গই এপ্রিলের অবস্থা	৩৮১
স্বরক্ষেত্রের বাজার	১১৩

বিশেষ প্রবন্ধ

বিষয়	পৃষ্ঠা
আকাশ পথে—(প্রাপ্ত)	
ইন্ডিয়ানদের বাণিজ্যের সম্প্রসারণ —জন কিংস্লি	৩৬৯
কৃষির শিল্পের ভবিষ্যৎ—ইংরেজের দায় মোচন	১৫৫
কল্প ও বাস্তব—আচার্য্য ইন্দ্রনারায়ণ মোকার্জী	৯৮১
গার্হস্থবিজ্ঞা ও মেয়ে পরিচালনা—(প্রাপ্ত)	৮৮৩
জাতীয়তাবাদ মুসলমানের —ডক্টর, এস, ইসলাম	
ট্রেড ইউনিয়ন আইনের অধীনে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ নীতির সমর্থন—জন কিংস্লি	১৫৫
দৈনিকের পরীক্ষা—(প্রাপ্ত)	৪১
নদী ও শিল্প—শ্রীমতী মুখোপাধ্যায়	৮৯
নিখিল ভিসার—শ্রী স. ঘ	১৭৭
পশ্চিম বাংলার রাজস্ব —শ্রীঘি, আর, শ্রীনিবাসন	৩১৩
প্রস্তাবিত সরবরাহ আইন—শ্রীমুখার্জ্জী	৯৭
বাস্তবীয় বাজার	১৭৫
ব্যাঙ্কিং সংশোধন আইন	১৯৫
ব্যাঙ্কের ব্যবসায় ও সমবায়	৩৭৫
ব্যাঙ্ক সমস্যা ও সমাধান—ডক্টরিজ্ঞানেশ্বরী	৩৭৫
ব্রহ্ম ব্যবহৃত—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বাগচী	৭৯৮
ব্রহ্মের অবদান—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বাগচী	৪৭
বাজেট ও আয়কর—মূলধন	১০৯
বাজেট ও আয়কর—মূলধন	১৪১
বাজেট ও আয়কর—মূলধন	১৪৭
বাজেট ও আয়কর—মূলধন	২৯৯
বাংলা সরকারের অর্থনীতিক বুনিয়াদ —শ্রীঅমলেন্দু মিত্র	১১
বিক্রয়-কারে পার্টিপত্র—শ্রীঘি. এ. সেনার	৪৯
বিটেনে উৎপাদন বৃদ্ধি প্রচেষ্টা —জন কিংস্লি	৮৮৩
বিটেনে মর্গাল সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা —জন কিংস্লি	৬৪৩
বিটেনের মুদ্রাস্ফীতি বিরোধের প্রচেষ্টা —জন কিংস্লি	৫৩৬
ব্যাঙ্কীয় ঋণ আইন সংশোধন —শ্রীবেদের দেব	১৯৮
ব্যাঙ্কের বাস্ত পরিস্থিতি —শ্রীকুমার প্রামাণিক	
ব্যাঙ্কের পাওনা—(প্রাপ্ত)	৭৪৩
মুদ্রাস্ফীতি-সমস্যা ও সমাধান —শ্রীঅমলীরঞ্জন সরকার	৪৮৩
মুদ্রাস্ফীর বন্ধুত্বের ভাস —শ্রীরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়	৪১৫
মুদ্রাস্ফীতি প্রসঙ্গে মুদ্রাসংকোচ —শ্রীবীরেন্দ্র রায়	৮৮৮
রপ্তানি শুল্কের বর্ধমান ও ভবিষ্যৎ —ডক্ট. এইচ, সেইন হীর	৭৪৫
রাষ্ট্রিক ও আন্তর্জাতিক রেলপথ —শ্রীকুমার কুমার সরকার	১৫১
রপ্তানি সরবরাহের নূতন আইন—মূলধন	৫৫৩
রাষ্ট্রীয় ভারতের বীমা শ্রীএস, বি শ্রীনিবাসন্	
রাষ্ট্রায়ত্ত ভারতীয় অর্থনীতি —শ্রীঘি. এ. সেনার	১৫৩
রূপের মুদ্রার ভবিষ্যৎ —শ্রীঘি, আর, শ্রীনিবাস	

বৈচিত্র্য

বিষয়	পৃষ্ঠা
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের প্রথম সম্মেলন	
ইণ্ডিয়ান্ আয়রনের লভ্যাংশ হ্রাস	
ইণ্ডিয়ান্ কেবলের লভ্যাংশ বৃদ্ধি	৪১
ইণ্ডিয়ান্ ফুলবাল এসোসিয়েশনের নিয়ন্ত্রণমন্ত্র বিরোধী	৬৮
ইন্টারন্যাশনাল ইণ্ডিয়া ইন্সিওর	৫৯৪
ইন্টারন্যাশনাল ইণ্ডিয়া ইন্সিওর	১৩৬
ইন্ডিয়ান্ ফুটবল কেডারেশন	১৯০
ইন্ডিয়ান্ ফুটবল ফেডারেশনের বিরুদ্ধে অভিযোগ	৮৯৫

বৌষিক

বিষয়	পৃষ্ঠা
একটি চা বাগানের উন্নতির হিসাব	৯১৪
সমগ্র লক্ষ্যাংশের বিক্রয়ব্যবস্থা	৫৫
ডিবাবালের অন্তরে উইলড্ সেপারে বিশ্বনের আকাঙ্ক্ষা	৮৫০
মজুমদার প্রতিষ্ঠানের হিসাব	৭৭৮
মুজাফ্ফরী ব্যবসায় বৃদ্ধি প্রতিষ্ঠানের সাথে	৮৩৩
ইলোরাবাদের যোগাস সেবার	২৪০
রাসকাটা ইলেক্ট্র ইঞ্জের নূতন মূল্যমান	৯১৯
রাসকাটা টিন কোম্পানির, বেঙ্গল সেপার, মাজিরা জোন	৭১৪
লালিচবিয়ান, খোজিয়াই প্রভৃতি চাঁবলের আয় বৃদ্ধি	৬৩০
ঢাকার বর্দ্ধিত ব্যয়ে লভ্যাংশ	৮৫১
৫ বৎসরে ব্যয় ব্যবসায়	৭১৬
ইবটি চাঁবল প্রতিষ্ঠানের হিসাব	৮০৬
ঢাকার বর্দ্ধিত লভ্যাংশে	৫১৯
ঘোষালের উন্নয়যোগ্য কারখানা	৮০
ঘোষাল, খেতিয়ট ও ব্যালিচবিয়ান চাঁবলসমূহের হিসাব	৩১৫
ছত্রাবাদী ও বেঙ্গলার বর্দ্ধিত লাভ	৭১৮
লাভের পাশে বাঁকা কারণে	১৮৩
ইঁটিয়া ও চাবাবাদের লাভের পরিমাণে বিশেষ উন্নতি	৮২২
ঘোষেটা প্রথম হিসাব বিকাশ	১৮০
বেঙ্গল লাইট উইভিং অবস্থা	৭৫৭
ব. আই, সিমেন্ট কোম্পানি সেবার	৩৯০
লুকাস, আলাহেড ও ওয়েবার্লি চাঁবলের হিসাব	১৩৬
লাভ ও লভ্যে মূলধনের বিশ্লেষক উন্নতি	৯১৪
মুলধারির লাভের পরিমাণে অবনতি	৭৪০
বেঙ্গল কোল কোম্পানীর বর্দ্ধিত লভ্যাংশ	৯৭৩
বেঙ্গল কোলের লভ্যাংশ হ্রাস	৮৫০
বেঙ্গল সেপারের মূলধন বৃদ্ধির প্রস্তাব	৪৫৭
বেঙ্গল সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের লাভের পরিমাণে বিশেষ উন্নতি	৫৪০
ব্যাবলাইটের চাঁবলসমূহের উন্নতি	৫৩০
ব্যাবলাইটের পরিচালনাধীন তিনটি চাঁবলের হিসাব	১০১৪
ব্যাঙ্গলীল কোম্পানী পরিচালিত কয়লার খনি	৫৮৪
শিল্প প্রচেষ্টায় সরকারের উৎসব	৯০
প্রবিক বিদ্যুৎশক্তি লভ্যাংশে অগ্রগামিত্ব	২০
ভার সেপারের লাভের পরিমাণে অবনতি	৪৯৭
ভোরাটের লাভের পরিমাণে অবনতি	৬৭৩
রক্ষনী লাভের আয়কর বৃদ্ধি	৫৮৩

সম্পাদকীয়

বিষয়	পৃষ্ঠা
অনিয়ন্ত্রিত বিনিময়	৭১
অংশেষে	৮৩৭
অর্থনৈতিক সম্মেলন	১২১
আন্তর্জাতিক বৈঠকের সিদ্ধান্ত	৫৭৩
আড়াইঘাস পরে	৬৯৫
উচ্চ মূল্যবৃদ্ধি	৫
ইংরাজের পুনর্জন্মতি	৫০৩
ইংলণ্ডের বৃদ্ধি অত্যাবশ্যক	১৮১
১১৯৮	১৪১
একটি বৎসর	৬৮৫
একেক	৫৪১
একেক (২)	৬১৪
কয়লা শিল্পের ভবিষ্যৎ	৯৮১
কাঁচা পাট রপ্তানি বন্ধ করা প্রয়োজন	৯৪৭
কাশ্মীর ও হায়দরাবাদ	৬৮২
কেন্দ্রীয় বাজেট আলোচনা	১৩৯-৫০২
কেন্দ্রীয় বাজেট—করভারলাঘব	৩৮৫
কেন্দ্রীয় রাজত্বে পশ্চিম বঙ্গের দাবী	৫৪৭
খাদ্য নিয়ন্ত্রণ, না খাদ্য পরিকল্পনা ?	১৩৩
খাদ্য পরিস্থিতি প্রসঙ্গে	৫২৭
জমিদারীর সমস্যা	১৮৩
ভারতীয় লন্ডনস্থিতে পরিণত হিসাবী ব্যাঙ্ক	৮৭৭
তাপ ভারত বাণিজ্য	৫৩৫
দুর্নিবার দাবী	৫৪৭
দেশীয়রাজ্য ও ভারত সরকার	২১
নগদ জমার বিশেষ	১৯১
পরিচয়	৭২১
পশ্চিমবঙ্গ বাজেট আলোচনা	২৪৩-৯৫
পশ্চিম বঙ্গ বাজেটের পুনরালোচনা	২৪৯
পাট ব্যবসায়ে মন্দা	১৯১
পূর্ণ মূল্যের বাজেট	৩৪৯
পূর্ণ মূল্যের বিশ্ব	৩৭১
প্রথম প্রয়োজন	৮৩৭
প্রদেশসমূহের বাজেট	৩১৫
প্রাকৃতিক	৩
বঙ্গভাষের কৃষক সমস্যা	৮১৪
বন্দরে	৪১৫
বস্ত্রবিনিময়	১০১
বস্ত্রব্যবসায়ে কুনীতি	৪৩৭
বাজেট সম্পর্কে পুনরালোচনা	৬৩
বাসুদেব	১৪১
বাংলাদেশের ব্যাঙ্ক	৮১১
বাংলা ভাষা ও পাকিস্তান	৫২৯
বিনিময়হারের পরিবর্তন	১৩৫
বিনিময়হারের পরে	১৪১
বিড়লা পরিকল্পনা	৯১৫
বিশেষ বাজেট আলোচনা	৫৭৯-৬০
বৃদ্ধের বৃদ্ধির বাণী	৬৩৬
ভাবিষ্যৎ কথা	৫২৭
ভারত ও পাকিস্তানের অর্থনীতি	৭৩৬
ভারত-পাকিস্তান চুক্তি	৮১
ভারতের ও বৈদেশিক মূলধন	৮৩
ভারত মাঝিন বাণিজ্য আলোচনা	৮৭৯
ভারতীয় অর্থনীতির কাঠামো	৩৬৯
ভারতের স্থায়ী বাণিজ্য	৫৩
ভারতের সমৃদ্ধি	৪৪১
মুজাফ্ফরীর বিরোধ সম্পর্কে সরকারী পরিকল্পনা	১৭৫
মুজাফ্ফরী মিলের সম্পর্কে সরকারী পরিকল্পনা (২)	২৪৭
রাষ্ট্রিকরণ, না বিত্ত অর্থনীতি ?	১০১
রেলওয়ে বাজেট	৪৫
রেলওয়ে বাজেট	২৩৩
লভ্যাংশ	৫৪৭
লভ্যাংশে কটের সুপারিশ	২২১
লাভের অংশ	৭০১
ব্যাঙ্গালোর সম্মেলন	৫১
শান্তিনীতি	১৪৩
শান্তিনিকেতনের বন্দনা	২৮১
শিল্পনীতির পুনরালোচনা	৪১৭
শিল্প অর্থবিনিয়োগ	২৪৯
শুল্ক অটিনীকার	৭৩৫
সেপার বাজার বিশ্লেষণ ও ডাঃ টাবল	৭৪৩
সুভাষচন্দ্র	২৪১
স্বাধীন বাঙ্গলার শিক্ষাব্যবস্থা	৫৫৯
স্বাধীন ভারতের দুঃখ ও আশা	১২৩

সংবাদলিপি

আহমেদাবাদ,—৭৯

ওয়াশিংটন,—৫৫, ৭৫, ৯৪, ১১৫, ১৩৩, ১৪৯, ১৭৩, ১৮৩, ২১৬, ২৪৭, ৩১২, ৩৩৫, ৩৪৫, ৩৭৭, ৩৯৭, ৪১২, ৪৩৬, ৪৫৭, ৪৭৩, ৪৯৫, ৫১৩, ৫৩৪, ৫৫৩, ৫৭৮, ৫৯৭, ৬১৭, ৬৩৭, ৬৫৭, ৬৭৭, ৬৯৭, ৭১৭, ৭৩৭, ৭৫৭, ৭৭৭, ৭৯৭, ৮১৭, ৮৩৭, ৮৫৭, ৮৭৭, ৮৯৭, ৯১৭, ৯৩৭, ৯৫৭, ৯৭৭, ৯৯৭, ১০১৭, ১০৩৭, ১০৫৭, ১০৭৭, ১০৯৭, ১১১৭, ১১৩৭, ১১৫৭, ১১৭৭, ১১৯৭, ১২১৭, ১২৩৭, ১২৫৭, ১২৭৭, ১২৯৭, ১৩১৭, ১৩৩৭, ১৩৫৭, ১৩৭৭, ১৩৯৭, ১৪১৭, ১৪৩৭, ১৪৫৭, ১৪৭৭, ১৪৯৭, ১৫১৭, ১৫৩৭, ১৫৫৭, ১৫৭৭, ১৫৯৭, ১৬১৭, ১৬৩৭, ১৬৫৭, ১৬৭৭, ১৬৯৭, ১৭১৭, ১৭৩৭, ১৭৫৭, ১৭৭৭, ১৭৯৭, ১৮১৭, ১৮৩৭, ১৮৫৭, ১৮৭৭, ১৮৯৭, ১৯১৭, ১৯৩৭, ১৯৫৭, ১৯৭৭, ১৯৯৭, ২০১৭, ২০৩৭, ২০৫৭, ২০৭৭, ২০৯৭, ২১১৭, ২১৩৭, ২১৫৭, ২১৭৭, ২১৯৭, ২২১৭, ২২৩৭, ২২৫৭, ২২৭৭, ২২৯৭, ২৩১৭, ২৩৩৭, ২৩৫৭, ২৩৭৭, ২৩৯৭, ২৪১৭, ২৪৩৭, ২৪৫৭, ২৪৭৭, ২৪৯৭, ২৫১৭, ২৫৩৭, ২৫৫৭, ২৫৭৭, ২৫৯৭, ২৬১৭, ২৬৩৭, ২৬৫৭, ২৬৭৭, ২৬৯৭, ২৭১৭, ২৭৩৭, ২৭৫৭, ২৭৭৭, ২৭৯৭, ২৮১৭, ২৮৩৭, ২৮৫৭, ২৮৭৭, ২৮৯৭, ২৯১৭, ২৯৩৭, ২৯৫৭, ২৯৭৭, ২৯৯৭, ৩০১৭, ৩০৩৭, ৩০৫৭, ৩০৭৭, ৩০৯৭, ৩১১৭, ৩১৩৭, ৩১৫৭, ৩১৭৭, ৩১৯৭, ৩২১৭, ৩২৩৭, ৩২৫৭, ৩২৭৭, ৩২৯৭, ৩৩১৭, ৩৩৩৭, ৩৩৫৭, ৩৩৭৭, ৩৩৯৭, ৩৪১৭, ৩৪৩৭, ৩৪৫৭, ৩৪৭৭, ৩৪৯৭, ৩৫১৭, ৩৫৩৭, ৩৫৫৭, ৩৫৭৭, ৩৫৯৭, ৩৬১৭, ৩৬৩৭, ৩৬৫৭, ৩৬৭৭, ৩৬৯৭, ৩৭১৭, ৩৭৩৭, ৩৭৫৭, ৩৭৭৭, ৩৭৯৭, ৩৮১৭, ৩৮৩৭, ৩৮৫৭, ৩৮৭৭, ৩৮৯৭, ৩৯১৭, ৩৯৩৭, ৩৯৫৭, ৩৯৭৭, ৩৯৯৭, ৪০১৭, ৪০৩৭, ৪০৫৭, ৪০৭৭, ৪০৯৭, ৪১১৭, ৪১৩৭, ৪১৫৭, ৪১৭৭, ৪১৯৭, ৪২১৭, ৪২৩৭, ৪২৫৭, ৪২৭৭, ৪২৯৭, ৪৩১৭, ৪৩৩৭, ৪৩৫৭, ৪৩৭৭, ৪৩৯৭, ৪৪১৭, ৪৪৩৭, ৪৪৫৭, ৪৪৭৭, ৪৪৯৭, ৪৫১৭, ৪৫৩৭, ৪৫৫৭, ৪৫৭৭, ৪৫৯৭, ৪৬১৭, ৪৬৩৭, ৪৬৫৭, ৪৬৭৭, ৪৬৯৭, ৪৭১৭, ৪৭৩৭, ৪৭৫৭, ৪৭৭৭, ৪৭৯৭, ৪৮১৭, ৪৮৩৭, ৪৮৫৭, ৪৮৭৭, ৪৮৯৭, ৪৯১৭, ৪৯৩৭, ৪৯৫৭, ৪৯৭৭, ৪৯৯৭, ৫০১৭, ৫০৩৭, ৫০৫৭, ৫০৭৭, ৫০৯৭, ৫১১৭, ৫১৩৭, ৫১৫৭, ৫১৭৭, ৫১৯৭, ৫২১৭, ৫২৩৭, ৫২৫৭, ৫২৭৭, ৫২৯৭, ৫৩১৭, ৫৩৩৭, ৫৩৫৭, ৫৩৭৭, ৫৩৯৭, ৫৪১৭, ৫৪৩৭, ৫৪৫৭, ৫৪৭৭, ৫৪৯৭, ৫৫১৭, ৫৫৩৭, ৫৫৫৭, ৫৫৭৭, ৫৫৯৭, ৫৬১৭, ৫৬৩৭, ৫৬৫৭, ৫৬৭৭, ৫৬৯৭, ৫৭১৭, ৫৭৩৭, ৫৭৫৭, ৫৭৭৭, ৫৭৯৭, ৫৮১৭, ৫৮৩৭, ৫৮৫৭, ৫৮৭৭, ৫৮৯৭, ৫৯১৭, ৫৯৩৭, ৫৯৫৭, ৫৯৭৭, ৫৯৯৭, ৬০১৭, ৬০৩৭, ৬০৫৭, ৬০৭৭, ৬০৯৭, ৬১১৭, ৬১৩৭, ৬১৫৭, ৬১৭৭, ৬১৯৭, ৬২১৭, ৬২৩৭, ৬২৫৭, ৬২৭৭, ৬২৯৭, ৬৩১৭, ৬৩৩৭, ৬৩৫৭, ৬৩৭৭, ৬৩৯৭, ৬৪১৭, ৬৪৩৭, ৬৪৫৭, ৬৪৭৭, ৬৪৯৭, ৬৫১৭, ৬৫৩৭, ৬৫৫৭, ৬৫৭৭, ৬৫৯৭, ৬৬১৭, ৬৬৩৭, ৬৬৫৭, ৬৬৭৭, ৬৬৯৭, ৬৭১৭, ৬৭৩৭, ৬৭৫৭, ৬৭৭৭, ৬৭৯৭, ৬৮১৭, ৬৮৩৭, ৬৮৫৭, ৬৮৭৭, ৬৮৯৭, ৬৯১৭, ৬৯৩৭, ৬৯৫৭, ৬৯৭৭, ৬৯৯৭, ৭০১৭, ৭০৩৭, ৭০৫৭, ৭০৭৭, ৭০৯৭, ৭১১৭, ৭১৩৭, ৭১৫৭, ৭১৭৭, ৭১৯৭, ৭২১৭, ৭২৩৭, ৭২৫৭, ৭২৭৭, ৭২৯৭, ৭৩১৭, ৭৩৩৭, ৭৩৫৭, ৭৩৭৭, ৭৩৯৭, ৭৪১৭, ৭৪৩৭, ৭৪৫৭, ৭৪৭৭, ৭৪৯৭, ৭৫১৭, ৭৫৩৭, ৭৫৫৭, ৭৫৭৭, ৭৫৯৭, ৭৬১৭, ৭৬৩৭, ৭৬৫৭, ৭৬৭৭, ৭৬৯৭, ৭৭১৭, ৭৭৩৭, ৭৭৫৭, ৭৭৭৭, ৭৭৯৭, ৭৮১৭, ৭৮৩৭, ৭৮৫৭, ৭৮৭৭, ৭৮৯৭, ৭৯১৭, ৭৯৩৭, ৭৯৫৭, ৭৯৭৭, ৭৯৯৭, ৮০১৭, ৮০৩৭, ৮০৫৭, ৮০৭৭, ৮০৯৭, ৮১১৭, ৮১৩৭, ৮১৫৭, ৮১৭৭, ৮১৯৭, ৮২১৭, ৮২৩৭, ৮২৫৭, ৮২৭৭, ৮২৯৭, ৮৩১৭, ৮৩৩৭, ৮৩৫৭, ৮৩৭৭, ৮৩৯৭, ৮৪১৭, ৮৪৩৭, ৮৪৫৭, ৮৪৭৭, ৮৪৯৭, ৮৫১৭, ৮৫৩৭, ৮৫৫৭, ৮৫৭৭, ৮৫৯৭, ৮৬১৭, ৮৬৩৭, ৮৬৫৭, ৮৬৭৭, ৮৬৯৭, ৮৭১৭, ৮৭৩৭, ৮৭৫৭, ৮৭৭৭, ৮৭৯৭, ৮৮১৭, ৮৮৩৭, ৮৮৫৭, ৮৮৭৭, ৮৮৯৭, ৮৯১৭, ৮৯৩৭, ৮৯৫৭, ৮৯৭৭, ৮৯৯৭, ৯০১৭, ৯০৩৭, ৯০৫৭, ৯০৭৭, ৯০৯৭, ৯১১৭, ৯১৩৭, ৯১৫৭, ৯১৭৭, ৯১৯৭, ৯২১৭, ৯২৩৭, ৯২৫৭, ৯২৭৭, ৯২৯৭, ৯৩১৭, ৯৩৩৭, ৯৩৫৭, ৯৩৭৭, ৯৩৯৭, ৯৪১৭, ৯৪৩৭, ৯৪৫৭, ৯৪৭৭, ৯৪৯৭, ৯৫১৭, ৯৫৩৭, ৯৫৫৭, ৯৫৭৭, ৯৫৯৭, ৯৬১৭, ৯৬৩৭, ৯৬৫৭, ৯৬৭৭, ৯৬৯৭, ৯৭১৭, ৯৭৩৭, ৯৭৫৭, ৯৭৭৭, ৯৭৯৭, ৯৮১৭, ৯৮৩৭, ৯৮৫৭, ৯৮৭৭, ৯৮৯৭, ৯৯১৭, ৯৯৩৭, ৯৯৫৭, ৯৯৭৭, ৯৯৯৭, ১০০১৭, ১০০৩৭, ১০০৫৭, ১০০৭৭, ১০০৯৭, ১০১১৭, ১০১৩৭, ১০১৫৭, ১০১৭৭, ১০১৯৭, ১০২১৭, ১০২৩৭, ১০২৫৭, ১০২৭৭, ১০২৯৭, ১০৩১৭, ১০৩৩৭, ১০৩৫৭, ১০৩৭৭, ১০৩৯৭, ১০৪১৭, ১০৪৩৭, ১০৪৫৭, ১০৪৭৭, ১০৪৯৭, ১০৫১৭, ১০৫৩৭, ১০৫৫৭, ১০৫৭৭, ১০৫৯৭, ১০৬১৭, ১০৬৩৭, ১০৬৫৭, ১০৬৭৭, ১০৬৯৭, ১০৭১৭, ১০৭৩৭, ১০৭৫৭, ১০৭৭৭, ১০৭৯৭, ১০৮১৭, ১০৮৩৭, ১০৮৫৭, ১০৮৭৭, ১০৮৯৭, ১০৯১৭, ১০৯৩৭, ১০৯৫৭, ১০৯৭৭, ১০৯৯৭, ১১০১৭, ১১০৩৭, ১১০৫৭, ১১০৭৭, ১১০৯৭, ১১১১৭, ১১১৩৭, ১১১৫৭, ১১১৭৭, ১১১৯৭, ১১২১৭, ১১২৩৭, ১১২৫৭, ১১২৭৭, ১১২৯৭, ১১৩১৭, ১১৩৩৭, ১১৩৫৭, ১১৩৭৭, ১১৩৯৭, ১১৪১৭, ১১৪৩৭, ১১৪৫৭, ১১৪৭৭, ১১৪৯৭, ১১৫১৭, ১১৫৩৭, ১১৫৫৭, ১১৫৭৭, ১১৫৯৭, ১১৬১৭, ১১৬৩৭, ১১৬৫৭, ১১৬৭৭, ১১৬৯৭, ১১৭১৭, ১১৭৩৭, ১১৭৫৭, ১১৭৭৭, ১১৭৯৭, ১১৮১৭, ১১৮৩৭, ১১৮৫৭, ১১৮৭৭, ১১৮৯৭, ১১৯১৭, ১১৯৩৭, ১১৯৫৭, ১১৯৭৭, ১১৯৯৭, ১২০১৭, ১২০৩৭, ১২০৫৭, ১২০৭৭, ১২০৯৭, ১২১১৭, ১২১৩৭, ১২১৫৭, ১২১৭৭, ১২১৯৭, ১২২১৭, ১২২৩৭, ১২২৫৭, ১২২৭৭, ১২২৯৭, ১২৩১৭, ১২৩৩৭, ১২৩৫৭, ১২৩৭৭, ১২৩৯৭, ১২৪১৭, ১২৪৩৭, ১২৪৫৭, ১২৪৭৭, ১২৪৯৭, ১২৫১৭, ১২৫৩৭, ১২৫৫৭, ১২৫৭৭, ১২৫৯৭, ১২৬১৭, ১২৬৩৭, ১২৬৫৭, ১২৬৭৭, ১২৬৯৭, ১২৭১৭, ১২৭৩৭, ১২৭৫৭, ১২৭৭৭, ১২৭৯৭, ১২৮১৭, ১২৮৩৭, ১২৮৫৭, ১২৮৭৭, ১২৮৯৭, ১২৯১৭, ১২৯৩৭, ১২৯৫৭, ১২৯৭৭, ১২৯৯৭, ১৩০১৭, ১৩০৩৭, ১৩০৫৭, ১৩০৭৭, ১৩০৯৭, ১৩১১৭, ১৩১৩৭, ১৩১৫৭, ১৩১৭৭, ১৩১৯৭, ১৩২১৭, ১৩২৩৭, ১৩২৫৭, ১৩২৭৭, ১৩২৯৭, ১৩৩১৭, ১৩৩৩৭, ১৩৩৫৭, ১৩৩৭৭, ১৩৩৯৭, ১৩৪১৭, ১৩৪৩৭, ১৩৪৫৭, ১৩৪৭৭, ১৩৪৯৭, ১৩৫১৭, ১৩৫৩৭, ১৩৫৫৭, ১৩৫৭৭, ১৩৫৯৭, ১৩৬১৭, ১৩৬৩৭, ১৩৬৫৭, ১৩৬৭৭, ১৩৬৯৭, ১৩৭১৭, ১৩৭৩৭, ১৩৭৫৭, ১৩৭৭৭, ১৩৭৯৭, ১৩৮১৭, ১৩৮৩৭, ১৩৮৫৭, ১৩৮৭৭, ১৩৮৯৭, ১৩৯১৭, ১৩৯৩৭, ১৩৯৫৭, ১৩৯৭৭, ১৩৯৯৭, ১৪০১৭, ১৪০৩৭, ১৪০৫৭, ১৪০৭৭, ১৪০৯৭, ১৪১১৭, ১৪১৩৭, ১৪১৫৭, ১৪১৭৭, ১৪১৯৭, ১৪২১৭, ১৪২৩৭, ১৪২৫৭, ১৪২৭৭, ১৪২৯৭, ১৪৩১৭, ১৪৩৩৭, ১৪৩৫৭, ১৪৩৭৭, ১৪৩৯৭, ১৪৪১৭, ১৪৪৩৭, ১৪৪৫৭, ১৪৪৭৭, ১৪৪৯৭, ১৪৫১৭, ১৪৫৩৭, ১৪৫৫৭, ১৪৫৭৭, ১৪৫৯৭, ১৪৬১৭, ১৪৬৩৭, ১৪৬৫৭, ১৪৬৭৭, ১৪৬৯৭, ১৪৭১৭, ১৪৭৩৭, ১৪৭৫৭, ১৪৭৭৭, ১৪৭৯৭, ১৪৮১৭, ১৪৮৩৭, ১৪৮৫৭, ১৪৮৭৭, ১৪৮৯৭, ১৪৯১৭, ১৪৯৩৭, ১৪৯৫৭, ১৪৯৭৭, ১৪৯৯৭, ১৫০১৭, ১৫০৩৭, ১৫০৫৭, ১৫০৭৭, ১৫০৯৭, ১৫১১৭, ১৫১৩৭, ১৫১৫৭, ১৫১৭৭, ১৫১৯৭, ১৫২১৭, ১৫২৩৭, ১৫২৫৭, ১৫২৭৭, ১৫২৯৭, ১৫৩১৭, ১৫৩৩৭, ১৫৩৫৭, ১৫৩৭৭, ১৫৩৯৭, ১৫৪১৭, ১৫৪৩৭, ১৫৪৫৭, ১৫৪৭৭, ১৫৪৯৭, ১৫৫১৭, ১৫৫৩৭, ১৫৫৫৭, ১৫৫৭৭, ১৫৫৯৭, ১৫৬১৭, ১৫৬৩৭, ১৫৬৫৭, ১৫৬৭৭, ১৫৬৯৭, ১৫৭১৭, ১৫৭৩৭, ১৫৭৫৭, ১৫৭৭৭, ১৫৭৯৭, ১৫৮১৭, ১৫৮৩৭, ১৫৮৫৭, ১৫৮৭৭, ১৫৮৯৭, ১৫৯১৭, ১৫৯৩৭, ১৫৯৫৭, ১৫৯৭৭, ১৫৯৯৭, ১৬০১৭, ১৬০৩৭, ১৬০৫৭, ১৬০৭৭, ১৬০৯৭, ১৬১১৭, ১৬১৩৭, ১৬১৫৭, ১৬১৭৭, ১৬১৯৭, ১৬২১৭, ১৬২৩৭, ১৬২৫৭, ১৬২৭৭, ১৬২৯৭, ১৬৩১৭, ১৬৩৩৭, ১৬৩৫৭, ১৬৩৭৭, ১৬৩৯৭, ১৬৪১৭, ১৬৪৩৭, ১৬৪৫৭, ১৬৪৭৭, ১৬৪৯৭, ১৬৫১৭, ১৬৫৩৭, ১৬৫৫৭, ১৬৫৭৭, ১৬৫৯৭, ১৬৬১৭, ১৬৬৩৭, ১৬৬৫৭, ১৬৬৭৭, ১৬৬৯৭, ১৬৭১৭, ১৬৭৩৭, ১৬৭৫৭, ১৬৭৭৭, ১৬৭৯৭, ১৬৮১৭, ১৬৮৩৭, ১৬৮৫৭, ১৬৮৭৭, ১৬৮৯৭, ১৬৯১৭, ১৬৯৩৭, ১৬৯৫৭, ১৬৯৭৭, ১৬৯৯৭, ১৭০১৭, ১৭০৩৭, ১৭০৫৭, ১৭০৭৭, ১৭০৯৭, ১৭১১৭, ১৭১৩৭, ১৭১৫৭, ১৭১৭৭, ১৭১৯৭, ১৭২১৭, ১৭২৩৭, ১৭২৫৭, ১৭২৭৭, ১৭২৯৭, ১৭৩১৭, ১৭৩৩৭, ১৭৩৫৭, ১৭৩৭৭, ১৭৩৯৭, ১৭৪১৭, ১৭৪৩৭, ১৭৪৫৭, ১৭৪৭৭, ১৭৪৯৭, ১৭৫১৭, ১৭৫৩৭, ১৭৫৫৭, ১৭৫৭৭, ১৭৫৯৭, ১৭৬১৭, ১৭৬৩৭, ১৭৬৫৭, ১৭৬৭৭, ১৭৬৯৭, ১৭৭১৭, ১৭৭৩৭, ১৭৭৫৭, ১৭৭৭৭, ১৭৭৯৭, ১৭৮১৭, ১৭৮৩৭, ১৭৮৫৭, ১৭৮৭৭, ১৭৮৯৭, ১৭৯১৭, ১৭৯৩৭, ১৭৯৫৭, ১৭৯৭৭, ১৭৯৯৭, ১৮০১৭, ১৮০৩৭, ১৮০৫৭, ১৮০৭৭, ১৮০৯৭, ১৮১১৭, ১৮১৩৭, ১৮১৫৭, ১৮১৭৭, ১৮১৯৭, ১৮২১৭, ১৮২৩৭, ১৮২৫৭, ১৮২৭৭, ১৮২৯৭, ১৮৩১৭, ১৮৩৩৭, ১৮৩৫৭, ১৮৩৭৭, ১৮৩৯৭, ১৮৪১৭, ১৮৪৩৭, ১৮৪৫৭, ১৮৪৭৭, ১৮৪৯৭, ১৮৫১৭, ১৮৫৩৭, ১৮৫৫৭, ১৮৫৭৭, ১৮৫৯৭, ১৮৬১৭, ১৮৬৩৭, ১৮৬৫৭, ১৮৬৭৭, ১৮৬৯৭, ১৮৭১৭, ১৮৭৩৭, ১৮৭৫৭, ১৮৭৭৭, ১৮৭৯৭, ১৮৮১৭, ১৮৮৩৭, ১৮৮৫৭, ১৮৮৭৭, ১৮৮৯৭, ১৮৯১৭, ১৮৯৩৭, ১৮৯৫৭, ১৮৯৭৭, ১৮৯৯৭, ১৯০১৭, ১৯০৩৭, ১৯০৫৭, ১৯০৭৭, ১৯০৯৭, ১৯১১৭, ১৯১৩৭, ১৯১৫৭, ১৯১৭৭, ১৯১৯৭, ১৯২১৭, ১৯২৩৭, ১৯২৫৭, ১৯২৭৭, ১৯২৯৭, ১৯৩১৭, ১৯৩৩৭, ১৯৩৫৭, ১৯৩৭৭, ১৯৩৯৭, ১৯৪১৭, ১৯৪৩৭, ১৯৪৫৭, ১৯৪৭৭, ১৯৪৯৭, ১৯৫১৭, ১৯৫৩৭, ১৯৫৫৭, ১৯৫৭৭, ১৯৫৯৭, ১৯৬১৭, ১৯৬৩৭, ১৯৬৫৭, ১৯৬৭৭, ১৯৬৯৭, ১৯৭১৭, ১৯৭৩৭, ১৯৭৫৭, ১৯৭৭৭, ১৯৭৯৭, ১৯৮১৭, ১৯৮৩৭, ১৯৮৫৭, ১৯৮৭৭, ১৯৮৯৭, ১৯৯১৭, ১৯৯৩৭, ১৯৯৫৭, ১৯৯৭৭, ১৯৯৯৭, ২০০১৭, ২০০৩৭, ২০০৫৭, ২০০৭৭, ২০০৯৭, ২০১১৭, ২০১৩৭, ২০১৫৭, ২০১৭৭, ২০১৯৭, ২০২১৭, ২০২৩৭, ২০২৫৭, ২০২৭৭, ২০২৯৭, ২০৩১৭, ২০৩৩৭, ২০৩৫৭, ২০৩৭৭, ২০৩৯৭, ২০৪১৭, ২০৪৩৭, ২০৪৫৭, ২০৪৭৭, ২০৪৯৭, ২০৫১৭, ২০৫৩৭, ২০৫৫৭, ২০৫৭৭, ২০৫৯৭, ২০৬১৭, ২০৬৩৭, ২০৬৫৭, ২০৬৭৭, ২০৬৯৭, ২০৭১৭, ২০৭৩৭, ২০৭৫৭, ২০৭৭৭, ২০৭৯৭, ২০৮১৭, ২০৮৩৭, ২০৮৫৭, ২০৮৭৭, ২০৮৯৭, ২০৯১৭, ২০৯৩৭, ২০৯৫৭, ২০৯৭৭, ২০৯৯৭, ২১০১৭, ২১০৩৭, ২১০৫৭, ২১০৭৭, ২১০৯৭, ২১১১৭, ২১১৩৭, ২১১৫৭, ২১১৭৭, ২১১৯৭, ২১২১৭, ২১২৩৭, ২১২৫৭, ২১২৭৭, ২১২৯৭, ২১৩১৭, ২১৩৩৭, ২১৩৫৭, ২১৩৭৭, ২১৩৯৭, ২১৪১৭, ২১৪৩৭, ২১৪৫৭, ২১৪৭৭, ২১৪৯৭, ২১৫১৭, ২১৫৩৭, ২১৫৫৭, ২১৫৭৭, ২১৫৯৭, ২১৬১৭, ২১৬৩৭, ২১৬৫৭, ২১৬৭৭, ২১৬৯৭, ২১৭১৭, ২১৭৩৭, ২১৭৫৭, ২১৭৭৭, ২১৭৯৭, ২১৮১৭, ২১৮৩৭, ২১৮৫৭, ২১৮৭৭, ২১৮৯৭, ২১৯১৭, ২১৯৩৭, ২১৯৫৭, ২১৯৭৭, ২১৯৯৭, ২২০১৭, ২২০৩৭, ২২০৫৭, ২২০৭৭, ২২০৯৭, ২২১১৭, ২২১৩৭, ২২১৫৭, ২২১৭৭, ২২১৯৭, ২২২১৭, ২২২৩৭, ২২২৫৭, ২২২৭৭, ২২২৯৭, ২২৩১৭, ২২৩৩৭, ২২৩৫৭, ২২৩৭৭, ২২৩৯৭, ২২৪১৭, ২২৪৩৭, ২২৪৫৭, ২২৪৭৭, ২২৪৯৭, ২২৫১৭, ২২৫৩৭, ২২৫৫৭, ২২৫৭৭, ২২৫৯৭, ২২৬১৭, ২২৬৩৭, ২২৬৫৭, ২২৬৭৭, ২২৬৯৭, ২২৭১৭, ২২৭৩৭, ২২৭৫৭, ২২৭৭৭, ২২৭৯৭, ২২৮১৭, ২২৮৩৭, ২২৮৫৭, ২২৮৭৭, ২২৮৯৭, ২২৯১৭, ২২৯৩৭, ২২৯৫৭, ২২৯৭৭, ২২৯৯৭, ২৩০১৭, ২৩০৩৭, ২৩০৫৭, ২৩০৭৭, ২৩০৯৭, ২৩১১৭, ২৩১৩৭, ২৩১৫৭, ২৩১৭৭, ২৩১৯৭, ২৩২১৭, ২৩২৩৭, ২৩২৫৭, ২৩২৭৭, ২৩২৯৭, ২৩৩১৭, ২৩৩৩৭, ২৩৩৫৭, ২৩৩৭৭, ২৩৩৯৭, ২৩৪১৭, ২৩৪৩৭, ২৩৪৫৭, ২৩৪৭৭, ২৩৪৯৭, ২৩৫১৭, ২৩৫৩৭, ২৩৫৫৭, ২৩৫৭৭, ২৩৫৯৭, ২৩৬১৭, ২৩৬৩৭, ২৩৬৫৭, ২৩৬৭৭, ২৩৬৯৭, ২৩৭১৭, ২৩৭৩৭, ২৩৭৫৭, ২৩৭৭৭, ২৩৭৯৭, ২৩৮১৭, ২৩৮৩৭, ২৩৮৫৭, ২৩৮৭৭, ২৩৮৯৭, ২৩৯১৭, ২৩৯৩৭, ২৩৯৫৭, ২৩৯৭৭, ২৩৯৯৭, ২৪০১৭, ২৪০৩৭, ২৪০৫৭, ২৪০৭৭, ২৪০৯৭, ২৪১১৭, ২৪১৩৭, ২৪১৫৭, ২৪১৭৭, ২৪১৯৭, ২৪২১৭, ২৪২৩৭, ২৪২৫৭, ২৪২৭৭, ২৪২৯৭, ২৪৩১৭, ২৪৩৩৭, ২৪৩৫৭, ২৪৩৭৭, ২৪৩৯৭, ২৪৪১৭, ২৪৪৩৭, ২৪৪৫৭, ২৪৪৭৭, ২৪৪৯৭, ২৪৫১৭, ২৪৫৩৭, ২৪৫৫৭, ২৪৫৭৭, ২৪৫৯৭, ২৪৬১৭, ২৪৬৩৭, ২৪৬৫৭, ২৪৬৭৭, ২৪৬৯৭, ২৪৭১৭, ২৪৭৩৭, ২৪৭৫৭, ২৪৭৭৭, ২৪৭৯৭, ২৪৮১৭,

বঙ্গলক্ষ্মী
ইন্সিওরেন্স লিঃ
৯এ, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা।
ক্রমোন্নতি জনপ্রিয়তার নিদর্শন
১৯৬৬ অপেক্ষা ১৯৬৭-এ নূতন বীমা
শতকরা ৩১ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

আর্থিক ভারত

বঙ্গলক্ষ্মী
ইন্সিওরেন্স লিঃ
৯এ, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা।
ক্রমোন্নতি জনপ্রিয়তার নিদর্শন
১৯৬৬ অপেক্ষা ১৯৬৭-এ নূতন বীমা
শতকরা ৩১ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

২য় বর্ষ ২য় সংখ্যা] কলিকাতা, বুধবার ১লা অগ্রহায়ণ, ১৩৭৫ ১৭ই নভেম্বর, ১৯৬৮ [মূল্য ৷৷০

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	
পূর্ব বঙ্গের হিন্দু	২৩
প্রাসঙ্গিক	
পাঁচের অবাক্ষেপ, নূতন শুল্ক ও মুদ্রাস্ফীতি আবার ফিরিয়ে দেবেন, উপায়ের পথে হাজারের বাধা	২৪
সংবাদলিপি	
সভা, ওয়াশিংটন, দিল্লী, বোম্বাই	২৮
সভলন	৩০
অর্থলোক	
সরকারী ঋণনীতি, না অন্ধের খরচ !	
পণ্যদ্রব্যের বাজার	
রেড়ির বীজ ও তৈলের রপ্তানিকর রহিত	
বাজারের কথা	
নিয়ন্ত্রিত মূল্যাপেক্ষাও অনেক সুলভ !	
যৌথিক	
কেশবিন্যাসের কলে আলকাতরা আর কেরিকারদের অসুবিধা	

পূর্ব বঙ্গের হিন্দু

পূর্ব বঙ্গের হিন্দুরা একটি ভাগ্যবিড়ম্বিত মানবগোষ্ঠি। বিধাতার কোন্ অভিশাপে জানি না, ভারতের পরাধীনতা ও স্বাধীনতা উভয় অবস্থাতেই পূর্ব বঙ্গের হিন্দুগণ কেবল উৎপীড়নই সহ্য করিল। পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্ত করিয়া ভারতকে স্বাধীন করিবার জন্য পূর্ব বঙ্গের হিন্দুগণ অসমসাহসিক সংগ্রাম করিয়াছেন, অকুণ্ঠনীয় ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন। স্বাধীনতাসংগ্রামে আত্মাহুতির বিনিময়ে তাঁহারা পুরস্কার পাইয়াছেন রাজরোষের রক্তচক্ষুঃ, সরকারী চক্রনীতির বর্বরতা ও সাম্প্রদায়িকতার বিষ-দংশন। কিন্তু আঘাত যতই তীব্র হইয়াছে পূর্ব বঙ্গের হিন্দুদের সহ্য তত্ই দৃঢ় হইয়াছে। নূতনতর ত্যাগস্বীকারের পথে মুহূর্তের দ্বিধাকে অতিক্রম করিবার জন্য তাঁহারা অগ্রসর হইয়া গিয়াছেন। অত্যাচার, উৎপীড়ন ও লাঞ্ছনার প্রতি তাঁহারা ভ্রূক্ষেপ করেন নাই। পরাধীনতার অমানিশার এই অসহনীয় অবস্থার একদিন অবসান হইবে ভারতের স্বাধীনতায় এবং সেইদিন তাঁহাদের দুঃখসহনের যোগ্য পুরস্কার মিলিবে—এই বিশ্বাসই তাঁহাদিগকে চিরকাল সান্ত্বনা দিয়া আসিয়াছে। তাই বঙ্গ-ভঙ্গের প্রথম সূত্রপাত হইতে আরম্ভ করিয়া নোয়াখালীর বর্বরতা পর্যন্ত প্রায় চল্লিশ বৎসরকাল তাঁহারা স্থির চিত্তে অপেক্ষা করিয়া ছিলেন।

ভারত আজ স্বাধীন হইয়াছে। কিন্তু বিফলতার অবসান হওয়া দূরের কথা, প্রকৃতির নিষ্ঠুর পরিহাসে তাঁহাদের দুর্দশার বর্তমান চিত্র যথার্থই হৃদয়বিদারক। দেশবিভক্তির পথে স্বাধীনতালাভ করিবার ফলে পূর্ব বঙ্গ আজ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত এবং পূর্ব বঙ্গের হিন্দুগণ আজ ঐস্লামিক রাষ্ট্রের অন্তর্গত সংখ্যালঘু সম্প্রদায় মাত্র। পাকিস্তান জন্মলাভ করিয়াছে ভারতের জাতীয় সংগ্রামের সহিত তীব্র বিরোধিতার পথে। নিজেদের আদর্শ ও ঐতিহ্যের পরিপন্থী এই পাকিস্তান রাষ্ট্রে ভারতীয় স্বাধীনতাসংগ্রামের অন্যতম অগ্রনায়ক পূর্ব বঙ্গের হিন্দুদের যে অবাঞ্ছিত মনোভাবাপন্ন অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা প্রকৃতই মর্মান্তিক। যে মুহূর্তে শাসকে বিদেশী প্রভু ইংরাজের অনুগ্রহীত দেশদ্রোহী বলিয়া ভারতীয় সংগ্রামের সৈনিকেরা, তথা পূর্ব বঙ্গের হিন্দুগণ, চিরদিন অবজ্ঞা করিয়া আসিয়াছেন, পাকিস্তান রাষ্ট্রের এখন তাঁহারাই শত্রু। সততা ও আত্মসম্মানের দিক হইতে পূর্ব বঙ্গের হিন্দুদের পক্ষে অন্যায়ের এই ঔদ্ধত্য সহ্য করা অসম্ভব। মুখ্যত সে-কারণেই আজ পূর্ব বঙ্গের গৃহস্থ হিন্দুসমাজ বাস্তুহারা যাযাবরের জীবন বরণ করিয়া লইতেছেন। পূর্ব বঙ্গের হিন্দুদের বাস্তুত্যাগের এই মৌলিক কারণের কথা স্মরণ না রাখিলে পূর্ব বঙ্গের সংখ্যালঘুদের বর্তমান সমস্যার সম্যক পরিমাপ করা সম্ভব হইবে না।

পূর্ব বঙ্গের হিন্দুদের সম্পর্কে সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন মহল হইতে যে সকল উপদেশ আজ প্রাপ্তি ও অপ্রার্থিতরূপে বর্ষিত হইতেছে, তাহাতে এই পরিপ্রেক্ষিতের সম্যক উপলব্ধির পরিচয় না থাকিলেও, পাকিস্তান সরকার যে এসম্পর্কে অবহিত আছেন তাহা

পাকিস্থানের আধিপত্য হইতেই বেশ পরিষ্কার বুঝা যায়। পূর্ব বঙ্গের পাকিস্থানী সরকার প্রথম হইতেই পাকিস্থান হইতে হিন্দু বিতাড়নের নীতি ধারাবাহিকভাবে অনুসরণ করিতেছেন। পাকিস্থানকে ধোলাখুলিভাবে ঐস্লামিক রাষ্ট্র ঘোষণা করিয়া পাকিস্থান সরকার সংখ্যালঘু হিন্দুদের, রাষ্ট্রের বিচারে রাষ্ট্রে অধিকারবিহীন, একটি বিজাতীয় সম্প্রদায়ে পরিণত করেন। এখানেই পাকিস্থানের সংখ্যালঘু হিন্দুদের সহিত ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ভারতের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সমূহের অবস্থার পার্থক্য। পাকিস্থানের ঔপনিবেশিক ঘোষণা শুনিয়াই হিন্দুগণ নিজেদের অবস্থার অবস্থা পূর্ণ উপলব্ধি করেন,—কিন্তু ব্যাপক বাস্তুত্যাগে তখনও তাঁহারা বিরত ছিলেন। ইহার পর সুরু হইল নৈমিত্তিক জীবনযাপনে হিন্দুদের উপর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক অসহযোগ প্রভৃতি ও পরোক্ষ অত্যাচার। এই সকল অত্যাচারের স্বরূপ ও পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের বাস্তুত্যাগের কারণসমূহ বিষয় ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্মেলনের সময় আমরা আলোচনা করিয়াছি। তৎপরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের নূতন সভাপতি ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই সকল অত্যাচারের বিস্তৃত প্রমাণাদি সম্পর্কে উল্লেখ করিয়াছেন।—আগষ্টের রক্তস্নানের পরে পূর্ব বঙ্গের হিন্দুদের উপর চুরি, ডাকাতি ও নৈতিক প্রভাবের যে ঘটনা ঘটিতেছে তাহার তুলনা নাই বলিলেই চলে, কিন্তু গণসাধারণ ও রাজনৈতিক কর্মীদের উপর নির্যাতনের ঘটনাও কম ঘটিতেছে, তাহা নিম্নের কলঙ্কজনক প্রমাণ হইতেই বুঝা যাইবে।

অবস্থা এইরূপ দাঁড়াইয়া উঠিবার ফলেই হিন্দুগণ শ্রেণীবর্ণনির্বিশেষে পূর্ব-পুরুষের ভিটামাটি পরিত্যাগ করিয়া উদ্বাস্তু হইয়া ভারত ইউনিয়নের বুকে বিধ্বস্ত মনুষ্যত্বের ঢালি বহন করিয়া আসিতেছে। বাস্তুত্যাগী এই জনসাধারণের পুনর্বসতির দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইলে ভারত সরকারের এতৎসম্পর্কে পূর্ণ মনোযোগ এবং সক্রিয় প্রচেষ্টা আবশ্যক। কলিকাতা ও পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে পূর্ব বঙ্গের বাস্তুত্যাগীদের সংখ্যা ইতিমধ্যেই পনরো লক্ষের কাছাকাছি হইয়াছে বলিয়া পশ্চিম বঙ্গ সরকার হিসাব করিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, এই হিসাবের মধ্যে সকল বাস্তুত্যাগীকেই অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভবপর হয় নাই। তাছাড়া পূর্ব বঙ্গের হিন্দুগণ কেবলমাত্র পশ্চিম বঙ্গেই আশ্রয়প্রার্থী হন নাই, ত্রিপুরা, কুচবিহার, আসাম, বিহার ও উড়িষ্যা প্রভৃতি অঞ্চলেও তাঁহারা বিস্তৃতভাবে ছড়াইয়া পড়িয়াছেন। সকল বাস্তুত্যাগীর তালিকে পূর্ব বঙ্গের বাস্তুত্যাগীদের মোট যে সংখ্যা সাম্প্রতিকাল সময় হইতে হিসাব করা হইয়াছে, তাহা প্রায় ৩০ লক্ষের কাছাকাছি বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। বস্তুতঃ যেনতেনভাবে আশ্রয়প্রার্থনাকারী এই বিশাল উদ্বাস্তু জনসাধারণকে পুনঃসংস্থাপিত করিতে হইলে, এই সম্পর্কে ভারত সরকারের প্রত্যক্ষভাবে দায়িত্ব স্বীকার করা আবশ্যক। পাঞ্জাব ও পশ্চিম পাকিস্থানের অনুরূপই উদ্বাস্তু পুনর্বসতির দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া ভারত সরকার যথেষ্ট গুরুভারপীড়িত এবং স্বভাবতই পূর্ব বঙ্গের বাস্তুত্যাগী হিন্দুদের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে তাঁহারা দ্বিধাবোধ করিতেছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের এই দ্বিধার সুযোগ গ্রহণ করিয়া বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার পূর্ব বঙ্গের বাস্তুত্যাগীদের সম্পর্কে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিতেছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় পশ্চিম বঙ্গ প্রাদেশিক সরকার অন্তঃ তাঁহাদের দেখাশুনা চেষ্টা করিতেছেন এবং এতদুদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে পশ্চিম বঙ্গ সরকারকে কিছু অর্থ সাহায্যও করা হইয়াছে। কিন্তু অবস্থার চাপে অনুষ্ঠিত এইরূপ আংশিক প্রচেষ্টার দ্বারা কিছা এই সমস্যার কোনই সমাধান সম্ভব নহে।

আমার মনে, কেন্দ্রীয় সরকার সম্প্রতি পূর্ব বঙ্গের বাস্তুত্যাগীদের সমস্যার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন এবং পুনর্বসতির ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। সাহায্য ও পুনর্বসতির কেন্দ্রীয় মন্ত্রিদপ্তরে শ্রীযুক্ত নোয়াখালি অঞ্চলের বিয়োগের পর হইতেই পূর্ব বঙ্গের বাস্তুত্যাগী সম্পর্কে সরকারী নীতির এই পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। এবং সম্প্রতি ভারতের উপ-প্রধানমন্ত্রী সর্দার প্যাটেল ও প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু এতৎসম্পর্কে সহানুভূতিশীল আগ্রহ প্রকাশ করাতে আমরা সত্যই আশান্বিত হইয়াছি। সর্দার প্যাটেল নাগপুরে প্রদত্ত তাঁহার এক বক্তৃতায় পূর্ব বঙ্গের বাস্তুত্যাগীদের সমস্যাকে কাশ্মীরের অনুরূপ একটা সমস্যা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন এবং পূর্ব বঙ্গের অবশিষ্ট বাস্তুহারার পুনর্বসতির ব্যাপারে পাকিস্থানের দায়িত্বের উল্লেখ করিয়া পাকিস্থানকে তাঁহাদের জন্য স্থানসংস্থান করিবার অনুরোধ জানাইয়াছেন। ইহাতে স্বভাবতই পাকিস্থানের টনক নড়িয়াছে এবং পূর্ব বঙ্গের প্রধান মন্ত্রী জনাব নুরুল আমিন সরকারীভাবে মন্তব্যের অবতারণা করিয়া তৎক্ষণাৎ ছাড়িলেও পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী জনাব লিয়াকৎ আলী খাঁ পূর্ব বঙ্গ সফর করিয়া অবস্থার প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সংবাদে প্রকাশ, আগামী ২০এ নভেম্বর ঢাকা হইয়া ঢাকার পথে পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী কলিকাতায় পৌঁছিবেন এবং পশ্চিম বঙ্গ সরকারের প্রতিনিধিদের সহিত এতৎসম্পর্কে আলোচনা করিবেন।

জনাব লিয়াকৎ আলীর এই সিদ্ধান্তে আমরা আনন্দিত হইয়াছি। তবে এই কথা জানিয়াই দুঃখ বোধ করিতেছি যে, ইতিপূর্বে আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্মেলনের অব্যবহিত পরে পাকিস্থানের ভারতীয় হাই কমিশনার শ্রীযুক্ত শ্রীপ্রকাশ যখন কলিকাতায় ও পূর্ব বঙ্গে আসিয়াছিলেন, সেই সময় বাস্তুত্যাগের অনিবার্যতা সম্পর্কে তিনি যদি কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরূপ পরামর্শ প্রদান করিতেন, তাহা হইলে হয়ত কেন্দ্রীয় সরকার তখনই পাকিস্থানকে চাপ দিতে পারিতেন এবং পূর্ব বঙ্গের হিন্দুদের বর্তমান দুর্দশা অনেকাংশে কম হইত। কিন্তু তাহা না করিয়া, পূর্ব বঙ্গের অবস্থা স্বাভাবিক এবং তথাকার হিন্দুদের বাস্তুত্যাগ করিবার পক্ষে কোনই যুক্তি নাই বলিয়া তিনি যে অভিমত প্রকাশ করেন, তাহারই ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে যথাসময়ে উপযুক্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভবপর হয় নাই। তাহার উপর আমার যাতায়াতেরও অসুবিধা ছিল। যাহা হউক কেন্দ্রীয় সরকারের বর্তমান মনোভাবের জন্য আমরা তাঁহাদের অভিনন্দন জানাইতেছি এবং আশা করিতেছি যে, পূর্ব বঙ্গের জন্য ভারত ডেপুটি হাই কমিশনার নিযুক্ত হওয়ার ফলে অত্যাসন্ন আন্তঃরাষ্ট্রীয় পূর্ব বঙ্গের হিন্দুদের সম্পর্কে যথার্থ বিবরণ অবগত হইতে পারিবেন।

পূর্ব বঙ্গের হিন্দুদের সমস্যা লইয়া ভারত ও পাকিস্থানের কেন্দ্রীয় সরকারদের মধ্যে যে টানাটানি হইয়াছে, তাহাতে আমাদের রাজনীতিতে পূর্ব বঙ্গের হিন্দুদের স্থান সম্পর্কে কিছিৎ আলোচনা এই স্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। পাকিস্থানের ভারতীয় হাইকমিশনার শ্রীযুক্ত ঐীপ্রকাশের নিকট প্রেরিত এক তারে ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু বলিয়াছেন যে, পূর্ব বঙ্গের হিন্দুদের সমস্যা সমাধানে ভারত ও পাকিস্থানের মিলিত প্রচেষ্টা আবশ্যক। একেত্রে পূর্ব বঙ্গের হিন্দুদের সমস্যার স্বরূপ সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে পারিলেই উভয় ডমিনিয়নের মিলিত প্রচেষ্টা কেন আবশ্যক, ও আবশ্যক হইলে কাহার কি কর্তব্য এবং মিলিত প্রচেষ্টা সম্ভব না হইলে একতরফা ভারত ইউনিয়নের কি করণীয় রহিয়াছে, তৎসম্পর্কে জনসাধারণ ও সরকারের সুস্পষ্ট ধারণা সম্ভবপর হইবে।

বাস্তুত্যাগ নিরোধ এবং বাস্তুত্যাগীদের পুনর্বসতি এই দুইটী দিক হইতে পূর্ব বঙ্গের হিন্দুদের সমস্যা বিচার করা যাইতে পারে। বাস্তুত্যাগ নিরোধ করিতে হইলে বাস্তুত্যাগ নিরোধমূলক আইন প্রণয়ন করিলে বা পাকিস্থান হইতে ভারতে আগমনের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করিলেই কোন ফলোদয় হইবে না। উহাতে কেবল অন্যায়েরই আড়াল করা হইবে এবং পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া দেওয়া হইবে। বাস্তুত্যাগ নিরোধের প্রকৃত উপায় হইল বাস্তুত্যাগের কারণসমূহকে মূলীভূত করা। পূর্ব বঙ্গের হিন্দুদের বাস্তুত্যাগের কারণ-স্বরূপ কংগ্রেস সভাপতির নিকট প্রেরিত এক স্মারকলিপিতে যে সব দুর্নীতির উল্লেখ করা হইয়াছে, এই প্রসঙ্গে তাহা স্মরণ করা যাইতে পারে। স্মারকলিপিতে নিম্নলিখিত কারণগুলি বর্ণিত হইয়াছে (১) অর্থ-নৈতিক বর্জন ও হিন্দুদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ, (২) আইনের বাজেয়াপ্তকরণ, (৩) হিন্দুনারীদের উপর বাহারা অত্যাচার করে তাহাদের প্রশ্রয়দান; (৪) সমাজবিরোধী কার্যকলাপ দমনে সরকারের অক্ষমতা; (৫) আইনের প্রয়োগক্ষেত্রে দুর্নীতির প্রাবল্য, (৬) বিভিন্ন মুসলিম ভাণ্ডারের জন্য হিন্দুদের নিকট হইতে বলপূর্বক অর্থসংগ্রহ, (৭) পাকি-স্থান মুসলমানদের রাষ্ট্র এবং হিন্দুরা মুসলমানদের প্রভু—এই মনোভাবে উৎসাহ প্রদান (৮) নিষ্ক্রিয়তার প্রেক্ষাপট (৯) বেপরোয়াভাবে হিন্দুদের বাড়ী দখল (১০) ভারতবিরোধী ইস্তেহারাদি সৃষ্টি এবং (১১) হিন্দুদের বিরুদ্ধে ব্যাপক গুপ্তচর বৃত্তি। ইহার উপর পাকিস্থানের শিক্ষানীতিতে হিন্দুসংস্কৃতি সম্পর্কে উপেক্ষাও রহিয়াছে। এই সকল অন্যায়কে দূর করিতে না পারিলে পূর্ব বঙ্গ হইতে হিন্দুদের ব্যাপক বাস্তুত্যাগ নিরোধ করা কঠিন। কারণ এরূপ অবস্থায় হিন্দুদের পক্ষে পূর্ব বঙ্গে জীবনধারণ করা সম্ভব নয়। জমিদার বা তালুকদার হিসাবে হিন্দু বাঁচিয়া থাকিতে পারিবে না। ব্যবসায়ী হিসাবে হিন্দুকে কেহ কোন মাল সরবরাহ করিবে না, বা হিন্দুদের দোকান হইতে পণ্যদ্রব্য কিনিবে না। এইরূপ অসহযোগের ফলে এবং সরকারী চাকুরিতে অঘোষিত হিন্দুদের গ্রহণ না করার পরিণামে পূর্ব বঙ্গে হিন্দুদের পক্ষে বাঁচিয়া থাকাই দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে। উহার উপরে আবার নানারূপ ক্ষুদ্রবৃহৎ উৎপাতে হিন্দুদের সামাজিক জীবনযাত্রাও যাবৎ হইতে থাকায়, হিন্দুদের পক্ষে পূর্ব বঙ্গে বসবাস করা বিড়ম্বনাই সমাসন্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অতএব উল্লিখিত অন্যায়সমূহের প্রতিকার ব্যতীত পূর্ব বঙ্গে হিন্দুদের শান্তভাবে বাস করার উপদেশ দেওয়ার কোনই অর্থ হয় না।

এই সকল অন্যায়ের প্রতিকার করিতে হইবে কেবলমাত্র পূর্ব বঙ্গ সরকার বা পাকিস্থান প্রধানমন্ত্রীর আবাস ও নৈতিক সদিচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে চলিবে না। ভারত সরকারকে এই সম্পর্কে সচেষ্ট হইয়া পূর্ব বঙ্গ সরকারের কার্যকলাপের উপর লক্ষ্য রাখিবার জন্য ব্যবস্থা [illegible] উল্লিখিত অধিকার সংরক্ষণ পরিবর্তে ভারত সরকারের হস্তক্ষেপের আবশ্যকতা দেখা দিয়াছে কারণ, পূর্ব বঙ্গের হিন্দুদের বাস্তুত্যাগে যে পরিমাণে ভারত ইউনিয়ন বিব্রত হইতেছে এবং ভারতে মুসলমানদের এরূপ পরিষ্ঠ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়রূপে বিরাজ করিতেছে। এইরূপ একটী পরিস্থিতির সহিত পূর্ব বঙ্গ সরকারের শাসন ব্যবস্থাকে অপেক্ষাকৃত সহযোগিতা করিতে হইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে কেবলমাত্র ঢাকায় ভারতের ডেপুটী হাইকমিশনারের পদ স্থাপন করিলেই যথেষ্ট হইবে না। সার্থক সহযোগিতার জন্য পূর্ব বঙ্গের শাসন ব্যবস্থায় হিন্দুদের গ্রহণ করিতে হইবে এবং ইহার জন্য সর্বাগ্রে আবশ্যক পূর্ব বঙ্গ হইতে যে সকল সরকারী কর্মচারী ভারত ইউনিয়নে চলিয়া আসিয়াছেন তাঁহাদের পূর্ব বঙ্গের সরকার কর্তৃক পুনর্বহাল গ্রহণ করা। যদি পূর্ব বঙ্গ সরকার এই ব্যবস্থায় সম্মত হন তাহা হইলে অবশ্যই ভারত সরকার পূর্ব বঙ্গের বাস্তু-ত্যাগীদের স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিতে অনুরোধ করিবেন এবং এই সকল বাস্তুত্যাগীদের পূর্ব বঙ্গে পুনর্বসতির ব্যয়ভার ভারত সরকারের সহিত পূর্ব বঙ্গ সরকারকেও বহন করিতে হইবে। সাধারণতঃ পাকিস্থান রাষ্ট্রের রূপ যাহাই হউক না কেন, পূর্ব বঙ্গকে ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলিয়া ঘোষণা করিতে হইবে।

পূর্ব বঙ্গ সরকার, তথা পাকিস্থান, যদি পূর্বনির্দিষ্ট নর্মে ভারতীয় ইউনিয়নের সহিত সহযোগিতা করিতে সম্মত হন, তাহা হইলে আমরা অবশ্যই আশ্বস্ত হইব। কিন্তু পূর্ব বঙ্গ সরকার ইহাতে সম্মত না হইলেও ভারত ইউনিয়নের কর্তব্য রহিয়াছে। সেক্ষেত্রে পূর্ব বঙ্গের সমগ্র হিন্দু সম্প্রদায়ের ১ কোটি ৩০ লক্ষ মানুষের ভারত ইউনিয়নে আসিবার ও ভারতে বসবাস করিবার অধিকার স্বীকার করিতে হইবে এবং তাঁহাদের ভারত ইউনিয়নে স্থায়ীভাবে সংস্থাপিত করিবার দায়িত্ব ভারত সরকারকে অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু পশ্চিম বঙ্গ—তথা ভারত ইউনিয়নের এলাকা হইতে মুসলমানদের যদি পাকিস্থানে চলিয়া না যান, তাহা হইলে পাঞ্জাব ও পশ্চিম পাকিস্থানের উদ্বাস্তুর সহিত এই নূতন ও বিশাল উদ্বাস্তু জনসংখ্যাকে পুনর্বসংস্থাপিত করিতে স্বভাবতই ভারত সরকারকে বিশেষভাবে বেগ পাইতে হইবে। এই অসুবিধা প্রধানতঃ হইবে অর্থের, দ্বিতীয়তঃ জ্ঞানের এবং তৃতীয়তঃ মাথের। বলা বাহুল্য যে ভারতের মুসলমানদের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পাকিস্থান স্বীকৃত হইলে, হিন্দু উদ্বাস্তুদের জন্য স্থান, বাস ও জীবিকা সংগ্রহের সমস্যা অনেকাংশে সহজ হইয়া যায়। কিন্তু পাকিস্থান তাহাতে সম্মত হইবে বলিয়া আমরা অবশ্যই বিশ্বাস করি না এবং মুসলমানদের মধ্যে যাঁহারা ভারতরাষ্ট্রের প্রতি আন্তরিক আনুগত্য প্রকাশ করিয়া ভারতবর্ষের নাগরিকরূপে বসবাস করিতে চান, তাঁহাদের চলিয়া যাইতেও আমরা বলিতে পারি না। আমাদের উদ্দেশ্য কেবলমাত্র হিন্দু উদ্বাস্তুদের পুন-র্বসতির দায়িত্বেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু সেক্ষেত্রেও পাকিস্থানের সহযোগিতা ব্যতীত ভারত রাষ্ট্রের পক্ষে সকল উদ্বাস্তুদের পুনর্বসতির ব্যবস্থা করা সম্ভব নহে। ইতিমধ্যেই বাস্তুহারাদের চাপে পশ্চিম বঙ্গের রেশনপ্রথা ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে এবং পশ্চিম বঙ্গের প্রতি বর্গমাইলে ৭৮০ জন অধিবাসীর অবস্থিতি নূতন করিয়া আরও জনবহুল হইয়া সংক্রামক ব্যাধিবিস্তারের উপক্রম করিতেছে। সুতরাং পূর্ব বঙ্গের বাস্তুহারা হিন্দুদের পুনর্বসতির দায়িত্ব গ্রহণের বিনিময়ে ভারত সরকার স্বাভাবতঃই পাকিস্থানের নিকট ভূমি ও বাস্তু-সরবরাহ দাবী করিতে পারেন। জনাব লিয়াকৎ আলীকে মুখ্যতঃ এবং পৃথিবীর সহিত এই বিষয় সমাধানটী বুঝাইয়া বলিবার আজ সময় হইয়াছে। দেরাদুনে কর্তৃপক্ষ আমাদের এই পরামর্শ গ্রহণ করিলে বুদ্ধিমত্তার কাজ করিবেন বলিয়াই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। যাহাই [illegible] এখনো এইবার ভালো করিয়া

প্রাসঙ্গিক

পণ্ডিত জবাহরলাল

১৯৪৭ সালের আগস্টের প্রথম সপ্তাহে পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু ইংরেজ সৌহার্দ্যের কীর্তনের প্রতিবাদ করে সম্পাদকীয় লিখেছেন। এই সুদীর্ঘ বক্তৃতায় সমস্ত ভারতের সঙ্গে ব্রিটিশ-লিপ্ত অঞ্চলের প্রথা ও আচারের বিশ্লেষণমূলক পরিচয়টুকুর যে অনুপম অভিব্যক্তি আমাদের হয়েছে, তারই পরিচয় আমাদের ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ কাজে আসবে। আজ আমরা পণ্ডিতজীর দীর্ঘজীবন কামনা করছি।

ভারতের আজাদ কীর্তনের বিকাশে পণ্ডিত নেহরুর দান অসামান্য। আমরা যখন কীর্তনের অভিনব রূপ অবলোকন করে বেদনায় কণ্টকিত অন্তরে নিজ নিজ কারাকক্ষে অবস্থান করছিলাম, তখন সংবাদপত্রে পড়লাম কীর্তনের [illegible] ভারতের [illegible] ও [illegible] কীর্তনের [illegible] ও [illegible] কীর্তনের [illegible] ও [illegible] কীর্তন

ইহার ফলে মূলধনের অধিকতর সৃষ্টি হইবে, অথচ ইহার দ্বারা ক্রয়ক্ষমতার যে বৃদ্ধি হইবে তাহা মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি করিবে না। বিদেশ হইতে যে-সকল বস্তুপাতি আমদানি করিতে হইবে সেগুলির পরিমাণ আমরা সীমিত করিয়া দিতে পারি। তাহা ছাড়া, বিদেশ হইতে আমদানি করিবার জন্য যে-সকল বস্তুপাতি ও কাঁচামাল আমাদের প্রয়োজন হইবে সেগুলির মূল্য আমরা রপ্তানি বৃদ্ধি করিয়া সংগ্রহ করিতে পারি। এই সকল কারণে আমরা মনে করি যে, বৈদেশিক মূলধনের সাহায্য লইয়া আমাদের শিল্পোন্নয়নের ব্যবস্থা করা উচিত।

ভারতের ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে প্রবেশ

অর্থমন্ত্রালয়ের বিবেচনাধীন খসড়া পালনের যে-সকল বিষয়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিরোধিতা করিয়াছে, তাহার মধ্যে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে প্রবেশের পথে কতকগুলি বাধা-নিষেধের প্রস্তাব আমাদের মনে হয় অন্যতম। ভারতের আর্থিক ক্ষেত্রের কার্যকলাপের উপর কড়া নজর রাখিবার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের যে-সকল ক্ষমতা এবং ব্যবস্থা রহিয়াছে পাশ্চাত্যের কোনও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের এবং অন্যান্য দেশে আর্থিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে তাহা আমাদের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে নাই। বেশ কিছুদিন পূর্বে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ সাধারণ উদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্রসরকারের উপদেষ্টা রূপে সেখানে যাইবার সময় আমার ভারতে প্রাথমিক ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠার অন্তর্নিহিত সমস্যা সম্বন্ধে সরকারী ঊর্ধ্বতন কর্তাদের সহিত আলোচনা করিবার সুযোগ হইয়াছিল। সেই সময় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষের সহিত আলোচনার ফলে আমার ধারণা হইয়াছিল যে, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বর্তমান ক্ষমতা এবং ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে প্রবেশ সম্বন্ধে তাহার নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা আমাদের দেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার উন্নতির পক্ষে যথেষ্ট হইবে। তাহা ছাড়া, বিদেশী ব্যাঙ্কের ভারতে প্রবেশ সম্বন্ধে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বিরোধিতার কারণও আমার নিকট স্পষ্ট হইয়াছিল। ভারতে বিদেশী ব্যাঙ্কের প্রবেশ সম্বন্ধে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বিরোধিতার কারণ হইল, বিদেশী ব্যাঙ্কের ভারতে প্রবেশের ফলে ভারতীয় ব্যাঙ্কের সহিত তাহাদের প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতার ফলে ভারতীয় ব্যাঙ্কের ক্ষতি হইবে, এই আশঙ্কা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নাই। কিন্তু বিদেশী ব্যাঙ্কের ভারতে প্রবেশের ফলে ভারতীয় ব্যাঙ্কের ব্যবসায়ের ধারা পরিবর্তিত হইবে, এই আশঙ্কা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আছে। বিদেশী ব্যাঙ্কের ভারতে প্রবেশের ফলে ভারতীয় ব্যাঙ্কের ব্যবসায়ের ধারা পরিবর্তিত হইবে, এই আশঙ্কা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আছে। বিদেশী ব্যাঙ্কের ভারতে প্রবেশের ফলে ভারতীয় ব্যাঙ্কের ব্যবসায়ের ধারা পরিবর্তিত হইবে, এই আশঙ্কা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আছে।

আমাদের মনে হয়, ভারতে এখন কি অবিকল অবস্থায় উদ্ভব হইয়াছে যাহাতে আমরা বিদেশী ব্যাঙ্কের প্রবেশ পথ বন্ধ করিবার উপযুক্ত যুক্তিসমূহ খুঁজিয়া পাইব, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। অবশ্য বেসরকারিকরণের ফলে যখন ভারতের অধিকাংশ ব্যাঙ্কের প্রধান কার্যালয় ভারতীয় নিয়ন্ত্রণাধীন হইয়া আসিবার বিষয়ে সকল আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে। বেসরকারি এবং বিদেশী প্রয়োজনে এবং ভারতের জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সঙ্গে ভারতের ব্যাঙ্ক কার্যক্রম সঙ্গতিপূর্ণ করার প্রয়োজন লাভ করিবার আশঙ্কা রহিয়াছে। সেই দিক হইতে বিচার করিলে ভারতীয় ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে প্রবেশ করা সম্বন্ধে যে আশ্বাসের আশঙ্কা এবং সতর্কতার সহিত পদক্ষেপের যৌক্তিকতা অবশ্য আমরা উপলব্ধি করিতে পারি,—কিন্তু এতদসত্ত্বেও ইহার মূলীভূত যুক্তি আমরা কোন প্রকারেই খুঁজিয়া পাই নাই। কার্যিকম্ সম্বন্ধে কার্যকারণের ঠীক ও প্রকাশ আমরা ইতিপূর্বে অনেক আলোচনা করিয়াছি, কিন্তু উহার মূলীভূত একমাত্র সমস্যাটির সমাধান-কল্পে বিদেশী ব্যাঙ্ক হইতে তাহা আমরা বিশেষ কিছু আশা করি না।

ব্যাঙ্কিংয়ের অন্যতম মূল উদ্দেশ্য হইল অপর ব্যাঙ্ক অপেক্ষা অধিকতর লাভজনক ব্যবসায়। ব্যবসায় বিস্তারে প্রবেশ করিবার আলোচনার মধ্যে ঐরূপ মূলধন অবশ্য কি ভাবে সংগৃহীত হইবে তাহা আমরা বিশেষ করিয়া আলোচনা করি নাই। সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচলিত সাধারণ ব্যবসায়ের অপেক্ষা ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ে অধিকতর লাভ হইবে, এই ধারণা সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ আছে। ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ে লাভ করিবার মূল মন্ত্র হইতেছে ব্যবসায়ের বিস্তার। এই ব্যবসায়ের বিস্তার করিতে হইলে ব্যাঙ্কের শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিতে হইবে। ব্যাঙ্কের শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিতে হইলে ব্যাঙ্কের শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিতে হইবে। ব্যাঙ্কের শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিতে হইলে ব্যাঙ্কের শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিতে হইবে।

ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ে লাভ করিবার জন্য যে-সকল বস্তুপাতি ও কাঁচামাল আমাদের প্রয়োজন হইবে সেগুলির মূল্য আমরা রপ্তানি বৃদ্ধি করিয়া সংগ্রহ করিতে পারি। এই সকল কারণে আমরা মনে করি যে, বৈদেশিক মূলধনের সাহায্য লইয়া আমাদের শিল্পোন্নয়নের ব্যবস্থা করা উচিত।

ভারতের ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে প্রবেশ

অর্থমন্ত্রালয়ের বিবেচনাধীন খসড়া পালনের যে-সকল বিষয়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সহিত বিরোধিতা করিয়াছে, তাহার মধ্যে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে প্রবেশের পথে কতকগুলি বাধা-নিষেধের প্রস্তাব আমাদের মনে হয় অন্যতম। ভারতের আর্থিক ক্ষেত্রের কার্যকলাপের উপর কড়া নজর রাখিবার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের যে-সকল ক্ষমতা এবং ব্যবস্থা রহিয়াছে পাশ্চাত্যের কোনও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের এবং অন্যান্য দেশে আর্থিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে তাহা আমাদের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে নাই। বেশ কিছুদিন পূর্বে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ সাধারণ উদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্রসরকারের উপদেষ্টা রূপে সেখানে যাইবার সময় আমার ভারতে প্রাথমিক ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠার অন্তর্নিহিত সমস্যা সম্বন্ধে সরকারী ঊর্ধ্বতন কর্তাদের সহিত আলোচনা করিবার সুযোগ হইয়াছিল। সেই সময় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষের সহিত আলোচনার ফলে আমার ধারণা হইয়াছিল যে, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বর্তমান ক্ষমতা এবং ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে প্রবেশ সম্বন্ধে তাহার নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা আমাদের দেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার উন্নতির পক্ষে যথেষ্ট হইবে। তাহা ছাড়া, বিদেশী ব্যাঙ্কের ভারতে প্রবেশের পক্ষে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বিরোধিতার কারণও আমার নিকট স্পষ্ট হইয়াছিল। ভারতে বিদেশী ব্যাঙ্কের প্রবেশের ফলে ভারতীয় ব্যাঙ্কের সহিত তাহাদের প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতার ফলে ভারতীয় ব্যাঙ্কের ক্ষতি হইবে, এই আশঙ্কা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নাই। কিন্তু বিদেশী ব্যাঙ্কের ভারতে প্রবেশের ফলে ভারতীয় ব্যাঙ্কের ব্যবসায়ের ধারা পরিবর্তিত হইবে, এই আশঙ্কা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আছে। বিদেশী ব্যাঙ্কের ভারতে প্রবেশের ফলে ভারতীয় ব্যাঙ্কের ব্যবসায়ের ধারা পরিবর্তিত হইবে, এই আশঙ্কা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আছে।

আমাদের মনে হয়, ভারতে এখন কি অবিকল অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে যাহাতে আমরা বিদেশী ব্যাঙ্কের প্রবেশ পথ বন্ধ করিবার উপযুক্ত যুক্তিসমূহ খুঁজিয়া পাইব, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। অবশ্য বেসরকারিকরণের ফলে যখন ভারতের অধিকাংশ ব্যাঙ্কের প্রধান কার্যালয় ভারতীয় নিয়ন্ত্রণাধীন হইয়া আসিবার বিষয়ে সকল আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে। বেসরকারি এবং বিদেশী প্রয়োজনে এবং ভারতের জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সঙ্গে ভারতের ব্যাঙ্ক কার্যক্রম সঙ্গতিপূর্ণ করার প্রয়োজন লাভ করিবার আশঙ্কা রহিয়াছে। সেই দিক হইতে বিচার করিলে ভারতীয় ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে প্রবেশ করা সম্বন্ধে যে আশ্বাসের আশঙ্কা এবং সতর্কতার সহিত পদক্ষেপের যৌক্তিকতা অবশ্য আমরা উপলব্ধি করিতে পারি,—কিন্তু এতদসত্ত্বেও ইহার মূলীভূত যুক্তি আমরা কোন প্রকারেই খুঁজিয়া পাই নাই। কার্যিকম্ সম্বন্ধে কার্যকারণের ঠীক ও প্রকাশ আমরা ইতিপূর্বে অনেক আলোচনা করিয়াছি, কিন্তু উহার মূলীভূত একমাত্র সমস্যাটির সমাধান-কল্পে বিদেশী ব্যাঙ্ক হইতে তাহা আমরা বিশেষ কিছু আশা করি না।

ব্যাঙ্কিংয়ের অন্যতম মূল উদ্দেশ্য হইল অপর ব্যাঙ্ক অপেক্ষা অধিকতর লাভজনক ব্যবসায়। ব্যবসায় বিস্তারে প্রবেশ করিবার আলোচনার মধ্যে ঐরূপ মূলধন অবশ্য কি ভাবে সংগৃহীত হইবে তাহা আমরা বিশেষ করিয়া আলোচনা করি নাই। সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচলিত সাধারণ ব্যবসায়ের অপেক্ষা ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ে অধিকতর লাভ হইবে, এই ধারণা সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ আছে। ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ে লাভ করিবার মূল মন্ত্র হইতেছে ব্যবসায়ের বিস্তার। এই ব্যবসায়ের বিস্তার করিতে হইলে ব্যাঙ্কের শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিতে হইবে। ব্যাঙ্কের শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিতে হইলে ব্যাঙ্কের শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিতে হইবে। ব্যাঙ্কের শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিতে হইলে ব্যাঙ্কের শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিতে হইবে।

ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ে লাভ করিবার জন্য যে-সকল বস্তুপাতি ও কাঁচামাল আমাদের প্রয়োজন হইবে সেগুলির মূল্য আমরা রপ্তানি বৃদ্ধি করিয়া সংগ্রহ করিতে পারি। এই সকল কারণে আমরা মনে করি যে, বৈদেশিক মূলধনের সাহায্য লইয়া আমাদের শিল্পোন্নয়নের ব্যবস্থা করা উচিত।

ভারতের ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে প্রবেশ

অর্থমন্ত্রালয়ের বিবেচনাধীন খসড়া পালনের যে-সকল বিষয়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সহিত বিরোধিতা করিয়াছে, তাহার মধ্যে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে প্রবেশের পথে কতকগুলি বাধা-নিষেধের প্রস্তাব আমাদের মনে হয় অন্যতম। ভারতের আর্থিক ক্ষেত্রের কার্যকলাপের উপর কড়া নজর রাখিবার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের যে-সকল ক্ষমতা এবং ব্যবস্থা রহিয়াছে পাশ্চাত্যের কোনও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের এবং অন্যান্য দেশে আর্থিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে তাহা আমাদের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে নাই। বেশ কিছুদিন পূর্বে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ সাধারণ উদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্রসরকারের উপদেষ্টা রূপে সেখানে যাইবার সময় আমার ভারতে প্রাথমিক ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠার অন্তর্নিহিত সমস্যা সম্বন্ধে সরকারী ঊর্ধ্বতন কর্তাদের সহিত আলোচনা করিবার সুযোগ হইয়াছিল। সেই সময় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষের সহিত আলোচনার ফলে আমার ধারণা হইয়াছিল যে, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বর্তমান ক্ষমতা এবং ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে প্রবেশ সম্বন্ধে তাহার নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা আমাদের দেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার উন্নতির পক্ষে যথেষ্ট হইবে। তাহা ছাড়া, বিদেশী ব্যাঙ্কের ভারতে প্রবেশের পক্ষে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বিরোধিতার কারণও আমার নিকট স্পষ্ট হইয়াছিল। ভারতে বিদেশী ব্যাঙ্কের প্রবেশের ফলে ভারতীয় ব্যাঙ্কের সহিত তাহাদের প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতার ফলে ভারতীয় ব্যাঙ্কের ক্ষতি হইবে, এই আশঙ্কা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নাই। কিন্তু বিদেশী ব্যাঙ্কের ভারতে প্রবেশের ফলে ভারতীয় ব্যাঙ্কের ব্যবসায়ের ধারা পরিবর্তিত হইবে, এই আশঙ্কা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আছে। বিদেশী ব্যাঙ্কের ভারতে প্রবেশের ফলে ভারতীয় ব্যাঙ্কের ব্যবসায়ের ধারা পরিবর্তিত হইবে, এই আশঙ্কা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আছে।

আমাদের মনে হয়, ভারতে এখন কি অবিকল অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে যাহাতে আমরা বিদেশী ব্যাঙ্কের প্রবেশ পথ বন্ধ করিবার উপযুক্ত যুক্তিসমূহ খুঁজিয়া পাইব, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। অবশ্য বেসরকারিকরণের ফলে যখন ভারতের অধিকাংশ ব্যাঙ্কের প্রধান কার্যালয় ভারতীয় নিয়ন্ত্রণাধীন হইয়া আসিবার বিষয়ে সকল আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে। বেসরকারি এবং বিদেশী প্রয়োজনে এবং ভারতের জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সঙ্গে ভারতের ব্যাঙ্ক কার্যক্রম সঙ্গতিপূর্ণ করার প্রয়োজন লাভ করিবার আশঙ্কা রহিয়াছে। সেই দিক হইতে বিচার করিলে ভারতীয় ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে প্রবেশ করা সম্বন্ধে যে আশ্বাসের আশঙ্কা এবং সতর্কতার সহিত পদক্ষেপের যৌক্তিকতা অবশ্য আমরা উপলব্ধি করিতে পারি,—কিন্তু এতদসত্ত্বেও ইহার মূলীভূত যুক্তি আমরা কোন প্রকারেই খুঁজিয়া পাই নাই। কার্যিকম্ সম্বন্ধে কার্যকারণের ঠীক ও প্রকাশ আমরা ইতিপূর্বে অনেক আলোচনা করিয়াছি, কিন্তু উহার মূলীভূত একমাত্র সমস্যাটির সমাধান-কল্পে বিদেশী ব্যাঙ্ক হইতে তাহা আমরা বিশেষ কিছু আশা করি না।

ব্যাঙ্কিংয়ের অন্যতম মূল উদ্দেশ্য হইল অপর ব্যাঙ্ক অপেক্ষা অধিকতর লাভজনক ব্যবসায়। ব্যবসায় বিস্তারে প্রবেশ করিবার আলোচনার মধ্যে ঐরূপ মূলধন অবশ্য কি ভাবে সংগৃহীত হইবে তাহা আমরা বিশেষ করিয়া আলোচনা করি নাই। সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচলিত সাধারণ ব্যবসায়ের অপেক্ষা ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ে অধিকতর লাভ হইবে, এই ধারণা সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ আছে। ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ে লাভ করিবার মূল মন্ত্র হইতেছে ব্যবসায়ের বিস্তার। এই ব্যবসায়ের বিস্তার করিতে হইলে ব্যাঙ্কের শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিতে হইবে। ব্যাঙ্কের শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিতে হইলে ব্যাঙ্কের শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিতে হইবে। ব্যাঙ্কের শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিতে হইলে ব্যাঙ্কের শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিতে হইবে।

ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ে লাভ করিবার জন্য যে-সকল বস্তুপাতি ও কাঁচামাল আমাদের প্রয়োজন হইবে সেগুলির মূল্য আমরা রপ্তানি বৃদ্ধি করিয়া সংগ্রহ করিতে পারি। এই সকল কারণে আমরা মনে করি যে, বৈদেশিক মূলধনের সাহায্য লইয়া আমাদের শিল্পোন্নয়নের ব্যবস্থা করা উচিত।

ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস : ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিংস, ক্লিভল্যান্ড স্কো., কলিকাতা

অনুমোদিত মূলধন		২,০০,০০,০০০৲ টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন		৫০,০০,০০০৲ টাকা
সংরক্ষিত তহবিল	...	২৯,০০,০০০৲ টাকার উর্ধ্বে

সম্পূর্ণ ভারতীয় পরিচালনাধীনে আধুনিকতম ব্যাঙ্কিং এবং বৈদেশিক বিনিময় সম্পর্কিত সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা প্রদান করিয়া থাকে। দেশীয় ব্যবসায়ীদের মধ্যে "ক্যালকাটা ন্যাশনাল" একটি পরিচালনী প্রতিষ্ঠান। "ক্যালকাটা ন্যাশনালে" সঞ্চয় অর্থ সুরক্ষিত থাকে। ইহা সুবিধা ও নিরাপত্তার এই দুই-এর বৈশিষ্ট্য। অন্য যেকোনো ব্যাঙ্কের সহিত ব্যবসায়ে "ক্যালকাটা ন্যাশনাল" একটি পরিচালনী প্রতিষ্ঠান।

ব্যাঙ্কের সকল শাখাতেই কারেন্ট ও সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউন্ট খোলা হইয়া থাকে। সেভিংস ব্যাঙ্কের জমা টাকার উপর শতকরা ২½ টাকা হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। এক বৎসরের জন্য স্থায়ী আমানত গ্রহণ করা হয় ও শতকরা ৩½ টাকা হিসাবে সুদ দেওয়া হয়।

অন্যান্য বিভিন্ন বিষয়ের জন্য সকল দেওয়া হইলে আমাদের স্থানীয় শাখার সহিত হিসাব করা যায়।

"ক্যালকাটা ন্যাশনালে" আপনার একটি একাউন্ট রাখুন।

সংবাদলিপি

লণ্ডন

ট্রেনযোগে ভয়লাভে ব্রিটেনে আলু—মার্শাল পরিকল্পনায় কাজ দ্রুততালে সম্পাদিত হইবার আশা—ব্রিটেনে মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার পরিবর্তন—সেপ্টেম্বর মাসে ব্রিটেনের রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি।

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

লণ্ডন, ৩১ অক্টোবর—প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের অপ্রত্যাশিত ভয়লাভে এখানে সকলেই বিস্মিত হইয়াছেন। যে এই অবসরে প্রেসিডেন্টের সকল ব্যবস্থাই সমর্থন করিয়াছেন, আবার ট্রুম্যানের পরাজয় হইলে রিপাব্লিকান দল কি নূতন নীতি গ্রহণ করিত, তাহার কোন স্থির সম্ভাবনা ছিল না। ট্রুম্যান পুনর্নির্বাচিত হইবার পরে সকলেই আশা করিতেছেন যে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি সম্বন্ধে কোন নীতিরই হেরফের কোন পরিবর্তন হইবে না। তিনি যদি আর কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই বিদেশের অনেক উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিযুক্ত করিতেন, তবে মার্শাল পরিকল্পনা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে শান্তিপ্রচারের সমস্যা—সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা কিরূপ ভেমোক্র্যাটিক দলের সভাপতি মার্শাল পরিকল্পনার কাজ আরও ত্বরান্বিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

ব্রিটেনে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির একবিধ তালিকা মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা হইত, তাহার পরিবর্তন যখন করা হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। একবিধ তালিকা উৎপাদন হইতে উহার বিক্রয় পর্যন্ত কোন্ কোন্ স্তরে মূল্য নির্দ্ধারণ করা হইত, বর্তমানে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, বিভিন্ন শ্রেণীর দ্রব্যের একটি উচ্চতম মূল্য নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং ঐ নির্দ্ধিষ্ট মূল্যের মধ্যে যত বিক্রয় করা হইবে। ফলে যে সব ব্যবসায়ী উপাদানের এবং দ্রব্যের কম খরচে সংগ্রহ করিতে পারিবেন, তাঁহারা তাঁহাদের ব্যবসায়ের উদ্বৃত্ত মূল্য পাইবেন, পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতাদের পক্ষ হইতে দীর্ঘ আলোচনার পর সরকার এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

সেপ্টেম্বর মাসে ব্রিটেনের রপ্তানির পরিমাণ আগষ্ট মাস হইতে ১.৩১ মিলিয়ন পাউণ্ড বৃদ্ধি পাইয়া ২৩৮.২৩ মিলিয়ন পাউণ্ড হইয়াছে; অর্থাৎকে আমদানির পরিমাণ আগষ্ট মাসের ২৭৩.৭২ মিলিয়ন পাউণ্ড হইতে কমিয়া ৩৬৩.৩১ মিলিয়ন পাউণ্ড হইয়াছে। বিশেষজ্ঞ হইতে দেখা যায় যে, এই বৎসরে জুলাই, আগষ্ট, সেপ্টেম্বর এই তিনমাসে ব্রিটেন হইতে রপ্তানিকৃত পণ্যাদির পরিমাণই সবচেয়ে বেশী। রপ্তানিকৃত পণ্যসোটের উপাদি ব্যবসায়ের রপ্তানির পরিমাণই বেশী।

বিশেষজ্ঞ মহলের ধারণা আগামী বৎসরে ব্রিটেনের রপ্তানি বৃদ্ধি করার চেষ্টা বিশেষ সফলতার করিতে পারিবে না। তার উপরেও বিশ্বের ক্রমবর্দ্ধমান ডলার সঙ্কটের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে ব্রিটেনের রপ্তানি বৃদ্ধি পাইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। তাহাড়া সমরোপকরণের জন্য শিল্পক্ষেত্রে অধিক শ্রমিক যোগাড় করা সম্ভব হইবে না। তবে চলতি বৎসরের সঙ্গে তুলনায় ১৯৫৯ সালের রপ্তানির পরিমাণ ১০ ভাগ বেশী ধরা ধরা হইয়াছে তাহা হয় ত সফলতামণ্ডিত হইতে পারে।

ওয়াশিংটন

ট্রুম্যানের বিজয়ে বিভক্ত রিপাব্লিকান দল—ট্রুম্যানের অপ্রত্যাশিত জনপ্রিয়তা—স্বর্ণ আমদানি সম্পর্কে মন্তব্য—যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত।

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

ওয়াশিংটন, ৩১ অক্টোবর—প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের অপ্রত্যাশিত বিজয় লাভে রিপাব্লিকান দল। রিপাব্লিকান দল বিশ্বাস ছিল যে, তাহারা এইবার অবশ্যই আসন গ্রহণ করিবে এবং ডিউইকে হোয়াইট হাউসে বসাইবে। তাহাদের এই অতি-আশাবাদী মনোভাব এবং ডিউইর বক্তৃতায় তাঁহার কার্যকলাপের অসম্পূর্ণতা ডিউইর পরাজয়ের প্রধান কারণ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। অপরদিকে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান তাঁহার প্রত্যেকটি বক্তৃতায় পরিষ্কারভাবে বলিয়াছেন যে, তিনি ক্ষমতায় নির্বাচিত হইলে কি নীতি গ্রহণ করিবেন। এই স্পষ্টবাদিতা দেশ পরায় তাঁহাকে পুরস্কৃত করিয়াছে। তাহাড়া সমরোপকরণ বেসরকারী ব্যবসায়ীদের হাতে ফিরিয়া দেওয়ার ব্যাপারে ও বিভিন্নশ্রেণীর তাঁহার সহিত সহযোগিতা করিয়াছিলেন। রিপাব্লিকান দল ট্রুম্যানের বিরুদ্ধে এতদিন প্রচার করিয়া আসিতেছিল যে, তিনি ঘটনাচক্রে প্রেসিডেন্ট হইয়াছেন। কিন্তু এই নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান তাহাদের ভুল প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। ট্রুম্যান বক্তৃতায় যে অগ্নিপ্রসাদ অর্জন করিয়াছেন, তাহার সহিত এখন অতি কিছু যুক্তরাষ্ট্রের কাহারও সহিত তুলনা করা চলে না। তিনিই এইবার যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক নেতৃত্ব গ্রহণ করিবেন বিষয়ে নিঃসন্দেহ এবং সমরক্ষেত্রে তিনি প্রাথমিক রাজনৈতিক নেতৃত্ব আর অধিকার না।

যুক্তরাষ্ট্রে স্বর্ণ আমদানি সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত হইতে আশঙ্কা উঠিতেছে: অনেক বিশেষজ্ঞের মতে যুক্তরাষ্ট্রে প্রচুর স্বর্ণ আমদানির ফলে যুক্তরাষ্ট্রের মুদ্রা স্ফীতি বৃদ্ধি পাইতেছে। অথচ যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাঙ্কগুলিতে যখন প্রচুর স্বর্ণ মজুত আছে তখন বাহির হইতে এইরূপ স্বর্ণ আমদানির কোন প্রয়োজন নাই। অনেকে আবার যুক্তরাষ্ট্র যাহাতে স্বর্ণমান গ্রহণ করে তাহার জন্য আন্দোলন করিতেছে। কিন্তু স্বর্ণমানের মত ভালই যাহুক, বর্তমানে পৃথিবীর আর্থিক অবস্থায় স্বর্ণমান গ্রহণ করা বিপজ্জনক। কারণ, বিশ্বের সমস্ত দেশগুলি স্বর্ণমূল্য মজুত করিবার চেষ্টা করিবে এবং সেরূপ অবস্থায় আর্থনৈতিক জগতে সাংঘাতিক বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে। ১৯৫৮ সালে ফ্রান্সের স্বর্ণ উৎপাদনের পরিমাণ ১৯৫৭ সালের তুলনায় প্রায় শতকরা ১১ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। খনিজাত উৎপাদন প্রচেষ্টা ছাড়াও আন্তর্জাতিক সাহায্যের ফলেই স্বর্ণ উৎপাদন এইভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

গত তিন মাসে ভিন্নিপেগের যে মূল্যসূচক প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, যুক্তরাষ্ট্রের ভিন্নিপেগের মূল্যের বিশেষ কোন হ্রাস বৃদ্ধি না ঘটিলেও ঘর সামান্য কমিয়াছে। বুরো অব লেবর ষ্ট্যাটিস্টিক্স হইতে প্রকাশিত বিশ্বস্ত হইতে জানা যায় যে, আগষ্ট মাসে ভিনিপেগের মূল্যসূচক যেখানে ছিল ১৬৩.৫ সেখানে সেপ্টেম্বর মাসে হইয়াছে ১৬৩.৫। এখন কথিতের মজুরী বৃদ্ধি পাইবে কি কমিবে তাহা বলা শক্ত, কারণ জুলাই মাস হইতে আগষ্ট মাসে ভিনিপেগের মূল্য বৃদ্ধি পায়, কিন্তু আগষ্ট সেপ্টেম্বর মাসে সমান হ্রাস পাইয়াছে। সেইজন্য মজুরীর হার কোন দিকে তাহা এখনই নির্ণয় করা শক্ত। এক মাসে হ্রাস পাইলে পর মাসে তাহা বৃদ্ধি পায়, আবার এক মাসে বৃদ্ধি পাইলে পরের মাসে উহা হ্রাস পায়। ফেডারেল রিজার্ভ বোর্ড প্রকাশ্যভাবে স্বীকার করিয়াছে যে, বোর্ড দেশের মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করিতে অসমর্থ, কারণ এখনও যথেষ্ট পরিমাণে ঋণ পাওয়া যাইতেছে।

ফেডারেল রিজার্ভ বোর্ডের একজন কর্মকর্তা সম্প্রতি দেশের ব্যবসায়ীদের অবস্থা সম্বন্ধালোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়ে উন্নতি ও অবনতির দুই লক্ষণই সমানভাবে রহিয়াছে; একদিকে যেমন অনসাধারণের আয় বৃদ্ধিতে ও সঞ্চয় বৃদ্ধিতে দীর্ঘস্থায়ী ও মূল্যবান জিনিষ, যেমন মোটর গাড়ী ইত্যাদির উৎপাদনের অনুপাতে চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়াছে, তেমনই অন্যদিকে খাদ্যদ্রব্য ও নিত্য-প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্যের মূল্য হ্রাস পাইতেছে। সরকারী কৃষি বিভাগের অনেক বিশেষজ্ঞের মতে আগামী দুই বৎসরে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়ের খুব ক্ষতি হইবে। তাঁহাদের মতে যুক্তরাষ্ট্রে আগামী বসন্তে বাজার দেখা বিশেষ অসাধারণের ক্রীত বাজারের মাল মূল্যপূর্ণ মূল্য তুলনায় অনেক উর্দ্ধে থাকিবে। তাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বিশিষ্ট অধ্যাপকের মতামতের মুদ্রাস্ফীতির পাকে দেশ নামিয়া আসিয়া পৌঁছিয়াছে। কিন্তু আর একজন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদের মত দেখা যায় যে, ভবিষ্যতে সাধারণ যুক্তরাষ্ট্রের মত 'অতিরিক্ত' হইয়া পড়ার আশঙ্কা থাকায় আগামী এক বৎসরের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে মুদ্রাস্ফীতির বেগ বাড়িয়া বৃদ্ধি পাইবে মাত্র।

দিল্লী

শাসনতন্ত্রের খসড়া লইয়া পরিষদে বিতর্ক—শ্রীযুক্ত অরুণ শুরের তীব্র সমালোচনা—গ্রাম্য পঞ্চায়েত সম্পর্কে ডাঃ আম্বেদকরের মনোভাব গান্ধীজীরমতবাদের বিরোধী—চাকশিত প্রদর্শনী।

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

মঙ্গলবার ১০ই নভেম্বর—এই বৎসরের প্রথম দিকে যখনপরিষদ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিষয় লইয়া ব্যস্ত ছিল এখন বৎসরের শেষে তাহা শাসনতন্ত্র সম্পর্কে বধসরিষদ বাধিয়া উঠিয়াছে। ডাঃ আম্বেদকর শাসনতন্ত্রের খসড়া পেশ করার পর হইতে যে তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে ভারতের শাসনতন্ত্রের মূল সম্পর্কে পরিষদ সদস্যদের চিন্তার ও জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। তবে এ পর্যন্ত যে সব সমালোচনা করা হইয়াছে তাহা হইতে বেশ বুঝা যায় শাসনতন্ত্রের মূল বিষয় সম্পর্কে প্রায় সব সদস্যের সম্মতি রহিয়াছে, তবে আনুষঙ্গিক কয়েকটি ব্যাপার লইয়া পরিষদে বিতর্ক হইতেছে বেশী। পরিষদের সভাপতি এজন্য বলিয়াছিলেন যে, ৩টি প্রশ্ন লইয়া এপর্যন্ত ৩০ জন বক্তা বক্তৃতা করিয়াছেন। আর একটি প্রশ্ন সকল দিক হইতে ভিত্ত—সেই প্রশ্নটি এই যে, এই পরিষদে ভারতের অধিকাংশ জনসাধারণের ভোটের দ্বারা নির্বাচিত নহে বলিয়া এই পরিষদ গঠিত করিয়া দিয়া নূতন পরিষদ গঠন করা উচিত।

ডাঃ আম্বেদকর খসড়া প্রস্তাব পেশ করিবার সময় যে বক্তৃতা করিয়াছেন তাহাতে তিনি সকলের প্রশংসা অর্জন করিয়াছেন, তবে তাঁহার বক্তৃতার অতিমাত্রায় ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ সকলের চোখে একটু বিসদৃশ ঠেকিয়াছে। তাঁর আক্রমণাত্মক ভাষাপূর্ণ বক্তৃতাও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। তবে ডাঃ আম্বেদকরের তীব্রভাষী পঞ্চায়েতের প্রতি অবজ্ঞাসূচক মনোভাবের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বাংলার প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র যে বক্তৃতা করিয়াছেন তাহা বিশেষ কৃতিত্বপূর্ণ হইয়াছে। তিনি তাঁর আক্রমণকে লক্ষ করিয়া বলেন যে, গ্রাম্য পঞ্চায়েত সম্পর্কে গান্ধীজীর যা মনোভাব তাহা অধিকাংশ ভারতবাসীর সমর্থন লাভ করিয়াছে,—এই খসড়া প্রস্তাব প্রসঙ্গে গান্ধীজীর অনুসৃত নীতির বিরোধিতা করা হইয়াছে; তাহা দ্বারা তিনি রাইটার্স সম্পর্কে লেজিস্লেটিভ কাউন্সিলের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বলেন যে, সেখানে কম আয়ের অধিবাসী থাকা সত্ত্বেও ৭টি রাইটার্স রহিয়াছে। শ্রীযুক্ত গুর বলেন, তাহাতে বিহার ছাড়াও বাংলা ইত্যাদি প্রদেশিক ভাষাগুলিকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়া উচিত। কিন্তু বিনিময়প্রথার পরিবর্তে তাঁহার শেষোক্ত উক্তি সম্পর্কে কোন সমর্থন পাওয়া যায় নাই।

পর সপ্তাহে দিল্লীর সমাজতন্ত্রীদলের যে বার্ষিক সম্মেলন হইয়া গিয়াছে তাহাতে সমাজতন্ত্রীদলের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নীতি আর একবার ঘোষণা করা হইয়াছে। সমাজতন্ত্রীদলের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র আশা করেন যে, তাহার সাধারণ কর্মসূচীর কোন পরিবর্তন হয় নাই। কংগ্রেসের সমর্থনে যেসব সমাজতন্ত্রী ও সাম্যবাদীকে সমর্থন করা হইয়াছে, বর্তমানেও তাহা পুনরায় ঘোষিত হইয়াছে। এমন কি আমাদের বর্তমান শাসনতন্ত্রের আমূল পরিবর্তন সাধনের জন্য সমাজতন্ত্রীদল সংগ্রাম করার যে নিয়ম গ্রহণ করিয়াছে তাহাও পুনরায় ঘোষিত হইয়াছে। বিহার সম্পর্কে তিনি বলেন যে, কংগ্রেসের আমলে বিহার যেরূপ পিছাইয়া ও সংস্কৃতিতে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় সংকীর্ণ ছিল, বর্তমানেও তাহাই আছে, কোন পরিবর্তনের চেষ্টা হইতেছে না।

ভারতের শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে একটি বিশেষ উদ্বেগজনক ঘটনা বিহার লাটপ্রাসাদে ভারতীয় চারুশিল্প প্রদর্শনী সরকারের নিকটবিক্রয় ভারতীয় পুরাতন বিভাগের সংগ্রহশালায় এই প্রদর্শনীটির সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়াছেন,—সেই বিভাগে উহারা অন্যান্যদের পাশে। তাছাড়া লাটপ্রাসাদে প্রদর্শনীটির থাকার জন্য অন্যান্যদের লাটপ্রাসাদের অন্যান্যদের প্রবেশ করিবার এই অবাধ সুযোগ পাইবেন। ভারতীয় ইতিহাসের গুরু হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত ভারতের সংস্কৃতির বিভিন্ন ধারা এই প্রদর্শনীতে দেখান হইয়াছে। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে প্রদর্শিত চিত্রাবলীগুলি আনয়ন করা হইয়াছে এবং ইহার প্রদর্শনীর সময় সংখ্যা হাজারেরও বেশী। বিহার জনসাধারণ এই প্রদর্শনী দেখিবার যে সুযোগ পাইলেন তাহা উহার যোগ্য।

বোম্বাই

বোম্বাইতে ভারতের বৃহত্তম বিমান কেন্দ্র নির্মাণের পরিকল্পনা—গ্যাটী ক্রুজ বিমান ঘাঁটিকে ৩ কোটি টাকা ব্যয়ে সম্প্রসারিত করিবার সিদ্ধান্ত—ব্রেজিলে পাট-শিল্প গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা—জাহাজে প্রবেশ পাস কমিশনের কার্য সমাপ্ত।

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

বোম্বাই, ১০ই নভেম্বর—সরকারের অসামরিক বিমান চলাচল বিভাগের প্রতিনিধিদের সহিত ভারতের ৭টি বিমান কোম্পানীর সম্প্রতি যে আলোচনা হইয়াছে তাহাতে স্থির হইয়াছে যে, সান্তাক্রুজ বিমান ঘাঁটিকে ৩ কোটি টাকা ব্যয় করিয়া সম্প্রসারিত করার ব্যবস্থা হইবে। ঐ সম্মেলনে আরও স্থির হইয়াছে যে, বিমান কোম্পানীর অফিস এবং শুল্ক বিভাগের ও সরকারী বিমান বিভাগের অফিস ইত্যাদির জন্য সান্তাক্রুজে ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি বিরাট নূতন বিল্ডিং করা হইবে। নূতন নির্মাণ কাজও ঠিক করা হইয়াছে, তবে নূতন নূতন অত্যাধুনিক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া যতদিন পর্যন্ত বিমান চলাচল বিভাগের কাজ সম্পূর্ণ না হয় ততদিন পর্যন্ত পুরাতন বিল্ডিংটিকে ব্যবহার করা হইবে।

ব্রেজিলে পাট-শিল্প গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা

ব্রেজিলে পাটের চাষ করার চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। কিন্তু ব্রেজিল এখনও পর্যন্ত পাট প্রস্তুত করিতে সমর্থ হয় নাই। তিনি বলেন যে, তাঁহাদের দেশে এমন সব কিছু প্রস্তুত হয় যাহা ভারতে অনেক অবাধ বিক্রয় হইতে পারে। কিন্তু দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্ক কিভাবে গড়িয়া উঠিবে ও কখন গড়িয়া উঠিবে তাহা এখনও বলা শক্ত। বিমান আরোহণের এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে, ব্রেজিলের ভিসিবিমানের মধ্যে প্রায় মুক্তবায়ুর ভিসিবের মধ্যে অনুরূপ। তিনি আরও বলেন যে, ব্রেজিলে যেসব বিদেশী স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে চাহেন, তাঁহাদের প্রতি কোনপ্রকার অবিচার করা হয় না এবং তাহারা ব্রেজিলের অধিবাসী হিসাবে পূর্ণ নাগরিকের সুবিধাদি ভোগ করেন। ব্রেজিলে কোন সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নাই এবং সকলেই আইনের চোখে সমান ব্যবহার পাইয়া থাকেন।

জাহাজে ভিসিবে প্রবেশ পাস সম্পর্কিত কমিশন তাঁহাদের রিপোর্টের কাজ সমাপ্ত করিয়াছেন। কমিশন বোম্বাইতে যে সব সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়াছেন সে সকল সাক্ষ্য উচ্চ বাদের ধরিয়া কমিশনের সভাপতি বসিয়া করিয়াছেন। কমিশন বোম্বাইতে সপ্তাহের ১০০ জন বিশিষ্ট নাগরিক ও সরকারী কর্মচারীর সাক্ষ্য গ্রহণ করিবেন। কমিশনের সভাপতি জাহাজের সকলকে অনুরোধ করেন যে, ঐ কমিশনের কাজের ফলে যে উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছে তাহার অবসানের জন্য সকলেই যেন চেষ্টা করেন এবং তাহাতে সরকার ও জনসাধারণ বোম্বাইয়ের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যে বিশ্বাস গ্রহণ করেন তাহা যেন সকলেই বুঝিতে পারে।

সঙ্কলন

আরও নূতন টেলিফোনের ব্যবস্থা

কলিকাতার টেলিফোন পরামর্শদাতা কমিটির এক বৈঠকে সম্প্রতি স্থির হয় যে, ১৯ জন গ্রাহকপিছু ১ জন হিসাবে ৩ টি নূতন টেলিফোন অফিসের টেলিফোন সংযোগ অবিলম্বে স্থাপন করা হইবে।

বাকপর প্রতিষ্ঠানগুলি সম্পর্কে কমিটি স্থির করেন যে, নূতন অফিস পরিচালনকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রথমে টেলিফোন দেওয়া হইবে। পরে বাকি টেলিফোনগুলি টেলিফোন সংযোগ পাইবে।

উক্ত বৈঠকে আরও স্থির হয় যে, যে সকল অফিসের নিজস্ব গাড়ী এক্সচেঞ্জ রহিয়াছে, টেলিফোনে প্রতি ১০টি এক্সচেঞ্জ লাইনের জন্য একটি হিসাবে টেলিফোন সংযোগ দেওয়া হইবে। তবে নূতন যাহা যোগ করা হইবে তাহা অন্য কোন অফিসটি দুইটির বেশী টেলিফোন সংযোগ পাইবে না।

ঐ বৈঠকে স্থির হয়েছে যে কোন ২৫টি টেলিফোন সংযোগ দেওয়ার প্রশ্নে টেলিফোন পরামর্শদাতা কমিটি ঐ বৈঠকে সুপারিশ করিবেন।

কলিকাতায় ফরেন্সিক টেলিফোন এক্সচেঞ্জের ব্যবস্থা

ফরেন্সিক বিভাগের কর্তৃপক্ষদিগের সহিত মিঃ কি, এ, ডাবের ও মিঃ এ, এফ, ফেনেরী সম্প্রতি টেলিফোন সম্পর্কিত ব্যাপার লইয়া বিশেষজ্ঞের মধ্যে দুই সপ্তাহব্যাপী আলাপ-আলোচনার পর কলিকাতার ফরেন্সিক টেলিফোন এক্সচেঞ্জ স্থাপনের জন্য একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হইয়াছে। মিঃ ব্যারেট ফিটস মোর অফিসের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী। ব্যাপারটি বিভাগের সমস্ত উপর অর্পিত হইয়াছে। মিঃ ফেনেরী বিভাগগুলির ফরেন্সিক টেলিফোন ও ইলেকট্রিক্যাল কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার।

জানা গিয়াছে যে, সম্প্রতি অভিজ্ঞতার ফলে কলিকাতা টেলিফোন ব্যবস্থার যে ত্রুটি হইয়াছে তাহার প্রতিকারকল্পে টেলিফোন এক্সচেঞ্জ স্থাপনে বিলম্ব হইবে না। প্রথমে অনুমান করা হইয়াছিল যে, উক্ত পরিকল্পনাটি কার্যে পরিণত করিতে ৮ কোটি টাকা ব্যয় হইবে।

প্রকাশ, ফরেন্সিক টেলিফোন এক্সচেঞ্জ স্থাপনের সম্পর্কে স্বরাষ্ট্রসচিব প্রভৃতির প্রতিনিধিগণ উক্ত বিশেষজ্ঞদের সহিত আলোচনা করিয়াছেন।

কলিকাতায় জল সরবরাহ

কলিকাতা কর্পোরেশন এবং পশ্চিম বঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগীয় পদস্থ কর্মচারিদের এক যুক্তসভায় কলিকাতার পরিচালন ও অপরিচালন জল সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতিসাধনের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা গৃহীত হয়।

সম্মেলনে উহাও স্থির হয় যে, বর্তমান সময় করিয়া সম্ভবিতরণ অঞ্চলে পরিচালন ও অপরিচালন জল সরবরাহের পৃথক ব্যবস্থা করা হইবে। যদি এই ইহা করিতে পারিলে আশা করা যায়, কলিকাতার অন্যান্য অংশে দৈনিক ৩০ হইতে ৮০ লক্ষ গ্যালন জল বেশী পাওয়া যাইবে।

অবশ্য সম্প্রতি সরকারের বিশেষ কমিটি ১৯৪৩ সালে যে পরিকল্পনা পেশ করিয়াছিলেন, এই পরিকল্পনা সেই ভিত্তিতেই রচিত হইয়াছে। ইহা কার্যে পরিণত করিতে প্রায় ৫৫ লক্ষ টাকা ও দুই কোটি টাকা লাগিবে।

কলিকাতা কর্পোরেশন ইতিমধ্যেই গার্ডেনরীচ ও ৬ মাইলস্থাই পাম্পিং ষ্টেশনে নূতন পাম্প, পাম্প সংস্কার এলাকার অপরিচালন জলের নূতন মূল পাইপ প্রভৃতি, মাইলস্থাই পাম্পিং ষ্টেশনের ফেটি ও সংস্কার পাইপের সম্প্রসারণ ইত্যাদি কাজে হাত দিয়াছেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী পাম্পিং ষ্টেশনে ১৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে দৈনিক ২ কোটি ৪০ লক্ষ গ্যালন জল সরবরাহের উদ্দেশ্যে নূতন সংস্কার প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনাও গৃহীত হইয়াছে। এখন হইলে কলিকাতায় সর্বমোট দৈনিক ৮ কোটি ৫০ লক্ষ গ্যালন জল সরবরাহ করা যাইবে। বর্তমানে গ্রীষ্মকালে জল সরবরাহের পরিমাণ ৬ কোটি গ্যালনের বেশি হয় না।

পশ্চিম বঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের উদ্যোগে উপরিউক্ত সম্মেলন হয় এবং এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রধান কর্মকর্তা মিঃ এ, সি, ব্যানার্জি, স্বাস্থ্য বিভাগীয় প্রধান ইঞ্জিনীয়ার শ্রীপি, সি, বসু, কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রধান ইঞ্জিনীয়ার শ্রী বি, এন, বাসুরী, কলিকাতা ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্টের প্রধান ইঞ্জিনীয়ার মিঃ ডব্লিউ, এইচ, প্রোভার, শ্রী পি, কি, বোস এবং স্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টর—ডাঃ এ, সি, চ্যাটার্জি।

কলিকাতায় রোগের আশঙ্কা

কলিকাতা সহরে রোগের প্রাদুর্ভাবের আশঙ্কা সম্পর্কে কলিকাতা কর্পোরেশনের অ্যাসিমিলেটিভ অফিসার ডাঃ এন, এন, রায় জানাইয়াছেন যে, কলিকাতা কর্পোরেশনে পশ্চিম বঙ্গ সরকার ও রাজ্য মিউনিসিপ্যালিটি সংযোগে একটি রোগ নিবারণী পরিকল্পনা প্রায় সমাপ্ত হইতে চলিয়াছে।

পরিকল্পনানুসারে দুই মাসের জন্য বসা কলিকাতা অঞ্চলটিতে রোগ প্রতিষেধের ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে। এই পরিকল্পনার আনুমানিক ৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। রোগ প্রতিষেধের জন্য যে সব পন্থা অবলম্বন করা হইবে তাহার মধ্যে বিভিন্নিবিষের ব্যবস্থাগুলি প্রধান। বসা টিকা দেওয়া, অধিক অধিবাসীর অধ্যুষিত অঞ্চলে টিকা দেওয়া, রোগীকে আলাদা রাখার ব্যবস্থা, রোগের টিকা, প্রয়োজনমূলক কাজ, বাড়ীঘর পরিষ্কার করা এবং রোগীর চিকিৎসা।

আশা করা যায় যে, পরবর্তী দুই মাসের জন্য পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্য কলিকাতা কর্পোরেশন সহরের এক তৃতীয়াংশ ব্যয় করিবেন।

বর্তমান বৎসরের প্রথম ছয় মাসে এই রোগ প্রাদুর্ভাবের ফলে কলিকাতা সহরের জন্য ৩৫ হাজার সরকারের অবস্থানকারী বিভাগের একজন অফিসারের পরিচালনাধীনে ৩৫ টি করা ইন্সটিটিউট অব হাইজিন অ্যাণ্ড পাবলিক হেল্থ সহরে কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ প্রায়ের সাথে কার্যকারী নিযুক্ত রাখিয়াছেন

চৌদের জন্য সরকারী সাহায্য

পশ্চিম বঙ্গ সরকার বর্তমান বৎসরে নূতন পরিকল্পনা পূর্ণোদ্যমে অধিক সাহায্য চৌদকে দান দিবেন। চৌদের জন্য যাহারা সরকারী সাহায্যপ্রার্থী, তাহাদের নিম্ন লিখিত ৯ দফা বিবরণাদি জানাইয়া এক দিবসের মধ্যে নিকট আবেদন করিতে হইবে। যাহারা পূর্ব বছরে সরকারী দান পাইয়াছেন, তাহাদের এই সব তথ্য জানাইয়া নূতন করিয়া আবেদন দিতে হইবে:—

১। চৌদের নাম, ঠিকানা, গ্রাম থানা/মহকুমা/জেলা ও অধিকারীর নাম।

২। বর্তমান অধ্যাপক বা অধ্যাপকগণের (ক) নাম (খ) উপাধি (গ) শ্রেণী পাঠের

৩। অধ্যাপনার বিষয়ের তালিকা।

৪। ছাত্রসংখ্যা : (১) অধ্যাপকের আন্ডারে, (২) অন্যান্য।

৫। গত পাঁচ বৎসরের ঘরে ও উপাধি পরীক্ষার ফল—ছাত্র ও বিষয়ের নাম।

৬। ছাত্র সাহায্য বা বৃত্তি: (ক) সরকার প্রদত্ত (খ) মিউনিসিপ্যালিটি বা জিলাবোর্ড প্রদত্ত, (গ) অন্যান্য।

সরকারী ছুটির দিন হ্রাস

জানা গিয়াছে, ১৯৪৯ সালে সরকারী ছুটির সংখ্যা কমাইয়া ৩৫ দিন করা হইবে। বর্তমানে ছুটির দিনের এই সংখ্যা ধরিয়া ৩৯ দিন।

বিগত অনুমানে ১৯৪৯ সালে হিন্দুদের ১২টি, মুসলমানদের ৯টি এবং খ্রীষ্টানদের ৬টি পর্ব উপলক্ষে সরকারী ছুটি থাকিবে। ইহা ছাড়া রবিবার সাপ্তাহিক ছুটি-দিবস, বেতনাদি ছুটি-দিবস এবং গ্রীষ্মাবকাশ দিবস উপলক্ষে ছুটি থাকিবে। হিন্দুদের পর্ব উপলক্ষে ১২ দিন ছুটি ছাড়া দুর্গা পূজা উপলক্ষে আরও চারদিন সরকারী ছুটি থাকিবে। প্রতি জেলায় বৎসরে অতিরিক্ত তিন দিন স্থানীয় ছুটি গণিয়া ধরা হইবে। কিন্তু সরকারী কর্মচারীদের "ক্যাজুয়াল লীভের" সংখ্যা আরও পাঁচটি বাড়াইয়া দেওয়া হইবে। বর্তমানে এগুলি ছুটির সংখ্যা বৎসরে ১০ দিন এবং সরকারী বন্ধুবাসরে ১৫ দিন। বছরে রবিবার বা অন্যান্য ছুটির সঙ্গে একাদিক্রমে পাঁচ দিন পর্যন্ত "ক্যাজুয়াল লীভ" ভোগ করা চলিবে বলিয়াও স্থির করা হইয়াছে।

পশ্চিম বঙ্গ সরকারের গ্রন্থ লঙ্গর

জানা গিয়াছে যে, গত সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমার্ধে এক সপ্তাহের অধীনে ১১৯টি ব্যাক্তিগত ও ১৭টি প্রতিষ্ঠান তল্লাশ কেন্দ্র পরিচালিত হইয়াছে।

ঐ সময়ের মধ্যে ১৪টি ক্ষেত্রে বন্ধুত্বই এবং তালা বন্ধ হইয়াছিল, ৫খানে ১৪টি ক্ষেত্রে অর্থ-লঙ্গরের বন্ধুকক্ষের ফলে এবং ৭টি ক্ষেত্রে অন্যভাবে বিভাগ নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে। অন্যান্য ৭টি ক্ষেত্রে মীমাংসার জন্য আলাপ-আলোচনা চলিতেছে।

ঐ সময়ের মধ্যে ফেরার কর্তব্যরত আইনানুযায়ী ৪৭৯টি মামলা আদালতে বিচারাধীন ছিল; তন্মধ্যে ১৯৯টি মামলার বিচার হইয়া গিয়াছে, ১০৭টি মামলায় অপরাধীদের শাস্তি হইয়াছে, ২টি ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ব্যক্তিরা মুক্তি পাইয়াছে। অতিরিক্ত মামলা মোট ১৯৮৭ টাকা আদায় হইয়াছে।

ঐ সময়ের মধ্যে ১৭টি প্রমিক সঙ্ঘ রেজেষ্ট্রীকৃত হইয়াছে, উক্ত সঙ্ঘগুলির মোট সভ্য সংখ্যা ৬৯৭২।

দুর্নীতি দমনে পশ্চিম বঙ্গ সরকার

১৯৬৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসের শেষ দুই সপ্তাহে পশ্চিম বাংলার দুর্নীতিদমন বিভাগ ৫২৯টি ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে তদন্তের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তদন্তের বিবরণে এই সকল অভিযোগসমূহের পরিমাণ নিম্নরূপ :—

দ্রব্য	পরিমাণ
ধান ও চাউল	৪,১৪১ মণ
চাউলজাত দ্রব্য	৭ ,,
গম ও গমজাত দ্রব্য	১৩১ ,,
কেরোসিন তৈল	৮৭ গ্যালন ৬ ব্যারেল ৩৭ টিন ৩ ড্রাম
সরিষার তৈল	৭৪ মণ
সিমেন্ট কাগজ	১,৫৭৯ টি
পাটের কাপড়	১,৩৯৯ গজ ১ পীস ১৮ থান
তাঁতের কাপড়	১৯৮ গজ
বৈদেশী পোষাক	১ টি
বোতল মদ	১৫ বন্ধ ৬ ৫৮০
ছোটখোলা টিন	৪ ডালি ও ১২১ থালা
সিগেরেট	৪৭ বক্স
সেলাই ও ইস্পাত	২ টন
কয়লা	১২ মণ
আলানী কয়লা	৩৩ মণ
লোহিয়াম সাইট্রেট	১,০০০ পাউণ্ড
পেরেক	১৮ সের
লবণ	২৫ সের
বাসনপত্র	১ টিন
মোটা শ্যাম	৫/৪ সের
সাগু	৪ সের
ছাতার কাপড়	১৯ গজ
মূল্যবান ধাতু	১৭ গ্রাম
বিড়ি	৭৯৫টি
কাগজের চুরি	৫০৩টি
ঘর	৩০ কক্ষ
লোহার কড়াই	২৯৯ খানের
মোটর গাড়ীর সরঞ্জাম	১৮ টি

এতদ্ভিন্ন এই সময়ের মধ্যে পুলিসকে মূল্য বিষয়ে একটি ঘটনার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে এবং মজুত তদন্ত-বিভাগের কর্মচারীদের অভিযানে কলিকাতা ও শহরতলীতে ৫০ স্থানে আক্রমণ চালাইয়া মালপত্রের একটি ফর্দ্দ তালিকা প্রস্তুত করা হইয়াছে। মোটরযোগে মাল বিক্রয়ের অভিযোগও তদন্তাধীন রহিয়াছে।

আলুকলার চাউলের অগ্নিমূল্য

অত্যাবশ্যকীয় আলুকলার চাউলের মূল্য বৃদ্ধি পাইতেছে। পুরাতন চাউল প্রতি মণ ৩০ টাকা ও আটশ চাউল প্রতি মণ ৫৭ টাকায় বিক্রয় হইতেছে। অধিকন্তু বাজারে চাউল মেলা ভার এবং প্রতিদিনই ১০-৫ করিয়া মূল্য বৃদ্ধি পাইতেছে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, গত ১৩৭০ সালের দুর্ভিক্ষের সময়ও আলুকলার চাউলের মূল্য ৩০ টাকার উপরে উঠে নাই। বিপুল চাহা উদ্বৃত্ত অঞ্চল। মৃত পূর্ব সময়ে (১৯৫৭—৫৮ ইং) বন্যাগতি হই আনা মূল্য দিয়া চাউল বিপুল পরিমাণে বাহিরে চালান দেওয়ার প্রথা ছিল। সেই বিবেচনা হইতে দেখা যায়, এবারও সমর বিভাগে চাউলের মূল্য মণে ২৫০৲ টাকা ধরা আয় হইত। অর্থাৎ প্রায় ১২,১০০ মণ চাউল পরিমাণ বন্ধানি হইত। বর্তমানে চাউল রপ্তানি বন্ধ আছে। কিন্তু চাউলের মূল্য দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। ব্যোমাকারবারিগণ কর্তৃক প্রচুর চাউল পাচিকরণের রপ্তানিই মূল্য বৃদ্ধির প্রধান কারণ বলিয়া মনে হয়।

ভারত ইউনিয়নে চন্দননগর

সম্প্রতি চন্দননগর পালন পরিষদের এক বৈঠকে চন্দননগরের ভারত ইউনিয়নে যোগদানের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। পালন পরিষদ আশা করেন যে, পাঁচাই ভারত সরকার এই বিষয়ে একটা ফয়সালায় সিদ্ধান্তে পৌঁছিবেন। এই সময়ের মধ্যে ভারত সরকার কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করিলে পালন পরিষদ বর্তমান অবিবেচনের শেষ দিনে এই সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন।

কনোডোর চক্রবর্তীর নূতন সম্মান

কনোডোর এইচ. সু আমাদী ১৭ই নভেম্বর বোম্বাই-এ পৌঁছিয়া ভারতীয় প্রথম নৌসেনাপতির সহকারীর পদ গ্রহণ করিবেন। ঐ পদে বর্তমানে কনোডোর এ. চক্রবর্তী নিযুক্ত আছেন। কনোডোর চক্রবর্তী বিলাতে যাইয়া নূতন ভারতীয় যুদ্ধ জাহাজ ব্রহ্মপুত্রের পরিচালনা ভার গ্রহণ করিবেন। তিনি ক্যাপ্টেন ক্যাপ্টেনও নিযুক্ত হইবেন। অর্থাৎ তিনি তিনটি ভারতীয় ক্যাপ্টেনই তুলনা পরিচালনা করিবেন। ভারতীয় নৌ-বাহিনীতে এইরূপ বিন্যাস পূর্বে আর হয় নাই।

বাংলাদেশের নূতন ইতিহাস

বম্বাই এশিয়াটিক সোসাইটি প্রাচীন-কাল হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত বাংলা দেশের বিস্তারিত ইতিহাস সঙ্কলন করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

পুস্তকখানির নাম হইবে "বাংলার সমগ্রী ইতিহাস" (সেটার বিষ্ণু অভ্ বেঙ্গল) এবং উহা তিন খণ্ডে সমাপ্ত হইবে। আশা করিয়াছে যে, পশ্চিম বঙ্গ সরকার ইহার বিভিন্ন খণ্ড এক করিতে সমত হইয়াছেন।

প্রকাশ যে, ব্রিটিশ মিউজিয়াম হইতে মূল পারসিক ভাষায় লিখিত এবং ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে দিল্লি জনৈক মানুষের উদ্যোগে অনূদিত "তারিখ-ই-বাঙ্গলা" অথবা "মিরিজিয়ান হিষ্ট্রি অব বেঙ্গল" নামের প্রাচীন ও নির্ভরযোগ্য পাণ্ডুলিপিখানি আনিয়া দেখেই এই কাজ শুরু হইবে। সর্ব জার্জিন যখন ভারতবর্ষের বড় লাট ছিলেন তখন এই পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় এবং "জার্জিন সংগ্রহ" নামে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে উহা পাঠান হয়। এখন এশিয়াটিক সোসাইটির অনুরোধক্রমে উহা তাঁহাদের ব্যবহারের জন্য সাময়িকভাবে দেওয়া হইতেছে।

প্রস্তাবিত পুস্তকখানির প্রধান সম্পাদক হইবেন বিখ্যাত ঐতিহাসিক স্যার যদুনাথ সরকার।

ভারতে প্রবেশের পারমিট

পাকিস্তানবাসীর ভারতে আসন ও তাহার তাঁহাদের চলাফেরা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ১৯৬৮ সালের "পাকিস্তানী লোকজন (নিয়ন্ত্রণ) অর্ডিন্যান্স জারী করিয়াছেন।" ইহা অধিকতর স্পষ্ট করিয়া বলা হইবে :

উক্ত অর্ডিন্যান্সে বলা হইয়াছে যে, নিম্নোক্ত সর্ত পূরণ করিয়া পাকিস্তানের কোন স্থান হইতে কোন ব্যক্তি প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে ভারতে প্রবেশ করিতে পারিবেন না :—

সর্ত

(ক) পারমিট থাকিতে হইবে।

(খ) কোন ব্যক্তি ভারত অথবা পাকিস্তানের অধিবাসিনী না হইলে তাহার নিকট ১৯৭০ সালের ভারতীয় পাসপোর্ট আইন অনুযায়ে আইনসঙ্গত পাসপোর্ট থাকিতে হইবে।

(গ) অর্ডিন্যান্সের মূল ধারা অথবা ইহার বিধানাবলীর কোন বিধান অনুসারে পারমিট গ্রহণ হইতে কোন ব্যক্তিকে অব্যাহতি দেওয়া হইলে তাঁহার পারমিট না থাকিলেও চলিবে।

ইহাও উল্লেখ করা হইয়াছে যে, কোন ব্যক্তি অর্ডিন্যান্সের কোন ধারা অমান্য করিয়া ভারতে প্রবেশ করিলে, অথবা পারমিটের কোন সর্ত ভঙ্গ করিলে তাঁহাকে এক বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা এক হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত করা হইবে।

প্রকাশ যে, পূর্ব বঙ্গ হইতে ভারতীয় এলাকায় আগমনেচ্ছু ব্যক্তিদের জন্য অনুমতি পত্র প্রয়োজন হইবে না।

মুদ্রাস্ফীতি নিরোধে নূতন শুল্ক

কেন্দ্রীয় অর্থ বিভাগ হইতে প্রকাশিত প্রেসনোটে প্রকাশ যে, বিভিন্ন ভারতীয় বস্ত্র, রবারের, সিমেন্ট, লোহা ও তদ্বার নির্মিত কলকব্জা প্রভৃতি, খেলনা, খেলার সরঞ্জাম ইত্যাদি বিলাস দ্রব্যের উপর যে আবগারি শুল্ক ধার্য্য করা আছে তাহা শতকরা ২৫ টাকা বর্দ্ধিত করা হইল। রেশম দ্রব্যাদির উপর বর্দ্ধমানে যে শতকরা ৫ টাকা ধার্য্য আছে, তাহাও বৃদ্ধি করা হইয়াছে। মোটরগাড়ী ও চাসির উপরে যে আবগারি শুল্ক ধার্য্য আছে, তাহাও বৃদ্ধি করা হইতে পারে বলিয়া বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে। উহার বর্দ্ধমান শতকরা ৩৩ টাকা ও ৫০ টাকা ধার্য্য হইল।

সাধারণের ব্যবহারের আবশ্যকতার কথা বিবেচনা করিয়া মোটর সাইকেল, মোটরগাড়ী প্রভৃতি অন্যান্য মোটর গাড়ীর শুল্ক বৃদ্ধি করা হয় নাই।

সুতী বস্ত্র এবং চৌল ও চৌলজাত দ্রব্যের উপরে বেড়ির তৈল ও ইক্ষুর রসের উপর প্রযোজ্য শুল্ক যাহা বর্তমানে ধার্য্য আছে তাহাই বহাল থাকিবে বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। এতদ্বিষয়ে বিশেষভাবে বিবেচনা করিবার পর সুতী বস্ত্রের উপর বর্দ্ধমানে ধার্য্য শতকরা ২৫ টাকা হারে শুল্ক বৃদ্ধি করিয়া শতকরা ৩৭½ টাকা ধার্য্য করিবার এবং অধিকন্তু বেড়ির তৈল ও ইক্ষুর রসের উপর প্রযোজ্য শুল্ক হার বর্দ্ধিত করিবার জন্য সরকারকে সুপারিশ করিতেছেন। এই সুপারিশ সরকার মোটামুটি ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। এই সুপারিশ কার্য্যকরী করিবার জন্য একটি বিশেষ অর্ডিনান্স প্রকাশিত হইয়াছে।

যন্ত্রচালনের জন্য আদর্শ সহর গঠন

উদ্বাস্তুদের পরিত্যক্ত ভোট বলে দিল্লী হইতে ৮৮ মাইল দূরে মীরাটের নিকট গঙ্গার তীরে প্রায় ৫টি গ্রামের উপর একটিমাত্র ছোট সহর গড়িয়া উঠিতেছে। এই সহরের পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হইলে সেখানে ৯০ হাজার উদ্বাস্তু বসবাসের ব্যবস্থা হইবে। ভারত সরকারের একটি পরিকল্পনা অনুযায়ী ঐ সহর গঠন চলিতেছে। ভারত সরকার এজন্য অর্থসাহায্য করিতেছেন।

সাধারণ ও পূর্ত্তবিভাগ সহরের আবশ্যিক কার্য্যাদি উদ্বাস্তুদের নিজেদেরকে দিয়াই করাইয়া লইবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। অনেক জন আবশ্যিকতাপূর্ণ কার্য্যও সেখানে ইট তৈয়ার প্রভৃতি সহর গঠন সম্পর্কিত বিভিন্ন কাজ করিয়া যাইতেছে।

ঐ সহরের নিজস্ব জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা থাকিবে। ঐখানে সেখানে সবজিগুলি লইয়া একটি বৃহৎ পরিকল্পনার সৃষ্টি হইবে। সেখানে জল স্থল-আকাশচারী যানের ও ছয় মাইল উৎপাদন ক্ষেত্র থাকিবে, তাহা ছাড়া চারিদিক ও বিমানের ঘাঁটি থাকিবে।

যন্ত্রচালনের জন্য ভারত সরকারের বিভিন্ন সহরের মধ্যে মীরাটেরই সহরটি প্রকৃত আদর্শ সহর। এই প্রচেষ্টা যদি সফল হয়, তবে তাহার ফলেও অন্যান্য প্রচেষ্টা চালানো হইবে। সহরটার পরিকল্পনাটির বৈশিষ্ট্যের বিষয় এই যে, সকল প্রকার শিল্প ও ব্যবসায়—এমন কি সহর সরবরাহ বিভাগ সহর উদ্বাস্তুদের সমবায় প্রচেষ্টায় সাধারণী সম্পন্ন করা হইতেছে।

বৈজ্ঞানিক গবেষণা বিষয়ে বৃত্তি

কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয় এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, বিলাতের ১৮৫১ সালের সপ্তম প্রদর্শনীর প্রধান কমিশনারগণ বর্দ্ধমান বৎসরে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অথবা শিক্ষায়তনের ভারতীয় বিভাগের একজন ছাত্রকে বৈজ্ঞানিক গবেষণামূলক বৃত্তি দিবেন। ঐ বৃত্তির পরিমাণ বৎসরিক ৩৫০ পাউণ্ড। প্রয়োজনবোধে এই বৃত্তি অনোর্ধ্ব প্রার্থীকে দুই বৎসরের জন্য দেওয়া যাইতে পারে।

এই বৃত্তি প্রত্যেক প্রার্থীকিকে অন্যূন ২৭ বৎসর ও অনধিক ২৯ বৎসর বয়স্ক (১৯৫১) বলে কোনও বিশ্ববিদ্যালয় অথবা শিক্ষায়তনের ভারতের বর্তমানের শিক্ষা মন্ত্রণালয় সেক্রেটারীর নিকটে আবেদন করিতে হইবে।

বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন

স্বাধীনতা লাভের পর নূতন পরিবেশের উপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতির কিভাবে পরিবর্তন সাধন করিতে হইবে, তৎসম্পর্কে উপদেশ আহরণের উদ্দেশ্যে প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের জন্য ভারত সরকার ইতিমধ্যে নিম্নলিখিত সদস্যদিগকে মনোনীত করিয়াছেন :

(১) ডাঃ রাধাকৃষ্ণান, (২) মিঃ কি, মি, এইচ কোল (অক্সফোর্ড) (৩) মিঃ টিগ্ট (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষ্ণাঙ্গ শিক্ষা বিষয়ক কমিশনার), (৪) মিঃ এ, এইচ, মর্সান (টেনেসী উপত্যকা কর্তৃপক্ষ পরিষদের চেয়ারম্যান) (৫) ডাঃ বীরেন সাহানী (লাক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়), (৬) ডাঃ আজিজ হোসেন (হায়দ্রাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়) (৭) ডাঃ লক্ষ্মণস্বামী মুদালিয়র, (৮) ডাঃ যোগেশ চন্দ্র সিংহ (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), ও (৯) ডাঃ তারাচাঁদ (ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সেক্রেটারী)।

বিদেশের সদস্যগণ প্রথম সপ্তাহে কার্য্যসূচী নির্দ্ধারণের জন্য কমিশনের সভাপতি সমীপে মিলিত হইবেন বলিয়া আশা করা যায়।

নিখিল ভারত চিকিৎসক সম্মেলন

আগামী ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় নিখিল ভারত চিকিৎসক সম্মেলনের একত্র অধিবেশন উৎসবের আয়োজন জন্য সম্মেলনের পথে চলিয়াছে। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল প্রাঙ্গণে সম্মেলনের স্থান নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ভারত-অধিবাসী উপরন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের চিকিৎসক সঙ্ঘের পক্ষ হইতে প্রতিনিধিগণ এই সম্মেলনে যোগদান করিবেন। ভারতের জন্য অতিরিক্ত অন্যান্য এবং ভারতীয় চিকিৎসক সমাজের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে সম্মেলনে বিভিন্ন প্রবন্ধ পাঠ করা হইবে স্থির হইয়াছে। অভ্যর্থনা পরিষদের পক্ষ হইতে কলিকাতার চিকিৎসক সমাজের নিকট সম্মেলনের কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য ১ লক্ষ টাকা সংগ্রহের আবেদন জানানো হইয়াছে।

ভারতীয় বাহিনীর মেডিক্যাল শাখা

ভারতীয় বাহিনীর মেডিক্যাল শাখায় বেসামরিক মেডিক্যাল প্র্যাক্টিশনারদের মধ্যে আরও কয়েকটি অফিসার (৭টি নার্সিং সেক্সনের অফিসার) নেওয়া হইবে। মেডিক্যাল গ্রাজুয়েটগণ এজন্য আবেদন করিতে পারেন। ১৯৫০ সালের ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল কাউন্সিল আইনের ১১ (৮) ধারা অনুযায়ী স্বীকৃত এবং কোনও প্রাদেশিক মেডিক্যাল আইন অনুযায়ী ভারতীয় ইউনিয়নে রেজিষ্টার্ড মেডিক্যাল ডিগ্রীধারী আবেদনকারিগণের আবেদন বিবেচনা করা হইবে। ভারতীয় বাহিনীর মেডিক্যাল শাখার ইতিহাস আধি মেডিক্যাল কোরের প্রাক্তন অফিসারগণ, আর্মি ইন্ ইণ্ডিয়া রিজার্ভ অফ্ অফিসার্স এ, ডি, আর, ও ইণ্ডিয়ান টেরিটোরিয়াল কোর, অক্সিলিয়ারি কোর এবং রয়েল ন্যাভি মেডিক্যাল কোরের ভারতীয় সদস্যগণ আবেদন করিতে পারেন।

নিখিল ভারত সো-প্রদর্শনী

নিখিল ভারত সো-প্রদর্শনী কমিটি ঘোষণা করিয়াছেন যে, আগামী ১৯৫৯ ফেব্রুয়ারী হইতে ৭ই মার্চ (১৯৫১) পর্যন্ত দিল্লীতে উদ্বাস্তুদের সহায় নিখিল ভারত সো-প্রদর্শনী হইবে। আরও স্থির হইয়াছে যে, আগামী ৩রা হইতেই মার্চ (১৯৫১) পর্যন্ত দিল্লীতে পঞ্চম নিখিল ভারত কৃষ্ণসারি পশুর প্রদর্শনী হইবে।

পশ্চিমবঙ্গের পরবর্তী সো-প্রদর্শনী আগামী ৭ই হইতে ১৫ই জানুয়ারী (১৯৫২) পর্যন্ত খুলনায় হইবেন।

পশ্চিমবঙ্গের জন্য একটি পৃথক সো-প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা সম্ভব না হওয়ায় স্থির হইয়া যে, উক্ত অঞ্চলের সকল জাতীয় সো-অধিবাসি দিল্লীর প্রদর্শনীতে রাখা হইবে।

চৌলগ্রামের ভাগ্য ফিরিল

৺ সরাইরোজারা ও দিল্লী আনাউন্সমেন্টের মধ্যে গ্রাম আর মাইল লম্বা চৌলগ্রামের ভাগ্য অপসারিত হইয়াছে। কয়েকদিন পূর্বে দিল্লী-আগ্রা লাইনের অঞ্চল ঘটনা ঘটিয়াছে।

গত দুই বছরের মধ্যে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় এই ধরণের মোট ৮৩টি ঘটনা ঘটিল। পূর্বেকার অধিবাসী প্রকাশ, দিল্লী-সেরাইয়ের বিভিন্নবর্তী অঞ্চল হইতে কয়েকজন কৃষক ১০০০ গজ চৌলগ্রামের ভাগ সরাইয়া নেওয়ার চৌলগ্রাম প্রেরণ গজ হইয়া যায়।

নয়া দিল্লীর ব্রহ্মাচীন লেনে চৌলগোলের ভাগ অপসারিত হওয়ায় সেখানেও চৌলগোল-যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়।

মূল্য দশ পয়সা!

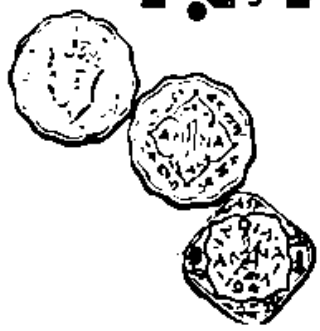

[illegible] ম্যালেরিয়া রোগে [illegible] ব্যবহৃত হয়ে থাকে। [illegible] ম্যালেরিয়ার আক্রমণ থেকে নিশ্চিন্তে [illegible] পারবেন। [illegible] পিছনে [illegible]

এ ক্ষেত্রে—যেখানেই তাঁরা কাজ করুন না কেন। এতে ম্যালেরিয়ার অনুপস্থিতি বাড়তে পারবে। এখানে এ ওষুধটি কর্মীদের বিশ্রামহীন গড়ে তুলতে বিশেষ ভাবে সাহায্য করছে।

'প্যালুড্রিন'

ম্যালেরিয়া থেকে রক্ষা পেতে হলে 'প্যালুড্রিন'এর আশ্রয় নিন

ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড

কলিকাতা বোম্বাই মাদ্রাজ কোচিন নিউ দিল্লী কানপুর

PCDM 18

বেল, তার ও টেলিফোনের সম্পত্তি

রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ এবং টেলিফোনের সম্পত্তি রক্ষার জন্য কড়াকড়ি করা সম্প্রতিকালের ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। তদুপরি সম্প্রতিকালে সমস্ত লৌহ ও প্রস্তরী যোগাযোগ করা হইয়াছে। রেলওয়ে অফিসসমূহে অনধিকার প্রবেশকারীদের সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন করা হইয়াছে এবং বিনা কারণে কর্মচারীদিগের এক অফিস হইতে অন্য অফিসে যাওয়া নিষিদ্ধ করা হইয়াছে।

প্রকাশ, কলিকাতার টেলিফোন এক্সচেঞ্জে যেরূপ বিপদ ঘটিয়াছিল তাহার পুনরাবৃত্তি যাহাতে না হয়, তজ্জন্যেও এইরূপ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে।

উড়িষ্যার নূতন রাজধানী

উড়িষ্যা সরকার ১৯৪৮ সাল হইতে পুরীর নূতন কলেক্টরেট উহাদের রাজধানী স্থানান্তরিত করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

উহা ব্যতীত কতকগুলি সরকারী অফিস কলেক্টরেটের চতুর্দিকে করার ব্যবস্থা হইয়াছে এবং ১৯৪৯ সালের মধ্যে বাকী সমস্ত সরকারী অফিস ঐখানে সরাইয়া লওয়া হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

কাটজুরী লোহে লৌহ নির্মাণ

ভারত সরকারের পূর্ত, খনি ও বিদ্যুৎ দপ্তরের সচিব শ্রী এন, ভি, গাডগিল কাটজুরী লৌহ লৌহ কর্তৃপক্ষের কার্যভার গ্রহণ করেন। এই লৌহ লৌহ ও লৌহজাত দ্রব্যের রাজধানী কলিকাতার কাছে সংযোগ স্থাপন করিবে।

জোয়ার ও ঘোলা চালের পূর্বাভাষ

কারখানাসমূহের ব্যবহারের জন্য ইউনিয়নে ১৯৪৭-৪৮ সালে ৫ পরিমাণ জোয়ার ও ঘোলা উৎপন্ন হইতে পারে, তাহার ভূতত্ত্ব পূর্বাভাষ কেন্দ্রীয় কৃষি বিভাগের অর্থনীতি সংখ্যাতত্ত্ব সম্পর্কিত বিভাগের প্রকাশ করিয়াছেন।

জোয়ার—আলোচ্য বৎসরে ভারত ইউনিয়নে কোটি ৫৩ লক্ষ ৬৮ হাজার একর জমিতে ৪৭ লক্ষ ৮ হাজার টন জোয়ার উৎপন্ন হইতে পারে। ১৯৪৬-৭ সালে ৩ কোটি ৭৮ লক্ষ ১১ হাজার একর জমিতে ৫ লক্ষ ৭৭ হাজার টন জোয়ার উৎপন্ন হইয়াছিল। ঐ পাঞ্জাব, বাম্বাই, বোম্বাই-এর বাজ্যসমূহ, রাজস্থান, বরোদা ও রাজপুতানায় জোয়ার চাষের বিস্তার হইয়াছে। কিন্তু বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ ও বার, যুক্তপ্রদেশ, বরোদা ও রাজপুতানার রাজ্যসমূহে জোয়ারের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ঘোলা—আলোচ্য বৎসরে ভারত ইউনিয়নে কোটি ৮৪ লক্ষ ২৮ হাজার একর ভূমিতে ৪৩ লক্ষ হাজার টন ঘোলা উৎপন্ন হইতে পারে। ১৯৪৬-৭৭ সালে কৃষি ও উৎপাদনের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১ কোটি ৯৩ লক্ষ ৭১ হাজার একর ও ৫৫ লক্ষ ২৩ হাজার টন।

সম্পত্তি হস্তান্তর সম্পর্কে পূর্ব বঙ্গে কড়াকড়ি

১৯৪৮ সালের ৭ই আগষ্ট হইতে পূর্ব বঙ্গে ১৯৪৭ সালের সম্পত্তি হস্তান্তর অর্ডিন্যান্স প্রযুক্ত হইয়াছে। এই তারিখ হইতে আগষ্টের বিধানের আপিলাটী কর্তৃপক্ষের বিনানুমতিতে কোন রেজিষ্ট্রী ও কোন অফিসার, রাজস্ব বিভাগের অথবা অন্য বিভাগের তাহাদের অধিকারে ক্রিয়মাণ জমি ছাড়া অন্য কোন সম্পত্তি সরকার রেজিষ্ট্রী করিতে পারিবেন না।

আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থা

আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থার আগামী অধিবেশন হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, বিভিন্ন জাতি সমূহে সংগঠনের ১৭টি হইতে ১৮ তারিখে পর্যন্ত এশিয়া এবং সুদূরপ্রাচ্যের শ্রমিক অবস্থা বিষয়ে যে আলোচনা হইবে তাহাতে যোগদান করিবার জন্য এশিয়ার আটটি দেশ আমন্ত্রিত হইয়াছে। আমন্ত্রিত দেশগুলির মধ্যে আফগান, পাকিস্তান, ব্রহ্ম, সিংহল, আন্দামান-নিকোবর দ্বীপ প্রভৃতি দেশগুলি আছে ইহা ছাড়া ফ্রান্স, নেদারল্যাণ্ড, যুক্তরাজ্য এবং আমেরিকা হইতে পর্যবেক্ষক পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে।

নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উপরিউক্ত সম্মেলনে আলোচনা হইবার কথা আছে :—

শ্রমিক তত্ত্বাবধায়কদের নিয়োগ এবং শিক্ষা-দানের ব্যবস্থা।

২। শ্রমিকদের সাধারণ অবস্থা এবং জীবনযাত্রার অবস্থার উন্নতিকল্পে তত্ত্বাবধান কেন্দ্রগুলির কর্তব্য।

৩। আইন শ্রমিক তত্ত্বাবধান সংক্রান্ত বিভিন্ন দেশের শ্রমিকদের অবস্থা সম্বন্ধে যে সংবাদ সংগ্রহ এবং প্রকাশ করিবেন তাহাতে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশ করা।

এই সম্মেলনে যে সমস্ত বিষয় আলোচনা করা হইবে তাহার অনুসরণ ১৯৪৯ সালের মেরুরাজ্যে হইবে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থার এশিয়ার আঞ্চলিক সম্মেলনে বিবেচনার জন্য পেশ করা হইবে।

আমেরিকায় উৎপাদনের হার

আমেরিকায় শিল্পজাত পণ্যের উৎপাদনের হার বর্তমানে বেশ ভালই চলিতেছে এবং বেশ কিছুদিন যাবৎ এবিষয়ে কোন হ্রাস হইতেও দেখা যায় নাই।

ফেডারেলের একটি সাপ্তাহিক বিবৃতিতে প্রকাশ, এই বৎসর ফসলের উৎপাদনও খুব ভালই হইবে। ১৯৪৮ সালে এ বিষয়ে যে রেকর্ড সৃষ্টি হইয়াছিল, এবারকার উৎপাদনের হার তাহার উপর অবশ্যই হ্রাস পাইয়া যাইবে বলিয়া কৃষিমন্ত্রী হইতে আশা প্রকাশ করা হইয়াছে।

বিবৃতিতে পণ্যের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, এ বৎসর উৎপাদনের হার ১৯৪৭ সালের চাইতে শতকরা প্রায় তিন ভাগ বেশী হইবে। ইস্পাত, যন্ত্রপাতি, গৃহনির্মাণের উপকরণ প্রভৃতি কতকগুলি জিনিষপত্রের উৎপাদন এখন যুদ্ধপূর্ব কালের অপেক্ষা বিস্তর হইয়াছে। তবে যুদ্ধের সময় অসামরিক প্রয়োজনের জন্য ইস্পাতের জিনিষপত্র এবং মোটরগাড়ী ইত্যাদির উপর যে বাধানিষেধ আরোপিত হইয়াছিল তাহার ফলেই এখন এগুলির চাহিদা খুব বেশী বাড়িয়া গিয়াছে। তাই উৎপাদনের হার যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইলেও এখনও এগুলির চাহিদা মিটিতেছে না।

অন্যান্য নিত্যব্যবহার্য পণ্যের উৎপাদন যুদ্ধপূর্ব-কালের তুলনায় শতকরা ৫১ ভাগ বাড়িয়া গিয়াছে। এই অভাব এগুলির চাহিদা ইতিমধ্যেই অনেকটা পূরণ করা সম্ভব হইয়াছে।

বেকার লিমিটেড

(BAKER LIMITED)

পানিহাটি, ২৪ পরগণা

বৈদ্যুতিক মোটর, ডায়নামো, পাম্প, এ-সি, ডি-সি জেনারেটার, ওয়েলডিং ট্রান্সফরমার, স্পট ওয়েলডার এবং সর্বপ্রকার ইলেক্ট্রোড সরবরাহকারক।

অর্ডার দিলে আমরা ইলেক্ট্রিক সংক্রান্ত যে কোন মাল সরবরাহ করিতে পারি।

অর্থলোক

সরকারী ঔদাসীন্য, না কল্পনার অভাব ?

অনুবাদ, লেখা অসিত

"আর্থিক ভারত"এর পৃষ্ঠায় আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রসঙ্গে একথা বলিয়াছি যে, উৎপাদনবৃদ্ধির সহায়তা করিতে হইলে, উহার পরিকল্পনাসমূহকে সফল করিতে হইলে মূলধনের বাজারের স্বাস্থ্যরক্ষা অত্যাবশ্যক। বিভিন্নসময়ে বিভিন্নভাবে এই বিষয়ের আলোচনা আমরা করিয়াছি। একথা বলার তাগিদ আছে যে আমাদের পূর্ববর্তীদের উক্ত পরিবর্তন করার কোন প্রয়োজন আমরা আজও অনুভব করিতেছি না,—তাহার ইতিপূর্বে প্রকাশিত আমাদের সকল মতামত, যুক্তিসমূহ, সত্য প্রমাণিত হইয়াছে এবং আরও হইতেছে. পুনরায় আজও এই সাবধানবাণী উচ্চারণ করিতে বাধ্য হইতেছি যে, কেন্দ্রীয় সরকার যদি উহাদের সকলপ্রকার বিষয়ক ভার করিয়া, মূলধনের বাজার সম্পর্কে এখনও কার্যকরীভাবে আহ্বানটুকু না দেন, তাহা হইলে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ সত্যই অন্ধকার।

• • • •

গত ১০ বছরের মধ্যে আমরা সরকারী নীতির বহু বিষয় সমালোচনা করিয়াছি,— মূলধনের বাজার সম্পর্কেও মূল্যবান্ বিশ্লেষণের অভাব আমরা কখনও করি নাই,—মাঝে মাঝে সরকারী দৃষ্টিভঙ্গীর কাছে আবেদন যে ব্যর্থ হইয়া আমরা প্রত্যাহত না হইয়াছি তা নয়,—কিন্তু তাহা এই কারণে যে তাহার বিপক্ষে কোনরূপ যুক্তিসঙ্গত পাল্টা কথা বলিবার আছে বলিয়া আমাদের মনে হইতেছে না।

• • • •

অন্যান্য আর্থিক উপায়ের এই সকল উপায়-বিষয় লইয়া কিছু বলিয়া প্রসঙ্গ করিতে গেলে প্রথমেই একটার কথা প্রয়োগ করিতে হয়,—বলিতে হয় যে, মূলধনের বাজার লইয়া "হেলেখেলা" করা হইয়াছে। এবং এই "হেলেখেলা"র ফলে যে ক্ষেত্রের লক্ষ লক্ষ মধ্যবিত্ত সর্বস্বান্ত হইতে বসিয়াছে, শুধু তাহাই নয়,—সমগ্র সরকারী পরিকল্পনার কাঠামোই আশঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে। এই অবস্থা আর বেশী দিন চলিলে, সরকারী বহু পরিকল্পনা সফল করার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত হইবে, বহু সফল বিদেশী অর্থসাহায্যকে উপসাহিত করা কঠিন হইবে, নূতন প্রতিষ্ঠানে মধ্যবিত্তশ্রেণীর অর্থ লোক পাওয়া যাইবে না, বিশেষ করিয়া যখনই আমরা আমাদের অর্থের আয়ের দুরূহ পরিকল্পনাকে সার্থক করিয়া তোলা দুরূহ হইবে।

• • • •

একথা বেশ অবধি বলা যাইবে যে, কর্মসংস্থানের জন্য অত্যাবশ্যক প্রয়োজনীয় মূলধনের যে অর্থ আমাদের, তাহা বৃদ্ধি পাইয়াছে :—সেজন্য অবশ্য অর্থসাহায্যের মধ্যে নূতন করিয়া অর্থস্রোতের সৃষ্টি হইবে, চতুর্থদিকে পুনরায় বেচাকেনার ধারা ঠিক হইবে এবং অধিকন্তু রাজনীতির দাবাখেলায় কুটকৌশলরূপে ব্যবহারকারী অর্থবিনিময়ের অভিসন্ধিমূলক প্রচারকার্যের আর অন্ত থাকিবে না।

• • • •

আমাদের পূর্বোল্লিখিত বর্ণনা দৃষ্টিভঙ্গীর অবিসংবাদিত সমর্থনের সহিত রচিত হয় নাই। অসমালোচিত ভাষায় আমরা একাধিক সত্য কথা পরিবেশন করিয়াছি মাত্র :—কেন্দ্রীয় সরকার এবিষয়ে সচেতন হউন, ইহাই আমাদের একান্ত অনুরোধ।

• • • •

কেন্দ্রীয় বাজেট উপলক্ষ্যের আর মাত্র তিন মাসের সময়ের কিছু বেশী সময় বাকী আছে। উহার মধ্যে সরকারের অর্থনৈতিক অন্যান্য যদি উহাই না হয় তাহা হইলে কেন্দ্রীয় বাজেটে আমাদের জন্য অপ্রীতিকর বিস্ময়ের সাক্ষাৎ মিলিবার পরে কেন্দ্রীয় বৃহৎ করকর্মিত, অপ্রত্যাশিত ঘাটতির কাহিনী-সম্বলিত।—এই প্রসঙ্গে একটা কথা ভুলিলে চলিবে না। মুদ্রাস্ফীতি নিরোধে পরিকল্পনার একটি প্রধান সর্ত এই যে, কেন্দ্রে ও প্রদেশসমূহে ঘাটতির সহ-আয়-ব্যয়সমতা রাখিতে উপাদিত করিতে হইবে।—সেই সর্তকে সফল করিয়া তুলিতে হইলেও মূলধনের বাজারের সহায়তা করা ছাড়া উপায় নাই

• • •

আমাদের মনে সরকারী উপাদানের অবাঞ্ছিত প্রভাবে বিদ্ধ হইলে চলিবে না।—প্রতিষ্ঠানসমূহের আয় হইলেই হবে সাধারণ আয়ের ভাগ এবং ঠিক আয় সম্পর্কে প্রতিষ্ঠানসমূহের উপায় অনুসারে যথন পরিবর্তে মূলধনের বাজার বিষয়ে সরকারী অনুকূলতার উপরেই নির্ভর করে।—ইহা ছাড়া আরও কথা আছে। বর্তমান বৎসরের জন্য পরিকল্পিত কেন্দ্রীয় ব্যয়ের অর্থবিনিময়ের জন্য অন্যান্য বাজার হইতে মূলধন হইয়াছে। বাকী টাকাটা যদি সত্যই আমানী ব্যাঙ্ক মারফৎ অর্থসাহায্যের নিকট হইতে তুলিতে হয়, তাহা হইলেও বাজারকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করা কর্তব্য। অথচ তাহার বিপরীত লক্ষণ দেখা যাইতেছে :।। এবিষয়ে সমস্ত যে আর বেশী আছে, তাহাও নয় :—সরকারী কর্মচারীদের প্রতিশ্রুত মূল্যায়ন হইতেছে। • বাজারকে সাহায্য করিতে আসেন পাওয়া যাইতেছে না,—বাজারী ঋণপত্র ট্রেজারি (Treasury Deposit Receipt or TDR) বিক্রয়ের পরিমাণও বিশেষ উল্লেখযোগ্য নহে :—

পণ্যদ্রব্যের বাজার

রেড়ির বীজ ও তৈলের রপ্তানিশুল্ক রহিত

ভারত সরকার রেড়ির তৈল ও খৈলের উপর রপ্তানিশুল্ক রহিত করিবার জন্য যে ঘোষণা করিয়াছেন, তাহাতে আমরা বিশেষভাবে প্রীত হইয়াছি। ইতিপূর্বে আর্থিক জগৎ-এ আমরা বহুবার সরকারের দৃষ্টি এইদিকে আকর্ষণ করিয়া বলিয়াছি যে, রেড়ির তৈল ও খৈলের উপর অযৌক্তিক রপ্তানি শুল্ক চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে বলিয়া ভারতের বাহিরের তৈলের ও তৈলবীজের বাজারে কয়েকটি বিদেশী রাষ্ট্র (বিশেষ করিয়া ব্রেজিল ও আর্জেন্টিনা) প্রবল হইয়া দাঁড়াইতেছে। ভারতীয় মালের দর বেশী হওয়ায় ক্রয় এবং তাহার উপর শুল্কভার রপ্তানিকর চাপাইয়া দিবার ফলে তাহাদের মালের চাহিদা বিশেষ ক্ষুণ্ণিত হইয়া পড়িয়াছিল এবং মালের এই দুর্দশার প্রযোগ গ্রহণ করিয়া ব্রেজিল ও আর্জেন্টিনা ইউরোপ ও আমেরিকার বাজারে হাত করিতে উহা দাঁড়াইল। তৈলবীজের ব্যবসায়ীদের পক্ষ হইতে এই বিষয়ে সরকারের নিকট যে আবেদন করা হইয়াছিল এবং সরকার বিষয়টিকে এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করার জন্য তাহারা উহাদের দাবী মানিয়া করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

তবে রেড়ির বীজ বা তৈল ছাড়া অন্যান্য তৈল বীজের উপর হইতে রপ্তানি শুল্ক রহিত করিতে কেন সরকার অস্বীকার করিয়াছেন তাহার কারণ আমরা বুঝিতে পারি নাই। তাঁহারা শুধু বলিয়াছেন যে, তাঁহারা রহিত করিয়া দিতে পারিতেছেন না, রেড়ির তৈল ছাড়া অন্য কোন তৈল বা তৈলবীজের উপর হইতে রপ্তানিশুল্ক রহিত করা সুবিধাজনক হইবে না। কিন্তু রেড়ির তৈলের বাজারে যাহা ঘটিয়াছে অন্যান্য তৈলবীজের বাজারেও তাহা ঘটিয়াছে। বিশেষ করিয়া তিসি, সরিষা ও তিসির বীজের রপ্তানির উপর আরও বেশী হার ধার্য করিবার ফলে আমাদের রপ্তানি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অতি সামান্য করা হইতেছে। তাহাড়া ফলার ফলে ঐসব বীজের চাহিদা আছে এবং ভারতীয় তৈল বীজের মূল্যবৃদ্ধির ফলে ব্রেজিল ও আর্জেন্টিনা ফলার ফলের তৈলবীজের বাজারে সস্তা দরে মাল সরবরাহ করিয়া ঐ সকল বাজার দখল করিয়া ফেলিয়াছে। ফলে ইহাদের যে শুধু চলতি-আয় হ্রাস পাইতেছে তাহাই নহে, তৈলবীজের বাজারও হারাইয়া যাইতেছে। রহিত রেড়ির তৈলের মত অন্যান্য তৈলবীজের উপর হইতেও শুল্ক রহিত করা বা হ্রাস করা উচিত বলিয়া মনে করি। তাহা হইলে ভারতীয় তৈলবীজের মূল্যহ্রাস হইতে পারে এবং বিদেশী ক্রেতারা তাহার হইতে মাল ক্রয় করিতে সক্ষম হইবে। অন্যান্য দেশ হইতে সস্তা দরে মাল পাইলে বিদেশীরা তৈলবীজের চলতি অবস্থা হইতে আরও বেশী মাল ক্রয় করিতে অনেক ক্ষেত্রে যে পশ্চাৎপদ হইবে ইহা সহজেই অনুমেয়।

রেড়ির বীজ

বৃহত্তরকলের বাজারের বাজার আলোচ্য সপ্তাহে মূল্যের কোন পরিবর্তন দেখা যায় নাই। সপ্তাহের শেষ পূর্ববর্তী সপ্তাহে যাহা ছিল তাহাই স্থির আছে। অন্ধ্রের ও মাদ্রাজের বাজারে তেজীভাব ছিল, কারণ ঐসব অঞ্চলের স্থানীয় চাহিদা প্রবল ছিল বলে অন্যান্য স্থানের বাজারে কিছুটা চলার ভাব দেখা যায়। সপ্তাহের কিন্তু মূল্যাবনতি ঘটে। চাউলের দর বিভিন্ন কেন্দ্রে বিভিন্ন রকম ছিল। মোলার বাজারে মন্দাভাব দেখা যায়। দর ও চুক্তির পরিমাণ কিছু ছিল।

বাম্বুরের বাজারে বিভিন্ন ফসলের দর নিম্নরূপ ছিল:—ধান ১৭৲, বোলা ১৪৲, দর ১৪৸৩, তুলা ১৭৸০, মাদ্রাজ ১৭৸৩, জোয়ার ১৩৲, অড়হর ১৩৲, মুগ ১৭৸৩ মটর ১৫৲, ফাটল (চেনা) ৩৯৲ হইতে ৩৯৲, বেলা বাদামিয়া ৮৮৲ হইতে ৯০৲ এবং বাদামের ৪৫৲।

পাট

পাটের বাজারে অচলাবস্থার কোন পরিবর্তন হয় নাই। গত সপ্তাহে আমরা বলিয়াছিলাম যে, স্থানীয় কিছু ক্রেতার পাটের যদি মূল্যহ্রাস করা না হয় তাহা হইলে অবস্থার কোন পরিবর্তন হইবে না। বস্তুতপক্ষে পাটের দরে কোন পরিবর্তন দেখা যায় নাই। সেইজন্য আমরা মন্তব্য করিয়াছি যে, বোলা পাটের উপর অতিরিক্ত যে ৫৲ শুল্ক ধার্য করা হইয়াছে, তাহা হ্রাস করা উচিত। তাহা না হইলে পাটের মূল্যহ্রাস হইবে না। পাকিস্থান সরকারি এই ৫৲ শুল্ক ধার্য করার ফলে আমাদের ও পশ্চিম বঙ্গের পাট ব্যবসায়ীদের অবশ্য সুবিধা হইয়া গিয়াছে; কারণ পাকিস্থান হইতে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পাট আমদানি না হওয়ার ফলে আমাদের ইউনিয়নের পাটের দর অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে, ফলে মিলগুলি অধিক অর্থবিনিময়ে পরিচালনা করিতে পাকিস্থান যদি শুল্ক হ্রাস করে তাহা হইলে মিলগুলি অপেক্ষাকৃত মূল্যহ্রাস হইবে এবং পাটজাত দ্রব্যের মূল্যহ্রাস হইবে ঐ হারে বিদেশী ক্রেতা সংগ্রহ করিবার ক্ষেত্রে তাহা সাহায্য করিতে প্রবল করিবে।

তুলা ও সুতাবস্ত্র

তুলার অফিস সরকার বাজারে পূর্ববর্তী সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে কিছু মূল্যবৃদ্ধি ঘটে। মফস্বল হইতে আমদানির পরিমাণ হ্রাস ও বেরারের বাজারে তুলার মূল্যবৃদ্ধির জন্যই বোম্বাইয়ের অফিস সরকার বাজারে এই উন্নতি দেখা যায়। আই সি সি কেন্দ্রগুলির বর পূর্ববর্তী সপ্তাহের ৩৪৮৲ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৩৫৬৲০ পর্যন্ত উঠে। অন্যান্য বাজারেও উন্নতির লক্ষণ দেখা যায়। বেরার, কাঁচনা ও ফুলটার চাহিদাও বৃদ্ধি পায়।

বিভিন্ন প্রদেশে সুতা বিক্রয়ের ব্যবস্থার প্রাথমিক কাজ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। মাদ্রাজের চৈন্নাইয়ের অফিসসমূহ সুতার দাম ঘোষণা ও সুতার বর স্থির করিয়া দিয়াছেন। আর একটি ঘোষণায় বলা হইয়াছে যে মাদ্রাজ বন্দর হইতে আমদানিকৃত সুতা ও অন্যান্য সুতা বিক্রয়ের জন্য হইবে না, তবে ১৯৫৪ সালের ৩১শে জানুয়ারীর পর সরকারের লাইসেন্স ছাড়া কেহই বিদেশী বস্ত্রের ব্যবসা করিতে পারিবে না। বোম্বাই সরকার বোম্বাই, আমেদাবাদ, সুরাট এবং সোলাপুর এই চারিস্থানে ঘাবাদিগু যন্ত্রের ৮০ লক্ষ স্পিন্ডল বরাদ্দ করিয়াছেন। অন্যান্য স্থানে ঘাবাদিগু ৬০ লক্ষ এবং প্রাথমিকে ঘাবাদিগু ২০ লক্ষ স্পিন্ডল বরাদ্দ করা হইয়াছে।

গুড় ও চিনি

বৃহত্তরকলের গুড়ের সপ্তাহ বাজারে সরকার কোন পরিবর্তন না করিলেও অফিস সরকার বাজারে তেজীভাব দেখা যায়। বৃহত্তরকলের ও বিহার সরকার ইক্ষুর বর স্থির করিবার ব্যাপারে যে বিরোধিতা করিতেছেন অফিস সরকার ব্যাপারটি পুনর্বিবেচনার জন্য সুযোগ গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাড়া বিহার সরকার আখের বরদাম মূল্য হার প্রতি ২৲ হ্রাস করিতে অসম্মত এবং বৃহত্তরকল সরকার ইক্ষুর বর ১৸৩ স্থির করিতে ইচ্ছুক। ফলে যাহাতে সরকারের প্রতিনিধিদের সহিত ঐ উভয় প্রাদেশিক সরকারের আর কোন বিরোধের কারণ ঘটা এখনও সম্ভব হয় নাই। সেইজন্য সম্প্রতি চিনির কন্ট্রোল বোর্ডের সভায় উভয় সরকারের প্রতিনিধিদের যে আলোচনা হইতেছিল তাহা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে।

বৃহত্তরকলের চিনির বাজারে মন্দাভাব দেখা দিয়াছে, কারণ নূতন মালের আমদানি বৃদ্ধিতে ব্যবসায়ীরা পুরাতন মাল ছাড়িবার ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতেছে। তৈলের মূল্যহ্রাস ভবা সম্বন্ধে কখনোই কোন সন্দেহের নাই বলিয়া মনে হয়, কারণ কিছুদিন পূর্বে ইতিমধ্যে যে চিনির জন্ম করিয়াছে তাহার বর গত বৎসরের ১৯৲ কাজেই তাহার চিনির এইরূপ অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির কোন যুক্তি নাই।

চা

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার বাজারে প্রায় ১৭,০০০ প্যাকেট বস্ত্রনিয়োগ্য চা ছাড়া হয় এবং প্রায় সকল শ্রেণীর চায়েরই ভাল চাহিদা ছিল। সাধারণ ভাঙ্গা চা ও উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পাতা চায়ের দর সপ্তাহ ছিল। অন্যান্য চায়ের দর কিছুটা অনিশ্চয়তাবে উঠানামা করে। ২৩,০০০ প্যাকেট ভাঙ্গা চা এবং ৯,৫০০ প্যাকেট অন্যান্য শ্রেণীর চা আন্তর্জাতীক বাজারের জন্য ছাড়া হয় এবং ঐসব চায়ের চাহিদা এসপ্তাহে ভালই ছিল।

সোনারূপা

সোনার বাজারে অস্থিরতা লক্ষ্য করা যায় এবং দর একপ্রকার স্থিরই ছিল। তবার মুক্তাবে অনিশ্চিত উঠানামা দেখা যায়। সোনার বদর দর ১১৫ টাকার কম ছিল এবং অফিস সোনার দর ১১৮৲০ হইতে ১১৯৲০ মধ্যে উঠানামা করে। রূপার নগদ দর ১৭৬ টাকার নিম্নে ছিল এবং অফিস সরকার দর ১৭৯৲০ হইতে ১৭৯৲০ মধ্যে উঠানামা করে।

বাজারের কথা

নিয়ন্ত্রিত মূল্যাপেক্ষাও অনেক সুলভ!

কলিকাতা স্টেশনের সংবাদ

বাজারে পুনরায় অত্যাবশ্যক সম্ভাব্যক পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে। পূর্ববর্তী দুই সপ্তাহে বাজারে যে মন্দার সৃষ্টি হইয়াছিল, আলোচ্য সপ্তাহে তাহা চরমে উঠিয়াছে। ক্রেতার সুলভায় বিক্রেতার অধিকারের প্রাচুর্য বাজার প্রবোধ বিস্তারের মূল্যাপেক্ষা প্রকাশভাবে দেখা যায়। প্রকাশ যে, সাংবাদিক হিসাবনিকাশ আদায় বলিয়া কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কগুলিও কিছু কিছু দেনার হিসাব করিতে শুরু করিয়াছে। ইহাতে ঋণের স্থিতিশীলতা সম্বন্ধেই সন্দিহান করিয়াছে এবং ইক এক্সচেঞ্জ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যাপেক্ষা অনেক নিম্ন ঋণের ক্রেতার সন্ধান পাওয়া যায় নাই। আমরা ঋণ কমিটি ও সন্ত্যাংশ বিনিময়ন আইনের ফলে দেনার ঋণবিনিয়োগকারীদের বাজার সম্বন্ধে এইটা বিশ্লেষণ করিয়া পরিত্রাণে যে অনুরূপস্থিতে বাজারের উন্নতির কোন সম্ভাবনাই দেখা যাইতেছে না:

• • • •

গত সপ্তাহে বোম্বাইয়ের তুলনায় কলিকাতার বাজারে ঋণের প্রকোপ বেশী দেখা গিয়াছে। টাটা আয়রণের ঋণে যে স্থিতিশীলতা দেখা গিয়াছে, ইণ্ডিয়ান আয়রণের ব্যাপারে তাহা সম্ভবপর হয় নাই। গত বৎসরে ইণ্ডিয়ান আয়রণ ক্ষম সন্ত্যাংশ ঘোষণা করায়, সন্ত্যাংশ বিনিময়ন আইনের ফলে পরে বেশী সন্ত্যাংশ ঘোষণা করিতে পারিবে না বলিয়া এবং এবৎসরে অন্যান্য বৎসরের প্রায় তাহারা অন্তর্বর্তী সন্ত্যাংশ ঘোষণা করিতে সক্ষম হইবে না বলিয়া যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে সাধারণতঃ এই প্রতিষ্ঠানের দেয়ার সম্বন্ধে অত্যন্ত নিরুৎসাহ হইয়া পড়ে। পরিণামে এই দেয়ারের বিক্রেতার এত প্রাচুর্য দেখা যায় যে, ইণ্ডিয়ান আয়রণ ও ষ্টীল কর্পোরেশনের ঋণ যথাক্রমে ২৯৶০ ও ৮৲ পর্যন্ত নামিয়াও ক্রেতার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হয় নাই। অথচ গত সাত বৎসরের মধ্যে এই দেয়ারের এত নিম্ন ঋণে আর কখন হয় নাই।

কিন্তু গত অক্টোবর মাসের ঘটিত উৎপাদনের ফল টাটার দেয়ারে এতটা অবনতি প্রতিফলিত পারে নাই। ইণ্ডিয়ান আয়রণের এই অবনতি বাজারের অন্যান্য বিভাগের সংক্রামিত হয় এবং পরিণামে সমস্ত বিভাগেই মূল্যাপেক্ষা পরিলক্ষিত হয়।

• • •

সরকারী কলকারখানা এই মূল্যাপেক্ষা হইতে অব্যাহতি পায় নাই। সাংবাদিক হিসাবনিকাশের সময় আসন্ন বলা সত্ত্বেও ব্যাঙ্কগুলি এই বিভাগে কোন উৎসাহ দেখায় নাই। তালমের সঙ্গে সঙ্গেই এই বিভাগে কিছু কিছু ক্রয় করাই স্বাভাবিক। কিন্তু লৌহ বিভাগ তেমন কিছু করিতেছে না। ক্ষুদ্র ও দীর্ঘমেয়াদী কলকারখানার উভয় ক্ষেত্রেই ঋণের স্থিতিশীলতা বজায়ের বিস্তার করিয়াছে। ইন্ডিয়ান কোম্পানী ও অন্যান্য ব্যবসায়িসংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানও এই বিভাগে ঋণ সম্বন্ধে কোন উৎসাহ দেখায় নাই। সপ্তাহের শেষের দিকে অবশ্য ক্রেতাদের কলকারখানার ঋণ কিছুটা উন্নতি হয়। কিন্তু ইহা বিশেষ ধরণের প্রয়োজন বলিয়া ইহাকে স্বাভাবিক বলিয়া ধরিয়া লওয়া উচিত হইবে না। বর্তমান বৎসরে কেন্দ্রীয় সরকারের যে ১৮০ কোটি টাকার ঋণ গ্রহণ করিবার পরিকল্পনা ছিল, তন্মধ্যে এ পর্যন্ত অন্তর্বর্তী হইয়াছে। বৎসর প্রায় শেষ হইতে চলিল কিন্তু বাজারের অবস্থা যেরূপ তাহাতে এই ঋণ পরিকল্পনা সফল হইবে বলিয়া মনে হয় না।

• • •

বস্ত্রশিল্পের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে আশঙ্কা ঘোষণা করা হইয়াছে তাহা অমূলক বলিয়াই মনে হয়। কারণ তালমের সঙ্গে তাহাদের পূর্ণ যৌবন অর্জন করা এত শীঘ্র সম্ভবপর হইবে বলিয়া মনে হয় না। সম্প্রতি বস্ত্রশিল্পে উৎপাদনের মধ্যে বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং আশা করা যাইতেছে যে উৎপাদন শীঘ্রই মুদ্রাস্ফীতির আয়তনের ছাড়াইয়া যাইবে। নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তুলে হইলে নিয়ন্ত্রিত বস্ত্রের বর্তমানের নিয়ন্ত্রিত মূল্যের চেয়ে কিছুটা কমিবার সম্ভাবনা থাকিলেও এই শিল্পের উন্নতি ব্যাহত হইবার কোন কারণ আছে বলিয়া বোধ হয় না। বস্তুতঃ কথা বাড়াইয়া লাভ নাই এই শিল্পের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বলিয়াই মনে করি।

• • • •

কলিকাতার ইণ্ডিয়ান আয়রণ ও ষ্টীল কর্পোরেশনের শুভ বিভিন্ন বিভাগে মূল্যাপেক্ষার সুরুমার হয় এবং বোম্বাইয়ে আপোসিয়েটেড সিমেন্ট ও সিন্ধিয়া ষ্টীম নেভিগেশনের মূল্যাপেক্ষা প্রকাশভাবে দেখা যায়। আসোসিয়েটেড সিমেন্টের মূল্যাপেক্ষার কোন বিশেষ কারণ আছে বলিয়া জানা যায় নাই, অবশ্য ইহা প্রায় ৬৲ টাকা কমিয়া ১২০৲ পর্যন্ত আসিয়া ক্রয়ের ফলে পাওয়া গিয়াছে। সিন্ধিয়ার শাখা এবৎসরে ক্ষয়ের অনাকাঙ্ক্ষিত হইয়াছে, কারণ অন্তর্বর্তী আয়কর চালু করার বিশেষে প্রতিষ্ঠানের যে সমস্ত খাদ্য তুলিতে হইয়াছে তাহাতে অংশের মাত্রাধিক্য হইয়াছে। এই সমস্ত কারণে সিন্ধিয়া তাহার পূর্বের সন্ত্যাংশের চার বজায় রাখিতে পারিবে কিনা সন্দেহ আছে। সিন্ধিয়া কর্পোরেশনে যোগদানের জন্য তাহারা যে ৫ কোটি টাকার ঋণের বিক্রয় করিবে বলিয়া স্থির করিয়াছে, তাহার অন্তর্বর্তী পাওয়া গিয়াছে: কিন্তু এই ঋণের বেচিয়া করিতে হইবে সঠি বাজারে ইহার প্রতিক্রিয়া ক্ষেত্রেই সন্তোষজনক হয় নাই এবং ঋণের প্রায় সমস্তটা ক্রয় করিয়া গিয়াছে।

•

সরকারী ঋণপত্র—

দেয়ারের ঋণের ন্যায় এই বিভাগেও মূল্যাপেক্ষা দেখা গিয়াছে। তবে সপ্তাহের শেষের দিকে, ঋণের কিছুটা পুনরুদ্ধারের সম্ভাব্য দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। ৩½ সুদের ১৯৬৫-৭০ ১১৶০ (১৮৶০), ২½ সুদের ১৯৬১ ৮৲৶০, ৩½ সুদের ১৯৪৩-৪৭ ১৪৬৶০ (১৪৭৶০), ৩½ সুদের ১৯৭০-৭৫ ১০০৲, ৩½ সুদের ১৯৬৩-৬৪ ১০১৷৶০ (১০১৲), ৩½ সুদের ১৯৭১ ১০৪৶০, ৩½ সুদের ১৯৭৯-৮১ ১৪৪৶০, ৩½ সুদের ১৯৬৩ ৯৫ ১৪৫৶০ ও ২½ সুদের ১৯৫০-৫২ ১১৭৷৶০ পর্যন্ত ক্রয় হইয়াছে।

ব্যাঙ্ক

ব্যাঙ্ক দেয়ারেরও ক্রয় অতি সামান্যই হইয়াছে এবং ঋণের অবনতি দেখা গিয়াছে। সেন্ট্রাল ৮১৲, ইন্ডিয়ান (অনুঃ) ৪১৩৲, বিজয়া ১১৪৷৶০ ও ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ৬৫৲ পর্যন্ত ক্রয় হওয়ার ঋণ পাওয়া গিয়াছে।

কাপড়ের কল—

এই বিভাগে কাজ প্রায় বন্ধ বলিলেই চলে। কামারপুর টেক্সটাইল ১০৬৲ পর্যন্ত কিছু কেনাবেচা হইয়াছে। কেশোরামের ১৬৯৲ পর্যন্ত বিক্রেতা আছে বলিয়া প্রকাশ।

কয়লার খনি—

অন্যান্য বিভাগের তুলনায় এই বিভাগে ঋণের কিছুটা স্থিতিশীলতা ছিল এবং ক্রয়ের পরিমাণও কিছুটা বেশী ছিল। তারা ৯৫৲, বারাকর ২০৲, (২০৲০), সাউথ কাতরাপুরা ১৩৫৲০ (১৪০), ও টাকারী ১৭৬৲ পর্যন্ত ক্রয় হওয়ার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

চটকল—

এই বিভাগেও তেমনকিছু কোন কাজ হয় নাই বলিলেই চলে। মিলমরে বিক্রেতা বাহুল্যেও ক্রেতার সন্ধান পাওয়া যায় নাই। বাউড়িয়া ২১৲ পর্যন্ত মধ্যে মধ্যে কাজ হইয়াছে।

বিবিধ—

এই বিভাগের অতি সামান্যই কাজ হইয়াছে, সমস্ত কাজই গত সপ্তাহের তুলনায় কিছু ঋণেই হইয়াছে। ক্যালিকো সিমেন্ট ৮৲, কল্যাণপুর ইন্ডেস্ট্রিজ ২৪৬৲, টেক্সটাইল মেশিনারী ৮৲, কলকাতা ইলেকট্রিক ১৩৬৲, প্রফেসর ব্রাদার্স ১০৲, বি, আই, কর্পোরেশন ৭৬০ (৭৬০), ঔষধপাল দেয়ার ১৬৲ (১৮৲), আসাম ম'৬৲ (২৪৲), ফেলে আসান ইন্ডিয়া ২০৬৲, ভারত ৮৲ (৯০), বাজা প্রসাদ ১২৲, ইণ্ডিয়ান আয়রণ ২১৷০ ও ষ্টীল কর্পোরেশন ১৮৲ পর্যন্ত, কাজ হওয়ার ঋণ পাওয়া গিয়াছে।

চা

চা দেয়ারেও অন্যান্য বিভাগের ন্যায় কাজ অতি সামান্যই হইয়াছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া ১১৲০ (১০৲), ডুয়ার্সবাড়ী ২০৬৲, সিঙ্গি খোলাবাড়ী ২১৫৲, সিমলা ৯০, বেলোরাম ১২৯ ও হেস্টর ২৪৬৲ পর্যন্ত কাজ হইয়া বাজার বন্ধ হইয়াছে।

মোদক

দেশবিভাগের ফলে অ্যালক্যালি অ্যাণ্ড্ কেমিক্যালের অসুবিধা

গত জুন ১৯৪৮ সালে সমাপ্ত এক বৎসরের জন্য অ্যালক্যালি অ্যাণ্ড কেমিক্যাল কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া লিমিটেডের যে হিসাবনিকাশ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, গত বৎসর ভারত বিভাগ ও তৎপরবর্তী কালের ঘটনার ফলে কোম্পানী যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। পাকিস্তান বিভক্ত হওয়ার পর সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার ফলে যাহারা পশ্চিম পাকিস্তান ত্যাগ করিয়া ভারতীয় ডোমিনিয়নে চলিয়া আসিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কোম্পানীর বহু কর্মচারী ও কর্মীও ছিলেন। এই ঘূর্ণিঝড়ের ঝাপ্টায় কেহ কেহ মারাও গিয়াছেন। এইরূপ অবস্থায় কোম্পানীর পশ্চিম পাকিস্তানস্থ কারখানার কাজ বিশৃঙ্খলভাবে চালাইতে হইয়াছে। উপযুক্ত লোকের অভাবে, ভারতীয় বিভাগ ও তাহার ফলে উদ্ভূত সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার জন্য কারখানার উৎপাদনের পরিমাণ যথেষ্ট হ্রাস পাইয়াছে। আলোচ্য বছরে উক্ত কারখানার পক্ষে মোট উৎপাদন শতকরা ৩৫ ভাগ হ্রাস পাইয়াছে। আলোচ্য বছরে কোম্পানীর মূলধন হইতে [illegible] পূর্ববর্তী বিভাগে অর্জিত লাভের মোট [illegible] কোম্পানীর তহবিলে [illegible] এই সকল কারণে [illegible] আলোচ্য বছরে কোম্পানীর [illegible] হইতে [illegible] পূর্ববর্তী বিভাগে অর্জিত লাভের মোট [illegible] হইয়াছে ৫১,৭১২৲ (৩,৯৮,৩৫৮৲)।

মেসার্স [illegible]—ইণ্ডিয়ান মেটেরিয়াল ইণ্ডাষ্ট্রিজ (রিজার্ভ), লিমিটেড। অনুমোদিত মূলধন—৩,০০,০০,০০০৲। বিলি করা মূলধন ও অন্যান্য মূলধন—১০,৩০,০০০৲।

নিরীক্ষণের সারাংশ

(৩০.৬.৪৮)

দায়

অংশীদারের মূলধন	
সাধারণ	৩,৫০,০০০৲
৯ বার্ষিক	৬৬,৩০,০০০৲
৬% ঋণপত্র	১,৫০,০০০৲
ঋণ	১৩,৭৫,০০০৲
অগ্রদত্ত লাভ (মোট)	৩৯,৭১৯৲
মোট	১,১০,৯৬,৭১৯৲

সম্পত্তি

মোট বন্ধ সম্পত্তি	১,০৩,৩৬,৩৩৮৲
অবচয়ন্যস্ত	১৩,৫৬,৯৪১৲
নীট বন্ধ সম্পত্তি	৯০,৩৩,১১৭৲
সরঞ্জাম	৩৩,৩৩,৩৩৩৲
মজুত মাল	১,৩৩,৬৫১৲
বাকী পাওনা	৩,১৩,৫১৩৲
নগদ	৩,৩৯,৩১৩৲
মোট	১,১০,৯৬,৭১৯৲
হস্ত সম্পত্তি	৩১,৩৩,১৩৩৲

নিরুদ্যাবলী

— × —

★ "আর্থিক ভারত" প্রতি বুধবার কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়।

★ মূল্য প্রতি সংখ্যা আট আনা।

★ ভারত ও সিংহলের সর্বত্র সডাক বার্ষিক মূল্য ছয় টাকা।

★ ষাণ্মাসিক মূল্য বারো টাকা।

বিজ্ঞাপনের হার ও নিয়মাবলীর জন্য "কর্মকর্তা, বিজ্ঞাপন বিভাগ"

এবং

এডিটর জন্য "কর্মকর্তা, প্রচার বিভাগ" "আর্থিক ভারত", ১১৯ নং লোয়ার সার্কুলার রোড, (ফোন—কলি ৩৬৩৪ ও কলি ৫০৩১)

এই ঠিকানায় পত্রালাপ করিতে হইবে।

* * * *

গত ১৩ই এপ্রিল তারিখে সমাপ্ত এক বৎসরের জন্য বোম্বাইস্থ কলিকাতা কোম্পানী লিমিটেডের হিসাব নিকাশ প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচ্য সময়ে দেখা যায় যে বাজার ও বিভিন্ন খাতে আমদানী পূর্ববর্তী বৎসরের অপেক্ষাই বাড়িয়াছে। মাল্ড আমদানীর কিছু কিছু আমদানী হইয়াছে। কিন্তু কর্মচারীবৃন্দের বেতনবৃদ্ধিহেতু ও আনুষঙ্গিক ব্যয়ের জন্য মোট খরচার পরিমাণ অথচ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ফলে নীট লাভের পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে। আলোচ্য সময়ে কোম্পানীর নীট লাভ ৮,৯৪,৫১৮৲ (১২,১৭,০৮৮৲) হইতে কর খাতে ৩,৩০,০০০৲ (৪,৩০,০০০৲) ও মূল্যাবনতি খাতে ৭,৫৩০৲ (৯,৫১৪৲) বরাদ্দ করার প্রস্তাব করা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত অন্যান্য বিনিয়োগের জন্য ব্যয়, উদ্বৃত্ত লাভের পরিমাণের সহিত সমন্বয় করিলে, ১,৩৫,০০০৲ লইয়া মোট ১,৫১,৩১০৲ টাকা হইতে আলোচ্য বর্ষে সাধারণ অংশীদারদের বার্ষিক শতকরা ৯৲ হারে লভ্যাংশ বিতরণ প্রস্তাব করা হইয়াছে। পূর্ববর্তী বিনিময়ে এই লভ্যাংশের পরিমাণ ছিল বার্ষিক শতকরা ৯৲ তবে আলোচ্য বর্ষে কোম্পানীর পরিচালকমণ্ডলী প্রতিষ্ঠানের মূলধন সমর্থনকল্পে ৫% হিসাব খাত হইতে সাধারণ অংশীদারদের অংশপত্র ১৲ করিয়া ফেরত দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। এই অর্থ প্রত্যর্পণের ফলে কোম্পানীর মূলধন হ্রাস পাইবে বটে, কিন্তু অংশের বিনিময়মাত্র মূল্যের কোন তারতম্য হইবে না। পরবর্তী হিসাবে অর্জিত লাভের মোট টাকা হইয়াছে ২৭,৯০৲ (১৩,৫১৲)। আলোচ্য হিসাবে বার্ষিক মূল্য হ্রাস হিসাবমিত অতিরিক্ত অংশের তহবিল হইতে মূলধন সমন্বয় তহবিলে ১৬,৭৩,৯০০৲ সরাইয়া লইয়াছে।

মেসার্সি এডওয়ার্ড—আয়ত ইঞ্জি আণ্ড কোম্পানী লিমিটেড। অনুমোদিত মূলধন—১,২১,০০,০০০। বিলিকৃত, বিক্রিত ও আদায়ীকৃত মূলধন—১,০৬,১৬,১০০৲।

নিরীক্ষণের সারাংশ

(১৩.৪.৪৮)

দায়

অংশীদারের মূলধন	
অগ্রাধিকার	১,১৬,৩০০
সাধারণ	৯৯,৩০,৩০০৲
মূলধন সঞ্চিতি	১৬,১৩,৩৩০৲
অন্যান্য সঞ্চিতি	৫৯,৯১,৫১৩৲
ঋণ	৯১,৯১,১৩৩৲
অগ্রদত্ত লাভ (মোট)	১৯,৩০৲
মোট	১,৯১,৩১,৫১৩৲

সম্পত্তি

মোট বন্ধ সম্পত্তি	১১,৩৩,৩১৩৲
মূল্যাবনতি	১৩,৩১১৲
নীট বন্ধ সম্পত্তি	১৯,১১ ৩৩১
সরঞ্জাম	১৭,৩১৩৲
বাকী পাওনা	১৩,১৩,১৭৯৲
বন্ধ ও ব্যাঙ্কে	১১,৩৫,৯১৲
[illegible] নীট মজুত মাল	৩,৩১১৲
নগদ	১১,১৯,৩৩৩৲
মোট	১,১৩,৩৬,৫১৩৲
হস্ত সম্পত্তি	১৬,১৩, ১৩৲

* * * *

৩১এ মে (১৯৪৮) তারিখে সমাপ্ত ছয় মাসের জন্য লোহিয়ান্স্ লিমিটেড্ কোম্পানী লিমিটেডের যে হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে আলোচ্য সময়ে কোম্পানীর নীট লাভের পরিমাণ ২,০৩,৩৭৯৲ পূর্ববর্তী হিসাবে প্রকাশিত ৫,৯১,৩০৭৲ হইতে অবশ্য হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। পূর্ববর্তী হিসাবে প্রকাশিত অর্জিত লাভের মোট ৩,১১,১১৭ টাকার সহিত এই লাভের পরিমাণ একত্রিত করিয়া মোট অর্থ হইতে পূর্ণ পূর্ণ বৎসরের মোট ৬% লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে এবং কর খাতে ১,৩০,০০০৲ বরাদ্দ করা হইয়াছে। আলোচ্য হিসাব কালের জন্য সাধারণ অংশীদার বার্ষিক শতকরা ১৩% হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে। পরবর্তী হিসাবে অর্জিত লাভের মোট টাকা হইয়াছে মাত্র ৩,৯৩৲ (৩,৫১,৫৪৭৲)।

আলোচ্য সপ্তাহে ওরিয়েন্ট ফুট মিল্স্ কোম্পানী লিমিটেড ও ফুট মিল্স্ কোম্পানীর নিকট হইতে নিজেদের ব্যবহারের জন্য ভারতীয় ইউনিয়ন সরকার কর্তৃক অনুমোদিত "ব্যাঙ্কারী সমন্স" জারী করিয়াছেন কোম্পানী তাহাদের অবাবহৃত ৯১,১০০ ডলার ব্যাঙ্কারী সমন্স শ্রীনন্দলালবাবাগন মিলের নিকট বিক্রয় করিয়াছেন।

ব্যাবেক্স এক্সেন্স—ব্যাঙ্কার্স ইউস আণ্ড কোম্পানী লিমিটেড। অথরাইজড, ইস্যুড, বিলিকৃত, বিক্রীত ও অবলীকৃত মূলধন—৫০,০০,০০০৲।

লিকুইডেশনের সারাংশ

(৩১.৪.৫৮)

দায়

অবলীকৃত মূলধন	
অগ্রাধিকার	১০,০০,০০০৲
সাধারণ	১০,০০,০০০৲
সুদ ও ডিবেঞ্চার	১,১০,০০০৲
অন্যান্য ঋণদাতা	১৪,১৩,০১৮৲
ঋণ	১৩,৫৪,৩১১৲
অর্থাগম লাভ (ক্ষেত্রে)	৩৯,৩৩৩৲
মোট	৪৯,১০,১৫৫৲

সম্পত্তি

ফোর্ট এন্ড সম্পত্তি	৩৩,৯০,১১৭৲
মূলধনপত্র	৩১,০৫,৩১৯৲
মোট বন্ধ সম্পত্তি	১১,৫৩,১১১৲
সরঞ্জাম	১,১৯,০৮১৲
মজুত মাল	৯,১৩,০৮১৲
বাকী পাওনা	৫, ৬,১১৯৲
ব্যাঙ্কসমূহে	৩,৯৯,৩৩০৲
"অগ্রাধিকার লাভ ক্ষয়" জমা	১,৯৯,৩৩০৲
নগদ	১৩,৩৯,৩৯৮৲
মোট	৩১,৫৪,৩৩৩৲
মূল সম্পত্তি	৩৯,১০,১৫৫৲

সরকারী ঋণ,পৌষ, মা কজনার অভাব।

(পৃষ্ঠাংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়)

লাভিত হয়(৩২.২১ কোটি টাকা—৩১.৭৮ কোটি টাকা)। ইনকাম অব্যাহতের পরিমাণও কিঞ্চিদধিক ১০ কোটি টাকা হ্রাস পাইয়াছে (৬৯.১৪ কোটি টাকা—৫৯.৫৪ কোটি টাকা)। মোট মূল্যের পরিমাণ পূর্ববর্তী সপ্তাহের ৪৯.১১ কোটি টাকা হইতে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া আলোচ্য সপ্তাহে দাঁড়াইয়াছে ৪৮.৭৫ কোটি টাকা। মূল্যমানের পরিমাণের প্রায় ৪.১০ কোটি টাকার হ্রাস দেখা গিয়াছে (৩৫.১৩ কোটি টাকা — ৩১.০৩ কোটি টাকা)। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, আলোচ্য সপ্তাহে ভারতীয় বোর্ডের পরিবর্তে পাকিস্থানের ষ্টেট ব্যাঙ্কের ভারতীয় বিভাগ বাজেয় ১৫কোটি টাকার সম্পত্তি গ্রহণ করিতে হইয়াছে।

* * * *

বাণিজ্য বিভাগে কেন্দ্রীয় সরকারের ঋণ পরিমাণে প্রায় ৭ কোটি টাকার মূল পরিলক্ষিত হয় (২৩৩.১৪ কোটি টাকা—২২১.১৭ কোটি টাকা)। অন্যান্য সরকারী ঋণের পরিমাণ ১৭৮.১ কোটি টাকা হইতে ১৪.১১ কোটি টাকায় প্রায় ৩ কোটি টাকা হ্রাস পাইয়াছে। ব্যাঙ্কসমূহের ঋণের পরিমাণে বিশেষ কোন পরিবর্তন লক্ষিত হয় নাই (৩৩.২১ কোটি টাকা—৩৩.৫৪ কোটি টাকা)। কর্পোরেশন ব্যাঙ্কসমূহের পরিমাণেও অনুরূপ বিশেষ কোন পরিবর্তন দেখা যায় নাই (৯.৫০ কোটি টাকা—৯.৫০ কোটি টাকা)। বিবিধখাতীয় ঋণের পরিমাণে পুনরায় কিঞ্চিৎ হ্রাস পরিলক্ষিত হয় (১২১.৫১ কোটি টাকা—১১৭.৯১ কোটি টাকা)। কিন্তু সরকারী এবং অন্যান্য সকল প্রকার ঋণের পরিমাণেই ইতিপূর্বে পরিলক্ষিত হ্রাস পরিলক্ষিত হয় (১২১.৫১ কোটি টাকা—১১৭.৯১ কোটি টাকা)। কিন্তু সরকারী এবং অন্যান্য সকল প্রকার ঋণের পরিমাণেই ইতিপূর্বে পরিলক্ষিত হ্রাস পরিলক্ষিত হয়। এই বৃদ্ধির পরিমাণ সরকারীঋণের পূর্ববর্তী সপ্তাহের ১.৭ কোটি টাকা হইতে আলোচ্য সপ্তাহে ১.১৩ কোটি টাকা এবং অন্যান্য ঋণের ক্ষেত্রে ৪.১২ কোটি টাকা হইতে ৪.১৭ কোটি টাকা। ঋণবিনিময়ের পরিমাণেও সামান্য উন্নতি লক্ষ্য করা যায় (৮৩.১৩ কোটি টাকা ৮৩.১৩ কোটি টাকা)। ঋণবিনিময়ের পরিমাণের এই উন্নতি আলোচ্য সপ্তাহে বাজারে সরকারী তৎপরতাই সূচিত করে।

প্রাসঙ্গিক

(পৃষ্ঠাংশ ১১ পৃষ্ঠায়)

কর্পোরেশন সৃষ্টির ব্যবস্থাদি সম্পর্কে এই প্রাথমিক সূচীর সমাপ্তি হয়। অতঃপর যে অঙ্গন অবশ্য আশু বিবেচনার দাবী রাখে তাহাকে কোন আলোচনা-বৈঠকের সাহায্যে সরল করা সম্ভব নহে' কেন না, ভারতীয় অর্থনীতির মূল কথা—আবশ্যক মূলধন প্রবিষ্ট এবং মুনাফাজনীত লাভ-সংরক্ষণের অভাবই এই অঙ্গনের জন্য দায়ী। এই অভাব কতদূর দৌড়ায় তাহাসঠিক রূপ বলা সম্ভব নহে। কিন্তু এই অভাবকে অন্তত পঞ্চাশ কোটি টাকা বলিয়া ধরিলে বাজারও কোন অর্থ হয় না। ইহাকে সাদর করিতে হইলে এই অভাবকে দূর করিতেই হইবে।

অনুরূপ মত বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির কণ্ঠেও ধ্বনিত হইতেছে। অর্থমন্ত্রী স্বয়ং বিদেশস্থ ব্যাঙ্কের ও শুল্কিক ব্যাঙ্কারদের নিকট হইতে আশার বাণী শুনাইয়াছেন। তাঁহার এই বিশ্বাসের সরকারী প্রচেষ্টার যে বিবরণ ব্যক্ত করা হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, বিভিন্ন প্রাথমিক তথ্যাদি সংগ্রহ করা ছাড়াও কর্তৃপক্ষ আবশ্যক বিচার সহকারে, এবং কর্মীদের বাসস্থানের সংস্থান করিবার সঙ্গে সঙ্গে বিভাগেরও বিভিন্ন অংশের বিভিন্নতে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেকটী ব্যাঙ্কের ব্যাঙ্কিং সম্পর্কে কেন্দ্র, বিভাগ এবং শাখা বন্দরের অংশ স্থির করা হইয়াছে। ব্যাঙ্কের উপযোগের কর্মচারীদের পথে যে সকল প্রাথমিক উপায় গ্রহণের, তাঁহাদের পুনর্বসতির পরিকল্পনাও পূর্ণ হইতেই বিবেচনা করা হইতেছে এবং এই সূত্রে দেখে যাহাতে নূতন আবশ্যক প্রবিষ্ট করা হইয়া দেশের অর্থনৈতিক স্বাস্থ্য-বিকাশকল্পে ভিত্তিভূত হয়, তাহারও পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হইয়াছে।

এই সকল প্রাথমিক আয়োজন সম্পূর্ণ না হইলে ব্যাঙ্কসমূহের আর্থিক ধারার বিস্তার কার্য আরম্ভ করা সম্ভব হইবে না। কিন্তু ইতিমধ্যেই দুর্গাপুরের দেখানে ব্যাঙ্কের ও কলোনীর ঘর নির্মিত হইয়াছে, সেখানে একটী ব্যাঙ্ক বিস্তারের কার্য আরম্ভ করা হইবে। এই কার্যে সহায়তা করিবার জন্য কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যেই বিভিন্ন বৈদেশিক বিশেষজ্ঞকে তিন বৎসরের জন্যে নিযুক্ত করিয়াছেন। এই বৈদেশিক বিশেষজ্ঞদের সহকর্মী কর্মচারিদের মধ্যেই দেখে যাহাতে আবশ্যক ব্যবস্থা প্রবিষ্ট করা হয়, তৎপ্রতি সুযোগ দেওয়া হইবে। এতদুদ্দেশ্যে স্থির করিয়াছে যে, যে সকল বৈদেশিক প্রতিষ্ঠানকে কন্ট্রাক্ট দেওয়া হইবে তাহাদের এই শর্ত স্বীকার করিতে হইবে যে, তাঁহারা ভারতীয় শ্রমিক ও যন্ত্রপাতিবাবহারের বিষয়ে শিক্ষা করিবেন।

আবশ্যক ব্যাঙ্কারের সংখ্যা বিভিন্ন স্তরের জন্যে প্রাথমিক হিসাবে কেন্দ্র, বিভাগ ও শাখা বন্দর অনুযায়ী স্থির করা হইয়াছে। স্থির হইয়াছে যে, বিভাগ ও শাখার জন্য আবশ্যক মোট ১৮ কোটি টাকা কেন্দ্র, বিভাগ এবং শাখা যে সমস্তরে ব্যয় করিবে তাহা নির্ধারণের জন্য আবশ্যক ১৪ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সরকার ও শাখা সরকার সমান ব্যয় করিবেন। কিন্তু যেহেতু ইতিমধ্যে অনেক প্রাথমিক শাখা উপযুক্ত হইবে বলিয়া এতৎসম্পর্কে আবশ্যক ১৩ কোটি টাকা শাখা সমূহে এককালীন ব্যয় করিতে হইবে।

এই আর্থিক ব্যবস্থার ব্যাঙ্কিং বৈশিষ্ট্যগুলির মূলে আমাদের শাখা বন্দর অঞ্চলই অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া অনেক ভরসা হয় নাই। কিন্তু ১৯৫০ সালের পূর্ণ পরাজয় রাজ্যের বীমের কাজ কেন্দ্রসমূহ সুখ-স্বচ্ছন্দেই নিজ নিজ কার্যে ব্যাপৃত হইতেছে।—এমনও আশঙ্কা হইতেছে যে, ১৯৫০ সালের তুলনায় যে, প্রাথমিক ব্যবস্থাদি হয়তো সম্পূর্ণ হয় নাই। আজ পূর্ণ মূল্যের লক্ষ লক্ষ টাকার পশ্চিম বঙ্গে আমদানীর ফলে বেকার-সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে, তাহাতে ব্যাঙ্কের উপরে ঋণাধিক্য করিবার দায়িত্বের আবশ্যকতা হইয়াছে। অধিকাংশক্ষেত্রে সরকার ইহা উপলব্ধি করিয়া ঋণ তাড়া দিয়া একটু অগ্রসর হইলে,—ইহাই আমাদের

সাপ্তাহিক হিসাব বিকাশ :—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক

ইস্যু বিভাগ—

(হাজার টাকার হিসাবে)

(অন্তিম বছর)

দায়—

নোট বিভাগের দেনা

নোট

সম্পত্তি—

স্বর্ণের ও রৌপ্য মুদ্রা

ব্যাংকিং বিভাগ—

দায়—

সম্পত্তি—

সাপ্তাহিক হিসাব বিকাশ :—ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক

(হাজার টাকার হিসাবে)

দায়—

সম্পত্তি—

সাপ্তাহিক হিসাব বিকাশ :—তফশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক

(হাজার টাকার হিসাবে)

ষ্টেট ব্যাঙ্ক অভ পাকিস্তান

(হাজার টাকার হিসাবে)

ইস্যু বিভাগ—

দায়—

সম্পত্তি—

ব্যাংকিং বিভাগ—

দায়

সম্পত্তি—

যৌথ প্রতিষ্ঠান

প্রতিষ্ঠানের নাম	অনুমোদিত মূলধন (লাখ টাকা)	দেয় ও আদায় মূলধন	প্রতি শেয়ারের অনুমোদিত মূল্য	দর সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	বাজার দর ১১/১১/৮৮	১২/১১/৮৮
ইঞ্জিনিয়ারিং							
ইস্টার্ন আয়রন	১,০০,০০,০০০	১,১৫,৩৬,৩১৯		৮৯(ব)	৬৫১		৮৫৯
হেরন	৫,০০,০০০	৩৫,০৬,১৩৬		৪৯(ব)	১৩৫১		১৩৭
ইস্টার্ন আয়রন	১,৫৫,০০,০০০	১৯,৪৫,১১,১৫৮		১৫৷ (ব)	৩৫৮	১৩৯৫	
ধর্ম	৯০,০০,০০০	১,৩৮,২১,৩৩৬		১৯৯৩(ব)	৪৫৩		৬৮৭
হেরনহোর্ড	৬৫,৩১,১৫৩	১৫,৫৩,০০০		৯৩(ব)	১৫৷৩১	১/০৯,৯৩	
ধর্মাবলম্বী	১৩,৩০,০০০	১,১১,৫১৷		৯৩(ব)	৩৫৯		৩৫/৩
জিল অনুসন্ধানাগার ...	৩,৫৫,১৫,৫০০	১১,১৩,৩১৷					১৩৯৫
ভারী ও রাসায়নিক							
আমেরিকান্যাসনাল	১১,৩০,০০০	১৩,৩১,৫৩০	১০৷				৩৭১/৩
ইন্ডাস্ট্রিয়াল	১১,৩১,৭৩০	১১,১৩,০০০	১০৷				৩৫৩৩
আজাদ কাগুরিয়া	১,৩০,০০০	৫,১৪,০০০	১০				৩৫৷
আমানপুর	১৩,৩০,১৩০		১০০৷				
আমানত	১৩,৩০,০০০	১,১১,১৫৩	১৫০				৪,৩
আর্থ ওভারসীজ ...	১,১১,৩০০	১,৩৩,০০০	১০৷				১৫৩
আর্থ লাভুল	১,১০,০০০	১,১১,৩৩০	১৫০				৯৷
ইস্টার্ন ইন্ডাস্ট্রিয়াল	১১,১৯,১৩০	১৯,১১,১৩১	১০৷				১৩৭
ইস্টার্ন ফাইনান্স	৯,৩০,০০০	৯,১১,০৯৯	১০৷				১১৷
এশিয়াটাকী	১৩,১১,০০০	১৯,১৩,০০০	১০৷	৩০			১৫/৩
ওয়ারেন	১৯,১৯,১৫০	১,১৫১,৩০০,০০০	১০৷	১৯০			
কেমিক্স	১০,৩০,০০০	১,৩৯,৩০,৫০০	১০০৷	১০৷	৩৫৯		
ফাইবার	১৩,৩০,০০০	১৯,১১,১৩১	১০৷	১৯০(ব)	৩৩১		
ফার্মাসিউটিক্স	১৫,০০,০০০	১৯,৩১,৩৩১	১০৷		৩৩৯		১৩৩৩
ফেডারেল	১১,৩০,০০০	৯,৩৩,০০০	১০৷		১১৷৩৩		৩৫৷
বাংলাদেশী	৭,০০,০০০	৯,১৫,০০০	১০৷		১১৷৩১		১১৯৩
বিদেশ	১,১০,০০০	৫,৩১,৭৯০	৭৷		১৫৷৩১		৩৩৯৩
মাইনিং ডায়মন্ডপুর	১১,১০,০০০	৯,১৩,০০০	১০৷		৯৯৯	১৩৯/৯৩	
মেন্ডেলিন ইন্ডিয়া	১৯,৩১,০০০	১৩০	১০৷		৩৩১		৩৩৩
কাগজের কল							
এশিয়া	১১,৩০,০০০	৩৩,১৩,১১৯	১০৷	১৫০	৩৫৯		
ডায়মন্ড টেক্সটাইল ...	১৫,৩০,০০০	১৩,৩৩,০০০	১৫০	১/৯	৩৩৯		
ফেডারেল	৯০,০০,০০০	৩৩,৯১,৩১৯	১৫০	১৯৩(ব)	৩৫১		১৩১/৯
ইস্টার্ন ...	১৯,৩০,০০০	১৩,৯১,৩৯৯	১৩৯৷	১০৷	৩৫৯		১৩৯৯
ফেডারেল	৩৩,৩১,৯৯০	৯১,৫৯,৩১৷	১০৷	১৷(ব)	১১৷৩৯		—
ফার্মাসিউটিক্স	৯,৩০,০০০	১১,১১,৯৩৷	১০০৷	১০৷	৩৫৯		৩৩১৷
বাংলাদেশী ...	১৫,৩০,০০০	১,৫৯,১৩৯	১০৷		১১৷৩৩		৯৯৯
বিদেশ	১৫,৩০,০০০	১৯,৯০,৫৩৯		৩৷(ব)	১১৷৩৯		৩৫৯৯
মুসলিম	৩৩,৩০,০০০	৩৩,৩৩,১১৯	১০০৷	১৩৷(ব)	১১৷৩৩	১৩৩/৩৩	
(অসমাপ্ত)	৯,৩৩,০০০ ১৯,১১,৫১৩	১১,৩৫,১০৩	১৩৷ ১০৷	৯৷ (ব) ৯৷	১১৷৩৯	—	

যৌথ প্রতিষ্ঠান

প্রতিষ্ঠানের নাম	অনুমোদিত মূলধন (মাসাধারণ)	দেয় ও আদায়ী মূলধন	প্রতি অংশের অনুমোদিত মূল্য	বর্ষ লভ্যাংশ	মন্তব্য
চটকল					
অন্নদাতা	১০,০০,০০০	৩,১১,০০০৲	১০০৲	৯৲	৭৫৯
ইউনিয়ন	১০,০০,০০০	৩,৯০,১৫০৲	১০০৲	১১৫	৭৮৩
ইন্ডিয়া	৮৫,০০,০০০	২১,৩৬,৩৫০৲	১০৲	৬০	৩৫৮
ওরিয়েন্টাল	৩০,০০,০০০	৩,৮৭,৩০০৲	১০০৲	৩০	১৯,৩১১
কাকিনাড় ইন্ডিয়া	১১,৫০,৩০০	১১,১১,১০০৲	১০০৲	১০৲	৭৩৮
কৃষ্ণরায়ণী	৩,৫০,০০০	১১,৩১,০০০৲		৫৭	১২,১৩১
কামারহাটী	৩৫,০০,০০০	১২,৩১,৩৩১৲		১১৫	৩৩৩
গৌরীপাড়া	৩০,০০,০০০	১০,১৬,১৫১৲		১০৲	৩৫৮
চিত্তরঞ্জন	৩০,০০,০০০	৩,৩১,১৭০৲		৯৲	৭২৮
ডেলফিন	১১,০০,০০০	৩০,১১,০০০৲		১২১০	৭৩৮
ন্যাশনাল	১,৩০,০০০	৩০,৭১,৩৩৩৲		৭৲	৩৩৮
প্রেম	১,১০,০০০	১১,৩০,০০০৲		৫০	১৩/১১
ফ্লাইং	১০,৩০,০০০	১৯,৩৭,১০০৲		১৩০	৩৩৮
বৌবাজার	১০,১০,০০০	৩৩,১১,১৩৭৲		৩৭৲ (গ)	১২/১১
বৌবাজার	১১,৩৭,৩০০	৩৫,৩১,১৩০৲		৫৩৲	৩৩৮
ভাটপাড়া	৩৩,৩০,১৫০	১১,৩৩,৩১০৲		১৲	১/৫১
ভিক্টোরিয়া	৩১,১১,৩০০	১,৩১,৩১,১৩০৲			৩৩৮
মেঘনা	১৫,৩০,০০০	১১,৩৩,১১৩৲		১০৲	৫৩৮
মহীয়া	৩৩,১১,৩০০	৩০,৩৩,৩৩৲	৩০৲	৩৩৩	৩৩৮
মৈত্রাবি	১১,৩০,০০০	৩৫,১৩,৩০০৲	১০০৲	৭৲	৩৩৮
রাজমান	৩৫,০০,০০০	১১,১৭,১১৩৲	১০৲	১৲	৩১৩
রেজিস্ট্রেলী	১১,০০,০০০	৩,১১,০০০৲	৫৲	৫৲	৩৩৮
লেডি ইন্ডিয়ান	১৫,৩৭,০০০	১৯,১১,৩০০৲	১০০৲	৩৩৩	৩৩৮
লেডি মনোরমা	১৫,০০,৩০০	১,৩৭,৩০,১৩০৲	১০০৲	১৩৲	৩৩৮
শ্যামনগর	১,১০,০০০৲	৩,১১,৩৩০৲	৫৩৲	১বিভেদ (গ)	৩৩৮
শ্রমিক	১০,০০,০০০	৩৩,১৫,৩৭০৲	১০০৲	১০০	৩৩৮
সিঙ্গুর	৩০,১১,০০০	১০,৩৩,৩৩১৲	১০৲	১৫০(ঘ)	৩৩৮
সিমলাগড়	১০,৩৩,৩০	৩৩,১১,৩১১৲	১০৲	১৩৩	৩৩৮
সোনিয়ান	১০,০০,০০০	১৩,১০,১১০৲	১০০৲		৩৩৮
হালসাবাদ	৫৩,৩০,০৩০	১১,৩৩,০০১৲	১০০৲		৩৩৮
হাওড়া	১১,১১,৩০০	১০,১১,৩৩১৲	১০৲		৩৩৮
হুগলী	১,৩০,০০০	৩০,১১,১০০৲	১০৲		৩৩৮
হুগলীমিল	৩৩,৩০,০০০	১১,১০,১৩০৲	১০০		৩৩৮
হিন্দমোটর	১১,০০,০০০	১১,৩৩,০০০৲	১০০৲		৩৩৮
চা-বাগান					
আই ডিভিজ	১০,০০,০০০	৩,৩০,০০০৲	১০৲		
ডিমা	৩,১০,০০০	৩,৩১,১৩০৲	১০৲		
তুলসী	১,১১,০০০	১,৩৫,১১৩৲	১০৲		
ধেকপুড়া	১৫,৩০,০০০	১,১০,০০০৲			

মৌথ প্রতিষ্ঠান

কার্যবিবরণের বর্ষ	আদায়ীকৃত মূলধন (হাজারে)	তহবিল ও অন্যান্য দায়সমূহ	ধার্য অংশের আদায়ীকৃত মূল্য	বাজার দর	মন্তব্য	বাজার দর		
						১৯/১১/৮৮	১৭/১১/৮৮	শেষ বাজার দর
চা-বাগান								
ডেলিয়াগাড় ...	৫,১০,০০০	১,৯০,১৭৯		২৩ (ঘ)	১৯/৩১			
দেবাই ও পার্শ্ববিত্তি ...	৬,০০,০০০	৪,৯০,১৯০		৯৮ (ঘ)	১৯/৩৭			
মিঠা চুলা	১,৯০,০০০	৪,৩১,৬৯৯		৯ (ঘ)	১৯/৩৭			
নারায়ণগাড়া	১৫,০০,০০০	৩৮,৭১,৩৩১		৭৯ (ঘ)	১৯/৩৯			
ফরিদি	৬,৩৯,০০০	৬,৯৯,১৭৬		৯৯০ (ঘ)	১৯/৩৭			
ধলাবাড়ী	৫,৯০,০০০	১১,৯০,০৯০		৫৫ (ঘ)	১৯/১১			
বিজয়	১৩,৯০,০০০	৮,১৩,০০০		৩৯৯ (ঘ)	১৯/৩৯			
দেবপাড়ি	১,১৫,০০০	৪,১৯,৮৭৬		৭ (ঘ)				
ধলাছড়া	১,৯০,০০০	৬,৩৯,১৯৯		১৯০ (ঘ)				
সেন্ট্রাল ডুয়ার্স		৬,৯৭,৮৭৬		১৯৯ (ঘ)				
মালব	৬,৯০,০০০	১,৯৭,৩১১		১,৯৫ (ঘ)				
দেবাই বিজয়	৫,৯০,০০০	৭,৩১,৮৮৯		৯৫ (ঘ)				
ধোলাগাড়া ...	৯,৯০,০০০	১১,৯৫,৯৯৯		১৭৯ ৫				
ওদিয়াড়া ...	১৬,৯০,০০০	৩১,৩১,১১১		৯৯ (ঘ)				
চিনির কল								
ইউ-পি ...	১৬,৯৮,০০০	১১,৯৯,৯১৯		৮৮	১৯/৩১			
ভাগ ...	৪৯,৯০,০০০	১৮,১৯,৯৩১			৯৯/১			
গুলরভ ...	১১,৯০,০৭০	৯৯,৩১,৯৫৫		১৯৯ (ঘ)	৯৯৮			১১,৯৯
রামপুর সিনি ...	৯,১৯,৩১০	১১ ১১,১৯৯		৯,৯৯ (ঘ)	৯৯/১			৯৯,৯৯
বাজাদপুর ...	১,৯০,০০০	৬,১১,৯৫৩	১০ ৯		১৯/৩১			১৯
ওরভ ...	১৩,৯০,০০০	১,৯৯,৯৯১	১০ ৯		৯৯/১			১৫ ৯
রামনগর ...	১৯,৯০,১৯০	৫,১৯,৯৯১	১০ ৯		১৯/১			১৭/৯০
রাজাগঞ্জ ...	১,৯০,০০০	১৯,৯০,০৯০	১০ ৯		৯৯৮			১৯৯
নবদিগুর ...	১১,১১,০০০	১,৩১,১৯০	১০ ৯		৯৯৮			
খাদ্য								
ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফার্মিনেশন	১,৯০,০০,০০০	৯০,০০,০০০	১০ (ঘ)	১৯০	১৯/৩১		৯৫৯-৯০	
মুন্সিরা ইউনিয়ন ...	১১,৯০,১৯০-৫৫,৯০,১৯০ পি	৯৫,৯৯,০০০	১১ ৯	১৯৯ (ঘ)	৯৯৯			
মুন্সিরা ফার্মি ...	৯৯,৯৭,০০০	৭৯,০০,০০০	১০ ৯	৯৯ পাই (ঘ)	১৯/৩১			
বালসবাড়ী বাগানবন্ধ	৭৯,০০,০০০	১৯,৯৯,০০০ ৯	১০ ৯	৯০ (ঘ)	১৯/৩৭	১৯,১৯৫/৯০	১৯৯-১৫/৯০	
পাঞ্জাব ফার্মিনেশন ...	৯৯,৯৯,৯১১	১,৯৯,৯৯,০০০	১০০ ৯		১৯/১৯			১৯৯ ৯
হিমাচি আব ...	১,৯০,৯৯,০০০	৫,৯৯,৯৯,০০০	১০০ ৯	৯ (ঘ)	৯৯৩	১১১৯-১৯ ৯		—
হোসব সেন্ট্রাল আব	১৫,৯৯,১৯১ ৯	১৯,৯৯,০০০	১০ ৯	৫৯০ (ঘ)	১৯/৩৭			৯৯,৯০
এসব অব ইন্ডিয়া ...	১,৯০,৯৯,০০০	১,১৯,৯৯,০০০	৯৯ (ঘ)	৯ ৯	৯৯৮	১৯৯ ৯		
আব অব ভারত ...	১,৯০,৯৯,০০০	১,১৯,৯১,০০০	৯৯ (ঘ)	৯ (ঘ)	১৯/৩৭			
হিন্দ আব ...	১১,০০,০০০	১১,৯৯,০০০	৯৯ (ঘ)		১৯/৩৭			
বিদ্যুৎ ফার্মিনেশন ...	১,১৯,৯৯,০০০	১,১৯,৯৯০ ৯	৯৯ ৯		১৯/৩৭	৯৯৯ ৯		
সেন্ট্রাল আব অব ইন্ডিয়া ...	৯,১৫,১১,১১০	৯,৯৯,৯৯,৯৫১ ৯		১৯৯	৯৯৮	৯৯৯ ৯		
বিদ্যুৎ-সরবরাহ								
ইউ-পি	৯৯,৯৯,৯৯০	১৯,১৯,১৯৯		৯ ৯	৯৯৮			
বাজাদপুর ইলেকট্রিক	৯৯,৯৯,৯৯০ ৯৯	৯৯,৯৫,৯৯৯ ৯৯	১ ৯৯	১৯৯ (ঘ)	১৯/৩৭			১৯৯,৯০

যৌথ প্রতিষ্ঠান

প্রতিষ্ঠানের নাম	অনুমোদিত মূলধন (টাকায়)	টাকা ও অন্যান্য হস্তান্তর	প্রতি অংশের অনুমোদিত মূল্য	দত্ত লভ্যাংশ		১৫.১১.৮৫	শেষ কারবার হয়
বিদ্যুৎ-সরবরাহ							
অমলপুর	১১,২২,১০০					২২৯৩	
পাটনা	১৩,২২,০০০						
বেঙ্গলি	৯,৩০,০০০						
বিবিধ							
আমার দেশ	১,২৫,০০১	১,০৫,৩৯৯			৪৩৭	৯৫৮	
ইন্ডিয়ান অক্সিজিনেরর	১৩,৩০,০০০	১,২০,০০০			৩৩৭		
ইন্ডিয়া কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ	৯,৫১,৩৩০	১,৫১,৩১৩ পা		১৫ টি	১৯,৩৩		
ইন্ডিয়া স্টোর্স লিমিটেড ...	৩৫,৩০,০০০	১৯,৩৫,০০০			৩৩৭		
ইন্ডিয়া ইনশিওর	১,১৩,০৯,৩১৩				৩৩৭		
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক	১,৩৩,০০০ পা	৩,১১,৩০০ পা		২ ৬৫ টা	৩৩৭		
ইন্ডিয়ান স্টোর্স	১৩,১১,০০০	১৯,৩৩,৩১১		১৬৩ (খ)	৩৩৭		
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কার্স এসোসিয়েশন	১৯,১১,০০০	১৩,১১,১১১			৩৩৭		৩১৯৩ পা
এডওয়ার্ড ব্যাঙ্কার্স	৩৩,৩৩,০০০	৩১,৩১,৩৩৩			৩৩৭	১৯৯৯-৯৩.৯৩ (খ. ম)	১৯৩
এম আর সি ব্যাঙ্কার্স	১৩,৩৩,০০০	১,৩৩,৩১৯			৩৩৭		১৩১
ব্যাঙ্কার্স	৯৯,৩৩,০০০	৯,৩৩,০০০			৩৩৯		১৯৯৯
ওরিয়েন্ট ব্যাঙ্কার্স ...	১৩,১১,৩০০	১৩,৩১,৩৩৩			৩৩৯		
ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়া	৩,১১,৩৩৩	১,৩৩,০০০			১৯৩৭		
কলকাতা ইন্ডাস্ট্রিজ	১১,৩৩,০০০	১,৩৩,৩১১			১৩৩৭		৩৩৩৩
কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ	২৩,৩৩,০০০						
ক্যালকাটা ইন্ডাস্ট্রিজ ...	১৩৩,০০০ পা	৯৯,১৯১ পা		৯ টি (খ)	১৯৯৯		৯১৯
ক্যালকাটা ইন্ড ব্যাঙ্ক	৯,৩৩,০০০	১১,১৯,১১১		৯৲	১৯৩৭		১৩৩৩
ক্যাপ্টেন ব্রিকিন্স	৩৩,৩৩,০০০	১৩,৩৩,৩৯৯			১১৩৭		১৩৩৩
ক্যালকাটা ব্যাঙ্কার্সগেট ...	৯৩,৩৩,০০০	৯,৩৩,০০০		১১৲	৩৩৭		—
ক্রাউ ইন্ডাস্ট্রি হোটেল	১১,৩৩,০০০	১১,১৯,০০০		১৲ (খ)	৩৩৯		৩৩৩৲
ক্যাপিটাল ব্যাঙ্কার্স ...	১,৩৩,৩৩,০০০	১,৩৩,০০০		১৩৲	৩৩৯		৩১/৩
কেমিক্যাল ব্যাঙ্কার্স	৯,৯০,০০০	৩১,০০০		৯৩	১৯৯৭		১৩৲
ক্যালকাটা	১,৩৩,৩৩,০০০	১৯,৯১,০০০		৯৲ (খ)	১৩৩৭		
ক্যাপিটাল ব্রিকিন্স ...	৩৩,১১,৩৩০	১১,৩৩,৩৯৯		৯৩	১৯৩৭	১৯৩	
ক্যালকাটা ইন্ডাস্ট্রিজ কেমিক্যাল ...	১১৩,৩৩,০০০	৯,৩৩,৩১১			৩৩৭		৯৩৩৩
ক্যালকাটা ইন্ডাস্ট্রিজ	১৩,৩৩,০০০	১,৩৩,৩১,০০১			১১৯৭	১৯৩৩	৯৩৩
ক্যাপ্টেন ব্রিকিন্স ...	৯,৩৩,০০০	৯,১৯,০০০		১৩৩ (খ)	৩৩৭		৯৩৩
ক্যাপ্টেন ...	৩৩,৩৩,০০০	১১,৩০০	১৩৲	৯৩	১১৩৯		৯৩৩
ক্যাপ্টেন প্রিন্ট ...	৩৩,৩৩,০০০	১৯,১৩,০০০	১৩৲	১১ (খ)	১১৯১		৯৩৩৩
ক্যাপ্টেন ফেব্রিক্যাল	৯৯,৩৩,০০০	১৩,১১,১৩০	১০০৲	১১ (খ)	৩৩৭	১১৯৩	১৩৩৯৩
ক্যাপ্টেন ব্যাঙ্কার্স	৯৩,৩৩,০০০	৯৫,৩৯,১১৯	১১৲	৩৯৩	১১৯১		৩৩৩৩
ক্যালকাটা ব্রিকিন্স ...	১৯,৩৩,০০০	১১,৩৩,৩৯৯	১৩৲	১১ (খ)	৩৩৯		৯১৯
ক্রাউন ইন্ডিয়া ব্যাঙ্কার্সগেট	৯,১১,৩৩,০০০	৯,১৩,৩৩,১১৯		৯৯৩	৩৩৭	১৯৩	১৯৩

REGD.NO.C3108.

আর্থিক ভারত

অর্থনৈতিক সাপ্তাহিক

২য় বর্ষ ৩য় সংখ্যা] [মূল্য ৪০

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

কলিকাতা

অনুমোদিত মূলধন	—	৮ কোটি টাকা
বিক্রীত মূলধন	—	৪ কোটি টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন	—	২ কোটি টাকা
রিজার্ভ ফাণ্ড	—	৪০ লক্ষ টাকা

পরিচালকবর্গ

শ্রী জি, ডি, বিড়লা (চেয়ারম্যান)

শ্রীঈশ্বরী প্রসাদ গোয়েঙ্কা (ভাইস্-চেয়ারম্যান্)

শ্রীরমনলাল জি, সারাইয়া (ভাইস্-চেয়ারম্যান্)

শ্রীঅনন্ত চরণ লাহা
শ্রীবৈদ্যনাথ জালান
শ্রীগোবিন্দলাল বাঙ্গর
শ্রীপি,;ডি, হিমৎসিঙ্কা
শ্রীরামেশ্বরলাল নোপানি
শ্রীমহাদেও এল, দাহানুকার
শ্রীমদনমোহন আর, রুইয়া
শ্রীমোহনলাল এল, শা
শ্রীমতিলাল তাপুরিয়া
শ্রীনবীনচন্দ্র মফৎলাল

জেনারেল ম্যানেজার

শ্রী বি, ডি, ঈশ্বরুকা

ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার

শ্রী এস, ডি, সদাশিবন

ভারত ও ব্রহ্মদেশের বড় বড় শহরে ষাটটির অধিক শাখা এবং পৃথিবীর সর্বত্র এজেন্সির ব্যবস্থা থাকায়, এই ব্যাঙ্ক দেশে ও বিদেশে জনসাধারণের সেবায় সম্পূর্ণভাবে নিযুক্ত থাকিতে পারে।

Those who have finance do read

"Indian Finance"

Those who have no finance must read

"Indian Finance"

'INDIAN FINANCE'

116, Lower Circular Road, Calcutta.

অগ্নি, নৌ, দুর্ঘটনা, মোটরগাড়ী ও
জীবন সম্পর্কিত
শ্রেষ্ঠ জাতীয় বীমা প্রতিষ্ঠান
হাওড়া ইন্‌সিওরেন্স
কোং লিমিটেড
৩০নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা

আর্থিক ভারত

যে কোন প্রকার বীমার জন্য—
জীবন, অগ্নি, সামুদ্রিক
দুর্ঘটনা, মোটরগাড়ী ইত্যাদি
হাওড়া ইন্‌সিওরেন্স
কোং লিমিটেড
৩০নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা।
ফোন—কলিঃ ৭৫৭

২৪ বর্ষ ৩য় সংখ্যা] কলিকাতা, বুধবার ৮ই আষাঢ়, ১৩৫৫; ২৪এ জুন, ১৯৪৮ [মূল্য ৪০

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		অর্থলোক	
ভারতীয় স্বার্থ ও ব্রহ্ম সরকারের আইন		আমদানি রপ্তানি সম্পর্কিত বৃহত্তর বিদেশ আইন বিধেয়ক	
প্রাসঙ্গিক		পশ্চাদ্বর্তী বাজার	
অসমতা : ভারত-পাকিস্তান বাণিজ্য চুক্তি, ক্রয়-পরিবর্তনশীল অন্তঃপ্রকাশ, পূর্ব বঙ্গে পাকিস্তানের প্রথম বন্দী		পশ্চাদ্বর্তীর বাজার মূল্যায়নের সম্ভাবনা	
সংবাদলিপি		বাজারের কথা	
লণ্ডন, দিল্লী, বোম্বাই		ইণ্ডিয়ান আয়রনের লভ্যাংশ ঘোষণা	
সরলম		মৌখিক	
		ইণ্ডিয়ান কেমিক্যালের সন্তোষজনক বিবরণ	

ভারতীয় স্বার্থ ও ব্রহ্মসরকারের আইন

"অর্থিক ভারত"-এ গতপূর্ব সপ্তাহের "বিপদ" শীর্ষক বিভাগীয় রচনায় "সবাসাচী" ব্রহ্মসরকার কর্তৃক ব্রহ্মপ্রবাসী ভারতীয়দের ক্ষতিপূরণ (?) সম্পর্কে লিখিয়াছিলেন এবং এই বিষয়ে ভারত সরকার যে উপযুক্ত পরিমাণে মনোযোগ প্রদর্শন করিতেছেন না ও যথাযোগ্য দৃঢ়তা অবলম্বন করিতেছেন না, এরূপ মন্তব্য করিয়াছিলেন। "সবাসাচী"র উক্ত রচনার প্রতিটি কথা আমরা সমর্থন করি এবং ভারতবাসী ও ভারতবর্ষের এতবড় ক্ষতির স্বার্থহানি যাহাতে না ঘটে, দেশহিতৈষণা ও সুবিচারের নামে সহস্র সহস্র ভারতবাসীর ঘরবাড়ীকে যাহাতে এমন করিয়া ব্রহ্মসরকার কাড়িয়া লইতে না পারেন, সেদিকে ভারত সরকারকে আমরা অতন্দ্র দৃষ্টি রাখিতে বলি। ভারত সরকার দৃঢ় কণ্ঠে তাঁহাদের অভিমত ব্যক্ত করুন, তাহা হইলে ব্রহ্ম সরকারের অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে-কণ্ঠস্বর প্রবেশ করিবে এবং পাঁচ সহস্র ভারতবাসী প্রত্যক্ষভাবে (ব্রহ্মদেশে বর্তমানে ভারতীয় কর্মাধিকারীর সংখ্যা অন্যূনাধিক ৫,০০০ হইবে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে) এবং লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী পরোক্ষভাবে সর্বস্বান্ত হওয়ার হাত হইতে রক্ষা পাইবে।

ব্রহ্মসরকারের ভূমি জাতীয়করণ পরিকল্পনার তথ্য আলোচনা করিতে বসিলে প্রথমেই যাহা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাহা হইল এতদ্‌বিষয়ে ভারত সরকার ও সাধারণ ভারতবাসী কর্তৃক প্রদর্শিত ঔদাসীন্য। অথচ এই পরিকল্পনার প্রধান আক্রমণ-লক্ষ্যই হইল ব্রহ্মপ্রবাসী ভারতবাসীদের ভারসঙ্গত স্বার্থ। অতএব এই সম্পর্কে কেন্দ্রীয় অবহেলায় বিস্মিত না হইয়া উপায় নাই।

আমাদের জাতীয় সরকারের আন্তর্জাতিক মৈত্রী ও ন্যায়বিচারের এবং পৃথিবীব্যাপী উচ্চাদর্শের জন্য বিশ্বাসের দৃঢ়তার অবধি নাই।—এমন কি, আমাদের দেশের এক শ্রেণীর লোকের বিশ্বপ্রেম, বিশ্বভ্রাতৃত্ব, সারা পৃথিবীর রাজনীতি, ইণ্ডোনেশিয়া, মালয় ইত্যাদি সম্পর্কিত উচ্চ চীৎকার, চায়ের টেবিলের আলোচনা, পার্কের বেঞ্চির উপর দাঁড়াইয়া বক্তৃতা, সংবাদপত্রে লেখালেখি এবং অপরিপক্ক কল্পনাবিলাসিতার আর অন্ত নাই। অথচ নিজেদের দেশের মানুষদের উপর এক শ্রেণীর লোকের দ্বারা যে অবাধে অনুষ্ঠিত হইতেছে, তৎসম্পর্কে যেন কাহারও কোন চিন্তা নাই, ব্যস্ততা নাই, কর্তব্য নাই।—বোধ হয় এরূপ কার্যে সালতনা বায়বীয় উক্তির সুযোগ কম বলিয়াই বর্তমানে এই সম্পর্কে বেশী লোক পাওয়া যাইতেছে না। আরও একটা কারণ আছে।—এই ক্ষেত্রে শুধু প্রতিবাদ করিয়াই কর্তব্য শেষ করা যাইবে না,—কিছুটা কাজের কাজও করিতে হইবে। অতএব ওই ধরণের "হাওয়া" পরিত্যাগ করিয়া ইণ্ডোনেশিয়া লইয়া বক্তৃতা করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করা অনেক ভালো!

কিন্তু কারণ যাহাই হউক না কেন, একথা ভুলিলে চলিবে না যে, ব্রহ্মপ্রবাসী ভারতীয়দের এই স্বার্থহানির সহিত ভারতবর্ষের নিজস্ব স্বার্থের প্রশ্ন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।—অতএব, শেষ অবধি, এই ঔদাসীন্যের প্রতিকূল ফলভোগ আমাদের জাতীয় সরকারকে এবং আমাদের নিজেদেরই করিতে হইবে।—সুতরাং বিশাল পৃথিবীর বহুবিধ সমস্যাকে ক্ষুণ্ণ করিতে বলিতেছি না। বিশ্বমানবের সহিত আমরা যে অঙ্গেছদ্যসূত্রে আবদ্ধ তাহাও অস্বীকার করিতেছি না,—কিন্তু কেবল এই কথাই বলিতেছি যে সব-কিছুর পূর্বে ঘরের পানে তাকানোর প্রয়োজন আছে। আমাদের শক্তির উৎস আমাদের দেশ, আমাদের জাতি,—তাহাদের প্রতি কর্তব্য আমাদের প্রাথমিক কর্তব্য,—সর্বপ্রকার দায়িত্বের সূচনাও আমাদের নিজেদের সূত্রেই সর্বপ্রথম হওয়া উচিত।

—কিন্তু সম্প্রতি অবস্থার কিছু পরিবর্তন হইয়াছে এবং তাহাতে আমরা খুশী হইয়াছি।—ব্রহ্মের সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার ব্রহ্মপ্রবাসী ভারতীয়দের কার্যকলাপের জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন এবং ভারতীয়দিগকে প্রদেয় ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে অবিলম্বে ব্রহ্মসরকারের সহিত আলাপ-আলোচনা চালাইবেন বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।—এইখানে আমাদের বিশেষ কিছু বক্তব্য আছে।

"সন্ধ্যাচাঁদ" লিখিয়াছিলেন, "ভারতীয়করণের যৌক্তিকতা অথবা ব্রহ্ম সরকারের উৎসর্গীকৃত অধিকার সম্পর্কে আমি নিশ্চয়ই কোন প্রশ্ন উত্থাপন করিতেছি না। কিন্তু ভারতীয়করণের পূর্বে 'ক্ষতিপূরণ' নামক একটি 'মূল্য উপায়' অবলম্বনের ভুল প্রথা পৃথিবীতে প্রচলিত আছে।—আমরাও 'সন্ধ্যাচাঁদের' ঐ টীকার প্রতিধ্বনি করিতে চাই। ব্রহ্ম সরকার তাঁহাদের নিজস্ব জ্ঞানবুদ্ধি ও চিন্তাধারা অনুযায়ী তাঁহাদের স্বদেশ সম্পর্কে যে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন, সে-কর্তব্যতা নিশ্চয়ই তাঁহাদের আছে এবং হস্তক্ষেপের প্রশ্নের অধিকার নিশ্চয়ই আমাদের নাই, কাজেই আমাদের আপত্তি ব্রহ্ম-সরকারের মূল ভারতীয়করণ সম্পর্কে নহে, আমাদের আপত্তি ব্রহ্মসরকার কর্তৃক প্রদেয় ও প্রস্তাবিত বহুবিজ্ঞাপিত "ক্ষতিপূরণ" সম্পর্কে।

—আমাদের বক্তব্য এই যে, "ক্ষতিপূরণ"এর নাম করিয়া সম্পত্তি কেনা করা উচিত নয়, "ক্ষতিপূরণ" নামধেয় (এই প্রসঙ্গে ব্রহ্মদেশের উন্নতির জন্য যেটুকু উন্নতি ব্রহ্মদেশের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে তাহার কোন ওজরে ও ছুতা—ভারতবাসীরা কি করিয়াছেন এবং ব্রহ্মবাসীদের তাহার ওপর ভারতবাসীদের নিকট কি পরিমাণ কৃতজ্ঞ থাকা উচিত, সে-সকল সম্বন্ধে "অপ্রীতিকর" কথার আমরা উল্লেখ করিতেছি না।) নামের আবরণের মধ্যে পাইয়া তাহাদের যোলআনা লইয়া ষোলকাচ্চা করা উচিত নয়; এবং সেরূপ সম্ভাবনার আশঙ্কায় আমাদের ভারত সরকারকে সর্বপ্রযত্নে সে-অবস্থার প্রতিকারার্থে অগ্রসর হইতে হইবে।

স্বাধীনতা-উত্তর ব্রহ্মদেশে নাগরিক অধিকার সংক্রান্ত জটিল ও বহু ক্ষেত্রে ভারতীয়দের সম্পর্কে একান্ত অসঙ্গত প্রতিবন্ধক বিধিনিষেধ প্রবর্তনের ফলে এবং সেখানকার সাম্প্রতিক অবস্থায়, ভারতবাসীদের ব্রহ্মদেশে আর অধিক দিন থাকিবার পক্ষে বিশেষ আগ্রহ হওয়ার কথা নয়; অতএব তাঁহাদের পক্ষে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ পাইলে অবিলম্বে ব্রহ্মদেশ ত্যাগ করার আকাঙ্ক্ষা স্বাভাবিক। এই "ক্ষতিপূরণ" সংক্রান্ত তাঁহাদের প্রকৃত অবস্থাটা সম্যক বুঝিবার পক্ষে সহায়ক হইবে বলিয়া "সন্ধ্যাচাঁদ" লিখিত পূর্ববর্ণিত রচনা হইতে কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

—"ব্রহ্মদেশের, বিশেষ করিয়া দক্ষিণ ব্রহ্মদেশের, জমিতে ভারতীয়গণ প্রায় ৫০ কোটি টাকা লগ্নী করিয়াছিলেন। জাপানী যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে পরলোকগত ডঃ বমর যখন ব্রহ্মদেশের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন, তখন বর্মা যুদ্ধে হইতে ভারতীয় বিতাড়নরূপ "জেহাদ" চলন অবস্থায় উঠে। সেই সময়ে ভারতীয়রা তাঁহাদের অধিকৃত মোট ৩০ লক্ষ একর জমির দাম ৯০ হইতে ১০০ কোটি টাকার মধ্যে হইবে বলিয়া মন্তব্য করেন এবং সরকারী মহল হইতে উক্ত জমির মূল্য ৮০ কোটি টাকায় কাছাকাছি হইবে বলিয়া প্রকাশ করা হয়। ইতিমধ্যে জাপানী যুদ্ধ সুরু হইয়া যায় এবং ওই দর-কষাকষির পালা বাধা হইয়াই স্থগিত রাখিতে হয়।

"ব্রহ্মদেশে জমির দাম ১৯৪১ সালে সর্বাধিক বৃদ্ধি পায়। তখন উহার মূল্য হইয়াছিল ৫০০ টাকা একর। ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসে ঐ দাম ৫০০ টাকা হইতে নামিয়া একশিল্প ৩০০ টাকায় দাঁড়ায়। বর্তমানে প্রতি একর জমির মূল্য ৫০ টাকা মাত্র।—ব্রহ্ম সরকার ওই সকল জমির জন্য যে "ক্ষতিপূরণ" ধার্য করিয়াছেন, তাহার সহিত কিন্তু বিদেশীদের মূলধনের পরিমাণ, উচ্চতম ও নিম্নতম মূল্যের সঙ্গতিরক্ষা হয়, এমন কি যুদ্ধের ফলে বর্তমানের অস্বাভাবিকরূপে হ্রাসপ্রাপ্ত মূল্যেরও কোন সম্পর্ক নাই;—অর্থাৎ ব্রহ্ম সরকার সর্বাধিক প্রাথমিক ৫০ কোটি টাকা হিসাবে জমির দর ধরিলেও উচ্চতম ও নিম্নতম মূল্যের গড়পড়তা হিসাবে প্রায় ৩০০ টাকা করিয়া একরে হাত পড়ে, তাহাও দিতেন না, এমন কি বর্তমানে ৫০ টাকা করিয়া একরের একান্ত অস্বাভাবিক মূল্য (যাহাতে সমগ্র সম্পত্তির মূল্য মাত্র ১৫ কোটি টাকা হয়) তাহাও ব্রহ্ম সরকার দিতে সম্মত আছেন।—এই সকলের পরিবর্তে তাঁহারা স্থির করিয়াছেন যে জমির সরকারী খাজনার উপর উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিবেন। এই হিসাবে জমির সর্বাধিক মূল্য একশিল্প ৩০ টাকার বেশী কিছুতেই হয় না। অতএব শেষ অবধি হিসাব করিলে দেখা যাইবে যে ভারতীয়গণ তাঁহাদের ৫০ লক্ষ একর জমির জন্য ৩ হইতে ৬ কোটি টাকার অধিক "ক্ষতিপূরণ" পাইতেছেন না।

"ইহাই সব নয়, আরও আছে। এই সামান্য পরিমাণ টাকাও ভারতীয়দের এখনই দেওয়া হইবে না।—এই টাকাটাকে ব্রহ্মদেশে অতীব ঘাঁটিবদ্ধ সরকার বন্ধোবস্ত করা হইবে। ভারতীয়রা কপর্দক-হীন অবস্থায় একরকে ব্রহ্মদেশ ত্যাগ করিবেন এবং দেশে ফিরিয়া আসিবে। বিশেষ অবস্থায় তাঁহাদিগকে নূতন করিয়া জীবন সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।—সুতরাং একথা বিশেষ করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই যে, অবিলম্বে আমাদের ভারত সরকারকে আপত্তি ভারতবাসীর এতবড় ক্ষতির পথ রোধ করিবার প্রয়াস করিতে হইবে।—"ক্ষতি"এর নামে ব্রহ্মসরকারকে ভারতবাসীর প্রাথমিক স্বার্থ লইয়া এমন করিয়া খেলিতে দেওয়া কিছুতেই উচিত হইবে না। সেরূপ ঔদাসীন্য আমাদের দেশের লোকের পক্ষে ন্যায়সঙ্গত নহে, ভারত সরকারের পক্ষে ত নহেই।"

—যাহাই হউক সম্প্রতি মান্দালয়ে প্রধান মন্ত্রী ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সহিত কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের যে আলাপ-আলোচনা সমাপ্ত হইয়াছে, তাহার ফল আশাপ্রদ বলিয়া শুনা যাইতেছে। মান্দালয়ের প্রধান মন্ত্রী বলিয়াছেন যে, পণ্ডিত নেহরু নাকি এই বিষয় সম্বন্ধে তাঁহার গভীর উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিয়াছেন।—এই সমস্যাটিকে কূটনৈতিক ক্ষেত্রের বিষয়ীভূত করা হইয়াছে এবং পণ্ডিত নেহরু ব্রহ্মের প্রধান মন্ত্রীর নিকট এই সম্পর্কে তাঁহার নিজের, ভারত সরকারের এবং ভারতীয় জনসাধারণের উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া সম্প্রতি তারবার্তা প্রেরণ করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। পণ্ডিত নেহরু নাকি সরকারী ও বেসরকারী সমস্য-সংগঠিত একটি প্রতিনিধিমণ্ডলকে ব্রহ্ম সরকারের সহিত আলোচনার জন্য রেঙ্গুন প্রেরণের প্রস্তাব করিয়াছেন।—এই প্রস্তাব বিষয়ে ব্রহ্মসরকারের উত্তর এখনও পাওয়া যায় নাই বলিয়া প্রকাশ।

—আমরা আশা করি, পণ্ডিতজীর ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপের ফলে এইবার এই সমস্যার একটা সন্তোষজনক মীমাংসা হইবে। ভারত সরকারের সাম্প্রতিক তৎপরতার আমাদের নিজেদের মনেও আশার সঞ্চার হইয়াছে বলিয়া, ব্রহ্মপ্রবাসী ভারতীয়দের আমরা নির্ভয়ে এই সাহস দিতে পারি যে, ভারত সরকার তাঁহাদের শুভাশুভের প্রতি আর উদাসীন নহেন; তাঁহারা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন ভারত সরকার তাঁহাদের কিছুতেই পরিত্যাগ করিবেন না।

প্রাসঙ্গিক

জলপ্রভা

সিন্ধিয়া ষ্টীম নেভিগেশনের নূতন মালিকরা "জলপ্রভা" নিজামপত্তন বন্দর হইতে জলে ভাসিয়াছে। স্বাধীনতালাভ করিবার পরবর্তী চৌদ্দ বৎসরকাল সময়ের মধ্যে ঐ রবিত প্রতিষ্ঠান এতদঞ্চলে চারিটি মালিকানাধীন জলে ভাসাইলেন। ইহাদের প্রথম জাহাজ "জলউষা" জলে ভাসাইয়াছিলেন ভারতের প্রথম মন্ত্রী পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু, আর এই নেহরু "জলপ্রভা"কে জলে ভাসাইলেন ভারতের উপপ্রধান মন্ত্রী সর্দার আজরাই মুদালিয়ার। আর চৌদ্দ বৎসরকাল সময়ের মধ্যে চারিটি জাহাজ জলে ভাসানোর সাধ্যে ঔদ্যোগিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এক গৌরবের কথা বলে। বিশেষ, ভারতীয় অর্থনীতির অবস্থা আলোচ্য সময়কালে মোটেই আশাব্যঞ্জক ছিল না। তবুসত্ত্বেও সিন্ধিয়া ষ্টীম নেভিগেশনের এই সাফল্য যথার্থই অভিনন্দন জানাইবার যোগ্য করিতে পারে —আমরা সিন্ধিয়ার কর্তৃপক্ষকে অভিনন্দন জানাইতেছি, আর সেই সাথে আমরা সকলে জানাইতেছি "জলপ্রভা"কে।

"জলউষা"কে জলে ভাসাইয়া পণ্ডিত নেহরু এই আশা ব্যক্ত করিয়াছিলেন যে, ভারতের বাণিজ্যতরী কেবল ঔপনিবেশের বাজারেই ভারতের পণ্য সরবরাহ করিবে না, পৃথিবীর যে কোন প্রান্তের প্রগতিশীল রাষ্ট্রসমূহের সহিত অনাক্রমণসাপেক্ষ ভারতের জাতীয় সুবিধার সম্বন্ধও বহিয়া লইয়া যাইবে। "জলউষা" পণ্ডিতজীর, তথা ভারতের, এই স্বপ্নকে বহনযোগ্য বাহক হউক।—আর "জলউষা"র এই স্বপ্নের আবর্শের সন্ধানে সদাব্রতীর দৃষ্টির সঙ্গ লইয়া অনুসরণ করুক "জলপ্রভা"।—পূর্ব হউক বিদেশের ভারতীয় সওদাগরি কোমল-কঠোর প্রকাশ।

"জলপ্রভা"কে অভিনন্দিত করিবার কালে এই কথাটি বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে, একক প্রতিষ্ঠানের বিচারে সিন্ধিয়া ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানী কর্তৃক বৎসরে চারিটি জাহাজ উৎপাদনের এই হার আশাপ্রদ হইলেও, ভারতের সামগ্রিক প্রয়োজনের তুলনায় বাৎসরিক উৎপাদনের এই হার মোটেই পর্যাপ্ত নহে। ভারত উপকূলের দূরত্ব উপকূলরেখা প্রায় ১,৫০০ নটিক্যাল মাইল বিস্তৃত। এই দূরত্ব উপকূলভাগকে নাবিক আক্রমণের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য ভারতের পক্ষে অন্ততঃ নৌবহরের প্রয়োজন রহিয়াছে। নৌসামরিক দিক হইতে ভারতকে পৃথিবীর যেরূপ গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অবস্থিত, তাহাতে তাহার পক্ষে এই নৌবহরের আয়তন আরও অধিক।—কিন্তু এতদূর বিশ্বাস যে দূরের কথা, একমাত্র সিন্ধিয়া ষ্টীম কোম্পানী ব্যতীত ভারতে আমাদের বিশ্বাসযোগ্য আর কোনও অদেশী প্রতিষ্ঠানই নাই।

নৌ নির্মাণের এই অসুবিধার জন্য অন্য ভারতের শিল্পপতিরা অপরাধী নহেন। পরাধীন ভারতে ইহাদের কর্তৃপক্ষগণ অন্যের সাম্রাজ্যবাদী শোষণমূলক নীতিই ইহার জন্য দুলভ লাভী পৃথিবীর যে দেশে নৌবাণিজ্যপরায়ণ জাতি ইংরাজ সম্রাজ্যই ভারতে আমাদের বিশ্বাসের আবশ্যকতা স্বীকার করে নাই। তাহাকে তাহারা সাহায্যপরায়ণ জ্ঞান করিয়াছে এবং ইহার ফলে ও বাণিজ্যের জন্য ইংলণ্ডের সামরিক ও বাণিজ্য নৌবহরকেই পর্যাপ্ত বলিয়া প্রচার করিয়াছে। অন্যদিকে ভারতের সামুদ্রিক ও বাণিজ্যিক আক্রমণের প্রয়োজনে ইংরাজ কোম্পানীর ভারতকে তাড়া খাটাইয়া যথেষ্ট পয়সা উপার্জনেরও পথা করিয়াছে। এই জন্যই অন্যান্য স্বাধীন দেশের মত স্বাধীন ভারতের উপযুক্ত সংখ্যকে ভারতীয় ভারতের জন্য কোনপ্রকারে সংরক্ষিত করা হয় নাই, অথবা এরূপে ভারতে বিশ্বাসের কোন প্রচেষ্টা করা হয় নাই।

কিন্তু ভারত আজ স্বাধীন।—পরাধীনতার বোঝাই পাড়িয়া আতীর দুর্বলতা বা অক্ষমতার ভাবে বিশ্বাস করিয়া এখন আর কোন লাভ হইবে না। সুতরাং দেশীয় শিল্পপতি, ভারত সরকার এবং জনসাধারণ—সকলকেই আজ অগ্রণী হইয়া বাহির হইতে করিতে হইবে। সিন্ধিয়া ষ্টীম নেভিগেশনের শিল্পপতিদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার অন্ত পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, এবং ভারত সরকারেরও নৌবাণিজ্যের আমদানি বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রহিয়াছে যে আমরা পূর্ব সহযোগিতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তাহার সরকারেরও আশ্বাসিকতার পরিচয় আছে।—কিন্তু কেবল ঐকান্তিকতাতেই হইবে না। নৌ নির্মাণে ক্রত উন্নতি করিতে হইলে অবিলম্বেই নৌ-নির্মাণকার্য শ্রমিক ও নৌ-চালনকার্য নাবিকের সংখ্যাধিক্য আবশ্যক। বিদেশে নির্মাণাধিন জাহাজের ও নাবিক প্রেরণ করিয়া এবং ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের অধীনে বিদেশী জাহাজের ও নাবিক নিযুক্ত করিয়া ভারতের পক্ষে এই প্রয়োজন যথাসাধ্য মিটানো সম্ভবপর। আশা করি ভারত সরকার ও শিল্পপতিগণ অবিলম্বে এই প্রয়োজনের সম্পর্কে মনোযোগপরায়ণ হইবেন এবং জনসাধারণও ঐ ভারের সহিত পূর্ণ সহযোগিতা করিবেন।

ভারত-পাকিস্তান বন্ধ চুক্তি

ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বন্ধ চুক্তি উভয় ডমিনিয়ন সরকার কর্তৃকই অনুমোদিত হইয়াছে। চুক্তির বিবরণে প্রকাশ যে, ৩১এ ডিসেম্বরের পূর্বে ভারত পাকিস্তানকে ৭৫,০০০ গাঁইট তামাক ও ২৫,০০০ গাঁইট সুতা সরবরাহ করিবে এবং ১৯৬৯ সালের জানুয়ারী হইতে জুন মাস পর্যন্ত পাকিস্তান প্রতিমাসে ভারত হইতে অন্ত ৩৫,০০০ গাঁইট তামাক ও ১২,৫০০ গাঁইট সুতা ক্রয় করিতে পারিবে। বিশেষদিগি, তাহাতে এই যে, পাকিস্তানের এই ক্রয়সীমা কোন মাসে তামাকের ক্ষেত্রে ৪৫,০০০ গাঁইট এবং সুতার ক্ষেত্রে ১৫,০০০ গাঁইটের অধিক হইতে পারিবে না। পাকিস্তান ভারত হইতে যে বস্ত্র সরবরাহ লাভ করিবে, এই প্রসঙ্গে তাহারও একটা মেয়াদবিধান নির্দিষ্ট হইয়াছে। এই মেয়াদ [illegible]—অর্থাৎ ১৯৭৩—পর্যন্ত। তাহা ছাড়া ১৯৭৪—পর্যন্ত ১০ লাখ, মাঝারি—পর্যন্ত ৫০ লাখ এবং মোটা মালের—পর্যন্ত ৩৫ লাখ। এতদতিরিক্ত নির্দিষ্ট পরিমাণ অন্য মালসহ বিশ্ব হইয়াছে যে, পাকিস্তানের ক্রেতার কাপড়-চুক্তিতে ভারত সরকার ভারতের আন্তর্জাতীয় সরকারের মত বিশ্বাস ফুলা চিহ্নিত করিয়া দিবেন।

ভেজসার বস্ত্রের বিনিময়ে উপরিউক্ত চুক্তিতে বিচার করিলে ইহাতে ভারতের লাভ কি হইল তাহা উপলব্ধি করা কঠিন হয়।—ভেজসার বস্ত্রে আমদানীর ভোগকারবার ইহাতে প্রশ্নাধিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় ভারতের আর কোন লাভের পরিচয় তো খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। প্রকৃতপক্ষে ভারত-পাকিস্তান বাণিজ্য চুক্তির পটভূমিকায় এই প্রসঙ্গে আলোচনা করা আবশ্যক হইয়া পড়ে।

বিশেষ যে জন্যে আজিকার আন্তর্জাতীয় চুক্তিতে ভিন্ন হইয়াছিল পাকিস্তান ভারতে পাট, তুলা ও অন্যান্য দ্রব্যাদি রপ্তানি করিবে এবং বিনিময়ে ভারত পাকিস্তানে বস্ত্র, কয়লা, সিমেন্ট ও ইস্পাত রপ্তানি করিবে ভিন্ন আলা কারণে এই চুক্তি যথাযথ পালিত হয় নাই। বিশেষ করিয়া তন্ত পাকিস্তান ভারতকে চুক্তি অনুযায়ী তামাক সরবরাহ করিতে পারে নাই এবং ভারতের যাবতীয় প্রচেষ্টার অনুরোধের তন্ত পাকিস্তানকে কয়লা ও ইস্পাত সরবরাহ করিতে সক্ষম হয় নাই। ভারতের এই অক্ষমতার সুযোগে পাকিস্তান ভারতে তুলা প্রেরণ বন্ধ করে এবং আন্তর্জাতীয় বাণিজ্য চুক্তি বিলুপ্ত হইয়া যায়। ইহার ফলে পর বছর করাচীতে নূতন করিয়া আর একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং বর্তমান অনুরূপ চুক্তিই অনুসৃত হয়। করাচীতে স্বাক্ষরিত চুক্তিতে স্থির হয় যে, ১৯৬৯ সালের ৩১এ জানুয়ারী পর্যন্ত ভারত পাকিস্তান হইতে ৩,৫০,০০০ গাঁইট তুলা ক্রয় করিতে পারিবে এবং অর্থনৈতিক বা বৈষয়িক ভিত্তিতে পাকিস্তান তুলা রপ্তানির প্রশ্ন পুনর্বিবেচনা করিবে।

সাময়িক সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে ভারত ও পাকিস্তানের এই বাণিজ্য চুক্তি উভয় দেশের অর্থনৈতিক বিকাশের দিক হইতে লক্ষ্যই হইয়াছে কিন্তু কয়লা এবং তুলা ও পাটের মত গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য পণ্যের সরবরাহের তন্ত যত পরিকল্পনাই গ্রহণ করা হউক না কেন, কোন ভিন্ন দেশের উপর স্থায়ীভাবে নির্ভর করা দুর্বিবেচনার কাজ হইবে না। এবং ইহার জন্য ভারতের শিল্পোন্নতির সঙ্গে একান্ত প্রয়োজনীয় কয়লা ইস্পাত প্রভৃতি বিষয়ে প্রেরণ করার দুর্বিবাদের কর্তন হইবে না। ব্যয়বহুলতার সমস্যা সমাধানের ফলে তুলা সংরক্ষণের ব্যাপারে ভারত ইতিমধ্যে অনেকখানি অগ্রসর হইয়াছে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। আমরা উক্ত ভারতের মূক প্রবেশ ও আমাদের পাট উৎপাদনের সম্ভাবনা সম্বন্ধে বলিয়াও সংবাদ প্রকাশ। আমাদের বাসনা এই যে, পাট-উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার তন্ত উদ্যম-পূর্ণ ভারতে এবং তুলার তন্ত বর্ধিত

ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে চলাচলের দিকে লক্ষ্য রেখেই ইহাদের তৈরী করা হইয়াছে। ইহাদের ক্ষমতা ও দূরত্বের সাহায্যে আমরা ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে চলাচলের সমস্যা সমাধানে আমাদের ক্ষমতা পূর্ণভাবে প্রয়োগ করিতে পারিব।

দ্রুত-পরিবর্তনশীল রূপপ্রকাশ

"বিদ্যুৎের ঘাত সহ্যকরা" ঐরূপ রূপপ্রকাশ সম্বন্ধে সাধারণের সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়াছেন। কারণ সম্প্রতি পূর্বে যেমন শ্রমিকদের সহায় তিনি বন্ধুত্বের হাত বাড়াইয়া দিয়াছিলেন, তেমনি তিনি কর্তৃপক্ষের স্বার্থের দিকেও দৃষ্টি রাখিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতার মধ্যে তিনি শ্রমিকদের সম্মুখে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহাতে তিনি শ্রমিকদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতেই তাঁহার সমস্ত কর্তব্য শেষ হইয়া যায় নাই। তিনি শ্রমিকদিগকে যে-আশ্বাস দিয়াছিলেন, তাহাকে কার্যে পরিণত করিবার জন্য তাঁহাকে কর্তৃপক্ষের সহিত তাহাদের কমিউনিটির মধ্যে বিরোধ যেন প্রবল হইতে না পারিয়া তাহাদের মধ্যে শান্তি রক্ষা করিতে হইবে।

এইজন্যই বোধহয় তাঁহার ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের বেলা তাঁহার আর্থিক আশা আকাঙ্ক্ষাই বড় করিয়া বলিয়াছেন আশা করি ঐরূপ রূপপ্রকাশের ফলে তাঁহার শ্রমিক মহলে প্রতিপত্তি বাড়িয়া যাইবে। কিন্তু আমাদের মনে হয় তাঁহার এই সাম্প্রতিক সফরে তিনি যে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, ঐরূপ রূপপ্রকাশের ফলে শ্রমিকদের প্রতি আমাদের মন আরও বিষাইয়া উঠিবে। তাঁহার সফরে সর্বত্র আমরা দেখিয়াছি, শ্রমিকেরা তাঁহাকে দেখিবার জন্য কিরূপ আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে তিনি যে বিদ্বেষের সৃষ্টি করিয়া গেলেন, তাহার ফল ভবিষ্যতে কিরূপ হইবে তাহা ভাবিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে।

পূর্ত বজ্র পার্লিয়ামের প্রধানমন্ত্রী

পার্লিয়ামের প্রধানমন্ত্রী জনাব লিয়াকত আলী খাঁ বক্তৃতায় পূর্ত বজ্র সম্বন্ধে বলিয়াছেন পূর্ত বজ্রে উন্নয়নের মূলে উদ্দেশ্য ছিল পূর্ত বজ্রের সংখ্যালঘু হিন্দুদের বাস্তুহারাদের কারণ অনুসন্ধান করা। পূর্ত বজ্রের সংখ্যালঘু হিন্দুদের বাস্তুহারাদের কারণসমূহ গত সভায় "আর্থিক ভারতে" প্রকাশিত "পূর্ত বজ্রের হিন্দু" শীর্ষক মূল সম্পাদকীয় প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে। আশা আকাঙ্ক্ষার সঙ্গেই পূর্তে পার্লিয়ামের প্রধানমন্ত্রীর পূর্ত বজ্র আগমনে আমরা কিছুটা আশান্বিত বোধ করিয়াছিলাম। তবে, প্রথমত পার্লিয়ামের প্রধানমন্ত্রীর প্রতিক্রিয়া অপেক্ষাকৃত উদার বলিয়াই আমরা জানিতাম। সুতরাং এতদবস্থায় যদি তিনি স্বতঃই পূর্ত বজ্রের সংখ্যালঘু হিন্দুদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন, তাহা হইলে পার্লিয়ান কার্যের উপর তাঁহার প্রভাবের তলাতে তিনি তথাকার সংখ্যালঘুদের দুঃখদুর্দশার অবসানে সাধন করিতে পারেন ইহাই আমরা মনে করিয়াছিলাম। দ্বিতীয়ত পূর্ত বজ্রের হিন্দুদের সম্বন্ধে তাহার সরকারের পক্ষ হইতে যথার্থ পরিচয় ও পরিচয় দেওয়ার জন্য উদার প্রকাশ করার পরে জনাব লিয়াকত আলীর এই সম্বন্ধে আমরা প্রধানমন্ত্রীর দিক হইতে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে করিয়াছিলাম।

দুঃখের বিষয় তাঁহার কথিতেছি আমরা হতাশ হইয়াছি।—ঢাকার সাধারণ সভায়, সাম্প্রতিক অবস্থা প্রকৃতি বিষয় অভিভাষণ-উপলক্ষে জনাব লিয়াকত আলী যেরূপ ভাষা করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের সকল আশা নির্মূল হইয়াছে। পার্লিয়ামের বাহির লিখের উদ্দেশ করিয়া জনাব লিয়াকত আলী পূর্ত বজ্রের পার্লিয়ামেরের প্রায়োপবেশকে নিছক ধরা ঐক্যবদ্ধ হইতে আহ্বান জানাইয়াছেন। কিন্তু বিদ্যুতের

(শেষাংশ ৬৯ পৃষ্ঠায়)

ফোন—ক্যাল ৩৮৩১

প্রিমিয়ার ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কস্

১১৫, প্রিন্সেপ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ছাপাখানা সংক্রান্ত ইঞ্জিনীয়ারিং,
লাইনোটাইপ, ইন্টারটাইপ, লেটারপ্রেস ও অফসেট মেশিন
সংস্থাপন, তত্ত্বাবধান ও জীর্ণসংস্কার কার্যে বিশেষজ্ঞ
এবং
সর্বশ্রেণীর মুদ্রাযন্ত্র
ও
মুদ্রণ সরঞ্জাম ব্যবসায়ী।

সংবাদলিপি

লিড

ব্রিটেনের ইস্পাত শিল্পের উৎপাদন রেকর্ড—জাতীয়করণের ফলে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে বিশৃঙ্খলার আশঙ্কা—অস্ত্রসজ্জার ব্যয় বৃদ্ধি—নোটস ব্রিটেনের প্রধান রপ্তানি শিল্প।

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

লণ্ডন, ১২ই নভেম্বর—ব্রিটেনের ইস্পাত শিল্পের উৎপাদন গত অক্টোবর মাসে নূতন রেকর্ড সৃষ্টি করিয়াছে (১৮,৬৪ মিলিয়ন টন—পূর্ববর্তী বৎসরের অক্টোবর মাসের তুলনায় প্রায় এক মিলিয়ন টন বেশী ইস্পাত উৎপন্ন হইয়াছে। সেইজন্য শ্রমিক সরকারের নূতন ইস্পাত শিল্প জাতীয়করণ বিলটি সম্পর্কে সরকারের বিরুদ্ধে সমালোচনা শুরু হইয়া উঠিয়াছে। এই বিলটি যাহা যে অনেক আপত্তিকর ধারা উপস্থাপিত হইয়াছে সেই সম্পর্কে প্রথম হইতেই বিরুদ্ধে হইয়াছে। সর্বাপেক্ষা এই প্রশ্ন সকলের মনে আলোড়িত যে, ব্রিটেনের ইস্পাত শিল্পের এইরূপ ক্রমবর্ধমান সাফল্যাবস্থা সত্ত্বেও সরকার তাড়াহুড়া করিয়া ইস্পাত শিল্পকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিতে মনস্থ করিলেন কেন।

শুধু ইস্পাত নহে লৌহ উৎপাদনের ক্ষেত্রেও ব্রিটেন শিল্প যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছে, গত মাসে ২.৫ মিলিয়ন টন লৌহ উৎপাদিত হইয়াছে; অর্থাৎ সেই সময়ের তুলনায় প্রায় ১ মিলিয়ন টন বেশী। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, উহার ক্ষেত্রে সরকার উৎপাদন বৃদ্ধির যে লক্ষ্য স্থির করিয়াছিলেন, লৌহ ও ইস্পাত শিল্প পরিচালন আইনকানুনের অধীনে তাহা ছাড়াইয়া গিয়াছে। জাতীয়করণ করার ফলে অন্যান্য শিল্পে যেরূপ উৎপাদন হ্রাস হইয়াছে ও মূলধানে হইয়াছে তাহার পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের এই জাতীয়করণ প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে শ্রমিকদলের লোক দ্বারা বক্তব্যের একাংশ হইয়াছেন একথা বলা চলে।

ব্রিটেনের লৌহ ও ইস্পাত শিল্প কেন্দ্রীভবনের সম্ভাবনা তার হালদ্ বার্টার সরকারের ইস্পাত শিল্প জাতীয়করণ বিলের বিরুদ্ধে কারণ যে বিরোধ দেখাইয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন, বাস্তবের আলোকপাতের অধীনে নিয়মন প্রচেষ্টার ফলে ব্রিটেনের লৌহ ও ইস্পাত শিল্প যে ক্রমিক প্রসার লাভ করিয়াছে এবং বেশের চাহিদা সত্ত্বেও সময় বেশের প্রতি লোকের যে বহুল দেখাইয়াছে তাহার তুলনা হয় না। তিনি আরো বলেন যে, ব্রিটেনের বর্তমান ক্রমিক প্রসার লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের মান সব চেয়ে বেশী এবং বাস্তবের আলোকপাতের অধীনে ঐসব শিল্প প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য পরিবর্তনের ফলেই ব্রিটেন তাহার ব্যাপারে পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া সত্বর অর্থনৈতিক সংকট এড়াইতে সক্ষম হইয়াছে। সেইজন্যে ঐসব শিল্পকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিয়া অধিক সরকার অথবা বিশৃঙ্খলা আনয়ন করিবেন এবং সংসারের এই অত্যন্তর্দিনের কাজ বন্ধ শেষ ও ইস্পাত শিল্প ধ্বংস, তবে শিল্প লৌহ ও ইস্পাত ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় সেইসব শিল্পের অতিরিক্ত হইবে, ফলে ব্রিটেনের বিরুদ্ধপক্ষের পরিচালন ব্যয় বাড়িয়া যাইবে।

ব্রিটেনের কয়লাখনিতে শ্রমিক অসন্তোষ প্রতিরোধের বিরুদ্ধে শান্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। যে সব শ্রমিক অন্যায় করিবে তাহাদের শাস্তিদানের উদ্দেশ্যে ট্রেড ইউনিয়ন ও কয়লা সংসদ (Coal Board) উভয়ের তরফ হইতে দুই জন করিয়া সভ্য লইয়া একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে। এই কমিটি কয়লা উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যই প্রচেষ্টা সফলোন্মুখ করিবার উদ্দেশ্যেই শ্রমিকদের যথা অধিকতর নিয়মানুবর্তিতা প্রবর্তনের জন্য শ্রমিকদের ভাতাবলীর উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখিবার চেষ্টা করিবেন। ঐ কমিটি যে সব শ্রমিককে বেশী শাস্তি করিবেন, তাহারা তাহাদের নিজস্ব ট্রেড ইউনিয়ন ও খনি মজুর ইউনিয়ন হইতে বহিষ্কৃত হইবে। প্রত্যেক খনিতে শ্রমিক ও খনিকর্তৃপক্ষ হইতে সমান সংখ্যক প্রতিনিধি লইয়া একটি "বাঁধন কমিটি" গঠিত হইবে এবং যে সব শ্রমিক পুনরায় তার সম্প্রদায়ের কিনা বিচারে অনুপযুক্ত থাকিবে এবং তাহার জন্য কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখাইতে পারিবে না তাহাদিগকে কমিটির সম্মুখে বিচারের জন্য উপস্থাপিত করা হইবে। প্রয়োজনবোধে তাহাদিগকে সাময়িক বরখাস্ত করিয়া রাখা হইবে, বিচারালয় কর্তৃক তাহাদিগকে কারাদণ্ড দেওয়া হইলে, বিচারালয় কর্তৃক তাহাদিগকে কারাদণ্ড দেওয়া হইলে, কিন্তু পরবর্তী ১৮ মাসের মধ্যে যদি তাহারা নিয়মিত উপস্থিত থাকে তবে তাহারা ঐ টাকা ফেরত পাইবে। যদি এই সব ব্যবস্থায় কোন ফল না হয়, তাহা হইলে দোষী শ্রমিককে ইউনিয়ন হইতে বহিষ্কৃত করা হইবে।

ফাঁসির কবিতকল্প ও কয়লার ব্যবসায়ের সাহায্যে পশ্চিম ইউরোপে যে স্থায়ী অর্থনৈতিক বিপ্লব সৃষ্টি ও রাজনৈতিক প্রভুত্ব বিস্তারের চেষ্টা করিতেছে তাহার প্রতিরোধের জন্য ব্রিটেনের অস্ত্রসজ্জা বৃদ্ধি করার প্রয়োজন দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। তাহার ফলে ব্রিটেনের রাজকোষে যে টান পড়িতেছে তাহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। তার উপরোক্ত মিঃ এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, সমরসজ্জার জন্য উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধির ফলে ব্রিটেনের সমগ্র অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ব্যাহত হইতে পারে, সেইজন্য প্রয়োজন হইলে আমাদী বৎসরে ব্রিটেনের সর্বাধিকারেই অতিরিক্ত প্রয়োজন হইতে পারে। তবে ব্রিটেন যেরূপ একাগ্রচিত্ততার সহিত দৃঢ় পরিচালন করিয়াছে, সেইরূপভাবে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও যদি অন্যান্য পরিকল্পনা করিয়া তাহার পরিচালনাগুলি সফলমাত্রিক করিতে পারে, তাহা হইলে ব্রিটেন সর্বপ্রকার বিপদকে রুদ্ধ করিতে পারিবে এবং শেষ পর্যন্ত সমগ্র সৃষ্টি করিয়া অবলম্বনাদের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

মোটরগাড়ি শিল্প এখন ব্রিটেনের দ্বিতীয় বৃহৎ রপ্তানি শিল্পে পরিণত হইয়াছে। এই বৎসরের প্রথম নয় মাসে প্রায় ১৩৫ মিলিয়ন পাউন্ড মূল্যের মোটরগাড়ি ব্রিটেন হইতে রপ্তানি হইয়াছে। মোটর গাড়ির পরে রপ্তানি শিল্পের মধ্যে বস্ত্রশিল্প দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে এবং তুলনায় কম ৯ কোটি মূল্যের লৌহ ও ইস্পাত শিল্প। গত বৎসরের প্রথম নয় মাসে মূল্য ও বস্ত্রশিল্প রপ্তানি হইয়াছে ১৮ মিলিয়ন পাউন্ড, তুলোর এবং লৌহ ও ইস্পাত রপ্তানি হইয়াছে প্রায় ৯, মিলিয়ন পাউন্ড মূল্যের।

শিক্ষা

নেহরুর সাংবাদিক সম্মেলনে অনগ্রসরতার সম্পর্কে আলোচনা—আর্থিকের স্বাধীনতা কোন ক্রমেই খর্ব করা হইবে না—কম্যুনিটিদের অপরিণামদর্শিতা সম্পর্কে পণ্ডিত নেহরুর সমালোচনা—বন্যা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে আলোচনা ও বিবৃতি—শিল্পের জন্য প্রাদেশিক সরকার প্রতিষ্ঠার দাবী।

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

দিল্লী, ১২ই নভেম্বর—ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু ইউরোপ হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া গত শুক্রবার সাংবাদিক সম্মেলনে যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহা সাংবাদিক মহলে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ঔপনিবেশিক সংবাদিকতা ভারতের সঙ্গে ব্রিটেন কমনওয়েলথের কতটা, কি সম্পর্ক হইতে পারে, সে সম্পর্কে পণ্ডিতজীর সঙ্কেতের ইঙ্গিত করিবার জন্যই বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া তাই সম্মেলনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। পণ্ডিতজী বিশ্ব কমনওয়েলথ ছাড়াও অন্যান্য রাষ্ট্রনৈতিক প্রশ্ন সম্পর্কে যে সব গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহাতে সাংবাদিকদের বহু জিজ্ঞাসার উত্তর মিলিয়াছে। বস্তুতঃপক্ষে এই সাংবাদিক সম্মেলনের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক গত কয়েক মাসের মধ্যে আর হইয়াছে কিনা সন্দেহ।

কমনওয়েলথ প্রসঙ্গে পণ্ডিতজী বলেন যে, ভারত কোন অবস্থাতেই তাহার সার্বভৌম স্বাধীনতাকে খর্ব করিতে রাজি হইবে না, তবে কমনওয়েলথের সহিত কতকগুলি বিশিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যুক্ত থাকিতে তাহার সব সময়ই প্রস্তুত। তিনি বলেন, ভারতের সহিত কমনওয়েলথের যোগাযোগ বাড়িলে ভারতের পক্ষে প্রকৃত উপকার হইবার সম্ভাবনাই বেশী, অন্য পক্ষে উহার প্রতিবাদে ভারতের বিশেষ কিছু ক্ষতিগ্রস্ত করিবার প্রয়োজন হইবে না। সেই জন্য তিনি বলেন স্বাধীনতা ও কমনওয়েলথের মধ্যে যোগিতা, এই দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখার চেষ্টা করা হইবে স্বাধীনতা যোগ্য করিয়া কমনওয়েলথের সহিত বিশিষ্ট উদ্দেশ্যে যুক্তিসঙ্গত হওয়া।

তিনি এই প্রসঙ্গে এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে পরস্পর সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে উল্লেখ করিয়া বলেন এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে যেরূপ ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাতে পাশ্চাত্য জগতের

সহিত কেন্দ্র হইতে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সুবিধাদি সহ হইতে কিছু সংখ্যক ঐ সব হইতে কম্যুনিষ্টদের প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবে পরিচয় দেওয়া হইতে বলিয়া যে, কম্যুনিষ্টরা অবশ্য ঐক্যের সমর্থন করাইয়া দেশের সর্বনাশ করিতেছে। তাহারা যদি ভারতীয় রাজনীতির দৃষ্টির সহযোগিতা করিয়া চলিতে পারিত, তাহা হইলে তাহাদের প্রতিপত্তির বৃদ্ধি পাইত, সঙ্গে সঙ্গে দেশেরও মঙ্গল হইত। কিন্তু কম্যুনিষ্টদের অবিবেচনা-প্রসূত কার্যের ফলে তাহারা দেশবাসীর বিশ্বাসভাজন হইয়া, ইতিমধ্যে এবং ভারতের ঐ সব কুকার্যের পরিণতি আরও প্রতিফলিত হইবে বলিয়া তিনি মন্তব্য করেন। কারণ কম্যুনিষ্ট আন্তর্জাতিকতাবাদের বিরুদ্ধে সকল হইতে তথা হইবে।

অর্থবিভাগ সরকার কাজকর্ম সম্পর্কে যে বিবৃতি চলিতেছে, তাহাতে ভারতের সহিত অর্থনৈতিক কি সম্পর্ক হইবে সে সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিয়াছিল। কিন্তু পরিষদের মুখ্যপাত্রটি ঐ প্রশ্ন সম্বন্ধে কিছুই বলিতে অস্বীকার করেন। সাধারণ বিদেশ কারেন্সি বিষয় করার পরই বিদেশী মুদ্রা সম্পর্কে আলোচনা করার প্রশ্ন আসে। এই বিষয়ে কারও সঙ্গেই সাধারণ আলোচনা হয় নাই। এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে অবশ্য বিদেশী সমস্ত ব্যাপারটি সম্পর্কে আলোচনা সেই হইবে। ভারতের সাহায্যের দাবী করিয়া অবশ্যই কে টি কা বলিয়াছেন যে, ভারতের পাকিস্তানের অবশ্যম্ভাবী কর্তৃত্বের অবস্থাবিবেচনা অনুযায়ী সাধারণের বর্তমানের সহযোগিতার বাহু বন্ধ হইবে। এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে অবশ্য বিদেশী সমস্ত ব্যাপারটি সম্পর্কে আলোচনা সেই হইবে। ভারতের সাহায্যের দাবী করিয়া অবশ্যই কে টি কা বলিয়াছেন যে, ভারতের পাকিস্তানের অবস্থাবিবেচনা অনুযায়ী সাধারণের বর্তমানের সহযোগিতার বাহু বন্ধ হইবে। ভারতের উত্তরে তিনি আরও বলেন যে, কাশ্মীরের একটি ব্যবস্থা এবং সেই বন্ধ কিভাবে প্রয়োগ করা হইবে তাহা স্থির করা হইবে পরে। এর হইতে পাকিস্তান কিভাবে প্রয়োগ করা হইবে তাহাই বিচার বিবেচনা, সমাধানের কোন স্থির করা হইবে কি না হইবে তাহা এখন আলোচনার বস্তু নয়। তাহাড়া অবশ্য আলোচনা এমন অনেক কিছু আছে যাহা সরকারপক্ষের অনুকূলে, কাজেই আন্তর্জাতিকতাবাদের বিষয় বিস্তারিত হইবার কোন কারণ নাই।

গত সপ্তাহে বিহার আর্থিকদের এক সভায় দাবী করা হইয়াছে যে, বিহারী প্রদেশের যেন অন্যান্য প্রদেশের মত শিল্পবিষয়ক প্রাদেশিক সরকার প্রতিষ্ঠা করা হয়। সম্প্রতি যে কেন্দ্রশাসিত (Centrally administered areas) এলাকাগুলি গড়ে একটি অনুসন্ধান কমিটি নিয়োগ করিয়াছেন, ইহা তাহাদের সুপারিশ অনুযায়ী করে এবং দাবী করে যে বিহারকে যেন আর "কেন্দ্রশাসিত এলাকা" হিসাবে গণ্য করা না হয় এবং তৎপরিবর্তে বিহারে ৫০ ম সভা লইয়া একটি পরিষদ নির্বাচন করার ব্যবস্থা করা হয়। সভার প্রস্তাব অনুসারে বিহারকে একটি ফেডারেল গভর্নমেন্টের অধীনে নির্বাচিত পরিষদের দ্বারা দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভার দ্বারা শাসন করার ব্যবস্থা করা অধিকারী উচিত। বিহারী মুখ্য প্রদেশ বলিয়া যদি সমস্ত অর্থের অভাব দেখা দেয় তাহা হইলে কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক দায়িত্ব বহন করার জন্য আবেদন করা হয়। বিহারী বিহারিনিবাসীদের কমিটির এই সভার হয় সম্বন্ধে করেন এবং ইতিমধ্যে বিহারের দায়িত্বশীল প্রাদেশিক সরকার গঠনের দাবী জানাইয়াছেন।

বোম্বাই

পুনর্গঠিত শুল্ক বোর্ডের একজনের কর্মতালিকা—কোলাপুরের ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্তি প্রস্তাব—বোম্বাই সরকারের বস্ত্র ব্যবসা পরিচালনার কাজ আরম্ভ—বিহারে অর্থসংস্থান ভাণ্ডার।

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

বোম্বাই, ১৭ই অক্টোবর—গত সপ্তাহের মধ্যে ই পি এস ডেটার সভাপতিত্বে ভারতের শুল্ক বোর্ড পুনর্গঠিত হয়। এই এক বৎসরে শুল্ক বোর্ড যেসব গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদন করিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য। শুল্ক বোর্ডের এক বৎসরের কার্যকাল পূর্ণ হওয়াতে শুল্ক বোর্ড কি কি কাজ করিয়াছেন তাহার বিবরণ প্রকাশ করার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। তদুপরি বিদেশ শিল্প সংরক্ষণ করার দাবী সম্পর্কে বিবেচনা করা ছাড়াও শুল্ক বোর্ড কতগুলি নূতন নূতন কার্য সম্পাদনের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন।

প্রথমে শুল্ক বোর্ড বিভিন্ন বিষয়—যথা, ইস্পাত, এবং কাগজের মূল্য নির্ধারণের উদ্দেশ্যে অনুসন্ধান কার্য করিবার ভার সরকার হস্তে আসিয়াছে। এই শিল্প সম্পর্কে বোর্ডের অনুসন্ধান ও তদারকি করেক সপ্তাহ পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে—কিন্তু সরকার তাহা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করেন নাই। ইস্পাতের মূল্য সম্পর্কে বোর্ড অনুসন্ধান করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন কিন্তু সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইস্পাতের বিভিন্ন মূল্য নির্ধারণ করিবার ভার সরকার বোর্ডের উপরে অর্পণ করিয়াছেন কিন্তু সেই সম্পর্কে তাঁহাদের মূল প্রস্তাবে সরকারকে রাজি করিতে সমর্থ হন নাই। কাগজ শিল্প সম্পর্কে বোর্ডের অনুসন্ধান শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। বোর্ড এই মাসের শেষে লেদার ও রেদের শিল্প সম্পর্কে অনুসন্ধান কার্য সম্পাদন করিবেন এবং সর্বশেষে বয়নশিল্প শিল্প সম্পর্কে অনুসন্ধান করিবেন।

—কোলাপুর রাজ্য ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সম্পর্কে যে প্রস্তাব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা ভারতীয় অর্থনীতির পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ। বাম্বেপ্রদেশের ১৮টি দেশীয় রাজ্যের মধ্যে একমাত্র কোলাপুর রাজ্য ছাড়া অন্যান্য সব দেশীয় রাজ্যগুলি ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, প্রজাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোলাপুরের রাজা ও তাঁহার উপদেষ্টা বোম্বাই প্রদেশের বা ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্তিতে আপত্তি জানাইতেছিলেন। কিন্তু বর্তমান মাসের মুদ্রার দিন হইতে আরম্ভ করিয়া কোলাপুরে যে গোলযোগ চলিতেছে এবং সম্প্রতি আর একটি রাজবংশ কোলাপুরের অধিক রাজ্য পরিচালনা বলিয়া যে দাবী উত্থাপন করিয়াছেন, তাহার ফলেই কোলাপুর রাজ্য তাহার এই পরিবর্তন করিতে বাধ্য হইয়াছে।

কোলাপুর রাজ্যের ইউনিয়নের সহিত যুক্ত হইলে ভারতীয় অর্থনৈতিক উন্নতির সহায়ক হইবে, কারণ কোলাপুর রাজ্যের অধিক সম্পদের সদ্ব্যবহার এখনও হইতে পারে নাই। কোলাপুরের অধিবাসী খুব উদ্যমী, কিন্তু উপযুক্ত সেচব্যবস্থা না হইবার ফলে তাহাদের উৎপাদনের পরিমাণ আশানুরূপ হইতে পারে নাই। কোলাপুরে যেসব নদী আছে তাহাদের সাহায্যে যদি জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা করা যায় তাহা হইলে কোলাপুর শিল্প সম্পদে ঐশ্বর্যশালী হইয়া উঠিবে এবং বোম্বাই প্রদেশ খাদ্যের ব্যাপারে অধিকতরভাবে হইয়া উঠিবে। বস্তুতপক্ষে কোলাপুর রাজ্যের প্রচুর উন্নতির সম্ভাবনা রহিয়াছে। এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা দরকার যে কোলাপুর আয়তনে পুরা জিলা অপেক্ষাও ছোট (২৬৭৭ বর্গ মাইল) এবং কোলাপুরের রাজস্ব বর্তমানের অবস্থায় অবস্থানের প্রায় ১.৫২ কোটি টাকা। কোলাপুরের জনসংখ্যা ১৮ লক্ষেরও অধিক।

গত (১৭ই অক্টোবর) হইতে বোম্বাই সরকার তাঁহাদের বস্ত্র ব্যবসা বাণিজ্য অনুযায়ী প্রায় ৯,০০০ লাইসেন্স প্রাপ্ত লোকদের ও সমবায় সমিতিকে বস্ত্র বিতরণ আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহারা স্থির করিয়াছেন যে আগামী ১লা নভেম্বর হইতে বোম্বাইয়ে বস্ত্র ব্যবসা ব্যবস্থার কাজ পুরাদমে চলু করিবেন। বোম্বাই সরকারের হাতে প্রায় ১৫,০০,০০০ গজ বস্ত্র রহিয়াছে, সেইজন্য তাহারা আশা করেন যে তাহারা এইবার বস্ত্র ব্যবসা ব্যবস্থায় সফলকাম হইবেন এবং অবসরাবস্থার মধ্যে অবসান মিটাইতে সক্ষম হইবেন। পূর্বেই জানান হইয়াছে, বোম্বাইয়ে জনপ্রতি প্রতি বৎসরে বোম্বাই পরিধানীর জন্য ২০ গজ ও ডিজার জন্য ১০ গজ করিয়া বস্ত্র বরাদ্দ করা হইয়াছে এবং সরকার আশা করেন যে আর পাঁচই নভেম্বর বরাদ্দ পরিমাণ বৃদ্ধি করা যাইবে।

কেন্দ্রীয় সরকার ভারতের শিল্পোন্নয়নের জন্যে অর্থ সাহায্য করিবার জন্য যেরূপ শিল্পীয় অর্থসংস্থান ভাণ্ডার খুলিয়াছেন, সেইরূপ বোম্বাই সরকারও বোম্বাইয়ে একটি অর্থসংস্থান ভাণ্ডার খুলিবেন বলিয়া শিল্প করিয়াছেন। ঐ ভাণ্ডার প্রধানতঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প ও কুটির শিল্পগুলিকে অর্থ সাহায্য করিবার জন্য গঠিত হইলেও প্রয়োজন বড় বড় শিল্পগুলিকেও অর্থ সাহায্য করিবে। ঐ অর্থসংস্থানের পরিমাণ কত হইবে তাহা প্রকাশিত হয় নাই, তবে আমি জানিতে পারিলাম যে ঐ খাতে পরিমাণ ৫০ কোটি কম হইবে না। উহার মধ্যে বোম্বাই সরকার ২০ হইতে ২৫ কোটি টাকা দিবেন এবং বাকী অর্থ জনসাধারণের নিকট হইতে আবেদনের সাহায্যে সংগৃহীত হইবে। কিন্তু আমার মনে হয় জনসাধারণের নিকট হইতে যেসব প্রস্তাব করা হইবে তাহা ২০ হইতে ২৫ কোটি টাকা সংগৃহীত করা সম্ভব হইবে কিনা। অবশ্য অর্থসংস্থান সম্বন্ধে যদি ব্যবস্থা হয় তাহা হইলে অবশ্য প্রার্থীর তদন্তাদের সন্তোষ আছে। সকলের এই বিষয়ে কি শিক্ষা করিতেছেন তাহা এখনও বুঝা যাইতেছে না, তবে শীঘ্রই সেই সম্বন্ধে জানিতে পারা যাইবে বলিয়া আশা করি।

সঙ্কলন

আমদানি চলন্ত আইনের সংশোধনে নূতন অর্ডিন্যান্স জারী

আমদানি চলন্ত কমিশনের কতকগুলি জরুরী সুপারিশকে কার্যকরী করার জন্য ভারতের রাষ্ট্রপতি গত ১২ নভেম্বর তারিখে ১৯৪৭ সালের আমদানি (চলন্ত কমিশন) আইনের সংশোধনার্থে এক অর্ডিন্যান্স জারী করিয়াছেন।

কমিশন তাঁহাদের রিপোর্টের উপর এইরূপ নির্দেশ দিয়াছে যে, ১৯৪১ সাল হইতে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের উপরে যে সকল লেনদেন হইয়াছে তৎসম্পর্কিত যাবতীয় তথ্যাদি তাহাদের নিকট দাখিল করিতে হইবে। চলতি ও অচলতি হিসাবের বিভিন্ন কয়েকটি শ্রেণীর হিসাবকে ইহার আওতা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে।

কতকগুলি ব্যাঙ্কের তরফ হইতে এইরূপ আপত্তি করা হইয়াছে যে, (১) সময়ের মেয়াদ অত্যন্ত বেশী হওয়ায় তখন এই বিষয়ের পক্ষে কতকগুলি দলিল অনুপস্থিত থাকিতে পারে এবং (২) কমিশনের যাচাইয়ের সময় আমানতকারীর হিসাব সম্পর্কে তথ্যাদি তাঁহারা পাঠাইবার ক্ষমতা আছে, যা, বিভিন্ন কতকগুলি ব্যাঙ্কের কাছেই ঐরূপ হিসাব চাহিবার ক্ষমতা আছে, তৎসম্পর্কে বিধানাবলী সুস্পষ্ট না হইলে ব্যাঙ্কগুলিকে অনধিকার মধ্যে ফেলা উচিত হইবে না।

তথ্য যাচাইয়ের একটা সহজসাধ্য প্রণালী প্রবর্তন-দ্বারা প্রথম আপত্তির কারণ বিদূরণ করা হইয়াছে। দ্বিতীয় আপত্তি বর্তমান অর্ডিন্যান্সদ্বারা গ্রহণ করা হইয়াছে। অর্ডিন্যান্সে কমিশনকে এইরূপ ব্যাপক ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে যে, আমদানি ঔষধি-সেবনের ব্যাপারে অন্যের জন্য যে কোনও তথ্য প্রয়োজন হইলে কমিশন ব্যাঙ্কগুলির নিকট তাহাই দাবী করিতে পারিবে।

কমিশন পর্যবেক্ষণে এইরূপও জানাইয়াছে যে, যাহাদের উপর আদেশ দাবী হইয়াছে তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ আদেশে নিশ্চিন্তে ইচ্ছুক আছেন, কিন্তু উহার পরও তাঁহাদের জানা না থাকায় অসুবিধা হইতেছে। বর্তমান অন্তর্ক কমিশন আইনানুযায়ী, ১৯৩৮ সালের ৩১এ আগষ্টের পর কমিশনের অনুমতি ব্যতীত পর্যবেক্ষণে কোনও আসলা প্রত্যাহার করিতে পারেন না। তাহাই, কমিশনের সুপারিশ এই যে, পর্যবেক্ষণে এবং কমিশনকে ইচ্ছা করিলে আদেশ-দাতাদের জানাই অন্যথা কিনা একটা বলা যাইলে সুবিধা হইত। অর্ডিন্যান্সে এই সুপারিশকে কার্যকরী করা হইয়াছে।

জাপান ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্য চুক্তি

ষ্টার্লিং এলাকার অন্তর্ভুক্ত ভারত সমেত অন্যান্য দেশের সহিত সম্প্রতি আলোচনার পর জাপান যে বাণিজ্য চুক্তি সিদ্ধ করিয়াছে তদনুযায়ী জাপান হইতে ২ কোটি ৮০ লক্ষ টাকার মালপত্র ভারতে আমদানি করার এবং ভারত হইতে ১ কোটি ৭০ লক্ষ টাকার মূল্যের মালপত্র রপ্তানি করার ব্যবস্থা হইয়াছে।

জাপান হইতে প্রধানতঃ যন্ত্রপাতি, সূতা, পশমী দ্রব্যাদি, চর্ম হইতে প্রস্তুত শিল্প দ্রব্যাদি, খেলনা, সাইকেল, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, সেলাই-এর কল, অস্ত্র-শস্ত্রাদের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, ঔষধপত্র, বিভিন্ন প্রকারের রং, চাঁদোয়াদির ও তুলার পশমাদি, কাগজ ও কাগজ হইতে উৎপন্ন দ্রব্যাদি বস্ত্রের কিনিষপত্র ও কাপড়ের তৈরীজামা এবং ভারতবর্ষ হইতে প্রধানতঃ তুলা পশম, পাট, চর্ম, লাক্ষা, লৌহ, অম্ল, খাদ্যশস্য, ফসল, তৈলবীজ, অস্থি, লঙ্কা প্রভৃতি চালান দেওয়া হইবে।

নিখিল ভারত খাদ্য সম্মেলন

আগামী ১৭ই নভেম্বর কলিকাতায় দুইদিনব্যাপী নিখিল ভারত খাদ্য সম্মেলন হইবে। বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার, দেশীরাজ্য ও দেশীরাজ্য সমূহের প্রতিনিধিবর্গ উহাতে যোগ দিবেন। আশা করা যাইতেছে যে, ভারত সরকারের খাদ্য বিভাগের অস্থায়ী সেক্রেটারী শ্রী আর, এন, গুপ্ত সম্মেলনের সভাপতিত্ব করিবেন।

সম্মেলনের অন্যতম বিষয়ের মধ্যে ১৯৪৮-৪৯ সালের ফসল উৎপাদনের সম্ভাব্য পরিমাণ, ১৯৪৮ সালের অবশেষ ও সিলেবরে আমদানি হবার পরিমাণ, খাদ্য বন্টন অঞ্চলের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য, খাদ্য বন্টনের পরিধি এবং খাদ্যশস্য বন্টন সম্পর্কে আলোচনা হইবে। আশা করা যাইতেছে যে, বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীরাজ্যে খাদ্য বন্টনের পরিমাণ ইতিমধ্যেই নির্ধারিত হইয়াছে। তবে আমদানি ও নূতন সংগ্রহের অবস্থা এবং আশুলিক প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া খাদ্য বন্টনের কোনরূপ পরিবর্তন করা যায় কি না, সম্মেলন তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবে। প্রকাশ, পশ্চিম বঙ্গ পর্যবেক্ষণে পূর্ব বঙ্গ হইতে বহু বাস্তুত্যাগীর আগমন হেতু আরও অধিক পরিমাণ খাদ্যশস্য প্রাপ্তির দাবী জানাইতে পারেন। অতিরিক্ত জনসমাগমের জন্য পশ্চিম বঙ্গের খাদ্য বরাদ্দ যাহাতে না কমান হয়, তজ্জন্য ভারত সরকার ও সম্মেলনকে অবহিত হইতে হইবে।

১৯৪৮ সালের অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে বিদেশ হইতে ৩ লক্ষ ৫০ হাজার টন খাদ্যশস্য আমদানি হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

যুদ্ধোত্তর নিয়ন্ত্রণের নূতন ব্যবস্থা

যুদ্ধোত্তর নিয়ন্ত্রণব্যবস্থার অংশ হিসাবে এবং ব্যবসায়ে আমদানি নিয়ন্ত্রণ রীতি বিধিবদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার ইতিমধ্যে অনেক দ্রব্যাদির আমদানির জন্য বিশেষ প্রবর্তনগুলিকে ১৯৪৭ "অন্য জেনারেল লাইসেন্সের" অন্তর্ভুক্ত করিয়া নিম্নরূপ করিয়াছেন :—

বস্ত্র : সিমেন্ট : সিগারেট : ঔষধ : ইলেকট্রিক্যাল, ইলেক্ট্রনিক্যাল পার্টসমূহ, ফোটো ফোন এবং ঐরূপ যাবে সকল প্রকার প্রসাধন দ্রব্য জন্য ওয়ার্ল্ড; সিল্ক ও ফুলি সিল্কের কাপড়, মোটর গাড়ী, ঘড়ীর নিত্য ব্যবহার্য্য।

১৯৪৮ সালের ১লা অক্টোবর হইতে এই নিয়ম কার্যকরী হইয়াছে।

ভারতে খাদ্যশস্য আমদানি

গত ৩১ নভেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে সাধারণের ব্যবহারের জন্য ভারতে নিম্নলিখিত পরিমাণ খাদ্যশস্য আমদানি করা হইয়াছে :—গম—৩১,০০০ টন, চাউল—৩৯,০০০ টন, জোয়ার—১,৫০০ মেক্সিকো—১৫০ টন।

গত ১লা জানুয়ারী (১৯৪৮) হইতে এ পর্যন্ত ভারতে যে পরিমাণ খাদ্যশস্য আমদানি করা হইয়াছে তাহার পরিমাণ নিম্নে দেওয়া হইল :—গম ১,৭১,১০০ টন, যবস—১,৩৭,৭০০ টন, চাউল—২,৫৩,০০০ টন, যব—৮,৮০,০০০ টন, জোয়ার—১৩,৫০০ টন, যব—১,১৭,০০০ টন, মিলেট—১,৩১,০০০ টন, মেক্সিকো—১,২০০ টন।

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের আগামী অধিবেশনে ডক্টর, সিংহল, আফগানিস্তানের ডাক্তারক্ষে প্রায় ১,৫০০ বৈজ্ঞানিক যোগদান করিবেন। আগামী ৩রা জানুয়ারী হইতে ৯ই জানুয়ারী পর্যন্ত এলাহাবাদে উক্ত অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইবে। সোভিয়েট রুশ, আমেরিকা, জাপান, রাশেরী ও ফিলিপাইন বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকগণ সম্মেলনে উপস্থিত হইবেন বলিয়া আশা করা যায়।

উক্ত অধিবেশনে ইণ্ডিয়া কেমিক্যাল সোসাইটির তৃতীয় উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। বিভিন্ন বিষয়ের বৈজ্ঞানিক বক্তৃতার একটি তালিকা এই উপলক্ষে খোলা হইবে।

চিকিৎসক সম্মেলন

কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ প্রাঙ্গণে আগামী ডিসেম্বর মাসে নিখিল ভারত মেডিক্যাল কনফারেন্সের ত্রয়ত্রিংশ অধিবেশন উপলক্ষে চারদিনব্যাপী অধিবেশন হইবে, অভ্যর্থনা কমিটির সেক্রেটারী ডাঃ এন, কে, চৌধুরী মূল সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। কেন্দ্রীয় সরকার। স্বাস্থ্য-মন্ত্রী শ্রীযুক্তা রাজকুমারী অমৃত কাউর অভ্যর্থনা উদ্বোধন করিবেন।

উক্ত প্রতিষ্ঠানে ভারত হইতে এবার বাছাই সভ্য যোগ দিবেছেন। উহার মধ্যে পশ্চিম বঙ্গ হইতে আড়াই হাজারের অধিক সভ্য এই প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট। ডোর কমিটির রিপোর্ট অনুসারে কি ভাবে অনুন্নত চিকিৎসা ভারতের জনসাধারণের আধিক অবস্থানুযায়ী হইতে পারে, কি ভাবে যোগ্য ডাক্তারী হইতে ডাক্তারকে উদ্ভব করা যাইবে পরে ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা হইবে।

ভারতে খাদ্য আমদানি

আগামী দুই বৎসর খাদ্যদ্রব্য সম্পর্কে আলোচনার জন্য ২৭শ এবং ২৮শ নভেম্বর তারিখে ভারত সরকারের কর্তৃপক্ষের সহিত ব্রিটিশ খাদ্য সচিবের বৈঠক হইবে। ব্রিটিশ প্রতিনিধি এবং বেসামরিক বিমান বিভাগের অধিকর্তা ভারত সরকারী প্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। সাক্ষাৎকালে খাদ্যদ্রব্যের পরিস্থিতি এবং ভারতের বিভিন্ন অংশে খাদ্য আমদানি বিষয়ে আলোচনা হইবে। অনুমান করা হইতেছে যে ১৯৪৩ সালে ৩০ লক্ষ টন খাদ্য আমদানির প্রয়োজন হইবে।

বর্তমান বৎসরে ভারতে প্রায় ৮ লক্ষ টন খাদ্য আমদানি করা হইয়াছে। এর মধ্যে ৫ লক্ষ টন গম এবং প্রায় লক্ষ টনের কাছাকাছি চাউল এই আমদানির অন্তর্ভুক্ত। বর্তমানে যে পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য আমদানি হইতেছে তাহাতে এককোটি লোক বাঁচিয়া থাকিতে পারে।

ভারতের জন্য ইঞ্জিন

ভারত সরকার ৫৫ ফুট ৪ ইঞ্চি লম্বা ৬৫ টন ওজনের ইঞ্জিন সংযোজনের জন্য কারখানায় প্রস্তুত লোকোমোটিভ ওয়ার্কস স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছেন। কারখানায় ইঞ্জিনের পুরাতন ধরণের একটি নমুনা রাখা হইয়াছে। দুইটি ইঞ্জিনে মোট দুই কোটি ৮০ লক্ষ টাকার ইঞ্জিন সংযোজনের জন্য অর্ডার দেওয়া হইবে।

বিহারে সমবায় আবগারীর পরীক্ষাগার স্থাপন

ভারত সরকার দুইটি সমবায় আবগারীর ও দুইটি সমবায় রেজিষ্ট্রেশনারি পরীক্ষাগার স্থাপনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। জানা গিয়াছে যে, ঐ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার ও পূর্বাঞ্চলীয় সমবায় বিভাগে দুইটি সমবায় আবগারীর পরীক্ষাগার স্থাপনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বাঙ্গালোর ইন্ডাস্ট্রিজের পুরাতন দুইটি বিল্ডিংয়ে উহাদের কাজ চালাইবার জন্য ঐ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় উৎপাদনশুল্কের এই সকল পরীক্ষাগারে নিয়োগের প্রস্তাব করা হইয়াছে। ঐ পরীক্ষাগার দুইটি যথা একটি কেরলরাজ্যে ও অপরটি সমবায়ভূক্তিতে স্থাপন করা হইবে।

রেজিষ্ট্রেশনারি পরীক্ষাগার দুইটি পাবনাতে ও আহমেদাবাদে স্থাপিত হইবে এবং সমবায় আন্দোলনের দুইটি বিভাগের সোল বাহক, সর্ষেজাত, বাদাম তেল, কেরোসিন ও সেচি তেলোদিতে খোলা হইবে। প্রত্যেকটি আবগারীর পরীক্ষাগার দুইজন করিয়া চৈক থাকিবেন। যে সকল পরিবার ঐ সকল পরীক্ষাগারে চিকিৎসার সুবিধা পাইবে তাদের ঔষধিক্রয় মূল্য ফেরৎ করিতে হইবে। চিকিৎসার জন্য প্রতি ৫ জন সোকপিছু প্রতি মাসে এক টাকা হিসাবে দিতে হইবে। তিন মাসের টাকা অগ্রিম দিতে হইবে। পরীক্ষাগারের বৈদ্যকে রোগীর বাড়ীতে লইয়া যাইতে হইলে তাহাকে দিনের এক টাকা ও রাত্রিতে দুই টাকা ফি দিতে হইবে। যে সকল পরিবারের মাল ফেরৎ করিয়া রাখা হইবে ঔষধিদ্রব্যের পরীক্ষাগারে তিন বছরে পরীক্ষাগার হইতে এক মৈল যে ঔষধের ব্যবহার হয় তাহার সেই ঔষধের জন্য প্রতি রোগীকে প্রত্যহ দুই আনা করিয়া দিতে হইবে।

আশাকরি বছরেই পরীক্ষাগার ও হাসপাতালসমূহ সম্পূর্ণ হইয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

পশ্চিম বঙ্গে বস্ত্র রেশনিং

পশ্চিম বঙ্গে বস্ত্রের পূর্ণাঙ্গ রেশন-প্রথা প্রবর্তনে আরও এক মাস বিলম্ব হইতে পারে বলিয়া জানা গিয়াছে। পূর্ণ রেশনব্যবস্থায় ১৯৪৩ সালের ডিসেম্বর মাস হইতে রেশন প্রথা প্রবর্তিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

অনুমোদিত লোকানের মারফৎ রেশনে বস্ত্র বন্টন চলিতেছিল, রেশনপ্রথা প্রবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত ঐ ব্যবস্থা বন্টন চলিতে থাকিবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

বস্ত্রের মূল্য নির্দ্ধারণ

ভারত সরকার এই মাসের শেষাশেষি বস্ত্রের নূতন মূল্য ঘোষণা করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। যে সকল কর্তৃপক্ষের বস্ত্র এখনও গোডাউনের সিলই বহু আছে, সে সকলই নূতন মূল্যে মাল বাহির করিবে এবং এই মূল্য ঘোষণার পর প্রয়োজনমত নূতন করিয়া বাজেট করা হইবে।

কলিকাতা ও মফস্বলসহরে বস্ত্র বিক্রয়

কলিকাতা ও সহরতলীতে বস্ত্র বিক্রয় করা হইবে। কলিকাতার কোন লাইসেন্সপ্রাপ্ত দোকান হইতে চিনিবার বেলা। চাল পুজো বিশেষ বস্ত্র বিক্রয় করা যাইবে না। হাওড়া, শিয়ালদহ, আসানসোল ও খড়্গপুরের রেলওয়ে দোকানসমূহ ও বাড়ীর সঙ্গে যুক্ত দোকানগুলিও উক্ত আদেশ বলবৎ থাকিবে।

নিম্নলিখিত এলাকাগুলিতে উক্ত আদেশ বলবৎ থাকিবে:—(১) সমগ্র কলিকাতা জেলা, (২) সদর মহকুমার হেডকোয়ার্টার, মহেশতলা, বেহালা, টালিগঞ্জ ও বজবজ থানা এবং ২৪-পরগণার সমগ্র বারাকপুর মহকুমা, (৩) হাওড়া জেলার বাউড়িয়া ও উলুবেড়িয়া সদর মহকুমা ও থানা (মোকামাদির বেশী মূল্যের দোকান ইহার আওতায় পড়িবে না), (৪) হুগলী জেলার চুঁচুড়া, বন্দরা শ্রীরামপুর, উত্তরপাড়া, আরামবাগ থানা, (সাব-ডিভিসি, মহকুমা, জঙ্গীপুর ও বারহারোয়া প্রভৃতি বাদ দেওয়া হইয়াছে), (৫) মেদিনীপুর জেলার সদর মহকুমার খড়্গপুর সহর থানা ও (৬) আসানসোল মহকুমা।

ভারতে ইউরোপীয় আই, সি, এস

ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের যে সকল ইউরোপীয় কর্মচারী প্রকৃত ভারতসচিবের মন্ত্রণার অবসর গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাদের সংখ্যা ১৯৩৯ সালের ১লা এপ্রিল ৩৭৮ হইতে ১৯৪৩ সালের ১লা এপ্রিল ৩৭৮ হইবে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে। এই সংখ্যা অতিরিক্ত অবসরগ্রহণকালে আগামী বারে সেন্সর ও প্রমোশন পাইবেন।

লাহোরী রেলে নূতন ব্যবস্থা

আগামী আগষ্ট মাস হইতে ভারতবর্ষের সরকারী রেলওয়েতে প্রথম, দ্বিতীয় ও ইন্টার ক্লাসের গাড়ীর পরিবর্তে কেবল আগার ও ইন্টার ক্লাসের গাড়ী থাকিবে।

উপরুক্ত পরিবর্তন সাধনের জন্য উপরের শ্রেণীর গাড়ীগুলিকে রেলের কারখানায় পাঠানো হইতেছে। কিন্তু গাড়ী চলাচলের বর্তমান ব্যবস্থা যথাসম্ভব বজায় রাখিয়া তাহা করিতে হইতেছে, কাজেই বিশেষ ছোট সহরের মধ্যে কয়েকটি সহরের মধ্যে কয়েকটি গাড়ী বদলাইতে হইবে না। তাহাতে কিছুদিন কোন কোন গাড়ীর বাহিরে "আগার" বা "ইন্টার" লিখিয়া রাখিয়া বুঝানো হইবে, কোনটি কোন্ ক্লাসের গাড়ী। আগার ও ইন্টার ক্লাসে যে সকল সুবিধার ব্যবস্থা করার কথা আছে, সেসব অল্প কথায় তাহা বলা কঠিন; কাজেই যে পর্যন্ত কারখানার সমস্ত গাড়ীর সংস্কার কার্য্য সম্পূর্ণ না হয়, সেন পর্যন্ত যাহাতে সেই সকল অসুবিধাগুলি দূর করিতে রেলওয়েবিভাগকে অনুরোধ করিয়াছেন।

বর্তমানে "সিলন কার্নিভ্যাল" সময় ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভাড়ার হার যথাক্রমে মাইলপ্রতি দুই পয়সা ও এক আনা চার পাই। প্রস্তাবিত আগার ক্লাসের ভাড়ার হার হইবে মাইল প্রতি দুই আনা।

প্রস্তাবে পুরা সিলন টিকেটে আগার ক্লাসে ৫০ সের, ইন্টার ক্লাসে ৩০ সের ও সাধারণ ক্লাসে ২৫ সের মাল বিনা ভাড়ায় নেওয়া যাইবে।

ভাগলিয়াটে গাড়ীতে রিজার্ভ করিতে হইলে বর্তমানের মতই ভাড়া লাগিবে মাইলপ্রতি ছয়-পয়সা এবং মাইলপ্রতি আরও দুই পয়সা যান চার্জ, কিন্তু যান চার্জ ১০ টাকার কম হইবে না।

পশ্চিম বঙ্গে চাউলের দাম

পশ্চিম বঙ্গের সরবরাহ সচিব শ্রীযুক্তকৃষ্ণ সেন সম্প্রতি চাউলের দাম সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া বলেন, বিহার হইতে চাউল ও ধানের আমদানির পরিমাণ হ্রাস পাইলেও এবং ১৯৪১-৪২ সালে চাউলের উৎপাদন ১৯৪৩-৪৪ সালের তুলনায় কম হইলেও, এখনো চাউলের দাম বিশেষ বৃদ্ধি পায় নাই। বর্তমানে সরকারের ধার্য্য মণপ্রতি ২১/০। দুইমাস পূর্ব্বেকার দামের তুলনায় উহার এলাকাসমূহে দাম মণপ্রতি দুই আনা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ঘাটতি এলাকাসমূহে সর্ব্বোচ্চ বাজারে আনা দাম দাঁড়াইয়াছে। কলিকাতার প্রথম শ্রেণীর চালের দাম ৪৯/০, এবং জলপাইগুড়িতে ২৬/০ মণ দরে প্রয়োজন সর্ব্বোচ্চ দর ছিল। জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়ি জেলায় চাউল সরবরাহের জন্য বিশেষ মালগাড়ী পাঠানো হইতেছে।

ডলারের সর্বোচ্চ মূল্য

ভারত সরকার বাজারের সাধারণ অবস্থা বিবেচনা করিয়া ডলারের জন্য প্রয়োজনীয় ও বেসরকারী ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে বিক্রয় করিবেন।

ডলার ব্যবসায়ী সমিতির অভিযোগেই সরকার পূর্বোক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। ডলার ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ হইতে সরকারকে অনুরোধ করা হইয়াছে যে, তাঁহারা বাজারের সর্বোচ্চ মূল্যের উপর ডলার ক্রয়-বিক্রয় করিতে পারিবেন না।

প্রয়োজনীয় ও বেসরকারী ব্যবসায়ীদিগকে ইতিপূর্বেই ডলার ক্রয় করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে।

নিলে যন্ত্র ও সূতা উৎপাদন

ভারত সরকারের বস্ত্র বিভাগে একজোগেই তাঁত স্থাপন করিবার যে প্রস্তাব হইয়াছে, তাহার কার্যক্রম স্থির করা হইয়াছে। মিলে বস্ত্র ও সূতা উৎপাদন বিষয়ে কাঁহার কোন ত্রুটি হইলে একজোগেই তাঁতের কর্তৃপক্ষগণ তাহার উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবেন। তাঁহাদের অপর কর্তব্য হইবে—এক বেসরকারী হইতে অন্য তাঁতে এবং এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে কে-আইনী বস্ত্র নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সরকারী কর্তৃপক্ষগণ, ব্যবসায়ী, এজেন্সি ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতি ও ঘুষ লওয়ার উপর দৃষ্টি রাখা।

সমস্ত দেশকে ৫টি অঞ্চলে বিভক্ত করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। প্রত্যেক অঞ্চল একজন ডেপুটী কিরেক্টরের অধীন হইবে। একজন অ্যাসোসিয়েট কিরেক্টর ও একজন ডেপুটী অ্যাসিস্ট্যাণ্ট কিরেক্টর তাঁহাকে সাহায্য করিবেন।

৫টি অঞ্চলের এলাকা নিম্নরূপ হইবে:—(১) বোম্বাই (সুরাট পর্যন্ত); (২) সৌরাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ ও বোম্বাইয়ের বাকী অংশ, (৩) রাজস্থান ও উত্তরপ্রদেশ, দিল্লী ও আজমীর, বিন্ধ্য প্রদেশ ও মধ্যভারত, (৪) পূর্ব পাঞ্জাব, দিল্লী, পূর্বপ্রদেশ, বিহার ও পশ্চিম বঙ্গ, (৫) মহীশূর, হিমাচল, কোচিন ও ত্রিবাঙ্কুর।

ভারতীয় শিল্পের উৎপাদন

১৯৪৮ সালের উৎপাদন-পরিমাণ দেখিয়া মনে হইতেছে যে, ভারতের শিল্প উৎপাদনের পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধির দিকে। বস্ত্রশিল্পের উৎপাদন বাড়িয়া চলিয়াছে। ৩০এ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তিন মাসের হিসাবে দেখা যায় যে, ১১১ কোটি ১০ লক্ষ গজ বস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছে। এবারে বোম্বাই প্রদেশের কলগুলি পূর্বের তুলনায় শতকরা ১৮ ভাগ বেশী সূতা ব্যবহার করিয়াছে। ডিসেম্বরের মধ্যেই ভারতীয় কলগুলি বিভিন্ন পাকারে অন্যূন ৪০০ কোটি গজ বস্ত্র উৎপাদন করিতে সমর্থ হইবে বলিয়া মনে হয়।

ইস্পাত এবং অন্যান্য বিশেষ উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারতীয় চটকলসমূহের উৎপাদন পরিমাণও আশাপ্রদ। ইহার পরে কাঁচা উৎপাদন উল্লেখযোগ্য। এই অংশের কোটি ৭০ কোটি টাকা মূল্যের চা জন্মান হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। কাশ্মীরসমূহের ফল অর্থের মধ্যে ৯ কোটি টাকার উপর উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা। পশু চর্মের মধ্যে ইহাই সর্বোচ্চ পরিমাণ। কলকাতা উচ্চতম আদালত 'বন্দের আদালত এক পাওয়া গিয়াছে।

কারেন্সী নোটের ছোটো ও অদলবদল

ভারতের কয়েকটি শহরে কারেন্সী নোটের ছোটো ও অন্যান্য যে অদলবদল বিভাগ করা হইয়াছে, তাহার প্রতি ভারত সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে।

এই সম্পর্কে ১৯৪৩ সালে সংশোধিত ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রতি অনুরোধ করা হইয়াছে। উক্ত আইন অনুসারে ভারতের যে কোন স্থানে উপযুক্ত কারেন্সী বা ব্যাঙ্ক নোটের অদলবদল বা উহার ভাঙানোর জন্য কোন নোট বৈধ নহে, বিক্রয় বা ব্যবহার করা অপরাধ বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে এবং ইহাতে কিছুতেই ক্ষতি দেওয়া হইবে না।

বিজ্ঞাপন বা অন্য উদ্দেশ্যসাধনের জন্য কারেন্সী বা ব্যাঙ্ক নোটের ছোটো বা অন্যান্য অর্থলিপি মুদ্রণ বেআইনী করার এই আইনের মূল উদ্দেশ্য। ইহা না থাকিলে ইহার দ্বারা এই দেশের অধিকাংশ লোকেরা বঞ্চিত হইবে এবং পরিবর্তে কারেন্সীর বিনিময়ক্ষমতা বিশ্বাস হইতে পারে। বিশদভাবে বিবেচনার এই আশাকে দেখাইবা করা হইয়াছে।

ভারতে প্রবেশের পারমিট

পাকিস্তান ভারতীয় নাগরিকদিগকে ঘোষণা করিয়াছেন যে, ভারতে স্বদেশে পাকিস্তানীদিগকে ভারত সরকার পারমিট প্রদানের জন্য তাঁহাদের নাম ঠিকানা সহ একটি তালিকা বিলম্বে ইহাই এই মর্মে সার্টিফিকেট প্রদান করিতে হইবে যে, আবেদনকারী পাকিস্তানের অধিবাসী এবং আমাদিগকে ভারতে যাইবেন।

পারমিটের জন্য যে আবেদন করা হইবে, তাহার সহিত সার্টিফিকেট জুড়িয়া দিতে হইবে। ঐ সার্টিফিকেট পারমিট অঙ্কিত থাকিবে। পাকিস্তান সরকারের অফিসালয়ের বেলায় এই নিয়ম প্রযুক্ত হইবে না।

চেক-পাকিস্তান বাণিজ্য চুক্তি

পাকিস্তান ও চেকোস্লোভাকিয়ার মধ্যে শীঘ্রই একটি বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবে। এতদুপলক্ষে এক বৎসরে উভয় দেশের মধ্যে দেড়শত কোটি চেক ক্রাউন (ভারতীয় মুদ্রায় সোয়াশত কোটি টাকা) মূল্যের দ্রব্যাদি বিনিময় হইবে বলিয়া চেক পররাষ্ট্র মন্ত্রী বক্তৃতায় তাঁহার মূল্যায় জানাইয়াছেন।

পাকিস্তান চেকোস্লোভাকিয়াকে পাট, তুলা ও চামড়া সরবরাহ করিবে এবং তথা হইতে কাচ, সিমেন্ট, রাসায়নিক দ্রব্য, রাসায়নিক দ্রব্য, ঔষধপত্র ও লবণ আমদানি করিবে।

ভারতের তুলনায় পাকিস্তানে জীবনযাত্রার ব্যয়

আন্তর্বিভাগের ট্রাস্টীশিপ অফিস হইতে বিভিন্ন দেশে জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে অবস্থানের কথা জানা যায়। সে পাকিস্তানে জীবনযাত্রার ব্যয় সম্বন্ধে একটি তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা হইয়াছে। "অন্তর্বর্তী কুরেটিন অফ্ ট্রাস্টীশিপস" ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর সংখ্যায় বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ট্রাস্টীশিপ অফিস উপরোক্ত বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু উহাতে পাকিস্তানের বিষয় বলিতে প্রাক্‌বিভাজনের লাহোরের জীবনযাত্রার বিষয় বলা হইয়াছে। ঐ সময়ে লাহোরে জীবনযাত্রার ব্যয় নিম্নোক্ত সংখ্যায় প্রদত্ত হইয়াছিল। তাহার কারণ, লাহোরের শ্রমিকদের প্রয়োজন মূলধনের এবং তাহারা মাঝারিরকমের ও ভারতের অন্যান্য স্থানের জীবনযাত্রার ব্যয়ের জীবনযাত্রার ব্যয় উহার কারণে। এতদিন সরকারী-ভাবে পাকিস্তানের জীবনযাত্রার ব্যয় বিষয়ক কোনও সংখ্যা প্রদান করা হয় নাই, তবে ভারত ও পাকিস্তানের পাইকারী মূল্যের যে সংখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে, সে দুইটির তুলনা করিলে দেখা যায় যে, পাকিস্তানে জীবনযাত্রার ব্যয় ভারত অপেক্ষা কম। পাকিস্তান ও ভারতের পাইকারী মূল্য সূচক বিশেষ সংখ্যাগুলি নিম্নে দেওয়া হইল:—

	আগস্ট	সেপ্টেম্বর
	১৯৪৭	১৯৪৮
পাকিস্তান (করাচী)	৩৩৩	৩৪৭
ভারত (দিল্লী)	৩৪১	৩৩৩

বৃদ্ধদেবের প্রধান শিষ্যের পূতাস্থি

বুদ্ধদেবের প্রধান শিষ্য সারিপুত্র ও মহামোদ্গল্যায়নের পূতাস্থি সিংহল হইতে ভারতে আনয়নের ব্যবস্থা-প্রায় অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ভারত সরকারের বিশেষে সাঞ্চির বৌদ্ধ মহাস্তূপে পূতাস্থি রক্ষণ অনুষ্ঠানটির আয়োজন করিতেছেন। ১৯৪ ডিসেম্বর ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ভারতবর্ষের পক্ষ হইতে উহা গ্রহণ করিবেন। পণ্ডিত নেহরু উহা মহাবোধি সোসাইটীর সভাপতি মাঃ ধর্মপালের মুখোপাধ্যায়ের হাতে অর্পণ করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

প্রকাশ যে, ডিসেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ভারতের পূতাস্থি বিসর্জনের অবাধ তা এম. চক্রবর্তী ভারত সরকারের প্রতিনিধিরূপে পূতাস্থি আনয়নের জন্য সিংহল যাইবেন।

১৭ই ডিসেম্বর হইতে ৩১এ ডিসেম্বর পর্যন্ত মহাবোধি সোসাইটী হলে জনসাধারণের দর্শনের জন্য পূতাস্থি রাখা হইবে। সাঁচীতে এই পূতাস্থি সংরক্ষণের জন্য ৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি বেদী নির্মাণের সিদ্ধান্ত হইয়াছে। উহার নির্মাণ কার্য যেন যা হওয়া পর্যন্ত পূতাস্থি মহাবোধি সোসাইটীতেই রক্ষিত হইবে প্রকাশ যে, উক্ত বৌদ্ধমন্দির নির্মাণ সমাপ্ত হইতে আরও প্রায় এক বৎসর লাগিবে। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, ১৮৭১ সালে ভারতের তৎকালীন পূর্তাধ্যক্ষ বিভাগের তত্ত্বাবধানে ভোপালের তালিবাদ্রা নিকটে কতকগুলি প্রস্তর স্তম্ভ ও স্তূপ আবিষ্কৃত হয়। তিনি এই পূতাস্থি সম্বন্ধে লইয়া ভিক্টোরিয়ার আলবার্ট মিউজিয়মে রাখিয়া দেন। ১৯৩৭ সালের ১৯শে মার্চ সেখান হইতে উহা সিংহলে আনা হয়।

ছোলা সম্বন্ধে লাইসেন্স প্রথা

পশ্চিম বঙ্গে ৯ই মার্চের হইতে ছোলা ও ছোলাজাত দ্রব্যের উপর বিক্রয় আদেশ সুবরাহ জারী করা হইয়াছে। ১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারী বাজেয়াপ্ত বিক্রয় আদেশ অনুসারে ছোলা ও ছোলাজাত দ্রব্যের ব্যবসায়ীদের ১০ মণের অধিক ছোলা ক্রয়, বিক্রয় বা মজুত করার জন্য লাইসেন্স লইতে হইবে। নির্দ্ধারিত ফরমে নির্দ্ধারিত ফি সহ এই লাইসেন্সের জন্য আবেদন-পত্র কলিকাতায় অসামরিক সরবরাহ বিভাগে বাজেয়াপ্ত সহর ও সরবরাহ বিভাগের ডিরেক্টর-এর নিকট এবং মফঃস্বলে 'মেসার্স বরফুল্লা অ্যাণ্ড্রোজ'-এর নিকট পেশ করিতে হইবে।

যে ছোলা ও ছোলাজাত দ্রব্য কলিকাতায় এবং ২৪ পরগণার সহর ও বারাকপুর মহকুমার বিজ্ঞাপন-সমূহে এবং হাওড়ার সহর মহকুমার এবং হুগলীর সহর ও শ্রীরামপুর মহকুমার আনিয়া পৌঁছাইবে, তাহাদের লেন ও বিক্রয়ের দায়িত্বভার সহর ও সরবরাহ বিভাগের ডিরেক্টর-কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির হস্তে থাকিবে। অন্যথায় ছোলাদি সঙ্গে যাইবে না। সহর ও সরবরাহ বিভাগের ডিরেক্টরের অনুমতি ব্যতীত প্রবেশের সময়ে ছোলা ও ছোলাজাত দ্রব্যাদি বন্ধ করা যাইবে না।

১৯ খানা নূতন টেলিফোন লাইন

কলিকাতা টেলিফোন আডভাইসরি কমিটীর বৈঠকে অনুষ্ঠিত এক সভায় টেলিফোন কর্তৃপক্ষ জানান যে ১৯ খানা লাইন বন্ধ অবস্থায় একটি সুইচবোর্ড পাওয়া গিয়াছে এবং ইহার মধ্যে সরকারী লাইনগুলি বাদ দিয়া প্রায় ১৩ খানা লাইন বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিদের জন্য নির্দ্দিষ্ট করা সম্ভব হইবে। বৈশাখ মাস হইতে একখানি নূতন লাইন বসাইবার ব্যবস্থা করা হইবে। কিভাবে এই লাইনগুলি বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিদের জন্য বরাদ্দ হইবে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিয়া কমিটি নিম্নোক্ত প্রস্তাবগুলি অনুযায়ী প্রাপ্তির সুযোগ (প্রায়রিটি) বিচার নির্দ্ধারণ করেন।

(ক) ডাক্তার, নার্স, চিকিৎসা-সাহায্যকেন্দ্র ইত্যাদি জনহিতকর কার্য, জনহিতমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ, বে-সরকারী হাসপাতাল এবং সংবাদপত্র;

(খ) ব্যাঙ্কার ও ব্যবসায়ী;

(গ) অন্যান্য গ্রাহকের টেলিফোন ছিন্ন হইলে ব্যক্তিদের প্রথম টেলিফোন বসাইবার তারিখ হইতে "প্রায়রিটি" দেওয়া হইবে।

ইলেকট্রিক বিভাগের জন্য 'ক' ও 'খ' বিভাগের লাইনগুলি ঠিকই এবং গ বিভাগে বাকী লাইনগুলি চালানো হইবে।

ঘর 'খ' বিভাগের জন্য নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিদের টেলিফোন বিনার সময় তাহাদের ঘর আই বাদের বিষয়ে গড়ে মাসিক কমপক্ষে ফেড়শতের জন্য 'কল' হইয়াছে, তাহাদের ঘর দেওয়া হইবে।

জানা কথা যায় যে, ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব হইতে যাহারা টেলিফোন ছিল তাহারা এই মাসের মধ্যে কল পাইবেন।

কলিকাতায় স্বয়ংক্রিয় টেলিফোন এক্সচেঞ্জ

প্রকাশ, কলিকাতায় প্রায় ৫০ হাজার টেলিফোন লাইনের মধ্যে যোগ স্থাপন করিয়া ২টি স্বয়ংক্রিয় টেলিফোন এক্সচেঞ্জ স্থাপন করিবার এক পরিকল্পনা সাম্প্রতিকভাবে ভারত সরকার অনুমোদন করিয়াছেন। ইহা সম্পূর্ণ করিতে অন্যূন ৭ বৎসর লাগিবে এবং ইহাতে সাড়ে-আট কোটি টাকা খরচ হইবে। বড় দুইটি এক্সচেঞ্জ চালানোর জন্য ১৩০০ কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইবে। বর্ত্তমানের বিভিন্ন সাধারণ টেলিফোন লাইন নূতন ব্যবস্থায় পাওয়া যাইবে।

এতৎসম্পর্কে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা চালাইবার জন্য কলিকাতা স্বয়ংক্রিয় টেলিফোন সমবায় চাইবেটর শ্রীযুক্ত পি, এন, আগরওয়ালা সম্প্রতি দিল্লী গিয়াছেন।

সিকিমের ডাকঘরে সাঙ্কেতিক ভাষা পরিচালন সমস্যা

গত বছর সুরমায় প্রত্যেক বৎসরেই সিকিমের একটি ডাকঘর উহার ডাকঘরের উদ্দেশ্যের কারণ হইয়া পড়ে

সিকিমের প্যাকেট চুরাইয়া তুলাজাতীয় বিক্রয়ের ১৫ হাজার কিউ পরীক্ষানে ডাকিবার ঘাত ও তার ঘাটি পশ্চিম বঙ্গের পোষ্ট মাষ্টার জেনারেলের এক ঘাটী সমস্যা হইয়া আছে। সিকিমের পশ্চিম বর্ণাদি কেন্দ্রের সহিকাটি বলিয়া তাহার সরকারের ডাক বিভাগ ইহাকে সমস্ত বৎসর চালু রাখার জন্য বিশেষ উৎসুক্য প্রকাশ করিয়া থাকেন।

সরকার পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থানে অবস্থিত এই ডাক ঘরটির ডাক ঘাটকালের প্রতিদিন সকালে সাধারণের জন্য খুলিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। সাধারণ কর্তৃপক্ষ পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ স্থানে ডাকঘর চালাইতেছি—এই অভিমানে সারা বৎসর ধরিয়া প্রতিদিন এইভাবে ঘরটি পরিষ্কার করেন।

বঙ্গ চিকিৎসকদের তালিকা প্রণয়ন

পশ্চিম বঙ্গে বঙ্গ চিকিৎসকের প্রথম তালিকা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে পশ্চিম বঙ্গ সরকার বঙ্গ চিকিৎসা আইন অনুসারে বিভিন্ন ব্যক্তিগণকে লইয়া রেজিষ্ট্রেশন ট্রাইব্যুনাল গঠন করিয়াছেন :—ডাঃ এস, কে, বসুমজুমদার, ডি, এস, সি (রাজার্স) আর ডি কর মেডিক্যাল কলেজের বঙ্গ চিকিৎসা বিভাগের অধ্যক্ষ ও ডেপুটী রেজিষ্ট্রেশনের অন্য ইতিহাস বর্ণনিকাচিত সভাপতি; ডাঃ আর, আহমদ ডি ডি এস, এফ আই সি সি, কলিকাতা ডেন্টাল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল; ডাঃ এ এন বসু এল সি এস, আর এস সি এস (ইউনাইটেড) কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের বঙ্গ চিকিৎসা বিভাগের অধ্যাপক ও ডেন্টাল আসোসিয়েশন অব ইণ্ডিয়ার প্রাদেশিক শাখার সভাপতি।

পশ্চিম বঙ্গ ডেন্টাল কাউন্সিলের রেজিষ্ট্রার ট্রাইব্যুনালের রেজিষ্ট্রার নির্বাচিত হইয়াছেন।

কৃষ্ণনগরীর গাছ গেলন

অবস্থাবাপন্ন সহর ও সমস্ত জেলার গাছের গেলনি চালু করা হইয়াছে। কারণ, অসাধারণী-গাছের অনেক গাছের খুবই অভাব দেখা দিয়াছে। বর্ণাদি সমস্ত মালিকদিগকে বৃক্ষসমূহ গেলন করিতে বলা হইয়াছে। মালিকদিগকে যে গেলনকার দেওয়া হইবে তাহাতে প্রত্যেকটি কৃষ্ণনগরী সহর ও প্রতিদিন গাছ গাইড করিয়া দান দেওয়া হইবে।

জেলার মালিকদিগকে গাছি সঙ্গে রাখিবার জন্য নির্দ্দেশ দেওয়া হইবে এবং আমাদী মাসের দিন পর্য্যন্ত উহাদের গাছগাইবার ব্যবস্থা করা হইবে। পাঁচমহল ও মাধাভাঙ্গার গাছি সঙ্গে পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। পাঁচমহল ও মাধা হইতে এ পর্য্যন্ত আইন কারার লোক আনা হইয়াছে। জেলার কৃষ্ণনগরি গেলনের জন্য ৩০ টাকা ৩৭ দেওয়া হইয়াছে।

বৃহৎ বিশুদ্ধ করিবার নূতন যন্ত্র

বৃহন্নাট্যের সরকারী কর্তৃপক্ষের হইতে সম্প্রতি ঘোষণা করা হইয়াছে যে, বৃহৎ বহু, রোগী ইত্যাদি বৃহৎ ও পরিষ্কৃত সহজ জীবনযুক্ত করিবার জন্য একটী নূতন ধরণের উপাদান আবিষ্কার করিয়াছেন। এই উপাদানের সাহায্যে সম্প্রতি রোগের ধরিয়া ১৯০-৮২ ডিগ্রী ফারেনহাইট, পর্য্যন্ত বহু করিয়া বৃহৎকে জীবসুযুক্ত করা হয়। পরীক্ষায় দেখানো হইয়া ৩,০০০ হইতে ৩,০০০ গাউন বৃহৎ নষ্ট করিতে পারে এইরূপ যন্ত্রই এই উপাদান যন্ত্র ব্যবহার করা চলিবে।

প্রায় দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে আটলান্টিক সিটির রোগী ইতাদি এক্সপোজিশনে এই নূতন উপাদান সম্বন্ধে প্রদর্শিত হয়।

বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা

পশ্চিম বঙ্গ বাণিজ্যের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা-গুলি লইয়া একটি বড় পরিকল্পনা খসড়া করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তবে পশ্চিম বঙ্গের অর্থনৈতিক অবস্থা সমস্ত পরিকল্পনাটি কার্য্যে পরিণত করিতে সহায়ক হইবে না; বর্তমান একবার কাজ সুরু হইলে কার্য্যের অবসান হইবে না। আগামী তিন বৎসরের মধ্যে ভারত সরকার যদি পশ্চিম বঙ্গ সম্পর্কে সহানুভূতির সহিত বিবেচনা করেন, তবেই উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা-গুলি কার্য্যকরী করা সম্ভব হইবে।

ভারতীয় ভাষায় টেলিগ্রাম

আজমীর কলেজের অধ্যাপক বিমল চট্টোপাধ্যায় রেঙ্গুনে বসিয়া সমস্ত ভারতীয় ভাষায় টেলিগ্রাম এবং টেলিপ্রিন্টারে সংবাদ প্রেরণ করিবার এক সংক্ষিপ্ত উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। প্রকাশ যে, অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় পরি-কল্পনা ভারত সরকার বিবেচনা করিতেছেন।

ডানলপ

সুবর্ণ জয়ন্তী

১৮৯৮ - ১৯৪৮

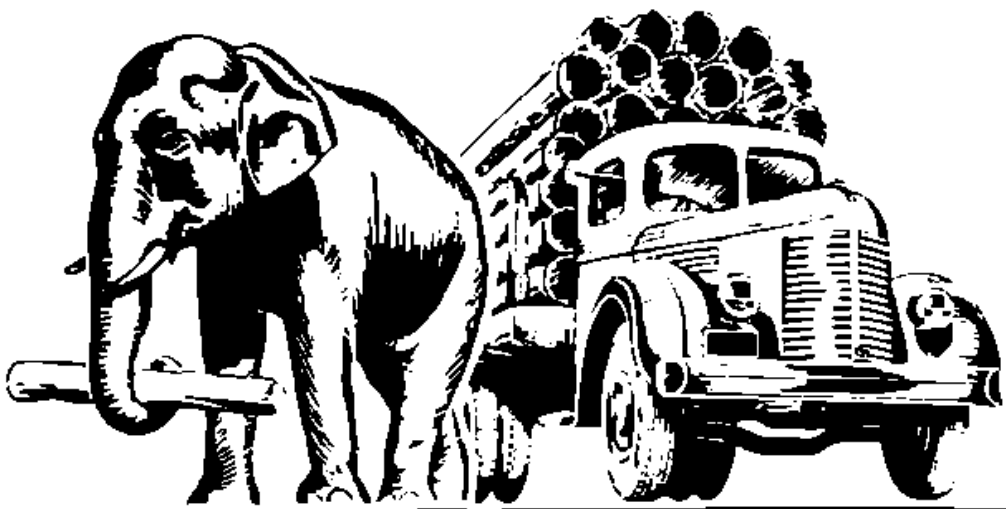

৫০ বৎসরব্যাপী ক্রমোন্নতি

বিগত দিনের পথপ্রদর্শক-আগামী দিনের অগ্রনী

অর্থলোক

আয়কর তদন্ত সম্পর্কিত নূতন বিশেষ আইন বিশ্লেষণ

আয়কর তদন্ত কমিশন সম্পর্কে রাষ্ট্রসঙ্ঘকে যে নূতন বিশেষ ক্ষমতাদানের প্রস্তাব ইতিপূর্বে "আর্থিক জগৎ"এর ২৪ বর্ষ ১ম সংখ্যায় (১৫ই অক্টোবর ১৯৫৭) বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি, রাষ্ট্রসঙ্ঘের পক্ষ হইতে কমিশনের এই বিশেষ প্রতিনিধিকে কিছু অতিরিক্ত ক্ষমতা দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়। কমিশনের উপর যথাযোগ্যভাবে সঙ্গতি রক্ষার পক্ষে প্রস্তাবিত আইনে যথার্থ ব্যবস্থা নাই। সেই সকল অসঙ্গতি দূর করিবার উদ্দেশ্যে ১৯৫৭ সনের আয়কর (তদন্ত কমিশন) আইন সংশোধনপূর্বক গত ১৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে এক বিশেষ আইন জারী করিয়াছেন। আয়কর তদন্ত কমিশনের অতিরিক্ত প্রয়োজনীয় ক্ষমতাদি প্রদানের জন্যই এই বিশেষ আইন প্রণয়ন করা হইয়াছে এবং আইনের উদ্দেশ্য ও অন্যান্য বিষয়াদি [illegible] বিস্তারিত ভাবে বিবৃত করিয়াছেন।

* * * *

এই বিশেষ আইন জারী হওয়ায় [illegible] হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন বিভাগের আয়কর-কর্তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তদন্ত করিবার জন্য এবং তাহার বিশেষ আবশ্যকতা সম্পর্কে মন্তব্য করিবার জন্য কমিশন গঠিত হয়। কমিশন তাহার রিপোর্টে সরকারের নিকট যে সকল সুপারিশ করিয়াছিলেন তাহার অধিকাংশই সরকার গ্রহণ করিয়াছেন। এমনকি যে ১০০০ টাকার ঊর্ধ্বে ঘুষ গ্রহণের অভিযোগ তদন্ত করিবার ক্ষমতা কমিশনের ছিল না, সেই সকল ক্ষেত্রেও [illegible] কমিশনের তদন্তের ফলাফল বিবেচনা করিয়া ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘের উপর ন্যস্ত করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছিল। কিন্তু কমিশনের বিশেষ ক্ষমতা বিষয়ে এখনও অনিশ্চয়তা থাকে বলিয়া [illegible] বিভাগের উপর তদন্ত কমিশনের প্রভাব ও কার্যকারিতা সম্পর্কে সন্দেহ থাকিয়া যায়। সেই সকল অসঙ্গতি দূর করিবার জন্য [illegible] এই অর্ডিন্যান্স জারী করা হইয়াছে।

* * * *

ইহাতে ইতিপূর্বে আয়কর মেন নাই, অথচ বর্তমানে তাহাদের দুর্নীতি সম্বন্ধে [illegible] আয়কর বিভাগ হইতে অনুরূপ এই বিশেষ আইনে [illegible] কমিশনকে তাহাদের সম্পর্কে অনুসন্ধান করিবার জন্য ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে। ইহাতে কেন্দ্রীয় সরকারের কাজের দুর্নীতির পরিচয় পাওয়া [illegible] এবং সরকারের কেন্দ্রীয় বিভাগের উপর [illegible] তদন্ত হইবে বলিয়াই অনেকে মনে করিতেছেন।

* * * *

বর্তমান "বিশেষ কমিশন আইন" অনুযায়ী ১৯৫৮ সনের ৩১এ মার্চের পরে কমিশনের সম্মুখে কোন মামলা তদন্তাধীনে থাকিবে না। [illegible] এবং সকল মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত তাহাদিগকে ছাড়া সরকারের অন্য উপায় ছিল না। বিশেষ বিরোধী অবস্থা আশোর করিবার কোন বন্দোবস্তই বর্তমান আইনে সন্নিবেশিত ছিল না। [illegible] উপায় হইতে পারে, কিন্তু ইহাকে ব্যবহারিক পন্থা কোনক্রমেই বলা চলে না। এমন সময় [illegible] বিচারকার্য যে কতকালে সমাপ্ত হইবে আইনের হিসাব করিতে যে শেষ অবধি কি পথ অবলম্বন করিবে, তাহার কোন সন্ধান ও অর্থব্যয় যে কত হইবে, তবু এই ব্যবসা-বন্ধনা পরিচালনার জন্য বিদেশীয় কাহে যে ঐ পারবাস বৃদ্ধি পাইবে, অথচ কেন্দ্রীয় গ্রাহক যে সেই পথায় যে তাহাতে সেই বিভাগেরই আকাঙ্ক্ষা থাকিবে, এই সকল কথা বিবেচনা করিয়া বর্তমান অবস্থাতে সরকার ও কমিশনকে আপোষ-মীমাংসার [illegible] প্রদান করিবার ক্ষমতা দিয়াছেন কাহাকে [illegible] পারিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

* * * *

সরকার ও কমিশন এই উদ্দেশ্যে সর্বদা [illegible] আপোষ-মীমাংসা সম্ভব হইবে না। আইনে এমন [illegible] করার এক পক্ষের ত্রুটি সম্পর্কে অন্য পক্ষ [illegible] ত্রুটি বাহির করিতে পারিবেন এবং কোনরূপ সমঝোতার সম্ভাবনা [illegible] হইবে। কিন্তু আশার উহা সকল ক্ষেত্রের জন্য আপোষ মীমাংসার [illegible] ব্যবস্থা প্রয়োজন।

* * * *

অবশ্য এই বিশেষ আইনবলে আপোষ-মীমাংসার [illegible] ও সরকারকে [illegible] বলিয়া [illegible] যায় যে, তদন্তের ফলে সম্ভাব্যভাবে দোষী ব্যক্তির বিরুদ্ধে [illegible] আদালতে মামলা করিয়া তাহাকে যথাযোগ্য শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা হইবে না।

* * * *

গতবারে ৪০ কোটি টাকার আয়কর ফাঁকি ধরা [illegible] এবং কেন্দ্রীয় সরকার এই বিপুল পরিমাণ রাজস্ব আয় হইতে প্রায় বঞ্চিত হইয়া আছেন, এইরূপ অনুমান করা হইয়াছে। আয়কর ফাঁকির এই বিশাল অঙ্কের কথাবলে কমিশন যাহারা প্রাথমিক তদন্ত হইতে সরকারকে এইরূপে বঞ্চিত করে, তাহাদের প্রতি দয়া প্রদর্শনের কথা একবারও মনে উদিত হয় না।—অতএব অন্যান্য সরকার তাহাদের দণ্ডদানে দৃঢ় ও কঠিন হইবেন, আমরা এইরূপ আশাই প্রকাশ করি।

* * * *

[illegible] একটা কথা মনে রাখা দরকার। কেন্দ্রীয় রাজস্বের [illegible] আর খুব বেশী বিলম্ব নাই,—বাকী বিগত বৎসর সমস্ত হওয়ার পূর্বে ৪০এ টাকা সরকারের হাতে আসা প্রয়োজন। [illegible] পরিবর্তনের সাফল্যের পক্ষে সেরূপ অবস্থা অত্যাবশ্যক। আয়কর তদন্ত কমিশনের [illegible] ক্ষমতার যথাযথ ও দ্রুত প্রয়োগের ফলে ঐ অবস্থা অবশ্য সরকার হইবে, সুতরাং আয়কর তদন্ত কমিশন ও কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে তাঁহাদের [illegible] কার্যে সাফল্য আশা করিব।

* * * *

১৯৫৮ সনের তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, তাহার অন্ত সপ্তাহের বিভিন্ন ব্যাঙ্কের হিসাবনিকাশে দেখা যায় যে, ইহ বিভাগের কাজকর্মে বিশেষ কোন

(শেষাংশ ৬১ পৃষ্ঠায়)

হুগলী ব্যাঙ্ক লিমিটেড

প্রধান কার্যালয়
৪৩, বন্ধিমচন্দ্র ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

কেন্দ্রীয় কার্যালয়
৪২, চৌরঙ্গী,
কলিকাতা।

ফোন
সি কে ৪৪৮

ফোন
সি কে ৪৩৭৩
(৩ লাইন)

পশ্চিম বঙ্গের শিল্পাঞ্চলের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত ২১টি শাখা অফিস আপনার সেবায় নিয়োজিত।

"ব্যাঙ্কিং" ও সমাজ সেবায় সুদৃঢ় যোগাযোগ রক্ষা আমাদের বৈশিষ্ট্য, আপনার সম্প্রতি আমাদের কর্তৃপক্ষ নির্দেশক—

শ্রীযতীন্দ্র নারায়ণ মুখোপাধ্যায়
এম, এল, এ
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

পণ্যদ্রব্যের বাজার

পণ্যদ্রব্যের মূল্যহ্রাসের সম্ভাবনা?

এই বৎসরের মধ্য কয়েক মাসের মধ্যে এই মাসেই পণ্যদ্রব্যের সর্বক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির খবর পাওয়া গিয়াছে এবং আশা করা যায় যে, স্বাভাবিক বর্ষার খবর আর অবশ্যই না হয়, তাহা হইলে বিপ্লবপরিবর্তন ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশান্বিত হইবেন।

মাল চলাচলের উন্নতি, অন্যত্র বিপ্লবাদি ও সরকারী পরিচালনার ফলেই অবশ্য এই উন্নতি হইয়াছে কিনা তাহা এখন বলা সম্ভব নহে। সরকারের মূল্য-স্ফীতি নিয়ন্ত্রণ প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে এইরূপ উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে জিনিষপত্রের মূল্যহ্রাস হইবে কিনা তাহাও এখনই বলা কঠিন। তবে ইহা যদি সত্য হয় যে, রামধানের ও মাল চলাচলের অবস্থার বর্তমান উন্নতি হইবে, তাহা হইলে জিনিষপত্রের মূল্য নিম্নমুখী হইতে বাধ্য। কারণ শুধু দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি নয় বিদেশেও প্রায় সকল দ্রব্যের (জিনিষের—শুধু কয়েকটি ক্ষেত্রে যন্ত্রপাতি ছাড়া—উৎপাদনের পরিমাণ প্রচুর-ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। যন্ত্রপাতির দামের কোন বিশেষ পরিবর্তন না ঘটিলেও—নিত্যপ্রয়োজনীয় বহু পণ্যদ্রব্যের দর কমিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে। তবে বস্ত্র সম্পর্কে নিশ্চিত কিছু বলা চলে না কারণ, কাপড়ের কলগুলির উৎপাদন বিশেষ বৃদ্ধি পায় নাই এবং মূল্যের ২০% শতাংশই হ্রাস পাইবে না। তবে কয়েক মাসের মধ্যে অবশ্য উন্নতি দেখা যাইতে পারে, কারণ বিদেশী তুলার দর হ্রাস পাইবার লক্ষণ দেখা গিয়াছে।

* * * *

চিনির দর আমাদী বৎসরে বর্তমান দরের অর্ধেকও হইয়া যাইতে পারে, কারণ যুক্তপ্রদেশ ও বিহারের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের চুক্তি সম্পন্ন হওয়ায় যে দর পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায় যে নূতন বৎসরে চিনির দর মণপ্রতি ২০ টাকার বেশী হইবে না। স্বাভাবিক আমদানির ফলে মূল্যহ্রাস হইবে না বলিয়া বাজেটে সম্পর্কে এরূপ আশান্বিত হইবার কারণ না থাকিলেও আমাদী কয়েক মাসের মধ্যে বাজেটের মূল্যহ্রাস আশা করা অন্যায় হইবে না, কারণ তাহার যে সব দেশ হইতে বেশ আমদানি করিত সেই সব দেশে ফসলের প্রাচুর্য দেখা গিয়াছে, কাজেই আমাদী কয়েক মাসের মধ্যে কয়লা, সিমেন্ট, কাপড়, চিনি এবং অন্যান্য মূল্যে খাদ্যদ্রব্য উৎপাদির সরকার বৃদ্ধির ফলে জনসাধারণের বায়ের হার অনেকটা হ্রাস পাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

* * *

ভারত সরকারের পণ্যদ্রব্যের পাইকারী মূল্য-সূচকের প্রতি লক্ষ্য করিলেও দেখা যায়—অন্যান্য পণ্যদ্রব্যের দর অনেক ক্ষেত্রে নিম্নমুখী হইয়াছে। তবে সরকারের এই সূচকের নির্ভরতা সম্পর্কে জিনিষের যথেষ্ট সন্দেহ রহিয়াছে।

যে যাহা হউক, বর্তমানে সরকারী মূল্য-সূচকের হিসাবে অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের দর প্রায় ৪ পয়েন্ট নামিয়াছে, শিল্প পণ্যের (উৎপাদন) দরে কিছু মূল্য বৃদ্ধি দেখা গেলেও মূল্যের দর যাহা কিনে অন্যান্য দেখে কয়েক পয়েন্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। দেখা যায়, চা, নারিকেল, তৈল, চিনি ইত্যাদির দর অনেক পয়েন্ট নামিয়াছে। বিদ্যুৎসংক্রান্ত দ্রব্যের অন্যান্য দ্রব্যের মূল্য প্রায় ৬ পয়েন্ট হ্রাস পাইয়াছে। সমস্ত দ্রব্যের মূল্যসূচক বর্তমানে ৩০৩ অর্থাৎ ৩৪.৩ হ্রাস পাইয়াছে (৩১১৪—৩৮১৭)।

খাদ্যশস্য

যুক্তপ্রদেশের খাদ্যশস্যের দরের কোন বিশেষ পরিবর্তন দেখা যায় নাই, তবে একটু স্বেচ্ছাভাব বিদ্যমান আছে। পূর্বাঞ্চলে ও চাউলপ্রধান অঞ্চলে যে দর পাওয়া যাইতেছে তাহাতে ও দেখা যায় যে, ঐ সকল স্থানে গমের দর উর্ধ্বমুখী হইতেছে। মধ্যপ্রদেশ ও বরারের সরকার ক্ষেত্রীয় সরকারের খাদ্যশস্যের নিয়ন্ত্রিত মূল্য বৃদ্ধি করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন, কারণ সরকারী অনুমোদিত ক্রয়কৃত মোটেই গম বিক্রয় করিতে রাজী হইতেছে না।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ছোলা ও ছোলাজাত দ্রব্যের বিক্রয় আদেশ জারী করিয়াছেন। এর ফলে অধিক ছোলা বাজারের বন্ধুর করা হইলে তাহাদের সরকারের নিকট হইতে লাইসেন্স গ্রহণ করিতে হইবে।

তুলা ও সুতাবস্ত্র

তাহে সরকার প্রাদেশিক ও দেশীরাজ্য সরকার-গুলিকে সরকারী নির্ধারিত উচ্চমূল্যে তুলা ক্রয়করের নিকট হইতে তুলা সংগ্রহ করিতে নির্দেশ দিয়াছেন, কারণ মিল মালিকরা জানাইয়াছেন যে তাঁহারা সরকারী নির্ধারিত মূল্যে ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে তুলা ক্রয় করিতে অসম্মত।

সরকারের এই নির্দেশের ফলে তুলার ব্যবসায়ীদের মধ্যে প্রবল বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছে এবং তাঁহাদের মতে সরকারের এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইতে বাধ্য। কারণ প্রকৃতপক্ষে সরকারের নির্ধারিত মূল্যের কমে তুলা ব্যবসায়ীরা ক্রয় করিতে স্বীকৃত নহে। সেক্ষেত্রে ব্যবসায়ীদের এই দুবিধা ও অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও তাঁহারা তুলা সংগ্রহ করিতে অসম্মত হইয়াছেন, সেক্ষেত্রে সরকারের নির্ধারিত উচ্চতর মূল্যের কমে কৃষকদের নিকট হইতে তুলা ক্রয় করিতে পারিবেন না। ঐ ভাবে যদি কৃষকের নিকট হইতে তুলা ক্রয় করিতে বন্ধ হয়, তাহা হইলে সরকারের বস্ত্র-কলগুলির ও কর্মচারী নিয়োগের জন্য যে ব্যয় হইবে, তাহার ফলে তুলার সরকারী দর বৃদ্ধি করা ছাড়া উপায় থাকিবে না। এখন ব্যবসায়ীরা বলিতেছেন যে তাঁহারা তাঁহাদের সমস্ত লাভ ও মাল চলাচলের খরচের জন্য সরকারী নির্ধারিত মূল্যের কিছু বেশী মূল্য দানী করিতেছেন মাত্র।

সরকারী মহল এই ক্ষেত্রে কিরূপ সাফল্য লাভ করে তাহা লক্ষ্য করার বিষয়।

গুড় ও চিনি

নূতন গুড়ের আমদানিতে গুড়ের দরে আরও মন্দাভাব হইয়াছে। পুরাতন গুড়ের কোন চাহিদা নাই, সেইজন্যই গুড়ের মূল্যহ্রাস ঘটিতেছে। কানপুরের বাজারে দৈনিক প্রায় ১,০০০ মণ গুড় আমদানি হইতেছে আর স্টোক হইতেছে দৈনিক মাত্র ৪০০ মণ। নূতন গুড়ের দর ১৪০ টাকার মত আর পুরাতন গুড়ের দর ১১০ টাকার কাছাকাছি।

কানপুরে বাজারে চিনির দরে বিশেষ কোন পরিবর্তন দেখা যায় নাই। মোকাইয়ে চিনির দরে একটু স্বেচ্ছাভাব দেখা যায়। যুক্তপ্রদেশ ও বিহার সরকার যে পর্যন্ত উচ্চমূল্যহ্রাস করিতে রাজী হইয়াছেন উহার মূল্যহ্রাস ঘটিলে চিনির দরও অনেকখানি হ্রাস পাইতে বাধ্য। রাষ্ট্রায়ত্ত চিনি কর্পোরেশন যদি প্রচুর মাল ছাড়িয়া থাকে সেইজন্য উচ্চমূল্য দরও যদি স্থির হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমাদী অন্যান্য বিষয়ের অন্যান্য চিনির দর অন্ততঃ পক্ষে ১০ আনা হ্রাস পাইবে বলিয়া মনে হয়।

তৈলবীজ

তৈলবীজের অগ্রিম সওদার বাজারও মোটেই সরকারের "বেআইনী ডিউটারমিনেবল ফরোয়ার্ড" আওতায় আসিবে কিনা সেই সম্পর্কে আলোচনা করা চলিতেছে। যদি ঐ আইন তৈলবীজের ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে তৈলবীজের অগ্রিম সওদা সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন হইবে। বর্তমানে তৈলবীজের অগ্রিম সওদার বাজারে প্রচুর কারবার দেখা গিয়াছে, ফলে তৈলবীজের দর অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া সন্দেহ করা হয়। সেইজন্য তৈলবীজের অগ্রিম সওদার বাজারে সরকার হস্তক্ষেপ করার প্রয়োজন বোধ করিয়াছেন বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে।

ফলে এই সম্পর্কে মোকাইয়ের বাজার হইতে চীনা বাদাম ও তার পরিবর্তে বিদেশবাজারে হ্রাস করা সত্ত্বেও চীনাবাদামের দরে কোন পরিবর্তন দেখা যায় নাই, কারণ বাজারে মালের পরিমাণ যেমনই কম ছিল। রেড়ির বীজের দরে একটু স্বেচ্ছাভাব ছিল কিন্তু তিসির বাজারে কোনরূপ দেখা যায়।

সোনা-রূপা

সোনারূপার বাজারে মন্দাভাব দেখা যায়। সোনার দর ২৯১৲ হইতে ২৯০ টাকার মধ্যে উঠানামা করে এবং রূপার দর ১৭৭৲৩০ হইতে কমিয়া ১৭৫৲ টাকায় পৌঁছে। সরকারের নিকট ব্যবসায়ীদের অগ্রিম হইতে সোনা ও রূপার আমদানি বৃদ্ধি করার জন্য আবেদন করা হইয়াছে। কারণ তাঁহাদের দাবি আগের হইতে প্রচুর মাল মুম্বাই বন্দরে জমা হইয়াছে এবং ফলে সোনারূপার অভাব দূর হইয়াছে

চা

আলোচ্য সপ্তাহে প্রায় ১৪,৫০০ প্যাকেট চা-বোঝাই ১৭ খানা জাহাজ বন্দর ছাড়িয়াছে। নিম্ন শ্রেণীর চা ছাড়া প্রায় সর্বশ্রেণীর চায়ের চাহিদাই প্রবল ছিল। ফলে সাধারণ চা এক আনা দরেরও বেশী হয় এবং উচ্চশ্রেণীর পাতা চায়ের দর দুই পাই হইতে দুই আনা পর্যন্ত চড়িয়া যায়। উচ্চশ্রেণীর ভাল চা দুই আনা ও এখন কি তারও বেশী দরেও বিক্রয় হয়। আন্তর্জাতিক বাজারের জন্য প্রায় ১৪০০০ প্যাকেট গুঁড়া চা কলিকাতা ছাড়িয়া যায় এবং চাহিদা ভালই ছিল। তবে সাধারণ গুঁড়াচায়ের দরে স্বেচ্ছাভাব দেখা গেলেও, উচ্চশ্রেণীর গুঁড়া চায়ের দর মন্দাভাব দেখা যায়

বাজারের কথা

ইণ্ডিয়ান আয়রণের লভ্যাংশ ঘোষণা

[নিজস্ব সংবাদদাতা]

আলোচ্য সপ্তাহের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ হইল ইণ্ডিয়ান আয়রণ কোম্পানী কর্তৃক ১৯৬৬ সালের ৩১এ মার্চ তারিখে সমাপ্ত বৎসরের জন্য আংশিক ১২ আনা হারে, অর্থাৎ বার্ষিক শতকরা ৬০ হিসাবে লভ্যাংশ ঘোষণা। এই ঘোষণায় বাজার বিশেষ বিচলিত হইয়াছে এবং আকৃষ্টও হইয়াছে। অনেকে ইহার অর্থ আশু প্রকাশ কনফারেন্সে যে ইণ্ডিয়ান আয়রণ ইস্পাতের সেলসট্যাক্স সংক্রান্ত লভ্যাংশ ঘোষণা করে নাই, এবারও সেলসট্যাক্স বকেয়াজনিত লভ্যাংশ ঘোষণা করিবে না। ফলাফল হইল, বাজারে কয়েকদিন মূল্য অবনমন ইণ্ডিয়ান আয়রণের এই লভ্যাংশ ঘোষণা স্বাভাবিক কাজ করিয়াছে এবং সেপ্টেম্বরান্তে ইণ্ডিয়ান আয়রণের শেয়ার ১১০৲ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১২৯৲৩ উঠিয়াছে। ইস্পাত কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে এক টাকার উর্ধ্বে ঘটিয়াছে এবং ১০ টাকা করিয়া বৃদ্ধি পাইয়া ইহা ১৯ টাকায় পৌঁছিয়াছে।

• • • •

আলোচ্য সপ্তাহে বাজারে বিক্রয়কর অবলম্বন করিয়াছে কোম্পানীর কর্মিসমাজ ও অনুগতদের অংশগুলি। ৩১এ মার্চ আর্থিক বৎসর শেষ হইতে বাজারে মূল্যের উর্ধ্বে যে-সব অংশ পাওয়া যাইবে বলিয়া মনে করিয়াছে, তাহার অধিকাংশই হইবে কোম্পানী কর্তৃক ঘোষিত লভ্যাংশ। এই বৎসরের মাঝেও বাজারে এরকম ঘটনা দেখা যায় নাই।

লভ্যাংশ বিতরণ আইন চালু হওয়ার ফলে নূতন কোন মোড় প্রতিষ্ঠান করিয়া উহাকে বলিয়া মনে হয় না। বর্তমানে বাজারের অবস্থা যেরূপ দেখা যাইতেছে তাহাতে অধিকাংশ কোম্পানীই সেলসট্যাক্স কেস টাকা জমা করিতে পারে নাই। সরকারী সাহায্যপুষ্ট যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি ক্রোক হইয়াছে তাহাদের বাপারেও ইহা সত্য প্রমাণিত হইয়াছে। সুতরাং এই আইনের ফলে উচ্চতর লভ্যাংশের হার শতকরা দুয় টাকায় পৌঁছানো বলিয়া নূতন প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত হইবে না। ফলে বেকারের সংখ্যাও কমেই বৃদ্ধি পাইবে এবং অধিকাংশ সাধারণের লাভের হইতে বঞ্চিত হইবে।

• • • •

বাজারের বর্তমান অবস্থায় বেশীদিন থাকিবে বলিয়া মনে হয় না। কারণ যে ক্রমেই বেতন বিভাগের হুলাহ মিটে যাইতেছে তাহাতে অনসাধারণ বাজার সম্পর্কে সকল আশা ভরসা হারাইয়া ফেলিয়াছে। ইহার পূর্বে বেসরকারী বাজার যে অনিশ্চয়তা অর্জন করিয়াছিল তাহাও বিদায় লইয়া গিয়াছে এবং লগ্নীকারকের মনে বিশ্বাসিকের সঞ্চার হইয়াছে। বাজারে এখন বিক্রয়ের যে কোন বেগের বিরোধিতার যথেষ্ট পরিমাণ ক্রয় হয়, কিন্তু বর্তমানে যে নিষ্ক্রিয়তার ভাব হইয়াছে তাহাতে বাজারকে কোনক্রমেই তাহাকে নিরুৎসাহিত প্রতীক বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। বাজারের এই অস্বাভাবিক ভাব দূর করিতে হইলে শুধু সরকারের পক্ষে উদ্যোগী হইলেই হইবে না, বর্ধনশীল শ্রেণী ক্ষেত্র হিসাবেও বাজার সম্পর্কে জনসাধারণের আস্থা ফিরাইয়া আনিতে হইবে। কেবলমাত্র সরকারী সিদ্ধান্তে এ বিষয়ে কোন কাজ হইবে বলিয়া মনে হয় না। পুনরায় বাজারে জনসাধারণের আস্থার সঞ্চার করিতে হইলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও সরকারের অধিকতর বিচারকে বাজারকে কার্যকরী সাহায্য করার বিষয়ে বিশেষ তৎপর হইতে হইবে।

• • •

লভ্যাংশ বিতরণ আইন যে অংশীদারদের অংশের কিছুটা বিক্রয়ে বাধ্য করিতে পারে তাহা সম্প্রতিকালে তিনটি কনসুলিং বিশ্লেষণকারী বিচার করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। তিনটি কনসুলিং মূলের বাজারে ইস্পাত ইন্ডাস্ট্রিজ সেরূপ কোন চাপ সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয় নাই। বর্তমানে যে আইন আংশীদারদের কাছে কতটা বিক্রয়ে বাধ্য করে তাহা ক্রমে প্রকাশ পাইবে। ইণ্ডিয়ান আয়রণ ও ইস্পাত কর্পোরেশনের যে লভ্যাংশের হারের বিষয়ে সীমাবদ্ধ করার কথা কলিকাতার বাজারে শেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছে তবে একথা আশার কথা এই যে দুই বৎসরের বেশী এই আইন কার্যকরী থাকিবে না।

• •

অক্টোবর মাসের হিসাবে দেখা যায় যে লৌহ ও ইস্পাতের উৎপাদন গত অক্টোবর মাসের তুলনায় যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। টাটার উৎপাদন ৮০ হাজার টনেরও ছাড়াইয়া গিয়াছে। "সিউ জিস" পুনরায় চালু হওয়ায় ইস্পাত কর্পোরেশনের উৎপাদনও যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। ৫ পয়সা করলার উৎপাদন বর্ধিত হারেই হইতেছিল কিন্তু গত মাসে তাহা সামান্য হ্রাস পাইয়াছে। কারণ যানবাহনের অভাবে উত্তোলিত কয়লা বন্দিকুলেই সঞ্চিত হইতেছিল। কাজেই এই উৎপাদন হ্রাসকে আবাশিক বলিয়া ধরিয়া লওয়াই সমীচীন। আর সিমেন্ট পূর্ববর্তী অক্টোবর মাসের তুলনায় শতকরা ১৬ ভাগ বেশী তুলা, সুতা ও বস্ত্র উৎপাদিত হইয়াছে এবং আশা করা যাইতেছে যে এই বর্ধিত উৎপাদন অব্যাহত থাকিলে এই বৎসরের উৎপাদিত বস্ত্রের পরিমাণ ৫০০ কোটি গজ ছাড়াইয়া যাইবে। বৃষ্টি মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে নূতন কোন বেতনচুক্তি সই না হয় তবে এই বর্ধিত উৎপাদন মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে যথেষ্ট সহায়তা করিবে।

সরকারী কাগজ—

সরকার অবলম্বিত এই সপ্তাহের বিভিন্নভাবে পরিলক্ষিত হইয়াছে। বিশেষ কোন পরিবর্তন [illegible] করিতে সক্ষম হয় নাই। অল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী কাগজের কাজের পরিমাণের অবস্থা একই রহিয়াছে। ৩৲ সুদের ১৯৮৯ ৯৬৷৵০ (৯৯৷৵০), ৩৲ সুদের ১৯৫১-৪৪ ১০১৷৵০, ৩৲ সুদের ১৯৫৩-৫৪ ১০১৷০ (১০১৷৵০), ৩৲ সুদের ১৯৫৮-৬১ ১০০৷৵০ (১০০৷৵০) ৩৲ সুদের ১৯৭০-৭৫ ৯৯৷৵০ (১০০৲) ও ৪৲ সুদের ১৯৬০-৭০ ১১০৲০ পর্যন্ত কাজ হওয়ার খবর পাওয়া গিয়াছে।

ব্যাঙ্ক—

ব্যাঙ্ক শেয়ারের বাজার বিশেষ অবনতি পরিলক্ষিত হইয়াছে। বেঙ্গল সেন্ট্রাল ১৬৷৵০, হিন্দুস্থান কমার্শিয়াল ২৭৲০, হিন্দুস্থান মার্কেন্টাইল ৮৭৲, ইণ্ডিয়ান্ট্রিয়াল ১৬৮৲০, বিজয়া ১১১৲ (১১৩৲০) পর্যন্ত নীচে কাজ হইয়াছে।

কাগজের কল—

এই বিভাগে কাজ অতি সামান্যই হইয়াছে। বিক্রেতার প্রায়ই বাঁকালেও ক্রেতার যথেষ্ট অভাব ছিল। কামারহাটি পেপার ১৩৮০ (১৩৯০) ও বেঙ্গল পেপার ১৪৮০ ছিল বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

কয়লার খনি—

কাজের পরিমাণ বেশী না হইলেও এই বিভাগে দরের বিশেষ অবনতি ঘটে নাই। সুচিত রাজারেও এই বিভাগে মোটামুটি দরের স্থিতিশীলতা ছিল। রাজরাপ ৯৬৷০ (৯৬৷০), বরাকর ২১৷৵০ (২১৷৵০), ইকুই-টেবল ৩৩৲, সাউথ কাতরাপুরা ১৫৷০ (১৫৲) ও তালচের ৪৲ পর্যন্ত কাজ হইয়াছে।

চটকল—

এই বিভাগে কাজ মোটেই ছিল না। একটা উৎসাহের অভাব এই বিভাগে স্পষ্ট দেখা যায় নাই। অলস্যাণ্ড ১২১৲ ও বাউড়িয়া ২৭৩ দরে অতি সামান্য কাজ হইয়াছে।

বিবিধ—

কাজের আশা এই বিভাগেও বিশেষ লক্ষ্য করিবার মত। ক্রেতা এক বিশেষ ছিল যে বিক্রেতাকে অনেক নিম্নদরে মাল বিক্রী করিতে হইয়াছে। আশু ইলেক্-ট্রিক ১০০৲, বেঙ্গল ইলেক্ট্রিক ১২৷০, মিটাবিয়া ইলেক্ট্রিসিটি ১৩৬৲, টেক্সটাইল কোম্পানী ৩৬৲ (৩৮৲), ভালকান ব্যাঙ্ক ৮৯৲, ভাগ্যকুল ইণ্ডাস্ট্রিজ ১৮৩৲, ঐরোপাল সোপ ১০৲ (১৬৩৲), বেঙ্গল আসাম ইন্ডাস্টিজ ২০৩৲ (২০৩৲); ইণ্ডিয়ান আয়রণ ১৫৲ ও ইস্পাত কর্পোরেশন ১৯৲ পর্যন্ত কাজ হওয়ার খবর পাওয়া গিয়াছে।

চা

এই বিভাগেও কাজ বেশী হয় নাই। বিক্রেতার তুলনায় ক্রেতার সংখ্যাও অত্যন্ত কম ছিল। বাটেলী ১৫৲, ব্রুকিজ ৮১৲, বঙ্গাজান ১৮৲, ইষ্টার্ন ডায়েস ৭৮৲, হাসিমারা ৪৯৷০, ডেলাইজান ১৮৲ (১৯৲) ও ডেকুলু ১৭৷০ (১৯৲) পর্যন্ত কাজ হইয়া গিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

মৌথিক

ইণ্ডিয়ান কেব্‌লসের সন্তোষজনক হিসাব

গত ৩১এ মার্চ তারিখে সমাপ্ত এক বৎসরের জন্য ইণ্ডিয়ান কেব্‌ল কোম্পানী লিমিটেডের প্রকাশিত হিসাবে দেখা যায় যে, আলোচ্য সময়ে কোম্পানীর নীট লাভের পরিমাণ ৩৩,৩৬,৮৪২৲ পূর্ববর্তী হিসাবের পরিমাণ ৩১,২৩,৬৩৪ টাকার বিশেষত্ব অধিক। ইহার অন্যতম কারণ এই যে আলোচ্য বৎসরকালে কোম্পানী সরকারের পূর্ব পূর্ব বৎসরের প্রদেয় অর্থ জমা দিয়াছেন। এই সময়ে ভারত তাহার পৃথিবীব্যাপী উচ্চ মূল্যের কোম্পানীর এই লাভ বৃদ্ধির আর একটি কারণ। কিন্তু আলোচ্য হিসাবের এই সন্তোষজনক অবস্থা সত্ত্বেও এই প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ সাবধান করিয়াছেন যে, যদি সরকার এবং বিদেশ সরকার এই প্রয়োগে উৎপাদিত সকল দ্রব্যের উপর বিক্রয়কর বসান করার যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন তাহার ফলে এই প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ লাভের অবস্থা হওয়াই সম্ভব। কোম্পানী তারযোগের ভারতীয় সম্প্রসারণের জন্য বিশেষে যে সকল যন্ত্রপাতির অর্ডার দিয়াছেন, তাহা এখনো পৌঁছিবার সঙ্গে সঙ্গেই কাজে আনা করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

আলোচ্য সময়ের নীট লাভ ৩৩,৩৬,৮৪২৲ ও পূর্ববর্তী হিসাবের অবশিষ্ট লাভের জের ৭,১১,৪৩৫৲ একত্রিত করিয়া মোট অর্থ হইতে ডিবেঞ্চারে ৩১,৮০,০০০৲ (১১,৯০,৮৪২৲), মূলধনকরণার্থে ১,৩৮,১৩০৲ (১,১২,০৮৯৲)। সঞ্চয় তহবিলে ১৫,৩০,০০০৲ (১,৫০,০০০), ও অন্যান্য খাতে ১০,৫০,০০০৲ (নীল) বরাদ্দ করা হইয়াছে। এই সকল বিলিব্যবস্থার পর কোম্পানীর হাতে ১০,১৯,২০১৲ অবশিষ্ট থাকে। এই অর্থ হইতে সাধারণ অংশীদার বাবিক শতকরা ১৫৲ হিসাবে লভ্যাংশ দেওয়া হইবে। পূর্ববর্তী হিসাবে এই লভ্যাংশের পরিমাণ ছিল বার্ষিক শতকরা ১৯৲। কিন্তু এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে কোম্পানীর পরিচালকবর্গ প্রথমে স্থির করিয়াছিলেন যে আলোচ্য বৎসরকালের জন্য শতকরা ১৫৲ হিসাবে লভ্যাংশ যাহাতে অংশীদার বার্ষিক শতকরা ১০ হিসাবে বরাদ্দ যোগান দিবেন। সেক্ষেত্রে অংশীদারগণ প্রকৃতপক্ষে বার্ষিক শতকরা ২৫৲ হিসাবে লভ্যাংশ পাইতেন। কিন্তু সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার লভ্যাংশ স্থগিত বিক্রয় করিয়া যে অতিরিক্ত আয়কর ধার্য করিয়াছেন তাহার ফলে আর প্রস্তাবিত যোগান দেওয়া সম্ভব না হওয়ায়, কোম্পানী কেবলমাত্র বার্ষিক শতকরা ১৫৲ হিসাবে লভ্যাংশ বিতরণ করিতেছেন। উদ্বৃত্ত অর্থ ৬,১৮,১২৩৲ অবশিষ্ট লাভের এক হিসাবে পরবর্তী হিসাবে টানা দিবেন হইয়াছে।

বোর্ডরাজ—ডি. ডি. ও. মাকুইকেস। অনুমোদিত মূলধন—১০,০০,০০০৲। বিলিকৃত, বিক্রীত ও আদায়ীকৃত মূলধন—৯,৯৯,৫০০৲।

বিভিন্নপত্রের সারাংশ

(৩১.৩.৫৮)

দায়

আদায়ীকৃত মূলধন	
সাধারণ	৯১,৯৯,৫০০৲
সঞ্চয়	১৩,৭১,০০০৲
সঞ্চয় তহবিল	৪৯,০০,০০০৲
অন্যান্য তহবিল	৩৯,৭১,০০৪৲
ঋণ	৭৫,৯৮,৬৭১৲
অবণ্টিত লাভ (জের)	৬,১৮,১২৩৲
জের	১,৩৩,৪৪,৪৪৪৲

সম্পত্তি

মোট বন্ধ সম্পত্তি	৬০,১৪,১৩৫৲
বিনিয়োগ	১১,৪৩,০০০৲
নীট বন্ধ সম্পত্তি	৭১,৫৭,১৩৫৲
সরঞ্জাম	৪,০৬,৭৩৫৲
মজুত মাল	৩৬,৯৭,১৪১৲
বাকী পাওনা	১৬,৭১,৩৭১৲
ব্যাঙ্কে জিম্মায়	৪১০৲
নগদ ও ব্যাঙ্ক	৯,৪৯,১৯০৲
সমষ্টি	১৯,৭১,৫৮০৲
	১,১৩,৪৪,৪৪৪৲
ঋণ সম্পত্তি	১,৯৮,৪৪,১১০৲

* * *

অর্থ তুলিবে জোল কোম্পানী লিমিটেড গত ৩০এ মার্চ তারিখে সমাপ্ত ছয় মাসের জন্য যে হিসাব বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় যে, আলোচ্য ছাগাকালে কোম্পানীর লাভের পরিমাণে ১,১৩৩৲ বাড়িয়া হইয়াছে। কোম্পানীর পরিচালকবর্গ অন্যান্য সঞ্চয় তহবিল হইতে ১৮,৫০০৲ ক্ষয়ক্ষতির তহবিল এই বাবদে পূরণ করিয়া ১৪,৩০১৲ লাভ দেখাইয়াছেন এবং এই অর্থ হইতে সাধারণ অংশীদার বার্ষিক শতকরা ১২½ লভ্যাংশ হিসাব প্রস্তাব করিয়াছেন। পূর্ববর্তী হিসাবে লভ্যাংশ দেওয়া করা হইয়াছিল বার্ষিক শতকরা ১২½ হিসাবে। আলোচ্য হিসাবে কর্তৃপক্ষ যে মূলধনকরণার্থে কোন অর্থ ধার্য করা সম্ভব না প্রয়োজন হয় নাই। পূর্ববর্তী হিসাবে এই খাতে বরাদ্দকৃত ২৪,৫০০৲ ও ১০,৯১২৲ বরাদ্দ করা হইয়াছিল। কোম্পানীর পরিচালকবর্গ মনে করেন যে বন্ধ সম্পত্তির মূল্যহ্রাসের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ ইতিমধ্যেই বরাদ্দ করা হইয়াছে। পরবর্তী হিসাবে অবণ্টিত অর্থের জের টানা হইয়াছে মাত্র ৩০১৲ (৩,০৩১৲)।

আলোচ্য ছাগাকালে প্রতিষ্ঠানের এই ঘাটতির কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে বর্ষা হইতে উত্তোলিত কয়লা ও চুনের অভাব বাদ্‌ বালসাড়ী ও মাদ্রাজের কারখানার অভাবে বর্তমানের বিক্রয় হ্রাস করা সম্ভব হয় নাই। এই অসুবিধাজনিত ঘাটতির কারণ হইতে নিস্তার পাইবার জন্য বর্তমানে অন্য পরিমাণ করলা উত্তোলন করা হইয়াছে। কিন্তু তদনুযায়ী যাহাতে অন্যান্য মালের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে প্রায় ১৯,০০০ টন করলা অপরাপর ষ্টেশনে পরিবহন করিয়াছে এবং উহার বাজার দর টনপিছু ১৲ হিসাবে ধরা হইবে। অবে কোম্পানীর পরিচালকবর্গ মনে করেন যে যাহাতে অন্যান্য মাল প্রেরণের ব্যবস্থা করার সঙ্গে সঙ্গেই কোম্পানীর পূর্বাবস্থা ফিরিয়া আসিবে।

ব্যাঙ্কার্স—ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া, ব্যাঙ্ক অফ কোম্পানী লিমিটেড। অনুমোদিত মূলধন—৩,১০,০০০৲। বিলিকৃত বিক্রীত ও আদায়ীকৃত মূলধন—৩,১১,১০০৲।

বিভিন্নপত্রের সারাংশ

(৩১.৩.৫৮)

দায়

আদায়ীকৃত মূলধন	
সাধারণ	১,১১,৫০০৲
সঞ্চয় তহবিল	১,৩১,০০০৲
ঋণ	৩,৫১,০১০৲
অবণ্টিত লাভ (জের)	৪৯১৲
	১৩,৯৯,৩১১৲

সম্পত্তি

মোট বন্ধ সম্পত্তি	১,৩৩,১১১৲
বিনিয়োগ	৩,৩১,১১০৲
নীট বন্ধ সম্পত্তি	৪,৬৪,১১০৲
সরঞ্জাম	১,১৩,৩৪১৲
মজুত মাল	৩৭,১৪৩৲
বাকী পাওনা	৩,৩৩,৩১৩৲
ব্যাঙ্কে জিম্মায়	১১,৫৪৫৲
অবণ্টিত লাভ জের আনা	১,১১,১৩৩৲
নগদ	৩,৩১৩৲
	১৩,৯৯,৩১১৲
ঋণ সম্পত্তি	১,৪৪,৯৯০৲

* * *

গত ৩০এ জুন তারিখে সমাপ্ত এক বৎসরের জন্য ন্যাশনাল বাইট্রলিক কোম্পানী লিমিটেডের যে হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে পূর্ববর্তী প্রকাশিত হিসাব হইতে উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন দৃষ্ট হয় না। আলোচ্য বর্ষে কোম্পানীর নীট লাভ হইয়াছে ১,৩৯,১৩৭ (১,০১,১৯৭৲)। ইহা হইতে ডিবেঞ্চারে ৩৪,০০০৲ (১৩,০০০৲) ও মূলধনকরণার্থে ১৭,৯১১৲ (১৮,০৩৪৲) বোধ করার প্রস্তাব করা হইয়াছে। অবশিষ্ট লাভের পরিমাণ ও পূর্ববর্তী বৎসরের অবণ্টিত লাভের জের ১০,১৮৩৲ বোধ করিয়া কোম্পানী প্রস্তাবিত মোট অর্থ হইতে সাধারণ অংশীদার বার্ষিক শতকরা ৬০ হিসাবে লভ্যাংশ বিতরণ প্রস্তাব করা হইয়াছে। এই লভ্যাংশের পরিমাণ পূর্ববর্তী বৎসরে ছিল বার্ষিক শতকরা ১০৲।

পরবর্তী হিসাবে অবলিখিত লাভের জের টানা হইয়াছে মাত্র ৪,১৭১৲ (১৭,১৮৮৲)।

আবেদিত প্রবেশন্—আসাম ইঞ্জি আণ্ড কোম্পানী লিমিটেড। অনুমোদিত মূলধন—১২,৫০,০০০। বিলিকৃত, বিক্রীত ও আদায়ীকৃত মূলধন—৯,৩৫,০০০৲।

নিরীক্ষণকারীর সারাংশ

(৩০.৬.৪৮)

মাল

আদায়ীকৃত মূলধন	
সাধারণ	৮,৩৫,০০০৲
সঞ্চয় তহবিল	৫,৩৫,০৬৯৲
ঋণ	১,৬৪,৬৪৯৲
অবণ্টিত লাভ (জের)	৪,১৭১৲
	১৭৮৯,৭১৯৲
	১৮,৫৫,০০০৲
	১৯,৭৯,৭৯৯৲
	৩৭,৭৯৯৲
	১,১৩,৭৭১৲
	১৭,৩৮৮৲
	১,৩৩,১৭৯৲
	১,৩৩,৫৮৩৲
	১৯,১৭৭৲
	১৯,৩১৭৲
মোট	১১,৯৬,৭১৯৲
	১৯,৭৩,১৩০৲

স্যেট্রাল ব্যাঙ্কিং কোং কোম্পানী লিমিটেডের গত ৩০এ জুন তারিখে সমাপ্ত এক বৎসর কার্যকালের জন্য যে হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে আলোচ্য বৎসরে মোট লাভের পরিমাণে যথেষ্ট হ্রাস দৃষ্ট হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের মোট লাভ ১২,৮৫৭৲ টাকার স্থলে আলোচ্য বর্ষে লাভের পরিমাণ হইয়াছে মাত্র ৬৮,৫৭১৲। লাভের অঙ্কে এই হ্রাস মেটু করিবার জন্য বরাদ্দ করা হইয়াছে ১০,০০০৲ (৪৫,০০০৲) এবং মূলধনবাবদে টানার প্রস্তাব করা হইয়াছে ১০,৫৪৩৲ (১১,৫৫৫৲)। এই বিলিব্যবস্থার পর অবণ্টিত লাভের পরিমাণ ও পূর্ব্ববর্ত্তী হিসাবের অবণ্টিত লাভের জের ১৭,২৪৭৲ একত্রিত করিয়া মোট ৪১,৮৭৭৲ হইতে লাভাংশ আংশিকভুক্ত বার্ষিক শতকরা ৬৲ হিসাবে লভ্যাংশ বিতরণ প্রস্তাব কোম্পানীর পরিচালকবর্গ করিয়াছেন। এই লভ্যাংশের পরিমাণ পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর ছিল বার্ষিক শতকরা ১০৲। পরবর্ত্তী হিসাবে অবণ্টিত লাভের জের টানা হইয়াছে ১৩,৩৪৭৲ [১৭,২৪৭৲]।

অনুমোদিত প্রবেশন্—আসাম ইঞ্জি আণ্ড কোম্পানী লিমিটেড। অনুমোদিত, বিলিকৃত ও আদায়ীকৃত মূলধন —৯,৩৫,০০০৲ (৫০

ডানলপের সুবর্ণ জয়ন্তী

ডানলপ প্রতিষ্ঠানটি আজ প্রায় পঞ্চাশবৎসরকাল ধরিয়া ভারতের অর্থনৈতিক জীবনের সহিত জড়িত আছে। গত ১৩ই নভেম্বর তারিখে ডানলপের ভারতবর্ষে আগমনের পঞ্চাশৎ সাংবৎসরিক তিথি উদ্‌যাপিত হইয়াছে।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ১৯৯৮ সালে ডানলপই সর্ব্বপ্রথম ভারতে বায়ুপূর্ণ টায়ার আমদানি করেন। তখনও এদেশে মোটর গাড়ীর প্রচলন হয় নাই এবং ডানলপের এই টায়ার সাইকিলের বিদেশী টায়ার পরিবর্ত্তে ব্যবহারের জন্যই আমদানি করা হয়। সেইসময়ে এই অবস্থার সহিত ভারতের বর্ত্তমান অবস্থার তুলনা করিলেই তাহাতে ডানলপের ক্রমপ্রসার কার্য্যতৎপরতার পরিচয় পাওয়া যাইবে। আজ মোটর গাড়ী ভারতে সুপরিচিত এবং ভেলগাড়ী সহরেই ইহার চলাচল সীমাবদ্ধ না থাকিয়া পল্লীঅঞ্চলের দুর্গমপথেও ইহার প্রসার হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে, ভারতে বায়ুপূর্ণ টায়ারের ব্যবহার প্রসারের অন্যতম মোটর চলাচলের এই বিস্তৃতি সম্ভব হইয়াছে।

বোম্বাইয়ের একটি ক্ষুদ্রকুটীর হইতে ডানলপ প্রতিষ্ঠানের ভারতে টায়ারের কারবার আরম্ভ করেন এবং অল্পকালের মধ্যেই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যবসার সংগঠন করিবার জন্য টায়ারের প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। এই অল্পকালের মধ্যে হইতে কালের প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে দেশের বিভিন্ন স্থানে ডানলপ কোম্পানী টায়ারের শাখাকেন্দ্র স্থাপন করেন এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানে ডানলপের নাম ভারতের ঘরে ঘরে পরিচিতির লাভ করে।

অতঃপর দেশের রাজনৈতিক প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ভারতের অর্থনৈতিক বিবর্ত্তনের গতিও দ্রুততর হয় এবং যানবাহনের আবশ্যকতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। জাতীয় প্রয়োজনের এই নূতন অভিব্যক্তির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ডানলপ প্রতিষ্ঠান ভারতে একটি উৎপাদন কারখানা স্থাপন করিতে উদ্যোগী হন এবং ১৯৩৯ সালে কলিকাতার ৫০ মাইল দূরবর্ত্তী সাহাগঞ্জে ডানলপ কোম্পানী ভারতে টায়ার উৎপাদনের প্রথম কারখানা স্থাপন করেন। স্বল্পকালের মধ্যেই এই কারখানা সন্দিগ্ধের প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রারম্ভেই এই কারখানা বৎসরে ২ লক্ষ মোটর টায়ার এবং ১৫ লক্ষ সাইকিল্‌ টায়ার উৎপাদন করিতে সক্ষম হয়। যুদ্ধের চূড়ান্ত পর্য্যায়ে ডানলপের সাহাগঞ্জ কারখানার এই উৎপাদন মাত্র প্রায় দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হয় এবং এতদতিরিক্ত যানবাহন, নদী পারাপারের সরঞ্জাম, ট্রেলিং ও মাটিকাটা বিভাগসমূহের জন্য বহু প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রস্তুতি ব্যাপকভাবে উৎপন্ন করা হয়।

যুদ্ধ সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই ডানলপ অসামরিক প্রয়োজনের দিকে পুনরায় মনোযোগ দেন। যুদ্ধের জরুরী অবস্থার জন্য কারখানার অধিক সম্প্রসারণ পরিকল্পনা যুদ্ধশেষের ইতিপূর্ব্বে সম্ভব হওয়া সম্ভব হয় নাই। যুদ্ধপ্রয়োজন ব্যাপৃত যাবতীয় শক্তি ও ক্ষেত্র সাধারণের অকুণ্ঠভাবে ডানলপের সাহায্য মনোযোগ হইতে সামরিকভাবে বঞ্চিত ছিলেন। কিন্তু যুদ্ধবিরতির পর হইতেই এই ত্রুটি সংশোধনের প্রতি ডানলপ কর্তৃপক্ষ বিশেষভাবে মনোযোগী হইয়াছেন। ক্রেতা সাধারণের দৈনন্দিন অভাব অভিযোগের দ্রুত সাধন করিবার জন্য দূরবর্ত্তীস্থানে উৎপাদনকেন্দ্রের তাহারা অট্টবিধ ক্রেতাসাধারণের সহজলভ্য করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এতদুদ্দেশ্যে ডানলপ টায়ারের শ্রমিক সংখ্যার কোন হ্রাস সাধন করেন নাই। শ্রমিক কল্যাণ পরিকল্পনাসমূহকে কার্য্যকরী করিবার কোন ত্রুটি রাখিয়াছেন এবং আবশ্যক উৎপাদনের দ্রুতসাধ্যসহকে মোট ৭৫০ শ্রমিকের জন্য ২,০০০ শ্রমিকের আবাসস্থলের সংস্থান করা হইয়াছে। বিগত চার-বৎসরকালে শ্রমিক কল্যাণ খাতে ডানলপ কোম্পানী মোট ৫১ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে কার্পণ্য করেন নাই এবং কেবলমাত্র আবাসগৃহ নির্ম্মাণের খাতেই প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইয়াছে।

সুতরাং ডানলপ যে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান তাহা আর বিশেষ করিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। ডানলপের প্রতিষ্ঠায় যেমন কেবল যানবাহনের প্রসার হয় নাই,—আনুষঙ্গিক নানাদিকে দেশের শ্রীবৃদ্ধি এবং শিল্পের সম্প্রসার সম্ভব হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বর্ত্তমান বৎসরে তাহাদের ব্যয়সঙ্কোচের বিষয় উল্লেখ করা যায়। এই বৎসর কেবলমাত্র তুলা ও রবারের খাতেই ডানলপ প্রায় সাড়ে-তিন কোটি টাকার ফরমায়েস দিয়াছেন। দেশের অন্যান্য দিকে যানবাহন, যাতায়াত ও কর্ম্মচারী সংক্রান্ত করিবার নীতি অনুসরণ করাতে স্বভাবতই ডানলপ জাতীয় কল্যাণের একটি অন্যতম বাহনের কাজ করিতেছেন। জাতীয় সমৃদ্ধির বিধানে ডানলপের এই উদ্যমচেষ্টায় আমরা সাফল্য কামনা করি। এবং আশা করি দেশবাসী তাঁহাদের এই প্রচেষ্টার সহিত সর্ব্বতোভাবে সহযোগিতা করিবেন।

নিরীক্ষণকারীর সারাংশ

(৩০.৬.৪৮)

দায়

আদায়ীকৃত মূলধন	
সাধারণ	১,০০,০০০৲
সঞ্চয় তহবিল	৯০,০০০৲
ঋণ	১,১১,৭৩৲
অবণ্টিত লাভ (জের)	১৩,০৭৫৲
মোট	১,৯৩,৯৯৯৲

সম্পত্তি

মোট বন্ধ সম্পত্তি	১৩,৩৩,৩৭৩৲
মূলধনখাতে	১,৭৭,৯৯১৲
চলতি সম্পত্তি	১,৭৭,৯৯৯৲
মজুদ	৯,৭৯৩৲
দেনা পাওনা	৩১,১৩৫৲
ব্যাঙ্কসমূহে	৩৭,৯৯৯৲
নগদ	৯,৭৯,৭৯৯৲
মোট	১,৯৩,৯৯৯৲
মূল সম্পত্তি	৯,৭৯,৯৯১৲

আয়কর ভবন সম্পর্কিত যুক্ত বিশেষ আইন

(পূর্বপৃষ্ঠার পর)

পরিবর্তন হয় নাই। ১৯৫৮ মোটের পরিমাণে সমস্ত উদ্বৃত্ত পরিবর্তিত হয় (১,১১১.১৪ কোটি টাকা—১,১১৭.৪৩ কোটি টাকা)। কিন্তু বাজেট বিবরণে প্রকৃত মোটের পরিমাণে পূর্ববর্তী সম্ভার হইতে আলোচ্য সম্ভারে প্রায় ৬০ লক্ষ টাকার হ্রাস পরিলক্ষিত হয় (১৩.১৬ কোটি টাকা—১৩.৭৯ কোটি টাকা) এবং সমস্ত মোটের পরিমাণও পূর্ববর্তী সম্ভারের ১,১২৯.৩৮ কোটি টাকা হইতে প্রায় ১ লক্ষ টাকা হ্রাস পাইয়া আলোচ্য সম্ভারে ১,১২৪.১১ কোটি টাকায় দাঁড়াইয়াছে। মোদ্রা মুদ্রার পরিবর্তনও প্রায় ১ লক্ষ টাকার হ্রাস পরিলক্ষিত হয় (৪৪.৯৩ কোটি টাকা—৪৫.১৪ কোটি টাকা)। মোদর ও মোদার বাট এবং ভারত সরকারের ইন্দিয় ও মুদ্রা-অবমূল্যের পরিমাণে কোন হ্রাসবৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয় না।

* * * *

আলোচ্য সম্ভারে ব্যাঙ্কিং বিভাগে কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যান্য পাওনার উদ্বৃত্ত দেখা করিয়া যথার্থই আনন্দদায়ক করিবার কারণ আছে (১৯৮.১৭ কোটি টাকা—১৩৯.৮৪ কোটি টাকা)। প্রতি সম্ভারে ক্রমাগত হ্রাসের পরে কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যান্য পাওনার এই উদ্বৃত্তের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হইল এই যে, বহু পরিমাণে খাজাঞ্চীখানার মোট পূর্ব বৎসর সমেত কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যান্য পাওনার বৃদ্ধি পাইয়াছে।

বস্তুতঃ গত আনুমানিক কয়েকমাসেই সরকারী অন্যান্য এইরূপ পরিমাণ বৃদ্ধির প্রকৃত কারণ। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যান্য পরিমাণে বৃদ্ধি ঘটিলেও অন্যান্য সরকারের অন্যান্য পরিমাণে হ্রাস পাই হইয়াছে (৯.৬১ কোটি টাকা—১৪.১১ কোটি টাকা)। সরকারকে প্রদত্ত ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণে বৃদ্ধি ঘটিয়াছে (৪.০২ কোটি টাকা—১.১১ কোটি টাকা)। সম্ভবতঃ এই সকল ঋণ ও অগ্রিমসমূহ বাজেটের মুখে বিভিন্ন সরকারকে আর্থসংস্থান পরিচালনে সমর্থ করিবার জন্যই প্রদত্ত হইয়াছে: ব্যাঙ্কসমূহের অন্যান্য পরিমাণে প্রায় ৭ কোটি টাকার উদ্বৃত্ত পরিলক্ষিত হয় (১৩.৫৭ কোটি—৬৬.২১ কোটি টাকা)। হস্তস্থিত খাজাঞ্চীখানার পরিমাণেও প্রায় ৪ কোটি টাকার উদ্বৃত্ত দেখা যায় (৮.৭৩ কোটি টাকা—৪.৩৩ কোটি টাকা)। খাজাঞ্চীখানা তাদমোর ব্যাপারে বিভাগ ব্যাঙ্কের তৎপরতাই হস্তস্থিত খাজাঞ্চী-শেষের পরিমাণে এই বৃদ্ধির কারণ বলিয়া অনুমিত হয়। বৈদেশিক অন্যান্য পরিমাণে আমার হ্রাস দেখা গিয়াছে (২৯০.০১ কোটি টাকা—২৪১.৫১ কোটি টাকা), কিন্তু বৈদেশিবিনিময়ের পরিমাণে প্রায় ২ কোটি টাকার উদ্বৃত্ত পরিলক্ষিত হয় (৮৬.৯১ কোটি টাকা—৮৪.৯৮ কোটি টাকা)।

* *

এই বৎসরের ১৫ই মার্চ সমাপ্ত সম্ভারের জন্য প্রকাশিত তফশীলভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের হিসাব বিবরণে দেখা যায় যে, তারিখমাসে দেয় ঋণের পরিমাণে হ্রাস পাই হইয়াছে। ব্যাঙ্কসমূহের নিকট হইতে গৃহীত ঋণের পরিমাণে আলোচ্য ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকার উদ্বৃত্ত পরিলক্ষিত হয় (২১.৫১ কোটি টাকা—২৩.২৭ কোটি টাকা)। কিন্তু তারিখমাসে দেয় অন্যান্য ঋণের পরিমাণে প্রায় ২ কোটি টাকার অবনতি ঘটিয়াছে (১৯১.৮১ কোটি টাকা—১৯৩.৯১ কোটি টাকা)। তারিখমাসে দেয় মোট পরিমাণ হ্রাস পাইলেও মেয়াদের শেষের পরিমাণে বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। ব্যাঙ্কসমূহ হইতে গৃহীত ঋণের পরিমাণে প্রায় তিন কোটি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে দেখা যায় (১১.১১ লক্ষ টাকা—১৩.৭১ লক্ষ টাকা) এবং অন্যান্য মেয়াদের শেষের পরিমাণে পূর্ববর্তী সম্ভারের ২৯৮.৬২ কোটি টাকা হইতে প্রায় ৫৬ লক্ষ টাকার বৃদ্ধি ঘটে (২৯৮.৯৮ কোটি টাকা)। রপ্তানির ব্যবস্থা এবং বিদেশ ব্যাঙ্কে রক্ষিত জমা—এতদুভয়ের পরিমাণে প্রায় ৪ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে (৬৮.৩১ কোটি টাকা—৩২.৭১ কোটি টাকা) এবং বিদেশ ব্যাঙ্কে রক্ষিত জমার পরিমাণেও প্রায় ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকার উন্নতি ঘটিয়াছে (৩১.১৪ কোটি টাকা—৩১.৬৬ কোটি টাকা)। আলোচ্যকাল বাদের পরিমাণে ১৭ লক্ষ টাকার বৃদ্ধি দেখা গিয়াছে (৪০৪.১২ কোটি টাকা—৪০৪.৯৯ কোটি টাকা) এবং আলোচ্য ঋতুর পরিমাণে প্রায় পৌনে দুই কোটি টাকার উন্নতি ঘটিয়াছে (১৮.৩৪ কোটি টাকা—১৪.১১ কোটি টাকা)।

নিরুক্তাবলী

—x—

★ "আর্থিক ভারত" প্রতি বুধবার কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়।

★ মূল্য প্রতি সংখ্যা আট আনা।

★ ভারত ও সিংহলের সর্বত্র সডাক বার্ষিক মূল্য ছয় টাকা।

★ ষাণ্মাসিক মূল্য বারো টাকা।

বিজ্ঞাপনের হার ও নিয়মাবলীর জন্য "কর্মকর্তা, বিজ্ঞাপন বিভাগ"

এবং

এজেন্সির জন্য "কর্মকর্তা, প্রচার বিভাগ" "আর্থিক ভারত", ১১৬ নং লোয়ার সার্কুলার রোড, (ফোন—কাল ৩৯২৪ ও কাল ৫০৫৯) এই ঠিকানায় পত্রালাপ করিতে হইবে।

প্রাসঙ্গিক

(পূর্বপৃষ্ঠার পর)

ব্যাঙ্কসমূহ সম্পর্কে মুদলমানদের প্রতি বোম্বাই বিরুদ্ধের কথা উল্লেখ করা তিনি আবশ্যক বলে করেন নাই।—এমন কি সংখ্যালঘুদের ব্যাঙ্কসমূহের সমস্যাটা যে পূর্ণ মাত্রায় সাম্প্রদায়িক সমস্যা, সেবারেও কোন উল্লেখ তিনি করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, "পাকিস্তান মুসলিম লীগ বলিয়া যাহারা অনুমানমাত্রের উপর উৎপীড়নের অভিযোগ করেছে, তাঁহারা ইসলাম সম্পর্কে প্রকৃত ধারণা পোষণ করেন।"—এই উক্তির মধ্যে দুইটি ইঙ্গিত আছে। প্রথমতঃ ব্যাঙ্কসমূহের সমস্যাটা একে কোনমাত্র অভিযোগেরই বিষয়বস্তু, প্রকৃত পক্ষে এই সমস্যা বিদ্যমান নহে: দ্বিতীয়তঃ পাকিস্তান মুসলিম লীগ এবং তাহার অনুকূল মনোভাব নিয়েই পাকিস্তানে সংখ্যালঘু উৎপীড়ন হইতে পারে না।

উক্তিটি যুক্তিসঙ্গত হইলেও ইহার প্রতি আমরা ভারতীয় নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। আমরা মনে করি যে, পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের মনোভাব ও তাহার বিরোধের সমস্যাটিকে এই উক্তির দ্বারা এড়াইয়া যাওয়া হইয়াছে।—এবং পাকিস্তান রাষ্ট্রের মর্যাদা সংক্রান্ত যে এই সমস্যাসমূহের মূল কারণ ও ব্যাপক বিরোধ করিতে হইলে পাকিস্তান রাষ্ট্রের এই মর্যাদা সংক্রান্ত পরিবর্তন করিবার যে আবশ্যকতা আছে, সেই সকল সকল সমস্যাটিকেও যুক্তিসঙ্গত করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে পাকিস্তানরাষ্ট্রের আসন্ন অধিবেশনে বিরক্ত সভ্যবৃন্দের (i) স্বরূপ বাহিরের অবস্থার জানাইয়া বিদায় ও পূর্ণ সভ্যদের সাম্প্রদায়িক দাবীর প্রতি তিনি বক্র ইঙ্গিত করিয়াছেন এবং পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্যকে বিশ্ব ইসলামের প্রতি আনুগত্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। লিয়াকৎ আলী সাহেবের এই আবেদনে পূর্ব বঙ্গের হিন্দুরা কি ইঙ্গিত লাভ করিতে পারেন, তাহা আমরা তাঁহাদের জন্য আমরা সাহিত্য কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানাইতেছি।

শোক-সংবাদ

বিগত ২১এ মার্চের অপরাহ্নে বালিগঞ্জে মেট্রোপলিটান ইন্সুরেন্স কোম্পানীর ৫৩ বর্ষীয় প্রতিষ্ঠাতা-পরিচালক ৺ভূপেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয় পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে কেবল যে মেট্রোপলিটান কোম্পানীই একজন বিশিষ্ট কর্মী হারাইলেন তাহা নহে, সমগ্রভাবে দেশের বীমাজগতেরও বিশেষ ক্ষতি হইল। দেশের সাধারণ কোম্পানীরূপে তিনি মেট্রোপলিটানে প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেন এবং স্বীয় কর্মদক্ষতা ও প্রতিভার গুণে তিনি অল্পদিন পরিচালকের পদে উন্নীত হন। মৃত্যুকালে তিনি মেট্রোপলিটান বীমাপ্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার, বেঙ্গলবাঙ্ক, মাদ্রাজ কনসোলিডেটেড, ব্যাঙ্কালোর এবং বিশ্বভারতের বিভিন্নকল্পের পরিচালক ছিলেন। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত আত্মীয়, বন্ধুবর্গ ও সহকর্মীদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

বেকার্স লিমিটেড
(BAKER LIMITED)
পানিহাটি, ২৪ পরগণা
বৈদ্যুতিক মোটর, ডায়নামো, পাম্প, ব্লোয়ার, ডি-সি জেনারেটার, ওয়েল্ডিং জেনারেটার, ওয়েল্ডিং ট্রান্সফরমার স্পট ওয়েল্ডার এবং সর্বপ্রকার ইলেকট্রীক সরবরাহকারক।
অর্ডার দিলে আমরা ইলেকট্রিক সংক্রান্ত যে কোন মাল সরবরাহ করিতে পারি।

সাপ্তাহিক হিসাব বিবরণ :—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক

ইস্যু বিভাগ—

(হাজার টাকার হিসাবে)

	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			(অধিকৃত সরকারী)
দায়—			
আদায় বিলসমূহের মোট	[illegible]	[illegible]	[illegible]
অন্যান্য দেনা	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
সম্পত্তি—			
(ক) সোনার ও রূপার মোহর			
(খ) বাহিরে	[illegible]		
(গ) ভারতের মধ্যে			
ইন্ডিয়ান সরকার	[illegible]	[illegible]	[illegible]
মোট (গ)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(ঘ) ভারত সরকার			
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
হুণ্ডিসমূহ, অন্যান্য বিলস এবং ঋণ ও অগ্রিম	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ব্যাঙ্কিং বিভাগ—

দায় :			
অংশীদারের মূলধন			
সঞ্চিত তহবিল			
আমানত—			
(ক) তফসীলী সরকার	[illegible]		
(খ) অন্যান্য তফসীলভুক্ত	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(গ) অন্যান্য	[illegible]	[illegible]	[illegible]
দেয় হুণ্ডী	[illegible]	[illegible]	[illegible]
অন্যান্য দেনা	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
সম্পত্তি—			
নোট		[illegible]	[illegible]
রৌপ্য মুদ্রা		[illegible]	[illegible]
স্বর্ণ মুদ্রা ও স্বর্ণ মুদ্রা		[illegible]	[illegible]
ভারতীয় হুণ্ডী			
(ক) তফসীলী	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(খ) অন্যান্য	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(গ) ভারত সরকারের			
তফসীলী	[illegible]	[illegible]	[illegible]
অন্যান্য	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ঋণ, অগ্রিম ও অন্যান্য হিসাব	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]

সাপ্তাহিক হিসাব বিবরণ :—ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক

(হাজার টাকার হিসাবে)

	[illegible]	[illegible]	[illegible]
দায়—			
মিতির মূলধন	[illegible]	[illegible]	[illegible]
আদায়ীকৃত মূলধন	[illegible]	[illegible]	[illegible]
সঞ্চিত তহবিল	[illegible]	[illegible]	[illegible]
জমী আমানত, সেভিংস্ ব্যাঙ্ক আমানত ও অন্যান্য হিসাব	[illegible]	[illegible]	[illegible]
বিবিধ	[illegible]	[illegible]	[illegible]
মোট	[illegible]	[illegible]	[illegible]
সম্পত্তি—			
কোম্পানীর কাগজ			
অন্যান্য অনুমোদিত			
জমিজিরেতাত	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ঋণ	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ব্যাঙ্ক ক্লেডিট	[illegible]	[illegible]	[illegible]
তফসীল এবং জমীর হুণ্ডী	[illegible]	[illegible]	[illegible]
বেঙ্গল ঐক্য	[illegible]	[illegible]	[illegible]
বিবিধ—	[illegible]	[illegible]	[illegible]
অন্যান্য সম্পত্তি এবং ব্যাঙ্কের বাড়ী ও জিনিষপত্র বাবদ	[illegible]	[illegible]	[illegible]
মোট	[illegible]	[illegible]	[illegible]

সাপ্তাহিক হিসাব বিবরণ :—তফসীলভুক্ত ব্যাঙ্ক

(হাজার টাকার হিসাবে)

	[illegible]	[illegible]	[illegible]
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের দেয় বাবদ			
তাহাতে	[illegible]		[illegible]
(ক) অন্যান্য তফসীলী ব্যাঙ্কের জন্য			
	[illegible]	[illegible]	
(খ) অন্যান্য তফসীলভুক্ত ব্যাঙ্ক দেয় বাবদ		[illegible]	
তাহাতে			[illegible]
(ক) ব্যাঙ্কের তফসীলী ব্যাঙ্কের জন্য			
	[illegible]		
(খ) অন্যান্য তফসীলভুক্ত ব্যাঙ্ক দেয় বাবদ			
	[illegible]	[illegible]	
মেয়াদী দেয় টাকা			
তাহাতে	[illegible]	[illegible]	[illegible]
হিসাবী খাতে অন্য			
	[illegible]	[illegible]	
ঋণ			
তাহাতে		[illegible]	[illegible]
অন্যান্য হুণ্ডী			
তাহাতে	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ষ্টেট ব্যাঙ্ক অভ পাকিস্তান

(হাজার টাকার হিসাবে)

ইস্যু বিভাগ—

দেয়—		সমাপ্তকাল	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
আদায় বিলসমূহের মোট	[illegible]	[illegible]	[illegible]
মোট	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
সম্পত্তি—			
(ক) সোনার ও রূপার মোহর	[illegible]	[illegible]	
রৌপ্য মুদ্রা			
ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট	[illegible]	[illegible]	
ভারত সরকারের তফসীল	[illegible]	[illegible]	
ব্যাঙ্কীয় মোট, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক			
অন্য, ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট সাপেক্ষে	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(খ) রৌপ্য মুদ্রা	[illegible]	[illegible]	[illegible]
পাকিস্তান সরকারের তফসীল	[illegible]	[illegible]	
আদায়ীকৃত মূলধন হুণ্ডি			
ব্যাঙ্কের সাপেক্ষে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অভ ইণ্ডিয়ার বিবরণী অনুযায়ী—			
নোটের ও ব্যাঙ্ক দেনা	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ভারত সরকারের তফসীল	[illegible]	[illegible]	[illegible]
মোট মূল্য	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ব্যাঙ্কিং বিভাগ—

দায়			
অংশীদারী মূলধন		[illegible]	[illegible]
সঞ্চিত তহবিল			[illegible]
আমানত—			
(ক) তফসীলী সরকার	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(খ) আন্তর্দেশিক সরকার	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(গ) ব্যাঙ্কসমূহ	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(ঘ) অন্যান্য	[illegible]	[illegible]	[illegible]
দেয় হুণ্ডি	[illegible]	[illegible]	[illegible]
অন্যান্য দায়	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
সম্পত্তি—			
নোট	[illegible]	[illegible]	[illegible]
রৌপ্য মুদ্রা			
(ক) পাকিস্তানী	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(খ) অন্যান্য			
স্বর্ণ মুদ্রা ও স্বর্ণমান বাবদ			
(ক) পাকিস্তানী			
(খ) অন্যান্য			
ঋণ ও অগ্রিমসমূহ বাবদ			
(ক) পাকিস্তানী			
(খ) বাহিরের	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(গ) সরকারী পাকিস্তানী	[illegible]	[illegible]	[illegible]
পাকিস্তানের তহবিলে অন্য	[illegible]	[illegible]	[illegible]
সরকারের অন্যান্য মূল্য ইত্যাদি		[illegible]	[illegible]
অন্যান্য ঋণ, অগ্রিম ইত্যাদি			
ব্যাঙ্কিংগৃহ	[illegible]	[illegible]	[illegible]
অন্যান্য সম্পত্তি	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]

যৌথ প্রতিষ্ঠান

প্রতিষ্ঠানের নাম	অনুমোদিত মূলধন (লক্ষ টাকা)	শতকরা ও অন্যান্য তথ্যাদি	প্রতি অংশের আনুমানিক মূল্য	মুখ লভ্যাংশ	লভ্যাংশ	বাজার দর ১৯৮৬-৮৭	১৯৮৭-৮৮	১৯৮৮-৮৯	১৯৮৯-৯০	১৯৯০-৯১	শেষ প্রাপ্ত দর
ইঞ্জিনীয়ারিং											
ইস্টার্ন আয়রন	১,৫০,০০,০০০	১,১৫,৩৬,৩১৯৲		১৯%(ঘ)	৬৪১						
হেরন	৭৯,০০,০০০	৩৩,০০,১৮৬৲		১৯%(ঘ)	১৩৫১						
ইস্টার্ন আয়রন	১,৩৫,০০,০০০	১৯,৪৫,১১,১৮৮৲		১৪৲ (ঘ)	৩৯৮			৩৩৩৯			
গার্ণ	৪৩,০০,০০০	১,০৩,১৯,৩৩৫৲		১৯৮%(ঘ)	৪১৯						৬৩৲
হেরনবেরী	৩৯,৩১,৩৫০	১৫,০০,০০০৲		৮৫(ঘ)	১৯১৫						১,৫৮
গার্ণালস্	১৩,৪০,০০০	৯,৩১,৫১১৲		৯৩(ঘ)	৯৪৬						৩৫/৩
ইস্ট কয়লাহেরল্ড	৩,৩৫,৯০,৫০০	৪১,৯৩,০১১৲			১৯৫১						১৩৫৮
কয়লাখনি											
আসানসোলাইট	১১,১০,০০০	১৩,৩১,১০০৲			৩৫৩						
ইন্ডাস্টেরিল	১১,৯৩,১০০	১১,৯৫,০০০৲			১৯৫১		৩৩৩৩		৩৩৩৩		
ওরেন্ট কার্ডিয়া	১,৩৩,০০০	৭,১৫,০০০৲			১৯৫১						
কারাকপুর	১৩,৩৩,১৫০				৮৫৩						
কালেরে	১৩,৩৩,০০০			৫৯(ঘ)	৮৫১						
বর্ধ ভাষ্টে	৯,১১,৩০০			৫৯	৩৮৩						৫৫৩
বর্ধ মালুল	৯,৫০,০৮০			৯৩	১৫৩						৯৲
বিরে বিরভূম	১১,৭০,১৩০	১১,৯১,১৭১৲			১৯৫১						১৲
বিরে বাসভূম	৬৩৩,০৮০	৬,৩১,০৬১৲			৩৫৩						৪১৲
সোকরালী	১৯,১৫,০০০	১১,৯১,৫৩৩৲		১৩	৯৫৩						১৬/৩
হরাকর	৩৩,৩৯,১৯০	১,১৫,৯১,০৩৯৲		৭৩	৩৩৩		১৩৩-১০৲	১৯৯/৩৯১/৯৩	১৩৯/৩		
হেরল	১০,৩৩,০০০	১,৩৩,৩৩,০৩৩৲		১৩৲	৫৫৩						
হারত	৩০,৩৩,০০০	১৯,১৮,৯১৫৲		৫৯(ঘ)	৬৫১				৩৫৩-৩৩৩		
ইন্ডাস্ট্রিজ	১৫,৩৩,০০০	১৩,৫১,৩৫১৲			৩৫৩						১৩৩৩
হেরাল্ড	১৫,৩৩,০০০	১,৩৩,০০০৲			১৯৫১						৩৩৲
ইন্ডিয়ান্স	১,৩৩,০০০	৯,১৩,০০০৲			১৯৫১						১১৯৩
বিরভূম	৯,১০০,০০০	৯,৩৯,৩৩৩৲			১৯৫১						৩৩৩৩
ওয়েস্ট আসানসোল --	১১,৩৩,০০০	৯,১০০,০০০৲			৩৫৩		১৩৩-১১৯/৩	১৩৫/৩৩৩৲	১১৯/৩৯৩/৩০	১৩৯/৩৩৩৲	
হেন্ট্রাল ইন্ডিয়া	৫৯,৯১,০০০	১৫০৲			৩৩৩						৫৩৩
কাপড়ের কল											
এমিল	১১,৩৩,০০০	৩৩,১৩,১১৯৲		১৫০	৩৫৩						
আসানসোল ইন্ডাস্ট্রিজ --	১৫,৩৩,০০০	১৯,৩৩,০০০৲	৫৫০	৫৯	৩৫৩		১৩৩-১৩৯/৩	১৩৩৩		১৩৩৩	
ইন্ডোসোল --	৩৩,৩৩,০০০	১৫,১১,৯১৩৲	৯৫০	১৩(ঘ)	৩৩১						
ইন্ডিয়ান --	১১,৩৩,০০০	১৫,৩৩,০৩৩৲	১০০৲	১৫৲	৩৫৩						
ওয়েস্টার্ন	৩৩,৯১,০০০	৫১,৩৩,৩১১৲	১০৲	১৲(ঘ)	১৫৩৯						
ওয়েস্টার্ন --	৯,৩৩,০০০	১১,১১,৩৫৲	১০০৲	১৫৲	৩৫৩						৩৩৲
ওসবাল	১৫,৩৩,০০০	১,৫৫,১০০৲	১০৲		১৯৫১						৯/৩
বিড়লা	১৫,৩৩,০০০	৫৩,৩৮,৫৩৩৲	১০৲	৯১(ঘ)	১৯৫৫						৩৫৩৩
ভূষিত	৩৩,৩৩,০০০	৩৩,৩৯,১৫৯৲	১০০৲	৯১(ঘ)	১৯৫১			৩৫৩৲			
বোম্বাই	৯,৩৩,০০০ ১৩,৩৯,১৩৩৲	১১,৩৩,১০০৲	৫১৲ ১৩৲	৫০ (ঘ) ১১৲	৯১৩৩	—					

যৌথ প্রতিষ্ঠান

প্রতিষ্ঠানের নাম	অনুমোদিত মূলধন (লক্ষ টাকা)	বহি ও অন্যান্য ঋণপত্র	প্রতি অংশের আংশিক মূল্য	বর্ষ সমাপ্তি	সমাপ্তি	বাজার দর		
								শেষ লেনদেন দর
চা-কর								
অমলাগড়	২০,০০,০০০	৬৪,১২,০০০৲		৯৲	৩৫৮	১১৭৲-১১৫৲ (বুধবার) ১১৭৲	১১৩-১১২৲	
ইউনিয়ন	১০,০০,০০০	৩৫,৯০,৫৩০৲		১১৮৲	৩৫৮			
ইন্দিরা	৩৫,০০,০০০	১৯,৫৬,৩৬০৲		৬৩৲	৩৫৮			১৮৲
আলমারা	৪০,০০,০০০	৩৫,১৭,০০০৲		৬৩৲	১৯৪৭			১০৲
আসামে ইন্ডিয়া	৪১,১০,৩০০	৮২,১১,০০০৲		১৩৲	৩৫৮			১১৲
এবারডীন	১,০০,০০০	১৯,৩৫,০০০৲		৫৪৲	১৯৫৭			৯৫৲
কলাবাড়ী	১৫,০০,০০০	১৭,৩৫,৩৪১৲		১১৮৲	৩৫৮			
কৈয়ারপুর	৩০,৩৫,০০০	১৩,৩৫,১৩১৲		১৩৲	৩৫৮			১৩৭৲
ডিব্রিগড়	৩৫,০০,০০০	৩৫,৩৫,১৩০৲			৩৫৮			৩৩৫৲
ডেকরিজ	১১,০০,০০০	৩০,১৫,০০০৲			৩৫৮			৩০৭৲
তাজিংগিরিয়া	৯,০০,০০০	৩৩,৩৫,০৩০৲			৩৫৮			১৩৮৲
তেজ	১,১০,০০০	১৯,১৫,০০০৲			১৯৫৭			১৫,৫০
তারিব	১০,০০,০০০	১৯,১৫,০০০৲			৩৫৮			৩৩৲
দলিলপাড়া	১০,০৭,৩৩০	৩৩,৫৫,৩৩১৲			১৯৫৭			১৫৩৲
দেওপানি	১১,০১,০০০	৩৫,৩৩,৩৫০৲			৩৫৮			৩১৩৲
ধনশিরি	১৭,০০,১০৭	১৯,৩০,৩১৩৲			৯৫৭			৩০০৲
নিউগাং	৫১,১৯,০০০	৯,৩৩,৫১০৲			৩৫৮			১৩৭৲
নেপী	১৫,০০,০০০	৫১,০৩,১১৩৲			৩৫৮			৩১৩৲
পাটিয়া	৩৩,১৯,৩৩০	৯০,০০,০৯৩৲			৩৫৮			১১৯৲
বৈরাটি	১০,০০,০০০	৩৫,১৯,১০৩৲	১০০৲		৩৩৮	১১১৲ (শুক্র)	১১৩৲-১১৩৲ (বুধবার)	
ভাগমারা	৩১,০০,০০০	১১,১৮,১৯০৲	১০৲		৫৩৮		...	৯৩৲
মেরিডেন	১০,০০,০৩০	৯,১৫,০০০৲	৫৲	১০	৩৩৮			৩৫৩
মেরী ইন্ডিয়ান	১৫,০০,০০০	১৯,১১,৩০০৲	১০০৲	১৯০	৩৩৮			৩৩০৲
মেরী লবাং	১৭,০০,০০০	১০৭,৩৫,১১০৲	১০০৲	৫৭৲	৩৩৮			৩০৭৲
রামসরা	১,১১,০০০৲	৯,৫৯,৩০৩৲	৫৩৲	১দিঘুন (৫)	৩৩৩			৩০০৲
রাবী	১০,০০,০০০	৩৫,১৫,৩৩০৲	১০০৲	৩০০	৩৩৮			১৩৩৲
বিজয়	৩৩,৩৫,০০০	১০,৩৫,০৩১৲	১০৲	৭৯০(৫)	৩৩৮			৯৲
বিলাসাস	১৯,১০,৩০	৩৩,১১,৫১১৲	১০৲	১৯০	৩৩৮			১৩০৩
মেরিডেন	১০,০০,০০০	১০,১৩,১১৲	১০০৲	৯৲	৩৩৮			৩০১৲
রামসাইট	১০,৩০,০৩০	১৫,১০০,০০১৲	১০০৲	৯৲	৩৩৮			১১৯৲
রাতা —	১৩,১১,০০০	১৯,১৫,০৩১৲	১০৲	১৩০	৩৩৮			৯৲
রেমী —	১,৩০,০০০	১০,১৫,০৩০৲	১০৲	৯৲ (৫)	৩৩৩			৩৩,৩০
রাজাবাড়ী —	৩৩,৩০,০০০	১১,১০,৩৩০৲	১৩০	১৩০	৩৩১			৩৩০
রিসাবাড় —	১১,০০,০০০	১৫,০০,০০০৲	১০০৲	৯৲	৩৩৮			৩৩৲
চা-আনুষঙ্গিক								
বাই ইন্ডিয়া	১০,০০,৫৯০	৩,৩০,০০০৲	১০৲	১৯০*	১১,১৯০	১৩০	১০৲	...
ডিকম	৩,০০,০০০	৩,৩১,১৩৲	৩০০৲	১৲* **	১১,৩১	...	৩৩৲	
মুকলম —	১,১৫,০০০	১,৩১,১১৭৲	১০৲	১৩০*	১১,৩১			
রেজারপুর —	৩৯,৩০,০৩০	৩,১০,০০০৲	৯৲	১৩০*	১১,৩১	১১৩	৯৫৩০	

যৌথ প্রতিষ্ঠান

প্রতিষ্ঠানের নাম	অনুমোদিত মূলধন (লক্ষ টাকায়)	সভা ও অনুষ্ঠান তারিখ	প্রতি শেয়ার অনুমোদিত মূল্য	শেয়ার সংখ্যা	বাজার দর			
চা-বাজার								
হেলিডেনাক্ষ								
লেসাই ও সাঙ্গাইল ...								
মিঠা চুকা								
সমাজোল								
ভক্সীবি								
রসাবহাট								
বিজয়								
জেসবারি								
রসাবেড়া								
মেন্ট্রাল আসাম								
মাগর								
লেসাই বিভাগ								
বাজাসাড়								
এগ্রিমারা								
চিনির কল								
ইউ পি								
ভাগ								
ন্দরাব								
রায়ন বিহার								
অভাসপুর ...								
ভারত ...								
রামনগর								
রায়াব								
নরসিংপুর								
খনি								
ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডবলপিমেন্ট								
ভূমিজ ইন্ডিয়ান ...								
ভূমিজ খনি ...								
ন্যাশনাল ন্যাশনাল								
পাহাড় ডালমান ...								
বিহার ভাগ ...								
মেসার্স মেন্ট্রাল ভাগ								
ভাগ অফ ইন্ডিয়া ...								
ভাগ অফ বরোদা ...								
ন্ডিয়ন ভাগ ...								
বিদ্যুৎ ডবলপিমেন্ট ...								
মেন্ট্রাল ভাগ অফ ইন্ডিয়া ...								
বিদ্যুৎ-সরবরাহ								
ইউ-পি								
কলকাতা ইলেকট্রিক								

বোর্ড প্রতিষ্ঠান

	অনুমোদিত মূলধন (টাকায়)	বন্ধক ও দায়ের অনুমোদিত	প্রতি অংশের অনুমোদিত মূল্য	দেয় পরিমাণে	সদস্য						শেষ লভ্যাংশ
বিদ্যুৎ-সরবরাহ											
ঢাকা	১৫,০০,০০০	৮,৫১,১৭৫			৭৫৮						
খুলনা	১০,০০,০০০	৮,৫১,৩৭৯			১৪৩১						
রাজশাহী	৬,০০,০০০	৪,৫১,৫৩৯			১৪৩১						
বিবিধ											
আদমজী পাট	১,৩০,০৭৫	৯,০৫,৪০৯									৬৫০
ইউনাইটেড ব্যাংক লিমিটেড	১,৫০,০০,০০০	৯,৩০,০০০									১১০
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড	৯,০১,১০,০০০	৯,০১,৩১১ টা		১৫ টা	১৪৩১						
ইউনাইটেড ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড	৯০,০০,০০০	১৩,০৫,০০০			১৪৩১						
ইউনাইটেড ব্রিকস	১,১১,০৯,০১০				৬৪১						
ইউনাইটেড ব্যাংক	১,০০,০০০ টা	৯,১১,৫৫০ টা		৯.৫৫ টা	৬৪১						১১৯
ইউনাইটেড ফার্মাসিউটিক্যালস	১০,০১,০০০	১৩,০৯,৯১১		১৬৫ (ঘ)	৬৪১						৬৯৫
ইউনাইটেড ফার্মাসিউটিক্যালস	৯১,১১,০০০	১০,১১,১১১			৬৪১						৬৯৫
এক্সেল ফার্মাসিউটিক্যালস	৯১,০০,০০০	৯১,৩১,১৫৫			১৪৩১						৬৭৫
এম ফার্মা সি ফার্মাসিউটিক্যালস	১১,০০,০০০	১,৩৮,৫১০			৬৪১						১৯
ফার্মাসিউটিক্যালস	৯১,৯০,০০০	৯,০০,০০০			৬৪৮						১৭
ঘড়িয়ালী পেপার	১০,১১,১৯০	১৫,৫৫,০৫৫		৯০	৬৪৮						৬৭৫
ঘড়িয়ালী ট্রান্সপোর্ট	৯,১১,০০০	৮,৯০,০০০		৫৭ (ঘ)	১১৩১						৭৫৯
ঘড়িয়ালপুর ফেব্রুয়ারিয়েল	১১,৯০,০০০	১,০৭,৯৯০	১০	১৫৯	১৪৩১						৯০০
চেইনগেন মুদ্রণ	৯০,০০,০০০		১০০								
চাকরানী ট্রান্সপোর্ট	১৯৯,০০০ টা	৯৯৮,১১১ টা	১ টা								১১৯
চাকরানী ঘী সেন্টার	৮,৯০,০০০	১১,১৯,১১১	১০০								১০০
চাকরান সিমেন্ট	৯০,০০,০০০	১৫,৯৯,৯১১	১০		১৪৩১						১৮৯
চিনাওয়ার্ল্ড ব্যাংকুয়েট	৯৩,০০,০০০		১০০	১৫৯	৬৪১						
চৌধুরী টাইপ সেন্টার	১১,০০,০০০	১৯,৭৯,০০০	১০০	১৭ (ঘ)	৬৪৮						৯০০
চাকরিয়া বেভারেজ	১,৯০,৯০,০০০	১,৯০,০০০	১০০	৯০	৬৪৮						১০০৯
ছেলে ব্যাংক	৯,১০,০০০	৫১,০০০	৯	৫	১৪৩১	৯০					৫৫৯
ছায়ানট	১,৯০,০০,০০০	৯১,৯ ৯০০০	১০	৯৯ (ঘ)	১৪৩৯	৯৯৯৯৯৯৯			৯০		
ছায়ানট, সিলেট	১১,১১,০০০	১১,৯০,৯৯০	১০	৯০	১১৩৯		৯৯৯				
ছায়ানট মিউজিক্যাল সেন্টার	৯৯,৯০,০০০	৯,৯৫,৯১৯	১০	৯০	৮৫১						৯৯০
ছায়ানট ইন্ডাস্ট্রিজ	৯৯,৯০,০০০	১,৯৯,৯১,০০৫	১০		১১৯১				৯০		
জয়ন্ত পিকার্স	৯,৯০,০০০	৯,১৯,৫৯০		১৯৯ (ঘ)	৬৪৯				—		৯৯
জাহাজী	৯৯,৯৫,০০০	১১,৯০০	১০	৫৯	১৯৯৯						৯৯
জাহান	৯৯,৯৯,১০০	৯৫ ১৫,০৯৯	১০০	১১ (ঘ)	১৪৩১		৯৯৯				—
জেকব ইন্ডাস্ট্রিজ	১১,১০,০০০	১৯,৯৯,১৯৯	১০০	১১ (ঘ)	৮ ৯১						১৪৯৯
জেকব সন্স	৯৫ ৯৯,০০০	১৫,৯৯,৯১৯		৫৯	১৯৯১						৯ ০০৯
ঝিনুক ঘী	১,৯৯,০০০	১১,৯৯,০০৯	১০	১১ (ঘ)	৬৯৯	— ৯	৯৯৯৯				
ঝিনুক	১,১১,১০,০০০	১,১১,৯৯,৯১৯৫		৫৯৯				৯৯৯			—

১৯ ১৯৯৯ ১৯৯৯ ১৯৯

আর্থিক ভারত

অর্থনৈতিক সাপ্তাহিক

১ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা ... মূল্য ৷৷০

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

কলিকাতা

অনুমোদিত মূলধন	—	৮ কোটি টাকা
বিক্রীত মূলধন	—	৪ কোটি টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন	—	২ কোটি টাকা
রিজার্ভ ফাণ্ড	—	৪০ লক্ষ টাকা

পরিচালকবর্গ

শ্রী জি, ডি, বিড়লা (চেয়ারম্যান)

শ্রীঈশ্বরী প্রসাদ গোয়েঙ্কা — শ্রীরমনলাল কে সরাইয়া

ভাইস-চেয়ারম্যান

শ্রীঅনন্ত চরণ লাহা — শ্রীমঠাদেও এল, দাহাতুকার
শ্রীবৈজনাথ জালান — শ্রীমদনমোহন আর, রুইয়া
শ্রীগোবিন্দলাল বাঙ্কর — শ্রীমোহনলাল এল, শা
শ্রীপি, ডি, হিমৎসিংকা — শ্রীমতিলাল তাপুরিয়া
শ্রীরামেশ্বরলাল নোপানি — শ্রীনবীনচন্দ্র মফৎলাল

জেনারেল ম্যানেজার

শ্রী বি, ডি, ঠাকুর

ডেপুটী জেনারেল ম্যানেজার

শ্রী এস, ডি, সদাশিবন

ভারত ও ব্রহ্মদেশের বড় বড় শহরে ষাটটির অধিক শাখা এবং পৃথিবীর সর্বত্র এজেন্সির ব্যবস্থা থাকায়, এই ব্যাঙ্ক দেশে ও বিদেশে জনসাধারণের সেবায় সম্পূর্ণভাবে নিযুক্ত থাকিতে পারে।

Those who have finance do read

"Indian Finance"

Those who have no finance must read

"Indian Finance"

'INDIAN FINANCE'

116, Lower Circular Road, Calcutta.

প্রেসিডেন্ট নুটন ও মেরাম্যাট
কে, সি, দে এণ্ড সন্স
১৬১।১, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা

আর্থিক ভারত

প্রেসিডেন্ট নুটন ও মেরাম্যাট
কে, সি, দে এণ্ড সন্স
১৬১।১, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা

২৯ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা] কলিকাতা, বুধবার ১৪ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫৮ ১লা ডিসেম্বর, ১৯৫১ [মূল্য ৪০

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	
বিমান-ভারতের সমস্যা	
প্রাসঙ্গিক	
কলম্বো : ভারত-পাকিস্তান বাণিজ্য চুক্তি, ভারত-পশ্চিমবঙ্গীয় ঋণ প্রস্তাব, পূর্ব বঙ্গে পাটচাষের প্রসার রোধ	
সংবাদলিপি	
লক্ষ, কিস্তী, ডাকঘর	
প্রবন্ধ	৭৩
অর্থলোক	
চুক্তি পালনের পাকিস্তানী প্রচেষ্টা	
পণ্যদ্রব্যের বাজার	
ভারতের রপ্তানীবাণিজ্য সমস্যা	
বাজারের কথা	
বংশলোচন চিনি	
মৌথিক	
কোম্পানীর অন্তর্বর্তী	

বিমান-ভারতের সমস্যা

স্বাধীনতা লাভ করিবার পরে যে কয়েকটি ক্ষেত্রে ভারত এখনও স্বাবলম্বী হইয়া উঠিতে পারে নাই, ভারতের বিমানপথ তাহার অন্যতম। বিমান নির্মাণ তো দূরের কথা, বাঙ্গালোরের হিন্দুস্থান এয়ারক্রাফ্‌ট প্রতিষ্ঠান বর্তমান আমদানিকৃত বিমানের বিভিন্ন অংশকে একত্রিত করিবারও আর একটি দ্বিতীয় কারখানা ভারতে নাই। এমন কি বিমানচালকদের মধ্যেও বিদেশী বৈমানিকদের সংখ্যা আজও শতকরা ৬০ জন। কিন্তু সম্প্রতি দিল্লীতে অনুষ্ঠিত বিমান সম্মেলনে ভারতের অসামরিক বিমান চলাচলের ডিরেক্টর জেনারাল শ্রীযুক্ত এম, সি, ডোব ১৯৪৭-৪৮ সালে বিমানপথে ভারতের উৎপন্নতার যে বাৎসরিক হিসাব দাখিল করিয়াছেন, আপাতদৃষ্টিতে তাহাকে উন্নতির পরিচায়ক বলিয়াই বোধ হইবে। বিমান উৎপন্নতার বিভিন্ন দিকের উল্লেখ করিয়া ১৯৪৬-৪৭ সালের তুলনায় ১৯৪৭-৪৮ সালে তিনি নিম্নোক্তরূপ উন্নতির হিসাব প্রদান করিয়াছেন :

উন্নতির দিক	উন্নতির পরিমাণ ১৯৪৬-৪৭	১৯৪৭-৪৮
উড্ডয়ন সময় (ঘণ্টা হিসাবে)	৪৮,৬২১	৬৬,৫৪৪
উড্ডয়ন দূরত্ব (মাইলের হিসাবে)	৭,৫০,৯৬০	১০,৫৯,২৪২
মালবহনের ক্ষমতা (টন-মাইলের হিসাবে)	১৪,৩৬,৯৪৫	২১,৪৭৫,০৬৬
যাত্রীসংখ্যা	১৮৮,৭২৯	২৫৯,৪৪১
মালবহন (পাউণ্ডের হিসাবে)	১,৩১০,১৩৪	৯,২১৯,০৮৮

উন্নতির দিক

উন্নতির পরিমাণ	১৯৪৬-৪৭	১৯৪৭-৪৮
ডাকবহন (পাউণ্ডের হিসাবে)	১,৫৪৬,৭৪১	১,৫১০,৫৯৮
পত্রিকাবহন (পাউণ্ডের হিসাবে)	১১৭,৪৮০	১,৮০৪,১৩০
মালবহন বোঝা—	১০,১১৪,০৭৩	১৭,১৮৮,৬১১
(টন-মাইলের হিসাবে)		(টন-মাইলের হিসাবে)

উপরি লিখিত হিসাবে দেখা যাইতেছে যে, ১৯৪৬-৪৭ সালের তুলনায় ১৯৪৭-৪৮ সালে এক বৎসরে ভারতের বিমান চলাচলের ক্ষেত্রে মালবহনের হিসাব পরিমাণভাবে ৬১.৩৩ লক্ষ টন-মাইল বৃদ্ধিলাভ করিয়াছে। ১৯৪৭-৪৮ সালের শেষ ৮ মাসের তিক্তিতে উন্নতির বিভিন্ন দিকের হিসাব লইলেও দেখা যাইবে যে যাত্রীসংখ্যা বাড়িয়াছে শতকরা ২৪ জন, উড্ডয়ন দূরত্ব শতকরা ৫৪০ মাইল,—ডাক ও পত্রিকাদি বহনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে শতকরা ১৭ ভাগ এবং মালবাহনক্ষমতার মানে উন্নতি হইয়াছে শতকরা ৩.৮ পয়েন্ট। বিমানপোত ও বৈমানিকদের সংখ্যাও ১৯৪৭-৪৮ সালে ১৯৪৬-৪৭ সালের তুলনায় বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ভারতের অসামরিক বিমান চলাচল ব্যবস্থার সর্বাপেক্ষা উন্নতি সম্পর্কে শ্রীযুক্ত এম, সি, ডোবের উদ্ধৃতিপূর্ণ হিসাবদৃষ্টে আনন্দিত বোধ করিবারই কথা। কিন্তু বিমান চলাচল ব্যবসায়ে নিযুক্ত বিভিন্ন বিমান প্রতিষ্ঠানের বিভিন্নদিক পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, একমাত্র "এয়ার

ইহা বাতীত ভারতের ৯টি বিমান প্রতিষ্ঠানকে আর প্রয়োজনীয় হিসাবে ঘোষিত হইয়াছে। সুতরাং শ্রীযুক্ত এস, কি, ডেসাই হিসাবের প্রকৃত অবস্থার যথার্থ চিত্র বলিয়া মানিয়া লইতে আপত্তি করা যায়।

এতৎসম্পর্কে অবশ্য সমালোচকগণ উল্লেখ করিতে পারেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন প্রভৃতি পৃথিবীর উন্নত দেশগুলিও আলোচ্য সময়কালে বিমান চলাচলের ব্যবসায়ে আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে। যে, এল, এম, এর (K.L.M.) ওলন্দাজ আন্তর্জাতিক বিমান চলাচল প্রতিষ্ঠানটি অবশ্য কিছু লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ বিমান চলাচলে মোট ২০টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১০টি প্রতিষ্ঠানকেই ক্ষতিস্বীকার করিতে হইয়াছে। সমবেতভাবে ইহাদের মোট ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১০ লক্ষ ডলার। পূর্ব-পূর্ব বৎসরের অবস্থার সহিত আলোচ্য বৎসরের ক্ষতির তুলনা করিলে দেখা যায় যে, ১৯৪৬ সাল ও ১৯৪৭ সাল উভয় বৎসরেই ইহাদের উপযুক্ত আয় হইয়াছিল। এই উপযুক্ত পরিমাণ ছিল ১৯৪৬ সালে ৪০ লক্ষ ডলার এবং ১৯৪৭ সালে ৩ কোটি ডলার। সুতরাং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ বিমান চলাচলের অবস্থার উল্লিখিত পরিবর্তন হইতে ইহাই প্রতীয়মান হইবে যে, আলোচ্য বৎসর বিমান চলাচলের পক্ষে একটি সাধারণ দুর্বৎসর। উদাহরণস্বরূপ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টি'ল ওয়ার্ল্ড এয়ারওয়েজ (T.W.A) এবং কানাডার ট্রান্স কানাডা এয়ারলাইন্স (T.C.A.) এবং ব্রিটেনের ব্রিটিশ ওভারসীজ এয়ারওয়েজ্ কর্পোরেশনের (B.O.A.C) উল্লেখ করা যাইতে পারে। আলোচ্য বৎসরে টি, ডব্লিউ, এ কোম্পানীর ক্ষতির পরিমাণ ১০ লক্ষ ডলার, ১৯৪৬ সালের হিসাবে টি, সি,এর ক্ষতির পরিমাণ ১০ লক্ষ ডলার এবং ব্রিটিশ সাউথ আমেরিকান কোম্পানীর ৭১,৭৩৬ পাউণ্ড লাভের পরিবর্তে বর্তমান আলোচ্য বৎসরে ব্রিটিশ-ত্বয়োপীয়ান ও ব্রিটিশ ওভারসীজের হিসাবে ক্ষতির পরিমাণ ১১,৮৮,৭০১ পাউণ্ড। ১৯৪৬ সালের ১০,১৩,৭৮১ পাউণ্ড লোকসানের সহিত তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে, আলোচ্য বৎসরে ব্রিটেনের বিমানপথে আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১০ লক্ষ পাউণ্ড বৃদ্ধি পাইয়াছে।

সুতরাং ভারতবর্ষের বিমান প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষে আলোচ্য বৎসরে ক্ষতি স্বীকারের জন্য লজ্জিতবোধ করিবার বিশেষ কোন কারণ নাই। কিন্তু লজ্জিত না হইলেও ইহাই হইবার কারণ আছে। ব্রিটেন ও ভারতের মধ্যে ক্ষতির কারণ এবং তাহা অপসারণের জন্য অবলম্বিত ব্যবস্থাদির তুলনামূলক আলোচনা করিলেই আমাদের উদ্বেগের হেতু উপলব্ধি করা যাইবে।

বিমানপথে ব্রিটেনের ক্ষতির কারণ প্রথমতঃ, অত্যন্ত ও অধিক ব্যয়সাধ্য বিমানের ব্যবহার। দ্বিতীয়তঃ, বিমান চলাচলের ব্যবসাকে মূলধনযোগী করিবার জন্য যথেষ্ট উপযুক্ত বিমানবন্দর স্থাপনের অভাব—কারণ ব্রিটেন ক্ষুদ্র দেশ এবং সম্প্রতি এই দেশ দুর্বিপাকে জমাজমি হারাইয়াছে। তৃতীয়তঃ, চলাচলের পথগুলি প্রধানতঃ সামরিক গুরুত্বসম্পন্ন এবং ইহার ফলে যাত্রিদের যাত্রা বিঘ্নসংকুলতার জন্যও অনেক সময় নষ্ট হয়। সর্বোপরি কর্মচারীদের সংখ্যাধিক্য। কিন্তু এই সকল অসুবিধা ব্রিটেনের পক্ষে খুব গুরুতর নহে এবং বিমানপথে তাহাদের প্রাধান্য বজায় রাখিবার জন্য ব্রিটেনের কর্তৃপক্ষ বিমানপ্রতিষ্ঠান-সমূহকে বৎসরে ৮০ লক্ষ পাউণ্ড করিয়া সাহায্যদানের যে নীতি গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতেই আমাদের এইবিষয়ের যাবতীয় উপলব্ধি করা যাইবে। ব্রিটেনের অসুবিধাগুলিকে পরীক্ষা করিলেও দেখা যাইবে যে, ইহার মধ্যে অধিকাংশ সমস্যাই ব্রিটেনের পক্ষে সুবিধাজনক নহে। ব্রিটেন আজ অবশ্য অধিক তৈলখরচী ও অত্যন্ত বিমান ব্যবহার করিতেছে, কিন্তু অচিরেই নূতন ধরনের বিমানের সাহায্যে এই অসুবিধার অবসান ঘটাইবার জন্য ব্রিটেনে আধুনিক বিমান নির্মাণের প্রচেষ্টা চলিতেছে। কর্মচারীর অনাবশ্যক সংখ্যা হ্রাস করিবার জন্যও ব্রিটেনবাসী চেষ্টাচরিত্রের কম্বর করিতেছে। তাহার অসুবিধা অবশ্য ব্রিটেনের পক্ষে দূর করা সম্ভব নহে এবং আন্তরক্ষার সামরিক সুবিধার জন্য চলাচলপথগুলিকে প্রধানতঃ সামরিক গুরুত্বসম্পন্ন রাখা ব্রিটেনের আত্মরক্ষার্থেই অত্যাবশ্যক।

কিন্তু ভারতের অবস্থা অন্য।—ভারতের বিমানপথ মোট ৭,০০০ মাইল বিস্তৃত এবং এই পথে বিমান চলাচলের ব্যবসায়ে মোট ১৯টি প্রতিষ্ঠান নিযুক্ত আছে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে ৮টি হইতে ১০টি বিমানচলাচল কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে বিনা লোকসানে কাজ করিতে হইলে তাহাদের বিমানবহরের বৎসরে অন্ততঃপক্ষে ১,৫০০ ঘণ্টা কার্যকরীভাবে আকাশে উড়িতে পারা আবশ্যক। ভারতের বিমান-পথের ভৌগোলিক মোট পরিমাণের হিসাবে, একটি বিমান প্রতিষ্ঠানের কার্যকরী উড়িবার সময়ের পরিমাণ এবং প্রত্যেকটি বিমান প্রতিষ্ঠানের বিমানসংখ্যার উল্লিখিত হিসাব বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, ভারতের বর্তমান বিমান-পথে ৩টি কি ৪টির অধিক বিমান প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকা উচিত নহে। এরূপ ক্ষেত্রে বিশেষের অধিক সংখ্যক প্রতিষ্ঠান কি করিয়া ব্যবসায়ে লিপ্ত হইবার অনুমতি লাভ করিল তাহা ভাবিয়া আমরা বিস্মিত হইতেছি। বিমান চলাচল সম্পর্কে সর্বজনীন আন্তরিক প্রতিযোগিতা পরিহার করিবার জন্য ভারত সরকারের যে বিমান চলাচল লাইসেন্স বোর্ড রহিয়াছেন, উহারা এতৎসম্পর্কে পূর্ব হইতেই সতর্কতা অবলম্বন করেন নাই কেন, তাহাও আমরা ভাবিয়া পাইতেছি না।

বর্তমানে সমস্যা যাহা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে তিনটি পন্থা বিবেচনা অথবা সমবেতভাবে অনুসরণ করা যাইতে পারে। ইহার প্রথমটি হইল বিমান-পথের ব্যবসায় হইতে দুর্বল প্রতিষ্ঠানসমূহের অপসারণ। ইহার জন্য বিশেষ কিছু করিবারও আবশ্যক নাই। কেবলমাত্র বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিরিবপত্র পরীক্ষা করিয়া কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের অনুমতি না-মঞ্জুর করিলেই সমস্যা মিটিয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ, চলাচলপথের দূরত্ব বৃদ্ধি এবং তৃতীয়তঃ, সরকার হইতে বিমান প্রতিষ্ঠানসমূহকে আর্থিক সাহায্য দান।

৫৪ কোটি টাকা ব্যয়ের বিভিন্নমুখী আমাদী দশ বৎসরের জন্য ভারত সরকার যে দশ-বার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে ভারত সরকার সমাধানের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পন্থা অনুসরণ করিবার সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। বিমান-পথের আভ্যন্তরীণ দূরত্ব বৃদ্ধি করিবার জন্য আজমীঢ়, আজমেরা, আলিগড়, বহরমপুর, কাঁথিকর্ণ, কুষ্ণানগর, খেরাকুল, হুগলী, মেদেনী, উত্তরলাল, রসুলিয়া, লালগোলা, সৌরভ এবং সুরাট প্রভৃতি স্থানে ১৮টি নূতন বিমান-বন্দর নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন এবং ৫ কোটি টাকা ব্যয়ে বোম্বাইয়ের সান্তাক্রুজ, দিল্লীর পালাম এবং কলিকাতার দমদম বিমানবন্দর তিনটিকে আন্তর্জাতিক চলাচল কেন্দ্রের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত বেসে বিমান চালনা ও বিমান যাত্রিদলের শিক্ষাপ্রদানের উদ্দেশ্যে বেসরকারী ব্যক্তিসমূহকে ভারতের বিভিন্ন স্থানে মোট যে ১০টি ফ্লাইং ক্লাব আছে তাহার প্রত্যেকটিকে অর্থসাহায্য করিবারও সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

অতিরিক্তের উপর ইহার মূলধন গ্রহণ করিয়া ভারতসরকারের এই সিদ্ধান্তকে আমরা অভিনন্দিত করিতেছি। কিন্তু তৎসঙ্গে এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করিবারও আবশ্যকতা উপলব্ধি করিতেছি যে, অন্তর্বর্তী সময়কালের জন্য ভারতীয় বিমান প্রতিষ্ঠানগুলির যেন সকলকেই ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিবার সুযোগ দেওয়া উচিত হইবে না। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আমাদের এই মারবান বাণীর প্রতি মনোযোগ প্রদর্শন করিলে সুবিবেচনার কাজ করিবেন।

প্রাসঙ্গিক

সমাজতন্ত্রীর আস্ফালন

"স্বাধীনতার সুফল মূলা আমাদের উপলব্ধি করিতে হইবে। আমাদের উপর যে গুরুতর দায়িত্ব বর্তাইয়াছে তাহা আজ আমাদের অনুভব করিতে হইবে।" এমনিধারা ঠুঁকি ঝাড়িয়া দেশোদ্ধারের নির্দেশদানের বিনিময়ে সমাবর্তন উৎসবে বক্তিমাদের উপরে আকাশ স্পর্শে আর কিছুর আবশ্যকতা নিবেদন করিয়া ভারতের উপরাষ্ট্রপতি ডক্টর রাধাকৃষ্ণন, তথা দেশবাসীদের আজ্ঞান জানাইয়াছেন। ভারত আজ স্বনির্ভরশীলতার যাত্রায় বাহির হইয়াছে। কিন্তু স্বাধীনতার প্রথম লগ্ন ও আজ আমরা যে-তিথিতে যে-তিথিতে রহিয়া গিয়াছে। অজ্ঞাতে, বস্তুতঃ, বিদ্যালয় ও আরণ্যকীয় আজও ভারতের স্বাধীনতাকে গ্রাসমুক্ত করিয়া রাখিয়াছে। ভারতের সমগ্র অধিবাসীর সৃষ্টি তো দূরের কথা, উৎপাদনের অভাবে দেশে আজ দুর্ভাক্ষীতির অধিকতর ভয়াবহরূপে দেখা দিয়াছে। বৈদেশিক কবলের বিনাশ পর বিনা সমস্যার নিত্য বর্ধিষ্ণুতা চলিয়াছে।—আর এই সকলের ফলে দেশের একশ্রেণীর লোকের মনে স্বাধীনতা সম্বন্ধে বৈরাগ্যের সৃষ্টি হইয়াছে।

স্বাধীন ভারতের এই ভ্রান্তি প্রত্যাহার করিবার জন্য বিলম্বেই আমাদের "জন্ম থেকে আজীবন তপস্যা" করেন নাই, অর্থাপক্ষে সহীর্ঘ ত্রিশবৎসর আন্দোলনের মেরু নাই।—সুতরাং আজ আমাদের আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মজিজ্ঞাসার প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে। স্বাধীনতার প্রাপ্তির পর কেন আমাদের নিকট দেশের আশীর্বাদরূপে প্রতিভাত হইতেছে না, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিবার প্রয়োজন আজ দেখা দিয়াছে।

স্বাধীন হইবার সাথে সাথেই অন্ন ভারত বস্তুবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয়। দেশবিভাজনের পথে স্বাধীনতা লাভ করিতে যাইয়া ভারতকে বীভৎস সাম্প্রদায়িক বক্তাক্তের কবলে পতিত হয় এবং স্বাধীন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রকে প্রায় অর্দ্ধকোটি উদ্বাস্তু সমস্যার ভয়াবহতা ও সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া গ্রহণ করিতে হয়। স্বাধীনতার উষার এই অন্ন আঘাতের জন্য প্রথমতঃ আমরা কতিপয় ভারত সরকার উদ্বাস্তু পুনঃসংস্থাপনের প্রচেষ্টাকে সাফল্যের গৌরব দান করিয়া তদুপরি তাঁহাদের সর্বাঙ্গীন নিয়োগ করেন। কিন্তু ইতিমধ্যে দেশবিভাগজনিত সমস্যার গুরুত্ব আরও বর্ধিত হয়।

—পূর্বে রাজস্বের সৃষ্টি করিবার জন্য কৃপালনী মহাশয়ের চিন্তিত হো ছিলই, তাহার উপর আবার ভারতীয় অঙ্গরাজ্যে অবস্থিত বিদেশপ্রবাসী দেশীয়রাজ্য ভূস্বামীদের মূলধন প্রথম পাকিস্তানে যোগদান করেন এবং ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদানকারী সীমান্তরাজ্য কাশ্মীর রাজ্যাক্রমণে দেশোক্তি পাকিস্তান কর্তৃক আক্রান্ত হয়। সাম্প্রতিক, রাজস্বসমূহের বিকাশ ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণার সমাবেশ করিতে থাকেন।—সুতরাং শান্তি যুদ্ধ প্রভৃতি যে-ভারতের স্বাধীনতাকে প্রথম হইতেই বিনিময় করিতে হইয়াছে।

আর্থিক ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় প্রাধান্য

ভারতের স্বাধীন হইবার পরে ভারতের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর পরিবর্তন ভারতের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের পথে সর্বাপেক্ষা গুরু অন্তরায় হইয়া দেখা দেয়। একদিকে দেশীয়রাজ্যসমূহের অন্তর্ভুক্তীকরণ সম্পর্কিত ও সর্বভারতীয় প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের পারস্পরিক বাধা-বিপত্তিসমূহ সম্বন্ধে জটিল করিয়া তোলে। দেশীয়রাজ্যসমূহের ভারত ইউনিয়নে যোগদান এবং তাহার ও সকল প্রদেশে একই ভাবে সমন্বয় পরিচালনার স্থান অন্য রাজনৈতিক সমস্যা সমাধান হয়। কিন্তু প্রাদেশিক ও দেশীয়রাজ্যসমূহের পৃথক রাজস্ব ব্যবস্থা বজায় থাকায়, আর্থিক ক্ষেত্রে সর্বভারতীয় সমন্বয় ব্যাহত হইতে থাকে। ইহার ফলে একশ্রেণীর লোকদের মধ্যে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে আক্রোশের সৃষ্টি হয়। তাঁহাদের এই আক্রোশে অন্য ভারত-রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ বিচলিত হন নাই এবং ভারতের সমস্যা সমাধানকল্পে ভবিষ্যৎ ভারতের রূপ যুক্তরাষ্ট্রীয় হইবে বলিয়াই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। সুতরাং প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনব্যবস্থার বজায় থাকিবে, দেখা যাইতেছে।

কিন্তু প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের অন্তরায়ের মাঝারে সর্বভারতীয় আর্থিক সমন্বয়কে বিঘ্নিত করিতে যে পারে তদুদ্দেশ্যে সম্প্রতি দুইটি ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহার একটি হইল পর পাদে বৃহৎ শিল্পটে কেন্দ্রীয়, প্রাদেশিক ও দেশীয়রাজ্যসমূহের মধ্যে শুল্কহার বিভাজন সম্পর্কিত চুক্তি এবং অপরটি হইল ভারতের উৎপাদন-শুল্ক সম্পর্কে গঠিত ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের বৈধানিক সংশোধনের জন্য খসড়া বিধেয়ক প্রস্তাব আকারে।—সর্বভারতীয় আর্থিক সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তা অধিক ব্যাহত করিয়াছে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্রয়করের বিভিন্ন হার। ফলে একই দ্রব্যের মূল্য ভারতের এক অঞ্চল হইতে অন্যত্র পরিবহনের পরে বাড়িয়া গিয়াছে। সুতরাং বিক্রয়করে কেন্দ্রীয় রাজস্বসমূহের সঙ্কুচিত করিবার জন্য কোন কোন মহল হইতে প্রস্তাবিত আদায়ের হার। কিন্তু অর্থসচিবদের সম্মেলনে স্থির করা হয় যে, বিক্রয়কর প্রদেশসমূহের রাজস্বের অন্তর্ভুক্ত থাকিলেও এবংসম্পর্কে একটি সর্বভারতীয় নীতি অবশ্যই অনুসরণ করিতে হইবে।

এক্ষণে স্থির হয় যে, (১) আমদানি শুল্ক, আবগারি প্রভৃতি রাজস্বসমূহের প্রদেশসমূহের মধ্যে বণ্টনের উপর কোনরূপ বিক্রয়কর আরোপিত হইবে না; (২) তামাক, সিমেন্ট, ইস্পাত, সুতা, সুরা, চামড়া, বৈদ্যুতিক, রবার, কাগজ ও পাট ইত্যাদি শিল্পীয় কাঁচামালের আন্তঃপ্রাদেশিক চলাচলের উপরে উহার সর্বোচ্চ ও সরলা বিক্রয়কর ধার্য করিতে পারিবে; (৩) সুতা, ঘৃতপাদি, ঔষধপত্তি এবং চিনির উপর কোন প্রদেশ আবগারি বিক্রয়কর যুগপৎ নির্ধারণ করিবার অধিকারী হইবেন; প্রদেশ হইতে প্রাদেশান্তরে চলাচলের উপর টাকার ও সুরার উপর বিক্রয়কর আদায় করা চলিবে এবং (৪) বেতিকাবেটের

নির্দেশিত হয়েছিল, তাহাতেও, যাহাই হউক না কেন, এই কথা বলা হইয়াছিল যে, যে সকল দ্রব্যের আমদানীর উপর উচ্চ হারে শুল্ক ধার্য করা হইয়াছে, সেই সকল দ্রব্যের আমদানীকারীদের উপরও কোন বিরূপ ব্যবস্থা করা হইবে না এবং (খ) কৃষি সম্পর্কের উপর কোন বিরূপ ব্যবস্থা করা হইবে না।

ইতিমধ্যে ব্যবসায়ের মহল ভারতের আমদানীর পুনর্বিন্যাসের সম্ভাবনার উপর জোর দিতে থাকে। তাহাদের অর্থনৈতিক যুক্তিগুলি ছিল—অর্থাৎ উৎপাদন প্রয়োগ—এমন ধরণের যাহাতে কাঁচামালের অটিলতার বিশ্লেষণ করা না হয়। সুতরাং কেন্দ্রীয় সরকারকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অনেকটা অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রদান করিবার জন্য সংবিধানের পরিবর্তনের জন্য শাসনতন্ত্র আইনের একটি সংশোধন প্রস্তাব আনয়ন করিয়াছেন। এই প্রস্তাবে সরকারের মধ্যে বিভিন্ন মতামতের সামঞ্জস্য বিধান করিতে বলা হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক বিধানসভায় বীমা-বিলগুলির বিরুদ্ধে আপীল করিবার জন্য আদালত কর্তৃক (১) প্রস্তাবের বস্তুগুলি কেন্দ্রীয়তালিকাভুক্তির মধ্যে আনয়ন করিবার প্রয়োজনে আইন করিবার জন্য সংসদ কর্তৃক সংবিধানের সংশোধন এবং (২) ভারত সরকারের বিভিন্নটি কার্যকরী করার ব্যবস্থা করিবার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের হাতে অধিকতর ক্ষমতা অর্পণ।

এই সংশোধন প্রস্তাবগুলির প্রথমটির উদ্দেশ্য হইল বিভিন্নবিরোধকারীদের বীমাক্ষেত্রে একটি সর্বভারতীয় নীতির অনুবর্তী করিয়া তাহাদের প্রতিযোগিতার ক্ষমতা সমানভাবে সৃষ্টি করা। দ্বিতীয় প্রস্তাবের উদ্দেশ্য হইতেছে যোগব্যবস্থাকারী নূতন কার্যাদির অর্থনৈতিক কৌশলগুলি অবাধে চালু এবং তৃতীয় প্রস্তাবের দ্বারা উৎপাদনের ক্ষেত্রে সরকারী নিয়ন্ত্রণের পরিধি আরও বিস্তৃত করা। প্রকৃতপক্ষে ইহা উদ্দেশ্য যে সকলের সুতী ও পশমী কাপড়, কাগজ, চেয়ারা, লোহা, ফসল, লৌহ, ইস্পাত, প্রভৃতি সকলের উৎপাদনে সরকারী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা করার ক্ষমতা।

নিয়ন্ত্রণসম্পর্কিত ব্যবস্থা ও ভারত শাসন আইনের বিভিন্ন সংশোধনের ফলে মূলধন ও উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে, উহাতেই সর্বভারতীয় সমস্যা দূরীভূত হইবে, সন্দেহ নাই।

সংসদীয় কমিশনের রিপোর্ট

গত পরিষদ হইতে ভারতীয় বিষয়ক সম্পর্কে মতের জন্য যে কমিশন ভারতে প্রেরিত হইয়াছিল, সেই কমিশনের রিপোর্ট পার্লামেন্টে গত পরিষদের শীতকালীন অধিবেশনে পেশ করা হইয়াছে। উল্লিখিত কমিশন বলে, পাকিস্তান ও ভারতীয় প্রদেশ করিয়া বিচ্ছিন্নভাবে তাহা অনুসন্ধানের পর যে রিপোর্ট প্রদান করিয়াছে, তাহাতে গত পরিষদে তাহাদের মূল অভিযোগ সমূহ প্রমাণিত হইয়াছে এবং পাকিস্তান যে ভারতের অন্যায়ে অন্যায়ে ভারত মুসলমানদের উপর নির্যাতন করিতেছে, এই অভিযোগ সম্পর্কে কমিশনের রিপোর্টে পাকিস্তানের অভিযোগ সম্পূর্ণ অসত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

কমিশন বলেন, ভারতীয় মুসলমানদের উপর যে সকল অত্যাচার করা হইয়াছে বলিয়া অভিযোগ করা হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই ভিত্তিহীন। যে সকল অত্যাচার সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে বিশেষ কোন কারণ নাই, কিন্তু কোন রাষ্ট্রশাসিত রাষ্ট্রের পক্ষে বিদেশী-সম্পর্কে এই একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সম্মুখে যে এমন কথা বিশ্বাস করা সহজ, তাহা বিশ্বের সভা জাতিদের পক্ষে বুঝিয়া উঠা মুস্কিল ছিল।

সেই জন্য ভারত যখন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে গত পরিষদে প্রথম অভিযোগ আনয়ন করিয়াছিল, তখন তাহার উত্তরে পাকিস্তানের প্রতিনিধি যখন তাহাদের পক্ষে বলা বলিয়া দাবী করিয়াছিলেন, তখন বিশ্বের অনেকের মনেই সন্দেহের সৃষ্টি হইয়াছিল। তাহাদের পুনরাবৃত্তির ফলে তাহাদের এমন দৃঢ়তার বিশ্বাসযোগ্যতার সত্যের আবরণ পাকিবার ফলে অনেকের মনেও সন্দেহের সৃষ্টি করিয়াছিল। তাহাড়া ইহা বর্তমান বৃহৎনীতির চক্রান্তে পড়িয়া এবং পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বিশেষ প্রভাব 'ডলার সংরক্ষণের' কুহকের ফলে সমস্ত ভারতীয় সমস্যা বিকৃতরূপ ধারণ করিয়াছিল।

কিন্তু অবশেষে বিশ্বের রাষ্ট্রের নিরপেক্ষ প্রতিনিধি লইয়া গঠিত এই কমিশন ঘটনাস্থলে তদন্ত অনুসন্ধান করিয়া তাহাদের মূল অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। তাহারা পরিষদে তাহার স্বীকার করিয়াছেন যে, পাকিস্তান প্রধানতঃ অনুসন্ধান করিয়াছে, সাধারণভাবে ও তথাকথিত "আজাদ কাশ্মীর" বাহিনী পাকিস্তানেরই বেসামরিক বাহিনী' অর্থাৎ ভারত কর্তৃক উত্থাপিত অভিযোগ সম্পূর্ণরূপে সত্য।

কমিশনের রিপোর্টে বলা হইয়াছে, "গত পরিষদে পাকিস্তানের প্রতিনিধি এমন কথা কখনও স্বীকার করেন নাই যে, পাকিস্তান কাশ্মীর আক্রমণে কোন অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু কমিশন কাশ্মীরের মাটিতে পা দিয়াই দেখিতে পাইলেন যে পাকিস্তানের নিয়মিত সরকারী সৈন্যবাহিনী শুধু এ কাশ্মীরের সংগ্রামে লিপ্ত।"

শুধু তাহাই নহে, কমিশনের নিকট পাকিস্তান সরকার একথা নির্দ্বিধায়ভাবে স্বীকার করিলেন যে, তথাকথিত 'আজাদী' বাহিনীকে পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ ও সাহায্য করিতেছেন পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনী।

সুতরাং গত পরিষদের সিদ্ধান্ত ও বিভিন্ন বিষয়ের পরিবর্তে এই নূতন সংসদের সম্মুখীন হইলেন এই কমিশন। ফলে কমিশন অনুরোধ করিয়া মুখবিবরণের প্রস্তাব করিলেন। তাহার অনুরোধে সর্বসম্মতিক্রমে পাকিস্তান মুখবিবরণের এমন অংশগুলি সংশোধন করিল যে, যাহা কাশ্মীর হইতে পাকিস্তান সরকার দাবী করেন যে, আগে কাশ্মীর হইতে সমস্ত ভারতীয় সৈন্য অপসারণ করিয়া লইতে হইবে তাহাদের মুসলমানদের ভোটে 'কিংবা' অথবা করিতে হইবে এবং কাশ্মীরে একটি নূতন সরকার গঠন করিতে হইবে। এর ফলে যে ভারত এই প্রস্তাবে কখনও সম্মত হইতে পারে না এবং কমিশনেরও অভিমত ছিল যে আক্রমণকারী হিসাবে পাকিস্তানকে সর্বপ্রথমে নৈতিক-বিচারে দাবীদার করা উচিত।

যে যাহা হউক বর্তমানে পাকিস্তানের অসদাচরণ প্রমাণিত হইবার পর গত পরিষদ কি অবস্থায় অবসান করেন, তাহা জানিবার জন্য তাহারা বাগ্রই উৎসুক। এই সম্পর্কে গত পরিষদের আর একটি আচরণ বিশেষভাবে লক্ষ্য করা উচিত। পাকিস্তানের সমস্ত অসদাচরণ লিপিবদ্ধ করিবার পরও কমিশনের রিপোর্টে পাকিস্তানকে আক্রমণকারী রাষ্ট্রদূত (Aggressor) নাম ভাষায় ঘোষণা করা হয় নাই যাহাতে আন্তর্জাতিক আইন ও বিধানে আক্রমণকারী রাষ্ট্রের যে শাস্তি প্রদান তাহা পাকিস্তানকে দেওয়া যাইতে পারে—সম্ভবতঃ এইরূপ আচরণই ঘোলাজলে ডুবানি দেওয়া অসদাচরণে আন্তর্জাতিক মুসলমানিয়া ও মুসলমানিয়া এই তিনটি রাষ্ট্রকে নিরবচ্ছিন্ন সোভিয়েত্যাল কাশ্মীর ঘোষণা সাহায্য করিয়াছেন ও তাহাদিগকে পাকিস্তানের কথা চিন্তা করিতেছেন। কয়েক বৎসর পূর্বে পাক সামরিক বিদ্রোহের কথা সাহায্য করিয়াছিল বলিয়া সমস্ত পৃথিবীর আকাশ বাতাস ধ্বনিত করিয়া প্রচলিত করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাহারা আজ পাকিস্তানের সমর্থনে হস্তক্ষেপের কথা তোলায় চুপ করিয়া আছেন কেন, তাহা আমরা আজ উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না।

ট্রামের ভাড়া বৃদ্ধি

আজ প্রায় দুই বৎসর হইল কলিকাতা ট্রাম কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ ট্রামের সমুদয় ভাড়া একপয়সা বৃদ্ধির অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তাহারা প্রথম শ্রেণীর এক আনা মূল্যের টিকিট পাঁচ পয়সা এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর তিন পয়সার টিকিট এক আনাতে বর্ধিত করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। এই প্রস্তাবের কৈফিয়ৎ ছিল ট্রাম শ্রমিকদের বর্ধিতহারে মহার্ঘ্য ভাতা দেওয়ার জন্য কোম্পানীর অতিরিক্ত অর্থের সংস্থান করা এবং যাত্রীদের জন্য অপেক্ষাকৃত ভাল ব্যবস্থা করিবার জন্য নূতন নূতন গাড়ীর ব্যবস্থা করা। যথারীতি ট্রাম কর্তৃপক্ষের এই প্রস্তাবে বিভিন্ন মহলে আলোড়ন সৃষ্টি হয় এবং পশ্চিম বঙ্গ সরকারের মাধ্যমে, নিম্ন ও বঙ্গ সভার হইতে এতৎসম্পর্কে অনুসন্ধান করিবার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি সম্প্রতি তাহাদের রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন এবং পশ্চিম বঙ্গ সরকার সিদ্ধান্তিমত মুইটি সর্তে ট্রাম কোম্পানীর ভাড়া বৃদ্ধির প্রস্তাব স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

(১) কেবল প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের জন্য ট্রামের ভাড়া বৃদ্ধি করা হইবে, দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের ক্ষেত্রে কোনরূপ ভাড়া বৃদ্ধি করা চলিবে না, এবং (২) এই সর্তে যে অতিরিক্ত আয় হইতে তাহার সমুদয় অর্থ চলতি বছরের মধ্যে, অর্থাৎ গাড়ীর সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য সরঞ্জামাদির সংস্কার, রক্ষিদলের বেতন এবং পোষাক প্রভৃতি খাতে খরচ করিতে হইবে।

(বাকীটুকু ৮৩ পৃষ্ঠায়)

সংবাদলিপি

লণ্ডন

ইস্পাত শিল্প জাতীয়করণ বিলের বিরোধিতা—জাতীয়কৃত শিল্পের ব্যর্থতার প্রতিক্রিয়া—ব্রিটেনের মুদ্রাস্ফীতি বাণিজ্যের উন্নতি—রেলপথের ব্যয় হ্রাস—শ্রমিকদের আয় বৃদ্ধি।

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

লণ্ডন, ১৯৪ নভেম্বর—শ্রমিক সরকারের ইস্পাত শিল্প জাতীয়করণ বিলের বিরুদ্ধে সমালোচনা তীব্রতর হইয়া উঠিয়াছে। সরকার পক্ষ যদি জাতীয়কৃত শিল্পগুলির কোন একটা শিল্পেও মুনফা দেখাইতে পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের পক্ষে সুবিধা সম্ভব হইত। সরকার পক্ষ হইতে বলা হয় এই অনুমান করিয়া লওয়া যে, বিদ্যুৎ ও যানবাহন ইত্যাদি শিল্প জাতীয়করণ করার পরে এই সব শিল্পের অবস্থা উন্নতি দেখাইতে সক্ষম হবে এবং অনেকগুলি শিল্পে পুনর্গঠনের কাজ এখনও শেষ হয় নাই।

কিন্তু সরকার পক্ষের এই যুক্তিতে কেহই আস্থা রাখিতে পারিতেছেন না। কারণ, ব্যক্তিগত মালিকানার অধীনে অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠান পুনর্গঠনের কাজ শেষ করিয়া ইতিমধ্যেই বিশেষ সন্তোষজনক ফল দেখাইতে সমর্থ হইয়াছে। তাছাড়া অনেকদিন হইল কয়লাশিল্প জাতীয়করণ করাহইয়াছে। কাজেই সরকার অজুহাত দেখাইতে পারিবেন না। কয়লা শিল্প জাতীয়করণের ফলে উন্নতির কথা দূরে থাকুক, জনসাধারণ সরকারের খেয়াল চরিতার্থ করিবার জন্য অধিকতর মূল্যে (সরকার ১৮ আনা বেশী) কয়লা ক্রয় করিতে বাধ্য হইতেছে। উৎপাদন বৃদ্ধিসম্বন্ধীয় পরিকল্পনার সাফল্য সম্পর্কেও জনসাধারণের মনে যথেষ্ট সন্দেহ রহিয়াছে। অপর পক্ষে ব্যক্তিগত মালিকানার অধীন ইস্পাত শিল্প মূলধনের মূল্যমান হ্রাস সত্ত্বেও ১০ ভাগ বেশী হারে ইস্পাত প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইয়াছে এবং উৎপাদনের যে লক্ষ্য স্থির করিয়া দেওয়া হইয়াছিল তাহা অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছে। জাতীয়কৃত কয়লা শিল্প ও ব্যক্তিগত মালিকানার অধীন ইস্পাত শিল্পের মধ্যে এই তারতম্য যে জনসাধারণের মনে জাতীয়করণের বিরুদ্ধে মনোভাব সৃষ্টি করিবে তাহাতে অস্বাভাবিক কিছুই নাই।

অক্টোবর মাসের বাণিজ্যের যে হিসাব পাওয়া গিয়াছে তাহাতে আনন্দিত হইবার কারণ আছে। গত জুলাই মাসে রপ্তানির বৃদ্ধির যে রেকর্ড সৃষ্টি হইয়াছিল অক্টোবর মাসের উহার তুলনায় রপ্তানির পরিমাণ প্রায় তাহার সমানই রহিয়াছে। আর আমদানির পরিমাণও যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। সেইজন্য প্রতিকূল বাণিজ্য উদ্বৃত্তির পরিমাণও ৪.৩ মিলিয়ন পাউণ্ড হ্রাস পাইয়া অক্টোবর মাসে ২৮.৮ মিলিয়ন পাউণ্ডে দাঁড়াইয়াছে। তার চাইতেও বিস্ময়কর শ্রমিক মহলে এক সংবাদ প্রচার যে, ব্রিটেনের এখন পর্যন্ত ১৮ মাস স্থায়ী বৃদ্ধি করিতে হইবে যাহাতে বিনিয়োগের জন্য ব্রিটেনের সঞ্চয় ৫০ ভাগ আরও বৃদ্ধি করিতে হইবে। ব্রিটেনের আয়ের পরিমাণ বর্তমানে ১,০০,০০০ লক্ষ পাউণ্ড যেখানে ও অন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ প্রায় ১০,০০০ লক্ষ পাউণ্ড। তিনি বলেন যে, ব্রিটেনের প্রতিকূল বাণিজ্য উদ্বৃত্তির ঘাটতি পূরণ করিতে হইলে ব্রিটেনের রপ্তানির পরিমাণ সত্বরতা আরও ১৫ ভাগ বৃদ্ধি করিতে হইবে।

"কলোনিয়াল লোন বিল" পাস হইবার ফলে ব্রিটেনের অধীনস্থ উপনিবেশগুলির অর্থনৈতিক উন্নয়নের অনেক সুবিধা হইল। এই বিলের ফলে ব্রিটেনের অধীনস্থ উপনিবেশ—আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক হইতে যদি ঋণ করিতে চায় (উর্ধ্বসংখ্যা ১০ মিলিয়ন পাউণ্ড পর্যন্ত), তাহা হইলে ব্রিটেন তাহার জন্য জামিন থাকিবে। তবে ব্রিটিশ উপনিবেশ সরকার যদি ব্রিটিশ রাজস্ব সরকারের সহিত বিবেচনা করিয়া মনে করে যে, ঐ ঋণের দ্বারা ঋণপ্রার্থী দেশের কোন উন্নতি হইবে না তাহা হইলে ঋণপ্রার্থী দেশগুলিকেকোনোক্রমেই ঋণ দান করার সুপারিশ করা হইবে না। দেশের উপনিবেশগুলিতে যাহাতে ব্যাঙ্কসমূহ প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা, তবে ব্রিটেন দেশগুলিই ঋণ গ্রহণ করিবার সুবিধা পাইবে।

ব্রিটেনের বেলসমূহগুলি সরকারী আয়ত্তাধীনে আসিবার পর সংস্থের পরে প্রায় ১০ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় হ্রাস করা হইয়াছে বলিয়া ব্রিটিশ বেলওয়ের একজন কর্মকর্তা ঘোষণা করেন। বেলপথের বিদ্যুতি ও বাষ্পচালনের জন্য অনেক চেষ্টা করা হইতেছে এবং ডিজেল ইঞ্জিন ও ষ্টীম টারবাইন ইঞ্জিন ইত্যাদির দ্বারা রেল চলাচলের জন্য গবেষণা চলিতেছে।

ব্রিটেনের ৬০ লক্ষ শ্রমিকের প্রায় সকলেই এখন তাহাদের মূলধনী মূলের মজুরি বিগুণ মজুরি পাইতেছে এবং ঐ মজুরি আরও বৃদ্ধি পাইতেছে। সরকারী এক বক্তব্যের বিবৃতিতে জানা যায় যে, ১৯৩৭ সালের অক্টোবর মাসে শ্রমিকের গড়পড়তা মজুরি যেখানে ছিল ৫ পাউণ্ড ৮ শিলিং, সেখানে ঐ মজুরির পরিমাণ গত এপ্রিল মাসে দাঁড়াইয়াছে ৫ পাউণ্ড ১৪ শিলিং-এ। কয়লা শ্রমিকদের বর্তমানে ব্রিটেনে সব চেয়ে বেশী মজুরি পাইতেছে এবং তাহাদের বর্তমান মজুরি মূলধনী মূলের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩৮ সালের ১৩ই অক্টোবর হইতে এই বৎসরের ১৯শে অক্টোবর পর্যন্ত অধিক বেতনের ফলে মোট ৮,৫০০,০০০ ব্যয়কুণ্ঠা দিন নষ্ট হইয়াছে; তবে প্রথম অবস্থানের পরে ধর্মঘট ইত্যাদির ফলে ঐরূপ ক্ষয়ের মধ্যে ১৫১,০০০,০০০ ব্যয়কুণ্ঠা দিন নষ্ট হইয়াছিল। সেই হিসাবে বর্তমান অবস্থাকে ভাল বলিতে হইবে।

শিল্প

মজুরি শাসনতন্ত্র বিল পাস হইতে বিলম্ব—তাহার ভিত্তিতে শ্রমের গঠন কমিশনের কার্যশেষ—ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যের দুরবস্থা—আন্তঃ-রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের সমস্যা—ভারতের পাওনা না মিটাইলে সম্মেলনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে।

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

নয়াদিল্লী, ১৯৪ নভেম্বর—এই সংসদের মধ্যেই খসড়া শাসনতন্ত্র বিলটি পাস হইয়া যাইবে বলিয়া যে আশা করা গিয়াছিল, তাহা ব্যর্থ হইয়াছে। বিলটির ভূমিকা সম্পর্কে বিতর্ক যে মেয়াদ ধরিয়া রাখা হইয়াছিল, তাহা বহু সদস্যের ভাষণ করিয়াছি বর্তমানে মানবিক অধিকার ও মৌলিক অধিকার ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনার সময়াভাবে বিবেচনার জন্য স্থগিত রাখা হইয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে দেশীয়রাজ্য ও প্রদেশগুলির সঙ্গে কেন্দ্রের সম্পর্ক একরূপ হইবে না কেন, সেই বিষয়ে জোর বিতর্কের সৃষ্টি হয়। খসড়া শাসনতন্ত্রে এই বিষয়ে নির্দেশ আছে যে প্রদেশ ও দেশীয়রাজ্যগুলির সীমানা পরিবর্তন করিবার প্রয়োজন হইলে, কেন্দ্রীয় সরকার প্রদেশগুলির সঙ্গে শুধুমাত্র আলাপ-আলোচনা করিয়া উহাদের (কেন্দ্রীয় সরকারের) ইচ্ছানুযায়ী কার্যপন্থা অবলম্বন করিতে পারিবেন। কিন্তু দেশীয়রাজ্যের ক্ষেত্রে উহাদের অনুমতি ব্যতীত সীমানার কোন পরিবর্তন সাধন করার বিষয়ে কেন্দ্রের ক্ষমতা থাকিবে না। পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু এই ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করেন। কিন্তু ইকবাল উল্লা খাঁ অনেকের মতে যে, আইনের দেশীয়রাজ্যগুলির সীমানার যাহাতে কোন পরিবর্তন করার ক্ষমতা প্রদেশগুলির বা কেন্দ্রীয় সরকারের নাই এবং এই আইন বাতিল করা হউক—ইহাই বাঞ্ছনীয়। প্রয়োজন হইলে দেশীয়রাজ্যগুলির সহিত সম্মানজনকভাবে আলাপ-আলোচনা করিয়া শান্তিপূর্ণভাবে সীমানা পরিবর্তন করার পথ রহিয়াছে এবং তিনি আশা করেন যে, উহার সকলই সেই পন্থা গ্রহণ করিলেই সমস্যার সমাধানকল্পে মীমাংসা হইতে পারে।

"আমার ভিত্তিতে প্রথম গঠন কমিশন" তাঁহাদের অনুসন্ধানকার্য সুসম্পন্ন করিয়াছেন বলিয়া আশা গিয়াছে এবং প্রকাশ, আমাদী সপ্তাহের মধ্যেই তাহা প্রকাশিত হইবে। কেন্দ্রীয় পরিসভা প্রাদেশিক সীমানার কোন আমূল পরিবর্তনের পক্ষপাতী নহেন বলিয়া আশা গিয়াছে। সেই জন্য তাঁহারা আমার ভিত্তিতে নূতন প্রদেশ গঠন করিবার পক্ষপাতী হইবেন বলিয়া সরকারের মহিত মুহূর্তে নিম্নলিখিত করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। কংগ্রেসের সভাপতি মাঃ সীতারামিয়ার ঐ দলের একজন বিশিষ্ট নেতা। সেই হিসাবে ঐ দলে অনেকটা শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে বলিতে হইবে। সেই জন্য শাসনতন্ত্রের খসড়া বিলের আলোচনার সময়ে ত্রিকেন্দ্রিক প্রদেশ গঠন সম্পর্কে

পরিষদে দুই বিরোধী দলের যে সভা হইবে তাহা বোধহয় অবশ্যম্ভাবী। কর্মিদল অবশ্য বিরোধী দলীয় একটি বা দুইজন প্রবীণ সদস্যকে আর্থিক সমিতির প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য আহ্বান করিয়াছেন। আর কর্মিদলের সদস্যদের কাহারা মনোনীত হইবেন, তাহাদের নামও ঘোষণা করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে আছেন বৃহৎ প্রকল্প সমূহের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী। তাঁহারা প্রকল্পগুলির আর্থিক অবস্থা ও কর্মিদল সম্পর্কে এই অভিযোগটির যে কর্মিদলের পক্ষে অনেক অবস্থা বুঝিয়া উহা সত্য হইয়াছে কিনা সন্দেহ। তবে ওনা যাইতেছে যে, কর্মিদল বৃহৎ প্রকল্প গঠনের সময়ই আর্থিক ব্যবস্থার বিরোধিতা করিয়াছিল এবং তাঁহারা এই সঙ্গে একটি শ্বেতপত্র ও পাকিস্তানী কেন্দ্রীয় সরকারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কেও মন্তব্যসহ বেশ কিছু তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন।

কর্মিদলের কার্যনির্বাহক শ্রীযুক্ত কে. সি. নিয়োগী সম্প্রতি পার্লামেন্টারী সমাজে সরকার যে বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহাতে তাহাদের প্রস্তাবিত কার্যক্রমের মূলকথা ব্যক্ত করিয়াছেন। তাহা এইরূপ হইবে যে, অন্তত ৭ কোটি টাকার বেশী হইবে এবং বৈদেশের সেবার বিনে যন্ত্র ও যন্ত্রপাতি আমদানির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া প্রস্তাবিত মাশুল বৃদ্ধির পরিমাণ অন্তত মাসুলের আকার বাবদ করিবে বলিয়া শ্রীযুক্ত নিয়োগী উল্লেখ করেন। শ্রীযুক্ত নিয়োগী বলেন যে, যে অঞ্চলে যে কোন প্রকারেই হউক আয়ের বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং সেই উদ্দেশ্যে একটি কমিটি নিযুক্ত হইয়াছে। রেডিও বাঁধ ও টেলি. যা. চলন ইত্যাদি অনেকগুলি বৈদেশিক সাহায্য এখন তাহাদের হস্তচ্যুত হইয়া গিয়াছে। তাহাড়া বিদেশিক মুদ্রার জন্য বিদেশে কর্মিরা পাকিস্তান ও অষ্ট্রেলিয়ার সঙ্গে বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তাহাদের সাহায্যকার অনুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে। যেমন কাঁচা পাট, তুলা ও চা ইত্যাদির বিনিময়ে তাহাদের যাহাতে আছে এখন সে সমস্যাটিও ত্বরান্বিত করিতে হইতেছে। শ্রীযুক্ত নিয়োগী আশা করেন যে, তাহাদের সহিত পাকিস্তানের লেনিনা বাবস্থার মীমাংসা হইবে এবং সম্ভব এই অভিযোগ দোষ করেন যে, উভয় কর্মিদলের মধ্যে লেনিনের পক্ষ আরও সহজ করিয়া দেওয়া উচিত।

দুই কর্মিদলের কর্তাব্যক্তিদের মধ্যে আলোচনার আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা হইয়াছে। আমাদের মনের প্রথম দিকে দুই কর্মিদলের সদস্যদের মধ্যে কি কি বিষয়ে আলাপ-আলোচনা হইবে তাহা এখনও সম্পূর্ণ জানা না থাকলেও অর্থনৈতিক লেনদেনের ব্যাপারেই যে আলোচনার প্রধানতম বিষয় হইবে উহাতে সন্দেহ নাই। পূর্বাঞ্চলীয় ইসলিং চুক্তি অনুযায়ী অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্রিটেনের পরিবর্তে পাকিস্তান সরকারের মূল্য তাহার ডলারকে দিয়া দিয়াছে। কিন্তু পাকিস্তানে যেসব মাল চলিয়াছে তাহার দাম পাকিস্তান এখনও পাকিস্তানকে প্রদান করে নাই। ইহা ব্যতীত আরও যে বিষয় পাকিস্তানের পক্ষ হইয়া তাহার বক্তব্য পেশ করিয়াছে, কিন্তু পাকিস্তানের প্রতিনিধি তাহার পাকিস্তানের নিকট হইতে ঐসবের কোন জবাব এখনও পায় নাই। তাহাড়া সম্ভবত, সকল বিনিময়ের ক্ষেত্রেই তাহাদের প্রদেয় সরকার এখনও তাহাদের পৌঁছাইয়া দেয় নাই। তাহার ফলে তাহাদের ব্যবসায়ীদের এখনও পাওনা আদায় হয় নাই।

সম্ভবত, সকল বিনিময়ের ক্ষেত্রেই তাহাদের প্রদেয় সরকার এখনও তাহাদের পৌঁছাইয়া দেয় নাই। তাহার ফলে তাহাদের ব্যবসায়ীদের এখনও পাওনা আদায় হয় নাই। তাহার ফলে তাহাদের ব্যবসায়ীদের এখনও পাওনা আদায় হয় নাই।

কানপুর

বৃহৎপ্রকল্পে উদ্বাস্তুদের পুনর্বসতির সূচী পরিকল্পনা—দুর্নীতি ও বে-আইনী মাল চালান বন্ধ করার প্রচেষ্টা—বনস্পতি উৎপাদনের ক্ষেত্রে সমস্যা—তুলা পাচারের সরবরাহে চিমির কলের অচলাবস্থার অবসান।

নিজস্ব সংবাদদাতা (প্রেরিত)

কানপুর ১৭ই ফেব্রুয়ারী—অন্যান্য প্রদেশের মত বৃহৎপ্রকল্পেও উদ্বাস্তুদের পুনর্বসতির জন্য সর্বপ্রকার সাহায্যদানের চেষ্টা করিতেছে। এ পর্যন্ত বৃহৎপ্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত ৩ লক্ষ উদ্বাস্তু আয়ের গ্রহণ করিয়াছে এবং তাহাদের পুনর্বসতির জন্য চলতি বৎসরে বৃহৎপ্রকল্পে সরকার কেন্দ্র ১কোটি ৩৫ লক্ষ টাকার মত খরচ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা বস্তুতকারদের ঋণ হিসাবে দেওয়া হইয়াছে। সরকার এখনও প্রায় ৩০ হাজার পরিবারের জন্যে জমি যোগাড় করিতেছেন। জমি যোগাড় হইলে তাহাদের মধ্যে বণ্টন করা হইবে। সরকার এখনও প্রায় ৩০ হাজার পরিবারের জন্যে জমি যোগাড় করিতেছেন। জমি যোগাড় হইলে তাহাদের মধ্যে বণ্টন করা হইবে।

কানপুর

বৃহৎপ্রকল্পে উদ্বাস্তুদের পুনর্বসতির সূচী পরিকল্পনা—দুর্নীতি ও বে-আইনী মাল চালান বন্ধ করার প্রচেষ্টা—বনস্পতি উৎপাদনের ক্ষেত্রে সমস্যা—তুলা পাচারের সরবরাহে চিমির কলের অচলাবস্থার অবসান।

নিজস্ব সংবাদদাতা (প্রেরিত)

কানপুর ১৭ই ফেব্রুয়ারী—অন্যান্য প্রদেশের মত বৃহৎপ্রকল্পেও উদ্বাস্তুদের পুনর্বসতির জন্য সর্বপ্রকার সাহায্যদানের চেষ্টা করিতেছে। এ পর্যন্ত বৃহৎপ্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত ৩ লক্ষ উদ্বাস্তু আয়ের গ্রহণ করিয়াছে এবং তাহাদের পুনর্বসতির জন্য চলতি বৎসরে বৃহৎপ্রকল্পে সরকার কেন্দ্র ১কোটি ৩৫ লক্ষ টাকার মত খরচ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা বস্তুতকারদের ঋণ হিসাবে দেওয়া হইয়াছে। সরকার এখনও প্রায় ৩০ হাজার পরিবারের জন্যে জমি যোগাড় করিতেছেন। জমি যোগাড় হইলে তাহাদের মধ্যে বণ্টন করা হইবে।

বৃহৎপ্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত সরকার বিভাগ সম্প্রতি দুর্নীতি দমনের ও বে-আইনী মাল চালান বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ তৎপরতা গ্রহণ করিয়াছেন। এই পরিকল্পনানুযায়ী স্থির হইয়াছে যে, বে-আইনী মাল চলাচল বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে চলন্ত রক্ষীদল নিযুক্ত করিতে হইবে, সীমান্তে উপযুক্ত সংখ্যক কর্মচারী ও সৈন্য মোতায়েন করিতে হইবে এবং কারখানার কলকব্জার উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবার জন্য অতিরিক্ত কর্মচারী নিযুক্ত করিতে হইবে। তাহাড়া জিলা ম্যাজিস্ট্রেটের হাতে সকল সময়ে উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ জমা রাখিতে হইবে যাহাতে যে কোন সময়ে দুর্নীতি দমন ও বে-আইনী মাল চলাচল সম্পর্কে ঠিক কর্মচারী সংখ্যা সংগ্রহ করিতে পারেন। এখন সরকারের এই পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে হইলে জনসাধারণের সহযোগিতা একান্ত আবশ্যক এবং আশা করা যায় জনসাধারণ এবিষয়ে সরকারের সহিত সহযোগিতা করিতে আগ্রহান্বিত হইবে।

কানপুরের বনস্পতি উৎপাদক সমিতি প্রাদেশিক সরকারের নিকট এক স্মারকলিপিতে বলিয়াছেন যে, বনস্পতিতে যে প্রয়োজনের তুলনায় বনস্পতির যে পরিকল্পনা করিয়াছেন তাহাতে ঘরে তেলের দেওয়া যা কমিয়া আরও বৃদ্ধি পাইবে। ঐ সমিতির মতে তেলের মূল্য হ্রাসের একমাত্র উপায় হইতেছে জনসাধারণের ঘরে তেলের বিক্রয় হ্রাসকরী ব্যবস্থা করা। জনসাধারণকেও এই বিষয়ে আরও সচেতন করিয়া তুলিতে হইবে এবং যাহে তেলের দেওয়া যে একটি গুরুতর অসামাজিক কাজ তাহা জনসাধারণের মনে বদ্ধমূল করিতে হইবে।

তুলা পাচারের অভাবে বৃহৎপ্রকল্পের চিমির কলগুলিতে যে অচল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার অবসান হইয়াছে। তুলির অধিকার সম্পর্কে মতভেদের ফলে বেশ কিছুদিন তুলা পাচারের উৎপাদনে যে বিঘ্নের দেখা দিয়াছিল, তুলির মালিক ও সরকারের কর্মচারীদের মধ্যে আলাপ-আলোচনার ফলে তাহা দূরীভূত হইয়াছে। চিমির কলের মালিকদের কি পরিমাণ তুলা প্রয়োজন, তাহা তুলির মালিকদের নিকট জানাইতে বলা হইয়াছে এবং তাঁহাদের প্রয়োজনানুযায়ী মাল সরবরাহ করা হইবে বলিয়া আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে।

সঙ্কলন

জাপান-ভ্রমণ সম্পর্কে জ্ঞাতব্য

বিদেশবিভাগের সহযোগিতায় জাপান ভ্রমণ সম্পর্কে একটি পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন। জাপানে গমনেচ্ছু ব্যবসায়ীদের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়ার জন্য জাপান ভ্রমণ প্রতিষ্ঠানকে অনুরোধ করা হইয়াছে। ভ্রমণকারিগণ জাপানে ৭ দিন ভ্রমণ করিতে পারিবেন এবং অবশিষ্ট সময়ে তাঁহারা একটি অনুমোদিত বিদেশী দল্লা করিয়া চলিবেন। বিমানের ইত্যাদিদের ব্যবস্থা চলিতেছে।

গত ১লা জুলাই (১৯৪৮) হইতে এই ব্যবস্থা কার্যকরী হইয়াছে। প্রতি সপ্তাহে ২৪ জনকে ভ্রমণের সুযোগ দেওয়া হইতেছে। সমস্তকারিগণ টোকিও-ইয়োকোহামা হইতে সিঙ্গাপুর, আরাফি ও কিয়োটো পর্যন্ত যাইবেন এবং ঐ সঙ্গেই ফিরিয়া আসিবেন. যে সকল ব্যবসায়ী সম্প্রতি বিদেশ ভ্রমিয়া আসিয়াছেন, জাপানে ভ্রমণ করিতে হইলে ছাড়পত্র দ্বারা তাঁহাদের আর কোন ফিসের প্রয়োজন হইবে না। যে সকল ভারতীয় ব্যবসায়ী জাপান ভ্রমণের ইচ্ছা করেন, তাঁহারা যেন ভারত-জাপান চলাচলকারী কোন বিমান বা জাহাজ প্রতিষ্ঠানের নিকট আবেদন করেন।

ভারতে পণ্যদ্রব্যের পাইকারী মূল্যমান

ভারত সরকারের আর্থিক উপদেষ্টা নরসিংহনের ভিত্তিতে (১৯৩৯ সালের আগষ্ট=১০০) পণ্যদ্রব্যের যে পাইকারী মূল্যমান নির্ণয় করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায়, উহা গত দুই সপ্তাহের (১৯৪৮) পরিবর্তে এক সপ্তাহে শতকরা ০.২ পয়েন্ট বাড়িয়াছিল। ঐ মূল্যমান এক মাস পূর্বের তুলনায় শতকরা ০.১ অধিক এবং গত বৎসরের ঐ সপ্তাহের তুলনায় শতকরা ২৬.৫ অধিক।

আলোচ্য সপ্তাহে খাদ্যদ্রব্যের দাম শতকরা ১ পয়েন্ট বাড়িয়াছিল. চা'লাবাদাম, কাপাস বীজ, ঘৃতাদি প্রভৃতির মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় অপরিশোধিত কাঁচামালের মূল্যমান শতকরা ০.৯ বৃদ্ধি পায়। আংশিক তৈয়ারী পণ্যের দাম অপরিবর্তিত ছিল এবং সম্পূর্ণ তৈয়ারী দ্রব্যের দাম শতকরা ০.১ এবং বিবিধ দ্রব্যের মূল্য শতকরা ০.৪ হ্রাস পাইয়াছিল।

ধানের সর্বোচ্চ মূল্য

পাঞ্জাবের সরকার সকল জেলায় সর্বপ্রকার ধানের সর্বাধিক মূল্য প্রতি মাসে মাস টাকার বাঁধিয়া দিবেন স্থির করিয়াছেন। ধানের দাম এই প্রথম এইভাবে বাঁধিয়া দেওয়া হইতেছে।

পশ্চিম বঙ্গে বর্তমানে ধানের কোন সর্বাধিক মূল্য নির্দিষ্ট নাই। প্রাদেশিক সরকার উহার জেলাগুলি হইতে প্রতি মাসে মাস টাকা দর ধান ক্রয় করিতেছেন। বাঁধাদি জেলাগুলিতে কিন্তু এমন চেয়ে বেশী দরে ধান বিক্রী হয়। এই অবস্থা বিষয় সরকার বাঁধাদি ও উপযুক্ত সকল অঞ্চল হইতেই ধান সংগ্রহ করিবেন স্থির করিয়াছেন।

কলিকাতায় ভূমি ও গৃহের উপর কর

পশ্চিম বঙ্গ সরকারের অর্থসচিব বাজেট অধিবেশনে বিধানের এক আবেদনে বলা হইয়াছে যে, প্রাদেশিক সরকারের হাতে কলিকাতার সমস্ত ওয়ার্ডের ভূমি ও ইমারতাদির মোট কর বাবদ ভবিষ্যৎ মূল্য পুনর্নির্ধারণ করা কর-কাঠামোর কার্যের অপরিহার্য প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। অতএব ১৯৪৮ সালের কলিকাতা কর্পোরেশন (অস্থায়ী ব্যবস্থা-অবলম্বন) আইনের (পশ্চিম বঙ্গ ৮ আইন, ১৯৪৮) ৭ ধারায় প্রদত্ত অধিকারবলে সরকার কলিকাতা কর্পোরেশনের অ্যাসেসমেন্ট অফিসারকে ১৯৪৩ সালের কলিকাতা মিউনিসিপাল আইনের ১০১ ধারার বিধানানুযায়ী ভূমি এবং ইমারতাদির কর বাবদ দেয়ের পরিমাণ নির্ধারণ করিতে নির্দেশ দিয়াছেন। ভূমি এবং ইমারতাদির মোট কর বাবদ অতঃ কলিকাতার সমস্ত ওয়ার্ডের ভূমি ও ইমারতাদির বার্ষিক মূল্য পুনর্নির্ধারণের আদেশ প্রদান করিয়াছেন।

পাকিস্থান হইতে স্ত্রী-পুরুষ আগমন

পশ্চিম বঙ্গের সরকারী কর্মচারিগণকে এক মাসের মধ্যেই পাকিস্থান হইতে তাঁহাদের পরিবারবর্গকে সরাইয়া আনিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে বলিয়া কলিকাতার কোন কোন সংবাদপত্রে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। পশ্চিম বঙ্গ সরকার উহার প্রতিবাদ করিয়াছেন।

এই সম্পর্কে এক প্রেসনোটে বলা হইয়াছে যে, এই প্রদেশের সরকারী কর্মচারীদের প্রতি ঐরূপ কোন নির্দেশ দেওয়া হয় নাই। অপরপক্ষে পশ্চিম বঙ্গ সরকার পূর্ব বঙ্গ হইতে যাহাতে হিন্দুদের পশ্চিম বঙ্গে আগমন রোধ করার জন্য পূর্বেই ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন

দেশের বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতির সংস্কার সম্পর্কিত প্রশ্নের সুসমাধানের জন্য ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ ৯ জন সদস্য লইয়া একটি কমিটি নিয়োগ করিয়াছেন। আগামী ৮ই ডিসেম্বর সর্বাধিবেশনে ইহার প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হইবে। ১৯১৭ সালের স্যাডলার রিপোর্টের পর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাপদ্ধতি সংস্কারের বিশেষ কোন চেষ্টা হয় নাই।

এই সম্পর্কে ইতিমধ্যে কমিশনের সদস্যগণের নিকট একটি বিস্তারিত প্রশ্নপত্র প্রেরিত হইয়াছে। প্রশ্নপত্রে উপস্থিত বিষয়ের মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি গুরুত্বপূর্ণ:

বিশ্ববিদ্যালয় ও উহার অধীন কলেজগুলিতে শিক্ষাদান ও পরীক্ষা গ্রহণের উচ্চ মান রক্ষার ব্যবস্থা, শিক্ষকদের যোগ্যতা, তাঁহাদের অবস্থা ও বেতন, ছাত্রদের বেতন ও অন্য ইত্যাদি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অর্থসংস্থান, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণের যোগ্যতা—বিশেষ পরীক্ষা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা ইত্যাদি।

বিদেশী বৈঠকের পর কমিশন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শনে বাহির হইবেন। প্রত্যেক স্থানে কমিশন ৩ হইতে ৬ দিন অবস্থান করিবেন। কমিশন আগামী জানুয়ারী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে কলিকাতা পৌঁছিবেন বলিয়া আশা করা যায়। ১৯৪৯ সালের ৩১ মার্চের মধ্যে কমিশনের কার্য শেষ হইবে বলিয়া অনুমিত হয়।

উচ্চ ডাক্তারী শিক্ষার ব্যবস্থা

ভারতের বিভিন্ন ডাক্তারী প্রতিষ্ঠানের বিপুল ক্যান্ডিডেটদের উচ্চশিক্ষার জন্য ভারত সরকার ৬টি বৃত্তিদানের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তিন বৎসর শিক্ষা বিদেশে ব্যবস্থা হইবার পর ব্যবসার ক্ষেত্রেই সরকার যোগ দিবেন।

বিভিন্নদিক বিভাগের কর্মচারীদের মধ্যে ৪টি বৃত্তি বন্টন করা হইবে

ইণ্ডিয়া প্রেস,
কেমিক্যাল ১৯।

বেকার লিমিটেড

(BAKER LIMITED)

শালিখা, ২৪ পরগণা

বৈদ্যুতিক মোটর, ডায়নামো, পাম্প, এ্যু-সি, ডি-সি জেনারেটার, ওয়েলডিং ট্রান্সফর্মার, স্পট ওয়েলডার এবং সর্বপ্রকার ইলেক্‌ট্রোড সরবরাহকারক।

অর্ডার দিলে আমরা ইলেকট্রিক সংক্রান্ত যে কোন মাল সরবরাহ করিতে পারি।

পাকিস্থানবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি

পাকিস্তান রক্ষার জন্য প্রয়োজনানুযায়ী যে কোন স্থানে ও যে-কোন সময়ে বিমান করিবার জন্য ৫০ হাজার উপজাতীয় লোককে অবিলম্বে তুলিবার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইয়াছে।

কয়েক মাস যাবৎ এই সব উপজাতীয় লোককে বিশেষ শিক্ষা দেওয়া হইতেছে এবং যখনই প্রয়োজন হইবে, তখনই ইহারা সশস্ত্র পাকিস্তান বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করিবে।

রেলওয়ে কর্মচারী সম্পর্কে ছোট প্রস্তাব

আন্তঃ ইণ্ডিয়া রেলওয়েজের কেন্দ্রীয়ভবনের সাধারণ পরিষদে বিপুল ভোটাধিক্যে এই মর্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে, কর্মচারী সম্পর্কে প্রস্তাবিত অনুযোগিক ইউনিয়নের দাবীসমূহ অবিলম্বে বিবেচনা করা হউক। ১৯৫৯ সালের ১০ই জানুয়ারীর মধ্যে ইউনিয়নগুলিকে ছোট ছোট সমূহ করিয়া রেলওয়ে-অফিসার কমিটির নিকট বিস্তারিত প্রস্তাব পেশ করিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

প্রস্তাবে আরও সিদ্ধান্ত করা হয় যে, এই জানুয়ারী হইতেই বিরোধ মীমাংসা করা হইবে। রেলওয়ে বোর্ড ইতিমধ্যে কর্মচারীদের অভাব-অভিযোগ বিবেচনার জন্য ১৯৫৯ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে ঐ বিষয়ে একটি স্থায়ী ও আধাসরকারী যন্ত্র গঠন করিবেন। বর্তমান ঐক্য-ব্যবস্থাকে আরও সম্প্রসারিত করিবেন এবং প্রায় ১০০ জন প্রতিনিধি সভায় উপস্থিত ছিলেন।

আশ্রয়প্রার্থীদের পুনর্বসতিতন্ত্রে পূর্ব বঙ্গ সরকারের পরিকল্পনা

ঢাকাস্থ বিহার ও আসাম অফিস হইতে আরও প্রায় এক লক্ষ আশ্রয়প্রার্থীর পুনর্বসতির জন্য পূর্ব বঙ্গ সরকারের সাহায্য ও পুনর্বসতি বিভাগ একটি পরিকল্পনা করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। এই পরিকল্পনার জন্য তিন কোটি টাকা ব্যয় হইবে। আশ্রয়প্রার্থীদের পুনর্বসতির লাগী বিটাইবার এবং পতিত জমি সংস্কার করাইয়া প্রয়োজন বুঝিলে অস্থায়ীভাবে তাদের জমি দেওয়া এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য।

পরিকল্পনায় ৫ জনের একটি পরিবারের প্রত্যেক পরিবারকে ৫ একর জমি, ঘর তোলার সাজসরঞ্জাম ও কৃষিবাদের সরঞ্জামের মূল্য বাবদ মোট ১৫ শত টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইবে।

সরকারী মহলের সংবাদে জানা যায় যে, এই জন্য প্রায় এক লক্ষ একর জমি পাওয়া যাইবে। এই পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করার জন্য পূর্ব বঙ্গ সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে ৩ কোটি টাকা সাহায্য চাহিবেন বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে।

প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের জন্য বৃত্তি

পশ্চিম বঙ্গ সরকারের এক ঘোষণায় বলা হইয়াছে যে, প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণ যে-সমস্ত ছাত্রছাত্রী ইতিমধ্যেই বৃত্তি পাইতেছে তাহারা ব্যতীত অন্যান্য ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ১৯৫৯ সালে ১০০ বৃত্তি বিতরণ করা হইবে। ইহাদিগকে অধিকন্তু ১৯৬০ সালে ১০০ বৃত্তি দেওয়া হইবে। বৃত্তির মেয়াদ হইবে দুই বৎসর। বৃত্তি বাবদ ছাত্রদের মাসিক ৩০ টাকা এবং ছাত্রীদের ৩৫ টাকা করিয়া দেওয়া হইবে।

টেক্সটাইল বোর্ড গঠন

পশ্চিম বঙ্গ সরকার ১৫ জন সদস্য লইয়া একটি টেক্সটাইল বোর্ড গঠনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সিল্ক ও উলের আঁশের উৎপাদন, ঋণ দেওয়া ও মূল্য নির্ধারণ সম্পর্কিত সমস্ত বিষয়ে উক্ত বোর্ড সরকারের সহায়তা করিবে। বস্ত্র শিল্পের ও বিক্রি ব্যাপারে বোর্ড সরকারকে পরামর্শ দিবে।

বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের অতিরিক্ত টেক্সটাইল আডভাইসার শ্রীহরিপদ দত্ত ও টেক্সটাইল ডিরেক্টর মিঃ এম. এম. মুখার্জী বোর্ডের যোগাযোগ ও লেজিসলেটিভ বিভাগ হইবেন।

পাকিস্থানের নিকট হস্তান্তরিত রেলওয়ে

সরঞ্জাম

প্রকাশ, পাকিস্তানের নিকট ট্রেণের ইঞ্জিন বগি প্রভৃতি হস্তান্তর সম্পর্কে আরও সরকারের যোগসূত্র ও পাকিস্তান সরকারের মধ্যে যে চুক্তি হইয়াছে, তদনুযায়ী পাকিস্তান সরকার ইন্ডিয়ান্যাল ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়ার যোধপুর শাখায় ৫০ লক্ষ টাকা জমা দিয়াছেন। ট্রেণের উপরিউক্ত সরঞ্জামগুলি যোধপুর হইতে লইয়া যাওয়া হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। এই রেলগাড়ীগুলির মূল্য হইবে ৫০ লক্ষাধিক টাকা।

বিমানের সম্পত্তির হিসাব

বিমান পৃথিবীর অন্য একরূপ বন্ধুত্বের। সংবাদে প্রকাশ যে, বন্দর, রোদ, জল, হাওয়া প্রভৃতিতে তাহার প্রায় ৬৯,৩৫,০০,০০০৲ টাকা আছে। ইহা ছাড়া উক্ত পরিমাণ মূল্যের জমি ও অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তি আছে।

ভারতসরকারের বিভিন্ন বাজে অনুসন্ধান করিয়া জানা গিয়াছে যে, বিমান তাহার অর্থ বা মূল্যবান দ্রব্যাদি কোন ব্যাঙ্কে জমা রাখে নাই, বা কোন বিদেশী ব্যাঙ্কেও তাহার সম্পত্তি তাহাদিগের জিম্মায় নাই।

রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় অবস্থিত চাষের জমিগুলি প্রতি বৎসর তাহার আড়াই কোটি টাকা আয় করে। এই সব জমি সরকারী চাষের আওতায় আসিবে এবং তাহার নিজের অবৈতনিক কর্মিগণ উহা দেখা-শুনা করেন। রাজ্যের অর্থশিল্প চাষের জমি হইতে সরকারের প্রতি বৎসর মোট প্রায় তিন কোটি টাকা রাজস্ব আদায় হয়। ইহার উপরেও বিমান রাজ্যের ব্যবসাবাণিজ্য হইতে প্রতি বৎসর ১০ লক্ষ টাকা পাইয়া থাকেন।

সারের আরো অধিকতর ব্যবহারের জন্য গ্রামে গ্রামে সভা করে এবং বিভিন্ন ফসলের জন্য সারের পরিমাণ কি হওয়া উচিত তাহা কৃষিবিভাগের লোকেরা প্রকাশ্য ভিন্ন বিভাগ হইতে সময় পান না। ইহাই বিভাগ ও প্রচারকর্মী সারের আশীর্বাদ মধ্যে বিরোধের প্রধান কারণ বলিয়া প্রকাশ।

বিহার সরকারের কর্মচ্যুত কর্মচারিগণ

হাইকোর্টের সর্বশেষ খবর বিহার সরকারের পক্ষীয়দের সংখ্যা যে সকল কর্মচারী খত অমান্য করিয়াছেন এবং রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করার জন্য পদত্যাগ করিয়াছেন অথবা বরখাস্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে পুনরায় স্ব স্ব পদে নিযুক্ত করার আদেশ জারী করিয়াছেন। পুনর্নিয়োগের জন্য আগামী ৩১শে জানুয়ারীর মধ্যে তাঁহাদিগকে আবেদন করিতে হইবে।

ছোট করেদের খবর হইতে জানা যায় যে, প্রায় ৭ হাজার কর্মচারী এই আদেশের আওতায় পড়িবেন। ইহাদের মধ্যে ৩ হাজার কর্মচারী পদত্যাগ করিয়াছিলেন, প্রায় সমসংখ্যক কর্মচারী রাজনৈতিক ব্যক্তিদের অথবা বিশৃঙ্খলার মধ্যে কাজ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন এবং প্রায় এক হাজার কর্মচারী পূর্ণাঙ্গভাবে ধর্মঘটে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

প্রসিদ্ধ হিন্দু মন্দির হরিজনদের জন্য উন্মুক্ত

ইন্দোরের নিকটবর্তী কায়লানদী মন্দিরের দ্বার তাঁহার দেবাইতদের সম্মতিক্রমে হরিজনদের জন্য উন্মুক্ত ঘোষণা করা হইয়াছে। এই মন্দির উক্ত অঞ্চলটির একটি পুরাতন হিন্দু মন্দির।

কাঠের উৎকর্ষ বৃদ্ধি

বেনারসের বন-অন্বেষণা প্রতিষ্ঠান ইউরিয়াফর্মাল্ডিহাইড রেসিন উৎপাদন প্রথা বিস্তারের দ্বারা কাঠের উৎকর্ষ বৃদ্ধি সম্পর্কে অন্বেষণা করিতেছেন।

১৯৫৮ সাই এক পুস্তিকাতে এই অন্বেষণার ফল প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে বলা হইয়াছে যে, এই পদ্ধতিতে কাঠের শক্তিবৃদ্ধি সম্ভব। অবশ্য, কেবল-কর্মাল্ডিহাইডের প্রয়োগের দ্বারা যেরূপ ফল পাওয়া যায় ইউরিয়ার পদ্ধতিতে তত উৎকর্ষ ফল পাওয়া যায় না। উপরিউক্ত উপায়ে বাইনিউ অ্যালিকেন বিশেষ কাঠের দ্বারা বিভিন্ন অবয়ব প্রস্তুত করা যায়, কিন্তু কাঠের বিকল্প তাহা যায় না। এই পদ্ধতির অসুবিধা হইতেছে এই যে, সকল শ্রেণীর ও আকারের কাঠে ইহা প্রয়োগ করা সম্ভব নহে।

রাসায়নিক প্রস্তুতির জন্য কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি বিশেষ কার্যকরী হইবে।

পশুপালন ও পশুচিকিৎসা সংক্রান্ত বোর্ড

কলিকাতার সরকারী সমবায়ের পূর্ণাঙ্গ সব সরকার কর্তৃক স্থিরীকৃত হইয়াছে, পশুপালন ও পশু চিকিৎসা সম্পর্কিত প্রাদেশিক বোর্ডের অধিবেশন সম্প্রতি সমাপ্ত হইয়াছে এবং উহাতে প্রদেশের গুরু সম্পর্কে অনুসন্ধান কার্যে এরোপ্লেনের সাহায্যে লওয়ার ব্যবস্থা, কলিকাতায় বন্টিত দুধে ভেজাল নিবারণের ব্যবস্থার সম্প্রসারণ এবং তদুদ্দেশ্যে আবশ্যক ব্যবস্থা অবলম্বন সম্বন্ধে একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিয়োগ এবং অন্যান্য কয়েকটি প্রস্তাবিত করা হইয়াছে। কৃষিবিদ শ্রীযুত বাধাপ্রসাদ পাত্রা সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

পশ্চিম বঙ্গে দ্বি-পরিষদ আইনসঙ্গত

গণ-পরিষদের পশ্চিম বঙ্গের সভ্যগণ পশ্চিম বঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে উচ্চতর পরিষদ গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। শীঘ্রই আলোচনার সময়ে এই সম্পর্কে বিবেচনা করা হইবে। পশ্চিম বঙ্গের ১৪ জন সদস্য এই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন এবং সভায় উপস্থিত সকলেই সভাপতিত্ব করেন। প্রকাশ যে, পশ্চিম বঙ্গের মন্ত্রিসভাও উচ্চতর পরিষদের সপক্ষে তাঁহাদের অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন।

বাঙ্গালী সম্মেলন

আগামী ২৫এ ডিসেম্বর কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হলে "বাঙ্গালী সমস্যা" করিয়া একটি বাঙ্গালী সম্মেলন আহূত হইয়াছে। উহাতে বাঙ্গালীর ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতি, শিক্ষা ও বিজ্ঞান প্রসারের প্রয়োজনীয়তা, আবাদ ভূমিতে প্রত্যেক পরিবার সহজ গণ-পরিষদের নির্বাচন ও ব্যবসার ধারা উৎপাদন, বাঙ্গালীর বৈজ্ঞানিক আর্থিক সুবিধা ও তাহার প্রতিকারের পথ, বাঙ্গালার বাঙ্গালীদের সমস্যা ও প্রবাসী বাঙ্গালীদের নিরাপত্তা ও সম্মান ব্যবস্থা ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে।

ডিসি ট্রেনে রক্ষিত চাউল

কোন কোন সংবাদপত্রে এই মর্মে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে যে, পশ্চিম দিনাজপুরে সংগৃহীত ২ লক্ষ মণ চাউল উপযুক্ত বন্দরের অভাবে ডিসি ট্রেনে ইয়ারে পড়িয়া যাইতেছে। প্রকৃত ব্যাপার এই যে পূর্ব পাকিস্তান সরকার আন্তঃবিনিময় চুক্তি অনুসারে ঐ চাউলের জন্য আবশ্যক পার্টিফিকেট না দেওয়ায় বিগত সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি হইতে উহা পড়িয়া আছে এবং পশ্চিম বঙ্গ সরকারের পক্ষে তাহা অপসারণ করা সম্ভব হয় নাই। পূর্ব পাকিস্তান সরকারকে এজন্য একাধিকবার অনুরোধ করা হইয়াছে। ঐ চাউলের অধিকাংশ গ্রামাঞ্চলে রাখা হইয়াছে এবং তার পাওয়া কিছু চাউল বেলঘরিয়ে ডকস্ পেতে পড়িয়া আছে। চাউলের যে পাওয়া ক্ষতি হইয়াছে, তাহা উপেক্ষণীয়। আধাধা-বিস্তৃত রেলপথে ঐ চাউল অপসারণের ব্যবস্থা হইতেছে। উহাতে বিলম্ব হইবে, কেন না ডিসি . ইয়ার হইতে আধাধা-বিস্তৃত রেলের ট্রেন খুব ধীর গতিতে এবং মাত্র আড়াইটে ওয়াগন টানিয়া যাইতে পারে।

বগুড়া ও দিনাজপুর জিলায় ধান সংগ্রহ

পাকিস্তান সরকারের বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, ধানের জমির পরিমাণ ১০ একরের বেশী তালুকদিগকে বগুড়া জেলায় একর প্রতি ১৫৯ আটের মণ হিসাবে দেয় (পাকি) এবং দিনাজপুরে কোন কোন থানায় একর-প্রতি ২১/০ হইতে মণ এবং কোন কোন থানায় ১৩/০ মণ (পাকি) হিসাবে ধান সরকারী গুদামে জমা দিতে হইবে। জমির বার্ষিক পরিমাণমতের খোরাকীর জন্য অবশিষ্ট ধানের ৭০ ভাগ পর্যন্ত তিন বৎসর পর্যন্ত সময়ের পিছনের খোরাকী ধরা হয় নাই। এই বিধানের বিরুদ্ধে হিন্দু, মুসলমান, কৃষক ও জোতদারগণ আপত্তি জ্ঞাপন করিয়াছেন।

পাকিস্তানে বস্ত্রসমস্যা সমাধান

ভারত সরকারের কোন নির্দিষ্ট প্রকারের বস্ত্রোৎপাদনকে হ্রাস-বৃদ্ধি করিয়া আমদানিকৃত বস্ত্রসমস্যা সমাধানের পরিবর্তে পাকিস্তানে বস্ত্রশিল্প অধিকতর বিস্তার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন:

(১) যে সকল ব্যবসায়ী বেসরিফলের পূর্বে টেক্সটাইল কমিশনারের অনুমতিক্রমে লাইসেন্স পাইয়াছেন এবং পাকিস্তানে বস্ত্রসমস্যা নিরসনের জন্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছেন,

(২) যে সকল আবশ্যিকারী প্রতিষ্ঠান বিদেশী বস্ত্রনির্মাতাকারকের তাহার ও পাকিস্তানের জন্য নিয়ন্ত্রণ মোল এজেন্টরূপে কাজ করেন এবং আবশ্যিকৃত বস্ত্রসমস্যা পাকিস্তানে পরিবর্তে জন্য পুনরায় বাজেটী ইত্যাদির ব্যবস্থা করেন।

৪৪৩ ব্যয় স্থাপনির জন্য আবশ্যক বলিয়াপ্রমাণিত-দের কলকারখানার স্থাপনি বাণিজ্য বিদেশপ্রকারীর নিকট আবেদন করিতে হইবে। মন্ত্রিসভার প্রধান স্থাপনি বিদেশপ্রকারীর নিকট সরাসরি আবেদন পাঠাইলে তাহা গ্রাহ্য হইবে না। যেসকল লোক ইতিপূর্বে আবেদন করিয়াছেন, তাঁহারা যোগ্য বিবেচিত হইলে পুনরায় তাঁহাদিগকে আবেদন করিতে হইবে।

ভারতের নিকট গম বিক্রয়

ডিসি সরকার ভারতের নিকট ১০ লক্ষ টন গম বিক্রয় করিবার প্রস্তাব জানাইয়াছেন। এখনও পর্যন্ত কোন চুক্তি সম্পন্ন হয় নাই।

বাজধানী হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ যে, ডিসি ভারতের নিকট মোট ১ লক্ষ টন গম বিক্রয় করিবে। এই বৎসর ডিসিতে যেরূপ প্রচুর পরিমাণে গম উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাতে দেশের চাহিদা মিটাইবার পরেও অনেক পরিমাণ গম বিক্রয় করা চলিবে।

ডিসি সরকারের সভাপতি ইতিমধ্যে ভারতের নিকট এই প্রস্তাব করা হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

বিমানযোগে ডাকের পরিমাণ

গত অক্টোবর মাসের প্রথম দুই সপ্তাহের মধ্যে পশ্চিম বঙ্গের এরোড্রোমসমূহের বিভিন্ন বিমানযোগে অন্যান্য ডাকের ৪৯টি থলিতে সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

ঐ সময়ের মধ্যে ৩,১১৫ অপেক্ষা অধিক ওজন ও টাকার, ২৩ মণ গম ও সমজাত দ্রব্য, ১৩ মণ ঔষধ, ৩ টিন কেরোসিন তৈল, ৬৬৬ গজ ধুতি ও সাড়ী, ৯৯২ গজ শার্টিং, ১৮৭টি বোতাম, ৪২ বাণ্ডিল ও ৩ মণ সুতা, ১টি রৈয়ারী পোষাক, ১ বাণ্ডিল ছাপা কাপড়, ১৫ মণ লোহা, ৪ টিন আয়োডিন্ন মালসেই, ১৪ বক্স সিমেন্ট, ৪ মণ আলানি কয়লা, ২৪ বাণ্ডিল টেক্সটাইল লোহার পাত, ৩৩ বাণ্ডিল লোহার রড, ৭ গজ লোহার পাত, ৪২ টিন বাণ্ডিলের তৈল, ৫৪ টিন পরিষ্কৃত তৈল ও পাউচ আয়োডিন, ১২ হাজার বিড়ি ১৪ বস্তা কাপড় কাচা সাবান, ৩ টিন চর্বি, ১৮ সের সাবু, ১,৪৩২ বক্স দিয়াশলাই, ২ বস্তা চিনি, ৩০ সের মিছরী, ৮টিন ঘৃতসংযুক্ত তৈল, ৪ বস্তা বাতি, ১ বস্তা বাদাম, ৩৯ গজ ছাতার কাপড় এবং ১৪ টাকা মূল্যের অন্যান্য দ্রব্য উদ্ধার করা হইয়াছে।

ঐ সময়ের মধ্যে কোন এক ব্যক্তি কর্তৃক পুলিসকে দুই বিভিন্ন সংবাদও পাওয়া গিয়াছে।

কয়লার জন্য অধিকতর মালগাড়ী

গত ১৭ই নভেম্বর যে ১০ দিন শেষ হইয়াছে সেই দশ দিনে বাংলা, বিহার, মধ্যভারত ও বালাসের কয়লা খনি হইতে কলিকাতা বোম্বাইএর জন্য ই, এম, আর, লাইনে প্রতিদিন গড়ে ১,৪১০ গাড়ি করিয়া কয়লা প্রেরণ করা হইয়াছে। ইহার পূর্ব দশ দিনে দেওয়া হইয়াছিল (অর্থাৎ ৩১এ অক্টোবর পর্যন্ত) ১,২১৪ গাড়ী কয়লা। উল্লিখিত একই সময়ে সাধারণ পণ্যের জন্য প্রতিদিন গড়ে ১৩৭ গাড়ী ওয়াগন দেওয়া হয়। গত বৎসর এই সময়ে দেওয়া হইয়াছিল ১১৩ গাড়ী ওয়াগন।

ইস্পাতের কারখানাসমূহের মাসিক চাহিদা জন্য অন্ত ত্রৈমাসিক ৪৯০ গাড়ী ওয়াগন দেওয়া হইয়াছিল। ৩১এ অক্টোবর যে ত্রৈমাসিক শেষ হইয়াছে সেই ত্রৈমাসিকে এপ্রিলমেন্ট গাড়ী দেওয়া হইয়াছিল ৪৩৯টি। আলোচ্য সময়ে রসিদ, আবশ্যিক, লৌহ, ইস্পাত, ইস্পাত, সিমেন্ট প্রভৃতির জন্য ৩৩ গাড়ী স্পেশাল মালগাড়ী দেওয়া হইয়াছিল। ইহার পূর্ব দশ দিনে দেওয়া হইয়াছিল ৭৬খানি স্পেশাল।

জলপথে পাম-আমেরিকান

পাম আমেরিকান ওয়ার্ল্ড এয়ারওয়েজ এই সপ্তাহের শেষাশেষি বাকিং দুষ্কর্মে ডাকযোগে বিমান যোগে প্রেরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। পাম ফ্রান্সিসকোতে ইহাদের এজেন্ট কার্যালয় আজ প্রাতঃকাল না হওয়ায় পণ্যের ওজনের সকল ডাক সিউইয়র্কে লইয়া যাওয়া হইবে। অতএব এখন হইতে সিউইয়র্কে

হেডিং দেওয়া হইবে। কর্মিক বাহিরে যাইবার সময় ঐ কার্ড ফেরত দিয়া যাইতে হইবে।

কর্মিক আফিসের ভাতা এই খাতে দেওয়া হইবে এবং বিভাগীয় কর্মীদের সহিত মাসিক আলোচনা ও কর্মিক আফিসের বিভিন্ন কাজে যোগ দেওয়া হইবে।

ব্যাঙ্গালোরে বিমান প্রদর্শনী

ব্যাঙ্গালোর বিমান বন্দরে আগামী বিমান ঘাঁটিতে ভেট ইঞ্জিনযুক্ত 'ভ্যাম্পায়ার' ও 'ভিনোটর' বিমানের এক প্রদর্শনী হয়। নূতন ধরণের এই ছয়খানা বিমানবাহী জাহাজ সবেমাত্র ক্রয় করিয়াছেন। বিমানগুলি সম্প্রতি ইংলণ্ড হইতে আসিয়াছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু, ডেপুটি হাই কমিশনার মিঃ ও মহিলাসহ অন্যান্য সম্ভ্রান্তগণ এই বিমান ঘাঁটি পরিদর্শন করিবেন। ভারতের বিমানবাহিনীর উদ্যোগে উক্ত প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়।

ভারত-ইটালীর বাণিজ্য চুক্তি

ভারত ও ইটালি সরকারের মধ্যে একটি অস্থায়ী চুক্তি সম্প্রতি হইয়া গেল। চুক্তির কাগজপত্রে সেদিন সই করিবার পর একটি সংবাদপত্র ও একটি ইংরেজি বিমান পত্রিকার বিমান ভাড়াতে করিয়া কয়েকজন ইটালিয়ান ব্যবসায়ী ভারতে আসিয়াছেন। ইহাঁদের সঙ্গে বেসরকারি বিভাগের ডিরেক্টর মিঃ ও, ই, ডেভেলপমেন্ট বিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টর মিঃ ই, কে, আর, মেনন পুনাই ও চুক্তি সম্পর্কিত আলাপ আলোচনা পরিচালনা করেন।

প্রকাশ, একটি ইংরেজি বিমান প্রতিষ্ঠান শীঘ্রই এদেশজাত মাল ক্রয় করিতে আসিবেন।—ভারত ও ইটালির মধ্যে আর একটি বিমান চলাচল চুক্তি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে একটি বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধিদলও ভারতে আসিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

ভারতে বিশেষ মানসিক ব্যবস্থাবিজ্ঞানবিদ

মিঃ ইয়ার্কস যে ওয়াটসন বিমান কোম্পানীর ব্যবসা বিভাগের সহযোগী ডিরেক্টর ডাঃ হ্যারিল্ড ডি, হ্রীভ এম, এস, ডি, সি, এইচ, ডি, পাশ-আমেরিকান ওয়েষ্টার্ন এয়ারওয়েজের বিমানে ভারতবর্ষে আসিয়াছেন। সম্প্রতি উক্ত কোম্পানী ভারতীয় চালক নির্বাচনের পক্ষে যথার সম্বন্ধে যে তথ্যানুসন্ধান করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ করার উদ্দেশ্যেই তিনি এই বেলে আসিয়াছেন।

ডাঃ হ্রীভ ব্যবসায়ী পুরুষ প্রবন্ধ করিয়াছেন। মানসিক্যবিজ্ঞান বহু ক্ষেত্রে আমেরিকান সামরিক পদের তিনি বিভিন্ন দেবক। তাহা ছাড়া ঐ বেলের সাহেবি, সংখ্যাসভা, প্রভৃতি বিষয়ক কলা প্রতিষ্ঠানের বৈধিক সভাপতি, সরকারী সভাসমিতি ও সংগঠনে তিনি সংযুক্ত।

বিশ্রামের জন্য বিমানে বিমান (ডিনি ইংরেজি) আসিবার দুই সপ্তাহ কাটাইয়াছেন। ডাঃ হ্রীভ আগামী ১৯৫ দিনের অধ্যাপনীর উদ্যোগে ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রদর্শনপূর্বক এবং বৈজ্ঞানিকদের সহিত আলোচনা করিবেন।

এই প্রদর্শনীতে অবসরপ্রাপ্ত বৈমানিকদের দুই ও বর্তমানের সময়ে যে জাতীয় বিমান ব্যবহৃত হইতেছে সেগুলিকে রাখা হইবে। বৈমানিকদের জন্য উক্ত প্রদর্শনী ১৯৫ দিনের ব্যবহৃত বিমানের সময়ে প্রত্যহ অন্যূন ৫টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত খোলা থাকিবে।

সরকার প্রচার ও সংবাদবোধ

পশ্চিম বঙ্গ সরকার সমাজ প্রচার আরও জনসাধারণের নিকট প্রচার ও উহাকে জনপ্রিয় করিয়া তুলিবার জন্য একটি সরকার প্রচার এবং সংবাদবোধ সম্পর্কিত সরকার কমিটি গঠন করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

উক্ত কমিটিতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ আছেন—পশ্চিম বঙ্গ সরকারের সংবাদ ও প্রচার অধিকর্তা শ্রীযুক্ত অতুল চন্দ্র গুপ্ত, ডাইরেক্টর অব এডুকেশন শ্রীযুক্ত আশুতোষ দাস এম, এস, এ, এবং প্রাদেশিক সরকারের কমিটির সরকারী সদস্যক শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন।

ডাকযোগে বৈদেশিক ঘাড়পত্র প্রেরণ

এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, ভারতের বাহিরে যে কোন স্থানে প্রেরণের জন্য বৈদেশিক ঘাড়পত্র ডাকযোগে করা দুষ্কর হইয়াছে। এইরূপ ঘাড়পত্র প্রেরণের সময় উহার সহিত বৈদেশিক দূতাবাস বা রাষ্ট্রনৈতিক দূতাবাসের অধিকারের সার্টিফিকেট দিতে হইবে।

ফোন—ক্যাল ৩৮৩১

প্রিমিয়ার ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কস্

১১৫, প্রিন্সেপ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ছাপাখানা সংক্রান্ত ইঞ্জিনীয়ারিং,

লাইনোটাইপ, ইনটারটাইপ, লেটারপ্রেস ও অফসেট মেশিন

সংস্থাপন, তত্ত্বাবধান ও জীর্ণসংস্কার কার্য্যে বিশেষজ্ঞ

এবং

সর্বশ্রেণীর মুদ্রাযন্ত্র

ও

মুদ্রণ সরঞ্জাম ব্যবসায়ী।

ডানলপ

সবার আগে

১৮৮৮ সালে প্রথম — ডানলপ প্রথম কার্যোপযোগী হাওয়া-ভরা টায়ার প্রস্তুত করে।

১৮৯৮ সালে প্রথম — ডানলপ এদেশে প্রথম টায়ার কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করে।

১৯৩৬ সালে প্রথম — ডানলপ প্রথম এদেশে টায়ার তৈরির কারখানা স্থাপন করে।

১৯৪৮ সালে প্রথম — টায়ার কোম্পানির মধ্যে ডানলপ প্রথম ৫০ বছর পূর্ণ করে সুবর্ণ-জয়ন্তী উৎসব করছে।

গুণে ও কার্যকারিতায়—

ডানলপ সবার আগে

অর্থনীতি

চুক্তি পালনের পাকিস্থানী নমুনা

রপ্তানি পরামর্শদাতা সংঘের অধিবেশনে শ্রীযুক্ত মিরোশীর পাটসম্পর্কিত উক্তি

অনলাস, ১৫ই অক্টোবর

সম্প্রতি আমার ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানের প্রতিনিধিবর্গের মধ্যে দিল্লী ও করাচীতে আন্তঃবাণীয় চুক্তি হইয়া গেল।—এই শ্রেণীর বৈঠকের আর কোন অর্থ আছে বলিয়া মনে হইতেছে না। অবশ্যই বাণিজ্য বিষয় সম্পর্কে ভারত ও পাকিস্তানের আমরা যে কতজন এবং মোট কত সংখ্যক বৈঠক হইয়াছে, তাহার হিসাব আমরা তুলিয়া দিয়াছি। সরকারী কর্তৃপক্ষের কেহ যে তাহার হিসাব এক কথায় দিতে পারিবেন, তেমন সম্ভাবনা অল্প। উহা-দিগকেও উহার জন্য পরিশ্রম করিতে হইবে।— কিন্তু বিনা পরিশ্রমে ও বিনা হিসাবেও আমরা নিশ্চিতভাবে একথা বলিতে পারি যে, এখন চুক্তি লঙ্ঘনের ও আলোচনার সময় হইয়াছে বাস্তবিকই, অর্থাৎ কাজ যেটুকু হইয়াছে, তাহার তুলনায় এখন সময়ের সময় হইয়াছে অনেক বেশী।

• • •

এই সকল আলোচনার যদি কোনরূপ ফল লাভ হইত, উহাতে প্রতিফলিত হইত যে, যদি ভারতের প্রতিনিধিবর্গের হইত, তাহা হইলে দেখানে এমন কতিপয় চুক্তি সম্পাদনের প্রয়োজন হইত না। এক সময় বিভাগ প্রসঙ্গ করিয়া, যে সকল বিষয় কেন্দ্র প্রতিপালিত হইত বা তাহার কৈফিয়ৎ তলব করিবার জন্য সরকারী মহল আমাদের এমন ঘন ঘন প্রয়োজন হইত না। —এখনই কথিত সময়, অর্থাৎ ও অন্যান্য পাকিস্তান যে ভয় এড়াইতে চাহিয়াছে তাহার আর উহা নাই। অন্য পক্ষান্তরে বলার কথা এই যে, সাধারণ ভুলচুক প্রদর্শন এবং প্রতিক্রিয়া ও সব প্রতিপালনটা একপ্রকার বলিতে গেলে বেকায়দায় হইয়াছে, অর্থাৎ ভারতবর্ষ তাহার প্রতি যে কোন প্রতিশ্রুতি পালন করিতে ত্রুটি করিয়াছে না (এবং যা কিছু বিলম্বিত সময়ের মধ্যেই তাহা সম্পন্ন হইয়াছে), কিন্তু পাকিস্তান তাহার কিছুমাত্র অসৎ কৌশল প্রয়োগ করিয়া একবার ধরা দেওয়া ছাড়া আর যে বিশেষ কিছু করিয়াছে না, তাহা বুঝিবার তার বুঝি যে কোন পিতার আছে।

অবশ্য কয়েক দিন আর পরেই একান্ত সন্তোষজনক আবহাওয়ার মধ্যে আন্তঃ-বাণীয় বৈঠক সম্পন্ন হওয়ার সময়ে পাইয়েছি এবং প্রতিটি বৈঠকেই যে অতিমাত্র সাফল্যের গর্বিত সৌজন্যপূর্ণ মনোভাব লইয়া সমাপ্ত হইয়াছে, এমন সরকারী বিজ্ঞপ্তিও পাই করিয়েছি।

• • •

প্রশ্নবিভাগকে যে হাজার অনুরোধের আমরা সবটা মনে রাখিয়া লইতে পারিব নাই, ইহা এমন কিছু গোপন কথা নয়। কাজেই ভারতবিভাগ সত্ত্বেও পাকিস্তানের পরিসংখ্যা কিছু কিছু অধিকারী নয়, মুসলমান অধিকারীও যে আজ ঘরে ঘরে ভারতের আসল মন মরে, একথা ভারতবাসীদের সঙ্গে বলে করা উচিত। কাজেই সৌজন্যের অভাব ভারতবর্ষের পক্ষে হওয়ার কথা নয়,—তাই মনোভাবের অনুকূলতা যদি ভারতের যথা পরিসংখ্যিক হইয়া থাকে তাহা হইলে পাকিস্তানের অংশেই তাহা হইয়াছে।

• • • •

সম্প্রতি তৃতীয় দিল্লীতে অন্তঃ-বাণীয় সম্মেলন সম্পর্কে যে সকল তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা বিশেষ বিশ্লেষণ করিলে দেখিলেই আমাদের উপরোক্ত উক্তির যথার্থতা প্রমাণিত হইবে। উক্ত সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল দেশবিভাগজনিত সমস্যা যথা অবশিষ্ট সম্পত্তি বণ্টন, সম্পত্তি ও সম্পদের মূল্য পরিশোধ করিয়া দিবার এবং বিশেষ করিয়া সামরিক ঋণ-সমস্যার সমাধানের পথ ও কতকগুলি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সম্পাদন প্রচেষ্টা।—ইহার মধ্যে সামরিক ঋণসমস্যার কোন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।— এতদ্ব্যতীত সম্মেলনের সাফল্যের এবং বাণিজ্যপূর্ণ সাধু অর্থনীতির অনুকূলতার বাণিজ্যবর্ধন সহায়তার পাকিস্তান বিশেষ অগ্রহকারে (অবশ্য ভিক্ষালের এবং এখন বন্ধুত্ব, পাকিস্তান-কর্তাদের আগ্রহ যে কথায় উপরিস্থ সত্য করিয়া) কতিপয় প্রকার অর্জন করিয়াছে। ইহার সরকারী ও বেসরকারী প্রচারণার ফলে অবস্থাবিশেষের মনে এই ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে যে সম্মেলন সাফল্যলাভে পাকিস্তান সরকারের ভারত সরকারেরই এবং পাকিস্তান সরকারের একমাত্র কর্তব্য হইল অগ্রহ করিয়া যে সকল প্রস্তাব করা (এবং ভবিষ্যতে ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে যাহা কাজীতে প্রয়োগ করা)। কিন্তু বস্তুতঃ অবস্থাটা পাকিস্তানের পক্ষে ঠিক অতটা প্রীতিকর নহে।

দুর্ভাগ্যবশতঃ চুক্তি অনুযায়ী ভারতবর্ষকে প্রচুর পরিমাণে সামরিক ঋণ শোধ করিতে পাকিস্তান বাধ্য আছে। কিন্তু অদ্যাবধি তাহার কিছুমাত্র অংশও পাকিস্তান ভারত বর্ষকে পরিশোধ করে নাই। —আর সত্য কথা বলিতে কি, পণ্য ও অর্থসংক্রান্ত বোঝাপড়ার সম্পর্কে কোন চুক্তিই পাকিস্তান অদ্যাবধি পালন করে নাই! অথচ ভারতবর্ষের কায়মনোবাক্যে পাকিস্তির বিষয় পাকিস্তানের সরকারী ও বেসরকারী মহলের বিবরণীর উক্ত চীৎকারের বিরাম নাই।

• • • •

বোঝাপড়ার চুক্তি অনুযায়ী এক গাঁট হইতে অন্য গাঁটে বিশেষ বিশেষ পণ্য আদানপ্রদানের প্রস্তাব করা হইয়াছিল।—ভারতবর্ষ সেই চুক্তির সর্ত অনুসারে কতকগুলি জিনিষের সরবরাহ অংশে এবং কতকগুলি সরবরাহ সম্পন্ন করিয়াছে। কিন্তু পাকিস্তান পাকিস্তানে প্রেরণ করিয়াছে। কিন্তু পাকিস্তান হইতে সামান্য পরিমাণ সামগ্রীই অদ্যাবধি ভারতবর্ষে আসিয়াছে এবং যাহাও বা আসিয়াছে তাহাও অত্যন্ত নিম্নমানের এবং অত্যধিক মূল্যসম্পন্ন হইবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে,চালের অংশ, কাঁচামালের মধ্যে ও তরিতরকারীর ব্যাপারে অবশ্য ভেদাভেদ সম্পর্কেই অদ্যাবধি পাকিস্তান মীমাংসা অধিকৃত করিয়া ভারতবর্ষে প্রেরণ করিয়াছে। অন্যান্য পণ্য সরবরাহের পরিমাণ প্রসঙ্গ।

• • • •

পাকিস্তান কর্তৃক ১১ হাজার টন লবণ্যিক হবে এবং ১৮০০০ টন ইতিমধ্যেই সরবরাহ পাঠাইবার চুক্তি ছিল। ইহার মধ্যে প্রথমোক্ত ধরনে ১০০ টন ও দ্বিতীয়োক্ত ধারে ৮০০ টন মাল পাওয়া গিয়াছে। পাকিস্তানের যে ৭,০০০ বালা মোটরযান পাঠাইবার চুক্তি ছিল, তাহার মধ্যে ৭০ খানা গাড়ী ভারতবর্ষে পৌঁছিয়াছে (ভারতবর্ষী মোটরযান প্রেরণের কি অপূর্ব পাকিস্তানী ভঙ্গিমা)

• • • •

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের বোঝাপড়ার বিষয়ে পাকিস্তান সরকারের আচরণ অধিকতর পরিষ্কারে প্রশংসনীয় নহে।—তুলাবস্ত্রের সহিত ইহার পাওনার চুক্তি অনুযায়ী স্থির হইয়াছিল যে, তাহার সরকার অধিকৃত ভারতে অবস্থিত ব্রিটিশ সরকারের সম্পত্তি ও সম্পদের মূল্য পরিশোধ করিয়া দিবেন এবং ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট তারিখে পাকিস্তান এলাকায় অবস্থিত যাবতীয় সম্পত্তি ও সম্পদের এবং তারিখ হইতে ১৯৪৮ সালের ৩০এ জুন তারিখ পর্যন্ত প্রেরিত সকল সরঞ্জামের মূল্য চুক্তিকারকের ৩০ দিনের মধ্যে পাকিস্তান সরকার তাহার সরকারকে পাঠাইয়া দিবেন। কিন্তু এই চুক্তি কার্যকরের তারিখ হইতে এক বৎসরের পরিবর্তে বহুদিন কাটিয়া গিয়াছে, অথচ পাকিস্তান সরকারের নিকট হইতে অদ্যাবধি এক পয়সাও পাওয়া যায় নাই। তাহার সরকার কিন্তু ইহার মধ্যে সন্তোষজনক হিসাবের সকল পাওনা পরিশোধ করিয়াছেন।

• • • •

এতদ্ব্যতীত পাকিস্তান পরে যাহাতে তার শোধ করিয়া দিবে এইরূপ আশ্বাসের দেওয়ায়, পাকিস্তান সরকারের অনুরোধক্রমে ভারত সরকার কতকগুলি ক্ষেত্রে পাকিস্তানের তরফে যে সকল ব্যয়ভারের করিয়া ছিলেন, সে সকল অর্থও পাকিস্তান পরিশোধ করে নাই। পাকিস্তান সরকারের জন্য ভারত সরকারের সরবরাহ ক্রয় বিভাগ (Indian Stores Department) বিলাতে কতকগুলি মাল ক্রয়ের অর্ডার দিয়াছিলেন। সে সকল মাল তৈয়ারী হইয়া গিয়াছে—উহার মূল্য বাবদ বেশ কোটি টাকার অধিক এখনই দেওয়া প্রয়োজন।—কিন্তু পাকিস্তান সরকার ওই টাকা এখনও দেন নাই।

• • • •

উপরে আমরা পাকিস্তানের অসৌজন্য এবং তাহার সরকারের বৈরকথার অত্যুক্তির কিছুটা আভাস সংক্ষিপ্তাকারে সংযত করিয়া বিবৃত করিয়া দিলাম। এইরূপ দৃষ্টান্ত আরও অনেক দেওয়া যাইতে পারিত, কিন্তু বর্তমান আলোচনার পক্ষে অপ্রয়োজনীয় বিবেচনায় তাহা আমরা করিলাম না। —ভারত সরকারের প্রতি কেবল আমাদের বিনীত নিবেদন যে তাঁহারা এইবার এই একতরফা ভাবের মুখ

বন্ধ করা, একতরফা ফেলাফেলের সমস্যা সমাধান করা ইত্যাদি। আমেরিকাকে স্পষ্টভাষায় বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, পাকিস্তানের সঙ্গে এইরূপ আর সম্পর্কের কোন প্রশ্ন নাই, উপরন্তু ইহাদের পাকিস্তান যদি না মানিয়া লইতে চাহে তাহা হইলে তাহার সরকারের এই বিষয়ে উদাসীনতার ফলে তাহাদের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে একটা অস্থির পরিস্থিতির সৃষ্টি হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

• • • • •

গত ২৪৪ নভেম্বর তারিখে সমাপ্ত নূতন দিল্লী সম্মেলনে পূর্ব্বপরিচিত সকল প্রশ্ন লইয়াই আলোচনা হইয়াছে। ১৮টি আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে ১৩টি সম্পর্কেই সন্তোষজনক সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। বাকী ৫টির মধ্যে একটি ২৯ ও ২৭৪ নভেম্বর তারিখে করাচীতে অনুষ্ঠিত আঞ্চলিক বেসরকারিকরণের বৈঠকেরই সম্মেলনে বিবেচিত হইয়াছে। অবশিষ্ট চারটি সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভবপর হয় নাই, তবে তাহার মধ্যে দুইটি পুনরায় আলাপী ৮ই ডিসেম্বর তারিখে দিল্লীতে যে আঞ্চলিক মন্ত্রিসম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে তাহাতে উত্থাপিত হইবে বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। এই সম্পর্কে যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে বলা হইয়াছে যে, কোন কোন বিষয় সম্পর্কে মতভেদ হইলেও, যে সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হইয়াছে—তাহার ফলে উভয় রাষ্ট্রের বেসামরিক বিমানের নিরাপত্তা এবং অন্যান্য বাণিজ্য পালন অপেক্ষাকৃত সহজ হইবে।—আমরা আশার কথা শুনিলাম,—পাকিস্তান কর্তৃক নূতন করিয়া দুষ্টি খেলাপের ফলে অদূর ভবিষ্যতে আবার একাধিক সম্মেলন আহ্বানের প্রয়োজন উদ্ভূত না হইলেই আমরা সুখী হইব।

• • •

রপ্তানি পরামর্শদাতা সংসদের সাম্প্রতিক দিল্লী অধিবেশনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত কিতীশচন্দ্র নিয়োগী ভারতের রপ্তানি উন্নয়নের পরিমাণের ক্রমিকগ্রহ অবনতি সম্পর্কে যে উক্তি করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের বিশেষ উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণ আছে।

উহার উক্তি সম্পর্কে কোন আলোচনার পূর্ব্বে বর্ত্তমান বৎসরের ৩১এ আগষ্ট তারিখে সমাপ্ত পাঁচ মাসের জন্য ভারতবর্ষের সাধুরিক বাণিজ্যবিবরণীতে সন্নিবেশিত বিবরণের উল্লেখ করা প্রয়োজন হইতে পারে। এই বিবরণে দেখা যায় যে, উক্ত পাঁচ মাসে ভারতবর্ষের প্রতিকূল বাণিজ্য উদ্বৃত্তির পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৬৮৮ কোটি টাকা। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে অবিকল ভারতের উক্ত সময়কালীন প্রতিকূল বাণিজ্য উদ্বৃত্তির পরিমাণ ছিল ২০.১০ কোটি টাকা।—এই ফলে প্রথমদৃষ্টে ইহা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, বাণিজ্য উদ্বৃত্তির এই প্রকার প্রতিকূল অবস্থার জন্য আমদের পরিবর্ত্তে বরং আমদানির ক্রমবৃদ্ধি মূল্যত দায়ী, সুতরাং বিদেশ হইতে আমদের বাড় আমদানির পরিমাণ হ্রাস হ্রাস করা প্রয়োজন। এই সম্পর্কে আমরা আন্তরিক প্রয়াস করিলে অবিলম্বে সাফল্যলাভ না হইতে পারিলেও উক্ত বাড় আমদানির পরিবর্ত্তে উল্লেখযোগ্য হ্রাস সাধন করিতে নিশ্চয়ই পারিব।—আলোচ্য পাঁচ মাসে বেসরকার বিভিন্ন প্রকারের বাড়বাড়ন্ত আমদানিরোধী ভারতবর্ষকে ৫২.৪৭ কোটি টাকা বায় করিতে হইয়াছে। ১৯৬৭ সালে এই সময়ের পরিমাণ ছিল মাত্র ১.৭১ কোটি টাকা এবং ১৯৬৬ সালে ছিল ৪.১১ কোটি টাকা।

• • • •

শ্রীযুক্ত নিয়োগী তাঁহার উদ্বোধন পরিভাষণে অবনতির উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, বর্ত্তমান বৎসরের গোড়ার দিকে যেখানে কোন এক মাসে সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ রপ্তানি উন্নয়নের অঙ্ক ২২০ লক্ষ পাউণ্ডে উঠিয়াছিল, সেখানে বর্ত্তমানে উহার পরিমাণ মাসে ৫০ লক্ষ হইতে ৬০ লক্ষ পাউণ্ডের উপরে কিছুতেই যাইতেছে না। অতএব চলতি অঙ্কগুলি যাহা রপ্তানিবৃদ্ধির সর্ব্বপ্রকার বন্দোবস্ত করা অধিকতর আবশ্যক।

• • • •

একথা তুলিয়া ধরিবার না যে চলতি অঙ্কগুলি হইতে আমাদের মৌলিক মূলধনটি এবং প্রচুর পরিমাণে মাসুলমাহুল ও উহা বাদ দিয়া লাভ করিতে হইবে,—তাহাই চলতি অঙ্কগুলি সমস্ত আমদের মধ্য হইতে কিছুতেই ছাঁটিয়া ফেলা যায়। কিন্তু আমাদের চলতির সমস্ত বাড়াইবার উপায় হইতেছে চলতি অঙ্কগুলি আমদের রপ্তানি বৃদ্ধি করা—এবং চলতি অঙ্কগুলি রপ্তানিযোগ্য দ্রব্যাদির মূল্য পাউণ্ডের মূল্যই নির্দ্ধারণের প্রথম কার অধিকার করে, অর্থাৎ পাউণ্ডের মূল্যহ্রাসই বর্ত্তমানে চলতি অঙ্কগুলির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু বলা যায়।—শ্রীযুক্ত নিয়োগীও ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

• • • •

কিন্তু এই ক্ষেত্রে বিবেচনা করিয়া দেখা প্রয়োজন যে, পাট ও পাটজাত দ্রব্যকে চলতি উন্নয়নের যথাযোগ্য সুযোগ প্রদান করা হইতেছে কিনা। অন্য বর্ত্তমান বৎসরের এপ্রিল হইতে আগষ্ট পর্য্যন্ত পাটের সূতা ও পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানি পরিমাণ বিগত তদ্রূপ দেখা যাইবে যে, পূর্ব্ব-পূর্ব্ব বৎসরের দুই সমকালীন পরিমাণ অপেক্ষা আরও বহুলাংশে অধিক (বর্ত্তমান বৎসরের এপ্রিল-আগষ্ট এই পাঁচ মাসে পাটের সূতা ও পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানি পরিমাণমূল্য ৩০.১৮ কোটি টাকা, ১৯৬৭ সালের এই সময়ে উহার পরিমাণ ছিল ২৫.৩১ কোটি টাকা, ১৯৬৬ সালের এপ্রিল-আগষ্ট পাঁচ মাসে ছিল ২৫.৩১ কোটি টাকা)। কিন্তু তৎসত্ত্বেও সকল দিক বিবেচনা করিয়া, এই অবস্থা হইতে সান্ত্বনা লাভ করা কঠিন।

বৃত্তোক্ত কয়েক বৎসর ধরিয়া অন্যান্য বাজারের তুলনায় আমাদের পাটজাত দ্রব্য যে ভাবে বাড়িতে পারে নাই, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই বিষয়ে কারণ গুরু বড় গুরু।

• • • •

পাটের সর্ব্বাপেক্ষা বড় দুর্বিপাক ছিল উহার মূল্য বৃদ্ধি,—কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে উহার এই প্রথম অবস্থার বিরুদ্ধ পৌঁছিয়াছে যাহাতে বৈদেশিক ক্রেতা পাট লইয়াই বিব্রতের সম্মুখীন হইতেছেন।—শ্রীযুক্ত নিয়োগীর বক্তৃতায় এই বিশেষজ্ঞের বিকটার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয় নাই। পাটজাত দ্রব্যের মূল্যমান না কমিতে পারিলে, দেশ পর্যাপ্ত পরিমাণে বাজারে পাটের একচেটিয়া যে একেবারেই লোপ পাইবে, এবং পাটের স্থলে অন্যান্য বিকল্পের চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে, তাহা কে না জানে। বিদেশী সরকার যেন অন্তরে করিয়া এই কথাটি স্মরণ রাখেন।

• • • •

বর্ত্তমান সময়ে টাকার বাজারের অবস্থা মোটামুটি স্বাভাবিক আছে। আন্তঃব্যাঙ্ক লেনদেনের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অল্প হইয়াছে বলা যাইতে পারে এবং কলের হার সরকারী ৪%-তেই স্থির আছে। বাজারে তহবিলের বা তদভাবের কোন বিষয়ই বিশেষ অনুপলব্ধি হয় নাই। সরকারের অল্প সম্প্রতি যে প্রচুর পরিমাণে ঋণ গ্রহণ করিয়াছে এবং ঋণের বিলিব্যবস্থা সম্পর্কে সম্প্রতি পশ্চিম বঙ্গ প্রাদেশিক সরকারের যে নীতি ঘোষিত হইয়াছে, তাহাতে মনে হয় বহু ঠিকাদারের প্রত্যাশাতেই অধিকাংশ অর্থ বিনিয়োজিত হইতেছে।

• • • •

সরকারী তথ্যপত্রের বাজারেও বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হয় নাই। গতকল্য ৩০ নভেম্বর ১৯৮৮ সালের শেষ বেলায়, সরকারী তথ্যপত্র পূর্ব্ববর্তী সপ্তাহের তুলনায় এক আনা অধিক মূল্যে ক্রয় বিক্রয় হয় (১৮৬৫-১৮৬৫)। বোম্বাইয়ে অবশ্য গতকল্য ৩০ নভেম্বর ১৯৬৮-৬৯ সালের স্বল্পমেয়াদী তথ্যপত্র ১০০৯০ মূল্যে অর্থাৎ উহাদের ধরে বেচা কেনা হইয়াছে। তবে সমস্ত মনে হয় সম্প্রতি কয়েক সপ্তাহে ব্যাঙ্কগুলি তাহাদের হাতে যে অর্থ সাময়িকভাবে পাইয়াছে, অল্পমেয়াদী সরকারী তথ্যপত্রে সে-অর্থের বিনিয়োগই বোম্বাইয়ের বাজারে সরকারী তথ্যপত্রের উর্দ্ধমুখী মূল্যবৃদ্ধির কারণ।

• • • •

গত ১৯৫ সালের তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহার জন্য প্রকাশিত বিভিন্ন ব্যাঙ্কের হিসাবনিকাশে দেখা যায় যে, চলতি খোটের পরিমাণে অবনতি এবং মেয়াদি বিভাগে রক্ষিত খোটের পরিমাণে উন্নতির গতি হইয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে চলতি খোটের পরিমাণে উন্নতির ফলের পরিমাণ প্রায় ১১৭ কোটি টাকা (১,১০৩.৫৮ কোটি টাকা—৯,২২১.১৪ কোটি টাকা) এবং মেয়াদি বিভাগে উক্ত উন্নতির পরিমাণ প্রায় ৮ কোটি টাকা (২১,০৭ কোটি টাকা—২৩,১৮ কোটি টাকা)। কিন্তু সমগ্র খোটের পরিমাণে ৩৬ লক্ষ টাকার উন্নতি পরিলক্ষিত হয় (১,২১৯.৬৫ কোটি টাকা—১,২২৯.২১ কোটি টাকা)। আলোচ্য সপ্তাহে রেপো মুদ্রার পরিমাণ প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে, দেখা যায় (৪৯.৭৬ কোটি টাকা—৫৫.৯৬কোটি টাকা)। টার্ণিং ও মুদ্রাআবর্তের পরিমাণে কোন পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয় নাই।

• • • •

ব্যাঙ্কিং বিভাগে কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যান্য পরিমাণে প্রায় ৭ কোটি টাকার অবনতি পরিলক্ষিত হয় (১৩৩.৩১ কোটি টাকা—১৪০.০৪ কোটি টাকা)। বস্তুতঃ অল্প হয় ব্যাঙ্কগুলি সরকারের মেয়াদ অতিক্রান্তিই কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যান্য পরিমাণে এই হ্রাস ঘটিয়া থাকে। কিন্তু অন্যান্য সরকারী অন্যান্য পরিমাণে প্রায় ২ কোটি টাকার উন্নতি দৃষ্ট হয় (১১৭৭ কোটি টাকা—১১৯২ কোটি টাকা)। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে বিভিন্ন সরকারকে প্রদত্ত ঋণের

(বাকীটুকু ৮০ পৃষ্ঠায়)

পণ্যদ্রব্যের বাজার

ভারতের বহির্বাণিজ্য সমস্যা

ভারতের আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যের পরিচালনের ব্যবস্থা না হইলে ভারতের সম্মুখে প্রবল বাধা-বিপত্তি দেখা দিবে বলিয়া, ভারতের অর্থবিভাগীয় শ্রীযুক্ত কে. সি. নিয়োগী সম্প্রতি যে বক্তৃতা করিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে চিন্তা করিবার বিষয়।

ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যের বহু অংশীদারই যুদ্ধের পূর্বে ইউরোপে যুদ্ধের সরঞ্জামকে অর্থাৎ হইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, সরকার পক্ষ হইতে যে সেই সব কিছু চুক্তিপত্র করিয়াছেন, তাহা বিলাত হইতেও আমরা জানি, কর্তৃপক্ষ নানা বিধ 'স্টিকেনার' বাজার হইতে কেনার ব্যবস্থাও আমাদের জন্য সুলভ হইয়া উঠিয়াছে। এই অবস্থার অবসানে বিশ্বযুদ্ধের ফলে পৃথিবীর বহু দিনিসের বাজার ভারতের হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে এবং ফলে ভারতের রপ্তানি হ্রাস পাইয়া দেশের অনেক অঞ্চলের অধিবাসী বেকার হইয়া পড়িয়াছে। তাহে সরকারের রপ্তানি উন্নয়ন সম্পর্কে এই সব বিষয়ে বহুদিনাবধি বিবেচনা করিয়া কতকগুলি সুপারিশ করিয়াছেন, যাহা আমাদের ইতিহাসের অভিজ্ঞতার সহিত আছে।

আমরা ইতিপূর্বে বলিয়াছিলাম ভারতের আমদানি ও রপ্তানি পরিচালনা যদি সুপরিকল্পিত হইত, তাহা হইলে আমরা যে অনাবশ্যক অবস্থার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতাম এবং ভারতের উৎপন্ন দ্রব্যসমূহ বিক্রয়ের জন্য বাজারের অভাবে হইত না।—সাম্প্রতিক অবস্থা এই উক্তির যথার্থতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করার পর কেহ যুক্তি দেখাইতে পারেন না।

রপ্তানি বাণিজ্য উন্নয়নের সম্পর্কে অভিজ্ঞতার কথা প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত নিয়োগী বলেন যে, যদি যাতায়াতের ব্যবস্থা পূর্বাবস্থায় পরিচালিত হইত তাহা হইলে এইরূপ বিভিন্ন প্রকারের সরঞ্জাম উদ্বৃত্ত হইত না। অবশ্য আকাশ-চারীর দুর্ঘটনার ফলে ভারতের বহু ও পার্শ্ববর্তী অনেক বন্দর ও বাজার হারাইতে হইয়াছে, কিন্তু দুর্ঘটনাগুলি সাময়িকভাবে প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি করিয়াছে। যেমন, পাকিস্তান রপ্তানিকারীর মূল্য হ্রাসের ফলে বাই বলিয়া, যাতায়াত খরচা বাদ করিয়া ভারতকে বিদেশ হইতে দূরে সরিয়া যাইতে হইয়াছে। আবার উপযুক্ত পরিমাণ চায়ের পাট সরবরাহ ভারতে পৌঁছে নাই বলিয়া পাট-দ্রব্যের উৎপাদন আশানুরূপভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে না। যে ভাবে হউক, বিদেশের বাজারের প্রবল অভাবে স্বাভাবিক আকার-চারীর অবস্থানে এই সব বিষয়ের দুই রকমের মধ্যে যোগাযোগ আলাপআলোচনা হইবে এবং আমরা আশা করি যে, দুই, তাহাদিগকে বিশেষ ব্যবস্থার সাহায্যকারে পরিচালিত হইতে হয় অথবা অন্য পন্থাগুলির ভোগ করা যাইবে।

• • • •

কুলমন্ত

বাজারের বাজারে কেনাবেচার দেখা গিয়াছে এবং মন্দ সপ্তাহে যে বরাদ্দ হইয়াছিল তাহা কয়েকগুণে বিয়া আছে এবং অন্যান্য দেশে আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। বাজুরের বাজারে বিভিন্ন ধান মণের দর বিভিন্ন ছিল:—

মন ১৬৲ হইতে ১৯৲, ঘর ১৯৲ ছোলা ১৯৲ মসুর ১০ টাকা (হংসরাজ) ৪৫৲, বুট্টা ১৬০, তুল ৪১৲ অড়হর ১৯৲।

বুক-প্রদেশে চাউলের চালান বিরাম করার ফলে দেশীয় রাজ্যে চাউলের দরবৃদ্ধি ঘটিয়াছে এবং বাজারে চাউলের দর বিভিন্ন মূল্যের বিক্রয় হইয়া পড়িয়াছে। ঘন, ঘর, মাঝারি, বুট্টা ইত্যাদির দরে বিভিন্ন মূল্যের ভেদ সহজতর ১৫ আনা দেখা। পূর্ব পাঞ্জাবের বাজারসমূহের দর অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিদেশে চাউলের মূল্যনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তিত করিবার জন্য বিভিন্ন সরকার সিদ্ধান্ত করিতেছেন এবং স্থির করিয়াছেন যেখানেই উদ্বৃত্ত চাউল পাওয়া যাইবে তাহা সরকার নির্দিষ্ট মূল্যে বন্টনের করিবেন। তবে আজমেরপুর জেলা বিভাগের আর কোন সহরে পুরাপুরি বন্টন প্রথা প্রবর্তিত হইবে না বলিয়া মনে হয়। পশ্চিম বঙ্গ সরকার মোটা ও মাঝারি শ্রেণীর ধানের উচ্চতম মূল্য প্রতি মণ ৬০ হিসাবে স্থির করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন এবং ঐ দরে বিভিন্ন জেলা হইতে সরকার চাউল সংগ্রহ করিবেন বলিয়া মনস্থ করিয়াছেন। কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিম বঙ্গ সরকারের জন্য ৩,৫০,০০০ মণ ব্রহ্মদেশীয় চাউল ক্রয় করিয়াছেন। ঐ চাউল আধ-ভাঙ্গা মিহি শ্রেণীর চাউল ১১/৩ দরে ক্রয় করিয়া কলিকাতার মিলাই ১৭৲ মণ দরে বিক্রয় করিতে হইবে।

তুলা ও সূতাবস্ত্র

গত ২১শে সপ্তাহের (রবিবার) বোম্বাইয়ে যে হরতাল পরিচালনা করা হইয়াছে তাহার ফলে বোম্বাইয়ের তুলার বাজারে লেনদেন ও কারবারে কোন কাজ হয় নাই। বাজার খুলিবার সঙ্গে সঙ্গে সংবাদ পাওয়া যায় যে ধর্মঘটীদের ফলে ওজরাট ও অন্যান্য কয়েক স্থানে তুলার কলসমূহের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে, ফলে বাজারে তেজীভাব দেখা দেয়। আই সি সি জেকোবাবাদ বন্দর পূর্ববর্তী সপ্তাহে হ্রাস পাইয়া ৪৯৯০ হইয়াছিল, তাহা আলোচ্য সপ্তাহে ৬০২৲০ পর্যন্ত উঠে।

—গত ১লা আগষ্ট (১৯৪০) হইতে আমাদের এক বৎসরের হিসাবে ভারত পৃথিবীর জন্য তুলা উৎপাদনে সমস্ত তৃতীয় স্থান অধিকার করিবে। এই বৎসরের জন্য পরবর্তী অনুমানগুলি তুলা হইয়াছে:—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ তুলা উৎপাদনকারী দেশ (১৫,০৭৯,০০০ গাঁইট), তাহার পরে রিটার রুশ অধিকার করিবে সোভিয়েট রাশিয়া (৫,৮০০,০০০ গাঁইট) এবং তাহার উৎপাদনের পরিমাণ হইবে ২,৬০০,০০০ গাঁইট। মিশরের তুলার পরিমাণ হইবে ১,৭৭২,০০০ গাঁইট। সমস্ত পৃথিবীর তুলা উৎপাদনের পরিমাণ মোট ৩২,৭১০,০০০ গাঁইট হইবে বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে।

গুড় ও চিনি

নূতন গুড়ের প্রচুর আমদানি হওয়ার ফলে রাজুরের বাজারে গুড়ের দর অনেক হ্রাস পাইয়াছে এবং দরের এখনও নিম্নগতি রহিয়াছে। নূতন গুড়ের দর ১৮৲ হইতে নামিয়া এখন ১৫৲ দাঁড়াইয়াছে, পুরাতন গুড়ের দর নামিয়া ১০ টাকায় দেখিতেছে। অদ্যির সপ্তাহে বাজারে আগমনের দর হইয়াছে ২৩৩ গাঁই।

চিনির বাজারে কর্তৃপক্ষীয় দেখা গিয়াছে। চিনির মূল্যানুদের আশঙ্কায় ব্যবসায়ীরা তাহাদের মাল তাড়াতাড়ি করিবার জন্য ব্যস্ত, কিন্তু উপযুক্ত ক্রেতার সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। আমাদী সরঞ্জামে চিনির ও ইক্ষুর কি দর স্থির করা হইবে, সেই সম্পর্কে গুরুতর আলোচনা চলিতেছে। সর্বশেষ গুজব এই যে, চিনির সর্বোচ্চ পাইকারী দর হইবে ২৮৲ এবং ইক্ষুর দর হইবে ১৪০, চিনির খুচরা মূল্য হইবে মণপ্রতি ৩০৲।

তৈলবীজ

গত সপ্তাহে পণ্যের তৈলবীজের দরে তেজীভাব দেখা গিয়াছিল এবং তিসি ও চীনাবাদামের দরেও অনেক উন্নতি হইয়াছিল; কিন্তু ফলশ্রুতিতে আবার বাজারে মূল্যাবনতি দেখা যায় এবং প্রায় সপ্তাহেরই শেষ পর্যন্ত পূর্বমূল্যে হয়। রেড়ির বীজ ও তৈলের মূল্যানুদের ফলেই বাজারে মন্দার ভাব সৃষ্টি হয় বলিয়া মনে হয়। বাজারে বিক্রয়ের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়, ফলে দরেও অবনতি ঘটে। চীনাবাদামের দর শেষ পর্যন্ত ৩৯০ হে স্থির হয়। রেড়ির বীজের (বে) দর ১৩৫০ হইতে নামিয়া শেষ পর্যন্ত ১৩১/-তে পৌঁছে। তিসির (মেলবর্ন-ভিসেম্বর) দর ২৯৮/- হইতে নামিয়া ২৭৮/-তে দাঁড়ায়।

চা

আলোচ্য সপ্তাহে প্রায় ১৮,০০০ প্যাকেজ লোকি-যোগে চা কলিকাতার বাজারে ছাড়া হয়। বাজার খুলিবার সঙ্গে সঙ্গে চায়ের প্রবল চাহিদা দৃষ্ট হয়, কিন্তু বিক্রেতার সঙ্গে সঙ্গে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কয়েক চালান চা ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে মূল্যাবনতি দেখা যায়। আসাম-কাঁড়া চায়ের দর দুই আনা হইতে দুই আনা পর্যন্ত নামিয়া গিয়াছে। উচ্চ শ্রেণীর চায়েরও দরের সামান্য উন্নতি দেখা যায়। পাতা চায়ের দর দুই পয়সা হইতে এক আনা পর্যন্ত নামিয়া যায়।

প্রায় ১,০০০ প্যাকেজ কাঁড়া চা আমদানীর বাজারের জন্য ছাড়া হয়। উহার দরে অনিশ্চয়তা দেখা যায়। সাধারণ কাঁড়া চায়ের দরের কোন বিশেষ পরিবর্তন ঘটে নাই।

লোনা-কথা

লোনার আমদানি বৃদ্ধির ফলে লোনার বাজারে কিছুটা মন্দাভাব দেখা যায়। লোনার আগ্রিম সওদার দর ১১৸৩০ হইতে ১১২৸৩০-এ নামিয়া আসে। লোনার নগদ দর ১১৸৬/০ ছিল। তিসির দর ৭৪৸৩-তে স্থির ছিল।

চলতি বাজারে তেজীওয়ালাদের প্রাধান্য দেখা গেলেও চলতি মাসের বিশেষ মূল্যবৃদ্ধি আশার ভাবে নাই এবং সপ্তাহ শেষে দর ঊর্ধ্বমুখী অবিরোহিল. ১১৸৬/০ পর্যন্ত নামিয়া মুনাফার ওই দর ১১৸৬/৩-তে উঠিয়াছে। ফলশ্রুতিতে অগ্রিম সওদার বাজারে চলতি দর ১১৸৩/০-তে উঠে এবং নগদ দর ১১৸৬/০ পর্যন্ত হয়।

বাজারের কথা

বৎসামান্য উন্নতি

[নিজস্ব সংবাদদাতার আলোচনা]

গত বৎসরের তুলনায় ইতিয়ান আয়রন এই বৎসর মূল আদায়ে পরিবর্তে বোনাস শেয়ার দেওয়া করায়, বাজারে বর্তমানে উহার বেচা কিনার ভাবের উপর বোঝার উপর ওজন চাপিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। অন্য ইতিয়ান আয়রণ ১৩৲ পর্যন্ত উঠিয়া ১২ টাকায় নামিয়াছে, কিন্তু অন্যান্য বিভাগে ক্রিয়াকলাপে উন্নতির প্রকাশ দেখা গিয়াছে। অনসাধারণ বক্তব্যে উপলব্ধি করিয়াছেন যে, সেকারণে বাজারে আজ এই লোহার পরিস্থিতির উন্নত হইয়াছে, তাহা কেবলমাত্র নিজস্ব কোন প্রতিষ্ঠানের অধিকতর সম্প্রসারণ ঘোষণার ফলেই দৃষ্টান্তে হইবার নহে এবং প্রতিষ্ঠানগুলি অধিকতর লোহা করিতে সমর্থ হইলে বাজারের উন্নতিকল্পে তাহা যে যথেষ্ট সহায়তা করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

* * * *

সঞ্চয়ন্যাসী কলে মধ্যে মধ্যে বোনাইয়ের বাজারে চাঁচা আয়রনের শেয়ারের মূল্যে যে চঞ্চলতা দেখা যাইতেছে, তাহা তাৎপর্যজনক। গত আইনের আমলে উৎপাদনবৃদ্ধি বেড়াই যে ইহা সম্ভবপর হইয়াছে, তাহা সহজেই বুঝা যায়। বর্ধিত উৎপাদন বাজার না হইলে যে চাঁচা আয়রনের মূল্য অবনতি হইবে না সাহসোচ্চে এরূপ অনুমান করা বড় অসঙ্গত হইবে না।

* *

ইতিয়ান আয়রনের মূল্যে উন্নতি হওয়ায় এবং কলিকাতার সঞ্চয়ির মূল্য নির্ধারিত থাকায়, বোনাইয়ের বাজারে যে বিক্রেতাদের ভিড় জমিয়াছিল তাহা হ্রাস পাইয়াছে। ইহাতে চাঁচা আয়রনের মূল্যে স্থিতিশীলতার কিছু পরিমাণে ক্ষয় ঘটিয়াছে। চাঁচা আয়রনের ফেব্রুয়ারী শেয়ার বর্তমানে ১৯৮৲ হইতে ১৭৬৲ টাকার মধ্যে উঠানামা করিতেছে এবং আশা করা যাইতেছে যে, মূল একবার এই সীমারেখা অতিক্রম করিতে পারিলে, অনতিবিলম্বে ইহার প্রতিক্রিয়ায় সমস্ত বিভাগেই উন্নতি সম্ভবপর হইবে। কিন্তু এজন্য পেশাদার খরিদ্দার ছাড়াও প্রকৃত ক্রয়বিক্রয়কারীদের সাহায্য আবশ্যক।

* * * *

ইতিয়ান আয়রনের সহিত সহযোগিতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া ইস্ট কর্পোরেশনের মূল্যেও বেশ উন্নতি হইয়াছে। ১৯৪৪ সাল হইতে আজ করিয়া এই শেয়ারের মূল্যে একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

বৎসর	সর্বোচ্চ মূল্য	সর্বনিম্ন মূল্য	সমাপ্তন
১৯৪৪	৩৭৸০	২৭৸০	৩৮/০
১৯৪৫	৪৩৸/০	৩০৸/০	৪৸/০
১৯৪৭	৪৬৲	৩৯৸/০	৪০
১৯৪৭	৩৯৸০	২১৸/০	নূন্য
১৯৪৮	৩৯।০	১৬৸/০	ঘোষিত হয় নাই

কিছুদিন পূর্বেও ইস্ট কর্পোরেশন শেয়ারের মূল্য ইতিয়ান আয়রনের মূল্য অপেক্ষা অন্তত ৫৲ কম থাকিত, কিন্তু বর্তমানে এই পার্থক্য তিন টাকায় দাঁড়াইয়াছে। শুল্ক সম্পর্কে (Tariff Board এর) সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যদি ইস্পাতের মূল্য আরও বৃদ্ধি পায়, তবে ইতিয়ান আয়রনের তুলনায় এই প্রতিষ্ঠান বেশী লাভবান হইবে। এই কারণেও এই শেয়ারের প্রতি সকলেরই দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইবার কথা।

* * * *

শেয়ার বাজার সম্বন্ধে যোগাই বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল সদস্য ইকনমিক্স এর সিনেটর ডাঃ পি. এন. বসিল যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

তিনি বলিয়াছেন যে বাজারের বর্তমান দুরবস্থার জন্য চারটি কারণ দায়ী। প্রথমতঃ, সাধারণতঃ এখনও ধনিক শ্রেণীর হাতে যে বিপুল অর্থ রহিয়াছে তাহা বিনিয়োগের প্রতিবাধযোগ্য।

দ্বিতীয়তঃ, বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সঠিক সাবধান করা করার অনিশ্চয়তা। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে সরকার নিয়ন্ত্রণ আইন যেন সরকারের হাতে দীর্ঘকাল থাকিবে, আদৌ তাহাও যে মত দুই বৎসরের তুলনায় নিরন্তর সরকারে পাইবে না তাহা সুনিশ্চিত, অথচ প্রত্যেকেই বর্ধিত হারে সরকারের জন্য কোনও খুঁজিতেছেন। ডাঃ বসিলের মতে সরকারের এ বিষয়ে দৃঢ়তার সহিত অবস্থান করা বাঞ্ছনীয়।

নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে একশ্রেণীর নিরপেক্ষ ব্যক্তির বিশেষ উৎসাহ নাই। ঠিক এমনই কারণে চাঁদার কাপড়ের উপর নিয়ন্ত্রণ পুনঃপ্রবর্তনের পক্ষপাতী নহেন।

তৃতীয়তঃ, অনেক স্থলে কর্মিবর্গের কার্যাবলীতে অনেকের মনেই আস্থার অভাব হইয়াছে। ব্যবসায়ের কিছুই গোপন করিবার নাই, ব্যবসায়ের মূল ঘটিসমূহের কোন প্রশ্নই উঠে না। অবশ্য যে সকল লোকের সংখ্যাধিক্য হইলে সরকার তাহাদের কার্যাবলী পুনর্বিবেচনা করিতে সক্ষম, অথবা আপোষ মীমাংসা করিতে পারেন।

চতুর্থতঃ, বাজার হইতে সম্প্রতি একশ্রেণীর লগ্নীকারক সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হইয়াছে। দেশীয় রাজ্যের নৃপতিগণ পূর্বে বাজারে যথেষ্ট পরিমাণে ধনবিনিয়োগ করিতেন, কিন্তু বর্তমানে তাঁহাদের আর লগ্নীকারক হওয়ার বাজারে আর তাঁহারা কোন উৎসাহ দেখাইতে পারিতেছেন না। ধনবিত্ত শ্রেণীও মুদ্রাস্ফীতির ফলে এরূপ দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছেন যে, বাজারে লগ্নী করিবার মত কোন উদ্বৃত্ত অর্থ আর তাঁহাদের হাতে নাই। বাজারের বর্তমান দুরবস্থার এই তথ্য-বিশ্লেষণের সহিত আমরাও সম্পূর্ণ একমত।

* * * *

সঞ্চয়ন নিয়ন্ত্রণ আইন অংশীদারের 'ব্যবসায়ি করিবে বলিয়া আমরা মনে করি না। কারণ উপার্জনক্ষমতা অবলম্বনেই শেয়ারের মূল্য হইয়া থাকে। সেদিক হইতে বিবেচনা করিলে আমাদী দুই বৎসরের জন্য এই আইন বেশ সঞ্চয়ের হার নির্ধারণ করিলেও প্রতিষ্ঠানের লাভের তাহা যে বেশ সঞ্চয় করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

শেয়ারের মূল্য বর্তমানে বেশীরে নামিয়া গিয়াছে তাহাতে মনে হয় যে, প্রকৃত ক্রয়বিক্রয়কারীদের সঙ্গে বাজারে উৎসাহ দেখাইবার ইহাই ভাল সুযোগ। বাজারের এই অবস্থার কিছুদিন যে আর পরিবর্তন হইতে পারে না—অন্ততঃ ভবিষ্যতে যে ইহার উন্নতি অবশ্যম্ভাবী, আমাদের এখন ইহাই মনে হইতেছে।

আজ (সোমবার) বাজারে সমস্ত বিভাগেই মূল্যে কিছুটা ঢিলা দেখা গিয়াছে এবং কাজের পরিমাণও বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহা পরিবর্তনের সূচনা কিনা ভবিষ্যতই তাহা স্থির করিবে।

* * *

সাধারণী কথা

আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগে বেশ ঘন্দা দেখা গিয়াছে। টাকার বাজারে ঠোকাঠুকির জন্য এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে লাভগুলি বিক্রেতার আসন গ্রহণ করায় মূল্যের বেশ অবনতি ঘটিয়াছে। বিভার ব্যাঙ ৩৲ মূল্যে ১৯৭৮-৭৯ সালের ডিবেঞ্চার সাধারণ করিবার মূল্যে অবনতি বেশ করিতে সমর্থ হয় নাই। ৩৲ মূল্যে ১৯৬৮ ৮৯৲ (৮৯৸/০), ২৲ মূল্যে ১৯৭১ ৯৬৸/০, ৩৲ মূল্যে ১৯৭১-৭৪ ১০১৲ (১০১৸/০), ৪৲ মূল্যে ১৯৬৩-৬৫ ১০০৸০, ৩৲ মূল্যে ১৯৭০-৭৫ ৯৯৸০১০ (৯৯৸০), ৪৲ মূল্যে ১৯৬০-৭৮ ১০৫৸০ (১০৫৸০) পর্যন্ত কাজ হইয়াছে।

ব্যাঙ্কে—

বেঙ্গলের প্রাক্তনাংশে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক শেয়ারের মূল্যেই বাড়িয়া যায়। ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার মূল্যে কিছুটা অবনতি হয়, তবে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের শেয়ারে কিছুটা উন্নতি হয়। ইন্ডিয়ান ১৭০৲ (১৭৪৲), সেন্ট্রাল ৮৫৲ (৮৯৲), ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ১৮৩৲ (১৮৯৲), ব্যাঙ্কার্স ব্যাঙ্ক ১৫৲, বিশ্ব ৩০৲, বিশ্বকল্যাণ ব্যাঙ্কার্স ৮০৲ (৯০৲) এবং ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ৬৮০ পর্যন্ত কাজ হওয়ার খবর পাওয়া গিয়াছে।

কাগজের কল—

এই বিভাগে কাজ এই সপ্তাহেও অন্যান্য কম হইয়াছে। কাগজপুর টোবাকোম্পানি ১০৬/০ (১০৬৲) ও ইণ্ডিয়াপেপার ৭৬/০ পর্যন্ত কাজ হইয়াছে।

কয়লার খনি—

সমস্ত সপ্তাহে এই বিভাগে কাজ অন্যান্য কম হইলেও আজ (সোমবার) যথেষ্ট উৎসাহ দেখা গিয়াছে। আমলাগোরেটস ২৮৸০, ভারত ৬৬/০ (৬৫/০), বরাকর ২১৸০ (২০৸০), বুরাডিহা ৩৮/০, ইষ্ট ইণ্ডিয়া ১৬৩৲, বাকিডা ৭৲ সেন্ট্রা ২১৲ ও সাউথ কাশাবপুরা ৪৲ (৪১/০) পর্যন্ত কাজ হইয়াছে।

চটকল—

এই বিভাগের আলোচ্য সপ্তাহে কিছু কাজ হইয়াছে এবং ব্যবসার ১৬৩৲ অবধি যথেষ্ট কেনা ছিল। আলবার্ট ১৩৸০, অক্সফোর্ড ১৩৲ (১৩৭৲) টাকাবাটী ১২৯৲, গৌরীপুর ৯১৲, ন্যাশনাল ২৬৲ (২৭৲), নৈহাটি ১১৭৲, প্রেসিডেন্সী ৬৫/০ এবং ট্রাঙ্গার ২১১৲ পর্যন্ত কাজ হওয়ার খবর পাওয়া গিয়াছে।

(শেষাংশ ৮৩ পৃষ্ঠায়)

যৌথিক

কেশোরামের অগ্রগতি

গত ৩১এ মার্চ তারিখে সমাপ্ত এক বৎসরের জন্য কেশোরাম কটন মিলস লিমিটেডের যে হিসাব-বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে আলোচ্য বছরে কোম্পানীর উৎপাদিত মাল, মোট বিক্রয়লব্ধ অর্থের পরিমাণ ও মোট লাভের অঙ্ক উল্লেখযোগ্যরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের মোট বিক্রয় ১,৮৫,৯৫,১৮৪ টাকার স্থলে আলোচ্য বৎসরে ঐ খাতে পাওয়া গিয়াছে ২,০০,৫১,৯০০৲। এবং ইহার ফলে আলোচ্য বৎসরে মোট লাভের পরিমাণ হইয়াছে ২৯,৮৭,৪১৩৲ (৯৮,০১,৩৫০৲)। এই বর্দ্ধিত লাভের অঙ্ক হইতে তহবিলে বরাদ্দ করা হইয়াছে ৩৫,০০,০০০৲ (১৪,০১,০০০৲) মূলধনখাতে লভ্যাংশ হইয়াছে ৫,৯০,৮০০৲ (৫,৭৬,৫০০৲) এবং সঞ্চয় তহবিলে জমা হইয়াছে ২,৭৬,১২৮৲ (৭,৫৫,০০০৲)। এই সকল বিলিব্যবস্থার পর কোম্পানীর হাতে অবশিষ্ট লাভের পরিমাণ ১৩,১৮,৩৪৫৲ টাকায় দাঁড়ায় পূর্ব্ববর্ত্তী হিসাবের অবশিষ্ট লাভের জের ৫৯১৲ যোগ করিয়া মোট ১৩,১৮,৯৩৬৲ হইতে সাধারণ অংশিদারদিগকে ১৫/৮ হিসাবে (অংশপিছু ১৲) লভ্যাংশ বিতরণ করা হইয়াছে। মেসার্স ইয়ং ব্রাদার্স প্রস্তাবিত এই পূর্ব্ববর্ত্তী হিসাব প্রকাশিত হইবার পর কোম্পানীর সাধারণ মূলধন বোনাস শেয়ারে বাড়াইয়া ১,০০,০০,০০০৲ হইতে ১৩,০০,০০০৲ টাকায় বর্দ্ধিত করা হইয়াছে।

আলোচ্য বৎসরের জন্য সাধারণ অংশে ১৫ভাগ (১৫৲) হিসাবে লভ্যাংশ বিতরণ করা হইয়াছে, ইহা এই বর্দ্ধিত মূলধনের উপরে মোট এবং পূর্ব্ববর্ত্তী মূলধনের উপর এই খাতে হিসাব করিলে, এই লভ্যাংশের পরিমাণ ৩৫ বার্ষিক পড়তা ১০৲। এই লভ্যাংশ ছাড়াও আলোচ্য বছরের জন্য অংশপিছু আরও ৪ হিসাবে লভ্যাংশ বিতরণ অনুমতি প্রার্থনা করিয়া কর্ত্তৃপক্ষ কম্পানী সরকারের নিকট আবেদন করিয়াছেন। পরবর্ত্তী হিসাবে অবশিষ্ট লাভের জের টানা হইয়াছে ১,৩৩,৮০৲ (৫৯২৲)। "অতিরিক্ত লাভ কর" জন্য তহবিলে রক্ষিত অর্থের মধ্য হইতে ১৮,১০,৩০৯৲ অঙ্ক তহবিলে পুনরায় ফিরাইয়া দেওয়া হইবে বলিয়া কর্ত্তৃপক্ষ আশা করিতেছেন। কারণ তাঁহারা সরকারের নিকট হইতে এই অর্থ ফেরৎ পাইবেন বলিয়া মনে করেন।

ম্যানেজিং এজেন্ট—বিজয় ব্রাদার্স লিমিটেড। অনুমোদিত মূলধন—১,১০,০০,০০০৲। বিলিকৃত, বিক্রীত ও পোষিত মূলধন—৯,৩৩,০০০৲।

বিবিধখাতের দায়াংশ
(৩১.৩.৪৮)

দায়

অংশাদীয় মূলধন	
সাধারণ	১৩,০০,০০০৲
লভ্যাংশ	৩৯,৯০,০০০৲
সঞ্চয় তহবিল	১০,০০,০০০৲
ঋণ	৩৮,১৬,৭৪১৲
অবশিষ্ট লাভ (জের)	১,৩৩,৮০৲
	১,৯৩,৪৩,৯৪১৲

সম্পত্তি

মোট বন্ধ সম্পত্তি	৯৮,৯১,৫১৩৲
মূল্যহ্রাস	৪৪,১৯,৪১৩৲
নীট বন্ধ সম্পত্তি	৫৪,১৩,০০০৲
লগ্নীকার	১,৩৩,৩০০৲
স্থায়ী পাওনা	১৩,১৯,৩৩৩৲
ব্যবসায়ীদের	৩৩,৩০,৩৩৩৲
অতিরিক্ত লাভ কর জন্য	১,৩৩,৫৪১৲
অন্যান্য সম্পত্তি ও অগ্রিম পাওনা	১৯,৩৩,৩৩৩৲
নগদ	১,৯৮,৩৩৩৲
	১,৯৩,৪৩,৯৪১৲

বিজ্ঞাপনাবলী

—×—

★ "আর্থিক ভারত" প্রতি বুধবার কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়।

★ মূল্য প্রতি সংখ্যা আট আনা।

★ ভারত ও সিংহলের সর্ব্বত্র সডাক বার্ষিক মূল্য কুড়ি টাকা।

★ ষাণ্মাসিক মূল্য বারো টাকা।

বিজ্ঞাপনের হার ও নিয়মাবলীর জন্য "কর্ম্মকর্ত্তা, বিজ্ঞাপন বিভাগ" এবং এজেন্সির জন্য "কর্ম্মকর্ত্তা, প্রচার বিভাগ" "আর্থিক ভারত", ১১৬ নং লোয়ার সার্কুলার রোড, (ফোন—ক্যাল ৩৬২৪ ও ক্যাল ৫০৩৯) এই ঠিকানায় পত্রালাপ করিতে হইবে।

* * * * *

৩০এ জুন ১৯৪৮ সালে সমাপ্ত ছয় মাসের জন্য বেঙ্গল সাগপুর কোল কোম্পানী লিমিটেডের হিসাব-বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচ্য হিসাব পূর্ব্ববর্ত্তী হিসাবেরই অনুরূপ। আলোচ্য বছরে কোম্পানীর মোট লাভ হইয়াছে ১,০১,৪১২৲ (১,০৮,৪৪৪৲)। এই লাভ হইতে তহবিলে ৪১,৫০০৲ (৪১,০০০৲) এবং মূলধনখাতে ১৫,০০০৲ (১৫,০০০৲) জমা করা হইয়াছে। এই সকল অর্থ বরাদ্দ করিবার পর অবশিষ্ট লাভের পরিমাণ ও পূর্ব্ববর্ত্তী হিসাবের অবশিষ্ট লাভের জের ১৯,৩১৭৲ একত্রিত করিয়া কোম্পানীর বর্ত্তমান মোট ৬১,৩১২৲ হইতে সাধারণ অংশপিছু বার্ষিক পড়তা ৩০৲ হিসাবে লভ্যাংশ বিতরণ প্রস্তাব করা হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী হিসাবের সমপরিমাণ লভ্যাংশ বেরুয়া হইয়াছিল। পরবর্ত্তী হিসাবে অবশিষ্ট লাভের জের টানা হইয়াছে ১৯,০১২৲ (১৯,৩১৭৲)। আলোচ্য বছরে ঠিকাদারদের দ্বারা করলা উত্তোলনের কাজ বেশ সন্তোষজনক ভাবেই চলিয়াছে।

ম্যানেজিং এজেন্ট—আইজ ইউল আণ্ড কোং। অনুমোদিত মূলধন—৩,০০,০০০৲।

বিবিধখাতের দায়াংশ
(৩০.৬.৪৮)

দায়

অংশাদীয় মূলধন	
সাধারণ	১,১৯,৩৩০৲
লভ্যাংশ	১,১৫,৩৩০৲
সঞ্চয় তহবিল	৩,১১,৩৩০৲
ঋণ	১,১১,১৩০৲
অবশিষ্ট লাভ (জের)	৬৫,৩১২৲
	১১,৩৩,৩৫১৲

সম্পত্তি

মোট বন্ধ সম্পত্তি	৯৩,৯১,১৩৩৲
মূল্যহ্রাস	৪১,১৯,৩১৩৲
নীট বন্ধ সম্পত্তি	১,৩৩,১৫১৲
লগ্নীকার	১১,৩৩৩৲
স্থায়ী পাওনা	৩,৩১,৩৩৩৲
ব্যবসায়ীদের	৩,৩৫,১১১৲
অতিরিক্ত লাভ কর জন্য	১১,১১৩৲
নগদ	৩৯,১১১৲
	১১,৩৩,৩৫১৲

অমৃত বাজার আণ্ড কোম্পানী (ফরিদপুর) লিমিটেড, ১৯৪৭ সালের ৩১এ অক্টোবরে সমাপ্ত এক বৎসর কাল।কালের জন্য তাঁহাদের হিসাববিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। আলোচ্য হিসাবে দেখা যায় যে উক্ত সময়ে কোম্পানীর নীট লাভের পরিমাণ বিশেষভাবে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী হিসাবে প্রকাশিত নীট লাভ ২,৫১,১২৯ টাকার স্থলে আলোচ্য বৎসরে নীট লাভ হইয়াছে মাত্র ১,৬৮,৪৯১৲। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে আলোচ্য সময়ে কোম্পানীকে তাঁতা বাদ ও তাহা সরবরাহ করিবার মাল-গাড়ীর অভাব, কারখানা পূর্ণ চালু রাখিবার জন্য প্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক পাক-সরঞ্জামের অসম্ভব ও সাময়িক শ্রমিক অসন্তোষজনিত নানাবিধ অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছে, যাহার ফলে উৎপাদন ভাল হিসাবসত্ত্বে যথেষ্ট হইয়াছে এবং উৎপাদিত মালের পরিমাণ হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে।

আলোচ্য সময়ের নীট লাভ ১,৬৮,৪৯১৲ হইতে তহবিলে ৮৭,১০০৲ (১,৩১,০৫১৲); মূলধনখাতে ১১,০৮২৲ (১৩,৪০৩৲) ও সঞ্চয় তহবিলে ১০,০০০৲ (১০,০০০৲) জমা করা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত অবশিষ্ট ১৯,৩১০৲ ও পূর্ব্ববর্ত্তী হিসাবের অবশিষ্ট লাভের জের ৩০,৫৩২৲ একত্রিত করিয়া কোম্পানীর বর্ত্তমান মোট ৩১০১২৲ হইতে অপরিবর্ত্তিত ভাবে সাধারণ অংশপিছু বার্ষিক পড়তা ৫৲ হিসাবে

...হাজার ১৭৯৮ হইয়াছে। পরবর্তী বিশেষে অবশিষ্ট লাভের মোট টাকা হইয়াছে ১৮,৭১৮৲ (৭,৫০১৲)।

...হাজার ... ১৯৮৯—৯৫৫ ... ১৯৮৯ সিলিটের অনুরোধে, মূলধন—১১,৯৯,৭৯৯৲ বিশিষ্ট, বিভাগ ও অন্যান্য মূলধন—১,০০৲

মিরিখপত্রের সারাংশ

(৫১,১০,৪৭)

ধার

আদায়ীকৃত মূলধন	
আজাদী	১,৯০,০০০৲
সাধারণ	৯,৯৯,৩৯৯৲
সঞ্চয় তহবিল	১,১৩,৯৯৯৲
অন্যান্য তহবিল	৯৯,৩৯৯৲
ঋণ	১,৫৯,৯৯৯৲
অবণ্টিত লাভ (মোট)	১৮,৭১৮৲
মোট	৯৯,১৯,১৯১৲
সম্পত্তি	
হোটে বন্ধ সম্পত্তি	১,৯৯,৫১৯৲
যন্ত্রপাতি	৯,৯৯,৫৯৯৲
মোট বন্ধ সম্পত্তি	৯৯,৯৯৲
চলতি অংশ	৯,৯৯,৭১৯৲
সরঞ্জাম ও বন্ধুক ঋণ	৯,৯৯,৯১৯৲
বাকী পাওনা	৯,১৯,৫৯৯৲
ব্যাঙ্কিবিরোধ	৯৯,৫৯৯৲
অতিরিক্ত লাভ করা ব্যয়	১১,৯৯৯৲
নগদ	৯,৯৯,৯৯৯৲
মোট	৯৯,১৯,১৯১৲
মূল সম্পত্তি	১১,১৯,৯৭৯৲

অংশমাত্রে উন্নতি

(পূর্বাংশ ৮১ পৃষ্ঠায়)

বিবিধ—

সমস্ত সন্তায় বিজ্ঞাপন থাকিলেও সোমবার এই বিভাগে কিছুটা ভাল হইয়াছে। বাঙ্গা কর্পোরেশন ৯৯/৯, আসাম বেঙ্গল সিমেন্ট ৯৮, কলিকাতা ইলেকট্রিক ২১৮/৯, ব্রেবরুটেট ৯/৯, সাহস ইন্ডিয়োরাসি ৯৯/৯, টেক্সটাইল মেসিনারী ৯৯/৯ (৯৯/৯), বি আর কর্পোরেশন ৭৯৯, ইন্ডিয়ান অ্যালুমিনিয়াম (আজাদী) ১৯৯৲, ইন্ডিয়ান ইনফ্রাকাইন্ড ৯৯/৯, আর্টিন ফেব্রুয়ারিন ১৯৯৯, আসাম 'ন' ৯৯/৯, ইন্ডিয়া ইন্সিওরিন ১৯/৯, ইন্ডিয়ান আয়রণ ১১৲, ইন্ডিয়া কর্পোরেশন ১৯৯৯, মুলাদ ব্রুয়ার ১৯/৯, কেস ৭৯/৯ পর্যন্ত কাজ হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

চা

এই বিভাগে অন্যান্য দিন কাজ হইয়াছে। কোন উন্নয়নও দেখা যায় নাই। ইন্ডিয়া আজাদ ৫/৯ ও ডেভনুর ৭৯৯ (১৯৯/৯) পর্যন্ত কাজ হইয়া বাজার বন্ধ হইয়াছে।

চুক্তি আলমের সাধিস্বাধী প্রস্তাব

(পূর্বাংশ ৭১ পৃষ্ঠায়)

সরিষাদেও আলোচ্য সপ্তাহে আন্দোলনের কথা ছিল (৫.৫১ কোটি টাকা—৭.১১ কোটি টাকা)।

যাদবপুরের আয় পরিমাণ পূর্ববর্তী সপ্তাহের ১১.৭১ কোটি টাকা হইতে ৭.৯১ কোটি টাকা হ্রাস পাইয় আলোচ্য সপ্তাহে ৮৮.৮৮ কোটি টাকায় দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু অন্যান্য আয় পরিমাণ ১১.৯০ কোটি টাকার অবর্ণিত রেখা গিয়াছে (৬৮.৭১ কোটি টাকা—৬৫.৭৭ কোটি টাকা)। আলোচ্য সপ্তাহে বৈদেশিক আয় পরিমাণ প্রায় ১৯ কোটি টাকা হ্রাস প্রাপ্ত হয় (২১৯.১১ কোটি টাকা—২১৯.৭১ কোটি টাকা) এবং সমস্ত আয়ের আয় বিদেশে যে অর্থ প্রেরণের প্রয়োজন হইয়াছে, ইহাই অন্যান্য আয় পরিমাণ হ্রাসের কারণ বলিয়া অনুমিত হইতেছে। প্রস্তাবিত আজাদীপত্রের পরিমাণেও উল্লেখযোগ্য অবনতি দেখা যায় (১৮৮ কোটি টাকা—৯.৭৯ কোটি টাকা)। কিন্তু ধনবিনিয়োগের পরিমাণে প্রায় ১ কোটি টাকার উন্নতি পরিলক্ষিত হয় (৮৭৯৯ কোটি টাকা—৯৯.৮৮ কোটি টাকা) এবং অন্যান্য ঋণ ও দায়ের পরিমাণেও সামান্য উন্নতি হয় (৫.১৮ কোটি টাকা—৫.১৭ কোটি টাকা)।

১৯ নভেম্বর তারিখে সমস্ত সপ্তাহের জন্য প্রকাশিত ব্রবর্ণালক্ষ্মী ব্যাঙ্কসমূহের হিসাবনিকাশে দেখা যায় যে, চাহিবামাত্র দেয় দায়ের খাতে ব্যাঙ্কসমূহ হইতে সুদীর্ঘ ঋণের পরিমাণে অবর্ণিত পরিমাণ (১৯.৭১ কোটি টাকা—২৭.৫১ কোটি টাকা)। কিন্তু অন্যান্য চাহিবামাত্র দেয় দায়ের পরিমাণে সামান্য উন্নতি পরিলক্ষিত হয় (৬৬৩.৫ কোটি টাকা—৬৬২.৮৫ কোটি টাকা)। মেয়াদী দায়ের খাতে ব্যাঙ্কসমূহের নিকট হইতে সুদীর্ঘ ঋণের পরিমাণে ত্রিশিলবিক ২ লক্ষ টাকার উন্নতি দেখা যায় (১৩.১২ লক্ষ টাকা—২১.১৭ কোটি টাকা)। অন্যান্য মেয়াদী দায়ের পরিমাণেও ৫০ লক্ষ টাকার উন্নতি দৃষ্ট হয় (২২৯.৫৮ কোটি টাকা—২৯৯.৯৮ কোটি টাকা)। প্রস্তাবিত সমঋণমায় পরিমাণে সামান্য অবনতি পরিলক্ষিত হয় (৯৮.০৫ কোটি টাকা—৯৮.৩১ কোটি টাকা), কিন্তু বিদেশী দায়ে ঋণিক জমার পরিমাণে ৫.৭৮ কোটি টাকার উন্নতি দেখা যায় (১১.১২ কোটি টাকা—৯৬.৯১ কোটি টাকা)। দায়ের পরিমাণে প্রায় ১৯ লক্ষ টাকার অবনতি সত্ত্বেও (৯০৫.৯০ কোটি টাকা—৯০৫.৭৯ কোটি টাকা) আলোচ্য ৪৯টি পরিমাণে প্রায় ৫৭লক্ষ টাকার উন্নতি পরিদৃষ্ট হয় (১৯.৫১ কোটি টাকা—১৫.৯৩ কোটি টাকা)।

প্রশ্ন-প্রশ্নোত্তর

"অধিক ভাতে"এর মত সংখ্যায় মেট্রোপলিটান ইনস্যুরান্স-এর কর্তা কর্মী পত্রলেখকদের শ্রী সুরেন্দ্রনাথ আচার্যের নাম প্রকাশে "শ্রী সুরেন্দ্রনাথ আচার্য" মূর্তির হইয়াছিল। আমরা এই মুদ্রণ প্রমাদের জন্য আন্তরিক দুঃখিত।

প্রাপ্তিস্বীকার

(পূর্বাংশ ৭৮ পৃষ্ঠায়)

ইহার আগে দুঃখের উপরোক্ত বিবরণের পরিচয় আমরা কেবল না হইলেও সেই দুইটি কথা বিশ্ব সরকারে বীমার যে অভিযোগ হইয়াছে, তাহা উল্লেখযোগ্য মনে করি। প্রথমত, আগে কোম্পানীর শ্রেণীর কেবলই বর্ধিত হইতে পারিবে। সম্প্রতি পরিকার যে কর্মপ্রসারের সাধারণ অনুমোদন করিবার যে সরকারীর বীমা প্রতিনিধি আছে, সরিষাদেওয়ার সাধারণ অনুমোদন করিবার প্রয়াস করিয়াছেন। কিন্তু এখানে আমাদের প্রশ্ন এই যে, ইহাদের কেবল প্রথম শ্রেণী ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ডিসিপ্লিন বাদের মধ্যে সাধারণ থাকিলেও, এই দুই শ্রেণীর বাজারের মধ্যে বোঝাপড়ার পার্থক্য সর্বদাই খুব প্রকট নয়। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান, ব্যাঙ্ক ও কোম্পানীরা দ্বিতীয় শ্রেণীর বাজারে এবং ছাত্র, কেরানী ও সাধারণ মধ্যবিত্ত পুরুষদেরই প্রথম শ্রেণীর বাজারের করেন। অবশ্য, ব্যক্তিক ও মধ্যবর্তের বর্তমান উদাহরণের পরিমাণ গ্রাহকদের অপেক্ষা কম হওয়া সেই দুঃখের কথা, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দুই-তিনজন অধিক। সুতরাং বাজার অবস্থার বিচারে আড়া বৃদ্ধির ব্যাপারে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী সম্পর্কে এই বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা কোন ক্রমেই যুক্তিসঙ্গত হইয়াছে বলিয়া মনে করা যায় না—দ্বিতীয় বর্ষ সম্পর্কে আমরা অন্যান্য সরকারী অফিসের সমর্থন করি।

ইহার এই অবস্থের কথা সত্ত্বেও এই প্রসঙ্গে দুই একটি কথা বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে যাহা কলিকাতা ইন্স কোম্পানী ও ইন্সরেন্সকদের বিরোধ সম্পর্কে বিচারপতি শ্রী পি. বি. রায়ের সভাপতিত্বে পশ্চিম বঙ্গ সরকার যে ইন্সুরেন্স বিষয়ক কমিটি করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সুপারিশ সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। এই সুপারিশে অবশ্য প্রতিবন্ধনের বার্ষিক বেতন ৩৬০-তেই বজায় রাখিতেছে, মহাযাত্রার পরিমাণ প্রায় সর্বত্রই বৃদ্ধি করা হইয়াছে। সুপারিশে বার্ষিক ৫০ টাকা বেতনের উপর ৫৫্, ১০০ টাকার উপর ৫০্, ১৫০্-তে ৪৫্, ২০০্-তে ৪০্, ৩০০ টাকার উপর ৭০্ এবং বার্ষিক ৫০০্ বেতনের উপর ৮০্ করিয়া মহাযাত্রা নির্ধারিত হইয়াছে।

এই সুপারিশ ১৯৬৮ সালের ১৯৯ নভেম্বর হইতে এক বৎসরকাল চালু থাকিবে। এছাড়া ১৯৬৯ হইতে ১৯৭৭ সালের মধ্যে যাহারা নিযুক্ত হইয়াছে, তাহাদের প্রত্যেক তিন বৎসর পূর্ণ কাজের জন্য বর্তমান হারে একবার করিয়া বেতন বৃদ্ধি করিতে হইবে। ইহার ফলে যে ইন্স কোম্পানীর ব্যয়ভার বৃদ্ধি পাইবে তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহার কথা ছাড়িয়া দিলেও বর্তমান মুদ্রাস্ফীতিকেও ইহা বর্ধিত করিবে। মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করিতে হইলে মূল্য ও মজুরি উভয়েরই মান নির্দিষ্ট ও নিয়ন্ত্রিত করা আবশ্যক। কিন্তু ইন্স কোম্পানী সম্পর্কে উপরিউক্ত নিয়মের ফলে ইহার কোন উদ্দেশ্যই সাধিত হইবে না। কমিটির সুপারিশ কর্তৃপক্ষের কথা বিবেচনা করিয়া আমরা দুঃখের বিষয়, উহাদিগের নিয়ন্ত্রণকে অভিনন্দিত করিতে পারিতেছি না।

সাপ্তাহিক হিসাব বিকাশ :—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক

ইস্যু বিভাগ—

(হাজার টাকার হিসাবে)

	১৯-১২-৫৮	১১-১২-৫৭	১-১-৫৮
			(অডিটেড ফাইগার)
দায়—			
নোট বিভাগের মোট	১১,৩৬,১৮	১৮,১৮,১৩	১৯,৬৪,১৮
নোট মোট	১৬৩৬,৫১,১৮	১৬৩১,১৮,১৮	১৬৬৯,৬৮,৯১
	১১১৮,৬৪,১৮	১১৮৭,৩৮,৬৮	১৬৬৯,৬১,১৮
সম্পত্তি—			
(ক) সোনার ও ডলার মোহর			
(খ) ভারতে —	৪৯,১৮,৬৮	৩৬,১৮,৬৮	৪৯,৭১,১১
(গ) ভারতের বাহিরে			
ইংলিশ ব্যাঙ্ক	৭৩৬,১৬,৬৮	৭৬৬,১৬,৬১	১১৩৬,৬৮,১৭
মোট (খ)	৬৬৬,৬১,৬৮	৬৬৩,৬১,৬১	১১৩৬,১৬,৬৮
(ঘ) বাজার হুণ্ডী	৩৬,৬৬,১৮	৪১,৬৮,৬১	৩৯,৬৫,১৬
ভূতাবশেষী, আনুষঙ্গিক বিভিন্ন পত্র ও			
অন্যান্য সম্পত্তিসমূহ	৭৬৬,১১,১৮	৮১৩,১৮,১১	১১৩,১৫,১১
	১১১১,৬৪,১৮	১১৭১,১১,১১	১১৩৬,১৯,১৮

ব্যাঙ্কিং বিভাগ—

দায় —			
আদায়ীকৃত মূলধন			৫,৩৩,৩৩
সঞ্চিত তহবিল			৫,৩৩,৩৩
আমানত—			
(ক) সরকারী সরকার	১৭৭,১১,১৮		
(খ) অন্যান্য সরকারসমূহ	১১,৬৬,৬৮	১,৬১,৬১	১৯,১৮,১৮
(গ) ব্যাঙ্কসমূহের	৬৮,১১,১৮	৭৬,৬১,৬৮	৭১,৬৬,৬৮
(ঘ) অন্যান্যের	৫৮,১১,১৮	৬৬,৬১,৬৮	৭১,৬৬,৬৮
দেয় হুণ্ডী	৬,১৩,৬৬	১,১৬,১১	৬,৬৫,৬৬
অন্যান্য দেনা	১,৬৩,৬৩	১,৩৬,১৬	১১,১৬,১৩
	৩৭১,১৬,৬৬	৩৬৩,৬১,১১	৩৬৬,৬৬,৬১
সম্পত্তি—			
সোনা	১১,৩৬,১৬	১৬,১৬,১১	১৯,৩৬,১৬
রজত মুদ্রা	৩,১৬	৩,৩৬	৩,৩৬
অন্য মুদ্রার মুদ্রা	১,৩৫	১,৩১	১,৩৩
ভারত সরকারী			
(ক) ভারতীয়		১৬,৩৩	১৩,৩৩
(খ) বাহিরের		—	
(গ) রাজ্য সরকারের			
বাজারীপত্র	১৩৩,৬৩	৯,১৬,১১	৯,৬৬,৬১
ডিবেঞ্চারে জমা	২৬৬,১৮,৬১	১৬৩,৬১,৬১	৩৬১,৬৬,৬৩
বিভিন্নরূপে জমার জন্য ইত্যাদি	৬,৬১,৩৩	৫,৫১,৩৩	১৩,৩৩
স্থায়ী সম্পত্তি ও ব্যয়	৯,৭৬,১৬	৯,৬১,৬৬	...
অন্যান্যরূপ	৬৮,১১,৬৮	৬৬,৩৬,৬৬	৬৬,১৬,১১
অন্য সম্পত্তি	১,১৬,১১	৫,৩১,৭৮	১,১১,১৮
	৩৭১,১৬,৬৬	৩৬৩,৬১,১১	৩৬৬,৬৬,৬১

সাপ্তাহিক হিসাব বিকাশ :—ইন্ডিয়ারিয়্যাল ব্যাঙ্ক

(হাজার টাকার হিসাবে)

	১৯-১১-৫৮	১১-১২-৫৮	৩১-১২-৫৭
দায়—			
মিয়াদী হুণ্ডীর মূলধন	১১,১৬,৩৩	১১,১৬,৩৩	১১,১৬,৩৩
আদায়ীকৃত মূলধন	৫,৩৩,১৩	৫,৩৩,১৩	৫,১১,৬৩
সঞ্চিত তহবিল	৬,১১,৩৩	৬,১১,৩৩	৬,১১,৩৩
চলতি আমানত, মেয়াদী আমানত ও অন্যান্য হিসাব	৭৩৩,১৬,১১	৭১১,১৬,৩৩	৭৩৩,১৬,৩৩
বিবিধ	১,৩৩,১১	১,৩৩,৩৩	১,৩১,১১
মোট	৭৬৬,৬৬,১৮	৭৬১,১৬,৩৩	৭৩৩,৩৩,১১
সম্পত্তি—			
হোলসেলারীয় ব্যাঙ্কের অগ্রিম অনুমোদিত	১১,৬৬,১১	১১,১৬,১১	৭,১১,৩৩
ঋণ	১১,৬৬,১১	১১,৩৩,৩৩	১৩,৩৬,১৩
ব্যাঙ্ক ডেপোজিট	৫১,১৬,১১	৫১,১১,১১	৬৬,৬১,৬৬
ভারত এবং স্টেট ব্যাঙ্ক	৯,৩৩,১৩	৯,১১,৩৩	৯,৬৫,৩৬
বিল ডিস্কাউন্ট	১,১৬,১১	১,৩৬,৩৩	১,৩৩,৩৩
বিবিধ—	১,৬১,৩৩	১,৬১,৩৩	১,৬৩,১৩
অন্যান্য ব্যাঙ্কে জমা	৭,১৬,১৩	৮,১১,৩১	১,৩৩,১১
ব্যাঙ্কের ব্যবহারের জন্য ও স্টেশনারী বিভাগ	১১,১৩,১৫	৩৬,১৬,১৬	১১,৩৬,১৬
মোট	৭৬৬,৬৬,১৮	৭৬১,১৬,৩৩	৭৩৩,৩৩,১১

সাপ্তাহিক হিসাব বিকাশ :—তফশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক

(হাজার টাকার হিসাবে)

	১৯-১১-৫৮	৬-১১-৫৮	১-১-৫৮
হোলসেলারীয় ব্যাঙ্কের দেয় ঋণ			
ভারতে			১৩৩,৩৬,১১
(১) ব্যাঙ্কের নিজস্ব হুণ্ডীর জন্য		১১,৩৩,১১	১১,১৩,৩৬
(২) অন্যান্য তফশীলভুক্ত ব্যাঙ্কের দেয় ঋণ		৭৩৩,১১,১১	৭৩১,১৬,৩৩
বোম্বাইয়ের দেয় ঋণ			
ভারতে			১৩৩,১১,৩৩
(১) ব্যাঙ্কের নিজস্ব হুণ্ডীর জন্য		১১,১১	১১,১৬
(২) অন্যান্য বোম্বাইস্থ দেয় ঋণ		১১১,৬৬,১১	১১৬,৬৬,১১
মোট বন্ধক টাকা			
ভারতে	৬৬,৩৩,১১	৬৬,৩১,১১	৬,১১,১১
বিল্‌ডি ব্যাঙ্কে জমা		৭৩,১১,১১	৭৬,৩৩,৩৩
নগদ			
ভারতে	৮৩৩,৩৩,১১	৮১১,১৬,১৩	
ওভারড্রাফ্ট			
ভারতে		১১,১৬,৩১	

স্টেট ব্যাঙ্ক অভ পাকিস্তান

(হাজার টাকার হিসাবে)

ইস্যু বিভাগ—

দায়—		সাপ্তাহিক	
	১৯-১১-৫৮	১-১১-৫৮	১-১-৫৮
ব্যাঙ্কিং বিভাগের মোট	৩,৩৮,১৩	৩,১১,১১	৩,৩১,৩৩
নোট মোট	১৩৩,৬৮,৩৩	১৩৩,১১,১১	৩৬,১৩,১১
	১৩৭,১৬,১৩	১৩৩,১১,১৬	৩৬,১৬,১১
সম্পত্তি—			
(ক) সোনার ও রজত মোহর	১,৩৩,১১	১,৩৩,১১	
সোনা :			
ইংলিশ ব্যাঙ্কের	১৩,৩৩,১১	১৩,৩৩,১১	
ভারত সরকারের তহবিলে	১,১১,৩৩	১,১১,৩৩	
ভারত মোট, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক —			
ঋণ, হুণ্ডীর বাজার সাহায্যে	১৩,৩৩,১১	১৬,১৩,১১	৫,৩৩,১১
(খ) মোহর মুদ্রা	২,৩১,১১	২,১১,৩৩	২,১১,১১
পাকিস্তান সরকারের তহবিলে	৫,৩৩,৩৩	৫,৩৩,৩৩	
আনুষঙ্গিক মুদ্রিত ঘর			
বাজার মাসেকে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অভ ইণ্ডিয়ার বিভাগ জমা—			
মোহর ও রজত মোহর	১৬,৩১	১৩,১১	১,৩৩,১১
ইংলিশ ব্যাঙ্কের	১৩,১৬,১১	১৩,১৩,১১	৩৩,১১,১১
ভারত সরকারের তহবিল	৯,১১,৩১	৯,৩১,৩১	১৩,৩১,১১
মোহর মুদ্রা	১,১১,১১	১,১১,১১	১,১৩,৩৩
	১৩৩,১১,১৩	১৩৩,১১,১১	৩৬,১৬,১১

ব্যাঙ্কিং বিভাগ—

দায়			
আদায়ীকৃত মূলধন		১,১৬,৩৩	১,১৬,৩৩
সঞ্চিত তহবিল			—
আমানত—			
(ক) সরকার সরকার	৯৬,১১,১১	১১,১১,১১	৩৩,১৬,৩৩
(খ) আঞ্চলিক সরকার	১,৩৬,১৩	১,১১,১১	১,১৬,১১
(গ) ব্যাঙ্কসমূহ	১৩,৩৩,১১	১৩,১১,১১	১৩,১৬,৩৫
(ঘ) অন্যান্য	১,৩৩,৩১	১,৩৩,১৩	৩,১৬,৩৩
দেয় হুণ্ডী	১৬,৩১	১৬,৩৩	১,৩১
অন্যান্য দায়	৩,১৬	৩,৩১	১৩,১৩
	১১৬,৩৩,১১	১৩৩,১১,১৩	৩৩৬,১৬,৩৩
সম্পত্তি—			
সোনা			৩,১১,৩৩
রৌপ্য মুদ্রা			
(ক) পাকিস্তানী			
(খ) ভারতীয়			
অন্য মুদ্রার মুদ্রা			
(ক) পাকিস্তানী			
(খ) ভারতীয়			
হুণ্ডী ও ডলারের হুণ্ডি			
(ক) আভ্যন্তরীণ			—
(খ) বাহিরের	...	...	—
(গ) সরকারী বাজারীপত্র	১৩,৩১,১১	১১,৩৩,৩৩	—
পাকিস্তানের বাহিরে জমা	১৩১,১৩,১১	১৩১,১৮,১১	৩৩,৩৩,১১
সরকারের নগদ ও ব্যয় ইত্যাদি			১১,৩৩
অন্যান্য ব্যয়, ব্যয় ইত্যাদি	...		—
অগ্রিম ঋণ	১,৩৩,১১	১,১১,১১	৩
অন্যান্য সম্পত্তি	১১,১৩	১৩,১১	১,১১,১৩
	১১৬,৩৩,১১	১৩১,১৬,১৩	৩৩৬,১৬,১১

যৌথ প্রতিষ্ঠান

কম্পানির নাম	অনুমোদিত মূলধন (লাখ টাকা)	বন্ধ ও আদায় হয়েছে	প্রতি অংশের অনুমোদিত মূল্য	বন্ধ অংশের সংখ্যা	সমবন্ধ	বাজার দর			
						১৭/১১/৮৮	১৯/১১/৮৮	২০/১১/৮৮	শেষ আজ দর
ইঞ্জিনিয়ারিং									
ইন্ডিয়ান আয়রন	২,০১,১১,২০০	১,১৮,১৬,১১৯৲			৮৮১				
ফেনা	৭৯,০০,৬০০	৩৮,৩৩,৭১৯৲			১৩৪১				
টাটা আয়রন	১,৬৪,৬০,০০০	১৯,৫৯,১১,১৮৮৲			৬৫৮	৮৮৫০	৮৮৩০		
বার্ন	৫১,৩০,৩০০	১,৩৮,১৯,৮৮০৲			৩,৮৯				৬৮৯৲
ফেডারেটেড	৭৯,৩১,৬৭০	১৫,১৩,৩৩৯৲			১৬৫১	—			
অর্ণাকার্ন	১৯,১৫,৩৩০	৯,১১,৫১৲			৩৫৬	৬৫/৩			
ইস্কো কর্পোরেশন —	৩,৩৩,১৯,৮৮০	১১,৩৩,৩৭১৲			১৬৯১				
কয়লাখনি									
অ্যাসানসোল	১৫,৫৩,৩৩০	১১,৯৯,৫৩৲			৩৩৮				
ইন্ডিয়েক্স	১১,৩৩,৭৮০	১১,৬৫,৩৩৩৲			১৯৫৭	৩৩৮/৮৮৩৩		৩৩৮৲	
ওয়েস্ট বার্ডুরিয়া	১,৩৩,৩৩০	৩,১৫,৩৩৩৲			১৩৩৭	—		১৮৲	
কাজোরা	১৩,৩৩,১৩০				১১৮			—	
কুমারডুবি	১৩,৩৩,৩৩০	১,১১,৮১৩৲		১,৯৩(৫)	১৩৩৭				৯৲
কুর্দা ও:ল্ড	১,১১,৫৩০	১,৩৩,৩৩৩৲		১৯	৩৩৮				৬৫৩
কুর্দা কাজুরা	১,১৩,৩৩০	১,১১,৫৩৩৲		৯৮	১৫৮				৯৲
সিংহ বীরভূম	১১,৭৯,৫৩০	১১,১১,৮৭১৲			১৫৩৭				১৩৲
সিংহ রানীগঞ্জ	৯,৩৩,৩৩০	৯,৯১,৮৩৩৲			৩৫৮				১১৲
সেতারামী	১৫,১১,৩৩০	১১,১৯,৫৩৩৲		৮৩	১,৩৩				৫৯/৩
হরাকর	১৩,৩৯,১৫০	১,৩৫,১১,৩৩৩৲		৮৩	৩৩৩	১৩৫-৩৫/৩	১৩৯,৯৩-৫৯/৩	১৫৯-৩৩/৩	১৩৩/৩	
ফেনা	৩৩,৩৩,৩৩০	১,৩৩,৩৩,৩৩৩৲		১৩৲	৫৫৮		—			
ভারত	৩৩,৩৩,৩৩০	১৩,১১,১১৭৲		১৯৩(৫)	৩৫৩	৩৫/৩৩৩	৩৫৯৩		৯৩৩-৩৩/৩	
বার্নপুর	১১,৩৩,৩৩০	১৩,৫১,৩৫১৲			৩৫৮		—			১৩৫৩
মেকন	১৩,৩৩,৩৩০	১,৩৩,৩৩৩৲			১৩৩৭	—	—			৩৫৲
রলিয়ানী	৮,৩৩,৩৩০	৯,১৩,৩৩৩৲			১৩৩৩	—	৩৫৩			
সিন্দ্রী	৯,১৩,৩৩০	৩,১১,৩৯৩৲			১৩৩৩	—	—			৩৫৩৩
স্যাটন ভারানসুল	১১,৩৩,৩৩০	৯,১৩,৩৩৩৲			৩৫৮	৫৩/৩	৫৩৲		১৩৯,৯-১১৲	
সেন্ট্রাল ইন্ডিয়া —	১৯,১৭,৩৩০	১১৲			৩৩৩৩					৩৩৩
কাগজের কল										
এমামি	১১,৩৩,৩৩০	৩৩,১৫,৭১৯৲	১০৲	১৫৩	৩৫৮			—		
কাগজুর টেকনিক্যাল —	১১,৩৩,৩৩০	১১,১৩,৩৩৩৲	৫৫৩	১/৩	৩৫৮	১৩৯/৩	১৩৩-১৩৯/৩	১৯৯/৩	১৩৫/৩-১৩৯/৩	
ওরিয়েন্টাল	৩৩,৩৩,৩৩০	১৫,৫৯,৫১৩৲	১৫৩	১৯৩(৫)	৩৩৭	—				১১/৩
কামধেনু	১৯,৩৩,৩৩০	১১,৫৯,৩৩৩৲	১০০৲	১৯৲	৩৫৮					১৩৯৩
ক্রমেকারী	৩৯,৩১,৩৩০	৩১,৩৫,৩৭১৲	১০৲	১১(৫)	১৩৩৩					
ঘাটশিলা	৯,৩৩,৩৩০	১১,৯১,৩৫৩৲	১০০৲	১৯৲	৩৫৮					৩৫১৲
বামরী	১৯,৩৩,৩৩০	১,১৯,১৩৩৲	১০৲		১৩৩৭					৯/৩
বিড়লা	১৯,৩৩,৩৩০	৩৯,৯৯,১১৯৲	১০৲	১১(৫)	১৩৩৩					৩৩৩৩
মুরিয়া	৩৩,৩৩,৩৩০	১১,৩৯,১৫১৲	১০০৲	১১(৫)	১৩৩৭	৩৫৩				
রেলিগেয়ার	৫,৩৩,৩৩,৩৩০ ১৯,১১,৫১৩৲	১১,৩৩,৯১৯৲	১১৲ ১০৲	৩১ (৫) ৯১	১৩৩৮	৫০				—

যৌথ প্রতিষ্ঠান

প্রতিষ্ঠানের নাম	অনুমোদিত মূলধন (লক্ষ টাকায়)	লগ্নী ও অন্যান্য তহবিল	প্রতি অংশের অনুমোদিত মূল্য	বন্ধ লেনদেন	লেনদেন	বাজার দর				
						১৭/১১/৮৩	১৫/১১/৮৩	১৩/১১/৮৩	১৩/১১/৮৩	শেষ লেনদেন দর
চটকল										
বাওচা	১৩,০০,০০০	৩৫,৭১,০০০৲		১৲	৭৫৳	৩৪৲-৩৫৲		১৮৲-১৮৲		
ইউনিয়ন	১০,০০,০০০	৩৪,৯০,৫৩৲		১১৩০	৭৩৳			৫৮৲		
ইউনিয়ন	৮৫,০০,০০০	২২,৩৫,৩৩৩৲		৬৩	৩৫৳					৩৮৲
আজমেরী	৩০,০০,০০০	৩৪,৯৫,৩০০৲		৬৩	১৫৫৭					৫০৫৲
আজমের ইউনিয়ন	৪৩,৫০,০০০	১১,১৫,০০০৲		১০৲	৩৫৳					১১১৲
এসোসিয়েটেড	৯,০০,০০০	১৯,৩৫,০০০৲		৫৫	১৮/৫১					৯৫৳
কমলাবাদী	১৫,০০,০০০	২৯,১১,৩৮৲		১১৫	৭৫৳					৩৩৫৳
ঔদ্যোগিক	৩০,০০,০০০	১৮,৯৬,১৫১৲		১৩৲	৭৫৳					
ক্রিসেন্ট	৩০,০০,০০০	৩৫,৭১,৫৩৲		১৲	৭৫৳					৩৩৯৳
ক্যালকো	১৫,০০,০০০	৩০,৫১,০০০৲		১১৫০	৭৩৳					৫৩৲
ক্যালিডোনিয়ান	১,৩০,০০০	৩৫,৫১,৩৩৲		১৲	৭১৳					৭৩৲
ক্লেন	১,৩০,০০০	১৫,৯০,০০০৲		৯৲	১৫/৫১					১৫৯৳
ক্লাইভ	১৯,৯০,০০০	১৫,৭১,০০০৲		১১৫	৭৩৳					৯৩৲
গৌরীপুর	১৭,০০,০০০	৩৫,৫১,৩৩৲	৩০০৲	৯৯৲ (খ)	১৫/৫১					১৫৩৲
গৌরীপুর	১৫,৭০,০০০	৩৫,৫১,৩৩৲	১০০৲	১৯৲	৭৩৳					
গ্যাংরো	১৫,৭১,১৩০	১১,৯০,৫১৭৲	৩০০৲	৯৲	১৫৫					৩৩৩৲
টিলক(ই)	১১,১৫,৫৩০	১,৩৫,৭১,১৩৩৲	১০০৲	৫৲	৭৩৳			১৯৩৲-১৯৫৳	১৯৩৲-১৯৯৲	
টেলী	১৫,০০,০০০	৩০,৩০,৫১৫৲	১০০৲	১৩৲	৭৩৳				৫৫৯৲	
টেলীয়	৩৩,১৫,৩০০	৩৩,৩৩,৩৫৲	৫০৲	৩৫৩	৭১৳					
টৈদারী	১১,০৫,০০০	৩৫,৯০,৩৩৩৲	১০০৲	৯৲	৭৩৳	৫১৲	৩১৯৲-৩১৯৲		৩৫৩৲-৩১৫৲	
তালমাস	৩৩,৩৩,০০০	১১,১১,৩৩৫৲	১০৲	১৲	৫৫৳			৫৯৲	৫৫/৩৩৩৩	
ত্রিবেদিয়ানী —	১৫,০০,০০০	৩,৩১,০০০৲	৩৲	৯৲	৭৫৳	৩৫/৩৫		৩৫/৩	৩৫৩৲	
দেশী ইন্ডিয়ান —	১৩,০০,০০০	১৯,১১,৩০০৲	১০০৲	৩৯৲	৭৫৳					৩৩৩৫৲
দেশী ইন্ডোর	১৩,০০,০০০	১,৩১,৩৫,৫৩৩৲	১০০৲	৩৯৲	৭৫৳					৯৩৩৫৲
নরসর	১,১৩,৩০০৲	৩,৩৫,৩৩৩৲	৫০৲	পরিশোধ (খ)	৭৩৳					৩৩৩৲
নারী	১৩,৩৩,০০০	৩৫,১৫,৫১০৲	১০০৲	৩৩৩ (খ)	৭৫৳					৯৩৩৲
নিউন	৩৫,৫৩,০০০	১৩,৩৩,৩৩৲	১০৲	৩৯৩(খ)	৭৩৳					৫৯৲
নিজামস	১৩,৩৩,৩০	৩৩,৫১,৩৩৲	১০৲	১৩৩	৭৫৳					১১৩৩৲
নেপিয়ার্স	১৩,০০,০০০	৩৩,১৩,৫১৲	১০০৲	৯৲	৭৩৳					৩৫৩৲
পলাশতারা	১৫,৫০,০০০	১৫,৩৩,৩৩৩৲	১০০৲	৯৲	৭৫৳					৩৩৩৲
পাকুরী —	১৩,১৩,০০০	৩৩,৩৩,৩৩৩৲	১০৲	৯৲	৭৫৳	৫৯৲		৫৯৲-৫৯৫৳		
পাকুরী —	১,৫৩,০০০	৩১,১৫,৫৩৩৲	১০৲	৯৲ (খ)	৭৩৳	—				৩৫৩৲
পাকুরীয়া —	৩০,০০,০০০	১৯,১৩,৫৩৩৲	৫০৲	৫৩৲	৭৩৳					৩৫৩৲
পৈসারী —	৯১,০০,০০০	১৫,৩৩,০০০৲	১০০৲	৯৲	৭৫৳					৩৫৩৲
চা-বাগান										
বি ইন্ডিয়া —	১০,০০,০০০	৩,৩৩,০০০৲	১০৲	১৩০৫	১৫/৫১	১৩৫৲				—
বিনা —	৩,১৩,০০০	১,১১,৩৩৲	১০৲	৯৲	১৫/৫১					৩৩৲
ভূমার —	১,১১,০০০	১,৩৫,১১৩৲	১০৲	১৫৫	১৫/৫১			—		১৩৩৫৲
মালপুর —	১১,১৩,৩৩০	৩,১৩,০০০৲	১০৲	৩৩৫	১৫/৫১	৫৩৲				৫৫

যৌথ প্রতিষ্ঠান

প্রতিষ্ঠানের নাম	অনুমোদিত মূলধন (১৯৮৮-৮৯)	বন্ধক ও দায়ের তালিকা	প্রতি অংশের আনুমোদিত মূল্য	বন্ধ লভ্যাংশ		বাজার দর			
						১১.১১/৯০	১৯৪১/৯০	১১.১১/৯০	৩১ মার্চ ৮৯
চা-বাগান									
ডেলিরামগড়	৪,৫০,০০০	৮,৯০,১৭১৲		৭৬৲(৫)	১৯/৫৭				
ডেমারী ও পার্বতিয়া ...	৬,০০,০০০	৫,৯০,৪৩৬৲		৯৲(৫)	১৯/৫৭				
মিঠে নুনটা	১,৯৮,০০০	৪,৫১,১৫৬৲		৮৲ (৫)	১৯/৫৭				
পাহাড়তলী	১১,৯৮,০০০	৪৮,৫১,১৫১৲		৭০৲(৫)	১৯/৫৮				
মহাদিনি	৬,৯৮,০০০	৬,৯০,৪১৬৲		৬৯০০(৫)	১৯/৫৭				৪৭৫
রসাবরাণী	৬,০০,০০০	১১,৯০,০০০৲		১৫৲ (৫)	১৯/৫৭				১১৫৫০
বিরাম	১৩,৯৮,০০০	৮,১০,০০০৲		৩৯০(৫)	১৯/৫৮				৪৭৫
ডেমারী	১,১১,০০০	১,১৩,৯৮১৲		৭৲(৫)	১৯/৫৭				১১৯০
রসাবেড়া	১,৯৮,০০০	৬,৩৯,১৭৬৲		৯৯০(৫)	১৯/৯৬				১৩৭০
ডেমুটাম ফাঁকার	১০,০০,০০০	৬,৫১,৯১৬৲		৯৯৯০(৫)	১৯/৫৭				১৩৯৲
গুলাব	৯,৯৮,০০০	১,৩১,৬১১৲		১৯৩(৫)	১৯/৫৭				১৫/০
ডেমারী টিকরা	৪,৯৮,০০০	৬,৫১,১৩৮৲		৯৯(৫)	১৯/৫৭				১৫৯০
রাজাগাড়	১,৯৮,০০০	১১,৯০,১৩৬৲		৬৭৯৫(৫)	১৯/৫৮				৩৭৯৫০
বাইসিডেরা	১৬,৯৮,০০০	৫১,৫১,১৫১৲		১০৲(৫)	১৯/৫৭				৫৯০০
ডিবিধ কল									
ইউ পি	১৬,৯০,৫৯০	১১,১৩,৯৭৬৲			১৭৫৭				
ভারত	৬৫,৯৮,০০০	১৫,১৯,৯০১৲			৬৯৫৭		১৯/৯-৯৯৷৯		
চন্দ্রনাথ	১৮,৯৫,৯৩৯	১৯,৫১,১৫৫৲		১৫৯(৫)	৭৯৯০				৫৭৷৫১
ভারত টিবিয়া	৮,১৩,৫১৩	১১,১৫,৭১৯৲		৯৷৯০(৫)	৭৯৫৭				৮৯৷৫৮
প্রিন্টমপুর	৯,৯৮,০০০	৯,১১,৩৫১৲			১৩৫৭				১৮৲
ভারত	১১,৯৮,০০০	১,৯৯,৯৯৬৲			৬৫৭				১৭৲
চাকলা	১৯,৯৩,১৯০	৪,১৩,৩৯৫৲			৮৯৫৭				৯৭৷৯০
চাকলা	৮,৯৮,০০০	১৩,৯৮,৫৫৮৲			৬৯৮০				১৩৫০
ফরিদপুর	১১,১১,০০০	১,৫১,৯৮৩৲	১০৲		৬৯৮০	১৯৮৷৫-১১৲			
ব্যাঙ্ক									
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল	১,৯৩,৯৩,০০০	৫১,৯৩,০০০৲	১০ (৯৯)	১৯৯	১৯/৫৭	৬৫৷৫		৯৯৲-৯৯৷৫	
বৃহিত্ত ইন্ডিয়ান ...	১১,৯৩,৩৯৯৷৫ ৫৫,৫৩,৯৩৭৷৫	১১,৫৯,৯৩৲	১৫৲	১৫৭(৯৯)	৫৯৯৩			—	
বৃহিত্ত বাণিজ্য	৯৯,৯১,০০০৲	৬৯,৯৩,০০০৲	১০৲	১৯৭ পাই (৯)	১৯/৫৭				
বাসাবাড়ী বাণিজ্যিক	১১,৯৯,০০০	১৫,১৩,৩৯৯৲	১৩৲	৯৭ (৫)	১৯/৫৭			১৯৩-১১৲	
পঞ্জাব ন্যাশনাল	৬৫,৯৯,৫১৲	১,৯৩,৯৩,০০০৲	১৯৩৲		১৯/৫৭				
বিদেশী ব্যাঙ্ক	১,৯৩,৯৩,০০০৲	৩,৯৩,৯৩,০০০৲	১০০৲	৪৲ (৫)	৭৯৫১	১৯৩৲-১৯৫৲			
যৌথ ডেমুটাম ব্যাঙ্ক	১৫,৭৩,৯৫১৲	১৩,৯৩,০০০৲	১০৲	১৯০(৯৯)	১৯/৫৭				
ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া	৩,৯৩,৯৩,০০০	১,১৫,৯৩,০০০৲	১৫৲ (৯৯)	৩৲	৭৯৯৩				
ব্যাঙ্ক অব বরোদা	১,৯৩,৯৩,০০০৲	১,১৫,৯৩,০০০৲	৬০৲ (৯৯)	৯৲ (৫)	১৯/৫৭				
বিশ্ব ব্যাঙ্ক	১১,৯৩,৯৩৩	১১,৯৩,০০০	১০৲ (৯৯)		১৯/৫৭	১৯৫৷৫০,	১৯৩৷৫০৲		
বিদ্যুৎ-কমার্শিয়াল ...	১,১১,৯৩,০০০	১,৯৩,০০০৲	১০৲		১৯/৫৭				
ডেমুটাম ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া ...	৩,১৫,১১,১৯৩৲	৩,৫৩,৯৩,৯৫১৲			৭৯৫৭				
বিদ্যুৎ-সরবরাহ									
ইউ-পি	১৯,৯৩,০০০,	১৯,১৩,১৯৩৲		৯৲	৭৯৯০	...			
ভারতবর্ষীয় বিদ্যুৎশক্তি	৬৯,৯১-১৯৫ শ	৫১,৯৫,১৯৩ শ		১৫৫(৯৯)	১৯/৫৭	—	১৯৷৫	১৫৯৲-১৫৯৲	১১/৯৩৲

যৌথ প্রতিষ্ঠান

	অনুমোদিত মূলধন (৫০ লক্ষ)	১০২ ও অন্যান্য বেরিজ	প্রতি অংশের আনুমানিক মূল্য	বন্ধ সমাচার	সমাচার	আ ভা র ম ৭			
						১৫/১১/৯০	১৫/১১/৯০	১৫/১১/৯০	শেষ কাজ হয়
বিদ্যুৎ-সরবরাহ									
ঝরনাপুর	১২,১১,১০০								
নবীন	১৮,১১,০০০	১,১১,০০০৳							
বেসিড	৯,০১,১০০	৯,৫৫,০০০৳							
বিবিধ									
ভারত ...	১,১১,০০১				৯/১০-৬৯/৭	৭১/০৬/৯৮			
বিড়লা আইডিয়াল	১,৯৮,৯৯,০০০	১,১১,০০০৳							
বিড় ডেভেলপার ডাইরেক্টর	৯,৯১,০০০৭১	১,৯৯,১১১ ৭১							
বিড়ল	৯১,৯৯,০০০	১৯,৯৯,০০০৳							
বিড় টেক্সি ...	১,১১,১১,০১০								
বিড়লা ...	১,১৯,০০০ ৭১	৯১১,০০০ ৭১							
বিড়লা ...	১৯,১১,০০০	৯১,১৯,৯৯১৳							
বিড়লা ...									৩৯৯
...									১৯৮
									৩১০

...

...

...

আর্থিক ভারত

অর্থনৈতিক সাপ্তাহিক

১৯ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা | [illegible] | [illegible] | [illegible] | মূল্য ৫০

CALCUTTA UNIVERSITY LIBRARY

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

কলিকাতা

অনুমোদিত মূলধন	—	৮ কোটি টাকা
বিক্রীত মূলধন	—	৪ কোটি টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন	—	২ কোটি টাকা
রিজার্ভ ফাণ্ড	—	৪০ লক্ষ টাকা

পরিচালকবর্গ

শ্রী জি, ডি, বিড়লা (চেয়ারম্যান)

শ্রীঈশ্বরী প্রসাদ গোয়েঙ্কা
(ভাইস-চেয়ারম্যান)

শ্রীরমনলাল জি, সারাইয়া
(ভাইস-চেয়ারম্যান)

শ্রীঅনন্ত চরণ লাহা
শ্রীবৈজনাথ জালান
শ্রীগোবিন্দলাল বাঙ্গর
শ্রীপি, ডি, হিমৎসিঙ্কা
শ্রীরামেশ্বরলাল নোপানি
শ্রীমহাদেও এল, দাহানুকার
শ্রীমদনমোহন আর, রুইয়া
শ্রীমোহনলাল এল, শা
শ্রীমতিলাল তাপুরিয়া
শ্রীনবীনচন্দ্র মফৎলাল

জেনারেল ম্যানেজার

শ্রী বি, ডি, ঠাকুর

ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার

শ্রী এস, ডি, সদাশিবন

ভারত ও ব্রহ্মদেশের বড় বড় শহরে ষাটটির অধিক শাখা এবং পৃথিবীর সর্বত্র এজেন্সির ব্যবস্থা থাকায়, এই ব্যাঙ্ক দেশে ও বিদেশে জনসাধারণের সেবায় সম্পূর্ণভাবে নিযুক্ত থাকিতে পারে।

Those who have finance do read

"Indian Finance"

Those who have no finance must read

"Indian Finance"

'INDIAN FINANCE'

116, Lower Circular Road, Calcutta.

বঙ্গলক্ষ্মী
ইন্সিওরেন্স লিঃ
৯৩ নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা।
ক্রমোন্নতি জনপ্রিয়তার নিদর্শন
১৯৪৬ অপেক্ষা ১৯৪৭-এ নূতন বীমা
শতকরা ৩১ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

আর্থিক ভারত

বঙ্গলক্ষ্মী
ইন্সিওরেন্স লিঃ
৯৩, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা।
ক্রমোন্নতি জনপ্রিয়তার নিদর্শন
১৯৪৬ অপেক্ষা ১৯৪৭-এ নূতন বীমা
শতকরা ৩১ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

২য় বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা] কলিকাতা, বুধবার ১৩ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫৪ ; ১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৪৭ [মূল্য ।৵

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		অর্থলোক	
সরকারী অর্থনীতি বিশ্লেষণে ডাঃ মাথাই		কার্পাস তুলীজাত আয়তন	
প্রাসঙ্গিক		পণ্যদ্রব্যের বাজার	
ভারতের বস্ত্র পরিস্থিতি, বেতন-পরিকল্পনার নূতন নীতি, আপাত-অবনতনের পরিণতি-চুক্তি	১১৩	চিনির মূল্য নির্দ্ধারণ ও প্রাদেশিক স্বার্থ	
সংবাদলিপি		বাজারের কথা	
সমর, ওয়াশিংটন,		তরলপদার্থের ফেরারে কর্মচিৎ বৎসরের…	
সমবায়		যৌথিক	
		ব্যাঙ্কপাইলের উল্লেখযোগ্য বিকাশ	

সরকারী অর্থনীতি বিশ্লেষণে ডাঃ মাথাই

ব্রিটিশ আমলে প্রতিবৎসর বাজেটের প্রাক্কালে ব্রিটিশ বণিকদের নিখিল সভায় ভারতের বড়লাট বক্তৃতা প্রদানকালে ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নীতি সম্পর্কে আলোচনা করিতেন এবং ঐ বক্তৃতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইত। ক্ষমতা হস্তান্তরের পর ব্রিটিশ বণিকদের এই অধিবেশনের মর্যাদা অতঃপরই অনেকটা কমিয়া গিয়াছে,—তবুও গত বৎসর এই সময় পণ্ডিত জওহরলাল ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে ঐ সভায় বক্তৃতা করেন এবং দেশের বিবিধ সমস্যার উপর আলোকপাত করিয়া ভারত সরকারের কর্মনীতি বিশ্লেষণ করেন।

এইবারও গত সোমবার দিন ভারতের অর্থসচিব ডাঃ জন মাথাই ঐ সভায় আমন্ত্রিত হইয়া ভারতের আর্থিক ও বাণিজ্যিক ভবিষ্যৎ, এবং বিশেষ করিয়া ব্রিটিশ বণিকদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে দীর্ঘ এক অভিভাষণ পাঠ করেন। ডাঃ মাথাই ভারতের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে যেসব মত প্রকাশ করিয়াছেন এবং যেরূপভাবে তিনি ভারতের বর্তমান আর্থিক ব্যাধির কারণ নির্ণয় করিয়াছেন, তাহার সহিত মোটা-মুটিভাবে শিক্ষিত ভারতবাসীমাত্রই পরিচিত। সরকারী মহল হইতে এবং বেসরকারী বিশেষজ্ঞদের নিকট হইতে ভারতের বর্তমান দুরবস্থা সম্পর্কে আমরা যাহা কয়েক মাস হইতে শুনিয়া আসিতেছি, ডাঃ মাথাই তাহারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন মাত্র। এই বিষয়ে আমরা ইতিপূর্বে 'আর্থিক ভারত'-এ একাধিকবার আমাদের মতামত প্রকাশ করিয়াছি; কিন্তু সমস্যাগুলি সম্পর্কে সরকারী নীতি এখনও অস্পষ্ট আছে দেখিয়া, আমাদের অভিমতের পুনরাবৃত্তির আশঙ্কা সত্ত্বেও, আমরা আমাদের বক্তব্য পরিষ্কার করিয়া বলিবার চেষ্টা করিতেছি।

শ্রীযুক্ত মাথাইয়ের বক্তৃতার এই কথাটুকু বিশেষ করিয়া দৃষ্টিতে পড়া গিয়াছে যে, সরকার রোগের কারণ নির্ণয় করিতে সমর্থ হইলেও রোগ নিরাময়ের জন্য কি পন্থা অবলম্বন করা কর্তব্য সেই সম্পর্কে এখনও দ্বিধাগ্রস্ত আছেন। তাঁহারা দেশের সর্বশ্রেণীর—ধনী, দরিদ্র, শিক্ষিত, অশিক্ষিত সকলেরই মনোভাবে—সমর্থন কুড়াইবার অতিরিক্ত আগ্রহে সুনির্দিষ্ট পন্থা অবলম্বনের কঠিন দায়িত্ব এড়াইয়া চলিতে চাহিতেছেন। অর্থাৎ সরকার বতদূর জনপ্রিয় হওয়ার চেষ্টা করিয়াছেন, ততখানি জনসমর্থন করিতে সমর্থ হন নাই। এবং তাঁহাদের এইরূপ অদৃঢ় ও অনুদ্যম প্রয়াসের ফলে দেশ অর্থাৎ তাঁহাদের জনপ্রিয়তার হানিই ঘটিয়াছে। অথচ এমনটি হওয়ার প্রকৃতই কোন কারণ ছিল না। দেশবাসীর ভারতীয় সরকারের পক্ষে যতটুকু পরিমাণ সমবেদনা পন্থা অবলম্বনের কালে এবং সেই অবলম্বিত পন্থা সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে সঠিক প্রচারকার্যের পরিণামে অতি সহজেই দেশের সর্বশ্রেণীর অধিবাসীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করা সহজ ছিল।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমাদের দেশীয়রাজ্য বিভাগ সর্দারজীর নেতৃত্বে যে অপূর্ব সাফল্য অর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছে তাহাতে

আমাদের জাতীয় সরকার অবশ্যই সকলের প্রশংসার দাবী করিতে পারেন, এবং ডাঃ নাথাই সেকথার উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহারা আন্তর্জাতিক অসাম্য দূর করা, উদ্বৃত্ত সম্পদ সমবণ্টন, হারহরাণ অধিবাসীদের সাহায্য-জনক পরিচালন এবং সর্বোপরি এই বিশাল দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা সংরক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ে আমাদের জাতীয় সরকার নিশ্চয়ই অন্যান্য কৃতিত্ব দাবী করিতে পারেন। কিন্তু ভারতের শিল্প, বাণিজ্য ও আর্থিক ক্ষেত্রে তাঁহাদের কার্য যতটুকু সাফল্যজনকভাবে সম্পাদিত করিয়াছেন, তাহা যদি বিশ্লেষণ করা যায়, তাহা হইলে যে আমাদের নিরাশ হইতে হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। অবশ্য সাফল্য অর্জন অর্থে আমরা নিশ্চয়ই একথা বলিতেছি না যে, মুষ্টিমেয় লোকের অত্যাচার, অবিচার ও অশিক্ষার ফলে এই হতভাগ্য দেশে যে আবর্জনা পুঞ্জীকৃত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা মাত্র দুই এক বৎসরের চেষ্টায় সম্পূর্ণরূপে অপসারিত করিতে হইবে। কিন্তু ঐরূপ অসম্ভব কোন কথা না করিলেও, আমরা আশা করিয়াছিলাম যে স্বাধীনতা অর্জনের পর দেশের পরীক্ষিত নেতাদের হস্তে যখন ক্ষমতা অর্পিত হইবে, তখন তাঁহারা দেশ ও জাতিকে এমন নির্দেশ দান করিবেন যাহাতে প্রতিটি লক্ষ্যে পৌঁছানো সহজ হইবে। কিন্তু সরকারী নীতি ও কর্মপদ্ধতি লক্ষ্য করিয়া আমরা দেখিতেছি যে, এখনও পর্যন্ত আমাদের নেতৃবর্গ নিজেদেরই নির্দিষ্ট করিতে পারেন নাই এবং দৃঢ় মনোবল হইয়া সকলের মনোযোগকে আকর্ষণ করিবার চেষ্টা না করিলে, অধুনা আশা ও আকাঙ্ক্ষার কটিলতা সৃষ্টি পূর্বক তাঁহারা নিজেরাই অসুবিধায় পড়িতেছেন। ডাঃ নাথাইয়ের বক্তৃতার কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করিলেই আমাদের এই উক্তির তাৎপর্য পরিস্ফুট হইবে।

প্রথমেই শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের অর্থ-লাভের দাবী সম্পর্কে ডাঃ নাথাইয়ের মন্তব্যের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ব্রিটিশ বণিকদের পক্ষ হইতে মিঃ এ, পি, বেঙ্গল তাঁহার সভাপতির অভিভাষণে মন্তব্য করিয়াছেন যে, বর্তমানে সরকারী কড়াকড়ির চাপে ভারতের শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষে উৎপাদনবৃদ্ধির চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে। ডাঃ নাথাই ঐ সম্পর্কে তাঁহার বক্তৃতায় স্বীকার করিয়াছেন যে অর্থবৃদ্ধির লোভে ব্যবসায়ীরা যে প্রবল সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি ঐ সম্পর্কে ব্যবসায়ীদের প্রতি নৈতিক সহানুভূতি প্রদর্শন করা ছাড়া আর কিছু করিতে অক্ষম বলিয়া জ্ঞাপন করিয়াছেন। তবে সান্ত্বনাসূচক তিনি বলিয়াছেন যে সরকার ঐ বিষয়ে অবহিত আছেন এবং আগামী বাজেটে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। এই প্রসঙ্গে ডাঃ নাথাই বলেন যে, নির্বিঘ্নিয়োগকারীদের অনুপস্থিতির ফলে টাকার বাজারে যে শোচনীয় অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে সরকার চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন। ঐ অবস্থার প্রতিকারের জন্য সরকার যে-ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন তাহাতে কোন ফললাভ হয় নাই সেইজন্য তিনি ব্যবসায়ীদিগকে অধিকতর পরিমাণে সরকারের সহিত সহযোগিতা করিতে আহ্বান করেন।

এইখানেই সমস্যার মূল নিহিত আছে। একদিকে সরকারী মুখপাত্রেরা শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য ধনিক-বণিকদের উদ্দেশ্য করিয়া সাম্যভিত্তিক ঘোষণা করিয়া বিশেষ একদল মানুষের করতালি ভিক্ষা করিতেছেন, আবার অন্যদিকে তাঁহারা টাকার বাজারের উন্নতি ও শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি প্রচেষ্টায় ধনিক ও শিল্পপতিদের সহযোগিতা কামনা করিয়া আবেদন জানাইতেছেন এবং শিল্পপতিদের বিশ্বাসযোগ্যতার জন্য সুযোগ দিতেছেন। সরকারী আচরণের এই অসঙ্গতির জন্যই যে দেশের শিল্পপ্রয়াস স্তিমিত হইয়া পড়িয়াছে এবং শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির ভোজ্য পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হইতেছে, সরকারের পক্ষে তাহা কি কখনও বুঝিবার সময় আসে নাই?

আর শুধু তাহাই নহে। শিল্প জাতীয়করণ সম্পর্কে গত এপ্রিল মাসে সরকার যে শিল্পনীতি ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাহার ফলেও শিল্পপতিদের মনে যে সংশয় দেখা দিয়াছে, তাহাও দেশের শিল্পসম্প্রসারণের পক্ষে অন্তরায়স্বরূপ। ঐ ঘোষণায় কোন্ কোন্ শিল্পকে জাতীয়করণ করা হইবে তাহার সুস্পষ্ট উল্লেখ করা হয় নাই এবং দশ বৎসর পরে শিল্প জাতীয়করণ না করিয়া, শিল্প জাতীয়করণের তারিখ আরও কয়েক বৎসর পিছাইয়া দিবার জন্য শিল্পপতিরা যে দাবী করিয়াছিলেন, সেই দাবী উপেক্ষিত হইয়াছে। কোন বৃহৎ শিল্প-প্রতিষ্ঠা করিলে প্রথম অনেক বৎসর লাভ করা সম্ভব নহে,—কাজেই পৃথিবীতে এমন কোন বিবেচক নাই যে জানিয়া শুনিয়া জাতীয়করণ হইবার জন্য বিপুল শক্তির অর্থ ব্যয় করিয়া নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য নিরর্থক পরিশ্রম স্বীকার করিবে!

সুতরাং এই ক্ষেত্রে সরকারের পরিষ্কার করিয়া ঘোষণা করা উচিত ছিল, কোন্ কোন্ শিল্প জাতীয়করণ করা হইবে। আর এখন তাহা করিতে না পারিলে, দশ বৎসর পরে কি হইবে সেই বিষয়ে বর্তমানে কিছু ঘোষণা না করিয়া শিল্পপতিদের শিল্পসম্প্রসারণের জন্য সকলপ্রকার উৎসাহ ও সাহায্য দান করাই সরকারের কর্তব্য ছিল। দশ বৎসর পরে তাহার হাতে আদৌ ক্ষমতা থাকিবে তাহা কেহই বলিতে পারে না এবং তখন বর্তমান সরকারের ঘোষিত নীতি প্রতিপালিত না-ও হইতে পারে, সুতরাং শিল্পে বিশৃঙ্খলা ও হতাশা-উৎপাদক এই ধরণের সরকারী ঘোষণার বর্তমানে কোন প্রয়োজন ছিল বলিয়া আমাদের মনে হয় না। এই সম্পর্কে ইতিপূর্বে বহু সমালোচনা হইয়া গিয়াছে এবং সরকারের এই অবিবেচনাপ্রসূত নীতির বিষময় ফলও ইতিমধ্যে ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে। ডাঃ নাথাই এই সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন তাহা পূর্ব হইতে সরকারী ঘোষণারই পুনরাবৃত্তি মাত্র।

ভারতের অর্থসচিব অবশ্য আশ্বাস দিয়াছেন, ভারতের মত প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যশালী অথচ শিল্পে অনগ্রসর দেশে জাতীয় ও ব্যক্তিগত মালিকানাধীন শিল্প পাশাপাশি বর্ধিত হইবার সুযোগ বহুকাল অবধি পাইবে। অর্থাৎ প্রকারান্তরে "মিশ্র অর্থনীতি"র উপযোগিতা সম্পর্কেই তিনি বলিয়াছেন। কিন্তু মিশ্র অর্থনীতির সাফল্য যে সুপরিকল্পিত ও সুবিন্যস্ত কাঠামোর উপর নির্ভর করে এবং দেশের সমস্ত জনসাধারণের পূর্ণ সমর্থনের জোরেই উন্নতি লাভ করে, তাহা ইতিপূর্বে আমাদের রাষ্ট্র-বিধাতাগণের অনুধাবনকারী কর্তৃপক্ষের মনে জাগে নাই!

সরকারের অদূরদর্শিতা ও অবিবেচনার জন্য বিত্তবান ও উদ্যোগী ব্যবসায়ীরা আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন এবং ধনবিনিয়োগের ক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া শিল্পবিস্তারের পথ ছাড়িয়া পণ্যদ্রব্যের বাজার এবং আমদানি রপ্তানি ব্যবসায়ের দিকে ঝুঁকিয়াছেন। সেই জন্যই "পারমিট" সংগ্রহের প্রচেষ্টাই বর্তমানে ভারতীয় ব্যবসায়ী শ্রেণীর প্রধান উপজীব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং পণ্যদ্রব্যের বাজারে মধ্যকলকৌশলী হিসাবে দেখা যাইতেছে জাতির ভবিষ্যৎ শিল্পপতিদের। ফলে একদিকে "পারমিট" কাড়াকাড়ির উদ্দেশ্যে উৎকোচ প্রদান ও আনুষঙ্গিক দুর্নীতি যেমন বৃদ্ধি পাইয়াছে, তেমনি পণ্যদ্রব্যের বাজারে মধ্যকলকৌশলীদের ছিনিমিনি অত্যাচারে পণ্যদ্রব্যের ও বিভিন্ন নিত্য-প্রয়োজনীয় সামগ্রীর দরও অবাঞ্ছিতরূপে বর্ধিত হইয়া জাতীয় অর্থনৈতিক বনিয়াদ শিথিল করিয়া দিতেছে! এবং অবস্থার এইরূপ দৈনন্দিন অবনতি দেখিয়া হতাশ হইয়া সরকার ব্যবসায়ীদের প্রতি দিন দিন কঠোর মনোভাব অবলম্বন করিতেছেন। ইহার ফলে সাধু ও সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীদের বিড়ম্বনা বৃদ্ধি পাইতেছে ও অন্যদিকে চোরাকারবারী ও ধূর্ত ব্যবসায়ীরা সরকারকে বঞ্চনা করিয়া ও দেশের লোকের সর্বনাশ সাধন করিয়া মুনাফা অর্জন করিবার সর্ববিধ সুযোগ লাভ করিতেছে।

(ক্রমশঃ)

প্রাসঙ্গিক

ভারতের খাদ্য পরিস্থিতি

খাদ্য সরবরাহ পর্যালোচনা করিবার উদ্দেশ্যে খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রী বলিয়া কেন্দ্রীয় ও বিভিন্ন আঞ্চলিক সরকারের পক্ষ হইতে 'অধিক ফসল ফলাও' আন্দোলন চালানো হইতেছে। এতদসত্ত্বেও খাদ্য পরিস্থিতির বিপজ্জনক হইয়াছে এবং প্রচুর অর্থও এই পণ্যে ব্যয় হইয়াছে। কয়েকটি সরকারী সংস্থার উদ্যোগের ফলেও ফলনের হার কম রহিয়াছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, আজ পর্যন্ত সরকারী কর্তারা যে সকল কথা আজাদহীন খাদ্য সরবরাহে ঘাটতি এবং সেই সঙ্গে বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানির উপর নির্ভরতা দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে।

খাদ্য সংকটের বর্তমান অবস্থা ও সম্ভাবিত ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় খাদ্য মন্ত্রী যে হিসাব প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে, বর্তমান বৎসরের তুলনায় আগামী বৎসরে খাদ্য সরবরাহের ঘাটতি প্রায় ৩০ লক্ষ টন বৃদ্ধি পাইবে। চলতি বৎসরে বিদেশ হইতে ৮ লক্ষ ৮২ হাজার টন খাদ্য পণ্য আমদানি করা হইয়াছে। কিন্তু ১৯৮৯ সালে খাদ্য সরবরাহের অবস্থা সম্পর্কে সরকারীভাবে যে আনুমানিক হিসাব প্রকাশ করা হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, আগামী বৎসরে ২০ লক্ষ টন চাউল এবং ১০ লক্ষ টন গমের খাদ্যশস্য ঘাটতি পড়িবে।

খাদ্য সরবরাহের এই ঘাটতি পূরণ করিবার জন্য সরকার বিভিন্ন রাজ্যের অর্থোৎপাদন ও প্রস্তুতকরণ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। স্থির হইয়াছে যে, চলতি বৎসরের মেয়াদোত্তীর্ণ হাজারে এবং আগামী ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে বোম্বাই ও বিহারে খাদ্যশস্যের পরিবহনের পূর্ণভাবে প্রচলন হইবে এবং পূর্ণ সাফল্য পশ্চিম বঙ্গ ও আসামে বিতরণের পরিধি ব্যাপকতর করা হইবে। এইজন্য আগামী ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে সমগ্র ভারতের ১ কোটিরও অধিক পরিবারকে অধিবাসী রেশনিং ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করা হইবে। এই ব্যাপক বিতরণের প্রয়োজনে অর্থোৎপাদন করিবার জন্য স্থির হইয়াছে যে, প্রত্যেক রাজ্যের প্রয়োজন ও পরবর্তীর অনুযায়ী প্রতি মাসে খাদ্য বন্টন করা হইবে। কিন্তু প্রয়োজনমূলক নেয়াদির খাদ্য সরবরাহ বিষয়ে নিশ্চয় থাকিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানির ব্যাপক পরিকল্পনা করিয়াছেন এবং এজন্যেই ১০০ কোটি টাকার খাদ্য বরাদ্দ করিয়াছেন।

ভারত সরকারের ঔপচারিক নিশ্চয় যেমন উদ্বেগজনক খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে অযাচিত সতর্কতার পরিচায়ক সন্দেহ নাই। জীবনধারণের প্রাথমিক প্রয়োজন যদি খাদ্য, তাহার ঘাটতি অবিলম্বে না পূরণ করিয়া উপায় নাই। আমার খাদ্য ঘাটতি অবিলম্বে পূরণ করিতে হইলে বিদেশ হইতে আমদানি করাই হইল বর্তমানে একমাত্র পন্থা। কিন্তু এই পথাবলম্বনে বিশ্ব বাজারে খাদ্য পণ্যের দাম না বাড়িবার পূর্বে যতই সতর্ক থাকিবে বর্তমান অবস্থার অভিজ্ঞতায় তাহা সম্ভবপরিবারে ঘোষ করা সম্ভব হইতে পারিবে। অথচ খাদ্য দ্রব্যের খাদ্যের জন্য বিদেশের খাদ্য হইতে যে-কোন কিনিতেই উদ্যোগ আয়োজন করিতে হইবে। অতিরিক্ত আমদানি উদ্যোগে ভাঁড়ে সেই খাদ্যকে অবশেষে পৌঁছাইবার জন্য যে আকাশের প্রয়োজন হইবে সেই খাদ্য আকাশের ভাড়া যোগাইতে হইবে। খাদ্য সম্পর্কে আমদানি-নির্ভর হওয়ার এখানেই বিপদ। বৈদেশিক মুদ্রার বর্তমান দুর্ভিক্ষের দিনে বিদেশের প্রয়োজনে আমদানি নির্ভর ভারতের পক্ষে খাদ্য আমদানির খাতে এত অধিক অর্থ বিনিময়ে নষ্ট করার অবাধ পরিণামে স্পষ্টই উপলব্ধি করা যায়।

সুতরাং এই অবস্থার বিরুদ্ধে অনেক আগে হইতেই সাবধানি অবলম্বন করা উচিত ছিল। খাদ্য সম্পর্কে আমদানি-নির্ভর না হইয়া পূর্বাহ্নের আবশ্যকীয় হইতে অন্তত খাদ্যের আত্মনির্ভরতা উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করা আবশ্যক। উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার আমাদের দুইটি উপায় আছে—(১) উৎপাদন পদ্ধতির উন্নতি এবং (২) উৎপাদন পরিধির প্রসার। এই দ্বিবিধ উপায়ের অনুসরণকে আমাদের সময়ের বিভিন্নে স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী—এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। উৎপাদন পদ্ধতিতে অল্পমেয়াদে উন্নত কৃষিবীজ, সার, সার, বলদ ও বীজের পর্যাপ্ত ও সুলভ সরবরাহ এবং বিভিন্ন কৃষিক্ষেত্রসমূহের ব্যবস্থাপনার একীকরণ। দীর্ঘমেয়াদী ক্ষেত্রে অবশ্য উন্নত প্রভৃতি কৃষি উৎপাদনের বাস্তব পদ্ধতির উন্নয়ন করিতে হয়। অল্পকালমধ্যেই যদি সেচের ক্ষেত্রে কৃষি উৎপাদনের পরিধির প্রসার বলিতে পতিতজমির আবাদযোগ্য করা। দীর্ঘমেয়াদী ক্ষেত্রে অবশ্য বিভিন্ন জলসেচকার্য ভূমিক্ষেত্রও আবাদের অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে।

কিন্তু সরকারী বিভাগের আবাদে আবাদ করিলেও অল্প দেশের তিনিতে সরকার উপরিউক্ত উপায় দুইটির কতটুকু অনুসরণ করিয়াছেন—তাহাই আমাদের বিবেচ্য। অথচ 'অধিক ফসল ফলাও' আন্দোলন সুরু হইবার পর হইতে আজ পর্যন্ত দেশের উপর বিদ্যুৎ ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক চুক্তিনামা করা হইয়াছে। পঞ্চায়েত সমিতির অন্যান্য অন্যে অধিক ফসল ফলাইবার আন্দোলনের যে সূত্রপাত হয়, দুই বৎসর অতিক্রান্ত হইতে না হইতেই তাহা মুখ্যমন্ত্রী ও তৎপরবর্তী অধিকর্তাদের অন্তরে পতিত হয়। তাহার পর এক বৎসর না যাইতেই দেখা দিল সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ড, দেশবিভাগ এবং রাজত্যাগ। ইহার ফলে সাধারণভাবে দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং বিশেষ করিয়া কৃষকশ্রেণীর একটি বৃহৎ অংশের মধ্যে বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়। আবার দেশবাসীকে এই দুর্যোগে সরকার যে মুহূর্তের সাহায্য প্রতিশ্রুতি, তাহাতে উহার ছিটা-ফোঁটাও পাওয়া যায় নাই। আবার দুর্গত বাস্তুহারা আবহকে নেহাৎ চাপের সমস্যা এবং বিপদ করিয়া সম্পর্কে ও সাহায্যদান করিয়া বিপদ থাকিতে হয়।

কিন্তু আজ আর কোন কারণেই বিদেশী খাদ্যের উপর নির্ভর করিতে চলিবে না। ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা আজ অর্থনৈতিক বিপদের মুখোমুখি হইয়াছে। সাম্রাজ্যবাদের দুঃশাসন সমস্ত পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করিয়াছে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি ও সামরিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থের প্রয়োজনে খাদ্য সরবরাহে ভারতকে অধিকতর স্বয়ংসিদ্ধ হইতে হইবে। ভারতের ১ কোটি একর পতিত জমিতে আবাদ করিয়া এবং আকস্মিক দুর্ঘটনার হাত হইতে রক্ষা করিয়া, তাহার বার্ষিক কৃষি ব্যবস্থা ও কৃষির সার প্রয়োগ করিয়া আগামী পাঁচ বৎসরের মধ্যে ভারতকে খাদ্য সরবরাহে স্বাবলম্বী করিয়া তুলিবার জন্য ভারতের খাদ্য মন্ত্রীর শ্রীযুক্ত জগজীবন রাম চৌধুরীর কাছে ভারত সরকারের যে সময় ঘোষণা করিয়াছেন সেজন্যই হউক বা সার্বিক করিবার সংশ্লিষ্ট নতুন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আমাদের

সেচ-পরিকল্পনার নূতন নীতি

সরকারী ঘোষণা ও প্রচারের ফলে জনসাধারণের মনে ইহাই আশার সঞ্চার হইয়াছিল যে, বহু কয়েক বৎসর ধরিয়া রচিত বিভিন্ন সেচ-পরিকল্পনাগুলি দ্রুত রূপায়িত করা সম্ভব হইবে। কিন্তুকেন্দ্রীয় সেচ-বোর্ডের বহু উর্ধ্বতনবিভাগ কর্মিক অধিবেশনে বোর্ডের সভাপতি শ্রীযুক্ত এ. এন. খোসলা এই সম্পর্কে যে সকল মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে সরকারের সে সকল ঘোষণা করিয়াছেন সেজন্যই হউক বা সার্বিক করিবার সংশ্লিষ্ট নতুন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আমাদের

সেচ-পরিকল্পনার নূতন নীতি

সরকারী ঘোষণা ও প্রচারের ফলে জনসাধারণের মনে ইহাই আশার সঞ্চার হইয়াছিল যে, বহু কয়েক বৎসর ধরিয়া রচিত বিভিন্ন সেচ-পরিকল্পনাগুলি দ্রুত রূপায়িত করা সম্ভব হইবে। কিন্তুকেন্দ্রীয় সেচ-বোর্ডের বহু উর্ধ্বতনবিভাগ কর্মিক অধিবেশনে বোর্ডের সভাপতি শ্রীযুক্ত এ. এন. খোসলা এই সম্পর্কে যে সকল মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে সরকারের সে সকল ঘোষণা করিয়াছেন সেজন্যই হউক বা সার্বিক করিবার সংশ্লিষ্ট নতুন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আমাদের

সেচ-পরিকল্পনার নূতন নীতি

সরকারী ঘোষণা ও প্রচারের ফলে জনসাধারণের মনে ইহাই আশার সঞ্চার হইয়াছিল যে, বহু কয়েক বৎসর ধরিয়া রচিত বিভিন্ন সেচ-পরিকল্পনাগুলি দ্রুত রূপায়িত করা সম্ভব হইবে। কিন্তুকেন্দ্রীয় সেচ-বোর্ডের বহু উর্ধ্বতনবিভাগ কর্মিক অধিবেশনে বোর্ডের সভাপতি শ্রীযুক্ত এ. এন. খোসলা এই সম্পর্কে যে সকল মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে সরকারের সে সকল ঘোষণা করিয়াছেন সেজন্যই হউক বা সার্বিক করিবার সংশ্লিষ্ট নতুন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আমাদের

পূর্ণ সাহায্যে সমর্থ হওয়ায় ইহার ব্যয়ভার এই ৫টি শিল্পের উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে। সাধারণ পরিবহনের ১,৩০,০০০ একর জমির মধ্যে মোট ৪৫,০০০ একর জমি ব্যবহারের উপযোগী করা সম্ভব হইবে এবং তিন লক্ষ কিলোওয়াট বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদিত হইবে। ইহাতে আনুমানিক ৫৫ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। পরিকল্পনার সমর্থনকারিগণ সমস্ত পরিকল্পনাটির ভার বেসরকারী কর্পোরেশনের হাতে দেওয়া হইয়াছে।—এই কারণে ইহা উদ্যোক্তার মনোমত উপায় পরিচালিত হইবে বলিয়া বিশ্বাস করেন। ইহাতে ফলমূল ক্ষেত্রে ও ফোলমূল ক্ষেত্রে ১০,৪৬,৫০০ একর জমির জলসেচের সুবিধা হইবে ও ৪৮,০০০ কিলোওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপাদিত হইবে।—বিরোধীপক্ষ ও জাপানের অন্য দুইটি বিদেশী ব্যাঙ্ক এখনও আরও কম ব্যয়ে এই পরিকল্পনা সম্পূর্ণ করিতে নির্দেশ দিয়াছেন। ইহা সমস্ত হইতে সুবিধাজনক বিবেচনা করিয়া ১৯৩৯ সালে ১০ লক্ষ একর জমিতে জলসেচের সুবিধা হইবে। কার্যক্রমে দুই-তৃতীয়াংশ পরিকল্পনা সম্পূর্ণ ও তৃতীয় ক্ষেত্রের ২,৯৯,০০০ একর জমিতে সুবিধা হইবে এবং ৩,৩৯,০০০ টন অতিরিক্ত উৎপাদিত হইবে। ইহার আনুমানিক ব্যয় ১৩ কোটি টাকা ধরা হইয়াছিল। কিন্তু বর্তমান মূল্য হিসাবে ইহার পরিমাণ অনেক বাড়িয়া যাইবে। অবশ্য, এই পরিকল্পনাগুলির সাফল্যের উপর দেশের অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ অনেক পরিমাণে নির্ভর করিতেছে।

শ্রীযুক্ত হেসেদা ইহার অতিরিক্তে বলেন যে, ইস্পাত, সিমেন্ট ও অন্যান্য আবশ্যক বাসস্থানের ঘনটন, যানবাহনের অসুবিধা, উৎপাদন বিশেষজ্ঞের অভাব প্রভৃতি অন্তরায় উপস্থিত হইয়া পরিকল্পনাগুলিকে অধিকতর কাজে পরিণত করিতে বিলম্ব করিতেছে। ইহা ছাড়া অনেকগুলি নদীতে বাঁধ নির্মাণের জন্য, জলবিদ্যুৎ যন্ত্রে লাভজনকভাবে বিদ্যুৎ ও উপযোগী পরিমাণ জলের প্রবাহ কোথায় বিদ্যমান। এই পরিকল্পনাগুলি বিলম্ব ও ব্যয় বৃদ্ধি করিবে। উদাহরণ স্বরূপ যদি ইউরোপীয় যুদ্ধ না বাধিত, তবে হয়ত কোন লাভ উপেক্ষা করিয়া ইস্পাত ও অন্যান্য দ্রব্য আমদানি করিয়া পরিকল্পনাগুলির কার্যক্রম চালানো যাইত। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় এই সমস্ত দ্রব্যের আমদানি অত্যন্ত সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে। ফলে, শ্রীযুক্ত হেসেদা প্রভৃতি মনে করিতেছেন যে, যুদ্ধের সময়কালীন পরিস্থিতিতে লোকবল ও যানবাহনের অত্যন্ত অভাব হেতু দুই একটি প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা ব্যতীত অন্যগুলিকে সম্পূর্ণ করিয়া তুলিতে হইবে। এইগুলিতে যখন পূর্ণোদ্যমে কাজ চলিতে থাকিবে, তখন অন্যগুলির কাজ অল্পস্বল্প ভাবে চালানো যাইবে। আবার পরিকল্পনাগুলি যেরূপ সমুদ্রতীরের নিকটে অবস্থিত হইয়াছে তাহাতে বন্দরের অসুবিধা ও অসুবিধার কারণ হইতেছে। যদি এই নূতন কাজের অধিক সংখ্যক একটি বৃহৎ পরিকল্পনায় সন্নিবেশিত করিতে পারেন, তবে তাহা সহজসাধ্য উপায়ে সম্পন্ন করা যাইবে এবং এতদ্ব্যতীত দেশের প্রয়োজনে অন্যান্য আর্থিক সমস্যার সমাধান সহজ হইবে। পরে অধিকতর অভিজ্ঞতার সাহায্যে অন্যান্য পরিকল্পনাগুলিও সম্পূর্ণ করা সম্ভবপর হইবে।

জাপান-অধিকৃত অঞ্চলের আর্থিক-দৃষ্টি

চীনের অধিকৃত পাঁচটি দেশের সহিত বিশিষ্টভাবে জাপানের আর্থিক দৃষ্টি সম্পর্কিত হইয়াছে। অধিকৃতদেশের দেশগুলির পক্ষ হইতে এইরূপ বিশিষ্ট দৃষ্টি অবলম্বন করিবার প্রধান কারণ ভৌগোলিক যুক্ত বিশিষ্টদের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট

দৃষ্টিকোণ লাভ করা। জাপান চীনদেশে যেখানে যাহা-কিছুর অধিকারলাভ করিয়াছে বিজয়ী-গর্বের সাথেই করিয়াছে এবং আর্থিক দিক হইতে জাপান এবং চীনের অধিকৃত অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত যুদ্ধোত্তর ভৌগোলিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক স্বাধীনতার অজুহাতে অধিকৃত জনসমষ্টি পূর্ণমাত্রায় প্রায় প্রত্যেকটি চাহিদা আজ আমেরিকার নিকট সরবরাহ প্রার্থী। তাদের প্রায় সর্বপ্রকার উৎপাদনে দৃষ্টি সৃষ্টি হইয়াছে। চীনের অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত যেন জাপানের সহিত বাণিজ্যে যাহাতে এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী সৃষ্টি হইয়া না দাঁড়ায়, প্রধানত সে কারণেই অধিকৃতদেশের দেশগুলি বিশিষ্টভাবে এই দৃষ্টি স্বীকার করিয়াছেন এবং তাহার এখন পর্যন্ত অধিকৃতদেশের অন্তরালে অবস্থান করিতে কোন দৃঢ়তার নিকটে প্রকট না করিলেও, ইহাদের অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত যেন বিশেষে এই বিশিষ্ট দৃষ্টিতে অবস্থান করিয়াছে। তাহার সরকারের পক্ষে এই বিশ্বাস যথার্থ হইয়াছে বলিয়াই আমরা মনে করি।

চীনের বিবরণে প্রকাশ যে ১৯৩৯ সালের আমদানী ৩০৫ কোটি টাকার স্থলে রপ্তানি ৩৫৩ কোটি টাকার আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য সাধিত হইবে: ইহার মধ্যে জাপানের রপ্তানি-বাণিজ্যের পরিমাণ হইবে ৩৩৯ কোটি টাকা। ইহার অর্থ অধিকৃতদেশের দেশগুলির সহিত জাপানের রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণ ৭৩ কোটি টাকার তুলনায় প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি পাইবে। টাকার হিসাবে জাপানের সহিত অধিকৃতদেশের অন্তর্ভুক্ত বিশিষ্ট দেশের প্রধান বাণিজ্যের পরিমাণ নিম্নলিখিত রূপ হইবে:—

দেশের নাম	আমদানি হইতে আনুমানিক আমদানির পরিমাণ (কোটি টাকার হিসাবে)	রপ্তানির পরিমাণ (কোটি টাকার হিসাবে)
বৃহত্তর ও উদীচিদেশ		
মাঞ্চুরিয়া		
দক্ষিণ আমেরিকা		২৬৯
নিউজীলাণ্ড		১৮৩
অস্ট্রেলিয়া	৭৩	৩৭৯

উপরিলিখিত এই চুক্তিকে যাহাতে যোগসূত্রে বাংলায় উপনীত করিতে হইলে জাপানের সহিত তাহার যে সকল পণ্য আমদানি-রপ্তানি হইতে পারে তাহার হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করিতে হয়। তাহার জাপান হইতে প্রধানত যে সকল দ্রব্য আমদানি করিবে তাহার মধ্যে বস্ত্রপাতি, ধাতু, লৌহ-ইস্পাত, রাসায়নিক দ্রব্য, রেলওয়ের সরঞ্জাম, বৈদ্যুতিক ও অন্য ইঞ্জিনিয়ারিং সরঞ্জাম, ঔষধ, রং, চীনামাটির বাসনপত্র, কাগজ, রবারের দ্রব্য, কাচ ও কাচের জিনিসপত্র, ইলেকট্রিক্যাল জিনিসপত্র প্রভৃতি। জিনিসের তাহার জাপানকে প্রধানত নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি প্রেরণ করিবে: তুলা, পশম, পাট, রবার, চামড়া, লৌহ, খনিজ, ধাতুনির্যাস, কয়লা, বৈদ্যুতিক, খাদ্য, লাক্ষা প্রভৃতি।

প্রস্তাবিত আমদানি-রপ্তানির এই সকল উপকরণকে বিচার করিলে এমন কিছুই পাওয়া যায় না যাহাতে ইহার ফলাফল জাতের অর্থনৈতিক জীবনের উপর বিশেষ হইবে বলিয়া আশঙ্কা করা যাইতে পারে। একটু দৃষ্টিপাতের ফলে জাপান বাণিজ্যের কথা স্মরণ করিয়া তাহার পুনরুজ্জীবনের জন্য আশান্বিত হোন করিবার কারণ পাওয়া যায়। লৌহ ও ইস্পাতের বিনিময়ের তাহার জাপান হইতে যদি যন্ত্রপাতি ও নির্মাণদ্রব্যের সাহায্য আমদানি করিতে পারে, তাহা হইলে তাহাদের আভ্যন্তরীণ শিল্পোন্নতির ও হোন বাধা-বাধি হইবে না, অথচ বর্তমান মূলধনীতিরও অপচয়ে অবসান ঘটিবে। সেইদিক হইতে উপরিউক্ত বাণিজ্য চুক্তিকে আমরা পূর্ণ সমর্থন জানাইতেছি। জাপানে তাহাদের বাণিজ্য স্বার্থের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিবার জন্য তাহার সরকার যে চেষ্টা করিতেছেন, তাহার সরকারের সেই নিষ্ঠার পূর্ণ পরিচয় বলিয়া আমরা মনে করিতেছি।

সংবাদলিপি

লণ্ডন

ব্রিটেনে শ্রমিক বিশৃঙ্খলা—ট্রেড ইউনিয়নে কম্যুনিষ্টদের প্রভাব বৃদ্ধির আশঙ্কা—ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের বিক্ষোভ—শিল্প পরিচালনায় শ্রমিকদের হস্তক্ষেপ করিবার জন্য ক্ষেত্র—১৯৭০ সালে মার্শাল পরিকল্পনার সাহায্যে ব্রিটেনের আর্থিক বিপর্যয় এড়াইতে পারার সম্ভাবনা।

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

লণ্ডন, ৭ই সেপ্টেম্বর—ট্রেড ইউনিয়নের অন্তর্গত শ্রমিকদের উপর যখন আইন সম্পর্কে আমি ইতিপূর্বে সমস্যার উল্লেখ করিয়াছি এখন আইনের বিষয় বস্তু সম্পর্কে শ্রমিক নেতাদের মতামত সংগ্রহ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সম্প্রতি বিখ্যাত 'সানডে টেলিগ্রাফে' আমাদের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একটি সমীক্ষা পরিচালনা করিয়াছে। বিটেনের যে কারণেই শ্রমিক বন্ধন হউক না কেন, তাহার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের জন্য সরকার বন্ধন করা যে কতখানি অন্যায় সেই সম্পর্কে শ্রমিক নেতারা বিশেষই অবহিত রহিয়াছেন। একথা আজ আর কাহারও অজানা নাই যে বর্তমান সময়ে পৃথিবীর যে কোন স্থানে বন্ধনের মূলে কম্যুনিষ্টদের কারসাজী রহিয়াছে। বিটেনের ডকের বন্ধনটি যে আর্থিক পরিস্থিতিকে কায়েমী করিবার পথে বিশেষ সহায়তা করিয়াছে, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে এবং সেইজন্য বন্ধনটের প্রতি "সহানুভূতি" প্রদর্শনের জন্য "ফুইন টেলিগ্রাফের" বামপন্থীরা যে কম্যুনিষ্টদের দ্বারা প্রযোজিত হইয়া বন্ধনট করিয়াছে ইহাও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ব্রিটেনের ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা এই বন্ধনটের নিন্দা করিয়া বিবৃতি দিয়াছেন সত্য, কিন্তু যেসব ট্রেড ইউনিয়ন নেতা সরকার ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের উপর তাহাদের আরও কড়ক দাবী করিয়াছেন, তাঁহারা নিজেদের ইউনিয়নগুলিকেও সামলাইতে পারিতেছেন না, ইহার চেয়ে বড় লজ্জার বিষয় তাঁহাদের পক্ষে আর কি হইতে পারে। তাঁহারা ইউনিয়নের নেতৃত্ব করিতেছেন, তথাপি দেখের উপর কড়ক করিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু তাঁহাদের অধীনস্থ ইউনিয়নগুলির উপর হইতে কম্যুনিষ্ট প্রভাব লোপ করিতে সমর্থ হইতেছেন না। এই জন্য শ্রমিক নেতা, তথা দেশের স্বার্থ রক্ষার জন্য ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের পক্ষে আইনতঃ ক্ষমতার জন্য তাড়াতাড়ি না করিয়া শ্রমিক সংগঠনগুলির মধ্য হইতে কম্যুনিষ্টদের উচ্ছেদ করিবার চেষ্টার সমীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়া উচিত।

ব্রিটেনের আমদানীকৃত শিল্প এবং যে সব শিল্প পণ্য বাহির হইতে আমদানী করা হইবে তাহাদের পরিচালনার ভার কাহার হাতে থাকিবে সেই বিষয়ে শ্রমিক সরকার প্রচুর মাথাঘাম করিতেছেন। সম্প্রতি শ্রমিক সরকার ও ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে এই বিষয়ে আলাপ-আলোচনা চলিতেছে। ট্রেড ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক প্রবেশ স্পষ্ট ভাষায় জানাইয়া দিয়াছিলেন যে তাঁহারা শিল্প প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার অংশ গ্রহণ করিবার দাবীর বিরোধী কিন্তু পর ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে প্রস্তাব পাশ করা হইয়াছে যে তাঁহারা আলোচ্য আমদানীকারকদের পক্ষপাতী কেবল তাঁহারাই আমদানীকৃত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালক নিযুক্ত হইবেন। তাঁহার পরিবর্তে অন্য শ্রমিকরা যেসব সমস্ত শিল্পের কর্তৃত্বভার তাহাদের হাতে লইতে বদ্ধপরিকর। শ্রমিক সরকার এখন কোন পথ গ্রহণ করেন, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

ব্রিটেনের রপ্তানি-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে উন্নতি আশা করা যায় ব্রিটেন জরুরীভিত্তে আন্তর্জাতিক মুদ্রাস্ফীতি তাহার পূর্ণ আয়ত্তে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। সরকারী বিবরণ হইতে দেখা যায় যে উত্তর আমেরিকা ও আর্জেন্টিনায় ব্রিটেনের রপ্তানি বৃদ্ধি আগষ্ট মাসে আশাতিরিক্তভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। নেইজন ব্যাতীত ও নিউজিল্যাণ্ডেও ব্রিটেনের রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রে ব্রিটেনের রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু যে পরিমাণ আশা যুক্তরাষ্ট্র হইতে ব্রিটেন আমদানি করে, সেই তুলনায় রপ্তানির পরিমাণ নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর বলিতে হইবে।

ইউরোপ পূর্বাঞ্চল পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে বিকট ব্রিটেনের আগামী চারি বৎসরের যে পরিকল্পনা পেশ করা হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, তাহাদের চাহিদা অনুযায়ী সাহায্য পাইলে ১৯৭১-৭৩ সনে ব্রিটেনের মোট অনুকূল বাণিজ্য উদ্বৃত্তের পরিমাণ দাঁড়াইবে প্রায় ১০ কোটি পাউণ্ড। রপ্তানির পরিমাণ ১৯৬৮ সালের তুলনায় শতকরা ১০০ ভাগ বৃদ্ধি পাইবে এবং ১৯৭১ সালের তুলনায় রপ্তানির পরিমাণ শতকরা ১৮ ভাগ বৃদ্ধি পাইবে। 'খাদ্য' আমদানির পরিমাণ এই ২৪ কোটি পাউণ্ড হইতে কমিয়া ১৯ কোটি পাউণ্ড হইবে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। মোট আমদানির পরিমাণ ১৯৬৮-৭০ সালের মধ্যে মোটামুটি ১০০ কোটি পাউণ্ড হইতে বাড়িয়া অনুমান করা যাইতেছে। ১৯৬৮ সালে ডলার পাউণ্ডের পরিমাণ যেখানে ছিল ২৭,৬০০ লক্ষ, সেক্ষেত্রে ১৯৭০ সালে তাহার পরিমাণ হইবে ১,২১০ লক্ষ মাত্র। সাধারণভাবে উৎপাদনের পরিমাণে ১৯৬৮ সালের তুলনায় শতকরা ৩৩ ভাগ বৃদ্ধি পাইবে এবং জনসাধারণের ভোগব্যবহারের অঙ্ক ১৯৭১ সালের তুলনায় শতকরা ১১ হইতে ১২ ভাগ বর্দ্ধিত হইবে।

ওয়াশিংটন

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য—দলবদ্ধভাবে যুক্তরাষ্ট্রের আয়োজন—আর্থিক জোনার উপর নির্ভর করিয়া কম্যুনিজম প্রতিরোধ করা অসম্ভব—রপ্তানি বিষয়ক ব্যবস্থা আর চার বছর চালু থাকিবে?—অক্টোবর মাসে উৎপাদনের নূতন রেকর্ড।

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

ওয়াশিংটন, ৭ই সেপ্টেম্বর—খুব বাহ্যতঃ দৃষ্টিগোচর ব্যাপার সম্বন্ধে নয়, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিবিদদের মনে হয় খুব বড় রকমের পরিবর্তনের সময় এক ব্যাপারে এবং যুক্তরাষ্ট্র বিশ্ব বাণিজ্যের পরিবর্তনের (১৯৭১-৭৩) যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে প্রায় ৭,২০০ কোটি ডলার এবং ১৯৭১ এর সালের আনুমানিক ব্যয়ের পরিমাণ হইবে ৭২০০ কোটি ডলারের মত। এই ব্যয়ের হিসাবের সহিত যুদ্ধের ও বেসরকারী ব্যয়ের পরিমাণের হিসাব লইলে দেখা যাইবে যে যুক্তরাষ্ট্র বর্তমানে যুদ্ধকালীন ব্যয়ের শতকরা ৯০

ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস: ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিংস, মিশন রো, কলিকাতা

অনুমোদিত মূলধন	২,০০,০০,০০০৲ টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন	৫০,০০,০০০৲ টাকা
সংরক্ষিত তহবিল	২৫,০০,০০০৲ টাকার উর্দ্ধে

সম্পূর্ণ ভারতীয় পরিচালনাধীনে "ক্যালকাটা ন্যাশনাল" এক সুদক্ষ ও প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠান বলিয়া বহু খ্যাতি অর্জন করিয়াছে। দেশীয় ব্যবসায়ীদের মতো "ক্যালকাটা ন্যাশনাল" একটি পরিবারী প্রতিষ্ঠান। "ক্যালকাটা ন্যাশনালে" সঞ্চিত অর্থ সম্পূর্ণ নিরাপদ। ইহা ব্যবসায় ও কর্মদক্ষতা এই দুয়ের বৈশিষ্ট। সমস্ত দেশবাসী সাধারণের সহায়তায় "ক্যালকাটা ন্যাশনাল" আপনার ব্যবসায়ী ব্যাঙ্ক আন্দোলন নির্বাহে সমর্থ।

ব্যাঙ্কের সকল শাখাতেই ব্যাঙ্কের ও বেসিনেস ব্যাঙ্ক একাউণ্ট খোলা হইয়া থাকে। সেভিংস ব্যাঙ্কের জন্য টাকার উপর শতকরা ২½ টাকা হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। এক বৎসরের জন্য স্থায়ী আমানতে প্রচলিত হারে ও শতকরা ৩½ টাকা হিসাবে সুদ দেওয়া হয়।

অন্যান্য বিভিন্ন বিষয়ের জন্য ও সকল দেওয়া হয় এবং আমানতকারীদের পক্ষে বিশেষ সুবিধা করা হয়।

"ক্যালকাটা ন্যাশনালে" আপনার একটি একাউণ্ট রাখুন।

[illegible] করিয়াছে। আমদানী বস্ত্রের [illegible] দেওয়া হয় [illegible] ও অন্যান্য বৈদেশিকদের জন্য যাহা হইতে মোট যাত্রার শতকরা ১৬৫ ভাগ এবং শতকরা ১৫ ভাগের অধিক যাহা হইতে দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ মোট যাত্রার শতকরা ৭৭৫ ভাগ (মোট যাত্রীর তিনচতুর্থাংশের বেশী) সঞ্চিত হইবে যে মূলের শতকরা ৯৫ ভাগ বৈদেশিকদের জন্য এবং অবশিষ্ট মূলের প্রস্তাবিত জন্য। আন্তর্জাতিক অবস্থা এবং ভারতের নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে ভবে, যুদ্ধকালীন সময়ে ঐরূপ যাত্রা হ্রাস করা ছাড়া আর পথ নাই। অনেকে ঐ যাত্রা হ্রাস করার কথা বলিয়াছেন, কিন্তু উহারা জানেন না যে যুদ্ধের ফলে বিদেশের যে অভিজ্ঞতা অর্জিত হইয়াছে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কয়লানীতির যেরূপ পরিবর্তন হইয়াছে, তাহাতে ঐরূপ না করিলে যুদ্ধকালীন অবস্থার সময় বিদেশ হইতে আমদানী বন্ধ হইলে ভারতের [illegible] ভারতের [illegible] ভারতের [illegible]

সঙ্কলন

প্রাদেশিক অর্থসচিব সম্মেলন

প্রাদেশিক অর্থদপ্তর ও কৃষি বিভাগের মেজেইংটনের আগামী সম্মেলন দেরাদুনে অনুষ্ঠিত হইবে। প্রাদেশিক সরকারসমূহ যাহাতে পতিত জমি আবাদ পরিকল্পনা ক্রত কার্যে পরিণত করিতে পারেন তজ্জন্য আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার হইতে অর্থ সাহায্যের প্রয়োজন। আগামী সম্মেলনে এই অর্থ সাহায্য লাভের প্রশ্ন আলোচিত হইবে। ভারতের অর্থ-সচিব শ্রীবিশ্বনাথদাস মৌলডাঙ্গ এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিবেন।

পতিত জমি আবাদের জন্য দলগতভেদীয়ক সেনসমূহ আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার হইতে অর্থিক সাহায্য পাইতে পারেন। যোগাই সম্মেলনের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত অনুসারে ভারত সরকার উক্ত অর্থ ভাণ্ডার হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে পারেন।

বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার পতিত জমি আবাদের নানা প্রকার পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন। এই সকল পরিকল্পনার শুধু আলোচনার সুবিধার জন্যই বোম্বাই, আন্ধ্রপ্রদেশ ও যুক্তপ্রদেশের পরিষদ গঠন করা হইয়াছে। যুক্তপ্রদেশে ইতিমধ্যে ৩লক্ষ একর পতিত জমি আবাদ করা হইয়াছে। বোম্বাই প্রদেশে পতিত জমির আবাদ নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে।

ভারতে পাট উৎপাদন বৃদ্ধি

ভারতের কেন্দ্রীয় পাট পরিষদের পাট পরিকল্পনা উপ-সমিতি ১৯৪৯ সালে ভারতে আরও ১ কোটি ৫ লক্ষ একর অতিরিক্ত জমিতে পাট উৎপাদনের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করিয়াছেন। ভারত সরকারের কৃষিসচিবের অতিরিক্ত সেক্রেটারী মিঃ এস, ডি, মোন এর সভাপতিত্বে সমিতির যে বৈঠক হয় তাহাতে উপরোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। ইহার ফলে অতিরিক্ত ৩ কোটি ৭০ লক্ষ গাঁইট অধিক পাট উৎপন্ন হইবে।

ভারতের সেনাবাহিনীতে পরিবর্ত্তন

লেঃ জেনারেল কে, এম কারিয়াপ্পা ভারতের প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হওয়ায় তাহাকে জেনারেল পদে উন্নীত করা হইবে এবং বর্ত্তমান প্রধান সেনাপতি জেনারেল বুচারকে দেশরক্ষা বিভাগে অন্যভারপ্রাপ্ত পদে বহাল রাখিবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

প্রকাশ, দক্ষিণী বাহিনীর জি ও সি-ইন-সি লেফটেন্যান্ট জেনারেল রাজেন্দ্র সিংজী জেনারেল কারিয়াপ্পার স্থলে পশ্চিমী বাহিনীর জি, ও, সি-ইন-সি অথবা প্রধান সেনানায়ক হইবেন। পূর্ব্ব বাহিনীর প্রধান সেনানায়ক লেঃ জেনারেল চাকুর নাথু সিং দক্ষিণী বাহিনীর প্রধান সেনানায়ক হইবেন। কাশ্মীর ও অন্য বাহিনীর প্রধান সেনানায়ক লেঃ জেনারেল শ্রীনাগেশ পূর্ব্ব বাহিনীর প্রধান সেনানায়ক হইবেন এবং উঁহার স্থলে মেজর জেনারেল কুলদীপ সিং নিযুক্ত হইবেন। কাশ্মীরাঞ্চলের ডিভিসনাল সদর্দার মেজর জেনারেল অমর সিংজী মেজর জেনারেল কুলদীপ সিংয়ের স্থলে সেনাপতি-মণ্ডলীর অন্যতম নিযুক্ত হইবেন।

বর্ত্তমানে ভারতের সেনাবাহিনীতে ১৮০ জন উচ্চতর অফিসার আছেন, তন্মধ্যে ১০০ জনকে এই বিভাগের মধ্যেই ছাঁটাই করা হইয়াছে। অবশিষ্ট বাকিরা ভৈরিকালের বিশেষজ্ঞের পদে নিযুক্ত আছেন। তাঁহাদের কার্য্যের মেয়াদ তিন বৎসর হইতে এক বৎসরের মধ্যে।

মুদ্রাস্ফীতি রোধের নূতন উপায়

ভারত সরকার চলতি ও পিছন বাকীর হেতুই সরকারের হস্তে অধনী কর্ত্তৃত্বাধীনে মুদ্রা-স্ফীতি রোধের ব্যবস্থা হিসাবে ঐচ্ছিকের সাধারণ চলতি প্রতিষ্ঠানের জন্যে অর্থাদি ঋণ হিসাবে আদায়ের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। প্রাদেশিক সরকারগুলির অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে।

দেশীয়রাজ্যগুলি সম্বন্ধে ভারত সরকারের পরিকল্পনা

ভারত সরকারের দেশীয়রাজ্য দপ্তর বিভিন্ন দেশীয়রাজ্যকে যুক্তরাজ্য গঠন করার ব্যবস্থা করিতেছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। দেশীয়রাজ্য দপ্তরের উপদেষ্টা মিঃ ভি, পি, মেনন এতদুদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশীয়রাজ্য পরিদর্শন করিতেছেন এবং এতদ্বিষয়ক সমস্যা আলোচনার্থ রাজন্যবর্গ ও প্রধানমন্ত্রীগণের প্রতিনিধিদের সহিত সাক্ষাৎ করিতেছেন।

প্রকাশ, কোলাপুরের সংস্থানের রাজ্যগুলি যুক্তরাজ্য প্রস্তাবের অন্তর্ভুক্ত হইলে কোলাপুরের মহারাজা কোলাপুরকেও অন্তর্ভুক্ত হইতে সিদ্ধান্ত করিতে সম্মত হইয়াছেন।

আরও জানা গিয়াছে যে, বিজয়ওয়াড়া, গুন্টুর প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র রাজ্যগুলিও দেশীয়-রাজ্য দপ্তরের এই অন্তর্ভুক্তি পরিকল্পনা গ্রহণ করিবে। ইহাই ঐক্যপরিকল্পনাকারী কার্য্য আরম্ভ হইবে।

জানা গিয়াছে যে, কোলাপুরের অন্তর্ভুক্তির প্রশ্ন সম্পর্কে কোনরূপ মতামত ব্যক্ত করিতে মহারাজা রাজী হন নাই। কিন্তু অন্তর্ভুক্তির প্রতিনিধিদের মারফৎ জনসাধারণের প্রতিক্রিয়া নির্দ্ধারণের ব্যবস্থা হইতে পারে।

আগামী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে মিঃ ভি, পি, মেনন কোলাপুর পরিদর্শনে যাইবেন। তিনি যুক্তরাজ্য সম্পর্কে কোলাপুরের প্রতিনিধিবিশেষীয় প্রতিক্রিয়াসমূহের বিবরণ নিষ্কাশন করিবেন।

ট্রেণে নূতন শ্রেণীবিভাগ

কি, আই, পি, রেলওয়ের পারিপার্শ্বিক বিভাগের অফিসার জানাইয়াছেন যে, রেলওয়ে বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৪৯ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে ট্রেণগুলিতে যে নূতন শ্রেণী বিভাগ করা হইবে, তাহাতে উচ্চ, মধ্যম ও সাধারণ শ্রেণীর পরিবর্ত্তে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণী বলা হইবে। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কি, আই, পি রেলওয়ের মেল ট্রেণে যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় এই তিন শ্রেণীর গাড়ী থাকিবে। কিন্তু পাঞ্জাব অঞ্চলের ট্রেণগুলিতে কেবলমাত্র প্রথম ও তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ী থাকিবে।

উচ্চ শ্রেণী, মধ্যম শ্রেণী ও সাধারণ শ্রেণীর ভাড়া সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা স্থির করা হইয়াছিল, এই সিদ্ধান্তের ফলে তাহার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই।

বিভিন্ন ট্রেজারীতে প্রাপ্তব্যেকী টাকার হিসাব

১৯৪৭ সালের জুলাই মাস হইতে গত জুন মাস অবধি ভারতীয় ইউনিয়নের বিভিন্ন ট্রেজারী, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অথবা আফিসে প্রায় ৬৭কোটি রেজী টাকা পাওয়া যাওয়া বলিয়া ঐ সকল স্থান হইতে প্রাপ্ত সরকারী হিসাবে জানা গিয়াছে।

বিভিন্ন প্রদেশে প্রাপ্ত রেজী টাকার বিবরণ এইরূপ :—বোম্বাই—১,৭৯ লক্ষ; যুক্তপ্রদেশ—৬৯ লক্ষ; মাদ্রাজ—৫৮ লক্ষ; বিহার—৪৮ লক্ষ; পশ্চিম বঙ্গ—৩৬ লক্ষ; পূর্ব্ব পাঞ্জাব—১৬ লক্ষ; উড়িষ্যা—১৩ লক্ষ।

ইণ্ডিয়্যান
ব্যাঙ্কিং
জার্ন্যাল

ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত
একমাত্র
মাসিক পত্রিকা

৩নং কমার্শিয়্যাল বিলডিংস্
কলিকাতা ১

আসানসোল ষ্টীলপ্লান্টে বর্ধিত

পশ্চিম বাঙ্গলা হইতে অন্ধ্রপ্রদেশ ও মিজোরাম ষ্টীলপ্লান্টে যে প্রতিনিধিমণ্ডলী গিয়াছিলেন তাহার সুপারিশ সম্পর্কে সরকারী স্তরে পরিচালিত হইয়া আসানসোলে উৎপাদনের ও অন্যান্য লোকের পুনর্নিয়োগ সম্পর্কে বিভিন্ন দিকের বিচার বিবেচনা করিবেন। পুনর্নিয়োগ ট্রাইবুনালের মাধ্যমে করা হইবে।

জানা গিয়াছে, প্রতিনিধিমণ্ডলী নিম্নলিখিত সুপারিশ করিয়াছেন: কেন্দ্রীয় সরকার ঐ ষ্টীলপ্লান্ট বাড়াইবার প্রয়োজনে উহার অধীন পরিবার ইত্যাদির যে একজনকে কর্ম প্রদান করিবেন এবং সেখানে বাস করিয়া উহার কার্যকরের পুনঃ নিয়োগাদির জন্য কর্ম খুঁজিয়া লইবে। কেন্দ্রীয় সরকার কলিকাতা হইতে বর্ধিত স্তরের কার্য সাময়িক ভিত্তিতে চালাইবার ব্যবস্থা করিবেন এবং কলিকাতা হইতে ষ্টীলপ্লান্টে নিয়োগের ব্যবস্থাদি স্থায়ীভাবে করা হইবে। ঐরূপ নিয়োগ প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে ৩ মাসের মধ্যে করিতে

এমুকোর্সমেন্ট বিভাগের তৎপরতা

গত অক্টোবর মাসের শেষ এক পক্ষ কালের মধ্যে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের এমেকোর্সমেন্ট বিভাগ ৪৭৪টি বিভিন্ন আদেশ দলের ঘটনা এবং কতকগুলি বে-আইনী চলন বাল চালানের ঘটনা ধরিয়াছেন

এই সকল ঘটনায় ৫৫৩ বস্তা চাল ও গাইল, ৪৫ মণ গম ও গমজাত দ্রব্য, ১,৫২২ টিন সরিষার তৈল ৫১ টিন কেরোসিন তৈল, ৩৩০ মণ লবণ; ৫১৩ খানা ও ৮৮ খানা বৃটি পাউরী, ১৪৯ খান, ৪৯১ গজ ছিট; ১৪ মণ সুতা, ৩৪ জন তৈয়ারী পোষাক, ১১০ খানি মাদুর, ২০ বান্ডিল টায়ের কাপড়, ৫ টিন লোহার পিঞ্চ, ৭৮ বস্তা সিমেন্ট, ৫১ বস্তা সোডা, ১ হাজার টিন অয়াট গুড়, ৫ প্যাকেট লোজেন্স, ৩৪ শিশি ও অন্যান্য ১৩ প্রকারের ঔষধ, ৪৫টি লোগিয়ারী দ্রব্য, ৮০ গাউণ্ড ভেজিটেবল ঘি, ২০ টাকা মূল্যের ১ টিন বালি এবং ১,০০০ টাকা মূল্যের সূতী জোকাদের দ্রব্যাদি।

উপরোক্ত দ্রব্যের যে সকল ঘটনা ধরা পড়িয়াছে, তাহাদের মধ্যে এক ক্ষেত্রে রেশন মাল্লার মূল্য প্রদান করিয়াছে। অপর দুই ক্ষেত্রে জনসাধারণ কর্তৃক পুলিশকে মূল্য দেওয়ার চেষ্টা হয়।

ডায়মণ্ড হারবার চন্দনেশ্বর রেল ষ্টেশনে এক ব্যবসায়ীর নিকট হইতে তিন বালার টাকা মূল্যের ছিলের কাপড় আটক করা হইয়াছে। ফেন্ড-অপ ও ফুটবলে লুক্কায়িত করিয়া এই সকল কাপড় আইনী চালান দেওয়ার চেষ্টা হইয়াছিল।

প্রাদেশিক সিভিল সাপ্লাই অ্যাডভাইসরী বোর্ড

প্রকাশ পশ্চিম বঙ্গ সরকার পশ্চিম বঙ্গ প্রাদেশিক অসামরিক সরবরাহ উপদেষ্টা বোর্ড গঠনের এক বিজ্ঞপ্তি জারী করিয়াছেন। সরকার, জেলা অসামরিক সরবরাহ উপদেষ্টা বোর্ড, আইনসভার সদস্য, কংগ্রেস কমিটি এবং মিউনিসিপ্যালিটির প্রতিনিধি লইয়া প্রাদেশিক বোর্ড গঠিত হইবে।

উত্তর অঞ্চলে এবং দার্জিলিং অঞ্চলে বড় বড় উৎপাদনকারীর নিকট হইতে সরাসরি ব্যবস্থা, দার্জিলিং অঞ্চলে বাস্তাদি গঠন ও সরবরাহ, প্রদেশে কেরোসিন, কয়লা, লৌহ, ইস্পাত, সিমেন্ট বন্ধ এবং পূজা প্রভৃতি গঠনে উক্ত বোর্ড সরকারকে পরামর্শ দিবেন এবং এই সকল ব্যাপার অবহিত করিবেন।

বিভিন্নভিত্তিতে বোর্ড গঠিত হইবে:—

চেয়ারম্যান—সিভিল সাপ্লাই বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, সেক্রেটারী এবং সভ্যবৃন্দ—সিভিল সাপ্লাই বিভাগের সেক্রেটারী, সভ্যবৃন্দ—সিভিল সাপ্লাই বিভাগের কমিশনার, সিভিল সাপ্লাই বিভাগের ডিরেক্টরবৃন্দ এবং প্রাদেশিক উপদেষ্টাবৃন্দ, সমবায় বিভাগের রেজিষ্ট্রার ও অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট রেজিষ্ট্রার, জেলা সিভিল সাপ্লাই বোর্ডের প্রতিনিধি, জেলা কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারীবৃন্দ, প্রত্যেক জেলা হইতে একজন এম, এল, এ, পশ্চিম বঙ্গ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির চেয়ারম্যান ও সেক্রেটারী। ইহা ভিন্ন আরও ১২ জন সভ্য থাকিবেন। ইহার মধ্যে ৫ জন বিভিন্ন মিউনিসিপ্যালিটির প্রতিনিধি হইবেন। অবশিষ্ট সভ্যগণ সিভিল সাপ্লাই বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত হইবেন।

অনভিউনার্স কো-অপারেটিভ গঠন

সমস্ত ব্যাঙ্ক, বীমা অফিস, সওদাগরী অফিস ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রবাসগণ, সমস্ত সরকারী অফিস (সচিবালয় ও মুখ্যঞ্চলিক বিভাগসমূহ) জেলা বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি, রেলওয়ে, হাসপাতাল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদির অধিবাসীদের জন্য জানানো হইয়াছে যে, পশ্চিম বঙ্গ সরকার ইচ্ছা করেন যে সরকারী নিয়ন্ত্রণ অনুযায়ী বিভিন্ন দ্রব্যাদি সকলের মধ্যে বন্টনের ব্যবস্থা করার জন্য অনভিউনার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটিসমূহ স্থাপিত হয়। এইরূপে বন্টন ব্যবস্থাই যে সোসাইটিসমূহ ও বিভিন্ন দ্রব্য বন্টনের সহিত সংশ্লিষ্ট সর্বপ্রকার দুর্নীতি নিরোধের একমাত্র উপায়, তাহা সর্বজনবিদিত। সেই হেতু বন্টনের এই পরিবর্তে এই শ্রেণীর সমবায় সমিতিসমূহ স্থাপন করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে। সরকার সমিতিগুলিকে মাঝে মাঝে মজুত দ্রব্যাদি সরবরাহ করিবেন। ইতিমধ্যে যাঁহারা যদি ইহাদের সভ্যপদের নিকট বিক্রয়ের মূল্য এবং যথাযথ তত্ত্বাবধান ও বিভিন্নভাবে ও সরকারী নিয়ন্ত্রণ অনুসারে দ্রব্য বিক্রয়ের অধিক প্রবণে প্রস্তুত থাকেন, তবে সরকার পূর্বাহ্ন হেমন্তিনে ব্যবস্থা প্রবর্তনের পূর্বাহ্নে ও অবর্তীতে সমবায় এর জন্য তাঁহাদের অনুকূলে ক্রয়ের ব্যবস্থা মঞ্জুর করিতে সম্মত আছেন।

এ বিষয়ে যদি বিভাগের নিকটে কলিকাতা ১১৩, ডি মুল ষ্ট্রীটে আবেদন করা যাইতে পারে।

বৈদেশিক নোট ও মুদ্রা চালান

এইরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, বিদেশ অঞ্চলস্থিত বিভিন্নস্থান হইতে "ফরেন ফাইনান্স" নামক একখানি ফ্রান্সফার্টের আদালতে যে পরিমাণ বৈদেশিক নোট ও মুদ্রা প্রকাশ্য অভিযোগের পর বাজেয়াপ্ত হয়, তাহার অধিকারীদিগের সাহায্যে নোট পুলিশ উক্ত আদালতের কাজের ও বিশেষজ্ঞ অফিসারদের গ্রেপ্তার করে।

বুধবারের প্রাতঃকালে আদালতানি আসামী করিয়া ৫৮,৫০০ ইটালীয় লিরা, ২০,০০০ বিভিন্ন প্রকারের সুইডিস নোট, এক লক্ষ ডলারের অধিক সুইস নোট, ১০০০ বেলজিয়াম মুদ্রা, ৬০০০ টাকার ডাচগুলীর নোট, ১২-টি বিদেশী, ২৪টি ইংরিজি পাউণ্ড এবং ফ্রিঞ্চ, মিশর ও ফিন্ল্যাণ্ডের মুদ্রা, সোনার অলঙ্কার এবং নগদ বহু পাওয়া যায় বলিয়া প্রকাশ।

বুধবারের আদালতানির কারাদণ্ড বাতীত অন্য ছিল।

ট্রামের ভাড়া বৃদ্ধি

কলিকাতা ট্রামওয়ে কোম্পানী আবার ১লা জানুয়ারী হইতে প্রথম শ্রেণীর ট্রাম টিকিটের উপর এক পয়সা এবং দ্বিতীয় টিকিটের উপর অর্ধপয়সা ভাড়া বৃদ্ধি করিতে মনস্থ করিয়াছেন।

দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিটের ভাড়া বৃদ্ধি করা হইবে না। প্রস্তাবিত ভাড়া বৃদ্ধির ফলে বৎসরে অতিরিক্ত ১৪ লক্ষ টাকা আয় হইতে পারে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।

এইরূপ বলা হইয়াছে যে, কোম্পানীর মজুত তহবিল বৃদ্ধি এবং ট্রামওয়ের উন্নতি ও বিস্তার সাধনের জন্য নির্মাণ করার জন্যই ভাড়া বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হইয়াছে।

ফোন—ক্যাল ৩৮৫১

প্রিমিয়ার ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কস্

১১৫, প্রিন্সেপ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ছাপাখানা সংক্রান্ত ইঞ্জিনীয়ারস্,

লাইনোটাইপ, ইন্টারটাইপ, লেটারপ্রেস ও অফসেট্‌মেশিন

সংস্থাপন, তত্ত্বাবধান ও জীর্ণসংস্কার কার্য্যে বিশেষজ্ঞ

এবং

সর্বশ্রেণীর মুদ্রাযন্ত্র

ও

মুদ্রণ সরঞ্জাম ব্যবসায়ী।

জানা গিয়াছে যে, কোম্পানী ৩০ বৎসর বৃক্ষ ইঞ্জিনগুলির পরিবর্ত্তে নূতন ইঞ্জিন বসাইবেন। আসানী অঞ্চলের শেষের কিছু রাইবে ঐ সকল গাড়ীর ব্যবহার বন্ধ হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। বর্ত্তমানে ৮৮ খানি গাড়ী পুনর্নির্মিত হইতেছে এবং ইতিমধ্যে ঐগুলির মধ্যে ৩৯ খানি গাড়ী প্রস্তুত হইয়াছে।

আরও জানা গিয়াছে যে, ইঞ্জিনগুলির কিছু ত্রুটি দূর করার উদ্দেশ্যে ইঞ্জিনসমূহ যাহাতে আরও তাড়াতাড়ি প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারে, তদ্বিষয়ে ঐগুলি কোম্পানী ঐঞ্জিনগুলি পুনর্নির্মাণের নূতন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিবেন।

বাঙ্গলা ভাষার সম্বন্ধে সম্প্রতি অধ্যাপক টুচি

ইউরোপের বর্ত্তমান সমরানলে ও আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রবিপ্লবের মধ্যে পণ্ডিত অধ্যাপক জি, টুচি সুদূর, "বঙ্গদেশে এক এক করে আসিয়ে যখন ভারতবর্ষের ইউরোপে না যাইয়া যখন ইউরোপীয়েরাই ভারতবর্ষে আসা উচিত" অধ্যাপক টুচি, সেই সময়কার বিদ্যাবত্তা ও সাহিত্য অধ্যয়ন করিয়া এক পক্ষকাল যাবৎ কলিকাতায় আসিয়াছেন। তিনি ইউরোপীয় ভারতের বহু ছাত্রদলের অধ্যাপক করিতেছেন।

ভারতের বিশেষ করিয়া বঙ্গদেশের বিজ্ঞান, ইতিহাস এবং সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার উন্নতির প্রশংসা করিয়া অধ্যাপক টুচি বলেন যে, বঙ্গদেশ যেন পূর্ব্বদিকে উপনিবেশ করিয়াছে এবং অন্যান্য প্রদেশ যেন অনুসরণ করা উচিত।

তিনি আরও বলেন যে, প্রত্যেক সভ্যতাবৎ ব্যক্তি এই দেশের সংস্কৃতি ও আলো দেখিতে চায়, তবে বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষা ছাড়া অন্য কোনও উপায় নাই।

ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত ও অধ্যাপিকা সুরমা দাসগুপ্ত

ভারতীয় দার্শনিক ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত সিংহল বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের প্রথম অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছেন। সম্প্রতি এই পদটির সৃষ্টি হইয়াছে। তাঁহার সহধর্ম্মিণী ডাঃ সুরমা দাসগুপ্তও ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রথম অধ্যাপিকার পদ গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছেন।

কলম্বো যাত্রার পূর্ব্বে আগামী বৎসর জুন-জুলাই মাসে অধ্যাপক দাসগুপ্ত ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী ইংলণ্ডে ব্রাহ্ম-প্রবর্ত্তিত দার্শনিক সম্মেলনে যোগদান করিবেন। আন্তর্জাতিক দার্শনিক সম্মেলনে এই সর্ব্বপ্রথম একজন মহিলা আমন্ত্রিত হইলেন। ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে ডাঃ সুরমা দাসগুপ্তই এই সর্ব্বপ্রথম ডক্টরেট লাভ করেন এবং মহিলাদের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত অধ্যাপক হন।

ভারতীয় ক্রেডিট আইন

১৯৩০ সালের ক্রেডিট এবং ১৯৩৭ সালের ব্যাঙ্ক ক্রেডিট বিধিব্যবস্থাগুলি আমাদের ঔপনিবেশিক ক্রেডিট কি কি উপায়ে উহা প্রভাব বিস্তার করিতেছে সেইজন্য ভারত গভর্ণমেণ্ট প্রত্যহ ক্রেডিটের সার্টিফিকেটের নমুনা ঔষধির বা খাদ্যদ্রব্যে কোন পেটেণ্ট এবং বাণিজ্যচিহ্নের আবিষ্কৃত ঔষধ অর্থাৎ ভারতবর্ষোৎপন্ন-বিবৃতি কোন ঔষধ পরিচয় ব্যতীত প্রস্তুত অথবা বিক্রয় করা যাইবে না।

যদিও ১৯৩৭ সালের ১লা এপ্রিল হইতেই ক্রেডিট আইন ও বিধিব্যবস্থা বলবৎ হইয়াছে, তবু এতদিন পেটেণ্ট এবং বাণিজ্যচিহ্নের আবিষ্কৃত ঔষধ সম্বন্ধে এই নিয়ম বলবৎ করা হয় নাই। ১৯৩৮ সালের ১লা এপ্রিল হইতে উহা বিশেষ কড়াকড়িভাবে প্রয়োগ করা হইবে। ঐ তারিখের পর বিজ্ঞাপনদাতা যেসব ঔষধের ক্রেডিট না হইলে পরিচয় বলে কোন ঔষধ পেটেণ্ট এবং বাণিজ্যচিহ্নের আবিষ্কৃত ঔষধ প্রস্তুত অথবা বিক্রয়ের অনুমতি দেওয়া হইবে না। এই হেতু ব্যবসায়িগণকে উপরন্তু বিজ্ঞাপনদাতা ক্রেডিট-না-দেওয়া ঔষধগুলি ইতিমধ্যে বিক্রয় করিয়া ফেলিতে এবং এই প্রকারে বিজ্ঞাপনদাতা ক্রেডিট না দেওয়া পেটেণ্ট ও বাণিজ্যচিহ্নের আবিষ্কৃত ঔষধ আর ক্রয় না করিতে পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে।

ভারতে বসন্তরোগের প্রকোপ

ইউনাইটেড্‌ইণ্ডিয়ান রিলিফ আসোসিয়েশনের কর্ম্মসচিব এক সাংবাদিক সম্মেলনে আসোসিয়েশনের রেসিডেণ্ট ডাঃ এইচ, ডে, বসু বসন্তরোগ নিবারণকল্পে সুলভ চিকিৎসালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করেন।

তাঁহার মতে এই রোগের ব্যাপক বিস্তারের উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, ভারতবর্ষে প্রায় ৩০ লক্ষ লোক এই রোগে কৃষ্টিগ্রস্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে বার্ষিক ৫ লক্ষ লোক মারা যায়। অন্যান্য দেশের বসন্তরোগে মৃত্যুসংখ্যা নিম্নরূপ:—আমেরিকা ৮০,০০০, ব্রিটেন ৩০,০০০, ফ্রান্স ৩২,০০০ ইটালী ৩০,০০০, জার্মানী ২৪,০০০। ভারতবর্ষের বড় বড় শহরগুলিতে মৃত্যুসংখ্যা প্রতি এক লক্ষের মধ্যে নিম্নরূপ:—কলিকাতা ২৩০, লক্ষ্ণৌ ৩১২, কাণপুর ৪০১, বোম্বাই ১৮০ এবং মাদ্রাজ ১৯০।

তিনি আরও বলেন যে, ভারতবর্ষে ৩০ লক্ষ বসন্ত রোগীর সংখ্যা বলে যে প্রকৃত সংখ্যা অপেক্ষা খুবই কম। তিনি বলেন যে, শিশু বিদ্যালয়ের সঙ্গে সঙ্গে এই রোগের প্রাদুর্ভাব হয়। জীবনযাত্রার মান উন্নত এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা স্বাস্থ্যকর না হইলে এই রোগের নিবারণ হইবে না।

পূর্ব্ব বঙ্গের রেক্টিফাই বোর্ডের বৈধব্যমূলক ব্যবহার

কলিকাতার কোর্ট অব ওয়ার্ডস্ এষ্টেটের বিধু কর্ত্তৃপক্ষগণের উপর অন্যায়ভাবে বৈধব্যমূলক ব্যবহারের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। সম্প্রতি পূর্ব্ব বঙ্গের বোর্ড অব রেভিনিউর আদেশে উক্ত এষ্টেটের বিভিন্ন শ্রেণীর ১২ জন বিধু কর্ত্তৃপক্ষগণকে বন্দী করিয়া অবমান প্রদর্শন করিতে হইয়াছে। কোর্ট অব ওয়ার্ডস্-এর তিনি অস্থায়ী বিশেষ্টেরিয়াল অফিসারকুলের অজ্ঞাত প্রদেশে লয়ন ৮০ বৎসর। কিন্তু ঐ ১২ জনের মধ্যে ১০ জনের বয়স ৬০ এর বেশী নাই। সবচেয়ে আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার এই যে, কর্ত্তৃপক্ষ বাকি এই মর্ম্মে আদেশ বিতরণ যে, ঐ কর্ত্তৃপক্ষগণের জন্য কোন বিজ্ঞাপনে বিধু কর্ত্তৃপক্ষগণ প্রয়োজন পাইবেন না বা আবেদন করিতে পারিবেন না। কিন্তু মুসলমান কর্ত্তৃপক্ষগণ উক্ত পদের জন্য আবেদন করিতে পারিবেন এবং তাঁহাদিগকে নিয়োগ করা হইলে তাঁহারা মূলে কর্ত্তৃপক্ষগণ বিধবার কাজে যোগদান করিবেন। প্রকাশ যে, কর্ত্তৃপক্ষের ঐ ২৪টি পদের তারিখ হইতে মুসলমান নিয়োগের ইচ্ছা। এই স্থানে উল্লেখযোগ্য যে, ভারতীয় এষ্টেটের বার্ষিক বিধু।

ফ্রান্সের স্বাস্থ্যরক্ষা প্রস্তুত

সম্প্রতিকালে ফ্রান্সের স্বাস্থ্যবিভাগের আশঙ্কা দেখা দিয়াছে বলিয়া আন্তর্জাতিক যাত্র ও ট্রাফি প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত সভাপতি স্যার জন প্রবর্ত্ত আর প্রবর্ত্ত প্রকাশ করেন যে, আগামি বিজ্ঞান গবেষণাগার বার্ষিক বৈজ্ঞানিকগণ নূতন আবিষ্কারের দ্বারা তাহার সমাধান করিবেন বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

ফেরুজিন উপাদানের সহিত বার্ষিক রাসায়নিক প্রক্রিয়ার উন্নতি জীবনের যৌবন রক্ষা করা যায় দেখিয়া, বার্ষিক বৈজ্ঞানিকগণ এই সম্পর্কে গবেষণা শুরু করেন। উন্নত বিজ্ঞান গবেষণাগারের সাহায্যে বার্ষি, ফল ও লালুকে খাদ্যে পরিণত করে, বৈজ্ঞানিকগণ তাহা একরকম আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছেন এবং ইহা একবার আবিষ্কৃত হইলে অবশ্যম্ভাবে প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া সাধনে প্রচুর পরিমাণে খাদ্য উৎপন্ন করা যাইবে।

বর্ত্তমানে যে সকল উদ্ভিদ খাদ্যোপযোগী নহে তাহাদেরও খাদ্যোপযোগী করিয়া তুলিবার চেষ্টা চলিতেছে।

সম্মিলিত জাতির সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা বিভাগ

সম্মিলিত জাতির অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তৃপক্ষগণের শিক্ষা বিভাগের অবাধ পরে তাহা মুলতুবীরূপে বিলুপ্ত করা হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান কেন্দ্র প্যারিসে।

এই প্রতিষ্ঠানের ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ। ভারতের একজন বিশিষ্ট পণ্ডিতকে এই পদে নিযুক্ত করিয়া সম্মিলিত জাতি প্রতিষ্ঠানের এই বিভাগটি ভারতের প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিল।

ডাঃ মুখার্জি ১৯৪৯ সালের জানুয়ারী মাসের শেষ দিকে কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন।

(শেষাংশ ১৩৩ পৃষ্ঠায়)

ডানলপ

সবার আগে

১৮৮৮ সালে প্রথম — ডানলপ প্রথম কার্যোপযোগী হাওয়া-ভরা টায়ার প্রস্তুত করে।

১৯১৮ সালে প্রথম — ডানলপ এদেশে প্রথম টায়ার কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করে।

১৯৩৬ সালে প্রথম — ডানলপ প্রথম এদেশে টায়ার তৈরির কারখানা স্থাপন করে।

১৯৪৮ সালে প্রথম — টায়ার কোম্পানির মধ্যে ডানলপ প্রথম ৫০ বছর পূর্ণ করে সুবর্ণ-জয়ন্তী উৎসব করছে।

গুণে ও কার্যকারিতায়—

ডানলপ সবার আগে

অর্থনীতি

কার্যিক দৃষ্টিভঙ্গী আবশ্যক

গতবারে ১৯এ অক্টোবর

"আর্থিক জগৎ"এর পৃষ্ঠায় একটী কথা আমরা বারবার বলিয়াছি—তাহা হইল এই যে, মূলধনের বাজারের সর্বপ্রকারে সাহায্য না করিলে অর্থবিনিয়োগকারীদের নিকট হইতে নূতন মূলধন লাভ করা সম্ভব হইবে না, নূতন মূলধন ব্যতীত নূতন প্রোজেক্ট সফল হইবে না, সরকারী অপরিবহনও সার্থক হইবে না এবং উৎপাদনবৃদ্ধির অভাবহেতু মুদ্রাস্ফীতিবিরোধ পরিকল্পনা ব্যর্থ হইবে।—এই কথাটী সরকার না বুঝিতে পারার ফল এখন কিছু ভুগিতে হয়, অবশ্য বলা হয় যে অন্যান্য ভাবে সরকার এই সম্পর্কে প্রচারে উহার বিশ্বাসের ঔদার্যের প্রদর্শন করিয়াছেন।—সৌভাগ্য ভারতের অর্থনীতির ডাক্তারদের আলোচনাপ্রসঙ্গে তেমন অন্ধবিশ্বাসের প্রকারের বর্তমান অচলাবস্থা সম্পর্কে যে দুশ্চিন্তা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে আমরা কিঞ্চিৎ আশান্বিত হইয়াছি।—বিষয়টির গুরুত্ব যদি ভারত সরকার উপলব্ধি করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আশার অনেক কারণ বিদ্যমান। অন্ত উহারা উপযুক্ত পন্থা অবলম্বন করিবেন, এরূপ ভরসা করিতে সম্প্রতি অন্তত হইবে না।—তবে বাজারের ঠিক অভিব্যক্তি সম্পর্কে বর্তমান অবস্থার প্রধান সম্পাদকীয় প্রবন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে বলিয়া এখানে আর তাহার পুনরুল্লেখ করা হইল না।

মূলধনের বাজার সম্পর্কে সরকারী উদাসীনতার কথা বারবার আমরা উল্লেখ করি, বারবার সরকারী অপরিবহনের মার্ফতে কথা আমাদের স্মরণে করিয়া দেওয়া হয়। বর্তমান বছরে সরকার পরিকল্পিত ১৪০ কোটী টাকার অন্তত অর্ধেক পরিমাণ অর্থই অবশ্যই সংগৃহীত হইয়াছে এবং বাকী অর্থ যে কোন অর্থাৎ অনায়াসেই সংগৃহীত হইতে পারিবে, সেকথা একরূপ নিশ্চিন্তেই বলা চলে। অর্থাৎ ভারত সরকারের ১৯৫৪-৫৫ সালের অপরিবহন পরিকল্পনা যে সার্থক হইবে না, তাহার সম্ভাবনা নাই।—বাজারের বর্তমান অবস্থা সম্যক উপলব্ধি করিয়াই যে সরকার কোন বাস্তবসেবাহী অপরিবহন লইয়া বাজারে অবতীর্ণ হইতেছেন না, তাহা একরূপ জোর করিয়াই বলিতে পারা যায়।—কিন্তু অভাবের প্রশ্ন এই যে, বাজারের বর্তমান অবস্থাসম্মত সরকারী অপরিবহন নীতি কি পরিমাণ হওয়া উচিত?

যতদূর মনে হইতে ভারত সরকার যে কৃত্রিম কার্যিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিতেছেন, তাহার প্রমাণ দেখা যাইতেছে। অর্থসচিব কেবলই উঁচুতে হাত তুলিয়া যে পরিমাণ পাইল কাড়িয়া উঠিতেছেন এবং অথবা ব্যবস্থাবলীর যে তাঁহার সাহসের করিয়াছেন, তাহাদের বিষয় আমরা এখন প্রসঙ্গ বিলম্বিত করিতেছি। একটা বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী (আর দেশের কৃষিকার্যের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে এই কৃষিকেন্দ্র "বাস্তব" বলিয়া বর্ণনা করা হয় ও সমীচীন যায়) এই দেশকে যদি আধুনিক শিল্পসমৃদ্ধ দেশে পরিণত করিতে হয়, যদি দেশসমৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করিয়া পৃথিবীর অন্যান্য অগ্রসর দেশগুলির সহিত তারতম্যকে সমতাসম্পন্ন করিতে হয়, তাহা হইলে তারতম্যের প্রয়োজনে, তারতম্যের প্রতিষ্ঠার উপযোগী করিয়াই তাহার নিজস্ব অর্থনীতি গড়িয়া তুলিতে হইবে। সে-উদ্দেশ্যসাধিক তারতম্যের আলো বলিয়াই আমরা বিশ্বাস করি।

* * * * *

সম্প্রতি যাদের শেষ অর্থাৎ যাদবপুরী তাহিল বন্দরের নিজস্ব পরিমাণের যে হিসাব পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে চমকিত হইতে হয়।—এই পরিমাণ মাত্র ৩৮.৭৪ লক্ষ টাকা। স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে যাদবপুর এই হিসাব সম্পর্কে কিছুমাত্র উৎসাহ প্রদর্শন করিতেছেন না।—উপরন্তু যাদবপুর বাজারকে অর্থাৎ ব্যবসায়ীদের ঋণ সরকারী বন্দর হইতে নূতন করিয়া প্রদান আরম্ভ হইয়াছে।—কিন্তু ইহার জন্য প্রবল প্রচারকার্য চালাইয়া অবশ্যপালনের মধ্যে উৎসাহের সৃষ্টি করিতে না পারিলে এবং সত্বরতার অর্থনৈতিক জগতে নূতন করিয়া প্রাণসঞ্চার না করিতে পারিলে, এই পরিকল্পনাকেও আশানুরূপ সাফল্যমণ্ডিত করা সম্ভবপর হইবে না। অতএব সেইদিক হইতেও আমরা সরকারের অবিলম্বে কর্মতৎপর অবতীর্ণতা প্রয়োজন।

* * * * *

রাজনৈতিক অরাজকতার ফলে ব্রহ্মদেশের আর্থিক জীবনে যে কি ভয়াবহ দুর্গতি হইয়াছে ও হইতেছে তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ দিয়াছি।—ব্রহ্মদেশের অধিবাসীদের প্রধান কর্মক্ষেত্র হইল কৃষিজ ব্রহ্মদেশ এবং কৃষিজ দ্রব্যই ব্রহ্মদেশের বিদেশবাণিজ্যের প্রাণকেন্দ্রস্বরূপ। ব্রহ্মদেশের প্রধান নদী ও রেলপথ ক্ষেত্রে আসিয়া মিলিত হইয়াছে এবং এক দেখুন সহরেই ব্রহ্মের সমস্ত বাণিজ্যের শতকরা ৮০ ভাগের বাহির বন্দর করিতে হয়। ১৯৩৮ সালের যে মাসে সমস্ত বৎসরে ব্রহ্মদেশের সেগুন কাঠ (Teak) চালানি ব্যবসার পুনরায় আরম্ভ হয় এবং ঐক বৎসরে মোট ২৩,০০০ টন সেগুন কাঠ চালান দেওয়া হয়। যুদ্ধপূর্ব কালে এই চালানের পরিমাণ ছিল ২,০০,০০০ টন। অতএব দেখা যাইতেছে ১৯৪৮ সালের যে মাসে সমস্ত বৎসরের চালানই সম্ভোষজনক ছিল না;—কিন্তু তৎসত্ত্বেও সেই অসন্তোষজনক অবস্থাও বজায় রাখা সম্ভবপর হয় নাই এবং ব্রহ্মের সেগুন কাঠচালানের ব্যবসায় একপ্রকার বন্ধ হইয়া গিয়াছে বলিলেই চলে।

* * * *

ব্রহ্মদেশে যে তাহার দুর্দিনের, অর্থনৈতিক অধিকারের এক চালচুলোহীন উদ্ভ্রান্তচিত্তের নির্জনতার উদয় হইয়াছে, তাহার প্রমাণ ব্রহ্মদেশের ব্যাঙ্কগুলির অবস্থা। ১৯৪৮ সালে ব্রহ্মদেশে ব্যাঙ্কের সংখ্যা ছিল ৩৭। ৩টী ব্যাঙ্ক ব্যতীত বাকী ৩৪টী ব্যাঙ্কের মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ৮৮ কোটী টাকা। ১৯৫৩ সালে ব্রহ্মদেশে ব্যাঙ্কের সংখ্যা ছিল ৩৭টী। ৩টী ব্যাঙ্ক ব্যতীত বাকী ৩৪টী ব্যাঙ্কের মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ৩৮ কোটী টাকা। অতএব দেখা যাইতেছে ১৯৪৮ সালের তুলনায় ১৯৫৩ সালে ব্রহ্মদেশে ব্যাঙ্কের সংখ্যা অপরিবর্তিত থাকিলেও ব্যাঙ্কগুলির আমানতের পরিমাণ ৫০ কোটী টাকা হ্রাস পাইয়াছে। এই হ্রাসের পরিমাণ ব্রহ্মদেশের ব্যাঙ্কগুলির মোট আমানতের শতকরা ৫৬ ভাগ। ব্রহ্মদেশের ব্যাঙ্কগুলির এই অবস্থা হইতে ব্রহ্মদেশের অর্থনৈতিক জীবনে যে কি ভয়াবহ দুর্গতি নামিয়া আসিয়াছে, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

* * * *

ব্রহ্মদেশের ব্যাঙ্কগুলির মোট আমানতের শতকরা ৮০ ভাগই চালতিপত্রের উপর নির্ভর করিত।—অতএব ক্রমবর্ধমান চালতিপত্রের ফলে ব্রহ্মের অর্থনৈতিক জীবনে যে ভয়ঙ্কর সমস্যার উদ্ভব হইবে, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।—১৯৫৩ সালে ব্রহ্মের চালতিপত্রের পরিমাণ ছিল ৩৫ লক্ষ টন, কিন্তু ১৯৫৮ সালে উহার পরিমাণ ১২ লক্ষ টনের বেশী কিছুতেই হইবে না!

* * * *

পেট্রোল প্রভৃতির ক্ষেত্রেও ব্রহ্মের দুরবস্থা প্রায় একই রকমের। যুদ্ধের পরে তৈল-সংরক্ষণগুলি (Oil installations) দুইবার অগ্নিদগ্ধ হয় এবং বর্তমান কাল হইতে আরও দুই বৎসরের পূর্বে গুহাগুলিকে পূর্বের অবস্থায় ফিরাইয়া আনা সম্ভবপর হইবে না।—আভ্যন্তরীণ অর্থাভাব হেতু রেলের সম্প্রসারণও স্তব্ধ হইয়াছে।—১৯৪৮ সনে ব্রহ্ম সরকারের মোটর গাড়ীর পরিবার ছিল ১০ কোটী টাকা, আমদানী বন্ধ এই গাড়ীর পরিবার যে বহুলাংশে হ্রাস পাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। ব্রহ্ম সরকার বিদেশ হইতে তৈল গ্রহণ সম্পর্কে খুব বেশী আগ্রহশীল নহেন এবং বর্তমান অবস্থায় ব্রহ্ম-সরকারকে তৈলপ্রদান করার বিষয়ে বাহিরের কোনও আর্থিক উৎসুক্য নাই। কাজেই সৈনিক হইতেও ব্রহ্মের দুরবস্থা আরও ভয়াবহ হওয়ার সম্ভাবনা আছে।—ইহার ফলে ব্রহ্মের পুনর্গঠন পরিকল্পনা যে বিলম্বিত হইবে (কত বিলম্বে তাহা কে জানে!) তাহাতে সন্দেহ নাই।

* * *

এই বিভাগের তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহের জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়ার প্রকাশিত হিসাবে দেখা যায় যে আলোচ্য সপ্তাহে পুনরায় তপশি মোটের পরিমাণে অবনতি ঘটিয়াছে (১,১৯১.৪২ কোটী টাকা—১,১৯৭.৪৪ কোটী টাকা)। সমস্ত মোটের পরিবাণের সাপেক্ষে হ্রাস সংঘটিত হইয়াছে (১,২১৪.৬৮ কোটী—১,২১৪.১৮ কোটী) দেখা যায়। ব্যাঙ্কিং বিকাশে রক্ষিত মোটের পরিমাণ পূর্ববর্তী সপ্তাহের ২৭.৪৪ কোটী টাকার স্থলে বর্তমান সপ্তাহে হইয়াছে ১৩.৬৬ কোটী টাকা। সপ্তাহের হিসাব বিচার করিলে নোটের ও রাজস্বের পরিমাণে ৫৩ লক্ষ টাকার অবনতি দৃষ্ট হয় (১১.৮১ কোটী—১১.২৮ কোটী), এবং রৌপ্য ভাণ্ডারের পরিমাণ ৩.৮১ কোটী টাকা হ্রাস পাইয়া ২৭.৩৩ কোটীতে দাঁড়াইয়াছে দেখা যায়। ভারত সরকারের তপশিলের পরিমাণেও ২.৭০ কোটী টাকার অবনতি ঘটে (৩৫.৭৪ কোটী টাকা—৩৩.০৪ কোটী টাকা)। অতএব সম্পত্তি হ্রাসের মোট পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৩.৮৪ কোটী টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে ১০.৩ কোটী টাকা মূল্যের মোট আর্থিক করা হইয়াছে।—এই মোট আর্থিকরণের নিকট হইতে পাওয়া ভারতীয় মোট।—ইতিপূর্বে এই অঙ্কের তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহের ১৩.০১ কোটী টাকার মোট আর্থিক করা হইয়াছিল।—অতএব দুই বছরের মধ্যে ২৩ কোটী টাকার মোট আর্থিক করা হইল, দেখা যাইতেছে।—আলোচ্য সপ্তাহে মোদা মুদ্রার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৬৬.১৩ কোটী টাকা (৬৬.৫৩ কোটী টাকা)।

আর্থিক বিবরণে কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয় ১৯৮.৩ কোটি টাকা ধরিয়া ১৩৪.১১ কোটি টাকায় বিয়োজনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, দেখা যায়। ব্যয়ের নূতন বিভাজনে প্রকল্পী ব্যয়বিভাগে, অর্থাৎ রাজস্বের প্রকাশ্যখাতে উদ্বৃত্তের অঙ্কটি অবশ্য পরিবর্তনে এইরূপ অবস্থিত করিতে বলিয়া মনে হয়।—অবশ্য সরকারী অবশ্য সাধারণ ৩৩ লক্ষ টাকার ঘাটতি পরিলক্ষিত হয় (১৪.৩৩ কোটি টাকা—১৪.৭৮ কোটি টাকা)। গার্হস্থ্যমূলের ব্যয় ৮৫.৩০ কোটি টাকা ধরিয়া ৮৩.৮১ কোটিতে নামিয়াছে দেখা যায়, কিন্তু অন্যান্য অবশ্য ১.৫০ কোটি টাকার উদ্বৃত্ত হয় (৫২.৩৩ কোটি টাকা—৫৩.৮৩ কোটি টাকা)। বহির্দেশীয় অবশ্য ২৭৩.৩৯ কোটি টাকা ধরিয়া ২৭৩.৮১ কোটি টাকায় উন্নীতকরণের অবস্থিত করিয়াছে।—রপ্তানির আকারাদির কিন্তু ১.৮৩ কোটি টাকার এইরূপ অপরিবর্তিতই আছে (১.৮৩ কোটি টাকা)। সরকারের প্রকল্প ঋণ ও দাবনের পরিমাণ বাড়াইয়াছে ৩.০৭ কোটি টাকা (৩.১৫ কোটি টাকা) এবং অন্যান্য ঋণ ও দাবনের পরিমাণ ধরিয়াছে ৩.১৩ কোটি টাকা (৩.১৮ কোটি টাকা)। ঘাটতিমিয়োগের পরিমাণে উদ্বৃত্ত ঘটিয়াছে (৮৮.১১ কোটি টাকা—৮৮.৫৪ কোটি টাকা)।

* *

১৯৮৯ বছরের তারিখে নগদে সরকারের অন্য তফসীলভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের প্রকাশিত বিবরণীবিশ্লেষণে বিশেষ কোন পরিবর্তন দেখা যায় না। তারিখবারের দেয় দায়ের খাতে ব্যাঙ্কসমূহ হইতে মূলীভূত অর্থের পরিমাণ আছে ২৩.১৪ কোটি টাকা (২৩.১৮ কোটি টাকা)। অন্যান্য তারিখবারের দেয় বছরের পরিমাণ ১.৯২ কোটি টাকা বর্ধিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে ৬৫০.৩৪ কোটি টাকা।—মেয়াদী খাতের অধীনে ব্যাঙ্কসমূহের নিকট হইতে ঋণের পরিমাণ ৮.৫ লক্ষ টাকার একরূপ স্থির আছে। কিন্তু অন্যান্য মেয়াদী ঋণ ১.৫ কোটি টাকা হ্রাস পাইয়া ১৯৭.৭১ কোটি টাকায় পৌঁছিয়াছে। বন্ধকিত মজুত টাকার পরিমাণে ৪১ লক্ষ টাকা অবস্থিত করিয়াছে। কিন্তু বিলের খাতে রক্ষিত অন্যান্য পরিবর্তন ৪.১৮ কোটি টাকায় বৃদ্ধি দেখা গিয়াছে। ঋণদের পরিমাণ পূর্ববর্তী সপ্তাহের ৪০৪.৫০ কোটি টাকা হইতে হিসেবরূপে হ্রাস পাইয়া ৩৯৩.৬৮ কোটিতে পৌঁছিয়াছে। আমানতে স্থিতির পরিমাণে বৃদ্ধি ঘটিয়াছে (১৩.৫৩ কোটি টাকা—১৪.৫৩ কোটি টাকা) দেখা যায়।

সংবাদ

(পূর্বপৃষ্ঠার পর)

এ বৎসর শুল্ক হইতে ভারত সরকারের আয়

বর্তমান আর্থিক বৎসরে শুল্ক হইতে ভারত সরকারের ১০ কোটি টাকা অতিরিক্ত আয় হইবে বলিয়া আশা করা যায়। শুল্ক হইতে বর্তমানে যে আয় হইতেছে তাহাতে বৎসর শেষ হওয়ায় পূর্বে ৫৫ কোটি টাকার ঘাটতি দেখা যাবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।

অক্ষিণ আফ্রিকায় পাইকারী দরের সূচক

অক্ষিণ আফ্রিকার পাইকারী দরের সূচক ১৯৮৮ সালে ৩০ শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৮৭ সালে এই বৃদ্ধির হার ছিল ১৫ শতাংশ। ১৯৮৮ সালে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য ২৫ শতাংশ, পানীয় ও তামাকের মূল্য ২৭ শতাংশ, বস্ত্র ও পাদুকার মূল্য ১৯ শতাংশ, কাঠ ও কাগজের মূল্য ২৭ শতাংশ, ধাতু ও ধাতুজাত দ্রব্যের মূল্য ৩৫ শতাংশ, রাসায়নিক দ্রব্যের মূল্য ৩৭ শতাংশ, যন্ত্রপাতির মূল্য ২৭ শতাংশ এবং বিবিধ দ্রব্যের মূল্য ২৭ শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ব্রিটেনে মোটা কার্পাসের কাপড়ের বাজারে মেয়েদের অবস্থা

গত জুলাই মাসে ব্রিটেনের মোটা কার্পাসের কাপড়ের বাজারে প্রায় কোন প্রকার মেয়েদেরই বয় নাই।

গত জুলাই মাসে ব্রিটেনে

অর্থনীতির বাজার

চিনির মূল্য নির্দ্ধারণ ও প্রাদেশিক স্বার্থ

বর্ত্তমান অগ্রহায়ণ মাস হইতে চিনির ও ইক্ষুর নূতন দর বাঁধিয়া দিয়াছেন। স্থির হইয়াছে যে, চিনির মিলের দর হইবে ১৩৸০ এবং যুক্তপ্রদেশে ইক্ষুর দর হইবে মণপ্রতি ১৸০ এবং বিহারে ১৷৶০। যুক্তপ্রদেশ সরকার ঘোষণা করিয়াছেন যে, ইক্ষুর দর হ্রাস করিয়া যদিও ইহাদের বিহার সরকারের সমান করিতে বাকী রহিল মাত্র এক আনার আলোড়নের পর মণপ্রতি ইক্ষুর দর ১ টাকা হইতে কমিয়া ১৷৶০ হইতে বাধ্য করাইতে বাকী রহিয়াছেন। বিহার সরকারও যদি যুক্তপ্রদেশ সরকারের মত ১৷৶০ ইক্ষুর দর স্থির করিবেন, তবে ইহাতে মণপ্রতি চিনির দর অন্ততঃ আরও ৸০ হ্রাস করা সম্ভব হইত। কিন্তু বিহার সরকারের অন্যতম মন্ত্রীমহাশয়ের অমত তাহা সম্ভব হয় নাই।

* * * *

সম্প্রতিকালে চিনির ব্যাপারে বিহার সরকার, এবং যুক্তপ্রদেশ সরকারের যেরূপ বিদ্যুটে মার্থপরতা দেখা যাইতেছে তাহাতে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করার কারণ আছে। ইক্ষুর দর যেরূপভাবে আকাশেই ১৷৶০ বেশী ধরা হইয়াছে তাহাতে এই দুই প্রাদেশিক সরকার সমস্ত প্রদেশের প্রজাদের অকারণে আর্থিক ক্ষতি করিতেছেন। ইহা ছাড়া যখন আমরা দেখিতে পাই যে সরকার যখন চিনির দর নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন তখন ইক্ষুর দর মণপ্রতি ১৷ হইতে ১৷৶০ এর মধ্যেই ছিল এবং চিনি ।৹ হইতে ৸৹ দরে চিনির প্রস্তুতে বিক্রি করা যাইতেছিল। নিম্নে যখন চুনিয়া বিক্রি চিনির দর আশ্চর্য্যরূপ কমিয়া যাইতেছে, এই অবস্থায় কিসে চাষীমহাশয় ও ইহার প্রাদেশিক সরকার কেন্দ্রীয় সরকারকে চিনির উপর হইতে নিয়ন্ত্রণের প্রত্যাহার করিতে বাধ্য করান, কিন্তু নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহারের পরে পরে চিনির দর কি পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা সকলেই অবগত আছেন। বস্তুতঃ ইক্ষুর ও চিনির যে দর বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহাতে চিনির মূল্য মণপ্রতি ৩১৷৩২ টাকার কম হইতে না এবং বর্ত্তমানের চিনির দরের সহিত তাহার বিশেষ প্রভেদ নাই।

* * * *

সরকারের এই সিদ্ধান্তের ফলে দেখা যে কয় ঊনৈমণবাজার হয় মূল্যে বিশ্ব ঘটিল তাহা নহে, তাহাদের দীর্ঘস্থায়িত্বের ইতিও সংক্ষিপ্ত হইল না। ভারতের প্রতিবেশী পাকিস্তানের বর্ত্তমানে এই উদ্দেশ্যে ভারত হইতে চিনি আমদানি করিতে বাকী রহিয়াছে। তাহার কিউবা ও অন্যান্য দূরদেশ হইতেও আনা ভারতের তুলনায় উৎকৃষ্ট শ্রেণীর চিনি অল্প মূল্যে আমদানি করিতে সমর্থ হইয়াছে। এছাড়া আর একটি কথা মনে রাখা দরকার যে, চিনির অত্যধিক মূল্যের জন্য দেশের অন্যান্য চিনির চাহিদা হ্রাস পাইয়াছে এবং চিনির পরিবর্ত্তে গুড় ইত্যাদি দ্বারা জনসাধারণ তাহাদের আশা সমাধা করিতেছে। ইহার ফল যে শেষ অবধি মিলের পক্ষে শুভ হইবে না, তাহা ধীরে ধীরে চিনি ব্যবসায়ীরা বুঝিতে পারিবেন।

চিনির মূল্য নির্দ্ধারণের পরে পরে দেশের বহু স্থানে চিনির সাধারণ দর পড়িয়া গিয়াছে। গুড়ের মূল্যবৃদ্ধি চিনির মূল্যহ্রাসে সহায়তা করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। কানপুরের লাখমারা চিনির দর গত সপ্তাহে ছিল ৩৯৷০। অগ্রহায়ণের দর ১৯৲ হইতে ২০ টাকায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

বাজেয়াপ্ত

আলোচ্য সপ্তাহে কানপুরের বাজারে চাউল ও গাইল ব্যতীত অন্যান্য খাদ্যশস্যের সমস্ত মূল্যমান নেমে গিয়াছে। যুক্তপ্রদেশ হইতে ফরিদে এবং এক জেলা হইতে অন্য জেলায় খাদ্যশস্যের চলাচল খুব কড়াকড়িভাবে নিয়ন্ত্রিত করা হইতেছে। চাউলের দর ক্রমাগতই বাড়িয়া চলিয়াছে এবং ব্যবসায়ী মহলে চাউলের অভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। উৎকৃষ্ট শ্রেণীর চাউল বিক্রয় বন্ধপ্রায় হইয়া পড়িয়াছে এবং খুব চড়াদরেও মিলে পাওয়া যাইতেছে না। মিহি শ্রেণীর মোটা চাউলের বিক্রির দর ১৪৲, কিন্তু ঐ চাউল বাজারে ৩০৲ হইতে ৩৮ টাকার মধ্যে বিক্রয় হইতেছে। গমের দর ৭৲ হইতে ৮৲ টাকার মধ্যে আছে। পুরী সাধারণ দরের দর বাড়িয়াই চলিয়াছে এবং ব্যাপক মজুত করিবার চেষ্টা দেখা যাইতেছে। মজুত-দরে গমের দর ৭৲, আর সিমলাতে ৩০৲। ডালের দর কিছু কমিয়াছে, তবে অতিরিক্ত সরকার বাজারে কোন পরিবর্ত্তন দেখা যায় নাই।

কানপুরের বাজারে বিভিন্ন খাদ্যশস্যের দর নিম্নরূপ ছিল: গম ১৯৷০ ছোলা ১৩৲, যব ১৬৷০, মটর ১৩৸০, অড়হর ১৪৲, খেসারী ১৫৷৶০, মুগ ২১৲, মাষ ১৫৲।

সম্প্রতি কলিকাতায় যে বিরাট চাউল মজুত সম্মেলন হইয়া গিয়াছে, তাহাতে চাউলের বাজ সমস্যা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা হইয়াছে। আমাদের সংবাদের প্রথম ছয়মাসে প্রায় ১০ লক্ষ টন চাউলের আবশ্যক হইবে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে। আসাম এবং উড়িষ্যা প্রদেশ ছাড়া ধরিদ করার অন্য কোন প্রদেশে সুবিধাজনক হয় নাই। কাজেই স্থির হইয়াছে যে আমাদী সংবাদের অবশেষ পক্ষে বিদেশ হইতে আমদানিকৃত চালের উপরে নির্ভর করা ছাড়া উপায় নাই।

পাট

কাঁচা পাটের আমদানি কম পাইট সাধারণ দরের কিছু উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। আমদানির পরিমাণ হ্রাস পাইয়া ফলে নিম্ন শ্রেণীর মালেরও কিছু চাহিদা ছিল এবং উৎকৃষ্ট শ্রেণীর মালের এত দর ছিল যে কোন মিলের পক্ষে তাহা ক্রয় করা সম্ভব হয় নাই। এই দিকে অবশ্য উন্নতি হওয়া দূরের কথা বর্ত্তমানে, আমদানিকৃত মালের অধিকাংশ নিম্ন শ্রেণীর মালেরই প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে এবং উহার মধ্যে বেশী। ভাঙ্গাচালা মিলে মালের সম্পূর্ণ অনুপযোগী। কাঁচা মালের এই অবস্থা পাইলসমূহের মোকাবিলা করার দেখিয়া সরকার ফরিদপুরে প্রস্তাবিত জন্য পূর্ব্ব হইতে অগ্রসরী এই বৎসরের মধ্যে যে ১ লক্ষ গাঁইট পাট প্রস্তাবিত এখনও বাকী আছে, এই নিম্ন শ্রেণীর মাল পাঠাইয়া তাহা পূরণ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। আমাদী আসন্নাগী মাল হইতেছে যে অবশিষ্ট পাঁচ লক্ষ গাঁইট পাট প্রস্তাবিত করা কিছু হইয়াছিল সরকার তাহাদের সেই সিদ্ধান্ত পরিবর্ত্তন করিতে পারা হইলে বলিয়া মনে হয়।

তুলা ও সূতাবস্ত্র

তুলার বাজারে অনেকদিন নিষ্ক্রিয়তা দেখা যাইবার পর আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে তুলার দরে আকস্মিক উন্নতি দেখা যায় এবং আই সি সি কেন্দ্রসমূহের দর ৫৯৸০ হইতে বেড়িয়া ৬০২৲ পর্য্যন্ত উঠে। খুব সকালের দরিদ্র কম বিক্রয় হইতেছিল বলিয়া কম-বিক্রয়ের পরিমাণ কম ছিল। শেষ পর্য্যন্ত তুলার দর ৬০৷৹-তে স্থির হয়। আই সি সি স্টোর দর ছিল ৬০৸৯০, তুলাইর দর ৬০৸৯০ এবং সেণ্টেম্বরের দর ছিল ৬০৫৲।

সরকারের পূর্ণ নির্দ্ধারিত তুলার সর্ব্বোচ্চ দরের পরিবর্ত্তন হইবে বলিয়া অনেকে আশা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের সেই আশা ধূলিসাৎ হইয়াছে। সরকার হইতে ইতিমধ্যে কটন আডভাইসরিকে জানাইয়া দিয়াছেন যে তাঁহারা তাঁহাদের পূর্ব্ব সিদ্ধান্তে অবিচলিত থাকিবেন। বস্তুতঃ তুলা ক্রয় করিবার জন্য সরকারের এই অযথা আগ্রহ যুক্তিসঙ্গত বলিয়া কোন সূত্রে পাই নাই, কিন্তু অন্যদিকে তুলা ব্যবসায়ীদের অসহযোগিতায় তুলার অভাবে মিলগুলির শত উৎপাদনে বিলম্ব ঘটিয়া পড়িয়াছে। মিলমালিকদের মতে আমাদী ফসল বাজারে চালু হইবার পূর্ব্বেই মিলগুলির প্রয়োজন মত তুলা কিনিতে হইয়া যাইবে, অথচ পূর্ব্বি-মাস হইতে তুলা আমদানির অগ্রিমত্ব আশঙ্কিত। কারণ তুলার প্রস্তাবি লাইসেন্স দিবার ব্যাপারে পাকিস্তান সরকার যেরূপ পক্ষপাতিত্ব ও অসহযোগিতা দেখাইতেছেন, তাহাতে ভারতীয় মিলগুলি ঠিক সময়ে প্রয়োজনীয় মাল সংগ্রহ করিতে পারিবে কিনা সন্দেহ। তাহে সরকার এইবার "ভাসান" তুলার উপরও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিবার কথা বিবেচনা করিতেছেন। সরকার যদি ভাসান তুলার মূল্যও নিয়ন্ত্রণ করেন, তাহা হইলে মিলগুলির পক্ষে তুলা সংগ্রহের কিছু সুবিধা হইতে পারিবে বলিয়া আশা করা যায়।

তৈলবীজ

আলোচ্য সপ্তাহে তৈলবীজের বাজারে তেজীভাব দেখা গিয়াছিল। চীনা বাদামের দর উন্নতি দেখা যায় এবং রেড়ির বীজের দরে পূর্ব্বেকার সপ্তাহে যেরূপ অবনতি হইয়াছিল তাহার কিছু উন্নতি হয়। তিসির বাজারে কোন বিশেষ পরিবর্ত্তন দেখা যায় নাই।

বোম্বাইয়ের তৈল ব্যবসায়ীরা চীনা বাদামের ব্যবসায়ের জন্য এবং রপ্তানি ও মজুতের জন্য চীনাবাদাম রপ্তানির উপর নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে

(শেষাংশ ১১৭ পৃষ্ঠায়)

বাজারের কথা

কয়লাখনির শেয়ারে কথঞ্চিৎ তৎপরতা

কলিকাতা শেয়ার বাজার

বিগত সপ্তাহে বাজারের যে ইঙ্গিত দেখা গিয়াছিল তাহা আলোচ্য সপ্তাহেও অব্যাহত রহিয়াছে। যত বুনস্টিকার লাভের টাকাটা বন্ধক রাখিবার প্রচেষ্টায় মূল্যের যে সামান্য অবনতি দেখা গিয়াছিল, তাহা স্থায়ী হইতে পারে নাই। শুক্রবার বাজার খুলিবার সঙ্গে সঙ্গেই পুনরায় বাজারের অন্তর্নিহিত পরিবর্তিত হইতে থাকে। শুক্রবারে বাজারের এই ইঙ্গিত বাজারের 'রোখসুকি'র পরিচায়ক। অধিক রাত্রে বাজারের একটানা ইঙ্গিত (সামান্য হইলেও) যে সর্বসাধারণের মনে যথেষ্ট আস্থার সঞ্চার করিয়াছে, পত শুক্রবারের ইঙ্গিতকে তাহাই প্রতিফলিত হইয়াছে। উপরন্তু বাজারের সমস্ত বিভাগেই কাজের পরিমাণ যে ক্রমে বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতেও কিছু আশার সঞ্চার দেখা যাইতেছে। সিকিউরিটি সম্ভার না থাকিলে কাজের পরিমাণ যে আশু বৃদ্ধি পাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। শেয়ারের দর যে নিম্নতম স্তরে নামিয়া গিয়াছিল এবং দরের এই অবনতির যে পুনরাবৃত্তি ঘটিবে না, সে ধারণা কয়েই সকলের মনে বদ্ধমূল হইতেছে।

কলিকাতার বাজারে যেসব কয়লাখনির শেয়ারের ক্রিয়াকলাপ ইঙ্গিত দেখা গিয়াছে, সেগুলির সম্বন্ধে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের শেয়ারেরও অনুরূপ ইঙ্গিত দেখা গিয়াছে। অক্টোবরের মূল্যমান সংক্রান্ত টাটার উৎপাদন কিছুমাত্র না পাইলেও টাটার শেয়ারের ইঙ্গিত অব্যাহত রহিয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন অনুযায়ী লৌহ ও ইস্পাতের মূল্যবৃদ্ধি করা হইবে বলিয়া যে সংবাদ রটিয়াছে, তাহাতে উৎপাদন হ্রাসজনিত লাভের ঘাটতি পূরণ পাকার আশা না থাকায়, শেয়ারের দরের ক্রমোন্নতি রুদ্ধ হইতে পারে নাই। এতদ্ব্যতীত অগ্রাধিকার কমিটি (Priority Committee) লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সর্বপ্রকার সাহায্যের দাবী সমর্থনযোগ্য বলিয়া স্বীকার করায়, এই বিভাগ সম্বন্ধেও সর্বসাধারণের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়। এই বিভাগের ইঙ্গিতকে সন্তোষজনক বলিয়া বাজারের অন্যান্য বিভাগের যেরূপ ইঙ্গিত দেখা যায়।

* * * *

অদ্য (সোমবার ১৬ই ডিসেম্বর) আলোচ্যসপ্তাহে কোয়া অব অমার্ড-এর সাংবাদিক সম্মেলনে অর্থমন্ত্রী ভারতের শিল্প ও বাণিজ্যের সম্প্রতীন ইঙ্গিতকে প্রশংসা নিবেদন বিশেষ বলিয়াও সকলে বিশ্বাস করিয়াছেন। এদিকে দেশে খাদ্য ও পুষ্পলা অবস্থার প্রতিকার উদ্দেশ্যে কোন সাংঘাতিক ব্যবস্থার সৃষ্টি হইতে দেওয়া হইবে না বলিয়া সম্প্রতি পার্লামেন্টে ঘোষণা করা হইয়াছে। আলোচনাকালে বহুসদস্যের মতের ব্যক্ত হইয়াছে, তাহাতে বাজারের মূলধার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। এই সুসংবাদে সপ্তাহে অবসানোন্মুখ বিক্রয়ের প্রভাব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়াই মনে হইয়াছে। এই সুসংবাদ সত্ত্বেও বাজারে দরের কোন অবস্থার পরিবর্তিত হয় নাই।

* * * *

কেন্দ্রীয় সরকার ইস্পাত এবং এঞ্জিনিয়ারিং ইঙ্গিতকে সাহায্য করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন বলিয়া যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতেও বাজারের সর্বাধীন ইঙ্গিতের সমর্থনই দেখা গিয়াছে। সম্প্রতি প্রকাশিত কয়েকটি বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের লাভের পরিমাণ ও ডেবিট সমাধানের ভার দেখিয়া শিল্প ও বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অথথা শঙ্কিত হইবার কোন কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না। এই সমস্ত কারণেই পাকা বন-বিনিয়োগকারীরা যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করিলেও নূতন বুদ্ধি লইতে বিশেষ দ্বিধা করেন বলিয়া লাভজনকভাবে অল্পমূল্যের শেয়ারের কেনা-বেচায় যথেষ্ট উৎসাহ দেখাইতেছেন।

*

বাজারের আকস্মিক ইঙ্গিতে বর্তমান অবস্থায় ফাট্‌কাবাজদের সকল 'বেয়ার্স' কভার দিয়া উপায় নাই। এবং সেজন্য প্রত্যেক বাজারেই আরও ইঙ্গিত অবশ্যম্ভাবী বলিয়াই মনে হয়। ফাট্‌কাবাজদের দ্বারা বন্ধ হইলে বাজার স্বাভাবিক পথে বিচরণ করিবে এবং তখনও এই ইঙ্গিত রক্ষিত হইবে বলিয়াই আমরা আশা করি। শেয়ারের মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে এই কথিয়া বিগত যে, প্রকৃত বন-বিনিয়োগকারীদের পক্ষে সঞ্চয়ের সুযোগের সদ্ব্যবহার না করা সমীচীন হইবে এবং বাজারগুলি যদি এই সময়ে তাহাদের আশ্বাসবাণীতে কিছুমাত্র উৎসাহ অবলম্বন করে তাহা হইলে বর্তমান ইঙ্গিত আরও ত্বরান্বিত হইবে বলিয়া মনে হয়।

* * * *

বাজারের বর্তমান অবস্থায় সরকারের বিশেষ কর্তব্য আছে বলিয়া আমরা মনে করি। বাজারের ইঙ্গিত অব্যাহত থাকিলে সরকারের আয়ও বহুল থাকিবে। আলোচ্য সময়ে সরকারের মূলধনবিক্রয় যে আশানুরূপ হইবে না তাহা সুনিশ্চিত। বাজারে আমদানী সংক্রান্ত সরকারকে এই সুযোগ বুঝিয়া যা হয় এক মুহূর্তের পরিবর্তনশীলতা আমাদের করিবার পথে কোন বিঘ্ন সৃষ্টি না হয় সেজন্য সরকারকে এই সুযোগের পূর্ণব্যবহার করিতে হইবে। এই সময়ে মূল্যের হ্রাস বাড়া হইতে পারে অল্প সময়ে হয় ত বহু স্টেয়ারের ভাল হইতে না।

* * *

সরকারী ঘোষণা

সরকারের অন্যান্য বিভাগের সঙ্গে সঙ্গতিরক্ষিত হইলেও এই বিভাগে সরের ইঙ্গিত অধিক আশা হইয়াছে। প্রত্যেক কম্পানির এক আনা সরের আশা পাওয়া যাইবার ইঙ্গিত দেখা গিয়াছে। ৩, সূদের ১৯৫৯ ৯৯৸৹, ৫, সূদের ১৯৬১ ৯৯৸৹, ৯৸ সূদের ১৯৬১ ৯৯৸৹, ৫, সূদের ১৯৬১-৪৪ ১০১৸৹, ৬, সূদের ১৯৬৩-৪৪ ১০১৸৹, ৬, সূদের ১৯৬৩-৪৪ ১০০৸৹ সূদের ১৯৬৩-৪৪ ১০০৸৹, ৪, সূদের ১৯৬৩-৭০ ১০৩৸৹ পর্যন্ত দাম হইয়াছে।

খাদ্য

খাদ্য শেয়ারে কাজ কিছু কম হইয়াছে। সেন্ট্রাল ৮৯৲ পর্যন্ত উঠিয়া ৮৮৲ পর্যন্ত নামিয়া গিয়াছে। ইন্ডিয়ান ও খাদ্য অব ইন্ডিয়াতে বহু বুদ্ধি পাইয়া যথাক্রমে ১৭৫৲ ও ১৯১৲ পর্যন্ত দাম হইয়াছে। ইন্ডিয়ান ফার্মার্সিডেলেরও ৩৯ ফাঁকিয়া ৬৮৲ হইয়াছে।

কাগজের কল

কাগজের কলের শেয়ারের দাম অবাধ কম হইয়াছে। মধ্যে বহুর কিছুটা ইঙ্গিত পরিলক্ষিত হইয়াছে। বেঙ্গল ৯৯৲, বালী ৯৲, এসিয়া ১৯৲, বেঙ্গল মাদুর ২৭৫(২৭৫) ও ভারত্বর পেপার ১০৮৲ পর্যন্ত দাম হওয়ার খবর পাওয়া গিয়াছে।

কয়লার খনি

এই বিভাগেই সর্বাপেক্ষা অধিক উৎসাহ দেখা গিয়াছে সপ্তাহের প্রথম দিকে কাঁচা ঘোষী হইতে আরম্ভ করিয়া ২৯৮৲ (২৯৲), বেঙ্গল ২০৫৲ (২৩১৲) সাকের ৭৯৮ (৬৯৲), বরাকর ১৪৮ (১৩৫৲), ইন্ডিয়ান ৩৯৮ (৩৬৲), কুমিলা ৪৮৲, বারিয়া ৮৮৲, রাণীগঞ্জ ১৫৲, সিঙ্গি ৮৫৲ ১৯৮৲, সাউথ আরমা-পুরা ২২৲ (১৯৲), ভালটার ৭৮৲ (৬৮৲) ও অন্যেরা বেঙ্গল ২৬৲ (২৫৲) পর্যন্ত দাম হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

চটকল

আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগেও কিছিৎ উৎসাহ দেখা গিয়াছে এবং কয়েক দিনের মধ্যেই কিছুটা বৃদ্ধি পাইয়াছে: আলমবাজার ২৪১৲, আগরপাড়া ইন্ডিয়া ২১১৲, বালি ১৫৭৲, টেলী ১৪৭৲, হাওড়া ৭৯৲, (৭৮৫৲), কামারহাটি ১৪৫৲, কৃষ্ণনগর ১৭৫৲, ফোর্টগ্লোস্টার ৭৬৲ (৭৫৲) ও ইউনিয়ন ১১৭৲ পর্যন্ত দাম হইয়াছে।

বিবিধ

এই বিভাগের আলোচ্য সপ্তাহে কাজের মধ্যে যথেষ্ট বাড়িয়া গিয়াছে এবং দামও উঠিয়া গিয়াছে। মার্টিন বার্ণ কর্পোরেশন ৩৮৲ (৩৫৲), ইন্ডিয়ান কপার ২৯৲ (২৮৲), মোকামঘাট ৭১৲, আসানসোল ও ডোমকানা ১৪৲, বেঙ্গলমাট ৪৮৲, ডেভিড ১১৬৲ (১০৯৲), বার্ণপুর ৬৮৲ (৬৫৲), মাদ্রাজ ইন্ডিয়াসিয়ার ৮৮৲, ইন্ডিয়া প্রডাক্টস ৭৮৲, ইন্ডিয়া কর্পোরেশন ২১৩৲ (২০৫৲), ট্রেডার্স ডেপ্যারী ৭৮৲ (৭৫৲), ফার্ম কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ ২১, এক্সেলো ইন্ডিয়া ২০১, গোদরেজ ৩৩৯, বরোজ ওয়েলকাম

(বাকীটুকু ১২৮ পৃষ্ঠায়)

বৈষয়িক

ম্যাক্লাউডের উল্লেখযোগ্য হিসাব

ম্যাক্লাউড অ্যাণ্ড কোম্পানী লিমিটেডের ১৯৪১ সালের জন্য বাৎসরিক হিসাব-নিকাশ প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে কোম্পানীর লাভের পরিমাণ হইতে দৃষ্টি পাইয়াছে যে ইহার পূর্বে কোন সময়েই কোম্পানী অনুরূপ লাভ করিতে সক্ষম হয় নাই। পূর্ব বৎসরের লাভের পরিমাণ ১৪,৯৮,৯০৩ টাকার স্থলে আলোচ্য বৎসরে লাভ হইয়াছে ২২,৬৮,৯১২৲ লাভের পরিমাণে এই বিপুল উন্নতির কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, আলোচ্য সময়ে কোম্পানী বেঙ্গল ল্যাম্প অ্যাণ্ড কোম্পানী'কে নিজেদের আয়ত্তাধীনে আনয়ন করার ফলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের লাভের পরিমাণও আলোচ্য হিসাবের মধ্যে ধরা হইয়াছে। ইহা ব্যতিরেকেও আলোচ্য সময়ে কোম্পানীর বিভিন্নপ্রকার চা-বাগান ও ইউনিয়ন হইতে আয় অন্যান্য বৎসরের তুলনায় অধিক হইয়াছে। ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগেও অনুরূপ উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছে।

আলোচ্য সময়ে কোম্পানী, ক্লিনিয়াইট ও ফোরবাঙ্কাস্ট বিদেশী অংশ কোম্পানী বাদে অন্যান্য কোম্পানীর ডিবেঞ্চারের প্রতিদানের বেশীর ভাগ অংশ নিজেদের হাতে আনিয়া এবং পূর্বে সঞ্চিত প্রতিদান হইতে ৭ লক্ষ টাকা কোম্পানী লিমিটেডের মারফৎ ৪ পৃষ্ঠা দেখুন।

আলোচ্য বর্ষের লাভের পরিমাণ ২২,৬৮,৯১২ টাকার হিসাব পূর্ব বৎসরের অবশিষ্ট লাভের জের ৬৮,৬১৩৲ যোগ করিয়া কোম্পানীর মোট লভ্যাংশের মোট ২,৩৯,১৮৮ টাকা হইতে ডিবেঞ্চার ১,০০,০০০৲, ১,০০,০০০৲), বিভিন্ন সঞ্চিত তহবিলে মোট ৮,০০,০০০৲, ১,৫০,০০০৲) এবং মূলধনখাতে ৮৮,১১১৲ (১,৪৯৯৲) জমা করা হইয়াছে। এই সকল বিলিব্যবস্থার পর কোম্পানী অংশের উপর লভ্যাংশ বন্টন করিয়া অবশিষ্ট লাভের পরিমাণ হইতে সাধারণ অংশপিছু বার্ষিক ডিভিডেণ্ড ১২॥০ হিসাবে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে। পূর্ব বৎসরেও এই লভ্যাংশের হার ১২॥০ ছিল। পরবর্তী বৎসরে অবশিষ্ট লাভের জের টানা হইয়াছে ৪২,৭১১৲ (৬৮,৬১৩৲)।

ডেরেক্টরী—মে. এ. মেন। অনুমোদিত মূলধন—১০,০০,০০০৲। বিলিকৃত, বিক্রীত ও আদায়ীকৃত মূলধন—৫০,০০০৲।

বিভিন্নখাতের সারাংশ

(৩১.১২.৪১)

জমা

অ্যাকাউন্ট মূলধন	
অ্যাক্রুয়াল	৩৩,০০,০০০৲
সারপ্লাস	৩০,০০,০০০৲
ডেবেঞ্চার	৫,০০,০০০৲
পাওনাদারদের জমায়	৪৫,১১,০০০৲
সঞ্চিত তহবিল	২২,৫০,০০০৲
অন্যান্য তহবিল	১,৭১০৲
লাভ	১,১৮,৯৬,৩৫৮৲
অবশিষ্ট লাভ (জের)	৪২,৭১১৲
মোট	২,২২,৭৮,৩১৮৲

খরচ

মোট অচল সম্পত্তি	৭১,৪৩,১৩৩৲
সঞ্চিত অবচয়	৪৪,৩১১৲
নীট অচল সম্পত্তি	৭১,১৮,৯৪৯৲
লগ্নীকৃত ধন	১,১৮,৯৪৯৲
বাকী পাওনা	৪৪,১১,৩৮৫৲
ডেবেঞ্চারের	১,১৩,১১,১৬১৲
অতিরিক্ত লাভ কর জন্য	১,০০,৯৩১৲
নগদ	১৩,৩৪৯৲
মোট	২,২২,৭৮,৩১৮৲
এক সম্পত্তি	২,৩১,৯৮,৯৩৩৲

বিজ্ঞাপনাবলী

—x—

★ "আর্থিক ভারত" প্রতি বুধবার কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়।

★ মূল্য প্রতি সংখ্যা আট আনা।

★ ভারত ও সিংহলের সর্বত্র সডাক বার্ষিক মূল্য ছয় টাকা।

★ ষান্মাসিক মূল্য বারো টাকা।

বিজ্ঞাপনের হার ও নিয়মাবলীর জন্য "কর্মকর্তা, বিজ্ঞাপন বিভাগ"

এবং

এজেন্সির জন্য "কর্মকর্তা, প্রচার বিভাগ"

"আর্থিক ভারত", ১১৬ নং মোহার সার্কুলার রোড, (ফোন—ওয়েষ্ট ৭৪১)

এই ঠিকানায় পত্রালাপ করিতে হইবে।

* * * *

গত ৩১এ জুন তারিখে সমাপ্ত হয় বছরের জন্য বরাকর কোল কোম্পানী লিমিটেডের যে হিসাব-নিকাশ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে সর্বশ্রেণীরই উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। আলোচ্য সময়ে খনি হইতে উত্তোলিত কয়লার পরিমাণ ৪,৯৮,৯১৩ টন ও বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রেরিত কয়লার পরিমাণ ৪,১১,১১৫ টন পূর্ববর্তী হিসাবে প্রকাশিত ৪,০১৯০ টন ও ৩,৪৭,৫৮০ টন হইতে অবশ্যই বৃদ্ধি পাইয়াছে। ফলে লাভের অঙ্কও অবশ্যই বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। পূর্ববর্তী হিসাবের ১,৪০,০৫৫ টাকার স্থলে আলোচ্য সময়ে কোম্পানীর নীট লাভের পরিমাণ হইয়াছে ১৯,৭১,৪৪২৲।

আলোচ্য সময়ে খনি হইতে কয়লা উত্তোলনের পরিমাণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় এবং মাল প্রেরণের জন্য অবশ্যই সাধারণ যানবাহনের সুবিধাও এ ব্যাপারে অনেকখানি খনি হইতে কয়লা উত্তোলনের কাজ সাবলীলভাবে নিষ্পন্ন করিতে সহায়তা করিয়াছে। প্রবিষ্ক ইউনিয়নের সহিত কোম্পানীর সম্পর্ক সাধারণভাবে আলোচ্য কোম্পানীর কাজে কোনরূপ অসুবিধার সৃষ্টি হয় নাই। কিন্তু অন্যদিকে কোম্পানীকে নানা কারণে অধিকতর ব্যয়ের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। কোম্পানী সম্প্রতিকে যে কোলফিল্ড আরম্ভ করিয়াছিলেন, সেই কাজ আলোচ্য সময়ে প্রায় শেষ হইয়াছে।

আলোচ্য সময়ে নীট লাভের পরিমাণ ১৯,৭১,৪৪২৲ হইতে কোম্পানীর পরিচালকবর্গ ডুপ্লেকসবাবদে ৪৯,৭৯০৲ (৪৯,৯২২৲), অবচয়ে ১,০০,০০০৲ (১,০০,০০০) অগ্রাহ্য করে ৯,৪৫,০০০৲ (১,২১,০০০৲) বাদ করিয়াছেন। অবশিষ্ট লাভের পরিমাণ ও পূর্ববর্তী হিসাবের অবশিষ্ট লাভের জের ১,১৩,৭১২৲ একত্রিত করিয়া মোট ১,১১,৪১৯৲ হইতে সাধারণ অংশপিছু শতকরা ১০৲ হিসাবে লভ্যাংশ প্রদানের প্রস্তাব করা হইয়াছে। এই লভ্যাংশ ছাড়াও আলোচ্য সময়কালের জন্য অংশপ্রতি ৩ করিয়া বোনাস দিবার প্রস্তাব কোম্পানীর পরিচালকবর্গ করিয়াছেন। পরবর্তী হিসাবে অবশিষ্ট লাভের জের টানা হইয়াছে ১,৬৬,৭৭১৲ (১,১৩,৭১২৲)।

ডাইরেক্টর এজেন্ট—মে. এ. মেন। অনুমোদিত মূলধন—১,৫০,০০,০০০৲। বিলিকৃত, বিক্রীত ও আদায়ীকৃত মূলধন—১,১৮,৫১০৲।

বিভিন্নখাতের সারাংশ

(৩০.৬.৪৮)

জমা

অ্যাকাউন্ট মূলধন	
অ্যাক্রুয়াল	৭১,৪৩,১৩৩৲
সারপ্লাস	৪৪,৩১১৲
ডেবেঞ্চার	৭১,১৮,৯৪৯৲
পাওনা ও অন্যান্য তহবিল	১,১৩,১১,১৬১৲
লাভ	৯১,২৩,১৩৩৲
অবশিষ্ট লাভ (জের)	১,৬৬,৭৭১৲
	৩,১১,৯১,৩১১৲

খরচ

মোট অচল সম্পত্তি	৩,১৬,১১,৩৩১৲
মূল্যহ্রাস	১,৯৬,৩১,৩৩৩৲
নীট অচল সম্পত্তি	১,১৯,৯১,৩৩১৲
লগ্নীকৃত ধন	১১,৯৩,৩১১৲
বাকী পাওনা	৩১,১৯,৩৩৫৲
ডেবেঞ্চারের	১৯,৩৫,৩১১৲
অতিরিক্ত লাভ কর জন্য	১,১১,৩১১
নগদ	১,৩৯,৩৩১৲
	৩,১১,৯১,৩১১৲
এক সম্পত্তি	১,৯৩,১৯,৩১১৲

রাজাপুরা টেক্সটাইল কোম্পানী লিমিটেড ১৯৬৮ সালের ৩০এ জুন তারিখে সমাপ্ত বর্ষ হইতে কারবার হিসাব-নিকাশ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় আলোচ্য কার্যকালে কোম্পানীর লাভের পরিমাণ ৩১,৫৮০৲ পূর্ববর্তী হিসাবের লাভের পরিমাণ ৯৩,১৮৩ টাকা হইতে হ্রাস পাইয়াছে। আলোচ্য হিসাবে প্রকাশিত লাভের ৩১,৫৮৩ টাকার মধ্যে ১৫,০০০৲ সাধারণ লভ্যাংশ তহবিল হইতে পূরণ করা হইয়াছে। অতএব প্রকৃত পক্ষে আলোচ্য কার্যকালে কোম্পানীর লাভ হইয়াছে মাত্র ১৫,৫৮৩৲। অবশ্য এই অল্প লাভের কারণস্বরূপ যান প্রেরণের জন্য রাজপাড়ীর অভাবই প্রধান। রাজপাড়ীর অভাবের ফলে যথেষ্ট পরিমাণ তুলা বিভিন্ন কেন্দ্রে পাঠান সম্ভবপর হয় নাই। ইহার উপর কোম্পানীর বিক্রয় হইতে রাজাপুরা কাউন্সিল যে অর্থ আদায়ের ইজারা লইয়াছিলেন, তাহা পূর্ব চুক্তি অনুযায়ী হঠাৎ বেহাতে পরিণত করায়, কোম্পানীর যানবাহন হিসাবে প্রায় অর্ধের পরিমাণ কমিয়া গিয়াছে। অবশ্য ইহার ফলে কোম্পানী একজাতীয় বেআইনি হিসাবে যে কিছু অর্থ পাইতেছিলেন। রাজাপুরা কাউন্সিল লাভের বিরুদ্ধে কোম্পানী পাইকোর্টে যে আপীল করিয়াছিলেন, তাহার ফলাফল এখনও আসে নাই আলোচ্য বছরে অতিরিক্ত এবং অন্যান্য কাজ যথারীতিই চলিতেছে।

আলোচ্য হিসাবে প্রদর্শিত লাভের পরিমাণ ৪৯,৫৩৩৲ (৯৯,৯৮৩৲) হইতে কমাইতে ৪,০০০৲ এবং মূল্যাবলুপ্তিতে ৮১৩৲ (১২১৲) বরাদ্দ করা হইয়াছে। অবশিষ্ট অর্থ ও পূর্ববর্তী হিসাবের অবশিষ্ট লাভের জের ১৩,৪৭৭৲ একত্রিত করিয়া ২,৭৩৯৲ হইতে সাধারণ অংশীদার পরিচালনা বাবিক ৬% হিসাবে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে পূর্ববর্তী হিসাবে এই লভ্যাংশের পরিমাণ ছিল পরিচালনা বাবিক ৭½। পরবর্তী হিসাবে অবশিষ্ট লাভের জের টানা হইয়াছে ১৩,৩৪৯৲ (১৩,৪৭৭৲)।

ডাইরেক্টর: এস্‌কেউ —বাবু আর কোম্পানী। অনুমোদিত মূলধন—৩৫,০০,০০০৲। বিলিকৃত, বিক্রীত ও আদায়ীকৃত মূলধন—২১,০০,০০০৲।

বিভিন্নপক্ষের সাক্ষ্যদান

(৩০.৬.৬৮)

দায়

আদায়ীকৃত মূলধন	
সাধারণ	১১,০০,০০০৲
পরিচালন	১,০০,০০০৲
সঞ্চিত তহবিল	১০,৩০,০০০৲
অন্যান্য তহবিল	৪৯,৫৮৩৲
ঋণ	১৪,৫১,১৩৩৲
অবণ্টিত লাভ (জের)	১৩,৩৪৯৲
	৩১,৯৩,১৮৭৲

জের পর সম্পত্তি	৩১,৯৩,১৮৭৲
মূল্যাবলুপ্তি	১১,০১,১১১৲
	২০,৯২,০৭৬৲
নীট মূল সম্পত্তি	১৯,১১,১৩৩৲
মজুদ	১১,১৯৲
বাকী পাওনা	৩,৩৩,৩৩৩৲
লগ্নিবিনিয়োগ	১৮,৯৯,৩৩৩৲
নগদ	৩,৩১,৩৩৩৲
মোট	৩১,৯৩,১৮৭৲

এই বিবরণে বিশেষ উল্লেখ দেখা যায় নাই। বিক্রয়ের সাধারণ অবস্থা ভাল ছিল। আমদানী ১১৫৲, রপ্তানীর ১৩৩৲, ইহা ইতিপূর্বে ১৯৲ (১৯৫৩), সুতা ৫৮০ (৫১৩), পাম্পাকোলা ২৩৩৲, ফেরদৌস ১৪৬৩, টুইকার ১৩৬০ পর্যন্ত ভাল হইয়া গাজার বন্ধ হইয়াছে

খাজাখীপত্রের সাপ্তাহিক বিক্রয় ও পরিশোধ

(লক্ষ ৳ এবং হিসাবে)

১৯৬৮	সপ্তাহিক	মোট	বাকী	মোট বিক্রয়ের তুলনায় বাকী	মোট বিক্রয়ের তুলনায় নগদ	মোট বিক্রয়ের তুলনায় ঋণ	অন্য দান
জুলাই	১	১,৫১	১,৩০	১০	১১,৫৪	১,১১	১ ৭
	২	১,৩১	১,৩০	১,৩০	১১,৩৩	৩,১১	১ ৪
	৩	৩,১১	৩,৩০	১,৩০	১৩,৩৩	৩,১৩	১ ১১
	৪	৩,৩১	৩,৩০	৩৩	১৩,৩৩	১,১১	৩ ১৩
	৫	১,৩১	৩,৩০	১,৩০	১৩,১৩		৩ ১১
আগস্ট	৬	১,৩১	৩,৩০		১৩,৩৩	—	১ ১৩
	৭	১,৩৪	৩,৩৩	১,৩০	১৩,৩৩	৩,১১	১ ৩
	৮	৩,৩৩	৩,৭০	১১	১৩,১৩		৩ ৩
	৯	৩৩	৩৩		১১,১৩		৩ ৩
সেপ্টেম্বর	৩	১,৩৩	১,৩৩	৩৩	১১,১৩	১৩,১১	
	১০	১,৩৩	১,৩৩	১,১৩	৩৩,১১		
	১১	১,১৩	১,১৩	১,৩৩	৩৩,৩৩		
অক্টোবর	১	৭৩	৭১	১,৩৭	৩৩,৩৩		
	৮	১,৭৩	১,৩৩	১,৩৩	৩৩,৩৩	১,১৩	
	১১	১,৩৩	১,৩৩	৩,৩৩	৩৩,৩৩		
	১৯	৯১	৯১	১,৩৩	১৯,১৭		
নভেম্বর	৩	৩৩		১,৩৩	১১,১১	৩,১১	...
	১১	৯		৩,৩৩	১৩,১১	৩,১১	—
	১৯			৩,৩৩	১৩,১১		
	২৩			৩,৩৩	১৩,১১		
ডিসেম্বর				১,৩৩	৩,১১		
				—	৩,১১		

পরিশোধ্য খাজাখী পত্র

১৯৬৮	টাকা
ডিসেম্বর	... ১,১৩,৩৩,৩৩৩
	— ১,১৩,৩৩,৩৩৩
১৯৬৯	
জানুয়ারী	১৩,১১,৩৩৩
	... ১,৭৩,৩৩,৩৩৩
	... ১,৩৩,৩৩,৩৩৩
	... ১১,৩৩,৩৩৩
মোট	৯,১১,১৩,৩৩৩

ডিজি মূল্য বিশ্লেষণ ও গ্রাহকেমিক আর্থ

(পূর্বপাদ ১১৪ পৃষ্ঠায়)

সরকারের বিক্রয় প্রতিবন্ধ করিয়াছেন। ব্যাঙ্ক ও সমবায়ের হইতে প্রদানির উপর যে নিয়েধাজ্ঞা আছে, তাহা অপসারিত হইলে বর্তমান বাজারে তাহার ফল ঘটে, ফলে তৈলবীজের বাজারে লাভের খেয়ে বিক্রে একটি মূল্যাবনতি ঘটে। চীনাবাদামের দর (খোসা) ৫১০ পর্যন্ত উঠিয়া শেষ পর্যন্ত ৩৩ টাকায় পৌঁছে। তেতিল তৈলের বীজের বাজার উৎসাহ করিয়া শেষ পর্যন্ত ১৩১ টাকাতে বিক্রি হয়। সিনির বীজের বাজারে কর্তৃপক্ষের বিরোধ করিতেছিল এবং অধিক সপ্তাহে বাজারে তেজারতী-ব্যাপার বন্ধ ছিল ১১দিন।

চা

কলিকাতার বাজারে প্রায় ১৯,০০০ প্যাকেজ লেনদেনের চা ছাড়া হয় এবং ছাড় করা চায়ের চাহিদা প্রবল দেখা যায়। তাহার মধ্যে পাতা চায়ের চাহিদা ছিল সবচেয়ে অধিক। সি. সি. এস্‌-এর দর ছিল ১৩৬ পাই, সি. সি'র দর ছিল ১১৩ পাই এবং সিকোর দর ছিল ১৮৴৩ হইতে ১৯৴৩ পাই। প্রায় ১৯,৩০০ প্যাকেজ ডাঁড়া চা আন্তর্জাতীয় বাজারের জন্য ছাড়া হয় এবং চাহিদা মোটামুটি ভালই দেখা যায়। উৎকৃষ্ট শ্রেণীর আসামের দর সবচেয়ে বেশী ছিল এবং সাধারণ চায়ের দরে পরিচ্ছন্নতা লক্ষ করা যায়।

কয়লা খনির শ্রেয়ারে কথঞ্চিৎ তৎপরতা

(পূর্বপাদ ১১৪ পৃষ্ঠায়)

১৯৬৭৲ বি. আই. কর্পোরেশন ৮৩৩ (৭৯৩), ইণ্ডিয়ান কোল ৩১৯৩.. ইণ্ডিয়ান উডস্ক্রাফ্‌ট ৩১,৩ লাইন কার্ব ১৩.৩ (১৩.৩), জগবাল উৎপাদন ১৯৩, ইণ্ডিয়ান আয়রন ১৪৩, মেজর সেলার ৩৩,, ইউনিভর্স ৩৩৲ (৩৩৩৩), মেদিনীপুর ফরিদারী ৮১,, বিশ্বভারতী ৩৩৩ ৮৩৩, আসাম 'গ' ৩৩, ইণ্ডিয়া ইনসিলেশন ১৩৲ (১৩৩), ফুলার ফ্রাঙ্ক ১৪৪৩, ফাক্স ৪১৩ (৮৩), বাজা ১৭৪৩ এবং স্যাক্তিপুর ১৬৩ পরীক্ষা ভাল তহবিলের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে :

সাপ্তাহিক হিসাব বিকাশ :—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক

ইস্যু বিভাগ—

(হাজার টাকার হিসাবে)

	৭-১২-৫৩	১৩-১২-৫৩	১৭-১২-৫৪
			(অন্তিম তারিখ)
দায়—			
নোট বিভাগের দেনা	২৩,৬৮,৯৩	২৩,১৬,৬৭	২৩,৬৪,৬৩
নোট দেনা	১১৩১,১১,৯৩	১১৩১,৬৪,০০	১১৪৯,৯৯,১১
	১১৫৪,৯৭,৭১	১১৫৭,১৭,১৩	১১৭৩,৭৩,৬৪
সম্পত্তি—			
(ক) সোনার ও ডলার সেনা			
(১) ভারতে	৩১,৩৭,৩৮		৩৭,৭১,১১
(২) ভারতের বাহিরে			—
ইংলিশ ডলার	১১৯,৩১,৯৩	১৩৬,৬৬,১১	১১৩৩,৯৯,৩৭
মোট (ক)	১৫১,৯৯,৩১	১৬৬,৯৩,৭১	১১৭৬,৭১,৩৩
(খ) ভারত সরকার	৯৬,৭৬,৭১	৯৬,১৭,১১	৯৯,৯৭,১৭
ব্রহ্মদেশ ও অন্যান্য বিভিন্ন দেনা ও	৩৩১,৩১,১১	৩১৩,১৯,৩৭	১৯৯,১৯,৯৯
অন্যান্য সম্পত্তি	১১১,১১,১৭	১১৯৭,১১,১৭	১১৯৯,৭৯,৯৯

ব্যাঙ্কিং বিভাগ—

দায়—			
আকস্মিক তহবিল			৫,০০,০০
গচ্ছিত তহবিল			১,০০,০০
অন্যান্য—			
(ক) সরকারি সরকার	১১২,১৯,১১		
(খ) অন্যান্য সরকারের	১১,৯৯,৯৯	১১,১৯,৩১	১৯,১৯,১১
(গ) ব্যাঙ্কসমূহের	৯১,৯৯,৯৯	৯৭,৩৯,৭৭	৭৯,৯৯,৭৩
(ঘ) অন্যান্য	৩১,৩৭,৩১	২৯,৯৯,৯৯	৩১,৩৫,০০
সেয়ার মূলধন	৫,৯১,৩১	৫,৩৯,১৩	৬,১৩,৩৭
অন্যান্য দেনা	৮,৯৯,১১	৮,৯৯,৩৭	১৫,৩৯,১৩
	৩৯৯,১৯,১১	৩৭১,১১,১৮	৩৯৯,৯৯,৯১
সম্পত্তি—			
নোট		১১,৩৯,৩১	১৯,৩৯,১১
রক্ষিত মুদ্রা		৬,০০	৫,৯৯
অন্য মুদ্রার মুদ্রা		১,৩১	১,১৩
অন্যান্য হুণ্ডী			
(ক) ভারতবর্ষীয়	১৩,৯৯		১৫,৯৯
(খ) বাহিরের	—		
(গ) ভারত সরকারের			
খাদ্যবাবদীয়	১,৯৯,৩৯	১,১৫,৩১	১,৩৯,১১
অধিকারে অন্য	১৯৯,১৯,৯৯	১৭৯,৩৯,৯৮	৩৯১,৯৯,৯৯
সরকারের অন্য কর ইত্যাদি	৩,১১,৩৯	৩,৯৫,৩৯	১৩,৩৯
অন্যান্য তহবিল ও দায়	৯,৯৯,১১	৯,৯৯,৯৯	—
প্রতিভূতিসমূহ	৩৯,৯৯,১১	৩৮,৩১,৯৯	৩৯,৯৯,১১
অন্যান্য সম্পত্তি	৯,১১,৯১	৯,৩৯,১৭	৯,৯৯,১৩
	৩৯৯,১৯,৯১	৩ ১১ ৩৮	৩৯৯,৯৯,৩৭

সাপ্তাহিক হিসাব বিকাশ :—ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক

(হাজার টাকার হিসাবে)

	৯-১২-৫৩	১৬-১২-৫৩	১-১২-৫৪
দায়—			
মিটির মূলধন	১১,১৩,০০	১১,১৩,০০	১১,১৩,০০
আকস্মিক মূলধন	৩,৯৯,৯৯	৩,৯৯,৯৯	৩,৯৯,৯৯
গচ্ছিত তহবিল	৯,১৯,০০	৯,১৯,০০	৯,১৯,০০
হাণ্ডী আমানত, মেয়াদী ব্যাঙ্ক আদি ও অন্যান্য হিসাব	১১৬,১৯,১১	১৯৯,১৯,১৯	১৯৯,৯৯,৯৯
বিবিধ	১,৯৯,৯৯	১,৯৯,১১	১,৯৯,৯৯
মোট	১৯৯,৯১,১৯	১৯৯,১৯,৯৯	৯৯১,৯৯,৯৯
সম্পত্তি—			
(তালসুদীয় আদায়			
অন্যান্য আদায়যোগ্য			
ব্যবসিয়োরাম	১১,১৯,৯৯	১১,১৯,৯১	৯,১৯,৯৯
ঋণ	৯১,৯৯,৯১	৯১,৯৯,৯১	৯১,৯৯,৯৯
আদায় প্রতিশ্রুতি	১৯,৯১,৯৯	৯৯,৯৯,১১	১৯,১৯,১৯
ব্যাঙ্কের প্রাপ্য এবং হাতে মজুত	৯,১৯,১১	৯,১১,৯১	৯,৯৯,১৯
হেড অফিস	১,১৯,৯৯	১,১৯,৯৯	১,১৯,১৯
বিবিধ—	৯,১৯,৯৯	৯,৯১,৯৯	১,১৯,১১
অন্যান্য ব্যাঙ্কে জমা	৯,১৯,৯৯	১,১৯,৯১	৯,৯৯,৯৯
ব্যাঙ্কের অন্য ও হিসাবী ব্যাঙ্কের বিলটী	৯৯,৯১,১৯	১১,৯১,৯৯	১৯,১৯,৯৯
মোট	১৯৯,১১,৯৯	১৯৯,৯৯,১৯	৯৯১,৯৯,৯৯

সাপ্তাহিক হিসাব বিকাশ :—তফশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক

(হাজার টাকার হিসাবে)

	১৯-১১-৫৩	২৬-১১-৫৩	১-১২-৫৪
দায়িত্বসমূহ মেয়াদ শেষ			
আমানত			
(১) ব্যাঙ্কের বিভাগ হইতে অন্য	১৯,৯৯,৯৯	১১,৯৯,৯৯	
(২) অন্যান্য তফশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক মেয়াদ শেষ	৯৯৯,৯৯,১১	৯৯৯,৯১,৯৯	
মেয়াদান্তে মেয়াদ শেষ			
আমানত			
(১) ব্যাঙ্কের বিভাগ হইতে অন্য	৯,৯৯		
(২) অন্যান্য মেয়াদান্তে মেয়াদ শেষ	৯৯৯,৯৯,৯৯		
মোট নগদ টাকা			
আমানত	৯৯,১৯,৯৯	৯৯,৯১,৯৯	৯,৯৯,১১
রিজার্ভ ব্যাঙ্কে জমা			
নগদ			
আমানত	৯৯৯,১১,১৯	৯৯৯,৯৯,১১	৯৯১,৯১,১৯
অন্যান্য হুণ্ডী			
আমানত			

ষ্টেট ব্যাঙ্ক অভ পাকিস্তান

(হাজার টাকার হিসাবে)

ইস্যু বিভাগ—

দায়—		সমাপ্তিকাল	
	১৯-১২-৫৩	২৬-১২-৫৩	১-১-৫৪
ব্যাঙ্কিং বিভাগের মোট	৫,১৯,৯৯	৯,৯৩,৯৯	৯,৯১,৯৯
প্রচলিত মোট	১১১,১৯,৯৯	১৯৯,৯৯,৯৯	৯৯,১৯,১১
	১১৯,৯১,৯৯	১১৯,১৯,১৯	৯৯,১৯,৯৯
সম্পত্তি—			
(ক) সোনার ও ডলার সেনা	১,১৯,১১	১,৯৯,১১	
হোল্ড:			
ইংলিশ ব্যাঙ্কের	১৯,৯৯,১১	১৯,৯৯,১১	
ভারত সরকারের ব্যাঙ্কের	১,১১,১১	১,১৯,১১	
ব্যাঙ্কসমূহের মোট, বিভাগী ব্যাঙ্ক			
অভ, ইংলিশ ব্যাঙ্কের মাধ্যমে	৯১,১৯,৯৯	৯১,৯১,৯৯	১,৯৯,১৯
(খ) সোনা মুদ্রা	১,৯১,১১	১,৯৯,১৯	১,৯৯,১১
পাকিস্তান সরকারের ব্যাঙ্কের	১,৯৯,৯৯	৯,৯৯,৯৯	
অন্যান্যদের মুদ্রিত ঋণ			
ব্যাঙ্কসমূহ হইতে ডিমাণ্ড ব্যাঙ্ক অভ			
ইংলিশ বিভাগ অন্য—			
সোনা ও ডলার সেনা	১৯,৯৯	১৯,৯৯	১,৯৯,৯৯
ইংলিশ অন্যের	১৯,৯৯,১১	১৯,৯৯,১১	৯৯,১৯,৯৯
ভারত সরকারের ব্যাঙ্কের	৯,১১,৯১	৯,৯৯,৯১	১৯,৯৯,১৯
সোনা মুদ্রা	১,৯৯,১১	১,৯৯,১৯	১,৯৯,৯৯
	১৯৯,৯৯,১৯	১৯৯,১৯,১১	৯৯,১৯,৯৯

ব্যাঙ্কিং বিভাগ—

দায়—			
আকস্মিক মূলধন		১,১৯,৯৯	১,৯৯,৯৯
গচ্ছিত তহবিল			
অন্যান্য—			
(ক) বেসরকারি সরকার	৯৯,১১,৯৯	৯৯,৯৯,১৯	৯৯,৯৯,৯১
(খ) প্রাদেশিক সরকার	১,৯৯,৯৯	১,৯১,৯১	১,১৯,৯৯
(গ) ব্যাঙ্কসমূহ	১৯,৯৯,১১	১৯,১১,৯৯	১৯,৯৯,৯৯
(ঘ) অন্যান্য	৯,১৯,৯৯	৯,১১,১৯,	৯,১৯,৯৯
সেয়ার মূলধন	১১,১৯	১৯,১১	৯,৯৯
অন্যান্য দায়	১,৯৯,১১	১,৯৯,৯৯	১৯,১৯
	১৯৯,৯১,৯৯	১৯৯,১৯,১১	১৯৯,১৯,৯১
সম্পত্তি—			
নোট	৯,১১,৯৯	৯,৯৯,১৯	৯,১৯,৯৯
রক্ষিত মুদ্রা			
(ক) পাকিস্তানী			
(খ) ব্যাঙ্কসীয়			
অন্য মুদ্রার মুদ্রা			
(ক) পাকিস্তানী			
(খ) ব্যাঙ্কসীয়			
জমির ও ভজাদের বাবি			
(ক) খাদ্যবাবদীয়			—
(খ) বাহিরের		—	—
(গ) সরকারী খাদ্যবাবদীয়	১১,৯৯,৯১	১১,৯১,৯১	—
পাকিস্তানের বাহিরে অন্য	১৯৯,১১,৯১	১৯৯,১১,৯৯	১১,৯৯,৯১
সরকারের অন্য কর ইত্যাদি			১১,৯৯
অন্যান্য ৬৫, দায় ইত্যাদি			
ফার্নিচার	৯,১১,৯৯	১,১১,১৮	
অন্যান্য সম্পত্তি	৯৯,১১	৯৯,৯১	১,১১,৯৯
	১১৯,৯৯,১১	১১৯,১৯,১১	১৯১,১৯,১৯

যৌথ প্রতিষ্ঠান

প্রতিষ্ঠানের নাম	অনুমোদিত মূলধন (আনুমানিক)	বহুমুখী অনুমোদিত মূলধন	ধার্য মূল্যের শতকরা হিসাবে মূল্য	বাজার দর					শেষ লেনদেন হয়
ইঞ্জিনিয়ারিং									
ইস্পাত কারখানা	১,০০,০০,০০০	১,১০,০০,০১৬	১০	৮৫০(৪)	৩৫৭				
লোহা	৪১,০০,০০০	৩৩,৩০,১৮০	১০	১৯০(৪)	১৮৭৩	১৬৫৩-১১৯/৩	১১৯০-১১৯/৩	১১৯০-১১৯/৩	১১৯/৩	
ইস্পাত কারখানা	১,৬৫,০০,০০০	১৯,৪৪,১১,১৮০	১০	১৩১ (৪)	৩৪৩		১৩১।৩	১৯০	১৩৯	৩৩৯৩
বর্গ ...	৪৯,০০,০০০	১,৩৯,১১,৩৩৩	১০০	১১৯০(৪)	৩৬৩					৬৩৯
লোহাচাই ...	৪৪,৭১,৯৭০	১৩,৩০,০০০		৯৩(৪)	১১৩১	১/৩-১/৩	১/১	১/৩	১/৩-১/৩	
বর্ণালয়ু	১৩,০০,০০০	১,১১,৭১১		৯৩(৫)	৩৩৯	৩৫/৩-৩৬/৩	৩৫/৩	৩৫/৩	৩৫/৩	৩৫৩৩
ইস্পাত কারখানা ...	৩,০৪,১৫,৩০০	১১,৯৩,৩৭১			১১৩১	১৩৯০	৩৩৯০-১৩৯/৩	১৩৯০	১৩৯০-১৩৯/৩	৩৩৯/৩-১১৩
কয়লাখনি										
খাসলখাসলটেক্স	১৩,০৯,৩০০	১৩,১১,৩৩৯	১০		৩৩৯	১৫৩৩-১১	১১,৩০৯/৩			১১৯/৩-১৩৯
ইস্পাতটেক্স	১১,৩৩,১৯০	১১,১০,০০০	১০	১১	১১৫১	৩৩	৩৩৯৩		৩৩	৩৩৯৩
ভারী আধুনিক	১,৩০,০০০	৩,১৫,০০০	১০	১১	১১৩১	৩১৯৩			৯৯/৩	
ভাসমানপুল ...	১৩,০০,১৩০		১০০		১১৩৩					—
ভাসমান	১৩,০০,০০০	১,১১,১৩৩	১১৩		৩৩১	১/৩-৩১/৩	১১৩৩	৩১/৩-১১৩	১১/৩-১১৩	
বর্ণ ওয়েভ ...	৬,১১,৩৩০	৬,৩০,০০০	১০		৩৩৯					৬৩৯৩
বর্ণ লবণ	৬,৩৩,৩৩০	১,১১,৩৩০	১১৩		১১৩৩				—	১১
মিষ্টি পানিপুল	১১,৩১,১৩০	১৫,৩১,১৩১	১০		১০৩১				১৩১/৩	
মিষ্টি ঘাসপুল ...	৬,৩৩,৩৩০	৬,৩১,৩৩১	১০		৩৩৯			১১	১১	
পেকেজারী ...	১৩,১৩,৩৩০	১১,৩৩,৩৩০	১০	১০	১১৩৩		১১,৩১/৩	১১৩-১১	১১,-১১৩	
ঘরাঘর ...	৩৩,৩১,১৩০	১,১১১,১৩১	১০	১০	৩৩৯	১৩১/৩-১৩৩/৩	১৩৫/৩-১৩৩/৩	১৩১/৩-১১৯/৩	১৩/৩-১১	৩৩৩৩-১১৩
লোহা ...	৩৩,০০,০০০	১,৩৩,৩৩,১৩০	১০০	১০	৩১৯	৩৩	৩৩		৩৩	৩৩,-৩৩৩
ঘাসপ	৩৩,০০,০০০	১৩,১১,১১৩	১০	১৯০(৪)	৩৩১	৩৩/৩	৩৩/৩	১/৩	১/৩	১১/৩-১১৩
ঘাসীয়ত ...	১৫,০০,০০০	১৫,১১,৩১১	১০	—	৩৩৯		১৩৩৩	১৩৯/৩	১১৩৩	
লোহা ...	১৩,০০,০০০	১,৩৩,০০০	১০	১	১১৩১	৩৩৩	৩৩৩	—		
ঘরিমালা	২,৩০,০০০	৩,১৩,০০০	১০	১	১১৩১		—	১১৯/৩	১১৯/৩-১১৯৩	
শিবপুর ...	১,৩০,০০০	৩,১১,৩৩০		১৩	১১৩১					৩৩৯/৩
মাটির ঘাসপুল ...	১১,০০,০০০	৩,৩০,০০০		১	১৩৩	৩১/৩-১১৩/৩	১৩/৩-১১৩/৩	১১/৩-১১/৩	১৩৩৩-১৩৯/৩	১১/৩-১১
পেট্রোলিয়াম উইথ ...	৪৯,১১,০০০	১১০			৩৩১	৩৩-৩৩/৩	৩৩-৩৩/৩		৩৩৩	৩৩৩
কাগজের কল										
এশিয়া ...	১১,৩৩,০০০	৩৩,১১,১১৩	১০	১৩	৩৩৯				১১৩	১১৩
ঘাসপুল টেক্সটাইল ...	১৩,০০,০০০	১৯,১৩,০০০	১৩	১/৩	৩৩৯	১৩৩৩	১৩৩৩-১১৯/৩	১৩৯/৩	১৩৯/৩-১১	—
ফেনাঘাট	৬৩,৩০,০০০	১৫,১১,১১৩	১১৩	১৯০(৫)	৩৩১				১১৫/৩	
ঘাসঘাট ...	১৯,০০,০০০	১৩,৩১,৩৩০	১৩৩	১৩	৩৩৩					
ঘাসপাতা	৪৯,৩১,৩৩০	৩১,৩৩,৩১৩	১০	১(৩)	১১৩৩					
ঘাটবিদ্রা	৩,৩০,০০০	১১,১১,৩১০	১০০	১৩	৩৩৯					৩৩১
ঘাসঘাট	১৩,০০,০০০	১,১৩,১৩৯	১০		১৩৩১			—		১৩
বিদ্রা	১৩,০০,০০০	১৩,৩১,৩৯৯	১০	১১(৩)	১৩৩৪		—			৩৩৩৩
চুইং	৩০,০০,০০০	৩৩,৩৩,৩১৯	১০০	৫১(৩)	১১৩১					৩৩৯
লেদারা	৯,৩৩,০০০ ১৯,৩১,১১১	১১,৩৩,১১৯	১১ ১৩	৯০ (৩) ৩	১১৩৩					—

যৌথ প্রতিষ্ঠান

প্রতিষ্ঠানের নাম		অনুমোদিত মূলধন (লক্ষ টাকায়)	লক্ষ টাকায়	প্রতি অংশের অনুমোদিত মূল্য	দেয় টাকা	সংখ্যা						
চটকল												
বজবজ	—	১৩,৩০,০০০	৩৩,২৫,০০০৲	১০০৲	১৲	৩৩৩	১৫১৲	১৩৯-১৪১৲	১৩৭৲	১৩৭৲		
ইউনিক	—	১০,৩০,০০০	৩৩,০০,৫০০৲	১০০৲	১১৫	৩৩৩	১১৩-১৩৭৲	—	১১৩৲	১১৩৲	১১৭৲	
ইন্ডিয়া	—	১৭,৫০,০০০	১৯,৩৭,১০০৲	১২৫৲	৫০	৩৩৩	—		—	—		১৩৭৲
আলমবাজার	—	৩৩,৩৩,৩৩৩	৩৩,১৭,০০০৲	১০০৲	৬৩	১২,৫৭১				—		৫৩৲
আলমে ইন্ডিয়া	—	৩৩,১০,১৩০	১১,১১,০০০৲	১০০৲	১৩৲	৩৩৩			১৩১৲	৭৭১৲	৭৭১৲	
আরডালী	—	৯,৫০,০০০	১৯,৫৮,০০০৲	১৲	৫৭	১২,৫৭১						১৯৫৩
কলাবাগী	—	১৯,৩৩,০০০	১৯,৩৩,৩৩৩৲	১০০৲	১৭৫৩	৯৩০০	৩৩০৲	৩৩০৲-৩৩৫৩				
কিংফাকা	—	৩৩,৩৩,৩৩৩	১০,৩৩,১৩১৲	১০০৲	১৩৲	৩৩৩৩	২৩৭৲	—			২১৫৲	
কিলিক	—	৩৩,৩৩,৩৩৩	৩৫,৩৩,১৩৩৲	১০০৲	১৲	৩৩৩৩	—				২৩৫৩	
কেরকিল	—	১১,৩০,০০০	৩০,১৫,০০০৲	১০০৲	১৯৫৩	৩৩৩৩				৭৩৩৲		
কাঁচরাপাড়া	—	৯,৩৩,০০০	৩০,১৫,৩৩০৲	১০০৲	১৲	৩৩৩৩				—		১৩০৲
কোন্নগর	—	১,১০,০০০	১১,১৩,০০০৲	৫০	/১	১২,৫৭১				—		১৯৲
ক্লাইভ	—	১৩,৩৩,৩৩৩	১৯,১৩,০০০৲	১০৲	১৫০	৩৩৩৩		—				৩৩৲
খেলনাড়া	—	১০,৩০,০০০	৩৩,৫১,০০১৲	৩০০৲	৩০৲ (ঘ)	১২,৫৭১		—				১০৩৲
গৌরীপুর	—	১৫,৩৩,০০০	৩৫,১১,৩৫৩৲	১০০৲	১৩৫৩	৯৩৩						৩৩৭৲
গারুলিয়া	—	৯৫,৩৩,১৩০	১১,৩৩,৫১৩৲	৩০০৲	৯৲	৯৫১				—		৩০০৲
চিত্তরঞ্জন	—	১১,১০,০০০	১০৩,৩১,৫১০৲	১০০৲	৯৲	৩৩৩৩	৭০০৲			৭০০৲-৭৫০৲		
জেকী	—	১৫,৩৩,৩৩৩	১৩,৩৩,১১৲	১০০৲	১০৲	৭৩৩৩	১৩৫৲-১৫৩৲	১৩৫৲-১৫৩৲	১১৫৲-১৭৩৲	১৩১৲-১৫১৲	১৫১৲	
কাঁচা		৩৩,১১,৩৩০	১০,৩৩,৫৩৲	৫০৲	৫১০	৯৩৩৩	১০৫৩-১০৭৩৲	১৭৲ (ঘ, ঘ)	১০৫৩-১০৩৩৲	৯০৲-৯০৲		
টেংরাট		১৩,৩৩,৩৩৩	৩৫,৩৩,১৩৩৲	১০০৲		৩৩৩৩			১১৯৲-১৩৩৲	১১৯৲		
তারকেশ্বর		৩৭,৩৩,৩৩৩	১১,১১,১৩৩৲	১০৲		৯৩৩৩	১১৯৩				৭১৯৩	...
দেবীপ্রসাদী		১৩,৩৩,৩৩৩	৯,১৩,৩৩৩৲	৫৲	৮	৩৩৩৩	৯/৩-১৲	৭১৩-৭১৩৩	৯১৯-৯১৩৩	৯১৩-৯১৩৩	৯৩৩-৯৯/৩	...
দোষ ইন্ডিয়ান		১৯,৩৩,৩৩৩	১১,১১,৩৩৩৲	১০০৲	৭১০	৩৩৩৩						৩৩৩৲
দোষ ব্যাঙ্কার		১৯,৩৩,৩৩৩	১০৩,৩১,১৩৩৲	১০০৲	১৩৲	৩৩৩৩						৩৩১৲
বজবজ		১,১০,০০০৲	৩,১১,৩৩৩৲	৫০৲	১ঘিঘন্টা (ঘ) ১০০	৩৩৩৩						১৩৩৲
বর্ধন		১১,৩৩,৩৩৩	৩৫,১১,৩১০৲	১০০৲	১০০	৩৩৩৩			১১০৲-১৫১৲ (ঘ, ঘ)	১৩০৲		
বিড়লা	—	৩৩,১১,৩৩৩	১০,৩৩,৩৩১৲	১০৲	১১০(ঘ)	৩৩৩৩		৩৩৩৲	...			
বিদ্যাসাগর	—	১০,১৩,৩৩	৩৩,৩১,৩১৲	১০৲	১০০	৩৩৩৩						৩৩৩৩
মোহিনাথ	—	৩০,৩৩,৩৩৩	১০,১৩,১০৩৲	১০০৲	৯৲	৩৩৩৩						৩৩৭৲
আলমবাটিন	—	৯০,১০,৩৩৩	১৩,১০,৩৩১৲	১০০৲	৯৲	৩৩৩৩	—			৯০৩৲ (১৫৩৩)		৩৩৩৲
বাংলা	—	১৯,১১,৩৩৩	১৯,১৯,৩৩৩৲	১০৲	১৫০	৩৩৩৩	১১৩৩-১১৫৩	১১৩৩-১১৩৩	১০১৩-১১৩৩	১১৩৩	১১৩৩-১১৩৩	—
বালটা	—	৯,৩০,৩৩৩	১১,১৫,১৩৩৲	১০৲	৯৲ (ঘ)	৩৩৩৩	—			—		৩৩৫৩
বহুবাজার	—	৩৩,৩৩,৩৩৩	১১,৩৩,৩১৲	৫০৲	৫৩৩	৩৩৩৩						৩৩৩৩
বাঁশবেড়ে	—	৯১,৩৩,৩৩৩	১১,৩৩,৩৩৩৲	১০০৲	৯৲	৩৩৩৩				৭১১৲-৭১১৲	১১৩৲-১১৫৩৩	৩৩৩৩
চা-বাগান												
ইষ্ট ইন্ডিয়া	—	১০,৩৩,৩৩০	৩,৩৩,৩৩৩৲	১০৲	১৩৫৲	১১৩৩	৯৩৲				৯৩৲	...
ডিমা		৩,১৩,৩৩৩	৩,১১,১৩৲	৫০৲	১৲	১২,৫৭১						৩৩৲
তুলসী		১,১৩,৩৩৩	১,১১,১১৩৲	১০৲	১০৲	১২,৫৭১						
ডেভনপুর	—	১১,৩৩,৩৩০	৩,১৩,৩৩৩৲		৫৩৲	১২,৫৭১			৩৫১৲-১১৩৩		১৩৩৩	

যৌথ প্রতিষ্ঠান

						শাখার হার				
চা-বাগিচা										
[illegible]	[illegible]	[illegible]								
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]						
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]					
চিনির কল										
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]					[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]					[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]					[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]					[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]					[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]					[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]					[illegible]
ব্যাঙ্ক										
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]				
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]					
বিদ্যুৎ-সরবরাহ										
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		

যৌথ প্রতিষ্ঠান

[illegible]

[illegible]

[illegible]

REGD.NO.C3108.

আর্থিক ভারত

অর্থনৈতিক সাপ্তাহিক

১৯ বর্ষ ৭ম সংখ্যা [illegible] [illegible] [illegible] [মূল্য ৷৷০

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

কলিকাতা

অনুমোদিত মূলধন	৮ কোটি টাকা
বিক্রীত মূলধন	৪ কোটি টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন	২ কোটি টাকা
রিজার্ভ ফাণ্ড	৪০ লক্ষ টাকা

পরিচালকবর্গ

শ্রী জি, ডি, বিড়লা (চেয়ারম্যান)

শ্রীঈশ্বরী প্রসাদ গোয়েঙ্কা — শ্রীরমনলাল জি. সারাইয়া (ভাইস-চেয়ারম্যান)

শ্রীঅনন্ত চরণ লাহা — শ্রীমহাদেও এল. দাতানুকার
শ্রীবৈজনাথ জালান — শ্রীমদনমোহন আর. রুইয়া
শ্রীগোবিন্দলাল বাঙ্গর — শ্রীমোহনলাল এল. শা
শ্রীপি. ডি. হিমৎসিঙ্কা — শ্রীমতিলাল তাপুরিয়া
শ্রীরামেশ্বরলাল নোপানি — শ্রীনবীনচন্দ্র মফৎলাল

জেনারেল ম্যানেজার

শ্রী বি, ডি, ঈশ্বরুকা

ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার

শ্রী এস, ডি, সদাশিবন

ভারত ও ব্রহ্মদেশের বড় বড় শহরে বাটটির অধিক শাখা এবং পৃথিবীর সর্বত্র এজেন্সির ব্যবস্থা থাকায়, এই ব্যাঙ্ক দেশে ও বিদেশে জনসাধারণের সেবায় সম্পূর্ণভাবে নিযুক্ত থাকিতে পারে।

Those who have finance do read

"Indian Finance"

Those who have no finance must read

"Indian Finance"

'INDIAN FINANCE'

116, Lower Circular Road, Calcutta.

যে কোন প্রকার বীমার জন্য—
জীবন, অগ্নি, সামুদ্রিক
দুর্ঘটনা, মোটরগাড়ী ইত্যাদি
হাওড়া ইন্সিওরেন্স
কোং লিমিটেড
৩০নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা।
ফোন—কলিঃ ৪৭১

আর্থিক ভারত

অগ্নি, নৌ, দুর্ঘটনা, মোটরগাড়ী ও
জীবন সম্পর্কিত
শ্রেষ্ঠ জাতীয় বীমা প্রতিষ্ঠান
হাওড়া ইন্সিওরেন্স
কোং লিমিটেড
৩০নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা

২য় বর্ষ ৭ম সংখ্যা | কলিকাতা, বুধবার ২৪ পৌষ, ১৩৪৪ | ৮ই জানুয়ারী, ১৯৩৮ | মূল্য ৪০

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		অর্থালোক	
অমৃত কংগ্রেস	১০৩	চলতি নোটের পরিমাণ বৃদ্ধি	
সরকারী অর্থনীতি বিশেষজ্ঞ	১০৪	পণ্যাহরণের বাজার	
প্রাসঙ্গিক		বস্ত্র শিল্পের অবস্থা	
ভারত-পাকিস্থান চুক্তি প্রসঙ্গে বিভিন্ন মহলের মন্তব্য, ভারতের মনোভাব, একটি অভিযোগ		বাজারের কথা	
সংবাদলিপি		"সিমলার বলা" বন্ধের ব্যবস্থা আলোচনা	
লণ্ডন, বোম্বাই	১০৮	মৌখিক	
সমাচার	১১০	ব্যাঙ্কলাইট পরিচালিত দুইটি ব্যাঙ্কের বিবাদ	
ভারত-পাকিস্থান সন্ধিসর্তে চুক্তি	১১৭		

অমৃতপুর কংগ্রেস

অভিনব পরিবেশে এবং অভূতপূর্ব উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যে অমৃতসরের "গান্ধীনগরে" জাতীয় কংগ্রেসের ৫২তম অধিবেশন সমাপ্ত হইয়াছে। স্বাধীনতা অর্জ্জনের পর ইহাই কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন এবং দেশীয় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত কোনও অধিবেশনের ইহাই প্রথম অনুষ্ঠান। সেই-জন্যই এই অধিবেশন নানাবিধ বিচারে অসাধারণ গুরুত্বসম্পন্ন। ইংরাজ, আমেরিকা, সাম্রাজ্য ও পরিকল্পনার এই অধিবেশন স্বাধীন ভারতে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনের মর্য্যাদা যেমন রক্ষা করিয়াছে, তেমনি দেশের বহু জটিল সমস্যা সমাধানের নিমিত্ত প্রচেষ্টা হইয়াছে এই অধিবেশনে, সঙ্কট ত্রাণের পথ নির্দ্দেশের সম্ভাবনা দেখা গিয়াছে দুর্দ্দশাগ্রস্ত দেশবাসীর। সেই হিসাবেও এই মহাসম্মেলন পূর্ব্ববর্তী বহু সম্মেলনের তুলনায় অধিকতর প্রতিধ্বনিমুখর হইয়াছে।

প্রত্যেক কংগ্রেসের সকল অধিবেশনই প্রয়োজনীয় কিন্তু ইতিপূর্বে কংগ্রেসের যত অধিবেশন হইয়াছে তাহাদের সকল একটি লক্ষ্য ছিল, দেশের স্বাধীনতা অর্জ্জন। সেই স্বাধীনতা বহু জীবনোৎসর্গের বিনিময়ে, বহু আত্মত্যাগ ও দীর্ঘকালব্যাপী সংগ্রামের ফলে অর্জ্জিত হইয়াছে। কিন্তু সেই স্বাধীনতা রক্ষা করিবার এবং পৃথিবীর উন্নতিশীল জাতিগুলির সঙ্গে সে-স্বাধীনতা মর্য্যাদাসহকারে বজায় করিবার শিক্ষায় দেশের জনসাধারণকে শিক্ষিত করিয়া তোলার কঠিনতর দায়িত্ব বহন করিতেছে আমাদের জাতীয় কংগ্রেস।

গান্ধীজী আজ আমাদের মধ্যে অনুপস্থিত। তাঁহার উত্তরাধিকারীদের সম্মুখে যে বিপদসঙ্কুল পথ প্রসারিত হইয়া রহিয়াছে, তাহা নিরাপদে অতিক্রম করিবার পাথেয় সঞ্চয়ের জন্যই এই গান্ধীহীন ভারত তাহাতে কিছুদিনের মুল না সত্ত্বে এবং সন্ধানই না হয়, তাহাই ছিল এই সম্মেলনের মূল প্রেরণা। সেইজন্যই কংগ্রেসের পূর্ব্ববর্তী সকল অধিবেশন অপেক্ষা এই অধিবেশনের গুরুত্ব যে অনেক বেশী তাহাতে সন্দেহ নাই।

আশা ও আনন্দের কথা এই যে, আমাদের নেতৃবর্গ দেশের পরিবেশ প্রধান করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহাদের চিন্তাধারায় ও পরিকল্পনায় খুঁটিনাটি আলোচনা অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে বিচ্যুতি বা অসঙ্গতি বাহির করা যাইবে। কিন্তু তাঁহারা সমগ্রভাবে যে সমাজ-সৃষ্টির আভাস দিয়াছেন, সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহা যে দেশের আপামর জনসাধারণের সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গলের হেতু হইবে, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ নাই। এই প্রসঙ্গেই কংগ্রেসের অভিনন্দিত সভাপতি ডাঃ সীতারামাইয়া যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছেন, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাহার সুদীর্ঘ অভিভাষণে তিনি সমসাময়িক ইতিহাসের যে বিশদ ও নিখুঁত বিশ্লেষণ করিয়াছেন, জাতির জীবনের এই সঙ্কটক্ষণে যে সুস্পষ্ট ও সরল পথনির্দ্দেশের ইঙ্গিত প্রদান করিয়াছেন, তাহা প্রকৃতই কংগ্রেস সভাপতির পক্ষে গৌরবপূর্ণ বলিয়া বোধ হইয়াছে। যে কর্ম্মদক্ষতা ভাষায় ও ভঙ্গীতে তিনি প্রধান প্রধান সমস্যাগুলি সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, গভীর জ্ঞান এবং একটি সরল সহানুভূতিশীল মনের পরিচয়ও দেশবাসী পাইয়াছে। তিনি কোন ভেল্কিবুদ্ধির প্রশ্রয় দেন নাই, ধোঁয়ালি ও এলোমেলো মতের অবতারণা করেন নাই, তেমনই যেখানে প্রয়োজন হইয়াছে—যেমন জাতীয়তা প্রসঙ্গে ও কংগ্রেস ও সরকারের মধ্যে মতভেদের বিষয়ে—সেখানে তিনি তাঁহার বক্তব্য

ঘোষণা করিয়াছেন। সন্দেহের ভয়ে সরকারকে স্বীকার ও হয়ত তিনি মুখ্য প্রকাশ করেন নাই, পরিষ্কার হয় নাই। আমরা আশা করি তাঁহার রাষ্ট্রপতিত্বে কংগ্রেস ও জাতি বর্তমানের দুরবস্থার সমস্তাগুলির শুভ সমাধানে সক্ষম হইবে এবং কংগ্রেসের অন্তর্বর্তীকালীন্যাসী ত্যাগ ও সেবার আদর্শ অক্ষুণ্ণ ও অম্লান থাকিবে।

কংগ্রেস সভাপতি তাঁহার অভিভাষণে স্বাধীন ভারতের বৈদেশিক নীতি, কমনওয়েলথের সহিত ভারতের সম্পর্ক, দেশীয়রাজ্য, ভাষাগত প্রদেশ গঠন, কংগ্রেস ও সরকারের মধ্যে সম্পর্ক, শ্রমিক ও কিষাণ সমস্যা, খাদ্য ও আয়া সমস্যা, বাস্তুহারাদের পুনর্বসতি সমস্যা প্রভৃতি দেশের সকল প্রধান প্রধান বিষয়ের উপরই তাঁহার গভীর মননশীলতার আলোকপাত করিয়াছেন। কংগ্রেসের অধিবেশনেও এই সব সমস্যার প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে এবং আলোচিত হইয়াছে।

তিনদিনব্যাপী অধিবেশনের পর কংগ্রেসের বিষয় নির্বাচনী সমিতির অধিবেশন সমাপ্ত হয় এবং ওই তিনদিনে বহুগুলি প্রয়োজনীয় প্রস্তাব গৃহীত হয়। তন্মধ্যে ভারত-কমনওয়েলথ সম্পর্ক, ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন, ইন্দোনেশিয়ার পুনর্বসতি এবং আচরণের মান সম্পর্কিত প্রস্তাবগুলি সম্পর্কেই সর্বাধিক আলোচনা ও বিশেষ ভাগ বক্তৃতা হয়। বৈদেশিক ব্যাপারে সাম্রাজ্য প্রস্তাবটি সামান্য সংশোধিত হইয়া পাশ হয়। ঐ প্রস্তাবটি দেশের বর্তমান অবস্থায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হইলেও তাহা সরকারের সুপরিচিত নীতি ও বক্তব্যের অনুসৃত কাজকর্মের প্রতিধ্বনি মাত্র। এই বিষয়ে ইতিপূর্বে বহু আলোচনা হইয়া গিয়াছে বলিয়া বর্তমান অধিবেশনে এই সম্পর্কে তেমন কিছু আলোচনা হয় নাই।

ভারত-কমনওয়েলথ সম্পর্ক বিষয়ে আলোচনা হইতে দেখা যায় যে, অনেক কংগ্রেস সদস্য এখনও ব্রিটেনের প্রতি পুরাতন বিদ্বেষ মনোভাবের পরিবর্তন করিতে পারেন নাই। কিন্তু পণ্ডিত নেহরু তাঁহার বক্তৃতায় তাঁহাদিগকে স্পষ্ট ভাষায় জানান যে, ভারতের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ব্রিটিশ কমনওয়েলথের সঙ্গে সম্পর্ক রাখিলে ভারতের পক্ষে লাভবান হইবার সম্ভাবনাই বেশী। কংগ্রেস সভাপতি পণ্ডিত নেহরুর যুক্তিই গ্রহণ করেন এবং ওই প্রস্তাবটি গৃহীত হইবার সময় যেরূপ বিরোধিতার সম্মুখীন হইবার আশঙ্কা করা হইয়াছিল, তাহা নিষ্ফল প্রমাণিত হয়। ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন সম্পর্কে কমিশনের রিপোর্টে যে প্রস্তাব করা হইয়াছে, তাহাতে অনেক কংগ্রেস সদস্য বিক্ষুব্ধ হইয়াছেন এবং কংগ্রেস সভাপতিও তাৎক্ষণিক প্রদেশ গঠনের প্রয়োজনীয়তা ও যৌক্তিকতার উপর তাঁহার অভিভাষণে বিশেষ জোর দিয়াছেন। ফলে, কংগ্রেস সভাপতি, পণ্ডিত নেহরু এবং সর্দার বল্লভভাই পটেলকে লইয়া একটি নূতন কমিটি গঠিত হইয়াছে এবং আশা করা যায় তিনজনের সমন্বয়ে ওই কমিটি দেশের এই সমস্যা সম্পর্কে সন্তোষজনক সুপারিশ দিতে সমর্থ হইবেন।

বাস্তুহারাদের সমস্যা আলোচনা প্রসঙ্গে সভায় পূর্ব পাকিস্তান সরকারের প্রতি যে সাবধান বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন তাহা ভারতের জনসাধারণেরই মনোভাবের প্রতিধ্বনি এবং সংখ্যালঘুর রক্ষক ও কাণ্ডারী গণতন্ত্রের পরিচায়ক। বস্তুতপক্ষে পাকিস্তান যদি পূর্ব বঙ্গের হিন্দুদের প্রতি ন্যায় বিচার করিতে অসমর্থ হয় এবং পাকিস্তানীদের অত্যাচারে হিন্দুদের জীবনধারণ যদি দুর্বিষহ হইয়া উঠে, তাহা হইলে পাকিস্তান যাহাতে বাস্তুত্যাগী হিন্দুদের বাসোপযোগী স্থানে ফিরিয়া যেতে পারে এরূপ ব্যবস্থা করা হইবে, সর্দারজীর এই মতের পিছনে দেশের জনসাধারণের অকুণ্ঠ সমর্থন আছে এবং আমরা আশা করি পাকিস্তান বঙ্গুক বাস্তুত্যাগীদের সমস্যার জোর সমাধান না হইলে, সর্দার পটেল তাঁহার এই উক্তি অনুযায়ী কাজ করিয়া বাস্তুত্যাগীদের দুঃখমোচনে বিধা করিবেন না।

কংগ্রেস ও সরকারের সম্পর্ক, জনসেবার ক্ষেত্রে আচরণ ইত্যাদি প্রস্তাবগুলি অনেক আলাপ-আলোচনার পর গৃহীত হইয়াছে এবং সুখের বিষয় ওই সকল বিষয়ে মতভেদের অবসান হইয়াছে। ইহা ব্যতীত দেশীয়রাজ্য সমস্যা, সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি, শ্রমিক ও কিষাণ ইত্যাদি বিষয়ে দেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তাহাতেও দেশবাসী ও কংগ্রেসকর্মীরা তাঁহাদের কর্তব্য ও আচরণ সম্পর্কে নির্দেশ পাইয়াছেন। কাশ্মীর সমস্যা সম্পর্কে কোন প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই বলিয়া অনেক ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন কিন্তু পণ্ডিত নেহরু ঘোষণা করেন যে, বর্তমান অবস্থাতে ওই সম্পর্কে কোন প্রস্তাব পাশ করা যুক্তিসঙ্গত হইবে না।

পরিশেষে কংগ্রেস ভারতের সমস্যা সমাধানে ব্যস্ত থাকিলেও যে এশিয়ার অন্যান্য স্বাধীনতাপ্রিয় দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উদাসীন নহেন, তাহার প্রমাণ ইন্দোনেশিয়া সম্পর্কে ওলন্দাজ সরকারের আচরণের বিরুদ্ধে পণ্ডিত নেহরুর তীব্র বিদ্বেষাত্মক উক্তি। পণ্ডিত নেহরু সাম্রাজ্যবাদীদের সাবধান করিয়া বলিয়াছেন যে, অতঃপর এশিয়ার কোন সাম্রাজ্যবাদীকেই সহ্য করা হইবে না এবং অবশ্যকে সামরিকভাবে কোন দেশকে পরাজিত করিতে সক্ষম হইলেও অনুরূপ বিষয়ে সাম্রাজ্যবাদীরা এশিয়া হইতে বিতাড়িত হইবে। কংগ্রেসের এই প্রস্তাবে জয়পুর অধিবেশনের ঘোষণা পরিসমাপ্তি হইয়াছে এবং কংগ্রেস যে মহাত্মা গান্ধী প্রদর্শিত পথে শান্তি ও প্রগতির পবিত্র পতাকা বহন করিয়া অবিচলিত পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য বদ্ধপরিকর তাহাই বিঘোষিত হইয়াছে।

সরকারী অর্থনীতি বিশ্লেষণে ডাঃ মাথাই

(২)

সরকারী অব্যবস্থিতচিত্ততার ফলে এবং অপরিণামদর্শিতার পরিণামে আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া সাধু ও উদ্যোগী ব্যবসায়ীরা যে শিল্প বিস্তারের পথ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেছেন এবং দুর্বৃত্ত ও অসাধু ব্যবসায়ীরা দল বেঁধে কালোবাজারের অন্তর্গতিতে প্রবেশ করিয়া মুনাফার পাওনা কড়ি কিয়া এবং দেশ ও জাতির সর্বনাশ সাধন করিয়া যে মুনাফা অর্জন করিতেছে, তাহা আমরা গত সংখ্যায় উল্লেখ করিয়াছি। ভারতের বিভিন্ন বড় বড় সহরে একটু লক্ষ করিলেই দেখা যাইবে যে, দেশের প্রভূত পরিমাণ অর্থ লোকচক্ষুর অন্তরালে ওই সব চোরাকারবারীদের ঘরে বন্দুক হইয়া গিয়াছে এবং তাহারা বুনিয়াদ গড়িতেছে। পরিণামে—অথচ সরকারকে এক কপর্দকও প্রদান না করিয়া, তাহাদের অসাধু কারবারের অবাধে চালাইয়া যাইতেছে। ফলে শুধু যে আয়কর ও অন্যান্য কর বাবদ সরকারের যাহা প্রাপ্য পাওনা তাহা সংগ্রহ করা যাইতেছে না শুধু তাহাই নহে, সরকারের মুদ্রাস্ফীতি বিরোধ প্রচেষ্টাও পদে পদে ব্যাহত হইতেছে। দেশের অর্থনীতিবিদ্‌গণ এই সব সমাজ-বিরোধীদের কার্যকলাপে বিশেষভাবে বিচলিত হইয়া পড়িতেছেন।

শ্রীযুক্ত মাথাই সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীদের শিরোমণি হইলেও উদ্যোগের সহ আমার করিবার যুক্তি হিসাবে বলিয়াছেন, মুদ্রাস্ফীতি ও কালোবাজার মূল উৎপাটিত করিতে হইলে সরকার শিল্প বিস্তার করিতে বলিয়া, সরকারের পক্ষে বহু অর্থ সংগ্রহ করার প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। কিন্তু তাঁহাকে যদি প্রশ্ন করা হয় যে, আয়কর এবং অন্যান্য সরকারী

বিদেশের দুর্নীতি (যে দুর্নীতির ফলে বহু কোটি টাকার হাওয়া হইতে সরকার প্রতিরক্ষার কাজে ৪০ কোটি টাকার কাপড় পাওয়া হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে) রোধ করিবার জন্য সরকার কতটুকু চেষ্টা করিয়াছেন এবং সে বিষয়ে কতটুকু সাফল্য অর্জন করিয়াছেন, তাহা হইতে আমরা জানি তিনি কোন সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারিবেন না। জাতীয় নিরাপত্তার পক্ষে এরূপ অবস্থা নিশ্চয়ই সম্মানজনক নহে।

শিল্প বিস্তার এবং জাতীয় প্রতিরক্ষামূলক ও প্রয়োজনমূলক কোন কার্যের জন্যই উপযুক্ত মূলধন পাওয়া যাইতেছে না বলিয়া শ্রীযুক্ত মাথাই দুঃখ করিয়াছেন। কিন্তু এই বিরাট বিলম্বনের জন্য যে সরকারও দায়ীভাগে দায়ী তাহা শ্রীযুক্ত মাথাই নিশ্চয়ই অস্বীকার করিতে পারেন না। অবশ্য আমরা জানি যে ১৯৪৭ সালের কুখ্যাত নিয়ন্ত্রক আলী খাঁর বাজেটেই ভারতের মূলধনের সাম্প্রতিক সর্বনাশ সাধিত হয়। কিন্তু ভারত সরকার যে তাহার পরে ঐ বাজেটের ভুলত্রুটিগুলি সম্পর্কে অবহিত হইয়াও সে সকল সংশোধনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে যথেষ্ট উদ্যম প্রকাশ করেন নাই, এমনও ত একেবারে অস্বীকার করিবার উপায় নাই ; মুখ্যত এই উদ্যমহীনতার ফলেই এখনও দেশের মূলধনের বাজার সুস্থ হইয়া উঠিতে পারে নাই। সরকারও তাঁহাদের ভুল বুঝিয়া ধীরে ধীরে ব্যবসায়ীদের, বিশেষ করিয়া নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির, করভার হ্রাস করা ইত্যাদি সম্পর্কে যেসব সুযোগ দিতেছেন, তাহা স্বাভাবিক অবস্থায় অতীব সন্তোষজনক হইলেও বর্তমানে ফলপ্রসূ হইতেছে না। এবং আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি যে, সরকার যদি তাঁহাদের বর্তমান কর নির্ধারণ নীতির আমূল সংস্কার সাধন না করেন, তাহা হইলে অদূর ভবিষ্যতেও প্রার্থিত ফল লাভ দুঃসাধ্য হইবে।

মূলধনের বাজারের অবস্থা যে কিরূপ সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিয়াছে তাহা গত কয়েকমাসের টাকার বাজারের হালচাল দেখিলেই স্পষ্ট বুঝা যাইবে। ভারত সরকারের আর্থিক অবস্থাও যে কিরূপ অবনতির হইয়া উঠিয়াছে তাহাও ভারতের বাণিজ্যসচিব শ্রীযুক্ত মহম্মদআলি বোগরাবাবের উক্তি হইতেই বুঝা যায়। তিনি বলিয়াছেন যে, ভারতের খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ও শিল্প সম্প্রসারণের জন্য যন্ত্রপাতি আমদানি করিবার উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার ও বিশ্ব ব্যাঙ্কের নিকট ভারতের ঋণ প্রার্থনা করিতে হইবে। অথচ সরকার যদি ইতিপূর্বে মূলধনের বাজার সম্পর্কে কিছুপরিমাণেও উৎসাহ প্রকাশ করিতেন, তাহা হইলেও ইহারই মধ্যে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের অনেক অসুবিধা দূরীভূত হইত।

বর্তমানে ইহা বারংবার করিয়া বলার প্রয়োজন নাই যে, শুল্কের করভারে বিদ্যুৎ ও মাঝারি রকমের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির অবস্থা সম্প্রতি যাহা হইয়াছে, তাহাতে যদি তাহাদের উপর হইতে করভার লাঘব করা না হয়, তাহাদিগকে যদি নিজস্ব কোনরূপ অবকাশ না দেওয়া হয়, ধনবিনিয়োগের ক্ষেত্র যদি সঙ্কুচিত হওয়ার কোন সুযোগই না পায়, তাহা হইলে সরকারের সত্ত প্রচেষ্টা, সদ্ভব বক্তৃতা, অথবা অজস্র ভরপ্রদর্শনেও ভারতের শিল্প সম্প্রসারণের বেগ সম্ভবত বাস্তবরূপ লাভ করিবে না এবং দেশের অগণিত জনসাধারণের দুঃখ ও দারিদ্র্যমোচনের কঠিন কাজও কঠিনতরই হইয়া উঠিবে।

এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত মাথাইয়ের শ্রমিক সম্পর্কিত উক্তিও বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। তিনি শিল্পপতিদের উপদেশ দিয়াছেন যে, তাঁহারা যদি শ্রমিকদের সহিত মর্যাদাবান মানুষের মত ব্যবহার না করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের পক্ষে ব্যবসা করা দুঃসাধ্য হইবে। ডাঃ মাথাই শ্রমিকদের প্রতি "যথোচিত" সম্মান প্রদর্শনের জন্য শিল্পপতিদের নিকট সুপারিশ করিয়াছেন। কিন্তু এই সঙ্গেই তিনি যাহার প্রস্তাবিত বেশ কয়েকটির নিন্দা করিয়া তীব্র মন্তব্য করেন। এখন শিল্পপতিরা যদি প্রশ্ন করেন, দেশের অধিকাংশ সরকারী কর্মচারী বিনামূল্যে যথেষ্ট ব্যক্তিগত সুবিধা ও বহুবিধ সুযোগ সুবিধা পাইয়াও যদি সরকারকে একপাক্ষে বিব্রত করিতে পারেন, তাহা হইলে শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের কেবলমাত্র মর্যাদা বৃদ্ধি করিলেই কি তাহাদের অসন্তোষের উদ্ভব হইবে ? তাহা হইলে এইরূপ প্রশ্নের শ্রীযুক্ত মাথাই প্রদত্ত উত্তর নিশ্চয়ই একটি প্রয়োজনীয় উত্তর হইবে।

শ্রমিকদের জীবনের মানের উন্নতি হইবে, তাহারা শিক্ষায়-দীক্ষায় ও আচারে ব্যবহারে সমাজের সম্মানিত নাগরিকের অধিকার অর্জন করুক, ইহা কাহারা না করে, স্বাধীন ভারতে এরূপ মানুষ নিশ্চয়ই দুর্লভ। কিন্তু শ্রমিকদের উন্নতি করিবার জন্য সরকার যেরূপ হোমরা নীতি অবলম্বন করিতেছেন ও প্রতিপদে তাহাদের অন্যায় ও অসঙ্গত দাবী মানিয়া চলিতেছেন, তাহার ফল যে শেষ পর্যন্ত শুভ হইবে না, একথাটা বুঝিবার সময় সম্ভবত এখন আসিয়াছে। এখনও যদি সরকার মূলত কর্মপ্রেরণার নেহে তুলিয়া এই সত্য বুঝিতে না চাহেন, তাহা হইলে ভারতের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত করা হইবে ; দিনের পর দিন শ্রমিকশ্রেণিকে তাহাদের দাবির সম্বন্ধে সচেতন করা হইতেছে না, অথচ মজুরি বৃদ্ধি করা হইতেছে। কিন্তু শ্রমিকেরা সকল করে না, সকল করে যাহারা তাহারা কারখানায় নিযুক্ত ; ফলে এই শ্রেণিকে ক্রমশ্রমশালী করিবার শক্তি যাহাদের হাতে, অবিশ্রান্ত সরকারী বৃদ্ধির ফলে তাহারা হীনবল হইয়া পড়িতেছে ও পড়িতেছে ! অবশ্য শ্রীযুক্ত মাথাই তাহাদের প্রতি "সহানুভূতি" প্রকাশ করিয়াছেন ! কিন্তু শুধু সহানুভূতি প্রদর্শনেই কি তাঁহার কর্তব্য শেষ হইয়াছে ?

মুদ্রাস্ফীতি নিরোধ সম্পর্কে সরকারী পরিকল্পনা সমর্থন করিতে গিয়া শ্রীযুক্ত মাথাই বলিয়াছেন যে, তাঁহারা উপযুক্ত পরিত্যাগ করিয়া এমন পথ গ্রহণ করিয়াছেন, যাহাতে দেশের আর্থিক অবস্থাতে হঠাৎ বিশৃঙ্খলা না দেখা দেয় এবং জীবনযাত্রা ব্যয়ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত না হইয়া অনেকটা বর্তমান অবস্থায় কাছাকাছি একটা ভারসাম্য বজায় রাখিয়া চলিতে থাকে ("Any attempt to bring down prices suddenly will cause a fresh disturbance in the process of adjustment. The immediate object of Government is to stabilize rather than curtail prices") । ডাঃ মাথাই মনে করেন যে জীবনযাত্রা বৃদ্ধি যদি একবার রোধ করা যায় তাহা হইলেই অচিরে জিনিষপত্রের দর নিম্নগামী হইতে বাধ্য হইবে। এই বিষয়ে আমরাও অর্থসচিবের সহিত একমত। আমরাও বিশ্বাস করি যে জীবনযাত্রার মূল্য যদি বাঁধিয়া দেওয়া যায় এবং মূল্য বৃদ্ধি যদি একবার সাফল্যজনকভাবে রোধ করা যায়, তাহা হইলে অল্পায়াসেই জীবনযাত্রার গতি ধীরে ধীরে নিম্নাভিমুখী করা সম্ভব হইবে। ইহারই জন্য আমরা ইতিপূর্বে সরকারী বিনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করিয়াছিলাম।

কিন্তু দেশের জীবনযাত্রা সম্পর্কে মাথাই অর্থসচিব আর একটি যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহাতে আমরা বিস্মিত হইয়াছি। তিনি বলিয়াছেন যে, ভারতে মুদ্রাস্ফীতি লইয়া বাড়াবাড়ি করা হইয়াছে এবং ভারতে জিনিষপত্রের দর যেরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা অন্যান্য দেশের তুলনায় বেশী নহে। তাহাড়া ভবিষ্যতে মূল্য হ্রাস হইয়া যে স্বাভাবিক মূল্য স্থির হইবে তাহা হইতে বর্তমান মূল্যের যে বিশেষ তফাৎ থাকিবে না, "এরূপ উক্তিও ডাঃ মাথাই করিয়াছেন ("Our present prices as compared with pre-war prices are not by any means so high, nor are they much higher than the level at which they are likely to settle when normal conditions have been established") :—আমরা স্বীকার করি যে যুদ্ধপূর্ব যুগের (১৯৩৯) মূল্যমানে ফিরিয়া যাওয়া কোন দেশের পক্ষে সম্ভব নহে এবং

হইতে প্রথম মহাযুদ্ধের কালে ১৯২০ সালের পর হইতে যে একটা পরিবর্তন তাহার পরিচয়ে এই সময়ে "অস্বাভাবিক" বলা হইয়াছিল। ইহা আমরা জানি যে সাধারণতন্ত্রের সাধারণ শিক্ষা দেওয়ার সময়ে যে বহুদেশের তুলনায় অনেক বেশী। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন এই যে, ভারতের জনসাধারণের আয় অফুরন্ত—এবং দেশের আর্থিক অবস্থার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া—বিচার করিতে গেলে, বর্তমান ব্যবস্থা বা উহার কিছু কম মূল্যমানকে ভারতের স্থায়ী মূল্যমান বলিয়া গণ্য করা যায় কি? তাহা হইলে বর্তমানের উচ্চমূল্যের ফল দেশের জনসাধারণের বিশালতর অংশ যেরূপ অভাবে ও দারিদ্র্যে জীবন যাপন করিতেছে, তাহাই কি চিরস্থায়ী হইবে? কারণ শিল্প ও কৃষির ক্ষেত্রে সরকার যতই সাহায্য অর্জন করুন না কেন, আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যে বর্তমান মূল্য বা তাহার কিছু কমের মধ্যে বিনিময়ের হার স্থির থাকিলে, দেশের সঙ্গতি এই সময়ের মধ্যে এমন কিছু বর্ধিত হইতে পারে না যাহাতে এই বর্ধিত দেশের সকলের বা অধিকাংশের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে সহায়ক হইয়া উঠিতে পারে। অর্থসচিবের এই উক্তি মানিয়া লইলে শ্রমিক ও কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধির যৌক্তিকতা অস্বীকার করিবার কোন উপায়ই থাকে না। অবশ্য শ্রমিকদের ও কর্মচারীদের যে পরিমাণ মহার্ঘভাতা দেওয়া হয় তাহার পরিমাণ বৃদ্ধির বিরুদ্ধে সর্বাপেক্ষা গুরুতর যুক্তি এই যে, মুদ্রাস্ফীতি রোধ করার জন্য সরকার যে চেষ্টা করিতেছেন, চিন্তাহীন বেতন বৃদ্ধির ফলে তাহা ব্যর্থ হইবে।

সরকার এইরূপ আভাস দেওয়া হইয়াছে যে, 'ডিভিডেণ্ডের হার কমিলে বেতন বা মজুরি বৃদ্ধির প্রয়োজন থাকিবে না। এ আশ্বাস যে ভিত্তিহীন তাহা আমরা বিশ্বাস করি না। কিছুদিনের জন্য যদি বেতন বৃদ্ধির চেষ্টা সাময়িক বন্ধ রাখা যায়, সেজন্য উপায়ে মুদ্রার দ্রুত সঞ্চালন রোধ করা যায়, চলতি মুদ্রার পরিমাণ হ্রাস করা যায়, জনসাধারণের মধ্যে অর্থসঞ্চয়ে উৎসাহিত করিবার ব্যবস্থা করা যায় এবং এই সকলের সঙ্গে সঙ্গে সংযোগসাধনে উৎপাদনবৃদ্ধির সুযোগ করা যায়, তাহা হইলে মূল্যমান হ্রাস অবশ্যম্ভাবী বলিয়া আমরা মনে করি। সুতরাং অর্থসচিব মূল্যমান যেমন কিছু কমিতে পারে না বলিয়া যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহার অযৌক্তিকতা আমরা স্বীকার করি না।

ডাঃ নাথাই ব্রিটিশ বণিকদের অধিকার ও তাহাদের স্বার্থ সম্পর্কে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন তাহাতে কেহ কেহ বিস্ময় ও বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া শুনিয়াছি। তাঁহাদের এ আচরণ সমর্থনযোগ্য নহে। ব্রিটিশ বণিকরা যদি নিজেদের স্বার্থের সহিত দেশের স্বার্থের সমন্বয় সাধন রাখেন এবং তাহাদের ব্যবসায়ে ভারতীয়দের ক্রমান্বয়িক পরিমাণে নিয়োগ করিয়া শিল্প ও ব্যবসায় সম্পর্কে ভারতীয় কর্মচারীদিগকে সমাক শিক্ষিত করিয়া তুলিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তাহারা সকল সময়েই ভারতের সহযোগিতা পাইবার যোগ্য বিবেচিত হইবেন। অতীতকালের বিরোধের কথা স্মরণ রাখিয়া বর্তমানের সৌহার্দ্যকে—সমান স্তরে সৌহার্দ্যকে—আমরা ছিন্ন করি না, এ-নীতি রাজনীতিও নহে, ভারনীতিও নহে!—এই নীতি অবলম্বন করিলে পৃথিবীতে কোন জাতির সহিত অপর কোন জাতির মৈত্রী স্থাপিত হইতে পারিত না।—কারণ সেই দুই জাতির ভিতরকার অতীতের কোন না কোন বিরোধের ইতিহাস ওই মৈত্রীর পথে প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইত! তাঁহার অবশ্য ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের কথা উল্লেখ করিলেই সম্ভবত যথেষ্ট হইবে। তাহাড়া যেসব অতিরিক্ত ও বিশেষ সুবিধা ব্রিটিশ বণিকরা ব্রিটিশ রাজত্বে ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন, তাহা তাঁহারা ভবিষ্যতে পাইতে পারেন না বলিয়া ডাঃ নাথাই যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা একান্ত মনোযোগযোগ্য হইয়াছে। এই উক্তির যৌক্তিকতা ব্রিটিশ বণিকরাও স্বীকার করিবেন বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি।

ডাঃ নাথাইয়ের বক্তৃতা এবং সরকারী 'শ্বেতপুস্তিকার গঠন ইত্যাদি সম্পর্কে সমালোচনা করিলেও একথা আমরা বোধহয় বিস্মৃত হইতে পারি না যে, ভারতের ব্যবসায়ীদের অধিকাংশের সাম্প্রতিক আচরণও দেশের ঐতিহ্যের প্রতিকূলে হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জাতীয়করণ নীতি এবং শ্রমিকদের সন্তোষের জন্য ইত্যাদির ব্যাপারে সরকার যেসব আশ্বাস তাড়াতাড়ি করিয়াছেন এবং করেকক্ষেত্রে নমনীয়তা দেখাইয়াছেন, তেমনই ব্যবসায়ীরাও অসহযোগভাবে আতঙ্কগ্রস্ত হইয়াছেন। একথা আজকাল অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, যে-কয়টি বিশেষ শিল্পের বিশেষ সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা ইত্যাদি চলিত আছে, তাহার উপর সরকারী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা বর্তমান যুগে অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে। তাছাড়া কয়েকটি বিশেষ শিল্প যে সরকারী সহযোগিতা ছাড়া বর্তমান অবস্থায় উন্নতি করিতে পারে না, ইহাও সর্বজনস্বীকৃত। সরকার যখন বারংবার ঘোষণা করিতেছেন ও আশ্বাস দিতেছেন যে, যে-কয়টি শিল্প জাতীয়করণ করা হইবে তাহা ছাড়াও অন্যান্য এবং নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য ভারতে এমন বিশাল ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে যে ব্যবসায়ীদের পক্ষে যথোপযুক্ত উদ্যম ও প্রচেষ্টা থাকিলে লাভবান শিল্প গড়িয়া তোলা খুবই সহজ এবং ব্যক্তিগত মালিকানার অধীনে যেসব শিল্প উন্নতি করিতেছে সরকার নিতান্ত বন্ধ না হইলে তাহা জাতীয়করণ করিতে অগ্রসর হইবেন না (আর সরকারের হাতে যেসব পুনর্বাসনের যে গুরুদায়িত্ব রহিয়াছে, তাহা পালন করিতে সরকারের সমস্ত শক্তি যে ভাবে বাহিত হইতেছে, তাহাতে সরকার যে সব বিষয়ই বিরাট পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে সমস্ত করিয়াছেন, সে সকলের বাহিরে অন্যান্য ক্ষেত্রে আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যে হাত দিতে পারিবেন কিনা তাহাও নিতান্ত সন্দেহজনক) তখন জাতীয়করণের নামে ব্যবসায়ীদের পক্ষে এইরূপ "ভীষণ আতঙ্কগ্রস্ত হওয়ার কোন কারণই নাই।

ইহা ব্যতীত কর-সাম্যের প্রয়োজন সম্পর্কেও সরকার অবহিত আছেন বলিয়া ডাঃ নাথাই জানাইয়াছেন এবং বাস্তুত্যাগীদের পুনর্বসতি ও কাস্টম শুল্ক ইত্যাদি সম্পর্কে ব্যয়বৃদ্ধির ফলে ওই বিষয়ে বর্তমানে ব্যবসায়ীদের আশানুরূপ সাহায্য করিতে না পারিলেও, ভবিষ্যতে যে ব্যবসায়ীদের উপর হইতে করভার লাঘব করিবার ইচ্ছা ইঙ্গিত দিয়াছেন তাহাতেও ব্যবসায়ীদের আশান্বিত না হইবার কোন কারণ থাকিতে পারে না।

ব্যবসায়ীরাও এই অবস্থায় অনেকখানি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেই করিতে পারিতেন যদি তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই সরকারী প্রচেষ্টায় আন্তরিক আস্থা না দিতেন। সরকারের সমালোচনা করা অবশ্যই সহজ,—কিন্তু ব্যবসায়ীরাও নিজেদের ত্রুটিবিচ্যুতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন আছেন বলিয়া বোধ হয় না। মোট কথা এই যে, ভারতের বর্তমান অবস্থায় প্রতিকার করিতে হইলে সর্বশ্রেণীর কৃষিক, মালিক, শ্রমিক, কেরাণী, বুদ্ধিজীবী সকলেরই সরকারের সহিত সহযোগিতা করিতে অগ্রসর হইতে হইবে। তাহা না হইলে দেশের সর্বনাশ কেহই ঠেকাইতে পারিবে না। জনসাধারণ যে পরিমাণ সহযোগিতা সরকারের সহিত করিতেছেন, মালিক ও শ্রমিকরা তাহা করিতেছেন না। তাহাতে উভয় পক্ষই যে নিজেদের সর্বনাশ সাধন করিতেছেন একথা যদি এখনও এই দুধানান পক্ষদ্বয় না বুঝিয়া থাকেন, তাহা হইলে যে বিপুল ত্যাগ ও বৃহৎ প্রাণের মূল্যে ভারতের স্বাধীনতা অর্জিত হইয়াছে, তাহা একান্ত শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হইবে সন্দেহ নাই।

প্রাসঙ্গিক

ভারত-পাকিস্তান চুক্তির নূতন ভিত্তি

সম্প্রতি দিল্লীতে নূতন করিয়া ভারত-পাকিস্তান আলোচনার ফলে ভারতের ও পাকিস্তানের প্রতিনিধিবর্গের অভিমত ঐক্য ঘোষণার পর যুগলের একটি আকাঙ্ক্ষিত চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে। এই চুক্তি মূলতঃ গত এপ্রিল মাসের কলিকাতা চুক্তির উপর ভিত্তি করিয়াই বিলম্বে হইয়াছে।

যদি পূর্বের স্থায়ী নিষ্পত্তিগুলি আপাতিকভাবে সহিত প্রতিপালিত হইত, তবে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে এখন যে সব বৈধ আদায়ের প্রয়োজন বাকিয়া যাইবার কথা বলিয়াই আমাদের মনে হয় —এপ্রিল মাসে কলিকাতায় সর্বসম্মত সর্তাবলী সুস্থির হইবার অব্যবহিত পরেই পূর্বাঞ্চল হইতে বাস্তুহারার আগমন বন্ধ হয় ও পশ্চিম বঙ্গ আশ্রয়প্রার্থী সমস্যা হইতে আসার কারণ করে। প্রধানতঃ এই গুরু সমাধানের জন্যই এবারকার এই সম্মেলনের উদ্যোগ করা হয়। যদি এই চুক্তির ফলে পূর্বাঞ্চলের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে নিরাপত্তার ভাব ফিরিয়া আসে, তবেই সম্মেলন বৈধকটি সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে বলিতে পারা যাইবে। এই প্রসঙ্গে একথা ভুলিলে চলিবে না যে, আজও কাশ্মীর-সমস্যা পূর্বের মতই জটিল রহিয়াছে ও পাকিস্তানী চর কাশ্মীর প্রবেশে এখনও সক্রিয়রহিল!

সরকারী ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে প্রতিশ্রুত সর্তগুলি কার্যে পরিণত করার পন্থা নূতন চুক্তির প্রধান বৈশিষ্ট্য। প্রত্যেক রাষ্ট্রের একজন করিয়া এবং অধিক দুইজন প্রতিনিধি লইয়া একটি যুক্ত তদারকীকার পরামর্শ কমিটি গঠনের ব্যবস্থা হইয়াছে। এই কমিটি সংখ্যালঘু, প্রত্যাবর্তন, দেনা এবং ভ্রাম্যমাণের কার্যকলাপ সম্পর্কে লক্ষ্য রাখিবেন। চুক্তির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ধারাগুলি কার্যকরী করিবার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক রাষ্ট্রে মিশ্রণে স্থায়ী ও প্রাদেশিক প্রতিনিধি থাকিবেন। জেলা, থানা-অঞ্চলের মধ্যে, বাসস্থান প্রেরণ প্রভৃতি সংক্রান্ত বিষয়গুলি পালনের সাহায্যে অবশ্যকরণীয় আইনকানুনের ও ব্যবস্থার প্রবর্তনের দিকে দৃষ্টি রাখা হইবে। বাস্তুহারাদের সম্পত্তি সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা প্রেরণ, সংখ্যা সংক্রান্ত, বাস্তুহারা আদায় ইত্যাদি বিষয়ের অনেকগুলি প্রতিশ্রুতি হইয়াছে। পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমবঙ্গ এবং পূর্বাঞ্চল ও আসামের মধ্যে সীমান্তসংক্রান্ত বিরোধ মীমাংসার জন্য ১৯৪৯ সালের ৩১এ জানুয়ারীর পূর্বে একটি উচ্চ অধিকারবিশিষ্ট বিচারবিভাগীয় ট্রাইবুনাল গঠিত হইবে। অবশিষ্ট সীমান্ত প্রশ্নগুলি আলোচনা করিবার জন্য আগামী ১০ই জানুয়ারী কলিকাতায় পুনরায় বৈঠক বসিবে।

উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি সত্ত্বেও মিশ্রণ কার্যকরী হয় নাই। কলিকাতা চুক্তিতেও অনেক "ফাঁকা ফাঁকা" কথা স্থান পাইয়াছিল এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার রক্ষা সম্পর্কে রাষ্ট্রের দায়িত্ব বিশেষভাবে স্বীকৃত হইয়াছিল কিন্তু বস্তুতঃ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পাকিস্তানী উৎপীড়ন চলিতে থাকে ও লক্ষ লক্ষ লোক অসহায় ও নিঃসম্বল অবস্থায় বাস্তুহারার দ্বারা পরিত্যক্ত করিয়া ভারতীয় রাষ্ট্রের অধিবাসিত ও অধিকৃত অঞ্চলের উপর পাড়ি দিতে বাধ্য হয়।—উভয়ের ঘরে সন্দেহ ও আশঙ্কা থাকুক, অন্তরঙ্গ অবস্থাগুলি বিশ্বাস-প্রবণতার ভরিয়া অন্যায়ের প্রতিরোধের সত্য চুক্তি যাহা করিয়া দিতে পারে কিন্তু সম্মেলনে এইরূপ কর্তব্যাদেশের পরিপালনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কিন্তু আমাদের কি এর তারাই সম্বল। —অতীতের অভিজ্ঞতা হইতে ঠিক হইতে না জেগে, আমরা আশা করিতেছি যে পাকিস্তান সরকার এইবার প্রতিশ্রুতি রক্ষার যথাযথ হইবেন এবং সাম্প্রতিক চুক্তির কার্যকরী বিশ্লেষণপূর্বক পুনরায় নূতন চুক্তি সম্পাদনের জন্য ভবিষ্যতে কোন বৈঠক আহ্বানের প্রয়োজন হইবে না।

আবাসন প্রবেশ

আবাসন প্রবেশ পর্ষদ সম্পর্কে রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশের সমাপ্তিক্রমে ডাঃ রাধেশ্যাম এলাহাবাদ হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শ্রীযুক্ত এস. কে. দাস, অবসরপ্রাপ্ত সিভিলিয়ান ডাঃ পাঞ্জাবলাল ও বিজ্ঞানের পণ্ডিত ভবনাবাসিক লালকে লইয়া যে কমিশন নিয়োগ করিয়াছিলেন, তাহার রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। অঙ্ক, কর্নাটক, কেরল ও মহারাষ্ট্র—ইহাদের লইয়া অতঃ প্রবেশ পর্ষদ হইতে পারে কি না ও পর্ষদ হইলে প্রস্তাবিত প্রবেশগুলিতে এবং ইহাদের সংস্থিতি অন্যান্য অঞ্চলে খনন্যমত, অর্থনীতিগত ও অন্যান্য অসুবিধা কিরূপ হইতে ইহাই কমিশনের বিবেচনার প্রধান বিষয় ছিল। কমিশনের উপর ভার যাইতে পারে যে, রাজ্য আবাসনী অঞ্চল-সমূহকে রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিবার অনুরূপ সুপারিশ করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে, কিন্তু এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি বিবেচনার আলোচনায় বিস্তারিত করা হয় নাই।

কমিশনের মতে নূতন প্রবেশ পর্ষদের জন্য চারিটি সর্ত পালনীয়—(১) ভৌগোলিক বৈকট্য, (২) অর্থনৈতিক আন্তর্নির্ভরতা, (৩) ভাষিক ঐতিহ্যের সমাজসাধারণতা এবং (৪) সংস্কৃতি অবস্থানের সমতা। অঙ্কের ক্ষেত্রে চতুর্থ সর্ত, কর্নাটকের ক্ষেত্রে প্রথম, কেরলের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ও তৃতীয় এবং মহারাষ্ট্রের ক্ষেত্রে চতুর্থ সর্ত প্রতিপালিত হইতেছে না বলিয়া কমিশন অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে বর্তমান কালে এই সম্পর্কে অগ্রসর হইবার পক্ষে অনুকূল নহে। তবু তাঁহারা বিশ্বিতে প্রবেশ পর্ষদ করা উচিত হইবে না, সাময়িক সুবিধার দেখিতে হইবে বলিয়া কমিশন অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। বিভিন্ন যুক্তিজাল বিশ্লেষণপূর্বক যে অবশ্য উচিত করিয়া কমিশন এই উপায়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, রাজ্যের প্রবেশ পর্ষদ করিলে ব্যবসায়ীদের সন্দেহ হইবে এবং ভারতের জাতীয় সংহতি বিঘ্নিত হইবে।

কমিশনের এবংবিধ মতামত ও সিদ্ধান্ত সংস্থিতি অবস্থানের মধ্যে কেবল ভিত্তিকরা উৎপাদন করিতে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। আবাসন প্রবেশ সম্পর্কে কমিশনের বিচার বিশ্লেষণ ও আলোচনার ফলে কতিপয় ভিত্তি করিয়াছেন। রাজ্যের সম্পর্কিত উহা সাময়িকভাবে রীতি বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছে। কিন্তু [illegible] কমিশনের অভিমত সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য হইল, কিন্তু মূল প্রতিশ্রুতিই হইল এ ভাষাকে স্থায়ী করিয়া লক্ষ্য করিয়াছে।

সমাজের অবশ্য প্রয়োজনের ভিত্তি ও কাঁচা অনুসারে অধিবাসিত হইতে ও অধিক অন্তর্ভুক্তি প্রয়োজনী প্রবেশ সাধারণের মধ্যে কমিশন তাহার নিজস্ব অভিমতের প্রণালী অনুসরণে এবং সাধুতির অনুশীলন করিয়া, এই গুরু কাজের যথাযথ মেধাবী করিয়াছে। ইহাতে আমাদের ঐক্য ও সংহতি বিঘ্নিত হইবার সম্ভাবনা নাই। যদি এইরূপ আন্তরিক বিশ্বাসে যাহাতে মধ্যে সৃষ্টি করিলেই বিশ্বাস ও আশ্বাসের অন্তরালে মধ্যে কায়েমীস্বার্থবিরোধী ভাব উদিত হইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

সমস্যা জটিল ও অত্যন্তকঠিন, কিন্তু যারা বলিয়া উহাকে পাশ কাটাইয়া যাওয়ার চেষ্টা করিলে চলিবে না। বাংলা রাজ্যকারী অঞ্চলসমূহকে একত্রীকরণের দাবীও যুক্তিসঙ্গত। ভুবনেশ্বর বিষয় বাংলা আজ খণ্ডিত ও বেদনাহত। উপরন্তু বাংলার অন্তরেও ভাষা ভাষা প্রবল ও আঘাত করে। অপর পক্ষে বিহার প্রবেশের অধিবাসীরা কেবল ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদকে অন্তরে করা কংগ্রেসের সভাপতি অধিবাসের পক্ষে সম্ভব করে। সেইজন্যই মানভূম, ধলভূম, সাঁওতাল পরগণা, পূর্ণিয়া ইত্যাদি অঞ্চল সম্বন্ধে বাংলার ন্যায়সঙ্গত দাবীকে উপেক্ষা করা সম্ভব হইতেছে।—কংগ্রেস দুর্বল এখনও সক্রিয়রহিল। সেই কারণেই ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ অন্তর নিযুক্ত কমিশন অন্তর বাংলার এত এক কি আলোড়নের পরিচয় ছিল। আবার পূর্বাঞ্চল রাইপতি ডাঃ সীতারামাইয়া অন্তর বাস্তুহারা আন্দোলনের পুরোধাবিত। কাজেই তিনি কমিশনের সিদ্ধান্ত বিশ্লেষণ করিয়া লইবেন ইহা আশা করা অন্যায় অন্তর আমরা মনে করিতেছি যে, প্রতিটি পুনর্বিবেচনা করিবার উদ্দেশ্যে ডাঃ সীতারামাইয়া পণ্ডিত নেহরু ও সর্দার প্যাটেলকে লইয়া আবার একটি কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন। কোনও সন্দেহ নাই যে এই কমিটি তুলাদণ্ডসহকারে অন্তরে রাখি করিয়া রহিবে, কিন্তু রাজ্যের সম্পর্কে যে অভিমত করা হইয়াছে তাহার স্বপক্ষে যুক্তিগুলি বাংলার অন্তরগুলি পুনরুদ্ধার করিতে হইলে, রাজ্যটিকে প্রবল আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।

একান্ত অধিবাস

অন্তরুপ ভাবে কমিশনের অভিমতের পূর্বে যদের উদ্যোগ সমস্যা বর্ণনাপ্রসঙ্গে সর্দার প্যাটেল বাঙ্গালীদের সম্বন্ধে এক আপত্তিজনক উক্তি করিয়াছেন বলিয়া সংবাদ প্রকাশ করিয়াছে।—উক্তিটি এই যথার্থ করিয়া এইরূপ অন্যায়ভাবে পরিত্যাগ ও সাধারণ (আপত্তি অনুযায়ী ঘটে)। যে উক্তি সত্যই সর্দার প্যাটেলের উক্তি কিনা তৎসম্পর্কে আমাদের নিশ্চয় সন্দেহ আছে এবং অন্তরে ও তোমাদিগকে এই সম্পর্কে সমাধানী প্রতিবাদ আশা করিতেছি। আজ মোদ্দাকথা (যদি সেই)—এখন অর্থে অন্তরে এই বিষয়ে সঠিক কিছু জানা যায় নাই:—সর্দার প্যাটেলের প্রতি আমাদের গভীর শ্রদ্ধা আছে,—সেইজন্যই আমরা পাকিস্তানকে কিছু না জানিয়া এই সম্পর্কে অন্তরে প্রবল উপেক্ষিত বিরূপ প্রতিবাদ।

সংবাদলিপি

লণ্ডন

ব্রিটেনের রপ্তানির নূতন রেকর্ড—ইস্পাত শিল্পের ক্রমোন্নতির ফলের উৎপাদন রেকর্ড—ইস্পাত শিল্প জাতীয়করণ বিলের বিরোধীদের পরাজয়ের পরিচয়—শ্রমিকালীন ছুটি কম করার ফলে শিল্পে উৎপাদন হ্রাস ও মজুরবৃদ্ধি।

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

লণ্ডন, ১৫ই সেপ্টেম্বর—ব্রিটেন যে আগামী ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর রপ্তানির লক্ষ্যে পৌঁছিতে প্রায় সক্ষম হইয়াছে, তাহাতে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি যেরূপ আনন্দপ্রকাশ করিতেছে, তাহার চেয়ে বেশী আনন্দপ্রকাশ করিতেছেন সরোজিনী ইহার সরকারী কর্মচারিবৃন্দের সাফল্য সম্পর্কে যাহাই সন্দেহপ্রকাশ করিয়া থাকুন না কেন, ব্রিটেনের রপ্তানি বাণিজ্যই ব্রিটেনের ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধির একমাত্র নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্য বলিয়া যাঁহারা মনে করেন, তাঁহারা ইহাতে যথেষ্ট আশ্বস্ত হইবেন যে ব্রিটেন সরকার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে পারিয়াছে। বৎসরের আগে ব্রিটেনের রপ্তানির পরিমাণ নূতন রেকর্ড সৃষ্টি করিবার সঙ্কেতের মাসের তুলনায় শতকরা ৩৫ ভাগ পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া মনে হয়। মনে হয় যেন শতকরা ৩০ ভাগ এবং গত জুলাই মাসে যে রেকর্ড সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার চেয়েও শতকরা ১৫ ভাগ বেশী। সরকার পরিচালিত শিল্প কর্তৃপক্ষগুলির যে ১৯৩৮ সালে ১৯৩৯ সালের তুলনায় শতকরা ১৫০ ভাগের অধিক রপ্তানি বৃদ্ধি করার জন্য ব্যবসায়ীদের কৃতিত্ব দেওয়া হইয়াছে, এবার সেখানে পৌঁছিতে এখনও কয়েক মাস বাকি রহিয়াছে। সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে তাহা সম্ভব হইয়া যাইবে।

এই বিষয়ে আর একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। ব্রিটেনের এইরূপ রপ্তানি বৃদ্ধি হইয়াছে লোনিয়নের মূল্য হ্রাস করিয়া। অপরপক্ষে ব্রিটেন তাহার আমদানি মালের জন্য অধিকতর মূল্য দিতে বাধ্য হইয়াছে। ১৯৩৮ সালের মালের যে ১০০ ধরিয়া হিসাব করিলে দেখা যায় যে ব্রিটেনের রপ্তানি মালের গড়পড়তা মূল্য ১৩৮ টাকায় স্থির আছে। কিন্তু ব্রিটেন যে মাল আমদানি করিতেছে তাহার দাম বৃদ্ধি পাইতে পাইতে ১৩ টাকায় পৌঁছিয়াছে।

ইস্পাত শিল্প জাতীয়করণ বিলটি পার্লামেন্টে তীব্র বাদানুবাদের পর হাউসের কমন্স সভায় গৃহীত হইলেও ঐ বিলের ক্ষেত্রে সমালোচনার শেষ প্রত্যাশিত হয় নাই। ইস্পাত শিল্প হিসাব প্রতিষ্ঠান করিয়া বড়দিনের মধ্যে উৎপাদনের লক্ষ্য ছাড়াইয়া যাইবে বলিয়া মনে হয়। সেইজন্য সরকারের জাতীয়করণ নীতির বিরোধী সমালোচকদের পক্ষে বৃদ্ধি পাইতেছে, এবং তাহাদের বিরোধী এক অংশ বুঝিতে পারিতেছে যে অবিলম্বে ইস্পাত শিল্প জাতীয়করণ করিয়া সরকার শুধু অনর্থক উপহাসের কারণ সৃষ্টি করিবেন, তাহা নহে—হয়ত কোন সময়ের আগেই সম্ভবিত বিশ্বের শিল্পের উৎপাদন হ্রাসের ফলে ইহা বন্ধ হইয়া যাইবে—ইস্পাত উৎপাদনের ইতিহাসে যত বারের মত অনুরূপ ঘটিয়া থাকিবে। এখানে ব্রিটেনে যে পরিমাণ ইস্পাত উৎপাদন হইয়াছে তাহাতে ব্রিটেনের বার্ষিক উৎপাদনের মান দাঁড়াইয়াছে ১৫,৭৫৬,০০০টন। (১৯৩৯ সালে ঐ সময়ে বার্ষিক উৎপাদনের মান হইয়াছিল ১৩,১৭৬,০০০ টন)। যদি অনুরূপ মানের হিসাব ধরিলে সাপ্তাহিক গড়পড়তা উৎপাদনের পরিমাণ হয় ৩০০,০০০ টন। বার্ষিক উৎপাদনের মান যদি ১৫,৭৫ লক্ষ টন হয়, তাহা হইলে সরকারের উৎপাদনের লক্ষ্যের চেয়ে ও ১.৫ মিলিয়ন টন ইস্পাত উৎপাদন বেশীই হয়। ইস্পাত শিল্পের পক্ষে ইহা বিশেষ গৌরবের বিষয়। ইতিপূর্বে আর কোন শিল্প এইরূপ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে সমর্থ হয় নাই। ইস্পাত শিল্পের এই অভূতপূর্ব উৎপাদনের কারণ শ্রমিকের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং মালপত্র ও পরিবহণ শ্রমিকের সহযোগিতা বৃদ্ধি।

শ্রমিক সরকার ইস্পাত শিল্প জাতীয়করণ বিলটি হাউসে আনার আগেই নির্বাচনের পূর্বে পাস হইয়া যায়, তাহার জন্য ছয় মাস ধরিয়া আলোচনা করিতেছেন এবং আনুষঙ্গিক আইনকানুন এড়াইবার জন্য বিভিন্ন নূতন পন্থা অবলম্বন করিতেছেন। তাঁহারা বলিতেছেন যে বিলের মূলের ১০ জন সদস্য লইয়া একটি কমিটি গঠন করা হইবে এবং উক্ত কমিটি ঐ বিলটির প্রতিটি ধারা সম্পর্কে আলোচনা করিবে এবং হাউসে ঐ বিলটি ফিরিয়া আসার পূর্বে তাহাদের কাজ সমাধা করিবেন। তৎপরে ঐ বিলটি হাউস অব লর্ডস্-এ পাঠান হইবে এবং সেইখানে বিলটির ধারা উপধারাগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত সময়ের ধরা বিলটি সম্পর্কে আলোচনা করা হইবে। ইতিমধ্যে কমিটি পূর্ণ হইতে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিবেন বলিয়া লর্ডস অব লর্ডস্-এ আলোচনা দীর্ঘায়িত করার প্রয়োজন বোধ করা হইবে না। তাহাতে প্রতিবৎসর ইস্টারের ছুটির সময়ের মধ্যে বিলটি পাস করাইয়া লইতে পারিবেন।

গত জুলাই হইতে সেপ্টেম্বর এই তিন মাসের আতঙ্কজনক সংবাদের অবাধ্য কয়লা খনিগুলির উৎপাদন, বিক্রয় এবং মাসের হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ হিসাব হইতে দেখা যায় যে, উক্ত তিনমাসে সপ্তাহের আয়ের মাথাপিছু পরিমাণ হইয়াছে ৩১১.১৫০ পাউণ্ড। পূর্ববর্তী তিনমাসে কিন্তু উহার হইয়াছিল ১০ লক্ষ পাউণ্ড। এই বৎসরের শেষ ৩ মাসের হিসাবে অবশ্য উহার হইয়াছে ১.১৩১,০০০ পাউণ্ড। শেষের তিন মাসের আয়ের মাথাপিছু অতিরিক্ত বলা হইয়াছে যে, স্বাধীনকালীন ছুটি কমাই ঐক্যের উৎপাদন হ্রাস পাইয়া আয়ের মাথাপিছু দেখা দিয়াছে। ঐ ছুটির জন্য উৎপাদনের পরিমাণ, ব্যয় এবং বিক্রয় সমস্ত কিছুরই অধিক হইয়াছে

বোম্বাই

ইস্পাত আমদানির জন্য ভারত সরকারের প্রচেষ্টা—দেশে ইস্পাত উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার জন্য টাটা ও ইণ্ডিয়া কর্পোরেশন অব কেমিক্যালের উদ্যম—"অমৃত" সরকারী ক্ষুদ্র প্রোগ্রাম—বিদেশ হইতে ইস্পাত আনার জন্য ট্রিপুক্ত ডেলিগেশনের বিদেশ যাত্রা—১লা এপ্রিল হইতে মজুতদার নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্য বোম্বাই সরকারের চূড়ান্ত নির্দেশ।

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

বোম্বাই, ১৫ই সেপ্টেম্বর—বিদেশ হইতে ভারতে ইস্পাত আমদানির জন্য ভারত সরকার সর্বপ্রকার চেষ্টা করিতেছেন, কারণ আজও যে পরিমাণ ইস্পাত উৎপন্ন হয় তাহাতে ভারতের চাহিদা মিটান সম্ভব নহে এবং রাষ্ট্রের আর্থিক ও সৈন্যিক পুনর্গঠনের জন্য ভারতের ইস্পাতের চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। কোন দিন সত্য না হইলে বুকরাই, কানাডা, ব্রিটেন, বেলজিয়াম এবং অষ্ট্রেলিয়া—পৃথিবীর এই পাঁচটি দেশ ভারতে ইস্পাত রপ্তানি করিতে সমর্থ হইবে। ভারতে বর্তমানে উৎপন্ন ইস্পাতের পরিমাণ ১০০,০০০ টন বলিয়া অনুমিত হয়, কিন্তু বর্তমানে ভারতের চাহিদা ১,৫০০,০০০ টনেরও বেশী। তাহার বর্তমান অবস্থায় ইস্পাতের উৎপাদন বৃদ্ধির সম্ভাবনাও বেশী নাই। টাটার কারখানাতে যে পরিমাণ লৌহ উৎপন্ন হয় তাহার সমস্তই ইস্পাত উৎপাদনে ব্যয় হইতেছে। সেই জন্য টাটা কোম্পানী যদি তাহাদের লৌহ উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে পারেন তবে তাহারা কিছু বেশী পরিমাণ ইস্পাতও উৎপাদন করিতে পারিবেন। ইণ্ডিয়া কর্পোরেশন অব কেমিক্যাল কিন্তু, তাহাদের ইস্পাত উৎপাদনের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি করিতে পারেন, কারণ ইতিমধ্যে আয়রণ অ্যাণ্ড ষ্টীল কোম্পানী তাহাদের যে পরিমাণ লৌহ সরবরাহ করিতে পারেন, তাহার দ্বারা ইণ্ডিয়া কর্পোরেশনের ইস্পাত উৎপাদনের পরিমাণ দ্বিগুণ করাও সম্ভব। প্রকাশ, অল্প কিছু দিন হইতে সরকারের নিকট এই বাবদ অর্থ সাহায্যের জন্য আবেদন করা হইয়াছে এবং সরকারের নিকট তাঁহারা লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য তাঁহাদের পরিকল্পনা দাখিল করিয়াছেন। কোম্পানীর তরফ হইতেও ঐরূপ একটি প্রস্তাব দাখিল করা হইয়াছে। এই দুই প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাব সম্পর্কে সরকার কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা এখনও জানা যায় নাই।

যে যাহাই বলুক উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলিকে যদি সরকার উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থদান ও সাহায্য করেন, তাহা হইলেও ভারতের চাহিদা মিটান সম্ভব হইবে না। বর্তমান সময়ে বিদেশী মাল আমদানি করা ছাড়া সরকারের পক্ষে আর কোন উপায় নাই। বিদেশী মালের সরবরাহের জন্য সরকার বর্তমানে যেসব ইস্পাতের উপর নিয়ন্ত্রিত ৮০ টাকা করিয়াছেন এবং এই সংক্রান্ত ব্যবস্থাগুলি সরকার

(বাকীটা ১৯৯ পৃষ্ঠায়)

ডানলপ

সুবর্ণ জয়ন্তী

১৮৯৮ - ১৯৪৮

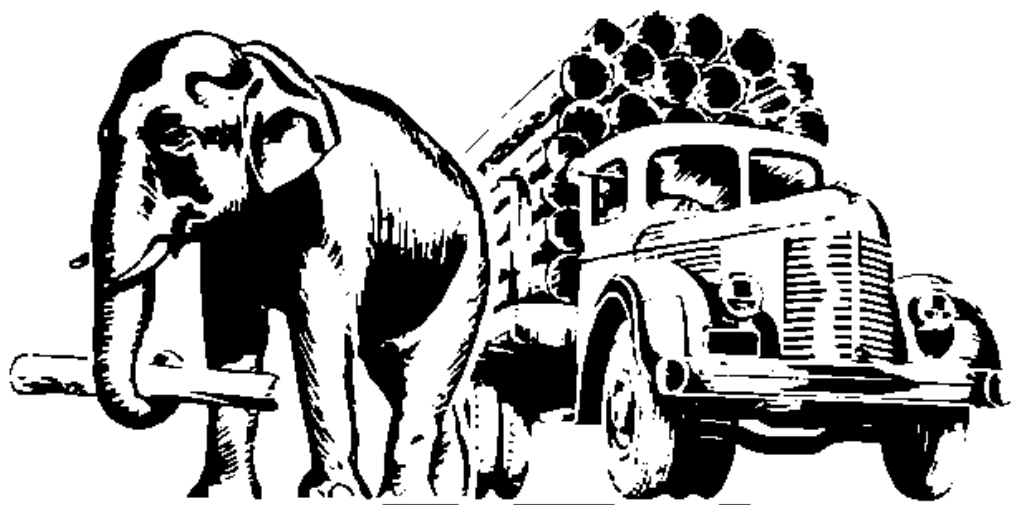

৫০ বৎসরব্যাপী ক্রমোন্নতি

বিগত দিনের পথপ্রদর্শক-আগামী দিনের অগ্রনী

সঙ্কলন

বেতারী যুক্তরাষ্ট্রের অনাড়ম্বরে অভ্যর্থনার আয়োজন

সম্প্রতি এক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী মঃ দিয়ালাদিয়ে বলেন যে, বেতারী যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানীতে অভ্যর্থনার ও নিমন্ত্রণের ঘটাপটার সঙ্কোচ করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। কারণ বেতারী ১৯৩৯ সনে প্যারিস আসিবেন এই আশা পরিত্যাগ করেন। প্রস্তাবটি তাঁহার সরকার সমর্থন করিয়াছেন।

ঘটাপটা কমিবার সম্ভাবনা সম্বন্ধে কেহই সন্দেহ করেন না। বেতারী যুক্তরাষ্ট্রের সরকার হইতে অভ্যর্থনার ব্যয় পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক কমাইয়া দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। তাঁহার বলেন যে, উক্ত ঘটাপটার ব্যয়ের প্রতিবাদে ১৯৩৭ সনে মেয়রপদে নির্ব্বাচনের সময় ও পুনর্ব্বার ১৯৩৮ সনে নির্ব্বাচনে বিরোধী প্রার্থী যে বিষয়টি লক্ষিত করিয়াছেন, তাহা খুব আশ্চর্য্যজনক। তাঁহাদের প্রথম বর্ষ পূর্ত্তির অভ্যর্থনার ব্যয় সরকারী হিসাব-বহি ও পুরাতন পত্রিকা হইতে এবং বেতারী যুক্তরাষ্ট্র ও পুরাতন পত্রিকা ঐতিহাসিকদের নিকট হইতে বিশেষভাবে সংগৃহীত হইয়াছে।

তাঁহারা বলেন যে, ঘটাপটার ব্যয়ভার হ্রাস করিতে হইবে, তাহার সরকার ও পত্রিকা এই সরকার ঐতিহাসিকদের প্রস্তাব পূর্ণভাবে কার্য্যে পরিণত করিতে প্রস্তুত আছেন। তাঁহারা বলেন, পূর্ব্বের প্রথম কার্য্যে ইহাদের এই-রূপ যে প্রস্তাবে নিকট হইতে যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া গিয়াছে। যথেষ্টসংখ্যক সরকারী কর্ম্মচারী অভ্যর্থনার ব্যয় হ্রাস করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিবেন। তাঁহারা বলেন যে, সরকারী ভবনে অভ্যর্থনার ব্যয় সঙ্কোচ করিতে হইবে। তাঁহারা বলেন যে, যে কোন ব্যক্তি সেখানে অভ্যর্থনা করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাকেই সেখানে সুবিধা দেওয়া হইবে।

অভ্যর্থনার ও নিমন্ত্রণের ঘটাপটা হ্রাস ও অনেক বিষয়ে অভ্যর্থনা উপযোগী। তবে কাহাকে কোথায় অভ্যর্থনা করা হইবে, তাহা লইয়া বিশেষ মতভেদ আছে। এখানে প্রচুর অভ্যর্থনা নিবাসের সম্ভাবনা আছে এবং তাহা আরও বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। ঘটাপটার প্রচুর ব্যয় পাওয়া যায়। আবার কৃষকের পরিচ্ছদ ঘোষণায় সুবিধা সম্বন্ধে তাঁহার বলেন যে,—বর্জ্জমান ব্যবস্থায় সপ্তাহে ১ বার টিকার এবার ঘটাপটাতে চলাচল হয়। এ সম্বন্ধে তাঁহার সরকারের সাহায্য চাহিয়া ইয়াছে, টিকার চলাচল আরও বাড়াইতে উহারা চেষ্টা করিয়াছেন।

কলিকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে রক্ষিত বাঙ্গার চিত্রাবলী ও বেতারীর প্রতিমূর্ত্তি

রক্ষণ সম্বন্ধে

বৃদ্ধের সময় অভিনিবেশের জন্য কলিকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হইতে কতিপয় মূল্যবান চিত্র ও প্রতিমূর্ত্তি নিরাপদ স্থানে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। মূল্য হইতে ভিক্টোরিয়ার উপর কতিপয় সৈনিক অবস্থান পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক। তাহারা সন্ধিস্থলে ও প্রবেশপথে সতর্ক দৃষ্টি রাখিবে। ভিক্টোরিয়ার প্রধান কার্য্যালয়ে ও বিভিন্ন স্থানে যে সকল মূল্যবান চিত্র ও প্রতিমূর্ত্তি আছে, তাহা নিরাপদ স্থানে রক্ষা করা হইবে। তাহারা এই পরিবর্ত্তনের সময়ে সম্পর্কে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের পরিচালক কর্ত্তৃপক্ষ এবং পরিচালক ভিন্ন প্রতিনিধিরা উপস্থিত থাকিবেন।

বাজি চাউলের মূল্যবৃদ্ধি পরিবর্ত্তন না করার সিদ্ধান্ত

পাঞ্জাব কৃষি সরকার নিম্নোক্ত ঘোষণাটি প্রচার করিয়াছেন:—

চাউলের বর্ত্তমান মূল্যবৃদ্ধি সম্বন্ধে এই প্রতিষ্ঠান অবগত আছে। দুর্ভিক্ষ-তদন্ত (১৯৩৮-৩৯) কমিটির সরকারী রিপোর্ট হইতে তাহারা জানিতে পারিয়াছে যে, বর্ত্তমান মূল্যবৃদ্ধির মূলকারণ অত্যন্ত সামান্য অভাব। কৃষি প্রতিষ্ঠানের মতে, বৈদেশিক রপ্তানি ও আমদানি প্রতিযোগিতার মূল্য ও এবং চাউলের মূল্যের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, সরকার যদি চাউল রপ্তানি বন্ধ করার জন্য সরকার যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা আদৌ কৃষি করা প্রয়োজন নহে। ইহাতে বর্ত্তমান বাজার মূল্য অপেক্ষা মূল্য বৃদ্ধি পাইবে। এরূপ মূল্য বৃদ্ধি দেশের দুরবস্থাকে আরও বাড়াইয়া দিবে। সরকারের কর্ত্তব্য হইল মূল্য বৃদ্ধি করা। প্রধানতঃ ব্যবসায়ীদের পক্ষে যে পরিমাণ চাউল ক্রয় করা ও করিবার ব্যয় বৃদ্ধি পাইবে। ইহার ফলে সরকারী মজুত বৃদ্ধির সুযোগ পাওয়া উচিত। মূল্যোত্তরকালে দেশে যে আর্থিক বিপর্য্যয় দেখা দিয়াছে, চাউলের মূল্য বৃদ্ধি করিয়া তাহা দূর করা যাইবে না। সরকারের বক্তব্য হইল যে, চাউলের মূল্য হ্রাস করা প্রয়োজন।

কলিকাতা আরও বৃদ্ধি করা হইলে ও একক বা অপ্রাধিক বাসী অধিক অধিকারী সরকার এর জন্য চাউলের লাভ হইতে পারে। উহাদের সংখ্যা সমস্ত প্রদেশের জনসংখ্যার শতকরা ১০ জন। এ একদের জন্য অধিক অধিকারী অতিরিক্ত সরকার এর জন্য চাউলের অভাবে পড়িয়া যাওয়া হইতে চাউল কিনিবার ব্যয় চাউলের মূল্য বৃদ্ধি করা হইলে, তাহা অধিবাসীদের দ্বিতীয়পূর্ণাংশের ক্রয়ের পরিমাণ হইবে। এরূপ মূল্য বৃদ্ধির ফলে উৎপাদন বৃদ্ধির সম্ভাবনা হইবে না। কারণ, যত অল্পের স্বল্প মূল্য বৃদ্ধি হইলেও চাউলের উৎপাদন বৃদ্ধি পায় যাই।

সংশোধিত চাউলের অতিরিক্ত মজুত যত বিদেশে করে সরকারের কতকগুলি বৃদ্ধি করা হইয়াছে এবং এই সকল বাড়ি [illegible] হইলে তাহা বৈধভাবে ক্রয়, মজুত করা ও ব্যবহার করা যাইবে। ১৯৩৯ সালের বিক্রয়ের মাসে [illegible] মূল্য প্রতি মণ ৬৫ টাকা ছিল। ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বর মাসে [illegible] টাকার মূল্য প্রতি মণ ৬৫ পয়সা বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া সরকার মুদ্রাস্ফীতি নিরোধের প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসাবে সাধারণ মূল্যমানের স্থায়িত্ব বিধানের জন্য বাজার মূল্য পরিবর্ত্তন না করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের প্রাথমিক শ্রেণীসমূহে উর্দ্দুভাষী শিক্ষা বন্ধ করার সিদ্ধান্ত

১৯৩৯ সালের প্রকাশিত পাঞ্জাব শিক্ষা সরকারের এক শ্বেত পত্রে বলা হইয়াছে যে, আমার সরকারের ঘোষিত নীতি অনুযায়ী প্রাদেশিক সরকার প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে এবং অন্য ইংরাজী ও উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়গুলির প্রাথমিক শ্রেণীসমূহে উর্দ্দুভাষী ভাষা শিক্ষা দান বন্ধ করিয়াছেন। আমার সরকারের ঘোষিত নীতি হইয়াছে এই যে, শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে উর্দ্দুভাষী শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে না।

তাহে সরকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, উর্দ্দুভাষী শিক্ষার ব্যবস্থা বন্ধ করার ফলে বিদ্যালয়ের সময় তালিকায় যে সময় পাওয়া যাইবে, তাহা ছাত্রদিগকে পাঠের অন্য এবং বিদ্যালয়ের বাহিরে খেলা-ধূলার জন্য নিয়োগের জন্য দান করা হইবে।

অনেকগুলি প্রয়োজনীয় কাজকর্ম্মের জন্য এই সময় কাজে লাগান যাইতে পারে।

পাঞ্জাব বঙ্গে নূতন রেল লাইন

সম্প্রতি ব্যবস্থাপরিষদে যানবাহন সচিব শ্রীযুক্ত এম, মোহাম্মদ আয়েজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় যানবাহন বোর্ডের অধিবেশনে পাঞ্জাব বঙ্গ ও আসামে যুদ্ধোত্তরকালীন অঞ্চলটী হিসাবে নূতন রেললাইন খোলার পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা হয়। পাঞ্জাব বঙ্গের প্রধানমন্ত্রী ডাঃ খিজির হায়াত ও আসামের প্রধানমন্ত্রী শ্রীযুক্ত গোপীনাথ বরদলৈ উপস্থিত ছিলেন।

পাঞ্জাব বঙ্গের পরিকল্পনার মধ্যে নিম্নোক্ত দুইটি রেল লাইনের বিষয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য:—৪৪ মাইল দীর্ঘ কমাবেশী বালুময়ী লাইন এবং ৩৩ মাইল দীর্ঘ কমাবেশী বালুময়ী লাইন। বর্ত্তমানে ইষ্টার্ণ রেলওয়ের অধীনস্থ পাঞ্জাব বিভাগসমূহ হইতে ই. বি. রেলওয়ে ছাড়া অন্য কোনও যানবাহনের পথ নাই। অথচ এই রেল লাইন উৎপাদন সম্পর্কে একটী উন্নত অঞ্চল। ঔদ্যোগিক পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইলে ঐসকল হইতে যানবাহনের সুবিধা হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

মোট আদায় সম্পর্কে ৪১ মাইল দীর্ঘ ফুলিয়ানওয়ালা রেল লাইন পরিকল্পনা অনুমোদন করেন।

উদ্বাস্তু বিধবা ও শিশুদের অবস্থা পর্যবেক্ষণকল্পে মহিলা অফিসার নিয়োগ

সম্প্রতি পূর্ব বঙ্গ হইতে উদ্বাস্তু যে সব অসহায় বিধবা ও শিশু পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয়প্রার্থী হইয়াছে তাহাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য রাজ্য সরকারের সমাজ ও পুনর্বসতি বিভাগের মহিলা বিভাগের দুইজন অফিসার নিযুক্ত করিয়াছেন। এই দুইজন অফিসার ইতিমধ্যেই অসহায়দের বেশ কিছু রিলিফের বিলের টাকা দেন এবং অন্যান্য সেবামূলক কাজ আরম্ভ করিয়াছেন।

কলিকাতায় টেলিফোনের নূতন লাইন

কলিকাতা টেলিফোন এক্সচেঞ্জে আজ সময়ে সময়ে যে ৬৫০০ লাইন নূতন বসানো হইয়াছিল তাহার মধ্যে ১৩শ নূতন লাইন পুনঃসংযোজিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে বেহালা নূতন বিশটি লাইন ইতিমধ্যেই চালু করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অন্যান্য এক্সচেঞ্জের আরও পাঁচ শত লাইন কলিকাতা এক্সচেঞ্জের গ্রাহকদের মধ্যে বিতরণ করা হইয়াছে।

এই বিষয়ে মন্তব্য করিতে গিয়া এক সংবাদিক সম্মেলনে কলিকাতা জিলা টেলিফোনের সাধারণ কর্মাধ্যক্ষ মিঃ আর, সি, ঘৈল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে লাইন বিতরণে পক্ষপাতিত্বের যে অভিযোগ আনা হইয়াছে তাহা অস্বীকার করেন।

নূতন লাইনগুলির শতকরা ত্রিশ ভাগ হাসপাতাল, ব্যাঙ্ক, ইন্সিওরেন্স কোং এবং ত্রিশ ভাগ ব্যবসায় ও শিল্প-সংস্থান এবং বাকী ভাগ অন্যান্য লোকদের দেওয়া হইয়াছে। ১৯৫৮ সালের পূর্বে যাহারা লাইন লইয়াছেন এবং যাহাদের অত্যন্ত আবশ্যক তাহাদিগকে শুধুমাত্র কম হয় বাই তাহাদের প্রত্যেককে পুনরায় লাইন দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

নূতন ডাইরেক্টরি সম্পর্কে তিনি বলেন যে, উহা এই মাসের শেষভাগে প্রকাশিত হইবে। অন্যান্য এক্সচেঞ্জের কাজের জন্য যাহারা বিভিন্ন মালপত্র আমদানির বিদেশ দেওয়া হইয়াছে। তাহা আসিলে অল্পসময় মধ্যেই কাজ সম্পন্ন করা যাইবে।

কর্পোরেশনের গঠনতন্ত্রের পরিবর্তন

কর্পোরেশনের গঠনতন্ত্র বিভিন্ন সম্পর্কে বিভিন্ন মহলের মধ্যে কলিকাতা কর্পোরেশনের তরফ কমিশনের যে অভিজ্ঞতা বিশেষ পশ্চিম বঙ্গ সরকারের নিকট পেশ করিবার কথা ছিল, তাহার প্রাথমিক কাজ শেষ হইয়াছে।

এই রিপোর্টে ভোটাধিকার সম্প্রসারণ, প্রাথমিক নির্বাচনের জন্য কলিকাতাকে একশত ওয়ার্ডে এবং কাউন্সিলার নির্বাচনের জন্য বর্তমান ১৪টি ওয়ার্ডে বিভক্তকরণ, মেয়রের ক্ষমতা ও তাঁহার নির্বাচন এবং প্রধান কর্মকর্তার নিয়োগ সম্পর্কে সুপারিশ করা হইবে।

রেলওয়ের মালবাহী ট্রাকের বেতন ও ভাড়া সম্পর্কে সরকারের সিদ্ধান্ত

রেলওয়ের মালবাহী ট্রাকের বেতন ও ভাড়া সম্পর্কে সরকারের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। কয়েক বৎসর কমিশনের সুপারিশ পূর্বাঞ্চল হইবার পর এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে। এই সিদ্ধান্তের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি হইতে ভবিষ্যতে যে কোটি টাকার বেশী আয় হইবে বেতনের হার কমিশন নির্ধারণের ফলে, তাহার প্রায় অর্ধেক পরিমাণ যাইবে। ইহা আরোপিত বেতনেরই প্রায় এবং তাহাদের মোট পরিমাণের কথা সরল করিয়াই বেতনের হার পরিবর্তনের কথাটি চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে, তবে যাহাই হউক, সরকার কমিশনের কথা বিবেচনা করিয়া কমিশন রাখিত দ্রব্যের জন্য নির্দিষ্ট কয়েকটি মূল বেতনের হার সুপারিশ করেন। সেই এই হার বর্ধিত দর এবং তদনুযায়ী কাজ করিতে বেল কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেন। ব্যবসায়িকগণ পুরোনো এই নির্দেশ জারী করা হয়।

সাধারণ ব্যবসা বিভাগে কমিশন প্রস্তাব করেন যে, প্রতিটি বিভাগ অনুসারে রাখিত ভাড়া বেড়া হইবে এবং ১৯৫৯ সালে প্রত্যেক কয়েকটি পড়পড়তা যে ভাড়া দাঁড়াইবে বেলের পক্ষে তিনি যে ভাড়াই নির্ধারণ অধিকারী হইবেন। রাখিত ভাড়া সম্পর্কিত বিষয় সংশোধিত করা প্রয়োজন বলিয়াও তাঁহারা অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। দালিলীর ব্যবের অল্প ব্যাপারে সময়ের যে পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তাহা বিবেচনা করিয়া বেতনের হার পরিবর্তনের কথাও তাঁহারা চিন্তা করিয়াছিলেন।

কমিশন সময়ের খুলাই মাসে রেলওয়ে বোর্ড একটি আন্তঃ রেল বিভাগীয় কমিটি নিযুক্ত করেন। রাখিত ট্রাকের মূল বেতনের হার কিরূপ হওয়া উচিত এবং তাহার সরকারের সকল বেলসমূহের রাখিত ট্রাকের একই হারে কিরূপে ভাড়া দেওয়া যাইতে পারে সে সম্পর্কে সুপারিশ করিতে এই কমিটিকে নির্দেশ দেওয়া হয়।

কমিটি যুক্তিসঙ্গতভাবেরেলের হার বৃদ্ধি ও একই হারে ভাড়া দিবার একটি পরিকল্পনা পেশ করেন। কিন্তু সরকার যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জারী করিয়াছেন তাহাতে মূল বেতনের হার ও ভাড়ার হার অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। উহার ফলে হইয়াছে এই যে, কমিটি যে হারের কথা বলিয়াছিলেন তাহাপেক্ষা অনেক গুণ বেশী টাকা বেশী আয় হইবে। আগামী ১৯৬০ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে নূতন হারে মালিকদের দেওয়া হইবে, কিন্তু বেতন নির্ধারণ, হেড ও অন্যান্য ব্যাপারে সরকার আগামী ১৯৫৯ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে নূতন হারে মালিকদের দেওয়া হইবে বলিয়া মনে করিতে হইবে।

রাখিত ট্রাককে রাখিয়া ভাড়া দিবার আইনকানুন এবং উহা বিভাগ করার পদ্ধতি সম্পূর্ণ নূতনভাবে রচিত হইয়াছে। ১৯৫১ সালের পরে যে সকল কারখানা নিযুক্ত হইয়াছেন তাঁহারা সকলেই নূতন হারে বেতন পাইবেন। যাহারা ১৯৫১ সালের পূর্বেকার বেতনের হারে নিযুক্ত হইয়াছেন তাঁহারা যদি নূতন হারে বেতন পাইবার ইচ্ছা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত না করেন, তবে তাঁহারা পুরাতন হারে নিযুক্ত পাইবেন এবং পরিবর্তে প্রস্তাবিত বিধি অনুযায়ী রাখিত ভাড়া পাইবেন।

ভারত ভিত্তিতে প্রবেশ পুনর্বীমা সম্পর্কে তদন্ত কমিশনের অভিমত

ভারত ভিত্তিতে প্রবেশ পুনঃ বীমা সম্পর্কে যে তদন্ত কমিশন নিযুক্ত হইয়াছিল, সেই কমিশনের সভাপতি সম্প্রতি এক বক্তৃতায় তাঁহাদের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন।

ভারত ভিত্তিতে প্রবেশ পুনঃ বীমা সম্পর্কে তদন্ত কমিশন প্রতিবেদন দাখিল করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, বৈদেশিক রাজ্যগুলি ভারতীয় কর্মিসমিতির সহিত সম্পূর্ণভাবে একাত্মক হইয়া বিদ্যমান এবং দেশের অর্থনীতি উন্নয়নে যথাসম্ভব সাহায্য করিতেছে। তবুও বাহুল্যকাল পরিচালনার সুবিধার্থে

কাসাবিন

খাস ও কাসরোগে আশু ফলপ্রদ

যাহাকে। ফ্রেমে যায়, একটু বিশ্রে হাঁপি, সর্দি, কাশি, ইন্ফ্লুয়েঞ্জার প্রথম বা দ্বিতীয় আক্রমণ উপশমের প্রকোপ হয়, তাঁহারা প্রতিবারই উপশমে প্রথম এই ঔষধের কয়েকমাত্রা সেবনেই আশ্চর্যজনক উপকার লাভ করিবেন এবং পুনরায় নিশ্চিন্ত আরামে দৈনন্দিন কর্তব্য সম্পাদনে সক্ষম হইবেন

বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ

কলিকাতা :: বোম্বাই

বিভিন্ন জেলার কোন্ কোন্ অঞ্চলের মৃত্তিকা কি প্রকার তাহা নির্ণয় করা হইবে। ভারতে বিভিন্ন প্রদেশের সার্বের জন্য যে সকল সার আমদানি করা হয় এবং ঐ সকল সার হইতে যে সকল ভারতে তাহা অপেক্ষা বৈজ্ঞানিক সন্ধান পাইবে, তাহা নির্ণয় করিবে। কিন্তু ইহারা কার্য করিবে না, পরামর্শ প্রদান করিবে মাত্র। এই অফিসার ঐ সকল সার প্রস্তুত করিবার কারখানা পরিদর্শন করিবেন।

ভারত সরকার কর্তৃক নূতন ধরণের সামরিক শিক্ষালয় স্থাপনের সঙ্কল্প

সম্প্রতি দেশে এক সাক্ষাৎকার উপলক্ষে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বলেন যে, ভারত সরকার আমাদের জন্য অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে একটি সামরিক শিক্ষা বিভাগ খোলার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এখানে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে সামরিক শিক্ষা দেওয়া হইবে। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি অফিসার যাহাতে বেসামরিক অধিবাসিগণকে সামরিক শিক্ষা দিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করা হইবে। এই সকল অফিসার ভবিষ্যতে সৈন্যবাহিনীর উচ্চপদে নিযুক্ত হইবেন।

পণ্ডিত নেহরু আরও বলেন, আগামী সিমলায় কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশনের পূর্বেই এই বিদ্যালয় স্থাপিত হইবে।

নিখিল ভারত অর্থনৈতিক সম্মেলন

নিখিল ভারত অর্থনৈতিক সম্মেলন আগামী ২৯শে ডিসেম্বর বারাণসীতে আরম্ভ হইয়া এক সপ্তাহ চলিবে। দেশের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদগণ ইহাতে যোগদান করিবেন। ডাঃ জে. সি. সিংহ ও স্যর এম. বিশ্বেশ্বরাইয়া সম্মেলনের আসন গ্রহণ করিবেন। সম্মেলনে বক্তৃতা করিবার জন্য পণ্ডিত জওহরলাল আমন্ত্রিত হইয়াছেন। দেশের বেসামরিক চাউল সম্মেলনের উদ্বোধন করিবেন।

গভর্ণর জেনারেলের মাসিক বেতন ৪৫০০৲ টাকা

ভারত সরকারের অর্থসচিব হৈতে এই মর্মে এক বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হইয়াছে যে, ভারতের গভর্ণর জেনারেল এখন হইতে মাসিক তিন হাজারের স্থলে সাড়ে-চারি হাজার টাকা বেতন পাইবেন। এই বেতন বর্ধনযুক্ত হইবে। ভারত শাসন আইনের "বিশেষ দায়িত্বশীল পরিস্থিতি" অধিবেশনে "অর্থের সঙ্কট ও অবনতির প্রতি বাধা" প্রদর্শিত প্রস্তাব সম্পর্কে বক্তৃতা করিবার সময় প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু এই কথা ঘোষণা করেন। গভর্ণর জেনারেল শ্রীরাজাগোপালাচারী বর্তমানে যাহা পাইতেছেন তাহার বেতন হ্রাসের জন্য প্রস্তাব করিয়াছেন।

বৈদেশিক ভাষা শিক্ষা বিস্তার

অফিসারদিগকে বৈদেশিক ভাষা শিক্ষা করিবার সুযোগ করিয়া দিবার জন্য ভারত সরকারের বেসামরিক সদস্য একটি বৈদেশিক ভাষা শিক্ষা বিভাগের সৃষ্টি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। আপাততঃ ঐ বিভাগের নির্দেশিত ভাষাগুলি শিক্ষা দেওয়া হইবে:—আরবী, ফার্সিয়ান, আরবান, ফারসী, আরবী, চীনা এবং জাপানী। বিদেশস্থিত বড় বড় মিশনের অফিসারদের জন্য ইহাতে বিভিন্ন স্থানে বেসামরিক অফিসারদেরকেও ভর্তি করা হইবে। বিদেশে বেসরকারী শিক্ষালয়ের ব্যবস্থা থাকিলে এবং অফিসারদের ইচ্ছা করিলে অফিসের সময়ই উহাতে যোগদান করিতে পারিবেন। যাঁহারা ভাল পারিবেন না তাঁহাদের জন্য সন্ধ্যার সময় বিশেষ ক্লাসের ব্যবস্থা করা হইবে। ডাঃবার্ডউড্ সী পি. এস. বামাজি এই স্কুলের ডিরেক্টর নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি ১৮টি ভাষা জানেন।

সংবাদলিপি

(পূর্বপৃষ্ঠার পর)

আমদানির উদ্দেশ্যে ব্যয় করিবেন। তবে সরকার এই সাহায্যের জন্য ভারতের হইতে তৈলিম্ব ২১৷৹ টাকা উপসমকরভাবে ধার্য করেন এবং ৫৫ টাকা সরকারের কস্টমসাগরে জমা হয়। বর্তমানে ঐ করের পরিমাণ প্রায় ২.৫ কোটি টাকারও বেশী হইয়াছে। বেশী ও বিদেশী ইস্পাতের দরের মধ্যে যে পার্থক্য আছে, সরকার ঐ করসাগর হইতে তাহা পূরণ করিয়া বিদেশ হইতে ইস্পাত আমদানি করিবেন।

ভারতের শিল্প ও বাণিজ্য সচিবের সম্পাদক মিঃ এস. এ. ব্রেলভীনাম ইস্পাত করের উদ্দেশ্যে গত রবে বিমান যোগে বিলাত অভিমুখে রওনা হইয়াছেন। তিনি বেলজিয়াম, ফ্রান্স, লুক্সেমবার্গ ও জার্মানী পরিভ্রমণ করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। ইস্পাত করের ব্যাপারে তিনি কতদূর সাফল্যলাভ করিতে পারিবেন তাহাতে সন্দেহ আছে,—কারণ ভারতীয়

হুগলী ব্যাঙ্ক লিমিটেড

প্রধান কার্য্যালয়
৪৩, ধর্মতলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

কেন্দ্রীয় কার্য্যালয়
৪২, চৌরঙ্গী,
কলিকাতা।

ফোন
পি কে ৩৪৮

ফোন
পি কে ৪৯৭৪
(৩ লাইন)

পশ্চিম বঙ্গের শিল্পাঞ্চলের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত ২১টি শাখা অফিস আপনার সেবায় নিয়োজিত।

"ব্যাঙ্কিং" ও সমাজ সেবায় সুস্পষ্ট যোগাযোগ রক্ষা আমাদের বৈশিষ্ট্য, আপনার সন্তুষ্টি আমাদের কর্মপন্থা নির্দেশক।

শ্রীধীরেন্দ্র নারায়ণ মুখোপাধ্যায়
এম, এল, এ
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

বিশেষজ্ঞদের মতে বর্তমান আমদানির অবস্থায় ইস্পাত করিলে উহাদের ব্যবসায়িক মূলধারা হইতে লোহ আমদানি করা কঠিন হইবে। মূলতঃ বছরে এই বৎসরে ভারতে ৪৫,০০০ টন ইস্পাত আমদানি করার কথা ছিল, কিন্তু বেলজিয়াম হইতে যে-পরিমাণ ইস্পাত আমদানি হইয়াছে তাহা নিতান্ত নগণ্য। তাহার সরকার মূলধারা সরকারের নিকট দাবী করিয়াছেন যে, ইউরোপের যেসকল ইস্পাত সরবরাহের ব্যাপারে মূলধারার নিকট যেরূপ সাহায্য পাইতেছে, মূলধিকল্প ভারতও সেইরূপ সাহায্য পাইবার অধিকারী। কিন্তু ভারত সরকারের সেই দাবীর উত্তর এখনও পাওয়া যায় নাই। জানান হইতে সমধিক পরিমাণ লাভ পাইবার সম্ভাবনা আছে, তাহার সহ এত চড়া যে ভারতের সঙ্গে তাহা করা একরকম দুরূহ।—ব্রিটেন ভারতে ৩০,০০০ টন ইস্পাত সরবরাহ করিতে প্রস্তুত এবং তাহার যদি লৌহ সরবরাহ করিতে পারে তবে ব্রিটেন তাহার ইস্পাত শিল্পের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি করিতে পারে। বেলজিয়াম হইতে সমধিক পরিমাণ ইস্পাত আমদানি করা সম্ভব, কিন্তু বেলজিয়ামও এখন তাহার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া বেলজিয়ামের মালের জন্য খুব চড়া দাম দিতে হইবে। অষ্ট্রেলিয়ার সঙ্গে ভারত সরকারের লৌহ ক্রয় সম্পর্কে যে আলোচনা চলিতেছিল তাহার ফলাফল এখনও জানা যায় নাই। ষ্টীল ফেডারেশনের বিশেষজ্ঞরা কি ফল হয়, তাহা জানিবার জন্য ব্যবসায়ী মহলে বিশেষ উৎসুক্য আছে, কারণ ভারত পর্যাপ্ত পরিমাণ ইস্পাত আমদানি করিতে পারিলে ভারতের শিল্প সম্প্রসারণের গতি ত্বরান্বিত হইবে বলিয়া সকলেই আশা করেন।

বোম্বাই সরকার মদ্যপান নিবারণের জন্য যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার কোন পরিবর্তন হইবে না বলিয়া জানা গিয়াছে এবং সরকার তাঁহাদের কাজ যাহাতে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয় তাহার জন্য বদ্ধপরিকর। কেন্দ্রীয় সরকার যাহা হউক করিবার জন্য বিদেশ হইতে মদ্যপান নিবারণী পরিকল্পনার প্রাথমিক ব্যয় নির্বাহের জন্য বোম্বাই সরকার প্রায় ৬০ কোটি টাকা ইতিমধ্যে ব্যয় করিয়া ফেলিয়াছেন। ঐ উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক দোকান ইতিমধ্যে সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং সর্বত্রই মদ্যপানের অপকারিতা সম্পর্কে জোর প্রচারকার্য শুরু হইয়া গিয়াছে। স্থির হইয়াছে যে আগামী ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝেই অধিবেশনে ১লা এপ্রিল হইতে মদ্যপান নিষিদ্ধ করিয়া একটি বিল পাশ করা হইবে। ঐ বিলের ফলে সরকারী রাজস্বের যে উৎপাদন ও বিক্রয় কর ধার্য হইতে মদ্যপান-নিবারণমন্ত্রী। ঐ বিলের দ্বারা অবৈধ মদ উৎপাদন ও বিক্রয় বন্ধ করিবার জন্য পুলিশ বিভাগকে অতিরিক্ত ক্ষমতা দেওয়া হইবে এবং পুলিশকে ঐ কাজে সাহায্য করিবার জন্য মদ্যপান বিরোধী স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ করা হইবে।

IT'S HERE

The new Super Cushion Tyre

গুড-ইয়ারের আবিষ্কৃত এবং একমাত্র গুড-ইয়ারের দ্বারাই প্রস্তুত...
এখন সবরকম চল্‌তি সাইজেই পাওয়া যাচ্ছে।

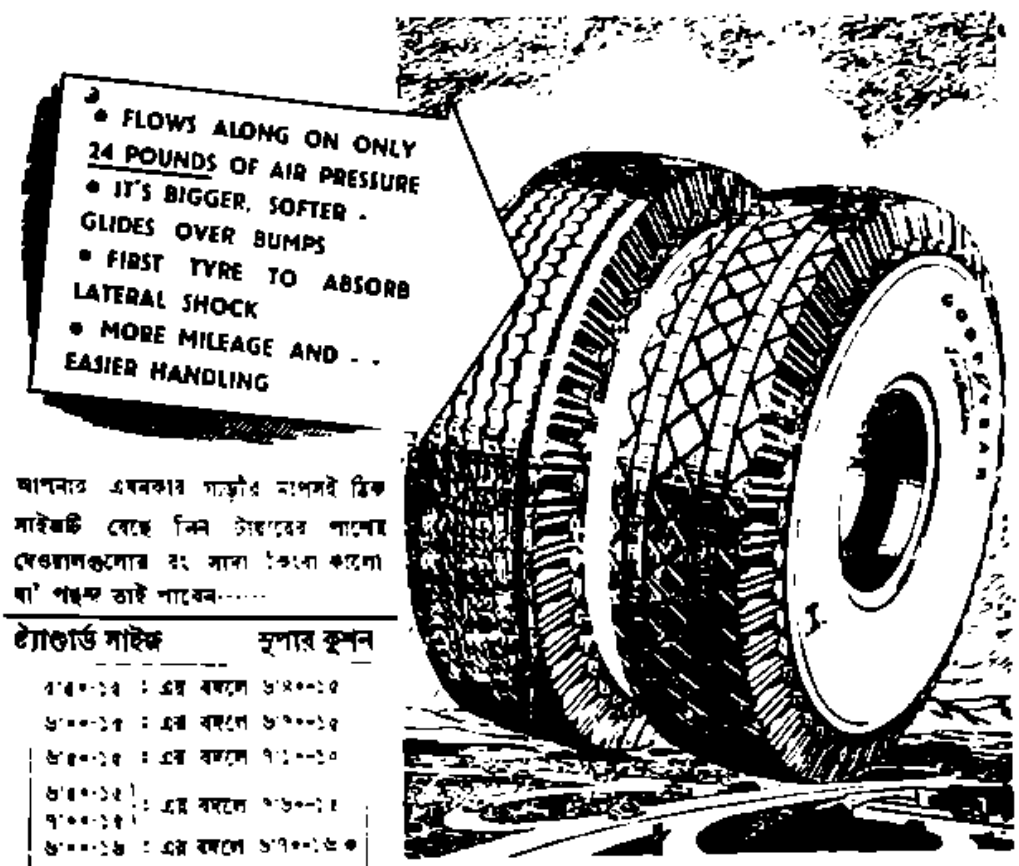

আপনার এখনকার গাড়ীর মাপেরই ঠিক সাইজটি বেছে নিন টায়ারের পাশের দেওয়ালগুলোর রং সাদা কিংবা কালো যা' পছন্দ তাই পাবেন.....

ষ্ট্যাণ্ডার্ড সাইজ		সুপার কুশন
৫'৫০-১৫	এর বদলে	৬'০০-১৫
৬'০০-১৫	এর বদলে	৬'৫০-১৫
৬'৫০-১৫	এর বদলে	৭'১০-১৫
৬'৫০-১৫ ৭'০০-১৫	এর বদলে	৭'৬০-১৫
৬'০০-১৬	এর বদলে	৬'৭০-১৬ •
৬'৫০-১৬	এর বদলে	৭'১০-১৬ •

• শীঘ্রই তাকতে তৈরী হবে।

আপনার নিকটবর্তী গুড-ইয়ার ব্যবসায়ীর কাছে এক সেট সুপার-কুশনের জন্যে এখনই অর্ডার দিন।

GOODYEAR

ভারত-পাকিস্থান সম্মিলনে চুক্তি

ভারত সরকারের পররাষ্ট্র সচিব এবং ইস্লামাবাদে প্রধান কার্যালয় স্থাপনের জন্য ভারত সরকারকে পাকিস্থান ও ভারতীয় প্রতিনিধিদের মধ্যে যে আলোচনা গত ১৩ই ডিসেম্বর তারিখে নূতন দিল্লীতে সমাপ্ত হয়েছে তার ফলে অনেকগুলি ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহাদিগের মূল বিষয় এই :—

ভারত ও পাকিস্থান সম্মেলনের যে অধিবেশন গত ৯ই ডিসেম্বর আরম্ভ হইয়াছিল, অদ্য সমাপ্ত তাহা সমাপ্ত হইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে উভয় অধিবেশনের বিভিন্ন সংক্রান্ত বহু বিষয় আলোচিত হইয়াছে। ইহা প্রধানতঃ তিনটি ভাগে বিভক্ত হইতে পারে :—

(ক) কলিকাতা চুক্তির রাজনৈতিক ধারাসমূহ কার্যে পরিণত করা, পূর্ব বঙ্গ ও পশ্চিম বঙ্গ, পূর্বাঞ্চল ও আসাম, পূর্ব বঙ্গ ও ত্রিপুরা সীমান্ত সংক্রান্ত বিষয়ে, ইতিমধ্যে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে, পূর্ব ও পশ্চিম রাজ্যের সীমান্ত, প্রভৃতি রাজনৈতিক সমস্যাসমূহ। (খ) কলিকাতা ও করাচী চুক্তির অর্থনৈতিক ধারাসমূহ কার্যে পরিণত করা, স্থায়ীভাবে সম্পত্তি সংক্রান্ত চুক্তি ১৯৫৪ সালের ৮ই জুলাই অনুষ্ঠিত চুক্তির বিবরণসমূহ, রেলওয়ে, ডাক ও তার বিভাগ, বেসামরিক বিমান এবং বন্দর প্রভৃতি সম্বন্ধে ও সংখ্যালঘু সম্পর্কে চুক্তি এবং এই সম্পর্কিত ব্যবস্থা সমূহ ও পাওনা বিভাগ সংক্রান্ত আর্থিক ও অন্যান্য ব্যবস্থা, সীমান্তাঞ্চলের অধিবাসী এবং ব্যবসায়ের স্বার্থরক্ষার প্রয়োজনীয় প্রভৃতি অর্থনৈতিক বিষয়সমূহ। (গ) বিমান পরিবহনের নিরাপত্তা ব্যবস্থাদি নির্ধারণের প্রয়োজনীয় বিষয় প্রভৃতি বিবিধ বিষয়।

এই সকল ব্যাপারে অনেকগুলি মীমাংসা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পূর্ব চুক্তি কার্যে পরিণত করা সম্পর্কে যে বিরোধ এবং অসুবিধা দেখা দিয়াছে, তাহা দূর করিবার জন্য এবং বর্তমান চুক্তি কার্যে পরিণত করা সম্পর্কে উভয় পক্ষই ঐকমত্য প্রকাশ করিয়াছেন।

দুই সরকারের প্রতিনিধিসমূহ অধিবিলম্বে কার্যে বিষয়ে করিবার ব্যবস্থা করা হইবে এবং প্রত্যেক মিলিনিয়নের একজন মন্ত্রী, অধিক দুইজন সরকারী কর্মচারী এবং সংবাদপত্রের দুইজন প্রতিনিধি লইয়া গঠিত হবে সংক্রান্ত পরামর্শ কমিটি গঠিত হইবে। এই কমিটি কেবলমাত্র সংবাদপত্র মারফৎ, পুস্তক ও অন্যান্য প্রচারকার্য, বেতার, ছায়াচিত্র প্রভৃতির উপায় দুই রাষ্ট্রের চুক্তির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ধারাসমূহ কার্যে পরিণত করার জন্য কেন্দ্রে এবং প্রত্যেক মিলিনিয়নের বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠান থাকিবে। মিলিনিয়ন কমিটির মধ্যে প্রতি মাসে বৈঠক হইবে এবং পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের প্রধানমন্ত্রিদ্বয় এবং তাঁহাদের কেবিনেটসমূহের মধ্যে মাঝে মাঝে বৈঠক হইবে।

৩। ১৯৫১ সালের ১৪ই কেব্রুয়ারীর মধ্যে প্রত্যেক্ষ এবং ভিসা সংক্রান্ত বোর্ড এবং স্থায়ী সম্পত্তি বিষয় সংক্রান্ত বোর্ড গঠিত হইবে।

৪। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্থান এবং পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের বিভাগের ঘটনা সম্পর্কে তিনটি প্রশ্নের ও বেসামরিক বিমান সংক্রান্ত বিষয় আলোচনার পর স্থির হইয়াছে যে, উহারা অত্র মিলিনিয়নের সঙ্গেই ভিসা সংক্রান্ত এবং সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া যাতায়াতের সীমানা করিবেন এবং ভবিষ্যতে এরূপ ব্যাপারে যা আছে, তাহার ব্যবস্থা করিবেন।

৫। সীমানা সংক্রান্ত বিরোধ মীমাংসার জন্য একটী ট্রিব্যুনাল বিচার বিভাগীয় ট্রিব্যুনাল গঠিত হইবে। এই ট্রিব্যুনালের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যতদিন সীমানা বিচ্ছিন্ন না হয়, ততদিন সীমান্ত ছাউনী বিলুপ্তকল্পে বিভিন্নরূপ ব্যবস্থা স্থির হইয়াছে :—

(ক) দুর্গিয়ানা-রাজেস্থানী ও দুর্গিয়ানা-ফিরোজপুর সীমান্তে যে সকল অঞ্চল সম্পর্কে বিরোধ রহিয়াছে, সেখানে পাহারার ব্যবস্থাই বজায় থাকিবে। কিন্তু শর্ত এই যে, যেখানেই আন্তর্জাতিক-চলাচল বন্ধ করার কারণে বিশেষ পূর্ব বঙ্গ পর্যবেক্ষণের কর্তৃপক্ষগুলি ঘুরপথে যাই (রাজাবালপুর) এলাকার ফেরারদের যাতায়াত পারিবে এবং উক্ত অঞ্চলের সরহদী বাসিন্দাদের অভাবে উহা দিতে পারিবে।

৬। পূর্বাঞ্চল-আসাম সীমান্তে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সংরক্ষিত বসতভূমি সম্পর্কে চুক্তি এইরূপ—

(ক) সংরক্ষিত বসতভূমির চতুর্দিকের পাঁচ মাইলের মধ্যে কোন সরকারেরই কোন সশস্ত্র বাহিনী থাকিবে না।

(খ) সংরক্ষিত বসতভূমির যে অংশ স্ট্রাটেজিক লাইনের পশ্চিমে অবস্থিত, উহা পূর্ব বঙ্গ পর্যবেক্ষণের বন্ধনে এবং যে অংশ স্ট্রাটেজিক লাইনের পূর্বে অবস্থিত, উহা আসাম পর্যবেক্ষণের বন্ধনে থাকিবে।

(গ) সংরক্ষিত বসতভূমির যে অংশ স্ট্রাটেজিক লাইনের ব্যবধান অধীন থাকিবে, উহাতে নূতন কোন ঘুরাফিরা বা অন্য কিছু পড়িয়া তোলা হইবে না বলিয়া উভয় পক্ষ প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। অবশ্য সংরক্ষিত বসতভূমির অভাবে স্ট্রাটেজিক লাইনের উপর দিয়ে ও নিম্ন ভৈল উত্তোলন সম্পর্কে বিশেষ কোন কারণের প্রয়োজন হইলে তাহাতে বাধাদান করা হইবে না।

৭। কলিকাতা চুক্তি ও করাচী চুক্তির অর্থনৈতিক ধারাগুলিকে কার্যে রূপ দেওয়া সম্পর্কে সম্মেলনে আলোচনা হইয়াছে। যে সকল বিষয়ে অনৈক্য ছিল সেগুলির সমস্তই মীমাংসা হইয়াছে। চুক্তিকে কার্যে রূপ দিতে গিয়া যে সকল অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে, সেগুলি দূরীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের নূতন সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। জমানী ব্যবসায় বাণী ও মাল চলাচল সম্পর্কে যে সকল বিধি-বিধান ও ব্যবস্থা রহিয়াছে, সেগুলি পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইয়াছে এবং উভয় মিলিনিয়নের মধ্যে ব্যবসায়িকদের সুবিধের অসুবিধা দূরীকরণ হ্রাস করা এবং উহা মিলিনিয়নের মধ্যে সমতার স্থাপিত দূরি করার উপায় স্থির করা হইয়াছে। এক মিলিনিয়ন হইতে অন্য মিলিনিয়নে অবশ্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ সম্পর্কে করাচী চুক্তিতে যে ব্যবস্থা ছিল সে সম্পর্কে উভয় মিলিনিয়ন এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, অপেক্ষাকৃত কমসংখ্যক পণ্যাদি প্রেরণ করা হইবে এবং কম মূল্যে চলাচলের যে সকল প্রতিবন্ধক রহিয়াছে, সেগুলি দূর করা হইবে। এ সকল আলোচনার একটি অত্যন্ত সন্তোষজনক ফল হইয়াছে এই যে, ঘাটাল কিস্তিসোনাল হইতে বাদ ক্রয় করিয়াছেন, তাঁহারা এখন মালের ডেলিভারি লইতে পারিবেন বা কমসূচী দেখে চালিতে পারিবেন। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলি এখন ভারতবর্ষে বা পাকিস্থানে অবস্থিত হেডকোয়ার্টার হইতে অন্য মিলিনিয়নে অবস্থিত কারখানায় মাল প্রেরণ করিতে পারিবেন এবং উহার ফলে শিল্প উৎপাদনে বিশেষভাবে সাহায্য করা হইবে। উভয় মিলিনিয়ন বাজেয়াপ্তীকৃত সম্পত্তি সম্পর্কে যে সকল সমস্যা রহিয়াছে, বাজেয়াপ্তী সম্পত্তি কমিটি সেগুলি বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন। সম্মেলনের সম্মুখে নূতন কতকগুলি সমস্যাও দেখা দিয়াছে এবং উভয়ের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কতকগুলি বিষয়ে মীমাংসা হইয়াছে।

৮। নিম্নোক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে মীমাংসা হইয়াছে এগুলি এতদিন উভয় পর্যবেক্ষণের বিবেচনাধীন ছিল।

(ক) চুক্তিসম্পর্ক সম্পর্কে স্থির হইয়াছে যে, রেজিস্টার্ড বেকার্ড রক্ষাকরের কাছ অনাবিত করার উদ্দেশ্যে সাহায্য ও অন্যত্র অবস্থিত দুইজন ডেপুটি রাইফলিমনারকে লইয়া একটি কমিটি গঠন করা হইবে।

(খ) উভয় মিলিনিয়নের বাজেয়াপ্তীকৃত ব্যবসায়ে অধিকতর ক্ষতির সহিত তাহাদের সম্পত্তির সংখ্যাদি পাইতে সাহায্য এবং সম্পত্তির রক্ষাবেক্ষণকারী বিকট সাহায্যের অভাব অভিযোগ জানাইতে পারেন, স্থির হইয়াছে যে, যে মিলিনিয়নে সম্পত্তি রহিয়াছে, সেখানকার রক্ষাবেক্ষণকারীর (বাজেয়াপ্তীকৃত সম্পত্তির) সহিত যোগাযোগ রক্ষাকারী কর্মচারীরা অধিকতর যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিবেন।

(গ) সমস্ত অঞ্চলের ব্যবসায় সম্পত্তি সম্পর্কে স্থির হইয়াছে যে, মাসিক ভাড়া আদায় ও হিসাবনিকাশ শেষ করার ব্যবস্থা করা হইবে।

(ঘ) অন্যান্য সম্পত্তি সম্পর্কে স্থির হইয়াছে যে, অমৃতসর ও লাহোরে অবস্থিত দুইজন ডেপুটি হাই-কমিশনার একত্র মিলিত হইয়া এ সকল সম্পত্তি আদায় প্রদানের ব্যবস্থা স্থায়িত্ব করিয়া তুলিবেন।

(ঙ) উভয় করদাতাদের আয়কর নিষ্পত্তির ব্যবস্থাও স্থির হইয়াছে। যেসব কর পরিশোধে না করার যে সম্পত্তি ক্রোক হইয়াছে, তাহা বিক্রয় বা বিক্রয়ের পরবর্তি ক্রেতার এক বৎসরের মধ্যে তাহাদের সম্মতি ছাড়া বিলাসে বিক্রয় করা হইবে না।

(চ) কমিটি যে সকল নূতন বিষয় আলোচনা করিয়াছেন তন্মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে মীমাংসা হইয়াছে—

(ক) খেয়া বিভাগ ও বন্দরসমূহ, (খ) সরকারী ও আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানের বিকট হইতে প্রাপ্য উপায়নের টাকা পয়সা। যে সকল বিষয়

(বেকারণ ১৪২ পৃষ্ঠায়)

অর্থসংবাদ

চলতি নোটের পরিমাণ বৃদ্ধি

১২ই ডিসেম্বর তারিখে শেষ সপ্তাহের জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার প্রকাশিত হিসাব-নিকাশে দেখা যায় আলোচ্য সপ্তাহে উক্ত বিভাগে চলতি নোটের পরিমাণে বৃদ্ধি ঘটিয়াছে (১৪-১২-৫৮ কোটি টাকা ১১,১১,১১ কোটি টাকা)। ব্যাঙ্কিং বিভাগে রক্ষিত নোটের পরিমাণ পূর্ববর্তী সপ্তাহের ২৩.৮৭ কোটি টাকা হইতে হ্রাস পাইয়া বর্তমান সপ্তাহে ১৩.৮৭ কোটি টাকা হইয়াছে। সমগ্র নোটের পরিমাণও হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে (১,১১.৮২ কোটি টাকা—১,১১,৮৮ কোটি টাকা) দেখা যায়। সপ্তাহিক হিসাব বিচার করিলে, দেশীয় মুদ্রার পরিমাণ ৫৩ লক্ষ টাকা হ্রাস পাইয়া ৪৪.৭৮ কোটি টাকা হইয়াছে। সপ্তাহিক অন্যান্য ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন দেখা যায় নাই।

ব্যাঙ্কিং বিভাগে কেন্দ্রীয় সরকারের জমা ২১৭.১৭ কোটি টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ২১৭.৩৩ কোটি টাকা হইয়াছে। তবে অন্যান্য সরকারী জমার হ্রাস সংঘটিত হইয়াছে। (১৩.১৮ কোটি টাকা—১১.৭৭ কোটি টাকা)। তফসিলি ব্যাঙ্কসমূহের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে (১.৩ কোটি টাকা—১.৮০ কোটি টাকা) এবং অন্যবিধজমার পরিমাণে উল্লেখ দেখা গিয়াছে (৯১.১৮ কোটি টাকা—৮৮.১৭ কোটি টাকা)। সরকারের প্রতি ঋণ ও হাওলের পরিমাণ আলোচ্যভাবে বর্ধিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে ৯.৭৭ কোটি টাকা (৯.২৭ কোটি টাকা) এবং অন্যান্য ঋণ ও হাওলের পরিমাণও বৃদ্ধি পাইয়াছে দেখা যায় (৪,১১ কোটি টাকা —৩.১৮ কোটি টাকা)। বিদেশের জমার মূল্যের অবনতি দেখা যায় (১৩.৮১ কোটি টাকা

৯ই ডিসেম্বর তারিখে শেষ সপ্তাহের জন্য তফসিলভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের প্রকাশিত হিসাব-নিকাশে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে, ঐ সময়ে ব্যাঙ্কসমূহের হাতে নগদ পরিমাণ ৩৫ লক্ষ টাকা হ্রাস পাইয়া ১৩.১০ কোটি টাকা হইয়াছে এবং অন্যান্য তারিখান্তে ব্যাঙ্কসমূহের নিকট হইতে ঋণের পরিমাণ ৮.৫ লক্ষ টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ২১.৫ লক্ষ টাকা হইয়াছে। অন্যান্য ক্ষেত্রসমূহের মধ্যে পরিমাণও বৃদ্ধি পাইয়াছে (১১৮.৭৮ কোটি টাকা—১১৭.৮১ কোটি টাকা)। তফসিলি নয় জমার পরিমাণ ৬৮.১২ কোটি টাকা হইতে হ্রাস পাইয়া ৬৮.২৪ কোটি টাকা হইয়াছে। বিদেশী ব্যাঙ্কে রক্ষিত জমার পরিমাণেও অবনতি ঘটিয়াছে দেখা যায় (৮১.১১ কোটি টাকা—৮৫.৫১ কোটি টা [illegible] সমূহের পরিমাণও পূর্ববর্তী সপ্তাহের ৩১১.৪৮ কোটি টাকা হইতে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া ৩১৮.১৮ কোটি টাকাতে দাঁড়াইয়াছে। তফসিলি ব্যাঙ্কসমূহের পরিমাণ কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে (১৮.৮৭ কোটি টাকা—১৮.৭৬ কোটি টাকা)

ফোন—ক্যাল ৩৮৫১

প্রিমিয়ার ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কস্

১১৫, প্রিন্সেপ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ছাপাখানা সংক্রান্ত ইঞ্জিনীয়ারস্,
লাইনোটাইপ, ইন্টারটাইপ, লেটারপ্রেস ও অফসেট মেশিন
সংস্থাপন, তত্ত্বাবধান ও জীর্ণসংস্কার কার্য্যে বিশেষজ্ঞ
এবং
সর্বশ্রেণীর মুদ্রাযন্ত্র
ও
মুদ্রণ সরঞ্জাম ব্যবসায়ী।

ভারতীয় বাণিজ্য সম্মেলনের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন

২৩এ ডিসেম্বর হইতে আরম্ভ

আগামী ২৩এ, ২৪এ ও ২৫এ ডিসেম্বর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ভবনে এসোসিয়েটেড বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডক্টর, কে ঘোষের সভাপতিত্বে ভারতীয় বাণিজ্য সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইবে।

সম্মেলনের উদ্যোক্তা আয়োজনের জন্য গত ৯ই নভেম্বর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাইন্যান্সের অধ্যাপক শ্রী, এম বাসাকির সভাপতিত্বে ও অন্য বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও শিক্ষাবিদের উপস্থিতিতে এক সভা হয়। সভায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ কর্মকর্তা নির্বাচিত হন :—

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাইন্যান্সের অধ্যাপক শ্রী, এম বাসাকি।

কোষাধ্যক্ষ—কলিকাতার শেরিফ শ্রীযুক্ত এন, সেন।

সম্পাদক—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি ও বাণিজ্য বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডাঃ বিমল সরকার।

যুগ্ম সম্পাদক—অধ্যাপক শ্রী, কে. রায় (বিজ্ঞাপন সচিব)।

এতদ্ভিন্ন ৬০ জন সদস্য লইয়া একটি ওয়ার্কিং কমিটি ২০ জন সদস্য লইয়া একটি অর্থনৈতিক কমিটি, ৩০ জন সদস্য লইয়া একটি আয়োজন-প্রচার কমিটি, ৩০ জন সদস্য লইয়া একটি আবাসিক কমিটি ও ১০ জন সদস্য লইয়া একটি পার্লামেন্টারি কমিটি গঠিত হয়।

সম্মিলিত ভাবে অভ্যর্থনা সমিতির সদস্য হইবার টাদা ধার্য করা হইয়াছে : সাধারণের পক্ষে ১০ টাকা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ১০০ টাকা এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও কারখানা কোম্পানীর পক্ষে ২০০ টাকা।

আলোচ্য বিষয়

ভারতে ভারীশিল্পের, ভারতে মূলা বৃদ্ধি, ভারতীয় বীমা সমস্যা।

কর্মসূচী

২৩এ ডিসেম্বর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হাউসে সকাল ১০টা হইতে বিকালের ১২টা—ভারতীয় শিল্পে 'মেক্সোয়েভার্স', ডাঃ নরেন্দ্রনাথ সাহা কর্তৃক উদ্বোধন বক্তৃতা, অধ্যাপক এম কে ঘোষ (এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়) কর্তৃক সভাপতির অভিভাষণ ও অন্যান্য বক্তৃতা পাঠ। বেলা ১২টা হইতে রাত্রি ১০টা পর্যন্ত বিশ্বভারতী পরিদর্শন, ভারতে ভারীশিল্প সম্পর্কে প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনা, প্রীতি সম্মেলন, প্রীতি ভোজ ইত্যাদি।

২৪এ ডিসেম্বর সকাল ১০টা হইতে বেলা ১২টা—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ হলে ভারতে

(শেষাংশ ১৪৮ পৃষ্ঠায়)

সপ্তাহের আলোচনা

বস্ত্র শিল্পের ভবিষ্যৎ

সরকারের মূল্যনীতি বিশ্লেষণ পরিচ্ছেদের শেষে আমি সরকার বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণের ফলে মূল্য উর্ধ্বগতি রোধ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

মূল্যবৃদ্ধিজনিত ফলে যাহাতে উৎপাদন বৃদ্ধির ও ভোগ অস্বাভাবিক সঙ্কীর্ণ না হয়, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সরকার বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণের ফলে মূল্য উর্ধ্বগতি রোধ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

মূল্যবৃদ্ধিজনিত ফলে যাহাতে উৎপাদন বৃদ্ধির ও ভোগ অস্বাভাবিক সঙ্কীর্ণ না হয়, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া

[illegible] হইতে যেমনই সাধারণ ক্ষেত্রগুলির [illegible] যাহাতে অধিকার করা না হয় তাহার প্রতিও [illegible] দৃষ্টি রাখিতে হইবে। অতি শীঘ্রই 'ক্ষেত্রের [illegible] সৃষ্টি করিবার লক্ষ্য নির্দিষ্ট করিয়া উহাদের [illegible] সরকারের মূল্যের কাছাকাছি রাখিয়া উৎপন্ন [illegible] দেশের সব পণ্যের পরিবর্তে আমদানি করিতে [illegible] হইবে না। সেই জন্য পরিকল্পনা করিবার [illegible] সঙ্গে মূল্য নির্ধারণের ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতা [illegible] অবলম্বন করিয়াছেন। ইহাই বস্তুতান্ত্রিকতার সম্পর্কে [illegible] সরকারের বিভিন্ন বিভাগের জানা।

* *

বস্ত্রের ব্যাপারে মূল্যনিয়ন্ত্রণ এক জটিল সমস্যা সৃষ্টি করিয়াছে। প্রধানতঃ পরিবহনের উপর [illegible] জন্য তাহাদের মূল্যবৃদ্ধি বিভিন্নরূপ হইয়া [illegible] ঐ কারণের জন্য বিভিন্ন উচ্চ মূল্যের স্থানে [illegible] যে উৎপাদন বৃদ্ধির পথে অন্তরায় সৃষ্টি হইয়াছে। [illegible] বস্ত্রের পরিমাণ কমাইয়া বস্ত্র শিল্পের [illegible] বিক্রয়কেন্দ্রে [illegible] তাহাতে কারখানার স্থায়িত্ব [illegible] সঙ্কট দেখা দিবে। সরকারের [illegible] যদি আমদানি প্রতিরোধ করিতে পারিতেন [illegible], তাহা হে কোন প্রকারেই হউক সরকার [illegible] সংরক্ষণ দূর করিতে হয়। তাহাতে [illegible] কারিগরদের বর্তমানের [illegible] পরিবর্তন করেন, তাহা হইলে সরকারের পক্ষে [illegible] হয়। বস্ত্রশিল্পের পরিবর্তে অন্য সরকার [illegible] কারখানাকে অধিকমূল্যে [illegible] করিতে বাধ্য করিতে পারেন না। এই বিষয়ে শেষ পর্যন্ত [illegible] সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইবে তাহা এখনও [illegible] যাইতেছে না। তবে ইহা ঠিক যে বস্ত্রশিল্প যদি তাহাদের [illegible] উৎপাদন করিয়া চলে এবং এখনও অযৌক্তিক লাভ করিবার চেষ্টা ত্যাগ না করে, তাহা হইলে তাহারা সমাজের বিদ্বেষের সম্মুখীন হইবে।

বাজারদর

বাজারের বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে বিশেষ লক্ষ্য করা যায়, তবে ও ছোলার দরে কোন পরিবর্তন দেখা যায় নাই। চালের বাজারে মন্দাভাব লক্ষ্য করা যায়। অতিরিক্ত এলাকায় চাউলের দর কিছু বৃদ্ধি পায়। রাজধানীর বাজারে বিভিন্ন ধান্যজাতের দর নিম্নরূপ ছিল:—আমন ১৯৲, ছোলা ১৩৲৩, দর ১৩৲৩, মুসুরী ১৩৲, বাজরা ১৩৲, অড়হর ১৪৲, মুগ ২০৲৩।

কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে প্রার্থিত বাজেট পাওয়া যায় নাই বলিয়া বুকস্কেপে মনের অভাব দেখা দিয়াছে, খুচরা পাত্রাদের ব্যবসায়ে ছাঁটা আকার ধারণ করিয়াছে। দিল্লী ও উত্তরপ্রদেশের এলাকায় অবশ্য দর ৩৲-৩১৲ পর্যন্ত উঠিয়াছে, অন্যত্রও ও আকাশের দাম দর ২৮৲ হইতে ৩০ টাকার মধ্যে আছে। গত এই বিক্রয়ের যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ৩১,০০০ টন আ, ৩০০ টন রপ্তা, ১,৫০০ টন চাউল বিদেশ হইতে আমদানি হইয়াছে।

পশ্চিম বঙ্গে চাউলের মজুতের পরিমাণ ১৯ টাকার দর এবং মুখ্যমূল্য মূল্যের তুলনায় (মজুতির ৩০) পাঁচ গুণেরও বেশী। পশ্চিম বঙ্গ সরকার বহুমান অবস্থার ঐ দরের মধ্যে যাহাতে চাউলের দর স্থির থাকে তাহার চেষ্টা করিতেছেন এবং তাঁহারা জোর করিয়া চাউলের দর কমাইয়া দরের বাজারে বিশৃঙ্খলা আনয়ন করিতে চাহেন না বলিয়াই মনে হয়

পাট

কারা পাটের দরের মূল্য বৃদ্ধির ফলে পাট ব্যবসায়ে নতুন দিক দিয়া আকার ধারণ করিয়াছে। অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির ফলে বর্তমানে পাট ব্যবসায়ের সঙ্কটের আর্থিক লাভ দেখা দেওয়ায়, ব্যবসায় অচল হইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। বিদেশে মজুত পাটের পরিমাণ কমিতে কমিতে এমন অবস্থায় পৌঁছিয়াছে যে, অবস্থার প্রতিকার না হইলে পাটশিল্পে উৎপাদন বন্ধ হওয়ার আশঙ্কা। এই অবস্থার সরকার কি করিবেন তাহার জন্য সকলেই অপেক্ষা করিয়া আছেন। মিল ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে যে চুক্তি হইয়াছে তাহা পরিবর্তন করিয়া 'আট বটমের' দর ৩৩৲ হইতে ৩১৲ করা হইয়াছে, কিন্তু বস্তুতঃ তাহার দর হইয়াছে ৩২৲ এবং অবস্থা যেরূপ দেখা যাইতেছে তাহাতে মনে হয় যে 'আট বটমের' দর ৫০ টাকা পর্যন্তও উঠিতে পারে।

তুলা

বোম্বাইয়ের তুলার বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে কোন পরিবর্তন দেখা যায় নাই এবং বাজারে নিষ্ক্রিয়তা লক্ষ্য করা যায়। এই সপ্তাহে বাজারে খুব সামান্যই কেনা-বিক্রয় হইয়াছে, কারণ সকলেই বাজেট ঘোষণার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। সকলের মতে আগামী সরকারের অধীনে অধিক সরকার বাজারে মূল্যবৃদ্ধি করিতেছে এবং বিদেশ করিয়া ফেব্রুয়ারীর দর মার্চমাসে সর্বোচ্চ দর পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে। ফেব্রুয়ারীর দর ৩১২৲ হইতে উঠিয়া সপ্তাহের শেষের দিকে ৩১৬৲ পর্যন্ত উঠে। শেষ পর্যন্ত আই, সি, সি মেঃ দর ৩০৫.০, ফুলাইয়ের দর ৩০৬৲০ এবং মেপেস্টের দর ৩০৮৲ পর্যন্ত উঠে।

বিভিন্ন উৎপাদন কেন্দ্র হইতে যে সংবাদ পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে মনে হয় এই বৎসর ফলে উৎপাদন আশানুরূপ হইবে না, ইতিমধ্যে বিলম্বিত প্রয়োজনীয় তুলা সংগ্রহ করিতে না পারিয়া বিদেশ অনুবিধায় পড়িয়াছে এবং অবস্থা দেখিয়া মনে হয় বিলম্বিত তালিকের বস্ত্র উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস করিতে পারা যাইবে। তাহাড়া সরকার আমদানী হ্রাস করিবার যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে মিলগুলির আয় আরও হ্রাস প্রাপ্ত হইবে বলিয়া তাহারা বিশেষ অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছে। তাহার সরকার প্রধান ও অন্যান্য স্থান হইতে যে তুলা আমদানি করিতে ব্যবস্থা করিয়াছেন, সেই তুলারও মূল্য উর্ধ্বগতির দৃষ্টি পাইতেছে বলিয়া মিলগুলি আশঙ্কা প্রকাশ করিতেছে

গুড় ও চিনি

আলোচ্য সপ্তাহে কৃষ্ণনগরের গুড়ের বাজারে তেজীভাব লক্ষ্য করা যায় এবং অধিক সরবরাহ ও মন্দ বাজারে দরের উন্নতি হইয়াছে দেখা যায়। মন্দ বাজারে আমদানির পরিমাণ পূর্ববর্তী দুই সপ্তাহের তুলনায় অনেক কম হইলেও রপ্তানির পরিমাণ সমানই আছে। আশঙ্কা করা হইয়াছিল বস্তু বাড়াই করিবার ব্যবস্থায় বালসাড়ার অভাবের জন্য গুড় রপ্তানির পরিমাণ হ্রাস পাইবে। কিন্তু সেরূপ বালসাড়ার অভাব অদ্যাবধি ঘটে নাই। তাহাড়া চিনির দর হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও গুড়ের উৎপাদনের চাহিদা বৃদ্ধি এবং ইক্ষুর কিয়দংশের অন্য-ব্যবস্থায় বাজারের বৃদ্ধির ফলেই গুড়ের বাজারে এই তেজীভাব দেখা দিয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। বর্তমান গুড়ের দর ১৮৲০ ছিল। বাজারে নূতন গুড় আমদানি সুরু হইয়াছে বলিয়া ঐজন্যে গুড়ের দর সামান্য হ্রাস পাইয়াছে।

চিনির বাজারে নিষ্ক্রিয়তা দেখা গিয়াছে। এমন কি কানপুরের আলোচ্য সপ্তাহে বিশেষ কাজ হয় নাই। মূলার নিয়ন্ত্রণকে সরকার নির্ধারিত মূল্যে চিনি সরবরাহ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেছে এবং সরকারের নূতন নিয়ন্ত্রণ পরিবর্তনের দাবী করিতেছে। আলোচ্য সপ্তাহে চিনির চাহিদার বিশেষ দেখা যায় নাই।

কানপুরে চিনির মণ প্রতি মূল্য ৩১৲ হইতে ৩৩ টাকার মধ্যে আছে। কিন্তু আমদানী অবরোধের ফলে সরকারী দর ২৮৲০ স্থির করা হইয়াছে। বাঙ্গুরে চিনির দর ৩৯৲০, অথচ অমৃতসরে চিনির দর ২৯৲০ পর্যন্ত নামিয়াছে।

চা

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার বাজারে ১২,০০০ প্যাকেজ চা বিক্রয় হইবার কথা ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ১৮,০০০ প্যাকেজ চা বাজারে আসা হয়। উচ্চ শ্রেণীর চায়ের চাহিদা প্রবল ছিল এবং আধা-আধা চায়ের চাহিদাই ছিল সবচেয়ে বেশী। উচ্চশ্রেণীর চায়ের দর ৬ পাইয়ের চেয়েও বেশী বলিয়া হয়। মধ্যম শ্রেণীর আধা চায়ের দরেও সামান্য উন্নতি হয়, কিন্তু পাতা চায়ের কিছু অবনতি হয়। সাধারণ শ্রেণীর চায়ের বাজার মন্দা ছিল এবং কোন ক্ষেত্রেই দর স্থির থাকিতে যায়।

প্রায় ১৯,০০০ প্যাকেজ খাঁড়া চা আমাদানীর বাজারের জন্য ছাড়া হয় এবং মধ্যশ্রেণীর চায়ের চাহিদা প্রবল ছিল। রিডিয়ম আমদানের চাহিদা ও দরই সর্বাপেক্ষা বেশী ছিল।

(বেয়ালিশ ১৬৩ পৃষ্ঠায়)

শীতকালের কথা

"নিম্নতম মূল্য" বজায় রাখা আবশ্যক

কলিকাতার মেয়রের অনুরোধ

গত দুই সপ্তাহে বাজারে যে উৎসাহ দেখা দিয়াছিল আলোচ্য সপ্তাহে তাহা সংরক্ষিত হয় নাই। সপ্তাহের প্রথম দিকে কাঁচামাল ও দেশজাত উৎপন্ন দ্রব্যের ক্রমে উন্নতি দেখা গেলেও পরে মুনাফা ও ফাটকাবাজারে পুনরায় মূল্যমান প্রকট হইয়া পড়ে। বড়দিনের ছুটি আসন্ন বলিয়া বিক্রয়ের প্রাচুর্যও লক্ষিত হয়। কিন্তু ট্যারিফ বোর্ড (Tariff Board) সম্বন্ধে অনুমান করিয়া ব্যবসায়ীরা যে আশা করিয়াছিল, তাহা সফল হয় নাই। ইহার প্রতিক্রিয়া কলিকাতার বাজারের আত্মপ্রকাশ করে এবং এখানের সমস্ত বিষয়েই উহা লক্ষণীয় হয়। আলোচ্যসপ্তাহে তেজ ও অন্যান্য রাসায়নিক অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় অর্থ দপ্তরের বক্তৃতা বাজারে নূতন প্রেরণার সঞ্চার করিলেও আজ বাজারকে এই সকল অনুষ্ঠান আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই। যদি শুল্কের অন্য পুনরায় দরের উন্নতি দেখা দিয়াছে, কিন্তু ইহা স্থায়ী হইবে কিনা তাহা নিশ্চয়রূপে বলিবার উপায় নাই।

• • • •

বাজারের অনিশ্চিত গতিবিধি যে সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হয় নাই, বোম্বাইয়ের বাজারের সাম্প্রতিক আচরণ হইতেই তাহা অনুমান করা সম্ভবপর। গত অক্টোবর সপ্তাহে টাটা ডেফার্ডের যে ক্রমবর্ধিতের দৃষ্টি পাইলেও, অন্যান্য বিভাগে সেই অনুপাতে অতি সামান্য উন্নতিই দৃষ্ট হইয়াছে। এমন কি টাটার সাধারণ শেয়ারের ডেফার্ড শেয়ারের অনুপাতে কোন উন্নতি দেখা যায় নাই। অটোমোবাইল অথবা কোন বার্ণসংশ্লিষ্ট স্টেপ্টিবিশেষের কার্যকলাপেই যে ইহা লক্ষণীয় হইয়াছে, এরূপ অনুমান নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না। ডেফার্ড শেয়ারে স্টেপ্টিবিশেষের এই পক্ষপাতিত্ব যে দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে না, তাহা বলাই বাহুল্য এবং বাজারের অন্যান্য বিভাগেও উন্নতি না হইলে ডেফার্ড শেয়ারের বর্তমান অবস্থাও খুব স্বাভাবিক।

• • • •

কলিকাতার এ্যালোমিনিয়েটেড লোহ অন্য অন্যান্য শ্রমিক অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর ঘোষণা আসামের শিল্প ও শ্রমিকদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশাপ্রদ বাণী আসামের বাজারের উন্নতির পথে অন্তরায় হইবে আমাদের সন্দেহ নাই। এই গুরুত্বপূর্ণ অভিভাষণে ঘোষণা আসামের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমস্ত ব্যক্তি স্থিতির করিবার জন্য বিশেষ না পাকিলেও দেশের শিল্প ও ব্যবসা সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বাজারের উন্নতি করে যথেষ্ট সহায়তা করিবে। কিন্তু প্রায় একই সময়ে আসামের পক্ষপাতিত্বে কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্পনীতি ও আসামের মুখ্যমন্ত্রীর আসামের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অধিকতর স্বাধীনতা অন্যান্য বিভাগের অসন্তোষের কারণ হইতে পারে বলিয়া আশঙ্কা হয়। পরিকল্পনার বিষয় হইতে বলিয়া শিল্পনীতির উল্লেখে যে আশা দিয়াছেন, তাহাতে প্রকৃত কর্মবিমোহকারীরা সকলেই বিশ্বাস হইয়া পড়িবে আসাম সরকার প্রতিশ্রুতি রক্ষার পথ ধরিয়াই এই ধরণের উন্নতির বাজারে যে অবাঞ্ছিত প্রতিযোগিতা দেখা দিয়াছে, তাহাতে শিল্পনীতির এই অংশটুকু পুনরুজ্জীবনের আমরা বিশেষ অনুরোধ করিতেছি।

• • • •

আসামের বর্তমান মূল্যমান ধরে প্রতিবার যে শিল্পের অর্থনীতির প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে আমরা সন্তুষ্ট হইতে পারি নাই। প্রতিযোগিতা বর্জিত করিতে হইলে আমদানীকে অন্যান্য দেশের শর্তের যে প্রতিযোগিতার অবতীর্ণ হইতে হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। সেই কারণেই উৎপাদন মূল্য হ্রাস করা একান্ত প্রয়োজন। অথচ প্রতিরক্ষার দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণের শিল্পগুলির যে অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাতে উৎপাদন মূল্য হ্রাস করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ফলতঃ, অর্থাৎ ১৯৪০ সাল হইতে, "বিক্রেতার বাজার" চালু থাকিলেও বর্তমানে সেই অবস্থার পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী।—উৎপাদন মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় তাহার কিছুদিন যাবত তৈরীকারক বাজারে ইহা প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছে যে বর্দ্ধিত উৎপাদন মূল্য শুধু এই শিল্পকেই দৃঢ় করে নাই—অন্যান্য যে শিল্পের উৎপাদন মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় বৈদেশিক চাহিদা হ্রাস পাইয়াছে।

• • •

বম্বেডের শেষ সপ্তাহে টাটা ফাইন কোম্পানী (ইণ্ডিয়া) লিঃ রেজিষ্ট্রিকৃত হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানের বিশ্বস্তদাতৃরূপে ব্রিটিশ মূলধনের তিনটী ট্রাস্টকে আনা হইয়াছে। ভিক্টোরিয়া, ব্রাডবরী ও ব্রিটানিয়া। এই তিনটী ট্রাস্টকেই অন্যান্য পুরাতন এবং মূলধনিক প্রতিষ্ঠান। মী এস. এস. ফেরো পরিচালক হিসাবে এই নূতন প্রতিষ্ঠানটি রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন: আশা করা যাইতেছে যে, উপরিউক্ত তিনটি প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি মূলধন খাটাই যেখানে মূলধনে কলাবাগিচায় হইবে। নূতন প্রতিষ্ঠানটির অনুমোদিত মূলধন ২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ধার্য্য করা হইয়াছে। তিনটি ট্রাস্টের সম্মিলিত মূল সম্পত্তির পরিমাণ প্রায় ৫ কোটি টাকা।

• • • • •

মূল্যাপকর্ষের প্রাবল্যের জন্য বিগত জুলাই মাসে কলিকাতার বাজারে শেয়ারের যে নিম্নতম মূল্য ধার্য্য করা হইয়াছিল, তাহা পুনর্বিবেচনার সময় আসিয়াছে।—আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই নিম্নতম মূল্যের বিধিনিষেধ যদি এখন তুলিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে বাজারের অসাধুতার ভীতি হইবে। বর্ষিত হারাদের এই নিম্নতম মূল্যের বিষয়ে কোন অর্থবহ না (কারণ, অধিকাংশ শেয়ারের দরই "নিম্নতম মূল্য" অপেক্ষাও "নিম্নতর" স্তরে বর্তমান) তাহা হইলেও এই ধর ধার্য থাকায় কলিকাতার বিশেষ অসুবিধা হইতেছে এবং যাহাদের ক্রোক-করা অংশ বিক্রী করিয়া ঋণ শোধ করিবার প্রয়োজন তাহারা উপযুক্ত মূল্য পাইতে পারিতেছে না।—বোম্বাই বাজারের প্রকৃত "ক্যাজুয়ালটি" হওয়ার পূর্বে "নিম্নতম মূল্য" প্রথা তুলিয়া দেওয়া কোনক্রমেই সমীচীন হইবে না বলিয়াই আমরা মনে করি।—আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস অধিকাংশ এই যে, অন্ততঃপক্ষে আসন্ন মধ্যেই সমস্ত "নিম্নতম মূল্য" বজায় রাখা অনুচিত হইবে।

• • • •

আলোচ্য সপ্তাহে কাজের পরিমাণ খুব বেশী না হইলেও বাজারের আবহাওয়া মোটামুটি সুপ্রসন্নতার ছিল। বাজারের বন্ধবিনিময়কারীরা এখনও বাজারে বিশেষ উৎসাহ দেখাইতেছেন না এবং আসামী অংশের যাহাই প্রস্তাবিত না হওয়া পর্যন্ত ইহা বিশেষরূপে লক্ষণীয় হইবে বলিয়াও মনে হয় না। সমস্ত বিভাগের মধ্যে কয়লাখনির শেয়ারেই উৎসাহের আধিক্য দেখা গিয়াছে এবং দরের ও লাভের অনুপাতের বিচারেই সর্বাপেক্ষা বেশী ছিল। এই শ্রেণীর প্রথম শ্রেণীর চটকল, ব্যাঙ্কিং এবং বীমা কোম্পানীর আকর্ষণী শেয়ারেরই কাজ বেশী হইয়াছে। বিভিন্ন বিভাগে আর্থিক বেতারবন্ধন, ডামলপ ইনভ, ডিলিন ইণ্ডিয়া আর্সেনের ও ইণ্ডিয়ান কেবল-এর চাহিদা বেশী ছিল। সরকারী ঘোষণার কাজের জন্য সুপ্রসন্নতর হইলেও ফলে সমগ্র অবস্থাটি অনুকূল হইয়াছে। বাংসরিক হিসাব নিরীক্ষণের ফলে ব্যাঙ্কগুলি স্বচ্ছন্দেরই অপসারই বেশী উন্নতি দেখাইয়াছে। তবে বিলাত ব্যাঙ্ক লিমিটেড ৩৭ হইতে ১৯৭৭-৭৮ সালের অপসারই বেশী উন্নতি দেখাইয়াছে।

• • • •

গত সপ্তাহে বরাকর কোল কোম্পানী ১৫,৬৯,২৪০ টাকার বোনাস শেয়ার প্রদান করিবার জন্য মূলধন বিলিকারের অনুমতি পাইয়াছে বলিয়া যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯৫ অটোমেটিক লম্বাগাছ বিভাগ আইন জারী হওয়ার পরে বোনাস শেয়ার বিলিকারের ইহাই সর্বপ্রথম অনুমতি।

• • • •

সরকারী ঘোষণা

এই বিভাগে কাজের পরিমাণ খুব কম না হইলেও গতের সমান অবনতি দেখা দিয়াছে। ১৯ সুদের ১৯৮০ ১৯/০ (১৯৪/০), ২½ সুদের ১৯৬১ ১৭৬/০, ২½০ সুদের ১৯৮০ ৯১৬/০ (৯১৫/০), ৩৲ সুদের ১৯৫১-৫৪ ১০০/৩ (১০০৲০), ৩৲ সুদের ১৯৬৯-৭৪ ১০০৲০ (১০০৲০), ৩৲ সুদের ১৯৭০-৭৪ ৯৯৬/০ (৯৯৬/১০), ৪৲ সুদের ১৯৮০-৭০ ১১০৯ (১১০৮/০) পর্যন্ত কাজ হইয়াছে।

ব্যাঙ্ক

ব্যাঙ্ক শেয়ারে কাজের পরিমাণ বেশী হয় নাই। ব্রাঞ্চীবাংলা ১৭৫৲ হইতে বাড়িয়া ১৭৮০ হইতে ১৭৮০ অবধি ক্লাক হইয়াছে। সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক ৩৮৮০ অতি সামান্য কাজ হওয়ার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। বিশ্বভারত অর্থাৎ ১৯৲ পর্যন্ত কাজ হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

(শেষাংশ ১৯৩ পৃষ্ঠায়)

বার্ষিক

ম্যাকলাউড পরিচালিত দুইটি চা-বাগানের হিসাব

১৩৫৭ সালের জন্য ডুয়ার্সের ঐ কোম্পানী লিমিটেডের যে বাৎসরিক হিসাব বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে আলোচ্য বছরে কোম্পানীর লাভ-লোকসানের চিত্র পরিষ্কারভাবে ধরা পড়িয়াছে। পূর্ব বৎসরের ৭৭৪ একরের তুলনায় মোট পরিমাণ ১৭৩৩ একরে জন্মে আলোচ্য বর্ষে ১৮,৪৭১ মণ চা উৎপন্ন হইয়াছে। ঐ চা বিক্রয় করা হইয়াছে অনেকগুলি বন্দরে। ১৩৫৬ সালে যেখানে গাছতিপিছু চায়ের উৎপাদন ছিল ৩৭ পাউণ্ড সেখানে ১৩৫৭ সালে উহা বৃদ্ধি পাইয়া ৪৩ পাউণ্ডে দাঁড়াইয়াছে। প্রতি পাউণ্ডের জন্য খরচ পড়িয়াছে ৫.৪১ আনা। উৎপাদনবৃদ্ধি ও চায়ের মূল্যবৃদ্ধির ফলে আলোচ্য বছরে কোম্পানীর নীট লাভের পরিমাণও বিশেষ বর্ধিত হইয়াছে। কোম্পানীর গত বছর নীট লাভ হইয়াছে ২,৩১,৬১৪ টাকা ১৩৫৬ সালে উহার পরিমাণ ছিল ৩,৩১,১৪৭ টাকা। বর্তমান বছরের হিসাব ও পুঁজিবৃদ্ধি হিসাবে কোম্পানীর নীট লাভের মোট ৫,১২২৲ একটিত করিয়া, কোম্পানীর বর্তমান মোট লাভ দাঁড়াইয়াছে ১,৮১,০০০৲ (১,৪১,৩০০৲) এবং তন্মধ্যে ১,৫০,০০০৲ (১,৫০,০০০৲) ও সুদ ও লভ্যাংশ বাবদ ব্যয়ের জন্য ৫০,০০০৲ (৪০,০০০৲) টাকা ধরা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত সরকার আয়কর বাবদ ৭০৲ হারে সরাসরি কাটিয়া লইবেন। সাধারণ উন্নয়নকল্পে যে আলোচ্য বর্ষের লভ্য সাধারণ অংশীদারদের ইচ্ছানুযায়ী বর্ধিত করিতে ৫৲ হারে ডিবেঞ্চারে লগ্নী করিয়াছেন। অবশ্য ডিবেঞ্চারের জন্য সাধারণ অংশের উপর প্রদেয় লভ্যাংশের পরিমাণ শতকরা বার্ষিক ৫৫ টাকা হইতে কমিয়া ৫৪ টাকা হইয়াছে। পূর্ব বৎসরে এই লভ্যাংশের পরিমাণ ছিল বার্ষিক শতকরা ২৫৲ সরকারী হিসাবে মজুত লাভের জের টানা হইয়াছে ৮৫,০৯৮ ১৪,১১৭৲)।

আরেকটি এজেন্সি—ম্যাকলাউড অ্যাণ্ড কোম্পানী লিমিটেড। অনুমোদিত, বিলিকৃত ও আদায়ী মূলধন—১,০০,০০০৲।

নিরীক্ষকদের সাধারণ

(৩১.১২.৪৭)

ব্যয়

আদায়ীকৃত মূলধন	
সাধারণ	১,০০,০০০৲
৭% অগ্রাধিকার	৩,১৫,০০০৲
অগ্রাধিকার	১,৭৫,০০০৲
ঋণ	১,১১,১৪৭৲
কর্মীদের লাভ (মোট)	১২,০০০৲
মোট	৭৮,১৪,৯৪৭৲

সম্পত্তি

মোট বন্ধ সম্পত্তি	৩,১১,১৪৭৲
বিলিকৃত	১,৭১,৭৪৭৲
নীট বন্ধ সম্পত্তি	১,৩৯,৭৭১৲
সরঞ্জাম	১,১৩,০০০৲
মজুত মাল	১১,৩৩,১১৭৲
বাকী পাওনা	১,৩১,১৪১৲
ব্যাঙ্কে জমা	১,০০০৲
অতিরিক্ত লাভ হতে দান	১২,১০৭৲
নগদ	১,১৯,১১৩৲
মোট	৭৮,১৪,৯৪৭৲
প্রতি সম্পত্তি	১৯,৯৩,৩৪৩৲

বিজ্ঞাপনী

—x—

★ 'আর্থিক ভারত' প্রতি বুধবার কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়।

★ মূল্য প্রতি সংখ্যা আট আনা।

★ ভারত ও সিংহলের সর্বত্র সডাক বার্ষিক মূল্য ছয় টাকা।

★ ষাণ্মাসিক মূল্য বারো টাকা।

বিজ্ঞাপনের হার ও সিনাবকীর জন্য 'কর্মকর্তা, বিজ্ঞাপন বিভাগ' এবং এজেন্সির জন্য 'কর্মকর্তা, প্রচার বিভাগ' 'আর্থিক ভারত, ১১৬ নং লোয়ার সার্কুলার রোড, (ফোন—ওয়েষ্ট ৭৩) এই ঠিকানায় পত্রালাপ করিতে হইবে।

* * * *

গুজরাত ঐ কোম্পানী লিমিটেডের ১৩৫৭ সালের বাৎসরিক হিসাব বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। আশা করা গিয়াছিল যে আলোচ্য বর্ষে ১৩,০০০ মণ চা উৎপন্ন হইবে, কিন্তু তাহা না হইয়া উৎপাদিত চায়ের পরিমাণ হইয়াছে ১১,০০০ মণ। বর্ধিত আলোচ্য সময়ে উৎপন্ন চা ১৩৫৬ সালের তুলনায় বর্ধিত মূল্যে বিক্রীত হইয়াছে, তবু উৎপাদন খরচ বাড়ায় হেতু ও প্রতিকূলের সরকারের খাত ও অন্যান্য দান সরবরাহ করার ফলে কোম্পানীকে যে অতি হাজার করিতে হইয়াছে, তাহার ফলে আলোচ্য বর্ষে আশানুরূপ লাভ করা যায় নাই। পরন্তু লাভের পরিমাণে হ্রাস দৃষ্ট হইয়াছে। পুঁজিবৃদ্ধি হিসাবে প্রকাশিত নীট লাভ ৩,০৯,০৫৪ টাকার ফলে আলোচ্য বছরে নীট-লাভ হইয়াছে ১,৮৯,৬১৪৲। এই দুই বৎসরে (১৩৫৬ সাল, ১৩৫৭) লাভে প্রতি পাউণ্ড চায়ের পড়তা ছিল যথাক্রমে ৫৯ আনা ও ৬০.১২ আনা।

আলোচ্য বর্ষের লাভ ১,৮৯,৬১৪৲ হইতে কর্পোরেশন ১৪,১২৫৲ (১৩৫৬ সাল) ও অন্যান্য ব্যয়বাবদ ৯৫,০০০৲ টাকা বাদ যাইয়াছে। সাধারণ অংশীদারদের যে বার্ষিক শতকরা ৫৲ হারে অগ্রাধিকার লভ্যাংশ প্রদান করা হইয়াছে, তাহার টাকার হার বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই সকল বিলিব্যবস্থার পর অবশিষ্ট লাভের পরিমাণ ও পুঁজিবৃদ্ধি হিসাবের অতিরিক্ত লাভের জের ১৯,৯৩৲ একত্রিত করিয়া মোট অর্থ হইতে সাধারণ অংশীদারদের বার্ষিক শতকরা ৫৲ হিসাবে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে। এই লভ্যাংশ ও পুঁজিবৃদ্ধি লভ্যাংশ একত্রিত করিয়া, সাধারণ অংশীদারদের আলোচ্য বর্ষে তাহাদের অগ্রাধিকার বার্ষিক শতকরা ১০৲ হিসাবে লভ্যাংশ পাইবেন। ১৩৫৬ সালে এই লভ্যাংশের পরিমাণ ছিল বার্ষিক শতকরা ১৭৲। আলোচ্য হিসাব বছরে অতিরিক্ত লাভের জের পরবর্তী হিসাবে টানা হইয়াছে ৩৯,৯৩৲ (১২,৩১৲)।

আরেকটি এজেন্সি—ম্যাকলাউড অ্যাণ্ড কোম্পানী (মেঘাই)। অনুমোদিত, বিলিকৃত ও আদায়ী মূলধন—১,০০,০০০৲।

নিরীক্ষকদের সাধারণ

(৩১.১২.৪৭)

ব্যয়

আদায়ীকৃত মূলধন	
সাধারণ	১,০০,০০০৲
৭% অগ্রাধিকার	১,৫০,০১৩৲
অগ্রাধিকার	১,১০,০০০৲
ঋণ	১,০৬,১৩৩৲
কর্মীদের লাভ (মোট)	৯৬,৯৩৲
	১১,১৩,৫৯৩৲

সম্পত্তি

মোট বন্ধ সম্পত্তি	১,৩৬,৩১৩৲
বিলিকৃত	১,৩৩,৯৩৩৲
নীট বন্ধ সম্পত্তি	১,৩৩,১৪৩৲
সরঞ্জাম	১,১৭,০০০৲
মজুত মাল	৯,১১,১৩১৲
বাকী পাওনা	১,৩১,১৩৩৲
ব্যাঙ্কে জমা	১,৩৩৲
অতিরিক্ত লাভ হতে দান	৯,৯৩৩
নগদ	১২,১৩৩৲
	১১,১৩,৫৯৩৲
প্রতি সম্পত্তি	১১,৩৫,১৩৩৲

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

বড়দিনের ছুটি উপলক্ষে 'আর্থিক ভারত'-এর প্রকাশ আগামী সপ্তাহে বন্ধ থাকিবে এবং পরবর্তী সংখ্যা 'আর্থিক ভারত' ২১এ পৌষ '৫৩ (৫ই জানুয়ারী '৪৭) তারিখে প্রকাশিত হইবে।

কর্মাধ্যক্ষ—'আর্থিক ভারত'

ভারত-পাকিস্তান বাণিজ্যচুক্তি

(পূর্বপৃষ্ঠার পর)

সরকারী এ আশা সরকারী চুক্তিপত্রে বিষয় বিশেষে এবং সরকারের আশা ভরসা ভেদে ও পরিবর্তনে অনেক ভিন্ন পরিমাণের লাভের করা হইয়াছে। (খ) ব্যবসায়ের ভবিষ্যতী ক্ষেত্রে অর্থ ব্যবহারের ফলে বিভিন্ন বা ব্যবসায়ের ভবিষ্যতী ক্ষেত্রে বিশেষের অর্থ ক্ষেত্রে অর্থ ব্যবহার হইতে ছাড়া পাইয়াছে, সরকারের আয়ত্তাধীনে আসা হয়।

(১১) কারকটী গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মীমাংসা হয় নাই। স্থির হইয়াছে যে, আগামী ১৭ই ডিসেম্বর কলিকাতায় পাক-ভারত সম্মেলনে বোম্বাই প্রস্তাবের ভবিষ্যৎ বিবেচনা করা হইবে।

(১২) পাকার ও বাজার বিষয়ক সংক্রান্ত সমস্যাগুলির চূড়ান্ত সমাধানের ব্যাপারে যাহাতে বিলম্ব না হয় তজ্জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে।

আশা করা যায় যে, বাজারের বিনিময়-মূল্য কাগজের সরবরাহের ব্যবস্থা যে সকল বিশেষজ্ঞের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছে, আগামী তাঁহারা মধ্যে বোম্বাইয়ের বিনিময় পরীক্ষার কাজ শেষ হইবে। পাকিস্তানের বিনিময়-মূল্য কাগজের সরবরাহের ব্যবস্থা প্রথম অর্থের বিনিময় পরীক্ষা করিয়া দেখিবার কাজ আগামী জুন মাসের মধ্যে শেষ হইবে।

সংশ্লিষ্ট প্রাদেশিক সরকারগুলি লাহিলী হাইড্রোজেনের বিনিময়কে যথাসময় পাঁচ আনা বাজারের ব্যবস্থা করিবেন।

(১৩) রেলওয়ের বিনিময়ের চূড়ান্ত ভাবে ভাগ করিয়া, রেলওয়ে উহার তহবিলের মধ্যে তাড়াতাড়ি আলাদা প্রদানের উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান গঠিয়া তোলার জন্য একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হইয়াছে।

আগামী ১৭ই সিপ্টেম্বর তারিখে এই কমিটির বৈঠক বসিবে এবং আশা করা যায় যে পাঁচই রেলওয়ের বিনিময় বিনিময়ের কাজ শেষ হইবে। স্থির হইয়াছে যে, ভাগ ও তার বিভাগীয় বিনিময় বন্টনের কাজও ১৮ই ডিসেম্বরের মধ্যেই শেষ করা হইবে।

(১৪) বিভিন্ন সরকারের নিকট হইতে রেল দেনা সংক্রান্ত যে সকল দাবী ও পাওনাগণ্ডার জন্য করা হইয়াছে, পাকিস্তান সেগুলির দাবী পরিমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। ইহাও স্থির হইয়াছে যে, সাময়িক প্রভাবি ভাগ বাটোয়ারা সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় রেলওয়ে বিভাগীয় সেক্রেটারীদের সমবেত বৈঠকে মীমাংসা করা হইবে।

(১৫) পলিসি বোর্ডার ও ইনস্যুরেন্স কোম্পানীগুলির দাবী সংরক্ষণের ব্যাপারে ইনস্যুরেন্স কোম্পানী সংক্রান্ত অনেকগুলি বিষয়ে উভয় প্রতিনিধি দল একমত হইয়াছেন। ইনস্যুরেন্স কোম্পানীগুলির কার্যালয়ের সর্বত্রেতাদের সহযোগিতা অকল করিয়া উভয় ডমিনিয়নের সরকারই আশা করিতেছেন।

"বিশ্বের দৃষ্টা" সভার রাখা আলোচনা

(পূর্বপৃষ্ঠার পর)

কাপড়ের কল

এই বিভাগে কুল সাপ্তাহে বিশেষী সরবরাহের হওয়ার পরে সূতার কিছু অবনতি হইলেও পরে কিছুটা উন্নতি হয়। তবে কাপড়ের পরিমাণ বেশী হয় নাই। মাদ্রাজ ১০ (১৯০), বোম্বাইয়ে ৯৫ (৯৫) ও কানপুর টেক্সটাইল ১৮৯ (১৮৯) রহে কাজ হইয়াছে।

সরলার খনি

আলোচ্য সপ্তাহে সর্বাধিক উন্নতি এই বিভাগেই দেখা গিয়াছে এবং কাজের পরিমাণও অন্যান্যের বেশী হইয়াছে। খনিতে ৬৯০ (৭৯০) কুলিমজা ৫৯০ (৫৯০), বরাকর ১৪৯০ (১৪৯০) এবং রাণীগঞ্জে ৯৯০ পর্যন্ত কাজ হইয়াছে।

চটকল

এই বিভাগে কাজের পরিমাণ খুব বেশী হয় নাই। অনুরোধী ১১৯, হাওড়া ১৯০ (১১০), ক্লাসমান ১৭৯০ (১৭১০) ও রেলিসেলী ৯৫০ পর্যন্ত কাজ হওয়ার খবর পাওয়া গিয়াছে।

বিবিধ

এই বিভাগে কাজের পরিমাণ খুব বেশী হয় নাই, তবে কুলবিহারীর প্রতিষ্ঠানগুলির মেয়াদের কিছু তারিখ ছিল। যদ্যা অর্থোপেডিক ৬৯০ (৬৯০), ইণ্ডিয়ান ম্যাচ ১৯০ (১৯০) ডানলপিয়া সিমেন্ট ৭৯০, কলিকাতা ইলেকট্রিক ১১৯০, বর্ণ ১৯০, বি আই, এসোসিয়েশন ৯৯০, বার্মা শেল (৯৯৯), কোম্পানী ১৯, (১৯৯০), ইণ্ডিয়ান আয়রন ১৯১০, ইস এসোসিয়েশন ১৯১০ (১১৯০), টেক্সটাইল মেশিনারী ৭৯০ (৭৯৯০), ইণ্ডিয়ান কোম্পানী ৯০, এক্সেল ইন্ডাস্ট্রি ১৯৯ (১৯৯), আইসাস কোম্পানী ৫৯০, ইস্টার্ন মেসার্স ৩৯১০ (৩৯৯), আমরা ৯ ৭৯০ (৯৯) এবং আই মুখার্জী ১৯৯০ পর্যন্ত কাজ হওয়ার খবর পাওয়া গিয়াছে।

ঘ)

কুলবিহারীর প্রতিষ্ঠানগুলির মেয়াদের বেশ চাহিদা ছিল, তবে কাজ খুব বেশী হইতে পারে নাই। মেসার্স ৭৯৯০, বড়জাতিয়া ৫৭১০, পঞ্চানন ১৯৫, ইন্দ্রকোরা ১৯৯০, সিমলা ৫৯০ ও মেসার্স ১৯৯০ (১৯৯০) পর্যন্ত কাজ হইয়া সপ্তাহ শেষ হইয়াছে।

ভারতীয় লাক্ষিকা সম্মেলনের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন

(পূর্বপৃষ্ঠার পর)

আলোচনার সম্মেলনে প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনা: বেলা ১১টা হইতে রাত্রি ১০টা—সভা, ভাষণ, আসর সঙ্গীত, চা-পান, ভারতে লুক্ষা সমস্যা সম্পর্কে প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনা, প্রীতি ভোজ ইত্যাদি।

১২ই সিপ্টেম্বর সকাল ৯টা হইতে বেলা ১০টা—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণের ফলে ভারতে লুক্ষা সম্পর্কে প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনা বেলা ১০টা হইতে বিকাল ১০টা—ভারতীয় লাক্ষা সমস্যা সম্পর্কে প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনা, বেলা ১০টা হইতে রাত্রি ১০টা—ফরোয়ার্ড সোসাইটি পরিদর্শন, ভ্রমণ, ঘরোয়া ভোজ, কার্যকরী পরিবর্তন, ভারতে লুক্ষা সমস্যা সম্পর্কে প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনা, সমাপ্তি অধিবেশন, প্রীতি সম্মেলন, নৃত্য ইত্যাদি।

পলতার বাজার

(পূর্বপৃষ্ঠার পর)

তৈলবীজ

তৈলবীজের বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে একমাত্র তিসি ছাড়া সকলের দাম বৃদ্ধি পাইয়াছে। চীনাবাদাম, রেড়ির বীজ ও তিসি সর্বশ্রেণীর জন্যই বিদেশী অফিস সকলের বাজারে চীনাবাদামের ফেব্রুয়ারী-মার্চের দর ছিল ৩৮/৩, রেড়ির বীজের (সিং) দর ছিল ১৩১৮/০ এবং তিসির ফেব্রুয়ারী-মার্চের দর ছিল ১২৬/০

সোনা-রূপা

সোনারূপার অফিস সকলার বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে দরের অস্থিরতা প্রকট হইয়া উঠে যে অস্থিরতার দরের উঠানামা হয়। সপ্তাহের প্রথম দিকে দরে একটু তেজীভাব দেখা যায়, কিন্তু সপ্তাহের শেষে দর বেশ কিছু পড়িয়া যায়। আগামী ১২ই সিপ্টেম্বর হইতে অফিস সকলার বাজারে বন্ধ করা হইবে এই আশঙ্কাই আজি মূল্যাবনতির কারণ। সোনার দর ১১৮/০ হইতে ১১৯৬/০-৫ মধ্যে দর উঠানামা করিয়া শেষ পর্যন্ত ১১৮/০ তে স্থির হয়। সোনার সমর দর ১১৯৬/০-৫ তে স্থির হয়।

রূপার বাজারে খুব উঠানামা হয় এবং অফিস সকলার বাজারে রূপার দর ১৭৬৮০ হইতে ১৭৭৮০ পর্যন্ত উঠিয়া শেষ পর্যন্ত ১৭৬৮০ তে স্থির হয়। রূপার সমর দর ছিল ১৭৬৮০

ইণ্ডিয়্যান
ব্যাঙ্কিং
জার্ন্যাল
ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত
একমাত্র
মাসিক পত্রিকা
৩নং কমার্শিয়্যাল বিলডিংস্
কলিকাতা ১

সাপ্তাহিক হিসাব বিকাশ :—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক

ইস্যু বিভাগ—

(হাজার টাকার হিসাবে)

দায়—			
নোট বিক্রয়ের দেনা	[illegible]	[illegible]	
মোট দেনা	[illegible]	[illegible]	[illegible]
সম্পত্তি—			
(ক) সোনার ও রূপার মোহর			
(খ) হুণ্ডীপত্র	[illegible]		
(গ) ভারতের সরকার			
টাকা ধার	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(মোট ক+খ)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(ঘ) অন্যান্য মুদ্রা			
	[illegible]	[illegible]	
মুদ্রাসংরক্ষণী, ব্যাঙ্কারদিগের নিকটের দাবী ও অন্যান্য দেনা-পাওনা	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ব্যাঙ্কিং বিভাগ—

দায়—			
অংশীদারদিগের মূলধন			[illegible]
সঞ্চিত তহবিল			[illegible]
আমানত—			
(ক) সোনা ও রূপার সরকার			
	[illegible]		
(খ) অন্যান্য সরকারের	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(গ) ব্যাঙ্কসমূহের	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(ঘ) অন্যান্যের	[illegible]	[illegible]	[illegible]
দেয় হুণ্ডী	[illegible]	[illegible]	[illegible]
অন্যান্য দেনা	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
সম্পত্তি—			
নোট	[illegible]	[illegible]	[illegible]
রৌপ্য মুদ্রা	[illegible]	[illegible]	[illegible]
অন্য মুদ্রার মুদ্রা	[illegible]	[illegible]	[illegible]
হুণ্ডীপত্র ও ঋণ—			
(ক) অন্যান্যের		[illegible]	[illegible]
(খ) বাহিরের		—	
(গ) ভারত সরকারের			
হুণ্ডীপত্রাদি	[illegible]	[illegible]	[illegible]
প্রতিভূতিপত্র জমা	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ব্যাঙ্কারদিগের জমার জন্য ইত্যাদি			
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
স্থায়ী সম্পত্তির মূল্য ও হিসাব			
	[illegible]	[illegible]	
বাহিরে দেনা	[illegible]	[illegible]	[illegible]
অন্যান্য সম্পত্তি	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]

সাপ্তাহিক হিসাব বিকাশ :—ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্ক

দায়—			
বিক্রীত মূলধন	[illegible]	[illegible]	[illegible]
আদায়ীকৃত মূলধন	[illegible]	[illegible]	[illegible]
সঞ্চিত তহবিল	[illegible]	[illegible]	[illegible]
গ্রাহক আমানত, চেকবিহীন ব্যাঙ্ক দেনা ও অন্যান্য হিসাব	[illegible]	[illegible]	[illegible]
বিবিধ	[illegible]	[illegible]	[illegible]
মোট	[illegible]	[illegible]	[illegible]
সম্পত্তি—			
হোম্‌সহায়ীর আমার	[illegible]	[illegible]	[illegible]
অন্যান্য অংশীদার			
ঋণপত্রাদিতে	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ঋণ	[illegible]	[illegible]	[illegible]
আদায় যোগ্য	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ব্যাঙ্কার প্রভৃতি ও চলতি	[illegible]	[illegible]	[illegible]
স্থায়ী যোগ্য	[illegible]	[illegible]	[illegible]
বিবিধ—			
অন্যান্য দায়ের জন্য	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ব্যাঙ্কের নিজের ও বিক্রয়ী ব্যাঙ্কের বিক্রয়ী	[illegible]	[illegible]	[illegible]
মোট	[illegible]	[illegible]	[illegible]

সাপ্তাহিক হিসাব বিকাশ :—তফশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক

(হাজার টাকার হিসাবে)

(অতিরিক্ত আমার)

তারিখের দেয় দায়			
আমার			[illegible]
(ক) আমার নিজস্ব বন্ধকের জন্য			
	[illegible]	[illegible]	
(খ) অন্যান্য তারিখে আয় দেয় দায়			
	[illegible]	[illegible]	
মেয়াদান্তে দেয় দায়			
আমার	—		[illegible]
আমার নিজস্ব বন্ধকের জন্য			
	[illegible]		
(খ) অন্যান্য মেয়াদান্তে দেয় দায়			
	[illegible]		
মোট নগদ টাকা			
আমার	[illegible]	[illegible]	[illegible]
বিক্রয়ী ব্যাঙ্কের জন্য			
	[illegible]	[illegible]	
আমার			
অন্যান্য দায়ী			
আমার	[illegible]	[illegible]	

ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব পাকিস্তান

(হাজার টাকার হিসাবে)

ইস্যু বিভাগ—

দায়—			সমাপ্তকাল
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
নোট বিক্রয়ের দেনা	[illegible]	[illegible]	[illegible]
মোট দেনা	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
সম্পত্তি—			
(ক) সোনার ও রূপার মোহর	[illegible]	[illegible]	
দেনা :			
ইংলিশ ব্যাঙ্কের	[illegible]	[illegible]	
অন্যান্য সরকারের ব্যাঙ্কের	[illegible]	[illegible]	
ব্যাঙ্কারদের দেনা, হিসাবী ব্যাঙ্ক			
ব্যতীত	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(খ) হুণ্ডীপত্র	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(গ) দেশীয় মুদ্রা	[illegible]	[illegible]	[illegible]
পাকিস্তান সরকারের ব্যাঙ্কের	[illegible]	[illegible]	
অন্যান্য হুণ্ডীপত্র ও ঋণ			
ব্যাঙ্কের সম্পর্কে হিসাবী ব্যাঙ্ক ব্যতীত			
ইংলিশ বিক্রয়ী জমা—			
মোহর ও রূপার দেনা	[illegible]	[illegible]	[illegible]
হিসাব অবশেষ	[illegible]	[illegible]	[illegible]
অন্যান্য সরকারের ব্যাঙ্কের	[illegible]	[illegible]	[illegible]
মোট মূল্য	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ব্যাঙ্কিং বিভাগ—

দায়			
অংশীদারদিগের মূলধন	[illegible]	[illegible]	[illegible]
সঞ্চিত তহবিল	—		
আমানত—			
(ক) দেশীয় সরকার	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(খ) প্রাদেশিক সরকার	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(গ) ব্যাঙ্কসমূহ	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(ঘ) অন্যান্য	[illegible]	[illegible]	[illegible]
দেয় হুণ্ডী	[illegible]	[illegible]	[illegible]
অন্যান্য দায়	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
সম্পত্তি—			
নোট			
রৌপ্য মুদ্রা			
(ক) পাকিস্তানী			
(খ) ভারতীয়			
অন্য মুদ্রার মুদ্রা			
(ক) পাকিস্তানী			
(খ) ভারতীয়			
হুণ্ডীপত্র ও অন্যান্য ঋণ			
(ক) ব্যাঙ্কারদিগের			
(খ) বাহিরের			
(গ) সরকারী ব্যাঙ্কারদিগের	[illegible]	[illegible]	—
পাকিস্তানের বাহিরে জমা	[illegible]	[illegible]	[illegible]
সরকারের জন্য জমা ইত্যাদি	—		[illegible]
অন্যান্য জমা, সমন ইত্যাদি			—
স্থায়ী সম্পত্তি	[illegible]	[illegible]	
অন্যান্য সম্পত্তি	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]

যৌথ প্রতিষ্ঠান

কারখানার নাম	অনুমোদিত মূলধন (সরকার)	বন্ধ ও অন্যান্য অংশীদার	প্রতি অংশের মূল্য	বন্ধ সরকার						
ইঞ্জিনিয়ারিং:										
ইন্ডিয়ান অয়েল	১,০০,১১,০০০	১,১৩,০৬,৩১১		১৯০(৫)	৩৪১					
হেরল্ড	৫১,০০,০০০	৪৫,০০,১৩১		১৯০(৫)	১৩৩১				১৭৯/৩-১১	
ইস্টার্ন অয়েল	১,৯৯,১৩,০০০	১১,১৫,১১,১৮৮		১৯. (৬)	৩৫৯				৩৩৩৩	
বার্ন	৪৯,০০,০০০	১,৩৮,৫৯,৩০০		১৯(৩৩)	৪৫৩				১৯৩	
হেরএন্ডকো	৯৯,৩১,৩৩১	১৩,০০,৩০০		৫৩(৫)	১৯,৩১					
বার্নস্ট্যান্ড	১৩,০০,০০০	৯,৯১,৩৩১		১৯০(৫)	৩৩৯	৩৫/৩-৩৫/৩			৩৫/৩-৩৫/৩	
ইন্ডিয়া স্টিল কর্পোরেশন ...	৩,৩৩,১৫,০০০	১১,১৩,৩১১			১৯৩১	১১,১৯৯,৩১৯	১৯১৯-১৩৩৩		১৩৫,৩-১৩৩	
রসায়নাগারি										
আসানসোল গ্যাস	১৫,৩৩,০০০	১৩,৩৩,১৩০			৩৩৯					
ইন্ডিয়েটেড্	১৯,৯৯,৭৯০	১৯,৯৯,০০০			১১৩৩					
অয়েল আর্মারিস	১,৩০,০০০	১,১৫,০০০			১৯৩৩					
ভারতপুরা	১৩,০০,১০০				১৩৯					
ভারতরত্ন	১৩,০০,০০০	১,১১,১১৩		১৯০(৫)	১৯৩	৩১,৩-৩১৩		১৯৩ ৫৩	১৯৩	
বর্ণ ওয়েস্ট	৯,১১,১০০	১,৩৩,০০০		১৫৩	৩১৯					
বর্ণ লাহুল	১,৯৩,০০০	১,১১,১৩০		৯৩	১৩৯					
ব্রিটি বীরভূম	১১,১৯,১৩০	১১,৯১,১৩১			১৩৩১					
ব্রিটি বাহুল	৯,৩৩,০৯০	৯,৩১,৩১৯			৩৩৯					
পেন্ডারাদী	১৩,১৩,০০০	১১,১৩,১৩০			৯৯০	১৯৩৩				
ভারত	৪৩,৯৯,১৩৩	১,৩৯,১৯,০০০			৩৩৯	১৩/০০০৯৯	১৩৩-১৩৯/৩	১৩৯/০-১৩৯/৩	১৯৯৩ ১৩৩	১৩৩৩৩৩৩/৩
ফোর্স	৯৯,৩৩,০০০	১,৩৯,৩৩,০৩০			৩৩৯	১৩৩,০৩৩,	৩৩৩,			
ভারত	৩৩,৩৩,০০০	১৯,১৯,৩১১			৩৩৩	৭৯/০-১/৩ (৩ ৩)				
বার্টার্স	১৩,৩৩,০০০	১৩,১১,৩৩১			৩৩৩	—				১৩৩৩
ফোর্স	১৯,৩৩,০০০	১,৩৩,০০০,			১১৩৯					৩৩৩৩
রাজিন্দর	১,৩৩,০০০	৯,১৩,০৩৯,			১১৩১					১৩৯৩
বিদ্যুৎ	১,১৩,০০০	৩,৩৯,৭৩৯,			১৩৩১					৩৩৯,৩৩
বার্টার ভারতপুরা	১১,১৩,০০০	১,৩৩,০০০,			১/৩৩	৯৯,৩১৩৩	১৯৩৩-৩৯৯/৩	১১,-৩৩৩৩	৩৩৩৩	
ফেডারেল ইন্ডিয়া	৯৯,১৯,০০০	৭৫০,			৩৩৩১					
ভান্ডারের তল										
এমনিস	১১,৩৩,০০০	৩৩,৩৩,১১৯,		১৩৩	৩৩৩৩	১৭,৩-১১৩				
ভারতপুর টেক্সটাইল ...	১৫,৩৩,০০০	১৩,১৩,০০০,		১/৩	৩৩৩৩	১৩৩৩৩	১৩৩৩৩		১৩৩৩৩	
হেরেডারেল	৩৩,৩৩,০০০	৭৫,৩৩,১১৩,		১৩৩(৫)	৩৩৩১	১৯,৩৩		১৩,৩৩		
ইন্ডারো ...	১১,৩৩,০০০	৯৩,৩৯,৩৩০,		১৩,	৩৩৩৩					
লাক্সারী	৩৩,৩১,০৯০	৩১,৩৩,৩৩১,		১,(৫)	১৯৩৩					
বাইটিয়া	৯,৩৩,০০০	১১,১১,৯৩০,			৩৩৯					
বাসবী	১১,৩৩,০০০	১,৩১,১৩৩,			১১৩১					
বিড়লা	১১,৩৩,০০০	৩৩,৩৩,১৩০,			১৯৩৩					৩৩৩৩
ফুটার	৩৩,৩৩,০০০	৩৩,৩৩,৩৩১,	১৩০,		১১৩১	৩৩৩,				
ভারত*	৯,৩৯,০০০ ১৯,৩১,৩১১	১১,৩৩,৯০০,	১১, ১৩,		১১৩৯					

যৌথ প্রতিষ্ঠান

প্রতিষ্ঠানের নাম	অনুমোদিত মূলধন (টাকায়)	পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ	প্রতি অংশের অভিহিত মূল্য	দেয় লভ্যাংশ	মন্তব্য
চট্টগ্রাম					
অমলকান্ত	১০,০০,০০০	৫৫,৩১,০০০৲		৫৮%	
ইস্টার্ন	১০,০০,০০০	৬৫,৯০,৫৩০৲		৭৬%	
ইন্ডিয়া	৯৫,০০,০০০	১১,৫১,৮০০৲		৭৫%	
কালাচাঁদ	৩০,০০,০০০	৫৫,৯৫,৫০০৲		১৯৫১	
কালাচাঁদ ইন্ডিয়া	৩১,৯০,৩৭০	১৯,৯১,৯০০৲		৭৫%	
কাঞ্চনজঙ্ঘা	১,৯০,০০০	১৯,৬০,০০০৲	৯৫	১১৩১	
কালাচাঁদী	১৪,৯০,০০০	১১,৩৬,৩৩১৲	১৯৫	৭৫%	
গিরিবালা	৩০,৩৬,০০০	১০,৩৬,১৩১৲	১৬৲	৭৫%	
ত্রিবিধ	৩০,০০,০০০	৩০,৩৬,১৩৬৲	৯৲	৭৫%	
ডেকটিক	১১,৯০,০০০	৩,১১,০০০৲	১৯৫	৭৫%	
ন্যাশনালিস্টিক	৯,৩৩,০০০	৩৩,৫১,৩৩৬৲	৭৲	৭৫%	৭৫৲
প্রেস	১,৯৯,০০০	১১,৯৯,৩৩৩৲		১১৫৩	
প্রতিভা	১৯,৩৩,০০০	১৫,৯১,৩৩৩৲	১৩	৭৫%	৩৩৲
পেনিনসুলা	১৬,৯৩,০০০	৯৯,৯৬,৩৩৩৲	৫১৲ (ঘ)	১১৫৩	১৫৩৩৲
পৌরীপুর	১১,৫১,৩০০	৯৩,৯৯,৯৫৩৲	১৯৬০	৯৫৩	১১৩৲
বাসন্তী		১৯,৯৩,৫১৯৲		৯৭১	৩৩৲
বিদ্যুৎ		১,৯১,১৯,১১৩৲		৩৫%	
ব্রেকী	১১,৩৩,০০০	১৯,৩৩,৬১৫৲		৫৫%	
মহীয়া	৭৬,১১,১৩০	৯৩,৩৩,৩৩৩৲		১ ৩%	
মিলানী	১১,৩৩,৭৩০	৫৩,৯৬,৩৩৩৲		৭৫%	
মুক্তাকাশ	১১,৩৩,৯৩৩	১১,৯৩,৯৩৩৲		৫৫%	১৯৩৲
রেডিসুখী	১১,৩৩,৩৩৩	৯,১৩,৩৩৩৲	৯৩/-৩১/৩	৬৫%	৬৩/-৬৫/৩
লেট ইন্ডিয়ার্স	১৫,৩৩,০০০	১৯,১১,৩৩৩৲		৭৫%	১৩৩৲
লেট মন্থার	১৫,৩৩,৩৩৩	১,৩৩,৩৩,৯৯৩৲	৯৩৲	৭৫%	৩৩৲
বেঙ্গল	১,৯৩,৩৩,৩৩৩	৩,৯৯,৩৩৩৲	১পিছনে (ঘ)	৭৫%	৫৩৲
রাঙ্গি	১৩,৩৩,৩৩৩	৩৩,১৯,৯৩৲	১৩৩৲	৭৫%	—
বিক্রয়	৩৩,৩১,৩৩৩	১১,৩৩,৩৩৩৲	১৯৫(ঘ)	৭৫%	৯৩৲
বিদ্যোদয়	১৯,৯৩,৩৩	৩৬,৩১,৯৩৩৲	১৯৩	৭৫%	১৯৯৩
মেসার্সচন্দ্র	১৩,৩৩,৩৩৩	৩৩,১৩,৯৩৩৲	৯৲	৭৫%	৩৩১৲
মেসার্সচন্দ্র	১৩,৯৩,৩৩৩	১৯,৩৩,৩৩৩৲	৯৲	৭৫%	—
রাজ্য	৩৩,১৫,৩৩৩	৯৯,১৫,৩৩৩৲	১৩৩৲	৭৫%	১৯৯/৩-১৯৩ ১৯৯৩ ১১৫৩ (ঘ, ঘ) ৫৯/৩-৬৯৩ —
রাজী	৯,৩৩,৩৩৩	১৯,৯৫,৫৯৩৲	১৲ (ঘ)	৭৫%	৩৩৯৩
রেডিসন	৩৩,৩৩,৩৩৩	১৯,৯৩,৩৩৩৲	১৩৩	৭৫%	৩৩৯৩
রিজেন্ট	১১,৩৩,৩৩৩	১৫,৩৩,৩৩৩৲	৯৲	৭৫%	
চা-বাগান					
ই ডিভিশন	১৩,৩৩,৩৩৩	৯,৩৩,৩৩৩৲	১৩৩৲	৯৩%	
ডিভা	৯,৯৩,৩৩৩	৯,৩১,১৩৩৲		১৯৩%	
ডিভিশন	১,৯৯,৩৩৩	১,৩১,১১৯৲		১৯৩%	
রেডপুর	১৯,৯৯,৯৯৯	৯,১৩,৩৩৩৲		৯৯%	৯৯৩/৩-৯১৯৩

যৌথ-প্রতিষ্ঠান

প্রতিষ্ঠানের নাম	অনুমোদিত মূলধন (টাকায়)	টাকা ও অন্যান্য সম্পত্তি	প্রতি অংশের অনুমোদিত মূল্য	মোট অংশের সংখ্যা	তারিখ	বাজার দর					
কুটীর-শিল্প											
বেতশিল্প											
মোমবাতি ও সাবান											
মিষ্টি তুলা											
পাম্পারেজার											
তুলাবীজ											
রেজারব্লেড											
বিস্কুট											
ফেলাবাড়ি											
জাহাজের											
ফেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক											
সাবান											
সোডার বিভাগ											
হাজারীবাগ											
ব্রিজেরা											
চিনির কল											
ইউ.পি											
ব্যাঙ্ক											
ফলাউ											
ডায়ার বিভিন্ন											
এলাহাবাদ											
ব্যাঙ্ক											
ফেলাবাড়											
ব্যাঙ্কার											
মর্ডেন্স											
ব্যাঙ্ক											
ইউনাইটেড ব্যাঙ্কিং											
ফুলিয়া ইউনিয়ন											
ফুলিয়া ব্যাঙ্কিং											
ব্যাঙ্কার্স ব্যাঙ্কার্স											
পাঞ্জাব ব্যাঙ্কার্স											
হিন্দুস্থান ব্যাঙ্ক											
ফেডার ফেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক											
ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া											
ব্যাঙ্ক অব বরোদা											
ব্রিজ ব্যাঙ্ক											
হিন্দুস্থান ব্যাঙ্কিং											
ফেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া											
বিদ্যুৎ-সরবরাহ											
ইউ.পি											
কলকাতা ইলেকট্রিক											

যৌথ প্রতিষ্ঠান

প্রতিষ্ঠানের নাম	অনাদায়ী মূলধন (সংখ্যায়)	সংরক্ষিত তহবিল	শতকরা অনাদায়ী মূল্য	ঋণ পরিশোধ	সংরক্ষণ	সংরক্ষিত	[illegible]	[illegible]	[illegible]	শেষ আয় বছর
বিদ্যুৎ-সরবরাহ										
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]				
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]					
বিবিধ										
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]			[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]					
[illegible]	[illegible]				[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]			[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]								
[illegible]	[illegible]	[illegible]								
[illegible]	[illegible]	[illegible]						

REGD.N

আর্থিক ভারত

অর্থনৈতিক সাপ্তাহিক

১৫ বর্ষ ৮ম সংখ্যা | [illegible] | [illegible] | মূল্য ৷৹

CALCUTTA CENTRAL 191

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

কলিকাতা

অনুমোদিত মূলধন	—	৮ কোটি টাকা
বিক্রীত মূলধন	—	৪ কোটি টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন	—	২ কোটি টাকা
রিজার্ভ ফাণ্ড	—	৪০ লক্ষ টাকা

পরিচালকবর্গ

শ্রী জি, ডি, বিড়লা (চেয়ারম্যান)

শ্রীঈশ্বরী প্রসাদ গোয়েঙ্কা — শ্রীরমনলাল জি, সারাইয়া (ভাইস-চেয়ারম্যান)

শ্রীঅনন্ত চরণ লাহা — শ্রীমহাদেও এল, লাহানুকার

শ্রীবৈদ্যনাথ জালান — শ্রীমদনমোহন আর, রুইয়া

শ্রীগোবিন্দলাল বাঙ্গর — শ্রীমোহনলাল এল, শা

শ্রীপি, ডি, হিমৎসিঙ্কা — শ্রীমতিলাল তাপুরিয়া

শ্রীরামেশ্বরলাল নোপানি — শ্রীনবীনচন্দ্র মফৎলাল

জেনারেল ম্যানেজার

শ্রী বি, ডি, ঈাকুর

ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার

শ্রী এস, ডি, সদাশিবন

ভারত ও ব্রহ্মদেশের বড় বড় শহরে ষাটটির অধিক শাখা এবং পৃথিবীর সর্বত্র এজেন্সির ব্যবস্থা থাকায়, এই ব্যাঙ্ক দেশে ও বিদেশে জনসাধারণের সেবায় সম্পূর্ণভাবে নিযুক্ত থাকিতে পারে।

Those who have finance do read

"Indian Finance"

Those who have no finance must read

"Indian Finance"

'INDIAN FINANCE'

116, Lower Circular Road, Calcutta.

কে, সি, দে এণ্ড সন্স
১৬১।১, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা

আর্থিক ভারত

কে, সি, দে এণ্ড সন্স
১৬১।১, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা

২য় বর্ষ ৮ম সংখ্যা] কলিকাতা, বুধবার ১১ই পৌষ, ১৩৫৮ ; ২৭ ডিসেম্বর, ১৯৫১ [মূল্য ।৵

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		অর্থালোক	
বাণিজ্য সম্মেলন		হিসাব, নিকাশ, নিরীক্ষণ	
প্রাসঙ্গিক		পণ্যদ্রব্যের বাজার	
সরকারী নীতি সম্পর্কে শিল্প পরিষদের অভাব, ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য, ভারত-মার্কিন অর্থনৈতিক সহযোগিতা, ডাঃ হারাকচন্দের সহকারী, আমীরের যুদ্ধ-বিরতি, চিকিৎসক সম্মেলন, ভারতে যুবশ্যাধিক্য প্রভৃতি		শাই ও ঊষা ফ্যানের অভাব	
সংবাদলিপি		বাজারের কথা	
সওদা, বিক্রী	১৩৮	"শিল্পের ঘুণা" সম্পর্কে মূল্য বিচার	
সওদা	১৩৯	যৌথিক	
		ইণ্ডিয়ান আয়রনের লভ্যাংশের হিসাব-নিকাশ	

বাণিজ্য সম্মেলন

"বুদ্ধিজীবিদের মনীষা ও শিল্পপতিদের অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে সম্প্রতি কলিকাতায় যে নিখিল ভারত বাণিজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তাহা সময়োপযোগী হইয়াছে। আজ বহুদিনের কাল আমাদের দেশ স্বাধীন হইয়াছে, কিন্তু জনসাধারণের অভাব-অভিযোগ লাঘব হওয়া তো দূরের কথা, তাহা দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। ইহাতে জনসাধারণের মধ্যে স্বাধীনতার স্বরূপ সম্পর্কে অহেতুক হতাশারও সৃষ্টি হইয়াছে। ইহা অতীব দুঃখের সন্দেহ নাই। কিন্তু তোধিক দুঃখ এই যে, বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে সম্যক উপলব্ধির তোআও কোন প্রয়াস নাই।

স্বাধীনতা কেন উহারই মধ্যে সমৃদ্ধি আনয়ন করিল না, ইহার জন্য সরকারের দায়িত্ব কতটা আর বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে আমাদেরই বা কর্তব্য কি তৎসম্পর্কে আমাদের আত্মজিজ্ঞাসার বিশেষ প্রয়োজন রহিয়াছে। ব্যক্তিগতভাবে যেমন প্রত্যেকের নিজের আকাঙ্ক্ষা ও কর্তব্যের মধ্যে সমন্বয় করিতে হইবে এবং তজ্জন্য ধৈর্য ধারণ করিয়া পরিশ্রম করিতে হইবে, জাতিগতভাবেও তেমনি আমাদের প্রত্যেকের পরস্পরের সংস্পর্শে আসিতে হইবে এবং নিজের আকাঙ্ক্ষাকে অপরের আকাঙ্ক্ষা ও নিজের কর্মধারাকে অপরের কর্মধারার সহিত সমন্বয়িত করিতে হইবে। এই সমন্বয়ের আমাদের জাতি বিভিন্ন কার্যক্ষেত্রে কর্ম ও চিন্তার দ্বারা বিভিন্ন ব্যক্তি ও শ্রেণীর মধ্যে বিভক্ত রহিয়াছে। সুতরাং এই জাতিকে বর্তমান সমস্যা সম্পর্কে উপযুক্তরূপ সচেতন করিতে হইলে জাতির অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন শ্রেণীর একত্র সমাবেশ অত্যাবশ্যক। এই সূত্রে জনসাধারণের বিভিন্ন শ্রেণী ও অংশের মধ্যে পারস্পরিক আদানপ্রদানের যে সুযোগ পাওয়া যায় তাহাতে জাতীয় গুরুসমস্যা সমূহাবলীর সমাধান সহজ হইয়া আসে।

অতিনব কলেবরে অনুষ্ঠিত কলিকাতা বাণিজ্য সম্মেলন জাতিকে এইরূপ একটি সুযোগ প্রদান করিয়া যথার্থই দেশের উপকার করিয়াছে। এই সম্মেলনে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণের সহিত দেশের অন্যান্য মনীষীরা ও বিভিন্ন শিল্প ও বাণিজ্যের প্রতিনিধিগণ যোগদান করেন। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন সুপ্রসিদ্ধ বাঙ্গালী ব্যবসায়ী পরিবারের কৃতী সন্তান ডাঃ নরেন্দ্রনাথ সরকার, অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত প্রমথ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সভাপতিত্ব করেন এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির প্রধান অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গণেশপ্রসাদ ঘোষ। তাহাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের সহকারী অর্থনৈতিক পরামর্শদাতা শ্রীযুক্ত বি, এন আলাবালয়া এবং বিভিন্ন বাণিজ্য পরিষদ ও পত্রিকার সম্পাদকগণ এই সম্মেলনে যোগদান করেন। অভ্যাগত অধ্যাপক ও প্রতিনিধিগণের প্রতিনিধিই বিভিন্ন শিল্পপতি নিজ নিজ শিল্পাঞ্চলে অভ্যর্থিত করেন। ইহাতে সম্মেলনে যোগদানকারী তাত্ত্বিক পণ্ডিতগণ দেশের শিল্প-বাণিজ্যের বাস্তব সমস্যাদির সহিত নিবিড় ও প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হইবার সুযোগ লাভ করেন। অন্যপক্ষে শিল্পপতিগণও দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থার ব্যাপারে নিকট হইতে দেশবাসী কিরূপ আচরণ আশা করেন, তাহার একটা আভাস লাভ করেন। উপরন্তু বিভিন্ন বৈদেশিক দূতাবাসের বাণিজ্য প্রতিনিধিগণ এই সকল আলোচনা ও আপ্যায়নে উপস্থিত থাকাতে আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে তাঁহাদের অভিজ্ঞতা ও অভিমত জানিবারও সুযোগ হয়। সংবাদপত্রে দেশের জনমতগঠনকারী পত্রিকা-সমূহের প্রতিনিধিগণ এই সকল খোলাখুলি আলোচনায় উপস্থিত থাকিয়া জাতি ও সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর উপর দেশের বর্তমান পরিস্থিতির যথার্থ প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করিতে সমর্থ হন। ইহাতে ভবিষ্যতে

সমস্যার কারণ নির্দ্ধারণে এবং যে সকল সমস্যার সমাধান প্রচেষ্টায় বিভিন্ন শ্রেণীর লোক সম্পর্কে অভিনব জ্ঞাপন করা অধিবেশনের সংবাদপত্রসমূহের সঙ্গে যে অপেক্ষাকৃত সহজ হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। এইরূপ ফলপ্রসূ ও বিষয়ভিত্তিক আলোচনার সম্মেলনের অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিমল মুখার্জি আমাদের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

সম্মেলনের সাধারণ অধিবেশনে উদ্বোধক, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি এবং মূল সভাপতি যে অভিভাষণ পাঠ করেন তাহাতে দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতির প্রায় সকল দিকের উপরই আলোকপাত করা হয়। তাঁহার উদ্বোধন বক্তৃতায় ডাঃ দাহা সরকারের জাতীয়করণ নীতির উল্লেখ করিয়া ইহার অনিবার্যতা স্বীকার করিয়াছেন কিন্তু একদিকে, বিদ্যুৎশক্তি এবং অন্যদিকে শিল্পের কাঁচামালসমূহের মধ্যেই জাতীয়করণের পরিধি সীমাবদ্ধ রাখিতে তিনি অনুরোধ করিয়াছেন। মুদ্রাস্ফীতি সম্পর্কে উল্লেখ করিয়া তিনি সংযমসহকারে উৎপাদন-বৃদ্ধির আবশ্যকতা বিশ্লেষণ করেন এবং এতদুদ্দেশ্যে বন্ধপরিকর জনসাধারণের ঐক্যবদ্ধ সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেন। মুদ্রাস্ফীতি অবরোধকল্পে উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে রাষ্ট্রের সহিত তিনি যে সহযোগিতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন তাহাও উল্লেখযোগ্য।

স্বাগত বক্তৃতায় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার ক্ষেত্রসমূহ সমীক্ষায় প্রদত্ত অভিজ্ঞতার উল্লেখ করেন এবং ভারতের পরিকল্পিত শিল্পায়নের অপরিহার্যতা বিশ্লেষণ করেন। তিনি দূর প্রাচ্য ও মধ্য প্রাচ্যের সকল দেশের সহিত ভারতের অতীত ও বর্তমান সম্পর্কের উল্লেখ করেন এবং এই সকল দেশের সৌহার্দ্যপূর্ণ মনোভাবকে পরিকল্পনাসমূহের সহিত মিলাইয়া সার্থক করিয়া তুলিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু এশিয়ার যে সকল দেশের আর্থিক বিকাশ ভারতের বাণিজ্যের পরিপূরক — মধ্য প্রাচ্য এবং দূর প্রাচ্য উভয়ত্রই ভারতীয় শিল্প-পণ্যের বাজার আছে এবং এই সকল দেশ হইতে বিনিময়ে খাদ্যসামগ্রী ও অপরাপর কাঁচা-উৎপন্ন ভারত সহজেই আমদানি করিতে পারে।

আমাদের ধারণা এই যে, ভারতীয় বাণিজ্যনীতির এই সংশোধন করিতে এশিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিলেই যথেষ্ট হইবে না। ভারতীয় অর্থনীতির পুনর্গঠনের জন্য আমেরিকা ও ইউরোপ অঞ্চলের দেশগুলির সহিতও বাণিজ্যসম্প্রসারণ করিতে হইবে। এই সকল দেশে কাঁচামাল পাট ও অন্য রপ্তানি না করিয়া এই সকলের সঙ্গে কুটীরশিল্প ও হস্তশিল্পের বিভিন্ন পণ্যদ্রব্যও প্রেরণ করা যাইতে পারে। তাহাতে মূলধন ভারতীয় রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে এবং পাট, চা ও তৈলবীজের উপর রপ্তানি বাণিজ্যের ঐকান্তিক নির্ভরতা হ্রাস পাইবে।

উপস্থিত অঞ্চলে উপরিউক্ত ভারতীয় পণ্যের যে সম্ভাবনা রহিয়া গিয়াছে, ইউরোপ ও আমেরিকা প্রত্যাগত বিভিন্ন ব্যক্তি ও সরকারী প্রতিনিধি তাহা মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করিয়াছেন। রপ্তানি বাণিজ্যের উপরিউক্ত-রূপ প্রসারের জন্য বিদেশী বাজার সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করা এবং সেই তথ্যাদির সহিত ভারতীয় ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের যথাযথ যোগাযোগ রক্ষিত হওয়াও আবশ্যক। ইহার জন্য মাঝে মাঝে পরামর্শদাতা প্রেরণ না করিয়া, বিদেশে অথবা সমুদ্র অধিক সংখ্যায় বাণিজ্য দূতাবাস স্থাপন করা প্রয়োজন এবং উক্ত দূতাবাসসমূহের সহিত দেশের ব্যবসায়ীদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ সাধন করিবার জন্য সরকারী কর্তৃপক্ষ ও ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধিদের সহযোগিতায় একটি স্থায়ী পরামর্শদাতা প্রতিষ্ঠান গঠিত হওয়া আবশ্যক।

মূল সভাপতি শ্রীযুক্ত নবীন্দ্র মুখার্জি যে অভিভাষণ দিয়াছেন তাহাতে বিগত এক দশকালের, ভারতীয় অর্থনীতির ব্যাপক পরিমাপ করা হইয়াছে। সমস্যার কারণ ও সমাধান সম্পর্কে তিনি যে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহার সহিত আমরা মোটামুটি একমত। দেশের সম্মুখে বর্তমানে যে সমস্যা সর্বপ্রধান তাহা ঘাটতি না মুদ্রাস্ফীতি, তদ্বৈষয়িক উৎপাদন প্রচেষ্টায় ইহাই এই কঠিন সমস্যার উপর শ্রীযুক্ত ঘোষ বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। বস্তুত, বর্তমান মুদ্রাস্ফীতির সমস্যা উৎপাদনপ্রচেষ্টার অবহেলাজাত বহিঃপ্রকাশ মাত্র। এতদনুসারে সমস্যা সমাধানের যে সকল উপায়ের উপর শ্রীযুক্ত ঘোষ বিশেষ জোর দিয়াছেন, তাহা হইল সরকারের রাজস্ব ও শিল্পনীতির সংশোধন। উদাহরণস্বরূপ তিনি জাতীয়করণ প্রস্তাবের উল্লেখ করেন এবং দশ বৎসরের মেয়াদে জাতীয়করণের ক্ষতিকর উদ্বৃত্ত রাখিয়া শিল্পোদ্যমের নিকট হইতে উৎপাদন প্রচেষ্টার সহায়তা লাভ করিবার মনোভাবকে বাতুলতা বলিয়া আখ্যাত করেন। শ্রীযুক্ত ঘোষের অভিভাষণের সকলাপেক্ষা উদ্বেগযোগ্য অংশ, আমাদের মনে হয়, বর্তমানে ভারতীয় অর্থনৈতিক সংগঠনে বৈদেশিক মূলধনের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ। দেশে শিল্প ও অর্থনৈতিক জীবনযাত্রার উপর কোনপ্রকার নিয়ামক প্রভাব বিস্তার করিতে না পারে, তাহার ব্যবস্থা করিয়া যদি দেশের শিল্পোন্নতির প্রয়োজনে বৈদেশিক মূলধনের সাহায্য পাওয়া যায়, তাহা হইলে আমাদের শিল্পোন্নতি যে দ্রুততর হইবে তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ইতিপূর্বে 'আর্থিক ভারত'এর একাধিক সংখ্যায় আমরা ওইরূপ মতই আমাদের অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছি। আমাদের সেই অভিমত সমর্থন উপলব্ধি করার পক্ষে নিম্নোদ্ধৃত অংশটুকু সম্ভবত সহায়ক হইবে।

—"বিদেশী মূলধন আমদানি ও তদ্বিনিয়োগের ফলেই শঙ্কিত হইয়া উঠার কারণ আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। তবে ভারতবর্ষ ও এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলিতে অতীতে বিদেশী ধনিকগণ যে ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া চিন্তিত বোধ করা যে একেবারে অস্বাভাবিক নহে, ইহাও আমরা স্বীকার করি। কিন্তু যুদ্ধপূর্ববর্তী অবস্থার সহিত যুদ্ধপরবর্তী, অর্থাৎ বর্তমান সময়ের, অবস্থার যে আমূল পার্থক্য সংঘটিত হইয়াছে ও হইতেছে তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই আমাদের বর্তমান সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা কর্তব্য।...ইহা ভুলিলে চলিবে না যে, বর্তমানের পরিবর্তিত আবহাওয়া ও অবস্থায় ভারত ও এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলির আশু পুনর্গঠনের গুরুত্বের কথা স্মরণ করিয়া দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন করিতে হইবে এবং বাস্তবতার বিচারে বিদেশী মূলধন বিনিয়োগের যৌক্তিকতা ও অযৌক্তিকতা নির্দ্ধারণ করিতে হইবে।.....আমরা জানি, জগতে কোন জাতিই—তা সে যত বৃহৎ, যত শক্তিশালী, যত ঐশ্বর্যবানই হউক না কেন—সম্পূর্ণ স্বয়ং-নির্ভর, স্বয়ংকৌলিক নয়। পৃথিবীর বৃহত্তম জাতিকেও পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম জাতির সহিত আদান-প্রদান করিতে হয়, চুক্তি করিতে হয়,—ইহাতে লজ্জার কিছু নাই, অগৌরবের কিছু নাই।—এই যুক্তির জের টানিয়াই আমরা বলিতেছি, এশিয়ার কৃষি ও শিল্পের উন্নয়ন সমস্যা বর্তমানে এতই জরুরী যে, কেবলমাত্র আদর্শগত মৌতাত বা অযৌক্তিক আশঙ্কায় বশীভূত হইয়া বৈদেশিক মূলধনের সাহায্য গ্রহণ হইতে বিরত থাকিলে, তদ্দ্বারা কল্যাণের স্থলে অকল্যাণের উদ্ভবও হইতে পারে।..... বিদেশী অর্থের উপযুক্ত ব্যবস্থা এতদ্দেশীয় রাষ্ট্রনায়কগণের কূটনীতি-জ্ঞান, দূরদৃষ্টি ও রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার উপরেই নির্ভর করিবে। তাঁহারা যদি দক্ষতার সহিত সুবিবেচনাপ্রসূত সর্তে বিদেশী মূলধনের আমদানি করিতে পারেন, তাহা হইলে তাহাতে আদৌ 'ভূতের ভয়ে ভীত হইয়া পড়িবার কারণ নাই" ("আর্থিক ভারত"—১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা—১৬ই জুন, ১৯৫৮)।

প্রাসঙ্গিক

সরকারী নীতি সম্পর্কে শিল্প-সচিবের ভাষণ

সম্প্রতি ইঞ্জিনীয়ারিং অ্যাসোসিয়েশন অব ইণ্ডিয়ার বাৎসরিক অধিবেশনে সভাপতি শ্রীযুক্ত পীরবক্স রোহাটগী টাকার অভিভাষণে শিল্প বাণিজ্যের বর্ত্তমান বৈদেশিকদের পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করেন ও এই ব্যাপারে কয়েক সরকারী নীতিরও সমালোচনা করেন। শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা আজকাল, যাহাতে লাইসেন্স, বৈদেশিক মুদ্রার ব্যবস্থা, রেলের ও টাকার বাজার বিষয়ে ও বিষয়, যদিও বৃদ্ধি সত্ত্বেও শ্রমিকরা অসন্তুষ্ট ও অশান্তিময়, ব্যবসায়ের সম্প্রসারণ ব্যবস্থা তৎপরতার সঙ্গে ও উদ্যমের সহিত অগ্রসর হইতেছেন, লোক ও উপায়ের সহিত অগ্রসর হইতেছেন, শ্রীযুক্ত রোহাটগীর অভিভাষণের ইহাই ছিল প্রধান বিষয়। শ্রীযুক্ত রোহাটগী নিবেদনে অনুযোগ করেন যে, সরকারী নীতির ফলে শ্রমিকশ্রেণীর ক্রয়বর্দ্ধমান হারে বৃদ্ধি পাইল এবং এই নীতি অনুসরণের ফলে শিল্প সম্প্রসারণ অনেক বাধা পাইয়াছে ও সেজন্য অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের পথে ক্রত অগ্রসর হইতেছে।

শ্রীযুক্ত রোহাটগী উক্ত বিবরণীতে যে কয়টি সংখ্যা দিয়াছেন তাহা বিশেষ চিন্তার বিষয়। সরকারী নীতি ও কার্য্যপ্রণালীতে প্রকৃতই অসঙ্গতির অভাব আছে। সেজন্য যুক্তিতর্ক প্রয়োজন কিন্তু সরকারের টনকে অধিক ঘাটতি হয় কমিলেই উদ্দেশ্য সফল হইবে না। শিল্পোন্নয়নে ব্যক্তিগত দায়িত্ব অবশ্যকার্য্য—শ্রীযুক্ত রোহাটগীর সমালোচনার উত্তরে শিল্প ও সরবরাহমন্ত্রী ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যেভাবে সকলকে বলেন যে, সকল স্তরে বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান, ব্যবসায়ীসঙ্ঘ শ্রমিকবর্গ এবং প্রদেশ ও রাষ্ট্রের সহিত পরামর্শক্রমে এই সামঞ্জস্যপূর্ণ নিয়মাবলী নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ইহাকে কায়েমী করা সকলেরই সকল পক্ষেরই কর্ত্তব্য।

ডাঃ মুখোপাধ্যায়ের উক্তির সারাংশের সহিত আমাদের মতামত ব্যক্তিগত হিসাবে যেরূপ উহার সহিত শ্রীযুক্ত রোহাটগীর অভিযোগের উত্তর দিয়াছেন, তাহা আমরা সমর্থন করি না। তাঁহার এই উক্তির যাহা প্রায় একই কালে ইষ্টার্ণ বণিক সভার প্রথম ডাঃ মুখোপাধ্যায়ের অভিভাষণের উৎসাহব্যঞ্জক অংশের ভুল বড় পরিমাণে দূর হইয়াছে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের দুইজন দায়িত্বশীল মন্ত্রী একই সময়ে বিভিন্ন সভায় কিছুটা পরস্পর-বিরোধী উক্তি করিয়াছেন, এই বিভিন্ন দৃষ্ট যেন বিস্ময়ের উদ্রেক করিয়াছে। উহা মিথ্যাই নহে।

যাহাই হউক, শ্রীযুক্ত রোহাটগীর উক্তি সম্পর্কে আমাদের মনে হয় যে, সরকারের সম্মুখে এই বিভিন্নমুখী অবাঞ্ছনীয় অনুসন্ধানের পরিসমাপ্তির সময় আসিয়াছে। বৈদেশিকদিগকে চিরস্থায়ী করিয়া তুলিতে চাহিলে, দেশের ক্রমবর্দ্ধমান লাভ করা সহজ কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে। অথচ অবস্থার উন্নতির লক্ষণগুলিও [illegible] পরিষ্কার [illegible] বৎসরের স্বদেশী বাণী আমাদের দুর্ভিক্ষপীড়িত দেশের অধিক কাটাইয়া উঠিয়াছে। আভ্যন্তরীণ আর্থিক ও পুনঃ বহন পরিমাণে স্থিতিস্থাপক আসিয়াছে—সর্ব্বোপরি সমাজে শিল্প ও ব্যবসায়কে মানসিক অনুবিধার জন্য বিস্তার তুলিতে হইবে। সেজন্যেই কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা অনিচ্ছুক। করিয়া তোলার মধ্যে কোনও সার্থকতা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

ব্যবসায় সম্পর্কে যাঁহারা উদ্যোগী, তাঁহাদের আশার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিতে হইবে। সরকারেরও দুদলের ধরিয়া থাকার ভঙ্গিমা ছাড়িতে হইবে এবং শিল্পসংস্থের সমুদয় ভার নির্দ্ধিধায়ে দায়িত্ব লইবার শক্তি তাঁহাদের আছে। ব্যক্তি-মালিকানার ক্ষেত্র কিছুটা সঙ্কুচিত হইলেও, বিদেশীদের তুলিতে সরকারের সহযোগিতায় অর্থনিয়োগের উপযোগিতা ও নৈপুণ্য প্রদর্শনের সুযোগ নিয়ন্ত্রিতের উপযোগী কার্য্যক্ষেত্র বর্দ্ধিত হইবে।—বর্ত্তমান মূল সরকারী বিভাগের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটিবে ইহা ধ্রুবসত্য। দুরদর্শনের অভাব সরকারের কঠিন প্রতিকূলতা সত্ত্বেও শিল্পপতিগণ উৎসাহের দৃঢ়তার পরিচয়ের সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলিতেছেন। ভারতীয় সাহসের শিল্পপতি, ব্যবসায়ী ও স্টকহোল্ডারের নিকট হইতেও তেমন অকপট উৎসাহ ও উদ্যম প্রত্যাশা করে।

ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য

১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত আট বৎসরে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে জানা যায় যে, এই ছয় মাসে [illegible] পরিমাণ [illegible] কোটি টাকা পূর্ব বৎসর এই সময়ের পরিমাণ ছিল [illegible] কোটি টাকা। এই বৎসরের সংখ্যা অধিকতর উন্নতির নিদর্শন, অবশ্য তুলনামূলক আলোচনা সন্তোষজনক হইবে না। আলোচ্য সময়ে ও পূর্ব বৎসর হইতে [illegible] কোটি টাকা পৌণ্ডের ছয় মাসে [illegible] কোটি) মূল্যের মাল রপ্তানি হয় ও বিদেশ হইতে [illegible] কোটি টাকা (পূর্ব্ববর্তী ছয় মাসে [illegible] কোটি) মূল্যের মাল আমদানি হয়। পূর্ব অষ্ট বৎসরের তুলনায় আলোচ্য সময়কালে বিদেশ হইতে [illegible] আমদানি ও রপ্তানি দুইই অনেক বেশী হইয়াছে এবং তাহার ফলে বাণিজ্যের প্রতিকূলতার পরিমাণ বিশেষ হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই।

রপ্তানি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পাট ও পাটজাতীয় মালের পরিমাণবৃদ্ধিই বেশী রপ্তানিবৃদ্ধির প্রধান কারণ। আলোচ্য সময়কালে [illegible] কোটি টাকার (৪১.১১ কোটি) পাটের সূতা ও শিল্পজাত মাল, ১১.৮৩ কোটি টাকার (১১.৫৪ কোটি) কার্পাস সূতা ও বস্ত্রশিল্পজাত মাল এবং ৩.১৪ কোটি টাকার (৩৭ লক্ষ) অন্যান্য সূতা ও বস্ত্র রপ্তানি হয়। তাঁতা ও অন্যান্য (Waste) তুলার রপ্তানি ১১.৬ কোটি টাকা হইতে হ্রাস পাইয়া ১১.৫১ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।

আমদানি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পূর্ব অষ্ট-বৎসরের তুলনায় আলোচ্য সময়ে যন্ত্রপাতি, যানবাহন, তাঁতা ও অন্যান্য তুলা, রাসু, রাসায়নিক দ্রব্য ও ঔষধপত্র এবং রঙ দ্রব্য ইত্যাদির আমদানি বৃদ্ধি পায় এবং লৌহ ও ইস্পাতের আমদানি হ্রাস পায়। পূর্ব সময়কালের তুলনায় [illegible] কোটি ([illegible] কোটি) টাকার যন্ত্রপাতি আমদানি হয়। [illegible] কোটি টাকার স্থলে [illegible] কোটি টাকার যানবাহন আমদানি হইয়াছে। আমদানি হ্রাসের অন্যতম কারণ। [illegible] দেশীয়করণের ফলে তুলা অপ্রত্যাশিত [illegible] কাঁচা

ফোন—ক্যাল ৩৮৫১

প্রিমিয়ার ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কস্

১১৫, প্রিন্সেপ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ছাপাখানা সংক্রান্ত ইঞ্জিনীয়ার্স,

লাইনোটাইপ, ইন্টারটাইপ, লেটারপ্রেস ও অফসেট মেশিন

সংস্থাপন, তত্ত্বাবধান ও জীর্ণসংস্কার কার্য্যে বিশেষজ্ঞ

এবং

সর্বশ্রেণীর মুদ্রাযন্ত্র

ও

মুদ্রণ সরঞ্জাম ব্যবসায়ী।

অন্যান্য খাতে আমদানি ১৭.২৫ কোটি টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ২৯.৭১ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।

বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বাণিজ্যের হিসাবে দেখা যায় যে, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত রপ্তানির পরিমাণ ১.৩৩ কোটি টাকা হ্রাস পাইয়া ৪৫.৪৪ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। উক্ত দেশ হইতে আমদানির পরিমাণ ৩৩.১১ কোটি টাকা (৪৩.১৮ কোটি)। পাকিস্তান ভারতবর্ষ হইতে ১৫.৯৩ কোটি টাকার মাল গ্রহণ করে ও ১.৯৯ কোটি টাকার মাল রপ্তানি পাঠায়। ব্রহ্মদেশের সহিত বাণিজ্যে আমদানির পরিমাণ ৫.৪৯ কোটি টাকা (৩৭.৪৪ কোটি) ও রপ্তানির পরিমাণ ১৭.৮০ কোটি টাকা (৩৫.১৩ কোটি)। অতএব, ব্রহ্মদেশ সহ বাণিজ্যের পরিমাণ অনেকটা কমিয়া যাওয়ার কথা দেখা যায়।

ভারত-মার্কিন অর্থনৈতিক সহযোগিতা

ভারতবর্ষের নূতন মার্কিন রাষ্ট্রদূত মিঃ জন কেনেথ গলব্রেথ বিভিন্ন সময়ে ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর একটি বুঝি সম্পর্কের উদ্দেশ্যে উভয় দেশের বুদ্ধিজীবিদের মধ্যে প্রত্যক্ষ আলোচনা সম্ভব হইবার প্রস্তাব করিয়াছেন। তাঁহার ধারণা বিভিন্ন ক্ষেত্রে কি কোনরূপ যোগ স্থাপন করিলে উহা দুই দেশের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সম্পর্কের ও সহযোগিতার ভাবও বৃদ্ধি করিবে। উদ্দেশ্য হইল যে উভয় দেশের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সম্পর্কের ও সহযোগিতার ভাবও বৃদ্ধি করিবে। বিশেষজ্ঞদের উদ্দেশ্যে মার্কিন দূতাবাস বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনার ব্যবস্থা করিয়াছেন। মার্কিন দূতাবাস হইতে ইতিমধ্যে যে সমস্ত বিবৃতি প্রচারিত হইয়াছে তাহা খুব আশাপ্রদ নহে। মিঃ গলব্রেথের বক্তব্য হইতে জানা যায় যে, যুক্তরাষ্ট্র ভারতের প্রধান আমদানিকারক দেশ বজায় রাখার উদ্দেশ্যের সঙ্গে লক্ষ্য করিয়াছে। মূলত মার্কিনী বিদেশী মূলধন বিনিয়োগের পক্ষে অনুকূল হইলে ভারতে মূলধন পাঠাইবার বিষয়, তাহা বিবেচনা করিয়া মার্কিন শিল্পপতিরা পরে অগ্রসর হইবেন। বিনিময়ে যুক্তরাষ্ট্র ভারতে বিশেষজ্ঞ প্রেরণ করিয়া শিল্পোন্নয়নে সাহায্য করিতে উদ্যত। অনেক মার্কিন বিশেষজ্ঞ এই দেশে সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত রহিয়াছেন।

মিঃ গলব্রেথ উল্লেখ করেন যে, ভারতবর্ষ সরকারীভাবে আর্থিক লেনদেন-আমদানি ব্যাঙ্ক (Export-Import Bank) হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে পারে। ইহা ব্যতীত বিশ্ব-ব্যাঙ্ক ভারতকে করিয়া থাকে। ভারতবর্ষ উক্ত ব্যাঙ্কের সভ্য। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানটি নানা আন্তর্জাতিক হইলেও যুক্তরাষ্ট্র ইহার প্রধান অংশীদার এবং ইহার কর্তৃত্বভারও মার্কিন সরকারের নীতি অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। সেই জন্য বর্তমান পরিবর্তনের অনুপযুক্ত হিসাবে প্রায় সমস্ত ঋণই এযাবৎ পশ্চিম ইউরোপের উদ্দেশ্যে দেওয়া হইয়াছে। যাহোক ১৯৫৭-৫৮ সালের সংশোধিত বিবরণীতে বলা হইয়াছে যে বিদেশ হইতে মূলধন আমদানি করিয়া আরও বেশি দেশের শিল্পোন্নয়ন সম্ভব করা হইবে। কিন্তু ভবিষ্যতে এইরূপ আর্থিক প্রস্তাব দেশের উন্নয়নই ব্যাহত করা হইবে। ফলে পরিচ্ছন্ন ৫১.৫ কোটি টাকার মধ্যে ছাড়ের ১৮.৫ কোটি ও ঋণের ১২.৫ কোটি টাকার ঋণ পাইয়াছে। অন্যান্য সাহায্যের মধ্যে খেলনাকে ৪ কোটি, লাঙ্গলযন্ত্রকে ১২ কোটি ও ট্রাক্টরে ১.৯ কোটি টাকার সাহায্য দেওয়া হইয়াছে।

অবশ্যই মূলে ভারতবর্ষের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক যোজনার ব্যয় করিয়াছেন যে, যাহাতে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য একটি দ্রুত পরিবর্তন অত্যাবশ্যক করিবার উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক সাহায্যের নিকট হাত প্রার্থনা করা হইবে। যাহাতে চাহিদার কর্তৃত্বাধীন পরিবর্তে ভারতে আসিবেন ও তথা সংগ্রহ করিয়া পরিকল্পনাটির কার্যকারিতা সম্পর্কে তাঁহাদের বিশেষজ্ঞ মতামত প্রকাশ করিবেন। যদি তাহা ভারতবর্ষের প্রস্তাব সাহায্যদানের সঙ্গে বিবেচনা করে, তবেই এই প্রতিশ্রুতির আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ হইবে।

ডাঃ রাধাকৃষ্ণনের সতর্কবাণী

সম্প্রতি মাদ্রাজে ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্ যে বক্তৃতা দেন তাহা উহার অভিজ্ঞতা, গভীর দেশপ্রীতি ও মৌলিক চিন্তাশক্তির পরিচায়ক। সমস্ত দেশের লক্ষ্য করিয়া উচ্চারিত এই সতর্কবাণী নিশ্চয়ই সকলের মনে প্রভাব বিস্তার করিবে। ডাঃ রাধাকৃষ্ণন বলেন যে, মাদ্রাজী ছেলেরা যুক্তির ভিত্তিতে উপস্থাপিত করিয়া মতামত গ্রহণ করেন। যদি আমরা সেই আশা ও বিশ্বাস হারাইয়া ফেলি, তবে আমাদের অর্থনীতির ন্যায় আমাদিগকে বিপন্ন করিবে। ডাঃ রাধাকৃষ্ণন স্মরণ করাইয়া দেন যে ভারতবর্ষের মত তাহার বিরাট সমস্যার শ্রেণীর উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, উহার ভিত্তি আমার ঐক্যের, চিত্তের ঐক্যের, সংস্কৃতির ঐক্যের। যে সকল উপাদান অপরিসীম আত্মত্যাগ, বিরাট ধৈর্য ও অনন্যসাধারণ দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিল, যাহাদের সাহায্যে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছিলাম, যাহাদের সঙ্গে আমরা হাত মিলাইয়াছিলাম, তাহাদিগকে ভুলিয়া গেলে আমরা নিজেদের সর্বনাশ করিব।

ডাঃ রাধাকৃষ্ণন বলেন যে, বেকারীর বিপুল অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করিবার জন্য কোনও চেষ্টা না করিয়া, শুধু ধনের ও প্রতিপত্তির উৎসগুলি উন্মুক্ত রাখিয়া ভারতের অধিক বিনিময়ের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা করিয়া চলিয়াছে তাহাদিগকে মোক্ষম—এই নীতিকে সমাজতন্ত্রকে ঠেকাইয়া রাখা চলিবে না। জনসাধারণের অন্তরে একদিন সমস্ত কর্তাদেরকে ভাসিয়া দুর্বিষহ করিয়া দিবে। বিপ্লবের প্রবর্তকই হইল অসন্তোষ।

সর্বজনীন বেকারত্ব মুনাফাখোর ও চোরাকারবারীদের পাইয়া বসিয়াছে এবং দেশের আর্থিক বিধান বিপর্যস্ত হইতেছে। সাধারণ আয়ের সমস্ত চাহিদাকে মৌলিক উপাদান করিয়া বিচার করিতে হইবে। সুবিধাভোগী, অতিমুনাফার মধ্যে বিশিষ্ট জনলাভ করিবার সুযোগ দেশকে আত্মরক্ষার বৈষম্য ও দৌর্বল্যে ভরপুর হইতে দুর্বল পাইতে হইবে।

কাশ্মীরে মুদ্রাবিনিময়

১৯৫১ সালের নবেম্বর মাসে কাশ্মীরে মুদ্রা-আইন প্রবর্তিত হয়। বেসরকারিভাবে একরকম সংগ্রামের পর কৃষকের মনোযোগ লেখা আজিত এই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাটি আবশ্যক কথা। এই বার মুদ্রাবিনিময়ে কাশ্মীরের রাজার হাতের সরকারী অর্থনীতির মূল সূত্র সম্ভব করিয়াছে, ভারতবর্ষের সঙ্গে অখণ্ড প্রায় উৎসর্গিত হইয়াছে। কাশ্মীরে আজি প্রত্যাবর্তনের পর একটি মহারাজ ও রাজ্যের পুরোপোষকতায় কর্তৃক এইরূপ বলে যাহাতে মুনাফাখোরে অবিলম্বে যাহাতে না আর সম্ভব হয়, তাহার ব্যবস্থা করা হইবে, ইহাই আমরা আশা করি। কিন্তু ব্যবসায়ে ভারতে সেনাবাহিনের কথা স্মরণ করিয়া এবং কাশ্মীরবাসীদিগের নিজেদের ক্ষুদ্রলাভের ইতিহাস মনে করিয়া এই আশঙ্কা অসঙ্গতির অপরাধের বাহির নিষ্কাশন ও তাহার বিচারের জন্য আমরা ভারত সরকারের নিকট দাবী জানাইতেছি।

কাশ্মীর যুদ্ধের ইতিহাসের সাম্প্রতিক পুনরুদ্ধেখ এই প্রসঙ্গে অবান্তর হইবে না।—ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করিয়া এদেশ হইতে ব্রিটিশ শক্তি চলিয়া যাইবার পরে কাশ্মীরের মহারাজ উহার ভবিষ্যনিয়মের অধিকার নিজেরা দুটি রাজ্যে হাতে লইবার চেষ্টা করেন। কাশ্মীর মহারাজ যোগদান করিতে চাহিলেও কাশ্মীরে অবস্থানরত সামরিক প্রহরীদের কারণে তাহাদের উহা প্রত্যাখ্যান করে। কিন্তু উপজাতীয় হানাদারদের সাহায্যে পাকিস্তান যখন কাশ্মীর রাজ্য আক্রমণ করে, তখন কাশ্মীরের সাহায্য প্রার্থনার উত্তরে ভারত কাশ্মীর রাজ্যে ভারতীয় সৈন্য প্রেরণ করে এবং অনতিবিলম্বে যুদ্ধবিরতির সাহায্যে কাশ্মীরের ভারতভুক্তি ঘোষণাদের বিষয়ে সার্বভৌমত্বে গ্রহণ করে।

তৎসত্ত্বেও ঘটনার গতি দ্রুত পরিবর্তিত হয়। কাশ্মীরের যুদ্ধে পাকিস্তানের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ লক্ষ্য করিয়া ভারত সরকার কাশ্মীর হইতে পাকিস্তানী সৈন্য অপসারণের জন্য পাকিস্তান সরকারকে অনুরোধ করেন এবং পাকিস্তানের পক্ষ হইতে এবিষয়ে কোন উদ্যোগ প্রদর্শিত না হওয়াতে অবিলম্বে ভারত সরকার এই সম্পর্কে আন্তর্জাতিক নিরাপত্তাপরিষদের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করেন। কিন্তু ইহাতেও কোন ফলোদয় হয় না। বিপ্লবতা পরিহারে পাকিস্তান প্রতিনিধি কাশ্মীরের যুদ্ধে পাকিস্তানের যোগাযোগ অস্বীকার করিয়া বিদায় ও পূর্ব পাঞ্জাবের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং মুসলমানের প্রতি অত্যাচারের ঘটনায় বর্তমান ভারত সরকারের যোগাযোগের সম্পূর্ণ বিদ্যা অভিযোগ উত্থাপন করেন এবং উক্ত বিষয়গুলিকে আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা পরিষদের বিচার্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করিবার প্রস্তাব করেন। ইহার উত্তরে ভারতের প্রতিনিধিরা পরিষদে জানাইয়া দেন যে, ভারত কোন কাশ্মীরের সমস্যা ও ভারতে বিদেশী রাষ্ট্র পাকিস্তানের যোগাযোগ সম্পর্কেই অভিযোগ করিয়াছে; সুতরাং ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও মুসলমান অত্যাচার প্রভৃতি দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারগুলি সম্পর্কে নিরাপত্তা পরিষদের হস্তক্ষেপ ভারত

[illegible]

[illegible]

[illegible]

সংবাদলিপি

লণ্ডন

চুক্তিবদ্ধ প্রণোদিত বর্ধিষ্ণু — লোকসংখ্যা সম্পর্কিত সংখ্যাতত্ত্ব—ব্রাজায়নিক শিল্প ভারতীয় অবস্থা।

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

লণ্ডন, ১৮ই ডিসেম্বর—ইউইক মেল ট্রেনের ডাকঘর বিভাগের বহু শ্রমিক ধর্মঘট শুরু করিয়াছে। ইহার ফলে ডাকঘরের কর্মচারিগণ এবং রেলের শ্রেণীদের মধ্যে বিশৃঙ্খলার ভাব সৃষ্টি হইয়াছে। ডাকঘর শ্রমিকদের সমর্থনের জন্যেই এই ধর্মঘটের সংগঠন হয়। উক্ত শ্রমিকের সংগঠনের কার্যকরী প্রকাশ যে, সে সংখ্যক রেলওয়ে এই ডাকের ইউইকের কাজে নিযুক্তি যোগদান করিবার সময় পাইতেছিল না। ইহা যে নিতান্তই ক্ষুদ্র অসুবিধার কথা বলিয়া মনে হইবার অবকাশ নাই। কারণ আমাদের বিশ্বাস যে রেলকর্তৃপক্ষ এই সম্পর্কে খুব তাড়াতাড়ি অবস্থার অবতারণা করিয়াছেন এবং ধর্মঘটের নিষ্পত্তিকল্পে বিশেষ ব্যবস্থা করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এদিকে ইউইকের মেয়রও কর্তৃপক্ষের সহিত আলোচনায় যোগদান করিয়াছেন। ধর্মঘটের ব্যবস্থা করিবার জন্য কর্তৃপক্ষের ঔপনিবেশিক সিদ্ধান্তের উপায় করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং ধর্মঘটিগণ ইউইকের সমস্ত ডাকিকা বহির্ভাগের ডাকঘরে অগ্রসরের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

যুদ্ধ আরম্ভ এবং কতকটা যুদ্ধ অবিরতি অনুষ্ঠানের উপরিউক্তরূপ ধর্মঘটসমূহের বিশেষ সম্পর্কে ইংলণ্ডের অধিবাসিগণ অবহিত হইয়া রহিয়াছে। অনেকের ধারণা আছে যে শিল্প কার্যকরণে বাধার সৃষ্টিকারে প্রযুক্ত হইলেই শ্রমিক বিরোধের এই ভীষণতা আসিতে পারে। কারণ তাহাই সম্পর্কিত বিশেষ শিল্প কাজ করিবার জন্য শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষ হইতে নিজের মজুরি বৃদ্ধি হয়ে ও ব্যবস্থার শ্রমিক মান উন্নত হইবে না। কিন্তু এই ধারণা যে অমূলক তাহা ইংলণ্ডের শ্রমিক জগতের সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতার ফলে সহজেই ধরা পড়িবার কথা বলিয়া উপলব্ধি করা সম্ভব হইবে।

ব্রিটেনের আর্থিক পরিস্থিতি সম্পর্কে বিশেষ সজাগ থাকে প্রকাশিত ব্রিটিশ বোর্ড অব ট্রেডের সাপ্তাহিক বিবরণে জানা যায় যে, বেকারী সাহায্যের পরিমাণ হ্রাস পাইলেও প্রায় ৯০ লক্ষ শ্রমিকের মজুরি সঙ্কোচ ও নিয়ন্ত্রিত করিয়া দিতে পারিয়াছে।

শ্রমিক স্তর হইতে সাপ্তাহিক হারের ভত্ত লোকসংখ্যা সম্পর্কিত সংখ্যাতত্ত্বাদি প্রকাশিত হইয়াছে। এই সংখ্যাতত্ত্বাদি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, জৌলস শিল্পের নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা মোট প্রায় ৫০০০ জন হ্রাস পাইলেও, কটনের মোট উৎপাদনের মূল্যের দিক প্রায় ১০,০০০ টন বাড়িয়াছে। উৎপাদন ব্যয়ের তারতম্যের নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যার ৩১,০০০ জনের বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। এতদ্ব্যতীত মোট ১০ লক্ষ জন নারী ও পুরুষ শ্রমিক বর্তমানে সাপ্তাহে উৎপাদনের কাজে এবং নিযুক্ত রহিয়াছে। অতীতের সহিত তুলনা করিলে দেখা যায় যে, এইরূপ শ্রমিকের সংখ্যা ১৯৩৪ সালের ডিসেম্বরে ছিল ৯ লক্ষ ১০ হাজার এবং প্রাক্‌যুদ্ধকালে ছিল ৯ লক্ষ ৯০ হাজার। কর্মরত মোট জনসাধারণ পরিমাণ এখন দাঁড়াইয়াছে ৯ কোটি ৯০ লক্ষ। গত বৎসর বিশেষ বিমান আইন বলবৎ হইবার পর হইতে অক্টোবর মাসে "অস্থায়ী" শিল্পসমূহে নিযুক্ত কর্মীসংখ্যা সর্বোচ্চ স্তরে উঠিয়াছে। বর্তমানে নিযুক্ত শ্রমিক সংখ্যা প্রায় ৬,০০০,০০০ পাঁচ এবং চুক্তিবদ্ধ কর্মীদের সংখ্যাতেও ৭০০০ জনের বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু অস্থায়ী শ্রমিকের সংখ্যা ৩০০ জন হ্রাস পাইয়াছে। যে সকল শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ১০,০০০ জন হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া ১৩ লক্ষ ৭৬ হাজারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। যোগদান এবং অন্যান্য কারণে প্রত্যহ কার্যরত কর্মে নিযুক্ত শ্রমিক সংখ্যা প্রায় ১৯০০০ জন হ্রাস পাইয়াছে। বিভিন্ন শিল্পের নিযুক্ত মোট শ্রমিক সংখ্যা আনুমানিক নিম্নরূপ :—

শিল্প	শ্রমিকসংখ্যা
কটন	৭৯০,০০০
বস্ত্রশিল্প	৭৭১,০০০
কৃষি	১,১৩১,০০০

যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্প্রতি মিঃ আর্থার ইউইক ব্রাজায়নিক শিল্প সম্পর্কে একটি অনুসন্ধান করা অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। প্রকাশ, ব্রাজায়নিক শিল্পের ইউইক উৎপাদন পরিকল্পনা এবং উহার সম্প্রতি সম্পর্কে অবহত হওয়াই এই অনুসন্ধানের উদ্দেশ্য। ব্রাজায়নিক শিল্পের উন্নতি উদ্দেশ্যে মিঃ আর্থার ইউইকের আবেদনানুসারে অত্র ব্রিটিশ কেবিনেটে মন্ত্রিসভাকর্তৃক এই পরিকল্পনার সহিত ট্রেড ইউইকের সংযোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। ব্রাজায়নিক শিল্পের ভারতীয়করণ যাহা প্রবর্তিত হইবে বলিয়া রাজনৈতিক মহল সাধারণভাবে বিশ্বাস করিতেছে অনন্তরের একটি বড় অংশের বিশ্বাস যে, কোনমতে আন্তর্জাতিকতার ভাব ব্রাজায়নিক শিল্পের বিশেষ সম্প্রসার কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না।

বিদ্যা

কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের আশা—উদ্বাস্তুদের পুনর্বসতি।

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

লণ্ডন, ১৮ই ডিসেম্বর—কমনওয়েলথ কনফারেন্সের সমাপ্তির পর ভারতীয় পাকিস্তানের পুনর্বিবেচনার পূর্ণ সময় অতিবাহিত হওয়ায় সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁহার সহযোগীদের প্রধান বিষয় বিষয় হইবে বলিয়া অনুমিত হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, কনফারেন্সের কমনওয়েলথ অধিবেশনে সভায় যদি পণ্ডিত নেহরু কাশ্মীর সমস্যাকে বর্তমান আন্তর্জাতিক অবস্থার মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বসম্পন্ন বলিয়া আলোচনার অবসর দেন। সম্প্রতি আবার নিরাপত্তা পরিষদ হইতে নিযুক্ত কাশ্মীর কমিশনের প্রতিনিধি ৩ঃ লোজানো ভোরেন্স ঘোষণা করিয়াছেন যে, ভারত ও পাকিস্তানের সহিত আলোচনান্তে কাশ্মীর সমস্যার চূড়ান্ত সমাধানে তিনি সফল হইবেন বলিয়া বিশ্বাস করেন।

ডঃ লোজানোর এই বিশ্বাসের যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে এই কারণে যে, নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত কাশ্মীর তদন্তকমিশন ভারত ও পাকিস্তানে সফরান্তে ফিরিয়া আসিবার পর হইতেই এই কমিশন নিরাপত্তা পরিষদের নিকট কাশ্মীর সমস্যা সম্পর্কে তাঁহাদের মতামত জ্ঞাপন করিয়াছেন। এখনে আবার ভারত সরকারের সহযোগী সভাপতি শ্রীযুক্ত ফিরোজখান নাগুনো মহাশয় ডিসেম্বর মাসে পাকিস্তান কাশ্মীরের ফয়সালা সমস্যা সম্পর্কে নিরাপত্তা পরিষদের প্রতিনিধিদের সহিত আলাপ-আলোচনা করেন। ওয়াকিফহাল মহলের মত আছে যে কাশ্মীরের ফয়সালা সম্পর্কেই প্রধানতঃ আলোচনার হইবে। কাশ্মীর সমস্যা সমাধান সম্পর্কে ডিক্সন প্লানে যে সকল ভিন্নমতের কথা হইয়াছিল, তাহার আর কোন উল্লেখ বড় একটা পাওয়া যাইতেছে না।

কিন্তু ফয়সালার সম্বন্ধে এত অধিক নাই এবং কাশ্মীরের বর্তমান পরিস্থিতি পাকিস্তানের উহার পক্ষে কোনক্রমেই সুবিধাজনক নহে। পঞ্চাশহাজার সৈন্য বাহিনী ও গোলন্দাজের জন্য উচ্চ অসমরিক আয়তের সঙ্গে আরও বেশ অসামরিকের কোনই সঙ্গতি অবস্থার সৃষ্টি করিতেছে না। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে কেবলমাত্র সুপ্ত পাক প্রাদেশিক সরকারের ফয়সালা প্রবর্তন করা সম্ভব বলিয়া তাহার পক্ষের বিভিন্ন তাহাদের সঙ্গে জ্ঞাপন করিয়াছেন। কাশ্মীরের পরিবেশ পরিস্থিতির এই ক্রমবর্ধমান অবনতির কারণে নিরাপত্তা পরিষদ কাশ্মীর কমিশনকে একজন সামরিক পর্যবেক্ষকসহ নিযুক্ত করিয়াছেন। কাশ্মীরের বর্তমান পরিস্থিতিতে ভারত ফয়সালা প্রবর্তনের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে এই সামরিক পর্যবেক্ষকের মতামত আগ্রহের সহিত লক্ষ্য করিতেছে। উদ্বাস্তুদের জন্য বিশেষ নূতন ঘরবাড়ি এবং পাকিস্তান হইতে আগত হিন্দু ও শিখদের পুনর্বসতির ব্যবস্থা করিয়া ভারত সরকার পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের সম্পর্কে তাহাদের দায়িত্ব পালনের দৃঢ় সঙ্কল্প প্রকাশ করিয়াছে। এখনে প্রকাশ যে, প্রায় ১০ লক্ষ উদ্বাস্তুকে বসবাসের জন্য ঘরবাড়ি তৈরি করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই সকল ঘরের মধ্যে অবশ্য পাকিস্তান-ত্যাগীদের পরিত্যক্ত ঘরবাড়িও আছে। কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যে বিভিন্ন রাজ্যসরকার কাজও প্রায়

(শেষাংশ পরবর্তী স্তম্ভের প্রথম কলমে)

সংবাদপত্রিকা

(গতকাল অংশ ১৬৮ পৃষ্ঠায়)

১ লক্ষ উদ্বাস্তুর পাঁচ বছরের জন্য বাসস্থান সংস্থান করা হইবে। কৃষি পুনর্বাসন, শিল্পোন্নয়ন ও বাসস্থানের বিভিন্ন পরিকল্পনা একত্রে গ্রহণ করিয়া পুনর্বাসন কার্যকে ত্বরান্বিত করার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। এই সিদ্ধান্তের ফলে ১৯৬১ সালের মধ্যে আসাম, ত্রিপুরা ও পূর্ব পাকিস্তানে প্রায় ৮,০০০ পরিবার ও ১৭,০০০ অন্য দুর্গতিগ্রস্তের স্থান সংকুলান করা হইবে। এই সকল নূতন পল্লী ও কৃষিক্ষেত্রে একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হইবে এই যে, অনেক অঞ্চলেই সুন্দর সুন্দর লোকান ঘর ও বাসযুক্ত উন্নতধরণের বাসগৃহের উপযোগী করিয়াই নির্মিত হইবে। দুর্গতদের এতদ্ভিন্ন সাময়িক শিবিরসমূহকে বাসোপযোগী করিয়া সংস্কার করা হইতেছে এবং পেরাইতে 'কলাণী' সাময়িক শিবিরের সংস্কার করিয়া সেখানে প্রায় ১ লক্ষ ৬০ হাজার উদ্বাস্তুর আশ্রয়স্থলের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

পুনর্বসতি দপ্তরের আর একটি আধুনিক কার্য হইল উদ্বাস্তুশিবিরসমূহে বাস করিবার ব্যবস্থার উন্নতি সাধন। উদ্বাস্তুদের প্রথম বাস করিবার পরিবেশ বিভীষিকাই অত্র বলিয়া ইতিপূর্বে অনেকেরই অভিমত প্রকাশ করেন। এতদ্ভিন্নে এখন স্থির হইয়াছে যে, বন্যা, ঝড়, শিলা আঘাত প্রভৃতি হইতে বাসগৃহ রক্ষার বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইবে। মৃত্তিকা ও ছাদের উদ্বাস্তুদের মধ্যে কেরোসিন পাঁচ বৎসরের বাসগৃহ নির্মাণের জন্যই সংগ্রহ করা হইতেছে। কয়েক অঞ্চলে সকল উদ্বাস্তুকে ম্যালেরিয়া প্রতিষেধক ঔষধ সেবন করিবার পরিকল্পনা করা হইয়াছে। এই সকল ব্যবস্থা ব্যতীত উপরিউক্ত পরিবর্তনের জন্য এতদ্ভিন্নে মোটের প্রায় ১ লক্ষ ৫ হাজার টাকা অধিক ব্যয় স্বীকার করিতে হইবে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, পাকিস্তানী উদ্বাস্তুদের মধ্যে শিক্ষার হ্যার কমের ফলে বাড়াইতে যাইয়ে সন্তোষ অধিকতর পরিলক্ষিত হইতেছে। এমন কি শিবিরবাসী উদ্বাস্তুদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইতেছে। শিবির বন্ধকালে ইহাদের সংখ্যা ছিল ৪ লক্ষ এবং বর্তমানে ইহার পরিমাণ হইয়াছে ৭ লক্ষ। ইহাতেই ইহা বুঝা যায় যে, শিবিরসমূহে স্থায়ী বসবাস উদ্বাস্তুদের পক্ষে সন্তোষজনক হইতেছে।

প্রাসঙ্গিক

(পূর্বাংশ ১৫৯ পৃষ্ঠায়)

আর ডাক্তার ডি. এম. বোস, ডি.টি.এম. এই প্রস্তাবের সমর্থনকল্পে অভিমত ব্যক্ত করেন। বিভিন্ন স্তরে চিকিৎসক সংগঠনের বার্ষিক কনভেনশন এস. কে. চৌধুরী অভিযোগ করেছেন যে, ব্যক্তিগত অভ্যাস বা ঔষধপত্রে যে পরিবর্তন করা হইতেছে কর্মীদের মতামতের পরিবর্তনের জন্য আনুমানিক বার্ষিক ব্যয় ১০০০ কোটি টাকা। এত বিপুল ব্যয় বহন করা কোন সরকারের পক্ষেই সম্ভব নহে কি পরিমাণ অর্থ আদৌ নিয়োজিত করা সম্ভব তাহা কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারসমূহের স্থির করা কর্তব্য। ব্রিটিশ দেশে এক বছরের চিকিৎসাব্যবস্থা এই দেশের ৪ ছাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অবশ্য এই প্রস্তাবটি বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করে। ডাঃ ডি. এম. বোস প্রস্তাবের সমর্থনকল্পে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের অভিমত গ্রহণ করিয়া উহাকে কার্যকরী করা হউক। এই ধরণের প্রস্তাব কার্যকরী করিতে হইলে কিছু পরিবর্তন ও উন্নয়নের মধ্যে অবশ্যই করিতে হইবে।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য-মন্ত্রিত্ব শ্রীযুক্তা অমৃতকুমারী তাঁহার ভাষণে চিকিৎসকগণকে যোগ্যতার সঙ্গে অবসর করিয়া অধিকসংখ্যক চিকিৎসক সৃষ্টি করিবার দিকে যে ঝোঁক দেখা যাইতেছে, তাহার তীব্র নিন্দা করেন। এই বক্তব্যের সমর্থনে প্রায় সকলেই একমত হইবেন। কিন্তু আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রের শিক্ষা-প্রণালী প্রচুর সময় ও ব্যয়সাপেক্ষ। সুতরাং কিভাবে সময়সংক্ষেপ করিয়া ও অল্পব্যয়ে এই বিরাট বেগের সঙ্গে উপযুক্ত সংখ্যক যোগ্য চিকিৎসক সৃষ্টি করা যাইতে পারে, তাহাই হইল প্রকৃত সমস্যা। শ্রীযুক্তা অমৃতকুমারী সেই সমস্যা সমাধানের কোনও ইঙ্গিত দেন নাই। অল্প শিক্ষিতদিগকে সল্পে ও সম্পূর্ণ সেবাধর্মে উদ্বুদ্ধ চিকিৎসকের সংখ্যা যে-কোনও দেশে মুষ্টিমেয়। চিকিৎসা ব্যবসাকে ধনিকের ব্যবসাতে আসিতে না পারিলে অবসাধারণের জীবন-রক্ষা সম্ভবপর হয় না। তাই সে বিষয়ে কতটা দৃঢ়তা নিতে পারিবেন তাহাই বিচার্য।

ভারতে কুষ্ঠব্যাধির প্রকোপ

বহুদিনের ত্রুটি দূর করিয়া কলিকাতার নিবিল ভারত কুষ্ঠ কর্মীদের একটি সম্মেলন হয় ও তাহাতে এই ব্যাধিগ্রস্তদের উপায়সমূহ আলোচিত হয়। ভারতবর্ষে কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা ৩০ লক্ষ বলিয়া অনুমিত এবং ইহাদের মধ্যে আড়াই লক্ষ সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্ত। এই রোগের ব্যাপকতা সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নাই। ইহার সামাজিক অভিশপ্তকারিতা বন্ধার অপেক্ষা বেশী, কেন না এই ব্যাধির চিকিৎসিত পরীক্ষার / পরিত্রাণে পরিপুষ্ট হইয়া রোগীকে ঘৃণ্যজন ও আত্মীয়স্বজনের ঘৃণাভাজন ও অস্পৃশ্য করিয়া তোলে।

দুঃখের বিষয়, এখনও এই রোগটি সম্বন্ধে প্রাদেশিক সরকারসমূহ বিশেষ মনোযোগ দিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। অথচ সরকারী উদ্যোগে এই ব্যাধিকে যে সংযত করা যায়, সে বিষয়ে উদাহরণেরও অভাব নাই। ভারতে ১৭,০০০ সংক্রামক রোগীর মধ্যে ১১,০০০ ব্যক্তিকে পৃথক করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে এবং অবশিষ্টদের পৃথক করিবার জন্য ১৯৬৩ সালের মধ্যে ৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫ হাজার শয্যার হাসপাতাল নির্মিত হইবে।

আমরা এই সময়ে বিশেষভাবে কুষ্ঠরোগ ও সরকারের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। সমগ্র ভারতবর্ষে আক্রান্ত ৩০ লক্ষ ব্যক্তির মধ্যে আনুমানিক তিন লক্ষ রোগীই পশ্চিম বঙ্গের অধিবাসী। ইহাদের মধ্যে সংক্রামক ব্যাধির ব্যক্তির সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। অবিলম্বে পৃথক ব্যবস্থা অবলম্বন প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে কেবলমাত্র সংক্রামক রোগীর জন্য পৃথক ব্যবস্থা সম্ভব হইয়াছে। অনুসন্ধানে জানা যায় যে, অবসর ও উপযুক্ত খাদ্যের অভাব হইলেই এই রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। রোগের অবস্থাভেদে ও ঘনবসতিপূর্ণ বস্তিতে অনেক কুষ্ঠরোগী অক্লেশে বেশী দেখা যায়। আলোচ্য সম্মেলনে পশ্চিম বঙ্গের স্বাস্থ্য-বিভাগের পরিচালক ডাঃ এ. সি. চাটার্জী বলেন যে, বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও মাদ্রাজ—এই ৪টি প্রদেশে বিশেষকরভাবে এই রোগের প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হয়। বিহার, মাদ্রাজ ও উড়িষ্যার সংলগ্ন উড়িষ্যার অনেকটি অঞ্চলে কুষ্ঠের আক্রমণ সর্বাধিক পরিলক্ষিত হয়।

ইণ্ডিয়্যান
ব্যাঙ্কিং
জার্ন্যাল
ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত
একমাত্র
মাসিক পত্রিকা
৩নং কমার্শিয়্যাল বিলডিংস্
কলিকাতা ১

সঙ্কলন

ভারতের নতুন বস্ত্র বেসন

১৯৭ আগস্ট হইতে ভারতের সর্বত্র নয় বেসন্সি চালু হইয়াছে এবং এই সঙ্গে বস্ত্রের মূল্য নিয়ন্ত্রণও প্রবর্তিত হইয়াছে। প্রকাশ, নূতন মূল্যনীতিকে সম্প্রতি সর্বপ্রকার বস্ত্রের মূল্য গত আগস্ট মাস হইতে শতকরা ১৫ ভাগ হ্রাস পাইয়াছে।

এইরূপ জানা গিয়াছে যে, মোটা কাপড়ের মূল্য ও আগস্ট মাসে যেরূপ নির্ধারণ করিয়াছিল, তাহার কোনও পরিবর্তন করা হইবে না। ধুতি এবং শাড়ি বিভিন্ন বস্ত্রের মূল্য আগস্ট মাসের মূল্য নীতির তুলনায় শতকরা ১৫ ভাগ হ্রাস করা হইয়াছে। কিন্তু মূল্যের উপর শতকরা যে ভাগ উৎপাদন শুল্ক ধার্য করা হইয়াছে।

উৎপাদন-শুল্ক ধার্য করার উদ্দেশ্য দুইটি: (১) বিদেশে রপ্তানীর উপর শুল্ক ধার্য করিয়া অর্থাগমের সুব্যবস্থা করা যাহাতে কাপড়ের মূল্য (২) অতিরিক্ত মূল্যের চাহিদা হ্রাস করা।

এই কারণে অতিরিক্ত মূল্যের মূল্য শতকরা ১০ ভাগ হইতে বাড়াইয়া শতকরা ১৫ ভাগ করা হইয়াছে। এই শুল্ক বাবদ ১৯৫৭ সালে ৪ কোটি টাকা অতিরিক্ত আয় হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। আগস্ট মাসে যে পরিমাণ বস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছিল তাহার উপর শতকরা ১৫ টাকা হারে উৎপাদন শুল্ক ধার্য করিলে ৭ কোটি টাকা আদায় হইবে।

১৯৫৭ সালে ভারতের বীমা ব্যবসায়ের বিবরণী

সম্প্রতি ভারতের বীমা ব্যবসায় সম্পর্কিত যে বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে প্রকাশ যে, মুদ্রাস্ফীতির মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ১৯৫৭ সালে বীমা ব্যবসায়ের অবনতি ঘটিয়াছে।

১৯৫৬ সালের সঙ্গে তুলনা করিলে দেখা যায় যে, সমস্ত বিভাগেই প্রায় সর্বত্রই আলোচ্য বর্ষে বীমার সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে।

১৯৫৭ সালের শেষ পর্যন্ত ভারতবর্ষস্থিত ভারতীয়-মালিকানার চালু বীমার সংখ্যা ছিল ২৩,৯৭,০০০ বীমা পলিসি এবং তাহার মূল্য ছিল ৪৪,২১১ কোটি টাকা। উক্ত পলিসির বিভিন্নের বন্ধন অর্থ ছিল ২০৩৮ কোটি টাকা। এই বিভাগ পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় ১,৬৮,০০০ বীমা পলিসি, ৩৮৭ কোটি টাকা মূল্য এবং ১.৩৪ কোটি টাকা প্রিমিয়াম বাবদ আয় বেশী। অ-ভারতীয়দের বীমার বিভাগ যথাক্রমে ৮,৩৯,০০০ বীমা পলিসি, ১০১৯০ কোটি টাকা মূল্য এবং প্রিমিয়াম বাবদ আয় ৮৯৩ কোটি টাকা। এই বিভাগ পর বছরের তুলনায় যথাক্রমে ১০০৭১.০৫ কোটি এবং ০.১৮ কোটি টাকা বেশী।

১৯৫৭ সালে ভারতবর্ষের বাহিরে যে ভারত-মালিকানার বীমা করিয়াছেন এবং যে সকল বীমা ও পুনর্বীমার শেষ হিসাব পাওয়া গিয়াছে তাহার সংখ্যা যথাক্রমে ১৬,৫০০, পলিসি—মূল্য ৫.৫১ কোটি টাকা এবং ৮৯,৫০০ পলিসি—মূল্য ১৩.৩৪ কোটি টাকা।

১৯৫৭ সালে আগস্ট এবং আগস্টোত্তর এক বৎসরে যে ভারত-মালিকানার কোম্পানীর কারবার পরিচালন যথাক্রমে ৩৩.১৩ কোটি ও ২.৬৩ কোটি টাকা এবং উহার পরিবর্তে প্রদত্ত দাবী ও মেয়াদ অতিক্রান্তে দেয় মূল্য বাবদ যে টাকা ব্যয় করিতে হইয়াছে তাহার পরিমাণ যথাক্রমে ১২.৫৭ কোটি ও ২.৫৩ কোটি টাকা।

ভারত সরকার অন্য প্রকারের বীমা ছাড়া ভারতীয় কোম্পানীর যে সব হইয়াছে তাহার পরিমাণ ৮.৫১ কোটি টাকা হইবে। আগস্টোত্তর বন্ধন ৭.৭১ কোটি, মেয়াদের বন্ধন ১.৫১ কোটি এবং অন্যান্য প্রকারের বন্ধন ১.১৮ কোটি টাকা।

১৯৫৮ সালের ৩১এ ডিসেম্বর পর্যন্ত ভারতীয় বীমা আইন অনুযায়ী মোট ১৮৫টি প্রতিষ্ঠানকে কোম্পানীর রূপ দেওয়া হইয়াছিল। ১৯৫৭ সালে এই সকল কোম্পানীতে যে বীমা করা হইয়াছিল তাহার সংখ্যা ১৩,০০০ বীমা পলিসি এবং মূল্য ১২৫.৮০ লক্ষ টাকা। পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় এই সংখ্যা যথাক্রমে ৪১০০ বীমা পলিসি এবং ৮.৮৭ লক্ষ টাকা মূল্য কম।

বীমা আইনের ১৮৯৩ ধারা অনুযায়ী পরিচালিত ভারত কোম্পানীর কাজের ও অনুমোদিত লগ্নিকরের যে বিবরণ ভারত সরকার ১৯৫৭ সালের ৩১এ ডিসেম্বর পর্যন্ত ভারতীয় বীমা কোম্পানী-গুলির ৩টিকে লইয়া পরিচালন করিয়াছেন।

সাধারণ বীমা সম্পর্কে বীমা কোম্পানীগুলির তত্ত্বাবধায়কের মন্তব্য যে, এখন পর্যন্ত মুদ্রাস্ফীতি সম্বন্ধে বাজার সঠিক অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারে নাই এবং আগস্টোত্তর বৃদ্ধির পক্ষে বীমার দাবী মিটাইবার সময় যেন মোটা আয় হইয়াছে এবং যতদিন পর্যন্ত প্রবাসুলা চড়া থাকিবে ততদিন এই আয় অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

কোন কোন কোম্পানীতে ইলাবীং প্রিমিয়ামের হার যে বৃদ্ধি করা হইয়াছে, সেই সম্পর্কে রিপোর্টে উক্ত হইয়াছে যে, প্রতিটি কোম্পানীরই প্রিমিয়ামের টেবিলে বৃদ্ধি করিয়াছে তাহা মুদ্রাস্ফীতিকালীন প্রবণতার তুলনায় "সাধারণভাবে আজীবন বীমার ক্ষেত্রে পরিবর্তন ও বন্ধের ১০ ভাগ পর্যন্ত এবং "মেয়াদী বীমার ক্ষেত্রে পরিবর্তন ও বন্ধের ১১ ভাগ পর্যন্ত বেশী।

কর্তৃপক্ষ বিবরণের পক্ষে প্রয়োজনীয় সকল ক্ষেত্রেই যে বন্ধের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে সেই তুলনায় প্রিমিয়ামের এই বর্ধিত হারকে খুব অযৌক্তিক বলা চলে না।

ভারত-পাকিস্তান রেল ইঞ্জিন ও গাড়ী ভাগ-বাঁটোয়ারা

রেলওয়ে ঐর্থ বিভাগ এবং এই সম্পর্কে সুবীত বিষয়ক কার্যকরী করার যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য ভারত-পাকিস্তান [illegible] সম্মেলনে যে [illegible] ভাগ করিবার সিদ্ধান্ত হয় তাহা নিম্নরূপ:

১। রেলওয়ের বিভাগীয় ও উপবিভাগের কার্যালয় সমূহের জন্য রেল বিভাগের সুবিধা যে সকল অফার [illegible] তাহার [illegible] ভাগ বাঁটোয়ারা।

২। [illegible] রেলওয়ের ইঞ্জিন ও মালগাড়ী বিভাগ।

৩। [illegible]

৪। [illegible] ইঞ্জিন ও অন্যান্য গাড়ী ভাগ।

৫। [illegible] রেলওয়ের মালগাড়ী বন্টন।

ইহাতে স্থির হইয়াছে যে, উক্ত ভাগবাঁটোয়ারার ফলে [illegible] রেলওয়ের [illegible] (পাকের বন্ধুত্ব আন্তর্জাতিক ভারতের অংশের) আনা-নেওয়ার করা হইবে। সেইরূপ কোন ভাগবাঁটোয়ারা হইতে আর ইঞ্জিন, মালগাড়ী অথবা মালগাড়ী সরবরাহ করা হইবে না।

ধুতি নিকাশ ভাগবাঁটোয়ারা করার উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে।

১। রেলওয়ে ভাগাভাগি কমিটির পরামর্শ সাপেক্ষে ভারত-পাকিস্তান রেল চলাচল সম্পর্কে [illegible] বিষয়ে যাহা চলাচল সম্পর্কে বিশেষ ধুতি অন্যান্য বিষয়ে আলোচনার চালাতে পারিবে।

২। রেলওয়ে সার্ভে ও মাপ কর্তৃক [illegible] নির্ধারণের ব্যবস্থা পর ভারতীয় রেলওয়ে বোর্ডের প্রেরণাধীন [illegible] সম্পর্কে [illegible] ও পাকিস্তান রেলওয়ে বোর্ডের [illegible] মাপ-পাথরের সংখ্যা সমান ও এটি উপর আপীল হইবে।

৩। যন্ত্রপাতি, কারখানা ও অন্যান্য সাধারণভাবে [illegible] মূল্য নির্ধারণ করা হইবে বিবেচনার জন্য ভারত ও পাকিস্তানের [illegible] আলোচনার নিয়োগ করা হইবে।

৪। বিভাগীয় সার্ভে কমিটির [illegible] আন্তঃ-বাষ্ট্রীয় ভাগবাঁটোয়ারা [illegible] সম্পর্কে রেলওয়ে সার্ভে কমিটির নিকট [illegible] করার জন্য রেলওয়ের [illegible] আলোচনার [illegible] কার্যকরী।

৫। উক্ত ভাগবাঁটোয়ারার ফলে [illegible] বিভাগ পরীক্ষার জন্য উক্ত ভাগবাঁটোয়ারা কর্তৃক [illegible] [illegible] বিভাগে প্রত্যাবার পাইবে ই, বি এবং এস রাষ্ট্রই রেলওয়ের [illegible] হইবে।

১৭। রেলওয়ের [illegible] বিভাগ সম্পর্কে বিভাগ পাবলিকের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করা সম্ভব হয় নাই। উক্ত বিষয়টি ভারত-পাকিস্তান সম্মেলনের পরবর্তীকালে [illegible] করার [illegible] বিবেচিত হইয়াছে।

বলাবাহুল্য, আর, [illegible] বিভাগগুলি বাদ দিয়া ভারত-পাকিস্তান রেল চলাচল সম্পর্কে ভারতের

[illegible] হইতে ২ লক্ষের উপরে ধরা হয় সেই বিষয়ের কোনরূপ বিচার আজ পর্যন্ত হয় নাই। অথচ কয়েক বিষয়ে যেমন রেলওয়ে ডাকমাশুল প্রভৃতি সম্বন্ধে নিকটে যেরূপ কথা হইতে পারে এরূপ আর কিছুতে হইতে পারে না কমিশনর প্রতিবাদ করিয়াছেন।

১৮৭৯ সালের এই ফেব্রুয়ারী কমিশনরের সহ কমিটির সভাগণ অনুষ্ঠিত হইবে এবং অন্যান্য বিষয়গুলি আলোচিত হইবে।

কমিটির সিদ্ধান্তসমূহ উত্তর সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষ থাকিবে।

কেন্দ্রীয় শিল্প পরামর্শদাতা কাউন্সিলের সদস্যগণ

ভারত সরকারের শিল্প ও সংবাদের জন্য কয়েক সভ্য-গঠিত কেন্দ্রীয় শিল্প পরামর্শদাতা কাউন্সিলের সদস্যদের নাম প্রকাশিত হইয়াছে। শিল্পে সদস্যদের নাম দেওয়া হইল:—সভাপতি—মাননীয় ডাঃ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি—মিঃ এস. এ হেস্টিংস, ডাঃ স্যার জে. সি, বোস, মিঃ সি. সি. দেশাই, মিঃ এ. কে. রায়, মিঃ এস পাল, ডাঃ এইচ. কে. সিকদার ও মিঃ ডি. কে. গোখলে। প্রাদেশিক সরকারের প্রতিনিধি—মিঃ সি. বালচন্দ্রন, ডাঃ কে. আর. চুক্কাস্বামী, বোম্বাইয়ের শিক্ষা ও শিল্প বিভাগের সেক্রেটারী, মাদ্রাজের শিল্প বিভাগের ডিরেক্টার, মিঃ এস. এম. কাপুর, বরোদার শিক্ষামন্ত্রী, মিঃ এম এস. মনসিংহোর, কাশ্মীর মিঃ কে. ডি. খান্নার ও পঞ্চ বঙ্গের বাণিজ্য ও শিল্প বিভাগের সেক্রেটারী। দেশীয়রাজ্যের প্রতিনিধি—হায়দরাবাদের কেশবন রামেশ্বরাবাদের বা. বন্ধা ও শিল্প বিভাগের সেক্রেটারী, শ্রী বি. ডি. যোশি ও মহীশূরের শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগের ডিরেক্টার। কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের স্থায়ী পরামর্শদাতা কমিটির প্রতিনিধি—মিঃ অমর পরমর আয়েঙ্গার, মিঃ বি এস. সেখরী, মিঃ প্রভুদয়াল হিম্মৎসিংহ ও মিঃ খাজুরাই কে যেদাব। বণিক সভার প্রতিনিধি—স্যার উইলিয়াম, স্যার পরশুরাম ও মি যোরাবজী জে টাটা। শ্রমিকদের প্রতিনিধি—শ্রীনিবাসবাদ শাস্ত্রী, শ্রী বি. বি. নারায়ণন, মিঃ এন. সি. রায়, মিঃ আর চেট্টিয়ার, নাবজু, মিঃ নারায়ণ বৌরাকার, মিঃ এস. তরফদার, মিঃ বিশ্বনাথ, মিঃ এ, এম, জমাদার, মিঃ এস, এম, এইচ সাইদ, মিঃ সি, এ, সাবেলভাস, মিঃ সি, মৈত্র, মিঃ বি. বি. বিশ্বাস, স্যার নোরোজোরী, মিঃ কলকাতে আপার, মেঃ এস সি, মৈত্র, মিঃ এস, পি, সিংহ, মিঃ কে, এস, আহিম, স্যার সি. সি, ইস্পিন, মিঃ কে, সি, গুপ্ত, মিঃ মহম্মদ পাটেল, মিঃ এস, হাজি হাত, মিঃ কে, বি, ইস্পিন, মিঃ সি, এস, সোবিন, মিঃ নেবেন্দ্রনাথ ঘোষ, মিঃ ও, সেবাস্বামী, মিঃ এস, কে, আমান মৈত্রেয় স্যার নরসিংহ সিংহাবীরা ও মিঃ এস, এস বক্সির। অর্থনীতিবিষয়ক প্রতিনিধি—ডাঃ রাধাকমল মুখার্জী ও ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র। [illegible] [illegible] [illegible]

ওষধাদি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ মতামত ও সরকারী কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত পাইয়া এই কমিটি গঠিত হইবে।

ভারতের খাদ্যসমস্যা সমাধানকল্পে অন্ন কমিটি এই সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন স্থানে, বিশেষতঃ অনগ্রসর সমাজগুলিতে যেসকল রোগ-ব্যাধি প্রচলিত ও অধিক ঘোরতর ও অন্যান্য যেসকলব্যাধিগুলি অনেকের অপরিজ্ঞাত অথচ পরিণামে মারাত্মক বলিয়া পরিগণিত করা হয়। যথা, গ্রাম যেই, ইত্যাদি সমস্যার বেলায় বলা যায়। যে সমস্ত স্থানে খাদ্য ও পানীয় সরবরাহ করা হয় তাহা যাহাতে কীটদূষিত রোগজীবাণু বা ক্ষোভাদি দ্বারা দূষিত হইতে না পারে প্রত্যেকদিকে কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও অন্যান্য বড় বড় সহরের সকল রোগেরই কীটাণু-পরিদর্শন ব্যবস্থার কথা বলা হইয়াছে।

সাময়িক আইনের নির্ধারণ ও আদালতের ক্ষমতা

ভারতের কেন্দ্রীয় একটি নূতন কর্তৃপক্ষ আইন করিয়া ভারতের হাই কোর্টসমূহের যে কোন বিচারক প্রদত্ত রায়ের বিরুদ্ধে আপীলকারীর আবেদন নির্ধারণ করিতে এবং অতিরিক্ত আবেদন আদায় করিতে ক্ষমতা দিয়াছেন। তবে এই কর্তৃপক্ষের কোন বিচারক প্রদত্ত নূতন আবেদন নির্ধারণে কোন বাধা দেওয়া হইবে না।

ইহা ব্যতীত এই কর্তৃপক্ষকে "সুপ্রীম কোর্টের রেফারেন্স" বলিয়া গণ্য করা হইবে। এই কর্তৃপক্ষ অনুসারে কর্তৃপক্ষের কোন বিচারক প্রদত্ত নূতন আবেদন নির্ধারণের পূর্বে সর্বপ্রকার কাগজ-পত্র সহ সিদ্ধান্তের জন্য পেশ করিতে হইবে।

এই নূতন আইনের ফলে আবেদন আইনের ১৮ (৯) ধারা অনুযায়ী প্রদত্ত কর্তৃপক্ষ টাকার উপর শুধু আবেদন নির্ধারণের ক্ষমতা রহিত হইয়া যাইবে। ইহার ফলে কোন টাকা কমিয়া যাইবে না। তবে ইহা সত্ত্বেও বর্তমানে যে সকল মামলা আপীল করিবার জন্য হাই কোর্টে পেশ করা হইয়াছে, সেগুলি পূর্বের ন্যায় আপীল করিবার ক্ষমতা বলে করা যাইবে।

নূতন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী প্রথম সাধারণ নির্বাচন

নূতন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী সাধারণ নির্বাচন ১৯৫০ সালের প্রথম ভিন মাসের মধ্যে হইবে বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে।

প্রকাশ, অন্যান্য কাজের মধ্যে নির্বাচন সংক্রান্ত কাজ সম্পর্কে আদেশ দিবেন; তবে পরামর্শ দিবে প্রধান-নির্বাচন কমিশনার। কমিশনের উদ্যোগে একটি প্রস্তুতির খসড়া প্রস্তুত করা হইয়াছে এবং আগামী, সাধারণনির্বাচনের পূর্বে উহা কার্য-পরিণতে উপনীত হইবে।

সম্প্রতি এই অনুযায়ী ভারতে সকল-নির্বাচনের অধিবেশন মুলতবী রাখা হইবে এবং যে সকল সাধারণ নির্বাচন চলিতেছে, সেগুলি বাতিল করিয়া নূতন নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

বিভাগ সরকার কর্তৃক পাকিস্তানে হস্তান্তরিত ১০ কোটি টাকা

ভারতবর্ষে সরকারের কর্মচারিগণ গত বৎসর যে ১০ কোটি টাকা মূল্যের সিংকোনি পাকিস্তান সরকারের নিকট হস্তান্তরিত করিয়াছেন তাহার পরিবর্তে নূতন একখানা সিংকোনাটি ইহ কমিটে বিভাগ রাখিতে অনুরোধ করিয়া পত্র ৩০এ ডিসেম্বর (১৯৪৮) তারিখে এক অতিরিক্ত আবেদন করা হইয়াছে।

১৯৪৭ সালের বিভাগের সময় ভারত সরকার এই পদার্থের বিনিময়ে অর্থলাভে সম্মত হইয়াছিলেন এবং তাহার প্রস্তাবমতে তাহারা জানাইয়া আসিয়াছেন যে, এই প্রস্তাব সম্পর্কে বিবেচনা চূড়ান্ত করা হইয়াছে। ইতিমধ্যে বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হইয়াছে। কিন্তু উহা করিবার ক্ষমতা ভারতবর্ষের সরকারের নাই। পাকিস্তান সরকার এই অবস্থা এবং এই ব্যাপার সম্পর্কে ভারত সরকারের অনুরোধে যে কোনও মত জানান নাই।

সম্প্রতি বিভাগ বাহাদুর জানাইয়াছেন যে, এই প্রস্তাবের ব্যাপারটি অর্থনৈতিকভাবে জটিল এবং ভারতবর্ষের সরকারের অধিকারবহির্ভূত। সুতরাং ইহা অবৈধ এবং ইহার কোন মূল্য নাই। এই জন্য ভারতবর্ষের সরকার এই সিদ্ধান্তটি প্রত্যর্পণ করিবার জন্য ভারত সরকারের যাবতীয় পাকিস্তান সরকারকে লিখেন। কিন্তু পাকিস্তান সরকার এই অনুরোধ রাখিতে অস্বীকার করেন। এইজন্য ভারত সরকার এ সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছেন এবং ভারতবর্ষের সরকারের নিকট নূতন এক দফা সিংকোনাটি ইহ করিবার জন্য বিভাগ বাহাদুর লিখিয়া লিখিয়াছেন।

অনুমতি ব্যতীত বাহকদের অপসরণ বন্ধ

ভারত সরকার ১৯৪৭ সালের বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় নিয়ন্ত্রণ আইনের ৮ ধারা অনুযায়ী বিনাঅনুমতি বাহকের অনুমতি ব্যতীত বাহকদের অপসরণ নিয়োগের বি করিয়াছেন বা নূতন ইহ করা নিষিদ্ধ করিয়া এক নির্দেশ প্রচার করিয়াছেন।

ভারতীয় বিমান বাহক আইনের ৩০ (১) ধারা অনুযায়ী বিমানে যাত্রী ছাড়া অন্যান্য দ্রব্য বহনের পক্ষে সরকারের পূর্বানুমতি লাভ করা আবশ্যক।

বিদেশে স্ত্রীকে নিয়ন্ত্রণাদেশ

বিদেশ সরবরাহ-বিভাগ হইতে এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, ভারত সরকার পূর্বাদেশে বা ভেতরা পত্রে সাধারণের কিছু অন্যান্য উদ্দেশে বিদেশে স্ত্রীকে নিয়ন্ত্রণাদেশের নির্দিষ্টতা বজায় রাখিবার অনুমতি দিয়াছেন। যার ১৯৫ সেপ্টেম্বর নিয়ন্ত্রণাদেশের অধীনতা হইতে মুক্তির আদেশ দেওয়া হইয়াছিল।

ভারতের সুপ্রীম কোর্ট

নূতন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী ভারতের সুপ্রীম কোর্ট এলাহাবাদে স্থানান্তরিত হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

ভারতে সাইকেল নির্মাণ শিল্প

বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত কাজে এক ভক্ত বোর্ডের আলোচনায় ভারতীয় সাইকেল প্রস্তুতকারকগণ ভ্যাপার সেলসকে সরকারের নিকট এই দাবী উত্থাপন করিয়াছেন যে, বিদেশ হইতে সাইকেল ও সাইকেলের যাবতীয় অংশের আমদানি নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হউক, অথবা সাইকেলের শুল্ক আইনানুযায়ী অন্তত ৩৩ শতকরা হারে ধার্য করা হউক। তাঁহারা বলেন যে, আমাদের বর্তমানে ভারতবর্ষে সাইকেলের উৎপাদন মূল্য অন্তত ১৩৫ টাকা হইবে বলিয়া তাঁহারা একখানা জানাইয়াছেন। এই মূল্যের মধ্যে বিক্রয়কর, চাকরি ও অন্যান্য খরচের বাদ দিয়া যে লাভ থাকে তাহা হইতে ইহার মূল্য ১৮০৲ টাকা হইবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৩৯ সালে সাইকেল প্রস্তুতকারকগণ বোর্ডের নিকট উৎপাদন মূল্য ৯৮ টাকা পাইবে বলিয়াছিলেন। তাঁহারা বোর্ডকে আরও জানাইয়াছিলেন যে, ১৯৩৮ সালে ৯৯,০০০টি ও ১৯৩৯ সালে আরও ১,৯০,০০০টি সাইকেল উৎপাদন করিতে সক্ষম হইবেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই বৎসরে উৎপাদন সংখ্যা মাত্র ৩৯,০০০ হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

এ সম্পর্কে আরও জানা গেছে সাইকেলব্যবসায়ীদের অভিযোগ উৎপাদনকারীদের বিরুদ্ধে। সাইকেল ব্যবসায়ীগণ বোর্ডের নিকট তাঁহাদের দুঃখকষ্ট উত্থাপন করিয়া এইরূপ অভিযোগ প্রকাশ করিয়াছেন যে, ভারতীয় বিক্রয় ব্যবস্থা পর্যন্ত না থেকে মোট ভারতের অন্তত সরকার যে আদেশ দিতেছেন পারেন, তাহাদের আদেশের ফলে এই কাজে বাধাবিঘ্নের আরোপ করা অসম্ভব। বোর্ডের একজন ব্যবসায়ী এই দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন যে, সরকারী কোন্তো সাইকেল ১৯৯ টাকা মূল্যে বিক্রয় করা যায় সে সাইকেল প্রস্তুত ৩২৫ টাকায়।

আমদানি ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বেসরকারিভাবে ডলার সংগ্রহ

জানা গিয়াছে যে, ভারত সরকার আগামী ১৯৪৯ সালের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

সভাপতির [illegible] অনুযায়ী ঐ জেলার জন্য ১০০টি ইঞ্জিন কামরা ও ২৫০টি [illegible] হবে এবং আরও মুলতুবি রাখার [illegible] ১০০টি ইঞ্জিন তৈয়ারী হবে। ১৯৪৩ সালের মধ্যে অতিরিক্ত এই ইঞ্জিনগুলি সরবরাহ করা হবে।

মোট ৩৩৩টি ইঞ্জিনের জন্য যত টাকা [illegible] তাহার মধ্যে কিছু সংখ্যক ইঞ্জিন বাদ দেওয়ার কথা হইয়াছে, তবুও অবশিষ্ট ২৫টি ইঞ্জিন আসামের [illegible]

জেনেভায় আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলন

নূতন সভাপতি এক সরকারী ইস্তাহারে ঘোষণা করিয়াছেন, আমাদের এই [illegible] আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলনের যে [illegible] তাহা [illegible] ঐ সম্মেলনের সংগঠন [illegible] ঐ সম্মেলনের সংগঠন [illegible]

(১) বিভিন্নের [illegible] (২) আধিক ও অন্যান্য সাহায্য বিষয়ে (৩) ঐ [illegible] প্রতিনিধি নির্বাচন (৪) শ্রমিকদের [illegible]

প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্র [illegible] সরকারী প্রতিনিধি, [illegible] শ্রমিক প্রতিনিধি ও [illegible] প্রতিনিধি ঐ অধিবেশনে যোগদান করিবেন। প্রতিনিধিরা ইচ্ছামত সঙ্গে উপদেষ্টা লইতে পারিবেন। [illegible] সময় প্রতিনিধির সহিত পরামর্শ করিবার [illegible] সরকারী মনোনীত করিবেন।

যে সকল [illegible] শ্রমিক ও মালিক প্রতিনিধি মনোনয়নের সম্বন্ধে [illegible] তাহা তাঁহারা যেন [illegible] জেনারেল কাউন্সিলের মধ্যে [illegible] তাহাদের [illegible]

প্রতিনিধি ও উপদেষ্টাদের [illegible] [illegible] আহার ও বাসস্থানাদির [illegible]

ভারত ও করাচী অধিকৃত ভাক্তারীর মধ্যে রেডিও-টেলিফোনে যোগ স্থাপনের ব্যবস্থা

বড় রকম বিদেশ হইতে করাচী অধিকৃত ভারতীয় সমিতি ভারতের রেডিও-টেলিফোন যোগ স্থাপন করা হইয়াছে। প্রথম তিন মিনিটের জন্য কথা বলার খরচ ৩৮ টাকা লাগিবে। পরবর্তী প্রতি মিনিট কথা বলার খরচ পড়িবে ১৮ টাকা। সংবাদ প্রেরণের জন্য ৫ টাকা ৮ আনা লাগিবে।

গান্ধী আতার মৃতি তহবিলে টাটা কোম্পানীর ১৫ লক্ষ টাকা দান

জানা গিয়াছে যে, টাটা [illegible] আতার মৃতি [illegible] কোম্পানী ১৫ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। ঐ টাকা [illegible] দেওয়া হইবে। [illegible] ৫ লক্ষ টাকা, [illegible] ৫ লক্ষ টাকা, [illegible] ৫ লক্ষ টাকা [illegible] টাকার মধ্যে [illegible] ৭ লক্ষ টাকা আসামের [illegible] ব্যয় করা হইবে।

বাঙ্গালোরের ভূমিকম্প

গত সপ্তাহে বাঙ্গালোরে [illegible] ভূমিকম্প হইয়াছে। [illegible] ভূমিকম্পের [illegible] [illegible] ভূমিকম্প [illegible] ভূমিকম্প [illegible] ভূমিকম্প

সম্পাদকীয়

নিয়ন্ত্রণ, বিনিয়ন্ত্রণ, নিয়ন্ত্রণ !

[১৮ই শ্রাবণ, ১৩৫৪

ইংরেজ রাজত্বে সরকারী অর্থনীতি সম্পর্কে একটা কথা কিছু আমাদের কানে বসিয়া গিয়াছে। এখন এই নিয়মের যারা কর্তা তাদের কাছে কিন্তু তারা সম্পূর্ণেই সরকারী স্থিতিস্থিতি উপর নির্ভর করে। অন্য কোনও দেশের ঐতিহাসিক সম্পর্কে আমাদের কৌতূহল অতিমাত্রায় উত্তেজনাকর নয়। কিন্তু আমাদের নিজস্ব ও অত্যন্ত সমস্যার সমাধানে সেদেশের সরকারের ঐতিহাসিক পরিচয় যে কতখানি প্রতিবন্ধক হইয়াছে, তাহা ভাবিলে আজ আমাদের ধৈর্য্য রক্ষা করা কঠিন হয়। অথচ ইহা ছাড়া উপায়ও নাই। কারণ, ইংরেজ সরকার যে কাজ করিতে পারে, তাহা করিবার ক্ষমতা আমাদের সরকারের নাই। সুতরাং সেই কাজ করিতে হইলে আমাদের সরকারকে নূতন করিয়া গড়িয়া লইতে হইবে।

* * * *

ইংরেজ সরকারের অবাধ নীতি—এবং ইংরেজের স্বাধীনতাপ্রিয়তা—ইতিহাসের যুগের অনৈতিহাসিক ক্ষেত্রে যে অবাধ বিশ্বাসের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা অবশ্যকার্য্য।—কিন্তু একথাও অস্বীকার করার উপায় নাই যে, দেশের আয়ের প্রকৃত মূল্য হয়, দেশবাসীর স্বাস্থ্যে সমাজের কল্যাণ হয়, সেই মূলীভূত সত্যের কথা এই সকল মূলনীতি ও প্রথার অবশ্যিকতা ও অন্তরালে কথা বিস্তৃত সত্যের অন্তরালে আসা হইয়াছে।—উদ্যমের স্বচ্ছন্দতা ও আত্মোন্নতির অন্তরায় নিশ্চয়ই ছিল না। কিন্তু যে বিচিত্র অবস্থার মধ্যে বিদ্যা জাতীয় স্বাধীনতা অর্জিত হয়, তাহাতে প্রাথমিক অবস্থার এই অত্যাচার ও অন্যায়িকতা সহ্য না করিয়াও উপায় ছিল না।

* * * * *

অন্তরে ঘুন ধরিয়াছে, ত্বক ধরিয়াছে—এবং সেই সকল মূলনীতির ফলে তাহা ঘোরা ধরিয়াছে আমার সন্দেহ নাই।—অন্তত এই সকল মূলনীতির কথা আমরা স্বাধীনভাবে বুঝা করিয়া লইতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু প্রত্যেক অন্যায়িকতাকে ভাঙিয়া চুরিয়া এখন ভূমিকিই সর্বসাধারণের প্রয়োজন হইয়াছে।—অন্যের আর অন্যায়ের জন্য উপযুক্ত ক্ষৈতিহাস আড়া করার প্রয়োজন পরিবর্তে, সহজ এই কথাই মনে রাখিতে হইবে যে, অতীত দেশের এবং অন্যদের পরিচালনার ভারে আর নিজেদের হাত নাই।

* * * *

কেন্দ্রীয় সরকারের মূলত অভিপ্রায়কারিতার যে পরিচয় আমরা অদ্যাবধি পাইয়াছি, তাহা হইল তাহাদের বিনিয়ন্ত্রণ নীতি। বিনিয়ন্ত্রণের বিপক্ষে যে আমরা আমাদের তীব্র ঔদাস্য প্রতিবাদ উপস্থিত করিয়াছিলাম, তাহাই নয়। দেশের বিভিন্ন প্রকৃত বিচারজ্ঞী, কেন্দ্রীয় সরকারের উদারা প্রকৃত বন্ধু, উহারা বুদ্ধিমান, উহারা বিবাদশীল উহারা সকলেই একবাক্যে বিনিয়ন্ত্রণের অসঙ্গতিকর সম্পর্কে সরকারকে বারবার সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন।

কিন্তু বিশ্বের অন্তর্দাহ বাহিরকে আঘাত করিয়া কেন্দ্রীয় সরকার বিনিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন। তাহাদের এই সিদ্ধান্তের ফলেই যে প্রত্যক্ষভাবে ব্যবসায়ী মহলে উত্তেজনা সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করার উপায় নাই। জনসাধারণের মনে বিতর্ক ও হতাশার সঞ্চার হইয়াছে। একজোটের অভিসন্ধিপরায়ণ মনোভাবের সঙ্গে এই বিতর্ক ও হতাশাকে মিশ্রণের ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে সরকারবিরোধী প্রচারকার্য্যে যাহারা করার দুর্লভ সুযোগ মিলিয়াছে, বিশ্বে অশান্তি সৃষ্টি হইয়া রহিয়াছে এবং পুরাতন সেই অশান্তির ফলে উৎপাদন হ্রাস পাইতেছে এবং অর্থনৈতিক-যোগসাধনের প্রচুর অভিযোগ হইয়াছে ও হইবার সম্ভাবনা বিশেষ করিয়া রহিয়াছে। ইহাই আমরা দুঃখের সহিত বিশ্বাস করি সরকারী বিনিয়ন্ত্রণ নীতি এই অবস্থার জন্য একেবারে দুঃখিত দায়ী না হইলেও ইহার জন্য যে বহুলাংশে দায়ী তাহাতে সন্দেহ নাই।

* * * *

কিন্তু ইহা হইল ১৯৪৬ সালের দুরন্ত জ্বরের কাহিনী।—এই জ্বর সংযোধন করার জন্য সরকার নিয়ন্ত্রণ প্রথা পুনঃপ্রবর্তনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইহাতে আমার কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু যেরূপ ভাবে এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার প্রয়াস চলিতেছে এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রয়োগ পদ্ধতিতেও যে বিভিন্ন বিভাগ আমরা ইতিমধ্যে পাইয়াছি, তাহাতে ইহার পূর্ণ সফলতা সম্পর্কে আমরা বিশেষ আশান্বিত হওয়ার মত সাহস পাইতেছি না।—বিভাগ ব্যবস্থার সাফল্য আমার প্রতিটি বিনিময়ের উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করে। সেই বিনিময়ের ক্ষেত্রে বিক্রেতা, বিক্রেতা—সেক্ষেত্রে ব্যবসায়ী, অনুসন্ধানকারী অথবা সরকারী কর্মচারী, তাহাদের তাহাদের কোন ত্রুটি সহ্য করা হইবে না। নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা সফলকারীদের মধ্যে শাস্তি প্রদান করা হইবে।—সে শাস্তি হওয়া উচিত কঠোর ও নির্মমতা। নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা প্রয়োগকারী কর্মচারীদের মধ্যে যাহারা অবাধের সৎ নহে, সাধারণের অভিযোগ অভিযোগ করিবার সুযোগ তাহাদিগকে দিতে হইবে।

* * * *

পূর্বোক্তরূপ অবস্থার সৃষ্টি করিতে না পারিলে, নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রয়োগ সম্পর্কে ভারতীয় ব্যবসায়ের সহিত প্রকাশ করিতে না পারিলে, সরকারী নিয়ন্ত্রণ নীতি যে আর্থিক পরিমাণে বিফল হইতে থাকে, তাহা আমরা বিগত "নিয়ন্ত্রণ" সময়কালেই প্রত্যক্ষ করিয়াছি। বস্তুত, যে সময়ে বিনিময়ণের সম্পর্কে অন্তত দৃষ্টিভঙ্গী এখন ঠিক করা হইয়াছিল যে, নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ কার্যকরী হয় নাই।—সেই সময়ে "আর্থিক ভারত"এর "আমিয়ার নিয়ন্ত্রণ"শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে ("আর্থিক ভারত"— ১ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা) যাহা প্রকাশ করা হইয়াছিল, "আজ যারা কিছু পাচ্ছে তারা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার এই যে সুযোগে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার করা হইয়াছে, তাহার।"—তাহা প্রত্যেই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ফলাফল সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছিল,' তাহা যে আশ্চর্যজনকভাবে সত্য প্রমাণিত হইয়াছে, সেকথা বিদ্যুতের উল্লেখ করিবেই পরিস্ফুট হইবে।

* * * *

"নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অন্ধ হওয়ার পক্ষে যাহারা মুখর বাক করিয়া মনের তাহাদের দৃষ্টি ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, ব্যবসায়িক জীবনের আকাঙ্ক্ষা যারা বাধিত। নিয়ন্ত্রণ প্রথাকে তাহারা কেহই বিশ্বাসী করিতে পারেন না। তবে তাহারা বলেন যে, ইহা অপসারিত করিবার সময় তাড়াতাড়ি আসা উচিত হয় নাই। বন্টনের উৎপাদন সংগঠনের দিকে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তাহারা দিকে চোরাকারবারের বিরুদ্ধে জনতার অভিযোগকে আন্দোলনশীল করিতে হইবে, অসাধারণের কঠোরতম শাস্তিপ্রদানে নিয়োগের হইবে, প্রয়োজন শাস্তির সমর্থনকারী হইয়া জীবে, ব্যবসায়ীদিগের সহিত তেমন দিবে, কারবারী চাউলের আড়ী সংগ্রহে এবং সরকারী বিভাগের ভাড়া সংগ্রহে যাহাদিগকে বন্ধ হইবার সুযোগ দিতে হইবে।" ("আর্থিক ভারত"—১ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা—৫ই ডিসেম্বর, ১৯৪৩)।

* * *

পূর্বকালের "আমিয়ার নিয়ন্ত্রণ" আশঙ্কাকালের "বিনিময়ণ" এবং সাম্প্রতিক "পুনর্নিয়ন্ত্রণ" সম্পর্কে যারা কিছু বলিলাম, তাহারা আমরা এখন বুঝাইতে চাহিয়াছি যে, আমাদের "সুদক্ষ অন্ধ সুযোগনীতি"কে সফল করিতে হইলে পূর্ণ সর্বাত্মক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অত্যাবশ্যক। নিয়ন্ত্রণের প্রাথমিক অবস্থায় যেরূপ সর্বাত্মক প্রয়োগের প্রমাণ পাওয়া যায় নাই,—তাহা ভুল হইয়াছিল। অসাধারণকালীন বিনিময়ণ সর্বাত্মক চুক্তিভাবে ব্যর্থ হইয়াছে। এই সর্বাত্মক প্রবর্তন করাই আজকের হইয়াছিল।—এখন আমার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পুনরায় প্রয়োগের প্রস্তাব করা হইয়াছে। বর্তমান ক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য এই যে, কেন্দ্রীয় সরকার যেন এইবার প্রাথমিক সকল ভুলত্রুটির উর্ধ্বে উঠিতে পারেন এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার নির্ভুল ও নিরপেক্ষ প্রয়োগের সাহায্যে মুদ্রাস্ফীতি নিরোধে কার্যকরী সহায়তা করিতে যেমন ও জাতির প্রকৃত কল্যাণসাধন করিতে পারেন।—এজন্য সেই অবসরের

৭ই ফেব্রুয়ারী হইতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া সরকারীভাবে আমদানী প্রতিস্থাপন হিসাবে তাহার কাজ শুরু করিয়াছে।—রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আমদানী-রপ্তানী প্রকল্পের অধীনে একশত টাকার নোটের জন্য ১৯৬৮-৭৯ মূল্যের ১৯৭০-৭১ সালের পরিকল্পনা ৩৭ কোটি সরকারী তহবিল প্রথমে করা হইবে স্থির হইয়াছে। এই সরকারী তহবিল একশত টাকার আবৃত্তক হিসাবে প্রদান করা হইবে এবং একশত টাকার উদ্বৃত্ত অংকের সমস্ত টাকার প্রত্যর্পিত হইবে ও ১৯৬৮ সালের ১লা জুলাই হইতে ৩১এ ডিসেম্বর পর্যন্ত ছয় মাস কালের জন্য পরিকল্পনা বাবদ ৬ টাকা হারে সুদাংশ প্রদত্ত হইবে।—অর্থনীতিবিদদের বেশ কিছুদিন ধরিয়া করার পর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নোটদের ১৯৬৭ সালের মার্চ মাস হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯৬৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত বারো মাসের পরিসংখ্যা বাবদ এর হিসাব করা হইয়াছে।

• • •

গত বৎসর ৩১ ফেব্রুয়ারী তারিখে বাজেট পার্লামেন্টে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আংশীয় সম্পত্তিসমূহের ভার সম্বন্ধে ঘোষণা করা হয়। এ পর্যন্ত ১৮ জন ডিরেক্টর লইয়া গঠিত একটি ডিরেক্টর বোর্ড রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তাবতকর্ম পরিচালনা করিতেছিলেন। ডিরেক্টরদের মধ্যে নোট-বোর্ডের ৮জন নির্বাচন করিয়াছিলেন এবং অবশিষ্ট ৬ জন ডিরেক্টর মনোনয়ন করিয়াছিলেন। বর্তমানে ১৪ জন ডিরেক্টর লইয়া কেন্দ্রীয় বোর্ড গঠিত হইবে বলিয়া জানা যায়। ইহারা সকলেই সরকার কর্তৃক মনোনীত হইবেন।—স্থানীয় বোর্ডগুলির বর্তমান কিন্তু সদস্যগণ সকলেই মনোনীত হইবেন।

• • •

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এতদিন পর্যন্ত চালুনোট ও ট্রেজারি জমার জন্য চাহিবা মাত্রই মুদ্রা চালু করিতে পারিত কিন্তু রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের ৩৩ ধারার সাম্প্রতিক সংশোধনের ফলে কেবলমাত্র ট্রেজারি জমার ক্ষেত্রে, যে-কোন ক্ষেত্রের সরকারী জমাদানের পরিবর্তেই (অবশ্য সেই ক্ষেত্র "আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার"এর সদস্য হওয়া চাই) রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অতিরিক্ত জামানী মুদ্রা চালু করিতে পারিবে স্থির হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের সম্পাদকীয় মন্তব্য উদ্ধৃতযোগ্য হইতে পারে বলিয়া নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি—

"রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের সম্পর্কে একটি বিষয়ের উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া আমাদের মনে করিয়াছে,—তাহা হইতেছে ভারতের অর্থনীতির উপরের ট্রেজারি অথবা বৈদেশিক মুদ্রার প্রভাব। এ প্রভাবকে অবলম্বন করে ইহা করা হয় তাহা বলিল। ১৯৬৭ সালের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া আর্টি-এর ৩৩এ ধারার ১৯৫ উপধারার বলে বিভাগের সম্পর্কে সম্পর্কে নিম্নোক্তভাবে বিধান দিল—

"ইহা বিভাগের সমস্ত সম্পর্কের মধ্যে যে সম্পর্কগুলির স্থান সে হয় একশতাংশে মোকদ্দমা, আপোষনামা ও ঋণদির ব্যবস্থা করা যাইবে হইবে।

—"বর্তমান আন্তর্জাতিক আইনে সুদৃঢ়ীকৃত উপায়ের 'ট্রেজারি জমাদানের পরিবর্তে বৈদেশিক সরকারী জমাদান' করা অতি সরল হইয়াছে।—অবশ্য ইহাতে সুবিধাভোগী অবস্থার সামান্য উন্নতি হইলেও, ইহার দ্বারা বৈদেশিক মুদ্রার মূল্যবিন্যাস হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায় নাই। আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডারের সদস্য হওয়ার ফলে ট্রেজারি-এর আবিশ্যকতা দূর পাইলেও বৈদেশিক বিনিময়ের সমস্যা আমাদের আজও যায় নাই। ভারতবর্ষের কাম্যতা অর্থের জন্য বিদেশের কাম্যতা অর্থ যে অধিমূল্যন দুর্বহ হইতে পারে, ইহা এক কৌতুকর অবস্থা।—অবশ্য এ কৌতুক প্রাপ্তব্যতা কৌতুক!—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের ঈপ্সিত বিচ্ছিন্নতাই মূলের সহকারে আমাদের ট্রেজারি পাওনা প্রত্যেক করিয়াছিল,—সমস্ত মূলা কিছু পাওয়া যায় নাই। তাহার ফল যে কি হইয়াছে তাহা আজ আর বিশেষ করিয়া বলার প্রয়োজন নাই,—মুদ্রাস্ফীতি, মূল্যবৃদ্ধি এবং বেকারসমস্যা অনন্যোপায় তাহারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি।—অতএব কর্তৃপক্ষের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের দৃষ্টি সর্বাগ্রে এই দিকে নিবদ্ধ রাখা আবশ্যক।—আমরা আশা করি আমাদের সরকার ইহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া যথাসময়ে নিম্ন ব্যবস্থা স্থির করিবেন।"

• • • •

টাকার বাজারে গত দুই দিন সপ্তাহে যে টানাটানির ভাব দেখা দিয়াছে, মফস্বল মহলে তার অতিরিক্ত তহবিলের এবং সমস্ত টাকার জন্য অধিকতর চাহিদাই তাহার কারণ। ১৪ই ডিসেম্বর তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহার জন্য প্রকাশিত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক হিসাব বিশ্লেষণ করিলেই উপরিউক্ত অনুমানের যাথার্থ্য উপলব্ধি করা যাইবে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে আলোচ্য সপ্তাহে ব্যাঙ্কার্স বিভাগে কেন্দ্রীয় সরকারের জমার পরিমাণ ৩.৩১ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে (৭১৩.৭৭ কোটি টাকা—৭১৭.০৮ কোটি টাকা), কিন্তু ব্যাঙ্কসমূহের জমার পরিমাণ ৪.৭৭ কোটি টাকা হ্রাস পাইয়াছে (৯৬.১৫ কোটি টাকা—৯১.৮ কোটি টাকা)। ব্যাঙ্কসমূহের জমার পরিমাণে এই অবনতির সঙ্গে সঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে এই সময় অন্যান্যকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ প্রায় ৪.৭৩ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে (১৩.১১ কোটি টাকা—৭.৭৮ কোটি টাকা)। বিনিময়ের জমার পরিমাণে ১.২১ কোটি টাকার হ্রাস ঘটে (১৭৪.৭৭ কোটি টাকা—১৭৬.৩৩ কোটি টাকা)। অন্যান্য দায়কারীদের (১.৩১ কোটি টাকা—১.৮৫ কোটি টাকা) এবং সরকারের প্রদত্ত ঋণ ও দায়বেধী পরিমাণেও হ্রাস পরিলক্ষিত হয় (১.০৭ কোটি টাকা—১.৬৬ কোটি টাকা)

• • • •

উক্ত বিভাগের বিশ্লেষণকালে দেখা যায় যে, ১৪.১৮ কোটি টাকার মোট কাঁচা জমাদানের হিসাবে [illegible] আলোচ্য সপ্তাহে চলতি মেয়াদের পরিমাণে হ্রাস পাই হইবার কারণ ঘটিয়াছে, দেখা যায়। মেয়াদ ও সেভিংস খাতের পরিমাণেও প্রায় ৪৮ লক্ষ টাকার হ্রাস ঘটিয়াছে (১১.৩৪ কোটি টাকা—১১.৮৭ কোটি টাকা) এবং ইণ্ডিয়া জমাদানের পরিমাণ ১.৫৭ কোটি টাকা হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে (৭৯.৮৩ কোটি টাকা—৭৮.০৩ কোটি টাকা)। আর সরকারের জমাদানের পরিমাণ ৩.১৯ কোটি টাকা হ্রাস পাইয়াছে এবং চলতি মেয়াদের মোট পরিমাণ পূর্ববর্তী সপ্তাহের ১,১৯৩.৯১ কোটি টাকা হইতে ১৫.৯৩ কোটি টাকা হ্রাস পাইয়া আলোচ্য সপ্তাহে দাঁড়াইয়াছে ১,১৭৩.৯৭ কোটি টাকা এবং সমস্ত মোটের পরিমাণেও ১৪.৭৯ কোটি টাকার হ্রাস সূচী হইয়াছে (১,১৯৮.৭৭ কোটি টাকা—১,১৯৩.৯৭ কোটি টাকা)। বার্ষিকবিচারে প্রদত্ত মোটের পরিমাণেও ১.১৪ কোটি টাকার অবনতি পরিলক্ষিত হয় (১৯.৭৩ কোটি টাকা—১৮.৮৭ কোটি টাকা)।

• • • •

১৮ই ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহের জন্য প্রকাশিত তফসীলভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের সাপ্তাহিক হিসাব বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে সাধারণভাবে জমার পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে এবং ঋণদানের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। পাই কাপুর, তিনি প্রভৃতির জন্য অর্থ সরবরাহ ও আমদানির ব্যবস্থাদানে সমস্ত অর্থের বৃদ্ধির ১৫ কোটিই তফসীলভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের হিসাবে উপরিউক্ত অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। সমস্ত ব্যাঙ্কের সাথে যে, আবশ্যিক প্রয়োজনের অজুহাতে অর্থাদানের ব্যবস্থা পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে বলিয়া আমরা ইতিপূর্বে মন্তব্য করিয়াছিলাম। তফসীলভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের হিসাবনিকাশ এখনে আমাদের উক্ত মন্তব্যের যথার্থতা প্রমাণ করিতেছে।

উক্ত হিসাবে দেখা যায় যে, চাহিবামাত্র দেয় জমার অঙ্কে ব্যাঙ্কসমূহের নিকট হইতে মূলীয় অংকের পরিমাণ ৪.১৮ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে (১৭.১৪ কোটি টাকা—২৩.৭৭ কোটি টাকা)। কিন্তু চাহিবামাত্র দেয় অন্যান্য জমার পরিমাণে তীব্র অবনতি সূচিত হয় (৩৩৪.১৭ কোটি টাকা—৩৪৮.২ কোটি টাকা)। মেয়াদী জমার খাতে ব্যাঙ্কসমূহের নিকট হইতে মূলীয় জমার পরিমাণ ৩০.০৪ কোটি টাকার প্রায় অপরিবর্তিত আছে। কিন্তু মেয়াদী অন্যান্য জমার পরিমাণে ১.০৩ কোটি টাকার হ্রাস পরিলক্ষিত হয় (১৯৯.১৫ কোটি টাকা—২১৭.৪৮ কোটি টাকা)। রপ্তানীজাত জমা জমার পরিমাণে প্রায় ২৪ লক্ষ টাকা হ্রাস পাইয়াছে (৩৫.১৮ কোটি টাকা—৩৫.৬১ কোটি টাকা) দেখা যায় এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কে রক্ষিত জমার পরিমাণে ১.৫৩ কোটি টাকার অবনতি পরিলক্ষিত হয় (৭৭.১৩ কোটি টাকা—৭৯.১৬ কোটি টাকা)। কিন্তু ঋণদানের পরিমাণে ১৮.৯১ কোটি টাকার বৃদ্ধি ঘটে (৪১৫.৩১ কোটি টাকা—৪৩৪.২২ কোটি টাকা) এবং হুণ্ডীসমূহ বাট্টাকরণের পরিমাণে ১.১১ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে দেখা যায় (১৮.৭৪ কোটি টাকা—১৯.৮৮ কোটি টাকা)।

পদ্মাকুমোট সাক্ষাৎকার

পাট ও কাঁচা তুলার অভাব

ভারতের প্রধান দুইটি শিল্প, পাটজাত দ্রব্য ও বস্ত্র, কাঁচামাল ও তুলার অভাবে সর্বত্রই অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হইয়াছে। পাটের মূল্য অনেই বৃদ্ধি পাইতেছে এবং এই ভাবে মূল্য বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে পাটজাত দ্রব্যের প্রধানতম বাজারে বিদেশ থেকে বিলুপ্ত, তাহা শিল্পদের বিদেশ হইবে না। আর একথা অস্বীকার যে, পাটের রাসায়নিক বিকল্প যতদিনই আবিষ্কৃত হউক অল্প আবিষ্কৃত হইয়াছে। সুতরাং পাটই মূলধনের ব্যাপারে বাঁচিবার সরকারী নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন আবশ্যক।—এইদিকে আমরা চাষীদের হইতে প্রায় ৯ লক্ষ বেল পাটিকলগুলি পাট কিনিবার প্রস্তাব করিয়াছে। কলিকাতা হইতে মোট পাট রপ্তানির সঠিক পরিমাণ এখনও জানা যায় নাই। তবে প্রধান ব্যবসায়ীদের যে মহল পাট রপ্তানি করিয়াছে, তাহা প্রায় বুঝিতেছি পাটের বস্তার মূল্যবৃদ্ধি হওয়া পাটের মূল্যবৃদ্ধিকে আরও অনিশ্চিত করিয়া তুলিতে পারে কিন্তু আমরা সাহসের সহিত নির্দ্বিধায়ে পাট রপ্তানি করিয়া যাওয়া বুঝিবার কোন কারণ নাই। বিশেষত, কাঁচামালের অল্প পাকিস্তান হয়, তথা ভারত সরকার, এখনও যথেষ্ট পরিমাণে পূর্বাঞ্চলের সরবরাহের উপর নির্ভরশীল। এবং ইহা প্রয়োজন যে, পূর্বাঞ্চল হইতে ভারতে অবাধভাবে পাট রপ্তানি হইলে উহার বিনিময়ে যেসব আমদানি হইবে এবং এতদবশ্য কাঁচামাল হইতে পাট রপ্তানির ব্যাপারে ভারত সরকারের যদি কোনরূপ সরকারী অবলম্বন না করেন, তাহা হইলে অবিলম্বে ভারতে কাঁচামালের দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে এবং চটকলগুলি নিরবচ্ছিন্ন সময়ের সম্মুখীন হইবে। সুতরাং বর্তমান অবস্থায় সরকারের করণীয় হইবে প্রথমে পাটের বর্তমান তুলাকে নিয়ন্ত্রিত করা এবং নিয়ন্ত্রিত ভারতীয় চটকল সমিতির সহিত পরামর্শ করিয়া যথেষ্টসংখ্যক পাট রপ্তানির সম্বন্ধে একটি স্থায়িত্ব পরিকল্পনা রচনা করা।

•

কাঁচা তুলা সরবরাহের বর্তমান পরিস্থিতিতে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করিবার আবশ্যকতা রহিয়াছে। স্বাধীনতাযুদ্ধে উৎপাদন প্রচেষ্টা এখনও ব্যাহত হয় নাই, কিন্তু কাঁচা তুলার অভাব বিভিন্ন শিল্পের পক্ষে ব্যাপকভাবে অনুভূত হইতেছে। সম্প্রতি এমন আশঙ্কা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে যে কাঁচা তুলা উৎপাদক সরবরাহের অভাবে মোটা প্রয়োগের কয়েকটি কারখানা সাময়িকভাবে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কাঁচা তুলার সরবরাহের প্রধান অসুবিধা এই যে ইহার জন্য জাহাজের যাতায়াত পাকিস্তানের মুখাপেক্ষী থাকিতে হয় এবং পাকিস্তানের সহিত চুক্তি স্বাক্ষর করিবার কোনরকমের সিদ্ধান্ত হয় করা যায় না। তাহার যেসবেরা অবিলম্বেই পাকিস্তান সরকার ভারতের নিকট হইতে রপ্তানি আদায় করিবার জন্য চুক্তির সর্ত পুনরুল্লেখ করিবার কিছুমাত্র বিলম্বের করে না। সুতরাং তুলার ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণতার জন্য চেষ্টা করিয়া যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নাই। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে বাজেটারের আলোচনায় যোজনার ফলে তুলা উৎপাদনযোগ্য প্রদেশগুলি আরও ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে এবং ফলে কাঁচার উন্নত তুলা উৎপাদন করা অধিকতর সম্ভব হইবে। মাঝারি ও ছোট কাঁচের তুলা এদেশে অনায়াসেই উৎপাদন করা যাইতে পারে।

খাদ্যশস্য

খাদ্যশস্যের বাজারে গত দুই সপ্তাহে তেজীভাব পরিলক্ষিত হয়। বর্তমানে এই সপ্তাহের অস্বাভাবিক চাহিদার যৌথিলাভজনই যোগ হয় তাহার বাজারে দর পরিলক্ষিত হয়।

মূল্যের নিম্নোক্ত হারে কলিকাতা বাজারে বিভিন্ন দ্রব্যের ক্রয়বিক্রয় হয়:—

খাদ্যশস্য	মূল্য
গম	১৩৲
ছোলা	১৩৲০
যব	১৯৲
মুগ	১৯৲
মসুর	১৩৲৵০
আটা চাউল	১৩৲-১৯৲
উৎকৃষ্ট চাউল	৩৬৲-৪০৲
কোদার	১৫৲
বাজরা	১৬৲
ভুট্টা	১১৲
অড়হর	১৯৲
ছোলা	১২৲
মটর	১৩৲
মসুর	১৫৲-১৯৲০

বিভিন্ন বাজারে অন্নের মূল্য নিম্নোক্তরূপ দেখা যায়:—

বাজার	মূল্য
আসানসোল ও অন্যত্রও	১২৲-৩২৲
পাটনা	১৫৲
মজঃফরপুর	১৫৲
বারাণসী	১৬৲
বোম্বাই	১০৲৵০
দিল্লী	১৩৲
লক্ষ্ণৌ	১৩৲
কানপুর	১৩৲
মাদ্রাজ	১৩৲-১৬৲০

বস্ত্র ও বস্ত্রজাত দ্রব্যের চলাচল ও বিনিময়ের ব্যাপারে সরকার কর্তৃক বিধি নিষেধ রহিয়াছে।

১৯৪৯ সালের ১০ই জানুয়ারী আরিয়ে সরকার ঘোষণা করিয়াছেন যে, সরকারের মোট ৯ লক্ষ ২৯ হাজার টন খাদ্যশস্য আমদানির পরিকল্পনা রচিয়াছে। ইহার মধ্যে প্রধান উপকরণ হইবে ৭ লক্ষ ১০ হাজার ৬ শত টন গম। খাদ্যশস্যের মোট মূল্য এই সময় মধ্যে ৬৫ কোটি টাকার ১ লক্ষ ১১ হাজার ৫ শত টন, আর্জেন্টিনা ৭০ হাজার ৫ শত টন এবং অস্ট্রেলিয়া ৭১ হাজার ৩ শত টন। এতদ্ব্যতীত ৯০ হাজার টন চাউল এবং ৮১ হাজার ৫ শত টন মিলো আমদানি করিবেন বলিয়াও তাহারা আশা করেন। গম, যবজাত, চালজাত, চিনি এবং ছোলার মধ্যের চাউল আমদানি করা হইবে এবং ১৯ হাজার ৫ শত টন ময়দা এবং ১৯ হাজার টন যব পাকিস্তানের সম্ভাবনা রহিয়াছে।

ভারতবর্ষের সব ভারতীয় ইউনিয়নে ১৯৯৯-৪৯ সালে খাদ্যশস্যের যে প্রাথমিক পূর্বাভাস পাওয়া গিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় আলোচ্য বৎসরে কাঁচা খাদ্যশস্যের পরিমাণ সামান্য কম হইবে বলিয়া মনে হইয়াছে। যেমন ১৯৪৮-৪৯ সালে এই জাতীয় পরিমাণ ছিল ৫ কোটি ৩৮ লক্ষ ৯১ হাজার টন, আলোচ্য বৎসরে সেখানে ইহার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৫ কোটি ৩৪ লক্ষ ৬০ হাজার টন। আরও বিস্তারিত বিবরণ হইতে দেখা যায় যে, জাতীয় খাদ্যশস্যের পরিমাণে এই হ্রাস প্রধানত পাঞ্জাব, বম্বে, মাদ্রাজ, বোম্বাই, যুক্ত পাঞ্জাব এবং হায়দরাবাদে ঘটিয়াছে।

গুড়

গুড়ের মূল্যমানে বিশেষ কোন পরিবর্তন দেখা যায় নাই। বাজারে গুড় বর্তমানে ১৮৲ মূল্যে বিক্রয় হয়।

খাদ্যের সরবরাহ ক্ষেত্রে অন্য গুড়ের বাজারে উন্নত ধরনের পাওয়া যাইতেছে। বস্তুতপক্ষে, বিহার এবং অন্ধ্রদেশের ব্যবসায়ীদের প্রধান ক্রেতা ছিলেন। কাঁচামালের বর্ধমান সরবরাহ পরিমাণ ১৯৪৯ সালের শেষে এবং ১৯৫০-এর প্রথমে গুড়ের উৎপাদন পাওয়া যাইবে।

চিনি

ভারত সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে ১৯৫০ সালের মূল্যমান ৭৯৲০০-তে বাঁধিয়া আনিতে প্রথম সিদ্ধান্তই সম্পাদন করিয়াছে। চিনির বাজারে কয়েকদিন পাওয়া যাইতেছে। মূল্যমানে কিছুদিন অবনতি দেখা দিয়াছে এবং বিভিন্ন বাজারে নিম্নোক্ত হারে চিনি ক্রয়-বিক্রয় হয়।

বিক্রয় কেন্দ্র	মণপ্রতি মূল্য
আগরা	৩৩৲
অমৃতসর	৩১৲৩
দিল্লী	৩৩৲০
কানপুর	৩১৲৵০
পাটনা	৩৩৲
কলিকাতা	৩৩৲৵০
গৌহাটি	৩৭৲৵০
বাঙ্গালোর	৩৯৲৩
মাদ্রাজ	৩৪৲০-৩৬৲৵০

অন্যান্য বাজারের কোন তেজীভাব লক্ষিত হয় না এবং চিনির মূল্য মণপ্রতি ১৩৲ হইতে ১৯৲ পর্যন্ত উঠানামা করে।

চা

চা-বাগান মালিকদের অনুরোধক্রমে তাহার সরকার কলিকাতাকে চায়ের আন্তর্জাতিক আদানপ্রদানের একটি প্রধান কেন্দ্রে পরিণত করিবার বিষয় বিবেচনা করিতেছেন। চায়ের ব্যবসায়ে যাহাতে ভারতীয়গণ অধিক ব্যাপক হইতে পারে তৎসম্পর্কে তাহা সরকার উপায় চিন্তা করিতেছেন।

শেয়ারের কথা

"নিম্নতম মূল্য" সম্পর্কে নূতন সিদ্ধান্ত

কলিকাতা, সোমবার অপরাহ্ণ

১৩৬৮ সাল বিদায় লইয়াছে, কলাল কিন্তু লক্ষীদেবীর কোষ্ঠী এই মুখোপযুক্ত বৎসরের জন্য ক্ষুধরোধ করিবে না। সেয়ার বাজারের ইতিহাসে ১৩৬৮ সাল একদা দুর্ভিক্ষের বিভীষিকা স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। এই বৎসরে কাহার পরিমাণ যে-ভাবে হ্রাস পাইয়াছে তাহা বর্ণনাতীত। গত ১১ মাসে সেয়ারের মূল্যের কিরূপ অবনতি হইয়াছে তাহা নিম্নলিখিত তালিকা হইতে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যাইবে।

প্রতিষ্ঠান	বাজার দর	
	১-১-৬৮	৩০-১১-৬৮
ইণ্ডিয়ান আয়রন	৩৯৲	১৫৲
ইণ্ডিয়া টিনপিন	১৪৯৲	১৯৲
টিটাগড় পেপার	৪৮৲	৩৭৲
বেঙ্গল কোল	৬০৬৲	৪৪০৲
আসানসোল বুট	৩০৫৲	২৪৲
ভাদরাল টিমাকো	৪২৲	২৩৲
বিশ্বনাথ টি	৫৭৫৲	৩৭৫৲

— ১৩৬৮ সালের দুর্ভিক্ষাবস্থের মেয়ে আর আমরা কেবল আশা করি ১৩৬৯ সাল যেন বাজারের পক্ষে কল্যাণপ্রদ হয়।

• • •

গত কয়েক সপ্তাহে বাজারে যে সামান্য উন্নতি দেখা দিয়াছে, তাহাকে নববর্ষে অধিকতর উন্নতি হইবে বলিয়াই আমরা বিশ্বাস করি। অবশ্য কেহারি পরিবর্তে বাজেট পেশ করিবার সময় আমরা বলিয়া বাজারের এই উন্নতি রুদ্ধ হইবে বলিয়া মনে হয় না। অবশ্য এরূপ আশঙ্কার বাজেটে বিশেষ কিছু থাকার সম্ভাবনা কম। তবে সাম্প্রতিক বিবৃতিতে কেন্দ্রীয় অর্থসচিব নিম্ন বাজার-করের অভিপ্রায় স্বীকার করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় যে আগামী বৎসরে করভার কিছিৎ লাঘব হইতে পারে। কিন্তু বাজেটে যাহাতে হাত হইতে রেহাই দিবার তাহাদের প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হইবে কিনা এখনই বলা কঠিন। বাজেটে বাজারের উন্নতি ব্যাহত করিবার মত বাধিবার যে কিছু থাকিবে না, উপরিউক্ত একথা সেই কথাই প্রায় ভিন্নভাবে বলা যায়।

• • • •

এ পর্যন্ত বাজারে যেটুকু উন্নতি হইয়াছে তাহা বাহিরের লক্ষীভাণ্ডারের সাহায্য ব্যতিরেকেই হইয়াছে। কিন্তু তাহাকে এই উন্নতির সংরক্ষণকল্পে বাহিরের ক্রয়-বিনিময়কারীদের সহযোগিতা একান্ত আবশ্যক। লক্ষীভাণ্ডারের দুর্ভিক্ষাবস্থা যে সহসা ফিরিয়া আসিবে না তাহা বলার বাহুল্য, কিন্তু বর্তমানের ক্রয়বিনিময়কারীদের সহযোগিতা যে উহাকে আমার পুরুদ্ধারকল্পে সম্পূর্ণরূপে মধ্যে সাহায্য করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

• • •

বাজার-প্রবাহ সম্পর্কে সমাধান ইতিপূর্বেই করিয়া বিসিয়াছে। বাজারের দুর্ভিক্ষাবস্থার ফলে, তবদূর মনে হয়, বাজারে সম্প্রতি সুসংবাদের অধিকারেই রহিবে। কম্পানী সম্প্রতি কিভিন্নধিক এক বৎসরকাল ধরিয়া বাজারকে যে অবস্থার মধ্যে টানিয়া লইয়া বিয়াছে, তাহা বিশেষভাবে বলিবার প্রয়োজন নাই। তাই এই সম্প্রতি সমাধান বর্তমান অবস্থার যে বাজারের উন্নতিসাধক হইবে, এরূপ মনে করা অসঙ্গত হইবে না। কম্পানী ও শুল্ক-প্রসঙ্গে সমস্যা লইয়া কেন্দ্রীয় সরকার যে-সিদ্ধান্ত অদ্যাবধি গ্রহণ করিতে সক্ষম হন নাই। কম্পানী বাজেট সহিত সম্পর্ক বিষয়ের মীমাংসা হওয়ার ও মেয়ের আন্তর্বর্তীকালীন আয় অব্যাহত থাকার সুযোগ দেখা দেওয়ায়, মেয়ের বিক্রয় ও বণিজ্যের উন্নতি সম্পর্কে আশাবাদী আস্থা ফিরিয়া আসিবে বলিয়া মনে হয়।

• •

১৩৬৮ সালের ১২ই জুলাই তারিখে ব্রক এক্সচেঞ্জ কর্তৃপক্ষ মেয়ারের নিম্নতম মূল্য বাঁধিয়া দেওয়ার যে নিয়মের সৃষ্টি করিয়াছিল তাহার পরিবর্তে তাহা অধিকতর ফলপ্রসূ হইয়াছে। কমিটির যে অধিবেশনে তাহারা নিয়ম করিয়াছেন যে কয়লা, স্টে, চটকল, টিমার ও বিবিধ বিভাগে নিম্নতম মূল্য আপাতত ঐ বাজ পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে। অন্যান্য সমস্ত মেয়ারের ক্ষেত্রেই নিম্নতম মূল্য অদ্য হইতে ১লা ফেব্রুয়ারী হইতে অপসারিত করা হইয়াছে। কর্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্ত সময়োচিত হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। কারণ যে সমস্ত মেয়ারের ক্ষেত্রে কম করিয়া বাজে তাহাদিগকে নিম্নতম মূল্যের বিধিনিষেধের বাহিরে রাখিলেও, অধিকতর অধিকাংশ মেয়ারগুলিতে নিম্নতম মূল্য আপাতত বলবৎ থাকিবে। মেয়ের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমশঃ মেয়ারে দলে হইয়া উঠিতেছে তাহাতে মনে হয় কর্তৃপক্ষের স্থিরীকৃত নিম্নতম মূল্যের প্রয়োজনীয়তা অদূরভবিষ্যতে অনুভূত হইবে না।

• • • •

সরকারী কর্পোরেশন

এই বিভাগে কাহের পরিমাণ বেশী না হইলেও মূল্যের সম্পর্কে উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছে। ৩½ সুদের ১৯৪-৬ ২১৫/-, ৪½ সুদের ১৯৬৮ ১০৭/-, ৩½ সুদের ১৯৬৯-৭১ ১০৩/-, ৩½ সুদের ১৯৭৩-৭৪ ১০১½, ৩½ সুদের ১৯৮০-৮৪ ১০০/-, ৪½ সুদের ১৯৮৮-৯০ ১১০/- মূল্যে কাজ হইয়াছে।

ব্যাঙ্ক

ব্যাঙ্কের মেয়ারের কাজ বেশী হয় নাই। ইণ্ডিয়ান ব্যাঙ্কের মেয়ারের চাহিদা খুব বেশী ছিল এবং উহাতে কাজ হইয়াছে। ভারত ব্যাঙ্ক ৬/- এবং বিশ্বনাথ মার্কেন্টাইল ২১৬/- পর্যন্ত দরে হাতবদল হইয়াছে।

কাগজকল কল

ছুটির বাজার বলিয়া কয়লার পরিমাণ বেশী হয় নাই। দরের কোন অবনতি হয় নাই। বেঙ্গল পাপুর ২০১-, এবং কানপুর টেক্সটাইল ১৭৮- পর্যন্ত দরে কাজ হইয়াছে।

কয়লার খনি

এই বিভাগের উন্নতি অব্যাহত রহিয়াছে। কাজের পরিমাণও বেশী হইয়াছে। বেঙ্গল ৪৪০৲, ভালুকেরা ৮৫, বরাকর ২২৯/-, ইস্টার্ন ৭/-, নিউ আসানসুল ২৫/- এবং সাউথ কাশীপুরা ২০৬/- পর্যন্ত দরে বেচাকেনা হইয়াছে।

চটকল

এই বিভাগে কাজ কম হয় নাই, তবে দরের কোন উন্নতি হয় নাই। আলকালী ২১৫-, আলেকজেন্স ২১৪-, অকল্যাণ ১৪০-, বার্ন ১৪১, টিটাগড় ১৩২-, হাওড়া ১৩৩-, ফোরলকল ২১৬, শ্রেনিমেন্ট ৯৬ ও হাজারী ২২১৲ পর্যন্ত দরে হাতবদল হইয়াছে।

বিবিধ

কাজের দিক এই বিভাগে বিশেষ কম হয় নাই। দরের উন্নতিও অব্যাহত রহিয়াছে। কাকা কর্পোরেশন ৬/৬, ইণ্ডিয়ান বলার ৪/-, আমের বেঙ্গল সিমেন্ট ৯৮, গোবরাপাটী ৭৲, কালকাটা ইলেক্ট্রিক ২১৬-, ইণ্ডিয়ান আয়রন ২১৯-, ইণ্ডিয়ান ষ্টাওয়ার ওয়ার্কস ৭৭-, মেসার্স ১৯৲, ইস্ট কর্পোরেশন ১৯৬/-, টেক্সটাইল মেসিনারী ৭৮/-, অ্যালুমিনিয়াম কর্পোরেশন ৫১-, বামার লরি ৩৩৲, বি আই কর্পোরেশন ৯৮৲, আর্টিন মেক্যানিক ১৭৪-, ব্যাটলি গার্ড ১৪০, ডানলপ ২৩/-, ইণ্ডিয়া পেপার ১৩৮/-, ইণ্ডিয়া সেপার ১৪১৲, ইণ্ডিয়ান সেপার ৩১৮/-, হুমায়ুন প্রপার্টি ১১৮-, মোহনবাগান অফিসার্স, ২৪৮- ইণ্ডিয়া টিনপিন ৯৮/, মোটর সিলিং ১৪৮/-, ভারত সুগার ১৮/৩ এবং ভলকার্ট সুগার ১৭৮/- পর্যন্ত দরে কাজ হওয়ার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

চা

এই বিভাগে চাহিদা তত ছিল না, তাহার দেখা হইয়াছে বিশ্বনাথ ৩৮৮/, গাদাপানি ১৮০, সিঙ্গলফড় ১৪০, বাগিচারা ৪০৮ এবং মেঘুলোনি ৮৮৮ পর্যন্ত দরে কাজ হইয়া বাজার বন্ধ হইয়াছে।

বৈষয়িক

ইণ্ডিয়ান আয়রণের সদ্যপ্রকাশিত হিসাব-নিকাশ

১৩৫৮ সালের ৩১এ মার্চ তারিখে শেষ এক বৎসরের জন্য ইণ্ডিয়ান আয়রণ অ্যাণ্ড ষ্টীল কোম্পানী লিমিটেডের যে হিসাব-নিকাশ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে সন্তোষজনক লাভের ইঙ্গিত পরিলক্ষিত হয়। ইতিপূর্বে ১৩৫৮ সালের মার্চ মাস ও ১৩৫৭ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত যে দুইটি বাৎসরিক হিসাব প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাদের সহিত আলোচ্য বর্ষের তুলনামূলক বিচার করিলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি দৃষ্টি আকর্ষণ করে—উৎপাদিত চালা লোহার ঢৌলস (Pig Iron), মোট বিক্রয়লব্ধ অর্থ ও মোট লাভের পরিমাণ। উৎপাদিত মালের পরিমাণ ও উক্ত দুই বছরে প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ পর পৃষ্ঠার বিবরণীতে দ্রষ্টব্য।

	১৩৫৮	১৩৫৭
মোট বিক্রয়লব্ধ	৩,৩৩,৯৯,৫৭১৲	৩,৩৩,১১,৩৩১৲
টীকা	১,১৩,৩১,১৩৬৲	৪১,৩৯,৭৩৬৲
ব্যবসায় হইতে মোট লাভ	৩৯,৩৯,১৩১৲	৩১,৩৯,১৩১৲
(Pig Iron)	৩,৩১,৭৩৩টন	৩,৩৩,৭৩৩টন

১৩৫৮ সালের মার্চ মাসে যে বৎসর শেষ হইয়াছিল সেই বৎসর প্রায় শত কর্মচারীকে প্রভিডেন্ট ফণ্ডের জন্য অবদান করা হইয়াছিল। কিন্তু ১৩৫৮ সালের মার্চ পর্যন্ত প্রকাশিত বাৎসরিক হিসাবে মালের মোট বিক্রয়লব্ধ ও নীট লাভের বিষয় যে তুলনামূলক বিচার করা যাইতেছে, আলোচ্য বর্ষে প্রভিডেন্ট ফণ্ডের অবদান সম্বন্ধে কোনরূপ ব্যবস্থা করা হয় নাই, উৎপাদিত মালের পরিমাণ ও মোট বিক্রয়লব্ধ অর্থের পরিমাণ এবং নীট লাভের পরিমাণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে।

ইহা ব্যতীত তুলনামূলক বিচারে দেখা যায় যে ১৩৫৮ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত প্রকাশিত হিসাবের তুলনায় আলোচ্য বর্ষে চালা লৌহ ঢৌলস (Pig Iron) অধিক পরিমাণে উৎপাদিত হইয়াছে (৩,৩৯,১১৩ টন—৩,৩৫ ৩৯৩ টন) এবং মাল বিক্রয় হইতে মোট প্রাপ্ত অর্থের হিসাবও বিশেষভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত (৩,৩৩,৯৯,৫৭১৲—৩৩,৩১,৩৩১৲) হইয়াছে। কিন্তু মালের মোট বিক্রয়লব্ধ অর্থ পরিমাণে প্রায় ১,০০,১১,০০০৲ বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও আলোচ্য বর্ষে কোম্পানীর নীট লাভের পরিমাণ উক্ত ১৩৫৭ সাল প্রকাশিত নীট লাভ হইতে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে (৮১,৬৯,১৩৫৲—১,১৯,৩১,১৩৬৲) বা যায়। ১৩৫৭ সালে অধিক লাভিনী বাবদ কোম্পানী অধিকতর অর্থ যে ব্যয় বৃদ্ধি দিয়াছেন তাহার ফলেই আলোচ্য বর্ষে লাভের হ্রাস আশানুরূপ হয় নাই। আমাদের বিশ্বাস যথেষ্ট কোম্পানী তাঁহাদের নূতন "কোক ওভেন ব্যাটারি"র নির্মাণকার্য্য শীঘ্র সম্পন্ন করিয়া আনিবেন। আমরা উক্ত কার্য্যের শীঘ্র সম্পূর্ণ হইবে বলিয়া আশা করি।

আলোচ্য বর্ষে লাভের পরিমাণ হইতে অবধারিত ১৯,৩১,৩৩৩৲ (১৩,৩১,৩৩৩৲), মূলধনের খাতে ৩০,৩৩,৩৩৩৲ (১৩,৩৩,৩৩৩৲) এবং অন্যান্য খাতে ৩,৩৫৩৩৲ (৩৩৩,৩৫৩৲) ব্যয় করা হইয়াছে। এই সকল ও অন্যান্য বিলিব্যবস্থার পর অবশিষ্ট লাভের পরিমাণ ও পূর্ব্ববর্তী হিসাবের অবণ্টিত লাভের মোট ১,৭৩,৩৩৩৲ একত্রিত করিয়া কোম্পানীর হস্তস্থিত মোট ২১,৩৯,১৩৩৲ হইতে নিম্নোক্ত অংশগুলি বার্ষিক শতকরা ৬% হিসাবে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে। পূর্ব্ববর্তী হিসাবে ইহার পরিমাণ ছিল বার্ষিক শতকরা ৩৬%। পরবর্তী হিসাবে অবণ্টিত লাভের জের টানা হইয়াছে ১,৪৯,৩৫৩৲।

ম্যানেজিং এজেন্টস্—বার্ণ এণ্ড কোম্পানী লিমিটেড। অনুমোদিত মূলধন—৩,৩৩,৩৩,৩৩৩৲। বিলিকৃত মিলিত, ও আদায়ীকৃত মূলধন—১,৩৩,১৩,৩৩৩৲।

নিত্যপ্রয়োজনী

—×—

★ "আর্থিক ভারত" প্রতি বুধবার কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়।

★ মূল্য প্রতি সংখ্যা আট আনা।

★ ভারত ও সিংহলের সর্ব্বত্র সডাক বার্ষিক মূল্য ছয় টাকা।

★ ষাণ্মাসিক মূল্য বারো টাকা।

বিজ্ঞাপনের হার ও নিম্নাবলীর জন্য "কর্ম্মকর্ত্তা, বিজ্ঞাপন বিভাগ"

এবং

গ্রাহকশ্রেণীর জন্য "কর্ম্মকর্ত্তা, প্রচার বিভাগ" "আর্থিক ভারত", ১১৬ নং জোয়ার সাকুলার রোড, (ফোন—বড়বাজার ৭৩২) এই ঠিকানায় পত্রালাপ করিতে হইবে।

নিরীক্ষণপত্রের সারাংশ

(৩১.৩.৪৮)

ব্যয়

আদায়ীকৃত মূলধন	
সাধারণ	১,৩১,১১,৩৩৩৲
অগ্রাধিকার	১,১৩,৩৩,৩৩৩৲
সঞ্চয় তহবিল	১,৩৩,৩৯,৩৩১৲
অন্যান্য তহবিল	৩১,৩৩,৩৩৩৲
ঋণ	১,৯৩,৩১,৩৩১৲
অবণ্টিত লাভ (মোট)	১,৪৯,৩৩১৲
মোট	১৩,৩৯,৩৩,৩৩৩৲

সম্পত্তি

মোট যন্ত্র সম্পত্তি	৯,৩৯,১৩,৩৩৩৲
মূলধনখাতে	১,১৩,৩১,৩১৩৲
মোট যন্ত্র সম্পত্তি	৯,৩১,৩৩,৩৯৩৲
সরঞ্জাম	১,১৩,৩৯,৩৩৩৲
লগ্নী ঋণ	৯,৩৯,১৩,৩৩১৲
মজুত মাল	১,৩৩,৩৯,৩৩১৲
বাকী পাওনা	১,৩৩,১৯,৩৩১৲
অগ্রিমবিভাগে	১,৩১,৩৯,৩৩৩৲
ব্যাঙ্ক	১৩,৩৯,৩১১৲
মোট	১৩,৩৯,৩৩,৩৩৩৲

ঋণ সম্পত্তি ৯,৩৯,১৩,৩৩৩৲

* * * *

১৩৫৮ সালের ডিসেম্বর মাসে সমাপ্ত এক বৎসরের জন্য আমরা ই কোম্পানী লিমিটেডের হিসাব-নিকাশ প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচ্য বছর কোম্পানীর নীট লাভের পরিমাণ হইয়াছে ১,৪৯,৩৩৩৲। এই লাভ হইতে পরিচালকবর্গ অন্যান্য ৪৫,০০০৲ ১৩৫৮ সালের বোনাসের খাতে ৩,১৩৩৲ এবং দুঃস্থ ও স্বেচ্ছাসেবিক কর্ম্মচারিদের জন্য প্রভিডেন্ট ফণ্ডে ১,১৩,০০০৲ ধার্য্য করিয়াছেন। অবশিষ্ট অর্থ ও পূর্ব্ববর্তী হিসাবের অবণ্টিত লাভের জের ১৩৮৲ একত্রিত করিয়া, মোট অর্থ হইতে সাধারণ অংশীদারদিগকে বার্ষিক শতকরা ১২৯০ হিসাবে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে। পরবর্ত্তী হিসাবে অবণ্টিত লাভের জের টানা হইয়াছে ৩৩১৲।

আদায়ীকৃত মূলধন—বাষ্টার্ড অ্যাণ্ড কোম্পানী লিমিটেড। অনুমোদিত মূলধন—৩,৩১,৩৩৩৲। বিলিকৃত, বিক্রীত ও আদায়ীকৃত মূলধন—৩,১০,৩৩৩৲।

নিরীক্ষণপত্রের সারাংশ

(৩১.১২.৪৭)

ব্যয়

আদায়ীকৃত মূলধন	
অগ্রাধিকার	১৩,৩৩৩৲
সাধারণ	৪,৩১,৩৩৩৲
সঞ্চয় তহবিলে	৪,১৯,৩৭৩৲
অন্যান্য তহবিল	১,৪৪,৩৩৩৲
ঋণ	৯,১১,১৩৩৲
অবণ্টিত লাভ	৯১৯৲
মোট	১৯,৭৯,৩৭৯৲

সম্পত্তি

মোট যন্ত্র সম্পত্তি	৯,৩৩,৩৩৯৲
মূলধনখাতে	১৩,৩৯৩৲
মোট যন্ত্র সম্পত্তি	৯,১১,৩৩৯৲
সরঞ্জাম	৩৩,৩১৯৲
মজুত মাল	১,৩৩,৩১৩৲
বাকী পাওনা	১,৩৩,৯৩৯৲
অগ্রিমবিভাগে	১,১১,১৯৯৲
অগ্রদত্ত সুদ বাদে খরচ	৩৯১৲
ব্যাঙ্ক	১১,৩৯৩৲
মোট	১৯,৩৯,৩৭৯৲

ঋণ সম্পত্তি ৯,৩৩,১১১৲

১৯৭১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর, কর্পোরেটি কোম্পানী লিমিটেডের বার্ষিক হিসাবে দেখা যায় যে উক্ত সময়ে কোম্পানীর লাভ হইয়াছে ১,২৭,১৭১৲ এবং উহার সহিত পূর্ববর্তী হিসাবের অবশিষ্ট লাভের জের ১,৮০৫৲ ও মজুরিবিরোধ তহবিল হইতে প্রাপ্ত লাভ ৩,৮০০৲ যোগ করিয়া কোম্পানীর হাতে লভ্যযোগ্য অর্থের পরিমাণ হয় ৩,১২,৩১৭৲। উহা হইতে পরিচালকবর্গ করিয়াছেন ১৩,৫০০৲, ১৯৪৯ সালের হিসাবের ঘাটতি ২,৩৯৫৲ ও দুঃ ও বন্যাত্রাণের জন্য সংরক্ষিত তহবিলে ১,০১,০০০৲ স্থানান্তরিত করিয়াছেন এবং অবশিষ্ট লাভের পরিমাণ হইতে সাধারণে অংশপিছু বার্ষিক শতকরা ১৬% হিসাবে লভ্যাংশ প্রদান করিয়াছেন। সরকারী হিসাবে অবশিষ্ট লাভের জের টাকা রহিয়াছে ২৮,৪৭৯৲।

ম্যানেজিং এজেন্ট—মাকুনাইড ব্যাঙ্ক কোম্পানী লিমিটেড। অনুমোদিত মূলধন—১,১০,০০০৲। বলিয়ন, ফ্রোড ও অন্যান্যের মূলধন—৭,১০,০০০৲।

নিরিখপত্রের সারাংশ

(৩১.১২.৫৭)

দায়	
অনুমোদিত মূলধন	
সাধারণ	
৭% অগ্রাধিকার	
অন্যান্য অগ্রাধিকার	
ঋণ	
অন্যান্য দায় (জের)	
মোট	১৪,০১,০০১
সম্পত্তি	
জমি ও বাড়ী	৩,৩৮,৩১৯৲
মজুত	১৮,৩৯৯৲
বন্ধুক ঋণ	১,০১,৩৪১৲
বাকী পাওনা	১,৩৯,৩৪১৲
অগ্রিমবিনিয়োগ	১,১৫,৩৩৩৲
অতিরিক্ত লাভ কর ঋণ	১৪,৫৪০৲
নগদ	৪,৩ ,৩৩৩৲
মোট	১৪,৯০,১৩৩৲
ভ্রুব সম্পত্তি	১৩,৩১,৪০১৲

সংবাদ

(পূর্বাংশ ১৬৩ পৃষ্ঠায়)

আগামী ম্যাট্রিকুলেশন ও ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা সমূহের কন্ট্রোলার ঘোষণা করিয়াছেন যে, আগামী আই, এ ও আই-এস-সি পরীক্ষা আগামী ১৮ই ফেব্রুয়ারী এবং ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা ২৫শে শুরু হইয়া শেষ হইবে। ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার ফি ৬ টাকার স্থলে ৭ টাকা এবং ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার ফি ৬ টাকা আগামী পয়লা তারিখ হইতে ধার্য হইবে। বিলম্বের জন্য অতিরিক্ত ফি হিসাবে বৈজ্ঞানিক বিভাগে ১২৫ ও ১৮৫ আগামী পয়লা ধার্য করা হইবে।

কলিকাতা ট্রেনিংস্কুল বন্ধ

জানা গিয়াছে যে, কলিকাতা ট্রেনিংস্কুল বন্ধ করিয়া দিবার জন্য ডাঃ পি, এন, রায় অনেক চেষ্টা করায় উহার ফলে তাঁহাকে যে, সি, গুপ্ত অধ্যাপক নিযুক্ত করিয়াছেন। তাঁহার স্থলে কলিকাতা ট্রেনিংস্কুলের ভেষজবিদ্যার প্রধান অধ্যাপক।

পূর্ব বঙ্গে বস্ত্র বিতরণ মুলতবী

পূর্ব বঙ্গ সরকার বিগত ১লা ফেব্রুয়ারীর এক ঘোষণায় প্রকাশ পূর্ব বঙ্গের জন্য এক কোটি কাপড়ের মূল্য বাবদ তিন কোটি টাকা। সরকার-নিয়ন্ত্রিত দোকান ও কন্ট্রোল দরে উক্ত কাপড় ১৮ টাকা ১২ আনায় বিক্রয় করা হয়। উক্ত ঘোষণায় বলা হইয়াছে যে, উক্ত ১৮ টাকা ১২ আনার স্থলে তিন পাঁচ দশ টাকা, কেন্দ্রীয় সরকার পাঁচ ১ টাকা ১২ আনা, প্রাদেশিক সরকার পাঁচ ৯ আনা এবং কাপড়ওয়ালা পাঁচ ১ টাকা ১২ আনা। সরকার হিসাব অপেক্ষা শতকরা ১০ ভাগ বেশী দরে কেরোসিন বিক্রয় করিতেছে।

পূর্ব বঙ্গের অবাঙ্গালী কর্মচারীদের বাংলা ভাষা শিক্ষার আদেশ

প্রকাশ পূর্ব বঙ্গ সরকার এই মর্মে এক আদেশ জারী করিয়াছেন যে, অবাঙ্গালী কর্মচারীদের ৬ মাসের মধ্যে বাংলা ভাষার পরীক্ষায় পাশ করিতে হইবে।

ব্রহ্মপ্রবাসী ভারতীয়দের নাগরিকত্ব

ব্রহ্মসরকারের গত ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের এক ঘোষণা অনুসারে জানা গিয়াছে যে, আগামী ৭ই মে তারিখের মধ্যে ব্রহ্মপ্রবাসী ভারতীয়দিগকে স্থির করিতে হইবে তাঁহারা ব্রহ্মের নাগরিক হইবেন কি না।

এই তারিখের পর যাঁহারা ভারতীয় নাগরিক রূপে ব্রহ্মদেশে থাকিবেন তাঁহাদিগকে বিদেশী বলিয়া গণ্য করা হইবে এবং দেশী নাগরিকদের সকল সুযোগ-সুবিধা পাইয়া থাকেন তাহারা তাহা পাইবেন না।

সম্প্রতি প্রকাশিত বিবরণীতে ব্রহ্মের নাগরিকত্বের দাবীদিগের ভারতীয়দের সংখ্যা ৩৫৫ হাজার বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ১৫ হাজার ব্যক্তি ইতিমধ্যে নাগরিকত্বের সার্টিফিকেট লাভ করিয়াছেন। সার্টিফিকেটের জন্য ৩০ হাজার দরখাস্ত বিবেচনাধীন রহিয়াছে।

সেজন্যই বিভিন্ন ব্রহ্ম ভারতীয় সংগঠনের পক্ষ হইতে ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্টের নিকট এই অনুরোধ জানান হইয়াছে যে, সার্টিফিকেটের ফী ৫৲ টাকা করা হউক।

অনুরোধের অভিপ্রায় এই যে, যদি সম্ভব হয়, তবে নাগরিক অধিকার লাভ সংক্রান্ত সার্টিফিকেটের ফী যেন আরও কমান হয়। এসম্পর্কে কয়েকদিন ধরিয়া বহু ব্যক্তির সহিত আলোচনা হইয়াছে। সরকারের সিদ্ধান্ত জানা যায় নাই।

ব্রহ্মীয় পার্লিয়ামেণ্টারী অধিবেশন অনির্দিষ্টকাল স্থগিত রহিয়াছে। বিশেষ ব্রহ্ম মুলুকের নীতি সম্বন্ধে পার্লামেণ্টে বহিরঙ্গ আলোচনা করিতেছেন।

কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ভাষা

আফগানিস্তানের কাবুল বিশ্ববিদ্যালয় তথাকার পার্লামেণ্টের সংস্কৃতকে অন্যতম অবশ্য শিক্ষণীয় বিষয় বলিয়া স্থির করিয়াছেন। উহার কারণ বিবৃত করিয়া তথাকার আফগান প্রাচ্যতত্ত্ব সভার সেক্রেটারী মহাশয় বলিয়াছেন যে, আর্য ও সংস্কৃতের সংস্কৃত ভাষা হইতেই উদ্ভূত এবং এখনও উহাদের বহু সংস্কৃত শব্দ রহিয়াছে। কাজেই সংস্কৃতকে অবশ্য পঠনীয় বিষয় করার ফলে পুস্তকগুলিকে অধিকতর বৈজ্ঞানিক ও উন্নত করা সম্ভব হইবে।

বেকার লিমিটেড

(BAKER LIMITED)

পানিহাটি, ২৪ পরগণা

বৈদ্যুতিক মোটর, ডায়নামো, পাম্প, এ-সি, ডি-সি জেনারেটার, ওয়েলডিং ট্রান্সফর্মার, স্পট ওয়েলডার এবং সর্বপ্রকার ইলেকট্রোড সরবরাহকারক।

অর্ডার দিলে আমরা ইলেকট্রিক সংক্রান্ত যে কোন মাল সরবরাহ করিতে পারি।

সাপ্তাহিক হিসাব বিকাশ :—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক

ইস্যু বিভাগ—

(হাজার টাকার হিসাবে)

	১৯-১০-৫৮	১২-১১-৫৮	১-১-৫৮
দায়—			
নোট চলতির পরিমাণ	২৪,১৬,১১		২৬,৬৪,১১
মোট দেনা	২১৮১,৯৬,৬৭	২১৯৬,৯১,১১	২২৬৯,৯৬,৫১
	২১৯৬,৯৭,১৮	২৯১৪,৯৬,১৭	২৯৯৬,৬১,৬৭
সম্পত্তি—			
(ক) সোনার ও ডলার সোনা			
(খ) ভারতে	৯১,৯৭,৯৬		৯৯,১৬,১১
(গ) ভারতের বাহিরে			—
হাতির নগদ	২৯৯,৯৭,১৮	২১৬,৯১,৯৬	২১৯৯,৯৭,৯১
মোট (ক)	২১৯,১১,১৬	২২১,৯৯,৬১	২১৯৬,১৬,৯৬
(খ) সরকার হুণ্ডি	৯১,১১,৯৭	৫১,১৬,১৭	৬৯,৯৭,১৬
হুণ্ডি-ভাঙ্গানী, আন্তর্জাতিক বিনিময় ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য দেশিবাসী	৭৫১,১১,৭৭	৭৯১,১৯,৯৬	১১৬,১৯,৯১
	২১৯৬,১৯,১৭	২১১৯,৯৬,১১	২১৯৯,৬১,৯৭

ব্যাঙ্কিং বিভাগ—

দায় —			
অংশীদারের মূলধন			৫,৯৯,৯৯
সঞ্চয় তহবিল			৫,৯৯,৯৯
আমানত—			
(ক) সেক্রেটারী সরকার	১,৯৬,৯৯ ৯৯		
(খ) অন্যান্য সরকারের	১৯,৭১,১৯	১৯,৯১,১৯	১৯,৫৯,১৯
(গ) ব্যাঙ্কসমূহের	৯৯,৯৫,৯১	৯৭,১৯,৭৯	১৯,৯১,১৫
(ঘ) অন্যান্যের	৫১,৯৯,৯৯	৫১,৯৭,১১	৫১,৯৫,৯৯
দেয় হুণ্ডি	৯,৯১,৯৫	৯,৯৭,১৯	৯,৯১,৯৯
অন্যান্য দেনা	৯,৯১,৭১	৯,৯৯,৯৯	১৯,৭১,১৫
	৯৯৯,১১,৯৯	৭১১,৯৭,৭১	৯৯৯,৯৯,৯১
সম্পত্তি—			
মোট		১৯,৯১,৭৯	১৯,৯৫,১৯
বিদেশী মুদ্রা		১১,১১	৯,৯৬
অন্য মুদ্রার মুদ্রা		১,৯৫	১,১৩
ভারতীয় মুদ্রা			
(ক) আদায়যোগ্য	১৯,৯৯		১৫,৯৯
(খ) বন্ধকীয়ের			—
(গ) অন্যান্য সরকারের			
রাজকোষীয়	১,৯৯,৯৯	১,৯৭,৯৯	১,৯৫,৭১
বিভিন্নমেয়াদী জমা	৯১৯,১১,৭৫	৯৯১,৯৯,৯৯	৯৯১,৯৯,৯৯
সরকারকে জমার জন্য ঋণ ইত্যাদি		৯,৯৭,৯৯	১৯,৯৯,৯৯
অন্যান্য দেনা-পাওনা ও বাজার	১৯,৯১,১৫	১,১৫,৯৯	—
ব্রিটিশ ব্যাঙ্কসমূহে	৯৫,১৯,৯৯	৯৯,১৯,৯৯	৯৯,৯৯,৭১
অন্যান্য সম্পত্তি	৯,১৯,৯৫	৯,৯৯,১১	৯,৯১,১৯
	৯৯৯,১১,৯৫	৯১১,৯৯,৯১	৯৯৯,৯৯,৯৭

সাপ্তাহিক হিসাব বিকাশ :—ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক

(হাজার টাকার হিসাবে)

	১৯-১০-৫৮	১২-১১-৫৮	১৯-১০-১৭
দায়—			
মিতীয় মূলধন	১১,১৯,৯৯	১১,৯১,৯৯	১১,১৯,৯৯
অসাধারণ মূলধন	৫,৯৯,৯৯	৫,৯৯,১৯	৫,৯৯,৯৯
সঞ্চয় তহবিল	৯,১৯,৯৯	৯,১৫,৯৯	৯,১৯,৯৯
স্থায়ী আমানত, মেয়াদী জমা ব্যাঙ্কার ও অন্যান্য হিসাব	৯১৯,৯৯,১১	১৯৯,৯৯,৯৯	১৯৯,১১,১৯
কার্যকরী মূলধন	৯,৯৯,৯৯		
বিবিধ	৯,১৯,১১	১,১৯,৯৯	১,১৯,১১
মোট	১৯৭,১৯,১৯	১৯৯,১১,৯৯	৯৯৯,৭৯,৯৯
সম্পত্তি—			
ভেলোপযোগী জমার			
অন্যান্য আদায়যোগ্য			
ঋণবিনিয়োগের			
জমার—			
জমার	১১,১১,৯৯	৯৭,১১,১১	৯৯,১৯,৯৯
জমার ক্লেডিট হিসাবে	৯৯,৯১,৯৯	১১,৯৯,৯৯	৯৯,১১,৯৯
অন্যান্য এবং হুণ্ডি ও বন্ধকী	৯,৯৫,১১	৯,১৯,১১	৯,৯৯,১১
ব্রেড ঠি	১,১৯,৯৯	১,৯৯,৯৯	১,১৯,৯৯
বিবিধ—	১,৯৯,৯৯	৯,১৯,১১	১,৯৯,৯১
অন্যান্য বন্ধকী জমা	৯,৯১,১১	১,৯৯,৯৯	১,৯৯,৯৯
হাতে নগদ ও বিদেশী ব্যাঙ্কের নিকট	৯৯,৯৯,১৯	৯৫,৯৯,১১	৯৯,৯৯,১১
মোট	১৯৭,১৯,১৯	১৯৯,১১,৯৯	৯৯৯,৯৯,৯৯

সাপ্তাহিক হিসাব বিকাশ :—ওরিয়েন্টাল ব্যাঙ্ক

(হাজার টাকার হিসাবে)

	১৯-১০-৫৮	১৮-১১-৫৮
		(অন্তিম তারিখ)
চলতি খরচের দেয় দায়		
জমাতে		১৯৫,৯৯,৯৯
(১) ব্যাঙ্কের নিকট রক্ষিত জমা	১১,৯৫,১৫	১৯,৯৯,১৯
(২) অন্যান্য চাহিদা মাত্র দেয় দায়	৯৯৯,১৯,৯১	৯৯৯,১৯,৯৯
মেয়াদান্তে দেয় দায়		
জমাতে	—	১৯১,১১,৯৫
ব্যাঙ্কের নিকট রক্ষিত জমা	৯৯,৯৯	
(১) অন্যান্য মেয়াদান্তে দেয় দায়	১৯৯,১৯,১১	১৯১,৯৯,১৯
মোট বন্ধক টাকা		
জমাতে	৯৯,১১,১১	৯৯,৯১,১৯ ৯,৯১,১১
নিকার্ড মাত্রের জমা	৯১,১১,১১	৯৯,৯৯,১৯
নগদ		
জমাতে	১১৯,৯১,৯৫	১৯৯,১৯,১১ ১৯১,৯১,১৯
অন্যান্য সম্পত্তি		
জমাতে	১৯,৯৯,১১	১১,৯৯,৯৯

গ্রেট ব্যাঙ্ক অভ পাকিস্তান

(হাজার টাকার হিসাবে)

ইস্যু বিভাগ—

দায়—			সমাবেশাঙ্ক
	১৯-১১-৫৮	১২-১১ ৫৮	১-১-৫৮
ব্যাঙ্কিং বিভাগের মোট	৯,৯১,১১	৯,৯৯,৯৯	৯,৯১,৯৯
চলতি মোট	১৯৯,৯৯,৯৯	১৯১,৯৯,৯৯	১৯,১৯,১১
	১৯১,১৯,৯৯	১৯৯,৯৯,৯৯	১৯,১৯,৭৯
সম্পত্তি—			
(ক) সোনার ডলার মোট (সোনা	৯,৯১,৯১	১,৯১,৯১	
রৌপ্য			
ইস্যুর জন্য	৯৯,৯৯,১১	১৯,৯১,৯৯	
অন্যান্য সরকারের জন্যে	১৯,১৯,৯৯	১১,১৯,৯৯	
অন্যান্য মোট, বিভাগ ভাগ			
ঋণ, হুণ্ডির ব্রাঞ্চের সাথেকে	১৯,৯৯,১১	১৯,৯১,১১	৯,৯১,৯৯
(খ) রৌপ্য মুদ্রা	১,৯৯,১১	১,৯১,১৯	৯,১৯,৯৫
সরকারের সরকারের জন্যে	৯,১৯,৯৯	৯,৯৯,৯৯	
অন্যান্যের মুদ্রার ছাড়ি			
ব্রাঞ্চের সাথেকে বিভাগ ভাগ অন্য			
ইস্যুর বিভাগ—	—		
সোনার ও ডলার সোনা	১৯,৯৯	১৯,৯১	১,৯৯,১৫
ব্রাঞ্চি জমার	৯,১১,১১	৯,১১,১১	৯৫,৯৯,৯৯
অন্যান্য সরকারের জন্যে	১,১৯,১১	১,১৯,১১	১৯,৯১,১৯
(রৌপ্য মুদ্রা)	১,৯৯,১১	১,৯৯,১১	১,৯৯,৯৯
	১৯১,৯১,৯৯	১৯৯,১১,৯৯	৯৯,১৯,৭৯

ব্যাঙ্কিং বিভাগ—

দায়			
অংশীদারের মূলধন		১,৯৯,৯৯	১,১৯,৯৯
সঞ্চয় তহবিল			
আমানত—			
(ক) সেক্রেটারী সরকার	৯১,১১,৯১	৯১,৯১,১৯	৯৯,৯৯,৯৯
(খ) অন্যান্য সরকার	১,৯১,৯৯	৯,১৯,৯৯	১,১৯,৯৯
(গ) ব্যাঙ্কসমূহ	১৯,৯৯,৯১	১৯,৯১,১১	১৯,৯৯,৯৯
(ঘ) অন্যান্য	৯,৯১,১৯	৯,১৯,১১	৯,৯৯,৯৯
দেয় হুণ্ডি	১১,৯৯	১৯,৯৯	৯,৯১
অন্যান্য দায়	১,১৯,৯১	১৯,৯৯	১৯,১৯
	১১১,৯৯,১১	১১৯,৯৯,৯১	১৯৯,১৯,৯৫
সম্পত্তি—			
মোট			
রৌপ্য মুদ্রা			
(ক) পাকিস্তানী			
(খ) ভারতীয়			
অন্য মুদ্রার মুদ্রা			
(ক) পাকিস্তানী			
(খ) ভারতীয়			
হুণ্ডি ও বন্ধকীয়ের ছাড়ি			
(ক) আদায়যোগ্য			—
(খ) বন্ধকীয়ের		—	—
(গ) পাকিস্তানী ব্যাঙ্কার্সদের	১১,১৯,৯৯	১১,১১,৯৯	—
পাকিস্তানের বাহিরে জমা	৯৯,৯৯,৯১	৯৯,৯৯,৯১	৯৯,৯৯,৯১
সরকারকে জমার জন্য ঋণ ইত্যাদি	১১,৯৯		১১,৯৯
অন্যান্য জমা, ঋণের ইত্যাদি		—	—
ঋণবিনিয়োগ	১,১৯,৯৯	১,৯১,১১	
অন্যান্য সম্পত্তি	৯৯,৯৯	৯৫,৯৯	১,১৯,৯৯
	১১৯,৯৯,১১	১৯৯,৯৯,৯৯	১৯৯,১৯,৯৯

যৌথ প্রতিষ্ঠান

কার্যারম্ভের বছর	কোম্পানীর নাম (সাধারণ)	মূলধন ও অন্যান্য তহবিল	প্রতি অংশের কোম্পানীর মূল্য	দেয় অংশের পরিমাণ	বিবরণ		
ইঞ্জিনিয়ারিং							
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	
কয়লাখনি							
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		
[illegible]	[illegible]				[illegible]		
[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible] [illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	
কাপড়ের কল							
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		

[illegible]

যৌথ প্রতিষ্ঠান

প্রতিষ্ঠানের নাম	অনাদায়ী মূলধন (সরকার)	সরকার ও সরকার মনোনীত	প্রতি অংশের অনাদায়ী মূল্য	শত করা	সরকার				শতকরা	শেষ লাভ হার
চট্টগ্রাম										
আজাদ										
ইউনিয়ন										
ইস্টার্ন										
আদমজী										
আদমজী ইন্টার্ন										
এহেরাজী										
আলমবাগী										
ঈস্টার্নাড়া										
ইস্টার্নিয়া										
ইস্পাহানি										
আন্তর্জাতিক										
কেন্দ্র										
ক্রাউন										
কোহিনুর										
খোরাণ্ড										
খাজেন্দ্র										
ঈস্পাহানি										
ক্রোন										
গণীয়										
চৌধুরি										
জুবলাম										
জেনিথেলী										
দেশী ইন্টিনিয়ার										
দেশী-ফাউন্ডার										
ধরমপুর										
পাটী										
বিজয়										
বিমানাল										
মেসার্সফাল										
আদমজী										
রাজা										
রাজী										
রাজ্যেশ্বর										
ঈস্পাহানি										
চট্টগ্রাম										
ঈ ইন্টার										
বিজয়										
মুক্তার										
ঈস্পাহানি										

যৌথ প্রতিষ্ঠান

প্রতিষ্ঠানের নাম	অনুমোদিত মূলধন (টাকায়)	শেয়ার ও ঋণপত্র ছাড়ার তারিখ	প্রতি অংশের অনুমোদিত মূল্য	বন্ধ থাকলে		পাওনা ঋণ	
চা-বাগান							
ফেলিক্সল্যান্ড	১,১০,০০০	৮,৯৯,১৮৬৲		১৩৲(খ)			
লেবাই ও পার্থিটিয়া ...	৬,৬৮,০০০	৪,৯০,১৯৩৲		৩৩৲(খ)			
সিট্রা চুকী	১,৩৩,০০০	৪,৫১,১৫৩৲		৮৲ (ঘ)	১৯।৩১		
পাহাড়তলা	১১,৩৩,০০০	৯৮,১১,১৫১৲		১৩৲(খ)	১৯।৩৮		
আর্মাদি	৬,৩৩,০০০	৬,৩৩,৩১৬৲		৩৩৩(ঘ)	১৯।৩১		
বাগরাকাটা	৫,৩৩,০০০	১১,৩৩,০০০৲		১৲ (ঘ)			
বিজনবাড়ি	১৫,৩৩,০০০	৮,১৩,০০০৲		৭৲(ঘ)			
বেলবাড়ি	১,১৫,০০০	১,১৩,১৯১৲		৭৲(ঘ)			
ডুয়ার্স চা	১,৩৩,০০০	৩,৩৬,১৩৲		৯৩(ঘ)			
মেন্ট্রাল আসাম		৩,৪৩,৩৭১৲		১১৯৩(ঘ)			
বাগর	৩,৩৩,০০০	১,৩৩,৩৭১৲		৮৩(ঘ)			
লেবাই চিবা	১,৩৩,০০০	১,৩১,৩৮৲		৯৩(ঘ)			
রাঙ্গামাটি	১,৩৩,০০০	১৯,১৯,৯১৩৲		৩৩৯৩(ঘ)	১৯।৩১		
রাধিকাপুর	১৯,৩৩,০০০	৪১,৩১,১৯১৲		১৩৲(ঘ)		১১।৩-৩।৩	
ছিটমিল কলা							
ইউ.বি	১৯,৩৮,০০০	১১,৯৯,১৭১৲			৯৩৭		
এস.ও	৩৩,৩৩,০০০	১১,৭৯,৩৩১৲			৩৩৭		
ফুলবাড়ি	১৯,৩৩,০৩০	১৯,৩৩,১৩৩৲			৩৩৮		
ফুলবাড়ি সিমেন্ট	৯,১৩,৩১৫	১১ ১১,১১৩৲			৩৩৭		
ফুলবাড়ি	১,৩৩,০০০	৯,১৯ ৩৩৲			১৯।৩১		
ভারত	১৫,৩৩,০০০	১,৩৯,৩৩৲			৩৩৭		
রাজবাড়ি	১৯,৩৩,১৩০	৯,১৩,৩৩৲			৩৩৭		৩৩।৩০
রাজাবাড়ি	৯,৩৩,০০০	১০,৩৩,৩৩৲			৩৩৮		৯৩।৩
রাধিকাপুর ফ্যাক্টরি	১১,৯৯,০০০	৯,৩১,১৩৩৲			৩৩৮		১৩।৩
ইঞ্জিনিয়ারিং ও ধাতুশিল্প							
ইউনাইটেড ফাউন্ডিয়ার্স	১,৩৩,৩৩,০০০	৯৩,৩৩,৩৩০৲		১৩৩	১৯।৩১		
কুইজ ইঞ্জিনিয়ার্স	১১,৩৩,৩৩,৯৫০ ৫১,১৩,৩৩,৩৫০	১১,৩৩,৯৩৲		১৩৩(খ)	৩৩৩		
কুইজা আয়রন	৩০,১১,৩৩৩৲	৫৩,৩৩,৩৩৩৲	১০৲	৯৩২ পাই (খ)	১৯।৩১		
কারবারী ব্যাংকার্স	৫১,৩৮,০০০	১৫,৩৩,৩৩৩৲	১০৲	৮৲ (ঘ)	১৯।৩১	১৩৩৮।১৯৲	
কারবার ব্রাদার্স	৩৭,৩৯,১১৲	১,৩৩,৩৩,৩৩৩৲	১০৲		১৯।৩১		
সিমারি আয়রন	৬,৩৩,৩৩,০০০৲	৩,৩৩,৩৩,৩৩৩৲	১০৲	৯৲ (ঘ)	৩৩৭		১৩৲
ইন্ডিয়া মেন্ট্রাল আয়রন	১৯,১৩,১৯১৲	১৩,৩৩,৩৩৩৲	১০৲	৯৩(খ)	১৯।৩১	১৫৩৩।১৯৲	
আয়রন অব ইন্ডিয়া ...	৩,৩৩,৩৩,৩৩৩৲	১,১৯,৩৩,৩৩৩৲	১০৲ (খ)	৩	৩৩৮		১৩৩।৩
এ.বি আয়রন ওয়ার্কস ...	১,৩৩,৩৩,০০০৲	১,১৩,৩৩,৩৩৩৲	৩৩৲ (খ)	৩৲ (খ)	১৯।৩১		১৩৩।৩
ইন্দ্র আয়রন ...	১৩,৩৩,০০০	১১,৩৩,৩৩০	৩৩৲ (খ)		১৯।৩১		৩১।৩
বিশ্বনাথ ফ্যাব্রিক্যাল ...	১,১১,৩৩,০০০	১,১৩,৩৩৲	৩৩৲		১৯।৩১		
মেন্ট্রাল আয়রন এন্ড ইন্ডিয়া ...	৬,১৫,১১,১৩৩৲	৫,১৩,৩৩,৩৫১৲					
বিদ্যুৎ-সরবরাহ							
ইউ.পি	৫১,৩৩,০০০৲	১৯,১৩,১৮৩		৩৲	৩৩৮		
আসানসোল ইলেকট্রিক	৩৩,৩১,৩৫৫ পা	৫১,৩৩,১৩৩ পা		৯৩৩৩

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[

REGD.NO.C3109

আর্থিক ভারত

অর্থনৈতিক সাপ্তাহিক

২য় বর্ষ ৯ম সংখ্যা [illegible] মূল্য ৷৷০

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

কলিকাতা

অনুমোদিত মূলধন	—	৮ কোটি টাকা.
বিক্রীত মূলধন	—	৪ কোটি টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন	—	২ কোটি টাকা
রিজার্ভ ফাণ্ড	—	৪০ লক্ষ টাকা

পরিচালকবর্গ

শ্রী জি, ডি, বিড়লা (চেয়ারম্যান)

শ্রীঈশ্বরী প্রসাদ গোয়েঙ্কা (ভাইস-চেয়ারম্যান)

শ্রীরমনলাল জি, সারাইয়া (ভাইস-চেয়ারম্যান)

শ্রীঅনন্ত চরণ লাহা

শ্রীবৈজনাথ জালান

শ্রীগোবিন্দলাল বাঙ্গর

শ্রীপি, ডি, হিমৎসিঙ্কা

শ্রীরামেশ্বরলাল নোপানি

শ্রীমহাদেও এল, লাহানুকার

শ্রীমদনমোহন আর, রুইয়া

শ্রীমোহনলাল এল, শা

শ্রীমতিলাল তাপুরিয়া

শ্রীনবীনচন্দ্র মফৎলাল

জেনারেল ম্যানেজার

শ্রী বি, ডি, ঈাকুরু

ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার

শ্রী এস, ডি, সদাশিবন

ভারত ও ব্রহ্মদেশের বড় বড় শহরে বাটটির অধিক শাখা এবং পৃথিবীর সর্বত্র এজেন্সির ব্যবস্থা থাকায়, এই ব্যাঙ্ক দেশে ও বিদেশে জনসাধারণের সেবায় সম্পূর্ণভাবে নিযুক্ত থাকিতে পারে।

Those who have finance do read

"Indian Finance"

Those who have no finance must read

"Indian Finance"

'INDIAN FINANCE'

116, Lower Circular Road, Calcutta.

2-3-49

কে, সি, দে এণ্ড সন্স
১৯১।১, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা

আর্থিক ভারত

কে, সি, দে এণ্ড সন্স
১৯১।১, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা

২য় বর্ষ ৯ম সংখ্যা] কলিকাতা, বুধবার ১১ই ফাল্গুন, ১৩৫৫ ; ২৫শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৯ [মূল্য ৮০

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		সমবায়	১৮৪
রেলওয়ে বাজেট		অর্থলোক	
প্রাসঙ্গিক		আসন্ন বাজেট সম্পর্কে আলোচনা করুন	
কিংবদন্তী, রেল কর্মচারী প্রত্যাহার, পাট শিল্পের ভবিষ্যৎ, ইঞ্জিনিয়ার শিক্ষা সংস্কার		পণ্যদ্রব্যের বাজার	
সংবাদলিপি		চুকলাই বন্ধের আশঙ্কায় ?	
ওয়াশিংটন, দিল্লী, বোম্বাই		বাজারের কথা	
বিশেষ প্রবন্ধ		বাজেট সম্পর্কে আলোচিত হবার	
চর্পিং অঞ্চলে বাণিজ্য প্রসারের প্রস্তাব—জন কিংবদন্তি	১৮৩	বৌথিক	
		কাগজের কিলে বর্দ্ধিত দাম	১৯২

রেলওয়ে বাজেট

ভারতের রেলওয়েমন্ত্রী শ্রীযুক্ত গোপালস্বামী আয়েঙ্গার ভারতীয় পার্লিমেণ্টে ১৯৪৮-৪৯ সালের সংশোধিত এবং ১৯৪৯-৫০ সালের অনুমিত বাজেট প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়াছেন। স্বাধীনতা লাভ করিবার পর বিগত দেড় বৎসরকালের মধ্যে ইহা তৃতীয় রেলওয়ে বাজেট এবং স্বাধীন ভারতে রেলপথের পরিবর্ত্তিত অবস্থা দৃষ্টি-পথে রাখিয়া শ্রীযুক্ত আয়েঙ্গারের এই বাজেট বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইতিপূর্ব্বে বর্ত্তমান অর্থসচিব ডাঃ জন মাথাই ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট হইতে ১৯৪৮ সালের ৩১এ মার্চ্চ পর্য্যন্ত সাত মাস কাল সময় এবং ১৯৪৮-৪৯ সালের পূর্ণ বৎসরের জন্য ভারতীয় পার্লিমেণ্টে দুইটি বাজেট পেশ করেন। ইহার প্রথম বাজেটে প্রায় ৩ কোটি টাকার ঘাটতি প্রদর্শিত হয় এবং দ্বিতীয় বাজেটে এই ঘাটতির স্থলে ৭.৩৪ কোটি টাকার উদ্বৃত্ত আশা করা হয়। ঘাটতির স্থলে উদ্বৃত্তের এই দৃশ্যমান উল্লেখ করিয়া তদানীন্তন রেলওয়ে মন্ত্রী ডাঃ জন মাথাই এই মর্ম্মে মন্তব্য করেন যে, রেলপথের দুর্দ্দিনের অবসান হইয়াছে। শ্রীযুক্ত আয়েঙ্গারের বর্ত্তমান বাজেট প্রস্তাব ডাঃ মাথাইয়ের উক্ত মন্তব্যকে যথার্থ প্রমাণিত করিয়াছে। ১৯৪৮-৪৯ সালের বাজেট প্রস্তাবে উদ্বৃত্তের পরিমাণ কিঞ্চিদধিক ৮ কোটি টাকা হইবে বলিয়া প্রথমে অনুমান করা হইলেও বর্ত্তমান বাজেটে চলতি বৎসরের সংশোধিত হিসাবে দেখা যায় যে, এই উদ্বৃত্তের পরিমাণ হইবে ১৫.৮৩ কোটি টাকা। উদ্বৃত্তের এই পরিমাণ বৃদ্ধিতে সকলেই আনন্দিত হইবেন সন্দেহ নাই। আসামী বৎসরেও প্রায় ৯.৪৪ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত হইবে বলিয়া আশা প্রকাশ করা হইয়াছে।

ভাড়ার খাতে অধিক আয় হওয়াই উদ্বৃত্তের পরিমাণ বৃদ্ধির প্রধান কারণ। ১৯৪৮-৪৯ সালের প্রথমিক অনুমানে ভাড়ার খাতে ১৯০ কোটি টাকা আয় হইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছিল। গত অক্টোবর মাস হইতে রেলপথে যাত্রী ও মালপত্র চলাচলের উপর ভাড়া বর্দ্ধিত হইবার ফলে এই খাতের পরিমাণ ২০৩ কোটি টাকা হইবে বলিয়া এক্ষণে অনুমান করা হইতেছে এবং ভাড়ার হারে কোনরূপ পরিবর্ত্তন সাধন না করিয়াও আসামী বৎসরে এই খাতে ২১০ কোটি টাকা আয় হইবে বলিয়া আশা করা হইতেছে। মূল্যমানের উন্নতির ফলে রেলকর্ত্তৃপক্ষকে কয়লা প্রভৃতি উপকরণ অধিক মূল্যে ক্রয় করিতে হইতেছে এবং রেল-শ্রমিকদের মহার্ঘভাতার পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইতেছে। এইরূপে ব্যয়ভার বর্দ্ধিত না হইলে চলতি বৎসরে উদ্বৃত্তের পরিমাণ আরও অনেক বেশী হইত। ভাড়ার খাতে আয় প্রায় ৩ কোটি টাকা বর্দ্ধিত হইলেও আসামী বৎসরে উদ্বৃত্তের পরিমাণে প্রায় অনুরূপ পরিমাণ হ্রাস হইবে। রেলওয়ে পরিচালনায় বিভিন্নখাতে ব্যয়বৃদ্ধিই উদ্বৃত্তের পরিমাণে উক্তরূপ হ্রাস হইবার কারণ।

কিন্তু উদ্বৃত্তের পরিমাণ হ্রাস পাইলেই নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই। ব্যয়বরাদ্দ বর্দ্ধিত করা হইয়াছে বলিয়াই এই বাজেট প্রস্তাবকে

সমালোচনা করিবার কোন হেতু নাই। বিগত কংগ্রেস হইতে যাত্রী-বৃদ্ধির ব্যবস্থা এবং এইদিক হইতে বিবেচনা করিয়া শ্রীযুক্ত মহাদেবের বাজেট প্রস্তাবে আশান্বিত বোধ করিবার অবকাশ আছে। অন্যদিকে, ইঞ্জিন ও প্রসারণের খাতেই আগামী বাজেটে অধিক ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। চলতি বৎসরে এই বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ৫৪ কোটি এবং আগামী বৎসরে ইহার পরিমাণ নির্দ্ধারিত হইয়াছে ৭১ কোটি টাকা। স্বাধীন দেশের উপযোগী করিয়া ভারতের রেলপথকে সংস্কার করিতে হইলে এই ব্যয়বৃদ্ধির যে বিশেষ আবশ্যকতা আছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ১৯৫২ সালের ৩১এ মার্চ তারিখের মধ্যেই ১,১৯১টি ইঞ্জিন তাহাদের চলাচলের নির্দ্ধারিত মেয়াদ অতিক্রম করিবে। সুতরাং ইহাদের পরিবর্ত্তে হয় নূতন ইঞ্জিন চাই। আমদানি করিয়া এবং স্বদেশে উৎপাদন শুরু করিয়া এই সকল নূতন ইঞ্জিনের সংস্থান করিতে হইবে। এই প্রয়োজন কর্তৃপক্ষ স্বীকার করিয়াছেন। প্রকাশ যে, ১০৩টি ডিজেল এবং ৪৭টি ইলেক্ট্রিক ইঞ্জিন আমদানি করিবার জন্য ইতিমধ্যেই বিদেশে অর্ডার দেওয়া হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত স্বদেশে ইঞ্জিন উৎপাদন করিবার উদ্দেশ্যে নিহিতপুরে একটি নূতন কারখানা স্থাপন করা হইতেছে। সেখানকার পরিচালনা-প্রণালী আধুনিক পদ্ধতি এবং পশ্চিম ধরিয়া অনুসরণ করিয়া নিহিতপুরের এই নূতন কারখানার নামকরণ করা হইয়াছে "চিত্তরঞ্জন"। এবং ১৯৫০ সালের মধ্যেই এই কারখানা হইতে বৎসরে ১২০টি ইঞ্জিন বাহির হইবে বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইবে।

এতদ্ভিন্ন স্বদেশে যাত্রীবাহী গাড়ী এবং ওয়াগন নির্ম্মাণ করিবার জন্য একটি কেন্দ্রীয় কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনাও সরকারের বিবেচনাধীন আছে। আসাম ও ভারতের মধ্যে প্রত্যক্ষ রেল যোগাযোগ স্থাপন করিবার জন্য একটি নূতন রেলপথ স্থাপন করিতে কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তাহাড়া ক্রেট ইণ্ডিয়াস্ পেনিন্সুলার এবং বোম্বাই-বরোদা সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়াস্ রেলপথের কয়েকটি অংশে ডবল লাইন পাতা হইবে। ভারতের রেলপথে বর্ত্তমানে যে অসন্তোষ চাপ পড়িতেছে তাহাতে রেলপথের সম্প্রসারণের এই প্রয়োজন কেহই অস্বীকার করিবে না। তবে সেদিক হইতে বর্ত্তমান রেলওয়ে বাজেটকে সমালোচনাও করিতেছি না।

কিন্তু পরিহার্য্য ব্যয় যাহাতে অনাবশ্যকভাবে বৃদ্ধি না পায় তাহার প্রতি যত্নবান হইতে আমরা কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করি। এবারেই দ্রুত করিতে হয় শ্রমিকদের বেতন ও মহার্ঘ ভাতার কথা। রেল বাতীত অন্যান্য শ্রমিকদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত অল্পকালেই তিনিবদলের যোগ্য লাভ করিয়া থাকে। এতৎসত্ত্বেও কেন্দ্রীয় বেতন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী তাহাদের বেতন ও মহার্ঘভাতা বৃদ্ধি করিবার জন্য রেলকর্তৃপক্ষ [illegible] তাহাতে আমরা সমর্থন করিতে পারিতেছি [illegible] তাহাদের রেলকর্তৃপক্ষ খুব আশু ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং তাহাদের কোন অভাব অভিযোগ নাই—সেকথা আমরা বলিতেছি না। কিন্তু বর্ত্তমানে দেশে যেরূপ মূল্যবৃদ্ধি ও খাদ্য উৎপাদনের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, তাহাতে সমস্ত জাতির সহিত আপাততঃ রেল কর্মচারিগণকেও কৃচ্ছ্রসাধনা স্বীকার করিতেই আমরা অনুরোধ করিব। যাহাই হউক শেষ পর্য্যন্ত যদি কর্তৃপক্ষকে রেলকর্মচারিদের জন্য কেন্দ্রীয় বেতন কমিশনের সুপারিশ মানিয়া লইতে হয়, তাহা হইলে শ্রীযুক্ত মাতাধাক্ষের সুপারিশ [illegible] নূতন কমচারী একেবারে নিযুক্ত না করাই সঙ্গত হইবে। অবশ্য একথা বলিতেছি না যে শ্রীযুক্ত মাতাধাক্ষের সুপারিশ অনাবশ্যক বাহুল্য সৃষ্টি করিতে চাহে। রেলপথের উপর জনসাধারণের নানারূপ দাবিদাওয়ার তুলনায় রেলকর্মচারিদের সংখ্যা মোটেই পর্য্যাপ্ত নহে। কিন্তু বর্ত্তমানের পরিস্থিতিতে আপৎকাল বিবেচনা করিয়া স্বেচ্ছাস্বীকার করিয়াও অপেক্ষাকৃত কম সংখ্যক রেলকর্মীগণ রেলপথের সকল কাজ কর্ম চালাইয়া যাইবে—ইহাই আমরা আশা করি।

এইরূপে ব্যয়সঙ্কোচ করিয়া রেলপথের উন্নয়ন এবং সম্প্রসারণের প্রতি কর্তৃপক্ষকে অধিকমাত্রায় যত্নবান হইতে হইবে। ব্যয়সঙ্কোচ করিবার সাথে সাথেই রেলপথের আয় যাহাতে কর্মচারীদের অবহেলা অথবা কোন আইনসঙ্গত বাধাবিঘ্নের ফলে অথবা কম না হয় তাহার প্রতিও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ইহার জন্য আবশ্যক প্রথমতঃ রেলকর্মচারীদের সুবিধিত অসন্তুষ্টির নিবারণ এবং দ্বিতীয় সরকারের বাজেটের সহিত রেলওয়ে বাজেটের সম্পর্কের অবসান।

ভারতসরকারের বাজেট সম্পর্কে বাধ্যবাধকতা থাকিবার ফলে রেলওয়ের উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ স্বভাবতঃই ব্যাহত হয়। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, অন্তর্পূরণের খাতে প্রতি বৎসর প্রায় ১১ কোটি টাকা বরাদ্দ হওয়া আবশ্যক। কিন্তু চলতি বৎসরে এই খাতে বরাদ্দ হইয়াছে ১৮'৯৪ কোটি টাকা এবং আগামী বৎসরে ১৬'১১ কোটি টাকা। সুতরাং অন্তর্পূরণের খাতে মোট প্রয়োজনের তুলনায় বরাদ্দের পরিমাণ কম হইতেছে চলতি বৎসরে কিঞ্চিদধিক ৩ কোটি টাকা এবং আগামী বৎসরে প্রায় ৬ কোটি টাকা। অথচ কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেটে জমা দিবার জন্য বরাদ্দ হইয়াছে চলতি বৎসরে ৭.৩৪ কোটি টাকা এবং আগামী বৎসরে ৪'৯২ কোটি টাকা। অন্তর্পূরণের খাতে ঘাটতি রাখিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেটে এইরূপ উদ্বৃত্ত জমা দেওয়া সুবিবেচনার কাজ নহে। তাহাড়া ভারতসরকারের বাজেটে স্বাধীনভাবে রেলওয়ের উদ্বৃত্তের উপর নির্ভরশীল হওয়া উচিত

পারেন, কিন্তু [illegible]
রের সাধ্য হয়ত যাত্রিদের তেমন সুবিধা নাই

এই প্রসঙ্গে রেলওয়ে পরিচালনার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের অবলম্বিত সাম্প্রতিক নীতি [illegible] করিতেছি। মধ্যাঞ্চলী তুলিয়া দিয়া কর্তৃপক্ষ বর্তমানে যাত্রীদের জন্য রেলপথে তিনটি শ্রেণীর ব্যবস্থা করিয়াছেন—প্রথম, দ্বিতীয়, ও তৃতীয়। এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হইল এই যে, পূর্বেকার মধ্যশ্রেণীর জন্য নির্দিষ্ট ভাড়া দিয়াই দ্বিতীয় শ্রেণীতে যাতায়াতের সুবিধা [illegible] যাহাতে যাত্রী সাধারণের উহাতে সুবিধা হইবার [illegible] যাইতেছে যে, নূতন ব্যবস্থানুসারে যাত্রী সাধারণের যাতায়াতের সুবিধার জন্য মোট [illegible] করিয়া বেশী দিতে হইতেছে। এই ব্যবস্থার ফলে কলিকাতা হইতে মাদ্রাজগামী একজন দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীকে বর্তমানে ৩৮৲ ভাড়া দিতে

কিন্তু গত অক্টোবর মাসে ভাড়া বৃদ্ধি করিবার পূর্বে দ্বিতীয় শ্রেণীতে কলিকাতা হইতে মাদ্রাজ যাইতে ভাড়া লাগিত ৩৭৲। সুতরাং পূর্বেকার মধ্যশ্রেণীর ভাড়ার পরিমাণে দ্বিতীয় শ্রেণীতে যাতায়াতের সুবিধাদানের চেষ্টা যথার্থ নয়। যাত্রীদের জন্য নবপ্রবর্তিত এই অর্থনীতি-বিরুদ্ধ ব্যবস্থার প্রতি আমরা রেলকর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ

প্রাসঙ্গিক

অনিবার্য্য কারণ বশতঃ "আর্থিক ভারত" পুনরায় প্রকাশিত হইল। অনিবার্য্য কারণ বশতঃ আর্থিক ভারতের" প্রকাশ কয়েক সপ্তাহ পিছাইয়া দিতে হইয়াছিল। এজন্য অনিচ্ছাকৃত আমাদের এই ত্রুটির জন্য আমাদের সহৃদয় পাঠক ও পৃষ্ঠপোষকদের নিকট আমরা মার্জ্জনা প্রার্থনা করিতেছি। সৌভাগ্যবশতঃ সংবাদপত্রের উপর এইরূপ বিলম্বিতের সম্পূর্ণ হওয়া আমাদের দেশে কোন অপ্রত্যাশিত ঘটনা নহে। সুতরাং বর্ত্তমান অর্থনীতি বিষয়ক নূতন পরিকল্পনায় আমরা এই অনিবার্য্য দুর্ঘটনার হাত হইতে রক্ষা পাই নাই। কিন্তু অপেক্ষাকৃত অল্পকালের মধ্যেই এই সমস্ত ইস্তাহার প্রকাশিত হইতে পারিয়া আমরা সকলের সৌভাগ্যবান মনে করিতেছি এবং আশা করি "আর্থিক ভারতের" পুনঃ প্রকাশে আমাদের পাঠক ও পৃষ্ঠপোষকগণ আনন্দিত হইবেন

ভবনেশ্বর

কিছুদিন আগে ভারতের নানা স্থানে ভারতের ভূতপূর্ব্ব বড়লাট লর্ড লিটন বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে, ভারতের ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য ভারতের রাজধানী দিল্লী হইতে অন্যত্র স্থানান্তরিত করা প্রয়োজন। তিনি তাহার জন্য এক প্রস্তাবিত স্থানের নামও করিয়াছিলেন।

ভারতের ও বহির্ভারতের বহু ভারত ও ভারত বিষয়ক বিশেষজ্ঞ এক্ষেত্রে লর্ড লিটনের প্রস্তাব সমর্থন করেন। তাঁহারা ভারতের রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়া ভারতের ভূমধ্যবর্ত্তী কোন স্থানে লইয়া যাইবার পক্ষপাতী। তাঁহারা বলেন যে, ভারতের রাজধানী ভারতের ভূমধ্যবর্ত্তী কোন স্থানে স্থাপিত হইলে ভারতের সকল অংশের সহিত রাজধানীর সমান যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব হইবে। ভারতের রাজধানী ভারতের ভূমধ্যবর্ত্তী কোন স্থানে স্থাপিত হইলে ভারতের সকল অংশের সহিত রাজধানীর সমান যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব হইবে। ভারতের রাজধানী ভারতের ভূমধ্যবর্ত্তী কোন স্থানে স্থাপিত হইলে ভারতের সকল অংশের সহিত রাজধানীর সমান যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব হইবে।

ভারতের রাজধানী ভারতের ভূমধ্যবর্ত্তী কোন স্থানে স্থাপিত হইলে ভারতের সকল অংশের সহিত রাজধানীর সমান যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব হইবে। ভারতের রাজধানী ভারতের ভূমধ্যবর্ত্তী কোন স্থানে স্থাপিত হইলে ভারতের সকল অংশের সহিত রাজধানীর সমান যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব হইবে।

ভারতের রাজধানী ভারতের ভূমধ্যবর্ত্তী কোন স্থানে স্থাপিত হইলে ভারতের সকল অংশের সহিত রাজধানীর সমান যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব হইবে। ভারতের রাজধানী ভারতের ভূমধ্যবর্ত্তী কোন স্থানে স্থাপিত হইলে ভারতের সকল অংশের সহিত রাজধানীর সমান যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব হইবে।

রেল বাজেট প্রত্যাহার

ভারতের রাজনৈতিক গগন হইতে এক ভয়াবহ দুর্যোগের মেঘ কাটিয়া গিয়াছে। ভারতীয় রেলওয়ে বোর্ড ভারতীয় রেলওয়ের সাধারণ পরিচালনের সুবিধার জন্য বিভিন্ন রেলওয়ে কোম্পানীর বাজেটের বিলোপ সাধন করিয়া একটি মাত্র বাজেট প্রণয়নের যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহা প্রত্যাহৃত হইয়াছে। ভারতীয় রেলওয়ে বোর্ড ভারতীয় রেলওয়ের সাধারণ পরিচালনের সুবিধার জন্য বিভিন্ন রেলওয়ে কোম্পানীর বাজেটের বিলোপ সাধন করিয়া একটি মাত্র বাজেট প্রণয়নের যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহা প্রত্যাহৃত হইয়াছে।

ভারতীয় রেলওয়ে বোর্ড ভারতীয় রেলওয়ের সাধারণ পরিচালনের সুবিধার জন্য বিভিন্ন রেলওয়ে কোম্পানীর বাজেটের বিলোপ সাধন করিয়া একটি মাত্র বাজেট প্রণয়নের যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহা প্রত্যাহৃত হইয়াছে। ভারতীয় রেলওয়ে বোর্ড ভারতীয় রেলওয়ের সাধারণ পরিচালনের সুবিধার জন্য বিভিন্ন রেলওয়ে কোম্পানীর বাজেটের বিলোপ সাধন করিয়া একটি মাত্র বাজেট প্রণয়নের যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহা প্রত্যাহৃত হইয়াছে।

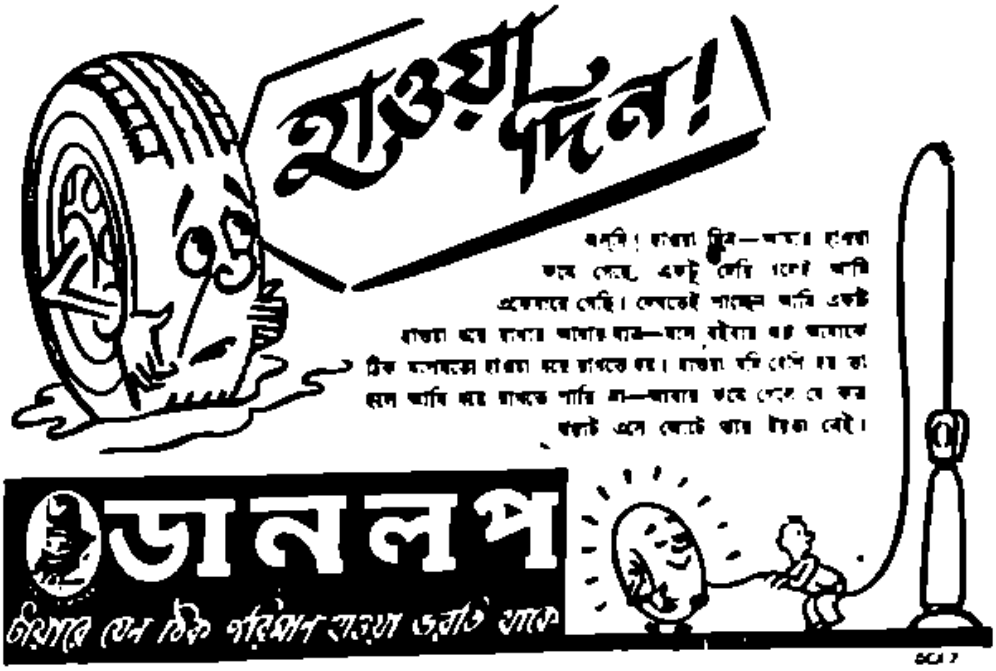
হাওয়া দিন!
ডানলপ

সংবাদলিপি

যুক্তরাষ্ট্র

আমেরিকার বৈদেশিক মুদ্রার চলাচলে প্রতিবন্ধকতা—ফ্রান্সিটাই চীনের যুক্তরাষ্ট্রের উপর নির্ভর করিবার সম্ভাবনা হ্রাস—বেলজিয়ামের বিচার ও শাস্তিদান সম্পর্কে আমেরিকার প্রতিক্রিয়া—লর্ডস সাহায্যপ্রাপ্ত রেলওয়ের নূতন বন্দোবস্ত—মুদ্রাস্ফীতির হ্রাস।

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

ওয়াশিংটন, ২৪শে ফেব্রুয়ারী—আমেরিকার বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের স্থায়িত্ব [illegible] পূর্বাপেক্ষা অধিক আস্থা [illegible] ইংরেজের কাছে [illegible] বিদেশের [illegible] আমেরিকার [illegible] [illegible] [illegible]

...হাতে না আসায় কাজ সুরু করতে পারেনি এবং তারা ফেল প্রতিষ্ঠানকে আবেদনের প্রত্যুত্তর করার কাজে সরিষের সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করিয়া মনে করা হয় প্রতিক ও পরিচালক বর্গের অথবা দোষারোপ ও সন্তোষিত হয়ে করার প্রার্থনে তিনি সর্বশেষে যে আবেদন জানান তাহাতে নূতনত্ব কিছুই ছিল না। রাজনৈতিক সমস্যা উদ্ধৃত সাধনের জন্য ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠানের ব্যবহারকে অপরাধ বলিয়া তিনি নিন্দা করেন।

সিলেক্ট কমিটির প্রস্তাবের সমর্থনে বাক্তি বিশেষ বিরোধিতার উপর ভিত্তি করেকটী আইনগুলনের নীতিগত কেন্দ্র করিয়াছেন। শ্রী সি রাম ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক ও রাষ্ট্রায় মিলুক অফিসের কর্মচারী সম্পর্কে ছাঁই রাজ্যগুলির জন্য বিধা ভেদকের অবতারণা করেন। ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্কের জাতীয়করণ, এবং ব্যাঙ্কগুলির রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক নিয়ন্ত্রণ এবং এই কাজ করার জন্য স্টাফ দাবী জানান। শ্রীযুক্ত প্রকাশ প্রস্তাবের সমর্থন করেন যে, সরকার সমস্ত ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন না করিলে জনসাধারণ যে কাজের ভার গ্রহণ করিবে। আর যাঁর সরকার আইন করে পরিচালনার ভার তবে আমানী করা সরকারের কমিটিগুলির সমুখীন হতে হইবে। তার ফেরি যোগী বিরোধিতা এই মত প্রকাশ করেন যে, আইনগুলনের নীতিগত বা বৈধ মূল্য সম্পর্কে পরিষদের যে অভিমতই হউক না কেন বর্তমান অবস্থা ও সাধ্য বিবেচনায় তাহা যে কার্যকরী হইতে পারে না তাহা স্পষ্ট। তার যোগী এই আশা ব্যক্ত করেন যে, ব্যাঙ্কগুলিকে জাতীয়করণের আওতা হইতে আমানী ১০।১৫ বৎসরের জন্য বাহিরে রাখতে হইবে। তাহার মতে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা পরিচালনার ভার হইতে ব্যাঙ্কগুলির অংশীদারদের অধিকার হরণ করা হইবে। শ্রীঅনন্তশয়নম আয়েঙ্গার ব্যাঙ্ক নীতির ঠিক বলে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের পক্ষপাতী, তথাপি আমানী অন্তত ৫ বৎসরের জন্য উপযুক্ত অবস্থায় জাতীয়করণ করার অর্থনীতির যে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহাতে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন। অন্যান্য বেসরকারী সদস্য এই প্রসঙ্গে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক হইতেছে সমস্যাগুলির সীমা নির্দ্ধারণ, সমবায় ব্যাঙ্কের ভূমিকা, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, ফরিদপুর ও বিদেশ পরীক্ষা। সমবেত মতামত হইয়াছে এই যে, ফরিদপুর ব্যাপারে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেবলমাত্র কর্তৃত্বপদ হইলেই চলিবে না, দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করিতে হইবে।

প্রত্যুত্তর কালে বাণিজ্য-সচিব শ্রী দে, সি বিরোধী কয়েকটী গুরুত্বপূর্ণ উত্তর দান করেন। "আপেক্ষ" ফরিদ বুক দৃষ্টান্ত ট্রাস্টির ডিরেক্টর ভাগ্যে হইতে যেরূপ আমানীর ব্যবস্থার আশা করা গিয়াছিল তাহা অনুমানে ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়া তিনি পরিষদে বিবৃতি প্রদান করেন। ১৯৪৮ সালে মাত্র ১০ লক্ষ টাকার ঋণপত্রিকের মঞ্জুরাদি আমানী করা হইয়াছে। অথচ সেক্ষেত্রে ১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকার মঞ্জুরাদির জন্য আবেদন করা হইয়াছিল।

টাকার কোন আমানি এখনও হয় নাই। কিন্তু ২ বাজারের অধিক টাকা আমানি করা হইয়াছে শ্রীযুক্ত বিরোধী আমানি ও জ্ঞানি বিষয় বাক্তির কারণদর্শানোর সময় প্রদান করেন। অন্তিম কার্যকারী সাই প্রতিষ্ঠানগুলিকে ঋণ-প্রদানের প্রতিশ্রুতি করা হইয়াছে। প্রতিষ্ঠানে যে সকল ক্ষেত্রে সহ কর্মিকাগুলি আবেদনের দৃষ্টিভঙ্গি তাহাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠানে অন্তর্ভুক্তিকরণ, ইলেক ইলেক, মিলার বিজ্ঞান, কৃষি, বিদ্যুৎ ও যন্ত্রপাতি ইউনিয়নের আবেদন-আবেদিকার, ব্যাঙ্কের অঞ্চল ও ঋণপ্রাপ্তিকার সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্কিত রহিয়াছে। ইহা ছাড়াও ইউনিয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রের সঙ্গে বাণিজ্যিকসমূহ আলোচনা চলিতেছে বলিয়া। কেন্দ্রিয়ুই করিবে এবং ব্যাঙ্কগুলি কেন্দ্রিয়ুই সমূহ ও বিভিন্নের মধ্যে সম্পর্কে তার কুলকারখানা ব্যাঙ্কের নিকটে সমাধান করিবার প্রয়োজন বলিয়া তিনি মনে করেন না তাহার দৃষ্টিভঙ্গির উপলব্ধিকারীদের অনুকূল। কারণ মতে, যদি সমবায়কারীদের নিম্ন মতে লয় পাইলে চলিবে তবে তাদের মূলধন ও বেতনের মত করাইতে হইবে। বিতরণ সম্পর্কে তিনি প্রস্তাবিত সংশোধনের কথা উল্লেখ করেন।

সরকারের ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের ক্ষেত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। পত্র সম্পর্কে বিস্তৃতির অর্থ পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী খাঁ যোগীকের আর্থিক যোগদান করেন যে, মুসলমান শরণার্থীদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা বিষয়ে না যদি সাম্প্রদায়িক অসন্তোষকারে ভিন্ন রাষ্ট্রগুলোর পুনর্বাসনের সম্ভব প্রদান করেন। অর্থ সাহায্যে আমানির অন্তত বিশেষ আশ্বাসিত হয় সরকার ও লক্ষ মুসলিম শরণার্থী-পরিবার স্বাভাবিক জীবনে খুব প্রতিষ্ঠা করিবার কাজে লাগিয়াছেন। সরকারী মুখপাত্রের মুসলিমদের ব্যবসায় সংস্থার কোনরূপ সাম্প্রতিকালের সংবাদে তার হইয়াছে না। আমরা ও পাকিস্তান সাম্প্রতিকারের ব্যবসা মেলা যোগাযোগ পুনরায় চালু করার জন্য অবস্থানের যাবৎ উদ্যোগ করে আশা করা যায় যে, উভয় সরকার ই সম্পর্কে কিছুটা তৎপরতা দেখাইবেন।

বোম্বাই

তুলা চাষ সমস্যা সম্পর্কিত সম্মেলন—রেলওয়ে মাশুল সম্পর্কে ব্যবসায়ী মহলে প্রতিক্রিয়া—সিন্ধিয়া স্টীম নেভিগেশন কোম্পানীর বার্ষিক সম্মেলন।

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

বোম্বাই, ১৩ই ফেব্রুয়ারী—ভারতীয় কেন্দ্রীয় তুলা কমিটির উদ্যোগে বোম্বাইয়ে ৯ই ও ১০ই ফেব্রুয়ারী তুলা উৎপাদন সমস্যা সম্পর্কিত চতুর্থ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। তুলা বিশেষজ্ঞ কর্তৃক পরিচালিত গবেষণার বিভিন্ন ফলাফল সম্পর্কিত ২৩টি ফলপ্রসূ সম্মেলনে পঠিত হয়।

তুলার চাষ ভারতীয় অর্থনীতি ক্ষেত্রে এমন গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করিয়া আছে যে, এ সম্পর্কে বারবার অতিরিক্ত গুরুত্ব যথেষ্ট মূল্য বহিয়াছে।

তুলাচাষের ক্রমি বিস্তারের ফলে এই, ব্যবসায়ী বিস্তারের ফলে তুলাচাষের তুলার বিস্তারে উন্নতি হইয়াছে তাহার বর্ণনা করেন। এককালে তুলা উৎপাদনকারী প্রদেশ বিহারে তুলাচাষের আবাদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিত এবং ১। লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ হইত। পরে উহার পরিমাণ ৩ লক্ষ ৮৭ হাজারে হেক্টর জমিতে দাঁড়িয়াছে। তাহার কারণ উন্নত চাষ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং তাহা তুলার তুলনায় লাভজনক বটে। সাহরবরের তুলা উৎপাদনকারী অঞ্চলগুলির জন্য ব্যবস্থাবলম্বন হইলে এতটী প্রমাণ করেন। এই রাজ্যের বিশেষজ্ঞ কেন্দ্রসমূহ তুলা চাষের বিস্তারে ক্ষেত্রে অগ্রসর হবে, চাষের গুণগত দিক হইতেও উন্নতিসাধন। তাহার বিশ্লেষণের পর এই রাজ্য কাপড়ের উন্নত তুলার চাহিদা মিটাইবার দিক হইতেও বিশেষ গুরুত্ব লাভ করিয়াছে। এই অঞ্চলের প্রধান সমস্যা হইতেছে এবংবিধ উৎপাদনের নিম্ন হার। সুতরাং অন্যান্য ক্ষেত্রের তুলা অপেক্ষা কাপড়ের শ্রী দি, সে, ক্ষেত্রকার উন্নতমানের তুলার চাষের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন।

শ্রী এ, সি, কোম্পানি ও শ্রী এস, আর, কাইরার ও বিক্রয়ের চাষের উন্নত জাতীয় তুলার গুণগত উন্নতি সম্বন্ধে বলিয়া মত প্রকাশ করেন।

বোম্বাইয়ের তুলাগুলিতে ওজনের অভাবে বাজারে কাটতি হইতেছিল। আবহাওয়ার ফলে ওজনের কমিবার আশঙ্কা পরাস্ত ছিল না। বর্তমানে ঐ তোমাদের আবেদনের যে ফেলতে রাখেই দেখা করিয়াছেন

(শেষাংশ ১৯৫ পৃষ্ঠায়)

ইণ্ডিয়্যান
ব্যাঙ্কিং
জার্ন্যাল
ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত
একমাত্র
মাসিক পত্রিকা
৩নং কমার্শিয়্যাল বিলডিংস্
কলিকাতা ১

বিশেষ প্রবন্ধ

ষ্টার্লিং অঞ্চলে বাণিজ্য প্রসারের সুযোগ

লেখক—জন ফিলিপ্স

[illegible]

[illegible]

[illegible]

সঙ্কলন

বিভিন্ন প্রদেশে খাদ্য পরিস্থিতি

বোম্বাই—

গুজরাটে খুবই পরিস্থিতির উন্নতি হইয়াছে। সৌরাষ্ট্রের জেলার মধ্যে জুনাগড় তালুকের ৩৪টি গ্রাম ব্যতীত অন্য সকল গ্রামই মুক্ত বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। অবশিষ্ট ঐগুলির বিপদের জন্য বোম্বাইয়ের সমস্ত খাদ্যদ্রব্য পুরোদমে কাজ করিতেছে। গুজরাটে আমদানীকৃত খাদ্যশস্যগুলির জেলাগুলি যাহাতে না হয় সেজন্য উহার অবলুপ্তির উদ্দেশ্যে সর্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। খুবই সফলভাবে ইহাকে কাজে লাগান হইয়াছে। এই সকল এলাকার জন্য যে কোনরূপ প্রচেষ্টা বা অর্থব্যয় অতিরিক্ত বলিয়া গণ্য করা হইতেছে না। অবশ্য সকলের হইলে বিপদ হইবার ভয়ও আছে নাই।

মিছু—

বিভিন্ন চাউল কমিটিগুলির পর, চাউল, ভুট্টা, জোয়ার ও ছোলার মূল্য নীতির বিষয়টিকে তাহা ছাড়া বিনা অনুমতিতে সিদ্ধ প্রচলনের বেলায় জোয়ার ও ছোলা এবং ঐ সকল দ্রব্যাদির কোনও পক্ষের আমদানি করা নিষিদ্ধ করা হইয়াছে।

পূর্ব পাঞ্জাব—

পূর্বপাঞ্জাবের আরও দশটি সহরে ১৭ই ফেব্রুয়ারী হইতে লেভি ব্যবস্থা চালু করা হইয়াছে। যদি লোকে সন্তুষ্ট হয় তবে সর্বত্রই অনুরূপ পরিমাণে গম ও জোয়ার সরবরাহ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। যে সকল লোক ভাত খাইতে অভ্যস্ত, যে সকল লোক এমন জায়গায় বাস করেন যেখানে ভাতই উপযুক্ত খাদ্য অথবা যাহাদিগকে ডাক্তারী খাদ্যের কারণে ভাত খাওয়ার পরামর্শ দিয়াছেন কেবল তাঁহাদিগকেই চাউল সরবরাহ করা হইবে।

পূর্ব বঙ্গ—

পশ্চিমবঙ্গে যত ফেব্রুয়ারী মাসে ৭০ হাজার ৩০ টন চাউল বরাদ্দ করা হইয়াছে। অবিলম্বে আসামী সরবরাহের জন্যই উহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণ চাউল সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নাই। অনেক জায়গায় চাউল জমা করিয়া পড়িয়া রহিয়াছে।

রাজস্থান—

জয়পুরে খাদ্য পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটিয়াছে। জয়পুরের সমস্যা সমাধানের জন্য ভারত সরকার জয়পুর সর্বসেক্টরে উৎপাদনের সহিত সংযোগিতা করিয়াছেন। কেন্দ্রীয় সরকার যে ২ লক্ষ টন গম ক্রয় করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে ১ লক্ষ টন ইতিমধ্যেই পাওয়া গিয়াছে এবং বিলি করা হইয়াছে। মধ্যপ্রদেশরাষ্ট্রের ২৫টি গ্রামে খাদ্য ঘাটতি আছে বলিয়া সৌরাষ্ট্র সর্বসেক্টরে ঘোষণা করিয়াছেন। সৌরাষ্ট্র ইউনিয়নের চারিটি জেলায় কয়েকটী দোকান খোলা হইয়াছে।

দ্বিতীয় প্রবেশে "অধিক খাদ্য ফলাও" আন্দোলন

১৯৬১—৬২ সালের শেষে দ্বিতীয় প্রবেশ শেষ হইলে অতিরিক্ত ৩৪ লক্ষ টন উৎপাদন করিতে পারিবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, তৃতীয় পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনাকালে কৃষি উৎপাদন সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার 'অধিক খাদ্য ফলাও' আন্দোলনের আরম্ভ করেন। এই সম্পর্কে এক পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়। কেন্দ্রীয় সরকার এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া রাখেন যে, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষে ১৯৬১-৬২ সালে দ্বিতীয় প্রবেশ ও বেরারকে দুই লক্ষ টন অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপাদন করিতে হইবে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষে ১৯৬১-৬২ সালে দ্বিতীয় প্রবেশ ও বেরারে এই নির্দিষ্ট বরাদ্দ অপেক্ষা এক লক্ষ টন অধিক খাদ্যশস্য উৎপন্ন হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৬১-৬২ সালে দ্বিতীয় প্রবেশে ১৭টী পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ করা হয়। খাদ্যশস্যের বীজ ও জমির সার বন্টন, চুক্তির ভিত্তিতে চাষের ব্যবস্থা ও জমি উদ্ধার এই সকল পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

গত বৎসর দ্বিতীয় প্রবেশ ও বেরারে পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৩ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা মূল্যের খাদ্যশস্যের বীজ বন্টন করা হয়। 'অধিক খাদ্য ফলাও' পরিকল্পনা অনুযায়ী এ পর্যন্ত দ্বিতীয় প্রবেশ ও বেরারে ১৮ হাজার কূপ খনন করা হইয়াছে এবং দুই লক্ষ একর পতিত জমিতে চাষের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই বৎসরে ট্রাক্টরের সাহায্যে ৭০ হাজার একর পতিত জমিতে চাষ করা সম্ভবপর হইবে বলিয়া বিশ্বাস করা হইয়াছে। জমির উর্বরা শক্তি বাড়াইবার জন্য ৩৫ লক্ষ টাকার সার বন্টন করা হইয়াছে।

সেন্ট্রাল নির্ম্মিত সুরাসার

সম্প্রতি ভারতীয় পার্লামেন্টে শিল্প ও সরবরাহ মন্ত্রী জানান যে, আগামী দুই বৎসরের মধ্যে ভারতে ১ কোটি ৯০ লক্ষ গ্যালন বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনে ব্যবহার সেন্ট্রাল নির্ম্মিত সুরাসার উৎপন্ন হইবে। বৃক্ষপ্রবেশ ও বিহার পর্বসেক্টে নিজ নিজ প্রবেশে বৈদ্যুতিক শক্তি-উৎপাদক সুরাসারকে কাজে লাগাইবার জন্য আইন প্রণয়ন করিয়াছেন। আইনানুযায়ী বর্তমানে ৩০ লক্ষ ৫৪ হাজার গ্যালন সেন্ট্রাল নির্ম্মিত সুরাসার উৎপন্ন হইতেছে। গত বৎসরে এইরূপ ৯০ লক্ষ ১০ হাজার গ্যালন সুরাসার উৎপন্ন হইয়াছিল। ভারতীয় বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদক সুরাসার আইন অনুযায়ী কয়েকটি বিধান প্রণয়নের জন্য বিহার ও বৃক্ষপ্রবেশ পর্বসেক্টের সহিত আলোচনাক্রমে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে। এই বিধান অনুযায়ী বৃক্ষপ্রবেশ ও বিহার পর্বসেক্টের প্রয়োজন উপযুক্ত হইলে উহার সেন্ট্রালনির্ম্মিত সুরাসার ব্যবহার করিতে দেওয়া হইবে। সমুদ্রক প্রবেশ সম্পর্কে প্রযোজ্য কেন্দ্রীয় শক্তি উৎপাদক সুরাসার আইনটি ৩০ মার্চের মধ্যেই অনুমোদিত হইবে বলিয়া সর্বসেক্টে আশা করা যায়। ইতিমধ্যে উৎপাদনের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি করিবার জন্য সংশোধিত যন্ত্রের আমদানী প্রক্রিয়ার পরিবর্তন করা হইতেছে।

ভারতের জন্য বিদেশী ইস্পাত

ভারতে ইস্পাত আমদানী সম্পর্কে ভারত সরকারের সরবরাহ বিভাগের সেক্রেটারী শ্রী এস. এ ভেঙ্কটরমণ সম্প্রতি ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কে-সকল আলোচনা চালান, তাহার ফলে আগামী ১৯ মাসের মধ্যে ভারতে ৫ লক্ষ টন ইস্পাত আমদানির ব্যবস্থা করা সম্ভব হইয়াছে। ইহার মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ২ লক্ষ টন, যুক্তরাজ্য এক লক্ষ টন এবং বেলজিয়াম ১ লক্ষ হইতে ১½ লক্ষ টন ইস্পাত ভারতকে সরবরাহ করিবে। বিনিময়ে যুক্তরাজ্য কিছু পরিমাণ মাঝারীজ ও কাঁচা লোহা সরবরাহ করিতে রাজী হইয়াছে। বেলজিয়াম ভারতকে ৩ লক্ষ হইতে ৪ লক্ষ টন ইস্পাত সরবরাহ করিতে রাজী ছিল, কিন্তু বেলজিয়াম ইস্পাতের মূল্য আলোচ্যকাল অধিক হওয়ায় বেলজিয়াম হইতে এক লক্ষ হইতে দেড় লক্ষ টন ইস্পাত আমদানি করার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। জানা গিয়াছে যে, তৃতীয় ইস্পাত উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য ভারত সরকার পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করিয়া চলিয়াছেন। ভারতে যাহাতে বৎসরে ১০ লক্ষ টন ইস্পাত উৎপাদন করা সম্ভব হয়, সেজন্য চেষ্টা করা হইতেছে। বর্তমানে ভারতের মাথাপিছু পরিমাণ হইতেছে ১৪ লক্ষ টন। ১৯৬১ সালের মধ্যে ভারতকে ইস্পাতের দিক দিয়া আত্মনির্ভরশীল করিবার জন্য চেষ্টা করা হইতেছে।

ভারতে পেনিসেলিন তৈয়ারী প্রচেষ্টা

এযাবৎ পেনিসিলিন, ষ্ট্রেপটোমাইসিন প্রভৃতি রোগ ও নালকা সম্পর্কিত ঔষধাদি বৈদেশিক বিনিময় ভারত সর্বপ্রকারে বিপুলভাবে বাচাইবার চেষ্টা করিতেছেন। ভারতের প্রধান প্রধান রোগগুলির প্রায় তিন-চতুর্থাংশ এই তিন প্রকার ঔষধের দ্বারা নিরাময় হইতে পারে। এই তিন প্রকার ঔষধই বিদেশ হইতে আমদানি হয়। ভারতে ঐ তিন প্রকার ঔষধ তৈয়ারের সম্ভাবনা বিষয় জানা জানিয়া আগামীর জন্য মত বৎসরের মধ্যেই ভারত সরকারের শিল্প ও সরবরাহ বিভাগ যোগাইবার জন্য বিদেশী ইন্ডাস্ট্রিজের যেসব যোগাযোগ সাহেব সিং সেখা ও ফার্ম যে পদ্ধতি এবং কলিকাতাস্থিত অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব হাইজিন অ্যান্ড পাবলিক হেলথ-এর ডাঃ সরকারের ইইয়েছে, বাকিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের প্রেরণ করেন। তাঁহাদের প্রস্তাবিতমত বিবেচনা করিয়া এযাবৎ ঐ তিন প্রকার ঔষধ তৈয়ারের জন্য একটি সরকারী কারখানা স্থাপনের সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। বোম্বাই-এর নিকটে কোন স্থানে ঐ কারখানা স্থাপন করা হইবে বলিয়া আশা করা যায়। কারখানা স্থাপনে দুই কোটি

টাকা লাভ হইবে। তিন বৎসরের মধ্যে ঐ কারখানার ঋণের টাকা শোধ হইতে পারে। ঐ কারখানার ঋণ শোধ হইলে প্রতি বৎসর এরোপ্লেন ৭ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা বাঁচিয়া যাইবে।

পশ্চিম বঙ্গ সরকারের বস্ত্রনীতি

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, কয়েক প্রকারের বস্ত্র বিশেষ মূল্যে বন্টন করিবার ব্যবস্থা করা হইতেছে। মজুরদের ও নিম্নতম আয়ের বিভিন্ন শ্রেণীর পাইকারী ব্যবসায়ীদের মারফৎ ১৮ হাজার পীস্‌গুড্‌স্‌ বস্ত্র অতিরিক্ত মূল্যে বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। মধ্যবিত্তদের নিম্নলিখিত বস্ত্রসমূহ বিশেষ মূল্যে বিক্রয় করিবার নির্দেশ এবং তাহার পরিমাণ সম্পর্কে কোনও বাধানিষেধ থাকিবে না:—

ধুতি আড়াই ও সোয়া তিন হাত লম্বা, সাদা, রঙ্গীন পাড়যুক্ত বিশ, রঙ্গীন পাড়ের শিলং, সিল্কের ডিলিন, ছাঁটা শিলং, ধবধবে সাদা ও রঙ্গীন ডিলিন, কলাবিহীন শিলং, ফুলশার্ট ও পাঞ্জাবীর শিলং, ইজের বানাবার ইংলিশ্‌ক্লথ শিলং, ব্যাঙ্কক্লথ শিলং, সাদা শিলং, শিল্ক আভাযুক্ত ইজিপ্শিয়ান শিলং, ঐ আদর শিলং, মেরিনো শিলং, ডবলবহর ব্যাঙ্কক্লথ শিলং, সাদা ও রঙ্গীন শিলং, ঐ ডিজিটাল শিলং, সাদা ও রঙ্গীন ইজিপ্শিয়ান শিলং, ঐ ডবল কটন শিলং ও জার্সি শিলং ১৩১৮ সালের শিলংয়ের মূল্য পর্যন্ত যে কোনও ইংলণ্ড হইতেছে তাহার সহিত। মেরোরাম, ঐরাবেলক্স, ইরাবাক্স, বাসন্তিকা, মাধুরিকা এবং ডবলবহর কটন শিল্ক ১৩১৮ সালের শিলংয়ের মূল্য পর্যন্ত উৎপাদিত প্রকার আকারের সিল্ক এবং আঁচ শিল্ক ধুতি ও পাঞ্জাবী যাহাতে অন্য সব রকম বস্ত্র যে কোন ব্যবহারের শিল্ক ১৩১৮ সালের শিলংয়ের মূল্য পর্যন্ত উৎপাদিত সমস্ত ছোট আকারের ধুতি এবং পাঞ্জাবী যে কোন ব্যবহারের শিল্ক প্রস্তুত সমস্ত ধুতিযুক্ত কাপড়।

মেয়েদের শাড়িরা জন্য নির্দিষ্ট হইবে। মোকামে ছাড়াও ধুতি ফুলকোমলদের বিক্রয়ের জন্য যে ব্যবস্থার করা হইবে।

নিম্নোক্ত শ্রেণীর কাপড় নিম্ন মূল্যের বিভিন্নতে বিক্রয় হইবে:—

বোম্বাই এবং আমেদাবাদের মিল সাদা এবং পশ্চিম বঙ্গের বালুচরী, মহাদেবী, মোরিনো, শ্রীরূপী, বাঙ্গলরী, ধনশ্রী এবং মহাদেবী কটন মিলের ধুতিযুক্ত এবং ছোট আকারের ধুতি ও পাঞ্জাবী কাপড়ের জন্য সব রকম এবং মেরোরাম, ঐরাবেলক্স ও বাঙ্গলক্স মিলের প্রমাণ আকারের বিধি ও অতিরিক্ত ধুতি ও পাঞ্জাবী। ১ হইতে ১০ নম্বর পর্যন্ত তুলন আমদানী যুদ্ধ ও অন্যান্য তাহাদের বন্টিত হইয়া যাইবে।

কলিকাতায় স্যালের আলো

তাহাতে কোন সোবিয়াম মাইট্রাইটের ব্যবস্থা নাই। ব্রিটেন হইতে উহা আমদানি হইয়া থাকে। তবে উহার মূল উপাদান—সোডাসাইট—ভিন্নরূপ হইতে প্রস্তুত করা হইত। কিন্তু তাহার হইতে এখন অন্য উহা প্রস্তুত করা হইতেছে যা বলিয়া ব্রিটেনও সোবিয়াম মাইট্রাইট সরবরাহ করিতে পারিতেছে না। যদি আমদানিকা হইতে উহা আমদানি করার ব্যবস্থা না হয়, তাহা হইলে কলিকাতায় রাজপথে আর স্যালের আলো জ্বালানো যাইবে না।

সংবাদ পত্রের উপর বিক্রয় কর

পশ্চিম বঙ্গ সরকার সংবাদপত্রের উপর বিক্রয় কর ধার্য করার ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, তৎসম্পর্কে আলোচনার জন্য গত বুধবার অপরাহ্ণে স্থানীয় প্রেস এডভাইসরী কমিটি এবং ইণ্ডিয়ান অ্যাণ্ড ইস্টার্ন নিউজ পেপার সোসাইটির স্থানীয় আঞ্চলিক কমিটি ইণ্ডিয়ান মিরর কার্যালয়ে কলিকাতার সংবাদপত্র সম্পাদক ও প্রকাশকগণের এক বৈঠকে মিলিত হন। শ্রীনির্মলচন্দ্র বসে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

বিষয়টি সম্পর্কে লইয়া একটি উপসমিতি নিম্নোক্ত প্রস্তাব সভার সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়:

মিঃ এস্‌ কাদার (সভাপতি) ব্রেটেনাদে, শ্রীযুগলপ্রসাদ চৌধুরী (লোক সেবক), শ্রীহরেন্দ্রনাথ বসু (ইণ্ডিয়ান বন্ধুবাণী), শ্রীঅমলীকান্ত হাজরা (পরিচয়ের ভাষা), শ্রীনির্মল বসু (অমৃত বাজার পত্রিকা), শ্রীহরিপদ বসু (হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড)।

কর্পোরেশনের নূতন কর

কলিকাতার সম্প্রতিনিধিত্বের সাধারণ পুনর্নির্বাচন ১৩৫০ সালের মার্চ মাসের মধ্যে সমাপ্ত করিয়া এবং নূতন কর বসানো যায় এরূপ ক্ষমতা গ্রহণ করিয়া কর্পোরেশন কার্যভার গ্রহণ করিবে। পুনর্নির্বাচনের জন্য একটি নূতন বিধান খসড়া করিয়া ই এ. কে মেনের পরিচালনায় কাজ করিয়া যাইতেছে। কর্পোরেশন ভবন কমিশনের সভাপতি ও সদস্যবর্গ সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের সহিত এক সভায় মিলিত হন। জানা গিয়াছে যে, কর্পোরেশনের নির্বাচন ও বিলোপাবলী সম্পর্কে তথায় পরিষদের অভিমতই বিবেচনা প্রসঙ্গে পেশ হইয়া গিয়াছে এবং স্থির হয় তাহা পেশ করা হইবে।

যাত্রীবাহনের জন্য আদর্শ বাস নির্মাণ

পূর্বাঞ্চলের যাত্রীবাহনের পুনর্গঠনের পরিকল্পনা সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাহায্য ও পুনর্গঠন বিভাগের নির্দেশে ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডে একটি কারখানাবাড়ীতে একটি বৃহৎ ও ব্যয় কমিয়া অথচ বেশী ও বহুমুখী আদর্শ বাস নির্মাণ করা হইতেছে।

ইহার নির্মাণের বিভিন্ন প্রকরণের ভারগুলি লইয়া এই বাসটি নির্মাণ করা হইতেছে এবং ইহাতে একটি বৃহৎ ইঞ্জিন ও অত্যাধুনিকভাবে বিশিষ্ট হইতেছে। এই বাসের বৃহৎ একটি নির্মাণ করিতে প্রায় ১২০০০৲ টাকা করিয়া ব্যয় পড়িবে বলিয়া হিসাব ধরা হইয়াছে। এইগুলির নির্মাণকার্য প্রায় সমাপ্ত হইয়াছে এবং একসপ্তাহকালের মধ্যে ইহা জনসাধারণের পরিবর্তনের উপযোগী হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

এরার ইণ্ডিয়ার বন্দোবস্ত

এরোপ্লেন ইণ্ডিয়া তাহাদের সকল আন্তর্জাতিক বিমান চলাচল অধিকার কয়েক বছরের জন্য বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। এরার ইণ্ডিয়ার ৩০০০ কর্মচারী লইয়া গঠিত ইণ্ডিয়ান কর্মচারীর পাকে ছোট বিমানে বলিয়া এই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। তবে, বোম্বাই ও লণ্ডনের মধ্যবর্তী অর্থ লাভজনক বিমান চলাচল অব্যাহত থাকিবে।

প্রাদেশিক সেবার কর্মিবর্গের যে মীমাংসা আলোচনা হইয়াছিলেন, কর্মচারী ইউনিয়নের সাধারণ পরিষদ তাহা বাতিল করিয়াছেন। বাতিল নিম্ন মত টাকার অধিক বেতনভোগী নিম্ন-পদস্থ কর্মচারীগণকে লইয়া এই ইউনিয়ন গঠিত। অন্যান্য-অভিযোগের প্রতিকার না হওয়া পর্যন্ত ইউনিয়ন অনির্দিষ্ট কালের জন্য ধর্মঘট চালাইয়া যাওয়ার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বর্দ্ধিত মাগ্‌গীভাতা, বেতনের হার সংশোধন ও সপ্তাহে ৪০ ঘণ্টা কাজ তাহাদের দাবীর অন্তর্ভুক্ত।

চাঁদুল হাজার বন্যা সিমেন্ট উদ্ধার

ডুবন্ত লঞ্চ বিক্রম ২৭ পরগণা জেলার অন্তর্গত পানিহাটির বন্দরের কটন মিলস লিমিটেডের ঘাটে ডুবো চরায় চালাইয়া প্রায় ৪০ হাজার বস্তা সিমেন্ট ও ১ শত টন লৌহ ও ইস্পাত দ্রব্য ও অন্যান্য ১ হাজার বস্তা বিভিন্ন মালপত্র উদ্ধার করিয়াছে।

সিমেন্ট যে বৃষ্টিতে ও বালেশ্বরের বিপদে যাহাতে নষ্ট না হয় তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তাহাদিগকে যথাক্রমে ১ লক্ষ টাকা ও ৫০ হাজার টাকার জামিনে সরকারী মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

দেশরক্ষার খাতে ব্রিটেনের বর্দ্ধিত বরাদ্দ

ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক সম্প্রতি প্রকাশিত বোম্বাই পেপারে দেখা যায় যে ব্রিটেন ১৯৫১-৫২ সালের জন্য ৭৩,৯৮,৬০,০০০ পাউণ্ড ব্যয় করিবে। ১৯৫০-৫১ সালে এই খাতে ৩৯১,৬০০,০০০ পাউণ্ড মঞ্জুর করা হইয়াছিল।

১৯৫০ সালে ব্রিটেন সরকার সৈন্য সংখ্যা সাড়ে সাত লক্ষ করা স্থির করিয়াছে। বর্তমান বৎসরের এপ্রিল মাসের শেষে সমর বিভাগের বিভিন্ন শাখায় মোট সৈনিকসংখ্যা ৭ লক্ষ ১৩ হাজারের পরিবর্তে ৭ লক্ষ ৯০ হাজার হইবে। যাবতীয় সৈনিক ট্রেনিং যেরূপ এক বৎসরের পরিবর্তে দেড় বৎসর করার ফলে সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এ বৎসর সৈন্যদলে যে সকল লোক লওয়া হইবে তাহাদের আইন অনুসারে ১৯৫০ সালের মাঝামাঝি হইতে পরবর্তী কালের জন্য অবসর সময়ে সৈনিক বৃত্তি গ্রহণ করিতে হইবে।

বিপদের জন্য অপেক্ষা ক'রবেন না

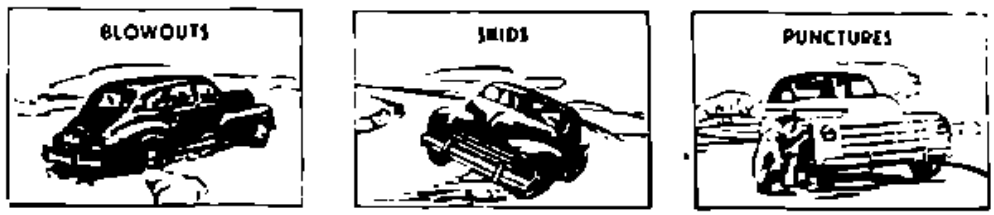

এখুনি আপনার টায়ার বদলান!

টায়ার দুর্ঘটনার শতকরা ৯০ টি টায়ারের আয়ুষ্কালের শতকরা শেষা১০ ভাগেই ঘটে থাকে.....

টায়ারের জীবনের নিরাপদ অংশ উত্তীর্ণ হ'য়ে গেলে পর সেই টায়ার ফেলে গাড়ী চালিয়েই লোকে অধিকাংশ বিপদকে ডেকে আনে। বৎসরের সকল সময়েই ব্যবহারোপযোগী গুডইয়ার টায়ারের একটি নূতন সেট সংগ্রহ করুন এবং নিরাপদে ভ্রমণ করুন। পুরাণো টায়ারের ব্যবহার বিপজ্জনক হ'য়ে ওঠার পূর্বেই সেই ক'রবেন

টায়ার মাটি আঁকড়ে থাকবে ব'লে গতিরোধ ক'রলে পিছলে যাবার ভয় নেই

• বেশী মাইল চ'লবে

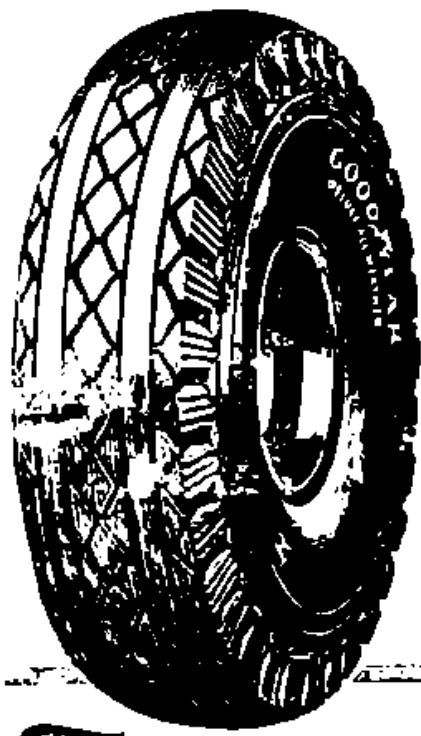

GOODYEAR

All-weather TYRES

বাঙলা ভাষায় বিজ্ঞাপন

সিঙ্গুর জেলার মনোহরপুর বিদ্যালয় ও পরবর্তী বিদ্যালয়ের হেডমিস্ট্রেস শ্রীযুক্তা এস. সি. এম. বেকার ছাত্রদের অভিভাবকদের জানাইয়া দিয়াছেন যে, বিদ্যালয়ের বার্ষিকীতে কোনও বিজ্ঞাপন অনুমোদন করা আজকাল হইতে বন্ধ করা হইয়াছে। অভিভাবকগণ ইহার প্রতিবাদে মুসলমানের ইংলিশ্‌ম্যানে নিজেই এক বিজ্ঞাপন প্রেরণ করিয়াছেন।

১৯ বছরে খুলে একজন হেডমিস্ট্রেস বিদ্যালয় ছাড়ি ছাড়িয়া যাইলেন

ব্রিটেনের ষ্টার্লিংএরিয়া বৃদ্ধি

১৯৩৯ সালে পাউণ্ড এবং পাকিস্তানী মুদ্রার যে সকল লেনদেন ষ্টার্লিংএরিয়ার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে তাহার পরিমাণ ৮০ কোটি পাউণ্ড। ছাড়া আরও ৩০ কোটি পাউণ্ড ষ্টার্লিংএরিয়ার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

গত বৎসর ব্রিটেন যাহা বিদেশে রপ্তানি করিয়াছে তাহার পরিমাণ পূর্বের সমস্ত রেকর্ড ভঙ্গ করিয়াছে। এই সময় ব্রিটেন বিদেশে ১৮০ কোটি পাউণ্ডের দ্রব্য করিয়াছে। ইহার পরিমাণ ১৯৩৯ সালে ছিল ৯০০ কোটি এবং ১৯৩৮ সালে ছিল ৮০০ কোটি পাউণ্ড। সেইজন্য ব্রিটেন মোট যে পাইকেশ রপ্তানি করিয়াছে আনুমানিক ২৫,০০০। ১৯৩৮ সালে ইহার পরিমাণ ছিল ২৫,০০০ মাত্র।

ইহাতে ব্রিটেনের মোট আয় হইয়াছে ৮৫,০০,০০,০০০ টাকা। এজন্যই অতিরিক্ত ১৩০,০০০ টাকা আদায়ের সংকল্প অক্ষুণ্ণ উপকরণাদি হইবে।

ব্রিটেন হইতে আইসিয়ার ১৯,০০০ ফোর্ড মোটরের রপ্তানি করিয়াছে। এতদ্ভিন্ন ইহা সংকেত সংখ্যা,

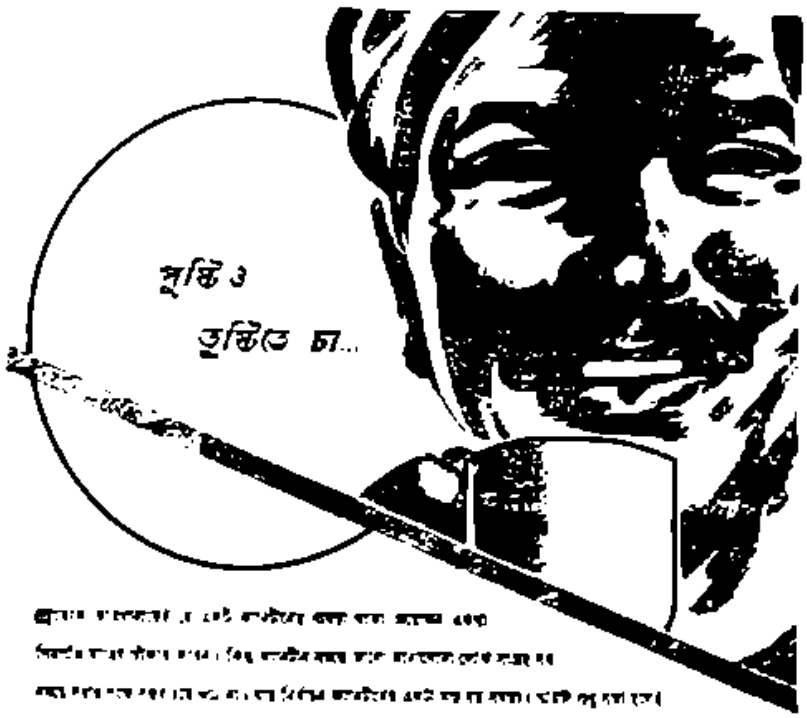

বাঙলা ভাষায় বিজ্ঞাপন

সিঙ্গুর জেলার মনোহরপুর বিদ্যালয় ও পরবর্তী বিদ্যালয়ের হেডমিস্ট্রেস শ্রীযুক্তা এস. সি. এম. বেকার ছাত্রদের অভিভাবকদের জানাইয়া দিয়াছেন যে, বিদ্যালয়ের বার্ষিকীতে কোনও বিজ্ঞাপন অনুমোদন করা আজকাল হইতে বন্ধ করা হইয়াছে। অভিভাবকগণ ইহার প্রতিবাদে মুসলমানের ইংলিশ্‌ম্যানে নিজেই এক বিজ্ঞাপন প্রেরণ করিয়াছেন।

১৯ বছরে খুলে একজন হেডমিস্ট্রেস বিদ্যালয় ছাড়ি ছাড়িয়া যাইলেন

ব্রিটেনের ষ্টার্লিংএরিয়া বৃদ্ধি

১৯৩৯ সালে পাউণ্ড এবং পাকিস্তানী মুদ্রার যে সকল লেনদেন ষ্টার্লিংএরিয়ার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে তাহার পরিমাণ ৮০ কোটি পাউণ্ড। ছাড়া আরও ৩০ কোটি পাউণ্ড ষ্টার্লিংএরিয়ার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

গত বৎসর ব্রিটেন যাহা বিদেশে রপ্তানি করিয়াছে তাহার পরিমাণ পূর্বের সমস্ত রেকর্ড ভঙ্গ করিয়াছে। এই সময় ব্রিটেন বিদেশে ১৮০ কোটি পাউণ্ডের দ্রব্য করিয়াছে। ইহার পরিমাণ ১৯৩৯ সালে ছিল ৯০০ কোটি এবং ১৯৩৮ সালে ছিল ৮০০ কোটি পাউণ্ড। সেইজন্য ব্রিটেন মোট যে পাইকেশ রপ্তানি করিয়াছে আনুমানিক ২৫,০০০। ১৯৩৮ সালে ইহার পরিমাণ ছিল ২৫,০০০ মাত্র।

ইহাতে ব্রিটেনের মোট আয় হইয়াছে ৮৫,০০,০০,০০০ টাকা। এজন্যই অতিরিক্ত ১৩০,০০০ টাকা আদায়ের সংকল্প অক্ষুণ্ণ উপকরণাদি হইবে।

ব্রিটেন হইতে আইসিয়ার ১৯,০০০ ফোর্ড মোটরের রপ্তানি করিয়াছে। এতদ্ভিন্ন ইহা সংকেত সংখ্যা,

ভারতে শিক্ষা পরিকল্পনা

সপ্তম কাউন্সিল কাউন্সিলের অধীনে প্রত্যেকটি স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ১০ বছরের ব্যবস্থা করিবে। ইহাতে ব্যয় হইবে ৪২,৯০,০০০ টাকা এবং এই ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিতে প্রায় পাঁচ বছর সময় লাগিবে।

প্রত্যেকটি প্রাথমিক স্কুলে সমাজ ও নির্মাণের ছবির জন্য কয়েকটি প্রোজেক্টর থাকিবে, কিন্তু প্রাথমিক স্কুলগুলিতে কেবল নির্মাণের ছবির ব্যবস্থা থাকিবে এবং সেখানে প্রয়োজন মত সমাজ ছবি প্রদর্শনের জন্য প্রাথমিক স্কুলগুলি হইতে মাইগ্রোপ্রোজেক্টরের সাহায্য নেওয়া চলিবে।

উক্ত কাউন্সিল স্কুলগুলিতে একটি করিয়া 'ফিল্ম লাইব্রেরী' গঠনেরও সুপারিশ করিয়াছেন।

ভারতীয় পার্লামেন্টে কংগ্রেস দল

দেশীয়দের পার্লামেন্টের কংগ্রেস পার্টির এক সভায় মিঃ সি. রাজাগোপালাচারী দলের জন্য কর্মকর্তা নির্বাচিত করিয়াছেন—পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু দল নেতা, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল সহকারী নেতা, ডিমনদুমার কাউন্সিল, অধ্যাপক এন. জি. রঙ্গ ও শ্রীযুক্তা অমৃতকৌর সেক্রেটারী নির্বাচিত হইয়াছেন। শ্রীসত্যনারায়ণ সিংহ প্রধান হুইপ। শ্রীঅতুল্য ঘোষ, শ্রীকামাখ্যানাথ মিশ্র ও শ্রীসিংহ সহকারী হুইপ নিযুক্ত হইয়াছেন। কার্যকরী কমিটির সদস্য—ডিমনদুমার রায়, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, ডাঃ পট্টভী সীতারামাইয়া, জনাব রফি আহমদ কিদোয়াই, ডাঃ বি. বি. কেসকার, শ্রী আর. বেঙ্কটরাও, শ্রীযুক্তা দুর্গাবাই, শ্রীযুক্ত বেঙ্কটাপ্পা, শ্রীজয়রামদাস দৌলতরাম, শ্রীমতী রেণুকা রায়, শ্রীজয়রামদাস দৌলতরাম, পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ, শ্রীনারায়ণ, শ্রী এল, মৈ. শ্রীযোগেন্দ্র নাথ শর্মা ও শ্রী আর. এম. ধোলেকর।

কাগজের মূল্য বৃদ্ধি

ভারত গবর্ণমেণ্টের বাণিজ্য সভা হইতে প্রকাশিত এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে, কাগজের মূল্য সম্পর্কে তদন্ত বোর্ডের রিপোর্টের উপর ভারত গবর্ণমেণ্টের প্রথম একটি আংশিক সেটেলমেণ্ট প্রকাশিত হইয়াছে (১৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৯)। উক্ত বোর্ড পাউণ্ড প্রতি সাদা কাগজের মূল্য বৃদ্ধি আনা এক পাই ধার্য করিয়াছেন। এই অনুসারে খবরের কাগজের মূল্যও বৃদ্ধি করা হইবে। উৎপাদন মূল্য এক সমানের জন্য বলবৎ থাকিবে।

ভারত গবর্ণমেণ্ট বোর্ডের সুপারিশ গ্রহণ করিয়াছেন। সেই অনুসারে ১৯৪১ সালের কাগজ মূল্য নিয়ন্ত্রণ আইনের সংশোধন করিয়াছেন।

অর্থনীতি

আসন্ন বাজেট সম্পর্কে জল্পনা কল্পনা

কলকাতা, ১৪ই মাঘ

এরমধ্যেই ভারতীয় পার্লামেন্টে বাজেট প্রস্তাব উপস্থাপিত হইবে। এই সম্পর্কে যথারীতি বাজারে নানারূপ জল্পনা কল্পনা করা হইতেছে। এইরূপ আশা করা হইতেছে যে, গ্রামাঞ্চলের জন্য আরও সরকার করিবার উদ্দেশ্যে আসন্ন বাজেটে ব্যয়বৃদ্ধি সংযোজিত হইবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, অর্থমন্ত্রীর ঢাকা ঋণ দাবীই যৌথভাবে বাজেট সংযোজনের আবশ্যকতা স্বীকার করিয়াছেন, তবে তাঁহারা অবশ্য ঠিক কোন সংযোজনের কোন দিকটি গ্রহণ নির্ধারণ করেন নাই। কিন্তু অবশ্যই বিচার্য বিষয় যে, এই সমস্ত এখন সম্পূর্ণরূপে। গ্রামীণ ক্ষেত্রের পক্ষে বাস্তবিকই ব্যয়বৃদ্ধির সংযোজন না হইলে সরকার বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলি কাহারও পক্ষেই অধিক আয় করা সম্ভব হইবে না। কারণ, সরকারের আয় নির্ভর করে প্রধানতঃ আয়করের রাজস্বের উপর এবং এই আয়কর আদায় অধিকাংশের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলি হইতেই সংগৃহীত হয়। গ্রামীণ উপর করের বিরূপ প্রভাব থাকিলে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষে অধিক আয় করা সম্ভব হয় না।

এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, কয়েকদিন পূর্বে কেন্দ্রীয় বিত্ত পরামর্শদাতা কমিটির এক সভায় বাজেটের অন্তরূপ প্রধান শিল্পপতি শ্রীযুক্ত অবস্থায় তাঁর বিবৃতিপ্রসঙ্গে বলেন যে, কাজ কারবারের বর্তমান অবস্থা অপরিবর্তিত থাকিলে পরবর্তী সরকারকে তাহার আয়করের রাজস্বের আশা পরিত্যাগ করিতে হইবে। শ্রীযুক্ত বিড়লার এই মন্তব্যের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। তবে এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখ করিতে হয় যে, শিল্পপতি মহলও আশানুরূপ আয়কর প্রদান করিতেছেন না। করফাঁকির কথাই আমরা বলিতেছি। করফাঁকির যে অনুসন্ধান সরকার করিতেছেন তাহাতে সহিত ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিগণ উপযুক্তরূপ সহযোগিতা করিতেছেন না। এমনকি বহু ক্ষেত্রে করফাঁকির অনুসন্ধান কার্য সমাপ্ত হইয়াছে। মোট সংযোজিত অভিযোগের মধ্যে মাত্র একচতুর্থাংশ এই চারিটি ক্ষেত্রের বিরুদ্ধে সরকার বা শিল্পপতি আদায়ের পক্ষেই খুব প্রত্যাশাপূর্ণ নহে। সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে উপযুক্তরূপ সহযোগিতা পাইলে সরকার সহজেই এবছরের মধ্যে করফাঁকির অন্তত ৫০ কোটি টাকা উদ্ধার করিতে পারিবেন। সেক্ষেত্রে সরকারের পক্ষে করনীতির সংযোজন অনেক অনুকূলতর হইবে। অন্যদিকে শিল্পক আয়করদাতা ব্যবসায়ীদের সরকারের করফাঁকির অনুসন্ধান কার্যের সহিত সর্বপ্রকার সহযোগিতা করা উচিত। আশা করি ব্যবসায়ীগণ এই সহযোগিতা আবশ্যকতা উপলব্ধি করিবেন।

এই পরিপ্রেক্ষিতেই আসন্ন বাজেট সম্পর্কে জল্পনা কল্পনা করা হইতেছে। তবে আমাদের এই বাজেট ব্যবসায়ীমহলের এবং মোটামুটি জনমতে (Capital Gains Tax) প্রবর্তনেরই বিরোধিতা করিবে বলিয়া আশা করা হইতেছে। বাজারে আসার আর কমই করিবার পক্ষে টানা হইবে বলিয়া মনে করা হইতেছে। মূলধন বৃদ্ধির হারে করহারের অতিরিক্ত সংযোজন হইতেও তাঁহারা প্রত্যাশা করিতেছেন। যৌথ প্রতিষ্ঠানের উপর আরোপিত কর বিলোপ করিতে পারিলেই ভাল, না হয় অন্তত হ্রাস করিতে হইবে। সরকারের করনীতি সম্পর্কে আমরা তাঁহাদের বিরোধিতা যৌথভাবে প্রত্যাশা করিতেছি। ব্যবসায়ীমহলে প্রতিযোগিতা সক্ষম করিতে এবং কর্মচারী সম্প্রদায়ের প্রয়োজনমত বাঁচিবার মতো বেতন দিতে তাঁহারা যদি প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে যথেষ্ট আগ্রহ অর্জন করিয়াছেন। মূলত মুদ্রাস্ফীতির অনুসরণ করিয়া অর্থ-প্রত্যাহারের পথে তাঁহারা ভারত সরকারের এই আর্থিক সুযোগ গ্রহণ করিবেন বলিয়াই আমরা বিশ্বাস করি।

উপরন্তু পুনর্গঠনের জন্য আসন্ন বাজেটে উপযুক্ত সংস্থান করিতে হইবে। বিভক্তির পরে তাহার যথাযথরূপ লাভ করিয়াছে। আর এই বিভক্তির মূলকারণ বলিয়া পরিচালনে পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব বঙ্গের দক্ষ লোক অধিকাংশই। বলিতেছিলেন ইহাদের ব্যাঙ্কারদের ও ডুবন্তদের অনেকেই তাহার আজ যথাযথরূপ ঘোষ করিতেছে। যাহাদের পক্ষে এই ইহাদের পুনর্গঠনের ঘটনার অস্বীকার করা সম্ভব ও শোভন হইবে না। এই পুনর্গঠন প্রচেষ্টায় সরকারের অনেক অর্থ ব্যয় স্বীকার করিতে হইবে। এরমধ্যেকে সরকারকে নূতন কর বসাইতে আমরা পরামর্শ দিব। একজন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ১৫,০০০ টাকা বা তদূর্ধ্ব আয়ের উপর টাকায় এক আনা করিয়া অবাধেই সরকার কর নির্ধারণ করিতে পারেন।

• • •

আলোচ্য সপ্তাহে স্টেডমেন্টের বাজারে কিছু স্টেডীভাব পরিলক্ষিত হয়। ফটকা স্টকাদি সম্পর্কে সম্প্রতি যে বাছ-পরিমাণ ঘোষিত হইয়াছে, তাহাই ইহার কারণ বলিয়া মনে হয়। ইতিমধ্যেই কয়েকটি বড় পাওনা বিলের সংখ্যায় বৃদ্ধি লক্ষ্য করা গিয়াছে এবং এইসকল বিলের মধ্যেকলাকের পাওনা বিলই অধিক। ফলার আজ বৃদ্ধি পায়। বৈদেশিক বিনিময়ের ক্ষেত্রে ফলারের অবস্থানের জন্য আমেরিকার সহিত ভারতের লেনিদেনের ব্যাপক হইয়াছে। সুতরাং এই অবস্থায় ভারতের পাওনা ফলারের আয় বৃদ্ধি পাওয়াতে সকলেই আশান্বিত হইবেন সন্দেহ নাই। ফলের বাজারের উন্নয়ন পরিলক্ষিত হয় এবং মূল্যের ধার পড়তার ৪০ আনা হইতে কোনও কোনও ক্ষেত্রে ৮০ আনা পর্যন্ত উঠে।

• • • •

১১ই ফেব্রুয়ারী তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহার জন্য প্রকাশিত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক হিসাবনিকাশে দেখা যায় যে, আলোচ্য সপ্তাহে চলতি মোটের পরিমাণ ৮.৩০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে (১,১৯০.৪৮ কোটি টাকা —১,১৮৯.১ কোটি টাকা)। মোট ইস্যুর পরিমাণও ৩.৩১ কোটি টাকা বৃদ্ধি পায় (১,৮০২.৯৮ কোটি টাকা —১,১৯৯.৩৩ কোটি টাকা)। ব্যাঙ্কিং বিভাগে রক্ষিত মেয়াদী পরিমাণেও প্রায় ২১ লক্ষ টাকার উন্নতি পরিলক্ষিত হয় (১১.১০ কোটি টাকা—১১.৩৮ কোটি টাকা)। মোহর, সোনার বাট এবং বৈদেশিক জমা-অর্থের পরিমাণে বিশেষ কোন পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু মুদ্রা অবাবদের পরিমাণ প্রায় ১০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পায় (৯৯৩.১১ কোটি টাকা—৯৯৩.৯৬ কোটি টাকা)। গৌণমুদ্রার পরিমাণে আসন্ন ৫৫ লক্ষ টাকার হ্রাস পরিলক্ষিত হয় (১৩.৪০ কোটি টাকা—১৩.৪৫ কোটি টাকা)। ব্যাঙ্কিং বিভাগে কেন্দ্রীয় সরকারের জমার পরিমাণ প্রায় ৩ কোটি টাকা হ্রাস পায় (১০২.১৩ কোটি টাকা—৯৯.৯৮ কোটি টাকা)। কিন্তু অন্যান্য সরকারের জমার পরিমাণে প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পায় (১৮.২২ কোটি টাকা—১১.৮৪ কোটি টাকা)। ব্যাঙ্কসমূহের জমা প্রায় ৩ কোটি টাকা বাড়িয়া যায় (৭৯.৩৩ কোটি টাকা—৮৩.৩৩ কোটি টাকা)। কিন্তু বাহিরের জমার পরিমাণ প্রায় ১ কোটি টাকা হ্রাস পায় (২০৩.৪৩ কোটি টাকা—২০৯.৮৭ কোটি টাকা)। অন্যান্য জমার পরিমাণ প্রায় ১ কোটি টাকা বৃদ্ধি পায় (৬৮.৬১ কোটি টাকা—৬৯.৭ কোটি টাকা)।

• • •

১৪ই ফেব্রুয়ারী তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহের জন্য তফসীলভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের প্রকাশিত হিসাব নিকাশে আমরা অবস্থতি পরিলক্ষিত হয়। আমানত পরিমাণ প্রায় ২ কোটি টাকা বৃদ্ধি পায় (৪৪৯.১১ কোটি টাকা—৪১৭.৯০ কোটি টাকা)। কিন্তু আমানতের পরিমাণে আশানুরূপ বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয় না। সুতরাং সরকার অনাবশ্যকে অধিক পরিমাণে ঋণগ্রহণ করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। ঋণিবাজার হইতে ঋণের খাতে দেখা যায় যে ব্যাঙ্কসমূহ হইতে ঋণের পরিমাণ ৩.১১ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে (৩১.৪৮ কোটি টাকা—২৭.৯৩ কোটি টাকা)। ঋণিবাজার হইতে অন্যান্য ঋণের পরিমাণেও প্রায় ৩ কোটি টাকার হ্রাস পরিলক্ষিত হয় (৩১৪.২১ কোটি টাকা—৩১২.৭৮ কোটি টাকা)। মেয়াদান্তে ঋণের খাতে ব্যাঙ্কসমূহের নিকট হইতে গৃহীত ঋণের পরিমাণ ২১ লক্ষ টাকা হইতে ১৩ লক্ষ টাকায় হ্রাস পায় এবং অন্যান্য মেয়াদান্তে ঋণের পরিমাণে ২৩ লক্ষ টাকার হ্রাস পরিলক্ষিত হয় (১৯২.৪৩ কোটি টাকা—১৯১.৯৩ কোটি টাকা)। রক্ষিত জমার পরিমাণে প্রায় ১৯ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পায় (৩৪.৩১ কোটি টাকা—৩৫.১১ কোটি টাকা)। বিভাজ্য খাতে রক্ষিত জমার পরিমাণে প্রায় ৪ কোটি টাকা হ্রাস পায় (৪৯.১১ কোটি টাকা—৩৪.৭১ কোটি টাকা)।

পণ্যদ্রব্যের বাজার

যুক্তরাষ্ট্রে মন্দার আবির্ভাব?

সম্প্রতি প্রতিবার প্রথম দুই মাস পাওয়ার যুক্তরাষ্ট্রে বাজারে বিরাট আকার মন্দাভাবের লক্ষণ প্রকাশ পাইবে বলিয়া আশঙ্কা করা যাইতেছে। ইহার প্রতিক্রিয়া অন্যান্য দেশে কিরূপে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অথবা দুনিয়ার দরিদ্রে কিরূপে আমদানী-রপ্তানী হবে তাহার এইরূপ প্রশ্ন দেখা দিয়াছে। তবে এই দুই দুই মন্দা আসার দেখা দিবে কিনা পূর্বাহ্নে সেই সম্বন্ধে নিশ্চিত করিয়া কিছু বলা কঠিন, কিন্তু বিশেষ উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে বিভিন্ন বাজারের উপর আমার যে প্রভাব বিস্তৃত হইবে, তাহা সম্বন্ধে অনুমান করে দুনিয়ার প্রতিক্রিয়া কি রূপ হইবে অথবা প্রতিযোগিতার ফলাফল কি প্রকার হইবে তাহা অনুমান করা সহজ নহে। প্রত্যেকটি দেশে—যেমন কি আমেরিকার বর্তমান দুনিয়ার অনেকটা অবস্থা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তবুও দুনিয়ার অর্থ ঠিক করিয়া ও বেকার-সমস্যার সহজ বলিয়া দুনিয়া হ্রাস করা একপ্রকার অসম্ভব। তবুও সম্ভব দেশের পক্ষে মালপত্র ও অর্থাদির কিছু হইতে পারে, এমন কি দুনিয়া হ্রাসের সম্ভব উৎপাদন করিতে পারে। কেন না এখনও বলা যায় যে প্রকারে বিক্রয়মূল্যের তুলনায় বিক্রয়ের সাধারণের হ্রাস না করিলে ক্রয়কারের সম্ভব করা সম্ভবপর না। ইহা সহজ বিষয় উপলব্ধি করিতে যে, বিক্রয়ের উৎপাদনকারীরা অতিরিক্ত দুনিয়ার ভয় পায় এবং একটানা বাজারের ফলে উচ্চ মূল্য হ্রাস করিতে বাধ্য হইয়াছে। এইরূপ অবস্থায় চাহিদার দুই চারিটা দুনিয়া হ্রাসের ঢেউ সমস্ত বাজারে এবং দুনিয়া বাজারের ওপর প্রতিযোগিতা তীব্র হইলে প্রথম প্রথম পণ্য আমদানিকারী দেশগুলিই দায়ী হইবে।

কিছুটা কম মূল্যে মাল আমদানি করার সঙ্গেসঙ্গে দেখা যেমন তাহাদেরকে আকর্ষিত করিবার জন্য, কেন না ইহার ফলে বিশ্ব বাজার হইতে কম হয়ে করিয়া দুনিয়া পরিবর্তনগুলি তাহাদেরই করা চলিবে। তাহারা, বাজারের আমদানি, বিশেষ করিয়া পণ্য, সম্ভাবের আমদানি করা চলিবে। ইহাতে মূল্য হ্রাস পাওয়ার ফলে পরিমাণ কম পাওয়া যাইতে পারে। সর্বশেষ সংবাদে দেখা যায় যে, ব্রিটিশরা দেশগুলির মূল্য হ্রাস করিতে সমত আছে তবুও এই আশায় যে সুযোগমতন বিনিময়ে বাধ্যতামূলক বিনিময় করিতে হইবে। তবে বিদেশ হইতে চাউল সম্ভাবে কিছুটা অসুবিধার সৃষ্টি হইতে পারে।

বাজারের রীতি ধরিলে, আমেরী করেক মাসের মধ্যে যে সাধারণ মূল্যমানের উপর তত প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে তাহা একপ্রকার নিশ্চিত। প্রতিযোগিতার বিনিময় সম্ভাবে বিনিময় করা যাইবে এবং উৎপাদন শিল্প পরিবর্তন ও সম্ভাবনার করা সম্ভব হইবে। যাহা হউক উৎপাদনের যে আবহাওয়া আসার ও পরবর্তী প্রভৃতি দেখের প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হইবে এবং সে অবস্থার জন্য তাহাদের শিল্পগুলিকে প্রস্তুত হইতে হইবে। অবশ্য কিছুটা অনিশ্চয়তে এই বিষয়ের সম্ভাবনা নাই এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তাহাদের মূল্যের পরিমাণে আমদানি মূল্যের চাহিদার কম। সেই ক্ষেত্রে কাঁচামাল ও অন্যান্য দ্রব্যাদির সুবিধা পাইলে তাহাদের শিল্পের কর্তৃপক্ষগণের দৃষ্টি আকর্ষণ।

ইহার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হইতেছে আমেরিকার বস্তুনি প্রতিক্রিয়া সম্ভাবনা থাকিবে। কয়েকটি বিশেষ পণ্যের ক্ষেত্রে তাহাদের একচেটিয়া ব্যবসায়ের সুবিধা থাকা সত্ত্বেও সে সব দ্রব্যের মূল্য অন্যান্য বিভিন্ন বিষয়ের উপর নির্ভর করিতেছে। এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, পাশ্চিমের অন্যান্য বিভিন্নের দেশগুলিতে অন্যান্য দেশে বিনেশ যাহা যেন তাহাদের উপর আক্রমণ আঘাত না হানিতে পারে। পাউণ্ডার ডলার স্বেচ্ছাকৃত নয়। ডাচগ্যাসের মূল্য বিরাট প্রভাবের বিভিন্নার দ্রব্যের মূল্য নির্ভরিত হয়। সুতরাং যে কোনরূপ অবস্থার ফটোগ্রাফ উৎপাদনকারীকে বিশেষ অসুবিধা করে। বেলজিয়ামের পর তাহাদের অবস্থা সেইরূপে কিছুটা আবর্তিত হইয়াছে। সুতরাং আমেরী অন্যান্য দ্রব্যের মূল্যের পরিবর্তন দুই চারিদিন হইবে।

খাদ্যশস্য

আন্তর্জাতিক বাজারে যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় সব বাজারেই খাদ্যশস্যের মূল্য আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। একদিকে বাজারে ফসলের পরিমাণ দুই বছর, অন্যদিকে সরকারের হেফাজতে পরিমাণ বৃদ্ধিতে অক্ষম। এই সব হেতু-সমূহ অন্তরায় করে। তাদের বাজারে ব্যবস্থিতে সমস্যা আছে। তবে অতিরিক্ত সরবরাহ বাজারে আমদানির উপযুক্ত হইতেছে। মূল ও সবজের মূল্য বিভিন্ন করা যায়।

মূল্যের বিভিন্ন ভাবে রাপুর বাজারে বিভিন্ন খাদ্যশস্য বিক্রয় হইতেছে :—

খাদ্যশস্য	মূল্য
যব	৫৮৲
আটার	১৭৳০
ভাউর	১৭৳০
ছোলা	১৭৳০
যব	১৯৳০
মুটা	১৯৳০
বজরা	১৯৳০
জোয়ার	১৯৳০

আশা করিতেছে যে তাহাদের চলতি বৎসরের প্রয়োজনীয় ৪০ লক্ষ টন বাজারের প্রায় সমস্তই আমদানির ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইয়াছে।

সাধারণ এক বাজারে সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছে এবং আশানী করের সম্ভাবের জন্য যে সম্বন্ধে চুক্তির ব্যবস্থা হইয়া যাইবে।

গুড়

বন্দুকের ওপরে বাজারে বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে। যেখানে আমদানির জন্য আমদানির পরিমাণ খুব কম হইলেও চৈনিক অসন্তুষ্টতা এবং ভারতের গুড় চালান যাইতেছে। জয়ন্তী ও রাজপুতানার ব্যবসায়ীগণ হইতেছে প্রধান ক্রেতা।

ইহা আশা যে আমদানির পরিমাণ খুবই সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িবে, কেননা ফসলের গুড় তৈয়ারী শেষ হইয়াছে। মাল ওপরে যে মণপ্রতি ১২৲০ হইতেছে ব্যবস্থায় আসের ওপর বিক্রয়ের বৃদ্ধি পাইতেছে। কলকাতার সর্বশেষ যে দিল মণপ্রতি ১২ টাকা তিন পয়সা ও বৈশাখের মণপ্রতি ১২।১০, পাথরের মণ দিল মণপ্রতি ১০৲ টাকা।

চিনি

চিনির বাজার সাধারণতই দিল এবং প্রায় সব ক্ষেত্রেই দাম মণ অপরিবর্তিত দিল। রাজপুতের বাজারে চিনির মণ দিল দর প্রতি ৩৭।০ আনা এবং বুলন্দশহরে মণ ১১৲ টাকা হইতে ৩৭।০ আনা পর্যন্ত উঠানামা করিতেছে।

চালুর চিনিমিলে চিনির কলের সংখ্যা হইল ১৩৭টি এবং বাৎসরিক উৎপাদন হইল ১০ লক্ষ টন। চালুর চিনিমিলের বাৎসরিক উৎপাদন লক্ষ্য হইল ১৮ লক্ষ টন, তন্মধ্যে। লক্ষ টন রপ্তানির জন্য ধরা হইয়াছে। উপরিউক্ত লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য চালুর সরকার উপযুক্ত ভাবে ৩৭টি কল বসানোর পরিকল্পনা লইয়াছেন। এই সকল কলে বৈনিক ৮০০ হইতে ১০০০ টন ইক্ষু মাড়াইয়া সম্ভব হইবে।

চালুতে চিনির বর্তমান মণ বিশ্বের বাজার মূল্যের অপেক্ষাকৃত নিম্ন। চালুর চিনির মূল্য কমানোর না পারিলে বিদেশী প্রতিযোগিতার সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিবে না। ইহা সম্ভবপর হইবে তখনই যদি চিনির উৎপাদন অল্প পরিমাণে বাড়ানো যায় এবং এজন্য শিল্প অধিকে ইক্ষুর চাষ বৃদ্ধি করা যায়। বর্ধিত ইক্ষু চাষের আবির্ভাব এই চালুর জন্য, যে চালুরাজ্যে চিনির প্রয়োজন ও চাহিদা মিটাইতে আরও অন্যান্য দেশের আমদানির উপর নির্ভর করিতেছে। সুতরাং চালুর ক্ষেত্রীয় ইক্ষু চাষ কমিটি অন্তঃ আরও এক বৎসরের জন্য উৎপাদন চলমান যাইতে সুপারিশ করিয়াছেন।

বাজারের কথা

বাজেট সম্পর্কে আশান্বিত বাজার

কলিকাতা শেয়ার বাজার

১৯৬৯-৭০ সালের কেন্দ্রীয় বাজেট উপস্থিত করার পূর্বে কলিকাতা শেয়ার বাজারে যে ধরণের উন্নতি দেখা গিয়াছে তাহাতে উৎসাহিত হইবার কারণ আছে। বাজেট প্রকাশিত হইবার সময় আসন্ন বলিয়া শেয়ার বাজারে মন্দাবস্থাতেও, বৃদ্ধির ফলেই যে বাজারের এইরূপ উন্নতি সম্ভব হইয়াছে তাহা নহে। অবশ্য অবশ্যই তাহা আমাদের বাজারের বন্ধুবর্গ ও শুভানুধ্যায়ীদের উদ্দেশ্যে যে সাধুবাদসূচক বক্তৃতা করিয়াছেন তাহাতে আসন্ন বাজেট সম্পর্কে বাজারে যথেষ্ট আশার সঞ্চার হইয়াছে। বস্তুতপক্ষে সরকার যদি বাজারের অর্থনৈতিক কোন প্রস্তাবকে কার্যে পরিণত করেন এবং শুভানুধ্যায়ীদের "অনুরোধোপরোধ" বা "অনুরোধে" ঢেঁকি গেলার নিষ্ফল-প্রচেষ্টা সম্প্রদায়ভেদের পরে যে বাধা সৃষ্টি হইয়াছে তাহা অপসারিত করিবার কোন উদ্যম যদি সরকারের থাকে, তাহা হইলে শুভানুধ্যায়ী ও ব্যবসায়ীদের বাধা পূরণ করিতে যে সরকার অনেক অগ্রসর হইয়া আসিবেন তাহা আশা করা অস্বাভাবিক কিছু নহে। বাস্তবিক সম্প্রতি সরকারের নিকট বিভিন্ন শেয়ার বাজারের সভাপতিরা যে বাণী পেশ করিয়াছেন সরকার তাহা উপেক্ষা করিবেন না বলিয়াও আশা করা হইয়াছে। পার্লামেন্টেও এই প্রশ্ন আলোচিত হইবে বলিয়াও শুনা যাইতেছে। সে যাহা হউক, আসন্ন বাজেট সম্পর্কে যে সাধারণ উৎসাহ ও আশার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা গতবারের মত নিছক বিশ্লেষণ প্রমাণিত হইবে না বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

* * * * *

ইহা দ্বারা এতদিন কাগজী লেনদেন ও হাজিরা বাজারের মোলায়েম উত্থানের ফল বাজারে অন্তত প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়াছিল। বম্বেবাজারে সমতার দুই সপ্তাহে এবং কাগজী সরকার সন্তোষজনক হীরালাল সপ্তাহবাদ সেইরূপ বিভিন্ন বাজারের উন্নতির পথ অনেকটা প্রশস্ত ও সুগম হইয়াছে। এইরূপ গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সমাধানে সরকার যেরূপদীর্ঘসূত্রিতার ইত্যাদি কার্যে এতদিন বিশেষ মনোযোগ দিতে পারেন নাই। বর্তমানে সরকার এই দিকে অধিকতর উৎসাহী হইলে দেশের শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি সম্পর্কে দেশবাসীর আগ্রহ ও আস্থা বৃদ্ধি পাইবে এবং লাইসেন্সের মূল বিষয়ও ধীরে ধীরে শিথিলতা আসিবে বলিয়া মনে হয়। অবশ্য সরকার উদ্যোগের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ভরসাদি অবহিত আছেন তাহার উপরই সমস্ত কিছু নির্ভর করিতেছে। সরকারের বিশেষজ্ঞরা ও অর্থবিভাগবর্গীয়রা অবশ্য দেশের শিল্প-বাণিজ্যের যে সর্বনাশ সাধিত হইয়াছে সরকার এতদিনে নিশ্চয়ই তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। সেইজন্য এইরূপ আশা করা অন্যায় হইবে না যে সরকারের নীতিগতিতে পরিবর্তন আসিবে এবং তাঁহারা তাঁহাদের ভবিষ্যতের নৈতিকতা পরিত্যাগ করিয়া কিছুটা কর্তব্যপরায়ণ প্রদর্শন করিবেন।

* * *

ইতিমধ্যে দুই দিবস ব্যাপী কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর বার্ষিক অধিবেশনে উদ্যুক্ত এম, সি বিড়লা তাহাদের পার্টিশিপে যে সমস্যা দেখা দিয়াছে তৎসম্পর্কে বিশেষ আলোচনা করেন এবং তাঁহা পাটের মূল্য হ্রাস করিবার জন্য দাবী জানান। তিনি বলেন যে জাপানের পাট-জাত দ্রব্যের উৎপাদনের ফলে বিদেশে বিশেষ করিয়া যুক্তরাষ্ট্রে পাটের চাহিদা হ্রাস পাইয়াছে এবং পাটের বিকল্প উপাদান উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতেছে। তাহাছাড়া বিদেশে চাহিদা হ্রাস এবং অন্যান্য কারণে প্রতিযোগিতা হওয়ায় তাঁহা পাটের অভাবের ফলে কারখানার পাট শিল্প কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে। এই বৎসরের জন্য নিকৃষ্টতর ৪০ সের পাটই পাট ঘরি সম্পূর্ণ পাওয়া যায় এবং আসন্ন বৎসর ঘরি আরও বেশী পাট পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায় না। যদি তাহা হইলে তাহাদের পার্টিশিপের উৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পাইতে বাধ্য। অবশ্য তিনি পার্টিশিপের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে হতাশা প্রকাশ করেন নাই। তবে যে কোন বিষয়ের ফলে তাহাদের পার্টিশিপের যেরূপ অবনতি হইবে বলিয়া আশঙ্কা করা গিয়াছিল বর্তমানের অবস্থা তাহার তুলনায় অনেক বেশী সন্তোষজনক বলিয়া তিনি মন্তব্য করেন।

* * * *

আসন্ন বাজেট সম্পর্কে "উৎসাহ" হওয়ার উপযুক্ত যুক্তিযুক্ত যোগিক হইবার সম্ভাবনাতে আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে কিছুটা উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। তবে এই মূল্যবৃদ্ধি স্থায়ী হইবে কিনা তাহা নির্ভর করিতেছে বাজেটের উপর। ইতিমধ্যে আয়কর এক পয়সা বৃদ্ধি পাইয়া ৯৩/৩০ হইয়াছে এবং বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, টাটা কয়লাখনিসমূহ অদ্য যেরূপ বিস্ময়কর নিষ্ক্রিয়তা প্রদর্শন করিয়া ২১৲-তে পৌঁছিয়াছে, অদ্যকার সেয়ারের দরে কোন কোন পরিবর্তন দেখা যায় নাই। তবে সপ্তাহে যোগিক হইবার সম্ভাবনায় বি আই সিন্ধ ৭৯৲ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৮৮/৩২-তে পৌঁছিয়াছে। ইন্ডিয়া টিউব সিমেন্ট দরে ও ঐরূপ মূল্যবৃদ্ধি দেখা যায় (৭৬/৩৯/৩)।

সরকারী কাগজ

এই বিভাগে অবশ্য একপ্রকার অপরিবর্তিতই আছে। তবে দরের আরও অবনতি দেখা গিয়াছে। ৩৲ সুদের ১৯৭০-৭৫ ১০০৲, ৩৲ সুদের ১৯৭৭ ১০১৷৩, ৩৲ সুদের ১৯৮১-৪৪ ১০১৷৩ এবং ৭৲ সুদের ১৯৮৩-৭৩ ১১৭৷৩ পর্যন্ত কাজ হইয়াছে।

ব্যাঙ্ক

সপ্তাহের প্রথম দিকে এই বিভাগে অবস্থা কিছু পরিলক্ষিত হইলেও শেষে দিকে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা উন্নতিতে সরকারের ঐ পরিবর্তন কার্যকরী করিতে আরও ১৫ বৎসর সময় লাগিবে বলিয়া ব্যবসায়ীদের মতে [illegible] সপ্তাহে শেয়ারে যে অবনতি দেখা গিয়াছিল তাহা কিছু ফিরিয়া [illegible] ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ৪৲, এবং ব্যাঙ্ক ৮৲ পর্যন্ত কাজ হইয়াছে।

কয়লার খনি

খনিসমূহ পরিচালনার কোন পরিবর্তন হইবে না বলিয়া কিছু ও সরকার পক্ষ হইতে তাহা প্রকাশের ঘোষণা করিবার পরও এই বিভাগে বৈরাগ্যের সৃষ্টি হইয়াছে। কাজুরা সেক্টরিয়াল ১৭৲ এবং এলাহাবাদ ১৯৷৩ দরে কাজ হইয়াছে।

কয়লার খনি

ধানবাদ ও মাইথন কারখানার কোক উৎপাদন বৃদ্ধি করা হয় এবং ধানবাদ ৮৲ (৯১৲) এবং কারখানা ১৲ (১৯৲) বৃদ্ধি পায়। আসানসোলের ২১৲ ইন্ডিয়েল ৩৯৲ এবং বালরের পর্যন্ত কাজ হইয়াছে।

চটকল

এই বিভাগের অবস্থা নিতান্ত বৈরাগ্যব্যঞ্জক এবং কাঁচা পাটের মূল্যবৃদ্ধির ফলে ১৯৬৮ সালের শেষের দিকে অনেকগুলি প্রতিষ্ঠানেই বৈরাগ্যব্যঞ্জক ফল দেখাইতেছে। আমডাঙ্গা ১১৩৲ কামারহাটী ১৯৲, এলায়েন্স ১৩১৲ এবং বিরলাগ্রাম ১৪৮৲ পর্যন্ত দরে কেনাবেচা হইয়াছে।

বিবিধ

ইন্ডিয়ান টিউ প্রডাক্টস ৩০৲, আর্কিন কেমিক্যাল ১৯৬৲, ইন্ডিয়ান কপার ২৯৲, কামারপুকুর ফ্লেক্সেস ১৭৪৲, বন্ধা কর্পোরেশন ২১৲ এবং বি, বি, সি ১৭৪ পর্যন্ত কাজ হওয়ার খবর পাওয়া গিয়াছে।

চা

এই বিভাগে কাজের পরিমাণ বেশী থাকিলেও দরের বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নাই। বাগরাকোট ৩০৪৲, লংসাই ২৪৲, ডেমপুর ২১৬৲, চাবোয়া ১৮৲, সিংলুটু ২৪৲ এবং টাইগল ২১৮৲ পর্যন্ত কাজ হইয়াছে।

ব্লেকার্স লিমিটেড

(BAKER LIMITED)

পানিহাটি. ২৪ পরগণা

বৈদ্যুতিক মোটর, ট্রান্সফরমার, পাম্প, এসি, ডিসি জেনারেটার, অল্টারনেটার, অল্টারনেটর ট্র্যান্সফরমার স্পার অল্টারনেটার এবং সর্বপ্রকার ইলেকট্রিক্যাল সরবরাহকারক।

অর্ডার দিলে আমরা ইলেকট্রিক সংক্রান্ত যে কোন যন্ত্র সরবরাহ করিতে পারি।

বৈষয়িক

কাগজের মিলে বর্দ্ধিত লাভ

১৩৪৮ সালের ৩০এ সেপ্টেম্বর তারিখে সমাপ্ত বৎসরের অর্দ্ধাংশের জন্য টীটাগড় পেপার মিল্স্ কোম্পানী লিমিটেডের যে হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের উক্ত সময়ের তুলনায় কোম্পানী প্রায় ৩ লক্ষ টাকা বেশী লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে (১৩,৩১,০৩২৲—৯৯,৭১,৫৫৫৲)। ব্যবসায়ের অন্তর্বিস্তার জন্য সমধিক মূল্যবান কাঁচামালের আমদানি, শ্রমিকের মজুরী ও অন্যান্য উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদি সত্ত্বেও লাভের এইরূপ পরিমাণ বৃদ্ধি তথা কোম্পানীর পরিচালকবর্গের সকলে বিশেষ ধন্যবাদের পাত্রপাত্রী।

আলোচ্য সময়ে কোম্পানীর আয় হইতে অবচয়ের ২,৫৫,০০০৲ মূল্যসংরক্ষণের ৫,০০,০০০৲ এবং সঞ্চয় তহবিলে জোই ২,০০,০০০৲ বরাদ্দ করিবার পর কোম্পানীর লাভ দাঁড়াইয়াছে ৭,৩০,৭৩১৲ এবং ঐ লাভের সহিত পূর্ব্ববর্ত্তী ছয় মাসের অবশিষ্ট লাভের জের ২,০১,১১৮৲ যোগ করিয়া কোম্পানীর মোট যোগ্য লাভের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৯,৩১,৮৪৯৲। এই লাভ হইতে ডিবেঞ্চার সমূহের সুদ বাবদ ১,৩০,৩৩৩৲ এবং অগ্রাধিকার শেয়ারের লভ্যাংশ বাবদ ৩,৭৫,০০০৲ প্রদান করা হইয়াছে। ঐ সকল দেনা মিটাইবার পর কোম্পানীর হাতে ১,২৬,৫১৬৲ থাকে। উহা হইতে ১,০০,০০০৲ সাধারণ শেয়ারের লভ্যাংশ বাবদ ৫% হারে প্রদান করা হইয়াছে। অবশিষ্ট ২৬,৫১৬৲ টাকা কোম্পানীর পরবর্ত্তী বৎসরের হিসাবে জের টানা হইয়াছে।

উক্ত কোম্পানীর ডিরেক্টরদের পরিচালনায় পেপার প্রডাক্টস্ নামে একটি নূতন কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উক্ত কোম্পানী ১৩৪৮ সালের ১লা মে তারিখে কার্য্যারম্ভ করিয়াছে এবং ঐ বৎসরের ১লা জুলাই হইতে কাজ আরম্ভ করিয়াছে। উক্ত প্রতিষ্ঠান টীটাগড় পেপার মিলের জন্য পার্কিয়ান হইতে বাঁধা মাল ক্রয় করিবে এবং উক্ত মিলের উৎপন্ন মাল পার্কিয়ানে বিক্রয় করিবার ভার লইবে।

আলোচ্য সময়ে উক্ত কোম্পানী সাধারণ বর্দ্ধিত মূল্যে সরকার ও জনসাধারণকে কাগজ সরবরাহ করিয়াছে। কাগজের মূল্য আরও বৃদ্ধি করিবার জন্য সরকারের নিকট আবেদন নিবেদন করা হইয়াছে যাহা এখনও তথ্য সংগ্রহের বিবেচনাধীন আছে।

কোম্পানীর কল কারখানার সংস্কার ও উন্নতি বিধানের জন্য নূতন যন্ত্রপাতি আমদানী করা হইয়াছে এবং কোম্পানীর উন্নত পরিচালনা সন্তোষজনকভাবে অগ্রসর হইতেছে বলিয়া বলা হইয়াছে।

বাজেয়াপ্ত এজেন্ট্—মেসার্স এ, ঘোষাল এণ্ড কোং লিঃ। অনুমোদিত মূলধন, বিলিকৃত, বিক্রীত ও আদায়ীকৃত মূলধন—৯০,৯০,০০০৲।

নিরীক্ষণের সারাংশ

(৩০.৯.৪৮)

ব্যয়

আনুষঙ্গিক খরচা	
মজুরী	১৩,৩৩,৩০০৲
সমাহার	১৩,৩৩,৩৩৩৲
অফিসের সমাহার	৩,৩১,৬৩০৲
কর ধার্য্যের	১৩৩,৭৯,৩১৯৲
অন্যান্য ব্যয়াদি	১৯,৩৩,৭৯১৲
মূল	৩৩,৭১,৯৩১৲
অবশিষ্ট লাভ (জের)	৩,১৩,৩৩১৲
মোট	৩৩৩,৯৯,১৩৩৲

নিরুদ্দেশ্যাবলী

—×—

★ "আর্থিক ভারত" প্রতি বুধবার কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়।

★ মূল্য প্রতি সংখ্যা আট আনা।

★ ভারত ও সিংহলের সর্ব্বত্র সডাক বার্ষিক মূল্য ছয় টাকা।

★ বাণ্মাসিক মূল্য বারো টাকা।

বিজ্ঞাপনের হার ও নিয়মাবলীর জন্য 'কর্ম্মকর্ত্তা, বিজ্ঞাপন বিভাগ' এবং এজেন্সির জন্য 'কর্ম্মকর্ত্তা, প্রচার বিভাগ' "আর্থিক ভারত", ১১৯ নং লোয়ার সার্কুলার রোড, (ফোন—ওয়েষ্ট ৭৩১) এই ঠিকানায় পত্রালাপ করিতে হইবে।

সম্পত্তি

মোট বন্ধ সম্পত্তি	৯৩১,৭১,১৯৩৲
মূল্যসংরক্ষণ	১৩৩,১৯,৩৭১৲
নীট বন্ধ সম্পত্তি	১১৭,১৯,৯৩১৲
লগ্নীকরণ	৫৫,৭১,৩৩৩৲
মজুত মাল	৯,৩১,১৯৩৲
বাকী পাওনা	৩৯,১৯,৩৩৩৲
ব্যাঙ্কিয়ারস	৩৩,৩৯,৭৯৩৲
অতিরিক্ত লাভ করের জন্য	১৩,৭৩,৩৭১৲
নগদ	৯,৩৩,৩৩৩৲
মোট	৩৩৩,১৯,১৩৩৲
ঋণ সম্পত্তি	১৩৩,১৯,১৩৩৲

• • • •

বেঙ্গল পেপার মিল কোং লিঃ

গত ৩০এ জুন তারিখে সমাপ্ত ছয় মাসের জন্য বেঙ্গল পেপার মিল কোম্পানীর যে হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও কোম্পানী পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের উক্ত সময়ের তুলনায় (১১৫,৫১১৲—৪৫৩,৩১২৲) বেশী লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। কাগজের মূল্য বৃদ্ধির ফলে লাভের অঙ্কে এইরূপ বৃদ্ধি সম্ভবপর হওয়া সম্ভব হইয়াছে। শ্রমিকের মজুরী বৃদ্ধি এবং উৎপাদনের চড়ামূল্য সত্ত্বেও কোম্পানী যে এইরূপ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে তাহা কোম্পানীর পরিচালকবর্গের পক্ষে গৌরবের কথা।

আলোচ্য সময়ে নীট লাভের পরিমাণ ৭,১৫,৪৪৯৲ হইতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া, অবচয়ে এবং অন্যান্য খাতে ব্যয় বরাদ্দ করিয়া কোম্পানীর হাতে লাভের অবশিষ্ট দাঁড়াইয়াছে ১,৭৭,০১০৲৵৩ পাই। উহার সহিত পূর্ব্ববর্ত্তী হিসাবের অবশিষ্ট লাভের জের ১,০১,১৭৮৲৵৩ পাই যোগ করিয়া কোম্পানীর লাভের পরিমাণ দাঁড়ায় ৯,১১,১৬৮৲৵১০ পাই। ঐ টাকা হইতে কোম্পানীর পরিচালকবর্গ ১ লক্ষ টাকা সঞ্চয় তহবিলে জমা বরাদ্দ করিয়াছেন ফলে কোম্পানীর হাতে বর্ত্তনযোগ্য লাভের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩,১১,১৬৮৲৵১০ পাই। ঐ লাভ হইতে অগ্রাধিকার অংশের উপর লভ্যাংশ বন্টন করিয়া কোম্পানী সাধারণ অংশীদার সভ্যদের জন্য বার্ষিক ২৲ হিসাবে লভ্যাংশ ঘোষণা করিয়াছেন। এই লভ্যাংশ ব্যতীত আলোচ্য সময়ে কাগজের জন্য সাধারণ অংশীদার সভ্যদের ১৲ বোনাস দেওয়া স্থির করা হইয়াছে। পরবর্ত্তী হিসাবে লাভের জের টানা হইয়াছে ১,১১,৩৬৮৲৵১০ পাই।

বাজেয়াপ্ত এজেন্ট্—মেসার্স বেঙ্গল পেপার মিল কোং লিঃ। অনুমোদিত, ১,৫৫,০০,০০০৲, বিলিকৃত, বিক্রীত ও আদায়ীকৃত মূলধন—৯৩,৯৯,৯৯৭৲।

নিরীক্ষণের সারাংশ

(৩১.৩.৪৯)

ব্যয়

আনুষঙ্গিক খরচা	
মজুরী	১৯,৯৯,৩৩০৲
সমাহার	৩৩,৯৯,৩১৩৲
কমিশন	৪,৯৯,৩৩৩৲
কর ধার্য্যের	৯,৩৫,৩৩১৲
অন্যান্য ব্যয়াদি	৯৯,৩৩৩৲
মূল	৫৫,৩১,১৩১৲
অবশিষ্ট লাভ (জের)	১,১১,১৩২৲
মোট	১৩১,৯৩,৩১৩৲
ঋণ সম্পত্তি	
মোট বন্ধ সম্পত্তি	১১১,৩৯,৩৩৩৲
মূল্যসংরক্ষণ	১৩১,৯৯,৯৩৩৲
নীট বন্ধ সম্পত্তি	১,৯৯,৩৩৩৲
লগ্নীকরণ ও মজুত মাল	৫১,৩১,৩৩৩৲
বাকী পাওনা	৩৩,৯৯,৩১১৲
ব্যাঙ্কিয়ারস	৪,৩৯,৩৩১৲
অতিরিক্ত লাভ করের জন্য	১,৯৯,৯৯৩৲
নগদ	৫১,৯৯,৩৫৫৲
	১৩১,৯৩,৩১৩৲
ঋণ সম্পত্তি	১১১,৩১,৩৩১৲

প্রাসঙ্গিক

(পূর্ব্বানুবৃত্তি ১৮১ পৃষ্ঠায়)

বিষয়ে প্রচেষ্টা করিয়াছে। তোর কমিটির পরিকল্পনা চালু করিতে হইলে যে যন্ত্রের প্রয়োজন হইত তোপরা কমিটির পরিকল্পনা গ্রহণ করিলে তাহার পরিমাণ প্রায় অর্দ্ধেক হ্রাস পাইবে ইহা প্রণিধানযোগ্য।

তবে তোপরা কমিটির সম্বন্ধেও বেশী উৎসাহের পরিচয় পাশ্চাত্য চিকিৎসা পদ্ধতি ও দেশীয় চিকিৎসা পদ্ধতির মধ্যে সমন্বয় সাধনের পরিকল্পনা। তোপরা কমিটি একথা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন যে বহিঃসংস্কার অবলম্বন ও ঔষধের অভাবে দেশীয় চিকিৎসা বিদ্যা যে অবস্থায় আসিয়াছে তাহা আয়ুর্ব্বেদ ও ইউনানী ইত্যাদির কার্য্যকারীতা সম্বন্ধে সন্দেহ করা অযৌক্তিক। কিন্তু তাঁহারা এইমর্ম্মে মত প্রকাশ ঘোষণা করিয়াছেন যে, এইসব দেশীয় চিকিৎসা পদ্ধতির মূলনীতি ও সত্যতাগুলি পুরাতন হইলেও বিজ্ঞানসম্মত এবং ঐসব পদ্ধতিগুলিকে আধুনিক ঔষধ বিজ্ঞান প্রচার অনুযায়ী করিলে চিকিৎসা পদ্ধতির এবং রোগের প্রকৃত কারণ নির্ণয় হইবে।

পাশ্চাত্য ও প্রচলিত চিকিৎসা পদ্ধতির সমন্বয় সাধন অসম্ভব বলিয়া যাঁহারা প্রচারকার্য্য করিতেছেন তাঁহাদের উদ্দেশে তোপরা কমিটী বলিয়াছেন যে, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের মধ্যে কোন প্রভেদ থাকিতে পারে না। যাহা বিজ্ঞানসম্মত অর্থাৎ যাহা যুক্তির সহায়তা ও পরীক্ষার ফলে সত্য প্রমাণিত হইয়াছে তাহা সর্ব্বক্ষেত্রেই সত্য। এখানে কোন আপেক্ষিক ব্যাপার থাকিতে পারে না। কিন্তু এই প্রসঙ্গে তোপরা কমিটি আধ্যাত্মিক সাধনা ও সহজাত প্রবৃত্তি (Mediation and Intuition) প্রয়োগের যে সমালোচনা করিয়াছেন তাহা আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গীতে যুক্তির ক্ষেত্রে সেগুলি বিচার করিতে গেলে সমস্যা বেশী বিচার এরূপ অস্বীকার করা চলে না। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক সাধনা ও সহজাত প্রবৃত্তি প্রয়োগের যৌক্তিকতা যাঁহারা সমর্থন করেন তাঁহাদের তুলনায় তাঁহাদের বিপরীত মতাবলম্বীদের সংখ্যাই এখন বেশী।

তবে দেশীয় চিকিৎসা পদ্ধতির উন্নতিবিধানের উদ্দেশ্যে তোপরা কমিটী যে সব প্রস্তাব করিয়াছেন তাহাতে দেশের সমস্ত প্রগতিশীল জনসাধারণ যে সমর্থন জানাইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞানের সমর্থকদের একথা জানিয়া রাখা দরকার যে পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিদ্যা যেখানে গিয়া পড়িয়াছে আয়ুর্ব্বেদ সেখানে পাশ্চাত্য অঞ্চল করিয়াছে একথা পাশ্চাত্য মনীষিরাও স্বীকার করিয়াছেন এবং দেশের জনসাধারণও তাহার প্রমাণ পাইয়া আসিতেছেন। তাহাতে আয়ুর্ব্বেদ সহজে দেশের আপামর জনসাধারণের নিকট পৌঁছিতে পারে। বাস্তবিক পাশ্চাত্য চিকিৎসার দ্বারা আজ পর্য্যন্ত সমস্ত মহৎ এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে সম্ভব হইতে পারে নাই। তাহা সম্ভব হয় না।

সেই হিসাবে দেশীয় চিকিৎসা পদ্ধতির উন্নতি ও প্রসারের যেটা সর্ব্বপ্রধান সমস্যা। কিন্তু পাশ্চাত্য ও প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে 'পরীক্ষা' সমস্ত সাধনের উদ্দেশ্যে কমিটি যে সুপারিশ করিয়াছেন তাহাতে যে কয়েকটি অসুবিধা দেখা দিবে তাহা উল্লেখ করা হয় না। আয়ুর্ব্বেদ বর্ত্তমানে যতদূর শিক্ষিতা পড়িয়া আছে তাহাতে ইহা অচিরে পাশ্চাত্য চিকিৎসা পদ্ধতির সঙ্গে কুড়িয়া দিলে ডাক্তারের পাঠ্যতালিকা বৃদ্ধি পাইয়া তাহাদের সব তাহাদের হইবে অতঃ সম্প্রদায়ের উপকার হইবার সম্ভাবনা কম। তাহাতে শিক্ষার ক্ষেত্রে এবং চিকিৎসার ক্ষেত্রে অসামঞ্জস্য ঘটিবার আশঙ্কা করিয়াছে। সেই হিসাবে আমাদের মনে হয় যে আয়ুর্ব্বেদ প্রচারে পাশ্চাত্য চিকিৎসা পদ্ধতির সঙ্গে সমন্বয় রাখিয়া যাহারা পাশ্চাত্য চিকিৎসা পদ্ধতি আধুনিক ভাবে অর্জ্জন করিয়াছেন তাহাদের আয়ুর্ব্বেদ প্রচার করিবার জন্য উৎসাহিত করিবার চেষ্টা করা হয় তাহা হইলে অধিকতর ভাল ফল পাইবার সম্ভাবনা আছে। বর্ত্তমান অবস্থায় প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে দুই বিরোধীদলের মধ্যে সমন্বয় সাধন করিতে হইবে এবং কলেজসমূহের মধ্যে আয়ুর্ব্বেদ পাঠের ইতিহাস করিয়া অন্যান্য অংশকে বাদ দিয়া পাশ্চাত্য শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করিলে সমস্যার সমাধান হইবে বলিয়া মনে হয়। সমন্বয়ের মোহে শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন সাধিত হওয়ার যে বিপদ আছে তাহা তুলিয়া গেলে দেশের প্রকৃত মঙ্গলই ব্যাহত হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে।

সংবাদলিপি

(পূর্ব্বানুবৃত্তি ১৮৩ পৃষ্ঠায়)

তাহাতে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে সন্তুষ্টির অভাব দেখা যাইতেছে। শ্রীযুক্ত আয়েঙ্গারকে প্রধান করা হইয়াছে, তবে তাহারা যে মূল্যোত্তর প্রতিক্রিয়ার কবল হইতে এখনও মুক্তিলাভ করে নাই তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। যুদ্ধের সময়ে আমাদের ইঞ্জিন ও ওয়াগনগুলি যুদ্ধের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য বাহিরে পাঠাইয়াছিলাম। বেশীরভাগের ফলে অবস্থার আরও অবনতি ঘটিয়াছে। গতবার গত ছয় মাসের মধ্যে শ্রীযুক্ত আয়েঙ্গার যে ঘোষণা করিয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য বা হইলেও প্রশংসনীয় বলিয়া যোগাইবার ব্যবস্থায় অধিকতর শ্রীযুক্ত আয়েঙ্গার পাকাপাকি ও যতদিন কারণ অন্যদের দৃষ্টি হইবে না বলিয়া যে ঘোষণা করিয়াছেন ব্যবস্থায় যতদিন সুষ্ঠুভাবে কার্য্য চলিবে বলিয়া শ্রীযুক্ত আয়েঙ্গার যে আশা প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে তাহা সম্ভব হইবে না। আমি আশঙ্কা করিতেছি যে, রেলওয়ে বোর্ড কেরোসিনের সভাপতি শ্রীযুক্ত অজয়প্রসাদ নারায়ণ শ্রীযুক্ত আয়েঙ্গারকে রেলওয়ে ব্যবস্থা বন্ধ করিবার আশ্বাস দেওয়া করিবার বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত বাজার, শ্রমিক সম্পর্কে শ্রীযুক্ত আয়েঙ্গারের আচরণ এবং রাজস্বের হার কার্য্যকরী হওয়ার ফলে রেলওয়েকে কোন সুবিধা হবে না। এই দৃষ্টিকোণ হইতে পথেই সন্তোষজনক বলিয়া বিবেচিত হইতেছে।

সিমলা দৃষ্টি বেতিকেশন কোম্পানীর অর্থাভাবে রেলওয়ের বার্ষিক অধিবেশনে কোম্পানীর পরিচালকবর্গের কার্য্যের সমালোচনা করেন। অধিবেশন প্রায় ঘন্টাকাল স্থায়ী হয়। ঐ ওয়ার্কিং চীফটেনের অনুপস্থিতিতে শ্রীবাসিকুমার বোরকরী সভাপতিত্ব করেন। অংশীদারদের একটি অংশ পরিচালকমণ্ডলীকে অযোগ্যতা ও অসদাচরণের জন্য অভিযুক্ত করেন এই অভিযোগের কথা বলা হইয়াছে যে পরিচালকবর্গ অর্থের অপব্যয় করিয়াছেন এবং পরিচালনার ব্যবস্থাগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখেন নাই। ইহাও বলা হইয়াছে যে দুটী জাহাজের মেরামত খরচ মূলধনের নূতন কমিটি অপেক্ষাও অধিক হইয়াছে। অংশীদারদের আলোচনাপ্রসঙ্গে সভাপতি শ্রীযোগিরাজ কলিকাতা অংশীদারদের বিরুদ্ধে পরিচালনা কোম্পানীকে প্রদানের জন্যই কর্পোরেশনের অনুমতি করার জন্য দায়ী করেন। কোম্পানির আয়কারের ওজরেই অংশীদারদের বিরুদ্ধে সমিতিতে আয়কারী কর্পোরেশনে যোগদান করে না। কারণ, ঠিক কর্পোরেশনের পক্ষে আয়কর কারক বন্ধুদের মধ্যে সমাধান করিলে সমস্যার সমাধান হইবে না।

তিনি পরিচালকবর্গকে এই বলিয়া বিদায় করেন যে, তাঁহারা বোর্ডকে শক্তিশালী করিয়া কোম্পানীর অর্থিক অবস্থা ঠিক করিবে ছেটে করে নাই এবং কোম্পানীর রাজস্বদফতরের প্রতি লক্ষ্য রাখেন নাই। ইহাও বলা হইয়াছে যে দুটী জাহাজের মেরামত খরচ মূলধনের নূতন কমিটি অপেক্ষাও অধিক হইয়াছে। রেলওয়ে বোর্ডের শ্রী এস. এ মজুমদার অভিযোগ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বোরকরী আবার যে উত্তর পরবর্ত্তী পর মোট বক্তৃতা নিম্নরূপ হইবে।

সাপ্তাহিক হিসাব বিকাশ :—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক

টাকা বিভাগ—

হাজার টাকার হিসাবে

	৩১-১২-৫৭	৫-১-৫৮	১২-১-৫৮
নোট বিভাগের দেনা			
	১৩৫১,১৭	১৩৫৮,৯৮	১৩৬৯,৩৮
	১৩৯০,১৭	১৩৯৯,৯৮	১৩৮৯,৩৮
সম্পত্তি—			
(ক) সোনা ও ডলার পাওনা			
ভারতে	৩১,১৫,৩১		
ভারতের বাহিরে			
ইংলিশ ব্যাঙ্ক	৭৭৩,৩১,৩১	৭৩১,৩১,৩১	৭৩৩,৯৮,১৯
দেশী ঐ	৭৯৫,৩৩,৩৩	৭৯৫,৩৬,৩৩	৭৯৬,১১,৯৩
(খ) সরকারী হুণ্ডি	৩১,৩৭,১১	৩১,৩৯,৩৩	৩১,৩১,১৩
	১৩৩১,৯৩,১১	১৩৩৩,১১,১১	১৩৩৯,৩১,১৩
হুণ্ডিযোগ্য দেনা	৭৯৯,১৯,৯৯	৭৯৩,১৯,৯৯	৭৯৯,১৯,১১
	১৩৩১,৯৩,১১	১৩৩৩,১১,১১	১৩৩৯,৩১,১৩

হাজার টাকার হিসাবে

	৩১-১২-৫৭	৫-১-৫৮	১২-১-৫৮
দায়—			
আদায়ীকৃত মূলধন	১৮,১৮,৯৯	১৮,১৮,৯৯	১৮,১৮,৯৯
সংরক্ষিত তহবিল	৩৩,৩৩,৩৩	৩৩,৩৩,৩৩	৩৩,৩৩,৩৩
অন্যান্য দায়িত্ব	৩,১১,৩৩	৩,১৯,৯৯	৩,১১,৯৯
আমানত—			
সরকারী	১৯,১১,৯৯	১৯,১৯,৯৯	১৯,১৯,৯৯
ব্যাঙ্ক	১৯৯,৯১,১১	১৯৯,৯৯,৯৯	১৯৯,৯৯,৯৯
অন্যান্য	৯৯,৯৯,৯৯	৯৯,৯৯,৯৯	৯৯,৯৯,৯৯
	৩৩৯,৯৯,৯৯	৩৩৯,৯৯,৯৯	৩৩৯,৯৯,৯৯
নোট	১৯৯,৯৯,৯৯	১৯৯,৯৯,৯৯	১৯৯,৯৯,৯৯
অন্যান্য দায়িত্ব	৩৯,৯৯,৯৯	৩৯,৯৯,৯৯	৩৯,৯৯,৯৯
	৩৩৯,৯৯,৯৯	৩৩৯,৯৯,৯৯	৩৩৯,৯৯,৯৯
সম্পত্তি—			
সোনা	১৯,১৯,৯৯	১৯,১৯,৯৯	১৯,১৯,৯৯
বাহির হইতে আহরিত	১৯,১৯,৯৯	১৯,১৯,৯৯	১৯,১৯,৯৯
ভারতে প্রস্তুত মুদ্রা ও রৌপ্য	৯,৯৯,৯৯	৯,৯৯,৯৯	৯,৯৯,৯৯
ভারত সরকারের দেনা	১৯৯,৯৯,৯৯	১৯৯,৯৯,৯৯	১৯৯,৯৯,৯৯
বাট্টাকৃত হুণ্ডি	৯৯,৯৯,৯৯	৯৯,৯৯,৯৯	৯৯,৯৯,৯৯
অন্যান্য সম্পত্তি	১৯,৯৯,৯৯	১৯,৯৯,৯৯	১৯,৯৯,৯৯
	৩৩৯,৯৯,৯৯	৩৩৯,৯৯,৯৯	৩৩৯,৯৯,৯৯

সাপ্তাহিক হিসাব বিকাশ :—ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক

(হাজার টাকার হিসাবে)

	৩১-১২-৫৭	৫-১-৫৮	১২-১-৫৮
দায়—			
বিক্রীত মূলধন	১৯,১৯,৯৯	১৯,১৯,৯৯	১৯,১৯,৯৯
আদায়ীকৃত মূলধন	৯,৯৯,৯৯	৯,৯৯,৯৯	৯,৯৯,৯৯
সঞ্চয় তহবিল	৯,১১,৯৯	৯,১৯,৯৯	৯,১১,৯৯
চলতি আমানত, মেয়াদী ঋণ ও অন্যান্য হিসাব	১৯১,৯১,১১	১৯১,৯৯,৯৯	১৯৯,৯১,৯৯
কারেন্সিনোট ও রিজার্ভ দিবার দায়	৯৯,৯৯	১৯,১৯	১৯,৯১
	১৯৫,৯১,৯১	১৯৯,৯৯,১৯	১৯৯,৯১,৯৯
সম্পত্তি—			
ভেলুয়েশনীয় কারেন্সি			
অন্যান্য কারেন্সি		৯,১১,৯৯	৯,১১,৯৯
ঋণ—			
ভারতে	৯৯,১৯,১১	৯৯,৯১,৯৯	১৯,৯৯,১৯
অন্যান্য দেশীয় ব্যাঙ্ক হিসাবে	৯৯,১১,১১	৯৯,৯৯,৯৯	৯৯,৯৯,৯৯
অন্যান্য ঋণ ও হুণ্ডি ক্রয়	১,১১,৯৯	১,১৯,৯১	১,১১,৯৯
ভেল্ড ঋণ	১,১৯,৯১	১,১৯,১৯	১,১৯,৯৯
বিনিময়—	১,৯৯,১৯	১,৯৯,৭৯	১,১৯,৯৯
অন্যান্য দায় ও সম্পত্তি	৯,১৯,১১	৯,১১,১১	৯,৯১,৯৯
ব্যাঙ্ক প্রাপ্য			
ও বিদেশী ব্যাঙ্কের হিসাবী	১৯,১১,১১	১১,১৯,৯১	১৯,৯১,১৯
	১৯৫,৯১,৯১	১৯৯,৯৯,১৯	১৯৯,৯১,৯৯
নোট	১৯৫,৯১,৯১	১৯৯,৯৯,১৯	১৯৯,৯১,৯৯

সাপ্তাহিক হিসাব বিকাশ।—তফশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক

(হাজার টাকার হিসাবে)

	৯৫-১২-৫৭	১৯-১-৫৮	১-১-৫৮
		(অন্তিম তারিখ)	
চলতিকারের দেয় ঋণ			
ভারতে	—		১৯৫,৯৯,৯৯
(১) রাজ্যের নিকট চাহিবে ঋণ	৯১,৯১,১৯	৯১,৯৯,৯৯	
(২) অন্যান্য চাহিবা মাত্র দেয় ঋণ	৯১৯,৯৯,১৯	৯১১,৯৯,১৮	
মেয়াদান্তে দেয় ঋণ			
ভারতে	—		১৯১,১৯,৯৯
(১) রাজ্যের নিকট চাহিবে ঋণ	১৯,৯৯	১১,৯৯	
(২) অন্যান্য মেয়াদান্তে দেয় ঋণ	১১১,৯৯,৯১	১৯৯,৯৯,৯১	
মোট দেয় ঋণ			
ভারতে	৯৯,৯৯,১৯	৯৯,৯১,১৯	৯,১১,১৯
বিদেশী ব্যাঙ্কে দেয়	১৯,১১,৯১		১৯,১১,১১
ঋণ			
ভারতে	১৯৯,১৯,৯৯	১৯৯,৯৯,৯৯	১৯১,১১,১৯
অন্যান্য হুণ্ডি			
ভারতে	১৯,৯৯,৯৯	১১,১৯,৯১	৯,৯১,১১

ষ্টেট ব্যাঙ্ক অভ পাকিস্থান

হাজার টাকার হিসাবে)

টাকা বিভাগ—

		সমাপ্তকাল	
	৩১-১২-৫৭	৭-১-৫৮	১৪-১-৫৮
কারেন্সি রিজার্ভের দেনা	৯,৯৯,৯৮	৯,৯৯,১৯	৯,৯১,৯৯
চলতি দেনা	১৯৯,৯১,১১	১৯১,৯৯,৯৯	১৯১,১১,৯৯
	১৯৯,৯১,১১	১৯১,৯৯,১৯	১৯১,১১,৯৯
সম্পত্তি—			
(ক) সোনা ও ডলার পাওনা	১,৯৯,১১	১,৯৯,১৯	
দেশে—			
ইংলিশ ব্যাঙ্কের	১৯,৯১,৯৯	১৯,১১,৯৯	
অন্যান্য সরকারের তহবিলে	১৯,৯৯,৯৯	১১,৯৯,৯৯	
অন্যান্য দেশে, বিদেশী ব্যাঙ্ক			
(খ) ইংলিশ ব্যাঙ্কের সাধারণ	১৯,৯১,১১	১১,১৯,৯১	১,৯১,৯৯
(গ) হেলথ ফুয়া	১,৯১,১৯	১,৯৯,৯৯	১,১৯,৯৯
সরকারের হুণ্ডির উপর	১,১৯,৯৯	১,৯৯,৯৯	
অন্যান্য হুণ্ডি ও ঋণ			
ব্যাঙ্কের সাধারণ বিভাগী ব্যাঙ্ক অভ ইংলিশের বিভাগী প্রদা—			
দেনার ও ডলার দেনা	১৯,৯৯	১৯,৯৯	১,৯৯,৯১
ইংলিশ ব্যাঙ্কের	৯,৯১,১১	৯,৯১,১৯	৯,৯১,৯৯
অন্যান্য সরকারের তহবিল	১,১৯,১১	১,১৯,১১	১৯,৯১,৯৯
দেনা ফুয়া	১,৯৯,১৯	১,৯৯,১১	১,৯৯,৯৯
	১৯৯,৯১,১১	১৯১,৯১,১১	৯৯,৯৯,১৯

ব্যাঙ্কিং বিভাগ—

দায়			
আদায়ীকৃত মূলধন			১,৯৯,৯৯
সঞ্চয় তহবিল			
আমানত—			
(ক) চলতি আমানত	৯৫,৯১,১১	৯৯,১১,১১	৯৯,৯৯,৯৯
(খ) মেয়াদী আমানত	১,৯১,৯৯	৯,১৯,৯৯	৯,১১,৯৯
(গ) অন্যান্য	১১,৯১,৯৯	১১,১৯,৯১	১১,১৯,৯৯
(ঘ) অন্যান্য	৯,৯৯,৯৯	৯,৯১,১৯	৯,৯৯,৯৯
দেয় বাট্টা	১৯,৯৯	১৯,৯৯	১,৯১
অন্যান্য দায়	৯৯,১৯	১,৯৯,১১	১৯,১১
	১৯৯,৯৯,১৯	১১১,৯৯,১১	১৯৯,১৯,৯৯
সম্পত্তি—			
নগদ	৯,৯১,৯৯	৯,৯১,১৯	
ব্যাঙ্কে ফুয়া			
(ক) পাকিস্তানী			
(খ) বৈদেশীক			
অন্য মুদ্রার ফুয়া			
(ক) পাকিস্তানী			
(খ) বৈদেশীক			
ঋণ ও অগ্রিম হুণ্ডি			
(ক) আদায়যোগ্য			—
(খ) বাহিরের		—	—
(গ) সরকারী বাজেটীয়	১১,৯১,৯১	১১,৯১,১১	—
পাকিস্তানের বাহিরে ফুয়া	১৯,৯১,১১	১১,৯৯,১৯	১৯,৯৯,১১
স্থায়ীসম্পত্তি বাদে ঋণ ইত্যাদি	৯,৯৯	৯১,৯৯	৯১,৯৯
অন্যান্য ঋণ, নগদ ইত্যাদি		১৯,৯৯	
অবলিখিতযোগ্য	১৯,৯৯,১১	৯,৯৯,১৯	
অন্যান্য সম্পত্তি	১৯,১৯	১১,১১	১,১১,৯৯
	১১৯,৯৯,১৯	১১৯,৯৯,১১	১৯৯,১৯,১১

যৌথ প্রতিষ্ঠান

	অনুমোদিত মূলধন (টাকায়)	বন্টন ও আদায় করা মূলধন	প্রতি শেয়ারের মূল্য	বন্টন লভ্যাংশ	বাজার						
ইঞ্জিনিয়ারিং											
ইন্ডিয়ান আয়রন	২,১১,১১,০০০	১,১৩,৯৬,৩১০			৬৬৮						
জেসপ	৫১,০০,০০০	৩৮,৯০,১৮০			১৩৫১						
টাটা আয়রন	১,৬৪,১৩,০০০	১৯,৪৫,১১,১৩০			৬১৮						
বার্ন	৩১,০০,০০০	১,৩০,১৯,৩৪০			৫১৮						
বেদথলেট	৩৯,৩১,৬০	১১,৫৫,০০০			১৩/৩১						
বার্নপুর	১৩,১০,০০০	৯,১৯,৩১১			৬/৮০						
ইন্ডিয়ান মহাপারেশন ...	৬,৩৪,৯৫,৩৩০	১১,৯০,৩১১									
কয়লাখনি											
আসানসোলমাইন	১১,১৩,০০০				৭৩৩						১১৫/৩
ইন্ডিয়েটেল	১১,৯৫,১৩০				৬৫৩	৩৬৯/৩					৩৩৮/৩
ওরেন্টাল কার্বনিক	৭,৩০,০০০	১,১৫,০০০			৬৫৩						৩১৬/৩
কাজোরাপুরা	৯৩,৩৩,৩৩০				৩৩৮						৩৩০,
কাজোরা	১৩,৩৩,০০০	১,১১,১১৩,	১৩	৮৩(৩)	৯৫১						৬/৩
কর্ণ ওয়েস্ট ...	৯,১১,৫৩০	১,৩৩,০০০,	১০,	১৩	৩৫৮						৩৩/৩
কর্ণ সাউথ	৯,১৩,০০০	১,১১,৫০০,	১৩	৯৩	১৫৩						
সিটী টীমকুল	১১,১৩,৫৩০	১১,১৩,১৩১,	১০,		৩৫৮						১১৮/৩
সিটী নরকুল	৯,৩৩,০০০	৯,৩১,৩৩৯,	১০,		৩৫৮						১১/৩
সেনভালী ...	১৯,১৩,০৩১	১৫,৩৩,৩৩০,	১০,	৬৩	৯৫৮						১১১৩
বরাকর ...	৩৫,১৯,১৩০	১,১১,১১,০০০,	১০,	৬৩	৩৫৮		১১৫৩				১১১৭
জেসপ ...	৩৩,৩৩,৩৩০	১,৩৩,৩৩,৫৩০,	১০০,	১৩,	৩৫৮						৩১১,
ভারত ...	৩৩,৩৩,৩৩০	১৯,১৭,৩১৫,	১০,	১৯৩(৩)	৭৩৮						১/৩
ওরিয়েন্ট ...	১৩,৩৩,৩৩০	১৩,৩১,৩৫১,	১০,		৩৩৮						১১৩৩
রেডস	১৯,৩৩,০০০	১,৩৩,০০০,	১০,	১৯৩	৩৫৮						৩১/৩৩
রবিনসন	২,৩৩,৩৩০	১,১৩,০০০,	১০,	১৩	৩৩৮						১৫৩৩
সিমলুয়া	১,৯৩,০০০	১,৯৯,৩১০,	১,	১৩	১১/৩১						৩১৩৩
সাউথ ভারাকুলা ...	১১,৩৩,০০০	১,১৩,০০০,	১০,	১,	১৫৩	১১৯/৩	১৩৩৩		১৩৩৩		১৩/৩
সেন্ট্রাল ইন্ডিয়া ...	১৯,৩১,৩৩০	১৫৩,	১০,	—	৩৫১						৩৯/৩
কাগজের কল											
এসদিন	১১,৩৩,০০০	৩৩,৯৩,১১৩,	১০,	১৩	৩৩৩	১৯৯/৩	১৩৩৩	১১৩			১১৩
ভারতপুর টেক্সটাইল ...	১৫,৩৩,৩৩০	১৩,১৩,৩৩৩,	১৩	৫৩	১৩৩		১৩৩৩	৩৩৩	১৩৩৩		৩৩৩
ইন্ডোগাম ...	৩৩,৩৩,০০০	৩৫,৩৩,১১৩,	১৩	১৩(৩)	৩৫১		—				১১৩
ইন্ডিয়া ...	১১,৩৩,৩৩০	১৫,৩৩,৩৩০,	১০০,	১৫,	৭৩৩		—				১৩৩৩
ওরিয়েন্ট ...	৩৩,৩১,৩৩০	১১,৩৩,৩১০,	১০,	১১(৩)	১১/৩৩						
সাউথ ইন্ডিয়া	৯,৩৩,০০০	৯,১৯,৩৩০,	১০০,	১১,	৩৫৮						
সাকসী	১৫,৩৩,৩৩০	১,১৫,১৩৩,	১০,		১৩৩১						১/৩
বিড়লা	১১,৩৩,৩৩০	৮৯,৩৩,১৩০,	১০,	৯১(৩)	১৯৩৩						
বৃহীন	৩৩,৩৩,৩৩০	৩৩,৩৯,১৫৯,	১০০,	১৯১(৩)	১৯৩৩						৩৩৯৩
মোহিনী ...	৯,৩৩,৩৩০ ১৯,১১,৩১৫,	১১,৩৩,৩৩০,	১১১, ১০,	৩৩৫(৩) ১৯৩	১৯৩৩						

যৌথ প্রতিষ্ঠান

প্রতিষ্ঠানের নাম	অনুমোদিত মূলধন (আনুমানিক)	শেয়ার ও অন্যান্য সংখ্যা	প্রতি শেয়ারের আনুমানিক মূল্য	মূল্য পরিশোধ	মন্তব্য	আদায় ১৯৮১-৮২	১৯৮২-৮৩	১৯৮৩-৮৪	১৯৮৪-৮৫	১৯৮৫-৮৬
চট্টগ্রাম										
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			

যৌথ প্রতিষ্ঠান

প্রতিষ্ঠানের নাম	অনুমোদিত মূলধন (লক্ষ টাকায়)	দত্ত ও আদায় মূলধন	প্রতি অংশের আদায়ীকৃত মূল্য	মূল লভ্যাংশ	সংখ্যা	কারখানার ঠিকানা	শেষ আয় বছর
চা-বাগান							
ডেলিরাপাড়	৫,০০,০০০	৩,৯৯,১৭৯		১৫% (ক)	১৯৫১		
লেবাই ও পার্বতিয়া ...	৩,৫০,০০০	৩,৯৯,১৮০		৩৫% (ক)	১৯৫১		
পিট ফুরা	২,৩০,০০০	৪,৫১,১৩২		৮% (ক)	১৯৫১		
গয়ারাবাগ	১২,০০,০০০	৪৮,১১,৫৫১		৯০% (ক)	১৯৫৮		
আলীপি	৩,০০,০০০	৩,৭৮,৩১৩		৩৫০% (ক)	১৯৫৭		
রসাবারী	৫,৩০,০০০	১১,৩০,০০০		৩৫% (ক)	১৯৫১		
বিলাস	১৫,০০,০০০	৮,৯০,০০০		১০% (ক)	১৯৫১		৩৫০
ডেলবারি	১,১০,০০০	১,১৯,৩৩৩		১০% (ক)	১৯৫১		
রসাবেরা	১,৩০,০০০	৩,৩১,৩৩৩		৫০% (ক)	১৯৫১		
ডেপুটাস ভ্যালে	৯৫,০০,০০০	৩,৫১,১৫১		১২৫% (ক)	১৯৫১		
আসম	৩,৩১,০০০	১,৯১,৩১২		৬০% (ক)	১৯৫১		
ডেলবারি বিলাস	৩,৯০,০০০	১,৩১,১৩৩		৬০% (ক)	১৯৫১		
রসাবারী ২	১,৩১,০০০	১৩,৯০,৩৩৩		১৩৫% (ক)	১৯৫১		
বাবিলেরা	১৯,৩০,০০০	৫৩,৫১,১১১		১৩০% (ক)	১৯৫৭		
চিনির কল							
ইউ-পি	১৩,৩৭,০০০	১১,৯৩,১৯৯			১৯৫১		১৯%
বাচ	৩৯,৩৭,০০০	১৭,১১,৩৯২			৩৫১	১৫৩	৭৫
চলারা	১৩,৩৯,৫০০	১৯,৩৩,৩৩৩		১৫০% (ক)	৩৩৩		১৩৯৫
রহরা সিটিল	১,১৩,৩১৫	১১,১১,১১০		৮,৯০% (ক)	৩৫১		৩৫৩
রহমানপুর	১,৩০,০০০	৩,১১,৩৩১	১০%		১৯৫৭		১৩%
রাজত —	১৫,৩০,০০০	১,৩৯,৩৯১	১০%	১% (ক)	৩৫৭		১৯৩
রামনগর	১৩,৩৩,১৫৩	৪,১৩,১৩৩	১০%	১% (ক)	১৯৫১		১৩১/৯
রাজার	৩,৩৩,০০০	১৩,৩৩,৩৩৩	১০%	১% (ক)	৩৩৯		১৭৩
রহিমপুর	১১,৯৯,০০০	১,৩১,১৩৩	১০%	১% (ক)	৩৩৯		১৯১/৩
ব্যাঙ্ক							
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল	১,৩৩,৩৩,০০০	৯৩,৩৩,০০০	৫০ (ক)	১৫০	১৯৫১		৭৯%
ন্যাশনাল ইউনিয়ন	১৯,৩৩,৩৩৩,৫ ৫৯,৩৩,৩৩৩	১৯,৯৯,৩৩৩	১০%	১৫০% (ক)	৩৫৩		
ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ...	৩৮,৯১,৩৩৩	৩৩,৩৩,৩৩৩	১০%	৪০% পাই (ক)	১৯৫১		
ব্যাঙ্কার্স ব্যাঙ্কার্স	৫০,৩৩,০০০	২৫,৩৩,০০০	১০%	৯০ (ক)	১৯৫১		
গভার ব্যাঙ্কার্স	১৭,৩৯,৫১১	৯,৩৩,৩৩,৩৩৩	১০০%		১৯৫১	৩১৯৩	
বিদার্ভ ব্যাঙ্ক	৫,৩৩,৩৩,০০০	৫,৩৩,৩৩,৩৩৩	১০০%	৩% (ক)	৩৫৭		
ডেলে ডেপুটাস ব্যাঙ্ক	১৯,১৩,১৯১	১১,৩৩,০০০	১০%	১৯৩% (ক)	১৯৫৭	১০০৩	১৫
ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া	৫,০০,৩৩,০০০	২,১৩,৩৩,০০০	১০% (ক)	৩%	৩৯৩		১১৯৩
ব্যাঙ্ক অব রহমান	১,৩৩,৩৩,০০০	১,১৩,৩১,০৩৫	৫০% (ক)	৩% (ক)	১৯৫১		
ইন্ডিয়া ব্যাঙ্ক	৩০,৩৩,০০০	১১,৩৩,০০০	৫০% (ক)		১৯৫১		১৫৯৩
বিদ্যুৎ কমার্শিয়াল ...	১,১১,৩৩,৩৩৩	১,১৩,৩৩৯	১০%		১৯৫১		১৫%
ডেপুটাস ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া ...	৩,১৯,১১,১১৯	৩,৩৩,৩৩,৩৫১			৩৫৩		৮৩%
বিদ্যুৎ-সরবরাহ							
ইউ-পি	৩৯,৩৩,০০০	২৯,১৩,১৩৩	১০০%		৩৫৩	১৩%	১১%
আলমোড়া ইলেকট্রিক	১৩,৩১,৩৩৩ পা	১১,৩৩,১১০ পা	১ পা	১পোয়া	১৯৫১	১৩৩	১৩১৩

৷ বৌথ প্রতিষ্ঠান

	অনাদায়ীকৃত মূলধন (সাময়িক)	মোট শুদ্ধ মূলধন পরিমাণ	প্রতি অংশের অনাদায়ীকৃত মূল্য	শুদ্ধ লাভ/ক্ষতি					
বিদ্যুৎ-সরবরাহ									
[illegible]									
[illegible]									
[illegible]									
বিবিধ									
[illegible]									
ইন্ডিয়ান অ্যালুমিনিয়াম	১,৫০,০০,০০০								
ইন্ডিয়া কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ	১,৫১,৫০,০০০	১,৫১,৫০০ শ্যা							
ইন্ডিয়া সেমেন্ট লিমিটেড	৩০,০০,০০০	১৯,৯৫,০০০৲							
ইন্ডিয়া ইনফিন							১৮৯/৩		
ইন্ডিয়ান অলয়							৬/৩		
ইন্ডিয়ান কেমিক্যাল									
ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রিয়াল কোম্পানি									
[illegible]									
[illegible]		১,৩৩,৩১৩৲							
[illegible]		৯,৩৩,০০৩৲							
[illegible]		১৩,১৩,৯৪৪৲							
[illegible]		৯,৯৯,০০০৲							
[illegible]		৯,৩৩,৩১৩৲					১৯৯/৩		
ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রিজ	৫১,৩৩,০০০								
ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রিজ	১৩৩,৩৩,০০০	১৯৯,১১১ শ্যা							
ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড	৯,৪৩,০০০	১১,১৯,১১১৲							
ইন্ডিয়ান ফিনিক্স	৯৩,৩৩,০০০	১৩,৯৯,৩৩১৲							
ইন্ডিয়ান্স [illegible]	৯৫,৩৩,০০০								
ইন্ডো ইটার্ন সেমেন্ট	১১,৩৩,০০০	১১,১৯,০০০৲							৩৯৲
ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট	১,৩৩,৩৩,০০০	৯,৩৩,০০০৲							১৯৩/৩
ইন্দোর ব্যাঙ্ক	৯,১৩,০০০	৩৫,৫০০৲							
ইন্দোর	১,৩৩,৩৩,০০০৲	৯৫,৩ ,০০০৲							
ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফিনান্স	৯৯,১১,৩৩৩৲	১১,১৩,৩৩৯৲							
ইন্ডিয়ান ইনভেস্টমেন্ট সেন্ট্রাল ...	১৩,৩৩,০০০	৩,৩৯,৩৩৩৲		৩৫১					
ইন্ডিয়ান ইনভেস্টমেন্ট ...	১৩,৩৩,০০০	১,৩১,৩১,৩৩৯৲		১১৪১	১৩৯/৩			৯৯৩	
ইন্দোর ইন্ডাস্ট্রিজ	৯,৩৩,০০০	৯,১৩,০০০৲	১৯ (৩)	৩৫১					
ইন্দোর	১৩,৩৩,০০০	১১,০০০৲	৫৩	১৯৯৯					
ইন্দোর পাম্প	৯৩,৩৩,০০০	১৫,১৩,০০৯৲	১৩ (৩)	১১৪১					৩৩৲
ইন্দো ফেরিয়াস	১১,৩১,০০০	১৯,১৩,১১০৲	১১ (৩)	৯৫১		১৯৩/৩			
ইন্দো সোনার	১৩,৩৩,০০০	৯৯,১৩,১১৩৲	৯/৩	১১৪১					
ইন্ডাস্ট্রিয়াল বিল্ডিং ...	১১,১১,০১০	১১,৯৯,৯০৯৲		১৩৩					৯৯/৩
ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রিজ কোম্পানি	৯,১৩,৩৩,০০০	১,১৩,১৩,১১১৲	১/৩	৯৫১	১/৩	১/৩	১/৩	৯/৩	৯১/৩

ওয়েস্টার্ন বিজিং আইন, ১৯৩ সংখ্যক মেয়রার সার্টিফায় রেজ, অনিবার্য ধারাতে ইন্ডিয়ান মিরার্ড অন্যোন্যোগ্যায় কর্তৃক [illegible], মুদ্রিত ও প্রকাশিত

REGD.NO.C3109.

বিশেষ বাজেট সংখ্যা

আর্থিক ভারত

অর্থনৈতিক সাপ্তাহিক

১২শ বর্ষ ১০ম সংখ্যা

মূল্য ।৷৹

CALCUTTA UNIVERSITY

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

কলিকাতা

অনুমোদিত মূলধন	—	৮ কোটি টাকা
বিক্রীত মূলধন	—	৪ কোটি টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন	—	২ কোটি টাকা
রিজার্ভ ফাণ্ড	—	৪০ লক্ষ টাকা

পরিচালকবর্গ

শ্রী জি, ডি, বিড়লা (চেয়ারম্যান)

শ্রীঈশ্বরী প্রসাদ গোয়েঙ্কা (ডাইরেক্টর)

শ্রীরমনলাল জি. সারাইয়া (ডাইরেক্টর)

শ্রীঅনন্ত চরণ লাহা
শ্রীবৈজনাথ জালান
শ্রীগোবিন্দলাল বাঙ্গর
শ্রীপি, ডি, হিমৎসিঙ্কা
শ্রীরামেশ্বরলাল নোপানি
শ্রীমহাদেও এল. দাহানুকার
শ্রীমদনমোহন আর, রুইয়া
শ্রীমোহনলাল এল, শা
শ্রীমতিলাল তাপুরিয়া
শ্রীনবীনচন্দ্র মফৎলাল

জেনারেল ম্যানেজার

শ্রী বি, ডি, ঈাকুরু

ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার

শ্রী এস, ডি, সদাশিবন

ভারত ও ব্রহ্মদেশের বড় বড় শহরে বাটটির অধিক শাখা এবং পৃথিবীর সর্বত্র এজেন্সির ব্যবস্থা থাকায়, এই ব্যাঙ্ক দেশে ও বিদেশে জনসাধারণের সেবায় সম্পূর্ণভাবে নিযুক্ত থাকিতে পারে।

Those who have finance do read

"Indian Finance"

Those who have no finance must read

"Indian Finance"

'INDIAN FINANCE'

116, Lower Circular Road, Calcutta.

অগ্নি, নৌ, দুর্ঘটনা, মোটরযানাদি ও
জীবন সম্পর্কিত
শ্রেষ্ঠ জাতীয় বীমা প্রতিষ্ঠান
হাওড়া ইন্‌সিওরেন্স
কোং লিমিটেড
৩০নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা

আর্থিক ভারত

যে কোন প্রকার বীমার জন্য—
"জীবন", "অগ্নি", "সামুদ্রিক"
"দুর্ঘটনা", "মোটরযানাদি" ইত্যাদি
হাওড়া ইন্‌সিওরেন্স
কোং লিমিটেড
৩০নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা।
ফোন—বড়বাজার ৪৪১

২৪ বর্ষ ১০ম সংখ্যা] কলিকাতা, বুধবার ২৪শ ফাল্গুন, ১৩৪৪ . ৮ই মার্চ, ১৯৩৮ [মূল্য ৫০

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		বাজেট বিশ্লেষণী—পশ্চিমবঙ্গ সরকার	১০৯
ভারত সরকারের বাজেট	১০১	প্রাদেশিক বাজেটসমূহ	১১৪
পশ্চিম বঙ্গের বাজেট	১০১	বাজারের কথা	
বাজেট বিশ্লেষণী—ভারতসরকার	১০৪	নিত্যপ্রয়োজনীয় বাজার	
পাকিস্থান বাজেট	১০৮		

ভারত সরকারের বাজেট

ডাঃ নাথাই চলতি ও আগামী বৎসরের জন্য যে-বাজেট প্রস্তাব ভারতীয় পার্লিমেণ্টে পেশ করিয়াছেন তাহাতে সরকারী মহল ও ধনী ব্যবসায়ীগণ সন্তোষ প্রকাশ করিলেও কংগ্রেসের একাংশ ও জনসাধারণ তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই। কেন্দ্রীয় পরিষদে বাজেটের বিরুদ্ধে যেরূপ তীব্র সমালোচনা হইয়াছে এবং জনসাধারণের নামে বাজেটের মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যাইতেছে তাহাতে ভারতসরকারের শুভার্থীদের মনে যে মানসরূপ প্রশ্ন জাগিবে তাহা একান্তই স্বাভাবিক। পরাধীন ভারতবর্ষে কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা ব্রিটিশ সরকারের বাজেটকে যেভাবে আক্রমণ করিতেন বর্তমান বাজেটের বিরুদ্ধে কংগ্রেসী সদস্যদের সমালোচনাও প্রায় সেই সুরেই গিয়া পৌঁছিয়াছে।

নীতির দিক হইতে দেখিতে গেলে এই বাজেটে কংগ্রেসের অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবগুলি কার্যকরী করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। বাজেটপ্রস্তাবে যতগুলি করভার লাঘব করা হইয়াছে তাহার মধ্যে বেশীর ভাগ ধনী ও ব্যবসায়ীদের স্বার্থানুকূল এবং যেসব নূতন করভার চাপানো হইয়াছে তাহাতে অত্যাবশ্যকীয় দরিদ্র জনসাধারণ আরও নিষ্পিষ্ট হইবে। বাজেটপ্রস্তাব পড়িলে ইহা দিবালোকের মত পরিস্ফুট হইয়া উঠে। ব্যবসায়ীবৃন্দ বা যন্ত্রশিল্পবানদের উপর হইতে যে-সংকিঞ্চিৎ আয়কর লাঘব করা হইয়াছে তাহা নিতান্তই অর্থহীন। কারণ আয়কর হইতে তাহারা সামান্য মুক্ত হইলেও পান, সোডাকার, সুপারি, বস্ত্র, চিনি ইত্যাদির মূল্য বৃদ্ধির ফলে তাহাদের জীবনযাত্রণের ব্যয় আয়কর-হ্রাসের তুলনায় বেশী বৃদ্ধি পাইবে। কংগ্রেসের পক্ষে সরাসরি এইভাবে বিত্তশালীদের উপর বহুনিন্দিত করভার চাপানো বর্তমান বিশৃঙ্খল অবস্থায় যুক্তিযুক্ত কিনা তাহা বিশেষভাবে ভাবিবার বিষয়। নীতির প্রশ্ন ছাড়াও অর্থসচিব যে-উদ্দেশ্য লইয়া এবং যে-অর্থনৈতিক প্রতিবেশ সৃষ্টি করিয়া এই বাজেট রচনা করিয়াছেন এবং জনসাধারণের একাংশের বিরাগভাজন হইবার ঝুঁকি লইয়াছেন তাহা কতখানি সাফল্যমণ্ডিত হইবে তৎসম্পর্কে গভীর সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে। বাজেটের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করিলে আমাদের সন্দেহের কারণ পরিস্ফুট হইবে।

মূল বাজেট অনুসারে চলতি আর্থিক বৎসরে প্রত্যক্ষ করের আদায় অপেক্ষা ৮৫ কোটি টাকা আয় বৃদ্ধি পাইবে, (১৪৫ কোটি টাকার স্থলে ৩৩০ কোটি টাকা।) এবং আগামী বৎসরে রাজস্বের পরিমাণ কিছু হ্রাস পাইয়া ৩০৭ কোটি টাকায় দাঁড়াইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। তবে ডাঃ নাথাই আমাদের আশ্বাস দিয়াছেন যে, স্বাভাবিক রাজস্বের তুলনায় উহা অনেক বেশী। কিন্তু বিভিন্ন খাতে যে-ব্যয়ের হিসাব দেখানো হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, সরকারের এইরূপ আয়বৃদ্ধি সত্ত্বেও রাজকোষের অবস্থাসচ্ছলতা সুদূরপরাহত হয় নাই। চলতি বৎসরে ৮৩ কোটি টাকা আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্যয়ও ৮৪৷৷০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইবে। ফলে ঘাটতি মূল বাজেটে ১ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা হইতে হ্রাস পাইয়া ১ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইবে। আগামী বৎসরে ৩৪০ কোটি টাকা ব্যয় হইবে এবং ১৪ কোটি টাকা ঘাটতি হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে সরকারের ঋণ ও ঘাটতি

করদাতের চেষ্টা সম্পর্কে অর্থসচিব যে আশাবাদী বিবৃতি দিয়াছেন তাহাতে চালুবছরের আয়-ব্যয়ের বর্তমান চিত্র দেখিয়া কেহই যে নিরাশ হইবেন না তাহা বলাই বাহুল্য।

আমরা অবশ্য এরূপ বলিতেছি না যে, আয়ের তুলনায় ব্যয়ের সামান্য বাধিক্য বিশেষ মারাত্মক হইয়াছে। ব্যয়াধিক্যের কারণ ও উহার ফলের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ও উহাদির পক্ষে অনুকূল হইলে সরকারী বাজেটে ঘাটতি অবাঞ্ছনীয় নহে। কিন্তু সরকারের প্রস্তাবে দেখা যায় যে, সরকার ব্যয়সঙ্কোচের চেষ্টা করিতে গিয়া প্রগতিমূলক পরিকল্পনাগুলির অধিকাংশ স্থগিত রাখিয়া ব্যয়-হ্রাস করিয়াছেন। তবুও বাজেটে ঘাটতি রোধ করা সম্ভব হয় নাই। আমরা এবারও অস্বীকার করিব না যে, ভারত-রাষ্ট্রের ও রাষ্ট্রায়ত্তীকরণের যেসব্যাস, কাশ্মীর ভারতরাষ্ট্রের সহিত, দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি রক্ষার সমস্যা—ঐসকল কারণে সরকার কতকগুলি অপ্রত্যাশিত ব্যয় বহন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু সরকার দেশরক্ষা খাতে যে ব্যয়বৃদ্ধির সুপারিশ করিয়াছেন তাহা করিয়া দেশের ক্ষমতা অনুযায়ী হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। তাছাড়া সরকারী মহলে ব্যয়সঙ্কোচের পরিকল্পনা গ্রহণ করিবার এবং অপ্রয়োজনীয় খাতে অযথা ব্যয়বৃদ্ধি কখনও সমর্থন করা হয় নাই। অতএব বলা যায় যে, বিনিয়োগ সংক্রান্ত বহু-বিঘোষিত নীতি অনুযায়ী হইলেও পরিচালক এই মাথাভারী শাসনযন্ত্রকে ছাঁটাইয়া ব্যয়ের কোনই যৌক্তিকতা নাই। তাছাড়া অধিকন্তু ভারতের সরকারের নিকট জনসাধারণের পাওনা বিভিন্ন প্রকারে যাহা পাকিস্তানের অংশ আপাততঃ পরিশোধের কথা ছিল বৎসরে ১০ কোটি টাকা এবং আগামী বৎসরে ১০ কোটি টাকা ধার্য করা সরকারের বর্তমান অবস্থায় সুবিবেচনার কাজ হইয়াছে বলা যায় না। ভারতীয় কোটি প্রত্যর্পণের বিনিময়ে পাকিস্তানের দেয় অংশ হইতে এই টাকা কাটিয়া রাখা যাইত। তাছাড়া আমাদের আয়-ব্যয়ের যে অংশটা মূল খরচের তালিকার অন্তর্ভুক্ত না করিয়া ঋণ ও মূলধনের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা ও চলিত। তাহা হইলে এই বৎসরে সরকারের 'তিজিবাধিক ১৩৷৷ কোটি উদ্বৃত্ত থাকিত এবং আগামী বৎসরের ঘাটতির পরিমাণ হ্রাস পাইয়া ৫ কোটি টাকায় দাঁড়াইত।

কিন্তু ব্যয়বৃদ্ধির জন্য যে ঘাটতি হইবে তাহা পূরণ করার জন্য ডাঃ মাথাই যেসব খাতে আয়বৃদ্ধির প্রস্তাব করিয়াছেন তৎসম্পর্কে যথেষ্ট আরও বেশী কারণ রহিয়াছে। পরোক্ষ করভার সম্পর্কে অর্থসচিব যেসব প্রস্তাব করিয়াছেন তাহাতে নীতিগত প্রশ্নের না গেলেও সরকারের রাজনৈতিক দূরদর্শিতার অভাবই সূচনা করে। তাক জোগানব্যবস্থাকে উন্নত ও দ্রুততর করিবার জন্য সোইকার্ড যানের ব্যবহৃদ্ধি নিতান্ত আপত্তিজনক। ইহার পাশাপাশি রেল ভাড়ের উপর হইতে বাড়তি মাশুল-হ্রাস করা নিতান্তই অযৌক্তিক হইয়াছে। সিল্কি কাপড়ের উপর টাকায় এক আনা হারে এবং নাবারি ও মোটা কাপড়ের উপর প্রতি গজে দুই পয়সা হারে উৎপাদন শুল্ক এবং চিনি ও সুপারির উপর নূতন শুল্ক ধার্য করিয়াছে। ইহার কোনটাতেই যে জনসাধারণ অসন্তুষ্ট না হইয়া পারে তাহা সহজেই অনুমেয়। অন্যদিকে বিলাসোপকরণের উপর করভার বৃদ্ধির এবং প্রোহাইবার কর সম্পর্কে সুচিন্তিত শুল্ক হ্রাসের প্রস্তাবের ফলেও যে বিশেষ কিছু সুফল লাভ হইবে তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। ডাঃ মাথাই তাঁহার বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, সরকার উৎপাদন বৃদ্ধির পথে বাধাবিঘ্ন অপসারিত করিবার জন্য এবং মুদ্রাস্ফীতি নিবারণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এই বাজেট রচনা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার এই দ্বৈত উদ্দেশ্য কতদূর সিদ্ধ হইবে তৎসম্পর্কে আমাদের গভীর সংশয় রহিয়াছে।

প্রথমতঃ ব্যবসায়ীরা অতিরিক্ত সাড়া দিবেন তাহা অনিশ্চিত। সরকার অবশ্য সম্প্রতি হস্তান্তর সম্পর্কিত মুনাফা কর রহিত করিয়া দিয়া এক কোটি টাকা রাজস্ব আয়ের পথ বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। অথচ যুদ্ধ ও মুদ্রাস্ফীতির ফলে ন্যায্য ও অন্যায্য সম্পত্তি হস্তান্তর দ্বারা মালিকগণ ক্রয়-মূল্যের তুলনায় বিমাপরিশোধনে যে অতিরিক্ত মুনাফা লুটিতেছেন রাজকোষ তাহার অংশ যে কেন দাবী করিবেন না, সে প্রশ্ন স্বভাবতই উত্থিত হইবে। আমদানের ব্যাপারে সরকারের পক্ষ হইতে উদার নেতা গেলে এই খাতে আরও বেশী আয় হইতে পারিত। রপ্তানির প্রেরণা বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে সর্বোচ্চ স্তরে অতিরিক্ত করের হার টাকাপ্রতি দুই পয়সা হ্রাস এবং নিম্নস্তরে আয়কর হ্রাসের প্রস্তাব সরকারের পক্ষে সমীচীন হইয়াছে। তবে তাহাতেও ব্যবসায়ীদের সন্তুষ্ট করা সম্ভব হয় নাই। ব্যবসায়ীরা এইরূপ সুবিধা পাইয়াও সন্তুষ্ট হয় নাই। কারণ ব্যবসায়-লাভ কর প্রত্যাহার বা সংশোধনই এখন তাহাদের দাবী। তাহাদের ঐ দাবী না মানিলে তাহারা সরকারের দরিদ্র সহযোগিতা করিতে রাজী নয়। ব্যবসায়ীদের এই মনোভাব সম্পর্কে সরকার সচেতন বলিয়াই এইবার তাহাদের অগ্রগ্রহণের পরিমাণ গতবারের তুলনায় প্রায় অর্ধেক করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ইহাতে একদিকে ব্যবসায়ীদের বিক্ষোভের ফলে যেমন ভারতের শিল্প-বাণিজ্য সম্প্রসারণের পথ কণ্টকিত হইল অন্যদিকে তেমনি সরকারী অগ্রগ্রহণের ক্ষমতা হ্রাসের ফলে বিত্তের উন্নয়ন পরিকল্পনা ও সনাক্ত-সংস্কার-মূলক পরিকল্পনাগুলিও চালু হইবার পথ বন্ধ হইয়া গেল।

মুদ্রাস্ফীতি হ্রাসের সরকারী পরিকল্পনা যে সাফল্যমণ্ডিত হইবে সেই সম্পর্কে বিশেষ আশা পোষণ করা দুরূহ মাত্র। কারণ বিদেশ হইতে প্রতি বৎসর চল্লিশকোটি দুইশত কোটি টাকারও বেশী মূল্যের খাদ্যশস্য আমদানি করিতে হয়। প্রথমতঃ সেকারণেই দেশের অন্যান্য উৎপন্ন দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস করা প্রায় অসম্ভব। কারণ খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির ফলে মজুরদের মজুরী বৃদ্ধি না করিয়া পারা যাইবে না এবং মজুরী বৃদ্ধির ফলে দেশীয় শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্য হ্রাস করা একপ্রকার অসম্ভব হইয়া পড়িবে। আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, কৃষি-ব্যবস্থার উন্নতির খাতে সরকার যে বরাদ্দ করিয়াছেন তাহাতে ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার বর্তমান দুরবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্তন হইবে বলিয়া মনে করিবার হেতু নাই।

সুতরাং সর্বদিক হইতে বিচার করিতে গেলে ডাঃ মাথাইর বাজেট পূর্ববর্তী বাজেটগুলি হইতে বিশেষ কোন ব্যতিক্রম সূচনা করে নাই। বাজেটের আয়-ব্যয়ে সমতা রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে মুদ্রাস্ফীতি রোধ করিবার জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলি স্থগিত রাখা কতদূর দূরদর্শিতার পরিচায়ক তাহা ভবিষ্যৎ ইতিহাসই বলিবে। ডাঃ মাথাই জনসাধারণ ও ব্যবসায়ী উভয়কেই সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহার বাজেটের যে প্রতিক্রিয়া দেখা যাইতেছে, তাহাতে ইহাই পরিস্ফুট যে ব্যবসায়ীরা তেমন সন্তুষ্ট হয় নাই, জনসাধারণ তো ক্ষুব্ধই হইয়াছে।

আয়কর ও অতিরিক্ত আয়করের নূতন হার

আয়কর	টাকা প্রতি হার
আয়	
১,৮০০৲ —	শূন্য
১,৮০০ — ২,৪০০৲	৮ নয়া পয়সা
২,৪০০ — ৩,০০০৲	১ পয়সা
৩,০০০ — ১৫,০০০৲	১২ পয়সা
এর উপরে ১৫,০০০৲ পর্যন্ত আয়ের উপর	৫০ পয়সা

অতিরিক্ত আয়কর	টাকা প্রতি হার
আয়	
১৫,০০০৲ —	শূন্য
২০,০০১ — ৩০,০০০৲	৮ পয়সা
৩০,০০১ — ৪০,০০০৲	১৬ পয়সা
৪০,০০১ — ৫০,০০০৲	২৫ পয়সা
৫০,০০১ — ৬০,০০০৲	৩৫ পয়সা
৬০,০০১ — ৭০,০০০৲	৪৫ পয়সা
৭০,০০১ — ৮০,০০০৲	৫৬ পয়সা
৮০,০০১ — ৯০,০০০৲	৬৭ পয়সা
৯০,০০১ — ১,০০,০০০৲	৭৯ পয়সা
১,০০,০০১ — ১,১০,০০০৲	৯১ পয়সা
১,১০,০০১ — ১,২০,০০০৲	১০৩ পয়সা
এর উপরে মোট আয়ের উপর	১১৫ পয়সা

বাৎসরিক ৩ হাজার টাকা হইতে ৩০ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত আয়ের উপর আয়করের পরিমাণ

আয়	১৯৮৮—৪৯ কর				১৯৪৯—৯০ কর			
	প্রস্তাবিত		অনুপাতিত		চলতি		অনুপাতিত	
টাকা	টাকা	শতকরা অংশ	টাকা	শতকরা অংশ	টাকা	শতকরা অংশ	টাকা	শতকরা অংশ
৩,০০০	...	...	...	...	...	...	...	...
৩,৫০০	৬১	১·৩	৩৫	০·৬	৬১	১·৩	৩৫	০·৬
৪,০০০	১৩১	২·৭	১৩৫	২·৩	৯৫	২·৩	১১১	১·৯
৪,৫০০	১৯১	৩·৯	১৯৩	৩·২	১৯১	৩·৯	১৯৩	৩·২
৫,০০০	২৬০	৫·১	২৬৩	৪·৬	২৬০	৫·১	২৬৩	৪·৬
৫,৫০০	৩৩১	৬·৩	৩৩৯	৫·৯	৩৩১	৬·৩	৩৩৯	৫·৯
৬,০০০	৪০৩	৭·৯	৪১৫	৭·২	৪০৩	৭·৯	৪১৫	৭·২
৬,৫০০	৪৭৯	৯·৪	৪৯৩	৮·৬	৪৭৯	৯·৪	৪৯৩	৮·৬
৭,০০০	৫৫৫	১০·৯	৫৭৩	১০·০	৫৫৫	১০·৯	৫৭৩	১০·০
৭,৫০০	৬৩৩	১২·৪	৬৫৫	১১·৫	৬৩৩	১২·৪	৬৫৫	১১·৫
৮,০০০	৭১৫	১৪·০	৭৪৩	১৩·১	৭১৫	১৪·০	৭৪৩	১৩·১
৮,৫০০	৮০৩	১৫·৮	৮৩৫	১৪·৭	৮০৩	১৫·৮	৮৩৫	১৪·৭
৯,০০০	৮৯৫	১৭·৬	৯২৯	১৬·৩	৮৯৫	১৭·৬	৯২৯	১৬·৩
১০,০০০	১০৩৩	২০·৩	১০৭৩	১৮·৯	১০৩৩	২০·৩	১০৭৩	১৮·৯
১১,০০০	১২০৫	২৩·৭	১২৫৩	২২·১	১২০৫	২৩·৭	১২৫৩	২২·১
১২,০০০	১৩৮১	২৭·১	১৪৩৩	২৫·৩	১৩৮১	২৭·১	১৪৩৩	২৫·৩
১৩,০০০	১৫৭৩	৩০·৯	১৬৩৩	২৮·৮	১৫৭৩	৩০·৯	১৬৩৩	২৮·৮
১৪,০০০	১৭৭৩	৩৪·৮	১৮৩৩	৩২·৪	১৭৭৩	৩৪·৮	১৮৩৩	৩২·৪
১৫,০০০	১৯৭৩	৩৮·৭	২০৩৩	৩৬·০	১৯৭৩	৩৮·৭	২০৩৩	৩৬·০
১৬,০০০	২১৭৩	৪২·৭	২২৩৩	৩৯·৫	২১৭৩	৪২·৭	২২৩৩	৩৯·৫
১৭,০০০	২৩৭৩	৪৬·৬	২৪৩৩	৪৩·১	২৩৭৩	৪৬·৬	২৪৩৩	৪৩·১
১৮,০০০	২৫৭৩	৫০·৫	২৬৩৩	৪৬·৭	২৫৭৩	৫০·৫	২৬৩৩	৪৬·৭
১৯,০০০	২৭৭৩	৫৪·৫	২৮৩৩	৫০·২	২৭৭৩	৫৪·৫	২৮৩৩	৫০·২
২০,০০০	২৯৭৩	৫৮·৪	৩০৩৩	৫৩·৮	২৯৭৩	৫৮·৪	৩০৩৩	৫৩·৮
২১,০০০	৩১৭৩	৬২·৪	৩২৩৩	৫৭·৪	৩১৭৩	৬২·৪	৩২৩৩	৫৭·৪
২২,০০০	৩৩৭৩	৬৬·৩	৩৪৩৩	৬০·৯	৩৩৭৩	৬৬·৩	৩৪৩৩	৬০·৯
২৩,০০০	৩৫৭৩	৭০·১	৩৬৩৩	৬৪·৪	৩৫৭৩	৭০·১	৩৬৩৩	৬৪·৪
২৪,০০০	৩৭৭৩	৭৩·৯	৩৮৩৩	৬৮·০	৩৭৭৩	৭৩·৯	৩৮৩৩	৬৮·০
২৫,০০০	৩৯৭৩	৭৭·৭	৪০৩৩	৭১·৫	৩৯৭৩	৭৭·৭	৪০৩৩	৭১·৫
২৬,০০০	৪১৭৩	৮১·৬	৪২৩৩	৭৫·১	৪১৭৩	৮১·৬	৪২৩৩	৭৫·১
২৭,০০০	৪৩৭৩	৮৫·৪	৪৪৩৩	৭৮·৭	৪৩৭৩	৮৫·৪	৪৪৩৩	৭৮·৭
২৮,০০০	৪৫৭৩	৮৯·৩	৪৬৩৩	৮২·৩	৪৫৭৩	৮৯·৩	৪৬৩৩	৮২·৩
২৯,০০০	৪৭৭৩	৯৩·১	৪৮৩৩	৮৫·৮	৪৭৭৩	৯৩·১	৪৮৩৩	৮৫·৮
৩০,০০০	৪৯৭৩	৯৭·০	৫০৩৩	৮৯·৪	৪৯৭৩	৯৭·০	৫০৩৩	৮৯·৪

পশ্চিমবঙ্গের বাজেট

১৯৪৮—৪৯ সালের চলতি বৎসরের সংশোধিত এবং ১৯৪৯—৫০ সালের আগামী বৎসরের জন্য অদ্যকার বাজেটপ্রস্তাবে পশ্চিমবঙ্গের অর্থসচিব শ্রীযুক্ত বসিলনীরঞ্জন সরকার পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে উপস্থাপিত করিয়াছেন এবং এতৎসম্পর্কে আইনসভায় আলোচনাও সমাপ্ত হইয়াছে। এই বাজেটপ্রস্তাবে দেখা যায় যে, চলতি বৎসরের ঘাটতি পূরণ দেখানো ৭৭ লক্ষ টাকা হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছিল সংশোধিত হিসাবে উহার পরিমাণ এখন ২৩ লক্ষ টাকা হইবে বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে। চলতি বৎসরে ঘাটতির এই পরিমাণ-হ্রাস অর্থসচিবের কৃতিত্বের পরিচায়ক হইলেও আগামী বৎসর প্রায় ১ কোটি ১১ লক্ষ টাকা ঘাটতি হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। চলতি বৎসরের ঘাটতির আলোচনাপ্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, এই বৎসর উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার খাতে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে ৬ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা সাহায্য পাইবার কথা ছিল। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে, প্রতিশ্রুত এই সাহায্যের মধ্যে মাত্র ১ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা পশ্চিমবঙ্গকে দেওয়া হইয়াছে এবং চলতি বৎসরে এতদধিক অর্থ কোন সাহায্য দেওয়া হইবে না বলিয়া কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গকে জানাইয়া দিয়াছেন। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ব্যয়-ক্ষমতা চলতি বৎসরে প্রায় ৪ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা হ্রাস পায় এবং ইহার ফলে উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার খাতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে যথাযথভাবে প্রায় ৩ কোটি টাকার ব্যয়সঙ্কোচ করিতে হয়। অথচ এইরূপ হ্রাস পাইবার সাথে সাথে আবার নূতন নূতন খাতে ব্যয় বৃদ্ধি পায়। অধিকন্তু বন্যের ব্যয় পরিশোধ বাবদ চলতি বৎসরের সংশোধিত হিসাবে ১ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। এই বরাদ্দ চলতি বৎসরের প্রাথমিক হিসাবের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল না। তাহাড়া অসামরিক সরবরাহ বিভাগে পশ্চিমবঙ্গকে এই বৎসর প্রায় ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকার ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছে। এই সকল জরুরী ব্যয়বরাদ্দকল্পে দেখা না দিলে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের মঞ্জুরী সাহায্যের পরিমাণ হ্রাসপ্রাপ্ত না হইলে চলতি বৎসরে পশ্চিমবঙ্গের বাজেটে ঘাটতি সৃষ্টি হইত না বলিয়াই মনে হয়।

আগামী বৎসরে এইরূপ কোন জরুরী ব্যয়বরাদ্দকল্পে না থাকিলেও উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার খাতে অধিক ব্যয়বরাদ্দ হওয়াতে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য বর্দ্ধিত না হইবার ফলে রাজস্ব ১ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা বর্দ্ধিত হইবার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও আগামী বৎসর ১ কোটি লক্ষ টাকার ঘাটতি অনুমিত হইয়াছে। চলতি বৎসরের সংশোধিত হিসাবের তুলনায় আগামী বৎসরে অধিক বরাদ্দ হইয়াছে উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার খাতে ১ কোটি ৫০ লক্ষ, অধিক খাদ্য-উৎপাদন খাতে ৩৫ লক্ষ, অন্যান্য নূতন পরিকল্পনা খাতে ৮৩ লক্ষ, শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধির খাতে ৭ লক্ষ ৫০ হাজার, শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের জন্য ২ লক্ষ, বনিয়াদীশিক্ষা এবং খাতে ৮ লক্ষ ২৫ হাজার, পল্লী-চিকিৎসালয় ও ধাত্রী কেন্দ্র খাতে ৫০ লক্ষ, আয়ুর্বেদিক হাসপাতালের জন্য ১ লক্ষ ৫০ হাজার, মেডিক্যাল কলেজের জন্য ৪ লক্ষ এবং সার ইত্যাদির উৎপাদন খাতে

৯ লক্ষ টাকা। উচ্চতর মাধ্যমিক, কুষ্ঠরোগ প্রতিষেধক, বিভিন্ন ঔষধালয়ের কর্মচারীদের জন্য, পল্লীরক্ষী বাহিনী এবং জাতীয়করণশিক্ষক বাহিনী খাতের জন্য অধিক ব্যয়বরাদ্দ করা হইয়াছে। চলতি বৎসরের সংশোধিত হিসাবের তুলনায় দেখা যায় যে, আগামী বৎসরের ব্যয় বিভিন্ন উপকূল ও মোহনা অঞ্চলে নৎস্য শিকারের খাতে ৯ লক্ষ, শিকারার বাজারে সরাসরি মাছ আনিবার জন্য নৌকাবোটের খাতে ৬ লক্ষ ২০ হাজার, নদীহীন জেলাসমূহে পুষ্করিণীতে নৎস্যচাষের জন্য ১ লক্ষ ৯ হাজার, নূতন নির্মাণের জন্য জেটীর তালিকা প্রণয়নখাতে ২৭ লক্ষ, লিপবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধিকল্পে ১১ লক্ষ, মালি-এর জমিগ্রহণের জন্য লক্ষ, কলিকাতা মেডিক্যাল ইনষ্টিটিউটের জন্য ১ লক্ষ ৫০ হাজার, জগদ্দিয়া সেতুর পুনর্নির্মাণ খাতে ২ লক্ষ, স্বেচ্ছাবাহিনীর শিক্ষার বন্দুকের জন্য ১ লক্ষ, স্বেচ্ছাবাহিনী সংগঠনের খাতে ১ লক্ষ, ক্যাডেট খাতে ১ লক্ষ, জাতীয় ছেত্রীবাহিনী খাতে ১ লক্ষ এবং জাতীয় সেবিকাবাহিনী খাতে ৭ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা। এতদ্ভিন্ন ঋণের সাহায্যে অর্থ গ্রহণ করিয়া নিম্নোক্ত খাতে যে ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে চলতি বৎসরের তুলনায় তাহা প্রত্যেকটিই অধিক। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, আগামী বৎসরে বৃহৎ বন্দর হইবার নদী-বাঁধ পরিকল্পনার খাতে ১ কোটি ৫ লক্ষ টাকা, বাঁকড়া পানীয় অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য ১ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা, গ্রামাঞ্চলে রাস্তাসমূহের মেরামতির জন্য ৪১ লক্ষ টাকা, বাসস্থানের জন্য কোটি ১৭ লক্ষ টাকা এবং সরকারী যানবাহনের জন্য ৭১ লক্ষ টাকা।

বলা বাহুল্য যে, উপরিউক্ত ব্যয় পরিকল্পনাগুলির মধ্যে সমাজ সাধনের প্রকাশ খুব কমই আছে। অবশ্য বিভাগীয় পরিচালনার বাহুল্য বাড়াইয়া জনকল্যাণের জন্য অধিক অর্থ নিয়োগ করিবার এখনও অনেক যোগ আছে। কিন্তু অর্থনৈতিক পরিবর্তিত অবস্থার উপযোগীরূপে হিসাবের ছোট বাজেটকাঠামো বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, উক্তরূপ চালনেও বৈষম্য দূর হইবে না। বিশেষক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ ভারতের অন্যান্য অপেক্ষা উন্নত প্রদেশ এবং বিভক্তির ফলে অধিকতর ঘাটতির বাংলার কৃষি-শিল্প পশ্চিমবঙ্গের সীমানার বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। এই অভাব দূর করিয়া পশ্চিমবঙ্গকে পূরণ করিতে হইলে কৃষির উন্নয়নকল্পে পশ্চিমবঙ্গকে ভারতকেই অধিকতর ব্যয়বরাদ্দ করিতে হইবে। আবার বিশেষতঃ স্বাধীনতার পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য অধিকতর যোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা দরকার। কিন্তু ব্যয় করিতে হইলেই আয়ের দরকার। পশ্চিমবঙ্গের আয় বৃদ্ধির ক্ষেত্র আজ একান্তই সীমাবদ্ধ। বিভক্তির ফলে ভূমিরাজস্ব আজ সম্ভবিক হ্রাস পাইয়াছে এবং আবগারী শুল্কের উপর অধিক নির্ভরশীলতা করা নীতির দিক হইতে সঙ্গত নহে। এবস্তাবস্থায় বাধ্য হইয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার কৃষি-আয়কর ও বিক্রয়কর বর্ধিত করিবার যে-প্রয়াস পাইয়াছেন তাহা নিতান্তই স্বাভাবিক। কিন্তু ইহাতে আইনসভায় তীব্র সমালোচনার সৃষ্টি হইয়াছে।

ঘাটতি পূরণের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিক্রয়কর বৃদ্ধির এই প্রস্তাবকে আমরাও সমর্থন করিনা। কিন্তু তাই বলিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাজস্বের আর্থিক অসুবিধার কথাও বিস্মৃত হইতে পারি না। প্রদেশে স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তিত হইবার পর বাধ্যতামূলক জাতি গঠনমূলক কার্যের দায়িত্ব হইয়াছে প্রাদেশিক সরকারের। অথচ এইজন্য আবশ্যক ব্যয়ভার বহন করিবার জন্যও প্রাদেশিক সরকারগুলিকে দেওয়া হয় নাই। একমাত্র বিক্রয়কর ব্যতীত আর কোন প্রসারশীল রাজস্বভার আজ প্রাদেশিক সরকারগুলির হাতে নাই। পশ্চিমবঙ্গের দৃষ্টান্তে বিচার করিতে গেলে সর্বপ্রথমেই চোখে পড়ে যে, পশ্চিম বঙ্গের প্রধান দুইটি রাজস্ব কেন্দ্রীয় সরকার আত্মসাৎ করিয়া বসিয়া আছেন। এই রাজস্ব দুইটি হইল আয়কর ও পাট-রপ্তানি কর। অবশ্য যুক্তরাষ্ট্রীয় অর্থনীতির বিধানানুসারে এই রাজস্ব কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনেই থাকিবার কথা। কিন্তু এই রাজস্বের কিছু অংশ প্রদেশগুলিকেও না দিলে প্রদেশগুলির পক্ষে তাহাদের আয়-ব্যয়ের সমতা রক্ষা করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। ইহা বিবেচনা করিয়াই বহুকাল পূর্বে আয়কর এবং পাট ও তুলা রপ্তানী করে প্রদেশসমূহের দাবী স্বীকৃত হয়। ইহার মধ্যে বাঙ্গলার প্রাপ্য আয়করে প্রদেশসমূহের মধ্যে বণ্টিতব্য রাজস্বের শতকরা ২০ টাকা এবং পাট রপ্তানি করের শতকরা ৬৬।০ নির্ধারিত হয়। ইহাতে বাঙ্গলাদেশ আয়করে অংশীদারীর খাতে প্রায় ৬ কোটি এবং পাটরপ্তানি করের অংশীদারীর খাতে ২ কোটি ১১ লক্ষ টাকা রাজস্ব পাইত। এখন বন্ধ ব্যবচ্ছেদের পরে আয়করে পশ্চিমবঙ্গের প্রাপ্য প্রদেশসমূহের মধ্যে বণ্টিতব্য আয়কর-রাজস্বের শতকরা ১২ টাকা নির্দিষ্ট হইয়াছে এবং পাটরপ্তানি করের রাজস্বেও প্রদেশসমূহের প্রাপ্য শতকরা ৬৬।০ আয় হইতে শতকরা ২০ টাকাতে হ্রাস করা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় রাজস্বে অংশীদারীর এই অবিধানের ফলে বর্তমানে পশ্চিম বঙ্গের আয় হইতেছে আয়কর খাতে ৩ কোটি০ লক্ষ টাকা এবং পাট-রপ্তানি করের খাতে ৪০ লক্ষ টাকা মাত্র।

এইরূপে পশ্চিমবঙ্গ একদিকে যেমন কেন্দ্রীয় রাজস্বে তাহার ন্যায্য প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, তেমনি অন্যদিকে আবার কেন্দ্রীয় সাহায্যের পরিমাণ প্রায় দুই তৃতীয়াংশ হ্রাস করা হইয়াছে। সুতরাং পশ্চিম বঙ্গের বাজেটকে আয়াত্তন করিতে হইলে আজ আবশ্যক কেন্দ্রীয় রাজস্বে পশ্চিমবঙ্গের প্রাপ্য সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা, অন্যথায় কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রতিবৎসর পশ্চিমবঙ্গকে ২ কোটি টাকা করিয়া অর্থ-সাহায্য প্রদানের দাবির গ্রহণ। পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিকে রক্ষা করিবার আজ উহাছাড়া আর পথ নাই। অথচ পরিতাপের বিষয় এই যে, পশ্চিম বঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে মন্ত্রীমণ্ডল বাজেটের সমালোচনাকালে এই মৌলিক সমস্যার উল্লেখমাত্রও করিলেন না।

আয়-ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত হিসাব

পশ্চিমবঙ্গসরকার বাজেটে চলতি বৎসরে ১৩ লক্ষ টাকা এবং আগামী বৎসরে (১৯৫৯-৬০ সনে) ১ কোটি ১১ লক্ষ টাকা ঘাটতি অনুমিত হইয়াছে। বাজেটের সংক্ষিপ্ত বিবরণ —

১৫ টাকায় বিভাগে

আয়—

	বাজেট (১৯৫৮-৫৯)	সংশোধিত বাজেট (১৯৫৮-৫৯)	বাজেট (১৯৫৯-৬০)
রাজস্বখাতে অনুদান	২৫,৪১২	৩৬,০০৫	৩৬,৭৩০
রাজস্বখাতে আদায়	৩১,১৮,৪২	৩০,৪৮,৭৩	৩১,৬৩,০৪
আয়কর ও কর	৭৪,৮৩,৩৩	৮৭,১১,০১	১০,৩৮,৭৭৭
	১০,৩৫,১৩	১২,১০,৯৩১	১৪,৩৩,৩১০

ব্যয়—

রাজস্বখাতে খরচ	৩১,২৬,৫৫	৩৬,৯১,২১	৩২,৯৩,২৪
এককালীন ব্যয়	৫৯,৭০০	৪০,১৫৫	১৩,১,৬১৬
আয়কর ও কর	৬৬,৫০,৭৩	৮৪,৪১,২১	৯১,৯,৩৩৪
মূলধনে অনুদান	১,৪৯৯	৩৬,৫৩৩	১৩,১৮৫
	১১,৬৫,১১৩	১৪,১০,৯৯১	১৩৯৩,৫৯০

উদ্বৃত্ত (+)
ঘাটতি (−)

(ক) রাজস্ব খাতে — ১,১১৩
(খ) রাজস্ব বহির্ভূত খাতে — ১০,১৮০
(গ) খাতাদিতে অনুদান অবশিষ্ট — ১৭৩৩

বিবিধ উন্নয়ন পরিকল্পনা

চলতি বৎসরের সংশোধিত বরাদ্দ এবং আগামী বৎসরের বাজেটে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থসচিব যে-সকল উন্নয়ন পরিকল্পনার ব্যবস্থা করিয়াছেন বিবৃতি তাহার একটি তালিকা দেওয়া হইল :—

খাত	১৯৫৮-৫৯ সালের সংশোধিত বরাদ্দ	১৯৫৯-৬০ সালের বাজেট
(১) উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ	৬৩১ লক্ষ টাকা	৯৮১ লক্ষ টাকা
(২) "অধিক খাদ্য উৎপাদন" পরিকল্পনা (সেচ, কৃষি ও বনজ চাষ)		
(৩) অন্যান্য নূতন পরিকল্পনা		
অপেক্ষাকৃত উল্লেখযোগ্য পরিকল্পনা :—		
(১) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি	৩১।০ "	
শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের পুনর্গঠন	৭ "	
প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষা	১৪০ "	
বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রবর্তন	৩১/৪"	
পল্লী চিকিৎসালয়ের সংখ্যাবৃদ্ধি ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা		
অতিরিক্ত সরকারী হাসপাতালসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ		
বর্তমান হাসপাতালসমূহের উন্নতিসাধন (চিত্তরঞ্জন সেবাসদন আর, জি, কর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালের এবং বিভিন্ন সরকারী হাসপাতালের উন্নতি সাধনের জন্য অর্থসাহায্য)	১৭	
উটকামান্দ যক্ষ্মা হাসপাতালে অতিরিক্ত বেড		
কলিকাতার ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুলের ছাত্রদের হোস্টেল এবং অতিরিক্ত ১০০ বেডের ব্যবস্থা		
আঞ্চলিক হাসপাতাল		
মেন্টাল হোমসমূহে বেড		
পল্লী অঞ্চলে জল সরবরাহ		
মিউনিসিপ্যালিটি এলাকাসমূহে জলসরবরাহ ও জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা		
রবিশস্যের মোসমিবাদি সম্পর্কে তেজপুর আনন্দবাজার ও প্রজনন ক্ষেত্র স্থাপন		
[illegible] ইন্ডিয়া (ICAR) স্কীমের অন্তর্ভুক্ত করা		
বাঁকি বিদ্যুৎ উৎপাদন		
কলিকাতায় ও চতুষ্পার্শ্ব অঞ্চলসমূহে অতিরিক্তপরিমাণ বৈদ্যুতিক শক্তি		
(২) কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধি পরিকল্পনা—		
সার (খইল, হাড়ের গুঁড়া ও রাসায়নিক সার) বণ্টন		
কৃষি-ব্যবহারিক নির্মাণের জন্য ঋণ ব্যবস্থা		
লোহা ও ইস্পাত বণ্টন		
প্রয়োজনীয় তারের নীচ বণ্টন		
বিশেষ সংরক্ষিত জঙ্গল পরিকল্পনা		
বনাঞ্চলসমূহের মোহনা ও উপযুক্ত অঞ্চলসমূহ হইতে কলিকাতার বাজারে সরাসরি		
আমদানির উদ্দেশ্যে বঙ্গোপসাগরীয় মৎস্য ধরিবার ব্যবস্থা		
মৎস্য ক্ষেত্রের ব্যবস্থা		
মধ্যবর্তী জেলাসমূহে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা		
চায়ের উন্নতিসাধন		
(৩) অন্যান্য নূতন পরিকল্পনা :—		
পশ্চিমবঙ্গ বাঁধ পরিকল্পনা সম্পর্কে তদন্ত		
নূতন শাসনতন্ত্রের জন্য ভোটার তালিকা প্রস্তুত		
জেলা পুলিসের জন্য তৃতীয় বাস		
পুলিসবাহিনী		
বেসরকারী চাষোপযোগী বিদ্যুৎসরবরাহ		
কৃষি অতিরিক্ত অর্থ সাহায্য		
সাধুর শিকার প্রথা		
সেচ ও সমবায় বিভাগ ইন্ডিয়া সম্পাদনের প্রাদেশিক সরকারের পরিচালনাধীনে আনয়ন		
কলিকাতা জনপিটাল বাসের ইনসিওরেন্সের ভার বহন		
কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ ও কালকাটা স্কুলের ছাত্রদের জন্য অর্থ সাহায্য		
মেয়ে প্রতিযোগিতা পরিকল্পনা		
মেদনীপুরের সেতুর পুনর্নির্মাণ সম্পর্কে অর্থ সাহায্য		
শিল্পোন্নতির প্রাথমিক কর্ম ও উদ্যমের পরিচালকবর্গকে সাহায্য		
পল্লীরক্ষীবাহিনী—ট্রেনিং ব্যবস্থা		
পল্লীরক্ষীবাহিনী—জেলা সংগঠন		
স্থায়ী তদন্তীকরণ		
আঞ্চলিক স্বেচ্ছাবাহিনী		
ক্যালকাল ক্যাডেট কোর	১৪০ "	
বিভাগীয় পরিকল্পনাসমূহের জন্য জল ব্যবস্থা :—		
সেচের বাঁধ পরিকল্পনা	২১	৩৪০
মধুবন্তী পরিকল্পনা	৪১	৭৫
গ্রামোন্নতিক রাস্তাসমূহের উন্নতিসাধন	১৩৯ "	২৪০
আউলাদাড় এলাকা উন্নয়ন পরিকল্পনা	—	১৩৮
মধ্যবিত্তদের গৃহনির্মাণ	১৮৩/৪"	১১
সরকারী ভবনসমূহের ব্যবস্থা	৪ "	৭৯

বাজেটে পুনর্গঠন ও সাহায্যের জন্য নিম্নোক্তরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে—

আবগারী শুল্কের হিস্যা হইতে প্রায় সমস্ত টাকা লওয়া হইবে	২২১ লক্ষ	৪১৮ লক্ষ
মূল নির্মাণ	৪১	১১০ "
ঋণ ও অগ্রিম টাকা বাদ	১৯৩	৪৯৩ "

বাজেট বিশ্লেষণী—ভারতসরকার

গত ১৮-৪ ফেব্রুয়ারী ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদে আগামী ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের জন্য কেন্দ্রীয়সরকারের বিতীয় বাজেট পেশ করা হয়েছে।

যুদ্ধাকীর্তি রোধ করাই এবার বাজেটের প্রধান লক্ষ্য। সেই উদ্দেশ্যে যে সকল পন্থা অবলম্বন করা হইয়াছে অর্থসচিব তাহা বর্ণনা করেন।

দেশের বর্তমান পরিস্থিতি এখনও উদ্বেগজনক। গত বৎসর বিদেশ হইতে ৪০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য আমদানী করিতে হয়।

বৈদেশিক বাণিজ্যের লেনদেনে ভারতবর্ষের বরাবর একটা ঘাটতি চলে। কিন্তু যুদ্ধে কাবেলী অঞ্চলের বিভিন্ন বাণিজ্যের উদ্বৃত্তের পরিমাণ সন্তোষজনক হয়। অবশ্য ঐ টাকা হইতেই অন্যান্য আমদানী বিনিময় হয়। চলতি বৎসরে ঘাটতির পরিমাণ এবার ১ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা হইবে বলিয়া মনে হইতেছে। গতবারে উহা ৭ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছিল।

বাজেটের মুখবন্ধ

চলতি ও আগামী বৎসরের আনুমানিক হিসাব পেশ করা হইয়াছে। চলতি বৎসরে ১৮৫ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে দেশরক্ষা খাতে মূলধন বিনিয়োগ বাবদ এই বৎসর ৯ কোটি ১১ লক্ষ টাকা এবং আগামী বৎসর ৪ কোটি টাকা ব্যয় হইবে।

বন্যাপীড়িতদের সাহায্য ও পুনর্বসতি বাবদ আগামী বৎসরের বাজেটে ১ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা ধার্য করা হইয়াছে। চলতি বৎসরের বাজেটে ৩ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া সংশোধিত বাজেটে ধরা হইয়াছে। চলতি বৎসরের বাজেটে সাহায্য ও পুনর্বসতি বাবদ ১০ কোটি ৪ লক্ষ টাকা ধার্য করা হইয়াছিল। সেই স্থলে উহা বাড়িয়া ১৯ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইবে। ১৯৪৩-৪৪ সালে ব্যয় কৃষি বাবদ সাহায্য বাবদ ৩১ কোটি ৯১ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে। এই বৎসরে ব্যয় হইবে ৩১ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা।

আগামী বৎসরের বাজেটে উন্নয়ন কার্যাদির জন্য প্রচুর অর্থ বরাদ্দ করা হইয়াছে। অত্যাবশ্যক ও উৎপাদনমূলক ব্যয়ভার পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার সুব্যবস্থা ও অন্যান্য থাকিবে।

বাজার হইতে ঋণ গ্রহণ বাবদ আগামী বৎসরে ৮৪ কোটি টাকা পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি

অতঃপর অর্থসচিব সর্বপ্রথম যুদ্ধের এবং বিদেশের আর্থিক অবস্থা পর্যালোচনা করেন। বিতীয় রণাঙ্গনের অবতারণার পর এই চতুর্থ বৎসর চলিতেছে। যে-আভাবিক অবস্থায় উৎপাদনের প্রসার এবং ব্যবসায়ের রীতি নিয়ন্ত্রণ করা হইত তাহা আজও বহু দূরে বলিলেই হয়। পৃথিবীর এক বৃহৎ অংশে বিধ্বংসনা বর্তমান, এবং বৃহত্তর অংশের কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। বিশ্বে যুদ্ধের সময় নিয়ন্ত্রিতরূপে একযোগে লড়াই করিবার জন্য আজ দুইটি বিরুদ্ধদল বিশ্বকে বিভক্ত করিয়া দাঁড়াইয়াছে। পৃথিবীতে অস্বাভাবিক অবস্থার ইহা একটী প্রধান নিদর্শন। বলিবার পরিধি, ইহার ও ইটালীর পুরাতন, পাশ্চাত্যের সভ্যতা, রুষদেশের ঐশ্বর্যবোধ, ইংলণ্ডেশ্বরীর সদস্যাধিকারের উপর ওলন্দাজদের অকাতর অকাতর প্রভৃতি বস্তুতন্ত্র আধিক পুনর্গঠনের পক্ষে অন্তরায় অরূপে।

দেশের অবস্থা

ভারত সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, আলোচ্যবর্ষে মুদ্রাস্ফীতিকে আয়ত্তের মধ্যে রাখাই ছিল সকল চেষ্টার কেন্দ্রীভূত। ১৯৭১ সালে আশাতীত ফসল ফলায় মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধি পাইয়াছে। বৎসরের গোড়াতে পাইকারী মূল্যের হার ২২০.৫ ছিল। শেষের দিকে ৩১৪.৪ দাঁড়াইয়াছিল। ১৯৭৮ সালে উহা আরও বাড়িয়া ৩৯০.১ দাঁড়ায়। অবশ্য ইহার পরে মূল্যবৃদ্ধি কিছুটা কমিয়াছে এবং সরকারের কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করায় ফলে উহা মোটামুটি একরকমই আছে।

বৈদেশিক বাণিজ্য

বিদেশ হইতে আমদানী সম্বন্ধে অসুবিধা এখনও অনেক লক্ষ্যণীয়। গত বৎসরে ভারতের রপ্তানীকারবার তেমন খারাপ হয় নাই। ফলে পূর্বাপেক্ষা ১১০ কোটি টাকা মূল্যের ৯০ কোটি টন মালপত্রের পরিবর্তে ১৩০ কোটি টাকা মূল্যের ২৮ কোটি টন মালপত্র আমদানী করা হয়। বিদ্যুৎ ও যুদ্ধপ্রয়োজনে লবণ, রেলগাইতে লক্কাগাছ, তুলাবীজ, সৌরাষ্ট্র, রাজস্থান ও অন্যান্য অঞ্চলে ফসলের জমিতে আমদানী অনেকের হাত সহজে বিদেশ হইতে আনিতে হইবে বলিয়া আশঙ্কা আছে। বিদেশ হইতে আমদানীর পরিমাণ বৎসরে ৩০ লক্ষ টন হইতে পারে।

উৎপাদন পরিস্থিতি

যুদ্ধের সময়কার সর্বোচ্চ উৎপাদনের পরিমাণ পূর্বনির্দিষ্ট সীমায় পৌঁছিতে না পারিলেও দেখে অন্যান্য দ্রব্যের উৎপাদন সন্তোষজনক বলিয়া উৎপাদনক্ষম হইয়াছে। গত বৎসর কয়লা উৎপাদন হইয়াছে ৩ কোটি ১১ লক্ষ ৩০ হাজার টন, ইস্পাত তৈয়ারী হইয়াছে ৮৭৫,০০০ টন। ইহা আগেকার দুই বৎসরের উৎপাদন পরিমাণের চাইতে অতি সামান্য কম। অন্যদিকে মূল্যের পরিমাণে ৪ কোটি ১৩ লক্ষ মণ হইতে ৪ কোটি ১৩ লক্ষ মণে দাঁড়াইয়াছে। সুতা তৈয়ার ১৩১ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড হইতে ১৪৪ কোটি ২০ লক্ষ পাউণ্ড, বস্ত্র ৩৯১ কোটি ৮০ লক্ষ গজ হইতে ৪৩৩ কোটি ৮০ লক্ষ গজ, চিনির মোট বস্তু ৮ কোটি ৪০ লক্ষ বস্তু হইতে ১১ কোটি ৪০ লক্ষ বস্তু, সাইকেল ৪ কোটি ৮৩ লক্ষ বর্তমান হইতে ৩ কোটি ৮৬ লক্ষ ৩০ হাজার বর্তমান, এবং লাকার ৮০ হাজার টন হইতে ১ লক্ষ ১০ হাজার টনে উঠিয়াছে।

যানবাহন

শ্রীযুক্ত আম্বাই বলেন, রেলওয়ে যানবাহনের উন্নতি করিবার নিমিত্ত যথেষ্ট পরিমাণে অর্থ বরাদ্দ করা হইয়াছে, এবং আগামী নিয়ন্ত্রণ বিধিমুক্ত করায় বিদেশ হইতে বহুল পরিমাণে ট্রেনযানাদি আমদানী করা সম্ভব হইয়াছে। ঘণ্টাউপরিস্থ শ্রমিক বিক্ষোভের ফলে যুদ্ধের কাজে উৎপাদনের বিশেষ সহায়তা হইয়াছে। তিনি বলেন যে, উৎপাদনব্যাপারে বর্তমান অসুবিধা দূরীভূত করা সম্ভব হইলে শুধু যে মূল্যমানের উর্ধ্বগতিই রোধ করা যাইবে তাহা নহে, উহা হ্রাস পাইবারও সম্ভাবনা আছে। আলোচ্য বৎসরে মূলধনের বাজারের অতুল অবস্থা সরকারের অত্যন্ত উদ্বেগের কারণ হইয়াছে। ইহার মূলে ছিল নিরাপত্তার অভাবে সঞ্চয়ে অনিচ্ছা।

ঘাটতি-আলিকায়

অঃ আম্বাই বলেন যে, এদেশে ভারতোৎপাদনকারী ও ব্যবসায়ীগণের দ্রব্যের বিশেষ চাহিদা থাকায় আরও বহু নূতন নিম্নে বেসরকারী প্রচেষ্টার যথেষ্ট সুযোগ থাকিবে। ভারতবর্ষে শিল্পপ্রতিষ্ঠার ব্যাপারে যাহারা মূলধন বিনিয়োগ করিবেন তাহাদিগকে পৃথিবীর অন্য যে কোন দেশের শিল্পপতি বা অর্থবিনিয়োগকারীদের তুলনায় বেশী ঝুঁকি লইতে হইবে এরূপ মনে করিবারও কোন কারণ নাই।

মুদ্রাকীর্তি

মুদ্রাকীর্তির বিরুদ্ধে অভিযানের উল্লেখ করিয়া বাজেটে অর্থসচিব সরকার কর্তৃক যে সকল বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে তাহার একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা পরিষদের সম্মুখে উপস্থাপিত করেন। তিনি

মনে হয় যে, সরকারের মন, চামড়া, কোকো মাখন, রেশম এবং তুলির রেশম এই কয়টি বিদেশ হইতে আমদানির উপর অতিরিক্ত কর এবং মিহি কাপড়ের উপর উৎপাদন কর বসান অবিবেচনা প্রসূত। হিসাবের উপর ভিত্তি করিয়া পুঁজির অতিরিক্ত আয়কর নির্ধারণ করিবার ক্ষমতাও সরকার নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। ১৯৫৩ সালে প্রবর্তিত আয়করের আয়তনের উপর কড়াকড়ির সহিত পুনরায় চালু করা হইয়াছে এবং অনুমোদিত উদ্দেশ্য ভিন্ন অতিরিক্ত মুনাফা কর ফেরৎ দিবার ব্যবস্থাকরণ আরও তিন বৎসরের জন্য মুলতবি করা হইয়াছে। সাধারণ কোম্পানীগুলি কর্তৃক সাধারণ শেয়ারের মারফৎ বাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। বিদেশে পাঠাইবার উদ্দেশ্যে সম্পদের উপরে বসানীয় ৭ পার্সেন্ট হারের অন্যান্য প্রকার কাঁচা মালের উপর ধার্য আমদানি শুল্ক হ্রাস করা হইয়াছে। তুলাজাত সুতার উপর হইতে আমদানি শুল্ক একেবারেই উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

সাধের সঙ্গে অতিরিক্তভাবেই কোনরূপ পরিবর্তন করিবার সিদ্ধান্ত না করিয়াই এই বাজেট সৃষ্টি করা হইয়াছে।

মূল্য সোধের পর উদ্বৃত্ত অর্থ

ভারতের পরিকল্পনা আর্থিক পরিস্থিতির উপর করিয়া অর্থমন্ত্রি মনে হয় যে, ভারতের বিদেশী মালের বিরুদ্ধে অধিক উদ্বৃত্ত ইলিএর পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে। ১৯৪৪-৫৬ সালের শেষভাগে উহার পরিমাণ সন্তোষজনক অধিক ছিল। ঐ সময়কার ১,৭০৩ কোটি টাকা হ্রাস পাইয়া ১৯৫৬-৫৭ সালে ১,৬১৯ কোটি এবং ১৯৫৭-৫৮ সালে ১,৫৯৪ কোটি টাকায় আসিয়া দাঁড়ায়। বর্তমান বৎসরের প্রথম ১০ মাসে উহা অবশ্য ৭৭৯ কোটি টাকা হ্রাস পায়। যত মূলাই হোক আমদানি চুক্তি অনুসারে ইলিং পাওনা শোধ এবং ঋণের সেবা বাবদ বৈদেশিক সরকার কর্তৃক দেশকোষ উদ্দেশ্যে ব্যবহার জন্য সংগৃহীত আমদানি শুল্ক ও কেন্দ্রীয় উৎপাদন শুল্ক বাবদ আয় হইতে মিটানো সম্ভব হইবে। অর্থমন্ত্রি অবশ্যই মনে করেন যে, এই বাবদ অতিরিক্ত ব্যয় করিয়া যেসব উন্নয়ন প্রকল্প আরম্ভ করা হইয়াছে তাহার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করিবার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়।

চলার পরিস্থিতি

কোটিগুলিতে অর্থ পরিশোধের অবস্থা সন্তোষজনক ছিল, কিন্তু চলার প্রতিশ্রুতি এবং ভূমি চুক্তিগুলি বিদেশ বিনিময় উপার্জনের ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে বিপদের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। সুদের হার বাড়িয়া পুরিবার অল্পকাল পূর্বে চুক্তিগুলির মত আমদানি চলার চুক্তি দুটির মেয়াদ বাড়িয়া দেওয়া হয়। সাধারণের জন্য আমদানি উদার অনুমতি দেওয়ার ফলে চুক্তিগুলির ধারাগুলি অনুসারে চলিতে হয়। কারণ যুক্তি যে সকল দেশের অর্থনীতির অবস্থা অতিরিক্ত বাড়তি আমদানির অনুমতি দিবার অবস্থায় না প্রয়োজন মিটানোর সময় নয়।

কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট

(লক্ষ টাকার হিসাবে)

আয়	পরিমাণ		ব্যয়		
খাত	১৯৫৮-৫৯ (সংশোধিত)	১৯৫৯-৬০ (অনুমিত)	খাত		
আয়কর-বেসামরিক শুল্ক	১২৭,১৫	১৩৬,১৫	ঋণ আদায় বাবদ নেট		
		+৯,৯০	ঋণ পরিশোধ		
কেন্দ্রীয় উৎপাদন শুল্ক		৪৭,১৫	অসামরিক খাতসমূহ		
		+১১,৫১	মুদ্রা ও টাঁকশাল		
যৌথ প্রতিষ্ঠানের কর		৫২,৩৫	পূর্ত		
আয়কর		১১৩,১১	অন্যান্য খাত:		
		—৩,১০	বিবিধ:		
অতিরেক		১,১৮			
পূর্ত		১,১৫	উন্নয়ন অনুদান	১৯,১৫	
অসামরিক খাতসমূহ	৭,০৫	৬,৭৮	সন্তায় খাদ্য সরবরাহ	৩১,৯১	
মুদ্রা ও টাঁকশাল	১৩০৫	১,৭৩	অন্যান্য ব্যয়	৪,৩০	
পূর্ত	১,৩১	১,৩২	প্রকল্পগুলিতে সাহায্য	১,৯১	
রেল বিভাগের পূর্বে প্রাপ্য	১৬,৪০	৪,৩৭	জরুরী প্রয়োজন	১,১১	
অন্যান্য রাজস্ব খাত	৯৪১		সেবকল্প	১৪৪,৪৩	
ডাক ও তারবিভাগের জমা	১৭১	১,৩৩	অতিরিক্ত আমদানির প্রয়োজন	২০,৭৪	১৯,০০
		+১,৮৪			
রেলওয়ের জমা	৯,০৫	৪,১৮	মোট ব্যয়	৩৩৯,৮৭	৫১১,৫৩
মোট রাজস্ব	৩৩৮,৩৭	৩২১,১৮	(—ঘাটতি+উদ্বৃত্ত)	—১,৪৭	+৫৪

এপ্রিল হে সকল নব-প্রতিষ্ঠিত শিল্প প্রতিষ্ঠান আমদানী বিদেশ মালের বদলে ভারতের উৎপাদন কার্য শুরু করিবে প্রথম ৫ বৎসরের জন্য তাহাদের মূলধনের উপর মজুরি সরকার ৬ভাগ পর্যন্ত আয়কর হ্রাস করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। মূলধনকর বাবত টাকা বাদ দেওয়া সম্পর্কীয় বিধানগুলিও শিথিল করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সরকারী অর্থের ব্যাপারে মূলধন, উন্নয়ন-পরিকল্পনা এবং অনুসন্ধানীয় অর্থসাহায্য অনেকাংশে হ্রাস করা হইয়াছে। প্রকল্পগুলিকে জানানো হইয়াছে যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে সামাজিক বা কৃষি-উন্নয়ন পরিকল্পনা আমদানী করার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থসাহায্যের উপর বেশী নির্ভর করা উচিত হইবে না। অর্থ সাহায্য বলেন যে, বাস্তবক্ষেত্রে অপরিহার্য করিয়া পড়ায় আমদানিকে সকল প্রকার পরিবর্তন ব্যয় বর্তমানে স্থগিত রাখিতে হইয়াছে। কিন্তু কোন উৎপাদন-পরিকল্পনা বা আবশ্যক কারখানা ও সাজসরঞ্জামাদি ক্রয়, পাকিস্তানের উদ্বৃত্ত ইলিএর অংশ পরিশোধ এবং চলতি মূলধনী খরচ মূল্য পরিশোধের ব্যাপারে ভারতের প্রতিকূল অবস্থার ফলেই উদ্বৃত্ত ইলিং এইভাবে হ্রাস পাইয়াছে। অর্থমন্ত্রি বলেন যে, প্রত্যাবর্তন মূল্যশোধের সময়ের উপর লক্ষ্য রাখিয়াই সরকারের আমদানি নীতি নির্ধারিত হইয়া থাকে। পণ্যিয়া একসঙ্গে নির্ধারিত হওয়া প্রয়োজন যাহাতে উহা বন্ধুর সঙ্গে দেশের প্রয়োজন ও অভাব মিটাইতে সমর্থ হয়। অপরপক্ষে মূল রাজ্যের নির্দিষ্ট চুক্তি অনুযায়ী যে উদ্বৃত্ত ইলিং ভারত মুক্তরাজ্যের নিকট হইতে আদায় করিতে পারিবে কোন নির্দিষ্ট সময়ে তদপেক্ষা বেশী পরিমাণ অর্থ যেন ভারতের চলতি খাতে বাড়তি না পড়ে। তিনি বলেন যে, ১৯৫৮ সালের জুন মাসের শেষে ভারতের ১২২ কোটি উদ্বৃত্ত অর্থের পরিমাণ ছিল ৮ কোটি পাউণ্ড। ঐ অর্থ ১৯৫৯ সালের জুলাই হইতে ১৯৫১ সালের জুন মাস পর্যন্ত ৯ কোটি পাউণ্ডের মধ্যে আমদানির ব্যাপারে এই অর্থরাশি বিশেষভাবে আবদ্ধ রহে। মুক্তরাজ্যের চলার ভাণ্ডারে ঘাটতি পরিশোধ ইলিং অঞ্চলের কেন্দ্রীয় হিসাবে প্রতিফলিত হইবে পূর্বে করা হইত। কিন্তু ১৯৫৮ সালের আগস্ট মাস হইতে মুক্তরাজ্য সরকার এই হিসাব পালন করিতে অস্বীকার করেন এবং ভারতীয় ইলিংএর রিজার্ভ-মোয়াদ্দা সংরক্ষণ করার জন্য বিশেষ পাউণ্ডসৃষ্টি করিতে থাকেন। এই মর্মে (১৯৫৮ সালের আগস্ট হইতে ঘন মাস পর্যন্ত ১ কোটি পাউণ্ড অর্থাৎ ৭ কোটি টাকার এবং ১৯৫৮ সালের জুলাই হইতে ১৯৫১ সালের জুন মাস পর্যন্ত ৯ কোটি টাকার অর্থাৎ ১২ কোটি পাউণ্ড আরোপের অধিক দেশের প্রয়োজনের কোন সংস্থান নাই। ১৯৫৮ সালের জানুয়ারী মাসে পাকিস্তানের মুদ্রাবিনিময় ভাণ্ডার খরচ হইয়া যাওয়ায় আরও অসুবিধার সৃষ্টি হয়। দেশবিভাগের পূর্বে ভারত পাউণ্ড ভারত মুদ্রা চালুর প্রবর্তনে যে-সকল ঋণ

হাতি করিয়া তাহার অর্জ্জন করা যাইবে সেই সকল ও উপকরণগুলি প্রস্তুতকরণ প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন।

তাঁর আশা ব্যক্ত করেন, ভূমির অভাব হইবে না। ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার যে সকল প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা কার্য্যকরী হইলে ভূমির অভাব হইবে না। তিনি আরও বলেন, ভূমির অভাব হইলে সার ব্যবহারের মাধ্যমে ফসলের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।

১৯৫৮-৫৯ আর্থিক বৎসর

ভারতের আর্থিক পরিস্থিতির পর্য্যালোচনা করিয়া তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, বর্ত্তমানে যে ঘাটতি আছে তাহা ১৯৫৮-৫৯ আর্থিক বৎসরে পূরণ করা যাইবে। তিনি বলেন, ১৯৫৮-৫৯ সালে রাজস্ব খাতে ১৪৫ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা আদায় করা যাইবে বলিয়া যে হিসাব করা হইয়াছে তাহা সম্ভব হইবে। তিনি বলেন, ১৯৫৮-৫৯ সালে রাজস্ব খাতে ১৪৫ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা আদায় করা যাইবে বলিয়া যে হিসাব করা হইয়াছে তাহা সম্ভব হইবে। তিনি বলেন, ১৯৫৮-৫৯ সালে রাজস্ব খাতে ১৪৫ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা আদায় করা যাইবে বলিয়া যে হিসাব করা হইয়াছে তাহা সম্ভব হইবে।

নূতন করবিন্যাস

(লক্ষ টাকার হিসাবে)

হ্রাস		বৃদ্ধি	
খাত	রাজস্বের অঙ্ক পরিমাণ	খাত	রাজস্বের অনুমিত বৃদ্ধি-পরিমাণ
প্রত্যক্ষ		প্রত্যক্ষ	
মৃত্যুকর		সরোজ	
(আর্টিকেল সেলস)		খাদ্যের মূল্য মূল্যসহ এবং পোষ্টকার্ডের মূল্য ১ পয়সা বৃদ্ধি	
বার্ষিক ১০,০০০ টাকা পর্য্যন্ত আয়-কারীদের আয়ের উপর টাকায় যে পয়সা করিয়া আছে তাহা হ্রাস		রং, সিল্ক, পশম, চীনামাটির বাসন কাসন, চুরুটপট, জরোয়ারী দ্রব্য, কাঁচের জিনিষ, ক্যামেরাসহ সাজসরঞ্জাম, গন্ধ এবং বড়ি আমদানির উপর শুল্ক বৃদ্ধি	
অবিবাহিত আয়কারীদের বার্ষিক ১০,০০০ টাকার অধিক আয়ের উপর টাকা প্রতি ৬৪ পয়সা কর-সংকোচ		পেট্রোল আমদানি ও উৎপাদনের উপর করবৃদ্ধি	২,৫৫
সরোজ		সুপারী আমদানির উপর ১০ পয়সা শুল্ক বৃদ্ধি	১,০০
তৈলবীজ ও উদ্ভিজ্জ তৈলের উপর রপ্তানি শুল্ক রহিত		সিগারেট ও সিগারেট প্রস্তুতির উপর শতকরা ১৫৲ হারে শুল্ক বৃদ্ধি	
ছাই ছাপ ও বিদেশ কোম্পানীগুলির ব্যবহৃত পেট্রোলের শুল্ক হ্রাস		চিনি উৎপাদনের উপর হন্দর প্রতি ৬০ আনা কর বৃদ্ধি	১,৪০
বিবিধ ক্ষেত্রে অন্যান্য সুবিধা	০৩	চায়ের উৎপাদনের উপর শতকরা ১৫৲ কর বৃদ্ধি	০৮
		বিভিন্নের উৎপাদনের উপর শতকরা ৬০ এবং মাঝারী ও ছোট কারখানার উৎপাদনের উপর শতকরা ১ পয়সা কর বৃদ্ধি	১,০০
মোট	৮,৩৪	মোট	১০,৪৭

রাজস্ব-খাতে বাজেটে অনুমিত হিসাব অপেক্ষা কাষ্টমস্ শুল্ক বাবদ ৩৩ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা, উৎপাদন শুল্ক বাবদ ৪ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা, আয়কর বাবদ ১৩ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা (ইহার অধ্যে প্রোপ্রোফিট ট্যাক্সের আয় বাবদ ৫ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা পাইবে), ডাক ও তার বিভাগ হইতে ১ কোটি ২৫ লক্ষ এবং রেলওয়েসমূহ হইতে ২ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা বেশী পাওয়া যাইবে। মূলধন প্রকল্পের বিভাগের লাভ বাবদ ৩ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা বেশী পাওয়া যাইবে। রেল-বিভাগের পূর্ব্বে আদায়ী ১৩ কোটি ৩ লক্ষ টাকা এবং ১৯৫৭ সালে রাজস্বের বন্ধুত্ব তিনি লাভ হইতে সরকারের অংশ বাবদ ১ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকাও ইহার মধ্যে ধরিতে হইবে।

দেশরক্ষা

ব্যয় বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করিয়া অর্থসচিব বলেন, যে, দেশরক্ষা বাবদ ৩৩ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা ধরিয়া দিয়াছে। এই এই বিভাগের জিনিষ, কুকার, ছেঁড়াজাল, সাবমেরিন প্রভৃতি সর্ব্বাধিক ব্যবহৃত বাহিনী বাড়ান প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পিত সৈন্যবাহিনীর বর্ধমান পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব করিয়াছেন। ইহাতে সৈন্যবাহিনীর বিভিন্ন শাখার প্রয়োজনে লোকবল নিয়োগ ও তাহাদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে। নৌ বাহিনীর সহিত সম্প্রতি বিমান বাহিনী সংযুক্ত করা হইয়াছে এবং তদুদ্দেশ্যে বাজেটে আলাদা ব্যবস্থা করা আছে। ভিন্ন বাহিনীকে অধিকতর উপযোগী ও কার্য্যকরী করার উদ্দেশ্যে যথেষ্ট সংখ্যক বাহিনী শিথিল করিয়া যোদ্ধার পরিকল্পনা আছে এবং বিমান বাহিনীর প্রসার ও উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনার কাজও অগ্রসর হইয়াছে।

বৈদেশিক ব্যয়

বৈদেশিক আয়-ব্যয়ের আলোচনা করিতে গিয়া তিনি বলেন যে, বৈদেশিক ব্যয় বাবদ ৭৭ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৩৭ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা বৈদেশিক সাহায্য হিসাবে পাওয়া যাইবে। ইহার মধ্যে ৩৭ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা বৈদেশিক সাহায্য হিসাবে পাওয়া যাইবে। ইহার মধ্যে ৩৭ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা বৈদেশিক সাহায্য হিসাবে পাওয়া যাইবে।

বৈদেশিক বাণিজ্য

বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পর্কে অর্থসচিব বলেন, যে, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে কোনরূপ চুক্তি বিনিময় ব্যবস্থা চালু করা হয় নাই। তবে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্য আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার হইতে ৩৭ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করিবে বলিয়া আশা করা যায়। ১৯৫৮ সালের মার্চ মাসের মধ্যে এই ঋণ পাওয়া যাইবে। ১৯৫৮ সালের মার্চ মাসের মধ্যে এই ঋণ পাওয়া যাইবে।

[illegible] সরকারী সাহায্য আঞ্চলিক কার্যে ব্যয়ের শতকরা কতটি হারে হবে তার উল্লেখ করেন। উপজাতির সাহায্য ও পুনর্বসতি খাতে আনুমানিক ব্যয় ১ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে। তাঁতিয়াড়ু মুদলিয়ার খাতে পুনর্বসতির উদ্দেশ্যে কাবেরী উপত্যকার জন্য ১১ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা এবং অন্যান্য বিষয়ের জন্য ১ কোটি ১৩ লক্ষ টাকার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। দেশের আভ্যন্তরীণ খাদ্য সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন প্রদেশকে যোগান দেওয়ার খাদ্য সংরক্ষণের জন্য সরকারী সাহায্যদান খাতে আনুমানিক ব্যয় ৩১ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে। দেশ বিভাগের আনুষঙ্গিক ঋণ পরিশোধের জন্য মোট ১০ কোটি টাকার ব্যবস্থা করা আছে।

আগামী বৎসরে মোট ১৬৫ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ের মধ্যে উন্নয়নের জন্য ব্যয়, খাদ্য সংরক্ষণের জন্য সরকারী সাহায্যদান ও দেশবিভাগের আনুষঙ্গিক ঋণ পরিশোধ খাতের ৪৯ কোটি ৮১ লক্ষ টাকার মত ব্যয় হইবে এবং সাধারণ ব্যয় ১১৭ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকার মত হইবে। ইহার মধ্যে আর্থিক-পুনর্বসতি খাতে ৭৪ কোটি ৯ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইবে। মূলধন খাতেই বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারকে ঋণদানমূলক কাজের জন্য সাহায্যদান খাতের ২৯ কোটি ৮১ লক্ষ টাকা এবং উদ্বাস্তুদিগকে ওষধাম খাতের ৯৯ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

যে-সকল দেশীয় রাজ্য বিভিন্ন প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে সেগুলির উল্লেখ করিয়া রামমূর্তি অর্থসচিব বলেন যে, পরিণামে এই সকল দেশীয় রাজ্যের আয় ও ব্যয় সংশ্লিষ্ট প্রাদেশিক সরকারের অথবা কেন্দ্রীয় সরকারের আয় ও ব্যয়ের সহিত মিশিয়া এক হইয়া যাইবে। কিন্তু দেশীয় রাজ্যগুলির অন্তর্ভুক্তির ব্যবস্থা এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। বর্তমানে ঐ রাজ্যগুলির দেনাদেনের হিসাব পৃথক করিয়া রাখা হইয়াছে। উহা ভারতের আয় ও ব্যয়ের হিসাবের সহিত যুক্ত করা হয় নাই। আশা করা যায় যে, যদি আগামী বৎসরের মধ্যে রাজ্যগুলির অন্তর্ভুক্তির ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইয়া যায়, তাহা হইলে উহাদের দেনাদেনের হিসাব সংশোধিত বাজেটের অন্তর্ভুক্ত করা হইবে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন

দ্বিতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন সম্পর্কে তিনি আরও বলেন যে, প্রাদেশিক সরকারগুলিকে সাহায্যদান ও কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনাগুলি কার্যকরী করার জন্য বর্তমানে যথেষ্ট পরিমাণ অর্থের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। উন্নয়ন-পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্য বিভিন্ন প্রদেশকে যে-ঋণের অর্থ সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে এবং যে-পরিমাণ সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া পরিকল্পনা তৈয়ার করা হইয়াছে, তাহা হ্রাস করিবার অভিপ্রায় কেন্দ্রীয় সরকারের নাই। রাজস্বখাতের উদ্বেশেই সাহায্যদান ব্যবস্থা বিলম্বিত করা হইয়াছে মাত্র। তবে উৎপাদনমূলক পরিকল্পনাগুলি এবং আর্থিক দিকের জন্য অত্যাবশ্যক দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনাগুলির কাজ যাহাতে বিলম্বিত ও ব্যাহত না হয় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইয়াছে। কোন কোন ক্ষুদ্র প্রকল্পের ক্ষেত্রে অনুমোদিত পরিকল্পনাগুলির জন্য যাহাতে অর্থের পরিমাণ হ্রাসবৃদ্ধি করা যায় সেজন্য সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলিকে যে-সব বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে তাহা তিনি ঘোষণা করেন।

আগামী বৎসরের বাজেটে সাহায্য বাবদ ১৯ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা এবং ঋণ বাবদ ৪৯ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা সহ মোট ৬৪ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

পুনর্বসতির কেন্দ্রীয় উন্নয়ন-পরিকল্পনাগুলির জন্য রাজস্ব-বাজেটে ১৯ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা ও মূলধন বাজেটে ২৪ কোটি ৯১ লক্ষ টাকার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বিভিন্ন জলী-বাঁধ পরিকল্পনা সম্পর্কে প্রাথমিক অনুসন্ধানের কাজ চলিতে থাকিবে। আহোরী সদর পাঁচন ও ইস্পাত-কারখানা বিষয়ক, টেলিফোন ও বেতারের যন্ত্রপাতি তৈয়ার, টুকরা যন্ত্রপাতি, সিমেন্ট ইত্যাদি বড় বড় রৈখাত্মিক ও শাসনকরণ তৈয়ার—এই সব বিষয়ের মৌলিক শিল্প স্থাপনের কাজ আরম্ভ করা হইবে।

বর্তমান বৎসরের মূলধন বাজেটে কয়েকটি বিশেষ দেনাদেনের ব্যবস্থা করা আছে। তন্মধ্যে রেলিং দেনদার পরিশোধ খাতে বৃটিশ সরকারকে অর্থদান অন্যতম। এবার বর্তমান বৎসরে মোট ব্যয় দাঁড়াইবে ২১৫ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা। তবে আগামী বৎসরে ৭ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা পুনরুদ্ধার হইবে। দেশ বিভাগ উপলক্ষে শাসনকরণ ও জনকারখানার জন্য রেলিং ঘাটাল চুক্তি অনুসারে বৃটিশ সরকারকে ১০৩ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা দেওয়ার ঐ দেনাদেনের অন্তর্ভুক্ত আছে। উহার মধ্যে ৫১ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা বর্তমান বৎসরে এবং ১১ কোটি ৮ লক্ষ টাকা আগামী বৎসরে পাকিস্তানের নিকট হইতে উদ্ধার হইবে। বর্তমান বৎসরে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার দেনাদেনের খাতে ৫ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকা পাওয়া যাইবে। দেশবিভাগের সময় গোলা-বারুদ কারখানা ও অন্যান্য কয়েকটি প্রতিষ্ঠান ভাগ করা হয় নাই। ঐ সকল কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিচালনের জন্য পাকিস্তানকে বর্তমান বৎসরে ৫ কোটি ৮ লক্ষ টাকা ও আগামী বৎসরে ১২ লক্ষ টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সাধারণ মূলধন ব্যয় বর্তমান বৎসরে ৪৯ কোটি ৯ লক্ষ টাকার মত এবং আগামী বৎসরে ৬১ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকার মত হইবে। বর্তমান বৎসরে বাজেটে দেশরক্ষা খাতে মোলবাহিনী সম্প্রসারণ বাবদ যে ১৫ কোটি ১১ লক্ষ টাকা খাতের ব্যবস্থা করা আছে উহার মধ্যে ৯ কোটি ১১ লক্ষ টাকা অবশ্য ব্যয় হইয়াছে। কতকগুলি বড় বড় পরিকল্পনা কার্যকরী করা এবং বিমান সংগ্রহ করা ব্যাপারে বিলম্ব হওয়ার জন্যই ব্যয় কম হইয়াছে। আগামী বৎসরে মূল বাহিনীর জন্য ৭ কোটি ২৫ লক্ষ, মৌবাহিনীর জন্য ২ কোটি ৭১ লক্ষ এবং বিমান বাহিনীর জন্য ৩ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা খাতের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

অর্থপ্রাপ্তির উপায়সমূহ

অর্থপ্রাপ্তির উপায় সম্পর্কে রামমূর্তি অর্থসচিব বলেন, মূলধনের বাজার হইতে ঋণ গ্রহণের পূর্ণ-পরিমাণের ঋণ গ্রহণ করা সম্ভব হয় নাই। আগামী বৎসরের জন্য বাজার হইতে ৮৪ কোটি টাকা ঋণ গ্রহণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যদি অবস্থার উন্নতি হয়, তবে ৯৫ কোটি পর্যন্ত ঋণ গ্রহণ করা যাইবে। বিদেশের মুদ্রাস্ফীতির দরুণ দেশের আর্থিক সাহায্যের জন্য সকল সম্প্রদায়েরই বহুটা সঞ্চয় অর্থ সঞ্চয় করা এবং সঞ্চিত অর্থ কর্তৃপক্ষকে ঋণ দেওয়া অত্যন্ত আবশ্যক। সম্প্রতি কয়েক মাসে সেভিংস ব্যাঙ্ক ও ডাকঘর সেভিংস সার্টিফিকেট হইতে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ বাড়িয়া মোট ৩৭ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা হইবে বলিয়া অর্থসচিব আশা করেন।

ব্যয়ের খাতে মোট ৩৯২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার মধ্যে ১৪৭ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা দেশরক্ষা খাতের এবং ১৯১ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা দেশসংরক্ষিত খাতের ব্যয় ধরা হইবে। দেশরক্ষা খাতে ১ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা ব্যয় বৃদ্ধির উল্লেখ করিয়া রামমূর্তি অর্থসচিব বলেন, কাশ্মীরে যুদ্ধ বিরতি হইলেও দেশরক্ষা খাতের ব্যয় কোন হ্রাস করা হইল না—এই প্রশ্ন সম্পর্কে বিরোধী কর্মীরা বলিতে পারেন। ব্যয় হ্রাস না করার প্রধান কারণ এই যে, সমস্ত বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা বর্তমানে হ্রাস করা যাইতে পারে না। সৈন্যবাহিনীতে লোক নিয়োগ ও উহাদিগকে আবশ্যক শিক্ষাদানের জন্য যেরূপ সময় লাগে, সৈন্যবাহিনী হইতে লোকজনদিগকে ছাড়াইয়া দেওয়া সেরূপ সময়সাপেক্ষ। চলতি বৎসরের সংশোধিত হিসাব হইতে বুঝা যাইবে যে, সৈন্যবাহিনীর শক্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধি করার জন্যই অর্থব্যয় করা হইয়াছে। আগামী বৎসরের বাজেটে বর্তমান সৈন্যবাহিনীর ঐ শক্তি ক্রমশঃ হ্রাস করা হইতেছে। কিন্তু যেহেতু উহার বাস্তবায়ন কার্যকরী করা সময়সাপেক্ষ, সেইহেতু আগামী বৎসরের সৈন্যসংখ্যা ও বর্তমান বৎসরের সৈন্য সংখ্যার মধ্যে বিশেষ পার্থক্য থাকিবে বলিয়া মনে হয় না। অর্থসচিব আরও বলেন যে, আগামী বৎসরের বাজেটে সৈন্যদের সব দিক থেকে খুব বিবেচনার পর দেশরক্ষার পরিস্থিতির উন্নতি ও উহার ফলে ভারতীয় সরকার একটি শান্তিপূর্ণ মীমাংসার দিকে ইহা করিয়া লইয়াই তিনি বাজেট প্রণয়ন করিয়াছেন। অর্থসচিব বলেন, এ বিষয়ে বিমত তথা সন্দেহের অবকাশ নিশ্চই রহিয়াছে বলিয়া তিনি মনে করেন না। কিন্তু সন্দেহবশতঃ এই প্রসঙ্গে আমি সতর্ক করিয়া দিতেছি যে, আমি যে আশার উপর নির্ভর করিয়া এই বাজেট তৈয়ার করিয়াছি তাহা যদি কোন অনিবার্য কারণে সফল না হয় তাহা হইলে বর্তমানে প্রস্তাবিত ব্যয়ের পরিমাণ বর্ধিত করিবার প্রয়োজন হইবে।

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদিগের জন্য যে নূতন ভাতা সাময়িক ভাবে বৃদ্ধি করার প্রস্তাব করা হইয়াছে। তাহার ফলে দেশরক্ষা খাতে ৫ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা ব্যয় বাড়িয়াছে। তাহার কারণ প্রধানতঃ তিনটি:— প্রথমতঃ দেশবিভাগের পূর্বেকার বেসামরিক কর্মচারীদের জন্য ১০ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা নূতন করিয়া ধার্য করিতে হইয়াছে। (অতিরিক্ত ভাতার সুপারিশের জন্য যাহারা কাজ করিয়াছে অথবা ঐ সরকারকে যাহারা কাজ করিবার করিয়াছে তাহাদের ব্যাপারে কোনরূপ ভাতা পরিবর্তন না হয় তজ্জন্য বর্তমান ভাতে সরকার প্রথমে এই ভাতা মোট করিতে নথর করিয়াছেন)। দ্বিতীয়তঃ, আমরপ্রার্থীদের সাহায্য

(বাকীটা ২১৬ পৃষ্ঠায়)

ইণ্ডিয়্যান ব্যাঙ্কিং জার্ন্যাল

ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত

একমাত্র

মাসিক পত্রিকা

৩নং কমার্শিয়্যাল বিলডিংস্

কলিকাতা ১

পাকিস্থান বাজেট

(কোটি টাকার হিসাবে)

	+ উদ্বৃত্ত − ঘাটতি
১৯৪৮-৪৯	+ ১১
(অনুমিত)	
১৯৪৯-৫০	
(প্রস্তাবিত)	

কোন্ কোন্ খাতে আয় বাড়িয়াছে

আমদানি-শুল্ক, উৎপাদন শুল্ক, রেলওয়ে ভাড়া। আয় বৃদ্ধিহেতু প্রধানতঃ রেলওয়ে খাতে।

১৯৪৯–৫০ সালের সংশোধিত বাজেট

(কোটি টাকার হিসাবে)

খাত	ব্যয়	খাত	আয়
		কর	
রেলওয়ে, ডাক ও তার	৩৭·৮১	রেলওয়ে, ডাক ও তার	৩৬·৮৯
অন্যান্য	১৮·৩১	বিবিধ	
মোট	৫৫·৬১		

উদ্বৃত্ত = ৪১

কোন্ কোন্ খাতে আগামী বৎসর কর বৃদ্ধি করা হইয়াছে

খাত	বৃদ্ধি-পরিমাণ
কাপাস উৎপাদন	বর্তমান হারের স্থলে ১৩।০
আয় হইতে অব্যাহতির অঙ্কের) আমদানির উপর শুল্ক	৭৫ হইতে ২১৲ পর্যন্ত
কাঁচাপাট উৎপাদন	গাঁইট প্রতি ১৷০

(ইহার ফলে ১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা আয় আশা করা হইয়াছে)।

আভ্যন্তরীণ ডাকবাবদ উপায়

সাধারণ ডাকবাবদ ৸৵০ আনা

জরুরী ৸৵০

আয়কর হইতে অব্যাহতির ক্ষেত্র ব্যক্তিগত ২,৫০০ টাকা হইতে ৩,০০০ টাকা পর্যন্ত প্রসারিত করা হইয়াছে।

বিদেশযাত্রীদের মধ্যে অব্যাহতির ব্যাপারে যথাযথ মূল্যায়নের প্রতি অধিকতর মনোযোগ দেওয়া হইয়াছে।

তাহাড়া প্রায় ১কোটি ৫০ লক্ষ টাকার রাজস্ব-ক্ষতি স্বীকার করিয়াও ব্যবসায়ীর উপর বিক্রয়-কর লাঘব করা হইয়াছে।

বাজেট বিশ্লেষণী—পশ্চিম বঙ্গ

গত ২৭এ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদে অর্থমন্ত্রিত ডাঃ রমেন্দ্রনাথ সরকার ১৯৬৩-৬৪ সালের বাজেট পেশ করিয়াছেন। বিগত ১২ মাস অত্যন্ত সমস্যাসঙ্কুল ও উদ্বেগজনক সময় গিয়াছে। প্রথম ও সর্বাপেক্ষা বড় সমস্যা হইতেছে দেশবিভাগের ফলে উদ্ভূত সমস্যাসমূহ; পাকিস্তানের সহিত আমাদের সম্পর্ক, পাকিস্তানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অবস্থা হইতে সান্ত্বিসংখ্যা, আন্তঃপ্রাদেশিক ও রাজ্যের পুনর্গঠনের সমস্যা এবং দুই ডমিনিয়নের মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক। এই সকল ছাড়া দেশীয় রাজ্যসমূহের সমস্যা, বিদেশ হইতে খাদ্যশস্য ও কাপড়ের সমস্যা রহিয়াছে। তাহার পর কমনওয়েলথের ন্যায় বহু আর্থনৈতিক সমস্যাও রহিয়াছে। পূর্বতন শাসন ব্যবস্থায় এইগুলি ছিল এবং ভারতীয় কর্মচারী ইংরাজের নিকট হইতে এইগুলি পাইয়াছেন, কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এইগুলির রূপ দ্রুত পরিবর্তিত হইয়াছে। সর্বাধিক প্রয়োজন হইতেছে, জনসাধারণের আশা পূর্ণ করা। ডাঃ রায়ের এই শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে এবং সকলকাহাকে দেওয়া হইয়াছে যে, স্বাধীনতাই অর্থনৈতিক উন্নতির উপায়। এ সকল আশা এবং আমাদের গত এক বৎসরের বিভিন্নপ্রকার অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে তুলনা জন্য সোজাসুজি নহে, বর্তমানেটের নিকট উহা বহু জটিল সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে।

অর্থনৈতিক পটভূমিকা

কয়েকটি ক্ষেত্রে আশাপ্রদ হইলেও দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা সমগ্রভাবে বিবেচনা করিলে হতাশব্যঞ্জকই বলিয়া গিয়াছে। এই দোষ শিল্প ও কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন হ্রাস, ব্যয় বৃদ্ধি ও চাহিদা অনুযায়ী দ্রব্যের অভাব—এই সমস্যার প্রতি রাজনীতিবিদ ও অর্থনীতিবিদগণের বিশেষভাবে মনোযোগ দেওয়া কর্তব্য। ভয় সমাধানের পথ খোলাই হউক না কেন, মুদ্রাস্ফীতি বোধ ও সাধারণ লোকের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন সম্বন্ধে আমরা যাহা বলিয়া থাকি, উৎপাদনের ক্ষেত্রে আমাদের কার্যের দিক হইতে বিচার বিশ্লেষণ করিতে হইবে। অন্ততঃ উৎপাদনের ক্ষেত্রে আমরা বিশেষ কিছু উন্নতি করিতে পারি নাই।

১৯৬৮ সালে কোন কোন শিল্প উহার পূর্ববর্তী বৎসর অপেক্ষা উৎপাদন বাড়িয়াছে, ইহা মনে করিয়া মাথাপিছু হিসাব করিলে তাহা যথার্থ হইবে না, কারণ ১৯৬৮ সালে অধিকাংশ শিল্পেই উৎপাদন হ্রাস পাইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ যে সকল ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছিল তাহারও অনেক স্থলে মূল্যের সমর্থ পরিমাণ উৎপাদন হইয়াছিল, তবুও উৎপাদন বৃদ্ধি পায় নাই এমন কি মূল্যপূর্ণ পরিমাণেরও নিম্নে ছিল। ১৯৬৮ সালে পাট, পাটজাত, সিমেন্ট, পাটের ন্যায় নিম্নে বিশেষ প্রয়োজনীয় কয়েকটি ক্ষেত্রে আমাদের উৎপাদন মূল্য-পূর্ণ পরিমাণের নীচে ছিল। ইহার নিম্নে গত বৎসরে আমাদের উৎপাদনের পরিমাণ হইয়াছে ৮৫৩ লাখার টন। অথচ ১৯৬৪ সালের টন উৎপাদনের ক্ষমতা আছে, গত বৎসরের উৎপাদন উহার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ। বর্তমান বৎসরে আমাদের প্রয়োজন প্রায় ১৪০০ লাখার টন; উৎপাদনের পরিমাণ প্রয়োজনের এক তৃতীয়াংশ মাত্র; বৎসরে ১১ লক্ষ টন সিমেন্ট উৎপাদন করা যাইতে পারে, কিন্তু গত বৎসর উৎপাদন হইয়াছে মাত্র ১৮.৭৩ লক্ষ টন; চূর্ণার উৎপাদন ক্ষমতার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ।

শ্রমিকদের প্রতি ডাক্তার কর্তব্যে হইবেন সর্বাধিকার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী পায়, তাহার বর্তমানেই ব্যবস্থা করিয়াছেন। শ্রমিক অসন্তোষ বিশেষের অবস্থা হ্রাস পাইবার অন্যতম কারণই হইতেছে যে, বর্তমানে বিভিন্ন প্রদেশে উক্ত কাজ অনুযায়ী ক্ষ ও চলিতেছে। গত বৎসর শ্রমিক বিরোধের সংখ্যা এবং তাহাতে দিনের ক্ষতি কমিয়াছে। ১৯৬৮ সালের জানুয়ারী হইতে

সেপ্টেম্বর পর্যন্ত শ্রমিক বিরোধের ফলে ৩০ লক্ষ ১০ হাজার কাজের দিন নষ্ট হইয়াছে। উহার পূর্ববর্তী বৎসরে উক্ত সময়ে ১ কোটি ৪০ লক্ষ ৭০ হাজার কাজের দিনের ক্ষতি হইয়াছিল। ইহা হইতে দেখা যায় যে, কাজের দিনের ক্ষতি শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ কমিয়াছে। ইহা শুভ লক্ষণ হইলেও উৎপাদনের উপর ইহার ফল বিশেষ পরিলক্ষিত হয় না। আমার মনে হয় যে, ইহার অন্যতম কারণ হইতেছে শ্রমিকদের অনুপস্থিতি উৎপাদন অক্ষমতা হ্রাস। যোগ হয় গত ১০ বৎসরে যাবৎ ইহা হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে। কয়েকটি শূন্যপদ হইতে ইহা পরিস্ফুট। ১৯৬০ সাল হইতে ১৯৬১ সালের মধ্যে সমস্ত কয়লা-খনি শিল্পে মোট শ্রমিক সংখ্যা ২ লক্ষ ৪০ হাজার বাড়িয়া ৩ লক্ষ ১২ হাজার হয়, অর্থাৎ শতকরা প্রায় ৩০ জন বাড়ে, কিন্তু কয়লা উঠিয়াছে মোট ৪ কোটি ৯১ লক্ষ টন; ইহার পূর্বে উঠিয়াছে ৪ কোটি ৭৮ লক্ষ টন, অর্থাৎ শতকরা ৩ জন মাত্র বাড়িয়াছে। প্রতি শ্রমিক পূর্বে ১৪০ টন কয়লা উৎপাদন করিত, এখন তাহা করিয়া হ্রাস ১০০ টন হইয়াছে, অর্থাৎ শতকরা প্রায় ৩০ ভাগ কমিয়াছে। পাট ও কাপড়ের কলসমূহে শ্রমিকের সংখ্যা ১৯৬১ সাল হইতে প্রায় শতকরা ১০ জন বাড়িয়াছে, কিন্তু উৎপাদন বাড়িয়াছে শতকরা ৪ ভাগেরও কম। অন্যান্য শিল্পের বিষয়ও হইতেও অনুরূপ চিত্রই পাওয়া যায়।

গত বৎসর চালুনা অন্যান্য বাড়িয়া গিয়াছে, কিন্তু উৎপাদন বাড়ানোর সহিত উহার কতটা যোগাযোগ আছে তাহাতে সন্দেহ আছে, কিন্তু ১৯৬১ সালের শেষভাগে বিনিময়ন্নের যে নীতি গ্রহণ করা হয়, তাহা-মূল্যের উপর করের প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই আশা করা গিয়াছিল যে, করভারাবনের এবার প্রয়োজনীয় দুইটি হয়—পণ্য ও মূল বিনিময়ন করা হইলে উহার সহায়তায় কর বৃদ্ধির হইবে সম্ভব বাজারে দ্রব্য হইবে এবং প্রত্যক্ষিত অনুপাতে উৎপাদন বৃদ্ধিতে উৎসাহ পাইবে এবং দ্রব্য-মূল্য ধীরে ধীরে হ্রাসপ্রাপ্ত হইবে। কিন্তু এই সকলই আশা বলবানে ব্যর্থ হইয়াছে।

বিনিময়ন্নের নীতির সাফল্য সম্বন্ধে বর্তমানেই তখনও দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করিবেন না। বহুত আশা প্রকাশ করিয়া আমার ঐতিহাসিকের আবশ্যক ও প্রকৃতপক্ষে একটি প্রয়োগ দেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল। মহাত্মা গান্ধী বিনিময়ের বিরোধী ছিলেন—তিনি স্বাবলম্বন-ভিত্তিক স্বাভাবিক ব্যবসা পরিচালনে বিশ্বাসী ছিলেন। অর্থমন্ত্রী মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুর স্বাধীন প্রভাবিত হইয়াছিলেন। প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব হেতু বিনিময়ন্ন নীতি ব্যর্থ হইতে বাধ্য। ইহাই দুঃখের বিষয়, এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচয় পাওয়া যায় নাই। বৎসরের মধ্যভাগে বর্তমানেই বিনিময়ন্ন নীতির পরিবর্তন ঘোষণা করেন। ইহার পর মাসের পর মাস দ্রব্য-মূল্য বাড়িয়া যাইতে থাকে এবং মার্চ মাসে শেষে বিভিন্নদিন একজন বাজারে পর অথাই মাসে খাদ্য-দ্রব্যের পাইকারী মূল্যের মান ৩২৭.৭-এ উঠে। বৎসরের প্রথম মাসে উহা ৩১৫.৭ ছিল। জুলাই মাসে সাধারণ মূল্য মান সর্বোচ্চ ৩৩১.৩ হয়। আগস্টে মাসে উহা ৩১৯.২ ছিল। পরবর্তী তিন মাসে দ্রব্য-মূল্য কতকটা নিম্নাভিমুখী হইয়া নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে আবার বাড়িতে থাকে এবং খাদ্য-দ্রব্যের মূল্য মান ৩২৭.৫-এ উঠে এবং সাধারণ মূল্য মান ৩৩৩.৭ হয়। অক্টোবরের পর ইহাই সর্বোচ্চ। সমগ্রভাবে বৎসরে খাদ্যদ্রব্যের মূল্যমান ৩১৯.৭ ও সাধারণ মূল্যমান ৩৩১.৩ হয়। ১৯৬২ সালে উহা যথাক্রমে ২৯২.৮ ও ৩১৭.৪ ছিল। জানুয়ারী ও সেপ্টেম্বরের মধ্যে শ্রমিকদের জীবনযাত্রার ব্যয়ের মান বোম্বাইয়ে ২৭৮ হইতে বাড়িয়া ৩০৮ এবং কলিকাতায় ৩১২ হইতে বাড়িয়া ৩৪১ হয়।

১৯৬২ সালের তুলনায় ১৯৬৮ সালে খাদ্যদ্রব্যের মূল্যমান ৯৮.৫ ও সাধারণ মূল্যমান ৭১.৩ বৃদ্ধির কারণ শুধু উৎপাদনের দিক হইতে করিয়া দিলে করা যায় না।

মুদ্রাস্ফীতি

মুদ্রাস্ফীতিজনিত অবস্থা সম্বন্ধে বৎসরের যথাক্রমে বিশ্লেষণাদি পর্যালোচনা করিয়াছেন। এই সম্পর্কে

[illegible] সরকারের [illegible] ব্যবস্থা [illegible] ব্যবসায়ীদের [illegible] ব্যবসায়ীদের [illegible] ব্যবসায়ীদের

[illegible] সংশোধিত বাজেটে এই খাতে ৬ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। ইহা সংশোধিত বাজেটের অন্তর্ভুক্ত। চলতি বৎসরে উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য যে ব্যয়বরাদ্দের হিসাব করা হইয়াছে, উক্ত অনুযায়ী অর্থের পরিমাণ তাহার সমান। ১৯৮৭-৮৮ সাল হইতে পরবর্তী পাঁচ বৎসর প্রয়োজনমত কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে ১৫০ কোটি টাকা অর্থ সাহায্য লাভ করিবে বলিয়া লইয়া ১৯৪৪ সালে ভারত সরকার প্রাদেশিক বার্ষিকীসমূহকে উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনা করিতে বলেন। উক্ত পরিমাণ অর্থ কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্বৃত্ত অর্থের অর্ধেক বলিয়া ধরা হয়। জনসাধারণের দাবি অনুযায়ী উক্ত অর্থ প্রয়োজনমতের মধ্যে বণ্টন করা হয়, কিন্তু আসাম, পাঞ্জাব প্রদেশ এবং উদ্বাস্তুদের বহু অনগ্রসর প্রদেশগুলিকে বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়। বাঙ্গলাও এই পর্যায়ে পড়ে। যুদ্ধের সময়ে আসাম ও বাঙ্গলা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রাপ্য অর্থের অতিরিক্ত এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত অর্থ বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত প্রদেশসমূহকে দেওয়া স্থির হয়। এই বিশেষ সুবিধা দেওয়ার নীতি বাতিল হওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিশ্রুত অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ২৩০ কোটি ৮৮ লক্ষে আসিয়া দাঁড়ায়। অতিরিক্ত বাঙ্গলার ভাগে ৬৩ কোটি টাকা পড়ে। ভারত সরকার ১৯৪৪-৪৬ এবং ১৯৪৬-৪৭ সালে প্রদেশসমূহকে অগ্রিম অর্থ বিলির প্রতিশ্রুতি দেন। সবচেয়ে যুদ্ধোত্তর উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য যে অর্থ হইতে পরবর্তীকালে উহা সমন্বয় করিবার ব্যবস্থা হয়। এইভাবে অবিভক্ত বাঙ্গলা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা রচনা করিয়া ১৯৪৬-৪৭ সাল হইতে কাজ আরম্ভ করে। ১৯৪৬-৪৭ সালে এবং ১৯৪৭-৪৮ সালে অবিভক্ত বাঙ্গলা এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে, তাহা কেন্দ্রীয় সরকার যথাক্রমে ৩ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা এবং ১ কোটি টাকা [illegible] সাহায্য মঞ্জুর করে। কেন্দ্র হইতে ৯ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা সাহায্য পাইয়া বাকীটা পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিজস্ব তহবিল হইতে বহন করিবেন বলিয়া স্থির হয়। কিন্তু ১৯৪৮ সালের মে মাসে ভারত সরকার পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে জানান যে, ১৯৪৮-৪৯ সালের জন্য উন্নয়ন খাতে যে অর্থ ব্যয় হইবে, তাহার অর্ধেক দেওয়া হইবে, অবশ্য তাহার পরিমাণ ৩ কোটি টাকার বেশী হইলে চলিবে না। পরবর্তীকালে ভারত সরকার পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে আরও জানাইয়া দেন যে উন্নয়ন খাতে প্রাপ্য অর্থের পরিমাণ অর্ধেকের অধিক সাব্যস্ত করিবেন না, ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার বেশী অর্থ মঞ্জুর করা হইবে না। তবে অধিক ব্যয় [illegible] উৎপাদন খাতে অতিরিক্ত ৫০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হইবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। তবে সর্ত থাকে এই যে, প্রাদেশিক রাজস্ব হইতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মোট খাতের অর্থের পরিমাণ অর্ধেক হইতে হইবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য অনুরোধ জানান। কিন্তু ইহাতে কোন ফল হয় না। এজন্য উন্নয়ন খাতে অর্থ-সাহায্য খাতে আমাদের রাজস্বের পরিমাণ ৪ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা ধরা যায়। এই সম্পর্কে পরিষদকে জানাইতেছি যে, ১৯৪৮-৪৯ সাল হইতে পরবর্তী চার বা তাহারও অধিক বৎসরে ভারত সরকার উন্নয়ন পরিকল্পনা খাতে প্রয়োজনমতের মধ্যে ২০০ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা বণ্টন করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তন্মধ্যে মাত্র ২৩ কোটি টাকা পশ্চিমবঙ্গের জন্য নির্দিষ্ট হইয়াছে।

রাজস্ব হ্রাস

অন্যান্য ক্ষেত্রেও আমাদের রাজস্ব হ্রাস পাইয়াছে। টাক্স হইতে প্রাপ্য রাজস্বের পরিমাণ ২০ লক্ষ টাকা এবং কেন্দ্রীয়করের হইতে প্রাপ্য রাজস্বের পরিমাণ ৭ লক্ষ টাকা কম হইয়াছে। আয়কর খাতে [illegible] দেখা যায়, চলতি বৎসরে ১৯৮৮ সালের সম্পত্তি মূল্যায়ন আইনের আওতা বাড়ী করে কলিকাতা কেন্দ্রীয় করদাতা অফিসের অধিক্ষেত্রভুক্ত করার ফলেই [illegible] এবং কেন্দ্রীয়করের হইতে প্রাপ্য রাজস্বের পরিমাণ ৭ লক্ষ টাকা কম হইয়াছে। আয়কর খাতে [illegible] দেখা যায়, চলতি বৎসরে ১৯৮৮ সালের সম্পত্তি মূল্যায়ন আইনের আওতা বাড়ী করে কলিকাতা কেন্দ্রীয় করদাতা অফিসের অধিক্ষেত্রভুক্ত করার ফলেই [illegible]

উন্নয়ন খাতে প্রাপ্য ৪ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা হইতে অন্যান্য খাতে আয়ের পরিমাণ হ্রাস পাওয়ায় আমাদের রাজস্বে ঘাটতি পড়িবে। এজন্যই আমরা ব্যবসায়ী বাজেটের দাবী সাধারণ বিশেষ যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করি।

অন্যান্য ব্যাপারে কর ও শুল্ক বাবদ ধরিয়া আমরা মোটামুটি ১১ লক্ষ টাকা বেশী আয়ের হিসাব করিয়াছি। ইহার মধ্যে এক্সাইজ শুল্কের বিক্রয় কর আইন অনুযায়ী ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা আয় বেশী হইবে। বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ এবং বিদ্যুৎ বিতরণব্যবস্থা প্রয়োজনীয় ব্যয়াদির সরবরাহের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে এই উন্নতি ঘটে। ইহা ছাড়া বিদ্যুৎ খাতে ব্যয় হইতে ৮৮ লক্ষ টাকা, বিক্রয়ী শুল্ক হইতে ১১ লক্ষ টাকা আয়োজন কর হইতে ১৪ লক্ষ টাকা এবং মোটর গাড়ীর বিক্রয়কর হইতে ১৪ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত অর্থাগম হইয়াছে। বন-বিভাগ হইতেও ১৭ লক্ষ টাকা বেশী অর্থ আদায় হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় সরকার যেসব কর আদায় করিয়া থাকেন, তাহা হইতে আমাদের প্রাপ্য অংশ বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। আয়কর হইতে অতিরিক্ত ১ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা এবং পাট রপ্তানি শুল্ক হইতে অতিরিক্ত ৪৮ লক্ষ টাকা বেশী আয় হইয়াছে। কেন্দ্র বিভাগের পুঞ্জীকৃত ১৯৮৭ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৪ অর্থাৎ পর্যন্ত আমরা হইতে যে পরিমাণ টাকা আদায় হইয়াছে, আমরা তাহা হইতে ৪২ লক্ষ টাকা পাইয়াছি।

বিভিন্ন খাতে অতিরিক্ত অর্থাগম হওয়ায় আমরা প্রাপ্ত করিয়াছি; অবশ্য ইহা সবই আমাদের আয়োজনের রাজস্ব হইতে ৬৮ লক্ষ টাকা কম আয় হইবে। পাঞ্চবর্ষিক যোজনা এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা খাতে যে সাহায্যের কথা হইয়াছে, তাহার পরিমাণ ৩ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা। এ ব্যাপারে কেন্দ্র হইতে ১ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হইবে বলিয়া আমরা আশা করি, কিন্তু আনুমানিক প্রাদেশিক রাজস্ব হইতে অতিরিক্ত ১ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা দিতে হইবে। সবশেষে মোট খাতের অর্ধেক বহন করা হইবে বলিয়া কেন্দ্র যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল তাহাতে আমাদের উপকার হয় নাই। এই খাতে মোট ৩ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয় ধরা হইবে, তবে অন্যান্য খাতে ব্যয় হ্রাস পাইয়াছে। তাহাতে অব্যাহতিক ব্যয় বরাদ্দ খাতে ১ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা ব্যয় বৃদ্ধি হইয়াছে। অন্যান্য যে সরবরাহ বিভাগ ব্যয় ও অন্যান্য ব্যয় ও বিক্রয় যে অতিরিক্তীকার করিয়াছে পূর্বোক্ত অতি প্রয়োজন তাহার জন্যই হইয়াছে। আমাদের এই [illegible] পূরণ হইবে। পুলিশ খাতেও ৩৫ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হইবে।

অতিরিক্ত বাজেটের পাওনাদারদের প্রাপ্য অর্থ পূর্ণ-ঘর পর্যন্তই খাতে ঋণ পরিশোধ করিতে পারেন, অন্যদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারই এই খাতে প্রথম প্রতি

আয়করে বিভিন্ন প্রদেশের অংশ

অংশ	বিভিন্ন সেসাস	উৎস-নির্ধারণ পরিবর্তন	কেন্দ্র প্রদেশে মোট আয়করের পরিমাণ ৬৫ অংশ বৃদ্ধির হার
বাঙ্গলা		১৮	১৮·৪
বোম্বাই		৯১	৯৯·৮
বাঙ্গলা		১১১ (পশ্চিমবঙ্গ)	৩৩·৩
যুক্ত-প্রদেশ		১৯	৭·১
পাঞ্জাব		৪ (পূর্ব পাঞ্জাব)	৪·৯
বিহার		১৩	১·৫
বোম্বাই ও মধ্যপ্রদেশ	৪	৮	৮·২
আসাম	৪	৩	৭·৩
উড়িষ্যা	২	৩	৩·৩

† বিভিন্ন বিভাগ অনুসারে পশ্চিম বঙ্গের প্রাপ্য হার পড়িয়া ২১·৮০।

* বাঙ্গলার মোট ৪ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা আয়কর রাজস্বের মধ্যে পূর্বী বঙ্গে যায় ৪৫ লক্ষ টাকা সমুদয়ই হইত।

কোটি টাকার মধ্যে ৬৮ লক্ষ টাকা কমিয়া চলতি হিসাবে পূর্ববঙ্গকে দিতে লক্ষ হইয়াছে। প্রায়ের কমিটির নিকট অতিরিক্ত বন্টনের লক্ষ হিসাবে যেসব বিল পেশ করা হইয়াছে তার চারি মাসের মধ্যে পরিশোধ করা হইবে বলিয়া বিটাইজ সম্প্রতি অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রিসভা সম্মেলনে পূর্ব ও পশ্চিমের সভায় হইয়াছেন।

বিদেশ উন্নয়নের অন্তর্নিহিতের মেলার পরিমাণ ৯ কোটি টাকা। সভায় মেলা পরিশোধযোগ্য করিয়া মেলা হোল এবং পূর্ব ও পশ্চিমের তারা মোল করিয়া বিদেশ পশ্চিম ও পশ্চিমের পূর্ব ও পশ্চিমেটকে ৩ কোটি টাকা বিদেশ। এই উদ্দেশ্যে সংশোধিত বাজেটে ১ কোটি টাকা ধরা হইয়াছে।

সংশোধিত বাজেটে বিভাগীয় রাজস্বনীতির কর্ম প্রসারের পরিকল্পনা ও প্রতিরক্ষাব্যয় খাতে বৃদ্ধির লক্ষ্য করা হইয়াছে।

সমস্তভাবে আমাদের রাজস্বের পরিমাণ ৬৩ লক্ষ টাকা হ্রাস পাইয়াছে এবং ব্যয়ের পরিমাণ ১ কোটি লক্ষ টাকা কমিয়াছে। ইহাতে ঘাটতির পরিমাণ ৩৮ লক্ষ টাকা হইতে কমিয়া ৩৩ লক্ষ টাকায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু অতিরিক্ত রাজস্ব মেলা যাবে পূর্ব হইতে এক কোটি টাকা হিসাবে ধরা হইয়াছে তাহা ঘোট সংশোধিত ব্যয় হইতে ৬৭ লক্ষ টাকা হইবে।

১৯ মাসের বাজেট

সমস্তের সংশোধিত বাজেট অনুযায়ী ১৯ মাসের বাজেট কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা মেলা যায়, তার ১ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা মেলা যায় হইবে। ইহাতে ঘাটতির পরিমাণ কোটি লক্ষ টাকা মেলা হইবে। বিভিন্ন খাতে প্রস্তাবিত ব্যয় বৃদ্ধি পাইবে বলা—আমাদী বছরের উন্নয়ন খাতে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক পরিচালনা ১ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা অর্থাৎ চলতি বছরের মেলা অর্থ অপেক্ষা ৬৮ লক্ষ টাকা মেলা, পাট শুল্ক ও আয়কর খাতে মেলা হইতে প্রাপ্য অর্থের পরিমাণ ১৮ লক্ষ টাকা কম হইবে। কিন্তু প্রাদেশিক আবগারী ও উৎপাদন শুল্ক হইতে পূর্বের চেয়ে ১৩ লক্ষ টাকা মেলা আদায় হইবে। অন্যান্য কর খাতে ৮ লক্ষ টাকা, ঋণ খাতে ৮ লক্ষ টাকা, পুলিশ খাতে ৩ লক্ষ টাকা, মেডিক্যাল খাতে ৩ লক্ষ টাকা; খাদ্যখাতে খাতে ৯ লক্ষ টাকা এবং পূর্ত খাতে ৩৯ লক্ষ টাকা। মেলখাতে খাতে যে ৮ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে তাহা কলিকাতা স্টেট ইনসিওরেন্স লিমিটেড সৌজন্যমূলক অর্থ ও ঋণ হইতে উদ্বৃত্ত অর্থ। কেন্দ্রীয় রাজস্ব হইতে অতিরিক্ত অর্থ সাহায্য অনুযায়ী ধরা হইয়াছে। মূলধন খাতে ১৪ লক্ষ টাকা হ্রাসের ধরা পূর্ব খাতে অতিরিক্ত অর্থাদান হইবে। রাজস্ব রাজধানী উন্নয়নের অর্থাদানের জন্য আনুমানিক হিসাবে বিভাগ প্রতি মন ভাইল বিভাগের উপর ধরা হইয়া আদায় করিয়া থাকেন। চলতি বৎসরে সাধারণিক সরকার বিভাগ হইতে যে অর্থ সংগ্রহ করা হইয়াছে তাহা মূলধন খাতে হইতে রাজস্ব খাতে স্থানান্তরিত অর্থ। উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রত্যেকের মেলা বিভাগ অর্থ ধার্য হইবে। সংশোধিত বাজেটে এই খাতে ৩ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছিল কিন্তু আমাদী বছরে কোটি ৮ কোটি ৮১ লক্ষ টাকা ধার্য হইবে।

আয়করদাতী সংস্থা

আমাকে স্বীকার করিতে হইবে যে, আয়করদাতী-দের আকস্মিক আগমনে প্রথম অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গ বর্ণনেকে বিশেষভাবে বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহারা সকল সমাধানের ব্যাপারে কিছুটা অসুবিধা ছিলেন। আমি সন্তোষের প্রতিশ্রুতি দিতেছি যে, অসুবিধা বর্তমানে আমাদের আসিয়াছে এবং নূতন পরিবেশে আয়করদাতীদের যাবতীয় কমিয়া তোলার জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করা হইতেছে। কিন্তু সকলের সবচেয়ে প্রয়োজন সম্পর্ক উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে পশ্চিম বঙ্গের যে অর্থাভাবজনিত প্রশ্নের একদা বিপুল সংখ্যক লোককে আমরা তোমাদের পাশে দাঁড়িয়া আশা করিতে পারি না। আমার বিশ্বাস, আয়করদাতীরা এদেশের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া প্রশ্নের সমাধান ও সম্পর্ক বৃদ্ধি করিবেন।

শেষতম বিমানের পূর্বে পাট রপ্তানিকরে প্রদেশ সমূহের অংশ

(হাজার টাকার হিসাবে)

	১৯৫৩-৫৪	১৯৫৭-৫৮
কেন্দ্রীয় সরকার	১৪৭,৯৭	১৪৬,৪৪
পশ্চিমবঙ্গ	১৯১,৯৭	১৯১,৩৮
আসাম	১৮,৩৩	৪৪,৭৮
বিহার	১৯,৫৪	৫৫,৩৮
উড়িষ্যা	৯১	৪,২৩
মোট রাজস্ব	৪৮৭,৪৩	৪১০,০০

আয়করদাতীদের জন্য চলতি বৎসরে ১ কোটি ৯১ লক্ষ টাকা এবং আমাদী বৎসরে ৩ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকা ব্যয়-বরাদ্দ করা হইয়াছে। তাহে সরকারের নিকট হইতে সমপরিমাণ টাকা পাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আয়করদাতীদের জন্য ও আমার বিভাগ জন্য চলতি বৎসরে ১ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা ও আমাদী বৎসরে ১ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে।

ভারত সরকারের নিকট হইতে সমপরিমাণ অর্থের জন্য দাবী করা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত আয়কর-দাতীদের আবাসগৃহ নির্মাণের জন্য চলতি বৎসরে ১১ লক্ষ টাকা ও আমাদী বৎসরে ১ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা ব্যয়-বরাদ্দ করা হইয়াছে। সমপরিমাণ টাকা ঋণ হিসাবে ভারত সরকারের নিকট হইতে পাওয়া যাইবে। অবশ্য যেরূপ উচিত হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে, উচিত অনুরূপ না হইলে পরিস্থিতি অন্যরূপ হইবে।

বিভিন্ন বিভাগে রাজস্ব বন্টন

(১) পশ্চিম বাঙ্গলার আয়ের শুল্ক ও গ্যায়ের শুল্ক, (২) উন্নয়ন পরিকল্পনা ও উন্নয়ন পরিকল্পনাবহির্ভূত খাতে পরিবহনসংস্থার অন্তর্ভুক্ত সম্পত্তির বিক্রয়লব্ধ অর্থ, (৩) পশ্চিমবঙ্গে উৎপন্নজাত উক্ত দুটি ছাড়াও মূলধন দেওয়া হইবে। উক্ত মূলধন দুটি হইতে আমাদের রাজস্ব আয়ের বিভিন্ন খাতে ঋণ ও প্রাদেশিক ঋণ আমাদের ঋণ মাসে পরিশোধ করা যাইবে। বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা ও নূতন পরিকল্পনাগুলি অনুযায়ী কতদূর কাজ অগ্রসর হইয়াছে, উক্ত মূলধন হইতে তাহাও জানা যাইবে, নূতন পরিকল্পনাগুলির জন্য আমরা কিভাবে রাজস্ব সংগ্রহ করিতেছি তাহাও জানা যাইবে। দেখা যাইবে যে, উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত আবাসনের জন্য অত্যাবশ্যক চিকিৎসা ও শিক্ষা বিস্তারের উন্নতির প্রতিটি আমরা অধিকতর মনোযোগ দিয়াছি।

যেসব বিভাগের পর কাজের পরিমাণ হ্রাস পাইবে, এই আমার কয়েকটি অধিকের কর্মচারী সংখ্যা কমাইয়া দেওয়া হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমাদের আশা নিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। মেল বিভাগের ফলে বহু নূতন সম্ভাবনার উদ্ভব হইয়াছে। মেল বিভাগের ফলে অধিকাংশ অধিসের কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহা ব্যতীত প্রত্যেক বিভাগেরে বহু বহু সম্প্রসারণ পরিকল্পনার সমুখীন হইতে হইয়াছে। আমাদের কাজের পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে কর্মচারী সংখ্যা বৃদ্ধিও প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। এ সম্পর্কে প্রত্যেক বিভাগের প্রয়োজন নির্ধারণের জন্য একজন স্পেশাল অফিসার নিযুক্ত করা হইয়াছে। তবুও তাহা এখনও শেষ হয় নাই। যে সকল বিভাগ সম্পর্কে চূড়ান্ত করা শেষ হইয়াছে, সেগুলির সম্পর্কে একটি অন্তর্বর্তী রিপোর্ট সরকারকে প্রদান করা হইয়াছে। ইহা হইতেই বর্তমানের যৌক্তিকতা দেখা যাইবে। ইহা হইতে দেখা যাইবে যে, কৃষি ও সমবায় বিভাগেরই সর্বাপেক্ষা অধিক সম্প্রসারণ হইয়াছে। সমবায় পুলিশ বিভাগের সম্প্রসারিত করিতে হইবে, বিভিন্ন বিভাগে প্রয়োজন অনুযায়ী সম্প্রসারণের জন্য ১৯৫৯-৬০ সালের বাজেটে এক কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দ করা হইয়াছে। ইহা কর্মচারীদের জন্য আমাদের বর্তমান ব্যয়ের শতকরা ১০ ভাগ।

সরকারী ঋণ

পশ্চিম বাঙ্গলা সরকারের অনুমোদনের নিকট কোন ঋণ নাই। রাজস্ব খেল বিভক্ত হইবার পূর্বে বাঙ্গলা সরকারের হিসাব খাতের নিকট যে মেলা ছিল তাহার অর্ধেক পরিশোধের জন্য ভারত সরকার পশ্চিম বাঙ্গলা সরকারকে ২ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা আমান দিয়াছেন। পূর্ব বাঙ্গলা সরকার বাকী অর্ধেক প্রদান করিয়াছেন। ভারত সরকারের নিকট আমাদের যে ঋণ আছে, উক্ত অর্থ তাহার অন্তর্ভুক্ত। চলতি বৎসরের শেষে ভারত সরকারের নিকট আমাদের ঋণের পরিমাণ হইবে ৮ কোটি ৮১ লক্ষ টাকা। আমাদী বৎসরের শেষে এই ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ২৩ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকা হইবে। বাঙ্গলার উন্নয়নকল্পে উন্নয়ন পরিকল্পনা, অধিক খাদ্যশস্য ফলাও পরিকল্পনা, কলিকাতায় স্লেট বাস সার্ভিস ও আয়করদাতীদের নিকট আমার এই বাজেট বিভাগ বড়ই ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে।

উন্নয়ন খাতে খরচের মধ্যে উন্নয়ন পরিকল্পনা-সমূহের জন্য ৭৫ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে। এই টাকা নিম্নোক্ত ভাবে খরচ করা হইবে। অসামরিক সরবরাহ বিভাগের ব্যবসায়গুলি পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয়ও উহার অন্তর্ভুক্ত। ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্কের নিকট হইতে টাকা লইয়া এই ব্যয় নির্ব্বাহ করা হইবে। উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহের জন্য আমামী বৎসর রাজস্ব উন্নয়নের জন্য ৪ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ ও আত্মরক্ষামূলক সুব্যবস্থার জন্য ব্যবস্থা করা হইয়াছে:

পাট শুল্ক

পাট শুল্ক ধার্য্য—১৯৪১-৪২ সালের রাজস্ব খাতে ১ কোটি ১১ লক্ষ টাকা ধার্য্য হইবে। আমি আশা এই ধার্য্যটি সুষ্ঠু বিবেচনা প্রসূত বলিয়া মনে করি। যে বিক্রয়কর (সংশোধন) বিল ও কৃষি আয়কর (সংশোধন) বিল সম্প্রতি পরিষদে গৃহীত হইয়াছে উহা হইতে ৮৫ লক্ষ টাকার মত আয় হইবে। ১৯৪১-৪২ সালের খাতেই ধরাযে হয়া ধরা হয় নাই। আমোদ কর হ্রাস, মোটরগাড়ীর রেজিঃ ফ্যাস, মোটর-লিসেন্সের ফ্যাস ও বিদ্যুৎ করের হার ১৯৪১ সালের ৩১শে মার্চ্চের পরে যথাযথভাবে ঠিক ভাবে বহাল রাখিবার উদ্দেশ্যে আমি অপর দুইটি বিল উত্থাপনের নোটিশ দিয়াছি। রেজিঃ ফ্যাস, মোটরলাইসেন্সের ফ্যাস ও বাঙ্কের বিদ্যুৎ কর বাবদে যে আয়ের অনুমান করা হইয়াছে, উহা বাজেটে ধরা হইয়াছে। প্রস্তাবিত বাঙ্কের হারে আয়কর ধার্য্য হইলে উহা হইতে ২০ লক্ষ টাকা আয়ের সম্ভাবনা। বাজেটে ইহা ধরা হয় নাই; সুতরাং এই তিন দফা ধরিয়া লইলে দেখা যায় যে, ১৯৪১-৪২ সালে অর্থাৎ আগামী বাজেট সালে আয় সাড়ে ৩ কোটি টাকা দাঁড়াইবে।

আয়কর ও পাট শুল্ক বন্টন

গত বৎসর আমার বাজেট বক্তৃতায় আমি বলিয়াছিলাম যে, আয়কর ও পাট শুল্ক বাবদ কেন্দ্রীয় সরকার কর্ত্তৃক সংগৃহীত অর্থ বিভিন্ন প্রদেশে যে হারে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহার পুনর্ব্বিবেচনা সম্পর্কে ভারত সরকারের সহিত আলোচনা চলিতেছে। আমাদের অনুরোধ সত্ত্বেও ভারত সরকার স্থির করিয়াছেন যে, ১৯৪০ সালের ৩১এ মার্চ্চ পর্য্যন্ত (১) পশ্চিমবঙ্গ সরকার আয়করের মোট প্রাদেশিক অংশের মাত্র শতকরা ১৪ ভাগ পাইবে—যদিও বিহার উড়িষ্যার বিচ্ছেদের পূর্ব্বে বাঙ্গলা দেশকে শতকরা ২০ ভাগ দেওয়া হইয়াছিল। (২) বিহারের উড়িষ্যার বর্দ্ধিত প্রয়োজনগুলির জন্য পাট শুল্ক বাবদ সংগৃহীত অর্থের শতকরা ৬২½ ভাগ বরাদ্দ করা হইয়াছিল, কিন্তু উহা হ্রাস করিয়া শতকরা ২০ ভাগ নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে এবং মোট প্রাদেশিক অংশ উৎপন্ন পাটের পরিমাণ অনুযায়ী পাট উৎপাদনকারী প্রদেশগুলির মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইবে। নূতন বাসবন্টনের বিভিন্নবিধান সাপেক্ষ যাহাতে ১৯৪১-৪২ সালে সাময়িক ব্যবস্থাব্যবস্থাকে কাযে রূপ দেওয়া যাইতে পারে। তজ্জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট আয়কর ও পাট শুল্ক বাবদ সংগৃহীত মোট অর্থ বণ্টনের সমস্ত সমস্যাটি বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করিয়া তদন্ত করাইতে সম্মত হইয়াছেন।

"আয়কর পাট শুল্ক বাবদ সংগৃহীত অর্থ আপাতোত্তোলন" সম্পর্কে যে আইনটি ভারত সরকারের নিকট পেশ করা হইয়াছে, উহার খসড়া বাঙ্গলার সরকার পুনরায় বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন। আমার দৃঢ়ের সহিত জানাইতেছি যে, এ সকল প্রস্তাব সম্পর্কে পাঞ্জাবের অর্থসচিবের মতামতকে ভিত্তিরূপে যথাযথভাবে বিবেচনা করিয়া দেখা হইতেছে না বলিয়াই আমরা মনে করি।

কয়েকটি বিশেষ সমস্যা

আমাদের নিজের পায়ে দাঁড়াইতে আরও কিছুদিন সময় লাগিবে। বেল বিভাগের ফলে আমাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবন অনেক দিক হইতেই বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। সাময়িক ও অর্থনৈতিক উভয় দিক হইতে বাঙ্গলার সমস্যাটি অত্যন্ত জটিল। রেলের রাজস্বটি, শিক্ষাব্যবস্থা এবং অন্যান্য বহু জাতীয় সেবাপ্রতিষ্ঠানের ফলে ভারতবর্ষের কাছে ঋণী হইয়াছে। আমরা, রেলের ক্ষত উন্নয়নের আয়ের আমাদের সমস্যাই বাড়াইয়াছে। আমাদিগকে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্মরণ রাখিতে হইবে। বাঙ্গলার রেলপাওনা সম্পর্কে সালিসী ট্রাইবুনালের যে রায় বেরিয়েছে, তদনুসারে এখন অবধারিত উদ্বৃত্ত হইতেছে, যেন আমাদিগকে বাঙ্গলা সরকারের পাওনাকে বাড়ান ও ঘরভাড়াগুলি ফিরিয়া কম করিতে হইবে এবং সুবিধাদের আশ অনুযায়ী মূলধন পরিশোধ করিতে হইবে।

অধিকন্তু বাঙ্গলার ঘরবাড়ী যে বিপুল ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, উহার হাতিয়ার আমাদিগকেই গ্রহণ করিতে হইবে। ক্ষেত্রের পরিমাণ এখনও স্থির হয় নাই। কিন্তু উহার পরিমাণ নিশ্চয়ই খুব বেশী হইবে। অধিকন্তু আমরাপ্রতিবেশকে যে ঋণ দেওয়া হইয়াছে, উহার ফলে আমাদের শুল্কের লোকসান হইতে পারে। তদ্ভিন্ন, ঘরবাড়ি সম্পর্কে আলোচ্য প্রস্তাব আমাদিগকে নিশ্চয়ই এগুলি পরণ করিতে হইবে। উন্নয়ন বাবদ ভারত সরকার ২৩ কোটি টাকার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। আমামী ৩৫ বৎসর আমাদিগকে এ অর্থের সাহায্যেই অধিকাংশ উন্নয়নব্যয় মিটাইতে হইবে:

আমাদের উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে পৌনঃপুনিক ঘরের জন্য অর্থ প্রাদেশিক অর্থসচিবদের সংগ্রহ করিতে হইবে। আমামীবার বাজেট প্রণয়ন উপলক্ষে নূতন নূতন আইন প্রবর্ত্তন ও সংস্কার সাধন করিতে গিয়া আমরা বিভ্রান্তবুদ্ধি ও বলপ্রয়োগ হারাইয়া ফেলিতেও পারি। আইনের জটাজটি করিতে গেলে অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি দেখা দিতেও পারে। আইন ব্যক্তিকে সাহায্য করিবে, শান্তির পথে পরিচালনা করিবে, কিন্তু সমাজের জীবনকে বিপন্ন করা উহার উদ্দেশ্য হইতে পারে না।

"ইজমের মোহ"

আমাদের আর্থনৈতিক এই দৈন্যাবস্থায় আমরা যদি বিভিন্ন প্রকার "ইজমের" মোহে আবদ্ধ হইয়া পড়ি, তবে অবর্ণনীয় দুঃখের সম্মুখীনই আসিয়া দাঁড়াইতে হইবে।

আমাদের অর্থনীতির বর্ত্তমান অবস্থায় এবং কোন "ইজম" অবলম্বনের প্রয়োজন নাই—যাহা সর্ব্বপ্রকার দুঃখের একমাত্র প্রতিকার রূপে অনেকেরই মোহগ্রস্ত করিয়া তোলে। অধিক সংখ্যক লোকের কল্যাণসাধনই যদি আমাদের আদর্শ হয়, তবে বিজ্ঞান-ভিত্তিক করিয়া প্রত্যেকটি "ইজমের" ভাল জিনিষগুলি গ্রহণ করিয়া দাঁড়াগুলি বর্জ্জন করিতে হইবে। যাহা আমাদের উদ্দেশ্য সাধনের উপযোগী—উহার যে পরিচয়ই থাকুক না কেন, উহা আমাদের উদ্দেশ্য সাধন করিবেই। গঠনমূলক কার্য্যকলাপ চালাইতে গিয়াই যেন আমরা অকস্মাৎ অনেকগুলি অসম্ভব ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জীবনের প্রায় আরম্ভক্ষণে না করি।

এই দেশ ও পরিবারের অন্তরে যেন সমাজতন্ত্রের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমার বিশ্বাস, বৃহত্তর সমাজতন্ত্রই আমাদের দেশে লক্ষ্য করা উচিত। কিন্তু, আমাদের দেশের বর্ত্তমান অবস্থা চিন্তা করিলে মনে হয় যে, সমাজের প্রত্যেক শ্রেণী ও প্রত্যেক দলের সমর্থন ও প্রত্যেক দেশের সম্পদ বৃদ্ধি করাই আমামী কয়েক বৎসর আমাদের সকল কর্ম্মপ্রচেষ্টার উদ্দেশ্য কাজ হইবে। বিশ্বযুদ্ধের পর আমাদিগকে দুঃখ বরণ করিতে হইবে এবং সকল দলের দুরূহ ঐকান্তিকতা লইয়াই জাতীয় নীতি নির্দ্ধারণ করিতে হইবে।

সম্পদের বিপুলতা ও সমাজে বিত্তবানদের সংখ্যা সম্পর্কে ঊনত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে যে ধারণা ছিল, তাহা পরিবর্ত্তন করিলে দেখা যাইবে যে, অনেকে যেরূপ ধারণা করেন, বর্ত্তমান ঠিক সেরূপ ধনী নহে বা দেশে ধনীদের সংখ্যাও খুব বেশী নহে। আয়করের হিসাব দেখিলে এ সম্পর্কে আমরা সঠিক ধারণা করিতে পারিব।

১৯৩৯-৪০ সালে সমস্ত ভারতে মাত্র ২ লক্ষ ৭৮ হাজার লোকের উপর আয়কর ধার্য্য করা হইয়াছে। তন্মধ্যে ৫ লক্ষ টাকা বা তদূর্দ্ধ পরিমাণ আয়ের ভিত্তিতে যাহাদের উপর কর ধার্য্য করা হইয়াছে, তাহাদের সংখ্যা ছিল আনুমানিক ২৮০০। উহা হইতেই বুঝা যাইবে যে, উক্ত সালে তাঁহারা আয়কর দিয়া ছিলেন তাহাদের সংখ্যা কোটি অনধিকের সরকার ৯৭ ভাগ এবং ১ লক্ষ টাকা বা তদূর্দ্ধ পরিমাণ আয়ের জন্য তাঁহারা কর দিয়াছেন, তাঁহাদের সংখ্যা মোট অনধিকের শতকরা ১৩৩৭ ভাগ। যত লোক আয়কর দিয়াছেন, তন্মধ্যে শতকরা মাত্র এক জনের আয় এক লক্ষ টাকা বা উহার বেশী।

আয়করদাতাদের মধ্যে প্রায় অর্দ্ধেক লোকের আয় বার্ষিক ৫ হাজার টাকারও কম। বিভক্ত-পূর্ব্ব ভারতের সম্পর্কেই এ হিসাব দেওয়া হইতেছে। বেল বিভক্ত হইবার পর অবস্থাটা কিরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহা নূতন করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা প্রয়োজন।

এই দেশে সম্পদ অর্জ্জনের পথ খরচা হইয়া গিয়াছে বলিয়া অনেকে মনে করিতেছেন, উহা বাস্তবিক ঠিক ততটা দুরূহ নহে। অধিকন্তু আয়কর ও সুপারট্যাক্সের বর্ত্তমান হার যেরূপ, তাহাতে বিশ্লেষণ করিয়া উহা অবশ্য বলা চলিতে পারে। সমস্তমূল্য ইহা জানিয়া রাখিবেন যে, যাহার অর্জ্জিত আয় ১ লক্ষ টাকা, তাহার

(বাকীটুকু ১১৮ পৃষ্ঠায়)

প্রাদেশিক বাজেট সমূহ

বিহার

(হাজার টাকা হিসাবে)

বৎসর	আয়	ব্যয়	—ঘাটতি +উদ্বৃত্ত
১৯৪৯-৫০	২৪,০৪,০০		+৮,০৮,০০

এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, এই আয়ের মধ্যে ৩ কোটি টাকার কেন্দ্রীয় সাহায্যকে হিসাবের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে এবং আমাদী বৎসরের অনুরূপ উদ্বৃত্তের জন্য চলতি বৎসরের উদ্বৃত্তকেও ধরা হইয়াছে।

নূতন করপ্রস্তাব।—

খাত	হার	ইতিপূর্বে ধার্য্য কর
বায়স্কোপ	টিকার পয়সা	নাই
পেট্রোল খুচরা বিক্রয়		।০

বৃদ্ধি আয়ের :—অবশ্যদেয় কর বৃদ্ধিত করা হইয়াছে বৎসরপিছু ২,০০০৲ আয়ের উপরেই কর বসানো চলিবে।

প্রধান ব্যয়খাত।

খাত	বরাদ্দ
দুয়োরের পুনর্গঠন	৮ কোটি
রেলওয়ে কর্তৃপক্ষদের ব্যবহারার্থে	৩৫ লক্ষ
বিদ্যালয়ী ছাত্রের বিনামূল্যে	১ কোটি ৩০ লক্ষ
রাজধানী	৩০ লক্ষ ৫০
শিক্ষা	১ কোটি ৩০ লক্ষ
প্রাথমিক শিক্ষাব্যয় বর্দ্ধিত করণ বাবদ অতিরিক্তসহ (নূতন কর প্রস্তাবের সমূহে প্রদত্ত সাহায্য)	৪১ লক্ষ
অধিক খাদ্য উৎপাদন	৮১ লক্ষ ৯৮ হাজার
সাধু সমাধান	৬২ লক্ষ

১৯৪১ সালের আদমশুমারি সম্পর্কে যে ২৩ লক্ষ ৮ হাজার ১০০ টাকা সংযুক্ত হইয়াছিল তাহার মধ্যে ১১ লক্ষ ৯৪ হাজার ৩০৩ টাকা ফিরাইয়া দেওয়া হইবে।

উড়িষ্যা

(হাজার টাকার হিসাবে)

বৎসর	আয়	ব্যয়	+উদ্বৃত্ত —ঘাটতি
৮৪৯ (সংশোধিত)	৭৯,৩৪	৯,১১,১১	—১,১১,৬৩
৯৪৯-৫০	৮৯,০০	৮,৭৬,০৯	+১৩,৯১

আয়ব্যয়—১৯৪৯-৫০

(হাজার টাকার হিসাবে)

খাত	বরাদ্দ পরিমাণ
সিলবাহিনীর জন্য মূলধন	৩০,০০
অবশিষ্ট রাজস্বের ঘাটতি	১,০৪,৭৯

কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে সাহায্য

(হাজার টাকার হিসাবে)

	১৯৪৮-৪৯	১৯৪৯-৫০
	(সংশোধিত)	
রাজস্ব—	১,৪৪,১০	১,৮৮,৯৯
মূল—	নাই	৭,৪৫,৮৭

কোন্ কোন্ খাতে অধিক আয় ও ব্যয় আশা করা হইয়াছে ও কেন

খাত	কারণ
সুদ	প্রদেয়অর্থ কেন্দ্রীয় রাজস্ব অঞ্চলের বাবিদ ঐ উল্লেখ
কর	দুয়োরের পুনর্গঠন
বিশেষ কর	অন্তরে সম্প্রদায়ের উন্নতি
রাজধানী নির্মাণে	প্রতিরক্ষা কোটি ৩১ লক্ষ টাকার অবরাদ্দ
(ব্যয়ের)	সাহায্য হ্রাসের ১ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকার ব্যবস্থান।

মাদ্রাজ

(হাজার টাকার হিসাবে)

	১৯৪৮-৪৯ (সংশোধিত)	১৯৪৯-৫০ (অনুমিত)
রাজস্ব—	৫৫,৩৮,০৭	৫১,১৫,০২
খরচ—	৫৭,০৫,১৮	৫৫,৯৯,০৩
—ঘাটতি +উদ্বৃত্ত	—১,৬৭,১১	—৩,৯৮,৭১
—মূলধন তহবিল হইতে ব্যয় +মূলধন তহবিলে জমা		
নূতন কর হইতে লভ্য		৫০০,০০
তুরীয় উদ্বৃত্ত	১১	১,১০

কোন্ কোন্ খাতে কর বৃদ্ধি করা হইয়াছে

বিক্রয় কর :—

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলিকে এই কর প্রথম বিক্রয়-করের আওতার মধ্যে আনা হইল :

নারিকেল ও তৈলবীজ, ইক্ষু, লঙ্কা, কফি, কয়া, আলু, পোলভাঁড়, খালসা, জলা, সুপারি, চা-প্রভৃতি

অন্যান্য মূলধিক্ত দ্রব্যসমূহের উপর অন্তত ১৯৪৮ সালের তুলনায় শতকরা ২৫৲ বৃদ্ধি করা হইয়াছে;

যানের ভাড়ার উপর শতকরা ১২৫০ কর এবং প্রদেশের অভ্যন্তরে মালবহনের উপর নূতন কর;

পাকড়ের ও ধূমিলিসমাল অঞ্চলে শতকরা ১২০ কর বৃদ্ধিকর,

বিজলী সরবরাহের উপর নূতন কর,

বিজ্ঞাপন ও পর্যবেক্ষণের উপর নূতন কর;

কবিরামা, ঘোড়দৌড় দৃশ্য ও প্রেক্ষাগৃহের উপর নূতন কর।

ঊর্ধ্বতন অবস্থা বিবেচনাতেই এই সকল করধার্য্য করা হইয়াছে। ৩ কোটি ১০ লক্ষ টাকা ঘাটতি পূরণের জন্যই এইসব কর বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

ব্যয়ের ধারা

(কোটি টাকার হিসাবে)

খাত	ব্যয়
দুয়োরের পুনর্গঠন	৮·৬৬
অধিক খাদ্য উৎপাদন	৩·৮৭
উদ্বাস্তুদের পুনর্বসতি	৩·১০

বোম্বাই

(হাজার টাকার হিসাবে)

	আয়	ব্যয়	—ঘাটতি +উদ্বৃত্ত
১৯৪৮-৪৯ (সংশোধিত)	৫৮,৮৫,১৭	৫১,১১,৫৪	+২৭,৫৭
১৯৪৯-৫০ (অনুমিত)	৬৯,০০,৬২	৫৯ ৫০,৭০	—৩,৮৮,৮৮

নূতন করের সাহায্যে আমাদী বৎসরের ৩ কোটি ২৮ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকার এই ঘাটতিকে ১১ লক্ষ ৪২ হাজার টাকার উদ্বৃত্তে রূপান্তরিত করা হইবে। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, মোট ঘাটতির মধ্যে প্রায় ৩৮ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা প্রদেয়অর্থ কেন্দ্রীয় রাজস্বগুলির জন্য নূতন সাহায্যকারের জন্য ধরা হইয়াছে।

কোন্ কোন্ খাতে কর বৃদ্ধি করা হইয়াছে :

খাত	অনুমিত রাজস্ব (হাজার টাকার হিসাবে)
(১) বিক্রয় কর — প্রদেশের বাহিরে প্রেরিত্য দ্রব্যাদিসহ	১,১৪,০০
বিক্রয়করে অব্যাহতিপ্রাপ্ত দ্রব্যের শ্রেণীভুক্ত	
বিলাসদ্রব্যের তালিকা প্রসারণ	
(২) সোনা রুপার উপর ষ্ট্যাম্প কর	
(৩) বিজলী ব্যবহারের কর প্রতি দুই ইউনিট শক্তি সরবরাহের উপর ১ পয়সা কর	
(৪) সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনের উপর টাকায় এক আনা কর	
মোট—	৪,১০,০০,

ঘাটতির কারণ

(ক) ওজরাট অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ

(খ) শাসনকার্য্যে বর্দ্ধিত ব্যয়

(গ) অন্যান্য খাতে অধিকতর ব্যয়

খাত-ধারা

(হাজার টাকার হিসাবে)

খাত	ব্যয়
সরকারী কর্ম্মচারীদের বেতনবৃদ্ধি	
উদ্বাস্তু সমস্যা	
পঞ্চায়েত আন্দোলন	
ওজরাট অঞ্চলে সেচ	
গ্রামের সঙ্গে সংযোগ রাখিবার জন্য বৃদ্ধি	

মধ্যপ্রদেশ

খাত

কৃষিখাতের পুনর্গঠন ও অতিরিক্ত ব্যয় উৎসমূহ

উদ্বাস্তু পুনর্বসতি

অন্যান্য খাতে উন্নয়ন খাতের প্রস্তাব ৩ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা পরিমাণের ব্যয় বৃদ্ধি।

কোন্ কোন্ খাতে ব্যয় বৃদ্ধি হইয়াছে

চলতি বৎসর

প্রশাসন — অতিরিক্ত দুর্নিবারণ্যরক্ষকের পদ সৃষ্টির ব্যয় এবং বিভাগে ৮ জন টাইপিস্ট নিয়োগের ব্যয় বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

প্রাথমিক — কোন প্রকারের অবৈতনিক বিদ্যালয়কে ডিগ্রেট প্রতি অতিরিক্ত মূল্যের ভিত্তিতে

মহাজনী রেজিস্ট্রেশন — বৎসরে বারো আনা

সিমলা মোটর গাড়ীর উপর — করের হার বৃদ্ধি

বিজলী ব্যবহারে

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রদত্ত অর্থের মূল্যের মাসুলবৃদ্ধি — ৩টাকা।/০

চলতি বৎসর :—

(সংশোধিত বিবরণ)

১৮ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা পরিমাণের অতিরিক্ত উদ্বৃত্তের কিছুই অবশিষ্ট থাকে নাই। কিন্তু নিম্নলিখিত খাতগুলির আয়ে রাজস্ব বাড়িয়াছে :

অবকারী, আয়কর প্রভৃতি খাতে, ট্রাম্প, যন্ত্র-বিক্রেতাদের লাইসেন্সফী। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ভাঁসাইরোধের ফলে চলতি বৎসরে নিম্নলিখিত খাত ব্যয়সঙ্কোচ করা হইয়াছে :—

খাত	পরিমাণ
রাজস্ব	৪ লক্ষ ৮ হাজার
মূলধন	১৪ লক্ষ ৫১ হাজার

চলতি বৎসরের মোট ব্যয়সমূহ

খাত	পরিমাণ
উন্নয়ন পরিকল্পনা	১ কোটি ৮৯ লক্ষ
উদ্বাস্তু পুনর্বসতি	৪ " ৭৪ "
বিভিন্ন বিষয়ে অন্যান্য ও মূলধন খাতে মোট ব্যয়	৩কোটি ৫৭ লক্ষ

(অসংযুক্ত)

(সংযোজিত)

(অসংযুক্ত)

(সংযোজিত) ৮১৯,৮৭

মুক্ত-প্রদেশের বজেট তহবিল

১৯৪৯-৫৯

১১৯,৯৯,০০০৲

প্রদেশে কোন নূতন কর বসান হয় নাই। মাত্র বৎসর বিক্রয় কর ও চুঙ্গি আদায়ে—এই দুইটি খাতে কর বসানো হয়। কিন্তু আগামী বৎসরে উদ্বৃত্ত কোন হইতে ১কোটী টাকা অতিরিক্ত বিদ্যুৎপ্রদানের ব্যয় বহন করিবে।

ব্যয়ের খাত

মোট ৪৮৮ টাকা পর্যন্ত আবেকারী সরকারী কর্মচারীদের মাসমাহারা বৃদ্ধি (১১ কোটি ৫০ লক্ষ, ১১৯৯-৫০—১ কোটি ৫১ লক্ষ), বাস্তুহারাদেরমূলক প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের বেতনের বাবদে ব্যয়—১ কোটি টাকা। ইহার মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষকের বেতনের বিধান করা হইয়াছে এবং প্রয়োজন হইলে এই খাতে আরও ২৫ লক্ষ টাকা বেশী ব্যয় করা হইবে।

১১,
৫০,
১১,
১১,৮১,৮১, বাই ৫৮,
চৌকিদার ৩, ৫,

ইহার ফলে সরকারী কর্মচারীদের বেতনের খাতে মুক্ত-প্রদেশের আরও ১ কোটি টাকা বেশী ব্যয় হইবে।

জাঁসাই নিরোধী ব্যবস্থা

৫৩ লক্ষ টাকা মূলধনের ইণ্ডাস্ট্রীয়াল কেন্দ্রই কর্পোরেশন স্থাপিত হইবে। পরিকল্পনাকে সহজে রূপায়িত করিবেন এবং মূলধন প্রয়োজন প্রকল্প ও সমবায়সমিতিগুলির নিকট হইতে সংগৃহীত হইবে।

উন্নয়ন পরিকল্পনা

মোট ব্যয়ে
শিল্পগঠনে বিশেষ কার্যক্রম
গ্রামে প্রসার কার্যক্রম
বৈদ্যুতিক ব্যবস্থার উৎসমূহ

নূতন প্রাথমিক শিক্ষালয়

বুনিয়াদি উন্নয়ন	৩১,০০০ ছাত্র
সহকারী ঐ	১০০ বৃদ্ধি (১০০ এখনই আছে)
টাইপ শিক্ষা	৫০
সরকারী	১০০ ০০০ এবং বেশী

(৫১,০০০ এখন এখনই আছে)

আগামী ৫ বৎসরে আরও ১,০০০,০০০ একর সেচের পরিকল্পনা আছে।

পাট উৎপাদন— এবৎসর ৪,১০০ বেল করা হইয়াছে আরও ১০,০০০ " করানো হইবে

এনারগন

বেঙ্গল কেমিক্যাল কৃত
টনিক গ্লিসারোফসফেটস

অবসন্ন দেহ ও মনের
পরম বন্ধু

দৈহিক বা মানসিক অবসাদ ও অপটুতা, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, নাভাযোরা প্রভৃতি উপসর্গে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। রোগের দুর্বলতা, রক্তহীনতা, বেরিবেরি এবং বহুমূত্র রক্তা প্রভৃতি অরোগেও ইহা উপকারী।

বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা :: বোম্বাই

বাজেট বিশ্লেষণ—পাঞ্জিমলক সরকার

(পূর্ব্বানুবৃত্তি ২১৫ পৃষ্ঠায়)

বিকট খাই আয় হিসাবে ধরা ৪৮,৩০০ টাকা অধিক্ষ থাকে।

তাহার আয় ১ লক্ষ টাকা—তাঁহার নিকট অধিক্ষ থাকে ৪৪,৩০০ টাকা, অর্থাৎ অতিরিক্ত এক লক্ষ টাকা আয়ের জন্য তাঁহার ৩,১০০ টাকা রাখিতে দেওয়া হয়। তাঁহাদের আয় ৫ লক্ষ টাকা, তিনি তাঁর ৩৪ হাজার টাকা নিজের নিকট রাখিতে পারেন। তাঁহার আয় ১০ লক্ষ টাকা, সর্ব্বপ্রকার কর পরিহার করিয়া তাঁহার হাতে থাকে ৮৪,৫০০ টাকা অধিক্ষ থাকে। এই অবস্থা নিশ্চয়ই বাঞ্ছনীয় নহে—নৈতিক দৃষ্টিতে না করিলে বা যুদ্ধ-পূর্ব্বকালের অর্থনীতির দিক দিয়া না করিলে কেহই এখন ব্যবসায়ী হইয়া টিকিতে পারে না। তার উপর না দিয়া বা ফাঁকি দিয়া কেহই বর্ত্তমান ব্যবসায়ী হইয়া টিকিতে পারে না।

ক্রয়ক-প্রজা-মজুর রাজ

প্রায়ই একথা বলা হইয়া থাকে যে, ক্রয়ক-প্রজা-মজুরের প্রতিনিধি স্থানীয় কয়েক জন সভ্যের লওয়া উচিত। কিন্তু কার্য্যতঃ তাহাদের টেনে বাহির করিলে দেখা যাইবে যে, এরূপ একটি বিরোধ সৃষ্টির মূলে আমরা ইংরেজের আর কোন কারিয়াছি। কারণ, তাহাদের ভোটাধিকার সীমা অনুসারে ক্রয়ক-মজুর দুইয়ে বাহিরের অধিকাংশ অধিকারী। কিন্তু ভারতবর্ষের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলে, এ অবস্থার ক্রয়ক-মজুরদের সংখ্যা ও অর্থ দ্বারা কোন রাজনৈতিক দল অধিকারীদের দমন করিতে পারে না। সেজন্য কেবলমাত্র ক্রয়ক-মজুরের স্বার্থের কথা বলিলে বাহুল্যোক্তিই করা হয়। তেমন অবস্থায় দুই একটি বিশেষভাবে হয় করাইয়া তাহাদের কোন প্রয়োজন নাই। যাহারা হাত অবশ্য পাইয়াছে, তাহাদিগকে সাধারণ শ্রেণীর ক্রয়ক-প্রজার অবস্থার ঐতিহাসিক সমস্যা যে। আমরা বলিয়াছি, তাহাদিগকেই আয়ের বর্ত্তমান অবস্থা হইতে উর্দ্ধে তুলিয়া দিতে হবে।

প্রয়োজনের তুলনায় আমাদের জিনিষপত্র, লোকজন ও উপযুক্ত লোকের অভাব রহিয়াছে। কথা বলা সহজ, কাজ করা কঠিন। ক্রয়ক প্রজার অবস্থার উন্নতি করিতে হইলে সেচ ব্যবস্থা, পতিত জমি উদ্ধার, আর কৃষি, উন্নত ধরণের সার ব্যবস্থা প্রভৃতি কাজে হাত দিতে হইবে। এ সকল কাজে কেবলমাত্র মিলনস্থ ও লোকেরই প্রয়োজন হইবে না—নীতিও আনা প্রয়োজন। সেজন্যই এসকল কাজ যে ধীরে অগ্রসর হইতে থাকে। আমরা এ মুহূর্ত্তেই ছুটি কুর্ণ পড়িয়া তুলিতে পারিতেছি না।

চল বৃদ্ধিকল্পে প্রয়োজন

ব্যয়সঙ্কোচের কিছি স্থগিত হইয়াছে, এখনে বাজের সাধারণভাবে একবার পরিচয় করিয়া দেওয়া হয় বলিয়া মনে করি। কোন বড় কেন্দ্রের সাধারণ বড় রকমের পার্থক্য না একবার আয়ব্যয়ের হিসাব দেখা প্রয়োজন। আমাদের অবশ্যের জন্য বৃদ্ধকার টেক্স ও রাজস্বের দাবিতা ও সম্পদের যথোচিত তুলনামূলে ঐতিহাসিক সত্য করিয়া সমস্ত ও সম্পদ আমাদের সম্মুখে ভাগ্যক্রম করিয়া তোলে এবং আমার মনে হয়, নবলব্ধ স্বাধীনতা আমাদের পক্ষে পরিবর্ত্তন আনিয়াছে। এখনও আমাদের অন্তরের পরাধীনতার ইহার প্রভাব উপলব্ধি হয় নাই, হইয়া থাকিলে সর্ব্বপ্রথমেই অথবা অসমসাহসিক কর্ত্তব্যনীতির বিরোধকালে বৈদেশিক সরকারের কর্ত্তব্যনীতির সমালোচনা আমরা যে মনোভাবের বশবর্ত্তী হইয়া করিতাম, বর্ত্তমান সর্ব্বদেশের কার্য্যের সমালোচনা আমরা ঐ মনোভাবের বশবর্ত্তী হইয়া করিতাম না। যে সমস্ত ত্রুটি বা যে ধরণের অসার জীবাণু আক্রমণ চালাইয়া আমরা বৈদেশিক সরকারকে বিপর্যস্ত করিতাম—স্বাধীনতা লাভের পর আজকের বিজয় সর্ব্বদেশের বিরুদ্ধে আমরা ঐ সকলই বল পরিমাণে প্রয়োগ করিতেছি।

অবশ্যের মনের উপর চাপ দেওয়া অর্থ-নীতিবের কথা নহে, তবে এই বাজেট প্রসঙ্গে আমি উহা করিয়া থাকিলে এই জন্যই করিতেছি যে, আমি মনে করি যে, অবশ্য যে পর্য্যন্ত না অবস্থা পরিবর্ত্তিত সম্পূর্ণ সহজ হইতেছে এবং বিভিন্ন ধরণের ত্রুটির ফলে সৃষ্ট অযৌক্তিকতার মোহ হইতে মুক্ত না হইতেছে, ততদিন পর্য্যন্ত অতিরিক্ত তাড়াহুড়ার অর্থ-নীতিবের ফল ও বিচার এবং বিচক্ষণ বাধ্যতার সংশোধিত হইবে, "বিশ্ব ভারতী"

বাজেট বিশ্লেষণ—ভারতসরকার

(পূর্ব্বানুবৃত্তি ২১৭ পৃষ্ঠায়)

৩ সুবর্ণসন্ধি বাবদ কাজেই ১০ কোটি ৩ লক্ষ টাকা ধরচ করা হইয়াছিল কিন্তু সেই স্থলে এখন ১৯ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে। দুর্ভাগ্যক্রম, আমাদেরই যাহাদের ধরচ সরকারী সাহায্য এবং আমদানীর বাজ সাহায্যের জন্য প্রাদেশিক সরকার-সমূহকে দেওয়ার প্রস্তাবের জন্য বাজেটে যে ধরচ করা হইয়াছিল তাহার পরিমাণ এখনে ১২ কোটি ৩ লক্ষ টাকা হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে।

ব্যয়সঙ্কোচ কমিটি

ব্যয়সঙ্কোচ কমিটির সুপারিশসমূহ কার্য্যকরী করার ফলে যে বাজ সম্ভোষ হইবে তাহার জন্য পূর্ব্বপূর্ব্ব অর্থসচিব এক কোটি ৩ লক্ষ টাকা ধরাইয়া দিয়াছিলেন এই কথার উল্লেখ করিয়া তিনি বাজেট বলেন যে, ব্যয়সঙ্কোচ কমিটির কাজ যে সময়ে নিষ্পন্ন হইবে বলিয়া প্রথমে আশা করা গিয়াছিল তাহা অপেক্ষা অধিক সময় লাগিয়াছে এবং অনেকটি সময় সম্বন্ধে যে রিপোর্ট দেওয়া হইয়াছে সেইগুলি এখনও বিবেচনাধীন আছে। অতএব এই বৎসরে বাস্তবে কোন অর্থই বাঁচিবে না. কমিটির সুপারিশ সম্বন্ধে সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত গৃহীত না হওয়া পর্য্যন্ত এবনই আগামী বৎসরের বাস্ত সম্বন্ধেও কোনও ব্যবস্থা করা হইতেছেনা। অর্থসচিব বলেন, তবে আমি পরিষদকে এই নিশ্চয়তা প্রদান করিতেছি যে, ইহার অর্থ টাকা নহে যে কমিটির সুপারিশের ফলে কোনও ব্যয়সঙ্কোচ হইবে বলিয়া আমি মনে করি না।

আয়কর তদন্ত কমিশন

অতঃপর অর্থসচিব আয়কর তদন্ত কমিশনের কার্য্যকলাপের উল্লেখ করেন। আয়কর পরিচালনা ও সংশ্লিষ্ট আইনের বহুবিধ বিষয় সম্বন্ধে কমিশন সুপারিশ সম্বলিত একটি রিপোর্ট সম্প্রতি এই কমিশন প্রকাশ করিয়াছেন। এইগুলি এখন পরীক্ষা করিয়া দেখা হইতেছে। এই সম্পর্কে পরিষদের আগামী অধিবেশনে একটি বিল উত্থাপিত হইতে পারে। সরকার কর্ত্তৃক উত্থাপিত বিভিন্ন তদন্তকমিটি ব্যাপারের অনুসন্ধান কমিশনের আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ কার্য্য। এইরূপ কতকগুলি ঘটনার তদন্ত শেষ হইয়াছে। সাদা সাক্ষ্য অনুসন্ধানমূলক, (এইগুলি এখন আলোচনা করা হইয়াছে), তথ্যানুসন্ধান একটিকল্পের প্রয়োজনীয়তা এবং সাধারণ অনুসন্ধানের ফলে প্রাপ্ত তথ্যানুসন্ধান সম্বন্ধে বিষয়ের জন্য কমিশনের কার্য্য সাধারণ বিস্তৃতি হইয়াছে। এইগুলি সম্পর্কে হইলে নির্দ্দিষ্ট ঘটনার অনুসন্ধান স্থগিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। যে সমস্ত ঘটনার কথা সরকার ঐ কমিশনকে জানাইয়াছেন, ঐগুলি সর্ব্বসমক্ষ উপায়ে নিষ্পন্ন করিয়া ফেলা যায় কিনা তাহার চেষ্টা হইতেছে। এইসম্বন্ধে কোন কোনও ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য প্রয়োজনীয় আয়কর কমিশনের হাতে ন্যস্ত করিবার জন্য স্থির একটি বিল পরিষদে উত্থাপিত হইবে।

নূতন আর্থিক বৎসর

১৯৩৯—৪০ সালের কথা উল্লেখ করিয়া অর্থসচিব বলেন যে, প্রচলিত কর ব্যবস্থানুসারে তিনি অনুমান করিয়াছেন যে, বৎসরের মোট আদায়ী রাজস্বের পরিমাণ হইবে ৩০৭ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা, এবং ব্যয়ের পরিমাণ হইবে ৩৮২ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা। ফলে ১৪ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা ঘাটতি পড়িবে।

রাজস্ব-খাতে যে আয় হইবে তাহার প্রধান প্রধান কতকগুলি বিষয় তিনি উল্লেখ করেন :—কাস্টম্স শুল্ক ১৩৭ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা; কেন্দ্রীয় আবগারী ৫৭ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা (সুরা মদ্যের উপর উৎপাদন শুল্ক বাবদ ৭ কোটি টাকাও এই সঙ্গে ধরা হইয়াছে) আয়কর ১৫৫ কোটি টাকা (ইহার মধ্যে অতিরিক্ত মুনাফা কর বাবদ ১১ কোটি ২২ লক্ষ টাকা; ব্যবসায় লাভকর বাবদ ১৪ কোটি ১ লক্ষ টাকা, এবং আয়-কর বাবদ অগ্রিম কিস্তি ১৯ কোটি ৫ লক্ষ টাকাও ধরা হইয়াছে)। আয়কর বাবদ প্রাপ্য আয়ের বিভাজ্য অংশের পরিমাণ ৯০ কোটি ৭ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে। তন্মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার কর্ত্তৃক ৩৩ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা রক্ষিত হইবে এবং প্রদেশগুলির অংশ বাবদ ৩৩ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা ছাড় করিয়া দেওয়া হইবে। পাটিকাগজের প্রাপ্য অংশ বাদ বিয়াও চুক্তা প্রচলন বিভাগ ও টাকশাল হইতে লাভ বাবদ ২ কোটি ৭ লক্ষ টাকা পাওয়া যাইবে। ডাক ও তার বিভাগের আয় হইবে ৩০ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হইবে ২৮ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা। কাজেই এই বিভাগ হইতে ১ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে। আসামী বৎসর রেলওয়েসমূহ হইতে ৪ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা পাওয়া যাইবে।

বাজারের কথা

নিরুৎসাহিত বাজার

অতিরিক্ত সেসের অবসান

গত সপ্তাহ আর্থিক বছরে বাজারে যাহাতে সম্ভাবে যে উৎসাহের ভাব দেখা দিয়াছিল তাহা তাঃ মাশাইয়ের বাজেট প্রকাশিত হইবার পরে বিলাই (অদৃশ্য) হইয়াছে। বাজারের অবস্থা দেখিয়া আমাদের মনে হইয়াছিল। কিন্তু বাজেটের মূল উদ্দেশ্য ও অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা বোঝা যাইবার পরে বাজারের অবস্থা উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে থাকে এবং আশা করা যায় যে, ধীরে ধীরে অবস্থার আরও উন্নতি দেখা দিবে।

১৯৬৭ সনের বিলাসিতা আইন খাদের বাজেটের ফলে বাজারের যে সর্বনাশ সংকটের সৃষ্টি হয় বর্ধিষ্ণুবিনিয়োগকারীদের মনে তাহার সন্ত্রাস করিয়াছিল এবং সংশয়বশতঃ বাজেটে যথেষ্ট পরিমাণ ছাড় দেওয়া সত্ত্বেও তাহারা যথেষ্ট প্রতিক্রিয়া করিতে পারেন নাই। এইবারে তাঃ মাশাই সেই অবস্থার বেশ কিছু পরিবর্তন ঘটাইতে সমর্থ হইয়াছেন এবং উহার বাজেট ব্যবসায়ী ও বর্ধিষ্ণুবিনিয়োগকারীদের যে কিছুটা আশার আলোক দেখিতে পাইয়াছেন তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অল্প মাত্রায় হুণ্ডীর অবোদ্ধৃতি লইয়া বাজারে আসিয়াছিল তাহারা যে সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই তাহা আমা করা এবং তাহাদের সন্তুষ্ট করিতে সরকারের যে কোন বাড়া-বাড়া নাই তাহাও তাহারা জানিয়া রাখিলে ভাল করিবে। অবশ্যই হাজার অর্থবর্ষের হিসাবে তাঃ মাশাই আরও বাড়া-বিপত্তি ও বিলম্ব-জালের মধ্যে আরও খানিকটা দেশের বণিককুলের মনের দিকে দেখা সন্তুষ্ট করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহাতে ব্যবসায়ীরা তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করিয়া পারিবেন না। বাজেটের নানা অর্থ-বিভূতি (ভাল ও মন্দ) সম্পর্কে ব্যবসায়ীদের মহল হইতে সমালোচনা করা হইলেও সমগ্রভাবে তাঃ মাশাইয়ের এই বাজেটকে বণিককুলের প্রতিনিধিরা সমর্থন না করিয়া পারেন নাই। কলিকাতা ইউ এসোসিয়েশের সভাপতি শ্রীযুক্ত বি এন চতুর্বেদির ভাষায় "The Hon'ble Finance Minister is to be sincerely congratulated on his appreciation of the fact that the level of direct taxation has gone too far, and that relief on this score has become necessary to revive investment activity in this country."

ফলে ব্যবসায় লাভ কর বিলোপ না হ্রাস করা হইবে বলিয়া যে 'আশা' বাজারে দেখা দিয়াছিল তাহা যাহা হওয়াকে আমরা সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই এবং এই "অহেতুক" করভার হইতে ব্যবসায়ীদের মুক্তি দিবার জন্য সরকারের নিকট আবেদন জানানো হইয়াছে। ব্যবসায়-লাভ কর আবেদনকারে ব্যবসায়ীদের উৎসাহ ও উদ্যম নষ্ট করিয়াছে—ইহা সত্য। কিন্তু ব্যবসায়ীরা যদি সরকারের আয়কর বাবদ প্রাপ্য পাওনা বিনা বিলম্বে তাহা হইলে সরকার তাহাদের ব্যবসায়-লাভ কর হইতে অব্যাহতি কিছুটা বেশীই দিতে পারিতেন। কিন্তু বর্তমানে যেন আমরা দেখা যাইতেছে এবং ব্যবসায়ীদের অর্থাভাবের জন্য সুবিধামত করার পরেও সরকার তাহার প্রাপ্য পাওনা ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে সংগ্রহ করিতে পারিতেছেন না, সেইজন্য সরকার ব্যবসায়-লাভ কর চালু রাখা ছাড়া আর কোন পথ খুঁজিয়া পাইতেছেন না। ফলে অসংখ্য ব্যবসায়ীদের জন্য সাধু ব্যবসায়ীরা করভারে সর্বস্বান্ত হইয়া, "দিবালিয়া" হইতেছেন। তবে আয়কর আদায়ের পথা সরলীকৃত হইয়া ইতিমধ্যে ফলে সরকার যখন আয়কর করিতে সমর্থ হইবেন তখন ব্যবসায়ীদের উপর হইতে এই অসাধুদের করভার অপসারণ করিতে সরকার কোন দ্বিধা করিবেন না।

সরকারের বর্তমান আর্থিক অবস্থায় প্রত্যক্ষ কর দেখা পরিমাণে লাঘব করিবার ক্ষমতা যে নাই তাহা ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের পক্ষে বুঝা উচিত। তবে ব্যবসায়ীদের ও বর্ধিষ্ণুবিনিয়োগকারীদের উপকারার্থে 'ঘাঁটি প্রভার' কর লাঘব করিয়া সরকার অবশ্যম্ভাবের বিলম্বসাধন করিতেও পশ্চাদপদ হন নাই। দুষ্প্রাপ্য কর প্রত্যাহার করিয়া এবং অতিরিক্ত আয়কর হ্রাস করিয়া বিলাই খিলজির ও ব্যবসায়ীদের সাধ্যের

> এই সংখ্যা "আর্থিক ভারত" বিশেষ বাজেট সংখ্যারূপে প্রকাশিত হইল। বিবিধ তথ্য ও পরিসংখ্যান সম্বলিত এই বিশেষ সংখ্যাটি বাহির করিতে গত সপ্তাহে "আর্থিক ভারত" প্রকাশ স্থগিত রাখিতে হইয়াছিল। অতঃপর "আর্থিক ভারত" যথারীতি প্রকাশিত হইবে।
> সঃ আঃ ভাঃ

করিয়াছেন এবং শিল্পপতিদের সুবিধার্থে সরকার আয়কর ব্যবস্থারও সংশোধন করিয়াছেন। বর্তমান পরিস্থিতিতে বাজার এরবেশেক্ষা যে বেশী অগ্রসর হইতে পারেন না তাহা সুস্পষ্ট।

সেইজন্য শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের এখন কর্তব্য সরকারকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হওয়া। কিন্তু করভার-জর্জর সম্পদ তাঁহাদের যে অবহেলুক ভীতি ছিল তাহাও সরকারের পূর্ণ পুনঃ ঘোষণার মুহূর্তুক হওয়া উচিত। শিল্পে বাণিজ্যের বালিকানা ও রাষ্ট্রের মালিকানা পাশাপাশি অগ্রসর হওয়া যখন সরকারের ও সমাজের কাম্য এবং এই ব্যবস্থা যখন দেশের শিল্প-সম্প্রসারণ ও জাতীয় উন্নতির একমাত্র পথ বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে, তখন ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে জনমতের শক্তি ও উদ্যম দেশের অগ্রগতি বিরোধিতা করিতে পারেন। তাহাড়া দেশের বাজারে নূতন বর্ধিষ্ণুবিনিয়োগকারীদের অংশগ্রহণ করা অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। কারণ পুরাতন বর্ধিষ্ণুবিনিয়োগকারীদের হাতেই সর্বস্বান্ত হইয়াছে তাহাদের নিকট হইতে খুব বেশী উৎসাহ প্রত্যাশা করা যায় না। সরকার যখন শিল্পের উন্নতির জন্য ও দেশের সম্পদ বৃদ্ধির জন্য ব্যবসায়ীদের সর্বপ্রকারে সাহায্য করিতে শুরু ও কৃতসঙ্কল্প তখন স্বাধীন অর্থব্যবস্থাকে বিনাশের হাত হইতে বাঁচাইতে বর্ধিষ্ণুবিনিয়োগ করিতে পারেন। অন্যথায় তাঁহাদের নিজেদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত সুবিধা দেওয়া হইবে এবং শিল্পের প্রসার ব্যবসায়ীদের হইবে।

* * *

বাজেট প্রকাশিত হইবার পূর্বে বাজারে যে উৎসাহ দেখা দিয়াছিল, বাজেট প্রকাশিত হইবার পরে সেই উৎসাহে ভাটা পড়িয়াছে। বাজেটের পূর্বদিনে ইণ্ডিয়ান আয়রনের ও 'অর্ডিনারী' র মূল্যমান ৪৫৲ ও ৫১৲ পর্যন্ত উঠে। কিন্তু বাজেট প্রকাশিত হইবার পরের দিন তাহা ২১৲ ও ২৭৲ পর্যন্ত নামে। উহার কারণ বাজেট বাজারের আশানুযায়ী হয় নাই আশা করা গিয়াছিল ব্যবসায়-লাভ কর অনেক পরিমাণে হ্রাস পাইবে। কিন্তু সেই আশা তাঃ মাশাই নিরাশ করিয়া দেন। কিন্তু প্রথম বাজার দর বাজেটের সম্পূর্ণ তাৎপর্য যখন সকলের কাছে পরিস্ফুট হয় তখন মূল্যের উন্নতি দেখা যায় এবং শুক্রবার ইণ্ডিয়ান আয়রন ও 'অর্ডিনারী' র মূল্য ৪৩৲ ও ৪৭৲ পর্যন্ত উঠে এবং বাজারে যেরূপ স্বচ্ছন্দতা ও বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে তাহাতে বাজার ক্রমশঃ উন্নতির দিকে যাইবে বলিয়া মনে হয়।

সরকারী কারখানা

উপরে বাজারে অবহেলিত দেখা দেশের সরকারী কারখানের বাজারে যেরূপ উজ্জীবন পরিলক্ষিত হয়। ১৯৬৭ সনের বাজেটে যেরূপ বিশেষ কিছু ঘাটতি দেখা যায় নাই বলিয়া এবং আগামী বৎসরে উন্নতি ঘটিবে বলিয়া টাকার বাজারে উৎসাহের সঞ্চার হয় এবং ফলে উন্নতি দেখা যায়। ৩½ ঋণের ১৯৮৭ ৯২½, ৩½ ঋণের ১৯৭৪-৬৮ ১০০½ এবং ২½ ঋণের ১৯৬১-৬৬ ১৭১৵০ দরে ক্রয় হইয়াছে।

ব্যাঙ্ক

ব্যাঙ্ক শেয়ারের মধ্যে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক ১৮৭½, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ৫৪৲, ক্যালকাটা ব্যাঙ্কিং ১৭৲ এবং বিশ্ব ব্যাঙ্ক ১১৲ দরে ব্যবসায় হইয়াছে।

কাপড়ের কল

সুতা, বাণিজ্য ও মোটা কাপড়ের উপর শুল্ক বাড়ার ফলে এই বিভাগে অল্পস্বল্প প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে। তবে শেয়ারের দরে বিশেষ অবনতি ঘটে নাই। কাকিনাড়া ১৯৮৲, এলগিন ১৮৭৲ এবং মুইর ৩১½ পর্যন্ত দরে কাজ হইয়াছে।

চা

আগামী বৎসর হইতে পাকিস্তান হইতে রপ্তানীকৃত চায়ের উপর শুল্ক বাড়া করা হইবে বলিয়া পাকিস্তানের অর্থমন্ত্রি যে-ঘোষণা করিয়াছেন, তাহার ফলে বাজারে বিক্রেতাদের ভীড় দেখা যায় এবং দরে মূল্যহ্রাস ঘটে। তবে ভারত সরকারের সঙ্গে ঘোষণা হইলে এই শুল্ক বৃদ্ধির করা যাইবে বলিয়া যে-ঘোষণা প্রচারিত হইয়াছে তাহার ফলে এবং এই শুল্কের পরিমাণ বেশী নামান্য বলিয়া বাজারে অবশ্য কাজ বিশেষ দুর্বলতা প্রকাশ পায় নাই। আসামটি ১৯৫½ ব্রেমিয়েলে ৯৮ এবং বেলসেরিয়ার ১৯৯½ দরে কাজ হয়।

বিবিধ

এই বিভাগে কাজ বেশী হয় নাই। বি, আই, সি সাধারণ ভাবে ৩৯৲, ব্রাডফোর্ড ৯½, ভারতপুর ২৭½ ঘোষালজী ৯৮৲ এবং উইলিয়ম ৩৯৲ দরে কাজ হইয়াছে।

সাপ্তাহিক হিসাব বিকাশ :—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক

ইস্যু বিভাগ—

দায়—			
দাবি বিহীনের নোট	১১,৩৮,৫১		
মোট নোট	১১৪৮,১৯,৯১	১১৮৮,১৯,৮৮	১১৯৯,৮৮,৯১
	১১৮৯,৯১,৮১	১১৮৮,৯৯,৮৮	১১৯৯,৮১,৯৮
সম্পত্তি—			
(ক) সোনার ও ডলার সোনা			
(১) ভারতে	৯৯,৮১,৯১	৯৯,৮৮,৯৯	৯৯,১১,৯১
(২) ভারতের বাহিরে			—
ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট সিকিউরিটি	১৯১,৬১,৯৯	১১১,৯১,৯১	১১৮৮,৮৮,৯৯
নোট এবং	৭৯১,৯৯,১৯	৯৮১,৮৮,৯৯	১১৯৯,৯১,৯৯
(খ) বাজার হুণ্ডী	৫১,৯১,১১	৯৯,৯৮,৯১	৫১,৮৮,১৯
মূল্যতালিকা	৭৯৯,১৯,১১	৭৯৯,১৯,৮৮	১১৯৯,৯১,৯১
	১১৮৯,৯১,৮১	১১৮৮,৯৯,৮৮	১১৯৯,৮১,৯৮

ব্যাঙ্কিং বিভাগ—

দায়—			
অংশীদারের মূলধন			৫,৮৮,৮৮
সঞ্চয় তহবিল			৫,৯৯,৮৮
আমানত—			
(ক) বেসরকারী সরকার	১৯৯,৫৮,৮৮		
(খ) অন্যান্য সরকারের	১৯,১১,৮৮	১৯,৯৮,১১	১৯,১৯,৮৮
(গ) ব্যাঙ্কসমূহের	৯৯,৯৮,১৯	৯১,১১,১৫	৭৯,১৯,১৫
(ঘ) অন্যান্যের	৯৯,১১,৯৮	৯৯,৮৭,৫৫	৫১,৯৯,৮৮
দেয় হুণ্ডী	৯,৮৮,৮৯	৯,১৯,৯৯	৯,৯৯,১১
অন্যান্য দেনা	১৮,৫১,৮৮	১৯,১৯,৯৫	১৯,৫৯,১৯
	৭১১,৯৯,৯৮	৭১১,৯১,৫৫	৮৮৮,৯৯,৯১
সম্পত্তি—			
সোনা			৯৯,৯৫,১১
সঞ্চয় মূল্য			৫,৮৮
অন্য মুদ্রার মূল্য			১,১৮
ঋণ ও অগ্রিম—			
(ক) আভ্যন্তরীণ	৯৮,৮৮	৯৫,৮৮	১১,৮৮
(খ) বাহিরের	—	—	—
(গ) ভারত সরকারের			
ট্রেজারী বিল	৫,৮৮,৯৯	৯,১১,৮৮	১,৯৫,১১
সিকিউরিটি প্রভৃতি	১৯৫,৯৯,৯১	৮৮৯,৯৯,১৫	৮৯১,৯৮,৮৮
ব্যাঙ্কারদের প্রদেয় হুণ্ডী ইত্যাদি			
	৫,৮৮,৮৮	৫,১১,৮৮	১৮,৮৮
স্থায়ী আসবাব ও গৃহাদি			
	৯,৯৯,১১	৯,৯৯,১৫	—
অন্যান্য সম্পত্তি	১৮৮,৮৮,১১	১৮১,১৫,৯৫	৫৫,৮৮,১১
	৫,১৮,৮৯	৯,৫৯,৯৯	৯,১১,১৯
	৭১১,৯৯,১৯	৭১১,৯১,৫৫	৮৮৮,৯৯,৯১

সাপ্তাহিক হিসাব বিকাশ :—ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক

(হাজার টাকার হিসাবে)

	১৯-১-৪৯	১৯-১-৪৮	১৯-১-৪৯
দায়—			
বিভিন্ন মূলধন	১১,১৯,৮৮	১১,১১,৮৮	১১,১৯,৮৮
অংশীদারের মূলধন	৫,৮৮,৮৮	৫,৫৫,৮৮	৫,৫৫,৮৮
সঞ্চয় তহবিল	৯,১১,৮৮	৯,১১,৮৮	৯,১৯,৮৮
স্থায়ী আমানত, সেভিংস্ ব্যাঙ্ক আদি ও অন্যান্য বিভাগ	১১৯,১৯,৯৯	১৯৮,১৫,১১	১৯৮,৫৯,১৯
অন্যান্যদের অন্য দায়	৯৯,৯৮	৮৮,৯৫	৯১,৯১
মোট	১৯৫,৮৯,৯১	১৯১,৯৮,৭৮	১৯৯,১৮,৭৯
সম্পত্তি—			
ভোক্তাধীন তাকা	১১৯,৮৮,১৯	১১১,৫৯,৯৫	১১১,১৯,৯৫
অন্যান্য আদায়যোগ্য দাবিসমূহ	১,৯১,১৫	১,১১,৮৮	১,৮৮,৯১
হুণ্ডী	৫৫,৮৮,৯১	৫৫,৫৮,৭৮	৫৯,১১,১৯
তাকা মেয়াদী ইত্যাদি	১৫,৫৯,৮৮	১৯,১১,৯১	১১,৫৯,১১
অন্যান্য এবং স্থায়ী সম্পত্তি	৫,৫১,১৫	৫,৫১,১৫	৫,১১,১৫
ডেড ইন	১,৫৯,১১	১,১৯,১৯	১,৯১,৮৮
বিবিধ—	১,৯৮,১১	১,১৯,১১	১,৯৮,১৯
অন্যান্য তাকার অন্য	৭,৯১,১১	৭,১৯,১১	৮,১৯,১৮
তাকার সমন্বয়			
ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব	৯১,১৮,১৫	৯১,৯৯,১৯	৯৯,৫৯,৯৮
মোট	১৯৯,১৯,৯১	১৯১,১৯,৭৮	১৯৯,১১,৭৯

সাপ্তাহিক হিসাব বিকাশ :—তফসীলভুক্ত ব্যাঙ্ক

(হাজার টাকার হিসাবে)

	১৯-১-৪৯	১১-১-৪৯	৮-১-৪৯
			(অধিকৃত তারিখ)
রিজার্ভ ব্যাঙ্কে যে দায়			
তাকার			১৯৫,৯৯,৫৯
(১) ব্যাঙ্কের নিজস্ব হুণ্ডীর জন্য	৯১,৯৯,১১	৯১,..	
(২) অন্যান্য হুণ্ডীর জন্য যে দায়	৯৯১,১৯,৯১	৯১৯,৯১,১১	
বেসরকারে যে দায়			
তাকার			
(১) ব্যাঙ্কের নিজস্ব হুণ্ডীর জন্য	১,৮৮		
(২) অন্যান্য বেসরকারে যে দায়	১১১,৯৯,৯৯	১১১,৯৮,১৯	
মোট দায় তাকা	৯৯,৯৫,১৯	৯৯,১১,৯৮	৯,৯৯,৯১
হিসাবী বাবদ দায়	১৯,১৮,৯৫		
দায়—			
তাকার	১৯৯,৯৮,১৯	১৯৯,৯১,১৮	১৯১,১১,১৯
তাকার হুণ্ডী			
তাকার	১১,৯৯,৮৮	১৮,১৯,৯১	

ষ্টেট ব্যাঙ্ক অভ পাকিস্তান

(হাজার টাকার হিসাবে)

ইস্যু বিভাগ—

	সমাপ্তিকাল		
দায়—	১৮-১-৪৯	১১-১-৪৮	৯-১-৪৯
দাবি বিহীনের নোট	৯,১৯,৯৯	৯,৮৮,৫১	৯,৯১,৯৫
চলতি নোট	১৯৫,১৯,৫১	১৯৫,১৯,৯৯	১৯৯,১৫,৯৫
	১৯৫,৯৯,৯৯	১৯৫,৯৯,৯৯	১৯৯,১৯,৯৫
সম্পত্তি—			
(ক) সোনার ডলার সোনা	১,৯৮,৯৯	১,৯৯,৭৯	
রৌপ্য	—		
ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট	৯১,৯৯,৯৮	৯১,৮৮,৯৯	
ভারত সরকারের জামিন	১৮,৯৫,৯৯	১৯,১৫,৯৯	
ভারতীয় নোট, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক	—	—	
অন্য, ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট সিকিউরিটি	৯১,৯৯,৫১	৯১,১৯,১৯	৫,৮১,৯৯
(খ) রৌপ্য মুদ্রা	১,১৫,৮৯	১,১১,৮৮	১,১৯,৫৫
পরিবর্তন সরকারের জামিন	৫,৮৮,৮৮	৫,৮৮,৮৮	
আমেরিকান মুদ্রাদি ইত্যাদি			
ভারতের সাধারণ হিসাবী ব্যাঙ্ক অন্য			
ইন্ডিয়ার বিভাগ অন্য—	—		
নোটের ও ডলার সোনা	১৯,৮৮	১৯,৮৮	১,৯৫,৮৯
ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট	৯,৯৯,১১	৯,৯১,১১	৯৫,৫১,৯৫
ভারত সরকারের জামিন	১,১৯,১১	১,১৯,১১	১৯,৯৯,১৫
রৌপ্য মুদ্রা	১,৫৯,১৫	১,৯৫,১৫	১,৯৯,৮৮
	১৯৯,৯৫,৯৫	১৯৫,৯১,৮৮	৫৯,১৯,৭৮

ব্যাঙ্কিং বিভাগ—

দায়			
অংশীদারের মূলধন			১,৯৯,৮৮
সঞ্চয় তহবিল			
আমানত—			
(ক) বেসরকারী সরকার	৯৫,৫১,৯১	৯৯,১১,১১	৯৯,৯৯,৫৯
(খ) অন্যান্য সরকার	৯,৯১,৫১	১,৯৮,৯১	৯,১৯,৫৫
(গ) ব্যাঙ্কসমূহ	১৯,৯৯,১১	১৯,১১,৮৮	১৯,১৯,৫১
(ঘ) অন্যান্য	৯,৫৯,১১	৯,৯১,৮৮	৯,৯১,৯৯
দেয় হুণ্ডী	১১,১৯	১৯,১১	১,৯৫
অন্যান্য দেনা	১,৯৯,১৫	১৯,৮৮	১৮,১৯
	১৯৯,৯১,৯৮	১১১,৯১,৮৮	১৯৫,১৯,৭১
সম্পত্তি—			
সোনা			
রৌপ্য মুদ্রা			
(ক) পরিস্থায়ী			
(খ) চলতি			
অন্য মুদ্রার মূল্য			
(ক) পাকিস্তানী			
(খ) ভারতীয়			
ঋণ ও অগ্রিমের হুণ্ডী			
(ক) আভ্যন্তরীণ			
(খ) বাহিরের			—
(গ) সরকারী ব্যাঙ্কারদের	১৮,৯১,৮৮	১৮,১১,৮৮	—
পাকিস্তানের বাহিরে জমা	৯১,১৮,৫১	৯৯,১১,৯৮	৯৯,৯৫,১১
সরকারের প্রদেয় অন্য ইত্যাদি	৯,৮৮		৯১,৮৮
অন্যান্য অন্য, প্রদেয় ইত্যাদি			
সম্পত্তিবিরোধ	৯,৯১,১৮	৯,১৯,৮৮	
অন্যান্য সম্পত্তি	৮৯,৯৯	৯৯,১১	১,৯৫,৮৮
	১৯৯,১১,৯৮	১১১,৯১,১৯	১৯৯,১৯,৭৯

যৌথ প্রতিষ্ঠান

প্রতিষ্ঠানের নাম	অনুমোদিত মূলধন (সাময়িক)	বন্ধকী ও অন্যান্য ঋণাদি	প্রতি অংশের অনুমোদিত মূল্য	লভ্যাংশ	বাজার দর		
					সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	শেষ দরে মন্তব্য
ইঞ্জিনিয়ারিং							
ইন্ডিয়ান আয়রন	২,১১,১১,৩৬০	২,১৮,৩৬,৩১৯	১০	২০(ব)	৩৩৮		১৮৩৫
ভেলস	২৯,০০,০০০	৩৩,৩০,১৮৬	১০	১৯৬(ব)	১৩৩১		১৬৫১
টাটা আয়রন	২,৬৫,১০,৩৩০	১৯,৩৪,১১,১৯৮	১০	২৫ (ব)	৩৩৮		
বার্ণ	৪০,০০,০০০	১,৩৬,১১,৩৬০	১০০	১৪৯৩(ব)	৩১৮		১৩৯৩
মেসকোস্টে	৬৩,৩১,৩১০	১১,১৩,৫৩০	৯	৮৩(ব)	১১৩১		৫/৩
বার্ণ-স্টিল	১৩,১১,৩৩০	১,১১,৩১১		৯৩(ব)	৬৫৮		৬৯৩
ইন্ডিয়া মডুলাসেলস ...	৬,৩১,৩৩,৩৩০	১১,৩৩,৩১১			১১৩১		১৩৬৫
কয়লাখনি							
অ্যাসানসোলাইট	১১,১১,০০০	১৩,৩৫,৩৩০	১০		৩৫৮		১৫৩
ইন্ডুস্টেল	১১,৩৬,১৩০	১১,১৩,০০০	১০		৩৩৮		১৩৩
ওয়েস্ট জার্নিয়া	৭,৩০,০০০	৩,১৫,০০০	১০		৩৩৮		১৩৩
কারানপুরা	১৩,৩০,৩০০		১০৩		১১৩		
কাজোরা	১৩,৩০,০০০		১৫০	৮৯(ব)	১১১		৩৬৯
কুর্দ ওয়েস্ট	২,৭১,০০০		১০	৫৯	৩৭৮		
কুর্দ সাদুল	২,১০,০০০	১,১১,১৩০	১৫০	৯৩	১৫৮		
সিউড়ী সিমলুন	১১,৩৬,২৩০	১১,১১,১১১	১০		৫১৮		১৯
সিউড়ী বাসলুন	৬,৩০,০০০	৬,৩১,৩৩৯	১০		৩৩৮		১১৯
সেনভারী	১৩,১৩,০০০	১১,১৩,১৩০	১০	৬৩	৫১৮		১৯৫৩
হারাডা	৫৭,৩৯,৫৩০	১,১৫,১৯,৩৩০	১০	৬৩	৬৩৮	১১৯৩	১১৯৩
ভেলস	৩৩,০০,০০০	১,৩৩,৩৩,৩৩০	১০০	১০	৫৫৮	৪৫১	৪১১
ভারত	৪০,০০,০০০	১৩,১১,১১১	১০	১৯৩(ব)	৩৩৮		৭১৩
ভাটীয়ড	১৫,০০,০০০	১৫,১৯,৩৫১	১০	—	৩৩৮		১৫৩
ভেকর	১৩,৩০,০০০	৩,৩৩,০০০	১০	১৯৩	৩৫৮		৩১৯৩
ভারিলাস	১,৩০,০০০	৩,১১,৩৩০	১০	৯৩	৩৫৮		১৫৩
বিরসুয়া	১,১৩,০০০	৩,৩১,৩৩০	১	১৫	১১৫১		৭১/৩
বাউরি আয়রনস্টোন —	১১,৩০,০০০	১,১৩,০০০	১০	১১	১১৫	১৫৯৩	১৩৩
পেট্রোলিয়ম ডিভিশন —	৪৯,১৩,০০০	৭৯৩	১০		৩৩৭		৯১/৩
কাগজের কল							
এমপ্রিস	১১,৩০,০০০	৬৯,৩৩,৩১১	১০	১৫	৩৫৮		
কামারহাটি টেক্সটাইল ...	১১,৩০,৩০০	১৩,৬৯,০০০	১৫	৫৩	৯৩৮	১৩১৩	
কোমারাম ...	৬০,৩০,০০০	১১,৩১,১১৩	১৫	১৫(ব)	৩৫১		
ডানলপ	১১,৩৩,০০০	১১,৩৩,০০০	১০০	১৯	৩৩৮		
তারেশ্বরী	৩৩,৩১,৩৩০	৫১,৩৩,৩১১	১০	১১(ব)	১১৫৩		
বালিগঞ্জ	৬,৩০,০০০	১১,১১,৩৩৩	১০০	১৫	৩৫৮		৩৩১
বালী	১৫,৩০,৩০০	১,১৩,১৩৩	১০		১১৫১		১/৩
বিড়লা	১১,৩০,০০০	১৩,৩৯,১১৩	১০	১১(ব)	১১৫৩		৩৩৩
বৃটীশ	৩৩,৩০,০০০	১৩,৩৩,১১১	১০০	৫১(ব)	১১৫১		
বেঙ্গলী	৬,৩০,০০০ ১৩,৩১,৩৭৫	১১,৩৩,১০০	১০ ১৫	৩০(ব) ১৫	১১৫১		

যৌথ প্রতিষ্ঠান

প্রতিষ্ঠানের নাম	অনুমোদিত মূলধন (লক্ষ টাকায়)	বন্ধক ও অন্যান্য সম্পত্তি	প্রতি অংশের আনুমানিক মূল্য	মূল্য অনুযায়ী	অংশের	ব্যাঙ্কার ও ঋণ					
											শেষ ডাকা ঋণ
চট্টকল											
আলমডাঙ্গা —	১০,০০,০০০	৩৫,৩৯,০০০৲	১০০৲	১৲	১৫৮					১৫৲	১০৲
ইউনিয়ন —	১০,০০,০০০	৩৫,৩৯,৫৪০৲	১০০৲	৩০০	১৫৮					—	—
ইন্ডিয়া —	২৫,০০,০০০	১৯,৩৫,৬৭০৲	১০৲	৭৫	৭৫৮					—	১০৩৫/৯
ওয়েস্টার্ন —	৩০,০০,০০০	৩৫,৯১,০০০৲	১০৲	৬৫	১৯৫৭					—	৬১৲
ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়া —	১৫,০০,৭৫০	১২,১১,৯০৩৲	১০০৲	১০০	১৫৮					—	১৩৩৫
কেরেকালী —	২,১৫,০০০	১৯,৯৫,০০০৲	১৲	৩৫	১৯৫৭					—	৯৫৫
কলমবাগী —	৩৫,০০,০০০	১৫,৯৫,৩৫৲	১০০৲	১১৫	৭৫৮	৫৮৲					৫৮৲
কীরবাড়া —	৩০,০০,০০০	১৩,৩৫,১৫৲	১০০৲	১৫৲	৭৫৮						১৫৲
ক্রিসেন্ট	৩০,০০,০০০	৩৫,৩৯,৫৩৲	১০০৲	৯৲	১৫৮						১৩৩৫
গোবিন্দ	১৯,০০,০০০	৩০,১৫,০০০৲	১০০৲	১৯৫	৭৫৮						৩৩৫৫
ন্যাশনাল ইন্ডিয়া	১,০০,০০০	৩০,১৫,০৫০৲	১০০৲	৯৲	১৫৮						৫৩৲
নেল	১,১০,০০০	১১,৯৫,০০০৲	৫৲	৯৲	১৯৫৭			১৫৫			১৩৫৫
প্রবীর	১৯,৭৫,০০০	১৯,৯৭,০০০৲		১৫৲	৭৫৮			—			৩৫৫৫
পৌরাণিক	১৫,১০,০০০	৩৫,৫৫,০৫৲	৩০০৲	৯৫ (ঘ)	১৯৫৭						১৫৩৲
পৌরীপুর	১৫,০০,০০০	৩৫,৯৯,৯৫৲	১০০৲	১৫৫	১৫৮						৩৩৫৫
পাতালা	৩৫,৩৯,১৫০	১৯,৯৯,০১৯৲	৩০০৲	১৫৫	১৫৮						৩৩৫৫
ভিক্টোরিয়া	৫৯,১৯,৯৫০	১,৩৫,৯৯,১৩৫৲	১০০৲	৯৲	১৫৮						১৩৫৲
মেসী	১৫,০০,০০০	১৩,০০,৩৯৫৲	১০০৲	১৩৲	৭৫৮						৫৫৲
মহীয়ান	৩৫,১৯,০০০	৩০,০০,৩৯৲	৩০৲	৯৲	১৫৮						৩১৲
মৈত্রাণি	১১,০০,০০০	৩৫,১০,০০৲	১০০৲	৯৲	১৫৮						১৯৲
রামনগর	৩৫,০০,০০০	১১,১৫,৯৩৫৲	১০৲	১০০	১৯৫৭						৫১৫
রেজিয়েন্সী	১১,০০,০০০	৩,১১,০০০৲	৫৲	৫	৩৫৮	৩১৫					৩৫৫
লর্ড কার্নিভাল	১৫,০০,০০০	১৯,১৯,৩০০৲	১০০৲	৩৫৫	৭৫৮						১০৩৫
লর্ড মন্ট্রোজ	১৫,০০,০০০	১,০১,৩৫,৩৫৯৲	১০০৲	৭০৲	৭৫৮						৯০৩৫
লালবাগ	১,১৫,০০,০০০৲	৩,৯১,৩৫,৩৩৩৲	৫৩৲	১৯৯৫ (ঘ)	৭৫৮						৩৫৫৲
শ্রী	১৯,০০,০০০	৩৫,১৫,৩১৲	১০০৲	৯/৬	১৫৮						১১০৲
সুদন	৩০,৯৯,০০০	১৩,৩৫,০৩১৲	১০৲	১১০(ঘ)	৭৫৮						৩১৩
সাহাবাদ	১৩,১৫,০০০	৩৯,৫৯,৯১৲	১০৲	৯৫ ৭৲	১৫৮						৩১৩
হরিয়ানা —	১৫,০০,০০০	১৩,৩৯,১৯৲	১০০৲	৯৲	৫৫৮						৫১৩৫
হাজারীবাগ —	৩৫,৫৯,০০০	১৫,৩০,৩৫৲	১০০৲	৯৲	১৫৮						১১৫৲
হাওড়া —	১০,১১,০০০	১৩,১৫,০০৩৲	১০৲	৯৫ ৭৲	১৫৮						৫১৫৩
হুগলী —	৯,৫৯,০০০	৩৫,৯৫,০০০৲	১০৲	৯৲ (ঘ)	৭৫৮						৩৫৫৫
হুগলীর —	৩৫,৫৯,০০০	১১,১৯,৩৫৲	৫০৲	৫৫৩	৭৫৮						৫৫৩৩
হিন্দুস্থান —	১১,৫৫,০০০	১৫,৫৯,০০০৲	১০০৲	৯৲	১৫৮						১৫৲
ঘি-আবাদ											
ইন্ডিয়া —	১৫,৯৯,০০০	৩,৫৯,০০০৲	১০৲	৯৲	১৯৫৭					১৯৫৩	১৯৫৩
ঘা —	৩,১৯,০০০	৩,৫৯,৫৩৲	১০৲	৯৲	১৯৫৭	—					৩৫৲
দত্ত —	১,১৫,০০০	১,৩৯,১৩৯৲	১০৲	১০৫	১৯৫৭	—				—	১১৫৩
বিহার —	১৫,৯৯,০০০	৩,৫৯,০০০৲	১০৲	১৫৫	১৯৫৭	৩৫৲		—			১৫৫৩

যৌথ প্রতিষ্ঠান

প্রতিষ্ঠানের নাম	বাজারমূল্য (আনুমানিক)	গঠন ও আরম্ভের তারিখ	প্রতি অংশের আনুমানিক মূল্য	মূল্য নির্ধারণ	মন্তব্য
চা-বাগান					
মেসিয়ানাবাদ ...	৯,১১,০০০	১৯৩১ খৃ.		৯৯% (ক)	১৯৩১
মেসার্স ও পার্কটিয়ন ...	৬,৩৩,০০০	১৯৩১ খৃ.		৯৯% (ক)	১৯৩১
মিস্ট্রি চুক্তি ...	১,৩৩,০০০	১৯৩১ খৃ.		৯% (ক)	১৯৩১
পদ্মাবতীবাদ ...	১১,৩৩,০০০	১৯৩১ খৃ.		৯৯% (ক)	১৯৩১
আমীনি ...	৬,৩৩,০০০	১৯৩১ খৃ.		৯৯৯% (ক)	১৯৩১
বাদারোডা ...	৫,৩৩,০০০	১৯৩১ খৃ.		৯৯% (ক)	১৯৩১
বিজয়ন ...	১৩,৩৩,০০০	১৯৩১ খৃ.		৯% (ক)	১৯৩১
মেসার্স ...	১,১১,০০০	১৯৩১ খৃ.		৯% (ক)	১৯৩১
প্রগতিবাদ ...	১,৩৩,০০০	১৯৩১ খৃ.		৯৯% (ক)	১৯৩১
মেসার্স ও সন্স ...	৯৩,৩৩,০০০	১৯৩১ খৃ.		১২৯৯% (ক)	১৯৩১
পাশা	১,৩৩,০০০	১৯৩১ খৃ.		৯৯% (ক)	১৯৩১
মেসার্স ব্রিজার	৫,৩৩,০০০	১৯৩১ খৃ.		৯৯% (ক)	১৯৩১
বাদারোডা	১,৩৩,০০০	১৯৩১ খৃ.		১৯৯% (ক)	১৯৩১
বাসিনাবাদ	১৩,৩৩,০০০	১৯৩১ খৃ.		৯৩% (ক)	১৯৩১
চিনির কল					
ইউ.পি	১৩,৩১,০০০	১৯৩১ খৃ.			১৯৩১
গ্যাঙ্গ	৬৬,৩৩,০০০	১৯৩১ খৃ.			১৯৩১
চন্দ্রাবন	১৩,৩৩,০৭৩	১৯৩১ খৃ.		১৯৩% (ক)	১৯৩১
চাঙরা ডিস্টিল	৮,১৩,৩১৭	১৯৩১ খৃ.		৯৯৩% (ক)	১৯৩১
জয়নাগপুর	১,৩৩,০০০	১৯৩১ খৃ.			১৯৩১
ডাঙ্গর	১৩,৩৩,০০০	১৯৩১ খৃ.			১৯৩১
ডাঙ্গরে	১৬,৩৩,১৩০	১৯৩১ খৃ.			১৯৩১
ডাঙ্গার	৮,৩৩,০০০	১৯৩১ খৃ.			১৯৩১
নর্থপুর	১১,১১,০০০	১৯৩১ খৃ.			১৯৩১
ব্যাঙ্ক					
ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক	১,৩৩,৩৩,০০০	১৯৩১ খৃ.		১৯%	১৯৩১
ইন্ডিয়া ইউনিয়ন	১১,৩৩,৩৩,৩৩৩ ৪৪,৩৩,৩৩৩	১৯৩১ খৃ.		১৯৩% (ক)	১৯৩১
ইন্ডিয়া ব্যাঙ্ক ...	৩৩,৩৩,০০০	১৯৩১ খৃ.	১০%	৯০% পাই (খ)	১৯৩১
ব্যাঙ্কার্স ব্যাঙ্কার্স	১১,৩৩,০০০	১৯৩১ খৃ.	১০%	৯০ (খ)	১৯৩১
পাঞ্জাব ব্যাঙ্কার্স ...	৬৭,৩৩,১১১	১৯৩১ খৃ.	১৩৩%		১৯৩১
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক	৫,৩৩,৩৩,০০০	১৯৩১ খৃ.	১০০%	৯% (ক)	১৯৩১
স্টেট স্টেট্রাল ব্যাঙ্ক	১৪,১৩,১১১	১৯৩১ খৃ.	১০%	৯৯% (ক)	১৯৩১
ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া	১,৩৩,৩৩,০০০	১৯৩১ খৃ.	১১% (খ)		১৯৩১
য় ব অব বরোদা	১,৩৩,৩৩,০০০	১৯৩১ খৃ.	১৩% (খ)	৯% (ক)	১৯৩১
হিন্দ ব্যাঙ্ক	৯১,৩৩,৩৩৩	১৯৩১ খৃ.	১০% (খ)		১৯৩১
বিদ্যুৎ কোম্পানি ...	১,১১,৩৩,০০০	১৯৩১ খৃ.	১১%		১৯৩১
স্টেট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া ...	৯,১৩,১১,১১০	১৯৩৩,৩৩১			১৯৩১
বিদ্যুৎ-সরবরাহ					
ইউ-পি	৯৩,৩৩,০০০	১৯১১,১৩৭		৯%	১৯৩১
বাঙ্গলোরী ইলেক্ট্রিক	৩৩,১১,১৩৩ শ	৯১,৩৩,১৩৩ শ		১৩৩% (খ)	১৯৩১

যৌথ প্রতিষ্ঠান

	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
বিদ্যুৎ-সরবরাহ							
[illegible]	[illegible]						
[illegible]	[illegible]	[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]					
বিবিধ [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				
[illegible]	[illegible]						
[illegible]	[illegible]						
[illegible]	[illegible]						
[illegible]	[illegible]	[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]

With best Compliments of the Ed

আর্থিক ভারত

অর্থনৈতিক সাপ্তাহিক

২য় বর্ষ ১১শ সংখ্যা [illegible] [illegible] [illegible]

Those who have finance do read

"Indian Finance"

Those who have no finance must read

"Indian Finance"

'INDIAN FINANCE'

116, Lower Circular Road, Calcutta.

বঙ্গলক্ষ্মী
ইন্সিওরেন্স লিঃ
৯এ নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা।
• • • •
ক্রমোন্নতি জনপ্রিয়তার নিদর্শন
১৯৪৮ অপেক্ষা ১৯৪৭-এ নূতন বীমা
শতকরা ৩১ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

আর্থিক ভারত

বঙ্গলক্ষ্মী
ইন্সিওরেন্স লিঃ
৯এ, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা।
• • • •
ক্রমোন্নতি জনপ্রিয়তার নিদর্শন
১৯৪৮ অপেক্ষা ১৯৪৭-এ নূতন বীমা
শতকরা ৩১ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

২য় বর্ষ ১১শ সংখ্যা] কলিকাতা, বুধবার ১লা চৈত্র, ১৩৫৪; ১৬ই মার্চ, ১৯৪৮ [মূল্য ৪০

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		অর্থনৈতিক	
প্রদেশসমূহের বাজেট	১১৩	টাকার বাজারে সঙ্কটজনক অবস্থা	
প্রাসঙ্গিক		পণ্যদ্রব্যের বাজার	
সংবাদলিপি		বিভিন্ন পণ্যদ্রব্যের পরিবর্তিত দর	
সরকার, ওয়াশিংটন, দিল্লী,		বাজারের কথা	
সরকার		কলিকাতা ষ্টক	
		মৌথিক	
		বিভিন্ন ব্যাঙ্কের হিসাব	

প্রদেশসমূহের বাজেট

বিগত পঞ্চকালের মধ্যে ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার পরিষদে চলতি বৎসরের সংশোধিত এবং আগামী বৎসরের অনুমিত বাজেট-প্রস্তাব উপস্থাপিত হইয়াছে। ভারত স্বাধীনতা লাভ করিবার পরে প্রদেশসমূহের ইহা দ্বিতীয় বাজেট-প্রস্তাব। সেইদিক হইতে বিবেচনা করিলে প্রদেশসমূহের এইবারকার ব্যয়বরাদ্দ পূর্বেকার প্রস্তাবের তুলনায় অধিক হইবারই কথা। কারণ জাতিগঠনমূলক কার্যকর্মের দায়িত্ব প্রদেশের। সুতরাং স্বাধীন ভারতে প্রদেশসমূহের ব্যয়বরাদ্দ এখন হইতে আরও কয়েকবৎসর পর্যন্ত ক্রমে বর্দ্ধিত হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু পূর্বেকার বাজেটের সহিত তুলনা করিলে দেখা যায় যে, এবারের বাজেটে কোন ক্ষেত্রেই ব্যয় তেমন বর্দ্ধিত হয় নাই, কয়েকটি ক্ষেত্রে বরঞ্চ হ্রাস পাইয়াছে। ভারতের বর্তমান কাঁপাই-মুড়ার পরিস্থিতিতে অনুমিত আয়-ব্যয়ের সমতার ভিত্তিতে যথাসম্ভব পরিমিত বাজেট রচনা করিবার প্রয়াসই উহার কারণ। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, অল্পকাল পূর্বে দিল্লীতে প্রাদেশিক অর্থসচিবদের যে-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, সেই সম্মেলনে কাঁপাই-পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে প্রদেশসমূহের বাজেট নীতিও আলোচিত হয় এবং সকল প্রদেশেই মোটামুটি যে আয়-ব্যয়সমতা এবারের বাজেটে পরিদৃষ্ট হইয়াছে তাহা উক্ত সম্মেলনেরই নির্দেশ বলিয়া মনে হয়। সুতরাং এই কারণেই যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনার খাতে প্রায় সকলেই অপেক্ষাকৃত কম ব্যয় বরাদ্দ হইয়াছে। খাদ্যোৎপাদন এবং উদ্বাস্তুদের খাতে সর্বাধিক ব্যয় স্বীকার করিবার জন্য প্রায় সকলেরই যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনাখাতে ব্যয়বরাদ্দের অঙ্কটন করেন।

যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনাগুলির প্রয়োজনকে এইরূপ লঘু করিবার স্বাভাবিক অবস্থায় আমরা নিশ্চয়ই সমর্থন করিতাম না। কিন্তু স্বাধীনতালাভের যে-বিপজ্জনক পরিস্থিতির বর্তমানে দেশে উদ্ভব হইয়াছে তাহাতে এইরূপ ব্যয়সঙ্কোচ আজ একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং এই ব্যয়সঙ্কোচ প্রচেষ্টার আমরা সমালোচনা করিতাম না যদি এই সঙ্গে নূতন নূতন করভারও চাপানো না হইত। আসাম, উড়িষ্যা এবং পূর্ববাঙ্গলায় অবশ্য কোন নূতন কর ধার্য হয় নাই, কিন্তু ইহাদের প্রত্যেকেই কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে প্রত্যাশিত বিপুল পরিমাণ অর্থসাহায্য বাজেটের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের বাজেটে কোন নূতন করধার্যের প্রস্তাব না থাকিলেও বিক্রয়করের পরিধিকে ব্যাপকতর করা হইয়াছে এবং কৃষি-আয়করের হার বর্দ্ধিত ও অব্যাহতিসীমা সঙ্কুচিত করা হইয়াছে। বিহারে খাদ্যশস্যের উপর বিক্রয়কর আরোপিত হইয়াছে এবং পেট্রোলের মূল্য বিক্রয়ের উপর কর টাকায় দুই আনা বৃদ্ধি করা হইয়াছে। মাদ্রাজে সর্বপ্রকার মালবহনের উপর নূতন কর ধার্য হইয়াছে। বোম্বাইয়ের বাসের ভাড়ার উপর শতকরা ১২॥০ কর নির্দ্ধারিত হইয়াছে এবং পরন্তু অঞ্চলে আবাসগৃহ, দ্যূত-আবাসগৃহ ও প্রেক্ষাগৃহের উপর নূতন কর ধার্য করা হইয়াছে। উহাছাড়া বিক্রয়করের ক্ষেত্র বিস্তৃত করিয়া নারিকেল ও তৈলবীজ, চিনি, গম্য, কফি, রবার, আলু, সোনাপাতি,

শালদন, কয়লা, চা ও তুলা রপ্তানি-বিক্রয় বিক্রয়করের অধীন করা হইয়াছে। বেঙ্গাইটের বিক্রয়করের পরিধি বিস্তৃত করিয়া প্রায় ৩ কোটি টাকার অধিক আয় হিসাবের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। অন্ধ্রপ্রদেশে বিক্রয়করের অধীন বিলাস-দ্রব্যের তালিকা সম্প্রসারিত করা হইয়াছে এবং প্রসাধক, বিজলীকর ও মোটর গাড়ীর উপর আরোপিত করের হার বৃদ্ধি করা হইয়াছে। যুক্তপ্রদেশে এবারের বাজেটে কোন নূতন করধার্যের প্রস্তাব না থাকিলেও পূর্ব বৎসরে প্রস্তাবিত বিক্রয়কর হইতে প্রভূত আয় অনুমিত হইয়াছে।

ফাঁপাইয়োরের স্বার্থে প্রাদেশিক বাজেটে আয়-ব্যয়ে সমতার আজ যতই প্রয়োজন থাকুক না কেন, তত্ত্বগতভাবে এইরূপ করধার্যকে কোনক্রমেই সমর্থন করা যায় না। যেসকল খাতে কর ধার্য করা হইয়াছে, বিক্রয়কর তাহার মধ্যে প্রধান। বিক্রয়কর একটি পরোক্ষ কর এবং বিক্রয়কর না বলিয়া ইহাকে ক্রয়কর বলাই উচিত। কারণ বিক্রেতা কোনদিনই নিজের মুনাফার পরিমাণ সংযোজিত করিয়া সরকারকে এই রাজস্ব দেয় না। সে তাহার পণ্যের মূল্য বর্ধিত করিয়া অবশ্য ক্রেতা প্রকৃতপক্ষে ক্রেতাকেই বহন করিতে বাধ্য করে। এই বিক্রয়কর আবার প্রস্তাবিত হইয়া এবার যাত্রীকর ও জলাধারের নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের উপরেও বসানো হইয়াছে। ইহার ফলে মূল্যমান আরও উচ্চে হইবে এবং জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা অধিকতর ব্যয়সাধ্য হইয়া উঠিবে। ইহাতে একদিকে যেমন বহুল পরিমাণে সৃষ্টি হইবে, তেমনি আবার ফাঁপাইয়োরেও নিয়ন্ত্রণ হইবে না। কেননা উচ্চমূল্যই যে-ফাঁপাই পরিস্থিতির মূল, মূল্যমানকে আরও উচ্চে করিয়া নিশ্চয়ই তাহার অবসান হইবে না।

অবশ্য একথা সত্য যে, শাসনতন্ত্রের বর্তমান বিধানে অনুসারে প্রদেশসমূহের রাজস্ব বৃদ্ধির ক্ষেত্র নিতান্তই সীমাবদ্ধ। ভূমি-রাজস্ব, আবগারীকর, বনজাত, প্রসাধক ও বিক্রয়কর—মোটামুটি এই কয়টিই হইল প্রাদেশিক রাজস্বের উৎস। ইহার মধ্যে ভূমিরাজস্ব অপ্রসারণশীল উৎস—আজকাল ইহার পরিমাণ বর্ধিত করা চলে না। কৃষি-আয়কর ধার্য করিয়া এই উৎসটিকে প্রসারণশীল করিবার চেষ্টা অবশ্য এখন হইতেছে। কিন্তু কৃষকের আয়ের সীমা বর্ধিত না হওয়া পর্যন্ত ইহা হইতেও বিশেষ কোন আয়বৃদ্ধির আশা নাই। বনসম্পদও খুব প্রসারণশীল নহে। প্রসাধকদের খাতে অবশ্য আয় বর্ধিত করিবার সুযোগ আছে। কিন্তু সমগ্র প্রয়োজনের বিচারে ইহা যেন অপ্রতুল, জলাধারের উপর বিলাস প্রতিক্রিয়াও আবার ইহাতে সৃষ্টি হয় অধিক। কারণ স্বাধীনতা কেবল উপকরণেরই প্রেরণা নহে, জীবনকে উপভোগ করিবার সুযোগও বটে। সেইদিক হইতে প্রসাধকদের অবাধে বর্ধিত করিয়া যাওয়াও সম্ভব হইবে না। সুতরাং বিক্রয়করই সকল প্রদেশের বর্ধিত ব্যয়ভার বহন করিবার একমাত্র অবলম্বন হইয়া উঠিয়াছে। রাষ্ট্র-কল্যাণ ও সমগ্র প্রদেশের অর্থনৈতিক উন্নতির পক্ষে বিক্রয়করের এই ব্যাপক প্রাধান্য শুভলক্ষণ বলা চলে না। ইহাতে কেবল জনসাধারণই উত্যক্ত হইতেছে না, মূল্যমানের অবনতিসাধনও সম্ভব হইতেছে না। তাছাড়া একই সামগ্রীর উপর বিভিন্ন হারে বিভিন্ন প্রদেশে বিক্রয়কর আরোপিত থাকায় আন্তঃপ্রাদেশিক বাণিজ্যও ব্যাহত হইতেছে এবং জাতীয় অর্থনীতিতে অনাবশ্যক জটিলতার সৃষ্টি হইতেছে। বিক্রয়করের এই কুফল বিবেচনা করিয়াই বিভিন্ন পূর্বে কেন্দ্রীয় সরকারের আহ্বানে প্রাদেশিক অর্থমন্ত্রিদের যে সম্মেলন হয় তাহাতে বিক্রয়করসম্পর্কে একটি সর্বজনগ্রাহ্য নীতিও গৃহীত হয়। কিন্তু ভারতের অর্থনৈতিক প্রয়োজনের পক্ষে উক্ত সম্মেলনে নির্ধারিত নীতিই যথেষ্ট হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। বিক্রয়কর আজ যে-সকল দ্রব্যে ধার্য করিয়াছে তাহাতে আয়কর এবং মূলধনি-প্রত্যাদি শুল্কের উহাদের কেন্দ্রীয় রাজস্বের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

উহাতে অবশ্যই এইরূপ আপত্তি উঠিবে যে, বিক্রয়কর কেন্দ্রীয় রাজস্বের অন্তর্ভুক্ত হইলে প্রদেশগুলি কি করিয়া জাতিগঠনমূলক কার্যকর্ম চালাইয়া যাইবে। ইহার উত্তর খুব সহজ, যদি শাসনতন্ত্রের কাঠামো পরিবর্তন করা যায়। অর্থাৎ জাতিগঠনমূলক পরিকল্পনার দায়িত্ব কেবল প্রদেশেরই থাকিবে না, কেন্দ্রেরও উহাতে অংশগ্রহণ করিতে হইবে। আরও একটু অগ্রসর হইয়া বলিতে গেলে স্বাধীন ভারতে যে-কোন ব্যয়বহুল ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা—তাহা যেমনই কৃষি, সেচ, বিদ্যুৎ, শিক্ষা—ইহার যাহা কিছু সংক্রান্তই হউক না কেন, তাহার দায়িত্ব হইবে কেন্দ্রীয় সরকারের। প্রদেশসমূহের আয়-ব্যয়ের হিসাব সাধারণভাবে প্রদেশে শাসনব্যবস্থা বজায় রাখা, অন্তত সম্প্রদায়ের উন্নতি, গ্রামগুলির সংস্কার, রাস্তাঘাটের সংস্কার, জনস্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা এবং প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার প্রভৃতি সাধারণ ব্যয় পরিকল্পনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিবে। প্রদেশগুলি ভূমি-রাজস্ব, কৃষি-আয়কর, বনসম্পদ, প্রসাধকর প্রভৃতি হইতে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে যে-সাহায্য লাভ করিবে তদ্দ্বারাই এইসকল দায়িত্ব তাহাদিগকে মিটাইতে হইবে। মাদকদ্রব্য প্রস্তুতির ব্যাপারেও অনুৎসাহ প্রদর্শন আপাতত স্থগিত রাখিতে হইবে। অন্যান্যক্ষেত্রে অধিক উন্নতির ফলে কেন্দ্রীয় রাজস্বের যখন সঙ্কট হইয়া উঠিবে তখনই হইবে এইরূপ আদর্শবাদী কার্যক্রম অনুসরণের প্রকৃত সময়, তৎপূর্বে নহে। সুতরাং এবারের প্রাদেশিক বাজেটসমূহ আলোচনার পরিসমাপ্তিতে এই কথা স্পষ্ট করিয়া বলিবার আবশ্যকতা অনুভব করিতেছি যে, অন্তঃপর জাতিগঠনের দায়িত্ব প্রধানতঃ হইবে কেন্দ্রীয় সরকারের এবং এতদুদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় রাজস্বের ক্ষেত্রও প্রসারিত করিতে হইবে। ইহাতে সমগ্র ভারতের অর্থনৈতিক প্রগতি যেমন দ্রুততর হইবে, রাজনৈতিক সংহতিও তেমনি দৃঢ়নিবদ্ধ হইবে। প্রাদেশিকতা আজ যেভাবে ভারতীয় জনমতকে প্রভাবিত করিতেছে, তাহাতে প্রাদেশিক নির্বাচকমণ্ডলীর মনোনীত আইনসভাকে জাতির আর্থিক ক্ষেত্রে এত অধিক ক্ষমতা অর্পণ করা সুবিবেচনার কাজ হইবে না।

এইপ্রসঙ্গে ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় অর্থনীতির বিকাশ সম্পর্কে একটি বিষয়ের উপর আলোকসম্পাত করিবার আবশ্যকতা আছে। ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হইয়াছে ইংরাজের উৎসাহে ও পরিকল্পনা অনুসারে। প্রথমে সরকারের উপর জাতের চাপ কমাইবার জন্য এবং তৎপরে দেশের জাগ্রত জাতীয়তাবাদকে প্রশমিত রাখিবার জন্য অধিক মাত্রায় দায়িত্ব প্রদেশগুলির উপর ন্যস্ত হয় এবং ১৯৩৭ সালে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তিত হইবার পরে প্রাদেশিক সরকারগুলির রাজস্ব-ভাণ্ডার নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। এই সময় ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার ছিল বড়লাটের দাক্ষাৎ তত্ত্বাবধানের অধীন আর প্রদেশগুলি ছিল লোকপ্রিয় সরকারের ঘাঁটিস্বরূপ। আজ সমগ্র দেশ স্বাধীনতা লাভ করায় প্রদেশ ও কেন্দ্রের মধ্যে এই কৃত্রিম ভেদ রাখিয়া রাখিবার কোনই যুক্তি থাকিতে পারে না। আজিকার কেন্দ্রীয় সরকার কোন অংশে প্রাদেশিক সরকারের তুলনায় জনসাধারণের বন্ধুত্বপ্রিয়তার বাসালের বাহিরে নহে। তবে কেন আমরা এখনও পুরাতনের কৃত্রিম কাঠামোকেই আঁকড়াইয়া থাকিব?

প্রাসঙ্গিক

সরোজিনী নাইডু

সরোজিনী দেবী আর নাই। আধুনিকা নারীর কবিতার পরে সাম্প্রদায়িকতার দুরন্তের আরও সমাজ সাধনারীদের কাছেরাছে সরোজিনী দেবীর মৃত্যুতে তাহার আজ অন্তরালের ভারতীয়। অধিবেশনের প্রথমেই কবিয়া সভাপতির ভূমিকের পরে আজীবন ভারতের স্বাধীনতাসংগ্রামে পরিচালনা করিয়াছেন। বিশেষতঃ বেঙ্গলেটে যুদ্ধ এই সংগ্রামে তাহার বৈশিষ্ট্য বিহারে, অধিকে সভাপতি অভিনন্দন হইয়াছে। এই অন্যায় এবং বেদনার মধ্যে দেশের আগে অধিকাংশ রাখিয়াছেন সরোজিনীদেবী স্বাধীনতা —আর কবরানে আজির প্রসেস নিয়া বৈশিষ্ট্যের উপর অন্তর রাখিয়াছেন সরোজিনী দেবী নাটক নিয়া তিনি দেশ করিয়াছেন ভূমন্তর হইয়া তিনি সাম রাখিয়াছেন আবার ভূমন্তে অন্তর হইয়া তিনি বৈশিষ্ট্যের সাথে ফিরাইয়া সংগ্রাম করিয়াছেন।

১৯১৫ সালে মাওলীর বেলবন্ধুর সঙ্গে আমিনে সভাপতি হাম হইবার পর কংগ্রেসের কর্মধারে 'পরিবর্তনকারী' অধ্যায়ের এবং 'পরিবর্তন-বিরোধী' সভাপতিদলের মধ্যে যখন মতভেদ দেখা দেয় সেই সময় কংগ্রেসের তরণী কাঁপিয়া উঠে। সরোজিনী দেবী সাথাইয়া আসিয়া তখন কংগ্রেসের সভানেতৃত্বের ভারিত গ্রহণ করিয়া কংগ্রেসের ঐক্য অক্ষুণ্ণ রেখেন। তখনি দুরন্তের প্রথেশনালে লিপ্তক হইবার পূর্বমুহূর্তে তিনি কংগ্রেসের কর্ম-পরিষদের অন্তরবর্তনা ছিলেন। এই পরে অধিকাংশ আন্দোলনেই ১৯৩০ সালের লবণ সত্যাগ্রহে তিনি গান্ধীজির 'ডান্ডি অভিযানে' সহযাত্রী হন এবং বিদুষী কংগ্রেসে নেতৃবর্গ ও কর্মিসমূহের মধ্যে মতভেদের ফলে কংগ্রেস সংগঠনের সম্মুখে যখন পুনরায় ঘন-সংটনমান উহা হয় তখন তিনি ভারত অন্তরের কাজটি করিলেন। অধিবেশনে তিনি সভাপতিত্ব করেন। আবার ১৯৪২ সালে গান্ধীজি যখন 'ভারতে ইহা ভারতে' সংকল্প লইয়া স্বাধীনতার শেষসংগ্রাম পরিচালনা করিয়া আরম্ভসময়ে আজা ও প্রাসাদে কারারুদ্ধ হন এবং অন্তরায় আন্দোলনের উদ্দেশ্যে একবিংশ বিবৃতি অবলম্বন করেন, তখন সরোজিনী সরোজিনী দেবীই গান্ধীজির পরিচালনার সমিতির ভারিত গ্রহণ করেন। ১৯৪৭ সালের শেষভাগে বিহারে তিনি আন্তর্বেশিয়া সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। ইহার পরে তাঁহার শরীর ভাঙিয়া পড়ে।

তাঁহার মৃত্যু কতকটা অকস্মাৎ হইলেও, পরিবর্তনের মধ্যেই তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন: তাঁহার মৃত্যুতে আমরা শোকমগ্ন হইলেও যে প্রকাশ করিব না। পরিপূর্ণ জীবন তিনি যাপন করিয়া গিয়াছেন। একটি মাত্র মনে সমস্ত মনের গুণাবলী লইয়া এবং একটি মাত্র শরীরে এতাধিক শক্তির উৎস লইয়া তিনি ভারত ও ভারতীর সেবা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বিশ্বত পরিবারে কবিয়া কর্মীজনের যে দুঃখ দূর হয় আজ অর্থাভাবে তাহাদিগকে সত্য করা হইয়া তিনি গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার কয়েক লক্ষাধিক আজির ভারতের আকাশ-বাতাস দুঃখিত করিয়া রাখিয়াছে। নিজের হইয়া তাঁহার অন্তরাত্মা আজ বৈকুণ্ঠের সমস্যাদি লাভ করুক—সরোজিনীর নিকট ইহাই আজ প্রার্থনা করিবেছি।

১৪ই মার্চের দিবস

কবিটিনিয়ের কেলকর্মীটের ভূমিকা সর্বত্রের সমাদৃত হইয়াছে। বিশেষ এর ১৪ই মার্চে সারাদেশ কেলকর্মীদের যে বন্ধনে হইবে তাহা ভিন্ন তাহা আরো হয় নাই। অথচ শহরটের সম্প্রতি পরিস্থিতির সম্মুখীন হইবার জন্য একটুখানি তাড়াতাড়ি প্রস্তুত করিয়াছিলেন কিন্তু কেলকর্মীদের মধ্যে কেলাদুরোধ ও বিশেষকৃষি তাহার হওয়াতে কেল সমস্ত আয়ার তাহার আয়োজন হয় নাই।

কেলকর্মীটের এই ভূমিকা ও গঠনে বহিয়া বিভিন্ন মহলে বিভিন্ন ধারণা ও মন্তব্য প্রকাশ পাইয়াছে। একদল লোক মনে করিতেছেন কেলকর্মীদের বিশেষ সুযোগ সুবিধা দাবী করিবার উদ্দেশ্যেই নাকি এই সংগঠন গড়িয়া তোলা হইতেছে। কিন্তু কেলকর্মীদের কর্তব্যসম্পর্কে সম্যক অবহিত হইলে বা তাঁহাদের নিকট হইতে কাজ আদায় করিতে হইলে তাঁহাদের কথা শুনিতে হইবে বৈকি। তাঁহারা যে নিজ ব্যবস্থা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। ভারতের জাতীয় অর্থনীতিতে কেলকর্মীদের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া সরকার কেলকর্মীদের দাবী পূরণ করিবার জন্য প্রাথমিকভাবে কমিশন নিযুক্ত করেন। কেলকর্মীদের দুঃখ ও অসন্তোষের বিষয় বাংলাদেশের মুখ্যমন্ত্রী এবং কেলকর্মীদের কেন্দ্র ও রাজ্যসরকার সম্পর্কে কেন্দ্রীয় কেলমন্ত্রী কয়েকবার বিবৃতিতে সরকার তাহা করেন। সম্প্রতি বাংলাদেশের ও নানা ভারত অধিক সহানুভূতি—ইহাদের মধ্যে বিশেষ-ভাবে এখানে বলিয়া লাভ নাই কর্তৃপক্ষ কেলকর্মীদের আন্দোলন করেন। কিন্তু কেলকর্মীদের উদ্যোক্তারা দুঃখিত হইয়া কবিয়া ধর্মঘটে ভূমিকা নেন। কেলকর্মীদের এই অসন্তোষ আজ আমাদের দেশের শ্রমিক আন্দোলনের অন্যতম অবস্থা সৃষ্টি

ভারে কাঁচা তরোয়াল সম্পর্কে যেমন তাহাদের কোন ধারণা নাই তেমনি নিজেদের প্রকৃত ক্ষমতা সম্পর্কেও তাহাদের কোন স্পষ্ট ধারণা নাই। যে সময়ে যেমন মুরুব্বী পাইবে তাহার পায়ে পড়িয়া হাসাইয়া উঠিবে। সেই সময় বন্ধুরা কঁচিয়া যেদের প্রধানকে বলিবে যে কঁচিয়া কেহারা কথা কি কঁচিয়া আমরা চলিবে পারে তাহা আমরা আমাকে কঁচিয়ে পারি না।

এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন অধিকারের মতামতের উল্লেখ করিতে হয়। যেমনভাবে অবশ্য প্রতিষ্টিনাল গভর্ণর আর সকল অধিকারেরই পরিবর্তে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কিন্তু ঘোষণার ফলে আইন ট্রেডইউনিয়ন কংগ্রেসের বন্ধুদের বিরুদ্ধে চলে। যখন আইন ট্রেডইউনিয়নের সাথে সংযুক্ত ও অন্যান্য বন্ধুদলগুলি একযোগে ছোটদের ইউনিয়নগুলির বাদ্যযন্ত্রে বন্ধ হইবে পক্ষে এক 'ফুলফরেন' অধিকার না এবং যেকোন ধরনের শান্তি বন্ধুদের সম্পর্কে পরিস্থিতির জন্য যে রাজনৈতিক পুলিশী সহযোগিতা অবশ্য করা আবশ্যক হইবে। যখন সরকারের এই পুলিশী সহযোগিতা ব্যবসায়ের সাথে বন্ধুত্ব রাখে ধরনের একযোগে ব্যবসায়ের মতো ইহার প্রয়োগের সঙ্গে হইতে পারে যে, যেকোনরূপ ব্যবসায়ের আইনের বিরোধিতা করিয়া বন্ধুত্ব করে। ইহার ফলে বন্ধুত্ব ব্যবসায়ের যেকোনরূপ ব্যবসায়ের মনে আশঙ্কা জাগিবে। ডিয়েনে শ্রমিকসংগঠনের কোন একটি যেকোনরূপ ধর্মঘটের সময়ে পাওয়া গিয়াছে। এখন পুলিশী সহযোগিতা ধরনের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হইবে না তাহাতে শ্রমিকদের ধর্মঘটের ধরনের পক্ষপাতের উপর সন্দেহের সৃষ্টি হইবে ইংরেজিদের ও ফ্রেঞ্চদিগের শ্রমিকপ্রতিষ্ঠানগুলির যে তাহা ব্যবসায় করিতে হইবে এবং সকলের বিরুদ্ধে বিরুদ্ধাচরণ করিয়া একটিমাত্র সংগঠনের যে একটিত করিয়া সম্মিলিত ভাবে কাজ করিতে হইবে। অনেক দৃষ্টান্তের সময় সহ করিয়া দিয়াছে। এর বিশেষত উহারা সফলকাম হইবেন কি?

ছয়-বাঁধ পরিকল্পনার অগ্রগতি

অবশেষে নবম বাঁধের কাজ আরম্ভ হইল। বিশ্ব ব্যাঙ্ক পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত দুর্গাপুরে ভারতের পূর্বাঞ্চলে ঔদ্যোগিক এবং, কি, ব্যাঙ্কিন মুরুব্বী জাতীয় সোপান বাঁধের বিভিন্নতার ঘোষণা করিয়াছেন। ভারতের অর্থনীতি বিশেষজ্ঞ পরকার ইহার অন্তরে ই সহযোগ আর একটি বাঁধ নির্মিত হইবে। এই বাঁধের ফলে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের ৮ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ সম্ভব হইবে এবং মোট প্রায় ৮ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন হইবে। এই বাঁধের ব্যয় প্রায় ১৩ কোটি টাকা ধার হইবে বলিয়া হিসাব করা হইয়াছে।

একাধিক উদ্দেশ্যসাধক নদীবাঁধ পরিকল্পনাগুলির যা বহুমুখী বন্দর এই হিসাবেরা বাঁধই কৃষি কাজের পরিকল্পনা করিয়াছে। অন্যান্য অঞ্চলে বাঁধ নির্মাণকার্যগুলি ব্যয় সম্পর্কে ঠিকাদার বাঁধ, সাধারণের সম্মুখে বাঁধ নির্মাণের দৃষ্টি বাঁধ, বেকারীদের দুরবস্থা বাঁধ এবং সাধারণের দুরুহ ও ভোগান্তির বাঁধ অনুভূত। উদ্বিগ্ন পরিকল্পনাগুলির সবটা কার্যকরি হইলে তাহাতে বিদ্যুৎসরবরাহ প্রায় ১৫ লক্ষ কিলোওয়াট পর্যন্ত বৃদ্ধি পাইবে এবং সেচ, জলসেচ এবং সাধারণভোগ্য প্রভৃতি বিস্তার হইবে। উহার ফলে যে কৃষি ও শিল্প—উভয় ক্ষেত্রেই ভারতে দুর্ধর্ষ আনিবে তাহা বলাই বাহুল্য। সেই দিক হইতে দুর্গাপুরের এই তিনটাড়া বাঁধ ভারতীয় অর্থনীতিকে নূতন মূলধন সরবরাহ করিতেছে।

ইহা সাধারণ আশার কথা যে, ভেনেজুয়েলে দুর্গাপুরের অধিক বাঁধটি নির্মাণসম্পর্কে বিদেশের একটি পরিষ্কার-প্রকল্প একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। ভারতের বাঁধের প্রাথমিক কার্যাদি সমাপ্ত হইয়াছে। বিশেষজ্ঞদের মতামতের প্রকাশিত আটটি বাঁধের প্রত্যেকটি কার্যকরে আসন এবং উহার জন্য আবশ্যক সাজ-সরঞ্জাম সরবরাহ করিবার জন্য একটি বিদেশী কোম্পানীকে নিযুক্ত দেওয়া হইয়াছে। আশার হইতেছে কিন্তু সাজ-সরঞ্জাম সরবরাহ করিবার জন্য তাহাদের দেওয়া করিতেছেন। বিদেশ হইতে এই সাজ-সরঞ্জাম আমদানি এবং কর্মচারীদের জন্য বিদেশী কোম্পানী-দের ট্রেইন দেওয়া দেওয়ার আমরা সমালোচনা করিতেছি না। এই বাঁধের সাজ-সরঞ্জাম সকলই দেশের মধ্যে সংগঠন করিবার সময় নয়। কিন্তু দুর্ধর্ষ আন্তর্জাতিকের ভারের উপর দুই বৎসর ট্রেনিং সাজ-সরঞ্জাম আমদানি করিতে হইবে। বিদেশী কোম্পানীগুলিকে কার্যভার অর্পণ করার সাথে সাথে তাহাদের আরও কাজে যথাসম্ভব ভারতীয় নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে, যাহাতে একটি কি দুইটি নয়া বাঁধের কাজের ধারা নিয়া অন্যান্য বাঁধগুলির আবশ্যক সাজ-সরঞ্জাম ও কারিগর আমাদের দেশেই তৈয়ার হইতে যায়।

পাকিস্তান ধর্মীয় রাষ্ট্র নহে?

পাকিস্তান গণপরিষদে পাকিস্তানরাষ্ট্রের আদর্শ সম্পর্কিত প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী জনাব লিয়াকতআলী খাঁ পাকিস্তান ধর্মীয় রাষ্ট্র নহে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে লিয়াকৎ আলী সাহেবের এই ঘোষণাকে আমরা কৌতুক অনুভব করিয়াছি। কারণ যে-যুক্তিতর্কের যুক্তিতে পাকিস্তান দাবী করা হইয়াছিল তাহার ভিত্তি ধর্ম। কিন্তু মুসলমান দ্বিজাতিতত্ত্বের ভারতের অধিবাসী হইলেও, মুক্তিসঙ্গীত মুসলমানদের ভারতের অন্যান্য অধিবাসীদের হইতে পৃথক জাতিরূপে গণ্য করিয়া তাহাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে ভারতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ দাবী করে। ব্যারিস্টারসাহেবের ঐতিহাসিক বিচার এবং হ্যারল্ডিজের পরিচয়না অনুযায়ী তাহাদের উক্ত দাবির ও পূর্বে দুইটি দৃষ্টান্তের প্রথম অন্যান্য বিচার করিয়া এই সাব্যস্ত করিয়াছে।

এইরূপে যে সাব্যস্ত গঠিত হইয়াছে তাহা যে কি করিয়া ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রতন্ত্রে পরিণতি হইতে পারে তাহা আমাদের বুদ্ধির অতীত। তবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইবার পরে তথা হইতে বিপুল সংখ্যায় অমুসলমানদের আগমনের ফলে পাকিস্তানের ধর্মীয় ভিত্তি বলিয়া আমরা মনে করি। পাকিস্তান যে ধর্মীয় রাষ্ট্র সেই কথা সত্য তথাটা বলিতে লিয়াকৎআলী সাহেব সঙ্কোচ বোধ করিলেও এই সম্পর্কে সংশোধনের কায়েদ-ই-আজম স্পষ্ট করা ছিলেন: পাকিস্তান গণপরিষদের উদ্বোধনী অধিবেশনে এক একাধিক বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছেন যে, ইসলামের 'ধরিত্রী অনুসরণই পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হইবে। লিয়াকৎআলী সাহেবও এই কথা অস্বীকার করেন নাই। তিনি ধর্মীয় রাষ্ট্রের এক বক্তব্যের-কল্পিত সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়া ইসলামকে তাহার ধারণাতীত আসনের বাহিরে লইয়া গিয়াছেন। পুরোহিত-প্রধান অথবা থিয়োক্রাটিক রাষ্ট্রকে তিনি ধর্মীয় রাষ্ট্র অভিহিত করিয়া ইসলামকে পুরোহিতদের প্রভাব বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার সিদ্ধান্ত হইল ইসলাম-অনুমিত রাষ্ট্র ধর্মীয় রাষ্ট্র নহে। অত কথায় ইসলাম কোন ধর্ম নহে!

অবশ্য লিয়াকৎআলীর এই অদ্ভুত যুক্তিজাল ছেদ করিয়া তাঁহার সিদ্ধান্তকে উপলব্ধি করিতে অধিকাংশ লোকই অসমর্থ হইবে। ইসলাম পুরোহিত পরিচালিত কি না, অথবা ইসলাম অনুযায়ী ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের কি না সেসকল প্রশ্ন এখন আর তুলিলাম। আমাদের শুধু বক্তব্য এই যে, ইসলাম আর পাকিস্তান যদি একই অর্থবোধক শব্দিবিশেষ মাত্র হইয়া থাকে, তাহা হইলে 'ইসলাম' কথাটির স্থলে 'পাকিস্তান' কথাটি ব্যবহৃত হইল না কেন? তাহা হইলে পাকিস্তানের ধর্মনিরপেক্ষতা যেমন প্রশ্নাতীত হইত অমুসলমান সংখ্যালঘুদেরও তেমনি পাকিস্তানকে নিজেদের রাষ্ট্র বলিয়া মনে করিতে পারিত। ইসলামিক রাষ্ট্র পাকিস্তানে নিজেদের অক্ষুণ্ণ অস্তিত্ব করিবার জন্য পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের অবশ্য লিয়াকৎআলী এশিয়ার মুসলমান রাষ্ট্রগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে বলিয়াছেন। আমাদের আশঙ্কা হয় যে, তাঁহাদের অনুসরণে পাকিস্তানের ধর্ম বিশ্বাসকারের অমুসলমান সংখ্যালঘুদের আশা সৃষ্টি না হইয়া সন্দেহই বর্ধিত হইবে।

সংবাদলিপি

লণ্ডন

ইউ-করাদী অর্থনীতিক আলোচনা—প্রতিকূল বাণিজ্যিক গতি—যৌথ পুনর্বীক্ষণ—সংঘাত নিরসনের চেষ্টায়

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

লণ্ডন, ১৩ মার্চ—ফরাসী অর্থমন্ত্রীদের সঙ্গে বাণিজ্য ও অর্থ-বিষয়ক আলোচনার জন্য আজ ব্রিটেনের ক্যাবিনেট মন্ত্রীরা সহ ইউরোপীয় সম্প্রদায় বা ই-ই-সি অন্তর্ভুক্ত ইউরোপীয় দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়ন কিভাবে হইতে পারে সে সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ পূর্ণাঙ্গ আলোচনায় যোগ দেওয়ার আলোচ্য ঘোষণা করিয়াছেন। আজ-ঘোষণা আসিবার পূর্বে অবশ্য হইতে শুরু করিয়া ব্রিটেন ও ফ্রান্স অন্তর্ভুক্ত ক্যাবিনেটসমূহের মধ্যে সাক্ষাৎকার এবং ই-ই-সি অন্তর্ভুক্তি দেশগুলির সহিত আলোচনা হয়। ফরাসী মহলে আশা করা হইতেছে যে, ফরাসী দেশের সঙ্গে বাণিজ্য ও উৎপাদনের উৎপাদিত দ্রব্যের পরিবর্তন-পুনর্গঠন ঘটিবে। দুইদিন ব্যাপী আলোচনার পরিণতি প্রধানমন্ত্রী হারল্ড উইলসন করিবেন। পরিবর্তনের সঙ্গে প্রচুর আশা করা হইতেছে ফরাসী দ্রব্যের উচ্চ মূল্য। আলোচনার ফলে বৈদেশিক বাণিজ্য অঞ্চলে ব্রিটেনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে পারে।

বাণিজ্য মন্ত্রকের সংশোধিত হিসাবে প্রকাশ, ১৯৬৯ সালের জানুয়ারী মাসে যুক্তরাজ্যের রপ্তানিকৃত দ্রব্যের মূল্য দাঁড়াইয়াছে ১৫ কোটি ৯৮ লক্ষ পাউণ্ড। এই মাসে আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য দাঁড়াইয়াছে ১৮ কোটি ৭৮ লক্ষ পাউণ্ড। সুতরাং জানুয়ারী মাসে ব্রিটেনের বাণিজ্যিক ঘাটতির পরিমাণ হইয়াছে ২ কোটি ৮০ লক্ষ পাউণ্ড।

১৯৬৯ সালের রপ্তানির সংশোধিত লক্ষ্য ধরিলে মাসে গড়পড়তা ১৮ কোটি ৩ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের দ্রব্যের রপ্তানি; রপ্তানির পরিমাণ দাঁড়াইবে ১৯৬৯ সালের রপ্তানির পরিমাণ ১৩১ ভাগ।

সম্প্রতি পার্লামেন্টে কৃষিজ যৌথ এবং সাংগঠনিক পুনর্বীক্ষণ, উৎপাদ ও বিতরক কাজ সম্পর্কে আলোচনা হয়। কৃষিজ সরকার কেন্দ্রগুলি উক্ত যৌথকল্পের জন্য ৬০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্য ধার্য করিয়াছেন। ইহার উদ্দেশ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে কৃষিমন্ত্রী পেগী হিসাবে ধার্যের উৎপাদ বিতরণ করানো এবং খাদ্য সম্পর্কে আমদানীর উপর নির্ভরতা হ্রাস করা। খাদ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা করা হইয়াছে। খনিজ সম্পদ আবিষ্কারের জন্য ভূতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণকার্য শীঘ্রই শুরু করা হইবে এবং প্রচুর পরিমাণে ব্যয়িত হইবে।

'ফেডারেশন অব্ কৃষিজ ইকনমিস্ট', 'অ্যাসোসিয়েশন অব কৃষিজ কেমিস্ট অব ফার্মার্স' এবং 'ন্যাশনাল ইউনিয়ন অব ব্যাঙ্কার্স-কৃষকার্স' তাঁহাদের পরিচালিত সিদ্ধান্তের সমালোচনা করিয়া একাধিকবারের ঘোষণা করিয়াছেন। তবে তাঁহারা এই বিষয়ে কোনরূপ কঠোর সুর বাহির করিতে প্রথম আপত্তি জানাইয়াছেন। ইহাও বলা হইয়াছে যে, মূলধনী বিনিয়োগের প্রচুর পরিমাণে সরকারী সাহায্যের আবশ্যক হবে সমালোচ্য বর্তমান নিয়মের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন করার সময়ও আসিতে পারে। আরও বলা হইয়াছে যে, সরকারী নিয়মের যে সব প্রতিবাদ আনা হইয়াছে তাহাদের অভিযুক্তদের হাত হইতে এগুলির মূলধন অক্ষুণ্ণ রাখার ব্যবস্থা করার সমালোচ্য নিয়মের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করা হইয়াছে। অর্থমন্ত্রীর বিভিন্ন বিশ্লেষণীদের সমালোচ্য নিয়মের এই সংযোগিতার প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহার পার্লামেন্টে এই বিষয়ে কোন বিল উত্থাপনের আর প্রয়োজন হইবে না।

ওয়াশিংটন

উত্তর আটলান্টিক চুক্তি—শক্তি উৎপাদন বিস্তার বৃদ্ধির পরিকল্পনা—সরবরাহ ঘাটতিপ্রাপ্ত দ্রব্যের রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ—বিদেশ হইতে উৎপাদনে নূতন রেকর্ড—প্লাস্টিক শিল্পের প্রভূত উন্নতি

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

ওয়াশিংটন, ১৩ মার্চ—বহুদিন যাবত আটলান্টিক চুক্তি সম্পর্কে যে আলাপ-আলোচনা চলিতেছে তাহার বিষয়বস্তু আরও বিস্তৃত করার লক্ষ্যে প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। এই আলোচনার লক্ষ্য হইল সম্ভাব্য আক্রমণের বিরুদ্ধে উত্তর আটলান্টিক রাষ্ট্রগুলির সিদ্ধান্তগ্রহণ বিষয়ক। বর্তমানে এরূপ আলোচনার কোনরূপ আদৌ সুযোগ আসে নাই। কিন্তু পরিস্থিতির সরকারীভাবে আলোচনার কোনরূপের আয়োজন করিয়াছে। সরকারের একটুক মাধ্যমগুলির প্রতিনিধিদের জানাইয়াছেন যে, পার্লামেন্টের এরূপ-ভাবে কমিটিগুলি সম্ভবই ইহার বিরোধিতা করিবে। তবে সরকারের আলোচনার কোনরূপের অর্থ ইহা নহে যে, বর্তমানে প্রচলিত চুক্তিকে আরও বাধ্যবাধকতা গ্রহণ করিয়াছে। চুক্তিসম্পর্কে কোনরূপের চূড়ান্ত অনুমোদন এখনও দূরে নয়। বর্তমান ওয়াশিংটনের কর্তৃপক্ষ কর্তৃপক্ষকে নিশ্চিন্ত করা হইয়াছে যে, তিনি যেন দুঃখিত সরকারকে জানান যে বহুদলে আন্তর্জাতিক কোনরূপের ইউনিয়ন খুব সহজেই যাবে। তবে আশা করা যাইতেছে, তৎকালে সরকারী সচিব পরীক্ষা ওয়াশিংটনের ঘটনা দুঃখ্যী সরকারের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করিবেন এবং আটলান্টিক চুক্তি সম্পর্কে কোনরূপের চূড়ান্ত মনোভাব কি হইবে তাহা নির্দিষ্ট হইবেন। ইতালীকে আলোচনার কোনরূপের বিষয়ে আরও জানানোর কোন বিশেষ অভাববোধ দুঃখ্যী হয় নাই।

কৃষি পুনর্গঠন সম্পর্কীয় আন্তঃসরকারী বিভাগীয় কমিটিসমূহের বার্ষিক যোগাযোগ প্রকাশ, দুঃখ্যী সরকারের কৃষি পুনর্গঠনের ও নতুন বিষয়ক পরিবর্তনগুলি বর্তমানে ১,২৩০,১৯০ কিলোগ্রাম বার্ষিক সরবরাহ করিতেছে। বর্তমানে দুর্বীক্ষ বিশ্লেষণ-পরিবর্তনের অন্তর্বর্তী আগামী ৩৪০ বৎসরে ইহা বিস্তৃত বৃদ্ধি পাইবে। ১৯৬৭ সালের মধ্যে ওয়াশিংটন রাষ্ট্রের হাল্ড কারখানা ইহার উৎপাদনের পরিমাণ দ্বিগুণ বর্ধিত হইবে এবং ইহা পার্শ্ব উৎপাদনে প্রথম স্থান দখল করিবে। ইহার ফলে দেশের আয় দেখেছে দ্বিগুণ হইয়া পড়িবে।

সরবরাহ ঘাটতিপ্রাপ্ত হইয়াছে এরূপ কয়েকটি দ্রব্যের উপর রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ আরও ১৮ মাসকাল বলবৎ থাকিবে। যেসব দ্রব্যের সরবরাহ ঘাটতিপ্রাপ্ত হইয়াছে—যথা ইস্পাত, টিন, আলু, সয় ইত্যাদি সেসব দ্রব্যের উপর আগামী ১৯৭১ সালের ৩০এ জুন পর্যন্ত সরকারী নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বলবৎ রাখার জন্য যে-বিল আনীত হইয়াছে তাহা প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য এই বিধানের ফলে দেখা যাইতেছে যে, কৃষিজাত পণ্যের ক্ষেত্রে উহাদের বিদেশ-চলাচল প্রাথমিক পর্যায়ে বিনিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার করিতে পারিবেন।

পূর্বাঞ্চল ও উত্তরপূর্বাঞ্চলের আন্তর্জাতিক যান সম্পর্কে বেলজিয়ম দেশের ১ কোটি ৬০ লক্ষ ডলার ঋণদান অনুমোদন করিয়াছেন। ইহা ইস্পাত কারখানা স্থাপনের জন্য যন্ত্রপাতি আমদানি ও নতুন এলাকায় অতিরিক্ত বাড়ি তৈরি নির্মাণের জন্য ব্যয়িত হইবে। পশ্চিম ইউরোপের টিনের বাটির মূলে করা হইবে ইহা। বেলজিয়মকে বিভিন্ন মূল্য অঞ্চলে সরবরাহ করিবে।

ইংলিশের বার্ষিক সভার অ বহতে বিশ্বের প্রাচীনতম ও কৃষিজ রবারের উৎপাদন ১৯৬৮ সালে ৬,৮০০,০০০ মিটার টনে পৌঁছিয়া এক নূতন রেকর্ড স্থাপন করিয়াছে। ১৯৬৭ সালে উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১৮৫০,০০০ মিটার টন। ১৯৬৮ সালে বস্তু বিশ্বে ব্যবহৃত রবারের মোট পরিমাণ হয় ১,২১৪,২০০ টন। ১৯৬৭ সালের ব্যবহৃত রবারের পরিমাণ ছিল ১,১৮৩০০০ টন। বাল্ক এবং ক্রামবেল প্রাকৃতিক রবারের উৎপাদনে মূলত রেকর্ড স্থাপন করিয়াছে। ইংলিশোবিয়ায় ১৯৬৭ সালের মোট উৎপাদন পরিমাণের প্রায় এক-চতুর্থাংশে আবার উৎপাদন হইয়াছে। অন্য এই রাষ্ট্রের উৎপাদন ৭৪ ১৯৬৭ সালের উৎপাদন-রেকর্ড হইতে বহুদূর নিম্নাঞ্চলে আছে। সিংহল ও কৃষিজ যৌথকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই বৎসরে মুক্তাঞ্চল ১৬৮০০০ মিটার টন প্রাকৃতিক রবার ও ৩৯৯৩০ টন প্রাকৃতিক লেটেক্স আমদানি করিয়াছে।

'ফরেন অফেয়ার্স' পত্রিকা হইতে মুক্তাঞ্চলে প্লাস্টিক শিল্পের প্রভূত উন্নতি হইবে বলিয়াছে। ১৯৬১ সালে প্লাস্টিক প্রস্তুতকারী কারখানার সংখ্যা ছিল ৬৮০ বর্তমানে প্রস্তুতকারী কারখানার সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়াছে ১,৩৯০ ১৯৬৮ সালে প্রস্তুত প্লাস্টিকের মূল্য দাঁড়াইয়াছে ১,০০০,০০০,০০০ ডলার।

দিল্লী

স্বার্থসম্পর্কিত আলোচনা—বাজেট আলোচনার নব-পদ্ধতি—দেশরক্ষা খাতে ব্যয়বৃদ্ধির সমর্থন

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

দিল্লী, ১৫ মার্চ—পার্লামেন্টে বাজেট সম্পর্কিত আলোচনার স্বাভাবিকভাবে প্রথম দিন কয়েক সদস্যে একটি সাংবাদিক সম্মেলন আহ্বান করেন সচিব হিসাবে নূতন যুক্ত হওয়ার পর অর্থসচিব সরকার ও সাংবাদিকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ইহাতে কাগজের সম্পাদক কর্মাধ্যক্ষদিগের সাক্ষাৎ লাভ ও হইয়াছে। তিনি বিশেষ একটা কিছুতেই লিপ্ত থাকেন যে, তাঁহার কোনো অভিপ্রায় অভিপ্রায় সম্পাদকের সাহায্যে কমিটিনিই অনুধাবনের আলোচনা সম্পর্কে যে সকল কথা-আলোচনা আলোচনার জন্য সম্মেলনে এইরূপ হইয়াছিল, সেগুলি কয়েক ভাগে ভাগ। এ প্রসঙ্গে তাহা হইতে কিছু কিছু বিষয় সম্পর্কে কিছু আলোচনা করিতেছি। সম্মেলনে সম্পাদকদের আশা যায় যে, তাহা সরকার সাধারণভাবে মনে করেন। তাহাদের বিশেষ সম্পর্কে আলোচনার পর পাওয়া বিশেষজ্ঞদের অভিমতের ফলে এ ব্যাপারে সাধু হইয়া ও সরকার তাহার অভ্যন্তরে পূর্ব সমালোচনা করা সম্পাদকদের পক্ষে সম্ভব হইবে। তবে কিছু সম্মেলনে যোগদানকারী কয়েকজন তাঁহার বিশেষভাবে অভিমত ব্যক্ত করিয়া আশা করিয়াছেন যে, ভবিষ্যতে সম্মেলনে এই ধরনের বিষয় সম্পর্কে আলোচনা চলিতেছে। সাংবাদিক সম্পাদকদের এই প্রকার বিশেষজ্ঞদের মত সংগ্রহ করিয়া তাহাদের সঙ্গে আলোচনার সঙ্গে সংযুক্ত করা হইবে।

বাজেটে বৈদেশিক বিষয় খাতে ব্যয়বৃদ্ধির দাবীর উপর বিতর্কের পরেই প্রধান মন্ত্রী বৈদেশিক বিষয়ের পূর্ণ পর্যালোচনা করেন। বাজেট বিতর্ককালে আলোচনার পদ্ধতিতে পরিবর্তন ঘটে। কংগ্রেস পার্লামেন্টারী দল কোন ছাঁটাই প্রস্তাব উত্থাপন না করার রীতি বীতিবিরুদ্ধে বলিয়া লইয়াছেন। অধিকন্তু এমন দলও রহিয়াছেন যাঁহারা বিতর্ককালকে সঙ্কুচিত করিয়া সংক্ষিপ্ত করিতে চাহেন—এমন কি বিতর্কে অংশ গ্রহণকারীদের তালিকা গঠন করিয়া বক্তৃতার বিষয়বস্তুর আলোচনার ব্যবস্থাতেও তাঁহারা পক্ষপাতী হইয়াছেন। বাজেটের সাধারণ আলোচনাকালে বক্তৃতার ধারা এই নূতন পদ্ধতি প্রবর্তন করার কাজ আরম্ভ করিতে হইয়াছে। পার্লামেন্টে বাজেট সম্পর্কে বক্তৃতাকালে কংগ্রেসসভাপতি দুঃখ করেন যে, অধিকাংশ সদস্যই এমনভাবে বক্তৃতা করিয়াছেন, যেন তাঁহারা বিরোধী দলভুক্ত। ভারতের বৈদেশিক নীতি সম্পর্কিত পণ্ডিত নেহরুর বাক্যের অনুসরণ করিয়াছে। পণ্ডিত নেহরু দাবী করেন যে, অনুসৃত বৈদেশিক নীতি অত্যাবশ্যক ইনাম অর্জন করিয়াছে। আমাদের রাষ্ট্রদূতালয়গুলি ও বৈদেশিক বিভাগসমূহ সম্প্রসারণকল্পে কর্তব্য সম্পাদন করিতেছেন এবং আরও সম্প্রসারিত করিবার প্রয়োজন রহিয়াছে। বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে অর্থের এবং যথার্থ নিরপেক্ষতা অবলম্বন করা হইবে এবং প্রকৃতপক্ষে যে কোনো ব্লকের সহিত যোগ দেওয়ার অন্তর্ভুক্তি হইবে না। অসামরিকতার হইতে সাম্রাজ্যবাদ আমাদের পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ কোন ব্লকের বিরুদ্ধ নহে, একথা বলার পর। আমরা যেই সময় পূর্ণ অধিকার হইতে চাহি। ইন্দোনেশিয়া সম্পর্কে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে যোগদানকারী দেশসমূহের সঙ্গে আন্তরিক মিত্রতার সম্পর্ক বা স্বাধী রাষ্ট্রসংঘের প্রতি পুনরায় আলোচিত হইবে। বিদেশের ভারতীয়দের সম্পর্কে প্রধান মন্ত্রী পুনরায় ঘোষণা করেন যে, আফ্রিকায় ভেদীয় অভিজাতদের ন আমরা কোন ভেদের অভিজাতদের অধিকার করিতে আমরা ভারতীয়দের বিশেষ স্বার্থ রক্ষা করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প। ভারতীয়দের ভেদে পুনঃ প্রবেশের বিষয় বিষয়ক ভাল সম্পর্কের মধ্যে ইহাদের ব্যবসা বাণিজ্যিক হয়, বিদেশে করিয়া যখন দেখা, বিদেশে ও দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারদের ভবিষ্যৎ ও সার সম্পর্কে আলোচনা হয়। ভারতের বৈদেশিক প্রভাব কমিয়া অনুভবে আসন করা হয়।

দেশরক্ষা খাতে ব্যয় সম্পর্কে বিতর্ক হয়। দেশ রক্ষিবাহিনী ও সুদক্ষ সমর সৈন্যবাহিনী গঠনের প্রয়োজনীয় সম্পর্কে এবং উল্লেখ করিয়া উঠেন যে, দেশরক্ষা খাতে ব্যয় সম্পর্কে তাঁহারা আরো কঠোর সমালোচনা করেন নাই। এমনকি ঐ দিন বাদ দেওয়ার করিয়া উঠেন এবং আমের পরিবর্তে অন্নের চাহিদা জানান। একদিকে সমস্ত পাকিস্তানের সহ মিলিত দেশরক্ষা ব্যবস্থার দাবী জানান। দেশরক্ষামন্ত্রীর তাঁহার বক্তৃতায় প্রধান দেশরক্ষা খাতে ব্যয়বৃদ্ধির কারণ বর্ণনা করেন। সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি, ভারতীয় দেশীয় রাজ্যগুলি হইতে সৈন্যবাহিনী গ্রহণ, ক্ষুদ্র সৈন্য, বেসামরিক প্রভৃতি করণ, ফ্রেম বিমানের বলে সীমান্ত প্রহরণ ও পাঞ্জাব হইতে আমত সৈন্যবাহিনীর বাসস্থানের নিমিত্ত বেসামরিক ইত্যাদি দেশরক্ষা খাতে ব্যয়বৃদ্ধির কারণ। সকার বলেন সিংহ ভারতীয় সমস্ত পাকিস্তানের বার্ষিক নিকা ও বসবাসের উপর ওজন আরোপ করেন। তিনি বলেন যে, এ ব্যাপারে আমরা যুক্তরাজ্যের উপর নির্ভরশীল হইতে পারি না। আমাদের নিজস্ব বাহিক, বৈজ্ঞানিক ও বেতারীপদ শিক্ষালয় কেন্দ্রগুলির সম্প্রসারণের উপর নির্ভর করিতে হইবে। অর্থসচিব ভাষীরী প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, এখানের কর্মকর বাহিনীর মধ্যে উহার অনুপ্রেরণের অভাব বিদ্যমান। নিরক্ষিত ভারতীয়দের শিক্ষাদানের প্রচেষ্টা চলিতেছে। তাহারা আমাদের প্রতিরক্ষা প্রভৃতির জন্য তাঁহাদের প্রয়োজনীয়তার ব্যাখ্যা করিয়াছে। যুক্তরাজ্য একদিকে যে-সাহায্য দান করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন, তজ্জন্য তাঁহারা কৃতজ্ঞতা জানাইয়াছে। তবে আমাদের নিজস্ব সমর বৃদ্ধির পরিবর্তন করিয়াছে সরকার চতুর্থ যাবতীয় বেসামরিক ক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ করিয়া উঠে।

বিল ও সরবরাহসহিত ইস্পাত আমদানি, সালফারের ঔষধপত্র ও পাকিস্তানে বস্ত্রের চোরাই চালান—ইহাদি প্রশ্নের সমুখীন হয়। ফলে ও বেসামরিক যথাক্রমে ৩০,০০০ টন ও ১৩৫,০০০ টন ইস্পাত ভারতে প্রেরণ করিতেছেন। তাহারা সরবরাহের পরিমাণ বৃদ্ধিকল্পে আমাদী হইতেছে, ইরাণী এবং জাপানের সঙ্গে ইস্পাত আমদানি সম্পর্কে আলোচনা চলিতেছে। সৈন্যবিভাগ, পাকিস্তান, সালফারের ঔষধপত্র প্রস্তুতকরণ সম্পর্কে প্রস্তাবের সরকারী আদেশনামা উপোদন করা হইয়াছে। আরও একবছরের জন্য সময়ের প্রয়োজন হইতে পারে। পাকিস্তানে বলপূর্বক বস্ত্রের চোরাই চালান বন্ধ করার জন্য সাতে আইন পাশ। কাপড়ের নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা, সীমান্তবর্তী অঞ্চলসমূহের জন্য বস্ত্রের পরিমাণ সংযোজন, বস্ত্র চলাচলের উপর সীমান্তবর্তী সরকারসমূহের আরোপকারী প্রভৃতি বাধা অবলম্বিত হইয়াছে।

বোম্বাই

ষাট-সদস্যের উপর বিক্রয়কর—রপ্তানির উপর বিক্রয়কর বসাইবার যৌক্তিকতা—ভাল-সোনার উপর মুদ্রাস্ফীতকর—ইস্পাতের উৎপাদন হ্রাস

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

বোম্বাই, ২৫ মার্চ—পরিবহনের কাগ্রেসীদলের সভাতে বোম্বাই সরকারের অর্থসচিব শ্রী চি, এন, পেটা কয়েকটি সংযোজন প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং বস্ত্রব্যবসায়ের উপর হইতে প্রস্তাবিত বিক্রয়কর রদ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। যাবত, তেতুল, সুবনোষধি, বস্ত্রের কাঁচা মালাদি, পাঠ্য পুস্তক, অখবত্র, ঘড়ির পেন্সিল, ছুরকল, এবংলাহার ও চাঁদাগাড়া, কৃষিকীজ প্রভৃতির উপর

(শেষাংশ ১৩৪ পৃষ্ঠায়)

বেকার লিমিটেড
(BAKER LIMITED)
পানিহাটি, ২৪ পরগণা
বৈদ্যুতিক মোটর, চায়নামো, পাম্প, এসি, ডিসি জেনারেটার, ওয়েলডিং জেনারেটার, ওয়েলডিং ট্রান্সফরমার স্পট ওয়েলডার এবং সর্বপ্রকার ইলেকট্রিক সরবরাহকারক।
অর্ডার দিলে আমরা ইলেকট্রিক সংক্রান্ত যে কোন মাল সরবরাহ করিতে পারি।

সঙ্কলন

প্রতিটন মাল রপ্তানিতে পাঁচ টাকা শুল্ক

কলিকাতার যে সকল টাইপা বাহু রপ্তানি হইয়া থাকে তাহার প্রতি মণের উপর পাঁচ টাকা হিসাবে শুল্ক ধার্য করিবার যে ইস্তাহার জারী করা হয়, তাহার ফল বিশেষ সন্তোষ হয়া আছেরী করিয়াছেন।

আমরা জানিয়াছি যে, এই আদেশ হইতে পশ্চিমাঞ্চলে যে সকল প্রধান প্রধান চুক্তি রপ্তানি হইয়া থাকে তাহা পরাক্ষেপ করিয়া তাহা সম্পূর্ণ করা হইতেছে এবং তাহাতে কিছু শুল্ক মাফ করা হইবে।

ভারত সরকারের এক টাকার নোট

ভারত সরকার পাকিস্তান হইতে তাহার সরকারের এক টাকার নোট তাহাদের আমদানি নির্যাত করিয়া এবং তাহাদের বাজে অর্থ ইস্যু করিয়া ভারত সরকারের তাহাদের নোট ও বিনিময় ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার নোট পাকিস্তানে রপ্তানি নিষিদ্ধ করিয়া দুইটি আদেশ জারী করিয়াছেন। ফলে কোনো ব্যক্তি একটি অনধিক ৫০৲ টাকা লইয়া পাকিস্তানে যাইবার অনুমতি পাইলে তাহার সম্পর্কে এই নিষেধাজ্ঞা প্রযুক্ত হইবে না।

ভারত সরকারের যে সকল এক টাকার নোট পাকিস্তানে চালু আছে তাহার বাহির পাকিস্তান সরকারের। তাহাদের সম্পর্কে ভারত সরকারের কোনও দায়িত্ব নাই। ১৯৪৮ সালের ৩০এ সেপ্টেম্বর হইতে পাকিস্তানে ভারত সরকারের তাহাদের নোট ও বিনিময় ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার নোট অচল হয়। তাহাতে পাকিস্তানে টাকা পাঠাইবার কৃত্রিম ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে কোনও পাওনা পরিশোধের জন্য ভারতীয় নোট প্রেরণ না করিয়া যাওয়া অবলম্বন।

ভারতে পাট উৎপাদন

ভারতীয় কেন্দ্রীয় পাট কমিটি প্রাদেশিক সরকারসমূহের কৃষি বিভাগের সহযোগিতায় যেভাবে প্রত্যক্ষভাবে চালাইয়াছে তাহার ফলে গত বৎসর ভারতে ৩ লক্ষ গাঁইট পাট অধিক উৎপন্ন হইয়াছে। প্রায় এক লক্ষ একর অধিক জমিতে পাট চাষ হইয়াছিল। বর্তমান বৎসরে আরও ২ লক্ষ একর অধিক জমিতে পাট চাষ হইবে আশা করা যাইতেছে। ইহার ফলে আরও ২ লক্ষ গাঁইট পাট উৎপন্ন হইবে।

ভারত সরকার পাট উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ১১.৫১ লক্ষ টাকার একটি পরিকল্পনা অনুমোদন করিয়াছেন। তিন বৎসরে এই টাকা ব্যয় করা হইবে। এই পরিকল্পনার বর্তমান বৎসরে প্রাদেশিক সরকারসমূহকে পাটবীজ বণ্টনের জন্য ১১৫,০০০ টাকা সাহায্য করা হইবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ঋণ গ্রহণ

১৯৭১ সালের ১৫ই জানুয়ারী যে সকল ঋণ হইয়াছে তাহাতে দেখা যায়—যে, মোট ৭৬৯টি ঋণদাতার নিকট হইতে ১৯৯টি ঋণের মধ্যে ৪টি ক্ষেত্রে প্রত্যেকটির পরিমাণ ১০ লক্ষ বা অধিক ৩৮টি ক্ষেত্রে পরিমাণ ১০ লক্ষ বা অধিক ১০টি ক্ষেত্রে পরিমাণ ৫ লক্ষ বা অধিক ঋণের জন্য আলাপ-আলোচনা চলিতেছে।

কোম্পানিকরণ আইন অনুযায়ী এক লক্ষ কোম্পানির মধ্যে মোট মামলা রুজুর করা হয় ১১৯টি। এই সংখ্যার মধ্যে ১০৩টি মামলার রায় দেওয়া হয়, তাহার মধ্যে ১০৫টি ক্ষেত্রে আবেদনের অনুকূলে রায় দেওয়া হয় ও ৯ জনকে মুক্তি দেওয়া হয়। এই সময়ের মধ্যে বহুসংখ্যক ট্রাস্ট ইউনিয়ন রেজিস্ট্রি করা হইয়াছে, তাহার সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৩৫টি এবং ইহাদের সমস্ত সংখ্যা হইয়াছে ৩০৭ জন।

আসানের খনির রেলওয়ে লাভের

১৯৫০ সালের প্রথমভাগে আসানের খনির রেলওয়ের সংযোগ স্থাপনের কাজ শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যায়। আসানের খনির রেলওয়ের সংযোগ স্থাপিত হইলে এবং ইন্টারচেঞ্জে কোনো অসুবিধা হইলে আসান ও উহার নিকট হইতে কলিকাতার খনি রেলওয়ের সঙ্গে যোগ করিয়া লইবে বলিয়া আশা করা যায়।

রেলওয়েসচিব বলেন যে, আসান রেলওয়ের জন্য নূতন ওয়াগনসমূহ ক্রয় করিবার পরিমাণ হ্রাসবৃদ্ধি করিয়া নির্ধারিত হয় নাই। সম্ভা ব্যবসায়ী পাঁচ—এইটুকুই আমি সম্পর্কে বিবেচনা করা হইতেছে। রেলবাহিনী ও লাভজনক সম্পর্কে যথাযথ বিবেচনা করা হইয়াছে এবং ইতিপূর্বকার ও অন্যান্য দিক হইতে বিবেচনায় এই দুইটি আমি অনুমোদন করিয়া লাভ হইয়াছে।

১৯৪৮–৪৯ সালে কোকার, বক্সা ও চুটীর উৎপাদন

ভারত সরকারের কৃষি-সম্পদের অনুসন্ধান অর্থনীতি ও পরিসংখ্যান বিভাগের বিবরণীর ভারতীয় ইউনিয়নের ১৯৪৮-৪৯ সালের কোকারের প্রথম পূর্বাভাসে দেখা যায় যে, ২ কোটি ৬ লক্ষ একর জমিতে কোকার বপন করা হইয়াছে। পূর্ব বৎসর ১ কোটি ১৮ লক্ষ ১২ হাজার একর জমিতে কোকার বোনা হইয়াছিল। প্রধানত যুক্তপ্রদেশ, মৌলাই, মধ্যপ্রদেশ এবং কোকারে উৎপাদনের এলাকা বর্ধিতায়তন হইয়াছে। বোম্বাই ও বিহার ভারতে এই এলাকা বর্ধিতায়তন হইয়াছে।

বক্সার প্রথম পূর্বাভাসে দেখা যায় যে, ১৯৭৭-৭৮ সালের ১ কোটি ৬৩ লক্ষ ৩১ হাজার একরের স্থলে ১৯৪৮-৪৯ সালে ১ কোটি ৫৮ লক্ষ ৭ হাজার ও ফল একর জমিতে বক্সার উৎপাদন হইবে। অর্থাৎ এই বৎসর গড়পড়তা ৬.৭ মণ হিসাবে বেশী উৎপন্ন হইবে।

১৯৪৭-৪৮ সালের ৭৪ লক্ষ ১৯ হাজার একরের স্থলে ১৯৪৮-৪৯ সালে ৭৭ লক্ষ ৩৫ হাজার একর জমিতে চুটীর উৎপাদন হইবে। যুক্তপ্রদেশে বন্যা ও ঈষৎ বাধিবাদের ফলে এবং পূর্বাঞ্চলের গত বৎসরের বন্যা অনাবৃষ্টি প্রভৃতির ও আসামের সম্ভাব্য বন্যা-ক্ষতি-হেতু সম্ভাব্য বিস্তৃতির ফলে এই সময়ে চাষ কম হইয়াছে।

বিকানীর ও মাদ্রাজ ইউনিয়নে উদ্বাস্তুদের পুনর্বসতি

বিকানীর রাজ্য ও মাদ্রাজ ইউনিয়নে বাস্তুহারা কৃষি-জীবীদের পুনর্বসতির উদ্দেশ্যে ভারত সরকার যথাক্রমে ৩৩ লক্ষ ও ১০ লক্ষ টাকা ঋণ মঞ্জুর করিয়াছেন।

বিকানীর রাজ্যে ইতিমধ্যেই পুনর্বসতি কার্যের উপর নির্ভরতের সাহায্যার্থে ৩৩ লক্ষ টাকা দেওয়া হইয়াছে। মাদ্রাজ ৩৫ লক্ষ টাকা ঋণ এই খাতে ও সঙ্গে কৃষিজীবী পরিবারের সংখ্যা ১ লক্ষ ৫৫ হাজার হিসাবে ধরিয়া করা হইবে। বিকানীরে সরকারী উদ্যোগে পুনর্বসতিপরিকল্পনা সম্পর্কে সম্প্রতি ভারত সরকারের সাহায্য ও পুনর্বসতি মন্ত্রী এবং বিকানীর সরকারের মধ্যে আলোচনা হইয়াছিল। এই সম্পর্কে কয়েকটি সম্ভাব্য বিষয় ভারত সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

রপ্তানির সংকোচন ইঞ্জিনীয়ারিং

রপ্তানি বিষয়ক সরকারী আধুনিকতম প্রস্তাবসমূহ বিবেচনার জন্য সরকার একদল ইঞ্জিনীয়রকে আমেরিকায় যুক্তরাষ্ট্রে প্রেরণ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। পূর্বাঞ্চলের পূর্ব বিদ্যুতের ডুমুরিয়া ও ডিভিসি আমার এই দলের নেতৃত্ব করিবেন। বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্য হইতে আরও ৮ জন ইঞ্জিনীয়ার তাঁহার সঙ্গে যাইবেন।

১৯৫৮ সালে এইরূপ একদলকে প্রথমে পাঠানো হয়। ঐ দলে ২১ জন লোক ছিলেন। ১৯৫১ সালে প্রেরিত দলটিতে ছিল ১৯ জন। এইবারের ১৫ জনকে পাঠাইবার ইচ্ছা ভারত সরকারের ছিল, কিন্তু অর্থাভাবের জন্য সংখ্যা কমাইয়া দিতে হইয়াছে।

এই ইঞ্জিনীয়ারগণ ১৮ সপ্তাহকাল বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করিবেন। তাঁহাদের দলে যে সব ব্যক্তি যাইবে তাহার অর্ধেক ভার সরকার বহন করিবেন আর অর্ধেক বহন করিবেন সংশ্লিষ্ট প্রাদেশিক সরকারসমূহ। দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিদের যাতায়াত ব্যয়ের সমস্ত ভার ইউনিয়নই বহন করিবেন। এই দল আমেরিকা হইতে আমেরিকা ভ্রমণ করিবেন।

বিদ্যুৎ-চালিত তাঁতে প্রস্তুত বস্ত্র

ভারত সরকার বিদ্যুৎ-চালিত তাঁতে প্রস্তুত বস্ত্রের উপর উৎপাদন শুল্ক ধার্য করা হইবে না বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ইহাতে ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসের হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে। বস্ত্রচালিত তাঁতে প্রস্তুত কাপড়ের উপর কোন উৎপাদনশুল্ক নাই।

মধ্যপ্রদেশের শিক্ষাসম্প্রসারণ পরিকল্পনা

প্রদেশের যে সকল স্থানে গ্রাম-পঞ্চায়েত আছে সেই সকল স্থলে মোট আড়াই হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের যে-পরিকল্পনা করা হইয়াছিল তাহা আংশিকভাবে কার্যকরী করা হইয়াছে।

পরিকল্পনায় স্থির করা হইয়াছিল যে, প্রতি বৎসর ৯০০ বিদ্যালয় স্থাপন করা হইবে। কিন্তু তাহার পরবর্তী ভূতপূর্ব শিক্ষামন্ত্রী নায়ডুজীর যে নীতি অবলম্বন করিয়াছেন তদনুসারে ঐ সংখ্যা হ্রাস করিয়া তিনশত করা হইয়াছে।

বর্তমান বৎসর হইতেই প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে বুনিয়াদি শিক্ষা দানের প্রবর্তন করা হইবে। শিক্ষকদের শিক্ষাদানের জন্য বর্তমান বৎসরে এক লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। ৭৮টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ইতিমধ্যেই বুনিয়াদি শিক্ষাদান চালু করা হইয়াছে।

কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কসমূহের মেলা-পাওনা

অধিকাংশ রাজ্যের সরকার ব্যাঙ্কসমূহের মেলা-পাওনা শীঘ্র মঞ্জুরীর সুপারিশ দেখ হইয়াছে। পক্ষান্তরে, অধিকাংশ সরকার প্রয়োজনীয় সময়ের মধ্যে মেলা-পাওনা শীঘ্রের প্রশ্ন সম্পর্কেই সুপারিশে আলোচনা হয়। কারণ, এ সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত হইবে অন্যান্য সরকার প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও তাহা প্রযোজ্য হইবে বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

১৯৪৯ সালের ব্যাঙ্কিং কোম্পানী আইন

১৯৪৯ সালের ব্যাঙ্কিং কোম্পানীর আইন ১৪ই মার্চ (১৯৪৯) হইতে কার্যকরী হইবে বলিয়া ১৪ই মার্চ তারিখের ইণ্ডিয়া গেজেটের এক অতিরিক্ত সংখ্যায় ঘোষণা করা হইয়াছে।

পাকিস্থানে মাল রপ্তানিতে আরও অতিরিক্ত কতকগুলি দ্রব্যের লাইসেন্সমুক্তি

ভারত সরকারের বাণিজ্য দপ্তর হইতে ইতিপূর্বে প্রচারিত এক বিজ্ঞপ্তিতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ভারত হইতে পাকিস্থানে রপ্তানি করিতে যোগ্যতা লাইসেন্স-সংক্রান্ত ব্যাপারে অসামরিক করা হইবে। এই নীতি অনুসারে ভারত সরকার স্থির করিয়াছেন যে, আপাতত নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি ছাড়িয়াছে রপ্তানি করিতে লাইসেন্সের প্রয়োজন হইবে না :—

১। লবণ, ২। রেশম ও (সুতা ছাড়া) রেশমজাত দ্রব্যাদি, ৩। পশমজাত দ্রব্যাদি, ৪। এন্টিবিয়োটিকের ব্যাদি, ৫। সোডাইটের জল (অফেনী), ৬। সিমেন্টের অন্তর্গত, ৭। ইস্পাত পেন ও পেন্সিল, ৮। প্রেসার ল্যাম্প, ৯। সাবান, ১০। ছোট ছোট যন্ত্রপাতি (অফেনী), ১১। চায়ের বাক্স (অফেনী), ১২। ভার্নাকুলার ও লাইনুকে পেপার (অফেনী), ১৩। টুইন্স ফিল্ম (অফেনী), ১৪। ক্যামেরার ফুতা, ১৫। সিল্ক, ১৬। লাইসেন্স ল্যাম্প, ১৭। বৈদ্যুতিক ল্যাম্প, ১৮। বৈদ্যুতিক বাতি ও ফ্যান।

উপরে উল্লিখিত দ্রব্যগুলির মধ্যে অধিকাংশেই ভারতের এক প্রকার মত যে, সাধারণত রপ্তানি হইতে দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু রপ্তানির পরিমাণ সম্বন্ধে কোনরূপ অবস্থা না করিয়া কাহে সরকার পক্ষাই যোগ্যতা নীতি নিয়ন্ত্রণ করা সমীচীন হবে মনে করেন না। কাজেই উপরোক্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যে সকল দ্রব্যের রপ্তানি সম্বন্ধে লাইসেন্স প্রথা তুলিয়া দেওয়া হইবে, সেই সকল দ্রব্যের রপ্তানির পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য সাময়িক ভাবে অন্য কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে কি না, সে সম্পর্কে ভারত সরকার এখনও কোন সিদ্ধান্ত করেন নাই।

পশ্চিমবঙ্গ কিষ্ণুমেলার বোর্ড

১৯৪৯-৫০ সালের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া পশ্চিম বঙ্গ কিষ্ণু মেলার বোর্ড গঠিত হইয়াছে :—

(১) কলিকাতার পুলিস কমিশনার (বোর্ড অফিসিও) চেয়ারম্যান, (২) কলিকাতার প্রধান বিভাগের ডিরেক্টর (বোর্ড অফিসিও), (৩) কলিকাতা সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারী (বোর্ড অফিসিও), (৪) পশ্চিম বঙ্গ সরকারের শিল্প বিভাগের সেক্রেটারী (বোর্ড অফিসিও), (৫) রায়, বিহার ও উড়িষ্যার এসিয়া ভারতীয় সরকারের প্রতিনিধি অফিসার, (৬) জনৈক ভারতিনী, (৭) কলিকাতা চার্টার্ডেসমূহের সমিতির একজন প্রতিনিধি, (৮) মিসেস এস, বে, সিনহা, (৯) শ্রীজগদীশ সিংহানী (১০) মিঃ কে আর ভালকার এবং এস এ (১১) শ্রীলক্ষ্মীনিবাস বিড়লা, (১২) শ্রীনারায়ণ দাস।

কলিকাতা ডেপুটি কমিশনারদের মধ্যে একটি পুলিস কমিশনার এই বোর্ডের এক অতিরিক্ত সেক্রেটারী হইবেন। ইহাদের কার্যকাল ১৯৪৯ সালের ১লা মার্চ হইতে ১৯৫০ সালের ৭৮৫ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত স্থির হইয়াছে।

পাট-শুল্ক সম্পর্কে নূতন আইন

১৯৪৯ সালের ১৫ই মার্চ হইতে কলিকাতা কাস্টম্স্ হাউসে বিভিন্নরূপ ব্যাপারসম্পর্কে আমদানীকারি পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত হইয়াছে। ঐসব আমদানীকৃত বস্তুসমূহে নিয়ামক শুল্ক ও পার্সেন্ট-এর ভার শুল্ক ধার্যীতে পরীক্ষা করা হয়। এই ঐসব দ্রব্য যাহাতে প্রবেশ করিতে পারে, বিভিন্নরূপ ঐসকল আমদানীকারি করিতে হইবে :—ডকের ইউনিট কাস্টমস্ হাউস, বিভাগ। এই অফিসে আমদানীকারি প্রথমে রেজিস্ট্রিভুক্ত করিয়া তার ধার্য করা হইবে এবং পরে পরীক্ষার জন্য শুল্ক-শুল্ক ধার্যীতে প্রেরণ করা হইবে। অতঃপর এই বিভাগের কারিগরি অফিসার ঐসকল সম্পর্কে আমদানি বিবেচনা।

কলিকাতা-করাচী সরাসরি বিমান চলাচল

১৫ই মার্চ হইতে ইণ্ডিয়ান গ্লোবেল এয়ার ট্রান্সপোর্ট লিঃ এর ডেকোটা কলিকাতা ও করাচীর মধ্যে প্রত্যহ সরাসরি বিমান চলাচল করিবে। ডিমাপুরের বিমান ও যোগপুর বিমা ঘাটাইয়া করিবে। এই ব্যবস্থানুযায়ী বেলা সাড়ে সময় বিমানটি কলিকাতা ত্যাগ করিবে এবং বেলা ২টায় বিমানে পৌঁছিবে। বেলা ৩টায় বিমা হইতে ওড়া করিয়া ঠিক বিমানটি অপরাহ্ণ ৪-৩০ মিঃ যোগপুর উপনীত হইবে। পরিশেষে অপরাহ্ণ ৫টায় ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া রাত্রি ৭টা ৫মিঃ বিমানটি করাচীতে উপনীত হইবে। অপরদিকে সকাল ৭টায় করাচী হইতে যাত্রা করিয়া বিমানটি অপরাহ্ণ ৩টা ৫৫ মিঃ কলিকাতায় উপনীত হইবে। পূর্বে করাচী-কলিকাতা ও কলিকাতা-করাচীর বিমান যাত্রীদিগকে বাহিরে বিমানে অপেক্ষা করিতে হইত। এখন এরূপ আর গন্তব্যস্থানে পৌঁছানো সম্ভবপর হইবে।

পূর্ববঙ্গে বাংলা ভাষার সংস্কার

বাংলা ভাষার সংস্কার ও মান নিরূপণের জন্য পূর্ববঙ্গ সরকার একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন করিয়াছেন। কমিটি পূর্ববঙ্গের জনসাধারণের ভাষা, যথাক্রমে বানান প্রভৃতিসহ সংক্ষারকরণ, সংস্কার ও মান নিরূপণের বিষয় বিবেচনা করিয়া এতৎসম্পর্কে সুপারিশ করিবেন।

পূর্ববঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত এক বিজ্ঞপ্তিতে উক্ত সংবাদ ঘোষণা করা হয়। কমিটি বিদেশী ভাষা হইতে কি কি শব্দ, বাক্যাংশ প্রভৃতি বাংলা ভাষায় গ্রহণ করা যাইতে পারে তৎসম্পর্কে সুপারিশ করিবেন। বিশেষভাবে পূর্ববঙ্গের জনসাধারণের এবং পাকিস্তানের প্রত্যেক অংশের জন্য গ্রহণযোগ্য ঐক্য রক্ষার ব্যাপারে বিভিন্ন কমিটি বাংলা ভাষার সংস্কার সম্পর্কে বিভিন্নরূপ প্রস্তাব উপস্থিত করিবেন। তিন মাসের মধ্যে কমিটি রিপোর্ট পেশ করিবেন। বঙ্গীয় মোসলেম সাহিত্য সমাজ (ঢাকা-শাখা), জনাব কবিবুল আলম, ডাঃ এ, এম, মালেক, বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিয়ান, ডাঃ মোহাম্মদ মোসেন, বঙ্গীয় আবদুল্লাহিল বাকী, ডাঃ মোহাম্মদ শহিদুল্লাহ, জনাব আবুল কালাম শামসুদ্দীন, শ্রীযুক্ত বসু, শ্রীমোহিনী মোহন দাস ও সোলায় মোস্তাফাকে (সেক্রেটারী) লইয়া উক্ত কমিটি গঠিত হইয়াছে।

রাশিয়ার সামরিক ব্যয় বৃদ্ধি

সোভিয়েট অর্থমন্ত্রী জানাইয়াছেন যে, সোভিয়েট ইউনিয়নের ১৯৪৯ সালের বাজেটে সমস্ত বাহিনীর জন্য অধিকতর ব্যয়বরাদ্দ করা হইয়াছে। বাজেটে মোট ব্যয়-বরাদ্দের পরিমাণ ১৯ কোটি রৈল্ল-রুবিলের জন্য ধরা হইয়াছে। ইহার পরিমাণ হইবে ২,৩০০ কোটি রুবল, অর্থাৎ গত বৎসরের তুলনায় ১,৭৯০ কোটি রুবল বেশী ধরা হইয়াছে।

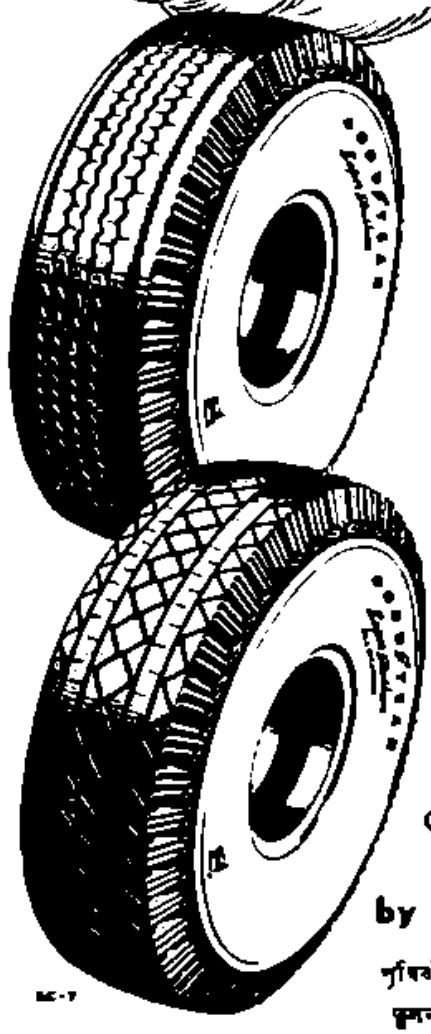

অত্যধিকসংখ্যক গাড়ীর মালিক এই নতুন সুপার-কুশন যে-কোন গাড়ীতেই আনিয়া থাকে।

সুন্দর এবং অধিকতর প্রয়োজনীয় এই টায়ার অধিক দাম দাবী করে—কিন্তু গতির জন্য ইহার বাড়তি দাম আপনাকে বড় জোর ২৪ পাইও।

আপনার গাড়ীতে সুপার-কুশন যে এই সকল সুবিধা দান করিবে:

- যে-কোন রাস্তায় আরামে ভ্রমণ!
- টায়ার বেশী—অধিকতর নিরাপত্তা!
- গাড়ীর অপেক্ষাকৃত কম ঝাঁকুনি!
- কম ক্যাকানি—কম মেরামতী খরচ!
- অল্প খরচে অধিক মাইল!
- ফাটিয়া যাওয়া রোধের অধিক ক্ষমতা!

The new
Super Cushion
by GOODYEAR

পৃথিবীর সকল অধিকাংশ লোক অন্য যে-কোন টায়ারের তুলনায় গুডইয়ার টায়ারই অধিক ব্যবহার করিয়া থাকেন।

BC-7

অর্থনীতি

টাকার বাজারে সচ্ছলতার আভাস

অমরেশ দে চৌধুরী

অর্থসচিব বাজেট পেশ করিবার পর পরিষদে সাধারণ বাজেট আলোচনার উত্তরে শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের তিনি যে আশ্বাস বিতরণ করিয়াছেন টাকার বাজারে তুফান দেখা দিবে বলিয়া মনে হয়। অর্থসচিব বিভিন্ন খাতে সর্বশুদ্ধ ৩৫ কোটি টাকা ঘাটতির যে হিসাব দেখাইয়াছেন তাহার অধিকাংশ তিনি বলিয়াছেন যে, বর্তমান অর্থনীতিক অবস্থায় ঘাটতি ব্যয় প্রবর্তনের দিকে ঝোঁক দেওয়া হইয়াছে। অতএব অতিরিক্ত মুদ্রা ছাড়া সরকার সরকারের অভাবপূরণ করিতে পারেন এবং কাগজ প্রভৃতি অবশ্য মুদ্রা ছাড়া আর কোন সুযোগ নাই। ব্যবসায়ীদের যে সাহায্য দেওয়া হইয়াছে তাহা ব্যক্তিগত ও নিছক সাময়িক প্রয়োজন অনিবার্য।

জাতীয়করণ সম্পর্কে যে কুসংস্কার সাধারণ ও ব্যবসায়ীসমাজের মধ্যে রহিয়াছে তাহা দূর করিতে তিনি তাহাদের সকলকে উদ্দেশ করিয়া অনুরোধ করেন যে, বর্তমান অবস্থায় এবং আরও কয়েক বছর শিল্প ও কৃষি ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মালিকানা ও সরকারী নিয়ন্ত্রণ পাশাপাশি চলিবে। তাঁহারা শিল্প জাতীয়করণের পক্ষপাতী তাহাদের উদ্দেশ করিয়া তিনি বলেন যে, সরকারের বর্তমান আর্থিক অবস্থায় জাতীয় করণের জন্য কোন অর্থের ব্যবস্থা সম্ভব নহে।

তিনি আরও বলেন যে, আগামী বৎসরে (১৯৫০-৫১) সাধারণ সাম্প্রদায়িক উন্নয়ন খাতে স্বাভাবিক। উহার হিসাবে দেখা যায় জাতীয় মূল ৩৫ কোটি হইতে ৪০ কোটি টাকা, খাদ্য খাতে ৩০ কোটি টাকা এবং রাষ্ট্রপরিচালনের পুনর্গঠনের জন্য ১ কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে। তাছাড়া সরকারের সামাজিকতার ক্ষেত্রে ব্যয়সংকোচের যে-চেষ্টা করা হইয়াছে তাহা সাফল্য-মণ্ডিত হইলে আরও কিছু টাকা উদ্বৃত্ত হইবে। এই সব খাতের আয় ব্যয় ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে যে প্রচুর ব্যয়সংকোচ হইবে না নিশ্চিত। এই সব কারণ যোগিয়া বলে যে, আগামী বৎসরে ৫০-৬০ কোটি টাকা ঘাটতি হইলে অর্থসচিব আগামী বাজেটে প্রত্যক্ষ করভার বেশ পরিমাণে হ্রাস করিতে সমর্থ হইবেন এবং অপ্রত্যক্ষ করভার কিছুটা হ্রাস হইতে পারে বলিয়া মনে হয়।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, সরকার ও বেসরকারী ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের মধ্যে সরকারের প্রতি যে-রকম সন্দেহের বাতাবরণ রহিয়াছে সেই বাতাবরণের মধ্যে ঘাটতি ও ক্ষুদ্র অর্থনিয়ন্ত্রণব্যবস্থার আধিক্যের ফলে দরিদ্র এবং সরকারের কৃপাপ্রার্থী পরিবহনা না থাকিলে বাজারে সাধারণভাবে উৎসাহ আশা করা বিশেষ কৌতুক সরকারের পরিচালনায় যে সকলের আন্তরিক সহযোগিতা করা দরকার তাহা বলাই বাহুল্য। সরকার সরকারের ব্যবস্থা যেন অন্যায় বিদেশী মনোভাবের সমালোচনা হইতেও হইতে পারে। সরকারকে যে পরিমাণ মূলধন এখন বাজারে বিনিয়োগ করিতে হইবে তাহা বাজারে যে-টাকা রহিয়াছে সরকারের অনেক উর্ধ্বে সরকারের হাতে আসিতে পারে। এই বিষয়ে সরকারের কর্তৃপক্ষদের অন্যান্য বিশ্বাসই সুখের বিষয় এবং সরকার যদি এমনও ব্যবস্থা করেন যাহাতে ব্যক্তিগত মৌখিক পরিবার না করে তবে কোনপ্রকারেই বর্তমান মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধি পাইতে পারে না।—কারণ জাতীয়করণের প্রথম বৎসরের ক্ষতির অধিকাংশ সরকারকে আবার শোষণ করিয়া তুলিতে বলিয়াই আমরা আশা করি।

এই বিষয়ে শিল্পপতি ব্যবসায়ীদের সাহায্য করিবার যেরূপ আশ্বাস প্রদান করিয়াছেন তাহা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহের অভাব দেখা দিলে উপযুক্ত ক্ষেত্রে সরকার অর্থ সাহায্য করিতে অগ্রসর হইবেন বলিয়া তিনি শিল্পপতিদের আশ্বাস দিয়াছেন। বোম্বাইয়ের বলিতে গেলে অর্থসচিব এবং শিল্পপতিদের বিবৃতি বেরিলে মনে হয় যে, সরকার এবং ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন প্রকার সন্দেহ দূর করিতে অর্থসচিব হইয়াছেন এবং সরকার তাহাদের যথোচিত সাহায্য করিতে প্রস্তুত, তাহার উপরই দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে।

* * *

কলিকাতার টাকার বাজারে খুব টানাটানি দেখা যাইতেছে; কিন্তু বোম্বাইয়ে অবস্থা আরও [illegible] বছরের প্রথম দিকে অবস্থার কিছু উন্নতি দেখা দিলেও শেষের দিকে সরকারী ঋণপত্রের বাজারে মন্দাবস্থার দেখা দেয়। ৭% সুদে ১৯৫৬ সালের বন্ড ৯৯৷৵০তে বাড়িয়া আসে এবং অন্যান্য ঋণপত্রগুলির দরও হ্রাস পায়।

৩১শে মার্চ তারিখে যে-সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহার জন্য প্রকাশিত তিনটি ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক হিসাব বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, আলোচ্য সপ্তাহে চলতি মোটের পরিমাণে সাধারণ বৃদ্ধি ঘটে। মোট মোট উত্তর পরিমাণেও সামান্য হ্রাস দেখা যায় (১,১৮৭.৯৮ কোটি টাকা—১,১৮৬.৬৫ কোটি টাকা)। আমানত বিভাগে বর্তমান মোটের পরিমাণ হ্রাস পায় (১৪৯.১৮ কোটি টাকা—১৪৯.০৪ কোটি টাকা)। আয়ের খাতে বিশেষ পরিবর্তন দেখা যায় নাই। ব্যাঙ্কিং বিভাগে কেন্দ্রীয় সরকারের জমার পরিমাণ ২০৬.০৪ কোটি টাকা হইতে হ্রাস পাইয়া ১৪৯.১৮ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। কিন্তু অন্যান্য সরকারের জমার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ১৩.০১ কোটি টাকা হইতে ৪৬.১৮ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। মূলধন প্রথম দিকে ব্যাঙ্কসমূহের অর্থভাণ্ডারের বেতন বিলের জন্য টাকার চাহিদা বৃদ্ধি পায়। ব্যাঙ্কসমূহের হাতে নগদ সম্বলের তুলনায় সামান্য হ্রাস ঘটে (৪৭.৯১ কোটি টাকা—৪৬.০১ কোটি টাকা)। বন্ধকী কারবারের পরিমাণেও হ্রাস ঘটে (১.৮৭ কোটি টাকা—৪.১৪ কোটি টাকা) এবং বহির্ভারতীয় জমার পরিমাণেও হ্রাস পায় (২১৯.৩০ কোটি টাকা—২১৪.৭৬ কোটি টাকা)।

৪ঠা মার্চ তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহের জন্য তফসীলভুক্ত ব্যাঙ্ক সমূহের প্রকাশিত হিসাব-বিকাশে অবস্থার আলোচনা পরিলক্ষিত হয়: ব্যাঙ্ক ঘরে ঘরে পরিমাণ বৃদ্ধি পায় (৩১.৪৮ কোটি কোটি—৩১.০১ কোটি টাকা) এবং চলতি মোট ঘরের খাতেও অবস্থার অবনতি দেখা যায় (৯০.৩৫ কোটি টাকা—৯৩.৫১ কোটি টাকা)। মেয়াদী ঘরের খাতে হ্রাস ঘটে (৭ লক্ষ টাকা—১ লক্ষ টাকা)। অন্য অন্যান্য ঘরের খাতে হ্রাস ঘটে (২৯১.১৬ কোটি টাকা—২৯১.৩৭ কোটি টাকা)। সভাপতির নগদ মুদ্রার পরিমাণে বিশেষ পরিবর্তন দেখা যায় নাই (৩৯.৩৭ কোটি টাকা) তবে বিভাগে খাতে পরিচ্ছন্ন জমার পরিমাণে সামান্য হ্রাস ঘটে (৫৯.২৯ কোটি টাকা—৫৯.১২ কোটি টাকা)। ফলতঃ পরিমাণ অন্যান্য বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ৪৮০.৪ কোটি টাকাতে পৌঁছিয়াছে।

সপ্তাহের বাজার

বিশ্ব-বাণিজ্যের পরিবর্ত্তিত গতি

গতবার বিশ্বব্যাঙ্কের প্রস্তাবগুলি কার্য্যকরী করিবার পক্ষে পর্য্যাপ্ত পরিমাণ সরবরাহপ্রাপ্তির ব্যাপারে এখনও অগ্রগতি হয় নাই। বর্ত্তমানে অবশ্য এমন করে পৌঁছিয়াছে যে বন্ধানি সম্পর্কে উহার নীতি অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইতেছে। এই নীতি বিশ্ব-বাজারে প্রধান সরবরাহকারী দেশ হিসাবে আমাদের ও বাইজোনিয়ার আধিপত্যের ফলে বিশ্ব-বাণিজ্য ক্ষেত্রে যে-পরিবর্ত্তন সূচিত হইয়াছে, তাহা সকল অর্থনীতিবিদের বিবেচনার বিষয় হইবে বলিয়া মনে হয়। আর এই সপ্তাহেই তাহার সরকারের এক বিবৃতিতে প্রচার করা হইয়াছে যে বস্ত্র রপ্তানি বাণিজ্যের অবনতি পরিহারের এবং রপ্তানিকারীদের পক্ষে আরও উৎসাহী করা এবং উন্নয়নের নীতি গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়।

পাকিস্তান ডলারের সাম্প্রতিক চরম মূল্যহ্রাসের ফলাফল সাধারণ ভাবে মূল্যের উপর প্রতিফলিত হইতে কিছুকাল বিলম্ব ঘটবে। ইহাই মনে হয় যে, কাঁচামালের দামেরটি মূল্যও অবশ্য হ্রাস পাইবে। বাস্তবপক্ষে যাহা দিয়া অবশ্য কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করিলে অন্যান্য ক্ষেত্রে এই নিম্ন মূল্যের আমদানির ফলাফল কি প্রকার দাঁড়াইবে তাহা অনুমান করা কঠিন। তবে শিল্প এবং বাণিজ্যের বর্ত্তমান উচ্চ হার বজায় রাখা ও মূল্য প্রতিযোগিতার সুযোগ আনয়ন করা সরকারের লক্ষ্য হওয়া উচিত। সুযোগ সম্প্রতি ভারতের শিল্পসমূহ কয়েকটি নূতন বাজার দখল করিতে সমর্থ হইয়াছে। সরবরাহের ক্ষেত্রে জাপান ও আমেরিকার সুবিধাবিধানের ফলে যেন এ সকল বাজার হেরফের হইয়া না পড়ে। এরূপ হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে, যাহার ফলে ব্যবসা বাণিজ্য বহু দূরে ভবিষ্যৎ অবনতির দিকে যাইতে পারে। তবে বৈদেশিক ও অন্যান্য কাঁচামাল রপ্তানি অব্যাহত রাখিতে পারিলে অধিক সুবিধা আদায় করা যাইবে। পাকিস্তান বাজার দখল এবং দ্রব্যমূল্যের স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপ করিবার উদ্দেশ্যের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য চালাইলে অনুমান আধিক লাভই হইবে না, বরং বৈদেশিক ক্ষেত্রেও ভারত লাভবান হইবে।

বাজেট সম্পর্কে সাধারণ আলোচনার উত্তরদান প্রসঙ্গে অর্থসচিব এই আশা ব্যক্ত করেন যে, বিদেশে নিম্ন বাজার-দরের ফলে প্রকৃত পরিমাণ বাড়-সম্ভোষ করা যাইবে। কারণ দেশের অভ্যন্তরে ব্যয় সঙ্কোচের উদ্যোগ বৃদ্ধি করিয়া বাহির হইতে যে সব উচ্চ পরিমাণ খাদ্য বস্ত্র আমদানি করিলেই চলিবে এবং আরও ১৯৪৮ সালের মূল্যমান অপেক্ষা নিম্ন মূল্যে ক্রয় করা যাইবে। পাইজার দ্রব্য, যা, যন্ত্র, কাঁচামাল প্রভৃতি, অন্য ইত্যাদি প্রধান প্রয়োজনীয় বর্ত্তমান বৈদেশিক বিনিময় মূল্য সন্তোষজনক। বস্ত্র ও পাইজার দ্রব্যের মূল্য হিসাবে আমরা কাঁচামাল ও তৈরী মালের মূল্যের সমতার পার্থক্যটুকু পাইয়া থাকি। পাকিস্তান হইতে কাঁচা পাট ও তুলা সংগ্রহের অসুবিধা এবং কাঁচামালের অপেক্ষাকৃত উচ্চ মূল্যের জন্য পাকিস্তান শিল্পসমূহ প্রচুর ব্যয়ের সম্মুখীন হইয়াছে। সম্ভবতঃ কয়েক মাসের মধ্যে পাটের মূল্যসমতা ঘটিবে। ইহাতে শিল্পের দিকে বাজার ঘটিবার কালে না থাকিলেও আমাদের ক্ষতি নাই। অল্প ভোগ্যপণ্য হইতে তুলা সস্তা দরে সরবরাহ না হইলে বৈদেশিক বিনিময় লাভজনকভাবে সঞ্চয় করিতে পারিবে। যদি খাদ্যশস্য প্রভৃতি পরিমাণ হ্রাস করা যায়, তবে মুদ্রাস্ফীতি মূল্যের মূল্য স্থিতিস্থাপক হইবে না। আন্তর্জাতিক অবস্থার দ্রুত পরিবর্তনের ফলে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে কিছু সময় অপেক্ষা করা দরকার। অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া শিল্পসমূহে সরবরাহের সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করিলে কয়েক মাসের মধ্যেই প্রধান ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করা যাইতে পারে।

খাদ্যশস্য

আলোচ্য সপ্তাহে খাদ্যশস্যের দরে স্থিরতা ছিল। ফসলের আশাপ্রদ পূর্বাভাসেই ইহার কারণ। চালের অবশ্য সামান্য বৃদ্ধি, যবের ও জোয়ারের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা দেখা দিয়াছে। মিউনিসিপাল বাজারে বিভিন্ন খাদ্যশস্য বিক্রীত হইয়াছে :—

খাদ্যশস্য	মূল্য
গম	২৪৲
ভুট্টা	১৩৲
অড়হর	১৩৲
মুগ	১২৷৷০
মসুর	১৯৲
ছোলা	১৯৲
যব	১৪৷৷৵০
বুট্টী	১৭৲
যবসা	১৯৲
জোয়ার	১৯৲

জানা গিয়াছে যবসা সরকার এই মাসে দুই লক্ষ টন চাউল রপ্তানির ব্যবস্থা করিয়াছেন। জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে ৪৮১,৪১৬ টন চাউল বন্দর হইতে রপ্তানি করা হইয়াছে। এপ্রিল মাসে রপ্তানি করার অনুবিধা দেখা দিতে পারে বলিয়া মনে হইতেছে। বন্দরে ৩ লক্ষ টন মোট রপ্তানির জন্য ৪৭১,০০০ টন চাউল ডারভরের জন্য আনা করা হইয়াছে। ১৯৪৮ সালে রাখা কোটা ছিল ১,২৪০,০০০ টন এবং ৭৮,০০০ টনে যেরূপ করা হয় যে, ১৯৪৯ সালের কোটাও অনুরূপ হইবে। তবে তাহা পর্যন্ত বাস্তবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিবার উপর নির্ভর করিতেছে। পশ্চাৎ মার্চে আছিয়ে যে সপ্তাহে শেষ হয়, সেই সপ্তাহে নিম্নলিখিত পরিমাণ বিভিন্ন প্রধান খাদ্যশস্য বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে পৌঁছিয়াছে।

খাদ্যশস্য	পরিমাণ
গম	৩২,১০০ টন
চাউল	৩৬,৮০০ টন
যব	১৪,৫০০

১৯৪৯ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে প্রধান খাদ্যশস্যের মোট আমদানির পরিমাণ হইয়াছে :—গম—৩১,৮০০ টন, যবসা—১১৩০ টন, চাউল—১৭,৬০০ টন।

বন্দরে, ভুট্টা ইত্যাদির পূর্ব্বাভাষ

(১০০০ একর জমি হিসাবে)

	১৯৪৮-৪৯	১৯৪৭-৪৮	হ্রাস %
বন্দর	১৫,৮০৭.০	১৬,১৩৭.০	৬.১
ভুট্টা	৬,৫৩০.০	৭,৩১৯.১	৯.৪
জোয়ার	১০,৩৫৬.০	১১,৬১২.০	৫.৭

উপরোক্ত পূর্ব্বাভাষে ১৯৪৮ সালের মেটোরিক বন্দরের শেষ ভাগ অথবা অক্টোবর মাসের প্রথম ভাগ পর্যন্ত ধরা হইয়াছে। ইহার পর হইতে একমাত্র দুর্ঘটনা ব্যতীত অন্য অবস্থা সুলক্ষণযুক্ত

গুড়

আলোচ্য সপ্তাহে বাজারে গুড়ের যোগান অল্প হওয়ায় বেচাকেনা স্থির ছিল। বিক্রয় কালের পরিমাণ ছিল ৩০,০০০ বস্তা এবং আশেপাশের গ্রাম হইতে দৈনন্দিন যোগানের পরিমাণ ছিল ২,০০০ বস্তা। ওজনের দর বস্তাপ্রতি ১৩৲ টাকা, বৈশাখের দর ১৩৲০ পর্য্যন্ত উঠিয়া শেষ দর ছিল ১৩৲০। গতবারের দর বস্তা প্রতি ১৩৲০ আনার কিছু কম-বেশী ছিল।

চিনি

চিনি ও অন্যান্য বাজারে স্থিরভাব বজায় ছিল। কিন্তু বাজারে বেচাকেনা হইয়াছে অতি সামান্য। দরের উঠানামাও কম হইয়াছে। চিনির দর ছিল ৩০৷৷০, বাজারদরের দর ২৯৲ হইতে ৩১ টাকার মধ্যে ছিল। ইণ্ডিয়ান সুগার মিলস্, এসোসিয়েশনের বক্তিগুলি চিনির বস্তা প্রতি অতিরিক্ত ৮০ আনা শুল্ক ধার্য্যের প্রস্তাবের প্রতিবাদ জানাইয়াছেন। তাহাদের বক্তব্য হইয়াছে, অতিরিক্ত কর ধার্য্যের ফলে সরকারী রাজস্বের পরিমাণ অতি সামান্যই বৃদ্ধি পাইবে অথচ ইহাতে জীবন যাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি হইবে। মুদ্রাস্ফীতিই বৃদ্ধি পাইবে। যখন চিনির সরবরাহ-পরিমাণ সাধিকেরে তখনই চিনির মাসুলের কথা বলা যাইবে।

চা

এই সপ্তাহে আনুমানিক ১২,৫০০ প্যাকেজ বেনামিবোলা চা বাজারে বিক্রয়ের জন্য হাজির হয়। দরের স্থিরভাব বজায় থাকা সত্ত্বেও সাধারণ বিক্রয় মাঝারি ধরণের চা এক আনা হইতে দুই আনা পরিমাণে বিক্রীত হইয়াছে। ভাল রংওয়ালা চা ও ৪প্রকারের পাতা চায়ের দরে কোন পরিবর্তন ঘটে নাই।

আন্তর্জাতীয় বাজারের জন্য প্রায় ১৮,০০০ প্যাকেজ গুঁড়া চা যাত্রা হয়। সাধারণ গুঁড়া চায়ের দর ছিল ১০৷৷০। সাধারণ পাতা চায়ের দর আগেই ছিল; কিন্তু উৎকৃষ্ট রংওয়ালা চায়ের দর অবশ্য কিছু উঠে।

বাজারের কথা

যৎকিঞ্চিৎ উন্নতি

কলিকাতা, বোম্বাই অফিস

কলিকাতা শেয়ারবাজারে অন্যান্য বিভাগের ন্যায় চলতি সপ্তাহে বাধা নিষেধ অপসারিত হওয়াতে বাজারে বিশেষ কোন অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয় নাই। গত সপ্তাহে বাজার দুই দিন বন্ধ থাকাতে সমস্যের প্রায়ই কাজের পরিমাণ সামান্য বৃদ্ধি পায়। যদি জানুয়ারীতে যে-দরে ব্যবসা সম্পন্ন হইয়াছিল সেই দরে সাধারণের মনে কোন প্রকার আশার ভাব দেখা না দিত তাহা হইলে বাজারে আরও অবনতি দেখা দিত বলিয়াই মনে হয়। তবে বাজারের অবস্থা যাহাই থাকুক আলোচনার ব্যবসায়ীরা যেরূপ আশার প্রদীপ জ্বালাইয়া রাখিয়াছেন এবং আশাবাদী মনের ব্যবসায় চলে উহার ফলে আরও অবনতির সম্ভাবনা যে-পরিমাণে কমিয়াছে তাহাতে আশা করা যায় যে, শেয়ার বাজারে আরও উন্নতি পরিলক্ষিত হইবে। অন্ততপক্ষে যেসব শেয়ারের আয় বেশী সেইসব শেয়ারের ক্রমোন্নতি আশা করা নিতান্ত অযৌক্তিক নহে।

এই উন্নতির মধ্যে বিশেষ দুটি বিষয়ের সম্বন্ধে সকলেরই সজাগ দৃষ্টি থাকা উচিত। বাজারে কোন অগ্রগতি দেখা গেলে বিশেষ শেয়ারের মূল্য অসম্ভবরূপ বৃদ্ধি হয়। অল্পসংখ্যক শেয়ারের চাহিদা বেশী হওয়াতে লাভের যে বিষয় প্রকাশ হইয়াছে এবং যেগুলি হইতে যে সুযোগসন্ধানী ব্যবসায়ীরা লাভবান হইয়াছে তাহাতে মনে হয় সাধারণ দৃষ্টি অনভিজ্ঞ বিনিয়োগকারীদের আকর্ষণ করিবে। অনভিজ্ঞ বিনিয়োগকারীরা যদি বাজারে উপস্থিত হয় তবে তাহা হইলে বাজারের অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন করা কঠিন। পক্ষান্তরে ঐ অনভিজ্ঞ বিনিয়োগকারীরা আবার বড় বড় ব্যবসায়ীদের দিকে তাকিয়া আছেন।

এখন দুই ব্যবসায়ীদের মনোভাব ও কার্যকলাপের উপরই শেয়ার বাজারের ভবিষ্যৎ অনেকখানি নির্ভর করিতেছে। সরকারের পক্ষ হইতে অনেকটা অনেক সুবিধা ও আশ্বাস পাইয়াছেন। অন্যদের উহাদের নিকট হইতে প্রাথমিক সহযোগিতা আশা করা যাইতেছে না—ইহাই পরিতাপের বিষয়। উহাদের অসহযোগিতার কারণ উহারা নিজ-লক্ষ্যস্থানের পথে না গিয়া কাছাকাছি ইত্যাদি সহযোগে কয়েই বেশী সাধারণ মনে করেন এবং যতদিন পর্যন্ত লক্ষ্যস্থানের সন্ধানের অন্যান্য মুখ্যমন্ত্রী সৃষ্টির পথ বন্ধ না হইবে ততদিন শিল্প সম্প্রসারণের পথে যে নিত্য বিঘ্ন সৃষ্টি হইবে তাহাই স্বাভাবিক।

বাজারে বর্তমান অবস্থায় কিছুটা উন্নতি দৃষ্টি হইতেছে। উদাহরণ আয়রনের মূল্য ২৯৲ পর্যন্ত উঠে। ঐ আয় ১৯৫ মূল্য বিভিন্নতে যায় কিন্তু ১৯৫৮ পর্যন্ত পতনের হয়। তবে ১৯৫৮ মূল্যে ফেলমেন্ট হয়। জুন কোলের মূল্য সপ্তাহান্তে যায় কিন্তু ৭৩৲ এবং ফুলতলা ডুমারের মূল্য ১০৲ পর্যন্ত হয়। 'বোম্বাইয়ে' বাজার সপ্তাহান্তে তেজীভাব দেখা যায়। টাটার মূল্য ১১৪০৲ এবং ১১৪৮৲ মূল্যে উঠানামা করে এবং বোম্বাই ডাইংয়ের মূল্য ১৪০৲ পর্যন্ত উঠে।

সহযোগী কলম্ব

এই বিভাগে সামান্য উন্নতি দেখা যায়। ৫৲ মূল্যের ১২৩৩ অবস্থা১৮৫৲তে অপরিবর্তিত থাকে। ৫৲ মূল্যের ১২১৩৩৩ সমূলো হাতবদল হয়। এবং ৫৲ মূল্যের ১২১৫ হইতে ১২৩৫৲, ৫৲ মূল্যের ১২৫৬ ১২১৫৲, ৫৲ মূল্যের ১২৫৩৩ ১২১৪৲ এবং ৫৲ মূল্যের ১২১৩৩ ১২১৮৲ মূল্যে কাজ হয়।

ব্যাঙ্ক

ব্যাঙ্ক শেয়ারের মধ্যে ইন্দিরিয়াল ১৩৪৫৲ এবং বিশ্বনাথের মূল্য ২১৪৲ এবং ক্যালকাটা ন্যাশনালের ৮৫ ১২৲তে কাজ হয়।

কাগজের কল

এই বিভাগের কয়েক উৎসাহের অভাব দেখা যায়। কানপুর টেক্সটাইল ১৭৲ এবং এলাহাবাদ ১৭৲তে স্থির থাকে। বেঙ্গলেরাম কোম্পানীর যোগান শেয়ার কিনিতে চেয়েও এবং দুইর ও মাইলের সকোচেরেনক বিনিময় নিকাশের বাজারে কোন উৎসাহের সৃষ্টি হয় নাই।

কয়লার খনি

এই বিভাগে দরের বিশেষ উন্নতি দেখা না বিশেষ মূল্যে কয়েকবেলতা দেখা যায়। আমলাবাদ্যবেটের মূল্য ১৫৲ এবং বেঙ্গলের মূল্য ৪৩৲, বরাকরের মূল্য ১৫৲ এবং সাউথ কাশিমপুরের মূল্য ১৯৲। বেঙ্গলীল ইণ্ডিয়ার মূল্য ৭৲ এবং ওয়েষ্টার্ন বেঙ্গলের মূল্য ৪৮৲ হয়।

চটকল

এই বিভাগের অবস্থা নিতান্ত নৈরাশ্যজনক এবং গতবারে নির্ধারিত মূল্যের নীচে (১৭৫৲) কাজ হয়। আনন্দপাড়ার প্রায় একটিমাত্র সাধারণ শেয়ারের সহিত একটি করিয়া বোনাস শেয়ার দেওয়ার প্রস্তাব ঘোষণা করা হয়।

বিবিধ

এই বিভাগে এমেলগে ব্রাদার্সের মূল্যে সামান্য উন্নতি দেখা গেছে এবং ২০৲তে কাজ হয়। ডানলপ রবারের মূল্য ৮৭৲তে স্থির থাকে। আর্কিন ফেডারেশন ১৩১৪৲; ইণ্ডিয়ান টিউব প্রডাক্টস্ ৩০৮৲, ইণ্ডিয়ান ষ্টিলপিপ ৮৮৲; ন্যাশনাল টোবাকো ১২৮৲; কোম্পানী শেয়ার ৩৯৲; মেসিনীপুর জমিদারী ৭১৲তে কাজ হয়। আলয় সংঘের মূল্য ৮৫৲ আনা উন্নতি পাইয়া ৭৮৲, আই সি এস এর মূল্যে সামান্য বৃদ্ধি দেখা গেছে এবং ৪৮৲তে কাজ হয়। ক্যালকাটা ইলেক্ট্রিকের মূল্যে সামান্য অবনতি দেখা গেছে এবং ১৮৲তে কাজ হয়। টিটাগড় পেপারের মূল্য ৩৯৲ এবং ইণ্ডিয়া পেপার পাল্পের মূল্য ১৮৲ পর্যন্ত হয়।

সংবাদলিপি

(পৃষ্ঠাদেশ ১৪৮ দ্রষ্টব্য)

কর বাবদের প্রস্তাব করা হইলে পরিষদ মহলে কংগ্রেসী সদস্যরা চুরুট ধরাইতে শুরু করেন। সদস্যরা বলিয়া করেন যে, এই সকল দ্রব্যের উপর বিক্রয় কর বাবদে অনেক কম আদায়ীকরণের ফলে ফাঁকি বাড়িবে এবং ফাঁকি বাবদের হার বৃদ্ধি পাইবে। সুতরাং এই সব দ্রব্যের উপর বাবদের হার কমানো হইবে। অর্থসচিব মহাশয় সদস্যদের ভ্রম দূর করিয়া উপরোক্ত দ্রব্যসমূহের উপর হইতে বিক্রয়কর হার করেন। কিন্তু তিনি তাঁহা প্রতিটি আনা করিয়া বিলাস দ্রব্যের উপর বিক্রয়কর বাড়াইয়া এক তালিকা পেশ করেন। অন্যান্য ও অন্যান্য দ্রব্যের উপর হইতে বিক্রয়কর হার হওয়াতে অনুমান ১১ লক্ষ টাকা হইতে হাল পাইবে। মাঃ ৯ লক্ষ টাকার বাড়াইবে।

অর্থসচিব জানান যে, ৬৫ বৎসর প্রবীণদের ও অর্থনীতির অবেদনে ভোগে তত সম্পর্কে বিভাগ হইতে করা হয়। পাঁচসনের বাবদে অন্যান্য সকল দ্রব্যের এই কর চালু থাকে। তিনি পরিষদকে এই আশ্বাস দেন যে, প্রবেশের আয়ের অবনতি হইতে থাকিলে সরকার এই বিষয়ে পুনর্বিবেচনা করিবেন এবং সুযোগমত কর হ্রাস করিবেন। তিনি আরও বলেন যে কেরোসিনের ডাকটার ব্যবস্থানের অবস্থার কেরোসিনের উপর এই কর চালু করা হইবে। বিশেষ ও পাকিস্তানে রপ্তানির উপর এই কর চালু হইবেনা। উপরোক্ত প্রস্তাবসমূহ বিনা বিরোধিতায় গৃহীত হয়।

দুইদিন আলোচনার পর আবকারীসভাতে সরকারের বেকর্ড ঘোষ করিয়াছেন যে, সোনার তালের আমের বেশবেরের উপর ১৫.৩০৩ হইতে ১৫০ অথবা ৩.৬৫ হার হ্রাস করা হইবে। তাহা সোনার তালের উপর বিক্রয়কর বাবদ ধরা আছে বলেই এই ওজনার আসল হার কমাই. বিশেষ. যার কর হ্রাস করা সম্ভবপর না হয় তবে অন্তত পক্ষে অবার হ্রাস করা উচিত। আবকারীসভাতে আরও বলা হইয়াছে যে, প্রস্তাবিত হার এর চেয়ে বাহা করা হইয়াছে যে, উহা সমবায় ঋণদানের সোনা ব্যবসায়ে যথার প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করিবে। এমতাবস্থায় বেসরকারী হইতে এই ব্যবসা চালাইবে তত চালু নাই এবং কোন ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে। যে কোন ক্ষেত্রে, মূল্যতরের উপর ১৫% বা কারুর একক ১৫% উপর শুল্ক ধার্য করিতে হইবে।

কামরূপেশ্বরের সভাপতি বিষয়ক দেখা যায় যে, ফেব্রুয়ারী মাসে লোহার উৎপাদন হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া ৫০,১০০ টনে দাঁড়াইয়াছে। ফেব্রুয়ারী মাস ২৮ দিনে ধরিয়া উৎপাদনের পরিমাণ পূর্বের মাসের সমান হইতে পারে না। তবে লোহার উৎপাদনের পরিমাণ মত হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। গত ১. মূল্যে (১৩৪৮ সালের এপ্রিল মাস হইতে ১৩৪৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত) ইস্পাত উৎপাদিত হইয়াছে ৬০৩,০০০ টন। পূর্ববর্তী বৎসর এই সময়কালের মধ্যে ইস্পাত উৎপাদিত হইয়াছিল ৬,১১,০০০ টন। ইস্পাতের ক্ষেত্রে ১,১০০ টন উৎপাদনহ্রাস ঘটিয়াছে।

সাপ্তাহিক

তিনটি ব্যাঙ্কের হিসাব নিকাশ

১৯৪৭ সাল থাক বাংলাদেশের পক্ষে বিশেষ দুর্ভাগ্যের বলিতে হইবে। কারণ বহুদিন উপর্যুপরি যাহা হয় যে কিনা হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় ঠিক ভিন্ন বিবেচনা করিলে বিশেষ সন্তোষজনক বলিতে হইবে। আবার বিশ্লেষণমূলক বাট্টাসংক্রান্ত ও অন্যান্য হিসাবের স্থলে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অচলাবস্থা, ক্রমবর্ধমান ক্ষতির ও ক্রমাগত ব্যয়বৃদ্ধির চাপ, এইসব সত্ত্বেও উপর্যুপরি ব্যাঙ্কগুলির সম্পূর্ণ কার্যবিবরণী পরিষ্কারভাবে বুঝিবার বাধা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়াছে।

১৯৪৮ সালের ৩১এ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বৎসরের অর্ধাংশের জন্য ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের যে হিসাব-নিকাশ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে পূর্ববর্তী বৎসরের ঠিক সমানের তুলনায় কোম্পানীর প্রকৃত পরিমাণ লাভ ৮ কোটি টাকা হ্রাস পাইয়াছে এবং কোম্পানীর মোট লাভ ও ঠিক সমানের তুলনায় হ্রাস পাইয়া ১০.৩৮ লক্ষ টাকা হইতে ৪৭ লক্ষ টাকা হইয়াছে। কোম্পানীর সাধারণ আমদের পরিমাণ পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছিল (১.৩৭ কোটি টাকা ৭১.৭৭ কোটি টাকা) কিন্তু পরিচালনব্যয়-বৃদ্ধির ফলে (১.৩৭ কোটি টাকা—১.৩৩ কোটি টাকা) কোম্পানীর মোট লাভ পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় হ্রাসপ্রাপ্ত হইতে বাধ্য হইয়াছে।

কোম্পানীর প্রকৃত পরিমাণ পূর্ববর্তী বৎসরের উপর্যুপরি সময়ে ছিল ১৬.১৩ কোটি টাকা এবং আলোচ্য সময়ে তাহার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৮.৩৩ কোটি টাকা। টাকার ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ার ফলে কোম্পানীকে হিসাবী বাবদে মিলিত হইতে প্রায় ১১ কোটি টাকা বেশী ব্যয় করিতে হইয়াছে। কোম্পানীর জমাকলের পরিমাণও বৃদ্ধি পাইয়াছে (৩১.৩৪ কোটি টাকা—৩৮ কোটি টাকা)। তাহার পরিশোধ হারের সহিত সঙ্গে সঙ্গে ঋণের ক্রমিক বৃদ্ধি পাইবার ফলে কোম্পানী ঋণপরিশোধের পরিমাণও হ্রাস করিতে বাধ্য হইয়াছে। কোম্পানীর মোট আয় হইতে ৮৫ লক্ষ টাকা লভ্যাংশ ও ১.৫৩ লক্ষ টাকা সেয়ারের ক্রমিকের জন্য বাদিয়া ১৫ লক্ষ টাকা কর্মচারীদের পুরস্কারের জন্য ধার্য করা হইয়াছে। অংশীদারদিগকে প্রদত্ত লভ্যাংশের হার অপরিবর্তিত অর্থাৎ শতকরা ১৫ টে অপরিবর্তিত রাখা হইয়াছে। অবশিষ্ট লভ্যাংশের জের পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত করিয়া রাখা হইয়াছে (৯১,৬৩,৩৬৮৲—৯৪,৪১,৫৪৮৲)।

ব্যাঙ্কের পরিচালনের অধীনস্থ ব্যাঙ্কগুলির কাজ সন্তোষজনকভাবে অগ্রসর হইতেছে এবং কোম্পানী আরও ব্যাঙ্ক খুলিবার জন্য ব্যবস্থা পাকাপাকি করিয়া ফেলিয়াছে।

* * * *

গত ডিসেম্বর মাসে যে বৎসর শেষ হইয়াছে সেই বৎসরের ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার যে হিসাব নিকাশ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে ঠিক সমানে ব্যাঙ্কের আয় সমান রহিয়াছে (১৩,৫৯,১১১৲—১৩,৫১,৮৮৮৲)। কিন্তু ব্যাঙ্কের কার্যনির্বাহের ব্যয়বৃদ্ধির ফলে সমস্ত আদায়ের পর মোট লাভ হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। লভ্য টাকার অঙ্ক ৪৭,৫৮,১৮৮৲—৫৫,৪৯,৩১৮৲)। কমিয়াছে ৮৮ লক্ষ টাকা (পূর্ববর্তী বৎসরে ছিল ৩১ লক্ষ টাকা)। কর্মচারীদের পুরস্কার বাবদ ৬.৫৪ লক্ষ টাকা (পূর্ববর্তী বৎসরে ছিল ৮.৩৩ লক্ষ টাকা)। ব্যাঙ্কের মূলধনের জন্য ৫ লক্ষ টাকা এবং সঞ্চিতের ও অন্যান্য তহবিলের জন্য ১৮ লক্ষ টাকা ধার্য করা হইয়াছে।

নিত্যআবশ্যক

—×—

★ 'আর্থিক জগৎ' প্রতি বুধবার কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়।

★ মূল্য প্রতি সংখ্যা আট আনা।

★ ভারত ও সিংহলের সর্বত্র সডাক বার্ষিক মূল্য ছয় টাকা।

★ ষাণ্মাসিক মূল্য বারো টাকা।

বিজ্ঞাপনের হার ও নিয়মাবলীর জন্য 'কর্মকর্তা, বিজ্ঞাপন বিভাগ'

এবং

এজেন্সির জন্য 'কর্মকর্তা, প্রচার বিভাগ' 'আর্থিক জগৎ', ১১৬ নং লোয়ার সার্কুলার রোড, (ফোন—ওয়েষ্ট ৭৪৩)

এই ঠিকানায় পত্রালাপ করিতে হইবে।

সাধারণ সেয়ারের জন্য ৮৫ টাকা লভ্যাংশের সহিত অগ্রবর্তী সঞ্চয়ের শতকরা ৯৲ টাকা যোগ করিয়া মোট শতকরা ১৪৲ করিয়া লভ্যাংশ বিতরণ করা হইয়াছে। পূর্ববর্তী বৎসরেও শতকরা ১৪৲ হিসাবে লভ্যাংশ বিতরণ করা হইয়াছিল। অবশিষ্ট লভ্যাংশ হিসাবে ৫,১১,৮৮৲ পূর্ববর্তী বৎসরে ছিল ১৯,৫৪৲

* * * * *

গত বৎসরে ব্যাঙ্কের ব্যাঙ্কিংয়ের যে কাজকর্মের সম্প্রসারণ হইয়াছিল তাহাতেই ব্যাঙ্কের আয়ের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশের উদ্ভব হইয়াছে। তাহাতেও আয়ের পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে। ব্যাঙ্কের আয়ের প্রধান অংশ আলোচ্য বৎসরে পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় বিশেষ হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই। (৭,১১,৩১৯৲ স্থলে ৬,৯১,৮৯৲) ইহা বিশেষ প্রশংসার কথা।

গত ডিসেম্বর মাসের ৩১ তারিখে যে বৎসর সমাপ্ত হইয়াছে তাহার জন্য ঠিক ব্যাঙ্কের যে হিসাব-নিকাশ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে পূর্ববর্তী বৎসরের ঠিক সময়ের তুলনায় আয় পরিমাণে হ্রাস পাই হয় (৪.৯ কোটি টাকার স্থলে ৪.৪৮ কোটি টাকা)। কিন্তু আয় পরিমাণ হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও কোম্পানীর পরিচালকবর্গের সতর্ক কার্যপরিচালনার ফলে কোম্পানীর আর্থিক অবস্থা সন্তোষজনক দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। আয় তুলনায় অল্প হইলেও বৃদ্ধি হওয়ার ফলে দেশীয়রাজ্য ব্যাঙ্কের সঙ্গে ব্যাঙ্কের পরিবর্তে বিভাগ ব্যাঙ্কের মিলিত অংশ-প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছে। কিন্তু ঠিক ব্যাঙ্ক সেই সব পরিবর্তন করিতেও সমর্থ সমাধান করিতে সক্ষম হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত সোরাব হরমুসজী তাঁহার অভিভাষণে যে কথা বলা করিয়াছেন তাহা তাঁহার প্রত্যেক একথা সকলের স্মরণ রাখিবেন।

আলোচ্য সময়ে কোম্পানীর যে ৮৮,৩৯৩৫ পাই মোট লাভ হইয়াছে তাহার সহিত পূর্ববর্তী বৎসরের অবশিষ্ট লভ্যাংশের জের ৮৫,৭৮,১৮৩ পাই যোগ করিলে দাঁড়ায় ৬৯,৮৭,৯৮৩৫ পাই। ঐ অর্থ হইতে লভ্যাংশ ৮,৩৩,৩৩৩৲ সেয়ার সংরক্ষিত ৫০০৲ এবং ট্যাক্সের জন্য ১৫,০০০৲ পরিচালনা করিয়াছে। অবশিষ্ট অর্থাৎশ ৯০ লভ্যাংশ প্রদান করা হইয়াছে এবং ঐ বাবদ লভ্যাংশে বন্টন করার পর ৮১ ৩২,৯৫৩ পাই অবশিষ্ট লভ্যাংশের জের টানা হইয়াছে।

ইণ্ডিয়ান ব্যাঙ্কিং জার্নাল

ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত

একমাত্র

মাসিক পত্রিকা

৩নং কমার্শিয়াল বিলডিংস্

কলিকাতা ১

সাপ্তাহিক হিসাব বিকাশ :—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক

ইস্যু বিভাগ—

দায়—			
নোটের সার্কুলেশন (মোট)			
	১৯,৮৭,১৪		
	১১৯১,৪৭,৮৬	১,৮৪,১৩,৩১	১১৯৩,৮৮,১১
	১১৯১,৮৮,৭১	১,৮৬,৭১,৩৩	১১৯৩,৫৮,১৪
সম্পত্তি—			
সোনার ও রূপার মোহর			
(ক) ব্রিটেন	৯৯,৭১,৭১		
(খ) অন্যান্য দেশসমূহে			
বিদেশি জমা	১৪১,৮১,১৮	১৭১,৭১,১৪	১১৭৮,৮৮,১৯
মোট জমা	১৪১,৭১,১৪	১৭১,৮৭,৭৪	১১৭৮,৫১,৭৯
অন্যান্য মূল্য			
		৭৪,৮১,১৯	৭৪,৮১,১৯
ভুয়াবাদ্দাত		১৪১,১৫,৭৭	১১৮,১৭,৮১
	১১৮৫,৭৯,১১	১১৮৬,৮১,৮৪	১১৯৯,৫৯,৯৯

ব্যাঙ্কিং বিভাগ—

দায়—			
অংশীদারি মূলধন			৯,৯৬,৯৯
সঞ্চয় তহবিল			৯,৯৬,৯৯
আমানত—			
(ক) বেসরকারি আমানত			
	১৪৯,১৭,৯৯		
(খ) সরকারি আমানত	৯৯,১৯,১৮	১৯,৯৫,৯৯	১৯,৯৯,৯৯
(গ) ব্যাঙ্কসমূহের	৯৯,৯৯,১৮	১৯,৭৯,৯৯	৯৯,৯৯,৯৯
(ঘ) অন্যান্য	৯৯,৯৯,৭৮	৯৯,৯১,১৮	৯৯,৯৯,৯৯
সমস্ত দেনা	৯,৯১,৯৯	৯,৯৫,৭৯	৯,৯৯,৯১
অন্যান্য দেনা	১৯,৯৯,৯৯	১৯,৯৯,৯৯	১৯,৯৯,৯৯
	৭৭৯,১১,৯৯	৭৭৯,৯৯,৭৯	৯৯৮,৯৯,৯৯
সম্পত্তি—			
নগদ			১৯,৯৫,৭৯
বিল ক্রয়			৯,৯৯
৯৯ টাকার মূল্য			১,১৯
অন্যান্য দেনা			
(ক) অন্যান্যদের			১৯,৯৯
(খ) সরিয়ের			—
(গ) অন্যান্য সরকারের			
জাতীয়তা	৯,৯৯,৯৯	৯,১১,৯৯	১,৯৫,৯৯
বিদেশে জমা	১১৯,৯১,১৯	৭৭৯,৯৯,১৯	৯৯১,৯৯,৯৯
ইস্যুবাদে আসল জমা ও ইত্যাদি			
	৯১,৯৯		১৯,৯৯
অন্যান্য তহবিল ও হিসাব			
	৯,৯৫,৯৯	৯,৯১,৭৯	—
বিনিয়োগ	১১৯,৯৯,৯৯	৯৯৯,৯৯,১৯	৯৯,৯৯,৯৯
অন্যান্য সম্পত্তি	৯,৯১,৯৯	৯,৯৫,৯৯	৯,৯৯,১৯
	৯৯৯,৯১,৯৯	৭৭৯,৯৯,৭৯	৯৯৯,৯৯,৯৯

সাপ্তাহিক হিসাব বিকাশ :—ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক

দায়—			
বিক্রীত মূলধন			১১,১৯,৯৯
অংশীদারি মূলধন			৯,৯৯,৯৯
সঞ্চয় তহবিল			৯,৯১,৯৯
প্রাপ্তি আমানত, চলতি হিসাব ও অন্যান্য হিসাব		১১৭,৯৯,৯৯	৯৯১,৯৯,৯৯ ১১৯৯,৯৯,৯৯
ব্যাঙ্কসমূহের জমা			
দিনের	৯৯,১১	৯৯,১৯	১১,৯৯
ঐ মোট	১৯৯,১৯,৭৯	১৯৯,৯৭,৯১	৯৯৯,৯৯,৯৯
সম্পত্তি—			
রিজার্ভ-সংক্রান্ত মূলধন			
স্বল্পকাল আদায়যোগ্য			
ঋণসমূহের		১,৭৯,৯৯	৫,১১,১৯
মূলধন	৯১,১১,৯৯	৯৯,৯৯,৭১	১১,৯৯,৯৯
আদায় যোগ্য হিসাবে	১৯,৯১,১৯	৯৯,৯৯,৯৯	৯১,১১,৯৯
অন্যান্য প্রকার ঋণ ও দাবি	৫,৯১,৯১	৯,৯৫,১১	৫,৯৯,৯৯
ছেড়ে দেয়	৯,৯১,৯৯	১,৯৯,১১	১,১৯,৯৯
বিনিয়োগ—	১,৯৯,৯৯	১, ৫,১৯	১,৯১,১৯
অন্যান্য প্রকার জমা	৯,১৯,১৯	১,৯১,৯১	৯,৯১,৯১
প্রাপ্য সুদ ও রিজার্ভ প্রাপ্যের হিসাব	৯১,১৯,৯১	৯৯,১৯,৯১	৯৯,৯৯,১১
	১৯৯,১৯,১১	১৯৯,৯৯,১৯	১৯৯,৯৯,১৯

সাপ্তাহিক হিসাব বিকাশ :—ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

(হাজার টাকার হিসাবে)

১১ ৯-৯৯	১৯-১-৯৯	১-৯-৯৯
(অডিটর দ্বারা)		
দেনা-পাওনার মোট দায়		
দায়—		
আমানত বিভাগ হইতে ঋণ		
৯১,১৯,১৯	৫,৯৯,৯১	
অন্যান্য চলতি আয় যেন দায়		
৯৯১,৯৯,৯১	৯৯৯,৯৯,৯১	
যোগফল যেন দায়		
সম্পত্তি		
আমানত বিভাগ হইতে ঋণ		
৯,৯৯		
(ঘ) অন্যান্য যোগফলের যেন দায়		
৯৯৯,৯৯,৯১		
যোগ মন্দ টাকা		
ব্যাঙ্কের	৯৯,৯৯,৯৯	৯,৯১,৯৯
হিসাবি ব্যাঙ্কের জমা		
	৯১,৯১,৯৯	
নগদ		
ব্যাঙ্কের	৯৯৯,৯৯,৯১	৯৯১,৯৯,৯৯
অন্যান্য দেনা		
ব্যাঙ্কের		

ষ্টেট ব্যাঙ্ক অভ পাকিস্তান

হাজার টাকার হিসাবে

ইস্যু বিভাগ—

দায়—			সমাপ্তকাল
	১৯-১-৯৯	১৯-১-৯৯	৯-১-৯৯
নোটের সার্কুলেশন (মোট)	৯,৯৯,৯১	৯,৯১,৯১	৯,৯১,৯৯
ঋণের মোট	১৯৯,৯৯,৯১	১৯৯,৯৯,৯১	৯৯,৯৯,৯৯
	১৯৯,৯৯,১৯	১৯৯,৯১,৯১	৯১,৯৯,৯৯
সম্পত্তি—			
(ক) সোনার ও রূপার মোহর মোট	৯,৯১,১১		
(খ) বিদেশি জমা	৯১,১৯,৯৯	৯১,৯৯,১৯	
ইস্যুবাদে আসল জমা ও ইত্যাদি	১৯,৯১,৯৯	১৯,৯১,৯৯	
অন্যান্য মূল্য ও ঋণ, হিসাবি মাল			
ঋণ, ঐ প্রকার হিসাবের সমস্ত	৯১,৯৯,১১	৯৯,৯৯,১১	৯,৯১,৯৯
(খ) মোট দেনা	১,৯৯,৯১	১,১৯,৯৯	১,১১,৯৯
সার্কুলেশন ও আমানতের অন্যান্য	৯, ৯,৯৯	১,৯০,৯৯	
আমানতের মূল্যের ঘাটতি			
ব্যাঙ্কের আমানতের হিসাবে যেন দায়			
ঐ প্রকার বিভাগ হইতে যেন—			
মোট ও ঘাট দেনা	১১,১৯	১৯,৯১	১,৯১,৯৯
হিসাবি অন্যান্য	৯,৯১,১১	৯,৯১,১৯	৯৯,৯৯,৯৯
অন্যান্য সার্কুলেশন অপেক্ষা	১৯,৯১,৯৯	১৯,৯১,৯৯	
	১৯৯,৯৯,১৯	১৯৯,১৯,৯১	৯৯,৯৯,৯৯

ব্যাঙ্কিং বিভাগ—

দায়			
অংশীদারি মূলধন			১,১৯,৯৯
সঞ্চয় তহবিল			
আমানত—			
(ক) বেসরকারি সরকার	১৯,৯১,৯১	৯৯,৯৯,৯১	৯৯,৯৯,৯১
(খ) প্রাদেশিক সরকার	১৯,৯১,১৯	৯,৯১,৯১	৯,৯৯,৯৯
(গ) ব্যাঙ্কসমূহ	১৯,১৯,৯৯	১৯,৯৯,১৯	৯৯,৯৯,৯৯
(ঘ) অন্যান্য	৯,৯১,৯৯	৯,৯১,৯৯	৯,৯৯,৯৯
মোট দেনা	১,৯১,৯১	৯৯,১৯	১,৯৯
অন্যান্য দায়	১,১৯,১৯	১,৯৯,৯৯	৯৯,৯৯
	১৯৯,৯৯,৯৯	১ ১,১১,৯৯	১৯৯,১৯,৯৯
সম্পত্তি—			
নগদ	৯,৯৯,৯৯	৯,৯১,৯৯	৯, ১,৯৯
মোট দেনা হইতে			
(ক) পাকিস্তানী			
(খ) বাহিরের			
স্বর্ণ ও রূপার মুদ্রা			
(ক) পাকিস্তানে			
(খ) বাহিরে			
বিল ও ডলারের হুণ্ডি			
(ক) আভ্যন্তরীণ			
(খ) বাহিরের			
(গ) সরকারি আভ্যন্তরীণ	১৯,১১,৯৯	১৯,১১,৯৯	—
পাকিস্তানের বাহিরে জমা	৯৯,৯৯,৯৯	৯৯,৯৯,১১	৯১,৯৯,১১
সরকারের আসল জমা ইত্যাদি			১১,৯৯
অন্যান্য জমা, আসল ইত্যাদি	৯৯,৯৯		—
কার্যবিনিয়োগ	১,১৯,৯৯	১,১১,১৯	
অন্যান্য সম্পত্তি	১১,৯১	১৯,৯১	১,১৯,৯৯
	১১১,৯৯,৯৯	১৯১,১১,১৯	১৯১,৯৯,৯১

স্টক এক্সচেঞ্জ

	আদায়ীকৃত মূলধন (লাখ টাকা)	শেয়ার ও ডিবেঞ্চার ইস্যুর পরিমাণ	ফেস ভ্যালুর ওপর প্রিমিয়াম/ডিসকাউন্ট	বন্ধ সিকিউরিটি	লেনদেন	বাজার দর		
ইঞ্জিনিয়ারিং								
ইস্টার্ন কেবল								
জেসপ								
ন্যাশনাল হাউজিং								
বার্জা								
রেকিটবেঙ্কি								
বার্মাশেল								
ফিনিক্স ইন্ডাস্ট্রিজ								
কয়লাখনি								
আমলগোরাগাইট								
ইস্টার্ন কোল								
ওরেন্ট কার্বনিক								
কোহিনুর								
ডানকোল								
বর্ধা কোল								
বর্ধা মাইনস								
মিডি ইস্টার্ন								
মিডি সাউথ								
সেভেনহিলস								
ফতেহ								
ফেসন								
ভারত								
ন্যাশনাল								
সেভেন								
হাবিবুল্লাহ								
দিনাজপুর								
পাকিস্তান কোহিনুর								
সেন্ট্রাল ইন্ডিয়া								
কাপড়ের কল								
এলাইড								
করমপুর টেক্সটাইল								
জেসোরাম								
ডানবার								
ন্যাশনাল								
ন্যাশনাল								
বাবুরিয়া								
বিড়লা								
রহিম								
বেঙ্গল								

যৌথ প্রতিষ্ঠান

প্রতিষ্ঠানের নাম	অনুমোদিত মূলধন (লক্ষ টাকায়)	মোট প্রদত্ত মূলধন	প্রতি অংশের অনুমোদিত মূল্য	কর অবস্থিতি	সমবায়			শেষ লভ্যাংশ
চট্টগ্রাম								
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]

যৌথ প্রতিষ্ঠান

প্রতিষ্ঠানের নাম	অনুমোদিত মূলধন (লক্ষ টাকা)	শেয়ার ও ঋণপত্রে প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ	প্রতি শেয়ারের অনুমোদিত মূল্য	ঋণ মঞ্জুরের পরিমাণ	বাজার দর		
					১৯৮৭-৮৮	১৯৮৮-৮৯	
ক্ষুদ্র-শিল্পখাত							
ঘোলাইগাড়ী	১,০০,০০০	৯,৯৯,১৭১৲		৯৯,০০০	১৯৯৭		
সেলাই ও গার্মেন্টিস ...	৯,৯৯,০০০	৯,৯৯,৫৫০৲		৯৯,০০০	১৯৯৭		
চিনি মুদ্রণ	১,৯৯,০০০	৯,৯৯,১৯৯৲		৯,০০,০০০	১৯৯৭		
পাদরেডলা	১৯,৯৯,০০০	৯৯,৯৯,১৭৯৲		৯৯,০০,০০০	১৯৯৮		৯৯৭৲
ঔষধাদি	৯,৯৯,০০০	৯,৯৯,৯৯৯৲		৯৯,০০,০০০	১৯৯৭		৯৯৯৲
ঘনবসতী	৯,৯৯,০০০	১১,৯৯,০০০৲		১১,০০,০০০	১৯৯৭		৯৯১৲
বিজ্ঞান	১৯,৯৯,০০০	৯,৯৯,০০০৲		৯,০০,০০০	১৯৯৭		৯৯৯৩
বেলবাদি	১,৯৯,০০০	৯,৯৯,৯৯৯৲		৯,০০,০০০	১৯৯৭		৯৯৯৩
প্রসাধনী	৯,৯৯,০০০	৯,৯৯,৯৯০৲		৯৯,০০,০০০	১৯৯৭		৯৯৲
পেট্রোল খাদ্য		৯,৯৯,৯৯৯৲		৯৯,৯৯,০০০	১৯৯৭		১৯৯৲
ঔষধ	৯,৯৯,০০০	৯,৯৯,০১১৲		৯,০০,০০০	১৯৯৭		৯৯
সেলাই ফিনাই	৯,৯৯,০০০	৯,৯৯,৯৯৯৲		৯৯,০০,০০০	১৯৯৭		১৯৯৩
ওষুধপাত্র	১,০০,০০০	১১,১৯,৯৯৯৲		১১৯,০০,০০০			৯৯৯৲
প্রতিমাদা	১৯,০০,০০০	৯১,৯১,১৯৯৲		৯৯,০০,০০০			৯৯৲
বিভিন্ন খাত							
ইউ পি	১৯,৯৯,০০০	১৯,৯৯,৯৯৯৲			১৯৯৭		
ব্যাংক	৯৯,৯৯,০০০	১৯,১৯,৯৯৲			১৯৯৭		
চশমার	১৯,৯৯,০৭৩	৯৯,৯৯,১৯৯৲		১৯৯(৫)	১৯৯৮	১৯৯৯-৯৯৲	১৯৯৩	১৯৯৩
ব্যাংক বিভিন্ন	৯,১৯,৯১৯	১১,১৯,১৯৩৲		৯,৯৯(৫)	১৯৯৭		১৯৯৩
প্রকাশনা ...	৯,০০,০০০	৯,১১,৯৯৲			১৯৯৭	১৯,৯৯০	১৯৯৩
ব্যাংক ...	১৯,৯৯,০০০	৯,৯৯,৯৯৲			১৯৯৭		১৯৯৩
প্রকাশনা	১৯,৯৯,১৯৯	৯,১৯,৯৯৯৲		৯,৯৯(৫)	১৯৯৭		৯৯৲
ব্যাংক	৯,৯৯,০০০	১৯,৯৯,৯৯৲		৯ (৫)	১৯৯৮		১৯৯৩
ব্যাংকিং	১১,৯৯,০০০	১,৯৯,০০০৲		৯,৯৯(৫)	১৯৯৮		১৯৯৩
খাদ্যশস্য							
ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট	১,৯৯,৯৯,০০০	৯৯,৯৯,০০০৲		১৯০	১৯৯৭		৯৯৲
কৃষিজ ইন্ডাস্ট্রিজ ...	১৯,৯৯,১৯,৯৯৯ ৫৫,৯৯,৯৯৯৫৫	৯৯,৯৯,০০০৲		১৯০(৫)	১৯৯৮		
কৃষিজ খাদ্য	৯৯,৯৯,০০০৲	৫৯,৯৯,০০০৲	১০৲	৯৯৯ পাই (৫)	১৯৯৭		
ব্যবসায়ী ব্যাংকসমূহ	৯৯,৯৯,০০০	১৯,৯৯,০০০৲	১০৲	৯০ (৫)	১৯৯৭		১৯৯৩
পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট	৯৭,৯৯,১১৯৲	৯,৯৯,৯৯,০০০৲	১০০৲		১৯৯৭		১৯৯৩
বিভাগীয় ব্যাংক	১,০০,৯৯,০০০৲	৫,৯৯,৯৯,০০০৲	১০০৲	৫৲ (৫)	১৯৯৭		৯৫
স্থানীয় পেট্রোলিয়াম ব্যাংক	১৯,১৯,৯৭১৲	১৯,১৯,০০০৲	১০৲	৫৯০(৫)	১৯৯৭		১৯৯৩
ব্যাংক অব ইন্ডিয়া ...	১,০০,৯৯,০০০	৯,১৯,৯৯,০০০৲	৯০৲ (৫)		১৯৯৮		
ব্যাংক অব মহারাষ্ট্র ...	১,০০,৯৯,০০০৲	১,১৯,৯৯,০০০৲	১৯৲ (৫)	৯৲ (৫)	১৯৯৭		১৯৯৩
ফিনান্স ব্যাংক		১১,৯৯,০০০	৯০৲ (৫)		১৯৯৭		
ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট	১,১৯,৯৯,০০০	৯,৯৯,০০০৲	৯০৲		১৯৯৭		
পেট্রোলিয়াম ব্যাংক অব ইন্ডিয়া ...	৯,১৯,১১,১১৯৲	৯,৯৯,৯৯,৯৯৲					
বিদ্যুৎ-সরবরাহ							
ইউ-পি	৯৯,৯৯,০০০৲	১৯,৯৯,৯৯৯৲	১০০৲		১৯৯৯-১১	৯৯৩	৯৯৯৲
পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎপর্ষদ	৯৯,৯৯,৯৯০ পা	৯১,৯৯,৯৯৯ পা	১ পা	৯৭৯(৫)	১৯৯৯-১৯১০		১৯৯৩

যৌথ প্রতিষ্ঠান

	অনাদায়ী মূলধন (টাকায়)						
বিদ্যুৎ-সরবরাহ							
কলকাতা	১৩,৯৯,৭৯০		৫৯৯				
পাটনা	১৯,৯৫,০০০		১৯৯১				
বেরিলি	৯,৭৭,৫৩০		৩.৯৮				
বিবিধ							
আসাম [illegible]	১,৯৮,৩৩১	৩,৩৩,৯৯৯৲	৯৪১				
ইন্ডিয়ান অ্যালুমিনিয়াম	১,৯৯,৯৮,৩৩৩	১,১১,৩৩৩৲	৫৪৩				
ইন্ডিয়া কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড	৯,৭৭,৩৩৩৲	৯,৭৯,৩৩১ পা		৯১৫-৯৯৲			৯৯৲
ইন্ডিয়া সোপ [illegible]	৩৩,৯৯,৩৩৩	১৯,৯৮,৩৩৩৲					১৩৩৲
ইন্ডিয়া টিস্যুস	১,৯১,৯৯,৩৭৯			১৫৩-৩৫/৯	৯৯৩		১৭৯
ইন্ডিয়ান ফলস	১,৯৯,৩৩৩ পা	৯,৯১,৩৩৩ পা		১,৫৩-৩৯৯	১,৫৩-৯৯৯		১৯৩
ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল	১৭,৭৭,৩৩৩	৯৯,৯৯,৩৭১৲					৫৯৯৯৩
ইন্ডিয়ান ওয়ালস [illegible]	৯১,৭৭,৩৩৩	১৯,৯১,৭৭৭৲					৯১৯৩
[illegible] ইন্ডাস্ট্রিজ	৩৩,৩৩,৩৩৩	১১,৯১,৯৯৩৲					৯৯৲
[illegible]	১৯,৩৩,৩৩৩	১,৩৩,৩৯৯৲					১৯৩
[illegible]	৯,৯৯,৩৩৩	৯,৩৩,৩৩৩৲					
[illegible]	১৭,৭৭,৩৩৩	১৯,৯৯,৩৩৩৲					
[illegible]	৯,৭৭,৩৩৩	৯,৩৩,৩৩৩৲					
[illegible]	৯৯,৩৩,৩৩৩						
[illegible]	৭৭,৩৩,৩৩৩	৯৯,৭৭,৩৩৩৲					৯৭৭৩
[illegible]	৯,৯৯,৩৩৩	৯৯,৯৯,৩৩৩৲					৯৯৯৩
[illegible]	৯,৯৯,৩৩৩	৯,৯৯,৩৩৩৲					১৯৯৩
[illegible]	৯৯,৩৩,৩৩৩	৯৯,৯৯,৩৩৩৲					
[illegible]	১,৯৯,৯৯,৩৩৩	৯৯,৯৯,৩৩৩৲					
[illegible]	৯৯,৯৯,৩৩৩	৯৯,৯৯,৩৩৩৲	১৯৯৩				
[illegible]	৯৯,৯৯,৩৩৩	৯,৯৯,৩৩৩৲	৯৯৯				৯৯৩
[illegible]	৯৯,৯৯,৩৩৩	৯,৯৯,৩৩৩৲	১৯৯৯				১৯৯৲৩
[illegible]	৯৯,৯৯,৩৩৩	৯,৯৯,৩৩৩৲	৯৯৯				৯৯৩
[illegible]	৯৯,৯৯,৩৩৩	৯,৯৯,৩৩৩৲	১৯৯৯				৯৯

ঃ যে কোন প্রকার বীমার জন্য—
'জীবন', 'অগ্নি', 'সামুদ্রিক'
'দুর্ঘটনা', 'মোটরগাড়ী' ইত্যাদি
হাওড়া ইন্‌সিওরেন্স
কোং লিমিটেড
৩০নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা।
ফোন—কলি ৬৭৭

আর্থিক ভারত

অগ্নি, নৌ, দুর্ঘটনা, মোটরগাড়ী ও
জীবন সম্পর্কিত
শ্রেষ্ঠ জাতীয় বীমা প্রতিষ্ঠান
হাওড়া ইন্‌সিওরেন্স
কোং লিমিটেড
৩০নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা

২৯ বর্ষ ১২ সংখ্যা] কলিকাতা, বুধবার ২৪ চৈত্র, ১৩৫৫ ৭ই আগষ্ট, ১৯৪৯ [পৃষ্ঠা ৮০

সূচী

বিষয় পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়
বাজেট, কাঁপাই ও বৈদেশিক মূলধন
প্রাসঙ্গিক
আটলান্টিক চুক্তি, ভারতের ব্যবসায়ীরা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের
সমাবর্তন-উৎসব, ভারতের সমুদ্রপথ, পাক ভারত শুল্ক সংঘর্ষ ১৪৪
সহযোগিনিদি
সতন, ওয়াশিংটন, দিল্লী,
মন্তব্য
অর্থলোক
মূলধন সম্পর্কে সরকারী নীতি
শণ্যাগারের বাজার
চলাচলের আজ সংবাদ ?
বাজারের কথা
শুভঙ্করের গচ্ছ
নৌকিক
বিদেশী বিনিময় মূল্য-সরকারী ঘোষণা

বাজেট, কাঁপাই ও বৈদেশিক মূলধন

ভারতীয় পার্লামেন্টে বাজেটবিতর্কের উপসংহারপ্রসঙ্গে অর্থসচিব শ্রী ষড়্মুখম্ চেট্টি মন্তব্য করিয়াছেন যে, মুদ্রাস্ফীতিই আজ দেশের সম্মুখে প্রধান সমস্যা এবং ১৯৪৯-৫০ সালের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক বাজেট-গুলি এই সমস্যার সমাধান করিবার উদ্দেশ্যেই পরিকল্পিত। এই প্রসঙ্গে তিনি ক্রমোন্নতিশীল মূল্যমানের উল্লেখ করিলেও ইহার জন্য কখনও টাকার পরিমাণ-বৃদ্ধিকেই দায়ী করেন নাই। বর্তমানে যে-মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিয়াছে তাহাকে যথার্থ মুদ্রাস্ফীতি বলা যায় না। কারণ মুদ্রার জনমতী অর্থ ও ট্রেডিংএর পরিমাণের বিচারে টাকার চলিত বেশী বাড়িয়া যায় নাই। অবশ্য ট্রেডিংএর অধিকাংশ মানুষই আজ অকেজো হইয়া পড়িয়াছে এবং সেদিক হইতে মুদ্রার মানব-পরিমাণের সহিত প্রচলন-পরিমাণের কিঞ্চিৎ তারতম্যও ঘটিয়াছে। কিন্তু মূল-গলদ রহিয়াছে টাকার চলতি বৃদ্ধির সাথে সাথে ভোগ্য-পণ্যের উৎপাদন অনুরূপ বৃদ্ধি না পাওয়াতে। মূলতঃ এই কারণেই আজ অধিক মূল্য অনুরূপ দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করিতে চাহিতেছে বা মূল্যমান চড়িয়া যাইতেছে। আবার এই মূল্যমান চড়িবার ফলে উৎপাদনের ব্যয়বৃদ্ধি পাইতেছে এবং ইহাতে মূল্য আরও বর্দ্ধিত হইতেছে।

এই ক্রমোন্নতিশীল মূল্যমানের আপেক্ষিক বিচারেই আমাদের মুদ্রার পরিমাণ-বৃদ্ধিকে মুদ্রাস্ফীতি বলা যাইতে পারে,—আর কোন দিক হইতে নহে। কিন্তু মুদ্রাস্ফীতি সম্পর্কে সম্প্রতি যে-সকল আলোচনা, সম্মেলন, বিতর্ক প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহাতে সর্বত্রই মুদ্রাস্ফীতির তত্ত্বগত বিশ্লেষণ অনুসারে টাকার পরিমাণ হ্রাস করিয়া মূল্যমানে অবনতি সাধন করিতে সরকারকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। আমরা অবশ্য এই উপদেশের যাথার্থ্য কোনদিনই স্বীকার করি নাই। আমাদের মতে চলতি নোটের প্রাক-যুদ্ধকালের পরিমাণের বিচারে আমাদের দেশে চলতি নোটের বর্তমান পরিমাণের তুলনা করা অযৌক্তিক। কারণ টাকা বিনিময়ের মাধ্যম মাত্র। সুতরাং টাকার পরিমাণ দেশের দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণ ও তাহার বিনিময়ের তীব্রতাকেই সূচিত করে। সেইদিক হইতে দেখিতে গেলে প্রাক-যুদ্ধকালে আমাদের দেশের অর্থনৈতিক অবস্থাকে স্বাভাবিক বলা যাইতে পারে না। কারণ

প্রাকযুদ্ধকালের মূল্যমানে আমাদের দেশের গ্রামবাসী, কৃষক ও দুঃস্থ-শিল্পীগণ এবং সাধারণভাবে ছোট ছোট ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানগুলি অতি সহজ করিয়াছে। বিশেষ করিয়া আমেরিকা সহরে বাসিন্দারাই কেবল প্রাকযুদ্ধকালের মূল্যমানের সুবিধা ভোগ করিয়াছে। কিন্তু সমগ্র দেশের হিসাবে শহরবাসী উক্তশ্রেণীর লোকের সংখ্যা নিতান্তই মুষ্টিমেয়। অতএব যুদ্ধপূর্ব মূল্যমানের ডলার করিয়া বর্তমান মূল্যমানকে কাগাই বলিয়া অভিহিত করা এবং জোর করিয়া টাকার পরিমাণ হ্রাস করিয়া বর্তমান মূল্যমানকে যুদ্ধপূর্বকালের অবস্থায় ফিরাইয়া লওয়া অসম্ভব। তাঁ মাথাই ঠিক এই কথাটি সোজাসুজি না বলিলেও জোর করিয়া আমেরিকার মূল্যমান হ্রাস করিবার বিরুদ্ধেই মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, জোর করিয়া মূল্যহ্রাস করিলে এখন গ্রামবাসী কৃষকদের সর্বনাশ অনিবার্য হইয়া দেখা দিবে এবং তাহাদের আয় কমিয়া যাইবে। সুতরাং এইরূপ বিপজ্জনক পথে পা না বাড়াইয়া মূল্যমান ধীরে ধীরে বাগে আনিয়া আনিবার তাঁ মাথাই যে-প্রস্তাব করিয়াছেন আমরা তাহা সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করি।

ধাপে ধাপে এইরূপ মূল্যবৃদ্ধির সাধন করিতে পারিলে যুদ্ধোত্তর সংকটের অবসান হইবে। কিন্তু প্রশ্ন হইল এই যে, এই ক্রমিক মূল্যবৃদ্ধি ঘটানো যাইবে কিরূপে। উৎপাদনের পরিমাণ বর্ধিত করিয়াই ইহা সম্ভব। অধিক উৎপাদন সম্ভব করিতে পারিলে বাজারে দ্রব্য-সামগ্রীর সরবরাহ বর্ধিত করা যাইতে পারে এবং সেই পথে অধিক নোট প্রচলনের ফলে যে অতিরিক্ত ক্রয়-ক্ষমতা সৃষ্ট হইয়া মূল্য-মানকে উর্ধ্বে করিতেছে তাহাকেও হ্রাস করা যাইতে পারে। ধাপে ধাপে মূল্যমান নামাইয়া আনিবার ইহাই প্রকৃষ্ট উপায়। কিন্তু এই পথে সমস্যার সমাধানে দুইটি বিষয় বিবেচনা করিবার আছে—প্রথমতঃ উৎপাদন বৃদ্ধির উপায় এবং দ্বিতীয়তঃ বর্তমান উৎপাদন-পরিমাণ বর্ধিত না হয় ততদিন যুদ্ধোত্তর কার্যক্রম কি হওয়া উচিত তাহা স্থির করা।

উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার পথে প্রধান প্রতিবন্ধক প্রয়োজনীয় মূলধন, যন্ত্রপাতি ও যান্ত্রিক কারিগরের অভাব। এতদ্ব্যতীত দেশীয় শিল্প-পতিদের ত্রস্ত মনোভাব আছে। জাতীয়করণ সম্পর্কে সরকারী নীতির মুন্সই বিশ্লেষণ করিয়া ভারতীয় শিল্পপতিগণ সরকারের অর্থনীতির সহিত গত বৎসর অসহযোগিতা করেন। তাহাড়া রাজস্ব নীতিতেও তাঁহারা সংস্কার করেন এবং বন বিনি-য়োগের ক্ষেত্রে উদ্বেগ করিয়া মুনাফাকর, ব্যবসায় লাভ কর রহিত এবং অতিরিক্ত আয়করের পরিমাণ হ্রাস করিতে সরকারকে অনুরোধ করেন। এতদনুসারে ভারতসরকারের শিল্পবিভাগ হইতে আমানী দশ বৎসরের মধ্যে বর্তমান শিল্পসমূহে জাতীয়করণের নীতি প্রযুক্ত হইবে না বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। রাজস্বের ক্ষেত্রেও একের বাজেটে করভারগুলি মোটামুটি শিল্পপতিদের দাবী অনুযায়ী সংশোধন করা হইয়াছে। অবশ্য বাৎসরিক কর রহিত হয় নাই। কিন্তু মুনাফাকর রহিত হইয়াছে এবং অতিরিক্ত আয়কর হ্রাস করা হইয়াছে। সুতরাং শিল্পোন্নয়নের পক্ষে দেশীয় শিল্পপতিদের মনোভাবগত যে বাধা বর্তমান ছিল, তাহা অপসারিত হইয়াছে। কিন্তু বাস্তব বাধা এখনও বর্তমান। সমগ্র প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট মূলধন যেমন দেশীয় শিল্পপতিদের নিকট পাওয়া যাইবে না তেমনি আবশ্যক যন্ত্রপাতি ও যান্ত্রিক কারিগরও সবটাই এখানে মিলিবে না। সুতরাং বৈদেশিক সাহায্য আবশ্যক।

এই বৈদেশিক সাহায্য আবার দুই উপায়ে লাভ করা যাইতে পারে—(১) আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ গ্রহণ অথবা (২) কোন একটি দেশ হইতে ঋণ বা সাহায্য গ্রহণ। আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ গ্রহণ করিবার কয়েকটি অসুবিধা আছে। প্রথমতঃ নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে ঋণ পুরণসহ পরিশোধ করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ শতকরা বার্ষিক ৪॥০ হারে দিতে হইবে এবং তৃতীয়তঃ এইরূপ ঋণের পরিমাণ যথেষ্ট হইতে পারিবে না। পক্ষান্তরে কোন দেশ হইতে সোজাসুজি সাহায্যলাভ করিতে হইলে হয় সেই দেশের সরকারের নিকট অথবা তদ্দেশীয় ধনিকদের নিকট প্রার্থনা করিতে হইবে। বর্তমান অবস্থায় একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্যতীত আর কোন দেশ হইতে এইরূপ সরকারী বা বেসরকারী কোনরূপ সাহায্যই লাভ করা সম্ভব নহে। ব্রিটেনের নিকট আমাদের পাওনা ষ্টার্লিংএর বিরুদ্ধতা তো সুবিদিত। প্রথমতঃ উক্ত পাওনা সম্পূর্ণ আদায় হইবার আশু কোন সম্ভাবনা নাই। দ্বিতীয়তঃ উহা পাইলেও তাহার বিনিময়ে উপযুক্ত পরিমাণে আবশ্যক সাজসরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতির সরবরাহ পাওয়া যাইবে না। কারণ ষ্টার্লিংমুদ্রা ব্যবহারকারী দেশগুলির কোনটিই আজ যথেষ্ট পরিমাণে যন্ত্রপাতি রপ্তানি করিতে সমর্থ নহে। সুতরাং যাহা কিছু সম্ভবনা মার্কিন মূলধনের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ। মার্শাল-সাহায্যের পথে মার্কিন মূলধনের সহায়তা লাভ করিতে পারিলেই সুবিধা হইত। কিন্তু আমেরিকার ভাব-গতিক দেখিয়া তৎসম্পর্কে আশ্বস্ত হওয়া যাইতেছে না। বরং সংবাদে প্রকাশ যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনেকানেক শিল্পপতি ভারতে আসিয়া নিজেদের খরচে শিল্পস্থাপন করিতে সম্মত আছেন। এই প্রস্তাবকে আমরা মন্দ মনে করি না। কারণ এই উপায়ে বৈদেশিক মূলধনের সাথে সাথে আবশ্যক যন্ত্রপাতি ও যান্ত্রিক কারিগরেরও

[illegible] হইবে। [illegible] সরকারী বাণিজ্য বিভাগসমূহে বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত করিবেন এবং মাঝারি এই সমস্ত বিষয়ের প্রত্যেকটি আমরা সতন্ত্র নিবন্ধে আলোচনা করিব।

কিন্তু উৎপাদন বৃদ্ধির এই সকল পরিকল্পনা সহজসাধ্য নহে। অর্থ-সাপেক্ষ এবং অনেকগুলি এই সকল প্রস্তাবের সুফল পাইতে বিলম্ব

বর্দ্ধিত উৎপাদনের এই [illegible] পরিকল্পনার [illegible] ইহার জন্য আবশ্যক সহজসাধ্য পরিবহন, এবং এতদর্থে বৃদ্ধি ও বৃটিশসিংহের প্রদেশের প্রতি মনোযোগ দেওয়া হইতে হইবে। কিন্তু সেই পথে না গিয়া বিকেন্দ্রীকরণের মাপকাঠিতে বর্দ্ধিত করিয়া যুদ্ধসেবায়ী ক্ষেত্রে ভারতসরকার [illegible] ও উৎপাদনকারীর পরিমাণের মধ্যে যে সামঞ্জস্য স্থাপন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন তাহাতে [illegible] চিন্তা দিয়া উদ্দেশ্যের বিপরীত ফল হইবে বলিয়াই আমাদের আশঙ্কা হইতেছে।

প্রাসঙ্গিক

আটলান্টিক চুক্তি

অবশেষে যে আলোচিত ও বহুবিতর্কিত আটলান্টিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। বারটি দেশ—যুক্তরাষ্ট্র, ব্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, কানাডা, লুক্সেমবুর্গ প্রভৃতি পশ্চাতে স্বাক্ষর করিবেন। ইটালি, নরওয়ে, ডেনমার্ক, আইসল্যান্ড, পর্তুগাল—এই পাঁচটি রাষ্ট্রকে এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করিবার জন্য আমন্ত্রণ করা হইয়াছে। সেদেশে সফরের সেক্রেটারী মিঃ ডীন এচিসন ঘোষণা করিয়াছেন যে এই চুক্তির একটি সম্বন্ধে তাহা সকলেরই জানা কথা।

এই চুক্তির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যে আলোচনা হইয়াছে তাহাতে এবং উহাদের পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে যে এই চুক্তির মধ্যে কিছু গোপন রাখা হয় নাই। কিন্তু তবু কিছু গোপন রাখা হউক বা না হউক, এই চুক্তি যে সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রথম ধাপ তাহা আর গোপন নাই এবং ইহাও আর গোপন নাই যে, আর একটি বিশ্বযুদ্ধের জন্য এতদূর প্রস্তুত হইতে চাহিবে না। আমেরিকার দেশগুলির সঙ্গে আটলান্টিক চুক্তি হইবার অব্যবহিত পরেই উহাদের।

চুক্তির সমর্থনকারীরা কিন্তু এখন অবধি গোপন রাখিয়াছেন যে, এই চুক্তি কার্যকরী আক্রমণকারী রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রসমূহের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইবে, পাশ্চাত্যের যা দুর্বলতর দেশগুলির উপরে ইহা কার্যকরী কিছু নয়। তাঁহারা আক্রমণকারী দেশগুলির নাম আটলান্টিক চুক্তি হইবার অব্যবহিত পরেই প্রকাশ করিয়াছেন। কাজেই ইহার পরিচয়টি হইয়া উঠিয়াছে যে, রাশিয়ার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিবার ইহা কার্যকর নেতৃত্বে একগুচ্ছ দেশ প্রস্তুত হইবার আছে। পৌর-বার্নিকার অবশ্যই অবশ্যই কি করিবে বা কি করিতেছে তাহা অজ্ঞাত, তবে তাহারাও যে বিরুদ্ধে রহিয়া গেছে তাহাও জানা কথা।

কাজেই দুই শিবিরে অস্ত্র সংগ্রহের জন্য প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইয়াছে এবং বিশ্ব যখন ঘনাইয়া আসিতে তখন সকলের সকলেরই দুষ্টি টানিয়া রাখিবে—আক্রমণকারীর মুখ আগে সকলকে রক্ষিত করিয়া উঠিবে। তবে এই মুখ রাখিতে যে কিছু সময় অপেক্ষা তাহা নিশ্চিত। রাশিয়ার দেশগুলি যে অতি সহজে আরও কুড়ে তাহা হইতে সকলে মনে করিতে তাহা মনে করা ভুল হইবে। কিন্তু ইতিমধ্যে এটা হইয়াছে যে, যদি আমেরিকা যুদ্ধ অবতরণেই হয় এবং উহাকে টেনিয়ার জন্য প্রস্তুতির অভাবে যখন মানুষের আসে, তখন আক্রমণ-প্রবৃত্ত কিন্তু অতলান্তের আন্তর্জাতিক বিপদত্রাণ প্রতিষ্ঠানের চাহিদাকে আর বজায় রাখিয়া রাখে কি? ইহা, এম, ৩৪ মূল উদ্দেশ্য যে ব্যর্থ হইয়াছে তাহা কেহই অস্বীকার করিবেন না এবং আটলান্টিক চুক্তি যে ইহা, এম, ৩৪ মূল উদ্দেশ্যের পরিপন্থী তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই চুক্তির উদ্যোক্তারা অবশ্য ঘোষণা করিয়াছেন যে, এই চুক্তিদ্বারা ইহা, এম, ৩৪ পরিবর্তে অন্য কিছু করা হইয়াছে এবং কিছু ইহা, এম, ৩৪ 'বিকল্প' হয় যে এই চুক্তি কার্যকরী হওয়া সম্ভব হইবে তাহা ঘোষণা করা হয় না এবং ইহাদের পরস্পরবিরোধী সমস্ত ভাষায় বলিয়াছেন যে, ইহা, এম, ৩ পরিবর্তে পাকি আমেরিকা করিবে পারে নাই বলিয়া এই চুক্তির প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। কাজেই আমাদের মনে পুরিবার কতকগুলি প্রশ্ন এবং প্রয়োজনীয় দেশ, যাহা দুই শিবিরে বিভক্ত রহিয়া দুয়োধনে বাহিরা ইহা, তাহা হইলে ইহা, এম, ৩৪ এই ব্যবহৃত দেশগুলিকে কীভাবে রাখা সম্ভবপর পরিবর্তন ঘটিয়া আছে কিনা সন্দেহ।

ভারতের বাস্তুনীতি

পার্লামেন্টে বাজেট ও ফিনান্সের উপর আলোচনা কালে অর্থমন্ত্রী ভারতের পররাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে কতকগুলি মন্তব্য করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, আমরা দুই বলকের মাঝেই অর্থাৎ ঠাণ্ডা যুদ্ধের মধ্যে বাস করিতেছি এবং আমাদের পক্ষে নিরপেক্ষ থাকা ছাড়া অন্য কোন উপায় নাই। কিন্তু তিনি সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকে জানাইয়া দিয়াছেন যে, আমাদের বৈদেশিক নীতি কোন অবস্থাতেই ভারতের স্বার্থের বিরোধী হইবে না। এই কথা হইতে বুঝা যাইবে যে, ভারত কোন শিবিরের সহিত যোগ দিবে না এবং তাহার পররাষ্ট্রনীতি হইবে স্বাধীন। ভারতের স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে ইহা ছাড়া আর কোন কথা বলা যায় না। কিন্তু ইহার মধ্যে অবশ্যই পাকিস্তানকে জানান যে, ভারতের স্বার্থানুযায়ী অবশ্যকার্য। এখন হইতে ভারতের পক্ষে ইহা বুঝা যাইবে এবং তদনুযায়ী ভারতের কার্যকলাপের মধ্যে অনেক কিছু পরিবর্তন ঘটিবে। সম্প্রতি কৃষি-অনুসন্ধান বিভাগের ভারতের উদ্যোগে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু খাদ্যসমস্যাকে মূলকালীন সংকটজনক বলিয়া কৃষিকার্য জন্য উদ্যোগ নিয়োগের।

যাহাদের বিশ্বাস বিভক্ত একদলে প্রতিরক্ষা করিলে, যাহা প্রতীয়মান বেসামরিক যাহা আমাদের হইয়া উঠিয়াছে কথা। খাদ্যের অভাব ও দুর্মূল্যতার বিরুদ্ধে আমাদের বেসামরিক জনসাধারণ কয়েক সরকার-বিরোধী আন্দোলনের অবতারণে দুর্ভাবিত হইয়া উঠিয়াছে। বেসামরিক জীবনের সর্বাপেক্ষা সংকটজনক সমস্যার প্রতিকার সম্বন্ধে কি করিতে হইবে এই ভেদজ্ঞান, উহার ও উহার সমাধি প্রয়োজনীয়। ভারতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রেও ইহার গুরুত্ব সর্বাধিক। বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া খাদ্যশস্য আমদানির ঘাটে বৈদেশিক মুদ্রা প্রচুর হইয়াছে। গত বৎসর ও কোটি ৩৫ লক্ষ টন খাদ্য আমদানি করা হইয়াছে এবং আগামী বৎসরে প্রায় ৩ কোটি টন খাদ্য আমদানি হইবে। এইভাবে অপরিমিত মূল্য বাহির হওয়াতে দেশের শিল্পোন্নয়নের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আমদানির পথে প্রতিবন্ধকতার বাধার সৃষ্টি হইয়াছে। তাহাড়া খাদ্য বা আন্তর্জাতিক নামে পুরিকল্পনাগুলি যে মূল্যের পরিকল্পিত হইয়াছে তাহাতে যাহে সব-বিচ্ছিন্নভাবে ফলে ভারতকে চরে মূল্য" দান করিতে হইবে। যে-কিছু বিলাত এই আর্থিকসমস্যার প্রকৃত সমাধান করিবার।

কিন্তু এক সঙ্গে উদ্যোগ সম্বন্ধে নহে, সমস্ত সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে প্রকৃত সমস্যা। উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রত্যেক ব্যবসায়ের সর্বপ্রকারে অবশ্যই হইবে বর্তমান বাহিরে পরিপূরণের আশা করা অসম্ভব নহে। প্রত্যেক ব্যবসায়ের জন্য যেরূপ ধীর-স্থিরভাবে, পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত, সেরূপ আগামী দুই বৎসরে কারখানা করিয়া তাহার পরিকল্পনার উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। আমাদের মনে হয়, ইহাদের সাহায্যে সাময়িক কৃষি আমদানী করার সঙ্গে সঙ্গে আমদানী কৃষির উৎপাদন বাড়াইবার চেষ্টা করার দিকে পরিকল্পনার প্রয়োগের সাহায্য করিলে অনেকখানি সুফল পাওয়া যাইতে পারে। যে ক্ষেত্রে জল-সেচের ব্যবস্থা ও বিদ্যুৎ সার ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্যের সুফলে হইতে হইবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিক-উৎসব

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক শতবার্ষিক উৎসবে প্রধানমন্ত্রী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার তাঁহার যে অভিভাষণ বিতরণ করিয়াছেন, তাহা অনবদ্য ও শিক্ষাব্রতীদের বিশেষভাবে বিবেচনা ও অনুধাবন করা করিয়া আমরা মনে করি। বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনসাংগঠনের বক্তৃতাপ্রসঙ্গে শিক্ষাক্ষেত্রে যে সকল সমস্যার উদয় হইয়াছে তাহাদের উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন যে একান্ত আবশ্যক তাহা অনস্বীকার্য। কিন্তু উপায়ের ব্যাপারে উদ্যোগ এই আশা ও বাণী প্রচারের রহিল, উহাদের আমরা কীভাবে এবং আমাদের ক্ষেত্রে তাহার আর্থিক সাফল্যের যে দেশের সঙ্গে কল্যাণ সাধিত হইতে পারিবে কোন সংশয় নাই। শিক্ষা ও জীবনের মধ্যে নবীন যোগাযোগ ও ঘনিষ্ঠতি রক্ষা করিয়া তুলিতে তবেই আমাদের জীবন-সৌধ সার্থকতার সৌরভে সুরভিত হইয়া উঠিবে, অন্যথায় নহে। এক দেশের ছাত্রের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা ও অবজ্ঞাচারের প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছে বলিয়া প্রধানমন্ত্রী যে আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে আমরা যথার্থ বেদনা অনুভব করিতেছি। সমাজ-জীবনের সর্বে সর্বে সর্বত্র ও দুর্নীতির প্রবেশদ্বার রোধ করা না হইলে তাহা যে ছাত্রদের মধ্যেও কিছু পরিমাণে সংক্রামিত হইবে—ইহাই স্বাভাবিক। আমাদের জীবনের প্রতি স্তরে নৈতিক আদর্শের দৃঢ় ভিত্তি রচিত হইলে এইসব উপসর্গ আপনিই বিদূরিত হইবে।

স্বাধীন শিক্ষাধীনে ছাত্রদের পথে এখন পুনরায় গোড়াপত্তির প্রয়োজন বিশেষ ভাবে অবশ্যকীয়। দেশের প্রয়োজন ও আধুনিক অনুযায়ী শিক্ষাব্যবস্থাকে যথোপযুক্তভাবে সংস্কৃত ও পুনর্গঠিত করার সাহায্যিক উদ্যম ও প্রয়াস অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে। দেশের সার্বিক কল্যাণের আদর্শকেই একমাত্র সম্মুখে আসনে রাখিলে সমস্যাসমূহের নানা বন্ধনের বৈদেশিক হইতে বিলম্ব ঘটিবে না। শিক্ষাজীবনের মধ্যে যে আদর্শ-চরিত্রের বলিষ্ঠ ভিত্তি রচিত হইল না, শিক্ষোত্তর জীবনে তাহার কল্যাণের অধিকারিকে আশা করা বৃথা। ভারতের সর্বপ্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ সাধারণ প্রতিষ্ঠান কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয়তা ও ধর্ম

[illegible]

ব্রহ্মদেশের সাধুনেতৃত্ব

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত [illegible] ও সাধিকায় উহা ভবিষ্যতের ব্রহ্মদেশে যে শাসনসংস্কার করা হইয়াছে তাহা উহার ভবিষ্যতের অনুসারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। আমাদের বিশ্বাস সকলেই সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে [illegible] অনুসারীদের মনোভাবের পরিবর্তন [illegible] হইবে আর সেই জন্য দেশের সহিত অনুসারীদের মনে ঘনিষ্ঠতা ও কর্মবৃদ্ধি। প্রকৃতপক্ষে উহারাই যে সর্বপ্রথম এই বিষয়ে অনুসারীদের নেতৃত্ব করিতে অগ্রসর হইবেন তাহা আশাকরি [illegible] ইহারা যে উহাদের কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন আছেন তাহা দেখিয়া আমরা আশা উক্ত শাসনসংস্কার উদ্যোক্তাদের অভিনন্দন জানাইতেছি।

উক্ত সভায় উহা ভবিষ্যতের ব্রহ্মদেশে পঞ্চ হইতে যাহা করা হইয়াছে যে, উহার মধ্যে একজন যে সব হইতে বড় অংশ [illegible] তাহাদের স্বার্থ ও আত্মবিকাশের [illegible] প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে এবং ইহার কোন ভাবনাকে সংখ্যালঘুদের স্বার্থ ও [illegible] পরায় রাখিতে করিতে হইবে। ইহা সকলের জানা কথা যে, ইহার কোন ক্ষেত্রেই সরকারী প্রধান আসাদের [illegible] হয় নাই। ইহারা যদি এক [illegible] ও সংখ্যালঘুদের ইহাদের ব্যবসায়ে সাহায্য ও উৎসাহ প্রদান করেন তাহা হইলে উপরোক্ত [illegible] ব্যাপারেই আনেকখানি সুফল লাভ করা যাইতে পারে। তবে ইহার মধ্যে সর্বপ্রথম সরকার অগ্রাহ্য যাহাতে উহার কর্তব্য যাহার সম্পর্কে অনুসারীদের চৈতন্য জাগে করা এবং উহার সম্প্রদায়ের মন হইতে বিগত দিনের বিরাগ, তিক্ততা দূর করিতে আপ্রাণ চেষ্টা করা। এই উদ্দেশ্যে ইহারা যাহা [illegible] ও নিরোধক প্রচারকার্য চালাইতে সক্ষম হন, তাহা হইলে একদিকে যেমন সরকারের অনেক দায়িত্বের লাঘব হইবে, তেমনি অনুসারীদের মনে [illegible] ও নীচতার পরিবর্তে যে [illegible] মানবতার আদর্শের আলো প্রজ্বলিত হইবে—সেই আলোতে উহার ভবিষ্যতের অনুসারীদের তাহাদের পথ চিনিয়া লইতে আর ভুল করিবে না।

[illegible] ও সাধনকার্যের কথা ছাড়াও উহা ভবিষ্যতের অনুসারীদের মনের মধ্যে এই চেতনাটা যদি জাগ্রত করা যায় যে, উহা ভবিষ্যতেই সংখ্যা গুরু সম্প্রদায়ের অন্যায় আচরণের ফলে তাহা-

[illegible]

পাক-ভারত শুল্ক সংস্কৃতি

ভারতীয় ও পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষদের এক-বৈঠকে [illegible] উভয়দেশের কাস্টমস্ ও [illegible] বিরোধী সাক্ষরদের শুল্কসংস্কৃতি (Customs Union) গঠন সম্পর্কে যে চিন্তা করিতেছেন তাহা

[illegible] ও অন্যান্য শুল্কবিদ [illegible] মনে উহা ভবিষ্যতের পারস্পরিক সম্পর্কে যে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন আনয়ন করিবে তাহার আলোচনা করিতেছেন। [illegible] উভয়ের মধ্যে যে কোন ও আমদানি প্রচারে উৎপাদিত হইতেছে, শুল্ক [illegible] হইবে। অথচ দুইদেশে বিভিন্নভাবে যে [illegible] ধারণা পড়িয়া উঠিয়াছিল [illegible] বিভিন্ন হওয়ার ফলে উহা দূরত্ব অর্থনৈতিক [illegible] পড়িয়া [illegible] দূরীভূত করিতে [illegible] তাহা হইলে কোন সন্দেহই নিশ্চিত থাকে না। [illegible] শুল্ক ও [illegible]

[illegible]

[illegible] হইবে [illegible] [illegible] [illegible]

সংবাদলিপি

লণ্ডন

আশাপূর্ণ বাণিজ্যিক সন্ধি?—পশ্চিম জার্মানী ও ষ্টার্লিং অঞ্চলের বাণিজ্য-চুক্তি—ইস্পাত-শিল্পে রেকর্ড উৎপাদন—১৯৪৮ সালে নির্দ্দিষ্ট বাণিজ্যলোভ

(বিশেষ সংবাদদাতা প্রেরিত)

লণ্ডন, ১১ই মার্চ—আমেরিকার মধ্যে ব্রিটেন যেসব নূতন বাণিজ্য চুক্তি প্রণয়ন করিয়াছে তাহার ইতিহাসের ক্ষেত্রে সরকার অনুসৃত অর্থনীতির সমর্থনে সম্প্রতি প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হইয়াছে। সরকারী মহলের ধারণা এই দুই চুক্তিতে সই করা হইয়াছে যে উৎপাদন প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পাইলে সঙ্কটকালে যাহা অত্যন্ত অপরিহার্য হইবে। এ-বিষয়ে দ্বিমত নাই যে, কেবলমাত্র উৎপাদন বৃদ্ধিই যথেষ্ট নহে, উৎপাদনের ব্যয়ভার এবং বিক্রয়ের জন্য প্রতিযোগী আমেরিকার সহিত চূড়ান্তভাবে প্রতিযোগিতা করিতে হইবে। ইহা সর্ব্বজনস্বীকৃত যে, বিগতকাল যাবৎ ব্রিটেনের ব্যয় অত্যন্ত বাড়িয়াছে এবং মুদ্রাস্ফীতি ব্রিটিশ দ্রব্যের বিক্রয়ের সম্ভাবনাকে ক্ষীণ করিয়াছে। কোন কোন কর্তৃপক্ষের মতানুযায়ী আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যে ব্রিটিশ রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণ বার্ষিক ৩০ কোটি পাউণ্ড মূল্যের অতিরিক্ত বৃদ্ধি করিতে হইবে। বর্ত্তমানের বর্দ্ধিত বেতনহার ও উৎপাদনব্যয়ের জন্য মূল্য বৃদ্ধি উচিত হইবে। এই সম্বন্ধে আলোচিতেরা মন্তব্য করিয়াছেন, ব্যয়ের তৈরী জিনিষ মূল্য বিশ্বের বাজার মূল্যের সমপর্যায়ে উঠা হইবে বলিয়া সার্বক্ষণিক প্রতিযোগিতা চালাইবার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিবে। আমেরিকার সাধারণকে প্রতিযোগিতাসাপেক্ষ করিতে হইবে, এই জাতীয় সংস্কার ব্রিটিশ পুনর্ব্বিবেচনা আবশ্যক " প্রভৃতি অবশ্য ঘোষণা করা হইয়াছে যে শ্রমিক দিবা হ্রাস পাওয়ার ফলে তাহাদিগ ব্রিটেন কারখানায় মজুরী শ্রমিককে সপ্তাহিক সাধারণ বন্ধুরী ঘোষণা করার প্রস্তাব তিন দিন বাদ রাখা করা হইয়াছে। এই শ্রমিকের পক্ষে যা উৎপাদনব্যয়ের দিক হইতে লাভজনক নহে। যাহাতে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের লাভজনক বাজার ব্রেজাবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে যাহাতে নৈতিক হইবেও যুক্তরাজ্যে স্লোমিক হ্রাস পাওয়া করা অবশ্যক নহে। এই প্রসঙ্গে মার্শাল সাহায্য বিভাগের ডিরেক্টরের সাম্প্রতিক উক্তি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন যে, "আজ বর্ত্তমান ও উহার ইউরোপ যুদ্ধোত্তরকালীন ৩০ কোটি লোক মূল্যের আমেরিকার বাজার ক্রয়ের জন্য ৩০০ কোটি ডলার মূল্যের মাল ক্রয় করিতে সমর্থ হইবে। কিন্তু আমাদের অনুরূপ মূল্যের মাল ইউরোপ হইতে ক্রয় করিতে হইবে।

আলোচ্য সপ্তাহের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হইতেছে, যুক্তরাজ্য পশ্চিম জার্মানীর বিভিন্ন অঞ্চলের সহিত ষ্টার্লিং অঞ্চলের সম্পাদিত বাণিজ্যচুক্তি। এই চুক্তির ফলে জার্মানীর সহিত ষ্টার্লিং অঞ্চলের বাণিজ্য প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে। আপাতত চুক্তির মেয়াদ ছয়মাসকাল ধার্য্য করা হইয়াছে। চুক্তি অনুযায়ী জার্মানীর রপ্তানি মূল্য ৯ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ডে উন্নীত হইবে আর আমদানি মূল্য হইবে ৬ কোটি পাউণ্ড।

জার্মানীর উক্ত অঞ্চল হইতে যুক্তরাজ্য পাইবে এল পশ্চিম জার্মানী ষ্টার্লিং অঞ্চল হইতে পণ্য ক্রয় করার সুযোগ সুবিধা সম্প্রসারিত করিবে। যুক্তরাজ্য ও জার্মানীর মধ্যে তৈরী মালের বিনিময় বন্ধ হইবে। এই মালের পেমেন্ট ক্লিয়ারিং আরও আলাপ-আলোচনার প্রস্তাব করা হইয়াছে। মেয়াদের ১৯৪৯ সালের জুলাই মাস হইতে ১৯৫০ সাল পর্য্যন্ত পূর্ব্ব বছরের তালিকা সম্প্রসারিত সম্প্রসারিত প্রাথমিক সম্প্রসারণের করা হইবে।

চুক্তির ইস্পাত শিল্পের ক্ষেত্রেরও মালের উৎপাদন বৃদ্ধিকে সকল উৎপাদন বেরও বন্ধ করিয়াছে। ফেব্রুয়ারী মাসে উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৭,১৭,০০০ টন ইস্পাত শিল্পের ইতিহাসে এই প্রথম ১৭০ টনের উপর উৎপাদন পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে। অবশ্য এখানে কর্ম্মদিনের সংখ্যাও অধিকতর কম। ফেব্রুয়ারী মাসে দৈনিক উৎপাদনের গড়পড়তা হার দাঁড়াইয়াছে ২,১১২,০০০ টন ১৯৪৮ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে গড়পড়তা হার ছিল ২,০৭৯,০০০ টন।

ইস্পাতের ক্রমবর্দ্ধমান সংবাদে জানা যায় যে, শিল্পজাত অবশ্যপ্রয়োজনীয় লৌহ ও ইস্পাত শিল্প খাতে সরবরাহ বৃদ্ধি করিয়া দিতে পারে। ইহার ফলে ইস্পাতের মূল্য ক্রমান্বয়িকভাবে সরকার ও ব্যাপক বৃদ্ধি পাইবে। এই বিষয় বিশেষজ্ঞ সরকারী বিশেষজ্ঞগণের বাজার সমালোচকেরা মনে করিতেছেন যে, সরকার ইস্পাত শিল্প জাতীয় করণের পূর্ব্বে ইস্পাতের মূল্য বৃদ্ধি সহজ করিবেন। এই খাতে সরকারী-সাহায্যের অঙ্ক হইতেছে ২ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড। এই অর্থ দিয়া সরকার কাঁচামাল আমদানি বাবদ ব্যয়ের হইত।

সরকার বাণিজ্য অনুযায়ী ১৯৪৮ সালে নির্দ্দিষ্ট বাণিজ্যলোভের সংখ্যা ৮৭৪ টি। ইহাদের মাল বহনের শক্তি হইতেছে মোটামুটি ২৩ লক্ষ টন। ১৯৪৭ সালের তুলনায় এই বৎসরে ঘরবসতি বৃদ্ধি পাইয়াছে ১৭৬,১১২ টন। হেটেরাইন ও উহার আনুষঙ্গিক ৩১০,০৪৩ টন ঘরবসতি সম্পন্ন ১৫৩টি লোক নির্ম্মিত হইয়াছে।

ওয়াশিংটন

কৃষিকার্য্যে যান্ত্রিক পদ্ধতির বহুল প্রচলন—ধনের রপ্তানি বন্ধ—নূতন বিশ্ব-শস্য চুক্তি

(বিশেষ সংবাদদাতা প্রেরিত)

ওয়াশিংটন, ১১ই মার্চ—বিতীয় মহাযুদ্ধের পর হইতে যুক্তরাষ্ট্রে কৃষিকার্য্য ক্রমবর্দ্ধিতে অগ্রসর হইতেছে এবং কৃষিব্যবস্থারও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছে। সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বিত হইতেছে এবং কৃষিকার্য্যে যান্ত্রিক পদ্ধতির প্রয়োগ পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধিপাইতেছে। সার, রাসায়নিক দ্রব্য এবং আগাছা ও কীটনাশক মিশ্রণ ব্যবহার উন্নত এবং প্রয়োগ পূর্ব্বাপেক্ষা ব্যাপকতর করা হইয়াছে। যান্ত্রিক পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে আমেরিকার কৃষি উৎপাদনে প্রচুর উন্নতি সাধিত হইয়াছে। গত ১৫ বৎসরে একজন কৃষকের আবাদিত জমির পরিমাণ দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বর্ত্তমানে গড়পড়তা ৬০ একর বৃদ্ধি পাইয়াছে ১৯৩০ সালের পর হইতে। আমেরিকার কৃষিক্ষেত্রে অশ্ব বা অন্যান্য গবাদির পরিবর্ত্তে ট্রাক্টর এবং অন্যান্য কৃষি যন্ত্রপাতির প্রচলন বৃদ্ধি পাইয়াছে। এইভাবে যান্ত্রিক পদ্ধতি অবলম্বনের ফলে ১৫,০০০,০০০ একর পরিমাণ উৎপাদন ক্ষেত্র মানুষের খাদ্য উৎপাদন ক্ষেত্রে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। তাহাড়া ইহার ফলে কৃষকের কর্ম্মঘণ্টার পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রের কৃষিকার্য্যের উন্নত ব্যবস্থার মূলে রহিয়াছে এই যান্ত্রিক পদ্ধতি। যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি যন্ত্রপাতি অথবা কৃষি উৎপাদন শক্তি যুদ্ধ-পূর্ব্বকালের তুলনায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিশ্ব যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধপূর্ব্বকালের তুলনায় যুদ্ধোত্তর কালে অধিক কৃষি যন্ত্রপাতি রপ্তানি করিয়াছে, তথু যুক্তরাষ্ট্রের একমাত্র ১৯৪৮ সালে পূর্ব্ববর্ত্তী কালের যে-কোন বৎসর হইতে অধিক যন্ত্রপাতি রপ্তানি করিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রের কৃষিকার্য্যে উন্নতির আর একটি কারণ হইতেছে কীটনাশকের আবিষ্কার হইতে কৃষিক্ষেত্রে উহার ব্যবহার। তাহাড়া আগাছা নিয়ন্ত্রণের জন্য রাসায়নিক দ্রব্যের প্রয়োগও অধিক প্রসার লাভ করিয়াছে।

১৯৪৮ সালের শেষার্দ্ধে অন্যান্য দেশে রপ্তানির জন্য কৃষিবিভাগ ২,৩২১,০০০ টন খাদ্য ক্রয় করিয়াছে। উপরিউক্ত সময় মধ্যে ১৯৪৮ সালের জন্য বরাদ্দ করা হইয়াছে ১৮,৯০০ টন। ময়দার জন্য কোন বরাদ্দ করা হয় নাই। এপ্রিল মাস হইতে যে সকল দেশের জন্য বরাদ্দ-বিধি প্রযোজ্য নয় সেই সব দেশে ময়দা রপ্তানি করা যাইবে। পশ্চিম জার্মানী, ফিলিপাইন্স প্রভৃতি অঞ্চলে ৩৫০,০০০ টন খাদ্য ও অন্যান্য দ্রব্য রপ্তানি করা হইয়াছে। এই হিসাবে মোট রপ্তানির পরিমাণ দাঁড়াইবে ৩,৩১০,০০০ টন। বর্ত্তমান যুদ্ধ-কবলিত অঞ্চলে ইহার ৩০ ভাগ যাইবে।

আন্তর্জাতিক খাদ্য সম্মেলনের অষ্টম সপ্তাহ চলিতেছে। সম্মেলন লাভের সম্ভাবনার উজ্জ্বল। প্রধান ৩টি খাদ্য রপ্তানিকারী দেশের পরিমাণের মেন চারি বৎসরকাল স্থায়ী নূতন বিশ্ব খাদ্য চুক্তি স্বাক্ষর করিয়া লইয়াছে এই চুক্তি অনুযায়ী খাদ্য রপ্তানির বাৎসরিক

পরিবর্তে ৪৫,০০,০০,০০০ টাকা। প্রতি টাকার সর্বোচ্চ মূল্য ধরা হইবে ১ শিলিং ৬ পেন্স। ইতালিয়ানী প্রথম সেনাদলের অগ্রগতি আপাততঃ এই সপ্তাহের মোকাবিলা বা কর্মতৎপরতার ফলে বিশেষ উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে।

দিল্লী

বিভাগীয় ব্যয় মঞ্জুর—রেলওয়ে বাজেটের হতাশব্যঞ্জক চিত্র—খাদ্য-সংগ্রহে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের উদ্যোগ

(বিশেষ সংবাদদাতা প্রেরিত)

দিল্লী, ১৯শে মার্চ—পার্লামেন্টে বিভিন্ন বিভাগের—শিল্প ও সরবরাহ, পূর্ত, খনি ও বৈদ্যুতিক শক্তি এবং বাণিজ্যদপ্তরের ব্যয়-বরাদ্দের দাবী আজ করা হয়:

উহাদিগের বরাদ্দের সমর্থনে যে সব বিভাগের ব্যয়-বরাদ্দের দাবী সম্পর্কে যে বক্তৃতা করিয়াছেন তাহা বিভাগের কার্যাবলীর বিস্তৃত বিবরণীস্বরূপ। তাঁহা আলোচনায় মুখ্যতঃ উহার বক্তৃতার বস্তু-বিষয়ের সমালোচনার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বিস্ফোরকাদি পরিকল্পনা ও নীতি সম্পর্কের বর্তমানের অবস্থার পূর্ণবিবৃতি করেন। গত বৎসরের তুলনায় বিস্ফোরকাদির সামগ্রিকভাবে চাহিদা ১০ ভাগ হইতে ১৬ ভাগ পর্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই খাতের ব্যয়-বরাদ্দের দাবী সম্পর্কিত আলোচনায় সভ্যগণ মুখ্যতঃ তিনটি বিষয় অধিক আলোচনা করেন। ঐীযুক্ত বাবাজী ও শ্রীযুক্ত মুখার্জির বিষয় বিশেষ আলোচনা করেন। ঐীযুক্ত বাবাজী বলেন, সরকার যে সকল দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ করিয়াছেন তাহা অত্যন্ত কম। ঐীযুক্ত মুখার্জি বলেন যে, ভারতের পাটজাত দ্রব্যের মূল্য অপেক্ষা বাহির পাটজাত দ্রব্যের মূল্য কম।

কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারসমূহের খাদ্য-সংগ্রহের প্রচেষ্টা অবশেষে ঢিলাইয়াছে বেখানে অবশ্যই প্রয়োজনের তাগিদে যাহা অপরাপর বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে সেখানে কেন্দ্রীয় সরকার সন্তোষ লাভ দিতে বিধা করিতেছেন না। ১৯৪৩ সালে ৪০ লক্ষ টন পরিমাণে খাদ্য সংগৃহীত হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

দেশের অন্যান্য অংশের অবস্থা বিবেচনায় এ কথা বলা যায় যে, পূর্বাঞ্চলে সরকার নীতি কার্যকরী করা হইলে পরিস্থিতির পরিবর্তন হইতেও অধিকতর খাদ্য সংগ্রহ সম্ভব। আপাততঃ খাদ্যসংগ্রহে স্থানীয় উদ্যোগ বৃদ্ধি করিতে বিশেষ চেষ্টা করা হইয়াছে। এই দিক হইতে বিবেচনা করিলে, প্রাদেশিক রাজধানীসমূহে খাদ্য অনুসন্ধান-অফিস বসিবে বলিয়া জানা গিয়াছে। কেন্দ্র হইতেও এবিষয়ে প্রদেশ রাজ্যগুলিকে সাহায্য করার চেষ্টা হইতেছে।

বোম্বাই

জাহাজী মালের-হার সংক্রান্ত প্রতিযোগিতা—ভারতীয় কোম্পানীগুলি কর্তৃক সরকারী হস্তক্ষেপ দাবী—আজাদ পন্থী স্থাপনা

(বিশেষ সংবাদদাতা প্রেরিত)

বোম্বাই ১৭ই মার্চ—বিভিন্ন জাহাজী কোম্পানীগুলির মধ্যে মালের হার সম্পর্কিত প্রতিযোগিতার পরিণামে মালের হার এক নূতন স্তরে উপনীত হইয়াছে। তাহ লাইন কনফারেন্স মারফৎ হইতে যখন হইয়া মালের হার নির্ধারণ করে তখন তাহাই বিধিবদ্ধ করিয়াছে। প্রত্যুত্তরে কনফারেন্স লাইনগুলি মালের মূল্য হ্রাস করিয়াছে। কখনও কখনও মালের হার শতকরা ১০ ভাগ কমাইয়া দিয়াছে। যত মুদ্রাস্ফীতিরই মালের সম্পর্কিত হিসাবের ফলে ব্যবসায়ীরা এখন ভারতীয় জাহাজী কোম্পানীগুলি কর্তৃক সরকারী হস্তক্ষেপ দাবী করিতেছেন। ভারতীয় জাহাজী কোম্পানীগুলি সম্প্রতি এক সভায় মিলিত হইয়া সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত করিয়াছে যে, তাহারা কনফারেন্সের সহিত কোনরূপ সহযোগিতা করিবে না। ভারতীয় জাহাজী কোম্পানীগুলি কনফারেন্সের সহিত সহযোগিতা করিতে অস্বীকার করিলে কনফারেন্স তাহাদিগকে ধ্বংস করিতে পারে

সঙ্কলন

বিভিন্ন উন্নয়ন-পরিকল্পনা

ইণ্ডিয়ান ফাইন্যান্স কর্পোরেশন ৫৪ অর্থবৎসরে আরও কয়েকটি পরিকল্পনার সাহায্যার্থ অনুমোদন করা হয়। এই সকল পরিকল্পনার মধ্যে বিশেষ করেকটি হিসাবে আছে—ত্রিবাঙ্কুর সৈন্যবাহিক লাক্ষাদ্বীপে বিদ্যুৎ, আলুর চাষ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় অনুসন্ধানাগার স্থাপন, বিভিন্ন স্পেশাল পুলিসের সৃষ্টি ও দৃঢ় নির্মাণের কারখানা প্রতিষ্ঠা। ১৯৬১-১৯৬২ সালে বৈদ্যুতিক উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য মোট ৫০ কোটি টাকা সাহায্য করা হয়।

আলুর চাষ সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য পাঞ্জাবের একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হইবে। উহার জন্য আগামী দুই বৎসরে একলক্ষ সাড়ে তিন লক্ষ ও পরিবর্তিত ৭ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা ব্যয় ধার্য করা হয়।

বর্তমান বৎসরের মাঝামাঝি সময় হইতে ভারতে প্রথম পুলিশিং কারখানার কাজ আরম্ভ হইবে। সরকার প্রথম ৩১ লক্ষ টাকার মূল যন্ত্রপাতি ও ৪১ লক্ষ টাকার কাঁচামাল ক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই কারখানার প্রস্তুতিতে ব্যয় নির্ধারণ করা হইবে।

সরকার ডাকঘরে দুর্নীতি রোধের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্পেশাল পুলিসের বর্তমান সম্পর্কে একটি প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। নূতন নিয়োগ সম্পর্কে ২২ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা ব্যয় হইবে।

সরকার কৃষির বিস্তার উন্নয়নের জন্য বর্তমান বৎসরে ৫ লক্ষ টাকা ও আগামী বৎসরে ৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সরকার রেশম শিল্পের উন্নয়নের জন্য একটি কেন্দ্রীয় বোর্ড গঠন করিয়াছেন। ট্রাক্টর কমিটি ১৯৬১-৬২ সালের জন্য যে-সুপারিশ করিয়াছেন তাহা অনুমোদন করিয়াছেন। তাঁর শিল্পের উন্নয়নের জন্য ১৮ লক্ষ টাকা লইয়া একটি কেন্দ্রীয় তহবিল গঠনের সিদ্ধান্ত হইয়াছে।

১৯৬০-৬১ সালে বন ভাষের উন্নয়ন ও বন সংরক্ষণ সম্পর্কে অনুসন্ধান চালাইবার জন্য একলক্ষ ৭৮ হাজার টাকা ও পৌরসুমির ব্যয় বাবদ বাকি ৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় আমদানির অধীনে একটি বন নির্মাণ বিভাগ গঠনের সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। ইহার জন্য বর্তমান ও আগামী বৎসরে এক লক্ষ ৭৯ হাজার টাকা ব্যয় ধার্য করা হইয়াছে। মৃত্তিকা নিরাবরণের জন্য টাকা দেওয়া সম্পর্কে মোট ৯ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা ব্যয় হইবে। এই টাকা প্রস্তুতের জন্য লেদরেটরী। মূল নির্মাণ করিতে ২ লক্ষ টাকা ব্যয় ধরা হইবে।

কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির উন্নয়ন সম্পর্কে বর্তমান বৎসরে ২৫ লক্ষ টাকা ও আগামী বৎসরের জন্য ৩০ লক্ষ টাকা সাহায্যের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

ভারতের বহির্বাণিজ্য

ভারতীয় পার্লামেন্টে বক্তৃতাদির মধ্যে বাণিজ্য-সচিব শ্রীযুক্ত দে সি বিদেশী যোগণা করেন যে, এই শতাব্দীর ভারতীয় রাজস্বসমূহ চলিত আয়ের অপেক্ষা অধিক বেগ বহন করিয়া ভারতের বিভিন্ন স্তরে সাহায্যার করিয়াছে।

চলতি ত্রিমাসিকীর বক্তৃতায় শ্রীযুক্ত বিদেশী ভারতীয় রপ্তানি-বাণিজ্যের অবস্থা, আমদানি ও রপ্তানি নীতি, বৈদেশিক বিনিময় সংরক্ষণ নীতি ও ভারতীয় জাহাজী বাণিজ্য উন্নয়নসম্পর্কে ভারত সরকারের নীতি ঘোষণা করেন।

বেসরকারিকরণের ফলে রপ্তানিতে যে-ক্ষতি হইয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়া শ্রীযুক্ত বিদেশী বলেন যে, এই সম্পর্কে শিল্পী মহল ও বাণিজ্যমহলের প্রতিনিধিদের মধ্যে এক সম্মেলনের ব্যবস্থা হইয়াছে।

বহির্বাণিজ্যের উন্নয়ন করিয়া তিনি বলেন যে, মূলের মূল্য সম্পর্কে বিশেষ কোন আতঙ্ক ছিল না। বর্তমানে ২৪টি ভারতীয় জাহাজ ইংলণ্ড, আমেরিকা ও অন্যান্য দেশের মধ্যে যাতায়াত করিতেছে। একটি কনফিডেন্স কর্পোরেশন গঠনের উদ্দেশ্যে সরকার সম্প্রতি মহলে আলাপ-আলোচনা চালাইতেছেন।

মূলধন সমস্যার বিষয়ে উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, শুল্ক-সংক্রান্ত তদন্তাদির অনুযায়ী সরকার দুইকোটি বিদেশমুদ্রার সংস্থান রাখিবেন।

ভারতের বন্দর ও রাজপথ

যানবাহনমন্ত্রণালয়ের এক সরকারী বিবরণে ২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে বন্দরসমূহের ঐতিহ্যবিধান ও আধুনিকীকরণ এবং ৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে ভারতীয় রাজপথ নির্মাণ প্রতিষ্ঠান স্থাপনের এক পরিকল্পনা প্রকাশ করা হইয়াছে।

এই পরিকল্পনায় বিভাগপট্টম ও মাদ্রাজ বন্দরের ঐতিহ্যবিধান এবং কলিকাতা বন্দরের নিম্নে প্রবাহিত তলীবেধীর ব্যয় সঙ্কোচের ব্যবস্থা প্রস্তাব করা হইয়াছে। বিভাগপট্টম বন্দরে এক কোটি টাকা ব্যয়ে একটি সুরক্ষিত "হারবার" নির্মাণের প্রস্তাব করা হইয়াছে। মাদ্রাজ বন্দরকে আরও বর্ধিতকল্পে প্রসারিত করার জন্য ৫ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি সুরক্ষিত "আউটার হারবার" নির্মাণের পরিকল্পনা সম্পর্কে বিবেচনা করা হইতেছে।

চাষযোগ্যতা হইতে বিভিন্নপুর অঞ্চল আনিবার জন্য একটি বাল কাটিবার পরিকল্পনাও উহার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। উহার ফলে কৃষ্ণা নদীর বিলম্বনক ৩ ৫০ মাইল জল পথ অতিক্রম করা সম্ভবপর হইবে।

এশিয়া কৃষকের বসন্ত সম্মেলন

প্রস্তাব বাংলাদেশের অঞ্চল বেগ এশিয়ার বন ও বাণ্ড ব্যবস্থা। সম্পর্কে যে প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠানের কথা আছে তাহা ১৯৮ সালে মহীশূরের ভোলোরাবার অনুষ্ঠিত হইবে। ট্রাইপ্রেসের বন ও কৃষি প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে এই সম্মেলন ১৪ দিন ধরিয়া চলিবে। বন ও বন্য সম্পদের বন্য বাণ্ড ও কৃষি প্রতিষ্ঠানের যে আন্তর্জাতিক পরিচালক অফিস তিনি উক্ত সম্মেলনে যোগ দিবেন। ভারত, পাকিস্তান, ব্রহ্ম, অস্ট্রেলিয়া, চীন, নিউজিল্যান্ড, মালয়, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন ও সিঙ্গাপুরের প্রতিনিধিরা সম্মেলনে যোগ দিবেন।

মধ্যপ্রাচ্যের উন্নয়ন

মধ্যপ্রাচ্যের তেলের সম্পদ গবেষণাকল্পে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশন ১৯৬০ সালের মার্চ মাসে যে-কমিটি নিয়োগ করেন তাহার রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। কমিটি উহাদের রিপোর্টে বলেন যে, বিশ্বের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে মধ্যপ্রাচ্য বিশেষ এক অংশ গ্রহণ করিতে পারে।

মধ্যপ্রাচ্যের খনিজ সম্পদ ও অন্যান্য সম্পদের উন্নয়ন প্রসঙ্গে কমিটি কৃষিব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক কার্যকলাপের ব্যাপক বৃদ্ধির জন্য এক অধিক বিনিয়োগ করিতে বলেন।

রিপোর্টে আরও বলা হয় যে, তেল ব্যবসায় ও বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতির জন্য মধ্যপ্রাচ্যের অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধান দুরূহ। অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদে খুব শীঘ্র প্রস্তাবিত কমিশন সম্পর্কে আলোচনা চলিবে।

ভারত-পাক শুল্ক আলোচনা

কলম্বোর বহন হইতে জানা গিয়াছে যে, ভারত ও পাকিস্তান পরস্পরের পণ্যদ্রব্যের উপর যে-শুল্ক আদায় করিতেছে, তৎসম্পর্কে এপ্রিল মাসের প্রথম-ভাগে আলোচনা আরম্ভ হইবে।

পাকিস্তানের অর্থসচিব জনাব মোহাম্মদ শোয়েব বলিয়াছেন যে, ভারত সরকার পাকিস্তানী পণ্যের উপর পূর্বতন আদায়ের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বলিয়া পাকিস্তানও ভারতীয় পণ্যের শুল্কবৃদ্ধির সিদ্ধান্ত করিয়াছে।

ভারতের অর্থমন্ত্রী শ্রীযুক্ত মোরারজী দেশাই ভারতীয় পার্লামেন্টে এক বক্তৃতায় উভয় ডমিনিয়নের মধ্যে যৌথ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও শুল্ক ইউনিয়ন গঠনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তাঁহার এই প্রস্তাবের ফলেই পূর্বোক্ত বৈঠকের ব্যবস্থা করা হইতেছে।

ভারতে নির্মিত সাইকেলের আদর

শ্রীযুক্তনন্দ ওয়েব এক প্রশ্নের উত্তরে ডমিনিয়ন পার্লামেন্টে শিল্প ও সরবরাহমন্ত্রিত ডাঃ জ্বালাপ্রসাদ মুখার্জি বলেন, সাইকেলের বিভিন্ন অংশ নির্মাণের জন্য পূর্বে ভারতে মূলধনবিনিয়োগ ছিল: অবশ্য এখন যেরূপ লক্ষ টাকার মাডগার্ড, চেইনগার্ড, ফ্রেম, ফোর্ক, কেরিয়ার, বেল ও অন্যান্য অংশ নির্মিত হইত। সাইকেল

ব্যাঙ্ক বিল সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরণ

ব্যাঙ্ক রিল পার্লামেন্টের সিলেক্ট কমিটিতে বিবেচনার জন্য প্রেরণের সিদ্ধান্ত গত ৮ মার্চ লোকসভা আলোচনার অবসান ঘটিয়াছে। অর্থমন্ত্রিত নূতন আর্থিক বৎসরের জন্য যে কয়েকটি প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা কমিটি পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন এবং কোন প্রস্তাবের পরিবর্তন অথবা সংশোধন প্রয়োজন কিনা তাহাও উহাদের বিবেচনা করিতে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। কমিটি দেশের ব্যাঙ্কের মুদ্রা ও সমবায় ব্যাঙ্কের ব্যবস্থা সম্বন্ধে ৩১শে মার্চের মধ্যে রিপোর্ট পেশ করিতে পারেন।

ব্যাঙ্ক-কর্মচারীদের বেতন

ব্যাঙ্ক-কর্মচারীদের বেতন সংশোধন ব্যাপারে ব্যাঙ্ক কর্মচারী সংঘের নেতা সরকার ও বেসরকার সদস্যদের সরকারী সহায় উদ্যোক্তা বিবাদের ও শান্তিস্থাপনের প্রচেষ্টা করা সাম্প্রতিকালীন সাংবাদিকদের বলেন যে, উভয় পক্ষের বিষয়ের প্রতিনিধিদের অনেক বিষয়ে একমত হইয়াছেন।

অবশ্যকার ৩৯ ব্যাঙ্কসমূহের সংঘবদ্ধতন্ত্রিতে ভিত্তিতে উপেক্ষণীয় বিবৃতি প্রকাশ করিতে সম্মত হইয়াছে, তবে সম্প্রতি আলোচনার জন্য ব্যবস্থা হইতে এই সম্মেলনের কাজ চলিতেছে।

পশ্চিমবঙ্গে মহাজন সরকারের

বেসরকারী ঋণদাতাদের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিবার ব্যাপারে কৃষকদের [illegible] সম্পর্কে এক প্রকাশ করিয়াছেন যে পশ্চিমবঙ্গে [illegible] কৃষক ঋণ গ্রহণ করিয়াছে। উহাদের মধ্যে [illegible] কৃষক ঋণ পরিশোধ করিতে [illegible] ও উহার সরকারী অফিসে উহা অনুমোদন করিয়া আছে। [illegible] ঋণের পরিমাণ [illegible] ঋণ [illegible] ঋণ [illegible] ঋ

সময় বৎসরের জন্য মোট
ব্যয় ধার্য হইয়াছে।

রাজ্যের উপরোক্ত উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে এককালীন অর্থ বিনিয়োগব্যবস্থা যেমন বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন ও বন্টন বিভাগ খাতে তিনটিতে ১৯৯০-৫১ সালে যথাক্রমে ৩১,০০,০০০৲ টাকা, ১,৫৫,৯১,০০০৲ টাকা এবং ১৪,৯৯,৫০০৲ টাকা মোট ব্যয়বরাদ্দ করা হইয়াছে। আর ১৯৯০-৫০ সালে উক্ত তিন খাতে যথাক্রমে ১,৫৩,৯৪,৫০০৲ টাকা, ৪,৮৫,৪১,০০০৲ টাকা এবং ১,১৩,৮৪,৫০০৲ টাকা মোট ব্যয়বরাদ্দ করা হইয়াছে।

মহকুমাভিত্তিক বিচার অনুযায়ী উক্ত পরিকল্পনা সম্পর্কে মোট মূলধনের টাকা ১৯৯০-৫১ সাল এবং ১৯৯১-৫০ সালের জন্য সংশ্লিষ্ট সাবডিভিশনগুলির মধ্যে বিভিন্নভিত্তিতে বণ্টন করা হইয়াছে—কেন্দ্রীয় সরকার—৬১,৮৬,৭১৲ টাকা ও ১,১৮,৯১,১৮৲ টাকা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার—১১,১৯,০০৲ টাকা ও ৩,৭৩,৯৯,০০৲ টাকা এবং বিভিন্ন সরকার—৯১,৭১,০০৲ টাকা ও ১৪,১৬,৭১১৲ টাকা।

রাজ্যের উপরোক্ত কার্যসূচীর উক্ত দুই বৎসরে পরিকল্পনা কার্যকরী করা সম্পর্কে অনুরূপ যে সকল সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তন্মধ্যে ১৯৯০-৫১ সালের মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন একটি বৃহৎ অংশ এবং সেচ, কোয়ারি ও কাঁসাই উপত্যকা এলাকার বিদ্যুৎকরণ সম্পূর্ণ হইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছে। কোয়ারি বৈদ্যুতিক উৎপাদন কেন্দ্রের ১৯৯০-৫১ সালের মধ্যে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের যন্ত্রপাতি সন্নিবেশের কাজ সমাপ্ত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। ঐ বৎসরেই দামোদর পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয় সমাপ্ত করিবার এবং ঐ বৎসরে জলবিদ্যুৎশক্তি সম্পূর্ণ করিবার প্রস্তাবও হইয়াছে। আর দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার প্রথম ব্যাচও ঐ ১৯৯১-৫২ সালেই আরম্ভ হইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছে।

বিভিন্ন ঋণ বিভাগের ব্যাপারে যে সব অধিবাসী উৎখাত হইবে তাহাদের পুনর্বসতির জন্য আসন্ন পল্লী-সমূহ গঠন করিবার সঙ্কল্প ১৯৯০-৫১ সালে চূড়ান্তরূপে স্থিরীকৃত হইবে এবং ঐ বৎসরই পুনর্বসতি পল্লীগুলির নির্মাণকার্য বিশেষ করিয়া বৃহত্তলি ও রাজারহাটের নির্মাণকার্য আরম্ভ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

ব্যাঙ্কসমূহ সম্পর্কে ব্যবস্থাবলম্বন

পাওনাদারদের স্বার্থের খাতিরে যাহাতে ব্যাঙ্কসমূহ লিকুইডেশনের কার্য পরিচালনায় অন্য আবশ্যকী ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায় এবং যাহার দ্বারা প্রয়োজনীয় ব্যাঙ্কসমূহের অফিসার ও অন্যান্য কর্মিবৃন্দের বিরুদ্ধে দণ্ডাজ্ঞা দানে কৌজদারী আদালত মারফতের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায়, তাহার উপায় উদ্ভাবনকল্পে ভারতীয় কোম্পানী আইনের বিধানাবলী পরীক্ষা করার জন্য কিছুদিন পূর্বে সরকার একটি কমিটি নিয়োগ করিয়াছিলেন।

বিশেষজ্ঞদের মতামত লইয়া এই কমিটি গঠিত হইয়াছে:

বিচারপতি শ্রীযুক্ত এস. কি. দিবে—সভাপতি, এডভোকেট জেনারেল শ্রীযুক্ত এম এম বসু, বার-এট-ল—সদস্য, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার (বোম্বাই) শ্রীযুক্ত আর কে বোম্বাই—সদস্য, বিশ্বাস ডিরেক্টরজের ও সলিসিটর সরকারের বিচার বিভাগের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত কে কে বাসরা আই সি এস—সদস্য ও সেক্রেটারী।

কমিটিকে ছয় মাস সময় দিলেই রিপোর্ট দাখিল করিতে হইবে।

বস্ত্রব্যবসায়ীদের নূতন লাইসেন্স

পশ্চিমবঙ্গ সরকার এক প্রেসনোটে জানাইতেছেন যে—জনসাধারণের বস্ত্র ক্রয় অধিকতর নিশ্চিত করিবার জন্য বাজারস্থ সমিতিসমূহের মারফৎ অথবা সমবায়ভিত্তিতে কিংবা অন্যান্য কেত্রের প্রস্তাবানুসারে লাইসেন্সপ্রাপ্ত অন্যান্য খুচরা বস্ত্র-ব্যবসায়ী দ্বারাও বস্ত্র লাইসেন্সপ্রাপ্ত বস্ত্রব্যবসায়ীকে অপসারণে বস্ত্র বিক্রয়ের পরিমাণ বেওয়া হইয়াছে। মার্চ মাস (১৯৫১) হইতে খুচরা পুরোনো নূতন করিয়া বস্ত্রের লাইসেন্স দেওয়ার কথা বিবেচনা করা হইবে। কলিকাতা এবং হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি এলাকার মধ্যে যাবতীয় নিবুক্ত প্রত্যেক লাইসেন্স প্রাপ্ত (লাইসেন্সী বা খুচরা) বস্ত্রব্যবসায়ীকে ইহার জেলার যে কোন একটির মধ্যে অর্থাৎ—সেই কোন একটির নির্দিষ্ট বস্ত্র ক্রয় এজেন্সীর সেক্রেটারীর নিকট নিবন্ধনের বিজ্ঞাপনের অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দরখাস্ত করিবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে—(১) নাম এবং ঠিকানা সহ, (২) লাইসেন্সী বা খুচরা লাইসেন্স নম্বর; (৩) যে নামে লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছে, (৪) মালিক এবং অংশীদারদের নাম, (৫) দোকানের ঠিকানা, (৬) দোকান ঘরের আয়তন, (৭) ব্যবসায়ে মত টাকা মূলধন নিয়োগ করা হইয়াছে; (৮) লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যবসায়ী কর্তৃক বাৎসরিক ক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন, (৯) পার্থিবটের নম্বর এবং তারিখসহ ১৯৪৯ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ডিলারশিপ হইতে পার্থিবট বলে প্রাপ্ত অনুরূপ পরিমাণ (পীস বা অন্যরূপ হিসাবে), (১০) ১৯৪৯ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত যাবতীয় কাপড়ের কাপড়ের মূল্যসহ বিভিন্নরূপ ক্রয় মূল্য কাপড় বিক্রয় করা হইয়াছে; এবং (১১) লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যবসায়ী কোনও ব্যবসায়ী সমিতি বা সমিতিসমূহের সদস্য সংশ্লিষ্ট থাকেন, তবে তাহার এইরূপ সমিতি বা সমিতিসমূহের নাম।

প্রত্যেক নাম এন্ট্রিয়ার রেজিস্টার অফিসার বেই নাম এন্ট্রিয়ার সিভিল সাপ্লাইজ এডভাইসরি বোর্ডের সেক্রেটারী। ১৯ই মার্চের (১৯৫১) মধ্যে উপরিউক্ত বিবরণীর দুইটি কপি করিয়া কপি সংশ্লিষ্ট নাম এন্ট্রিয়ার রেজিস্টার অফিসে দাখিল করিতে হইবে। নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে এই বিবরণী দাখিল করা না হইলে নূতন করিয়া লাইসেন্স করিবার আবেদন গ্রাহ্য হইতে পারে।

বাইসাইকেল ও নূতন টায়ারের লাইসেন্স

আগামী ১লা এপ্রিল হইতে প্রথম শ্রেণীর মধ্যে কলিকাতার বাহিরে নূতন টায়ার ও নূতন টায়ার লাইসেন্স বন্ধ করা হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। কলিকাতার 'এরিয়া কন্ট্রোলার' এলাকাভুক্ত সমস্ত লাইসেন্স আগে এবং এই দুই এলাকার উপরিউক্ত নূতন লাইসেন্সগুলির ব্যবস্থা হইবে। সরকারীমহলে জানা গিয়াছে যে, 'ওয়েট' এলাকার ইতিমধ্যে অতিরিক্ত চাপ পড়িয়াছে—কিন্তু কর্তৃপক্ষ আশা করিতেছেন যে, উক্ত নূতন টায়ার ও লাইসেন্স বন্ধ করা সম্ভব হইলে 'ওয়েট' এলাকার চাপ কমিয়া যাইবে এবং তখন উহার ধীরে ধীরে ডিস্ট্রীক্ট এলাকায় হইবে।

নূতন টায়ারের ডিস্ট্রিবিউটর নিযুক্তির পর আর যে সকল নূতন লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছে সেগুলির তালিকাসহ একটি অতিরিক্ত ডিস্ট্রিবিউটর ছই-একদিনের মধ্যেই প্রকাশিত হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

অন্ধকে চক্ষুদান করার চেষ্টা

ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডি. এ. ফ্রেজার অনেক যে, অন্ধকে চক্ষুদান করিয়া চক্ষুদান করা হৈয়াছে অসম্ভব নহে। তিনি ডিব্রুগড়ে বিজ্ঞানের এক বৈঠকে বলেন যে, ডিস্ক্রিমিনেটরের সাহায্যে দ্বারা এমন এক যন্ত্র উদ্ভাবন করিতে পারা যাইবে যাহার দ্বারা 'ব্রেইন সেন্টার' সমূহের সংযোগ হইতে পারিবে। ইহাতে মনের ভাব অন্ধব্যক্তিরা কোনরূপে সঞ্চালিত হইবে এবং ঐরূপ হইলে বিদ্যুৎবিশ্লেষণ এবং তাহার সাহায্যে মনের অভিব্যক্তির যোগাযোগ করা যাইবে।

মানবদেহে বানরের মাংসপেশী

সম্প্রতি কায়রো রাজধানীতে একটি মানবদেহের ব্যথা এবং দগ্ধ চিকিৎসা বিজ্ঞানে এক আশ্চর্যজনক অধিকার সংঘটিত হইয়াছে। একটি মাংসপেশী দ্বারা সাধারণতঃ মানবদেহের বিশেষত্ব এবং যাহা পায়ে ভাঙ্গিলে ও দুর্ঘটনার ফলে পাওয়া অথবা তাহা একটি ৫০ বৎসর বয়স্ক বাঙ্গালীর দেহে পাওয়া যায়। মাংসপেশীটি ১১ ইঞ্চি লম্বা। বুকের উপরিভাগ ও পার্শ্বদেশ হইতে উহা বাহির হইয়া ক্রমশঃ দুই হইয়া বিস্তৃত এবং কবজি-এর কাছে গিয়া শেষ হইয়াছে।

ডাক্তারা প্রথমে এই পেশীটি দেখিবার পর এবং উহার কার্য নির্ণয় করিতে অসমর্থ হইয়া সন্দীহানদের চিকিৎসায় তাঁহা সুবিধাজনক বহু ক্ষেত্রে আবশ্যক করেন। তাঁহারা এই মাংসপেশীটিকে প্রকৃতির অদ্ভুত সৃষ্টি বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন। ইহা সাধারণতঃ বিভিন্নের জীবজন্তুর দেহে পাওয়া যায় এবং সাধারণতঃ মানবদেহেই ইহাকে অনাবশ্যক বলিয়া গণ্য করা হয়। সুতরাং এই পেশীটিকে কম-বেশী অন্য প্রয়োজনীয় এবং 'সহিষ্ণু' জীবের দেহে পাওয়া যায় বলিয়া উল্লেখ আছে। তাঁহা বহুল এই অভিমত অধিকতর বিশেষজ্ঞদের সাথে সমর্থন করেন। এই আবিষ্কারের ফলে ডাক্তারদের বিস্তৃতভাবে গবেষণা করিবার অপর একটি সুযোগ পাওয়া যাইবে।

বিনা টিকেটে রেল ভ্রমণ

কলিকাতার মহর হইতে জানা গিয়াছে যে, ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর মাসে বেঙ্গল-আসাম রেলে বিনা টিকেটে বা অবৈধ টিকেটে ভ্রমণকারী যাত্রীদের নিকট হইতে ১,০০,০৬৮৶৯ পাই আদায় হইয়াছে। সর্বসমেত ৪১,৫৩৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ইহাদের মধ্যে ৩৭,৯১৯ জন বিনা টিকেটে এবং ১৮,১১৬ জন অবৈধ টিকেটে ভ্রমণ করিতেছিল।

১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর মাসে রাজস্বচুরি রেলওয়ে আইনের ১৫৯ ধারা অনুসারে ৩১১ জনকে অভিযুক্ত করা হয়। রেলওয়ে ম্যাজিস্ট্রেট ইহাদের নিকট হইতে ভাড়া আদায়ের নির্দেশ দেন এবং অপরাধীদিগকে ১০ হইতে ৮০৲ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করেন। জরিমানা আদায় না হইলে অপরাধীদের প্রতি একদিন হইতে ৩০ দিন পর্যন্ত বিনাশ্রম বা সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

ঐ ডিসেম্বর মাসেই মুক্ত বা করা ৭,১৯৫টি লগেজ এবং ১,০৮৪টি সাইকেল ধরা পড়ে। ফলে লগেজ বাবদ ১৩,৭৮৫৶৩ এবং সাইকেল বাবদ ১৪১৸০ আদায় হয়।

পাঞ্চবস্ত্রের শিল্পাঞ্চলে শ্রমিক-মালিক বিরোধ

গত ২২ই মার্চ হইতে পাঞ্চবস্ত্রের শিল্পাঞ্চলে শ্রমিক-মালিক বিরোধের ফলে ১১,১০০ জন শ্রমিক বেকার বসিয়া থাকে।

বিরোধলিপ্ত সাতটি মিল প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তিনটি মালিকপক্ষ বন্ধ করিয়া দেন, অপর চারিটিতে শ্রমিক ধর্মঘট হয়।

জাপান হইতে পণ্য আমদানি

সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ৩১এ মার্চের পর সাধারণ লাইসেন্সের বিধানানুসারে জাপান হইতে পণ্য আমদানি চলিবে না।

বাণিজ্যমন্ত্রক হইতে প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, জাপান হইতে পণ্য আমদানির জন্য যে ১১১৭৫ সাধারণ লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছে, তাহার মেয়াদ ৩১এ মার্চ শেষ হইবে এবং ঐ তারিখের পর ইহার মেয়াদ আর বাড়ানো হইবে না।

বিশ্ব সম্মেলন

রাশিয়া বিশ্ব-শান্তি-সম্মেলনকে জানাইয়াছেন যে, যদি রাশিয়ার জন্য বাৎসরিক ৭ কোটি ৫০ লক্ষ টুকরা (প্রতি টুকরা সাড়ে সাত সের) কয়লা রপ্তানির ব্যবস্থা না করা হয়, তাহা হইলে আন্তর্জাতিক কয়লা চুক্তিকে রাশিয়া অগ্রাহ্য করিতে বাধ্য হইবে। ফ্রান্স, বুলগারিয়া এবং আইসল্যান্ড—এই তিনটি স্বল্পোন্নত রাষ্ট্র রাশিয়ার জন্য বৎসরে সর্বসমেত ৫ কোটি টুকরা কয়লা বেশী রপ্তানি করিতে প্রস্তুত রহিয়াছে।

আন্তর্জাতিক বোগদাদ নগর হইতে প্রকাশিত সংবাদে প্রকাশ যে, ইরাক সরকার তেলক্ষেত্রের নিকট আন্তর্জাতিক প্রতিনিধিদলের যোগদানের নিকট আবেদন করিয়াছেন। তাঁহারা ইরাকের তেলক্ষেত্রে কার্যরত বিদেশী কোম্পানীগুলির কার্যকলাপ তদন্ত করিয়া দেখিবেন।

আমেরিকার মূলধনের সৃষ্টি

কলিকাতার কোটারী ব্যাঙ্কের একটি জোড়পত্রের কলিকাতায় আমেরিকার সরকারী তদন্ত বিভাগের আমেরিকার মূলধনের সৃষ্টি সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। তিনি বক্তৃতাপ্রসঙ্গে আমেরিকার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তিনটি পর্যায়ের উল্লেখ করিয়া বলেন যে, প্রথম পর্যায় ১৮৬৫ হইতে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রতি বৃদ্ধি বৎসর অন্তর বার্ষিক আয় দ্বিগুণ হইতে থাকে ও গড়পড়তা ৩.৫০ হারে বার্ষিক সম্প্রসারণ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। দ্বিতীয় পর্যায় ১৯১৮ হইতে ১৯২৯—অর্থাৎ মন্দা না আসা পর্যন্ত এই সম্প্রসারণ বৃদ্ধি পাইয়া গড়পড়তা ৩০ ভাগে দাঁড়ায়। কিন্তু তাহার পর ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত হ্রাসের মধ্য থাকে এবং ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে যে-অবস্থা ছিল তাহার গড়পড়তা ৫০ ভাগ বৃদ্ধি করিয়া যায়। কিন্তু তাহার পর হইতে ১৯৪৮ পর্যন্ত পুনরায় মূলধন ফাঁড়িয়া যাইতে থাকে এবং বর্তমান অবস্থা দাঁড়াইয়াছে—১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের অবস্থার উপর গড়পড়তা ৫০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

আমেরিকায় কয়লাখনিতে ধর্মঘট

পিটসবার্গ নগর হইতে ৩৫ মাইল দূরে টেবলটী নামক কয়লা খনির ৩ নম্বর ও ৪ নম্বর শ্রমিক দুই সপ্তাহের জন্য কাজ বন্ধ করিয়া দেওয়াতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কয়লা উৎপাদন কার্যতঃ বন্ধ হইয়াছে। এই ধর্মঘটের ফলে আনুমানিক ৫০,০৭৮ জন বেলওয়ে কর্মচারীও বেকার হইয়া পড়িয়াছে।

প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান যিনি ফেডারেল খনি যুদ্ধের চাইবেন বিবৃতি করায় খনি শ্রমিক ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট যিনি জন. এল লুই ইহার প্রতিবাদে আন্দোলনকারীদিগকে এই ধর্মঘট আহ্বান করেন।

সেনেট এখন পর্যন্ত যিনি বিলের বিরোধিতা করেন নাই। কিন্তু তিনি ইতিমধ্যেই ঘোষণা করিয়াছেন যে, তর্ক দেখাইয়া তাঁহাকে নিরস্ত করা যাইবে না এবং তিনি পলায়ন করিবেন না।

এই ধর্মঘটের ফলে শিল্পোৎপাদনের এবং মার্শাল পরিকল্পনা অনুযায়ী ইউরোপে মাল প্রেরণে এবং ইস্পাত শিল্পে উৎপাদনে বাধার সৃষ্টি হবে না। কারণ এখন পর্যন্ত কারখানা ৩৫ দিন চলিতে পারে এইরূপ প্রায় ৭ কোটি টন কয়লা মজুত আছে।

এই কাজ বন্ধের ফলে শ্রমিকদের মজুরী বাবদ ৮ কোটি ৮০ লক্ষ ডলার ক্ষতি হইবে।

রাশিয়ার বাজেট

সোভিয়েট অর্থমন্ত্রী মঃ জারেদের বাজেটবক্তৃতার সারমর্ম সংবাদপত্রের পর প্রকাশ সোভিয়েটের এবারি বাজেট—

হইয়াছে।

সংবাদপত্রে বাজেটে মোট আয়ের পরিমাণ ধরাহয়াছে ৯৯,৩৩,৫০,০০,০০০ রুবল, আর ব্যয়ের পরিমাণ ধরা হইয়াছে ৯৯,৩৫,০০,০০,০০০ রুবল অর্থাৎ ১৯৪৯ সালের বাজেটে ৩০৬,৮০,০০,০০০ রুবল উদ্বৃত্ত হইবে। ইহার পরিবর্ত ১৯৪৮ সালের বাজেটের উদ্বৃত্ত ১১৩,১১,০০,০০০ রুবল ধরা হয় নাই। যে বাজেটের মূল বাজেটে আয়ের পরিমাণ ৪৪৫,৬৮,৪০,০০,০০০ রুবল এবং ব্যয়ের পরিমাণ ৪১৫৯,০০,০০,০০০ রুবল ধরা হইয়াছিল।

বেলওয়ে খরচের ব্যয়-বরাদ্দ অপরিবর্তিত আছে। সামরিক খাতে ১৯৪৯ সালের মোট আয়ের পরিমাণ ধরা হইয়াছে। অর্থমন্ত্রী তাঁহার বক্তৃতায় যুদ্ধসম্ভারের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন।

মুদ্রাস্ফীতির আশঙ্কা

সিডনি হইতে বিশেষ সংবাদদাতার মারফত প্রকাশ যে, গত জানুয়ারী মাসে অস্ট্রেলিয়ায় ব্যাঙ্ক আমানত ১৯৪৮ সালের তুলনায় ৩৫ কোটি পাউণ্ড বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহাতে অস্ট্রেলিয়ার অর্থনীতিবিদ্‌গণ মুদ্রাস্ফীতির আশঙ্কা করিতেছেন।

বেকার্স লিমিটেড

(BAKER LIMITED)

পালিহাটি, ২৪ পরগণা

বৈদ্যুতিক মোটর, ট্রান্সফরমার, পাম্প, এ-সি, ডি-সি জেনারেটার, ওয়েল্ডিং জেনারেটার, ওয়েল্ডিং ট্রান্সফরমার, স্পট ওয়েল্ডার এবং সর্বপ্রকার ইলেক্ট্রিক্যাল সরবরাহকারক।

অর্ডার দিলে আমরা ইলেকট্রিক সংক্রান্ত যে কোন মাল সরবরাহ করিতে পারি।

আলোচনা

মূলধন সম্পর্কে সরকারী নীতি

অধ্যাপক, ১৪ চৈত্র

ভারতীয় পার্লামেন্টে অর্থসচিব বাজেট সম্পর্কে যে উত্তর দান করিয়াছেন তাহাতে দেশের সামগ্রিক আর্থিক সমস্যা সম্পর্কে সরকারী নীতির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। পরিকল্পনা-পরিষদের সভাপতির কোনও উল্লেখ না করিলেও তিনি বিভিন্ন স্থানে সরকারী কর্মপরিকল্পনার বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বিশেষ বৎসরে সরকারী কর্মপরিকল্পনার বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বিশেষ বৎসরে সরকার আগামী বৎসর ৮৫ কোটি টাকা ব্যয় করিবার পরিকল্পনা করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন সরকার ৩, সূত্রে ১৯৪৭-৪৮ অর্থের প্রায় ৬৭ কোটি টাকার সরকারী কর্মচারী এই সমস্ত পরিশোধ করিবার কথা ছিল এবং তাহা যথাযথভাবে পরিশোধ না হওয়ায় তাহাদের বেতন ও কোম্পানীর কাগজের সুদের উপর বিশেষ হারে বিলম্ব করিয়াছিল। সরকার পূর্বোক্ত কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণ পরিশোধ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যাহাতে টাকার বাজারে অযথা-চাপ বিলীয়া আসিবার প্রয়াস পাইবে।

আগামী বৎসরের সরকারী ব্যয়বৃদ্ধির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইল এই যে, সরকার অধিক পরিমাণে ঋণ পাইবার জন্য সুদের হার বৃদ্ধির কোন পরিকল্পনা করেন নাই। অন্যথা বর্তমানে সরকারকে সুদের হার বর্দ্ধিত না করিয়ে পরোক্ষ কিছু অসিধাছি। কারণ সুদের হার বর্দ্ধিত করিলে সকল কর্তৃপক্ষের মূল্য হ্রাস পাইবে এবং পুরাতন ঋণপত্র বিক্রয় করিয়া মূলধন ঋণপত্র ভবের বিনিময়ে দেওয়া যাইবে। ইহাতে সাধারণ ভাবে টাকার বাজারে ও বিশেষভাবে বিনিময়ক মূলধন অতিমাত্র বাড়িবে। উক্তরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করিয়া ঋণ বাবদ কুড়িকোটিরও পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করিয়াছেন।

অবশ্য এই কথা বলা যাইতে পারে যে, সুদের হার বৃদ্ধি করিলে অনেকগুলি অন্য আকারী শ্রেণীগুলির হাতে মজুতের মূল্য বৃদ্ধি পাইত এবং তাহাতে দেশে বিনিয়োগযোগ্য মূলধনের পরিমাণও বর্দ্ধিত হইত। এতদ্ভিন্নে অধিকতর পরিমাণে করভার করিবার যৌক্তিকতাও প্রদর্শন করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা বাস্তবের মতে দেশের আর্থিক পরিস্থিতি সম্পর্কে অজ্ঞতাপ্রসূত বলে আমাদের মনে হয়। সেইজন্য বিকল্প করিয়াই তাহার সরকার সুদের হার বর্দ্ধিত করেন নাই এবং ব্যবসায়ীদের ঋণ হইতে করেন নাই। উপরন্তু তাহা বাজেট বক্তৃতায় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন যে, ব্যাঙ্কগুলি মেয়াদী সার্টিফিকেটে অথবা বিভিন্ন ঋণ মধ্যে সর্বাধিক বর্দ্ধিত হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে তিনি বৈদেশিক মূলধনের আবশ্যকতার উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, 'আমাদের শিল্পীয় অর্থনীতিকে উপযুক্তভাবে উন্নত করিতে হইলে বৈদেশিক মূলধনের ব্যবহার করিতে হইবে। আমাদের অবশ্য প্রচুর পরিমাণ উদ্বৃত্ত হুন্ডি এখন আছে কিন্তু তাহা আমাদের কোন বিশেষ গঠন প্রয়োজন বর্তমানে সাধন করিতেছে না। তাহার প্রধান কারণ হইল আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী যন্ত্রপাতি সরবরাহে বর্তমানে ইংলণ্ডের অক্ষমতা। অবশ্য হুন্ডি মূলধন বিনিময় যাহাতে আমাদের যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম লাভ করা যাইতে পারে, সেজন্যে হুন্ডি মূলধনের পরিধি বিস্তৃত করা হইয়াছে। কিন্তু উৎপাদনের ভারতের অন্য মোট প্রয়োজনের তুলনায় তাহা যথেষ্ট নহে। অধিকন্তু আমাদের প্রয়োজনানুরূপ মূলধন লাভ করিতে হইলে আমাদের সম্মুখে দুইটি বাস্তব পথ উন্মুক্ত রহিয়াছে: (১) আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক হইতে ঋণগ্রহণ ও (২) সোজাসুজি বণিক মূলধন হইতে ঋণগ্রহণ।

আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক হইতে ঋণগ্রহণ করিবার পথে দুইটি বাধা আছে। প্রথমত বিশ্বিধা যোগাযোগে ভারতকে এই ঋণ সুদসহ শোধ করিতে হইবে এবং এই ঋণের আকার পরিমাণে খুব বেশী হইবে বলিয়া মনে হয় না। দ্বিতীয়ত সরকারী ঋণ ব্যবহারে সুদ প্রদান করিতে হইবে। পক্ষান্তরে বণিক মূলধন হইতে সোজাসুজি ঋণ পাইলে তাহার পরিধি বণিক মূলধনি এবং অনেকটা অবস্থাবিশেষ সাধারণ হয়। এইরূপ ঋণ যাহাতেছে যে, বণিক মূলধনের বহু সাধারণ বিশ্লেষণ ভারতে আসিয়া নিজেদের ধরচে স্থিরীকরণ করিতে অভিলাষী; ভারত সরকার তাঁহাদের এই প্রস্তাবে সম্মত হইলে কিনা তাহাই এখন লক্ষ্য করিবার বিষয়। তবে আমাই ভারতীয় পার্লামেন্টে ঘোষণা করিয়াছেন যে, পার্লামেন্টের বাজেট অধিবেশন সমাপ্ত হইবার পূর্বেই এইসম্বন্ধে তিনি একটি বিবৃতি দিবেন।

* * * *

১১ই মার্চ তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহার জন্য প্রকাশিত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাবনিকাশে দেখা যায় যে, মুদ্রা অবমাননীর হস্তগতাধীনে আগত টাকার পরিমাণ বাড়িয়াছে হইয়াছে। ক্রমবর্ধিষ্ণু আমানত এবং ক্রমবর্ধমান লাভদায়ী এইরূপ মুদ্রা-সঙ্কোচনের কারণ বলিয়া মনে হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ইণ্ডিয়ানিয়ান ব্যাঙ্কের লাভীপরিমাণ প্রায় ৫ কোটি টাকা হ্রাস পাইয়াছে। মুদ্রাও প্রায় অনুরূপ পরিমাণ স্ফীতিলাভ করিয়াছে (১,১৯০৫১ কোটি টাকা—১,১৮৭৯ কোটি টাকা) এবং ইহাদের মোটের পরিমাণ ১,১৭৮৩৬ কোটি টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১,১৭১.০৯ কোটি টাকাতে দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু ব্যাঙ্কি বিভাগে রক্ষিত মোটের পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে (১০.৯৮ কোটি টাকা—১০.৬১ কোটি টাকা)। সৌমাকৃত পরিমাণের সামান্য হ্রাস পরিলক্ষিত হয় (৪১.৪৮ কোটি টাকা—৪১.১০ কোটি টাকা)। কিন্তু ভারত সরকারের ঋণাকর্ষণীয় পরিমাণ প্রায় ৫ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে (৯৭১.৪৮ কোটি টাকা—৯৭১.৪৪ কোটি টাকা)। ব্যাঙ্কি বিভাগে ভোক্তার সরকারের অন্যান্য পরিমাণ বর্দ্ধিত হইয়াছে (১৭৯.৮৩ কোটি টাকা—১৭৯.৮৮ কোটি টাকা)। কিন্তু অন্যান্য সরকারের জন্য প্রায় অর্ধেক হ্রাস পাইয়াছে (১২.৮৩ কোটি টাকা—৬.৯৩ কোটি টাকা)। ব্যাঙ্কসমূহের অন্যান্য পরিমাণ পূর্ববর্তী সপ্তাহের ৫৫.৩৩ কোটি টাকা হইতে আলোচ্য সপ্তাহে ৫৩.৩১ কোটি টাকাতে হ্রাস পায়। কিন্তু অন্যান্য অন্যান্য পরিমাণে প্রায় ৪ কোটি টাকার উন্নতি পরিলক্ষিত হয় (১০.০১ কোটি টাকা—১৩.৩৩ কোটি টাকা)। বণ্টনিত ব্যাঙ্কগুলির পরিমাণ পূর্ববর্তী সপ্তাহের ১৩৭ কোটি টাকা হইতে আলোচ্য সপ্তাহে ১.৩৮ কোটি টাকায় হ্রাসপ্রাপ্ত হয় এবং বৈদেশিক অন্যান্য পরিমাণ ২১৩.৬৩ কোটি টাকা হইতে ২১৩.১৫ কোটি টাকায় সামান্য হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। ব্যাঙ্কি বিভাগ হইতে ৪ কোটি টাকা ইহা বিভাগে ব্যাঙ্কগুলির ঋণবিনিয়োগের মোট পরিমাণ পূর্ববর্তী সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে প্রায় ৪ কোটি টাকা অধিক হয় (১১০.০৩ কোটি টাকা—১১৩.৯১ কোটি টাকা)।

৪ঠা মার্চ তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহের জন্য প্রকাশিত ব্যাঙ্কসমূহের প্রকাশিত সাপ্তাহিক হিসাবনিকাশে দেখা যায় যে, ঘাটতিসমূহ যেন ঋণের পরিমাণে প্রায় ৩ কোটি টাকার হ্রাস পাই হইয়াছে (৮০২.৮৪ কোটি টাকা—৭৯৯.০৫ কোটি টাকা)। ব্যাঙ্কসমূহ হইতে মুদ্রীত অর্থের পরিমাণও পূর্ববর্তী সপ্তাহের ৩৯.৫৮ কোটি টাকা হইতে ৩৮.৭৩ কোটি টাকাতে হ্রাস পাইয়াছে। মেয়াদী আমানতের খাতে ব্যাঙ্কসমূহ হইতে মুদ্রীত অর্থের পরিমাণ প্রায় ৬ লক্ষ টাকা হ্রাস পায় (১ লক্ষ টাকা—৭ লক্ষ টাকা) এবং অন্যান্য মেয়াদী খাতের পরিমাণ প্রায় ১ কোটি টাকা হ্রাস পায় (২৮৮.০৩ কোটি টাকা—২৮৭.০৬ কোটি টাকা)। চাহিদা আমানতের পরিমাণ ৩৯.৩১ কোটি টাকা হইতে ৩৯.১১ কোটি টাকায় হ্রাস পায় এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কে রক্ষিত অন্যান্য পরিমাণও প্রায় ৩১ লক্ষ টাকা হ্রাসপ্রাপ্ত হয় (৪৬.৮৫ কোটি টাকা—৪৬.২১ কোটি টাকা)। বাজেটের পরিমাণে ৪১ লক্ষ টাকার সামান্য উন্নতি পরিলক্ষিত হয় (৪৮.৫০ কোটি টাকা—৪৮০.৩ কোটি টাকা)। ব্যাঙ্কের হাতের পরিমাণ ১৭.৩৮ কোটি টাকা হইতে ১৭.৫১ কোটি টাকায় বর্দ্ধিত হইয়াছে।

পণ্যমূল্যের বাজার

মূল্যহ্রাসের আশু সম্ভাবনা ?

ভারতীয় পার্লামেন্টে অর্থমন্ত্রীর বক্তব্য-বিবৃতির পর ব্যবসায়ী মহলে উৎসাহজনক মূল্যে লেনদেনের পরিবেশে সম্ভাব্য সম্পর্কে এই প্রথম ইঙ্গিতটি অভিনব বলে বিবেচিত হয়েছে। পাঁচশ কোটি টাকা মূল্যের সাম্প্রতিক অবলুপ্তি বিশেষ করিয়া খাদ্যবস্তুর ক্ষেত্রে, সাধারণ ঘটনা বিশেষ নহে; পরন্তু প্রথম বন্যাবিধ্বংসে দেশবাসীর মধ্যে অধিকাংশ নিত্যমূল্য প্রচুর পরিমাণ উদ্বৃত্ত থাকা সম্ভাবিত হওয়ায় যে উৎপাদন পরিকল্পিত হইয়াছে তাহাতেই অবশ্য ভবিষ্যৎ উদ্বৃত্তের ইঙ্গিত করা যায়। পাঁচশের প্রথম উৎপাদনকারী দেশসমূহে যে মূল্যাবনতি ঘটিয়াছে, তাহাতে তাহাদের কি ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হইবে তাহাই লক্ষণীয়। ইহা সত্য যে, বহু আগেরই মতো মুদ্রাস্ফীতি-নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবার পর এত ব্যয় আয়-নিয়ন্ত্রণের দ্রব্যের বা নিত্যের প্রয়োজনীয় তাহাদের মূল্যে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটে নাই। এমনকি পণ্যমূল্য ১০ পয়েন্ট হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। বিশ্লেষণকারিগণ যথোচিতভাবে এই কথা বলিতেছেন যে, মূল্যবৃদ্ধির প্রবণতা যদি না থাকিত তবে পণ্যমূল্যের যে মূল্যাবনতি ঘটিয়াছে, তাহা তাহাদের সাধারণ মূল্যবিচারে পরবর্তী স্তরে প্রতিফলিত হইত। অর্থমন্ত্রীর অভিমতে বাস্তবের বাজারে সমস্ত মূল্যাবনতি ঘটে নাই। ইহার কারণ, সমস্ত দেশব্যাপী খাদ্যবস্তুর মূল্যের উচ্চতা এখনও বজায় আছে এবং যোগানও অবনতি হইতেছে না।

প্রথম পণ্যদ্রব্যগুলির ঘাটতি সম্বন্ধে পরিপূরণ করা যাইবে না। তাহারা বহুল সম্পূর্ণরূপে উৎপাদনের হইলেই একমাত্র মূল্যাবনতি ঘটিতে পারে। সে সম্বন্ধে কোন নিশ্চয়তা না থাকায় মূল্যাবনতি ঘটিতে যে কিছুকাল বিলম্ব হইবে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা চলে। অর্থমন্ত্রীর আরও বলেন যে, বিনিময়ন-নীতিজনিত ত্রুটি এবং খাদ্যবস্তু সংগ্রহের ক্ষেত্রে মূল্যের উচ্চতা বজায় থাকার ফলে মূল্য যথা সহ হইয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহে কৃষি উৎপাদনসম্পর্কিত যেসব সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে মনে হয় কিছুকাল পরেই আবশ্যক ও যোগানজাত-মূল্যের মধ্যে বিরাট পার্থক্য থাকিবে না। সপ্তাহের খাদ্যবস্তু আবশ্যিক বস্তুসমূহ হইলে এবং সংগৃহীত ও আবশ্যিকের খাদ্যবস্তুর মূল্যের মধ্যে পার্থক্য সামান্য হইলে মূল্যের উচ্চতর বজায় রাখার সর্বাধিক প্রচেষ্টা অবশ্য চলিবে এবং পণ্যদ্রব্যেরও সহজ চলাচল হইবে। তাছাড়া সরকারকে খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কিত বিভিন্ন পরিকল্পনাসমূহ সমাপ্তকরণে চালু রাখিতে হইবে। খাদ্য ও অন্যান্য মূল্যের ক্ষেত্রে মুদ্রাস্ফীতি বর্তমান বাজার মূল্য ও উৎপাদনব্যয়ের সাধারণ বিস্তৃতি রক্ষা করিয়াছে।

ই-আর-পি ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইবার ফলেই প্রথমবার ১৯৪৮ সালে পতন শুরু হয় বলিয়া ছিল। পর বৎসরে ইউরোপের পুনর্গঠনকার্য উল্লেখযোগ্যভাবে অগ্রসর হইয়াছে। এমনকি ডলারের দেশও মূল্যের প্রচুর পরিমাণে উন্নতি ঘটাইতে সমর্থ। কোরিয়ান অস্ত্রশস্ত্রাদির পরিস্থিতি উন্নয়নের ফলে মূল্যের সাম্প্রতিক নিম্নগতি পরিবর্তিত হইবার সম্ভাবনা সম্পর্কে তিনি কোন বিবরণ। ১৯৫১-৫২ সালের সম্ভাব্য অবস্থা অবলম্বিত না হইলে ইহার এক অংশের উন্নতি অন্য অংশের প্রয়োজনে ব্যাহত হইবার যথেষ্ট ভয় আছে। মূল্য সম্পর্কিত আলোচনার বাস্তবিকের অবলম্বনের উদ্যোগ অন্য বিকেন্দ্রা দেশগুলিই করিবে অর্থাৎ প্রথমে পণ্যদ্রব্যের দেশগুলিকে প্রয়োজনীয় অবলম্বনের সুযোগ দেওয়া হইবে। বিস্তৃতে এই ব্যবস্থা কার্যকরী হইবে তাহাই আমাদের লক্ষণীয়।

খাদ্যবস্তু

আলোচ্য সপ্তাহে গম, জোয়ার ও যবের দরে আরও হ্রাস ঘটিয়াছে। অন্যান্য সমস্ত বাজার-দর অপরিবর্তিত ছিল। বর্ষা ও শীতকালের অগ্রিম সংগ্রহের বাজারে দরের উন্নতি লক্ষিত হয়। নূতন বলিয়া ও দর অল্প পরিমাণে বাজারে আসিতে শুরু করিয়াছে।

মূল্যের বিশ্লেষণকারে বাজার বাজারে বিভিন্ন খাদ্যবস্তু বিক্রিত হইয়াছে :—

খাদ্যবস্তু	মূল্য
গম	২৪৲
জোয়ার	১৫৲
যব	১৭৲
ভুট্টা	১৭৲
বজরা	১৯৲
জোয়ার	১৭৷৹
মুগ	১৯৷৹
মসুর	১৯৲
মটর	১৪৷৹
অড়হর	১৪৷৹

আশা করিয়াছে, ভারতবর্ষ ১ কোটি ৩০ লক্ষ মূল্যের আমেরিকা জাত গম এবং আরও ৭৫ লক্ষ মূল্যের আমা ক্রয় করিবে। ভারতসরকারের খাদ্যবস্তু সংগ্রহের ব্যাপক প্রচেষ্টার ফলে ১৯৫১ সালে ৪,০০০,০০০ টন খাদ্যবস্তু সংগৃহীত হইবে। প্রাপ্ত হিসাবে দেখা যায় ১৯৪৯-৫০ সালের তুলনায় ১৯৫০-৫১ সালে ৬ লক্ষ টন উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে।

তুলা

প্রাথমিক অবস্থায় তুলার বাজারে তেজীভাব বজায় থাকিলেও বর্তমানে মন্দাভাবের আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। প্রথম অবস্থাবলম্বিক তুলার রপ্তানি বন্ধ হওয়ার ফলেই এই অবস্থা সৃষ্টি হইয়াছে। এখন কেবল বিশেষ ক্ষেত্রেই তুলা রপ্তানি করা যাইবে। তুলার বাজারে স্থানীয় এবং পশ্চিমের ব্যবসায়ীরাই প্রধান ক্রেতা ছিল। তুলার দৈনিক গড়পড়তা আবশ্যিক পরিমাণ ও বাজার দর এবং দৈনিক সরবরাহ হইতেছে ও তদ্রূপ। তুলার দর ছিল মণ প্রতি ১৮৲, বৈশাখের সর্বশেষ দর ছিল ১৭৷৹ পাই।

চিনি

চিনির দরে স্থিরভাব বজায় ছিল। অন্যান্য বাজার-দর তুলার দরেই অল্পবিস্তর উঠানামা করিয়াছে। চিনির দর ছিল বস্তাপ্রতি ৩২৲ টাকা এবং অন্যান্য দর ২৮৲ টাকা হইতে ৩০৷০ আনা পর্যন্ত উঠানামা করিয়াছে।

'কেন্দ্রীয় সুগার অ্যাডভাইসরি কাউন্সিল' আলোচনাবৈঠকের প্রতিনিধিরা চিনির উপর বিক্রয়কর হ্রাস করার জন্য কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর নিকট অনুরোধ করেন। প্রস্তাবিত কর অবলম্বনের ফলে চিনির দামের বাড়তি ঘটাইবে এবং ইহার ফলে কেন্দ্রীয় হইতে চিনির বাজার অল্প করিয়া যাইতে পারে বলিয়া প্রতিনিধিরা জানান।

চা

চায়ের বাজার অবস্থানি সম্পর্কে আলোচনার জন্য কলিকাতায় এই সপ্তাহে কনফারেন্স এক সম্মেলন আহ্বান করিয়াছেন। ভারত সরকারের প্রতিনিধি ছাড়াও প্রস্তুতকারী, আমদানিকারী ও চায়ের বাজ ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধিরাও সম্মেলনে যোগদান করেন।

ইন্টারন্যাশনাল টি অ্যাগ্রিমেন্টের সভাপতি সম্প্রতি এক সভায় বলেন যে, চায়ের বর্তমান উৎপাদন স্থিতিশীল হইবে না। তাছাড়া ১৯৫১ সালের তুলনায় সমস্ত চা কোম্পানীগুলির অবস্থা সন্তোষজনক নহে। উচ্চ এবং ক্রমবর্ধিত উৎপাদন ব্যয়ের ফলে বহু কোম্পানীকে ক্ষতি স্বীকার করিতে হইতেছে। দুঃখের চায়ের আবশ্যিক হ্রাস পাওয়ায় তাহার সরকার যে উদ্যম প্রকাশ করিয়াছেন, সে সম্পর্কে সভাপতি মহাশয় জানান যে, এ্যাগ্রিমেন্টের পক্ষ হইতে দুঃখাই ও আফ্রিকার বিক্রয় পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য প্রচারকার্যে প্রচুর অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে।

বাজারের কথা

শুভবুদ্ধির সূচনা

অভিজাত্য কোম্পানির অংশগ্রহণ

বাজেটের মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে অধিকতর আলোচনের ফলে ও তার ঘাটাই-এর আশানুরূপ বিবৃতিতে শুক্রবার শুভবুদ্ধির সূচনা দেখা দিয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের শেয়ার বাজারে মূল্য ও কাজের পরিমাণে উন্নতি ফিরে হইতে উন্নতি দেখা দিয়াছে। নূতন অর্থবিনিয়োগকারীদের কিছুটা আগ্রহের হইয়াছে বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে, যদিও অনেক সপ্তাহের মধ্যে আলোচ্য সপ্তাহের মত কাজের পরিমাণ কখনও দেখা যায় নাই। তাহাড়া অনেকেই শেয়ারের ক্রয় ও বাজার বিক্রয়ের মধ্যেও যে বাজারে কোন অনুকূল প্রতিক্রিয়া দেখা যায় নাই তাহা লক্ষ্য করিয়া আশার কথা স্বরূপ বলিয়া মনে করে যে, এইরূপ অবস্থা যদি আরও কিছুদিন চলিতে থাকে তাহা হইলে ক্রয় ও বিক্রয়ের মধ্যে একটা বাজারে উন্নতি অবশ্যম্ভাবী রূপে কিছু কিছু হইলেও কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি হইতে অসম্ভব কিছু নয়।

শেয়ার বাজারে উন্নতি ঘটিবার আরও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কারণও আছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উন্নতি এবং বিশ্বের দেশে দেশে দুর্ভোগের দুর্যোগ অনুভবিত কাটাইয়া উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে কাঁচা মাল ও উৎপাদন দ্রব্যের সরবরাহ বৃদ্ধি ঘটিতেছে, তাহে দেশে দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্র বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে। ব্যবসায়ের ও লাভজনক বাজার হইতে সেইরূপ শেয়ারের উপর অর্থবিনিয়োগ করিবার ইচ্ছা বৃদ্ধি পাওয়া স্বাভাবিক। তাহাড়া সম্প্রতি বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি যেরূপ লাভ দেখাইতে সমর্থ হইয়াছে তাহাতে পূর্বপ্রতিষ্ঠিত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির শেয়ারের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়াই স্বাভাবিক। আবার নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া অনেকেই দেখা পরিবর্তে আজকাল শেয়ার বিক্রি করিয়া প্রয়োজনের টাকার সংস্থান করিতেছেন। বিদেশীদিগের আত্মবিশ্বাসেরও পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। সাধারণের বাজারে আশাবাদী মনোভাব বিস্তার লাভ করিতেছে।

এতদ্ব্যতীত দুই আরও সম্ভাবনার কথিলে ইহা নিশ্চিতরূপেই বলিতে হইবে যে, আন্তর্জাতিক কোন দুর্যোগের দুর্বিপাকের ঝড় তাহার পতিত না হয় তাহা হইলে বাজারী মন্দার অবসানের পক্ষে বাজেটের মধ্যেই উপাদান করিবার কোন প্রয়োজন হইবে না। বাজারী মূলের অগ্রগামিত্ব যায়, কারণবাবদে পুলিশী ব্যবস্থা এবং বিদেশ হইতে বিপুল পরে অবশ্যম্ভাবি আমদানির জন্যই সরকারের এই বৎসরের বাজেটে ঘাটতি দেখা দিয়াছে। তাহাই কারণবাবদে সরকার আয়ের, আরও সরকার সুবিধাজনক করার সিদ্ধান্ত এবং আমদানি দ্রব্যের সরকারী উদ্যোগের ফলে সরকারী ব্যবসা সংগঠনের সম্ভাব্য ১০০ কোটি টাকা বাজারে ঘটিবে বলিয়া অনুমান করিলে কোন ভুল হইবে না। সেইরূপ আসন্ন বাজেটে কলকারখানার উপর হইতে করভার লঘব করা অনেকটা নিশ্চিত এবং তাহা যাহাই সরকারী ব্যবসার নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবসায়ীদের উপর হইতে করভার লাঘব করিবার যে আশ্বাস বিদেশের তাহা পালন করা তাঁহার পক্ষে সহজসাধ্য হইয়া পড়িবে। সেইজন্য বর্তমানে বাজারে যেরূপ মনোভাবের নূতন অর্থবিনিয়োগকারী বোম্বাইয়ের বাজারে যে রহিয়া গিয়াছে তাহার বিশেষরূপে লক্ষ্য করা চলে। বাজারে এই নূতন অর্থবিনিয়োগকারীদের যে ইহাই, তাহা অবাধেই অনুমান করা চলে।

সব সপ্তাহে কলিকাতা শেয়ার বাজারে ইণ্ডিয়ান আয়রনের দরে আবার উন্নতি দেখা দেয়। প্রথমেই অবশ্য আমেরিকান-ফ্রেঞ্চ, টাটা ডেভলপ, ইণ্ডিয়ান অক্সিজেন ও ইস্ট কোস্টারেলের অংশ বেশী উন্নতির মেয়াদে মূল্যবৃদ্ধির ফলে ইস্পাত ও লৌহের মূল্যবৃদ্ধি ঘটিবার সম্ভাবনা। কিন্তু জানা গিয়াছে, উক্ত শেয়ার-গুলির মূল্যবৃদ্ধির কারণ কর্তৃপক্ষমহলের মনোভাবের পরিবর্তন। ইণ্ডিয়ান আয়রনের দর ২৪৲ হইতে ২৫৸৹ পর্যন্ত উঠে এবং দর শুক্রবারে শেষ পর্যন্ত ২৫৸৹তে স্থির থাকে। ইস্ট কোস্টারেলের দর এই অনুপাতে বৃদ্ধি না পাইলেও ২১৸৹ পর্যন্ত উঠে।

অন্যান্য শেয়ারে উন্নতি বিশেষ দেখা না গিলেও তাহা কাজের পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। বিশেষ করিয়া বি আই সি, কার্টিজ ফ্যাক্টরিস্, এবং পোর্টল্যাণ্ডের খুব কাজ হয়।

বোম্বাইয়ে শেয়ার বাজারে তেজীভাব দেখা দেয়। টাটা ডেভলপের দর ১,৩১০৲ টাকার কাছাকাছি বর্তমান বছরে এবং মূল সরবরাহের অবস্থা সম্পর্কে ভাল খবরে কলিকাতার বাজারে কাপড়ের কলগুলির শেয়ারে কাজের-পড়তা দেখা দেয়।

সরকারী কাগজ

টাকার বাজারে টানাটানি দেখা দেয় এবং দু-একটী ক্ষেত্রে সামান্য মূল্যাবনতির ঘটে। আয়কর কমের পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে ইন্সিওরেন্স ব্যাঙ্কের পর্যন্ত অর্থবিনিয়োগের পরিমাণ বর্ধিত করিতে বাধ্য হয়। সেইজন্য ৩, সুদের ১৯৮৯, ১৯৮০; ৩, সুদের ১৯৬৮-৬৯ সমমূল্যে ৩, সুদের ১৯৫৭-, ১৯৬৮, ৩, সুদের ১৯৫৩-৫৫, ১৯৬৮-এবং ৩, সুদের ১৯৫১-৫৪, ১৯৬৮-তে কাজ হয়।

ব্যাঙ্ক

এই বিভাগে বিশেষ কোন পরিবর্তন দেখা যায় নাই এবং দর পূর্বেরই সমানের কাছাকাছি রহিয়াছে। ইন্সিওরেন্স ১৮৫০৲ ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ৪৬৲, ন্যেশন্যাল ২৮৸০, ব্যাঙ্কাকাটা ব্যাঙ্কিং ১৯৸০ এবং হিন্দুস্থান কমার্শিয়াল ৪৫৲ পর্যন্ত কাজ হইয়াছে।

কাপড়ের কল

এই বিভাগে আলোচ্য সপ্তাহে মূল সরবরাহ সম্পর্কে আশাপ্রদ খবর পাওয়াতে কিছুটা কর্মতৎপরতা দেখা দেয়, তবে দরে কোন বিশেষ পরিবর্তন দেখা যায় নাই। কানপুর ১৩৫০, এলগিন ১৭৸০ বাসন্তী ৭৸০, মিট কিংটোরিয়া ৭৫০ এবং অন্যান্য ১৩০ দরে কাজ হইয়াছে।

কাগজের কল

এই বিভাগে বিশেষ কোন কাজকর্মের লক্ষণ দেখা যায় নাই। দেশের ও সাউথ কাশীপুরের দর যথাক্রমে ১২৸০ ও ২৯৸০তে স্থির আছে। বেঙ্গলের দর ৪৩৲তে স্থির আছে। ইন্ডাস্ট্রিয়েলের দর ৩৯৲ হইতে সামান্য উন্নতি হইয়া ৩৭৸০তে পৌঁছে। কাগজ কর্পোরেশনের দর ২৯৸০ হইতে ৩০৸০তে পৌঁছে। ইন্ডিয়ানের দরের সামান্য উন্নতি হইয়া ১২৸০তে পৌঁছে। বেঙ্গল ইণ্ডিয়া ও ওরিয়েন্টে বেঙ্গলের কোন পরিবর্তন হয় নাই।

চটকল

এই বিভাগে উন্নতির কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। কাঁচা পাটের দর ও আগের পরিমাণ সম্পর্কে অনিশ্চয়তা করে যাই। ফাটকা এবারও সিদ্ধান্তে মূল্যের ২১৲ নিম্নে ওঠা-নিচের হইতেছে। মূল্যের যোগদানের সঙ্গে সঙ্গে আমদানীকারে কিছুটা চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং ২৩০ দরে কেনাবেচা হয়।

বিবিধ

বি আই সির সুবর্ণ প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে কাজকর্ম বৃদ্ধি পায় এবং ৪৮৸০-তে দরের উন্নতি হয়। কার্টিজ ফ্যাক্টরি ১৩৭০ এবং ইণ্ডিয়ান ইস্পাত প্রডাক্টসের দর ৩৭৸০তে কাজ হয়। ইন্ডাস্ট্রিয়েল ৩৯৲ ভালদল ৮৭৲ এবং মেদিনীপুর জমিদারী ৭৩৸০-তে কাজ হইয়াছে।

চা

ইণ্ডিয়ান টি অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি চা-শিল্পের অধিকতর আশাপ্রদ ভবে বলিয়া যে-বক্তৃতা করিয়াছেন এক বৎসরে অবস্থার পরিবর্তন না হইলে আগামী বৎসরে পার্বত্য অঞ্চলের অনেক প্রতিষ্ঠানের আয় হ্রাস হইবে বলিয়া-যে আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন তাহার ফলে এই বিভাগে বিক্রয়ের সৃষ্টি হয় এবং কমার ভাব দেখা যায়। এমনকি অনেকটী ক্ষেত্রে লোকসান দেখা যাইবার ও মধ্যে আশঙ্কা রহিয়াছে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে। তাসাই ২২৲; ডেকলুর ২১৸০; মাইলমাই ৬৮৸০ এবং পাঞ্জাবুলা ৩২৲ দরে কাজ হইয়াছে।

মৌখিক

বি আই সি'র প্রশংসনীয় উন্নতি

১৯৩৮ সালের ৩১এ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বৎসরের জন্য ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া কর্পোরেশনের যে বার্ষিক হিসাবনিকাশ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, উক্ত কোম্পানী আলোচ্য বৎসরে পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের তুলনায় অনেক বেশী লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরের এই আয়ের পরিমাণ ১৮৩,৪১,০৩৮৲ টাকা আর ১৯৩৭ সালে এই পরিমাণ ছিল ১২,০৭,৫৩৯৲ টাকা এবং এবারকি ১৯৩৮ সালের চড়া বাজারের সময়ের লাভের পরিমাণ ১৩৩,৬৩,১৩৯৲ টাকার বেশী হয় নাই। এই দিক হইতে কোম্পানীর বর্ত্তমান উন্নতি বিশেষ প্রশংসার যোগ্য।

আলোচ্য সময়ে কোম্পানীর মোট আয় হইতে মূল্যাসকল্প ও কর্ত্তব্যাদির পূরণার্থ ইত্যাদি খাতে ৬,৫১,০০০৲ টাকা এবং অন্যান্যে ৭১,০০,০০০৲ টাকা বাদ করিয়া কোম্পানীর হাতে ১৯,১২,০৩৮৲ টাকা থাকে। উহার সহিত গত বৎসরের অবশিষ্ট লভ্যাংশের ৫৫,১০,৮৮৲ টাকা যোগ দিয়া কোম্পানীর মোট লভ্যাংশের পরিমাণ ১৮,১১,৩০৪৲ টাকা। এই অর্থ হইতে আজ্ঞাধীন শেয়ারে শতকরা (আয়করমুক্ত) ৮৲ টাকা এবং প্রতি সাধারণ শেয়ারে (আয়করমুক্ত) ৪/০ আনা হিসাবে লভ্যাংশ বণ্টন করিবার পর কোম্পানীর হাতে যে ৩৪,৩৬,৩১৪৲ টাকা অবশিষ্ট থাকে তাহা পরবর্ত্তী বৎসরের জন্য জের টানা হয়। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, প্রতি সাধারণ শেয়ারের উপর যে লভ্যাংশ বণ্টন করা হইয়াছে বর্ত্তমান লভ্যাংশ বিভাগ আইন অনুযায়ী তাহার বেশী লভ্যাংশ বণ্টন করা চলে না।

কর্পোরেশনের সাধারণ শেয়ার সম্পর্কে আলোচ্য বৎসরের সভায় যে-নূতন ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব গৃহীত হয়, তাহার ফলে বর্ত্তমানে সাধারণ শেয়ারের আসল মূল্য ৫৲ টাকা হইয়াছে। কারখানা সম্প্রসারণ অন্তর্বিভাগ, যানবাহনের বিশৃঙ্খলার জন্য যান বিক্রয়ের পথে সৃষ্ট ব্যাঘাত এবং শ্রমিক অসন্তোষের জন্য উৎপাদনের পরিমাণ আশানুরূপ হয় নাই বলিয়া কোম্পানীর লভ্যাংশ বণ্টন করা হয় নাই।

বিবরণপত্রের সারাংশ

(৩১.১২.৩৮)

দায়

অনাদায়ীকৃত মূলধন	৫,০০,০৭,০০০৲
আজ্ঞাধীন	১২,৫৬,০০০৲
সাধারণ	৩,১১,৩৭,০০০৲
সঞ্চয় ও অন্যান্য তহবিল	১,০৬,০০০৲
ঋণ	৭৬৬,৩৬,৩৮১৲
অন্যান্য দায় (মোট)	৩৩,৭৬,৩৭৩৲
মোট	১৩৩,৩৩,৬৮১৲

সম্পত্তি	
মোট বন্ধ সম্পত্তি	৩৩,৩৭,৬১১৲
মূল্যাসকল্প	১৩৩,৩৫,১৭১৲
	৭১,৯০,৬৩৩৲
লগ্নী বন্ধ সম্পত্তি	৩১,৯০,১৩৩৲
সরঞ্জাম	৩৩,৩১,৬৩৭৲
বন্ধক দান	১৩৩,১৩,৩৫১৲
বাকী পাওনা	১৩৩,১১,৩১৩৲
ব্যাঙ্কসিডেন্স	২৫,৩৩,১৩১৲
অতিরিক্ত লাভ কর আদায়	১৩১,৩১,৩৩৩৲
অন্যান্য	১১,৩৩,৭৩১৲
	৭৭৯,৩৩,৩৩৩৲
মোট সম্পত্তি	৬৩৩,১১,৩৩১৲

বিজ্ঞাপনাবলী

—×—

★ "আর্থিক ভারত" প্রতি বুধবার কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়।

★ মূল্য প্রতি সংখ্যা আট আনা।

★ ভারত ও সিংহলের সর্ব্বত্র সডাক বার্ষিক মূল্য ছয় টাকা।

★ যান্মাসিক মূল্য বারো টাকা।

বিজ্ঞাপনের হার ও নিয়মাবলীর জন্য
'কর্ম্মকর্ত্তা, বিজ্ঞাপন বিভাগ'
এবং
এজেন্সির জন্য 'কর্ম্মকর্ত্তা, প্রচার বিভাগ'
"আর্থিক ভারত", ১১৬ নং লোয়ার সার্কুলার রোড, (ফোন—ওয়েষ্ট ৭৩২)
এই ঠিকানায় পত্রালাপ করিতে হইবে।

* * * *

গত ৩০এ জুন তারিখে সমাপ্ত বৎসরের জন্য ইণ্ডিয়ান ব্রাদার্স এবার তাহার যে হিসাবনিকাশ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, কোম্পানীর মোট আয়ের পরিমাণ পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের তুলনায় ২৯,৮০ ১৯৮/৯ পাই বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও কোম্পানীর আলোচ্য বৎসরে মোট প্রায় ১ লক্ষ টাকা লোকসান হইয়াছে। লোকসানের এবং কাপড়ের মূল্যের জন্য কোম্পানী অধিকতরভাবে সরকারের কাছে বিমান নিয়ন্ত্রণ করে। সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহের খরচের পর কোম্পানীর হাতে ৩,৪১,৩৩৬৲ উদ্বৃত্ত থাকে, কিন্তু মূল্যাসকল্প খাতে ১২,৯৬,৩১৫/৩ পাই ধরাব করার ফলে কোম্পানীর মোট লোকসানের পরিমাণ দাঁড়ায় ৮,১৩,১৩৯/৩ পাই এবং তাহা পরবর্ত্তী বৎসরের জন্য জের টানা হয়।

পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে উক্ত কোম্পানীর যে কারণে লোকসান হইয়াছিল বর্ত্তমান বৎসরে সেইরূপ কারণ বিদ্যমান থাকিলেও কোম্পানীর বিক্রয়ের পরিমাণ আশানুরূপ বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং অন্যান্য দিক দিয়া কোম্পানীর অবস্থার উন্নতি হওয়ায় কোম্পানী এই লোকসান হইতে অতি সহজেই নিজেকে মুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছে। কোম্পানীর বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় কারখানার উৎপাদন খরচ হ্রাস পাইয়াছে এবং সর্ব্বোপরি এই লোকসান হইতে নিজের অবস্থার উন্নতি বিধান করিবার জন্য কোম্পানী যে পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছিল তাহাতে অনেক সুফল দিয়াছে বলিয়া মনে হয়। ডিরেক্টরদের বিবৃতি হইতে জানা যায় যে, কোম্পানীর ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য কোম্পানী যে নূতন ইঞ্জিনিয়ার ও অন্যান্য কয়েকজন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়াছেন তাহাতে কোম্পানীর যে পরিমাণ ক্ষতি হইয়াছে তাহা সবটাই অনুমেয়। উক্ত কর্ম্মচারীদের অভাবের জন্য কোম্পানী বিদেশী ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগ করিতে বাধ্য হইয়াছে এবং ফলে বেতন অনেকাংশে বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাহাড়া দেশব্যাপী মন্দার ফলেও কোম্পানীর কাজ বহিয়া যাবার একটা সম্ভাবনা ছিল।

ডিপ্রিসিয়েশনের ফলে উক্ত খাতের কোম্পানীর লাইসেন্সগুলি বন্ধ করিবার ফলেও কোম্পানীর আয় হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে।

কর্ম্মচারীদের উপযোগের সম্বন্ধে বৃদ্ধির ফলেও কোম্পানীর কারখানিকাদের বাবদ অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। তদুপরি আই সি এ কারখানার কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের বেতনের ও বাস কানুনের পুঁজি করার জন্য কোম্পানীকে অনেক ব্যয় করিতে হইয়াছে। কাজেই সকল দিক দিয়া কোম্পানীর ব্যয় বৃদ্ধির ফলে মোটামুটি ৩৩৩৩ পর্য্যন্ত ও লোকসান হইয়াছে তাহা অত্যাশ্চর্য্যের মনে হয় না।

বিবরণপত্রের সারাংশ

(৩০.৬.৩৮)

দায়

অনাদায়ীকৃত মূলধন	
আজ্ঞাধীন	১,৩০,০০০৲
সাধারণ	১৬,১১,৫১১৲
রেজার্ভ	১,১১,০০০৲
সঞ্চয় ও অন্যান্য তহবিল	১৯,১১,১১৩৲
ঋণ	১৩,১১,৩৩১৲
মোট	১৩১,১৩,১১১৲

সম্পত্তি	
মোট বন্ধ সম্পত্তি	১৩,১৬,১১৫৲
মূল্যাসকল্প	১৩,১৩,১৩১৲
	৭৭,১৩,১১৩৲
লগ্নী বন্ধ সম্পত্তি	
সরঞ্জাম	১১,১১,১৭৩৲
বাকী পাওনা	১১,১৩,৩৩৭৲
অতিরিক্ত আয় কর আদায়	১৩,১৩৩৲
ঋণ	১,৩৩,৩১১৲
লোকসান	১৯,১৭,৩১৫৲
মোট	১৩১,১১,৩৩৩৲
মোট সম্পত্তি	১১,১১,৩৩১৲

সাপ্তাহিক হিসাব নিকাশ :—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক

ইসু বিভাগ—

(হাজার টাকার হিসাবে)

	[illegible]	[illegible]	[illegible]
দায়—			
নোটের বিনিময়ের মোট	[illegible]		[illegible]
অন্য মোট			
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
সম্পত্তি—			
ক) সোনা ও ডলার মোট			
(১) ভারতে	[illegible]	[illegible]	
(২) ভারতের বাহিরে			
বিল ক্রয়	[illegible]	[illegible]	[illegible]
টী (ঘ)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
) ভারত সুদ্ধা			
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
রোজেরভ	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ব্যাঙ্কিং বিভাগ—

দায়—			
মূলধন			[illegible]
রিজার্ভ			[illegible]
আমানত—			
(ক) সেন্ট্রাল সরকার	[illegible]		
(খ) অন্যান্য সরকারের			
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(গ) ব্যাঙ্কসমূহের	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(ঘ) অন্যান্য	[illegible]	[illegible]	[illegible]
বিবিধ	[illegible]	[illegible]	[illegible]
মোট দেনা	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
সম্পত্তি—			
টাকা	[illegible]	[illegible]	[illegible]
বিল ক্রয়	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ভারত সরকারের	[illegible]	[illegible]	[illegible]
অন্যান্য	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ঋণ			
(ক) ব্যাঙ্কসমূহের	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(খ) অন্যান্য	[illegible]	[illegible]	[illegible]
বিবিধ	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ব্যাঙ্কিং বিভাগের সম্পত্তি	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]

সাপ্তাহিক হিসাব নিকাশ :—ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্ক

(হাজার টাকার হিসাবে)

	[illegible]	[illegible]	[illegible]
দায়—			
মূলধন	[illegible]	[illegible]	[illegible]
রিজার্ভ ফণ্ড	[illegible]	[illegible]	[illegible]
সঞ্চয় তহবিল	[illegible]	[illegible]	[illegible]
স্থায়ী আমানত, সেভিংস্ ব্যাঙ্ক চলতি ও অন্যান্য হিসাব	[illegible]	[illegible]	[illegible]
অন্যান্যরকমের দেনা			
বিবিধ	[illegible]	[illegible]	[illegible]
মোট	[illegible]	[illegible]	[illegible]
সম্পত্তি—			
হেডঅফিসের ব্যয়			
অন্যান্য অফিসের			
ব্যাঙ্কিংবিভাগ		[illegible]	[illegible]
ব্যবসা	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ভারত (ছোট) হিসাবে	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ব্যবসা এবং ঋণ ইত্যাদি	[illegible]	[illegible]	[illegible]
হেড ঘি	[illegible]	[illegible]	[illegible]
বিবিধ—	[illegible]	[illegible]	[illegible]
অন্যান্য দেশের ব্যয়	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ব্যাঙ্ক বন্ধক			
ও সিকিউরিটি বিল্ডি	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]

সাপ্তাহিক হিসাব নিকাশ :—অকশীলভূক্ত ব্যাঙ্ক

(হাজার টাকার হিসাবে)

	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(অফিসের ব্যয়ের)			
সংশোধনের মোট দায়			
ব্যাঙ্কের			
ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণ	[illegible]	[illegible]	
(ক) অন্যান্য তফসিলভুক্ত ব্যাঙ্কের ঋণ	[illegible]	[illegible]	
মেয়াদান্তে দেয় ঋণ			
ভারতে			
(১) ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণ	[illegible]		
(২) অন্যান্য মেয়াদান্তে দেয় ঋণ	[illegible]	[illegible]	
মোট দফা টাকা			
ভারতে	[illegible]		[illegible]
রিজার্ভ ব্যাঙ্কে জমা	[illegible]		
ঋণ			
ভারতে	[illegible]	[illegible]	[illegible]
উদ্বৃত্ত মূলধন			
ভারতে	[illegible]		

ষ্টেট ব্যাঙ্ক অভ পাকিস্থান

(হাজার টাকার হিসাবে)

ইসু বিভাগ—

দায়—			সমাপ্তকাল
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ব্যাঙ্কিং বিভাগের মোট	[illegible]	[illegible]	[illegible]
চলতি মোট	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
সম্পত্তি—			
(ক) মেয়াদান্তে ঋণ মোট	[illegible]	[illegible]	
মোট			
টাকা, ব্যবসা	[illegible]	[illegible]	
ভারত সরকারের ব্যবসা	[illegible]	[illegible]	
ভারতীয় মোট, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক	[illegible]	[illegible]	
ঋণ, ইত্যাদি ব্যবসায় সংক্রান্ত	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(খ) মোট ঋণ	[illegible]	[illegible]	[illegible]
সর্বসাধারণ সরকারের ব্যবসা	[illegible]	[illegible]	
আমানতের দুর্ঘটনা ঘটি		[illegible]	
ব্যবসায় সংক্রান্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ঋণ ইত্যাদি বাবদ—			
মোট ও ডলার মোট	[illegible]	[illegible]	[illegible]
টাকা মোট	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ভারত সরকারের ব্যবসা	[illegible]	[illegible]	[illegible]
মোট ঋণ	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ব্যাঙ্কিং বিভাগ—

দায়			
মূলধন		[illegible]	[illegible]
সঞ্চয় তহবিল			[illegible]
আমানত—			
(ক) সেন্ট্রাল সরকার	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(খ) প্রাদেশিক সরকার	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(গ) ব্যাঙ্কসমূহ	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(ঘ) অন্যান্য	[illegible]	[illegible]	[illegible]
দেয় বিল	[illegible]	[illegible]	[illegible]
অন্যান্য দেনা	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
সম্পত্তি—			
নোট			
মোট মুদ্রা			
(ক) পাকিস্তানী			
(খ) ভারতীয়			
অন্য মুদ্রার মুদ্রা			
(ক) পাকিস্তানী			
(খ) ভারতীয়			
ঋণ ও অগ্রিম ইত্যাদি			
(ক) অভ্যন্তরীণ			—
(খ) বাহিরের			—
(গ) সরকারী ব্যাঙ্কসমূহ	[illegible]	[illegible]	—
পাকিস্তানের বাহিরে দেয়	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ব্যবসায়ের অন্যান্য ঋণ ইত্যাদি			[illegible]
অন্যান্য ঋণ, বন্ধক ইত্যাদি		[illegible]	—
অবলিখিতের	[illegible]	[illegible]	
অন্যান্য সম্পত্তি	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]

যৌথ প্রতিষ্ঠান

প্রতিষ্ঠানের নাম	অনুমোদিত মূলধন (লক্ষ টাকা)	দত্ত ও আদায় হওয়া	প্রতি অংশের অনুমোদিত মূল্য	বন্ধ লভ্যাংশ	লভ্যাংশ	বাজার দর			শেষ লেন-দেন
ইঞ্জিনিয়ারিং									
ইণ্ডিয়ান আয়রন	২,৫১,১১,০০০	২,১৬,৯৬,৩১৯৲	১০৲	৬৩(ত)	৩৩৩	১৪/৩-১৫/০	১৪/৩-১৪৸/৩	১১/৩-১১৷৵	১১৲,১৯/৩	১৪৩৩
ভেসপ	৫১,০০,০০০	৩৩,০০,১৮৩৲	১০৲	৷/৩(ত)	১৩৩১		১৩৸-১৩৩			১৩৫৩
টাটা আয়রন	১,৬৯,৩০,৩০০	১৯,৪৪,১১,১৩০৲	১৲	১৩৲ (ত)	৩৩৩					
বার্ন	৫৩,০০,০০০	১,৩৩,১৯,৩৩০৲	১০০৲	১৯৸০(ত)	৫৩৩					১৩৭৫
ভেলফেয়ার	৯৯,৬১,১৫০	১৩,৩৩,০০০৲		১৩৩	৩৩১			৮৩৲ (FC ত)	৮৸/৩	৮৸/৩
বার্নপুর	১৩,৩৩,০০০	৯,৩৯,৭১৲		৯৩(ত)	৩৫৩		৭৯/৩	৭৲	৭৩৸৩	৭৩৩
ইণ্ডিয়া স্টীলওয়ার্কস ...	৩,৫৯,৯৫,৫৩০	১১,৩৩,০৭১৲			১১/৩১	১৩৸৩-৭১/৩	১৩৸৩-৭১/৩	৬৫/৩-৭১৷৩	৭১৷৩-৭১৷৩	৭১৩৩
কয়লাখনি										
আসানসোলে	১১,১০,০০০	১৩,৩৫,৫৩৩৲			৩৩৩					১৩৫৩
বরাকর	১১,৩৩,১৩০	১১,৩৩,০৩৩৲			৩৫৩	৩৩৸-৩৩৸৩				
ভারতী কার্বনিক	১,৩৩,০০০	৭,১৩,০০০৲			৩৫৩					১৩৫৩
ভারতবর্ষ	১৩,৩৩,৫৩০				১৫৩					
ভারতী	৩৩,৩৩,০০০	১,৩৩,৩৩৩৲		৷/৩(ত)	৫৩৩				১৲/৩	১৲/৩
ভারত কোকিং	১,৩৩,০০,০০০	১৩,৩৩,৩৩৩৲		১৩৩	৩৩৩					৩৩৩৩
বেঙ্গল	১৩,৩৩,০০০	১,৩৩,০০০৲		১৩৩	৩৩৩					৩৩৩৩
বরিয়ানী	১,৩৩,০০০	৩,১৩,০০০৲		১৩৩	৩৩৩					৩৩৩
সিংহপুর	১,৯৩,০০০	৩,৩৩,৭৯৩৲		১১৩	১৩/৩১					৩৩৲
বার্ড অ্যান্ড কোম্পানী ...	১৭,৩৩,০০০	১,৩৩,০০০৲			১৩৩	১৩,৩৩৩/৩			৭৩	১৩৲
ন্যাশনাল ইণ্ডিয়া ...	৯৯,১৭,০০০	১৩৩৲			৩৭৩	৯৲		৯৩৸-৯৩	৯৷৵-৯৷৩	৯৩৩
কাপড়ের কল										
এমপ্রেস	১১,৩৩,০০০	৩৩,৩৩,১৯৲								
কানপুর উলেন্টাইল ...	১৩,৩৩,০০০	১৩,৩৩,০০০৲							১৩৸৩-১৩৩	
ভেলেন্সার ...	৩৩,৩৩,০০০	১৯,৬৩,৩১৩৲								
ইণ্ডিয়া ...	১৯,৩৩,০০০	১৩,৩৩,০০০৲								
লক্ষ্মীকান্ত ...	৩৩,৩১,০০০	১১,৩৩,৩১৯৲								
মাইসোর	৬,৩৩,০০০	১১,৯৯,৩৩৩৲								৩৩১৲
বাসন্তী	১৩,৩৩,০০০	১,১৩,৭৩০৲				১৩-১১/৩	৭৩৸৩-১/৩			১/৩
বিজয়	১৩,৩৩,০০০	১৩,৩৩,৫৩৩৲								৩৩৩৩
ভূষণ	৩৩,৩৩,০০০	১৩,৩৩,১৩১৲	১০০৲	১১৩৩						৩৩১৲
বোম্বাই	৯,৩৩,০০০ (১৩,৩১,৩৭৯	১১,৩৩,৩৩৩৲	১০৲ (১০৲	৯৩৩(ত)	১৩৩১					

বৈ ধ প্র তি ষ্ঠা ন

প্রতিষ্ঠানের নাম	অনুমোদিত মূলধন (টাকায়)	বন্ধক ও অন্যান্য তহবিল	প্রতি অংশের অনুমোদিত মূল্য	বন্ধ বন্ধকী	সমবায়	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	মোট প্রদত্ত বন্ধ
চা-কোম্পানি											
[illegible] —	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]					[illegible]	[illegible]
[illegible] —	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]				[illegible]
[illegible] —	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

REGD NO: C3108

আর্থিক ভারত

অর্থনৈতিক সাপ্তাহিক

২৯ বর্ষ ১৩ সংখ্যা [illegible] (মূল্য ৫ টাকা

CALCUTTA CENTRAL LIBRARY CHECKED

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

কলিকাতা

অনুমোদিত মূলধন	—	৮ কোটি টাকা
বিক্রীত মূলধন	—	৪ কোটি টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন	—	২ কোটি টাকা
রিজার্ভ ফাণ্ড	—	৪০ লক্ষ টাকা

পরিচালকবর্গ

শ্রী জি, ডি, বিড়লা (চেয়ারম্যান)

শ্রীঈশ্বরী প্রসাদ গোয়েঙ্কা (ভাইস্-চেয়ারম্যান)

শ্রীরমনলাল জি, সারাইয়া (ভাইস্-চেয়ারম্যান)

শ্রীঅনন্ত চরণ লাহা
শ্রীবৈজনাথ জালান
শ্রীগোবিন্দলাল বাঙ্গর
শ্রীপি, ডি, হিমৎসিঙ্কা
শ্রীরামেশ্বরলাল গোপানি
শ্রীমহাদেও এল, দাহানুকার
শ্রীমদনমোহন আর, রুইয়া
শ্রীমোহনলাল এল, শা
শ্রীমতিলাল তাপুরিয়া
শ্রীনবীনচন্দ্র মফৎলাল

জেনারেল ম্যানেজার

শ্রী বি, ডি, ঈশ্বর

ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার

শ্রী এস, ভি, সদাশিবন

ভারত ও ব্রহ্মদেশের বড় বড় শহরে ষাটটির অধিক শাখা এবং পৃথিবীর সর্বত্র এজেন্সির ব্যবস্থা থাকায়, এই ব্যাঙ্ক দেশে ও বিদেশে জনসাধারণের সেবায় সম্পূর্ণভাবে নিযুক্ত থাকিতে পারে।

Those who have finance do read

"Indian Finance"

Those who have no finance must read

"Indian Finance"

'INDIAN FINANCE'

116, Lower Circular Road, Calcutta.

বঙ্গলক্ষ্মী
ইন্সিওরেন্স লিঃ
১৪এ, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা।
• • • •
জন্মোন্নতি জনপ্রিয়তার নিদর্শন
১৯৪৬ অপেক্ষা ১৯৪৭-এ নূতন বীমা
শতকরা ৩১ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

আর্থিক ভারত

বঙ্গলক্ষ্মী
ইন্সিওরেন্স লিঃ
১৪এ, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা।
• • • •
জন্মোন্নতি জনপ্রিয়তার নিদর্শন
১৯৪৬ অপেক্ষা ১৯৪৭-এ নূতন বীমা
শতকরা ৩১ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

২য় বর্ষ ১৩ সংখ্যা] কলিকাতা, বুধবার ১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৪৭; ৩রা পৌষ, ১৩৫৪ [মূল্য ৪০

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		অর্থলোক	
ভারত ও কমনওয়েলথ		কলম্বো চুক্তির অবসান ?	
প্রাসঙ্গিক		পণ্যদ্রব্যের বাজার	
ভারতের বৈদেশিক নীতি, বিশ্বব্যাঙ্ক সংবাদ, বিদেশে ভারতীয় শিক্ষার্থী, ভারতীয় বীমা ব্যবসায়	১৬৩	স্বর্ণের উচ্চমানের মূল্যবৃদ্ধি	
সংবাদলিপি		বাজারের কথা	
লন্ডন, ওয়াশিংটন, দিল্লী, বোম্বাই		আর্থিক অবস্থিতি	
কলিকাতা কর্পোরেশনের বাজেট—১৯৪৭-৪৮	১৬৭	মৌথিক	
লন্ডনস্থ	১৬৮	বেঙ্গল্যাম্প কোম্পানির আয়ব্যয় বৃদ্ধি	

ভারত ও কমনওয়েলথ

ভারত স্বাধীন হইয়াছে আজ প্রায় দেড় বৎসর। কিন্তু এই স্বাধীনতার স্বরূপ এখনও নির্দ্ধারিত হয় নাই। বহির্জগতের ক্ষেত্রে ভারতের এই স্বাধীনতা আজ কোনও দেশের দ্বারা প্রভাবিত না হইয়া যথার্থই পূর্ণ স্বাধীনতা বুঝাইবে না বিশেষ কোন রাষ্ট্রসঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত সম-অধিকার সম্পন্ন একটি স্বশাসিত রাষ্ট্র বুঝাইবে তাহা এখনও পরিষ্কার হয় নাই। কমনওয়েলথের সহিত ভারত যুক্ত হইবে কি না তাহার মীমাংসাও নির্ভর করে উপরিউক্ত অনিশ্চয়তার অবসানের উপর। স্বাধীনতাকে সংজ্ঞার দিক হইতে অক্ষুণ্ণ রাখিতে চাহিলে কমনওয়েলথে যোগদান করা সম্ভব হইবে না। আর স্বাধীনতার সারবস্তুটি অটুট রাখিয়া স্বার্থ বা আদর্শের প্রেরণায় অপর রাষ্ট্রের সহিত মৈত্রীর সূত্রে আবদ্ধ হইতে চাহিলে কমনওয়েলথে নিশ্চয়ই যোগদান করা যাইতে পারে। অবশ্য কমনওয়েলথে যোগদান সম্পর্কে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা আছে। প্রথমত কমনওয়েলথে যোগদান [illegible]

কোন সার্থকতা আছে কিনা তৎসম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া এবং দ্বিতীয়তঃ ভারতের কমনওয়েলথে যোগদানের প্রশ্ন রাষ্ট্রসঙ্ঘ সম্পর্কে ভারতীয় গণপরিষদে গৃহীত প্রস্তাবের বিরোধী কি না তাহা স্থির করা। এই প্রশ্ন দুইটির মধ্যে আমার প্রথমটির সমাধান দ্বিতীয়টিই অধিক জটিল এবং এই শেষোক্ত প্রশ্নের সন্তোষজনক মীমাংসা করিতে না পারায় কলেই লণ্ডনে ইতিপূর্ব্বে অনুষ্ঠিত একটি ডমিনিয়ন প্রধানমন্ত্রী সম্মেলন বিশেষ কোন সুফল প্রসব করে নাই। আগামী ২১এ এপ্রিল লণ্ডনে পুনরায় ডমিনিয়ন প্রধান মন্ত্রীদের সম্মেলন আহ্বান করা হইয়াছে এবং ভারতের পক্ষ হইতে পণ্ডিত নেহরু এই সম্মেলনে যোগদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতে একশ্রেণীর লোকের মনে সংশয় দেখা দিলেও পণ্ডিত নেহরু স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিয়াছেন যে, তিনি সম্মেলনে কেবল যোগদানই করিবেন, কিন্তু ভারতের কমনওয়েলথে যোগদানের প্রশ্নের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন ভারতীয় পার্লামেন্ট

—তিনি বলেন। পণ্ডিত নেহরুর এই ঘোষণায় আশা করি সকলেই আশ্বস্ত হইবেন।

প্রশ্নটি সম্পর্কে এখন বিশদভাবে আলোচনা করা যাইতে পারে। গোড়াতেই কমনওয়েলথ বস্তুটি কি তৎসম্পর্কে পরিষ্কার হওয়া ভাল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শিল্পবিপ্লবের শক্তিকে আশ্রয় করিয়া ব্রিটেন ঊনবিংশ শতাব্দীতে সারা পৃথিবীতে সাম্রাজ্য বিস্তার করে। এই সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত কতকগুলি ছিল ঔপনিবেশ আর কতকগুলি ছিল বিজিত অঞ্চল। ঔপনিবেশগুলিতে যুদ্ধ করিয়া প্রভাব-বিস্তার করিতে হইলেও এই সকল অঞ্চলে ক্রমে ব্যাপকহারে ইউরোপীয়গণ স্থায়ীভাবে বসতি পত্তন করিয়া ওই সকল অঞ্চলে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণে পরিণত হন। সুতরাং ওই সকল অঞ্চলের শাসনকার্যে ইংলণ্ড কোন স্থানীয় অধিবাসীদের আধিপত্যের সম্মুখীন হয় না। কেবল আর্থিক স্বার্থ লইয়াই স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে লণ্ডনের ব্রিটিশ সরকারের সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছে। এইরূপ ঔপনিবেশ ছিল ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউজীল্যাণ্ড। আয়ারল্যাণ্ড ঠিক এই পর্যায়ভুক্ত ছিলনা, কারণ তৎকালে স্থানীয় অধিবাসীগণ ব্রিটেন হইতে সৌহার্দ্য ও স্বার্থে পৃথক। অপর দিকে বিজিত অঞ্চল হল ভারত, ব্রহ্ম, মিশর, সুদান, ইরাক প্রভৃতি। এশিয়ার পূর্বোক্ত দেশগুলির শাসন ক্ষমতা শুষ্কাগ্রে ইংরাজের হস্তগত হইলেও মূলতঃ কৃষিতে ও জীবনযাত্রায় স্থানীয় অধিবাসীগণ ব্রিটেনের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল থাকিয়া যায়। সুতরাং এই সকল অঞ্চলকে ব্রিটেন ঔপনিবেশিক পদ্ধতিতে শাসন করিতে চাহিলে বিজিত অঞ্চলের এই দেশগুলিতে জাতীয়তাবাদী বিপ্লব তীব্র হইয়া উঠে।

সাম্রাজ্যের অংশগুলির মধ্যে পরস্পরের এই চারিত্রিক বিভিন্নতা তখন সরকারেরও দৃষ্টি এড়ায় নাই। "সমস্ত ও স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিয়াছি"—বলিয়া যে লণ্ডন সরকার ১৯১৪-১৮ সালের প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সাম্রাজ্যের দেশগুলির সহযোগিতা প্রার্থনা করেন যুদ্ধ শেষের অবসানের পরে বিজিত বিশ্বে সেই আদর্শকে মূলমন্ত্রে গ্রহণ করিবার জন্য সাম্রাজ্যের দেশগুলি লণ্ডন সরকারকে আহ্বান জানায়। ইহারই ফলে ১৯২৬ সালে লণ্ডনে বিখ্যাত ক্যানাডা লর্ড বালফুরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় বিখ্যাত ইম্পিরিয়াল সম্মেলন। এইবার কেবল ঔপনিবেশগুলিকেই এই সম্মেলনে ডাকা হইয়াছিল এবং বিজিত অঞ্চলকে এই সম্মেলন হইতে দূরেই রাখা হইয়াছিল। এই সম্মেলনেই ঔপনিবেশগুলির নূতন নামকরণ হয় "প্রভাবাধীন অঞ্চল" বা Dominion এবং এই নূতন নামের মর্যাদাকে "ঔপনিবেশিক স্বরাজ" বা Dominion Status আখ্যা দেওয়া হয়। ১৯৩১ সালে লণ্ডনের পার্লামেণ্ট ভবনে ঔপনিবেশগুলির এই মর্যাদা আনুষ্ঠানিকভাবে সমাট কর্তৃক স্বীকৃত হয়। এইখানে সুবিধার জন্যই ব্রিটিশ সাম্রাজ্য "ব্রিটিশ সাম্রাজ্য" (British Empire) এবং ব্রিটিশ প্রভাবাধীন অঞ্চলের সাধারণ নাম (British Commonwealth) এই দুইভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে আজ মিশর, ব্রহ্ম, ভারত ও সিংহলের মত বিজিত দেশগুলিরও রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ব্রিটেনকে স্বীকার করিতে হইয়াছে এবং ইহারই ফলে "কমনওয়েলথে"র রূপ ও সংজ্ঞার সহিত সম্প্রতিকালে এশিয়ার দেশগুলির স্বাধীন সত্তা পরস্পর পরস্পরের অনুকূল ছিল সেই প্রশ্ন বিশেষভাবে জরুরী হইয়া উঠিয়াছে।

ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তিতে ব্রিটিশ প্রভাবাধীন অঞ্চলগুলির যে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় তাহার তিনি ছিল এইরূপ যে, সাধারণতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত একটি রাষ্ট্র কোন দিক হইতেই অপর রাষ্ট্রের অনুচরী হইবে না এবং সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে প্রত্যেকেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রাজ-মুকুটের (Crown) নিকট আনুগত্য স্বীকার করিবেন। এই সংজ্ঞার দ্বারা যে স্বাধীনতাকে বুঝানো হয় রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে তাহা যথার্থই পূর্ণ স্বাধীনতা, কিন্তু বহির্জগতের ক্ষেত্রে এই স্বাধীনতার সীমা ব্রিটিশ রাজমুকুটের আনুগত্যের দ্বারাবাধকতার অধীন। এই শেষোক্ত দিক হইতেই ভারতের কমনওয়েলথে যোগদান অপেক্ষাকৃত দুরূহ হইয়াছে। প্রথমতঃ বৈদেশিক কূটনীতির ক্ষেত্রে স্বাধীন ভারত যদি সার্বভৌম অস্ত্র রাখিতে চাহেন এবং রাষ্ট্র হিসাবে ভারত ব্রিটিশ রাজমুকুটের নিকট আনুগত্য স্বীকার করিলে একদিকে যেমন তাহার দিক হইতে স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকিয়া যায় অপরদিকে গণপরিষদ যে ভারতের রাষ্ট্রকর্মী "প্রজাতন্ত্র" (Republic) বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন তাহাতেও অসুবিধা সৃষ্টি হইবে। কারণ রাজার আজ্ঞাধীন গণতন্ত্র থাকিতে পারে কিন্তু প্রজাতন্ত্রে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ শাসনকর্তা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে জনসাধারণই নির্বাচিত করেন। এই দুই প্রশ্নের সন্তোষজনক মীমাংসার উপরই ভারতের কমনওয়েলথে যোগদানের সম্ভাবনা নির্ভর করিতেছে। এই প্রশ্নের মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত কমনওয়েলথে ভারতের যোগদানের সার্থকতার প্রশ্ন আলোচনা করা আমরা নিরর্থক মনে করি।

প্রা স ঙ্গি ক

ভারতের বৈদেশিক নীতি

ভারতের বৈদেশিক নীতি কি হইবে তাহা লইয়া সম্প্রতি বহু আলোচনা শুরু হইয়াছে। বিদেশ কতিপয় আটলান্টিক চুক্তির পর হইতে ভারতবাসীর মনে তথা সমগ্র পৃথিবীর মনে আমেরী যুদ্ধ সম্বন্ধে ভারতের মনোভাব কি হইবে তাহা লইয়া আলোড়নের সৃষ্টি হইয়াছে। একদিকে অল্প কম্যুনিষ্টরা এবং অন্যদিকে মার্কিনী সোভিয়েট কবিতার সমর্থনকারী অর্থাৎ দেশের ধনিক শ্রেণীর মুখপাত্রগণ ইতঃমধ্যে বিভিন্ন ঘোষণাদের জন্য বিবৃতির তুফানই করিয়াছে।

ভারত সরকারের তরফ পরিষ্কারভাবে এই দুই দলের বিরোধী ও পরিষ্কার ভাষায় ইতিমধ্যে কাউন্সিল অফ ওয়ার্ল্ড অ্যাফেয়ার্সের এক সভায় এই বিষয়ে যে বক্তৃতা করিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন যে তাহার কোন দলে না ভিড়িয়া যোগদান করিবে না তাহার তাহাদের নিরপেক্ষতা বজায় রাখিবার জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা করিবে। তিনি অবশ্য তাঁহার এই বক্তৃতায় আন্তর্জাতিক ব্যাপারে যোগাযোগ রাখিয়াছেন। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে, পৃথিবীর বর্তমান অবস্থায় নিরপেক্ষতা অবলম্বন করা কি সম্ভব।

প্রথমত ভারত নূতন কমনওয়েলথে যোগদান করিবে ইহা একপ্রকার নিশ্চিত। কমনওয়েলথে যোগদান করিলে কমনওয়েলথের অন্যান্য দেশগুলির বিপক্ষে তাহার কতখানি নিরপেক্ষতা রক্ষা করিতে পারিবে এবং তাহা সম্ভব হইবে কিনা তাহাও ভাবিবার বিষয়। দ্বিতীয়ত কমনওয়েলথভুক্ত যুদ্ধ হইলে তাহার কোন না কোন পক্ষের সাহায্য বা সমর্থন তাহাকে তাঁহার অন্তিম রক্ষার জন্যই করিতে পারিবে কি না তাহাও সন্দেহজনক। তাহাকে নিরপেক্ষ থাকিলে উহার পক্ষে বিপজ্জনক হওয়া স্বাভাবিক। তাহাতে ভারতের মত অনুন্নত ও দুর্বল দেশের পক্ষে পৃথিবীর প্রভাবশালী রাষ্ট্রগুলির প্রভাবমুক্ত হওয়া বিপজ্জনক। তাহা ছাড়াও সমস্যা এক দাঁড়াইতেছে, তাহার যদি এখন হইতে কোন বৃহৎ রাষ্ট্রের সহায়তায় তাহার সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করিয়া তাহার যোগাযোগ ব্যবস্থা দৃঢ়তর করিয়া না তুলে, তাহা হইলে ভবিষ্যৎ আক্রমণকারীর হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া সম্ভব হইবে না, ইহাও চিন্তনীয় বিষয়। আবার কোন পক্ষের সাহায্য লইতে গেলেই তাহাকে সেই পক্ষের সঙ্গে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি না পাইলে কোন পক্ষই তাহাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইবে না। তাহা হইলে তাহার কোন পক্ষে যোগ দিবে তাহা অতি শীঘ্রই স্থির করিয়া ফেলা উচিত।

আর ভারত যদি নিজের আত্মরক্ষায় এবং স্বাধীনতার সমস্ত বিধান রাখে তাহা হইলে তাহার সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকিতে পারে। কিন্তু তাহার সরকার অবলম্বিত অহিংসক নীতিকে তাহার হাতে কাজে কোন আসল দেয় বলিয়া এ পর্যন্ত কোন পরিচয় দেয় নাই। কাজেই এই বিষয়ে সরকারী ঘোষণার স্পষ্টতর হওয়া সকল দিক দিয়া বাঞ্ছনীয়।

চিনি শিল্প সংরক্ষণ

বাণিজ্য শুল্ক কর্তৃক তদন্তের পর্যালোচনাক্রমে চিনি শিল্প ও অন্যান্য ১৮টি শিল্প সম্বন্ধে বিশেষ সম্বন্ধে তাহা সংরক্ষণ ব্যবস্থার প্রস্তাবসমূহের বিল উত্থাপিত হইলে সভায় তুমুল প্রতিবাদ করিয়া উঠেন। বিশেষ করিয়া চিনি শিল্পকে আর দুই বৎসরকাল সংরক্ষণের সুযোগ দিতে সভায়ের আপত্তি যে তাহা ও সাধারণের প্রতিনিধিস্থানীয় সদস্যদেরই পরিচায়ক তাহা অবশ্য স্বীকার করি। সংরক্ষণের মেয়াদ বাড়ান হইল, কোন নূতন শিল্পকে বৈদেশিক প্রতিযোগিতা হইতে রক্ষা করিয়া তাহার প্রতিষ্ঠা সুদৃঢ় করিবার জন্য যে ভাবে সংরক্ষণ ব্যবস্থা প্রযুক্ত হইলে পরিণামে জনসাধারণকেই তাহার সমস্ত লাভের ভোগ করিতে হয়। বিদেশীয় প্রতিযোগিতার ভয় হইতে মুক্ত পাইলে চিনি শিল্প দুইটি কাজ করা যাইতে পারে। একটি হইল, আখের চাষ-আবাদে উন্নত করিয়া সংরক্ষণসাপেক্ষ শিল্পকে বর্তমানের প্রতিযোগিতা হইতে রক্ষা করা, দ্বিতীয় পন্থা হইল, সরকারী তহবিল হইতে অর্থ সাহায্য করিয়া উক্ত শিল্পের প্রতিযোগিতার শক্তি বৃদ্ধি করা। উভয় ক্ষেত্রে, জনসাধারণই প্রকৃত মূর্খি প্রদান করিয়া থাকে। প্রথমোক্ত ব্যবস্থায়, সংরক্ষিত শিল্পজাত সংসার জন্য তাহাদের অধিকতর মূল্য দিতে হয়। দ্বিতীয় অবস্থায়, সরকারী তহবিল পূর্ণ করার জন্য তাহাদের অধিকতর করভার বহন করিতে হয়। দেশের আর্থনৈতিক উন্নতি ও প্রাকৃতিক সম্পদের পূর্ণ সদ্ব্যবহারের জন্য দেশবাসী ইহা করিয়া থাকেন এই আশায় যে, অচিরকাল মধ্যেই এই শিল্প বর্ধিষ্ণু ও বৃহদাকারের হয়া বিদ্যা যে শিল্প গড়িয়া উঠিবে বা প্রতিষ্ঠিত হইবে, ভবিষ্যতে তাহা প্রচুর ও সস্তায় জীবনের উপকরণ হিসাবে অসংখ্যজনের সুবিধা প্রদান করিবে। চিনি শিল্পের সুদীর্ঘকালের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে জনসাধারণের এরূপ আশা বিফলে বলিয়াই প্রমাণিত হইবে। সংরক্ষণ ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তন করিয়া চিনি শিল্পমন্ত্রিরা বিগত ১৭ বৎসরে প্রায় ১০০ কোটি টাকা মুনাফা করিয়াছে, তন্মধ্যে ২০ কোটি টাকারও অধিক বাড়তি কর হিসাবে আদায় করিয়া লইয়াছে। মূলে হিসাবে একদিকে বৈদেশিক আমদানি বন্ধ এবং অন্যদিকে দেশের মধ্যে বিপুল চাহিদা, এই উভয়বিধ অবস্থার সুযোগে ইহারা ভোগ্যপণ্যের দাম বৃদ্ধি করিয়া যে অতিরিক্ত মুনাফা লুটিয়াছে তাহা জনসাধারণের অসন্তোষের কারণ। অথচ ১৯৪৭ সালে বিনিয়ন্ত্রণের সময়ে ইহারা চিনির বিনিময় মূল্য ৫ পয়সা হইতে ৬৫ পয়সা করিবার দাবি করে নাই। সম্প্রতি ৫৫ আনা টাকার দর নির্ধারিত হইয়াছে। বর্তমানে কারখানা খরচে চিনির মজুরি ৩৫ সের টাকা। অথচ তিনি কলকারখানার মালিক আটআনা টাকার কমে চিনি বিক্রয় করিতে সম্মত নহেন। যেন তেন প্রকারেণ ব্যবস্থা বলবৎ রাখার জন্য দাঁড়াইয়াছে যে, জনসাধারণের ঘাড়ে মুনাফার মাত্রা এখন টাকা অর্থাৎ ৩২ আনা করা। যে আশা-ভরসা লইয়া জনসাধারণ বৈধানিকসভাগী সভ্যদের পক্ষে ভোটদান করিয়াছে তাহাতে আমাদের বিশ্বাস এবং ভোটাই বাড়িয়াছে। মুখ্যত ১৭ বৎসরব্যাপী চিনি শিল্পকে সংরক্ষণ ব্যবস্থার সুযোগ দেওয়া সত্ত্বে শিল্পের অবস্থা কোন পর্যায়ে দাঁড়াইয়াছে এখন তাহার বিচার্য। চিনি শিল্পপতিদের অভিযোগ ও দাবী হইল, সংরক্ষণের সুযোগ না আরও না দিলে এই শিল্পের পক্ষিয়ার আসিয়া পড়িবে। মুনাফার অঙ্কের প্রতি লক্ষ্যপাত না করিলে, আপাতদৃষ্টিতে এই উক্তির যথার্থতা প্রতীয়মান হইবে। কিন্তু কি নিরপেক্ষ পরিস্থিতিতে বাজারে চাহিদা বাড়িয়া গিয়াছে এবং তাহার ফলে চিনির মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহার সুযোগ লইয়া চিনি শিল্পের উন্নতি ও প্রসার সাধন করা হয় নাই। বরং চিনি শিল্পের মুনাফা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৪৭ সালে চিনির উৎপাদনব্যয় ২৯ টাকার আসিত। তখন হইতে প্রমাণিত হইয়াছে ভারতের চিনি শিল্প বাজারের কোন নিজস্ব ভারত নাই। আসল কথা চিনির বিনিময় মূল্য দাঁড়াইয়া গিয়াছে, তাহার নিম্নে নামিতে চাহে না। তাহার ফলে চিনি শিল্প যে ভাবে মুনাফা করিতেছে তাহাতে চিনি

বিমিয়া কোম্পানীর সিদ্ধান্ত

প্রকাশ যে, বিমার ভারতীয় কারবার নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ বিমিয়া টাস কোম্পানের আবেদন কোম্পানী আইনের কয়েকটি ধারার কয়েকটি ধারার কয়েকটি ধারার

সংবাদলিপি

লণ্ডন

কর্মবিসাদনার প্রতিকূল বাণিজ্যিক গতি—ব্রিটিশ উৎপাদিক দর্পের বিবরণী প্রকাশ—মিঃ উইলসনের আমেরিকা যাত্রা।

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

লণ্ডন, ১৬ই মার্চ—বৃটেনের প্রতিকূল বাণিজ্যিক গতি সংযোজিত হইয়া ফেব্রুয়ারী মাসে ১ কোটি ২০ লক্ষ পাউণ্ডে দাঁড়াইয়াছে। ১৯৬৮ সালে জুলাই মাসের পর এই প্রথম বিপুল হ্রাস পূই হইয়াছে। রপ্তানি বাণিজ্য হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও ইহা সম্ভব হইয়াছে। মোট রপ্তানির মূল্য দাঁড়াইয়াছে ১৫ কোটি ৫ লক্ষ পাউণ্ড। আমদানি সেই অনুপাতে অধিকতর হ্রাস পাইয়াছে এবং উহার মূল্য-পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৬ কোটি ২০ লক্ষ পাউণ্ড। আমদানি হ্রাসে আশা সঞ্চারজনক প্রতিফলন হইলেও, বিষয়টি বিশ্লেষণকালে আমেরিকার সাময়িক পরিস্থিতি সম্পর্কেও অবহিত থাকা প্রয়োজন। কারণ অত্যাবশ্যক দ্রব্য আমদানির পরিমাণ হ্রাস পেই খাতে পাওয়া গিয়াছে। ১৯৬৮ সালের তুলনায় রপ্তানি বাণিজ্য পরিমাণ প্রায় অর্দ্ধেক বর্দ্ধিত হইলেও আমদানি বাণিজ্য দুই-তৃতীয়াংশকালের পরিমাণের তুলনায় চতুর্থ-পঞ্চমাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ আছে।

বাজেট আমদানির জন্য যুক্তরাজ্যের পরিস্থিতির সমস্যাই বিশেষ কারণ হইবে। ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বন্দর ধর্মঘট সৃষ্টি হইবার পর হইতে ব্যবসা-বাণিজ্য কঠিন হইয়া উঠিয়াছে এবং আমদানির রপ্তানি বাণিজ্যের বাধাবিঘ্ন বাধা বিপত্তির সৃষ্টি হইয়াছে। বন্দর অধিকর্তা বর্তমানে আমদানির ব্যাপারে যথাসম্ভব কঠোর বাধা-নিষেধ আরোপ করিয়াছে। এই বাধা-নিষেধ অপসারিত না হইলে বন্দর অধিকর্তার বিশেষাধিকার রপ্তানি বন্ধ রাখিতে হইবে।

'বৃটিশ উৎপাদিক দাবি' ১৯৬৯ সালের পরিকল্পনা এবং উৎপাদনের প্রধান কার্যাবলীর এক বিবরণী প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত বিবরণীতে ১৯৬৮ সাল বৃটেনের পক্ষে বিশ ঐতিহাসিক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ইংল্যাণ্ডের সাধারণভাবে, যাহা তাহার অঞ্চল হইতে অত্যাবশ্যক দ্রব্য আমদানির ব্যাপারে বিশেষভাবে দায় করিয়াছে এবং দুই পরস্পরবিরোধী বিশ্ব সমস্যের সুদর্শনের ফলে শিল্পোৎপাদনের পরিমাণ ১৯৬৯ সালের তুলনায় শতকরা ১২ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার ফলে রপ্তানির উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি সম্ভবপর হইয়াছে। তাহাড়া উৎপাদনের প্রভূত পরিমাণ উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে উহার রপ্তানি ও অন্যান্য শিল্পে ব্যাপকভাবে ব্যবহার সম্ভব হইয়াছে। বৈদেশিক বাণিজ্য ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি ও 'অদৃশ্য' আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৬৯-৬৮ সালে আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি বৈদেশিক বাণিজ্যজনিত ক্ষতির পরিপূরণের জন্যেও যথেষ্ট হইয়াছে।

প্রভূত উন্নতি ঘটিলেও বৃটিশ অর্থনীতির ক্ষেত্রে চরম দুর্ভাবনার সৃষ্টি করিয়াছে। সাপ্তাহিক ভিত্তি হইল এই উন্নতির সমস্যা। দ্বিতীয়তঃ কি করিয়া মূলধনী ও আমদানির সাময়িক বাধানিষেধ বলবৎ করা যায়। দীর্ঘকালীনভাবে সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজন হইল অধিক হইতে অধিকতর হারে ও ক্ষেত্রের উৎপাদন বৃদ্ধি করা, দ্বিতীয়তঃ মোটের ক্ষেত্রে রপ্তানি বৃদ্ধি করা যেখানে বিনিময়ের মূল্য বা হারের অর্জন করা সম্ভব, সেই দিক হইতে উন্নত আমেরিকার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। তৃতীয়তঃ যে সব ক্ষেত্র হইতে হারের অধিক মূল্যের বিনিময়ে আমদানি করিতে হয় সেই সব অঞ্চল হইতে আমদানির পরিমাণ হ্রাস করা। চতুর্থতঃ উপনিবেশের উন্নয়ন কাজে সাহায্য করা—যাহাতে উপনিবেশসমূহের অর্থিক উন্নয়ন হারের সংরক্ষিত হয়, পঞ্চমতঃ ইহাদিগ যুক্তরাজ্যভুক্ত দেশগুলিকে একান্তভাবে সাহায্য করা যাহাতে তাহাদের হারের সমস্যা বৃদ্ধি পায় এবং হারের ব্যবহার ক্ষেত্র বৃদ্ধি পায়।

উৎপাদন ও রপ্তানির লক্ষ্য বিষয়ক বাজের প্রভাবিত হইতেছে যে, এই ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা সক্রিয়। কারখানা ও যুক্তরাজ্যে চলতি বৎসরে বৃটেনের বিক্রয় পরিমাণ বৃদ্ধির সম্ভাবনা উজ্জ্বল আছে। চলতি বৎসরে বৃটিশ অর্থনীতির উন্নতি একমাত্র ও প্রধান লক্ষ্য করা উচিত। প্রধান শিল্পসমূহে—রসায়ন, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি শিল্পে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বৃটেনকে সর্বোপরি চেষ্টা করিতে হইবে। যাহাদের বিশেষ করিয়া রপ্তানি ক্ষেত্রে এবং উৎপাদিত দ্রব্যের প্রধান উপর প্রতিযোগিতা সক্রিয় লক্ষ্য রাখিতে হইবে। মুদ্রাস্ফীতি এবং জীবনযাত্রার ব্যয়বৃদ্ধির সম্ভাবনা রোধ করিবার জন্য ১৯৬৯-৭০ সালেই অনুকূল সর্বাধিক লক্ষ্য অবলম্বন করিতে হইবে। সালের বিবরণী প্রকাশিত হইবার পর আশা করা যায় যে, বাণিজ্য-সচিবের সভাপতিত্বে ব্রিটিশ উইলসন রপ্তানির বৃদ্ধির জন্য আগামী যে মাসের কোনসময়ে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা পরিভ্রমণে যাইবেন।

ওয়াশিংটন

যুক্তরাষ্ট্রের রপ্তানি বাণিজ্য—আর্থিক শক্তির ব্যবসায়িক ক্ষেত্র—ভারতে বেতার সাজসরঞ্জাম রপ্তানি।

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

ওয়াশিংটন, ১৯৫ মার্চ—বাণিজ্য বিভাগের সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী, আমদানির অনুপাতে রপ্তানির পরিমাণ অধিকতর হইলেও ১৯৬৯ সালের তুলনায় রপ্তানির পরিমাণে প্রায় ৪০,০০,০০,০০০ ডলার হ্রাস পাইয়াছে। ১৯৬৮ সালে রপ্তানিবৃদ্ধি দুই হইলেও আমদানির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে ১,০০,০০,০০০ ডলার। ইহা বিশেষজ্ঞ উৎপাদন বৃদ্ধি ও আমদানির ফলেই বিস্তারিত প্রতিফলিত করিয়াছে।

বৃটেনের বিশেষ বৃদ্ধির কারণ অবশ্য দেশের অর্থ ও ডলার সম্পর্কে ধারণা দূরে। আমেরিকার আমদানি-নিয়ন্ত্রণের ফল বেসরকারীভাবে বিশেষজ্ঞদের উদ্বেগ বৃদ্ধিকালে আর্থিক শক্তি ক্রমিক্রমে কিছু সুযোগ ও পাইক বলেন যে, মিকাই করিয়াছে আর্থিকভাবে অবনতি আসিবে পক্ষিম পরিস্থিতি বিশেষজ্ঞ বিভিন্নে প্রতিযোগিতা করিয়ে সক্ষম হইবে না। সুতরাং তৈল বা অন্যান্য মজুদের উৎপাদিত শক্তির ক্রমিক্রম সম্পর্কে চিন্তিত হইবার কোন হেতু নাই। তিনি জানান যে, যুক্তরাষ্ট্রে ইউ-রিয়ম সম্পর্ক আন্তর্জাতিক ব্যাপারে সন্তোষজনকভাবে অগ্রসর হইতেছে না। আর্থিকারের ক্ষেত্রে মূলধন নূতন পদ্ধতি উদ্ভাবনে সাহায্য করার জন্য তিনি সেক্রেটারিয়েট শিল্পপতিদের আহ্বান জানান

আরও প্রকাশ যে, 'ওয়েলস্টিং ব্রাউন ইলেক্ট্রিক্যাল ইন্টার্ন প্রাথমিক কোম্পানি ভারত সরকারকে জানাই, ভারতের ৭ বাণিজ্যিকীয়ে ডিজিটাল পাঁচশালী বেতার প্রেরক যন্ত্রপাতির জন্য ১০ লক্ষ ডলার মূল্যের সাজসরঞ্জাম বিক্রয় করিয়াছে। ব্রাউন-কোম্পানির পক্ষ হইতে একজন বিশেষজ্ঞ বিভাগীয়ের ভারত অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। তিনি নূতন কেন্দ্রসমূহে যন্ত্রপাতি ইত্যাদি স্থাপনে সাহায্য করিবেন। আরও জানা গিয়াছে যে, ঐ সমস্ত সাজসরঞ্জাম রেলওয়ে বন্দর আফিস সৌধাবলীতে এবং অন্যান্য কয়েক স্থানের মধ্যে ঐ সকল কেন্দ্র কার্যোপযোগী করা হইবে।

বেকার লিমিটেড

(BAKER LIMITED)

পামিডাটি, ২৪ পরগণা

বৈদ্যুতিক মোটর, ডায়নামো, পাম্প, এ-সি, ডি-সি জেনারেটার, ওয়েলডিং ট্রান্সফরমার, স্পট ওয়েলডার এবং সর্বপ্রকার ইলেক্ট্রোড সরবরাহকারক।

অর্ডার দিলে আমরা ইলেকট্রিক সংক্রান্ত যে কোন মাল সরবরাহ করিতে পারি।

দিল্লী

ভারতীয় উন্নয়ন-ঋণ বিল—ভারতীয় শিল্পোদ্যমে ব্যক্তিগত বৈদেশিক মূলধন বিনিয়োগ প্রসঙ্গ—ডাকমাশুলের হার-বৃদ্ধি

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

দিল্লী, ১৩ই মার্চ—পার্লামেন্টে ঋণ আদেয়ন ও ঋণ-প্রত্যর্পণের দায় বিল পাশ হওয়ায়, দেশীয় রাজ্য, অর্থ, ডাক, শিক্ষা, শ্রম, আইনমন্ত্রক, যোগাযোগ, রাস্তা, কৃষি, প্রভৃতি মন্ত্রকসমূহের ব্যয় বরাদ্দ মঞ্জুর করা হয়। অর্থমন্ত্রী অন্যান্য মন্ত্রকের ব্যয় বরাদ্দ বিবেচনাকে অনুমোদিত হয়। অর্থ-মন্ত্রকের ব্যয়-বরাদ্দ দাবী সম্পর্কিত আলোচনার প্রসঙ্গে বক্তৃতায় বৈদেশিক মূলধন আমদানি, ভারতীয় আয় কমিটি ও আয়কর উন্নয়ন তহবিল গঠনের সম্ভাবনা প্রভৃতি প্রসঙ্গের উল্লেখ করেন।

আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক হইতে ঋণের উচ্চ হারে সুদ-প্রদান ও দীর্ঘকালীন পরিশোধ-চুক্তিতে অর্থ সংগ্রহ সম্পর্কে তিনি সতর্কতার প্রয়োজন করেন। ব্যক্তিগত বৈদেশিক মূলধনকে ভারতীয় শিল্প মূলধন বিস্তার কার্যে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের বিষয়ে অর্থমন্ত্রী সুস্পষ্ট অভিমত প্রকাশ করেন। আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক বিষয়ক এক প্রশ্নের মূলধন সংগ্রহের সঙ্গে তুলনা দিয়াছেন। আমেরী ব্যক্তিগত বৈদেশিক মূলধন বিনিয়োগের প্রস্তাব গ্রহণের জন্য পরিবর্তে আশ্বাস জানান। তিনি বলেন, বিদেশী-কর্তৃক মূলধন বিনিয়োগের ফলে পরিচালনার বৈদেশিক সংস্থা সৃষ্টি হইলে কেবল অর্থ সংগ্রহের সুবিধাই হইবে না, উপরন্তু উৎপাদন সংগঠনের সুযোগও হইবে।

আয়কর বিভাগে আয়ের আয় সম্পর্কে অনুসন্ধান-সূচক লেখার অপ-ব্যবহার বিষয়ক এক প্রশ্নের অর্থমন্ত্রী জানান। শ্রীযুক্ত মে বি দেশাই প্রস্তাব করেন যে, কমিটি যেন আয়কর ৬৮ লাখের দ্বারা উহাদের বিষয়টি পেশ করেন। রাজস্ব আয়কর বাবদ বহুকোটি টাকার পুরোনো কর-নির্ধারণ সম্পর্কে পর্যালোচনার প্রয়োজন আছে। এইরূপ সমালোচনার জবাব দিয়াছেন যে, কেবলমাত্র আয়ের বহুল পরিমাণ কর বকেয়া রাখিয়া রহিলে অর্থনীতিবিদগণের কর-নির্ধারণই ব্যর্থতায় পরিণতি। বেসামরিক খাতে ব্যয়সংকোচের প্রস্তাবের সেনাবাহিনী খাতের তুলনায় কম বলিয়া অর্থমন্ত্রী মনে করেন। পরোক্ষকর সম্পর্কে তিনি বলেন যে তাঁহাদের তিনি যদি উহার খাতেই বরাদ্দ করা হয়, তবে তিনি পরোক্ষকর হ্রাস করার কাজে সেই উদ্বৃত্ত অর্থ ব্যবহার করিবেন না, সেই অর্থ হইতে আয়কর উন্নয়ন তহবিল গঠন করিয়া কৃষিজীবীদের অবস্থার উন্নয়ন ব্যবস্থা করিবেন।

আলোচনায় বিভিন্ন দলের পক্ষ হইতে অধিকাংশ ব্যয়বরাদ্দ মঞ্জুরের দাবী জানান হয়। কিন্তু পরিবর্তে মুলতুবি নোটিস অবলম্বন করিয়া কিছু ব্যয়বরাদ্দ সম্পর্কে ছাঁটাই প্রস্তাব আনয়ন করেন। দেশ বিদ্যুৎ হইতে মৌলানা আজাদকে সৌজন্যসাধন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। শিক্ষাক্ষেত্রে সামাজিক ও পূর্ত বিভাগের শিক্ষা-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে উচ্চতর প্রশ্নের অবতারণা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত মে বি দেশাই প্রস্তাব করেন যে, কমিটি যেন আয়কর ৬৮ লাখের দ্বারা উহাদের বিষয়টি পেশ করেন। রাজস্ব আয়কর বাবদ বহুকোটি টাকার পুরোনো কর-নির্ধারণ সম্পর্কে পর্যালোচনার প্রয়োজন আছে। এইরূপ সমালোচনার জবাব দিয়াছেন যে, কেবলমাত্র আয়ের বহুল পরিমাণ কর বকেয়া রাখিয়া রহিলে অর্থনীতিবিদগণের কর-নির্ধারণই ব্যর্থতায় পরিণতি। বেসামরিক খাতে ব্যয়সংকোচের প্রস্তাবের সেনাবাহিনী খাতের তুলনায় কম বলিয়া অর্থমন্ত্রী মনে করেন। পরোক্ষকর সম্পর্কে তিনি বলেন যে তাঁহাদের তিনি যদি উহার খাতেই বরাদ্দ করা হয়, তবে তিনি পরোক্ষকর হ্রাস করার কাজে সেই উদ্বৃত্ত অর্থ ব্যবহার করিবেন না, সেই অর্থ হইতে আয়কর উন্নয়ন তহবিল গঠন করিয়া কৃষিজীবীদের অবস্থার উন্নয়ন ব্যবস্থা করিবেন।

ডাকমাশুলের হার-বৃদ্ধি সম্পর্কে বিরুদ্ধ প্রস্তাব

ইন্দোর এইরূপ অভিযোগ করেন যে, প্রস্তাবিত বিধেয় ডাক ব্যবস্থাকে পরোক্ষভাবে সরাসরি করা এবং মাইট এবার যেসব সাহিত্যে বিমুক্ত বিধেয় কোম্পানীগুলি সাহায্য লাভের বঞ্চিতেছেই ইহার মূলে রহিয়াছে। যোগাযোগ-সচিব মাধবীয় আয়ার উক্ত অভিযোগ অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, আয়ারী মাস হইতে পত্রিকা ও ডাক বেইল প্রভৃতির হারে যেসব সাহিত্যাবাদীর আনা হইবে। এবং ক্রমে ক্রমে পত্রিকা ও বাণ্ডিল যেসব উপরোক্ত সাহিত্যের অধীনে আনার চেষ্টা করা হইবে। ডাক বিভাগ হইতে পূর্বেই কোটি টাকা লাভ হইবে। বর্তমানে উক্ত বিভাগকে ২ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা ক্ষতি স্বীকার করিতে হইতেছে। ইহার মূলের হার বৃদ্ধি ছাড়া উক্ত ক্ষতি পরিপূরণ করা সম্ভব নহে।

রেলমন্ত্রী যাত্রীভাড়া বৃদ্ধির প্রস্তাব তিনি গ্রহণ করিতে অসম্মতি জানান। কারণ প্রতিটি লোকমাইলে রেলের ক্ষতি ১ পাই এর অধিক নয়। তাছাড়া এক্ষেত্রে যাত্রী হইতেই সরকার কিছু পরিমাণ আয় করিয়া থাকেন। রেলকর্মচারীদের অন্যান্য বিভাগের সরকারের লোকসান বহু। রাজস্বের পক্ষ হইতে শ্রীনন্দরামদাস পৌলচন্দ্রের আপোষিক বাজেটারি ঘোষণা করেন। তিনি বলেন যে ১৯৫৯ সালের পর ভারত খাদ্যের ব্যাপারে স্বাবলম্বী হইয়া উঠিবে এবং বিদেশ হইতে আমদানির প্রয়োজন হইবে না।

বোম্বাই

জাহাজী মালুম-রায়—অপ্রীতিকর প্রতিদ্বন্দ্বিতা—স্যার এম ওয়াশিয়ার অবসরগ্রহণ—কমিটীজী উৎপাত ও সরকারী ব্যবস্থা

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

বোম্বাই, ১৩ই মার্চ—পশ্চিম উপকূলে ইউরোপগামী জাহাজ কোম্পানীগুলির মধ্যে মালুম-রায় সংক্রান্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা অধিকতর গভীরে চলিয়াছে। প্রতি বিদায়ের অন্তরই রায়ের অধিকতর হ্রাস লক্ষিত হইতেছে। অল্প কয়েকদিন কমিটী যে হার ঘোষণা করিয়াছে তাহা পূর্বপ্রচলিত হারের তুলনায় শতকরা ৫ ভাগ কম। কিন্তু চার কোম্পানীগুলির জাহাজ কিছুটা বেশী। কয়েকটি ভারতীয় কোম্পানীগুলিকেও সমর্থন করিয়াছেন এবং ভারতীয় নাবিক ও মাল-উত্তোলনকারী শ্রমিকদের স্বার্থে সাহায্য চেষ্টা করিতেছেন। বোম্বাই পোতাশ্রয়ে আগতপ্রায় তাঁহ জাহাজসমূহ সম্পর্কে বন্দর নীতি অনুসরণ করার বিষয় বন্দর কর্তৃপক্ষ নাবিক ভাবিতেছেন। অধিকাংশ জাহাজী প্রতিনিধিরাই বন্দর নীতি সমর্থন করিতেছেন এবং তাঁহ জাহাজে মালবোঝাই ব্যাপারে উৎসাহ দেখাইতেছেন। নিখিল ভারত সেভিমেন কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার মি এস এ সাহার এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, দুটি জাহাজী কনফারেন্স এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার সমাধান ঘটাইতে পারেন। ও সেভিনমুল এন্ড কোম্পানীর জাহাজ চারদিন আগেই বোম্বাই বন্দরে পৌঁছিয়াছে এবং হার প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিলক্ষিত হইতেছে।

ইতিমধ্যে ভারত সরকারও সমস্যার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছেন। ভারতের বিদেশস্থ রাষ্ট্রদূতাবাসগুলিতে ইউরোপের হার প্রতিদ্বন্দ্বিতা বন্ধ করিবার ব্যাপারে সম্পর্কে অবহিত হইতে নির্দেশ দিয়াছেন। ভারতীয় কোম্পানীগুলি এ ব্যাপারে সরকারী নির্দেশের অপেক্ষায় রহিয়াছে।

বোম্বাই বন্দর নিয়ন্ত্রণ প্রধানমন্ত্র পরিচালক স্যার এম ওয়াশিয়া প্রত্যহ পরিচালন ক্ষেত্র হইতে সাড়ে আটাশ বৎসরকাল পর অবসর গ্রহণ করিলেন। উনি পরিচালনাধীনে ছিল, বিখ্যাত স্যার মিলস্ এবং বোম্বাই ডকইয়ার্ড মিলস্। তাঁহার পরিচালন অমলা সুবিদিত এবং উক্ত মিলগুলির উন্নয়নের উন্নতি ও সমৃদ্ধি তাহার অবদান সাক্ষ্য।

কমিটীগুলির পরস্পর কর্মনীতির ফলে যেসব কি বিভিন্নতর পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে পরিবর্তে বিভিন্নকালে তাহা সভিন শ্রীযুক্ত দেশাই তাহার পরিচয় উন্মোচন করেন। তিনি পরিবর্তে এই আশা যেন যে সরকার সমযোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেছে। তবে আলোচনাচক্রের না করা পর্যন্ত প্রত্যেক কমিটীগুলিকে উৎপাদ সম্পর্কিত সরকারী ব্যবস্থা মূল সামাজিক আকারের হইবে যাবা। কারণ, সরকার যাহা সমাধান নির্দেশ করিয়াছেন তাহার অন্যান্য এবং কমিটীগুলির প্রসারে সরকার অসন্তোষজনক শিথিল নিয়ন্ত্রণাধীন রোধ করার উপর।

কলিকাতা কর্পোরেশনের বাজেট—১৯৪৯-৫০

গতকাল আগামী ১লা এপ্রিল তারিখে কর্পোরেশনের তহবিলে সওয়া চৌদ্দ লক্ষ টাকা মজুত থাকিবে, বৎসরে পাঁচ কোটি সওয়া চার লক্ষ টাকা আয় এবং পাঁচ কোটি সাতে এগার লক্ষ টাকা খরচ হইবে ও বৎসরের মজুত তহবিলে যায় সাত লক্ষ টাকা অবশিষ্ট থাকিবে। নূতন বাড়ীর কর সম্পর্কে গতকল্য আট আনা কর বাদে আগামী বৎসর বাড়ীর উপর শতকরা ২১½ হারে কর আদায়ের জন্য সুপারিশ করা হইয়াছে, মুদুরের উপর বার্ষিক ৫৲ এবং অন্যান্য মিউনিসিপালে আইনে নির্দ্দিষ্ট হার অনুসারে আয়ের জন্য আবশ্যক পরিচালন সদস্য বিবেচনা করিয়াছেন।

উদ্বৃত্ত না থাকায় কর প্রবর্ত্তনের অবসর হ্রাস পাইয়াছে। সেজন্য আগামী বৎসর মূলধন খাতে কোন কাজের জন্য কিংবা সরকারী কর পরিশোধের উদ্দেশ্যে নূতন কোন কর প্রবর্ত্তনের প্রস্তাব করা যায় নাই। কতকগুলি কাজের জন্য পূর্ব্বে কর মঞ্জুর হইয়াছিল। কিন্তু মজুরী বাড়িয়া যাওয়ায় কিংবা জিনিষপত্রের দর চড়ায় যে সম্পর্কে পূর্ব্ব অনুমান অপেক্ষা বেশী ব্যয়ের সম্ভাবনা হইয়াছে। আবার কর সংগ্রহের অনুমতি না পাওয়ায় জন্য কতকগুলি অত্যাবশ্যক কাজে হাত দেওয়া সম্ভব হয় নাই।

বাজেট বক্তৃতা বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে তাঁহারা পরিচালক জানাইয়াছেন যে, পাঁচশ বছ সরকারের নিয়ন্ত্রণ অনুসারে ঘর-বাড়ীর মূল্য পুনঃ নির্দ্ধারিত হইতেছে আগামী বৎসরের মধ্যে উহা শেষ হইবে এবং ১৯৫০ এপ্রিল হইতে নূতন মূল্য হার অনুসারে কর আদায় করা যাইবে বলিয়া তিনি আশা করেন। ইহার ফলে কর্পোরেশনের আয় বাড়ী লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইবে তত্ত্বাবধীন সরকার মধ্যে বিক্রিত কোন কোন পণ্যের উপর নগর থাকনের একটি প্রস্তাব সরকার এখনে বিবেচনা করিতেছেন।

পরিচালক আশা দিয়াছেন যে, ঐরূপ অনুমতি পাওয়া গেলে নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পক্ষে অপরিহার্য্য পণ্যগুলি বাদ দিয়া বাকি অপর পণ্যের উপর উক্ত কর ধার্য্য হইবে। তিনি আশা করেন যে উপরোক্ত দুইটি খাতে আয় বৃদ্ধির ফলে ১৯৪৯-৫১ সাল হইতে কর্পোরেশনের আর্থিক স্বাচ্ছন্দতা ফিরিবে। সে বৎসর হইতে নির্ব্বাচিত সদস্যগণ পুনরায় অবৈতনিক প্রতিনিধিত্বের মূক অবস্থায় মাসিকসিদের প্রতি দাবির পালন করিতে হইবে না।

জনস্বল্প জলিকরের সম্বন্ধে পর্য্যাপ্ত পরিমাণ জল সরবরাহ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইলে কর্পোরেশনের প্রধান কর্ম্মকর্তা শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র নাথ রায় জানান যে পানীয় জলের নূতন পরিশোধক পরিকল্পনা করা হইয়াছে তাহা হইতে ১৮০ লক্ষ গ্যালন জল বেশী পাওয়া যাইবে। সরকার এই পরিকল্পনা ও ইহার জন্য ঋণ মঞ্জুর অনুমোদন করিয়াছেন। তিনি আশা করেন যে আগামী বৎসরে এপ্রিল মাস নাগাদ এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা সম্ভব হইবে এবং তাহাতে কলিকাতাবাসীদের প্রায় ১৫০ লক্ষ গ্যালন জল সরবরাহ করা সম্ভব হইবে।

প্রস্তাবিত মশকর সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তরে এডিশনিষ্ট্রেটর অভিমত জানান যে, ইহাতে প্রায় সওয়া চব্বিশ লক্ষ টাকা ব্যয় দাঁড়াইবে: তিনি আরও জানান যে, সুরে ব্যবসায় করলা বাদে করলা, ঔষধ পাট, শিমার চর্ম্মশিল্পের বাহিরে প্রস্তুত প্রসাধনদ্রব্য, ঘিয়ের ডুপ, গুঁড়া দুধ, বিদেশী লিম্ব প্রভৃতির উপর এই কর বসান হইবে।

কর্পোরেশনের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত প্রাথমিক শিক্ষার বিদ্যালয়গুলি সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তরে জানান হয় যে এই প্রকার ২১১ বিদ্যালয় আছে ও পঁচিশ হাজার ছাত্র এই বিদ্যালয়গুলিতে পড়াশুনা করে। শ্রীযুক্ত রায় আরও বলেন যে নূতন বিদ্যালয়গুলিতে বুনিয়াদী শিক্ষা প্রবর্ত্তনের ইচ্ছা আছে এই উদ্দেশ্যে কয়েকজন শিক্ষককে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। লেডী উইলিংডন পরিকল্পনা কেন স্থগিত রাখা হইয়াছে সেই সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইলে শ্রীযুক্ত রায় জানান যে সকল দেশেই এই সমস্যা গভীরভাবে দেখা দিয়াছে: লেডী বুলিয়া বিদ্যা নূতনভাবে যাগোপযোগী সুর প্রবর্ত্তন করিয়া যদি অপেক্ষাকৃত কম বেতনের প্রতিকল্পিতকে এই সকল সুরে বাস করিবার সুযোগ দেওয়া হয় তাহা হইলে সুবিধাবাদের জন্য যে অর্থ ব্যয়িত হইবে তাহা এই সকল লোকের নিকট হইতে আদায় করা কঠিন হইবে। পরবর্ত্তী বৎসরে যেন অগ্রগতির ভিত্তিতে যদি এই প্রকার পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা হয় তাহা হইলে মোট মিউনিসিপাল পুঁজির শতকরা প্রায় ১০ আনার পার্থক্য দেখা যাইবে। সরকারের নিকট হইতে এই পরিশোধ অর্থ সাহায্য পাওয়া না যাইলে এই প্রকার পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার সম্ভাবনা অত্যন্ত কম।

এই বাজেটের বিশেষত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইলে শ্রীযুক্ত রায় বলেন যে কর্পোরেশনের যে সকল লাভজনক সম্পত্তি আছে তাহা নষ্ট না করিয়া বর্ত্তমান অবস্থায় মাসিকসদস্যের ঘরচা বৃদ্ধিতে সুবিধা দেওয়া যাইতে পারে বর্ত্তমান বাজেটে তাহাই চেষ্টা করা হইয়াছে।

পূর্ব্ব বৎসরের উদ্বৃত্ত তহবিল	১২১৫০০০৲
আনুমানিক আয়	৫০৪৫০০০৲
	৫১৬৬১০০৲
আনুমানিক ব্যয়	৫১৫৬১০০৲
৩১-৩-৫০ তারিখে উদ্বৃত্ত	১৩১০০০৲

আয়

খাত	পরিমাণ (টাকার হিসাব)
বাড়ী ভাড়া	৩০৫,৬৬,০০০
বৃত্তিকর	২৪,৫০,০০০
সরকারী সাহায্য	৭৮,১২,৫০০
জল সরবরাহ	১২,১৫,০০০
জমাইকানা ও ঘোড়াগাড়ী	২৩,২০,৮০০
অফি, বাড়ী ইত্যাদি বিক্রয়	৩,০১,৬০০
মোটর লাইসেন্স বিভাগের নিকট অতিপূরণ	৪,৫০,০০০
বাড়ী ভাড়া বেআই ফি	৩১,৫০,০০০

ব্যয়

খাত	বরাদ্দ (টাকার হিসাবে)
এস্টাব্লিশমেন্ট	১,১৯,২০,৯২০
কমিশনারের মহাশয়োতা	৩২,৭৬,০০০
বাড়ীর মূল্য পুনর্নির্দ্ধারণ	৩০০,০০০
নূতন কাজের জন্য	৯,৩৩,৯০৪
ঋণ পরিশোধ	১২,৭৪,৯০০
সুদ	৫৭,০৫,৩০০
ধরচল	৫,৯৫,৩০০
প্রাথমিক শিক্ষা	১৭,১৪,৯০০
কর্পোরেশন বিদ্যালয়ে সাহায্য	১,৪০,০০০
(বেসরকারী সাহায্য)	
হাসপাতাল ও চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান সমূহে সাহায্য	৭৮২,০০০
চিকিৎসায় প্রভৃতি আয়ে	৩৩৫,৭৫০
রাস্তার আলোকব্যবস্থা	৮০,০০০
বৃক্ষের কল্যাণ	১৫,০০০
কর্মচারীদের সন্তানের ধাত্রী সরবরাহ	৩৪০,০০০
বর্দ্ধমানের বেতন বৃদ্ধিবাবদ	৪৫,০০০
শ্রমিকদের বাড়ীভাড়া	২১৯,০০০
মোটর ইত্যাদি খাতে	৩৫,৯১,৮৮০

এছাড়া ১৯৪৯-৫০ সালে বিয়োজন ভাড়াও কর বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

* ১। বাড়ী ভাড়া সর্ব্বসাধারণে শতকরা ১½ হার ও ৩৭৫৲ ভাড়া বার্ষিক টাকা বাদে শতকরা ½ হার, বার্ষিক ৫ টাকা হারে মুদুরের টাকা এবং কলিকাতা মিউনিসিপাল আইনানুসারে অন্যান্য টাকা।

২। সাইলেন্স প্রাণ্ড ওয়ার হাউসগুলির উপর পূর্ব্ব বৎসরের হার শতকরা ১৫ হার হারে ফি আদায় করা হইবে।

সঙ্কলন

ভারতীয় পরিকল্পনা কমিটি বিলোপ

প্রায় দশ বৎসর পূর্বে তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি যে ভারতীয় পরিকল্পনা পরিষদ গঠন করিয়াছিলেন তাহা তাহার নেতৃত্বে বিলুপ্ত হইয়াছে।

পরিষদের সেক্রেটারী বলেন এই সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত হয়। সেসময় এই মর্মে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় যে কমিটির উপরে ন্যস্ত দায়িত্বভার সম্পূর্ণ করার পর তাহাদের উদ্দেশ্য পূরণ হইয়াছে বলিয়া তাঁহারা মনে করেন। কংগ্রেস কমিটি ভারত কংগ্রেসের সভাপতির নিকট তাহার রিপোর্ট পেশ করার পরে উহা তাহাদের নেতৃত্বে বিলুপ্ত করিয়াছে। এই সভায় কমিটির সেক্রেটারী পণ্ডিত নেহরু, ডাঃ কে. টি. শেহ, ডাঃ বি. এন ব্যানার্জি, অধ্যাপক এ, কে সাহা, অধ্যাপক কে. টি. শাহ উপস্থিত ছিলেন। কমিটি ভারতীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করিবার জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করিয়াছেন। উক্ত কমিটিতে কংগ্রেস সভাপতি, ভারতের প্রধানমন্ত্রী, শিল্প ও সরবরাহ মন্ত্রিগণ, অধ্যাপক কে. টি. শাহ, সেক্রেটারী ডাঃ কে. বি. শেহ এবং ডিরেক্টর সেবা সংঘের সভাপতি আছেন। কমিটি গঠিত হওয়ার পর হইতে এপর্যন্ত উহাদের কার্যকলাপের একটি বিবরণ পেশ করিয়াছেন।

ভারতের বরাদ্দ সম

আন্তর্জাতিক সম চুক্তি অনুযায়ী সবের যে সংযোজন ও সংশোধন করা নির্ধারিত হইয়াছে তাহার ফলে ভারতের বরাদ্দকৃত আসলটি শত অনেক পরিমাণে কমিয়া যাইবে, তাহার এই বৎসরে উপরি-উক্ত হারে ৩৯ লক্ষ টাকা পাইবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি পাইয়াছে। কেন্দ্রীয় খাদ্য বিভাগের ডাইরেক্টর মুদালিয়ার অত্র আন্তর্জাতিক অনুচ্ছেদ চুক্তির ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে উপরিউক্ত কথা প্রকাশ করেন। তিনি আরও বলেন যে এই অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ভারত বর্তমানে ও আগামী বৎসরে চাউলের উৎপাদনবৃদ্ধির জন্য অধিক সুবিধা পাইতে পারিবে।

উক্ত মুদালিয়ার আরও বলেন যে, চুক্তির ফলে ভারতের পক্ষে অবশ্য সর্বোচ্চমূল্য বর্ষ টাকা হয় আনা ও সর্বনিম্নমূল্য সাত টাকা তিন আনা হইবে। বর্তমানে ভারতকে সমান টাকা বন্ধ করে ক্রয় করিতে হইতেছে। সর্বনিম্ন দর না পাইলে আবশ্যিকভাবে যেসব দেশের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে লইবার কোন বাধ্যবাধকতা নাই।

তিনি আরও বলেন যে, ১৯৫১ সালের শেষে ভারতকে খাদ্যসম্পর্কে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিবার যে পরিকল্পনা করা হইয়াছে, নূতন চুক্তি-ভারার বিরোধী হইবে না। ১৯৪৯-৫০ সালের পর ভারতকে আর অধিক পরিমাণে সম আমদানি করিতে হইবে না

১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের পটভূমি নিষ্ক্রিয়ক কমিটি ও ১৯৪৭ সালের পুনর্যোজনার কমিটি মূল্য বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার যাহাতে বেশী টাকা দিয়া ভারত খাদ্যশস্য ক্রয় করিতে পারেন সেজন্য সুপারিশ করেন, আন্তর্জাতিক অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সবের সর্বোচ্চ মূল্য বজায় থাকিলে উক্ত কেন্দ্রীয় সরকার সাহায্য সুবিধা হইবে।

ভারতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধিদল

শীঘ্রই পোলিশ বাণিজ্য প্রতিনিধি দল ভারতে পৌঁছিবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। প্রকাশ, পোলাণ্ড ভারতকে কয়লা এবং কল সরবরাহ করিবে পারে। উহার বিনিময়ে পোলাণ্ড ভারত হইতে পাট এবং অন্যান্য দ্রব্য (যাহা সরবরাহ করিবার মত অবস্থা ভারতের আছে) পাইবার আশা করে।

অনুরূপভাবে একটি বিদেশীয় বাণিজ্য বিফলত ভারতে আসিতে পারে। প্রকাশ, বিদেশ ভারতকে চাউল ও তুলা সরবরাহের প্রস্তাব করিবে।

ইতিপূর্বে কায়েকটি রাষ্ট্র হইতে একটি বাণিজ্য বিফলত এদেশে আসিয়াছে। বাণিজ্য চুক্তি সম্পর্কে ঐ বিফলত ভারত সরকারের বিভিন্ন বিভাগের কর্তৃত আলাপ আলোচনা করিয়াছে। কেহ কেহ বলিয়া বিফলের কর্মিতও আলোচনা চলিয়াছে।

প্রকাশ, এই সকল আলোচনা যোগসাজশী এবং তথা সংযোগমূলক।

পশ্চিমবঙ্গে জাহাজশিল্প প্রতিষ্ঠা

পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে গত পরিষদ প্রাক্কালীন অধিবেশনে শিল্প-উন্নয়ন মূলক বিবিধ বাবে প্রায়ণে লক্ষ সাত হাজার টাকা বায়বরাদ্দের দাবী উত্থাপন করিয়া অর্থসচিব ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় পশ্চিম বঙ্গ সরকারের শিল্পনীতি এবং বিভিন্ন শিল্প পরিকল্পনাসমূহের বিস্তৃত বিবরণ দান করেন।

প্রবেশের শিল্প উন্নয়নের পথে অর্থ, ভূমি, অভিজ্ঞ শ্রমিক প্রভৃতির অভাবজনিত অসুবিধাসমূহের উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, এই সকল বাধা সত্ত্বেও বহুবিধ নূতন সরকার যেসব শিল্পোদ্যমের জন্য চেষ্টা করিতেছেন। অর্থসচিব ঘোষণা করেন যে সরকার ইতিমধ্যেই উহার কলিকাতায় বিদ্যুৎ সরবরাহ পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এবং আরও কয়েকটি বিদ্যুৎ সরবরাহ পরিকল্পনা সরকারের বিবেচনাধীন আছে। পশ্চিমবঙ্গে চুনাকাদা লৌহ ও ইস্পাতশিল্প স্থাপন সম্পর্কেও একটি বিস্তৃত বিবরণ ভারত সরকারের নিকট পেশ করা হইয়াছে। আলাদা বিমান কারখানার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার জমনী সহরে তাঁরে চারিটি বিভিন্ন স্থানের সুপারিশ করিয়াছেন। নগর নির্মাণের জন্য মূল ও বাস্তুহারা আকারের কারখানা স্থাপনের উদ্দেশ্যে কাঁকিনাড়া-মূলাজোড়-হালি প্রায় আট হাজার একর ভূমি নির্দিষ্ট করা হইয়াছে।

উপসংহারে অর্থমন্ত্রী বলেন যে, বাণিজ্যের নিম্ন প্রয়োজনমতে সরকার সর্বপ্রকার সাহায্য ও সহযোগিতা দান করিতেছেন এবং কুটীরশিল্প ও ছোট ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের জন্য সরকার অর্থ ও লোক নিয়োগের নিমিত্ত করিয়াছেন। বাঙ্গালীর শ্রমশিল্পমুখীতার উল্লেখ করিয়া অর্থসচিব বাঙ্গালার শিল্পমুখ হইতে বাঙ্গালী ভদ্রলোকদের মধ্যে যে অনীহা প্রকাশ করে তা বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করেন।

নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা বৃত্তি

নূতন বিশ্ববিদ্যালয় নিম্নলিখিত গবেষণা বৃত্তির জন্য ভারতসরকারের মাধ্যমে আবেদনের আহ্বান করিয়াছেন :—

(১) টাটার ৩ মিঃ মল গবেষণা বৃত্তি। ১৯৫০ সালের ১লা অক্টোবর হইতে তিন বৎসরের জন্য।

(২) বাইক-কোর্ট, কোর্ট, ইন্ডিয়ানাপিট, আবাকোলেজী, বিভিন্ন প্রকৃতি বিষয়ে গবেষণার জন্য ১লা অক্টোবর হইতে ইন্ডিয়ারাল কোরক্যাল ইত্যাদি তিন বৎসরের জন্য বৃত্তি।

বৃত্তির পরিমাণ যোগ্যতা অনুযায়ী গবেষণার পক্ষ হইতে আসন পাইবে। নূতন বিশ্ববিদ্যালয়, সেক্রেটারিয়েট, (মাইক্রো, ১৯,—১১)—এই ঠিকানায় আবেদনপত্র নিম্নলিখিত প্রকৃতি প্রস্তাব। ১৯৫১ সালের ৩০এ এপ্রিলের মধ্যে আবেদনপত্র উক্ত ঠিকানায় পৌঁছানো প্রয়োজন।

পুনর্বসতি মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক বিবরণী

ভারতসরকারের সাহায্য ও পুনর্বসতি মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীযোগেন্দ্রলাল মণ্ডলের তাঁহার মন্ত্রণালয়ের কার্যকলাপ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়াছেন :—

গত বৎসরের অধিক কাল সুদূর পশ্চিমবঙ্গের ফলে আমাদের প্রায় ৫০ লক্ষ ভাইবোন জীবনের নৈতিক পুরুষের মর্যাদাটুকু হইতে বিচ্যুত হইয়া অবর্ণনীয় দুঃখদুর্দশা ভোগ করিয়াছেন। তাহাদের বাসস্থান ও সাহায্যদানের জন্য সরকারকে প্রাণান্তকর প্রয়াস করিতে হয়। এক সময় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ১৭৯টি শিবিরে ১ লক্ষ ৮০ হাজার বাস্তুহারা ব্যক্তি আশ্রয় গ্রহণ করে। আজ ৮ লক্ষের অধিক বাস্তুহারা সরকারী শিবিরে বাস করে এবং তাহাদের ভরণপোষণ বাবদ সরকারের দৈনিক প্রায় এক লক্ষ টাকারও বেশী ব্যয় হয়। বাস্তুহারাদের সাহায্য বাবদ এপর্যন্ত মোট প্রায় ১৯ কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে। বাস্তুহারাদের সাহায্য বাবদ বিভিন্ন পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিয়া তাহা কেন্দ্রীয় সরকারের নামে নির্দিষ্ট হিসাবে প্রাদেশিক সরকারসমূহকে ফেরত দেওয়া হইয়াছে।

ডিব্রুগড়ে নূতন জাহাজ নির্মাণ

নিখিল ভারত কোঅপারেটিভ কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত গাঙ্গুলীর ঘোষণানুযায়ী অত্র কোম্পানী ডিব্রুগড়ের জাহাজ নির্মাণ কারখানায় নূতন জাহাজ নির্মাণ আগামীবৎসরের মধ্য

দুস্থিত রাখা বিধেয় করিয়াছেন এবং কেহ কাহাকে প্রায় ৩০০ জন কর্মীকে ছাঁটাই-এর নোটিশ দেওয়া হইয়াছে।

জাহাজ নির্মাণ শিল্পের প্রসারে সাহায্য করা হইবে বলিয়া জাহাজ প্রতিরক্ষা দেওয়া সত্ত্বেও কোম্পানী ৩০০ জন কর্মীকে কেন নোটিশ দিয়াছেন, ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করা হইলে শ্রীযুত লাহিড়ীকার বোম্বাইকে বলেন যে, মুদ্রিত মূল্যমানে একটি ৮ হাজার টন জাহাজ নির্মাণ করিতে বর্তমানে যেখানে ৩০ লক্ষ হইতে ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়, জাহাজে সেইরূপ একটি জাহাজ নির্মাণ করিতে প্রায় ৬০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে।

হিন্দুস্থান জাহাজ বর্তমানে 'জল প্রকাশ' ও 'জল সখী' নামক দুইটি জাহাজ নির্মাণ করিতেছে।

ভারতে ভ্যাসেলিনের চাহিদা

বর্তমান বৎসরের প্রথম ছয়মাসে ভ্যাসেলিন হইতে ভারতে ১ লক্ষ ৪৪ হাজার ৫০০ টন চাউল আমদানি হইবে বলিয়া আশা করা যায়। গতবার ১৬৮ টন চটকটে চাউল আসিবে। কারণ অনেকেরা যে আর চটকটে চাউল না হইলে ঐ দেশ হইতে বিশেষ চাউল চালানি করা হয় না। দেশের চাউলের অবস্থা ভাল নয় বলিয়া ভারতসরকারকে বাধ্য হইয়াই ঐ দেশের চাউল আমদানি করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

চটকটে চাউল রীতিমত রান্না করা যায় না বলিয়া ভারতের অনেকটি অঞ্চল হইতে অভিযোগ আসিবার বলিয়া কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রক বিশেষ গবেষণাগারে ঐ চাউল রান্নার বিভিন্ন প্রক্রিয়া আবিষ্কার করিয়াছে:—

সাধারণ প্রক্রিয়া—সমপরিমাণ ঐ চাউল ও দুটস জল একত্র করে ঘণ্টা জাল দিতে হয়। চাউল আধা সিদ্ধ হইলে আরও আধ সের জল দেওয়া আবশ্যক। পরে জল একেবারে শুকাইয়া গেলে ভাত হাঁড়ি আবাইয়ে হয় এবং ভাত পরস্পরের গায়ে লাগে না।

সোধন প্রক্রিয়া—সমের পরিমাণ জলে ভিজাইয়া রাখিবার পরে সিদ্ধ জলে ঐ চাউল আধ ঘণ্টা ফুটিতে হইবে। ফুটিবার সময় দুই-একবার চাউলগুলি নাড়িয়া দেওয়া আবশ্যক। সাধারণ প্রক্রিয়া হইতে এই প্রক্রিয়ায় ভাত ও ঝরঝরে ভাত হয়।

ভাজা প্রক্রিয়া—আড়াই ছটাক চাউল দুই তোলা ঘিয়ে ভাজিতে হয়। ভাজিতে ভাজিতে চাউলের রঙের পরিবর্তন ঘটার পরে আড়াই ছটাক জলে ঢালিতে হয়। পরে চাউল আধ সিদ্ধ হওয়ার পরে আরও কিছুটা জল দেওয়া আবশ্যক। প্রথম দুই প্রক্রিয়া হইতে এই প্রক্রিয়ায় রান্না আরও ভাল ও ভাত ঝরঝরে হয়। বাষ্প প্রক্রিয়া সমপরিমাণে ঐ চাউল ও জল একত্র করিয়া বাষ্পের সাহায্যে সিদ্ধ করিলে ভাত সবচেয়ে ঝরঝরে হয়।

সংরক্ষণ শুল্ক বিল

ভারতীয় পার্লামেন্টে বাণিজ্য পরিষদের সংরক্ষণ শুল্ক বিল গৃহীত হয়। অন্যান্য বিষয়গুলি পরিষদের সংশোধন প্রস্তাবানুযায়ী পরিষদ সিদ্ধান্ত দুই বৎসরের পরিবর্তে মাত্র এক বৎসরের জন্য সংরক্ষণের প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই বিলে বৃদ্ধিটি শিল্পকে বিভিন্ন ভাবের জন্য সংরক্ষণ শুল্কের সাহায্যদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বিতর্ক সভার সভাপতি উত্তরে বাণিজ্যমন্ত্রীর বলেন যে, তাহাদের শুল্ক কমিশন ১৫ বৎসরের জন্য সাহায্যদানের প্রস্তাব করিয়া বলিয়াছিলেন যে, ১৫ বৎসর এবং উহাকে পর্যাপ্ত নহে। এই সিদ্ধান্তে আপত্তি করিয়া তোলার উদ্দেশ্যে ভারত-সরকার শুল্ক কমিশনের সুপারিশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। বর্তমানে এই বিল সম্বন্ধে যখন পড়িয়াছে এই কথা বিবেচনা করিয়া সরকারের সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের সম্ভব আসিয়াছে কিনা শ্রীযুক্ত নিয়োগী তাহাকে প্রশ্ন করেন।

শ্রীযুক্ত নিয়োগী বলেন যে শুল্ক সংরক্ষণ ব্যবস্থা ত্রুটি পাইয়াছে যে, বর্তমানে পরস্পর শিল্প সম্পর্কে এক বৎসরের মধ্যে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান চালান সম্ভবপর নয়। উৎপাদন ব্যয় হ্রাস না পাইলে সংরক্ষণ ব্যবস্থার সুবিধা প্রত্যাহার করা সম্ভব নয়। ১৯৫০ সালে এই বিষয়ে অনুসন্ধান করা হইবে বলিয়া তিনি প্রতিশ্রুতি দান করেন।

শুল্ক সংরক্ষণ ব্যবস্থা প্রত্যাহার করিলে যাহাতে ও বিদেশে প্রতিযোগিতা কেন যাইবে বলিয়া অনেকে মন্তব্য করিয়াছেন, বহুক্ষেত্রে শ্রীযুক্ত নিয়োগী বলেন যে, তাহাদের তিনির মূল্য প্রতিবর ১৯৫০ আনা এবং বিদেশী তিনির মূল্য প্রতিবর ১৮৲ টাকা। কেরোসিন তাহাদের আলোর মূল্য প্রতিবর ১৮৲০ আনা। ইহা ছাড়া উৎপাদনের মূলধনের ব্যয় এবং তিনির মূল্য হ্রাস করা সম্ভবপর হয় নাই। পরন্তু যদি শুল্ক সংরক্ষণ ব্যবস্থা প্রত্যাহার করা হয় তাহা হইলে বিদেশী ও মোজিলের তিনিতে বাজার ছাইয়া ফেলিবে।

পাক-ভারত প্রতিনিধি সম্মেলন

আগামী, ২৯ এপ্রিল হইতে ২ দিনের জন্য ভারত ও পাকিস্তানের প্রতিনিধিবর্গের মধ্যে এক সম্মেলন হইবে।

সম্মেলনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে আলোচনা হইবে—(১) কেন্দ্রীয়স্তরের পর ব্যাঙ্ক সার্টিফিকেটসমূহের স্বাধীনতা সম্পর্কিত ব্যবস্থা; (২) উভয় ডমিনিয়নে সাময়িকভাবে প্রবেশ সেবেদন; (৩) ভারতীয় কাচ-শিল্পের ভারতে আমদন সম্পর্কে পাকিস্তানের বিধিনিষেধ; (৪) ভবিষ্যতে বিদ্যুৎ বা বন্যার সংক্রান্ত ভাবত-পত্র বিনিময় করা সম্বন্ধে গত জানুয়ারী মাসে উভয় ডমিনিয়ন সম্মেলনে সম্পাদিত চুক্তি কতদূর কার্যকরী হইয়াছে তাহা বিবেচনা করা; (৫) পাকিস্তানে আমদানীকারীদের সম্পত্তির মূল্য অর্থ করিয়া ধার্য করা পাকিস্তানের যে প্রচারকার্য চলিতেছে তাহা রোধ করার ব্যবস্থা করা; (৬) সীমান্ত অঞ্চলের বিরোধ ও সমস্যা; (৭) লাহোর ও পশ্চিম পাঞ্জাবের অন্যান্য কটি প্রাদেশিক সমস্যা, যাহার সম্পত্তি লইয়া এবং (৮) কেন্দ্রিয়স্তরের পর পশ্চিম পাঞ্জাবে পরিত্যক্ত লোহ ও ইস্পাতে সম্পর্কিত ব্যবস্থা।

ওজন সংক্রান্ত বিষয়ের প্রচার উপসমিতি

গত ১৭৫ জানুয়ারী মাসিকে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক অনুসরণের প্রচার উপসমিতি সমিতির অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাব অনুসারে ওজনমাপসংক্রান্ত বিষয়াদিতে সমস্ত-বিষয়ে লইয়া একটি প্রচার উপসমিতি গঠন করিয়াছেন—

শ্রীআবদুল ঘোষ, শ্রীনিশানাথি বাগচি, শ্রীপ্রফুল্লকুমার বিশ্বাস, শ্রী কে, কি, গুহ, শ্রীনারায়ণ চৌধুরী, শ্রীহরিপদ কর, শ্রীঅনাথবন্ধু লাহা, শ্রীঅখিলেশকুমার সরকার, শ্রীবিশ্বেশ্বরনাথ মুখার্জি ও শ্রীজগন মুখার্জি।

ফুল'ড মুদ্রা অঞ্চল হইতে মোটরগাড়ী আমদানি

এতদিন পর্যন্ত আমদানি লাইসেন্স ছাড়াই ফুল'ড মুদ্রা অঞ্চল হিসাবে মোটরগাড়ী আমদানি করিতে দেওয়া হইয়াছে। ভারতসরকার সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্যে ভারতসরকার স্থির করিয়াছেন যে, এই সুবিধা আর দেওয়া হইবে না।

ফুল'ড মুদ্রা অঞ্চল হইতে মোটরগাড়ী আমদানি আগে সাধারণ লাইসেন্সাধিকার অধীন। ফলে ও ফুল'ড মুদ্রা অঞ্চল হইতে অন্ততঃ বাহাদের দাম হিসাবে মোটরগাড়ী আমদানি করিতে হইলের লাইসেন্সের প্রয়োজন হইবে।

যে সমস্ত বিদেশী সাময়িক অবস্থানকারে বা স্থায়ী-ভাবে ভারতে আসেন, তাঁহারিগকে এবং যে সমস্ত ভারতীয় অন্তত ৩ বছর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে অথবা সাধারণ ফুল'ড মুদ্রা অঞ্চলে অতিবাহিত করিয়াছেন এবং ঐ সমস্ত দেশে ব্যবহারের জন্য মোটরগাড়ী কিনিয়াছেন তাঁহাদিগকে বিশেষ দান হিসাবে মোটর-গাড়ী আমদানি লাইসেন্স দেওয়া হইবে। কিন্তু এই সমস্ত আমদানির জন্য বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরণ করিতে কোনক্ষেত্রেই দেওয়া হইবে না।

উত্তর ডমিনিয়নে মাল চলাচল

গত ডিসেম্বরে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত আন্তঃ ডমিনিয়ন সম্মেলনের সিদ্ধান্তসমূহ সম্প্রতি এক সরকারী বিবৃতির মারফৎ প্রকাশ করা হইয়াছে। এই সম্মেলনে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের চূড়ান্ত হইয়াছিল। জনসাধারণের অবগতির জন্য কতকগুলি বিশেষ ব্যবস্থার বিষয় নিম্নে উল্লেখ করা হইল:—

এই সম্মেলনে স্থির হইয়াছিল যে নীতিই যখন অবশ্য আর্থিক ক্ষতি নির্বিশেষে অন্যায় রপ্তানি সম্পর্কে উভয় ডমিনিয়নের মধ্যে মাল-বিনিময় বাণিজ্যের স্বাধীনভাবে অন্যায়ের জন্য সমস্যাসমূহকে বলিয়া গণ্য করিতে হইবে এবং যাহাতে সমস্যা অন্যায়ে বাণিজ্য ব্যবস্থার ক্ষেত্র বিস্তারে প্রয়োজনীয় পরিমাণ স্বাধীনতার সুবিধা অনুমতি দিতে হইবে:

বেআইনী মাল আমদানী এবং বাণিজ্য বিশেষকে বন্ধ করা প্রয়োজন, শুল্ক আইনের তাৎপর্যের অধিক কড়াকড়ি করিবেন না। বেআইনীভাবে মাল চলাচল বন্ধের ব্যবস্থা অন্যান্য বাণিজ্যের সমস্ত যাত্রীদের যাতায়াতে কোন অসুবিধা হইবে না।

কেবল অনুমোদিত শুল্ক অভিজ্ঞাপনেরই বাস্তবের আমদানির ব্যবস্থার অধিকার হইবে। অনুমোদিত পথে মাল চলাচলে কেহই হস্তক্ষেপ করিবে না। কলিকাতা সম্মেলনে স্থির হইয়াছিল যে, যাত্রীরা শুল্ক সীমান্ত অতিক্রম করিলে পর তাঁহাদের মালপত্র তল্লাসী করা হইবে না। দিল্লী সম্মেলনেও এই সিদ্ধান্ত বহাল রাখা হইয়াছে।

মহিলা কর্মচারীর দ্বারা মহিলা যাত্রীদের তল্লাসীর বিধান দেওয়া হইয়াছে। এই ব্যবস্থা কার্যকরী করার জন্য পশ্চিমবঙ্গে মহিলা শুল্ক কর্মচারী নিযুক্ত করা হইয়াছে। এই চুক্তি অনুসারে পশ্চিম বঙ্গের শুল্ক কর্মচারীদের পরিচয় পত্র দেওয়া হইয়াছে, এবং যাহাতে পরিচয়পত্রের ব্যাপারে কোন বাধা সৃষ্টি না হয় তজ্জন্য তাঁহাদের নির্দিষ্ট প্রকার পোষাক ও ব্যাজ পরিধান করিতে বলা হইয়াছে। নির্দিষ্ট দ্রব্য লইয়া কেহ সীমান্ত অতিক্রম করিতে চাহিলে অথবা বেআইনী মাল তল্লাসের সময়ে হইলে আইন অনুমোদিত সরকারী কর্মচারী অথবা প্রয়োজনীয় অন্যান্য লোক পুলিস কর্মচারী ব্যতীত অপর কেহ তাহাকে ছোঁয়া করিতে পারিবে না। তাহাকে নির্দিষ্ট শুল্ক ঘাঁটিতে লইয়া যাইতে হইবে এবং শুল্ক বিভাগের কর্মচারী ভিন্ন, এইরূপ ব্যক্তিকেও তাহার মালপত্র অপর কেহ স্পর্শ করিতে দেওয়া হইবে না।

কলিকাতা সম্মেলনে এই মর্মে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছিল যে, এক অভিবিন্যাসের সীমান্তবর্তী কোন স্থানের প্রতি অপর অভিবিন্যাসের সীমান্তবর্তী গ্রামে চুক্তি থাকে, তাহা হইলে অমল উহাদের বিলুপ্তির পরে বিভিন্ন পরিবার উৎপন্ন দ্রব্যাদি তাহাকে নিজ ব্যবহারের জন্য লইয়া যাইতে দেওয়া হইবে, এবং তজ্জন্য কোন প্রকার বাধা দেওয়া হইবে না। পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের চীফ সেক্রেটারীদের বৈঠকে এই বিষয়ে আলোচনা হয় এবং স্থির হয় যে, পূর্বাঞ্চল, পশ্চিমাঞ্চল, বিহার এবং যুক্তপ্রদেশের সীমান্তে এই সম্পর্কে অনুরূপ ব্যবস্থা এই বিষয়ে কার্যকরী করার তারিখ হইতে প্রয়োজন সরকারগুলিকে অবহিত দেওয়া হয়। দিল্লী সম্মেলনে স্থির হয় যে, এক অভিবিন্যাস হইতে অন্য অভিবিন্যাসে দ্রব্যাদির সময় কোনপ্রকারে চলা লাইসেন্স কোন সরকার বাধা দিতে পারিবে না এবং কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারই প্রয়োজন সরকার ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে এই ব্যাপারে অবহিত না করিতে নির্দেশ দিবেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনস্থ কর্তৃপক্ষকে ইহা জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে। দিল্লী সম্মেলনে স্থির হয় যে, কেরোসিন এক অভিবিন্যাস হইতে অন্য অভিবিন্যাসে আনা যাওয়ার সময় শুল্ক ঘাঁটিতেই মালপত্র পরীক্ষা করা চলিবে, পরিমাণে কেরোসিনের মালপত্র শুল্ক সংক্রান্ত কাগজপত্র পরীক্ষা করা চলিবে। এই সকল মাল চলাচল সম্পর্কে কেন্দ্রীয় অথবা প্রাদেশিক সরকারের আরোপযোগ্য আইন যাহাই হউক না কেন চলাচলে কিন্তু বাধা দেওয়া যাইবে না।

পার্শেল মাশুলের নূতন হার

ডাক ও তার বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেলের এক প্রেসবিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, ১লা এপ্রিল ১৯৫৪ হইতে ভূমিকাসহ পার্শেলসমূহের উপর মাশুলের হার হ্রাস করা হইবে।

আন্তর্দেশিক পার্শেলসমূহের সঙ্গে প্রথম পাউণ্ডে মূল্যমূল্যে দুই টাকা অতিরিক্ত প্রতি পাউণ্ডের জন্য এক টাকা হিসাবে বর্তমানে যে মাশুল লওয়া হয়, তাহার পরিবর্তে প্রতি চল্লিশ তোলার ওজন আনা হিসাবে মাশুল এবং বিমার ডাক মাশুল বাবত প্রথম চল্লিশ তোলার এক টাকা এবং অতিরিক্ত প্রতি চল্লিশ তোলার আট আনা হিসাবে মাশুল লওয়া হইবে।

আমদানি কাগজের মূল্য বৃদ্ধি

বিদেশ হইতে আমদানি কাগজের বিক্রয় মূল্য কাগজের নির্ধারিত মূল্য অপেক্ষা প্রতি পাউণ্ডে দুই পয়সা বেশী লইবার ব্যবস্থা আছে। আগামী ১লা এপ্রিল (১৯৫৪) হইতে ভারত সরকার এই অতিরিক্ত মূল্য প্রতি পাউণ্ডে দুই পয়সার স্থলে তিন পয়সা করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই সম্পর্কে শীঘ্রই একটি বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হইবে।

আমদানি কাগজের উপর পাকিস্তানে শুল্ক বার্ধ্য

পাকিস্তান সরকারের অর্থসচিবের ভবৈক মুখপাত্র বলেন যে, ভারত হইতে কাগজ আমদানির উপর যে শতকরা তিন টাকা হারে শুল্ক ধার্য করা হইয়াছে, তাহা সংবাদপত্রসমূহের উপর প্রযোজ্য নহে। আশা করা যায়, পূর্বাঞ্চলের শুল্ক বিভাগের কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত সরকারী নীতি সম্পর্কে বিবেচনার্থে প্রেরিত হইবে। অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়াছে যে, ভারত হইতে যেসব সংবাদপত্র করাচীতে আসে, তাহার পশ্চিম পাকিস্তানে এইরূপ শুল্ক ধার্য করা হয় না।

দিল্লী-গৌহাটী বিমান ভাড়া

যোগাযোগসচিব জনাব রফিআহমেদ কিদোয়াই সাংবাদিকদের বলেন যে, আগামী মাস হইতে দিল্লী ও গৌহাটীর মধ্যে সরাসরি বিমানযোগে ভাড়া আদান-প্রদান চলিবে।

জনাব কিদোয়াই আরও ঘোষণা করেন যে, বিমানযোগে ডাক চলাচলের যে পরিকল্পনা রহিয়াছে, তদনুসারে অভিলাষে পত্রপ্রতি ২৪ আনা ডাক এবং এক বৎসরের মধ্যে পত্রপ্রতি ৫০ আনা ডাক বিমানযোগে চলাচল করিবে।

পাক-ভারত সিংহল বিমান চুক্তি

ভারত, পাকিস্তান ও সিংহল একটি বিমান চুক্তি স্বাক্ষর করিতে পারে। ইহার উদ্দেশ্য হইবে, অন্যান্য দেশের সহিত বিমান চুক্তি করিবার সময় এই তিন দেশের জন্য সুবিধাদি সুনিশ্চিত করা।

সিংহলের যানবাহন মন্ত্রী স্যার এন. জি. পেরেরা এই চুক্তির প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন। তিনি ভারত-সিংহল বিমানচুক্তি সম্পর্কে আলোচনা চালাইতেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী জনাব সিরাজউদ্দৌলা খান এবং পাকিস্তান বিমান চলাচলের অধিকারিকের সহিত এ সম্পর্কে আলোচনা করিবার জন্য তিনি শীঘ্রই করাচী আগমন করিবেন বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

করাচীতে মুদ্র-বরাদ্দ ব্যবস্থা

করাচীর জনৈক সরকারী মুখপাত্র সাংবাদিকদের বলেন যে, শীঘ্রই করাচীতে করোরতার সহিত মুদ্র-বরাদ্দ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইবে। তিনি বলেন যে, দুধের পর পোলাওের যেরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে প্রায় অনুরূপ আদর্শে এই পরিকল্পনা করা হইয়াছে। এই পরিকল্পনা অনুসারে প্রত্যেকটি পরিবার আবশ্যকানুযায়ী নির্ধারিত বরাদ্দ পাইবে।

পেট্রোলের বরাদ্দ

একটি প্রেসনোটে বলা হইয়াছে যে, ১৯৪৯ সালের এপ্রিল-জুন ত্রৈমাসিক কোটাভিত্তিতে বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যের জন্য বে-সরকারী খাতে ব্যবহার্য পেট্রোলের বরাদ্দ বর্তমান বরাদ্দানুযায়ী বাহাল রাখিবে বলিয়া সরকার স্থির করিয়াছেন।

পাক-পর্তুগাল বাণিজ্য

করাচীস্থ পর্তুগীজ কন্সাল জেনারেল মহোদয় পাকিস্তান ও পর্তুগীজ ভারতের মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপনের জন্য পর্তুগীজ পাকিস্তানের সোদর অঞ্চলের ব্যাপারে বিবেচনা করিতে বিবেচনা করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত করাচীতে সম্প্রতি পর্তুগীজ ব্যাঙ্ক খোলার উদ্যোগ-আয়োজনের একটি রিপোর্ট খোলা হইয়াছে। পর্তুগাল ও তাহার ঔপনিবেশগুলির সহিত পাকিস্তানের বাণিজ্য এক লাখ টাকারও অধিক পরিমাণের অতীত উন্নত হইয়াছে। করাচীতে পর্তুগীজ কন্সুলেট স্থাপনের বিষয় পর্তুগীজ সরকার বিবেচনা করিতেছেন।

রেডার ও রাডার সরঞ্জামের কারখানা

দুই বৎসরের মধ্যে সাধারণ নেভিগেশনের যন্ত্র ছাড়া রেডিওর সরঞ্জাম ও রাডার প্রস্তুত করিবার জন্য কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনার বিবরণী প্রণয়ন এবং তাহা সরকার কর্তৃক গৃহীত বিবরণী পরীক্ষিত ও অনুমোদিত হইবার পর পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্য সম্পাদনের জন্য ৭২ ঘণ্টা মধ্যে সরকার ও এক ফরাসী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এক চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়।

ভারত সরকারের পক্ষে কেন্দ্রীয় শিল্প ও সরবরাহ বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ এস এ ডেঙ্কটেশন এবং ফরাসী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের পক্ষে মুখ্যতার এই চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন। পরিকল্পনার বিবরণীটি মুদ্রণের কার্য সম্পূর্ণ হইবে আশা করা যায়।

জানা গিয়াছে যে, সরকার সম্প্রতি একটি মার্কিন ও আর একটি বৃটিশ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সহিত অনুরূপ চুক্তিপত্র করিবেন।

অল ইণ্ডিয়া রেডিও উন্নয়ন

অল অল ইণ্ডিয়া রেডিওর উন্নয়নের জন্য এক পাঁচ বার্ষিক পরিকল্পনা প্রকাশিত হইয়াছে। বোম্বাই কলিকাতা, মাদ্রাজ, দিল্লী এবং এলাহাবাদের প্রত্যেক স্থানে দুইটি করিয়া মোট দশটি শক্তিশালী রেডিও ষ্টেশন স্থাপন করা প্রস্তাব এই পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান উল্লেখযোগ্য বিষয়।

এই পরিকল্পনার অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উল্লেখ করা যাইতে পারে। যথা—বোম্বাই মাদ্রাজ, কলিকাতা ও এলাহাবাদে পল্লী অঞ্চলসমূহের জন্য বিভিন্নমুখী ওয়েভ বেতার বার্তা প্রেরণকল্পে স্থাপন. নাগপুর, বেঙ্গালোর, আমেদাবাদ, কটক, পোর্টব্লেয়ার (নিকোবর), কালিকট এবং পূর্ণিয়াতে বিভিন্নমুখী ওয়েভ প্রেরক যন্ত্র স্থাপন. দেশের অভ্যন্তরে এবং বিদেশে সংবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনটি শক্তিশালী শর্টওয়েভ প্রেরকযন্ত্র স্থাপন; মাদ্রাজ, কলিকাতা ও এলাহাবাদে ইতিমধ্যে অতিরিক্ত সুবিধা ও স্থানের সংকুলান, বর্তমানে যে সব অনুষ্ঠান বিভাগ আছে তাহার সম্প্রসারণ, কর্মচারীদের জন্য একটি ট্রেনিং স্কুল প্রতিষ্ঠা।

এই পরিকল্পনা কার্যে পরিণত হইলে বিভিন্নমুখী ওয়েভ বেতার বার্তা ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে এবং ৫ লক্ষ টাকা মাসিক ব্যয় হইবে অর্থাৎ পূর্বাপেক্ষা বৎসরে অতিরিক্ত এককোটি ছয়লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে এবং এই পরিকল্পনাগুলি ৫ বৎসর মধ্যে সম্পন্ন হইবে।

বৃটিশ ডমিনিয়নের ইউরেনিয়াম খনি

বৃটিশ ডমিনিয়নগুলির যেখানে যেখানে ইউরেনিয়াম খনি আছে সেইসব দেশের আমদানী রপ্তানীর উৎপাদিত খনিগুলি বৃটিশ সরকার ক্রয় করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। আণবিক শক্তি উৎপাদনের জন্য ইউরেনিয়াম খনি হইয়াছে প্রধান উপাদান। এই সব দেশে ইউরেনিয়াম খনিগুলির খোঁজ করার জন্য বৃটিশ সরকার ব্যাপকভাবে উদ্যোগ দিতেছেন। খনিগুলির মালিকরা তাদের উৎপাদিত ইউরেনিয়াম খনি বাজারে যাহা বেচা যাইবে না।

পাকিস্তানে বিদ্যালয়াই রপ্তানি

গত ২১এ মার্চ ভারতীয় পার্লামেন্টে জনৈক এম পি কর্তৃক একটি প্রশ্নের উত্তরে শিল্প ও সরবরাহ সচিব তাঁর জবাবপ্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন,—দেশে প্রয়োজনের তুলনায় যা কাঁচামাল উৎপন্ন হয় তাহার বিকাশের সহিত যোগাযোগ রক্ষার জন্য সরকার ভারতীয় বিদ্যালয়াই শিল্পকে কিছু পরিমাণ বিদ্যালয়াই রপ্তানি করার অনুমতি দিয়াছেন। গত বৎসর বিভিন্ন খাতে ভেষজের জন্য ৫০ লাখ টাকার কেস বিদ্যালয়াই বরাদ্দ করা হইয়াছিল। বর্তমান বৎসরে পাকিস্তানে বিদ্যালয়াই রপ্তানি পরীক্ষামূলকভাবে বিবেচিত হইয়াছে। অতএব দেশে ভেষজের জন্য ৫০ লাখের কেস বিদ্যালয়াই বরাদ্দ করা হইয়াছে।

কয়লানী ভারতে অনুমতিপত্রের ব্যবস্থা

ভারতবর্ষ ও কয়লানী অধিকৃত ভারতীয় অঞ্চলের মধ্যে শুল্ক সম্পর্কিত চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার সঙ্গে সঙ্গে কয়লানী অধিকৃত ভারতের অধিবাসীদের জন্য ভারতবর্ষে প্রবেশের সময় অনুসরণীয় কর্মপন্থার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইবে।

পাসপোর্ট ও আমদানি রপ্তানি বিষয়ক সম্পর্কিত বিধানগুলি বলবৎ করিবার যে ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে অনুরূপভাবে সম্পর্কিত প্রথাটি তাহারই অন্তর্ভুক্ত। আগামী ১লা এপ্রিল হইতে উক্ত অনুমতিপত্র সম্পর্কিত ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইবে। চলমানদের অধিবাসীদের ক্ষেত্রে এই অনুমতিপত্রের প্রয়োজন হইবে না।

সিভিল সার্ভিস আইন (১৯৪৯)

সরকারী কর্মচারীদের আচার-আচরণ ও শাস্তির প্রতি অনুসরণ রাখিয়া ভারতীয় বিধানসভা অনুরূপ ব্যবস্থা উদ্দেশ্যে কতগুলি আইনকানুন প্রবর্তিত হইয়াছে এবং ১৯৫৫ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে তাহা প্রবর্তিত হইবে। কোন কর্মচারী কোন প্রকার গুরুতর শিস্ত আছেন বলিয়া সন্দেহভাজন হইলে কেন্দ্রীয় সরকার নূতন আইনের অধিকারবলে তাঁহাকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করিতে পারেন। নূতন আইনকে ১৯৪৯ সালের সিভিল সার্ভিস আইন বলিয়া অভিহিত করা হইবে। এই অনুযায়ী পাঁচজন বরখাস্ত হইবেন সরকার তাঁহাদের অভিযুক্তদের জন্য পেনসন বা প্রতিদেয় অর্থের প্রয়োজ দিবেন। বিধানটি প্রথম অবশ্য গভর্ণর জেনারেলের অনুমোদন লাভের সঙ্গে-সঙ্গে কর্মচারীদের কার্য হইতে বরখাস্ত করা যাইবে না। তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনিবে, তাঁহাদের কোন সাফাইমূলক বক্তব্য অবলম্বন করা হইবে না তৎসম্পর্কে যুক্তি প্রদর্শন করিতে বলা হইবে। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে তাঁহাদের প্রদর্শিত যুক্তি পর্যালোচনা করিবেন। নূতন আইন অনুযায়ী যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইবে তৎসম্পর্কে কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরামর্শ গ্রহণ করা হইবে না।

ইণ্ডিয়ান ব্যাঙ্কিং জার্নাল

ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত

একমাত্র

মাসিক পত্রিকা

৩নং কমার্শিয়াল বিলডিংস্

কলিকাতা ১

সম্পাদকীয়

সুলভ মুদ্রার অবসান ?

শনিবার, ১৫ই চৈত্র

বাজারে মুদ্রা আরও কিছুদিন দুর্লভ থাকিবে বলিয়াই মনে হয়। আজ তারিখেই বাজারে টাকার যোগান ৩ কোটি বৃদ্ধি পাইয়াছে। বৈদেশিক বাণিজ্যে লাভের তুলনায় অধিক অবলাবি হওয়ায় তাহা বিদেশে যে টাকা খাড়া করিবার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। দেশের অভ্যন্তরের খাদ্যের প্রয়োজনে অধিক পরিমাণে ঊষা পাট ও ঊষা তুলা ক্রয় করিবার আবশ্যকতা দেখা দিয়াছে। এককালে টাকার চাহিদা এইরূপ বর্ধিত হইবার ফলে ব্যবসায় ও ব্যক্তিগত উভয় শ্রেণীর খাতিরেই অনুবিধায় পড়িয়াছেন সন্দেহ নাই। সপ্তাহে সাত কোটি টাকার উপর চাহিদা মিটাইতে গিয়া ব্যাঙ্কগুলিকে অন্যান্য প্রকার ঋণ বিনিয়োগের মাত্রা হ্রাস করিতে হইলের পরিমাণ বাড়াইতে হইয়াছে। কিন্তু এখন এমন এক অবস্থার উদয় হইয়াছে যে, এইরূপ করণ দিয়া থাকিতে থাকা তাহাদের পক্ষে আর সম্ভব নহে। কারণ ঋণ আদায়ের অনুপাতে মোট লগ্নের পরিমাণ বেশী বর্ধিত হইতেছে। লাভের এই অংশ বৃদ্ধি করিতে হইলে তাহাকে আরও টাকার যোগানে বিলম্ব দেখা দিতে পারে। বিলম্ব এখনও ঘটে নাই এবং আশা না করিলে সম্ভবতঃ দেখা দিবে না। কিন্তু বাজারে নূতন টাকার সরবরাহ না আসিলে পুরাতন টাকাকে ঘুরান করা অধিক হইয়া পড়িবে। সুতরাং ইহাকে ঋণ বলা যাইতে পারে যে, ব্যাঙ্কসমূহ হইতে গৃহীত ঋণের ১২ই মার্চ তারিখে দেখা যায় যে, চলতি আয় দেয় লাভ ও সময়ের মধ্যের মোট পরিমাণ যেখানে ১৯০৭ কোটি টাকা, সেখানে এই তারিখেই বাজার ও ব্যাঙ্কের হাতীর পরিমাণ দেখা যায় ৬৩৪০৮ কোটি টাকা এবং মোট মজুত অর্থের পরিমাণ ৪১.৩৭ কোটি টাকা। দুইবার দেখা যাইতেছে যে লাভের তুলনায় মজুত অর্থের পরিমাণ সবসময় ১০ টাকারও নীচে নামিয়া গিয়াছে আর আমানতের তুলনায় লাভের মোট পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে সবসময় ৪০% টাকা। ইহা আমাদের কথা নহে কথা। তবে রিজার্ভের আইনের নীতি অনুসারে লাভের তুলনায় মজুত অর্থের এই পরিমাণ সবসময় ৮ টাকার নীচে যাহা নির্দ্ধারিত হয় তাহা হইলে অবশ্য এখনও কোন ভয়ের কারণ নাই। কিন্তু প্রয়োজন বড় বন বিনিময়ের কাজে সাধারণ অবস্থা যেমনই থাকুক কেবল এখন বিলম্বের সম্ভাবনা দূর হইতে পারে।

এই প্রসঙ্গে গত বৎসরের লাভের-পরিস্থিতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। গত বৎসর এই সময় মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ৯৯০৭ কোটি টাকা আর লাভ ও সাড়ান্তর মোট পরিমাণ ছিল ৫৫৯৩ কোটি টাকা এবং পাকিস্তানের তফশীলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলিতে হিসাবে করিয়া লগ্ন অর্থের মোট পরিমাণ ছিল ১১৮৬ কোটি টাকা এবং মোট আমানতের অনুপাতে লগ্ন অর্থের মোট পরিমাণ ছিল শতকরা ১৮১ টাকা। কিন্তু চলতি বৎসরে ১২ই মার্চ তারিখে এক বাদ হইতে অপর ব্যাঙ্কের জন্য প্রদেয়ের পরিমাণ হইয়াছে ৩০৩৮ কোটি টাকা। ঐখানে গত বৎসরের তুলনায় এই বৎসর আমানতের পরিমাণ ৩৮৭৮ কোটি টাকা হ্রাস পাইলেও লাভের পরিমাণ বাড়িয়াছে ৩১.৫৮ কোটি টাকা। লাভের এই পরিস্থিতি আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে পাকিস্তানের ভারত হইতে কারবা অবলম্বন করাই পরিণাম কি না তাহা অল্প তারিখার বিষয়। কিন্তু তাহা না হইলে লাভের এই পরিস্থিতিকে ঊষিত হইবারই কথা।

সম্প্রতি একটি বৈদেশিক বিনিময় ব্যাঙ্কের সহযোগিতা লাভের বর্তমান লাভ পরিস্থিতি সম্পর্কে

> আগামী ১লা বৈশাখ বিশেষ সংখ্যারূপে "আর্থিক ভারত" পরিবর্দ্ধিত কলেবরে প্রকাশিত হইবে। এতদুপলক্ষে আগামী সপ্তাহে "আর্থিক ভারত" প্রকাশিত হইবে না।
>
> সঃ আঃ ভাঃ

সরকারকে উদ্যোগ করিয়াছেন এবং লাভের প্রস্তাবের ব্যাপারে কর্তারা অনেকদের পরামর্শ তাঁহারা দেন নাই। কিন্তু লাভের বর্দ্ধিত পরিমাণ বাহাতে অযথা অধিক অর্থ আটকাইয়া না রাখে তাহার ব্যবস্থা করিতে সরকার সচেষ্ট হইয়াছেন।

বাজারে সুদের হারও বাড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। বোম্বাই-এর সংবাদে প্রকাশ যে, বড় বড় ব্যাঙ্কগুলি সুদের হার শতকরা ৩ টাকা হইতে শতকরা ৩½ যে বর্দ্ধিত করিবার কথা চিন্তা করিতেছেন। কার্যিক ক্ষেত্রেও লাভের উপর উচ্চতর হারে সুদ দাবী করিবার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। কোথাও কোথাও নূতন লাভের উপর শতকরা ৪½ আনাও সুদ দাবী করা হইতেছে। সুদের হারে এই বৃদ্ধি কিন্তু পরিমাণ অবশ্য সাধারণ মূল্যমান বৃদ্ধির পরিমাণ, কিন্তু আমানতের প্রকৃত পরিমাণ হ্রাস পাওয়ায় অধিকতর চাহিদার সুদের উচ্চ হারস্থিতির অবতরণ করে। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ইন্ডিয়ানাল ব্যাঙ্ক লাভের উপর সুদের হার শতকরা ২½ হইতে ৩ টাকায় উন্নত করিয়াছেন এবং সুদের এই হার বৃদ্ধি যে আরও কিছু তারাতর প্রসার পাইবে।

এবার ১৮ই মার্চ তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহের ব্যবিনিময়ের পরিমাণ ৩ কোটি ৫ লক্ষ টাকা হ্রাস পাইয়াছে এবং লাভের পরিমাণ প্রায় ৩ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

* * * *

১৮ই মার্চ তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহার জন্য প্রকাশিত বিভিন্ন ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক হিসাব-বিবরণে দেখা যায় যে, চলতি মোটের পরিমাণ কিঞ্চিৎ হ্রাস পাইয়াছে (১,১৭১.২৩ কোটি টাকা—১,১৭০.৭৩ কোটি টাকা)। কিন্তু মাসিক বিজ্ঞপ্তির চলতি মোটের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে (১৩৩৬ কোটি টাকা—১৩৭৮ কোটি টাকা)। মোট ঋণের পরিমাণ প্রায় ৩ লক্ষ টাকা বর্দ্ধিত হয় (১,১৭০.৬৮ কোটি টাকা —১,১৭০.৭১ কোটি টাকা) এবং বেলা দুইটার পরিমাণের ৩ লক্ষ টাকার বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয় (৪১.৪৭ কোটি টাকা—৪১.৭৮ কোটি টাকা)। অন্যান্য সম্পর্কিত পরিমাণে কোনও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় নাই

ব্যাঙ্কিং বিভাগে কেন্দ্রীয় সরকারের জমার পরিমাণে ২ কোটি ৩ লক্ষ টাকার বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয় (১১৯.৮৭ কোটি টাকা—১২৭.৯০ কোটি টাকা)। মনে হয় কয়েকটি অধিকতর আয় শুল্কার বলেই সরকারের সাময়িক ব্যবহারিকারের কাজে বিশেষ কোন ঋণ গ্রহণ করা আবশ্যক হয় না। অন্যান্য সরকারী জমার পরিমাণে কিঞ্চিৎ হ্রাস পরিলক্ষিত হয় (৩২.৪৩ কোটি টাকা—৩১.৮৩ কোটি টাকা) এবং ব্যাঙ্কসমূহের জমার পরিমাণও হ্রাস পায় (৫১.৬৩ কোটি টাকা—৫৩.৩১ কোটি টাকা। বৈদেশিক জমার পরিমাণে প্রায় ১০ কোটি টাকার হ্রাস পরিলক্ষিত হয় (২০৮.৫৫ কোটি টাকা—১৯৯.১৫ কোটি টাকা)। জমাসমূহ হ্রাসের পরে আলোচ্য সপ্তাহে গচ্ছিত মজুতকৃত পরিমাণ পুনরায় বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয় (১.৩১ কোটি টাকা—১.৩৮ কোটি টাকা)। আলোচ্য সপ্তাহে সাড়াহারে কোন প্রকার ঋণ না লাভের দেওয়া হয় নাই এবং অন্যান্য ঋণ ও লাভের পরিমাণেও হ্রাস পরিলক্ষিত হয় (৫.৩৬ কোটি টাকা—৫.৫৫ কোটি টাকা)। কিন্তু ব্যবিনিময়ের পরিমাণে ঘটাৎ বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয় (১১৯.৭১ কোটি টাকা—১২৩.৩৩ কোটি টাকা)। ফলতঃ বলে হয় ব্যবিনিময়ের মাধ্যমে এই দেখের বৃদ্ধি ইন্ডিয়ানাল ব্যাঙ্কের ব্যবিনিময়ের হ্রাসেরই পরিপূরক।

সম্পাদকের বাজার

স্বর্ণের উত্তরোত্তর মূল্যাবনতি ?

একপক্ষ কালের মধ্যে স্বর্ণের ১২ পয়েন্টের উপর মূল্য হ্রাস পাওয়াতে এই অল্পকাল-মধ্যে চলিয়াছে যে, মূল্যমান বাড়ুর ফেরে মূল্যের সর্বোচ্চ সীমা কি নির্দ্ধারিত হইয়া গিয়াছে এবং মূল্য হ্রাসকারী শক্তি কি কার্য্যকরী হইয়া উঠিয়াছে? তাহাদের প্রকৃতপক্ষে তাহার সঠিক প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। ১৯৬৮ সালের আগষ্ট মাসেই স্বর্ণের বেলজিয়াম মূল্য ঔন্সে প্রতি ১২৪৲ টাকা উৎপন্ন বৎসরের শেষার্দ্ধে স্বর্ণমূল্য উঠানামা করে। ইহা সত্ত্বেও বিগত ডিসেম্বর মাসে স্বর্ণমূল্য এই নিম্নস্তরের কাছে ঘোরাফেরা করে, কেননা মূলধন তহবিলের বিনিময় হার নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। এবং ঠিক যে তারিখে বাজারে ক্রয়ের পরিমাণ বিগত তিন বৎসরের তুলনায় এমন অনেকাংশে কম হইবে। তবে মূল্যের অস্থিরতা সঠিক নির্দ্দিষ্টভাবে অনুধাবন করা, বিশেষ করিয়া আগামী কয়েক মাসের মধ্যে সম্ভব নহে। তবে ইহা বলা চলে যে, মূল্যস্থিতি সন্তোষজনক হইয়াছে। বর্ত্তমানে মন্থর উন্নতি এবং মুদ্রাস্ফীতিজনিত পরিস্থিতি প্রমাণিত করা অন্যান্য অনেকটা উৎসাহের সরকারী ও ভারতীয় বাজার মূল্যের পার্থক্য যেন উৎসাহজনক হইবে না। পূর্ব্বের যেসকলদেশে স্বর্ণের প্রত্যাবর্ত্তনে বিশ্বাস করার মতো সবের স্বর্ণের প্রচুর পরিমাণ চোরাই চালানের ওপর সরকার কের দৃষ্টি রাখিয়াছে, ফলে চোরাকারবারীদের অনুমান ব্যর্থ হইতে পারে।

যেহেতু মূল্যমান বাড়ু আমদানির ক্ষেত্রে নিয়োজিত এখনও বলবৎ আছে এবং চোরাইচালানকে মূল্যের নিম্নগতির একমাত্র কারণ বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায় না, সেহেতু বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে দেখাই বাজারের অবস্থা বিবেচনা করিতে হইবে। প্রধান স্বর্ণ উৎপাদনকারী দেশসমূহে স্বর্ণের উদ্বৃত্তমূল্য চাহিদা থাকার ফলে তাহাদের মূল্যাবনতির কোন কারণ থাকিতে পারে না। উক্ত দেশসমূহের মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকা উৎপাদিত স্বর্ণের বিপুল পরিমাণ উদ্বৃত্তমূল্য বজায় রাখার জন্য দায়ী হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং এই স্বর্ণ পূর্ব্বের দেশগুলিতে পৌঁছিলে পরই আসল চাহিদা উঠিবার কথা। আন্তর্জাতিক স্বর্ণ বিক্রয়কারী দেশ বিনামূল্যে বাজারে অংশ গ্রহণ করিবে না। পরন্তু আন্তর্জাতিক স্বর্ণের প্রতি আউন্স মূল্য হ্রাসের বিরুদ্ধতা করিবে।

সুতরাং বর্ত্তমান মূল্যমানে বাড়ু আমদানি সম্পর্কিত বাধা-নিষেধ প্রত্যক্ষ থাকিবে তাহাতে বেসরকারী সংস্থার পক্ষে বিনিময়হার ভঙ্গ এবং বর্ত্তমানের ঘটনাবলীর প্রতি সমবেদনশীল হওয়া সম্ভব নহে। মন্থর হ্রাস হইলে এবং সরকার চাহিলার দ্রুত বৃদ্ধিতে মূল্যের অবস্থিতিমূলক প্রভাব বিস্তৃত হইতে পারে,—যেমন হইয়াছে ফরাসী ফ্রেঞ্চে। আমরা অবশ্য সমগ্র বিশ্বের পরিস্থিতির উন্নতির জন্য প্রার্থনা করিতে পারি।

বাজারদর

আলোচ্য সপ্তাহে বাজারের বাজারে মাঝারি পরিবর্ত্তিত হয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে মূল্যবনতি ঘটে। তোলা, পুঁটী, বন্ধক ও তোলার ক্রিয়াকলাপ সংকুচিত হয়। কিন্তু বইয়ের বাজারে বর্দ্ধিত চাহিদার ফলে তেজীভাব দেখা যায়। অবশ্য আমদানি পরিমাণ খুবই সামান্য। এমন কি আসীম চাহিদা মিটাইবার পক্ষেও উহা পর্য্যাপ্ত নহে। অটল ও অভ্যন্তরে আসল সকলের বাজারের প্রতিকূল আবহাওয়ার জন্য তেজীভাব বিরাজমান থাকে।

বাম্বুরের বাজারে মূল্যের বিভিন্নতে হারে বিভিন্ন বাজারদর বিঘোষিত হইয়াছে :—

বাজারদর	মূল্য
অম	২৪৲
তোলা	১৭৸০
বন্ধ	১৬৸০
পুঁটী	১৬৸০
বন্ধকী	১৫৲
অভ্যন্তর	
বহির্ভূত	
মূল্য	
চাহিদা	

শুল্ক

শুল্কের বাজারে তেজীভাব বজায় ছিল। বাম্বুরের বাজারে যত পক্ষকালে শুল্কের মন্দ ভাব অধিক পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। বৈদেশিক বিনিময় পরিমাণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ার পরিণামে বাজারে ঠিক সময়ে ১০০০ মণ বিক্রয়-বাধ্যতামূলক করিয়াছে। বৈদেশিক বিনিময় পরিমাণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ১৮০০ মণ বাজারদরের ও শুল্কবাটের ব্যবসায়ীরা যেসকলের অংশ গ্রহণ করিতেছে না। কলিকাতার ব্যবসায়ীরাই প্রধান ক্রেতা ছিল। শুল্কের মন্দ ভাব প্রতি ১৭৸০, বৈশাখের দর ১৭৸০৩ পাই হইতে বাড়িয়া সর্ব্বশেষে দর ১৮৸৬ পাই-এ ক্রেতাদের দর। আজকের দর ১৮৸০ ছিল। আজকের মূল্য শুল্কের সর্ব্বশেষ দর ছিল ১৭৸৬ পাই।

চিনি

সমস্ত প্রধান ক্ষেত্রেই চিনির ক্রয়-বিক্রয়ে উন্নতি ঘটিয়াছে। ব্যবসায়ীদের অর্থাভাব না থাকিলে চিনির বাজারে আরও অধিকতর কাজ হইত। চিনি ক্রেতাগণ হইতে আমদানি-রপ্তানি পরিবার

(বাকীটা ২৭৭ পৃষ্ঠায়)

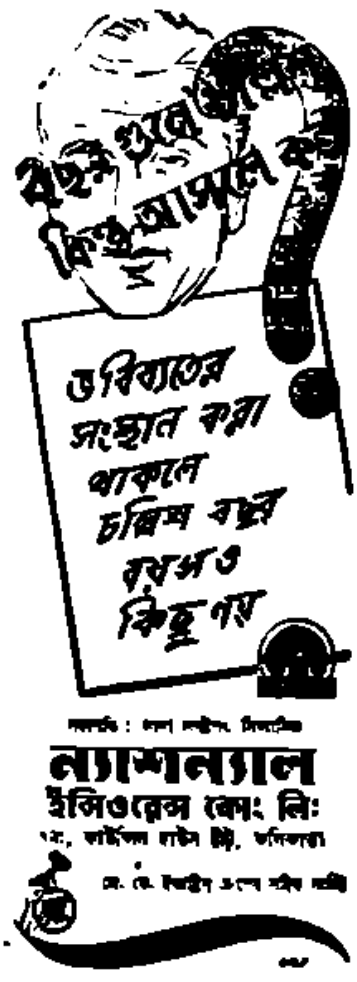

বাজারের কথা

আকস্মিক অবনতি

অধিকাংশ সেয়ারের দরহ্রাস

সেয়ারের টাকা ডেবেঞ্চারের দরে হঠাৎ অবনতি ঘটার পরে সেয়ার বাজারে আবার অল্পের পুনরাবির্ভাব দেখা যায়। তবে উক্ত সেয়ারের দর ১৬০ পর্যন্তই যাহা করিয়া সেলেও অধিকাংশ বাজারে তাহা হিসাবে মূল্যবৃদ্ধি হয় নাই। ইহা সিমেন্ট মহলে বিশেষ যে যখন সেমেন্ট প্রস্তুতের জন্য যাবতীয় মূল বৈদেশিক হার কাটিয়া যাওয়ায় বাজারে যে ইতিহ লক্ষণ দেখা দিয়াছিল টাকা ডেবেঞ্চারের এই উৎ মূল্যাবনতিতে তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তাহাড়া সেমেন্ট বাজারে হঠাৎ মূল্যহ্রাসের ফলে বাজারে আমদের ভাব সৃষ্টি হয়। পরে অবশ্যই মন্দার কিছু উন্নতি দেখা যায় এবং বিক্রেতার তুলনায় ক্রেতার সংখ্যা বেশী দেখা যায়।

পর ত্রৈমাসিকে ইণ্ডিয়া আয়রনের লাভ বাড়িয়া ১৯৭৮তে পৌঁছে এবং ইহা অংশীদারদের মধ্যে বণ্টিত হইবে। কিন্তু অন্যান্য লিমিটেড ইস্পাতের আয়রনের লাভ বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৭৮ অংশে লাভ বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৭৮তে পৌঁছে। টাটা ডেবেঞ্চারের দরগুলি ৯৯ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া অবশেষে ১৯৭৮তে পৌঁছে। এইরূপ সেয়ারে এই সময়ের উন্নতি দেখা গেলেও বাজারে এই সম্বন্ধে আমদের ভাব কাটিয়া যায় নাই। অবশ্য সেয়ারে কেহও বহু সপ্তাহের প্রথম দিকে যে বিক্রয়ের চাপ দিয়াছিল তাহার পরিবর্তন হইয়াছে এবং সপ্তাহের শেষ দিকে ক্রেতার উন্নতির লক্ষণ দেখা যায়। আর একটি কথা স্মরণ রাখা দরকার যে যখন কোম্পানীগুলি যখন তাহাদের সেয়ারগুলি বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিয়াছে ঠিক তখনই টাটা ডেবেঞ্চারের দর বাড়িতে আরম্ভ করে। ফলে ক্রেতার তুলনায় বিক্রেতার সংখ্যার বাজারে বৃদ্ধি পায়। সেইজন্য আশা করা যায় টাটা ডেবেঞ্চারের এই মূল্যবৃদ্ধি সাময়িক হইবে। ইতিমধ্যেই উন্নতির লক্ষণ দেখা যাইতেছে। প্রথম সেয়ার প্রতিষ্ঠানগুলির নূতন সেয়ার বিক্রয়ের ব্যবস্থা প্রসঙ্গের সঙ্গে যে বিশেষ অগ্রাধিকার দেওয়া যাইতেছে না তাহার প্রমাণ এসোসিয়েটেড সিমেন্ট ও বার্ড কোম্পানীর নূতন সেয়ারের ও ডগলাসের সন্তোষজনক ভাবিয়া।

ডালমিয়া জিন সম্বন্ধে সিলেক্ট কমিটি যে তদন্তের করিয়াছেন তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত কমিটি ডালমিয়া সিমেন্টের কোন বিশেষ কিছু পরিবর্তন করেন নাই এমনকি তাহার মূলধন বৃদ্ধির প্রস্তাবে ও কোন পরিবর্তন করে নাই। তবে কিছু গৌণ পরিবর্তনের আয়তন সম্বন্ধে সামান্য পরিবর্তন করিয়াছে। যেমন কিছু গৌণ পরিবর্তনের বার্ষিক আয় ৩০০০৲ পর্যন্ত আয়ের মুক্ত থাকিবে বলিয়া বলা হইয়াছিল কিন্তু সিলেক্ট কমিটি উহার পরিমাণ বাড়াইয়া ৪০০০৲ করিয়াছেন। ডেবেঞ্চারগুলিকে কোন সিলেক্ট কমিটির তদন্তের বাজারের সম্বন্ধে কোন কিছু উল্লেখযোগ্য নয়।

সরকারী তপসিল

সরকারী তপসিলের বাজারে ব্যবসায়িক কাজ হইতে যে অল্পতা দেখা যাইতেছে তাহার কোন পরিবর্তন দেখা যাইতেছে না। তাহাড়া সুদের পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে বাজারের অবস্থা আরও সঙ্গীন হইয়া উঠিয়াছে। আমরা পূর্বেও দুই সপ্তাহের মধ্যে বাজারের অবস্থা উন্নতির দিকে যাইবে বলিয়া আশা করা যায় তবে ব্যাঙ্কগুলি হইতে যদি কোন সাহায্য পাওয়া না যায় এবং বিক্রয়ের পরিমাণে হ্রাস না ঘটে তবে বাজারের উন্নতি হওয়া সম্ভব নহে। ৩৲ সুদের ১৯৩৯-৪৯ ১০৫৸০ (১৯৪০) ৩৲ সুদের ১৯৬৯-৬৯ ১০০৲; সুদের ১৯৪৯-৬৯ ১০৫৸০ এবং ৩৲ সুদের ১৯৬৮-৬৮, ১০১৸০ দরে কাজ হইয়াছে।

নিত্যআবশ্যকীয়

—×—

★ "আর্থিক ভারত" প্রতি বুধবার কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়।

★ মূল্য প্রতি সংখ্যা আট আনা।

★ ভারত ও সিংহলের সর্বত্র সডাক বার্ষিক মূল্য ছয় টাকা।

★ বাষ্মাসিক মূল্য বারো টাকা।

বিজ্ঞাপনের হার ও নিয়মাবলীর জন্য "কর্মকর্তা, বিজ্ঞাপন বিভাগ" এবং

গ্রাহকশ্রেণীর জন্য "কর্মকর্তা, প্রচার বিভাগ" "আর্থিক ভারত", ১১৬ নং লোয়ার সার্কুলার রোড, (ফোন—ওয়েষ্ট ৭৪১) এই ঠিকানায় পত্রালাপ করিতে হইবে।

ব্যাঙ্ক

ব্যাঙ্ক সেয়ারে আরও অবনতি দেখা যায়। ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ৩৩৩৲, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ৩০০৲, ইণ্ডিয়ান ৪৮০৲ এবং হিন্দুস্থান কমার্শিয়াল ২৫৲ দরে কাজ হইয়াছে।

কয়লার খনি

এই বিভাগে বরাকর ও লাইন আরাকদুয়ার দরে অবনতি দেখা গিয়াছে এবং তাহার পরিমাণও সন্তোষজনক হইয়া পড়ে। আরাকদুয়ার দর ৯০ আনা কমিয়া ২৭৲ এবং বরাকরের দর ৮৲ কমিয়া ১১৸ হয়। ন্যাশনাল কোলের দর ৩৩৲ এবং ন্যাশনাল ইণ্ডিয়ার দর ৫৲ টাকা হয়।

চটকল

এই বিভাগে একরকার কোন কাজই হয় নাই। বহুদিন পরে গার্ডনিরের অবিক্রয় সম্বন্ধে পরিষ্কার কিছু জানা না যায় ততদিন পর্যন্ত কোনরূপ বাজার হইতে পরিয়া থাকিবে ইহা স্বাভাবিক। ততদিন পর্যন্ত বীজ সাটের দর উপযুক্ত পরিমাণে হ্রাস না পায় ততদিন পর্যন্ত চটকলগুলির পক্ষে লাভজনক লভ্যাংশ বিতরণ করা সম্ভব নহে।

চা

এই বিভাগেও বিশেষ কোন আগ্রহের লক্ষণ দেখা যায় নাই। এই বিভাগে বন্ধ দেখা যাওয়ায় ফলে ক্রেতারা কোন উৎসাহ প্রকাশ করিতেছে না। ডেলমুর ২২৸০ ইহা উঠিয়া ২৩৲ এবং ধনবিরাটি ১৮৸০ ছিল।

বিবিধ

এই বিভাগে কেহার কুলধরা বিক্রেতার প্রাধান্য দেখা যায়। ইহা আর সিলন্ড দে অবনতিতে থাকে সেলেবেলীর দর ১৲ হ্রাস পায়। বাথফোর্টের দর বাড়িয়া ২৬৲ হে পৌঁছে। আসিম ডেভালপের দর ১৮৲ এবং কাশপাল টোবাকোর দর ১৮৸০ তে স্থির থাকে। টিটাগড়ের দর ৩৯৲ এবং মোহনীপুর জমিদারীর দর ৯২৲ রহে। ব্রিটানিয়া ইন্ডিয়ানের দর ৮৲ এবং কাশপুরের ডেভেলপমেন্টের দর ২৫৲ এবং ইণ্ডিয়ান ডগলাসের দর ৩৸০ হয়।

প্রাসঙ্গিক

(পূর্বপৃষ্ঠার পর)

অধিকাংশ কোম্পানী তাহাদের প্রতিষ্ঠানের দাম বর্ধিত করিয়াছে। আরও অতিরিক্ত বৃদ্ধি ঘটাইতে গেলে ব্যবসায়ের লভ্যাংশের ক্ষেত্র সঙ্কুচিত হইয়া পড়িবে। তিনি এই আশা ব্যক্ত করেন যে আয়করের হার সম্বন্ধে সরকার তাঁহার অভিপ্রায়ের পরিচয় দিবেন।

বৎসর ত্রিশেক বহু দেশীয় রাজ্যগুলিতে ভারতীয় কোম্পানীসমূহের ব্যবসাবাণিজ্য চালাইতে যে অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে তাহার আলোচনা করেন। এবং আশা করেন যে সরকার তাঁহা বিলম্বিতে ফেডারেল আলিকভুক্ত করিবেন, যাহাতে দেশীয় রাজ্যে ও প্রদেশগুলিতে একই বৎসরে আইন ও বিধিব্যবস্থা প্রবর্তন হইতে পারে। তিনি শীঘ্র সম্বন্ধে বিক্রয় প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করেন।

বোম্বাই

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের আমানত বৃদ্ধি

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের পূর্বে কোনো ব্যাঙ্ক যে হারে সুদ দেয় তাহার তুলনায় দেখা যায় যে ছোট ছোট বা নাম-করা ব্যাঙ্কগুলির সর্বনাশের ফলে বড় বড় ব্যাঙ্কগুলির পৌষমাস হইয়াছে। সাধারণ ব্যবসায়ের মন্দার দরুণ সবচেয়ে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। তবে তারিখিকের অতিরিক্ত আমানত ঠিক ব্যাঙ্কের পক্ষে উপযুক্ত পরিমাণ লাভ দেওয়া সম্ভব হয় নাই—সব সময় প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশী পরিমাণ অর্থ ব্যাঙ্কে রহিয়াছে। সেই জন্য লাভের পরিমাণ আলোচ্য বৎসরে বেশী হইলেও সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের আর্থিক অবস্থা সন্তোষজনক হইতে পারে নাই।

৩১শে মার্চের ৩১ তারিখে যে বৎসর শেষ হইয়াছে তাহার জন্য সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার যে হিসাব সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে ঐ বৎসরে আমানতের পরিমাণ পূর্ববর্তী বৎসরের ১২৩.১৫ কোটি টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৩১.২৫ কোটি টাকা হইয়াছে। চলতি, সঞ্চয়, কল ইত্যাদি হিসাবে উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটিয়াছে। (১৩.১১ কোটি টাকার স্থলে ১৭.১ কোটি টাকা) ব্যাঙ্ক ও ব্যাঙ্ক পরিচালকের ইত্যাদি খাতেও বৃদ্ধি ঘটিয়াছে (৭৯.৩৮ কোটি টাকার স্থলে ৬৩.৯১ কোটি টাকা)। অন্যদিকে ঋণের পরিমাণ পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় হ্রাস পাইয়া ৪.২৭ কোটি টাকার স্থলে হইয়াছে ৪২.৬৪ কোটি টাকা। বাজারে কোম্পানীর আমানতের পরিমাণ ১ কোটি টাকারও বেশী বৃদ্ধি পাইয়াছে।

কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধিতে ও ব্যাঙ্কের পরিচালনের খাতাপত্রাদি বিভিন্ন প্রকার ব্যয়বৃদ্ধির ফলে ব্যাঙ্কের পক্ষে বাটলাভ পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় কমানই রহিয়াছে (১,৪৯,৩৩,১১৩ টাকার স্থলে ১,৪৯,৯৬,০৪৭৲)। তদুপরি ৫০ লক্ষ টাকা সঞ্চয় তহবিলে ১০ লক্ষ টাকা ও অন্যান্য তহবিলে ৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করিয়া কর্মচারীদের পুরস্কার খাতে ১৯.১৫ লক্ষ টাকা বিতরণ করিয়া কোম্পানী অন্যান্য ১৪ লক্ষ টাকা করিয়া লভ্যাংশ বিতরণ করিয়াছে। পূর্ববর্তী বৎসরে ও কোম্পানী ঐ খাতে লভ্যাংশ বিতরণ করিয়াছিল। অবণ্টিত লভ্যাংশের জের টানা রহিয়াছে ২১,৪৪,৫৯৭৲, পূর্ববর্তী বৎসরে ছিল ১৮,২৭,৩১১৲।

কোম্পানীর বিলাতে বসবাসরত যে শেয়ারহোল্ডারগণ লভ্যাংশের ৩ পার্সেন্ট হারে কোম্পানীর অবশিষ্ট অর্থ অন্যান্যার হইতে বলিয়া যে আবেদন করিয়াছিলেন তাহার ফল অবশ্যই কিছুটা বিলম্বিত হইয়াছে। যেখানে ১০ লক্ষ টাকা আদায় না হইতে পারে বলিয়া আদায়ী মূলধনের মধ্যে ২০ লক্ষ টাকা বিলম্বিত আদায় হইবে এবং রাষ্ট্রী অংশের কতকাংশ ও আদায় হইবে বলিয়া মনে হয় আলোচ্য বছরে তহবিলের ও অবশিষ্ট খাতের দুইটি খাতা খোলা হইয়াছে। তাহাতে উক্ত বৎসরে খাতের তিনটি উপ-খাতা ও পাঁচটি নূতন অধিক ও খোলা হইয়াছে।

* * *

ক্যালিডোনিয়ান জুট মিল

যত ১০এ মার্চের যে হিসাব শেষ হইয়াছে সেই সম্পর্কে ক্যালিডোনিয়ান জুট মিলের যে হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে কোম্পানীর মোট লাভ পূর্ববর্তী বৎসরের ঐ সময়ের তুলনায় ২১ লক্ষ টাকার ও বেশী বৃদ্ধি পাইয়াছে (১,২২,৬৯১৲—৭,০৩,৬৯১৲)

অবচয় খাতে ৫,৭৭,০০০৲, মূল্যাপচয়খাতে ১০,০০০ এবং অন্যান্য খাতে ৫১,০০০ টাকা বাদে তবিয়া কোম্পানীর হাতে করের যোগ্য লাভের পরিমাণ দাঁড়ায় ৯,৪৪,৩১৯০৩ পাই—ঐ টাকা হইতে আয়কর খেয়াতে পরকল্প ৩০৪ এবং সাধারণ খেয়াতে ৪৫৪৯ ধরিয়া লভ্যাংশ করের জন্য ধার্য করিবার পর কোম্পানীর হাতে অবশিষ্ট লভ্যাংশের জের দাঁড়িবে ৩,৩১০০০৩ পাই:

বিনিয়োগের সারাংশ

(৩১.১১.৪৮)

বাবদ	
মূলধন	
অগ্রাধিকার	১৪,০০,০০০৲
সাধারণ	১৮,০০,০০০৲
সঞ্চয় তহবিল	১৫,১৫,০০০৲
অন্যান্য তহবিল	১১,৩৩,৪১৯৲
ঋণ	৩৫,০৬,১৮০৲
অবণ্টিত লাভ (জের)	৩০,০১৯৲

বর্ষের উল্লেখযোগ্য মূল্যবৃদ্ধি

(পৃষ্ঠাংক ২৭৩ পৃষ্ঠায়)

সীমাবদ্ধ করা হইয়াছিল। সবের ও কিছুটা উন্নতি ঘটে। বিশ্বের ক্ষেত্রে মূল্যের নিম্নোক্ত হারে তিনি বিক্রিত হইয়াছে :—অমৃতসর ৩১৯/৬ পাই অমলা ৩১৪/৬ পাই জলন্ধর—৩০৮/৬ পাই আগ্রা—৩১৮/৩ রামপুর—৩১৲, কানপুর—৩১৩ পাই, মীরাট—৩১৲ পাই মুজফ্ফরনগর—৩১৯/৬ পাই, দার্জিলিং—৩২৯/৩ পাই কলিকাতা—৩৩৭/৬ পাই ফোরটি—৩৫.৩ ; রামপুর—৩৬৲ বেরোই—৩৭।৩১০ পাই। অক্টোবরে যে ২০৲ টাকা হইতে ৩১৲ টাকায় মধ্যে ছিল। সবের দর ছিল ১৩৮/৩ আনা।

চা

আলোচ্য সময়ে ১৮,৫০০ পাউণ্ড চা-কলিকাতা বাজারে আমদানী হয়। সকল বৎসরের চায়েরই দাম চড়িয়া ছিল। সাধারণ সময়ে চড়া ছিলবার বজায় ছিল ও মাঝে মাঝে মূল্যবৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। মাঝারি ধরণের ব্রোকেন চায়ের ডেলিভারি অপেক্ষাকৃত বেশী হইয়াছে এবং ক্রেতার পক্ষে ইহা সুবিধাজনক ছিল। সকলপ্রকার পাতা চায়েরই দর বিক্রয় ছিল না এবং ৬ পাই হইতে ৴- আনা অধিক মূল্যে ক্রেতাদের হইয়াছে।

১২,০০০ প্যাকেজ গুঁড়া চা অন্যান্যদেশ বাজারের জন্য ছাড়া হয় এবং ৬ পাই হইতে ৴- আনা বেশী দরে বেচাবেচা হইয়া থাকে। উৎকৃষ্ট ব্রোকেন চায়ের দরে ছোট ছোট ক্ষেত্রে ৴- আনা হইতে ৸- আনা পর্যন্ত মূল্যবৃদ্ধি ঘটে। সাধারণ গুঁড়া চায়ের প্রতি পাউণ্ডের দর ছিল ১৮ পাই। ৪,০০০ প্যাকেজ পাতা চা বিক্রয়ের জন্য ছাড়া হয়। এ ক্ষেত্রে চাহিদা ভালই ছিল এবং উৎকৃষ্ট পাতা চায়ের মূল্য বৃদ্ধি লক্ষিত হয়।

তৈল ও তৈলবীজ

রাপুরের তৈলবীজের বাজারে বিভিন্নভাবে দেখা ছিল এবং ক্রেতার অংশেই কিছুটা মূল্যবৃদ্ধি ঘটে। ইহার কারণ পূর্ব পাকিস্তানে পরিবহণ তৈল রেলওয়ে সম্পর্কে বাধা-নিষেধ আরোপিতভাবে অপসারিত হইয়াছে। তাহাতে মূল্য-বৃদ্ধিতে পূর্বের উৎসাহ ফিরিয়া আসে। রাপুরের [illegible]—২৭৯০, সারাসন্ত—[illegible]—৩৬০৭

সাপ্তাহিক হিসাব বিকাশ :—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক

ইস্যু বিভাগ—

(হাজার টাকার হিসাবে)

দায়—			
নোট বিভাগের নোট			
	১৯,৭৯,৫৭		১৯,৬৩,১৩
দেনা নোট			
	১১১৭,১৯,৩৩	১১১৯,১৬,৩১	১১৯৯,৯৮,৯৯
	১১৩৭,৯৯,৭১	১১১৯,১৬,১৯	১১৯৯,৭১,৯৯
সম্পত্তি—			
(ক) রৌপ্য ও স্বর্ণ মোট			
(১) ভারতে	৯৯,৭১,৭১		
(২) ভারতের বাহিরে			
বিদেশী জমা	১৭১,৭১,৯৩	১৭১,১১,১৩	১৯৯৯,৯৯,৯১
অন্যান্য জমা	৭৯১,৯৯,৭১	৭৯১,৯৯,৭১	১১৯৯,৭১,৯৯
(খ) সরকার ঋণ			
		৩১,১৯,৭১	৩১,৯৯,৭৯
রূপান্তর গণ		১৯৭,৭৯,৭১	১১৯৯,১৯,৯৯
	১১৯৩,৯৯,৭১	১১৯৭,১১,১৯	১১৯৯,১৯,৯৯

ব্যাঙ্কিং বিভাগ—

দায়—			
মজুতকারীর মূলধন			৫,৯৯,৯৯
সরকার হিসাব			৫,৯৭,৭৯
আমানত—			
(ক) চেকযোগে পরিশোধ্য			
	১৯৯,৯৯,৯৯	১৭৯,৯৯,৭৯	৯১৫,১১,৯৭
(খ) অন্যান্য সরকারের	৩১,৭৭,৭১	৩১,৯৯,৭৯	১৯,১৯,৯৯
(গ) ব্যাঙ্কসমূহের	৩১,৯৯,৯৯	১৯,৯১,৯৯	১৯,৭৯,১৫
(ঘ) অন্যান্যের	৯৯,১৯,৯১	৭৭,৯৯,৭৭	৫৯,৯৯,৯৯
দেয় চিঠি	৫,১৯,৯৯	৫,৯৫,৭৭	৯,১৫,৯৯
অন্যান্য দেনা	১৭,৭১,৭৯	১১,৭৭,৯৯	১৫,১৯,১৯
	৩৭৯,৯৯,১১	৩৭৫,৯১,১১	৪৯৯,৯৯,৯১
সম্পত্তি—			
রৌপ্য	১১,১১,৭১	১৯,৯৯,১৯	১৯,৯৫,৯৯
বাহির মুদ্রা	৯,৫৫	৯,৭৭	৯,৯৯
অন্য মুদ্রার মুদ্রা	১,১৯	১,৫৫	১,১৯
অন্যান্য হুণ্ডী			
(ক) আভ্যন্তরীণ	৭১,১১	৫৯,১১	১৭,৯৯
(খ) বাহিরের	—	—	—
(গ) ভারত সরকারের			
ট্রেজারী	১,১১,৯৯	১,৭১,৯৯	১,৯৫,৭৯
অন্যান্য জমা	১৯৯,৫৫,১১	১১৯,১৯,৯১	৯৫,১৯,৯৯
সরকারকে ঋণ ও অগ্রিম			
		১৯,৯৯	১৯,৯৯
অন্যান্য হুণ্ডী ও ঋণ			
	৫,১৯,৯৯	৫,৫১,৯৯	—
ভারতীয় মুদ্রা	১১১,৭১,১১	১৯৯,৭১,৯৯	১৯,৯৯,৭১
অন্যান্য সম্পত্তি	৫,১১,৭৯	৫,১১,৯৯	৯,১৯,১৯
	৩৭৯,৯৯,১১	৩৭৫,৯১,১১	৪৯৯,৯৯,৯১

সাপ্তাহিক হিসাব বিকাশ :—ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক

(হাজার টাকার হিসাবে)

দায়—			
বিক্রীত মূলধন	১১,১৯,৯৯	১১,১৯,৯৯	১১,১৯,৯৯
আদায়ীকৃত মূলধন	৫,৯৯,১৯	৫,৯৯,১৯	৫,৯৯,৯৯
সঞ্চয় তহবিল	৯,১১,৯৯	৯,১১,৯৯	৯,১১,৯৯
স্থায়ী আমানত, সেভিংস্ ব্যাঙ্ক আদি ও অন্যান্য হিসাব	১৯১,৯৯,৯৯	১৯১,১১,৯৯	১৯৯,৯৯,৯৯
অন্যান্যদের ঋণ বিহিত	১,৯১,৭১	১,৯৫,৯৯	১,৯৯,৯৯
মোট	১৯১,১১,৯৯	১৯৯,৯৯,৭১	১৯৯,৯৫,৯৯
সম্পত্তি—			
হেফাজতীয় আসবাব	১৯৯,১৯,৯৯	১৯৯,১৯,৭৯	১৯৯,৯৯,৯৯
অন্যান্য অস্থাবর সম্পত্তি	৯,৭১,৯১		৭,১৯,৯৯
ঋণপত্র	৯৯,৭১,৭৯	৯৫,৭১,৯১	১৯,৯৯,১১
ভারত সরকারের ট্রেজারী বিল	১১,৯৯,৯৯	১৯,৯৯,৭১	৯৫,৭১,৯১
অন্যান্য ঋণপত্র ও হুণ্ডী	৫,৯১,১১	৫,১৯,৯৯	৯,১৯,৯৯
ঋণের চিঠি	১,১৯,১১	১,১৯,৯৯	১,৯৯,৯১
বিবিধ—	১,৯৯,৯৯	১,৯৯,১১	১,৯৯,১১
অন্যান্য হাতের জমা	১,১৯,১১	১,৯৯,১১	৯,১১,৯৯
ব্যাঙ্কে জমা ও বিদেশী ব্যাঙ্কের বিল	১৯,৯৯,৯৯	১১,৭১,৯৯	৯৫,৭১,১১
মোট	১৯১,১১,৯৯	১৯৯,৯৯,৭১	১৯৯,৯৫,৯৯

সাপ্তাহিক হিসাব বিকাশ :—তফশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক

(হাজার টাকার হিসাবে)

	(অধিকৃত ভারত)	
দায়িত্বভার দেয় দায়		
ভারতে		১৯৯,৯৯,৯৯
(১) ভারতে বিদেশী বাঁধের জন্য	৯৯,৯৯,৯৯	৯৯,১৯,৯৯
(২) অন্যান্য চাহিদা দায় দেয় দায়	৯৯৯,৯১,৯৯	৯৯১,৯৯,৯৯
মেয়াদান্তে দেয় দায়		
ভারতে		১৯১,১৯,৯৯
(১) ভারতে বিদেশী বাঁধের জন্য	৯,৯৯	
(২) অন্যান্য মেয়াদান্তে দেয় দায়	১৯,৯৯,৯৯	১৯৯,৯৯,১১
মোট দফা টাকা		
ভারতে	৯৫,৯১,৯১	৯৯,১৯,৯৯ ৯,৯৯,৯১
বিদেশী ভারতে জন্য		৯৯,৯৯,১১ ১১,১১,১৯
দায়—		
ভারতে	৯১৯ ১৯,৯৯	৯৯৯,৯৯,৯৯ ৯৯১,৯১,১৯
আদায় হুণ্ডী		
ভারতে	৯,৯৯,৯৯	১৯,৯১,৯৯

ষ্টেট ব্যাঙ্ক অভ পাকিস্তান

(হাজার টাকার হিসাবে)

ইস্যু বিভাগ—

দায়—		সমাপ্তকাল	
ব্যাঙ্কিং বিভাগের নোট	৯,১১,১১	৯,৯৯,৯১	৯,৯১,৯৯
দেনা নোট	১১৯,৯৯,৯১	১১৯,৯৯,৯৯	৯৯,১৯,৯৯
	১৯৯,৯১,৯৯	১৯৯,৯১,৯১	৯৯,৯৯,৯৯
সম্পত্তি—			
(ক) রৌপ্যের মোট মজুত	৯,৯৯,১১	৯,৯৫,৯৯	
রৌপ্য			—
ইস্যু অযোগ্য	৯৯,৯৯,৯৯	৯৯,৯৯,৯৯	—
ভারত সরকারের জামিন	৯৯,৯৯,৯৯	৯৯,৯৯,৯৯	
ব্যাঙ্কারী মোট, বিদেশী ব্যাঙ্ক	—		
ঋণ, বিলের ব্যবসায় সাপেক্ষে	৯৯,১১,৯৯	৯৯,৯৯,৯১	৯,৯১,৯৯
(খ) রৌপ্য মুদ্রা	১,৯৯,১৯	১,১১,৯৯	৯,১৯,৯৯
সরকারকে ঋণ ও অগ্রিম	৯,৯৯,৯৯	৯,৯৯,৯৯	
অন্যান্যদের মুদ্রিত হুণ্ডি			
ব্যবসায় সাপেক্ষে বিদেশী ব্যাঙ্ক অভ			
ইস্যুর বিভাগ—			
নোটের ও ডাক নোট	১৯,৯১	১৯,৯৯	১,৯৯,৯৯
ইস্যু অযোগ্য	৯,৯৯,১১	৯,৯১,১১	৯৫,১৯,৯৯
ভারত সরকারের জামিন	১,১৯,১১	১,১৯,১১	১৯,৯১,৯৯
রৌপ্য মুদ্রা	১,৯৯,১৯	১,৯৯,৯১	১,৯৯,৯৯
	১৯১,৯৯,৯৯	১৯৯,১১,১১	৯১,১৯,৯৯

ব্যাঙ্কিং বিভাগ—

দায়—			
মজুতকারীর মূলধন			১,১৯,৯৯
সঞ্চয় তহবিল			৯৯
আমানত—			
(ক) চেকযোগে পরিশোধ্য	১৯,১৯,৯৯	১৯,৯৯,১৯	৯৯,৯৯,৯৯
(খ) আবেদনের সরকার	১১,৯৯,৯১	১১,৯৯,৯১	৯,১৯,৯৯
(গ) ব্যাঙ্কসমূহ	১৯,৯৫,১১	১৯,৯৯,১১	১৫,৯৯,৯৯
(ঘ) অন্যান্য	৯,১৯,৯৯	৯,৯৯,৯১	৯,৯৯,৯৯
দেয় চিঠি	১৯,৯৯	১৯,৯৯	১,৯১
অন্যান্য দায়	১,৯১,৯১	১,৯৯,৯১	১৯,৯৯
	১৯৯,৯৯,৯১	১১৯,১৯,১১	১৯৯,১৯,৯৯
সম্পত্তি—			
নোট			
রৌপ্য মুদ্রা			
(ক) পাকিস্তানী			
(খ) ভারতীয়			
অন্য মুদ্রার মুদ্রা			
(ক) পাকিস্তানী			
(খ) ভারতীয়			
জমা ও অগ্রিমের মুদ্রি			
(ক) আভ্যন্তরীণ			—
(খ) বাহিরের			—
(গ) সরকারী ব্যাঙ্কারীদের	১৯,৯১,৯৯	১৯,৯১,৯৯	—
পাকিস্তানের বাহিরে জমা	১৯,৯৯,১১	১১,৯১,১৯	৯৯,৯৯,১১
সরকারকে অগ্রিম ও ঋণ ইত্যাদি			৯১,৯৯
অন্যান্য ঋণ, বাদে ইত্যাদি	৯,৯১		
অন্যান্য সম্পত্তি	১,৯৯,৯৯	১,৯১,৯১	
	১৯,৯৯	১৯,৯৯	১,১৯,৯৯
	১৯৯,৯৯,১১	১১৯,১৯,১১	১৯৯,১৯,৯৯

যৌথ প্রতিষ্ঠান

	অনুমোদিত মূলধন (টাকায়)	২৭৫০ অঙ্কের প্রদত্ত মূলধন	প্রতি অংশের অনুমোদিত মূল্য	বন্ধ বিবরণ	লভ্যাংশ	বাজার দর			শেষ লেনদেন
ইঞ্জিনিয়ারিং									
ইন্ডিয়ান আয়রন	১,২০,২০,৩৪০	১,১৪,৯৯,১৭০		৮০(৫)	৩৫%	১৪/৫-৪১/৫০	১৩৯-৪১/৫০	১৪/৫-৪১/৫০	১৪৯-১৫০
ভেলস	২১,০০,৫৪০	৩০,০০,১৮০		১/৩(৫)	১৩৫১	১৩৫০	১৩৫০		
টাটা আয়রন	১,৬৯,৫০,৩৪০	১৯,৪৯,১১,১৮০		১৫ (৫)	৫৩৮				
বার্ন	৫১,০০,৩৪০	১,৩০,১৯,৩৪০	৩৪০	১৯৮(৫)	৫৩৮				
কেলকোই	৩৯,৩১,১৮০	১৫,৫০,৩৪০	১০	১৩০	৩৩৯	৩৫০			
বার্ণপুর	১৩,৫০,৫৪০	১,১৩,১৯০		৯০(৫)	৩৫৯	৩,৩৪০	৩,৩৫০	৩৯/৩	
ইন্ডিয়ান অক্সিজেন ...	৩,৩৩,১৫,১৪০	৯১,৩৩,৩১০				৫৩৯-৯৫/০	১৩১-৩৩৯/০	১১৫-৩১/০	১১৮-৩৩৯০
কয়লাখনি									
আসানসোল-উইন	১৩,৫১,৩৪০				৩৫৯				১৫৯
ইন্ডিয়ান-ইন্ড	১১,৩৩,১৮০				৩৫৯				৩১৭
ওসেন্ট কার্ণিয়া	১,৩০,৩৪০				৩৫৯				৯৩৫
কাজোরা	১৩,৩৩,১৪০				১৫৯				
কাঞ্চনপুর	৯৩,৩৩,৩৪০	১,১১,১৯০	১৫০		৩৫১	৪৯০			৪৯০
কুর্দা ওয়েস্ট	৩,১১,৩৪০	৩,৩৩,৩৩০	১০		৩৫৯				১১৫
কুর্দা লক্ষ্মণ	৩,১১,৩৪০	৩,১৩,৩৩০	১৫০		১৫৯				৯৭
সিটি সীতারাম	১১,১১,১৪০	১১,৯১,৯৫১	১০৭		৩৫৯				১৩৯৯৫
সিটি বাসন্তী	৯,৩০,৩৪০	৯,৩১,৩৩৩	১০		৩৫৯				১৩৯৩
সেলফাসী	১৩,১১,৩৪০	১১,৯৩,৩৩০	১০		৩৫৯				১৯৯৩
হাজরা	৩৩,৯৯,১৫০	১,১৫,৯৯,৩৩০	১০		৩৫৯	১৯৫৩			১১৫৩
ভেলস	৯৩,৩৩,৩৪০	১,৩৩,৩৩,১৩০	১০০		৩৫৯	৩৩৩-৩৩৯			৩৩৫
ভারত	৯৩,৩৩,৩৪০	১৯,১৯,৫১০	১০	৫/৩(৫)	৩৫৯	...			৭১/৩
মাধীয়ন	১৫,৩৩,৩৪০	১৫,৫১,৩৫১	১০	...	৩৫৯				১৫
মেকার্স	১৯,৯০,৩৪০	১,৩০,৩৩০	১০	১/৩	৩৫৯				৩৩১/৩
রক্ষিতপুর	৯,৩৩,৩৩০	৩,১৩,৩৩০	১০	৯৩	৩৫৯				১১৩
বিবসুর	১,৯০,৩৪০	৩,৩১,৩৯০	১	১৩	১৫/৩১	১৯৫/৩-৩৩			৩৩
বাইন ভারতপুর ...	১১,৩০,৩৪০	৩,৯০,৩৩০	১০	১	৩৫৯		১১/-১৫/৩	১১/৩-১১/৩	১১৫/৩
মেন্ট্রাল ইন্ডিয়া	৯৯,১১,৩৩০	১৯০	১০		৩৫১				
কাপড়ের কল									
এদিন	১১,৩৩,৩৪০	৩৩,৯৯,৩১০	১০	১৫	৩৫৯	১১/৩	১৯৯/৩-১১/৩	১১-১১৫	
কানপুর টেক্সটাইল ...	১১,৩৩,৩৪০	৩৩,৩৩,৩৩০	১৫০	৫৩	১৫৯	১৩৫/৩-১৩৫	১৫১/৩	১৩১/৩	
কোলায়ার	৯৩,৩৩,৩৩০	১১,৩৩,৯১০	১৫	১/৩(৫)	৩৫১				
ইন্ডিয়া	১৯,৩৩,৩৪০	১৩,৩১,৩৯০	১০০	১৩	৩৫৯				
লাক্ষেশী	৩৩,৩১,৩৪০	৯১,৩৫,৩৭১	১০	১১(৫)	১৫/৩৯				
মাইসিয়া	৯,৩৩,৩৪০	১১,৯১,৯৫০	১০০	১৯	৩৫৯				৩৭১
বাসবী	১৩,৩৩,৩৪০	১,৩১,১৩০	১০		১৯/৩১				১/৩
বিড়লা	১১,৩৩,৩৪০	১০,৩৩,১৩০		১(৫)	১৫/৩১				১৩৩৩
মুরিয়া	৯৩,৩৩,৩৪০	১৩,৩৩,১১১	১০০	১৯৩	৩৫৯				৩৩১৩
মোহনলাল ...	৯,৩৩,৩৩০ ১৯,৩১,৩১৩	১১,৩৩,১৩০	১১ ১৯	৯৩(৫) ১৫	১৫/৩১	৯৩			

যৌথ প্রতিষ্ঠান

| প্রতিষ্ঠানের নাম | | অনুমোদিত মূলধন (লক্ষ টাকায়) | শেয়ার ও অন্যান্য তারিখ | প্রতি শেয়ারের আনুমোদিত মূল্য | দেয় শেয়ারের পরিমাণ | শেয়ারের | | |

যৌথ প্রতিষ্ঠান

প্রতিষ্ঠানের নাম	অনুমোদিত মূলধন (লক্ষ টাকা)	বর্ষ শেষে আদায়ী মূলধন	গত বছরের অনাদায়ী মূল	গত বছরের লভ্যাংশ		বাজার দর			শেষ বছর
						১৯৭১	১৯৭২	১৯৭৩	
(ক) পাথার									
হেমন্তবাহার	৫,০০,০০০	৩,৯০,১৪২		১৯% (খ)					১৫%
সেবাই ও পাথরিয়া	৬,০০,০০০	৫,৯০,১৮৬		৯% (খ)		৬৯%			৬৫%
মিঠা চুমকী	১,৯০,০০০	৯,৫১,১৩৬		৯ (খ)					১১৯
পাহাড়তলা	১১,০০,০০০	৯৮,৭১,৫১১		৭৯% (খ)	১৯/৩৯				৯৯/৩৫
ফুলবাড়ি	৬,০০,০০০	৬,৯০,২৯৬		৯৯০ (খ)	১৯/৯১				৬৬/৩
তেলাইহাট	৬,০০,০০০	১১,০০,০০০		৯৯% (খ)	১৯/৯১				১৯৯%
বিলাস	১৯,০০,৫০০	৯,১০,০০০		৯% (খ)	১৯/৯১				৯৯%
বেলবাড়ি	১,৯১,০০০	১,১৯,৮৯৫		৯% (খ)					৯৯৯৩
তলাইহাট	১,৯০,০০০	৬,৯৯,১৩৩		৩০ (খ)					১৯%
বেঙ্গল ফার্মাস	১১,০০,০০০	৩,৪১,৯৬৫		১৯৯০ (খ)	১৯/৯১				১১৯%
সাগর	৬,০০,০০০	৯,৯১,৯৯১		৯৯০ (খ)	১৯/৯১				
সোনাই বিলাস	১,০০,০০০	৯,৯১,৯৪৩		৯০ (খ)					
তলাইহাট	১,০০,০০০	১১,১১,৯৯৯		১১১০ (খ)					
রাজিয়ারা	১৯,৯৯,০০০	৪৯,৯১,১১১		১৯% (খ)					
চিনির কল									
ইউ.পি	১৯,৯৯,০০০	১১,৯৯,৯৯৯			৯/৯১				
ব্যাট	৯৯,৯০,০০০	১৯,১৯,৯৯১			৯৫১	৯৫/১১/৯			
কুশাহার	১৯,৯৯,৯১০	১৯,৫১,১৫৫		১৯৯ (খ)	৯৯৮				
ছাতুয়া সিটিল	৯,১৯,৯১৫	১১,১৯,১৯৯		৯,৯৯ (খ)	৯৫১				
রাজাপুর	৯,৯৯,০০০	৯,১৫,৯৪৯			১৯/১১				
ভাগড়	১৫,০০,০০০	১,৯৯,৯৯৯		৯% (খ)	৯৯১				
রাজবন	১৯,৯৯,৯৯০	৯,১৯,৯৯৯		৯% (খ)	৯৫১				
রাজাব	৯,৯৯,০০০	১৯,৯৯,৯৯০		৯% (খ)	৯৯৮				১১৯
মহিনপুর	১১,১১,০০০	৯,৯১,৯৯৯		১% (খ)	৯৯৮				১৯৯
ব্যাঙ্ক									
ন্যাশনালাইজড ব্যাংকিং	৫,০০,০০,০০০	৫০,০০,০০০	৫০ (খ)	৯১০	৯৯১				৬৬১
ভূমিজ ইউনিয়ন	১১,৯৯,৯৯,৯৯৯	১১,৯৯,৯৯৯		৯৯৯ (খ)	৯৯৯				
ভূমিজ ব্যাঙ্কিং	৯৯,৯১,০০০	৯৯,৯৯,০০০	৯৯	১৯% পাই (খ)	১৯/৯১				
তালবাড়ী ব্যাংকার্স	৯০,০০,০০০	১৫,১৯,০০০	১৯	৯৫ (খ)	১৯/৯১	১১৯৯			
পাহাড় তালবাস	৬১,৯৯,১১১	১,৯৯,৫৫,০০০	১৯৯		১৯/৯১				
হিমাচি ব্যাঙ্ক	৫,০০,০০,০০০	৫,০০,৯৯,০০০	১৯%	৯% (খ)	৯৯১	—			
বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক	১৯,১৯,৯১১	১৯,১৯,০০০	১৯	৯৯৯ (খ)	১৯/৯১	৯৯/৯-৯/৯	৯৯/৯-০-০	৯৯-৯৯/৯	১৯৯৫
ওল্ড অব ইন্ডিয়া	৫,০০,৯৯,০০০	১,১৯,৫৯,০০০	৯১% (খ)	৯%	৯৯৮				
ন্যাশ অব বরোদা	১,০০,৯৯,০০০	১,১৯,৯১,০০০	৯৯% (খ)	৯% (খ)	১৯/৯১				
সিন ব্যাঙ্ক	৯৯,৯৯,০০০	১১,৯৯,০০০	৯১% (খ)		১৯/৯১				
ন্যাশনাল ব্যাংকিং	১,১১,৯৯,০০০	১,১৯,০০০			১৯৯১				
ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া	৯,১৫,১১,৯১৯	৯,৯৯,৯৯,৯৯১			৯৫৯				৯৫৯
বিদ্যুৎ-সরবরাহ									
ইউ-পি	৯৯,৯৯,০০০	১৯,১৯,১৯৯	১৯%	৯%	৯৯৯	১১%	১১%	১১৯-১১১	১১%
তালবাড়ী ইলেকট্রিক	৯৯,৯১,৯৯০ ঘ	৯১,৯৯,৯৯৯ ঘ	১ ঘ	৯৯৯ (খ)	১৯/৯১	১৯৯-১১/৯	১৯৯/৯-১১/৯	১৯৯/৯	১১৯

যৌথ প্রতিষ্ঠান

| প্রতিষ্ঠানের নাম | অনুমোদিত মূলধন (লক্ষ টাকা) | মোট শেয়ার সংখ্যা | প্রতি শেয়ারের অনুমোদিত মূল্য | শেয়ার মূল্য | সদস্য | | |

আর্থিক ভারত

অর্থ নৈতিক সাপ্তাহিক

২য় বর্ষ ১৫ সংখ্যা] কলিকাতা, বুধবার ২রা জুন, ১৯৪৯ ; ২৫শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৬ [মূল্য ।০

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	
পাউণ্ড, ডলার ও ভারতবর্ষ	৩২১
প্রাসঙ্গিক	
ভারতীয় পণ্য রক্ষণ, পণ্য ও শ্রমিক সমস্যা	৩২২
ভারতীয় অর্থলোক	
পাউণ্ডের মূল্য হ্রাস না করিবার ফলে ভারতের অবস্থা	৩২৩
সংবাদ চিঠি	
ওয়াশিংটন	৩২৩
বোম্বাই	৩৩০
দিল্লী	৩৩৪
"পাউণ্ড হইতে আমের একটা আনা পশ্চিমবঙ্গের প্রাপ্য"	
বিশেষ প্রবন্ধ	
ইউরোপীয় বাজার উপযোগী খনিজ পদার্থ —ডঃ জি সাহা	
সোনার বাজার	
ভারতের বিদেশী মুদ্রা ভাণ্ডার	
সংবাদ সংক্ষেপ	
নৌ প্রতিষ্ঠান	
ইণ্ডিয়া ওয়াশিংটনের নতুন পরিচালক বোর্ড	৩৩২

পাউণ্ড, ডলার ও ভারতবর্ষ

এ দেশে সংবাদপত্রের নৈমিত্তিকতে যে প্রকার ব্যাধি দেখা যায় "আর্থিক ভারত" ও সেই সব ব্যাধি হইতে মুক্ত নহে বলিয়া অনেক সময়ে বড় ছিল। সেইজন্য এটা আশা যে উক্ত ভারত ষ্টার্লিং চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে সেই সম্পর্কে কোন মতামত প্রকাশ করিতে পারি নাই। ঐ সম্পর্কে জনসাধারণের মনে অনেক ভ্রান্ত ধারণা ও অস্পষ্ট চিন্তার পরিচয় পাইতেছি বলিয়া আমরা ঐ বিষয়ে বিলম্ব হইলেও আলোচনা করা কর্তব্য মনে করিতেছি।

উক্ত চুক্তির মৌলিক বিষয় সম্পর্কে প্রায় এক পক্ষ কাল আলাপ আলোচনা চালাইয়া আমাদের অর্থ সচিব শ্রীযুক্ত মাথাই যে চুক্তি পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন তাহা সব দিক দিয়া বিশেষ সন্তোষজনক না হইলেও বর্তমান জটিল অবস্থা বিবেচনা করিয়া দেখিলে মন্দের ভাল হিসাবে ধরিয়া লওয়া যায়। অর্থসচিব নিজেও তাহা স্বীকার করিয়াছেন এবং উক্ত চুক্তি অনুযায়ী ডলার আয়দানীর শতকরা ২৫ ভাগ হ্রাস করিতে সম্মত হইয়া এবং ডলার তহবিলের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিয়া ভারত সরকার যে অর্থ নৈতিক বাধাবাধকতার মধ্যে প্রবেশ করিলেন তাহার পরিণাম সম্পর্কে তাঁহারা সম্পূর্ণ সচেতন আছেন বলিয়া জানাইয়াছেন।

এছাড়া ব্রিটেনের সঙ্গে বা কমনওয়েলথের মধ্যে থাকিয়া ইহার চেয়ে বেশী কিছু করা ভারত সরকারের পক্ষে সম্ভব ও ছিল না। এতদ্ব্যতিত আমাদের এই "ত্যাগের" পরিবর্তে আমরা যে কিছু বেশী পরিমাণ ষ্টার্লিং ও ডলার আয়দানী করার সুযোগ পাইয়াছি ব্রিটেনের বর্তমান অবস্থার তুলনায় সেটাও নেহাৎ নগণ্য নহে।

কিন্তু আমাদের বিবেচ্য সমস্যা ছাড়া পাউণ্ডের ভবিষ্যৎ সম্পর্কেই আমাদের উদ্বিগ্ন হইবার কারণ আছে। ষ্টার্লিং এলাকার ভিত্তি দৃঢ়তর করার প্রয়োজন সর্বাগ্রে বিবেচ্য বিষয়। ষ্টার্লিং এলাকাকে সুসংহত করার প্রচেষ্টা যুদ্ধের বিষয় নিতান্ত বিলম্বেই গ্রহণ করা হইয়াছে এবং এখনও পর্যন্ত উহার ভিত্তিমূল দৃঢ় করার চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই। যুদ্ধোত্তর যুগে আজ প্রায় নয় বৎসর ধরিয়া ষ্টার্লিং এলাকার পুনর্গঠনের চেষ্টা লক্ষ্য করা গিয়াছে কিন্তু কোন সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত কার্যাবলী পন্থা অবলম্বন করা হয় নাই। ১৯৪০ সালের ১৭ই জুলাই আনুষ্ঠানিকভাবে ও আইনতঃ ষ্টার্লিং এলাকা গঠিত হয় এবং আজ প্রায় পুরাপুরি নয়বৎসর পরে ষ্টার্লিং এলাকা সংগঠিত করিবার প্রয়াস অদ্যাবধি সফলতালাভ করিল।

কিন্তু ইতিমধ্যে ষ্টার্লিং এর অবস্থা বৈচিত্র্যের অবতারণা করে

বাহন নাহিয়া আসিতেছে। ১৯৪৭ সালে মিশর এবং ১৯৪৮ সালে পাকিস্তান ইহাদি এলাকা ত্যাগ করিল এবং ঐ সালেই দক্ষিণ আফ্রিকা একতরফা ভাবে তাহার নিকট ডলার সমস্যা সমাধানের পথ পরিষ্কার করিয়া লইল। ফলে এই সময়ের মধ্যে ইহাদি এলাকার ডলার তহবিলের উপর চাপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং উক্ত তিন বৎসরের মধ্যেই অন্তত ১,১১১ মিলিয়ন পাউণ্ডের দাবী মিটাইতে হইল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা হইতে মোট ১,৪২৭ মিলিয়ন পাউণ্ড, আই, এম, এফ, হইতে ১০০ মিলিয়ন পর্যন্ত এবং দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ৮০ মিলিয়ন পাউণ্ড মূল্যের স্বর্ণ ক্রয় করিয়া ঐ দাবী মিটান সম্ভব হইয়াছিল। ফলে ইহাদি এলাকার মজুত তহবিল যে প্রায় শূন্য হইয়া উঠিল তাহা সহজে অনুমেয়। অবশ্য বর্তমানে আই, এম, এফ এর উপরও বেশী নির্ভর করা চলে না এবং অবশিষ্ট যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা হইতে ইহাদি এলাকার সমস্যাদের সুবিধামুযায়ী সর্তে ঋণ গ্রহণ করাও একতরফা অসম্ভব। সেই অবস্থায় ইহাদি এলাকাকে মূলধন করার যে চেষ্টা চলিতেছে তাহা কিরূপে সম্ভব এবং কতখানি সফল তাহা পরবর্তীকালে বিবেচনা করিবার বিষয়।

এক্সচেঞ্জারের নয়া নেতৃত্বের প্রতিনিধি এই শুরুতর অবস্থা সম্পর্কে অবহিত এবং তিন তাঁহারা ঐ সম্মেলনে যে চুক্তিবদ্ধ হইয়াছেন তাহাতে মনে [illegible] তাঁহারা সঙ্কটের আশুনিক প্রতিকার [illegible] তাহা আর বিলু করিতে সম্মত হন নাই। তাঁহার অবশ্য এখানে বর্তমান আমদানীর পরিমাণ প্রায় ১,৩১৭ পাউণ্ড এবং উক্ত সম্মেলন তাঁহার আমদানীর পরিমাণ ৯০ মিলিয়ন পাউণ্ড হ্রাস করিয়া সঙ্কটের সাময়িক উপশমের চেষ্টা করিয়াছেন। ঐ সম্মেলনের মতে বর্তমানে উহার চেয়ে বেশী বিলু করা সম্ভবপর এবং করিলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে সাহায্যের সুবিধা পাইবার ভরসায় কথা ও স্থির করা হইয়াছে। মোট কথা ব্রিটেন কি অন্তত কোন সময়ে ইহাই পাউণ্ডের উপরি কথা কোন সুদূর প্রসারী কার্যক্রম গ্রহণ করিবার প্রস্তাব করিতে সাহস করেন নাই। ঠিক সেই জন্যই ইহাদি এর ভবিষ্যৎ কি তাহা লইয়া আমাদের চিন্তার কারণ আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। পাউণ্ডের সঙ্গে ভারতের আর্থিক ব্যবস্থা যেরূপে জড়িত হইয়া পড়িয়াছে তাহাতে আমাদের পক্ষে নিশ্চেষ্ট থাকার অসম্ভব। ইহাদি এলাকাকে সুদৃঢ় ভিত্তিতে দাঁড় করাইতে না পারিলে ব্রিটেনের যে পরিমাণ ক্ষতি তাহার অধিক তাহার চেয়ে কিছু কম নহে। সেই জন্য ডাঃ মাথাই সম্মেলনে একথা সকলকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে—"As the largest single holder of sterling balances in the Commonwealth, India is vitally interested in maintaining the stability of sterling and towards that end she would direct all possible efforts." এবং ঐ উদ্দেশ্যে তিনি যে কার্যক্রম গ্রহণ করার সুপারিশ পেশ করিয়াছেন তাহার মধ্যে বৈদেশিক মুদ্রা খরচের পরিমাণ হ্রাস সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য। তিনি সকলকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন যে "ভারত অধিকতরভাবে পাউণ্ড ও ডলার ব্যবহারের সুযোগ পরিত্যাগ করিলে একথা মনে করা ভুল হইবে যে তাহাতে অধিকতরভাবে ঐসব মুদ্রা ব্যবহার করার ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ করিয়াছে" তিনি আরও বলেন যে ডলার অর্জনে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি করিয়া এবং ব্যয়সঙ্কোচ করিয়া ভারত ও পাউণ্ড খরচ করিয়া তাহাদের বাজেটে সমতা রক্ষা করার প্রয়োজন অপরিহার্য। তাছাড়া কমনওয়েলথের তহবিলের ভার সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য এবং ঐ ব্যাপারে ভারতের ক্ষমতা অধিকতরভাবে প্রয়োগ করার উদ্দেশ্যে ষ্টার্লিং কমিটিতে ভারতের পক্ষ হইতে একজন স্থায়ী সদস্য গ্রহণ করার প্রস্তাবও পেশ করা হয়।

ডাঃ মাথাই এর উপরোক্ত প্রস্তাবগুলি সম্পর্কে সকলেই একমত হইবেন তাহা সত্য কিন্তু বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে ডাঃ মাথাই বা ঐ সম্মেলন পাউণ্ডের বর্তমান সমস্যা সম্পর্কে কোন স্থায়ী সমাধানের পথনির্দেশ করেন নাই—যাহা করিয়াছেন তাহা সাময়িক প্রতিকারের প্রচেষ্টা মাত্র। ইহা পূর্বেও উল্লেখ করিয়াছি। এখন ইহাদি এলাকার বর্তমান সঙ্কটের স্থায়ী প্রতিকারের পথ কি তাহা আমাদের ভাবিয়া দেখিতে হইবে এবং পূর্ব হইতে যদি প্রস্তুত না থাকে তাহা হইলে ইহাদি এলাকার দেশগুলির পক্ষে যে মারাত্মক বিপদের সম্মুখীন হইতে হইবে তাহা হইতে উদ্ধার হওয়া কঠিন হইয়া পড়িবে। যদি আমাদের প্রস্তুতিতে কোন শৈথিল্য বা অবাস্তব চিন্তা দেখা দেয় তাহা হইলে ভারতের পক্ষে সর্বনাশ হইবে।

ইহাদি এলাকার স্থায়ী সমস্যা সমাধানের দুইটি প্রধান পথ আমাদের সম্মুখে বিদ্যমান—প্রথম ব্রিটেনের উৎপাদন ব্যয়ের আনুপাতিক মূল্য হ্রাস এবং দ্বিতীয় যুক্তরাষ্ট্রে অধিকতর মাল রপ্তানি। যুক্তরাষ্ট্রে মাল রপ্তানী বৃদ্ধি সম্পর্কে প্রথমেই আলোচনা করা যাউক। ব্রিটেনের উৎপাদন ব্যয়ের মূল্য হ্রাসের মূল সমস্যা এখানে কি?

ইহাদি এলাকা আজ একদল যুযোরোপের সম্মুখীন হইয়াছে কেন তাহার প্রধান ও মূল কারণ ব্রিটেনের উৎপাদন ব্যয়ের অসঙ্গত মূল্য বৃদ্ধি। একদিকে যুক্তরাষ্ট্রের উৎপাদন ব্যয় দিনের পর দিন হ্রাস পাইতেছে অন্যদিকে ব্রিটেনের উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়া চলিতেছে। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ফল অস্বাভাবিক অবস্থানের ফলে এবং শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধির জন্য ব্রিটেনের উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া যে বৃদ্ধি দেখা যাইতেছে তাহা ঠিক কিনা এবং তাহাই একমাত্র কারণ কিনা উহা তর্কের বিষয়, কিন্তু আমাদের পক্ষে তাহা এখন আলোচনার বিষয় নহে। আমাদের পক্ষে সর্বাপেক্ষা আলোচনার বিষয় এই যে, যে কোন কারণেই হউক অল্প কয়েকদিনে যুক্তরাষ্ট্রে উৎপাদিত মালের তুলনায় ব্রিটেনে উৎপন্ন মালের মূল্য কমিবার কোন লক্ষণ নাই যদি না পাউণ্ডের মূল্য হ্রাস করা হয়। স্যার ষ্টাফোর্ড ও ব্রিটিশ মন্ত্রীসভা পাউণ্ডের মূল্যহ্রাস করিয়া বিশেষ জোরের সহিত আপত্তি জানাইয়াছেন কিন্তু তাঁহাদের সমস্ত চেষ্টা যদি ব্যর্থ হইয়া যায় এবং শেষ পর্যন্ত অবস্থার চাপে পড়িয়া এবং রপ্তানী বৃদ্ধির কোন পথ না দেখিয়া তাঁহারা যদি পাউণ্ডের মূল্য হ্রাস করিতে বাধ্য হন তাহা হইলে ভারতের কি অবস্থা হইবে এবং ভারত সেই সঙ্কট এড়াইবার জন্য কিরূপভাবে প্রস্তুত হইতে পারে? আগামী সংখ্যায় ঐ বিষয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইবে।

প্রাসঙ্গিক

ভারতীয় পণ্য প্রদর্শন

সম্প্রতি কলিকাতায় বস্ত্র ব্যবসায়ীরা ভারতীয় বস্ত্র রপ্তানির জন্য অন্যান্য অঞ্চলে চালাইবার এক সঙ্কল্প ঘোষণা করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে ভারতীয় পণ্য পাকিস্থানে প্রদর্শন বিভিন্ন অঞ্চলে প্রদর্শনীরও আয়োজন করিতে তাঁহারা ত্রুটি করেন নাই। এই "লক্ষ্মি" অঞ্চলে পূর্ব পাকিস্তানের ব্যবসায়ী মহল হইতে কিভাবে তাহার জন্য অভাবনীয় প্রচার লাভ করিয়াছে তাহা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ভারতের বস্ত্র ব্যবসায়ীদের উদ্যোগের পিছনে ভারত সরকারের সমর্থন ও সহযোগিতা রহিয়াছে বলিয়াই মনে হয়। দুইটি দেশের মধ্যে যে তৈরী, পারস্পরিক সহযোগিতা ও সম্প্রীতির সম্পর্ক এবং বন্ধুত্বই প্রয়োজনীয় ও কাম্য, তৎসম্বন্ধে এ দেশে কিছুমাত্র দ্বিমত বা সন্দেহের অবকাশ নাই। তাহার সহজ ও স্বাভাবিক উপায় সম্প্রতি সম্পাদিত বেসরকারি ব্যবসা করিবার ব্যবস্থা। তাহাই ব্যবসায়ী মহলের অভিপ্রায়ানুযায়ী ব্যবসা করিতে সুবিধা করিয়া দিতেছে, অযথা বিধি-নিষেধ করিতেছে, পরিশেষে উভয় পূর্ব প্রান্তে সম্প্রতি অর্থাৎ বর্তমান নীতি অনুসরণে প্রচুর ও প্রশংসনীয় করিতেছে। উহার সম্প্রতি "বিদেশ আরও সরকারের তরফ অতিরিক্ত সৌজন্যতা কি তাহা এখানে আলোচনার বিষয় না হইলেও প্রসঙ্গত বলা চলে যে, ভারত সরকার উহার সম্পর্কে কোনো কিছু করিতেছেন না। যাহা করিতেছেন বলা হইতেছে, উহার সম্পর্কে সরকারী উদ্যোগের চাহিদা বেসরকারিদের ব্যবসা। সেজন্যই বোধ হয় ভারত সরকার প্রস্তাবিত বস্ত্রের নীতি সম্পর্কে পাকিস্তান সরকারের মনোভাব জানিতে চাহিয়াছিলেন, অন্যান্য কথা, ভারতের পাকিস্তান সরকার আন্তরিকতা জানাইয়াছেন যে অন্যান্য পণ্য বিনিময় সম্পর্কে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সম্প্রতি যে চুক্তি সাক্ষর হইয়াছে তাহা আন্তরিকতার সহিত পালন করা হইবে। এবং তাহা যে যথার্থ ও আন্তরিক ঘোষণাই পরিচায়ক হইয়াছে তাহার আমরা পাকিস্তান সরকারকে সাধুবাদ জানাইতেছি। এখন পাকিস্তান সরকার ও পাকিস্তানী ব্যবসায়ীদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কি দাঁড়ায়, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয় হইলেও আমরা কৌতূহল-যাচাই প্রকাশ করিতে চাহি না। বর্তমান পর্যায়ে যে কোন চুক্তি সম্পাদিত হয় তৎপ্রতি প্রত্যেক ব্যবসায়ীরই সংযোগিতা করা কর্তব্য। পাকিস্তানের ব্যবসায়ী মহল এ সময় সুযোগ গ্রহণ করিতে পারিলেই যেমন ভারতের পক্ষে বিদেশ হইতে তাহাদের অভাব বিদেশ করিবার এবং অকারণে উত্তেজনা প্রায়শঃ বিভাজিত ভাবের অবসান ঘটাইতে সাহায্য করিবে।

পক্ষাঘাতগ্রস্তের প্রতিশ্রুতি

গত ১৫ই আশ্বিন তারিখে বৃক্ষরোপণে পক্ষাঘাতগ্রস্ত প্রতিশ্রুতি করিয়াছে। উক্ত দেশের এই বিরাট পরীক্ষার ফলাফল সমগ্র ভারতবর্ষ অতীব আগ্রহে লক্ষ্য করিবে। গ্রামবাসীদের মধ্যে গ্রামের পারস্পরিক অর্থ তথা পারিপার্শ্বিক অবস্থার মূল্য আনে তিন। ভারতবর্ষের অন্যত্র গ্রামের বিভিন্ন তারিখে এই মূল্য বিধান করা হয় তথাকথিত অনুষ্ঠানিক করিয়াছে। গ্রামবাসী মূর্খ, অশিক্ষিত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, কিন্তু তাহাদের বোধ করিয়া তাহার পেটিকের মূল্য নাই এক দেহীর দেশে এই মানী হইয়াছে। আসলে তাহার মধ্যে সরলতা, পরোপকারিতা, সহিষ্ণুতা, প্রসন্নতা প্রভৃতি গুণাবলী রহিয়াছে। যাহাদের আছে যদি সেইগুলির সমন্বয় বিধান না হইয়া থাকে, তবে তাহাদের গ্রামবাসীর পক্ষে দুর্ভাগ্য। তাহাদের ভোটাধিকার দেওয়া হইয়াছে, সে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ নীতি সম্পর্কে মতামত দিবার অধিকারী, তাহারা প্রতিনিধি হিসাবে পাঠানো—তবে তাহার কেন বিশেষ গ্রামের আত্মনির্ভরতা করার ও বিদেশ বিচারিবার অধিকার থাকিবে না? পক্ষাঘাতগ্রস্ত গ্রামবাসীর উপর কঠোর দায়িত্ব ন্যস্ত করিয়াছে। আশা করা যায়, এই অবস্থা তাহাদের স্বাবলম্বী ও আত্মনির্ভর করিয়া তুলিবে।

বৃক্ষরোপণের ১ লক্ষ ১২ হাজার গ্রামে ৩৫,০০০ পাক-পক্ষাঘাতে প্রতিশ্রুতি হইয়াছে। এইগুলির কোটি ৩০ লক্ষ গ্রামবাসীর জীবন বিনষ্ট করিবে। পূর্ববঙ্গের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে বিধানের প্রস্তাব হইয়াছে ও ১ কোটি ৭০ লক্ষ পূর্ববঙ্গ প্রবাসীর ভোটাধিকার হইয়াছে। ইহা একটি অনুকূলপূর্ণ ঘটনা।

ইতিপূর্বে বহু পরিসরের মধ্যে কুষ্ঠি পাক-পক্ষাঘাতের কুষ্ঠির দেখা গিয়াছে। বিষকন্যা ও শীতলা জীবন মানুষের ফলে গ্রামের অধিবাসীদিগের মধ্যে যে কুসংস্কার, সঙ্কীর্ণতা ও কুপমণ্ডুকতা দেখা যায়, পাক-পক্ষাঘাতগ্রস্তদিগকে তাহার উর্ধ্বে উঠিতে হইবে। যাহাতে ভবিষ্যৎ ও সংক্রামকতুলের প্রতি কোনও অজ্ঞান না অবিশ্বাস না হয়, যাহাতে প্রতিনিধিদিগ ব্যক্তিগত আক্রোশ বা বিদ্বেষ ইত্যাদির বশে পরিচালিত না হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। পাক-পক্ষাঘাতগ্রস্তদিগকে অনেক বিষয়ে বিশেষ সুবিধা দেওয়া হইয়াছে। দৃষ্টি রাখিতে হইবে যে, ইহার সদ্ব্যবহারের উপর সমগ্র পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভর করিতেছে।

অনভিজ্ঞতার জন্য ত্রুটি-বিচ্যুতি অবশ্যম্ভাবী। সেইগুলির উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করা অন্যায় হইবে। ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখিয়াই সমস্ত হইবে। গ্রামবাসীরা যাহাতে সাগ্রহে উৎসাহিত হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। অন্যান্য অনেক প্রদেশের পক্ষাঘাতগ্রস্ত প্রতিশ্রুতি সম্ভাব্য হইয়াছে।

সেচ-পরিকল্পনা ও শ্রমিক সমস্যা

সম্প্রতি এক সাংবাদিক সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব শ্রীযুক্ত বসুমিত্র এই প্রদেশের সেচ পরিকল্পনাগুলির বিভিন্ন দিক বিষয় কতকগুলি প্রয়োজনীয় তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বসুমিত্র জানাইয়াছেন যে, দুর্গাপুর পরিকল্পনা বাদীর অন্যান্য পরিকল্পনাগুলি আগামী ১৯৫৭ সালের মধ্যেই সম্পূর্ণ করিবার সঙ্কল্প করা হইয়াছে এবং তাহাতে ১৯৫০ লক্ষ একর জমি সেচ ব্যবস্থাধীন হইবে। সরকার ১৯৫৫ সালের মধ্যে সমস্ত পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার ইচ্ছা রাখেন। তাহা হইলে ১৮ লক্ষ একর নূতন জমি আবাদযোগ্য হইবে ও ৩ লক্ষ টন অধিক ফসল উৎপন্ন হইবে। কিন্তু পরিকল্পনাগুলি সম্পর্কে সরকারকে অভিজ্ঞতাগুলি যাবার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। তাহার মধ্যে প্রধানের অভাবই প্রধান।

এই প্রদেশে কৃষি ও শিল্পে স্থায়ীত্ব শ্রমিকের অভাব সাধারণতঃ কিন্তু প্রয়োজনের সময়ে নিম্ন মূল্যে করা হইয়া থাকে। পরিকল্পনের এই সোচনীয় দুর্বলতা দূর করা অবশ্য আবশ্যক। সমস্যের কোন কোন স্থানে কাহার প্রয়োজন সম্পর্কে তাহা জানা আছে। আবাদানের জীবনযাত্রার প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টির মধ্যে যাতায়াতের উপযুক্তকরণের সহিত সৃষ্টির সূত্র অবশ্যই। সেখানকার মধ্যে বিশুদ্ধ প্রয়োজনের ব্যবস্থা অবশ্যই করা সম্ভব। সেচ-পরিকল্পনাগুলি কার্যে পরিণত না হইলে এই প্রদেশ কখনও স্বাবলম্বনে আত্মনির্ভর হইতে পারিবে না। সরকারপক্ষ যাতায়াতের দুরবস্থার কথা সমস্তাবনে বিশেষ করিয়া বিবেচনা বিবেচনা করিবেন। আশা করি, সেচ-পরিকল্পনাগুলি তাহাতে সাফল্যমণ্ডিত হয়, তজ্জন্য সচেষ্ট প্রয়াস করিতে হইবে।

বিজ্ঞাপনাবলী

"আর্থিক ভারত" প্রতি বুধবার কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়।

• মূল্য প্রতি সংখ্যা চারি আনা।

• ভারত ও সিংহলের সর্বত্র সডাক বার্ষিক মূল্য দশ টাকা।

ষাণ্মাসিক মূল্য ছয় টাকা।

বিজ্ঞাপনের হার ও বিজ্ঞাপনীর জন্য

'কর্মকর্তা, বিজ্ঞাপন বিভাগ'

এবং

এজেন্সির জন্য 'কর্মকর্তা, প্রচার বিভাগ'

"আর্থিক ভারত" এর কার্যালয়

বিল্ডিংস, ২৩, নেতাজী সুভাষ রোড,

কলিকাতা,

এই ঠিকানায় পত্রালাপ করিতে হইবে।

অর্থনীতি

পাউণ্ডের মূল্যহ্রাস না করিবার ফলে ভারতের সমস্যা

ভারতীয় অর্থনৈতিক সমীক্ষায় এক মাস দেরী হওয়ায় ইহার ভবিষ্যৎ দর্শন। বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে পাউণ্ডের মূল্যহ্রাস না করার কোনও যৌক্তিকতা নাই। কিন্তু তার ফলে যে পাউণ্ড মূল্য হ্রাস না করিবার জন্য যে প্রতিশ্রুতি দেখাইতেছিলেন তাহাকে দৃঢ় রাখিবার সমস্যা জটিলতর হইয়া উঠিয়াছে। পাউণ্ডের মর্যাদার মূল্যমান পর্যে যে কিছুটা মূল্যহ্রাস অনিবার্য হইয়াছে তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। তাহাতে সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করিয়া মনে হয়, তার হ্রাসের মাত্রা যতদূর সম্ভব অল্পতম রাখিবার চেষ্টা করা হইবে, অন্য অধিকাংশ পাউণ্ডের মূল্যমান অক্ষিত্ব রাখিয়া নিজে নীচে নামিয়া যাইবে। তাহার এই একতরফা ভাবে মূল্যমান পর্যবেক্ষণের অর্থনৈতিক বিপদ্মাত্রা সৃষ্টি হইতেছে মাত্র। সেই দিক দিয়া, পাউণ্ডের সঙ্গে সঙ্গে পাউণ্ড মূল্যমান হ্রাস করিয়া আছে, তাহাকে পাউণ্ডের সমমান হইতে অক্ষিত করিয়া ভারতের অর্থনীতি যেন সেইটি না পড়ে তাহার জন্য আরও সতর্কতার বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িবে।

•

যে আলোচনা করে সমস্যা আছে। আলোচ্য সমীক্ষায় অবশ্যই মূল্যমান সম্পর্কে কোনও উল্লেখ করা হয় নাই। ১৯৪৯-৫০ সালের সমীক্ষায় টাকা দেখা হইবার ফলে ব্যাঙ্কের কিছু টাকার আমদানি হইয়াছে। তাহাতে চাহিদা সংকুচিত হইবার ফলে ঐ বছরে কোন টাকা আটক পড়ে নাই এবং ব্যাঙ্কগুলি পাউণ্ড বন্ধকের জন্য যে টাকা সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিল তাহার পাই আমদানী হইতে বিদেশ হইবার দরুণ অবাধহারা অবস্থায় পড়িয়া আছে। টাকার বাজারের এই সমস্যার ফলে সরকারের পক্ষে মূলতঃ ব্যাঙ্কগুলির নিকট অর্থসংগ্রহ সম্ভব হইয়াছে। আলোচ্য সমীক্ষায় ১৫ কোটি টাকার বাজারভিত্তিক বিক্রয়ের হইয়াছে এবং আগামী সমীক্ষায় ৬০ কোটি টাকার আবেদন করা হইয়াছে।

• • •

কিন্তু সাধের প্রকৃতির বিষয়টিকে প্রকাশ, আলোচ্য সমীক্ষায় চালু নোটের পরিমাণ কিছুটা হ্রাস পাইয়াছে (পূর্ববর্তী সমীক্ষার ২,১১০৮৫ কোটি টাকার স্থলে ২১০৮৫৩ কোটি টাকা হইয়াছে)। অন্যদিকে আমানতি বিভাগে সঞ্চিত নোটের পরিমাণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে (৩৮২৩ কোটি টাকার স্থলে ৪৮৮৮ কোটি টাকা)। ৩০ লক্ষ লোকসংখ্যা অধিক চালু করিবার ফলে নোট ইস্যুর পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ২,১৩০৭৯ কোটি টাকার স্থলে ২,১৩৪ ৭৩ কোটি হইয়াছে।

ব্যাঙ্কিং বিভাগে কেন্দ্রীয় সরকারের সঞ্চিত তহবিল পরিমাণ হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া ১৩৩৮৮ কোটি টাকা হইতে ১০৩৭১ কোটি টাকায় দাঁড়াইয়াছে। ব্যাঙ্কগুলির সঞ্চয় টাকার পরিমাণও ৯ কোটি টাকার মত হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া ৩৭৮৯ কোটি টাকা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক উন্নয়ন সরকারের মধ্যেকার ঋণগ্রহণের পরিমাণ বৃদ্ধির অংশে দাঁড়ায় সঞ্চিত টাকার হ্রাসপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে বলিয়া অনুমান করা যায়। সঞ্চিত ঘাটতিপূরণের পরিমাণ হিসাব করিয়াছে (৩৮৮ কোটি টাকা—৩১৮ কোটি টাকা)। হিসাবে সঞ্চিত সম্পত্তির পরিমাণ ১৮৫৮৩ কোটি টাকা হইতে স্ফীত হইয়া ১৯১৮৯ কোটি টাকাতে পৌঁছিয়াছে। সরকারের ঋণ ও অর্থদানের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে (৫৩৮ কোটি টাকা—৩৮ কোটি টাকা) এবং মোট অর্থবিনিয়োগের পরিমাণও ৬৮৩৯ কোটি টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৬৮৮৬ কোটি টাকাতে পৌঁছিয়াছে।

• • •

এই আশা করিবে সমস্ত সমস্যার কথা সরকারী মুক্ত ব্যাঙ্কগুলির যে হিসাব বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় তাহিসাবের মেয়াদের যাহা ব্যাঙ্কগুলি হইতে ঋণের পরিমাণ হ্রাস পাইয়া ১৮৮৯ কোটি টাকা হইতে ৩৮৮৮ কোটি টাকা হইয়াছে। মেয়াদের পরের আমদানি ব্যাঙ্ক হইতে ঋণের পরিমাণ পূর্ববর্তী সমীক্ষার ৩১ লক্ষ টাকা হইতে ৮৯ লক্ষ টাকা হইয়া ১৮৮ লক্ষ টাকা হইয়াছে। ব্যাঙ্কের সঞ্চিত জমার পরিমাণ ৩৮৮ কোটি টাকা হইতে হ্রাস পাইয়া ৩৮৮৮ কোটি টাকা হইয়াছে কিন্তু বিকার ব্যাঙ্কে সঞ্চিত টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি ৮৮৮৮ কোটি টাকা হইতে ১৮৮৮ কোটি টাকা হইয়াছে। ব্যাঙ্কের পরিমাণ ৩১৮৮ কোটি টাকা হইতে হ্রাস পাইয়া ৩১৩৮ কোটি টাকা হইয়াছে।

ওয়াশিংটনের চিঠি

পুনরায় যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও কানাডার যুক্ত অর্থ-নৈতিক সম্মেলন — প্রধান মহা-নগরীগুলি ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশগুলির ইউনিয়ন — শ্রমিকদের মজুরী হিসাবে মজুরীর হার বৃদ্ধি

(নিজস্ব সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত)

ওয়াশিংটন, ১৩ই আগষ্ট—যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ-সচিব এক ঘোষণায় জানাইয়াছেন, আগামী সেপ্টেম্বর মাসে ওয়াশিংটনে যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও কানাডার এক প্রতিনিধি সম্মেলন হইবে। উক্ত সম্মেলনে বৃটেনের ডলার-ষ্টার্লিং-ভিত্তিক আন্তর্জাতিক লেনদেনগুলির বিষয় আলোচিত হইবে। তবে যে কোন দেশের এই সম্মেলনে যোগদানের সম্ভাবনা নাই। মুদ্রা বিনিময় ও মুদ্রানীতি সম্পর্কিত কোন আলোচনা উক্ত সম্মেলনের বিষয়বস্তু নহে বলিয়া আন্তর্জাতিক লেন-দেনগুলির পক্ষ হইতে কোন প্রতিনিধি দেওয়া হইবে না। যুক্তরাষ্ট্রের অর্থসচিব মিঃ হাউয়ার স্পষ্টভাবে জানাইয়াছেন যে যুক্তরাষ্ট্র অর্থ-বিষয়ক এই আলোচনার কোন বিশেষ প্রস্তাবনা গ্রহণ করিবে না। তবে তিনি এই আশা করেন যে, সুষ্ঠু পরিবেশে এই বিষয়ে যে আলোচনা হইবে তাহা সকলের অধিকতর সাহায্যকারী হইবে। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, গত মাসের প্রথমভাগে বৃটেন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট যে প্রস্তাব করে, তাহাতে বলা হইয়াছিল, বৃটেনের ডলার অর্জন পরিস্থিতির উন্নয়ন করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র যেন বৃটিশ পণ্যের উপর হইতে তাহার আমদানি শুল্ক হ্রাস করে। যুক্তরাষ্ট্রের বিভাগীয় কর্তাদের বক্তব্য হইতে ইহা সুস্পষ্ট যে, যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে এখন আর তাহা করা সম্ভবপর নহে। কেননা, যুক্তরাষ্ট্র বর্তমানেই সংরক্ষণ পরিমাণে কাজ করিতেছে। বৃটেনের অর্থনীতি বিষয়ক এই আলোচনা সম্মেলনের সমাপ্তির পরেই বৃটেন ও কানাডার অর্থনৈতিক কর্তাদিগের অবস্থান করিবেন এবং আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক ও আন্তর্জাতিক লেন-দেনগুলির সভায় উপস্থিত থাকিবেন।

ফিলাডেলফিয়ার প্রেসিডেন্ট সরকারীভাবে যুক্তরাষ্ট্র পরিদর্শন করিয়া প্রত্যাগত মহানগরীর ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জাতিসমূহের যে ইউনিয়ন গঠনের প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহাতে যুক্তরাষ্ট্রের সরকারমহল বহুলে বিশেষ আগ্রহ পরিলক্ষিত হইতেছে। ফিলাডেলফিয়ার প্রেসিডেন্টের সহায়তে হইতেছে যে, প্রস্তাবিত ইউনিয়নের লক্ষ্য হইবে আর্থিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন বিধান এবং কোনরূপ সামরিক চুক্তি বিধান নহে। উক্ত ইউনিয়নে যে-সমস্ত দেশই অন্তর্ভুক্ত হবে সে-সব দেশ যে কোনরূপ এক্যবদ্ধতার আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে যুক্তরাষ্ট্র। যদিও প্রেসিডেন্ট আশা করেন যে যুক্তরাষ্ট্র এইভাবে গঠিত ইউনিয়নকে সহায়তা করিবে, তবে তিনি প্রস্তাবিত পরিকল্পনার পক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ গ্রহণ অপরিহার্য বলিয়া মনে করেন না। তিনি ইহাও প্রকাশ করেন যে, পশ্চিমের জাতি প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাবের অন্তর্গত পরিষদের নিজস্ব নিয়মটি উপাপন করিয়াছেন। আশা করা যাইতেছে, অ-কমিউনিষ্ট চীন উক্ত ইউনিয়নের সঙ্গে হইবে। তাঁহারা আরও যে সকল দেশকে উক্ত ইউনিয়নের সঙ্গে হইতে আহ্বান জানানো হইবে তাহারা রহিয়াছে—ভারতবর্ষ, ইন্দোনেশিয়া, কোরিয়া, অষ্ট্রেলিয়া, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন এবং আর দেশ।

যুক্তরাষ্ট্রের কারখানাগুলিতে শ্রমিকদের ঘণ্টা হিসাবে মজুরীর হার ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিক স্তরের হিসাব অনুযায়ী, জুন মাসেই ঘণ্টা হিসাবে মজুরীর হার সর্বোচ্চ সংখ্যায় ১৮৩ ডলারে পৌঁছে। কিন্তু শ্রমিকদের আয়ের সাপ্তাহিক গড় নির্ণয় করিলে দেখা যাইবে যে গড় হিসাবের আগের তুলনায় তাহা নিম্নতর হইয়াছে। ইহার কারণ সাপ্তাহিক কাজের ঘণ্টার পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে। একদিকে আয়ের পরিমাণ হ্রাস হইলেও অন্যদিকে জীবন-যাত্রার ব্যয়ও হ্রাস পাইয়াছে। মূল্যসূচক জুন মাসে ১৮৯% ধরিয়া আসে।

"পাট শুল্ক হইতে আয়ের একটা মোটা অংশ পশ্চিমবঙ্গের প্রাপ্য"

পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্রের অকাট্য যুক্তি প্রদর্শন

[সম্প্রতি বিধান পরিষদে বলড়া কমিটির ১২৪ ধারা অনুযায়ী ১০ বৎসরের জন্য পাট শুল্ক বন্ধ করিবার যে ব্যবস্থা হইয়াছে সেই সম্পর্কে পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র পরিষদকে বাঙ্গলার দাবী সম্পর্কে যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহা বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, সেইজন্য তাঁহার বক্তৃতার মূল অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। — আঃ ভাঃ]

সম্প্রতি বিধান পরিষদে বলড়া কমিটির ১২৪ ধারা অনুযায়ী ১০ বৎসরের জন্য পাট শুল্ক বন্ধের যে আলোচনা হইয়াছে, সে সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র বলেন যে, পাট শুল্ক হইতে লব্ধ আয়ের একটী মোটা অংশ পশ্চিমবঙ্গের জন্য ধার্য্য করা আবশ্যক। তিনি আরও বলেন, ডিভাল্যুয়েশন হাতে লইয়া পশ্চিমবঙ্গ এই দাবীর কথা জানাইয়াছেন এবং তাহার দ্বারা দাবীই যে ন্যায্য তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক ব্যবস্থা যাহাতে অক্ষুণ্ণ ভাবে বজায় থাকে তজ্জন্য পণ্ডিত মৈত্র এক অকাট্য যুক্তি প্রদর্শন করেন।

পণ্ডিত মৈত্র বলেন, আমি স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছি যে, পাটশুল্ক সম্পর্কে আলোচনার সময় আমি বলড়া কমিটির সম্মুখে অবতারণা করিয়াছিলাম। ইহার পিছনে এক সুদীর্ঘ ইতিহাস রহিয়াছে এবং তাহা আমেরিকার ইহাতে যত সন্দেহ করিয়াছেন, ইহা তত সহজ নহে। ১৯১৮ সালে যুদ্ধকালীন ব্যবস্থা অনুযায়ী প্রথম পাটশুল্ক ধার্য্য করা হয় এবং সেই সময় হইতে ১৯৩৯ সাল পর্য্যন্ত পাটশুল্ক হইতে মোট ১ কোটি টাকা আয় হয়। যখন প্রথম এই শুল্ক ধার্য্য করা হয়, তখন ইহা আশা করা হয় যে, প্রথম মহাযুদ্ধ চালাইবার জন্য যে অতিরিক্ত উপায়ের প্রয়োজন হইয়াছিল তাহা মিটাইবার উদ্দেশ্যেই ইহা ধার্য্য করা হইয়াছিল এবং যুদ্ধ শেষ হইলেই যত শীঘ্র সম্ভব ইহা তুলিয়া দেওয়া হইবে। তৃতীয় লোক টেলিস মৈত্রকে এই পাটশুল্ক সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে আলোচনার জন্য উপস্থিত হন এবং ইহা একেবারেই সাময়িক ব্যবস্থার জন্য নহে বলিয়া তাহার সম্মুখে তর্ক প্রকাশ করা হয়। তর্ক যাহা অনুসন্ধান কমিটির সম্মুখে যে পণ্যদ্রব্যের উপর শুল্ক ধার্য্য করা হইবে তাহা ধার্য করিয়া একটিমাত্র ব্যবস্থা হয় এবং উহার উপর সাময়িক ব্যবসের জন্য যাহা করা হয় তাহা হইলেই একমাত্র স্থায়িত্ব ধার্য্য করা যাইতে পারে। তর যাহা অনুসন্ধান কমিটি এইরূপ নিয়ম প্রকাশ করেন। ১৯৩৯ সাল পর্য্যন্ত পাট একমাত্র ব্যবসার একমাত্রিক ব্যবসা ছিল। অতএব তর যাহা অনুসন্ধান কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যবসার পাটের উপর তর ধার্য্য করা তাহার সম্বন্ধে যথেষ্ট যুক্তি ছিল। পাটের উপর একান্তিক একেবারেই ধার্য্য করা হইবে কি না সে সম্পর্কে তৃতীয় লোক টেলিস মৈত্রকে যথেষ্ট আলোচনা হয়। তৎকালীন ভারত সরকারের আইন সচিব স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয় ঐ প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। তিনি কলিকাতার বণিক সভার সভাপতি হন এবং তাহাদের সেক্রেটারী এ সম্পর্কে বিজ্ঞাপিত করেন। এ সম্পর্কে প্রকাশ্যের সময় ইহা নিরূপণের স্থির হয় যে ইহা বৈধব্যমূলক হয়। তাহা, এই কর বিশেষ কোন প্রদেশের কৃষকের উপর চাপাইয়া দেওয়া হয়। তিনি বলেন, কেবলমাত্র চুরিচোরের পণ্যদ্রব্যের উপর এই কর ধার্য্য করা হইয়াছে, বলিয়া যে বৈষম্যমূলক তাহা নহে, পরন্তু অন্যান্য প্রদেশের মাল নিয়া কেবলমাত্র বাঙ্গলাতে এসে যাহা করায় ইহা বৈষম্যমূলক হইয়া পড়িয়াছে। তার এম এম সরকারের প্রশ্নের উত্তরে তার এডওয়ার্ড বেঙ্গল বীমার করেন যে, পাটশুল্ক ধার্য্য করার ফলে কৃষকের উপর সরাসরি কর ধার্য্য করা হইয়াছে এবং ইহা কৃষি রাজস্বের অনুরূপ। এই কর কৃষকের উপর পড়িয়াছে।"

"১৯১৯ সালে যখন ইহা প্রথম ধার্য্য করা হয়, তখন মুদ্রাস্ফীতির ব্যবস্থা হিসাবে ইহা ধার্য্য করা হয় এবং সেইসময় পাটের উপর যে কৈফিয়ৎ ধার্য্য করা হয় তাহা সরাসরি কৃষকের উপর গিয়া পড়ে। কিন্তু আজ এই কর কৃষকের বিশেষ বিশেষ করিয়া বাঙ্গলার ব্যবসায়ের উপর পড়িয়াছে।"

পণ্ডিত মৈত্র বলেন, "ইহা বিশ্লেষণে বুঝা যায় যে, এই কর যাহা করিয়া তৎকালীন সীমান্ত শাসন ব্যবস্থার ব্যয়ের সীমা নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে। তার আমেরিকার যদি মনে করেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার সাময়িকভাবেও: কার্য্যে প্রদেশগুলিকে কতকগুলি অর্থের কিছু অংশ প্রদান করেন তবে তিনি ভুল করিবেন। বাঙ্গলার পক্ষে অকাট্য যুক্তি প্রদর্শন করা হয় এবং তৃতীয় লোক টেলিস মৈত্রকে আলোচনার ফলে স্থির হয় যে, পাটশুল্ক হইতে যে অর্থ আদায় হইবে তাহার শতকরা ৫০ ভাগ পাট উৎপাদনকারী প্রদেশসমূহে বণ্টন করা হইবে বলিয়া ভারত সরকার ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসের আইনের ১২২ ধারার ব্যবস্থা করেন।

পণ্ডিত মৈত্র বলেন যে, অন্যান্য তার আর্থিক বিশেষজ্ঞ এই প্রশ্ন উত্থাপন করেন এবং পাটশুল্ক হইতে যাহা আয় হইবে তাহার শতকরা ৫০ ভাগ বাঙ্গলাকে দিবার জন্য সুপারিশ করেন। উপরোক্ত আইনের অনুযায়ী অর্থের শতকরা ৫০ ভাগ বাঙ্গলার দাবী তুলিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়া নয়, কিন্তু তার আর্থিক বিশেষজ্ঞ ইহা বুঝিয়া করিয়া শতকরা ৫০ ভাগ দিবার জন্য সুপারিশ করেন। পরবর্তিতে সরকারি আর্থিক ব্যবস্থা পর্য্যালোচনার জন্য একটি কমিটি গঠন করেন। সরকার কমিটি মারে অতিরিক্ত এই বিশেষজ্ঞ কমিটি এই বিষয়ে কয়েকটি বিশেষ সুপারিশ করেন। এই পরিষদে গত দুই-তিনদিনের আলোচনায় উক্ত বিশেষজ্ঞ কমিটির সিদ্ধান্ত সম্পর্কে যেসব যুক্তি প্রকাশ করা হয় তাহা আমি লক্ষ্য করিয়াছি। আমি লক্ষ্য করিয়াছি যে, শুধু বলড়া প্রদত্ত কমিটিরই নহে, এই পরিষদের বিশেষজ্ঞ কমিটির সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সরকার ক্রমাগত যত পরিবর্ত্তন করিতেছেন। পাটশুল্ক সম্পর্কে কমিটি যে সুপারিশ করিয়াছেন তাহাতে বলিয়াছেন যে, রাজস্বের অতি পুরাতন জন্য সাধারণ প্রদেশগুলিকে ৫০ বৎসরের জন্য অথবা যতদিন পর্য্যন্ত না পাট ও পাটজাত দ্রব্যের উপর হইতে রপ্তানি শুল্ক রহিত হইতেছে ততদিন পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত প্রদেশগুলিকে অতিরিক্ত বাবদ প্রতিবৎসর নিম্নলিখিত অর্থ প্রদান করিতে হইবে :—

পশ্চিমবঙ্গ—১ কোটি টাকা, আসাম—১৫ লক্ষ টাকা, বিহার—১৭ লক্ষ টাকা ও উড়িষ্যা—৩ লক্ষ টাকা।

পণ্ডিত মৈত্র বলেন, "আমি জিজ্ঞাসা করি আজ, ৫০ বৎসর পরে কি অবস্থা হইবে? বাঙ্গলার আর্থিক অবস্থা কি হইবে? আজকে তাহার হইতে বাঙ্গলা পাইতেছে ১০ ভাগ পাট, কিন্তু তাহাদের ইহা হ্রাস করিয়া পাইতেছে ১১ ভাগ করিয়া দিবারের। বাঙ্গলার তিন ভাগের দুইভাগ বলিয়া যাওয়ায় এই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। তাঁহারা প্রকৃত অবস্থা জানেন না। বাঙ্গলার মোট আয়ের ৪০ ভাগ পশ্চিমবঙ্গ হইতে সংগৃহীত হয়, পাট উৎপাদক অঞ্চলের কিয়দংশের দুই ভাগ পূর্ব পাকিস্তানে পড়িয়াছে কিন্তু পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গে যে পরিমাণ পাট উৎপন্ন হয়, তাহা হইতে পূর্ব বৈষম্য হয় পাঁচগুণেরও। এই কথাটা স্মরণ করিয়া যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করা উচিত। বাঙ্গলার দাবীদাওয়ার অর্থ নৈতিক সমস্যাগুলি লক্ষ্য করিতে হইবে।

[শেষাংশ ৩২৮ পৃষ্ঠায়]

বিশেষ প্রবন্ধ

বৃটেনে বস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা

—জন কিংসলি

বৃটেনের যুদ্ধবিধ্বস্তপরিস্থিতি আজ যে সকলের সমুখীন হয়েছে তা বস্ত্রের চাহিদার অভাব নয়, তা হল ক্রয়ক্ষমতার দুর্বলতা মেটাবার জন্য কি উপায়ে উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায়—তারই সমস্যা। এই বৃটিশ প্রবন্ধির প্রশ্নটাকে প্রধান পাওয়া বিশ্বের যে কোনদেশ এবং বিশেষ সমাজতান্ত্রিক এমনও বলা অত্যুক্তি হয় না।

বস্ত্রের এই সংকটজনক অবস্থা আজ নূতন নয়, যুদ্ধের পর থেকেই তার লক্ষণ প্রকাশ পেয়ে আসছে, উপরন্তু গত ১৮ মাস ধরে রপ্তানি বৃদ্ধির প্রয়োজন বেশ তরুণার অবস্থার অবতারণা করেছে এমন যে আজ বৃটেনের বাজারে আজ নয়, বহুকাল ধরে তার সংখ্যা ক্রমেই বিস্তৃত হয়েছে। তার ফলে বর্তমান বছরে শিল্পোন্নয়নের উপর সমস্ত মুখ্যতঃ প্রায় অর্ধেক লোপ করা সম্ভব হবে বলে অনুমান হয়, সেই হিসাবে ১৯৪৮ সালের ৪৫ লক্ষ বেল বাড়িয়ে ৫০ লক্ষ বেল করা।

রপ্তানি সমস্যা

যে কোন বিষয়ের জন্য রপ্তানি বৃদ্ধি করে দেশের সমস্যার [illegible] করতে পারেন। আমদের [illegible] হবে, তাদের সঙ্গে [illegible] করা আবশ্যক। [illegible] প্রয়োজন উৎপাদন বৃদ্ধি, আর সেই দিকে [illegible] বৃদ্ধির প্রচেষ্টা এবারই প্রথম হবে না।

যুদ্ধের সময় বৃটেন অন্য দিকে অধিকতর মনোযোগ দেওয়ায় বস্ত্র শিল্প থেকে বহু শ্রমিক অন্যত্র কাজকর্মে চলে যায়, সেই সঙ্গে চাহিদা থেকে অনেক ক্রেতা সরে পড়ে। এই সময় বিভিন্ন দেশের উচ্চ অধিকারীরা বহু অনেকে শ্রমিকের পুনরায় যোগ দিতে অনুরোধ প্রকাশ করে। তার ফলে বর্তমান শ্রমিক সংখ্যা যুদ্ধ পূর্ব সময়ের তুলনায় অনেক কম, এবং অনুমান হয় যে ১৯৪৮ সালের ৩, ১৯,০০০ শ্রমিক সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৫১ সালের শেষভাগে তা ৩, ৩৮,০০০ হতে পারে।

মূলধন প্রবর্তন দ্বারা উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি বা অন্য-প্রতি ঘণ্টায় উৎপাদন তার বৃদ্ধি করাই হল মূলতঃ সমস্যার একমাত্র উপায়। লাংকাশায়ার এই দিকে বিশেষ ভাবে মনোযোগ দিয়েছে। সম্প্রতি সরকারী তরফ থেকে যে দুটি উৎসাহমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে তার ফলে সেখানে উৎপাদন বৃদ্ধি প্রচেষ্টায় নূতন চেতনা এসেছে।

যন্ত্রের বিশেষ অভাবের জন্য বৃটেনের বস্ত্রশিল্পে মূলধনের কতকগুলি বিশেষ ব্যবস্থা করা প্রয়োজন হয়, এজন্য সরকার যে সর্বপ্রথমেই বস্ত্রশিল্পের ঐতিহ্যের সঙ্গে সঙ্গে তাদের বিশেষজ্ঞের তাই বলে বিভিন্ন এ বিষয়ে প্রয়োজনের ইঙ্গিত প্রকাশ করেছেন। তন্তুবয়নী যুদ্ধ এবং তৈরী বস্ত্রের ট্রেড থেকে মূল্য বিষয়ে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁতীরা বিশেষ মূল্য নির্দিষ্টের সুযোগ পেয়েছে। তার ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি প্রচেষ্টা প্রসার লাভ করেছে, নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তাদের জন্য অতিরিক্ত কাজে অবকাশ অর্থ যায় বন্ধ হয়েছে এবং উৎপাদনবৃদ্ধি তাদের মূলধন প্রেরণা এসেছে। রপ্তানি ক্ষেত্রে এর মূলধন বিষয়ে তাদের সমস্যা, তাদের বিশেষ হয়েছে রপ্তানি বৃদ্ধি করার প্রয়োজন যত রপ্তানি বাদের মূল্য ধার্য করা সম্ভব হয়েছে।

তাঁতিদের হিসেবে

'তন্তুবয়ন পূর্ব সমস্যা এর উৎপাদন বৃদ্ধি তাদের সাহায্যের জন্য যে বিশেষ তাঁতিদের পঞ্চম করা হয়েছিল তা তাঁতীরা হয়েছে। এই তাঁতিদের মধ্যে বিশেষ ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত। তাছাড়া এরা একদল স্বয়ং তাদের এবং তুলনা সমস্ত আছেন। তাঁতিদল এবার তাদের বয়ন বয়ন করবার তাঁতিদের সাহায্যের জন্য আবেদন জানিয়ে এসেছে। তাদের মতে তাদের তদারকের ভার পাওয়া (Loom)। তাঁত প্রভৃতি বিভাগের তাদের যন্ত্র, পরিচালনা এবং তাদের যুদ্ধ বন্টন সাহায্যে তন্তুবয়ন উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব।

একথা সত্য যে এই তাদের পুনর্বার ব্যবস্থা উঁচু তাঁতিদের কঠিন এবং তা সময় সাপেক্ষ। তাতে প্রতিবন্ধের অভিজ্ঞতা এবং আরও অনেক কিছু বিবেচনা করা আছে।

তা যাই হোক এ সম্পর্কে ইতিমধ্যে আশাব্যঞ্জক কল পাওয়া গিয়েছে, কতদিনের দল প্রকাশিত হিসাবে তার পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায়। তাতে জানা যায় যে নূতন অবস্থায় লাংকাশায়ারে ১০টি তাঁতখানার বস্ত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। সেখানে এক প্রতি ঘণ্টায় তাদের পঞ্চমের ৯০ ভাগ উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, তার ফলে তাঁতীদের আয় বাড়ে পঞ্চমের ৫০ ভাগ এবং উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পায় পঞ্চমের ২০ ভাগ। তার প্রভাব তাদের হল যোগ্যতা অনুযায়ী কাজের ঘণ্টা বন্টন এবং কারখানার সাধারণ ব্যয় কমে তাঁতীরা তাদের মধ্যে বিভিন্ন তাঁতের সংখ্যা বাড়াতে পেরেছে।

এই ভাবে এবং অন্যান্য উপায়ে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করার ফলে বৃটেনে বার্ষিক সুতা এবং বস্ত্রের উৎপাদন অপ্রত্যাশিত বৃদ্ধি পেয়েছে। ইকোনমিক স্টেটস্ম্যান (Economic Statesman) নিউজিল্যান্ডের উৎপাদন সম্ভা হল—১,০৪০ মিলিয়ন স্কোয়ার গার্ডস, বয়ন এবং অতিরিক্ত সুতা এবং ২,৬২০ মিলিয়ন বর্গ গার্ডস, বয়ন এবং অতিরিক্ত সুতা বস্ত্র। সর্বশেষ যে হিসাব পাওয়া গিয়েছে তাতে জানা যায় যে তন্তুবয়নে এ পর্যন্ত যে বস্ত্রের উৎপাদন হয়েছে তা ১৯৪৮ সালের তুলনায় অনেক বেশী এবং নির্দিষ্ট উৎপাদন মাত্রার কাছাকাছি।

রপ্তানি বৃদ্ধি

রপ্তানির দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় যে এ অঞ্চল প্রথম তিন মাসেই ১৯৪৮ সালের তুলনায় শতে পঞ্চমের ৩০ ভাগের বেশী পুরণ করে রপ্তানি হয়েছে। এই রপ্তানির মূল্য পরিমাণ ৪৬,০০০,০০০ পাউণ্ড, তুলনায় ১৯৫৮ সালের প্রথম তিন মাসে এর মূল্য ছিল ২৪,৫০০,০০০ পাউণ্ড মাত্র।

যেসব উৎপাদন বৃদ্ধি প্রসঙ্গে আশা করা হয় যে তাঁতিদের প্রচেষ্টায় উৎপাদন ব্যবস্থা পরিকল্পিত হলে তার ফলে বৃটেনের ক্রমশঃ তাদের অন্যান্য সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। অবশ্য তাদের মধ্যে অনেক কিছু তা অতিরঞ্জন করা যুক্তিসঙ্গত নয়। তাঁতিদের বস্ত্র-শিল্পের সম্প্রতিকালীন প্রতিনিধি বর্তমান থাকায় তার মতামতের মূল্য অনেক, এ সম্পর্কে তাঁরা যে সব প্রস্তাব এসেছেন তার কার্যকারিতা সম্বন্ধে আজ সন্দেহের অবকাশ নেই।

বাঙলার দাবী

(পূর্বাংশ ৩৩৫ পৃষ্ঠায়)

আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে আমরা এই বিষয় সম্পর্কে ব্যাখ্যাত্মকভাবে বিশ্লেষণ করিব নাই। আজ পশ্চিমবঙ্গ আমাদের পাটশিল্পের অস্তিত্ব লোপ এবং আমাদের কৃষি ইহা কত ভয়ানক আঘাত করিয়াছে তাহা সকলেই বোঝা যায়। ১৯৪৬-৪৭ সালে পাট রপ্তানি করিয়া ৭৮ কোটি টাকার আয় হইয়াছে। আমরা কি আশাতীত ইউনিয়নের মতো এমন একটি বিনিময়ের মান করিতে পারিলাম যাহা দ্বারা আমাদের কৃষিজাত বিনিময়ের ক্ষেত্রে এইরূপ আয় হয়?

উপসংহারে আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, আমাদের বাঙলার [illegible] যে ভাবের এক প্রয়োজন, পাট বহুদিন আমরা [illegible] পাট উৎপাদক ও পাট শিল্পজাত প্রয়োজনমূলের জন্য আমাদের [illegible] উপযুক্ত ব্যবস্থা করা আবশ্যক কিনা?

শেয়ার বাজার

ভারতের শিল্পোন্নতির পূর্বাভাষ

কলিকাতা, শেয়ারের বাজার

শেয়ারের আকস্মিক ও অভাবনীয় মূল্যবৃদ্ধির সুযোগে ব্যবসায়ীরা বিক্রয় করিয়া লাভের আশায় অত্যন্ত বিক্রয়োদ্যম বাজারে ভীড় করে, ফলে বাজারে দরের সাময়িক অবনতি দেখা যায়। কিন্তু বর্তমান সপ্তাহে শুধু যে বাজারে উৎপত্তি দেখা দিয়াছে তাহা নহে, অনেক শেয়ারের ক্রয়যোগ্যতা বৃদ্ধি হইয়াছে এবং তাহার পরিমাণ সন্তোষজনকভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। বস্তুতঃ অনেক বাল্য এইরূপ ভাব দেখিতে পাওয়া যায় নাই এবং বাজারের সকল বিভাগই এই উন্নতিতে অংশ গ্রহণ করিয়াছে। গত তিন বৎসরের প্রায় অবিরাম বৈরাগ্য ও অবসাদের পর বাজারের বর্তমান অবস্থা অনেকের মনেই আশার সঞ্চার করিয়াছে। মনে হয়, ইহা আবহাওয়ার সম্পূর্ণ পরিবর্তন সূচনা করিতেছে। অতএব মূলধনের উন্নতির আশাতিত পরিস্থিতি এবং ইহাতে আশ্চর্য্যের কারণ নাই।

* * *

বাজারের উন্নতির কারণ যে দূর হইতেছে তাহা নিঃসন্দেহ। সুলভ সুদীকারক ও কাটকা খাতের ফেরী এখন নাই। অধিকন্তু বাজারের আভ্যন্তরীণ অবস্থা পূর্বাপেক্ষা সন্তোষজনক। পেশাদার ব্যবসায়ী ও কাটকারেরগণ ব্যাপকভাবে শেয়ার ক্রয় করিতে আরম্ভ করায় বাজারের প্রাথমিক উন্নতি সম্ভব হয়। অনেক মধ্যবিত্তরা ইহাতে বিপন্ন হইয়া তেজীর মুখে মাল ফিরিতে থাকায় হয় ও তাহার ফলে শেয়ারের দাম আরও চড়িয়া যায়। কিন্তু উন্নতিমূলী শক্তি অক্ষুণ্ণ থাকার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট কারণ নহে। আর ইহাতে বাজারের সকল বিভাগেই উন্নতির যুক্তিসঙ্গত আশা হয় না। আনন্দ কথা, সরকারবলিদের সুদৃঢ় বিশ্বাস ফিরিয়া আসিতেছে ও ধনবিনিয়োগকারীরাও আস্থা করিতেছে। শেয়ারের বাজারে এই আস্থা ফিরিয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গে ইহাই যথেষ্ট কারণ নহে। আর ইহাতে বাজারের সকল বিভাগেই উন্নতির যুক্তিসঙ্গত আশা হয় না। আনন্দ কথা, সরকারবলিদের সুদৃঢ় বিশ্বাস ফিরিয়া আসিতেছে ও ধনবিনিয়োগকারীদের

ম্যালেরিয়া থেকে বাঁচাতে পারে

আপনার
'প্যালুড্রিন' নিয়ে আপনার থেকে যে করতে পারেন

এই ০.৫ গ্রামের
ট্যাবলেট সপ্তাহে মাত্র
একবার সেবন করলেই চলে।

শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে ৫০০ ট্যাবলেটের
টিন মাত্র ২৬৲ টাকায় দেওয়া হয়।

'প্যালুড্রিন'

ICI

ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডাস্ট্রিজ (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড
কলিকাতা বোম্বাই মাদ্রাজ কোটার নিউদিল্লী কানপুর

সংবাদ সংকলন

খেজুর গুড় শিল্প কেন্দ্র

৩০ জন পল্লীবাসীকে বহুদূরে খেজুর গাছের রস হইতে গুড় প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা দিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৬টি শিক্ষাকেন্দ্র খোলার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। শিক্ষাকাল তিন হইতে চারি মাস পর্যন্ত স্থায়ী হইবে এবং ১৯৫২ সালের অক্টোবর মাস হইতে শিক্ষালাভ আরম্ভ হইবে। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে মাসিক ৩০৲ টাকা হিসাবে বৃত্তি দেওয়া হইবে। যে সকল পল্লীবাসী গুড় প্রস্তুত ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করিতে আগ্রহশীল তাহাদিগকেই প্রয়োজনীয় শিক্ষা দেওয়া হইবে।

শিক্ষাকেন্দ্রের স্থান নির্বাচন সম্পর্কে সরকার স্থানীয় অঞ্চলের কমিটিসমূহ এবং বিভিন্ন জেলার জেলাশাসকদিগের নিকট হইতে প্রস্তাবাদি আহ্বান করিয়াছেন। নিম্নলিখিত বিষয়-সম্বলিত প্রস্তাবাদি প্রেরণ করিতে হইবে :—(১) অন্ততঃ ৫০ হইতে ৭৫ গাছের মধ্যে কতগুলি খেজুর গাছ আছে; (২) বিশেষজ্ঞ তত্ত্বাবধানে প্রতিদিন যে রস পাওয়া যাইবে; (৩) ব্যক্তিগত প্রয়োজনে অথবা সাইকেল যোগে বিক্রয়ের জন্য ঐ সকল গাছ হইতে প্রত্যহ কত রস সংগৃহীত হইবে অথবা উহা কাছে লাগান হইবে না। (৪) ঐ এলাকায় গাছের গুড় প্রস্তুত হয় কিনা।

কাপড় বিক্রয় সম্পর্কে সরকারী প্রেসনোট

পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ১৯৫১ জুলাই মাসে অথবা তাহার পরে পশ্চিমবঙ্গের বিক্রয়কর যে কাপড় প্রস্তুত হইয়াছে অর্থাৎ যে কাপড়ের উপর ১৯৫১ সালের জুলাই মাসের বা তৎপরবর্তী মাসের ছাপ দেওয়া হইয়াছে, সেই সকল কাপড় উহার উপর অঙ্কিত এক মিল মূল্যের উপর শতকরা চৌদ্দ টাকার (উহার বেশী নহে) হারধার্য করিয়া সরকারের নিকট বিক্রয় করা হইবে। এক মিল মূল্যের উপর শতকরা চৌদ্দ টাকা হারটি ১৯৫১ সালের ফেব্রুয়ারী উৎপাদন ও তখন আদি অনুযায়ী যাহা উৎপাদন শুল্ক দাঁড়াইত তাহার উপর অতিরিক্ত হারে ধার্য করা হইয়াছে। যে সকল বিক্রেতা উহার অতিরিক্ত দাবী করিবেন, তাঁহারা আইন অনুসারে দণ্ডনীয় হইবেন।

বৃদ্ধি যন্ত্রের আমদানি-শুল্ক হ্রাস

পাকিস্তান সরকার বৃদ্ধি যন্ত্রের আমদানি শুল্কের হার পরিবর্তন করিয়া এক ঘোষণা করিয়াছেন। নক্সা কাগজের উপর উহার মূল্যের শতকরা ১৫ হইতে ১৮ ভাগ আমদানি শুল্ক ধার্য করা হইবে।

বিদেশী সূতী বস্ত্রের উপর পাকিস্তান কর্তৃক যথেষ্ট হ্রাস করা হইয়াছে, সূতার উপর আমদানি শুল্ক উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং পাকিস্তানের নিজস্ব উৎপন্ন বস্ত্রের উৎপাদন শুল্ক হ্রাস করা হইয়াছে।

বিলাতী কাগজের উপর শুল্কের হার কোনরূপ পরিবর্তিত হয় নাই।

ভারতে পাট উৎপাদন বৃদ্ধি

পাট উৎপাদন সম্পর্কে যে সর্বশেষ তথ্য পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে দেখা যাইতেছে, গত বৎসর ভারতে ৭৫ লক্ষ বেল অতিরিক্ত পাট উৎপন্ন হইয়াছে এবং বর্তমান বৎসরে আরও ৭৫ লক্ষ বেল উৎপাদনের পরিকল্পনা করিয়াছে। প্রধানতঃ ভারত সরকারের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রচেষ্টাই ইহার মূলে।

প্রধান পত্র বৎসর ভারতে ৩১১ লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন হইয়াছিল।

যাহাতে খাদ্য বিষয়ে ভারতের আত্মনির্ভরতা ফিরে তা করিয়া পাট উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায় এজন্য কেন্দ্রীয় পাট কমিটি একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন। ভারতের সর্বসমেত ৭০ লক্ষ বেল পাটের প্রয়োজন। বর্তমান বৎসরে ইহার মধ্যে ৫১ লক্ষ বেল পাওয়া যাইবে। এ বিষয়ে ভারতকে আত্মনির্ভর করিবার জন্য আগামী বৎসর বৎসরে ব্যাপক প্রচেষ্টা প্রয়োজন।

পূর্ববঙ্গে আমদানি প্রেরণে কলিকাতা বন্দর

জানা গিয়াছে যে, পশ্চিম পাকিস্তান হইতে পূর্ব বঙ্গের বিভিন্ন অংশে আমদানি সরাসরি করার জন্য পাকিস্তান সরকার কলিকাতা বন্দরকে আপাততঃ ব্যবহার প্রেরণের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

আরও জানা গিয়াছে যে, আগামী আগষ্ট, সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে পূর্ববঙ্গে মোট ১৩ হাজার টন আমদানি সরঞ্জামাদির জন্য কলিকাতা বন্দরে মাল খালাস ও গুদামজাতের সুযোগ-সুবিধা দিতে রাজী হইয়াছেন।

আশা করা যায় যে, এই চুক্তি অনুযায়ী চট্টগ্রাম বন্দরে ভীড় কম হইবে।

বিদেশীর পণ্যের আমদানি-তালিকা

বাণিজ্য সচিব সম্প্রতি লণ্ডনস্থিত ট্রেড চুক্তি অনুযায়ী ভারত যে পরিমাণ ডলার পাইবাছে, তাহার প্রতি কুড়ি রাখিবে ভারত সরকারের বিভিন্ন শাখা বন্দরের পক্ষ সমর্থনে করিয়া পরিষদ এক তালিকা কি কি দ্রব্য আমদানী করা হইবে তাহার এক তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন। বর্তমান বৎসরের শেষ দিকে তালিকার কার্য সম্পন্ন হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

অর্থ সচিব ডাঃ জন মাথাই এক সাক্ষাৎকারে প্রসঙ্গে এই কথা প্রকাশ করিয়া বিদেশে ঘাস অর্থের দেখা সম্পর্কে বিদেশ সরকার অনুসন্ধানে প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব দেন। তিনি আরও বলেন যে, বিভিন্ন শাখা বন্দরকে তিনি এই বিষয়ে যথাসাধ্য বিবরণাদি অবলম্বন করিতে বলিয়াছেন।

চিনির মূল্য হ্রাসের সম্ভব

কেন্দ্রীয় সরকার চিনির মূল্য হ্রাস করার জন্য শীঘ্রই তাৎপরতা ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। এই সম্পর্কে আগামী আখ মাড়াই মরসুমে আখ ও চিনির হ্রাস-মূল্য মাথা এবং আগামী বৎসরে চিনির উৎপাদন বৃদ্ধির প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে।

সম্প্রতি চিনি উৎপাদনকারী এবং পাইকারী ও খুচরা বন্টনকারীদের প্রতিনিধিদের সহিত খাদ্য ও কৃষি সচিব শ্রীযুক্ত অজয়কুমার চৌধুরীর যে সকল আলোচনা হয় তাহার ফলাফলের উপরই এই বিষয়টি নির্ভরশীল হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। তবে চিনির মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ার প্রকৃত কারণ সম্পর্কে আলোচনার্থে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

আড়গ্রাম কৃষি কলেজ

গত ১লা আগষ্ট হইতে আড়গ্রাম কৃষি কলেজ খোলা হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে ইহাই এই শ্রেণীর প্রথম কলেজ। এই নিয়া হইতেই আই-এস-সি এবং প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ক্লাস আরম্ভ হইয়াছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি বিষয়ক ভারপ্রাপ্ত এক কলেজের অস্থায়ী মৌকেরী চার্জ নিয়াছেন, সাধারণ সভায় উপলক্ষে কৃষি বিষয়ে শিক্ষার গুরুত্ব আরোপ করিয়া বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন—বৈজ্ঞানিক ও আধুনিক শিক্ষার উপরিতে যে বিশ্ব আজ পৌঁছিয়াছে, সেই বিশ্ব এখনকে যেমন আজকার অন্যদিকে তেমনি গ্রামবাসীদের নিত্য প্রয়োজনীয় অভাব নিয়া প্রকাশ হইতেছে।

ইহাদিগের প্রতিকারকল্পে এবং বিশেষ করিয়া বিদেশে শিক্ষা দেওয়াই কৃষি শিক্ষা বিস্তার একমাত্র উপায় নহে। শিক্ষকদিগের দ্বারা কৃষি বিষয়ক সমস্যা ও কৃষির উন্নতি সম্বন্ধে আলোচনা করার অন্যান্য কৃষিশিক্ষা বিস্তার গুরুত্ব নির্দেশ।

প্রস্তাবিত বহু স্থানের কৃষি বিষয় বিশেষভাবে বিবেচিত হইয়াছে। আশা করা যাইতেছে যে, কৃষি শিক্ষা বিস্তার জন্য পরিকল্পনায় আরও অনেক অগ্রগতি হবে।

—০—

বৈজ্ঞানিক জনশক্তি কমিটির রিপোর্ট

ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত বৈজ্ঞানিক জনশক্তি কমিটির রিপোর্টে প্রকাশ যে, আগামী পাঁচ বৎসরের মধ্যে ভারতে শিল্পের ও যুদ্ধবিভাগের কাজে প্রায় ৫০ হাজার লোক প্রয়োজন হইবে।

উক্ত কমিটির রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন। প্রকাশ, রিপোর্টে এই অভিমত ব্যক্ত করা হইয়াছে

বৈজ্ঞানিক সমস্যা ... বৎসর প্রথম প্রথম বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় ... হইতে

... বৎসরে যে ৩ হাজার ছাত্র বাহির হইতেছে তাহাদের মধ্যে ... কিন্তু উহাদের প্রত্যেকের উপযুক্ত কাজ পাওয়া ... যে সকল ছাত্র বৈজ্ঞানিক কার্য্যে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক তাহাদের সরকারী বৃত্তি প্রদানের বিশেষ ব্যবস্থা করিতে হইবে।

কমিটি বিশেষ করিয়া ... বৎসরের মধ্যে ... সরকারী প্রয়োজনে, কিন্তু ... ও শিক্ষালয় ... বিষয়ে ... সম্বন্ধে যে সকল লোকের প্রয়োজন হইবে ... সমস্ত ক্ষেত্রে যে সকল বিশেষজ্ঞ ... প্রয়োজন হইবে, তাহাদিগকে ... হিসাবের মধ্যে ধরা হয় নাই। আগামী পাঁচ বৎসরে ... হাজার ... ও সব বিভিন্নকার্য্যের জন্য ... হইবে এবং ... হাজার, ... বিজ্ঞান বিষয় এবং ... ও ... বিশেষজ্ঞ ... প্রয়োজন হইবে।

বিশ্ব ব্যাঙ্ক হইতে ভারতকে ৩ কোটি ৪০ লক্ষ ডলার ঋণমঞ্জুর

বিশ্বব্যাঙ্ক ভারতের সরকারী ... পুনর্নির্মাণ ও উন্নয়নের জন্য ভারতকে ৩ কোটি ৪০ লক্ষ ডলার ঋণ মঞ্জুর করিয়াছেন। ... ইহা, বন্দর ও অন্যান্য ... অংশ গ্রহণের জন্য যে অর্থ প্রয়োজন হইবে, তাহার একাংশ এই ঋণের টাকা হইতে প্রদান করা হইবে।

এই ঋণ ভারতকে ১৫ বৎসরের মধ্যে পরিশোধ করিতে হইবে এবং ইহার জন্য শতকরা ৩ ডলার হিসাবে সুদ ও এক ডলার হিসাবে কমিশন প্রদান করিতে হইবে।

ঐ মঞ্জুরের কথা ঘোষণা করিয়া ব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্ট মিঃ ব্ল্যাক বলেন, পাওয়া যাবে করিবে, অথবা করিতে যাহাতে তাহার জন্য আরও ঋণ মঞ্জুর করা হইবে এবং তাহাকে যেন প্রায় সাড়ে সাত কোটি ডলার ঋণ প্রদান করা হইবে।

আমি আশা করি যে, এই ঋণ মঞ্জুরের ফলে ভারতের সেতুনির্মাণের উন্নয়নে বিশেষভাবে সাহায্য হইবে এবং সমরক্ষেত্রে তাহাদের অর্থ নীতির উপর ইহার অনুকূল প্রতিক্রিয়া হইবে।

ব্যাঙ্কের তরফ হইতে বলা হয় যে, ভারতকে ঋণ মঞ্জুর করার প্রধান কারণ হইতেছে এই যে, গত যুদ্ধের সময় তাহার ৩৫ কোটি পাউণ্ড বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ করিয়া ফেলিবার পাওনাদারে পরিণত হইয়াছে। আন্তর্জাতীয় বা বৈদেশিক ঋণ লেনদেনের ব্যাপারে ভারত কখনও কিছু খেলাপ করে নাই।

ভারতের সেতুনির্মাণের উন্নয়নের জন্য যে পরিকল্পনা করা হইয়াছে, তাহার জন্য ইঞ্জিন প্রভৃতি আনিতে ... ৮ কোটি ৫০ লক্ষ ডলারের প্রয়োজন হইবে। ... কেবলমাত্র যে সকল ... দেওয়া হইয়াছে, তাহার জন্য ... টাকা হইতে ... ৫ কোটি ডলার দেওয়া হইবে এবং ... যে সকল ... প্রদান করা হইবে, সেজন্য ... টাকা হইতে ... ৪ কোটি ৮০ লক্ষ ডলার দেওয়া হইবে। ... হইতে দেখানো হইয়াছে যে, ... উন্নয়ন ... সম্পর্কে ... বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের পরিকল্পনা করা হইয়াছে, সে সম্পর্কে ... ঋণ দেওয়া হইবে। ... এই পরিবহনের জন্য ... কৃষি বহুপাতি ক্রয় পরিকল্পনার জন্য ... ঋণ মঞ্জুর করা হইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছে।

(পৃষ্ঠাঙ্ক ৩৩১ দ্রষ্টব্য)

৬ষ্ঠ বর্ষ

এই বিভাগে কাজের ধারা অনেক বাড়িয়াছে। পাইপলাইন ইতিমধ্যে সম্প্রসারিত হইয়াছে ও পাইপের ওজনের তালিকা বর্দ্ধিত করার ৬ষ্ঠবর্ষের খেলার আবশ্যক হইয়াছে। তবে আমাদের বিশ্বাস যে, এই বিভাগে যাহার উন্নতি উল্লেখযোগ্য নহে। এপ্রিলে ইহা ১৮৯৯, এপ্রিলে ১৯১৯, অক্টোবর ১৯৫৯, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯, ইতিমধ্যে ১৯৯৯, ফেব্রুয়ারি ১৯৫০, ডেসিডেন্সী ৫৮০ ও বিশ্বাসের ২৯০ পর্য্যন্ত বলে ঘোষণা করিয়াছে।

বিবিধ

এই বিভাগের কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে ও অনেক উন্নত হইয়াছে। ... অর্পিলেন ৯৯৫, ইতিমধ্যে ৩৭৯, লোন আলী ৩৮৯, ইতিমধ্যে ৯৯০, কুমার দুর্গা ৮৯৯, মার্শালস্ ৯৯৯, টীন কার্গে ইলেন ১৯৫৯, বি. আই. সি ১৯৯, ইতিমধ্যে নারায়ণ প্রসাদ ৩৯৯, ... ৬৯৯, ... মার্গ ১৯৯, টীমার্স পেপার ২৯৯৯ ইতিমধ্যে ... ৯৯৯, আসাম ... ৯৯৯, ... ৯৯৯ ও ... পর্য্যন্ত বলে ... হইয়াছে।

চা

বিশ্বনাথ ৩৯৯, ... ৯৯৯, ... ৯৯৯ ও ... পর্য্যন্ত বলে ... হইয়াছে।

বোম্বাইয়ের চিঠি

ব্যবসায়ের অবস্থা—ব্যাঙ্ক বিলিব্যবস্থা—প্লাষ্টিক শিল্পের দুরবস্থা—অসরকারী উপজাতি আইন প্রত্যাহার।

(নিজস্ব সংবাদদাতার প্রেরিত)

বোম্বাই ১৯ই মার্চ—আজ বিশেষ করে এই প্রদেশে যুদ্ধ ব্যয়ের বিলি-ব্যবস্থা সম্পর্কে বোম্বাই ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে আলোচনা সুরু হইয়াছে। তাদের প্রাথমিক দাবি-দাওয়ার মধ্যে এমন কি উপরে অতিরিক্ত অসাধারণ ব্যয়ভার করা যায়, সেই প্রশ্নের বিশেষভাবেই আলোচনার উল্লেখ। সরকারী মহলের ধারণা যে অন্যান্য প্রদেশের তেমন কোন দাবি না উপস্থিত আইনসভার কয়েকটি সাধারণভাবে মনের বাড়তি আছে। বোম্বাই-এর পার্লামেন্টারী সাধারণীদের প্রাদেশিক সরকারের বিরুদ্ধে এই ক্ষেত্রে একটি স্মারকলিপি পেশ করেছে যে, তাঁহাদিগকে অতিরিক্ত বন্টনকারীদের নিকট হইতে অতিরিক্ত মালগুলি ক্রয় করিতে অনুমতি দেওয়া হউক এবং তাহাতে সরকারী বিধান অনুযায়ী উক্ত বস্তু ক্রেতাদিগকে সরবরাহ করিবেন। প্রস্তাবটী বিবেচনা করিয়া সরকার অতিরিক্ত সার্ত এই সম্পর্কে পার্লামেন্ট প্রদানের অনুমতি দিয়াছেন। প্রাদেশিক ট্রেজারার কন্ট্রোলার অব্ সেলের সঙ্গে বার্ষিক কি আয় ২০৯ টাকা পর্যন্ত পার্লামেন্ট দিবেন। যোগাযোগ ও আমোদ-প্রমোদের ব্যবসায়িগণও আবেদন করিতে পারিবেন।

• • •

বিশেষ অনুসন্ধানের পর বোম্বাই সিমেন্ট প্লাষ্টিক লিঃ গঠিত হয়। বর্তমানে বৎসরে ৩,০০০ টন প্লাষ্টিক তৈরী হইতেছে। সর্বসাকুল্যে এই মিলে ৪ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হইয়াছে। অতঃপর ৭-টি প্লাষ্টিক কারখানায় ১২,০০০ লোক নিযুক্ত আছে। ১৯৩৯ সালে এই দেশে ৫০০ টন প্লাষ্টিক ব্যবহৃত হইত। ১৯৪২—৪৩ সালে চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়া ৭,০০০ টনে দাঁড়ায়।

ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত প্লাষ্টিক উপদেষ্টা কমিটি মোটর গাড়ীর টায়ার তৈয়ারী করবার উদ্দেশ্যে একটি কারখানা প্রতিষ্ঠার জন্য সুপারিশ করিয়াছেন। বর্তমানে ভারত সরকার প্লাষ্টিকের ছুটি উপাদান ইউরিয়া ও মেলেন সম্পর্কে পরীক্ষা চালাইতেছেন। 'ইণ্ডিয়ান কার্টিলস এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিজের' এক যৌথ বাণিজ্যিক ভিত্তিতে এর যৌথে ব্যবস্থার জন্য আবেদন করিয়াছে।

• • •

অসরকারী উপজাতি আইনটী প্রত্যাহার হইয়াছে। ১৯৩১ সালের আদমসুমারি অনুসারে এইরূপে অসরকারী সংখ্যা ছিল ১১ লক্ষ। যার পরিমাণ ৯৯৯৯ টাকা হলে পাইয়া ৭ লক্ষ দাঁড়ায়। ১৯৩৭ সালে সরকার এই সম্পর্কে একটি কমিটি নিয়োগ করেন। এই কমিটির সুপারিশ অনুসারেই সরকার আইনটী প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত করেন। কমিটির মতে একটি সমস্ত উপজাতিকে অসরকারী সম্প্রদায় করা অনুচিত। এই আইন প্রত্যাহারের ফলে ৭ লক্ষ অসরকারী অধিবাসী সরকার কর্তৃক ঘোষিত মুক্তি পাইল।

পশ্চাদ্‌পটের বাজার

চিনির অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি

সম্প্রতি ভারতীয় চিনির খেচরের মূল্য বৃদ্ধি ঘটিয়াছে, তাহার যথাযথ সমালোচনা করা হইয়াছে। মাত্র কয়েক সপ্তাহ পূর্বেও উচ্চমূল্যের চিনি লোকসান দিয়াও যথাসম্ভব বেশী ছাড়িয়া অপেক্ষাকৃত বাজারে বিক্রয় করা হয় তজ্জন্য মুক্তরাজ্য ও পাকিস্তানের সঙ্গে আলাপ আলোচনা চালানো হইয়াছিল। বর্তমানে মজুতদারের জন্য প্রস্তাব করা হইয়াছিল যে, চিনির উপর প্রাদেশিক বাধা অংশের মূল্য করা হইবে; অধিকন্তু উৎপাদন শুল্কেরও কিছু পরিবর্তন করাইতে হইবে। চলতি মরশুমে চিনির মজুত বৃদ্ধি পাইবার যে ভীতি ছিল, তাহা বাস্তবক্ষেত্রে কার্যকরী হয় নাই। বরং দেখা যাইতেছে, চিনির মজুত অত্যন্ত পরিমাণ থাকিবার কোন সম্ভাবনা নাই; পরন্তু আগামী মরশুমের চিনি বাজারে না আসা পর্যন্ত চিনির ব্যবসায়ীরা বেশ মোটা রকম লাভ করিতে সমর্থ হইবেন। তবে এই মূল্য বৃদ্ধি ঘটিবার উৎপাদিত চিনির অধিক পরিমাণ বিক্রয় হইবার পর। পরিণামে মূল্য নিয়ন্ত্রণকর্তাদের এই বিষয়ে সতর্কতা লওয়া, যাহাতে তাঁহারা উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ এবং তাহার বিনিময়ে চিনি সরবরাহ করিবার তারতম্য মূল্যের একটা ব্যবধান রাখিয়া দিতে পারেন। কিন্তু বর্তমানে পরিষ্কার ১০ আনারও বেশী চিনি কল হইতে এবং বাজারে ছাড়া হইতেছে যে, যাহাতে আর বিক্রয়ের অধিক চাহিদার পূর্বে প্রয়োজন ব্যবসায়ীরা পুরাদমে ক্রয় করিতেছে। বিশেষ করিয়া বোম্বাই প্রদেশ সম্পর্কে এ ব্যাপারে অভিযোগ শুনা যাইতেছে যে, ঐখানে চিনির চলাচল বন্ধ পূর্বক মজুতদারি করিয়া দিয়া, চিনির কৃত্রিম উচ্চমূল্য বজায় রাখা হইতেছে। মজুত চিনির প্রকৃত পরিমাণ কত এবং চিনির ব্যবহারিক পরিমাণের সাধারণ গতিই বা কি রকমের সে সম্পর্কে কোন নির্দিষ্ট মতামত দেওয়া খুবই কঠিন। আখের মরশুমের মুখের অবে উৎপাদনের যে হ্রাস ঘটিয়াছে, তাহাতেই এই সুবিধা দেখা দিয়াছে এবং ব্যবসায়ীরা আশাতিরিক্ত পরিমাণ চিনি মজুত করিয়া বিক্রি ফুরাইয়াছে।

যুক্তপ্রদেশ ও বিহার সরকার অ-খাদ্য মরশুমে আখের বিনিময় মূল্য বাঁধিয়া দিবার যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহাই আজ গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু তাহাতে চিনির মূল্য আখের মূল্য করা হইবে, যেহেতু কেন্দ্রীয় সরকার এই দৃষ্টান্তের পরিপ্রেক্ষিতে, কিম্বা ১৯৪৯-৫০ সালের চিনির বিনিময় মূল্য আজ বিবেচনা করা যায়। সম্ভবত প্রাদেশিক সরকারসমূহও চিনির বিনিময় মূল্যের আরও মূল্য বৃদ্ধির আপত্তি প্রকাশ করিবেন। তাহা ছাড়াও, কৃষিজাত চিনি নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে এক সামঞ্জস্যে বিধি প্রবর্তিত হইয়াছিল। এবারে তাহাই বলা হইতেছে যে, কৃষিজাত হইতে চিনির আর আমদানি সম্ভবপর হইবে না। তেমন আশাকে উপায় নাই হইবে। আগামী মরশুমে আমার চিনি যে আন্তর্জাতিক বাজারে সস্তায় প্রতিযোগিতা চালাইবে তাহার পূর্ব সম্ভাবনা রহিয়াছে। সেক্ষেত্রে কোনরূপ বহু যোগাযোগ নীতি অনুসরণ করা আত্মঘাতী নীতিরই সমতুল হইবে। সরকারের পরিকল্পনা দোষ ঘটিয়াছে কি না অথবা ব্যবসায়ীদের মজুত খাটানোর আগে বিধি বাধিয়াছে কি না সে সম্পর্কে চিনি সাধারণ কেহই কিছু বলিতে চান না। সম্ভা দরে প্রয়োজনীয় চিনি পাইলেই সাধারণ কেহই সন্তুষ্ট। চিনি বিক্রয় সংক্রান্তের সুবিধা দানের জন্য যে, চাষ মূল্য দিতে হইতেছে এইরূপ মনোভাবের প্রকাশও অস্বাভাবিক নয়।

খাদ্যশস্য

ভারতের খাদ্যশস্য সংগ্রহের আশা ও বোম্বাই আশা প্রকাশকেরই অনুরূপ হইতেছে। প্রকাশ, এই বৎসর সর্বসাকুল্যে সাড়ে-সাত ৩০ লক্ষাধিক টনের মধ্যে ৩০ লক্ষ টন মূলাই আদায় কিরূপ সন্তুষ্টীয় হইয়াছে।

যুক্তপ্রদেশে ধান ও চাউলের চড়া দর বজায় আছে। বাহির হইতে আমদানিকারকদের আগ্রহ অপেক্ষাকৃত বেশী। ফলস্বরূপ, কানপুর সহরে উৎকৃষ্ট ধানের মূল্য হয় মণ প্রতি ৩২৲ টাকা। অন্যান্য ক্ষেত্রে ধান প্রতি মণ ২৯৲ টাকা হইতে ৩৬৲ টাকা। জোলা, যব ইত্যাদির দর প্রায় পূর্ববৎই বজায়। আগরতলা হইতে বিহারে যবের আমদানি বন্ধ আছে এবং অধিক সরবরাহ বাজারে উহার পরিমাণকিছু হইতেছে। মুগ ও মসুরের দরও স্থিরতা বজায় আছে এবং মুগের আমদানি পূর্বের বৃদ্ধি লক্ষিত হইতেছে।

জানা গিয়াছে, আগামী এই মাসে ৪৫,০০০ টন বিদেশী গম পৌঁছিবে। পাঁচটি জাহাজ ভর্তি গম ১০ হইতে এই গম আসিতেছে।

গুড়

প্রত্যেক প্রদেশেই গুড়ের বাজারে স্থিরতার বজায় আছে, এবং কয়েক জিনিষ উন্নতি ঘটিয়াছে। সর্বত্রই গুড়ের উচ্চ চাহিদা থাকায়, আড়তদারেরা ভাল দর না পাইলে গুড় ছাড়িতেছে না। কানপুরে গুড়ের দর দাঁড়াইয়াছে ১০৲ টাকা ও মীরাটে ১৩৲ টাকা মজুতের সঙ্গে উহাই গুড়ের দর হইতেছে ১০৲। কলিকাতার বাজারেও গুড় বেশ ভাল চাহিদা হইতেছে। অন্যান্য স্থানের দর :—

অযোধ্যা—১১৲ হইতে ১২৲, মজঃপুর—১৩৲ হইতে ১৫৲; আগ্রা—১১ টাকা হইতে ১২৲; দিল্লী ১২৲ হইতে ১৪৲।

চা

আসামের সরকারে প্রায় ২৫,১১১ পাউণ্ডের চা-নিলাম ৬১ বাজারে ছাড়া হইয়াছে। গুড় অধিকাংশ ক্ষেত্রের চাহিদা প্রবল ছিল এবং গড় অভিবিক্তিতে ⁄০ হইতে ⁄০ পয়সা বৃদ্ধি পাইয়াছে। চায়ের এই মূল্য বৃদ্ধির মূলে ছিল অন্যান্য বাজারের সন্তোষজনক চাহিদা।

চিঠির চিঠি

প্রেসিডেন্টের হাতে বাজেটের ব্যবস্থা? জাতীয় আয় নিরূপণের গুরুত্ব।

(নিজস্ব সংবাদদাতার চিঠি)

দিল্লী, ১লা আগষ্ট—কেন্দ্র ও প্রদেশসমূহের মধ্যে ব্যয় বণ্টনের বর্তমান প্রেসিডেন্ট অবশ্য শেষ মাসের হাতে থাকিবে, এই ভয় দূর করিয়া অর্থ-সচিব বা অধিবেশনের পর সম্প্রতি বিলটি পাশ হয়।

ডাঃ আম্বেদকর ইহা উপলব্ধি করেন যে, যদি কমিশনের সুপারিশ মতো কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে আয়কর বণ্টন-ব্যবস্থার চূড়ান্ত করা হয়, প্রেসিডেন্টের দেওয়া হয়, তবে তিনি চূড়ান্ত আদেশ এবং প্রদেশগুলির সঙ্গে সম্পর্ক সমন্বয় ব্যবস্থার আলোচনা করিতে পারেন। তাহাতে কেন্দ্রীয় বার্ষিক খুব বাধার সম্ভাবনা। ডাঃ আম্বেদকর ইহাও স্বীকার করেন যে, অধিক কমিশনের সঙ্গে সুপারিশ করিবার সুযোগ থাকায় প্রেসিডেন্টের পক্ষে প্রদেশসমূহের আয়কর-নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় কম সহজসাধ্য হইতে পারে। প্রেসিডেন্ট ও প্রদেশের এক কমিশন হওয়ার পর থাকিলেন এবং এই উপায় একদল অর্থসচিবের অনুরূপ নীতি সহজ ও কমিক করিতে পারিবেন। কেন্দ্রের হাতে বণ্টন সম্পূর্ণ সংশোধনের চূড়ান্ত করা থাকা উচিত ইহা ডাঃ আম্বেদকর সমর্থন করেন না। কেন্দ্রীয় আসামী ও সম্পর্ক অন্য পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণ কর্তৃত্ব করিয়াছে, কেবল তাহারাই আইন প্রণয়ন করিয়া তাহা নিয়ন্ত্রণ করিবেন। আয়করের কেন্দ্র উপর পুরোপুরি নির্ভর হইয়াছে যে, প্রেসিডেন্ট কমিশনের সহযোগিতায় আয়কর বণ্টনের ব্যবস্থা করিবেন। ছুটি পুনর্বিবেচনা করিবার কোনও অবকাশ নাই।

বৈষয়িক

ষ্টীল কর্পোরেশনের লভ্যাংশ বিতরণ

প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও সন্তোষজনক সাফল্য

গতে হিসাবের যে বছর শেষ হইয়াছে, তাহার জন্য ষ্টীল কর্পোরেশন অব্ ইণ্ডিয়ার যে হিসাব-নিকাশ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, ১৯৫৮ সালের মহকুমী বিভিন্ন উৎপাদের মূল্য উৎপাদন খরচের তুলনায় বেশী নয় বলিয়া কোম্পানীর লাভের আগের বছরের তুলনায় অনেক কম হইয়াছে। এমতাবস্থায় উৎপাদের মূল্যবৃদ্ধি করা যে বিশেষ সিদ্ধান্ত, তাহা ডিরেক্টর বোর্ড বলিয়াছেন। ফলে ১৯৫৮ সালের লাভের পরিমাণ ১৯৫৭ সালের তুলনায় অনেক কমিয়া গিয়াছে। কোম্পানীর লাভের আগের বছরের উদ্বৃত্ত ১৯৫৮ সালে ব্যবসায়ের প্রয়োজনে ব্যবহার করিয়া লাভের অংশ বৃদ্ধি করা হইয়াছে। কোম্পানীর লাভের [illegible] বিভিন্ন খাতে বরাদ্দ করিয়া [illegible] কোম্পানী [illegible] ১৯৫৮ সালের লাভের [illegible] ব্যবস্থা করিয়াছেন।

আলোচ্য বছরের

মূলধন খাতে সঞ্চয়

অগ্রিম খাতে

সাধারণ ঐ

খাতে করিয়াছেন

কোম্পানী পুনরায়ী করা

সমর্থ হইয়াছে

গত বছরের লাভের মধ্য হইতে ১৫ লক্ষ টাকা বাদে করিয়া কোম্পানীর ঘাড়ে ঘটন মোট লাভের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৪,১১,০১৭৲ টাকা। তাহার সহিত পূর্ববর্তী বছরের অবশিষ্ট সঞ্চয়ের জের ৯,০৩,৭৪৩৲ টাকা যোগ করিয়া মোট বণ্টনযোগ্য লাভের পরিমাণ দাঁড়ায় ১১,১৩,৭৭৭৲ টাকা। এই টাকা হইতে অগ্রাধিকারী শেয়ারের ঘাড়ে ৪,১৯,৭৭৭৲ টাকা বরাদ্দ করিয়া কোম্পানীর হাতে ১৪,১৩,০০০৲ টাকা থাকে। ঐ টাকা হইতে প্রতি সাধারণ শেয়ারের জন্য ৮৲ করিয়া লভ্যাংশ বিতরণ করিবার পর কোম্পানীর হাতে অবশিষ্ট লভ্যাংশের জের থাকিবে ২,১১,০০০৲ টাকা।

(নিরিখপত্রের সারাংশ)

দায়

মূলধন—

(১) অগ্রাধিকারী শেয়ার	১১১,২৫,৫০০৲
(২) সাধারণ শেয়ার	৩১৮,৯৯,১০০৲
ঋণ	১,১৬,৭৩৭৲
সঞ্চয় তহবিল ও অন্যান্য দায়িত্ব	২০,৯১,৫০০৲
ঋণ	২৮৭,৭৭,৩৫০৲
অবণ্টিত লভ্যাংশের জের	২,১১,০০০৲
মোট দায়িত্ব	৮১৮,১৮,৫৮০৲
	৮৮৫,৮১,১৩৫৲
	৩১৯,৪১,৭১৫৲
	৩১৯,৩১,৩৩০৲
	১১৯,১৭,১১১৲
	১১৫,৮৭,৩৯৫৲
	১,১১,৩৯,১৪০৲
	৫,০৭,২৭৪৲
	৯,৫১,১১৯৲
	৩১৮,১৮,৫৮০৲

ঊনবিংশ হিসাবনিকাশ প্রকাশের সময় কোম্পানীর পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে যে, চাউ [illegible] কোম্পানী [illegible] ১৯৫৮ সালের উৎপাদের মূল্য বেশী। সেইজন্য কোম্পানীর ঘরে হইতে পড় ডেপ্রিসিয়েশন ও অন্যান্য খাতে [illegible] ১৯৫৮ সালের লাভের পরিমাণ [illegible] ১৯৫৭ সালের তুলনায় 'অর্ডার' উৎপাদিত মালের দাম [illegible] বলিয়া জানা গিয়াছে। এই বিষয় নিয়োগের [illegible] ১৯৫৮ সালের লাভের পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে। কিন্তু এই সালের তুলনায় প্রকাশিত হইয়াছে যে, সাধারণ শেয়ার এর লভ্য লাভ করিতে অধীকার করিয়াছেন। তাহাদের এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সরকার তাহার কোন মন্তব্য প্রকাশ করিতে পারেন নাই। দেশের ক্রমবর্ধমান শিল্পোন্নতির সঙ্গে ইস্পাতের চাহিদা [illegible] বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সেইজন্য সরকারের পক্ষ হইতে এই প্রতিষ্ঠানকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করিতে অগ্রসর হওয়া হইয়াছে—অন্য সরকার যদি তাহাদের নিজেদের পরিকল্পনা সফল সম্পর্কে আশ্বাসিত হন। এই সম্পর্কে ওনা গিয়াছে যে ইতিমধ্যে আগরওয়ালা ও অর্থের সরবরাহের জন্য সরকারের নিকট হইতে অনেক কোটি টাকা সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে কিন্তু কোম্পানীর অধিক বৈদেশিক ঋণের কোন উল্লেখ না থাকায় কিছুটা সংশয়ের সৃষ্টি হইয়াছে। এই সম্পর্কে কোম্পানীর পরিচালক মণ্ডলীর নিকট হইতে সঠিক বিবরণ পাইবার সকলের পক্ষ আগ্রহান্বিত হওয়া স্বাভাবিক।

যে যাহাই হৌক, কোম্পানীর পক্ষ হইতে ভারতবাসীর সম্প্রসারণের যে সংকেত করিয়াছে, তাহাতে মনে হয় অদূর ভবিষ্যতে ইস্পাতের অভিযাত বৃদ্ধি পাইবে ইস্পাতের পরিমাণ বৃদ্ধি করা আবশ্যক হইয়া পড়িবে।

[পৃষ্ঠাকার ৬৩১ পৃষ্ঠার]

পর বছরে আরও আর অবশ্য কমিটির প্রথম অভিযোগ করে।

ঐ কমিটি নিয়োগের প্রধান উদ্দেশ্য হইল সরকারী তহবিলে পরিচালনার অভিযোগ। নিয়োগের সময়ের অভিযোগে এই উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে না। যাহাতে প্রাক্-নয় বছরগুলির সঙ্গে সময়ের কাজের তুলনামূলক সমালোচনা সম্ভব হয়, সেইজন্য কমিটি ১৯৫৮-৫৯ ও ১৯৫৯-৬০ এই পূর্ণের তিন বছরের জন্য সময় করিবেন। তাহাড়া ব্যয়-সংকোচ রোধ করিবার উদ্দেশ্যে কমিটি প্রস্তাবগুলি পর্যবেক্ষণ করার ভার গ্রহণ করিবেন।

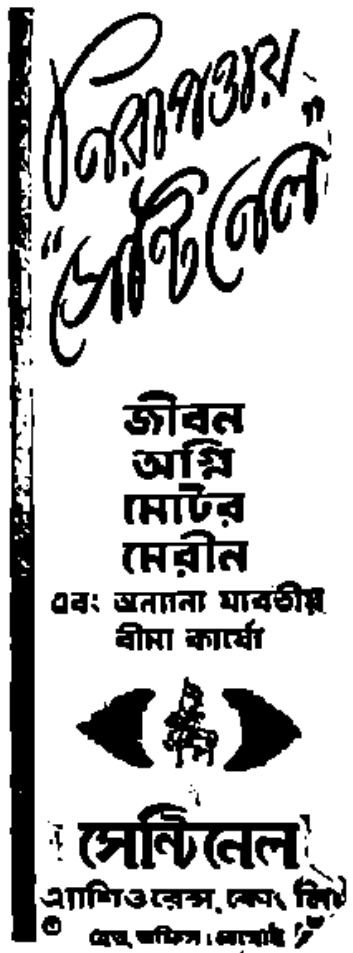

এজেন্ট ইউনিয়ন ইন্সিওরেন্স অফিস
১৩৩, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আর্থিক ভারত

২য় বর্ষ ১৭ সংখ্যা | কলিকাতা, বুধবার ২৩শে ভাদ্র, ১৩৫৮ ; ৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫১ | মূল্য ।৵

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	
সম্পাদকীয়		পণ্যদ্রব্যের বাজার	
পাউণ্ড	৩১৫	১। শিল্প ও খনিজ বাণিজ্য	
প্রাসঙ্গিক		সংবাদ চিঠি	
কাশ্মীরে ভারত বিরোধী বিক্ষোভ, ইহার অর্থনৈতিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ	৩১৭	দিল্লীর চিঠি	৩৪২
অর্থলোক		কলার সংবাদ	৩৪৩
আমেরিকার ডলারসঙ্কটের আর্থিক দাওয়াই	৩২৮	সংবাদ সঙ্কলন	৩৪৪
সোনার বাজার			
কেন্দ্রীয় পর্যায়ের অবসান	৩৩১		

পাউণ্ড, ডলার ও ভারতবর্ষ (২)

ডলার হাটতির হাত হইতে মুক্তি পাইবার দুইটি প্রশস্ত পথ, ব্রিটেনে উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্যহ্রাস ও যুক্তরাষ্ট্রে পক্ষে অধিকতর হারে আমদানি—ইহা পূর্বেকার প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু ব্রিটেন বর্তমানে তাহার উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্যহ্রাস করিবার যে দুইটি পথ বাহিয়াছে তাহার কোনটাই সহজে গ্রহণ করিতে পারিতেছে না। পাউণ্ডের মূল্যহ্রাস ও শ্রমিকের মজুরী হ্রাস কোনটাই ব্রিটেনের শ্রমিক মন্ত্রীসভার পক্ষে গ্রহণযোগ্য নহে এবং কোন আকস্মিক বিপর্যয় না ঘটিলে শ্রমিক মন্ত্রিসভা তাঁহাদের পদ রক্ষা করিবার জন্য চূড়ান্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেও পরাঙ্মুখ হইবেন না, তাঁহাদের ঘোষণা ও বিবৃতি হইতে ইহা সুস্পষ্ট। এই প্রসঙ্গে পার্লিয়ামেন্টে স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্ কিছুদিন পূর্বে যে বক্তৃতা করিয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য। সরকারের বর্তমান নীতির সমালোচনার উত্তরে স্যার ষ্ট্যাফোর্ড বলেন, ব্রিটেনের বর্তমান অর্থনৈতিক সঙ্কট হইতে ত্রাণ পাইতে হইলে জনসাধারণের অধিকতর ত্যাগস্বীকার করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে, "Dollar crisis could be staved off only by greater efforts at austerity by English people".

শ্রমিক মন্ত্রিসভা পাউণ্ডের মূল্যহ্রাস করিতে রাজী নহেন কেন সেই প্রশ্ন এই প্রসঙ্গে অনেকের মনে উঠিতে পারা স্বাভাবিক। রক্ষণশীল দলের পক্ষ হইতে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এমন কি এদেশেও পাউণ্ডের মূল্যহ্রাস করার পক্ষে জনমত বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাদের মতে পাউণ্ডের মূল্যহ্রাসের ফলে ব্রিটেনের উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য হ্রাস ঘটিয়া রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে এবং পাউণ্ডের তুলনায় ডলার সস্তা হইবে বলিয়া যুক্তরাষ্ট্র হইতে ব্রিটেনের আমদানিকৃত মালের পরিমাণ হ্রাস হইবে। তাহাদের কথায় পাউণ্ডের মূল্যহ্রাস করিয়া ব্রিটিশ জনসাধারণের হাত হইতে "অতিরিক্ত" ক্রয়ক্ষমতা কাড়িয়া লও, তাহা হইলে যুক্তরাষ্ট্র হইতে বেশী মাল আমদানি করিতে হইবে না আর অতিরিক্ত কিছু কিছু মালও বেচিয়া দাও, তাহা হইলে শ্রমিকদের মজুরী হ্রাস করা সহজ হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ পণ্যের মূল্যহ্রাস ঘটিয়া রপ্তানি বৃদ্ধি পাইবে"। "ইকনমিষ্ট" পত্রিকার ভাষায় "a medicum of unemployment, just a medicinal dose of poison was all that needed to set right the British economy."

কিন্তু শ্রমিক মন্ত্রিসভা এই ঔষধের প্রয়োগ করিতে যে রাজী হইবেন না, অন্ততঃ আমেরী বর্তমান পর্যায়ে, তাহা সহজের অনুমেয়। পাউণ্ডের মূল্য হ্রাস করিলেও ব্রিটেনের অসুবিধা মিটিয়া যাইবে তাহাও বলা চলে না। এই প্রসঙ্গে পাউণ্ডের মূল্য হ্রাসের উপকারিতা অনেকে উল্লেখ করেন, কিন্তু এই দুই দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে যে মৌলিক তফাৎ আছে তাহা অনেকে লক্ষ্য করেন না। যাহা

শিল্প ও কৃষি উৎপাদনে অনেকটা সাহায্য করে। কিন্তু ব্রিটেন তাহাকে জীবনধারণের জন্য একান্তভাবে শিল্পের উপর নির্ভরশীল। পাইণ্ডের মূল্যহ্রাস হওয়ায় ব্রিটেনের রপ্তানি বৃদ্ধি পাইয়া যে অবস্থায় ছিল তাহার তুলনায় হ্রাস হইবে, বিশেষ করিয়া যুদ্ধকাল হইতে যে পরিমাণ আমদানি বৃদ্ধি হইয়াছে। (কারণ পাইণ্ডের তুলনায় ডলার মহার্ঘ্য হইবে।) আমদানি করিতে হইবে তাহাতে তাহার সঙ্গে সঙ্গে রপ্তানি হ্রাসের সম্ভাবনাও রহিয়াছে। যে ধারা হউক, যদি কোন কারণে পাইণ্ডের মূল্যহ্রাস ঘটে তাহা হইলে তাহাতে পাওনা ব্রিটেনের যেন কোন ক্ষতি না হয় তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সরকারের সর্তর্কতার সহিত চলিতে হইবে এবং আমাদের মনে হয় এখন হইতেই ব্রিটেনের সঙ্গে এই বিষয়ে চুক্তি করিয়া রাখা উচিত।

[illegible] সাহায্যের যে দুইটী একটী পথ একপ্রকার বন্ধ, কারণ ব্রিটেনের [illegible] সম্ভাবনা নাই [illegible] হইতেছে তাহার ফলে ব্রিটেন যুক্তরাষ্ট্রের [illegible] করিয়া আমদানি করিতে হইবে তাহাতে [illegible] সাহায্যের বৃদ্ধি [illegible] মনে হয়

[illegible] আর একটী মাত্র পথ রহিয়াছে [illegible] ইহাই একমাত্র [illegible] যে সাহায্যের উপর [illegible] করিয়া [illegible] রপ্তানি হ্রাসের ফলে [illegible] হইবে। উল্লেখযোগ্য যে ব্রিটেন ভারতের উপর সমস্যা যে গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে তাহাতে ভারতের অধিক উন্নয়ন ও শিল্প সম্প্রসারণের পরিকল্পনা স্থগিত রাখিতে চাহিবে

এক্ষণে ভারতের সঙ্গে বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তির আবশ্যকতা সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। যুক্তরাষ্ট্রে মালের রপ্তানি বৃদ্ধির চেষ্টা করা সম্প্রতি প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। প্রায় ১৮ মাস পূর্বে (১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে) আমরা এই বিষয়ে অনেক কথাই আলোচনা করিয়াছিলাম, কিন্তু এই পর্যন্ত সরকারী প্রচেষ্টার কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই। কি কারণে মার্কিন-ভারত বাণিজ্য-চুক্তির বিষয় শেষ পর্যন্ত চুক্তিতে পরিণত হইল না তাহা এখনও জনসাধারণের অগোচরেই আছে। কিন্তু এদিকে ভারতের প্রতিদ্বন্দ্বী ব্রিটেনের মজুত ডলার ও সঞ্চিত স্বর্ণ ভোগের নিঃশেষ হইয়া যাইতেছে তাহাতে এখন আর ভারত সরকারের পক্ষে নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকার সময় নাই।

এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, যুদ্ধের পূর্বে ভারতের ডলার ঘাটতি বলিয়া কিছু ছিল না, বরঞ্চ যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানির পরিমাণ আমদানীর তুলনায় বেশীই ছিল। ভারত বিভক্তির ফলে ভারতের ডলার উদ্বৃত্ত না থাকিলেও ঘাটতির পরিমাণ নেহাৎ সামান্য ছিল। কিন্তু এই দুই বৎসরের সরকারী অপরিণামদর্শিতার ফলে ভারতের ঘাটতির ব্যবসায় বিস্ময়কর করিয়া তোলা হইয়াছে। অপ্রয়োজনীয় বিলাসদ্রব্যকে আমদানি করিয়া সরকার ভারতের মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা ও সঞ্চিত ডলার নিঃশেষ করিয়া দিয়াছেন এবং এখন ডলারের জন্য তাহারা নিরতিশয় আগ্রহ ভিক্ষা যাচ্ঞার দ্বারে দ্বারে অবোধ্য হইতে বাধ্য হইতেছেন।

সরকারের পক্ষ হইতে বারে বারে বলা হয় যে, যুদ্ধকাল ও কালোবাজার হইতে প্রচুর পরিমাণে খাদ্যশস্য আমদানি হয় বলিয়া আমাদের ডলার ঘাটতি অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু আমাদের প্রশ্ন, সরকার এই দুই তিন বৎসরে কেন অধিকতর খাদ্যশস্য উৎপাদনের চেষ্টা করেন নাই কেন? সরকার ১৯৪১ সালের মধ্যে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া আমদানি বন্ধ করিতে সমর্থ হইবেন বলিয়া সম্প্রতি যে ঘোষণা করিয়াছেন তাহা বিলম্বে হইলেও সুখের কথা বটে, কিন্তু সরকারের এই অপরিণামদর্শিতার ফলেই যে ডলারের অভাবে আমাদের বেশীর ভাগ উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলি পরিত্যক্ত হইতেছে ইহা তাঁহাদের পক্ষে চরম অপরাধের কথা।

যে ধারা হৌক, বর্তমানে যে ডলার সঙ্কট দেখা দিয়াছে তাহার আশু প্রতিকারের উদ্দেশ্যে সরকার পক্ষে যে কোন প্রকারেই হউক ডলার বৃদ্ধির প্রচেষ্টা আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। ভারতে রপ্তানি বৃদ্ধির পক্ষে এখন প্রধান অন্তরায় ভারতের উৎপন্ন দ্রব্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি; কাজেই সর্বপ্রথমে ভারতের উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্যহ্রাস করিবার জন্য সরকারকে সচেষ্ট হইতে হইবে। ভারতের উৎপন্ন চিনির বর অস্বাভাবিক মহার্ঘ্য বলিয়া ভারতের প্রতিবেশী পাকিস্থান সুযোগ পাইলেই চিনি আমদানি করিতে বাধ্য হইতেছে। ভারত যদি পাকিস্থানে যথেষ্ট পরিমাণ রপ্তানি বৃদ্ধি করিতে পারিত তাহা হইলে পাকিস্থান হইতে কিছু বেশী পরিমাণ খাদ্যশস্য আমদানি করিয়া অনেক ডলার বাঁচাইয়া ঘাটতি হ্রাস করিতে পারিত। তা ছাড়া পাট ও পাটজাত দ্রব্য চীনা বাজার, চামড়া ইত্যাদি মালের বিদেশে বিশেষ করিয়া যুক্তরাষ্ট্রে প্রচুর চাহিদা রহিয়াছে। কিন্তু উৎপন্ন দ্রব্যের দর এত বেশী যে যুক্তরাষ্ট্র ভারত হইতে মাল আমদানি হ্রাস করিতে বাধ্য হইতেছে।

এই প্রসঙ্গে মোজিয়েট রুশিয়ার প্রতিনিধি "একাকের" সম্মেলনে ভারতের সঙ্গে যে পারস্পরিক সুবিধাজনক সর্তে বাণিজ্যচুক্তিতে আবদ্ধ হইতে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়। মোজিয়েটের সঙ্গে যদি ভারত সন্তোষজনক সর্তে বাণিজ্য চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে পারে তাহা হইলেও ভারতের ডলার অর্জনের প্রয়োজন অনেকটা হ্রাস পায়।

মোট কথা, পৃথিবীব্যাপী বর্তমানে যে ডলার সঙ্কট দেখা দিয়াছে তাহার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে ভারতের শিল্প ও পণ্য দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা ও উহার উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করার জন্য সরকারের সর্বাত্মক প্রয়াস করিতে হইবে। ব্রিটেন বা যুক্তরাষ্ট্রের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে বিশ্বব্যাপী আর্থিক সাংকটের ঘূর্ণাবর্ত হইতে আমাদের রাষ্ট্রের তরী রক্ষা করিবার আর কোন পথ থাকিবে না।

প্রাসঙ্গিক

বাণিজ্য জাহাজ নির্মাণ শিল্প

বিশাখাপত্তনমের জাহাজ নির্মাণ কারখানাটি সম্পূর্ণ সরকারী পরিচালনাধীনে আসা হইতেছে বলিয়া জাহাজের শিল্প ও সরবরাহ সচিব শ্রীযুক্ত এস. মুখোপাধ্যায় সম্প্রতি কলিকাতায় ইণ্ডিয়ান চেম্বার্স অফ কমার্স প্রতিনিধিদের সহিত আলোচনা করিয়াছেন।

এই বৎসরের প্রথমে ও মাঝামাঝি যাহা বলিয়াছিলাম। সিন্ধিয়া কোম্পানী ইহাদের পক্ষে জাহাজের নির্মাণকার্য্য ত্বরিত করিবার প্রয়োজনে এই দুইটি প্রস্তাব করিয়াছিল যে ইংলণ্ডের চুক্তিবদ্ধ জাহাজের জাহাজ নির্মাণের আরম্ভের ব্যবস্থার ভেদভেদ রেখা। এই নিয়ে প্রায় ৩ কোটি টাকা মূলধন খাটাইয়া এবং ৮ বৎসরকাল নিয়োজিত থাকিয়া কোম্পানীর পক্ষে অধিকাংশ হইতেছে যে তাহার জাহাজ নির্মাণ শিল্প অলাভজনক এবং সরকার পরিচালন সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত না হইলে কোম্পানীর পক্ষে আর অগ্রসর হওয়া কঠিন। কোম্পানীর পক্ষে যাহা অলাভজনক শিল্প প্রতিষ্ঠা বলিয়া প্রতিভাত তাহা সরকারের পক্ষে লাভজনক হইয়া উঠিবার কারণ কি থাকিতে পারে তাহা অবশ্য বিচার্য। এ সম্বন্ধে কয়েকটি বিবেচনার যে আমরা করিয়াছিলাম তাহা প্রণিধানযোগ্য। ঐ সকল বিবেচনার মধ্যে আবশ্যক ও উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হইলে চারি বৎসর মধ্যেই বিশাখাপত্তনের জাহাজ কারখানাটি পূর্ণোদ্যমে কার্য্যকরী হইবে। দেশের উপযুক্ত ও সাধ্যতর বাণিজ্যের স্বার্থ ও প্রয়োজনের দিক হইতে বিবেচনা করিলে ভারতীয় জাহাজ নির্মাণ শিল্পের সম্প্রসারণ যে অনিবার্য্য এক কথা যে সম্পর্কে কোন বিতর্ক থাকিতে পারে না। ইস্পাত ও আধুনিক যান্ত্রিকতার জন্য যে উন্নয়নের জাহাজী কোম্পানীগুলিকে বাধ্য দিতে হইতেছে তাহা ভারতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে অতি প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। জাহাজ নির্মাণের ব্যয় হইতে জাহাজ আমদানির উপর নির্ভর করিয়া কোন দেশেরই যে বেশীদিন স্বাধীন হইতে পারে না, একথা বলা বাহুল্য। এককালে ভারত নৌবহর সম্পর্কে স্বাধীন থাকিলে আমিরাও ভারত এই শিল্পে অগ্রসর। সুতরাং বন্দরগুলির স্বাভাবিক অগ্রগতিরা ও অধিক ব্যবহার ভারতকে গ্রহণ করিতেই হইবে। তবে আমাদের অভিমত হইতেছে, ভারত সরকার এই ভার সরকারী অংশীদারীর ভিত্তিতে বে আমাদের অর্থে দেশের সমাজের পরিচালনা করিবেন, তাহা অবিলম্বে ঘোষণা করিয়া সত্বরই বিশাখাপত্তনের কারখানা বন্দে সমস্ত ভারতীয় নৌ-শিল্পের পরিচালনার ভার গ্রহণ করুন।

চিনির অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি

চিনির আভ্যন্তরিক ও অন্তর্রাজ্যিক বণ্টন বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকার ও ব্যবসায়ীদের দুর্ভাবনা দাঁড়াইয়াছে। বিষয় ব্যবসা বন্ধ হইলে চিনির যে কোনরূপেই মাসে আটাশ টাকার অধিক হইবে না,—ইহার ভিন্ন কলকারখানার প্রতিশ্রুতি। সরকার যিনি ব্যক্তিকে প্রথম প্রতিশ্রুতিতে সরল ব্যবসা স্থাপন করিয়া বিক্রয় উৎসাহ দেন। সে বিশ্বাসের বহুই আজ এই দুর্ঘটনা দিয়ে হইতেছে। গত ১৮ বৎসরে সাধারণের সুবিধার ব্যবহারে চিনি বিক্রয়ের যে মোট মূল্যের অঙ্কে করিয়া লইয়াছে তাহা বার্ষিক ১৫০ কোটি টাকা হইবে। ইহার মধ্যে ৭৫ কোটি টাকার অধিক অতিরিক্ত কর বিক্রয় আদায় করিয়াছে। এই আদায়ের অধীন ব্যবসায় তাহাদের উপর আরো স্থাপন করা যায় কিনা তদ্বিষয়ে বার-বার তাগিদ দেওয়া তাহা এখনকার সরকারকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছি। চিনিমিল পার্লামেন্টে চিনি বিক্রয়ে আরও এক বৎসরকাল সাধারণ লাভের ব্যবস্থাকে আমরা এই বলিয়া সমর্থন করিয়াছিলাম যে অবস্থার পূর্ণ ভঙ্গ হওয়া সংক্রান্ত ব্যবসায় আর্থিক বিশেষ যুক্তিসঙ্গত নহে। ১৯৫৯ সালের শেষে বার্ষিক চিনি বিক্রয় সংরক্ষণ রেখা উঠিবে হইবে। তত দূরে এই বিষয়ে তদন্তপূর্বক সুপারিশসমূহ সরকারের গোচরীভূত করিবেন। বর্তমানে চিনি নিয়ন্ত্রণতা এবং ব্যবসায়ীরা এতে অসন্তোষ মধ্যে বন্ধুত্বের যোগ চালাইয়াছে। তাহারা আশের উজ্জ্বলতা এবং ইহার উৎপাদন দ্রুত চিনির উৎপাদন যার বৃদ্ধি উপযোগিত সুযোগ বৃদ্ধির প্রয়োগ করিতে চাহিতেছেন না। অন্যান্য আলের জন্য চাহিদা বৃদ্ধির সম্ভাবনাও দেখাইতেছেন। কিন্তু একমাস পূর্বের চিনির অন্তর্রাজ্যিক বণ্টন ও পরিমাণে ১৯৯ টাকা হইতে ২৫ টাকা হয়। চিনি বিক্রয় করিবার প্রথম করিয়া বিক্রয় অনুরোধ করিয়াছেন। কারণ ঐ সকল দেশের মধ্যে অন্যান্য দেশগুলি চিনির হার মাত্র ১৭৫ টাকা। ঐ সকল দেশে ১৯৯ টাকায় অন্তর্রাজ্যিক মাল বেড়িয়ার ফলে যে আর হ্রাস ঘটিবে তাহা পরিপূরণ করিয়া লইবার এই বৃদ্ধিতে কি উপায় অবলম্বন করা হইবে তাহা জানিবার বিষয়। দুর্ভাগ্যের বিষয় বাজার প্রভৃতি যানের বর্তমান বন্দুকের পরিমাণে দেশ ঘর আমাদের অন্তর্রাজ্যিক চিনি আমদানি করিবার পরিমাণ কোন মতেই পরিমাণ কোন মতেই পরিমাণ নাই। যিনি আমিরাদের মোকদ্দমা সম্বন্ধে করিয়ে সরকারের সরবরাহ চিনির হার ১৯৯৫-৫৬ বাড়িয়া দিয়াছেন। ভারত সরকারের চিনির উপর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা খুব প্রবর্তন করার বিষয় চিন্তা করিতেছেন। আশু ব্যবস্থা হিসাবে ইহার প্রয়োজনীয়তা আমরা সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। কিন্তু মৌলিক প্রশ্নে অথবা সরকারের বিষয়ে আর নিজের তুলিয়া রাখিবার আমরা পক্ষপাতী নহি। আমরা দেখিতেছি মুক্ত বাজার হইতে চিনি আমদানি করিলে বোম্বাই বন্দরে ইহার দাম পড়ে ১৯৫০ টাকা আর তুলত অঞ্চলের ক্ষেত্রে দাম পড়ে ১৯৫০ টাকা। কিন্তু ভারতীয় চিনি শিল্পসংরক্ষিত শিল্প বলিয়া সরকারকর্তাদের কি দুর্ঘটনা এ বিষয়ে হইতেছে। বিদেশ হইতে আমদানিকৃত চিনির বিক্রয়ের বেলা কম দিয়ে হইতেছে শিল্প-সংরক্ষিত চিনিকারে মুক্ত আমদানি করা হয়। দেশীয় শিল্পকে অন্যূন ও আন্তর্রাজ্যিক ক্ষেত্রে সুবিধা দানিয়া সমস্ত করিয়া তুলিবার জন্য প্রথম এমনিভাবে করা হইয়াছে বলা যায় না। বলা প্রায় উল্লেখ করিয়া থাকে, তাহাতে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়া উঠে যে, চিনি শিল্প সংরক্ষণের পক্ষে এমন কতগুলি অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে যাহা পরে সংশোধন করিবার প্রয়োজন রহিয়াছে। এমতাবস্থায় চিনি শিল্প সম্পর্কে যে কোন সিদ্ধান্তই গ্রহণ করা হউক তাহা অতীব গুরুত্বপূর্ণ এবং ইহার ফলাফলও সুদূর প্রসারী। সাধারণের স্বার্থে ও শিল্পের মঙ্গলে—এ উভয় দিক দৃষ্টে সরকারকে সচিত বিচার করিয়া সরকারকে সিদ্ধান্ত লইতে হইবে।

বস্ত্র সংবাদ

বোম্বাইয়ের এক সংবাদে প্রকাশ, বোম্বাই ও আহমেদাবাদের বস্ত্র মিল মালিকেরা সরকারী যে বস্ত্র অবলম্বনে বস্ত্র মূল্য সরকার ৬ আনা হইতে ১০ আনা পর্যন্ত বাড়াইয়া বন্ধুর বাদ তাহাতে বা বিক্রয় করিয়ে পূর্ণ অবস্থিতি আসন করিয়াছে। আহমেদাবাদ প্রায় বস্ত্র ব্যবসায়ীরা সরকারী নির্ধারিত মূল্যে মিল হইতে মাল ক্রয় করিতে পারিতেছে না, ইহার ফলে বস্ত্র সংগ্রহ আরও তীব্র আকার ধারণ করিয়াছে। প্রকাশে সেখানে মিল বন্ধ; তাহার কারণ বিক্রয়ের অনিশ্চিত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। সরকার নূতন বস্ত্র বেচার ব্যবস্থা করিয়াছেন। বোম্বাইয়ের বস্ত্র দুটি মিল সরকার নিজ হাতে লইয়া মাল বিক্রয় করিতেছে, বাকী অন্যান্য মিলগুলি

(পরবর্তী অংশ পৃষ্ঠায়)

বর্ষশেষ

পাউণ্ডের সহিত টাকারও মূল্যহ্রাস অনিবার্য্য

ভারত সরকারের ক্রমবর্দ্ধমান আর্থিক সংকট

আমরা এই প্রসঙ্গে [illegible] ব্রিটেনের প্রতিনিধি দলের [illegible] এক [illegible] আলোচনা হইবে [illegible] সম্পর্কে সরকারী মহল [illegible] আশাপ্রকাশ [illegible] অনুমান করিয়াছি [illegible]

[illegible] ভারত [illegible] ব্রিটেনের [illegible] ভারতীয় [illegible] প্রত্যাহার [illegible]

[illegible] ভারত [illegible] ৩ কোটি [illegible] ভারতীয় [illegible] ভারত [illegible] ভারত [illegible] ভারত

সেয়ার বাজার

তেজী পর্য্যায়ের উপসংহার

কলিকাতা, সোমবার অপরাহ্ণ

বাণিজ্যিকাল ধরিয়া কলিকাতার বাজারে অব্যাহত গতিতে যে তেজী পর্য্যায় চলিয়াছিল ও সপ্তাহ কয়েকের পর যে বিপুল তৎপরতা দেখা গিয়াছিল তাহার পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে। গত বুধবার সেয়ারের দাম অত্যন্ত চড়িয়া যায় ও বোম্বাই বাজারেও চাঞ্চল্যকর উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু ইহা বিশেষ করে এশীয়দের বিদ্যাধিকারভাবে বন্ধ করিয়া দিবার জন্য। পরের দিন হইতে বাজারে বেচার সংখ্যা এত বেশীভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে ও ক্রমশঃই বিক্রয় ক্রয় বিক্রয়ের দাম কমে। সরকারপক্ষ সংবাদপত্রে বাজারে ৪৫ কোটি টাকা খাটিবে ও সপ্তাহখানেক পরেই ১০ কোটি মূল্য হ্রাস পাইবে যে সংবাদ প্রকাশিত হয় তাহাও একটি উপলক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। যাহা হউক বর্তমান অবস্থা তেজী বাজারের স্বাভাবিক পরিণতি। বেশন তালিকাভুক্তিতে সেয়ারের মূল্য বৃদ্ধি হইয়েছিল তাহাতে এইরূপ বাধা না পড়িলে প্রকৃত সটীকারক সম্প্রদায় দিবাধিক আরম্ভ হইয়া 'সমস্বরে বহিমুখ বিক্রিমুখ' বাজারে যান ফিরিতে সুক করিবেন ও ফলে অবস্থাগতি পরিবর্তি হওয়া সুদূরপরাহত আকস্মিক বিপর্যয়ের পূর্বসূচনা হইত। তেজী পর্বের পতনকাল সব সময়েই অত্যন্ত বিপজ্জনক। তখন অনেক মূলধন খেলোয়াড় লাভ-ক্ষতিপত্রের অঙ্কগুলির অভিজ্ঞতা বিদ্যুৎ বেগে ও বিশ্বাসঘাতক হইয়া সঙ্কটের মুখে পতিত হন। সেইজন্যই আমরা পত সপ্তাহে প্রকৃত অবিমিশ্রযোগকারীদিগকে সতর্কতা অবলম্বন করিতে অনুরোধ জানাইয়াছিলাম।

বর্তমান প্রতিক্রিয়ার বিস্তৃতি হইবার আশঙ্কা নাই। বাজার খুব বেশীর বিভিন্ন মূল্যের অনেক উচ্চস্তরে স্থিতিশীল হইবে ইহা নিশ্চয়ভাবে বলা যায়। বহু দিন ধরিয়া সেয়ারগুলি একটা পরিসরের মধ্যে আবদ্ধ হইয়েছিল. সেই পালার অবসান হইয়াছে। ইহা দেশের অর্থনীতি ও অন্যান্য অবিমিশ্রযোগকারীর পক্ষে পরম শুভসূচক লক্ষণ।

সরকারী কাগজ

এই বিভাগে কোনও উৎসাহ দেখা যায় নাই। ৩½ সুদের ১৯৪১-৪৪ ১০৩৬/০, ৩½ সুদের ১৯৪৩-৪৭ ১০৪৯/, ৩½ সুদের ১৯৪৬-৫৫ ৯৯৬/০, ৩½ সুদের ১৯৫৮ ২৭৯৫/ ও ৪½ সুদের ১৯৬০-৭০ হইয়াছে।

ব্যাঙ্ক

বেঙ্গল লেড্‌সান—৮৮/০, হিন্দুস্থান কনস্ট্রাকশন —১০ মিল—২১৬৲ ও ইষ্টার্ন—৪০৲ পর্যন্ত দর দাম হইয়াছে।

কয়লার খনি

আলোচ্য সপ্তাহের প্রথমভাগে এই বিভাগে কথঞ্চিৎ কেনাবেচা দেখা যায় ও মূল্যেরও উন্নতি ঘটে। তাহার পর বাজারের অন্যান্য বিভাগের সঙ্গে সমানতালে ইহারা এই বিভাগের মূল্যসমূহও হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু পরের বিশেষ অবনতি ঘটে নাই। বেঙ্গল কোল ৪৮০৲ হইতে ৫০৫৲ বরাকর ১৪৫০ হইতে ১৪৮/০, ও সাউথ করণপুরা ৩১০ হইতে ৩৩৮/০ দরে পৌঁছে। এই খেয়োগুলির পতনের পর যথাক্রমে ৪৮৬৲, ১৩৬৮/ ও ৩৫৲।

অন্যান্য সেয়ারের মধ্যে আজ ভাল ফোট ৮৮/০ সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া ৭৮০ মেসো মেইল ১৪৫০, আসাম ৭৮০, আসাম ৩৫/০ ও অয়েলফিল্ড বেঙ্গল ৪৮/০ দরে কেনাবেচা হইয়াছে। ইন্ডাইটেড ৪৫/০ হইতে ৪৭৮/০ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া পুরাদর ৪৪৫০৲ দাঁড়ায়। ফিনন্স দরুণ কর্তৃক অংশের ফলে আজ উহার দাম ৫৯০ বাড়িয়া ৬৮৯০ হইয়াছে।

চটকল

আলোচ্য সপ্তাহের প্রথমাংশে এই বিভাগের উন্নতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উহাদের খেয়োগুলি অনেক স্থলে ৫০।৫৫ পয়েন্ট বৃদ্ধি পায়। সপ্তাহশেষে ইহা সর্বোচ্চ মূল্য হইতে কিছু কমিয়াছে। বাজরা ২১৮৲ হইতে ২৩৮/১ ও হিমাংশু ২৪১০ হইতে ২৫৲ পর্যন্ত পৌঁছিয়া যথাক্রমে ৪১৲ ও ২৫৫০ দাঁড়াইয়াছে। বরানগর ১৩৮৲, ইণ্ডিয়া ১৪৯৲, অগ্নেলাইডিয়া ২০৩৲, সাগরআইল ১৭০ ফোরকোল ১৪৬/০, মেলিয়া ১০৲, মেঘনা ১১৭৲, প্রেসিডেন্সী ৬৮/০ ও ইম্পাকোর্ট ১৮৫৲ দরে শেষ কাজ হইয়াছে। বেলভিডিয়ার ২৩৫৲ হইতে ২৭০৲ পর্যন্ত উঠিয়া ২৭০৲ ও আমে।

বর্ণা কর্পোরেশন ২৬/০, ইণ্ডিয়ান কপার ২৮/০, অরুণপুরা বেঙ্গলমায়রন ৩২৯০ ও টাটার প্রিঃ ৯/০ দরে কাজকেনা হইয়াছে।

ডিভিডিয়ারি

ইণ্ডিয়ান আয়রণে প্রকৃত পরিমাণ কাজ হইয়াছে। উহার দর ২৮৮/০ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। ওই দিন শেষ ইহার বাজারে টাটা ডেফার্ড দর ১৫৪৩৲ হইতে ১৮০৲ ও টাটা অর্ডিনারির দর ২৯১৲ হইতে ১৮৩৲ টাকা হয়। বোম্বাইএর বাজারে ডুয়াসীয় কাজ পরিমাণ আশার সুরে বিপুল পরিমাণ কেনার বিক্রয় করিয়া রাখিয়াছিল। সপ্তাহের শেষদিকে হিসাব নিকাশ দিতে হইবে বলিয়া তাহাদিগকে বাধ্য হইয়া সকল বাজার করিতে হয়।

বোম্বাইয়ের বড়ীওয়ালারা কলিকাতার বাজার হইতে প্রচুর ইণ্ডিয়ান আয়রণ কেনে। সেই জন্য এই কয়টা খেয়োগুলির দাম অত্যন্ত বাড়িয়া যায় ও অনেক লক্ষ শেয়ার হাতবদল হয়। বুধবারের পর মূল্যের গতি নিম্নমুখী হইতে আরম্ভ হয়। আজ বাজার খুলিবার পর ইণ্ডিয়ান আয়রণ ২৭৩ হইতে ২৮৲ এবং বোম্বাই বাজারে টাটা ডেফার্ড ১৩৭৯৲ হইতে ১৪০৫৲ ও টাটা অর্ডিনারি ২৮১৲ হইতে ২৮৫৲ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। ইহাদের সপ্তাহশেষে দর যথাক্রমে ২৭৮৲ ১৩৮১৲ ও ২৮৫৩৲। ইস্ট কর্পোরেশনের দর ৫০৫/০ পর্যন্ত উঠিয়া ৪০৫৲ বাঁধে। কেসক ১৩ মুখার্জী ১৪/০ বার্ণপুর ৩৯/০ ও টেরিয়াকো ৮৫/০ দরে কেনাবেচা হইয়াছে।

বিবিধ

এই বিভাগে খেয়োগুলির দাম সর্বোচ্চ দর অনেক নীচে নামিয়া গিয়াছে। ক্যালকেম কেমিকেল ১২৯৲ পর্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়া ১৩০৲ নামিয়া গিয়াছে। সম্প্রতি প্রকাশিত বার্ষিক আয়বিবরণী সন্তোষজনক বলিয়া খেয়োগুলির মেঘনার বিশেষ উৎসাহ ছিলনা ও দরের ৭৫৲ হইতে ৮৫/০ ও মূল্য পায়। আলোচ্য সপ্তাহের প্রথমভাগে ইণ্ডিয়া টোবাকো ১৯৩ পর্যন্ত দরে কাজ কারবার হয়, কিন্তু পরে উহার ১৮০ পর্যন্ত দরে কেনাবেচা ঘটে। অন্যান্য খেয়োগুলির মধ্যে ডি আই. সি; ৮৮৩৲, অন্নপূর্ণা ৭৯/০, আই এল এ ৫৩/০, বার্মা বর্মা ১৬৬৩৲ বি বি মেটাল ৬৫৲, টিনপ্লেট কোম্পানি ৬৫৲, আসাম ল ৮৮৩ আই সি এস ১৯৯৲ ও ক্যাল ৯১৩ পর্যন্ত দরে কাজ হইয়াছে।

বিবাধ ৩৯৲ (৩৲ সত্যাসমেত) বাদবাকী ২৭৯৲ হালিয়ারা ৪৬৩ ও বেঙ্গলপুর ৫১৲ পর্যন্ত দরে কাজ-কিনা হইয়াছে।

পণ্যদ্রব্যের বাজার

চা-শিল্প ও রপ্তানি বাণিজ্য

সম্প্রতি কলিকাতায় ডলারি চায়ের বিক্রয় বাজারে চায়ের আপেক্ষিক হিসাব পরিবর্তিত হইয়াছে এবং তাহা দেশি চা হইতে উৎপাদনেই সাহায্য করিতেছে। [illegible] ফলে বর্ধিত উৎপাদনের সদ্ব্যবহারের পথ হইল এবং অতিরিক্ত উৎপাদন বৃদ্ধির যে সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে, তাহাও সম্ভবপর হইবে এবং মূল্যমানও বজায় থাকিবে।

কিন্তু আমাদের বহির্বাণিজ্যে বিশেষ চায়ের সরবরাহ পরিস্থিতিতে যে উন্নতি ঘটিয়াছে তাহার সকল প্রভাব পড়িয়াছে, তাহাই বিস্তৃত উৎসাহের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। [illegible] বাজারে [illegible] [illegible] [illegible]

প্রাসঙ্গিক

(৩৫০ পৃষ্ঠার পর)

সুযোগ না অগ্রসর করিয়া চলিয়াছে। ব্যয় বিষয়ে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা থেকে করিয়া দিয়া সরকার প্রকৃতপক্ষে ব্যয়ের অবাধ ব্যবস্থাই সুযোগ করিয়া দিয়াছেন। অবশ্য ইহা বলিলেও বড়ই কম বলা হইবে না যে বলিয়া ইহা বড় ব্যবসায়ী মৌলিকতা প্রদর্শন করিয়াছে। তিনি কিন্তু সত্যের খাতিরই ইহাদের প্রতি সুবিচার সামান্য বেশকমীয় অন্যায় নহে। গত বৎসর জানুয়ারী মাসে যে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বিলোপ হইতে ইহার পুনঃ প্রবর্তনকাল আসিয়া পর্যন্ত ইহারা ১৫ কোটি টাকা হইতে ১০০ কোটি টাকা অতিরিক্ত মুনাফা লুটিয়াছে। বেসরকারী হিসাবপত্রানুযায়ী অতিরিক্ত মুনাফার অঙ্কটি আরও বিরাট। ব্যয় হ্রাসের দুহিক সৃষ্টি করিয়া বর্তমানের অবস্থার চড়ান্ত অবসান করিবার অছি নাকি ইহারা খুঁজিয়াছেন বলিয়া কোন কোন মহলে মত ব্যক্ত হইতেছে। মন্ত্রীসভার গঠনতন্ত্রে পরিবর্তন এবং দুই মন্ত্রী ও আটক পরিবর্তে বণিক সমিতির বর্তমান দুই কোন ক্রমেই অগ্রাহ্য করা যায় না ইহা সত্য নহে। মুনাফা লোলুপতাকে অন্তরাল করিবার বাহিক কৌশল অবলম্বন করা ইহা আর কিছু নহে। ১৯৩৯ সালে ভারতীয় কারখানা উৎপাদন হইয়াছিল ৩৪৮ কোটি গজ এবং কোরা প্রতি পুরির দর ছিল টাকা হইতে ২৷৵০ আনা পর্যন্ত। সে স্থলে ১৯৪৮ সালে উৎপাদন হইয়াছে ৭৯৮ কোটি গজ এবং প্রতি কোরা পুরির মূল্য ১৫ টাকা হইতে ১৪ টাকা। দরই কেবল পুরি ভাগ বিস্তার করা হইল ইহা একার অবিশ্বাস্য যে উৎপাদন ও আনুষঙ্গিক ব্যয় ও জাতীয় বেশী বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাহারা সুবিধাজনক সর্তে বিদেশে মাল চালানির যে বিজ্ঞাপন অহরহ প্রচারিত হইতেছে তাহাতে এই সন্দেহের উদ্রেক হয় যে, মন মালিকেরা বিদেশে মাল ডিম্পের ফলে কম মুনাফা হইবে অথবা কোনরূপ অর্থ সহ করিতে হইবে এমন ক্ষেত্রেও তাহাতে যেন লাভের অঙ্ক ও পুরিমাণ থাকে—এই ব্যবস্থা লইয়া আন্তর্জাতিক বাজারের চড়া দর বজায় রাখিতে নানা তত্ত্ব আপত্তি তুলিয়াছে। সরকার এতদিন স্বার্থান্বেষী মিল মালিকদের প্রতি যে নীতি প্রয়োগ করিয়াছেন তাহাতে তাহাদের সহযোগিতার যে আশা স্থাপন করিয়াছেন, উহাকে স্বাভাবিক কৌশল বলে করিয়া তাহারা উহার পূর্ণ সুযোগ লইয়াছে এবং লইতেছে। দেশের বহু অধিক বিনিময়ে ইহারা মুনাফা সঞ্চয়ে প্রবল ক্ষেত্র ও বস্ত্র সুযোগ বিস্তার করিয়াছে। সরকারী ব্যবস্থাপনায় সর্বাপেক্ষা অযোগ্য ও ব্যয় বহুল বিলগুলির পরিচয় দিয়াও ব্যাপারে বহু বাধা করা হইয়াছে। সুতরাং অধিকাংশে বিলগুলি ব্যাপারে বহু অপেক্ষার ফল লাভে বহু বিঘ্ন করিতে পারে। এই দুরবস্থের বিদেশ উৎপাদন ব্যয় পার্শ্বতী ব্যাপারে বহু হইতে অতিরিক্ত মুনাফা নিয়ে দেখেছে বিলগুলি প্রচুর অর্থ আদায় করিতেছে। ইহাই পরিষ্কার যে মূল্য হ্রাসের অনাবশ্যকতা সম্পর্কে যে কোন যুক্তিই অসার। সরকার অবিলম্বে এ বিষয়ে সচেতন হইয়া কঠিন ও অটার ব্যবস্থা অবলম্বন না করিলে বস্ত্র সমস্যা তীব্র হইতে তীব্রতর হইয়া উঠিবে সরকারের সর্বাত্মক উৎপাদন বৃদ্ধির সর্বপ্রচেষ্টা নিষ্ফল ও ব্যর্থ হইয়া যাবে।

সমবায় আন্দোলন ও ব্রিটিশ শ্রমিক দল

—হার্বার্ট টেন্স

সমবায় আন্দোলনের সঙ্গে ব্রিটেনের শ্রমিক দলের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ কিন্তু সমবায় দলের সঙ্গে তাহার সম্পর্ক ক্রমশঃ তিক্ত হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সমবায় দল ও শ্রমিকদল একসঙ্গে হাতে হাতাহাতি ভাব করে আসছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পরিণামে সমবায় আন্দোলনের প্রতিনিধিত্ব করতে থাকে।

পার্লামেন্টে সমবায় সদস্যদের বর্তমান সংখ্যা দুইটি অধিক নয় কিন্তু পার্লামেন্টারী প্রতিনিধিদের মধ্যে এদের সংখ্যা প্রায় ৩০০। সুতরাং সমবায় আন্দোলনের রাজনৈতিক নেতৃত্বকল সংখ্যার সংকোচ ও নীতিগত অন্তর্দ্বন্দ্বগুলি সম্পর্কে শ্রমিক দলের সঙ্গে যুক্ত আলোচনা চালাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।

শ্রমিক দলের পাশাপাশি পার্লামেন্টে সমবায় দলের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ লেবার দল অপেক্ষা নীতিগত প্রকৃতিগত ভিন্নতর। উভয় দলের সম্পর্ক নির্ধারণ ও বিস্তৃত করার জন্য জাতীয় চুক্তি এবং বহু আঞ্চলিক চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। জাতীয় এক পরিষদে অংশ গ্রহণ করার জন্য সমবায় আন্দোলন এবং তার রাজনৈতিক সাধারণতঃ শ্রমিক দল পার্লামেন্টারী শ্রমিক দল এমনকি ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সঙ্গেও অন্যান্য নিকট সম্পর্ক রেখে চলতে হয়।

সমবায় দল দাবী করে যে তারা বিশেষভাবে অধিবাসীদের Consumer প্রতিনিধি এবং শ্রমিক দল প্রধানতঃ বেতনভুক শ্রমিকশ্রেণীদের প্রতিনিধি। উভয় দলই জাতীয় সম্পদগুলির সাধারণ মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণের পক্ষপাতী। উভয় দলের মূল লক্ষ্য অধিক কিছু লাভ উপার্জন করার সর্বাপেক্ষা ব্যাপারী উহার সম্বন্ধে উভয়ের ভিন্ন মত পোষণ করে। সমবায় দলের নিকট অধিকারের স্থান ই সর্বাগ্রে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে যে ক্রেতার সম্পদের তারা বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থার পোষণ করে।

ব্রিটেনের বর্তমান শ্রমিক গভর্নমেন্ট এমন কতক গুলি আইন চালু করেছেন যেগুলি সমবায় দলের নীতি ও আদর্শের পরিপন্থী। অবশ্য কয়েক বৎসর পূর্বে সমবায় দলের বাৎসরিক সম্মেলনে সভাপতি মহাশয় যে প্রবল প্রতিবাদ এবং অভিযোগ রাষ্ট্রায়ত্তকরণের ব্যাপারে করেছেন তাহাতে, সেগুলির সংখ্যা এবং মূল পরিচালনার কথাই চিন্তা করে করা হয়েছে। সম্মেলনে মুখ্যভাবে ঘোষণা করা হয় যে ব্যবসায় পরীক্ষা করে প্রত্যেক প্রস্তাবিত ব্যবস্থার বর্তমান গভর্নমেন্ট ব্যাপারপদ্ধতি অনুমোদন করেন না।

সমবায় পরীক্ষা বলেন যে খাদ্য ও বিদ্যুৎ সমবায় প্রতিষ্ঠানের বহু কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের কথা একেবারেই অধিকার না করিলে সরকার উৎপাদনের দ্বারা কঠিন সমস্যা হয় না। একথা বলিবার কথা অবশ্য করিয়া। কিন্তু যেখানে অধিকারের আসল পক্ষপাত বড় বিনিময়ের সেখানে ঠিক সেখানে সমবায় পদ্ধতিই শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি। যার ব্যবস্থা এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এইসব কারণে সমবায় দল বিভিন্নের শ্রমিক দলেরই অঙ্গ বলে দাবী করতে চায় না এবং বলে যে তাদের পৃথক এবং বিশিষ্ট রাজনৈতিক মতামত আছে।

সমবায় দল বিভিন্নের কার্যাবলী বর্ণনা করেছে। প্রথমতঃ, সমবায় আন্দোলনের ওপর যতটা চাপ হবে, দ্বিতীয়তঃ অধিকারের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য যতটা সাধ্য দেখা হবে, তৃতীয়তঃ সমবায় ব্যবস্থা এমন ভাবে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হবে যাতে সমস্ত অংশগ্রহণকারীদের অনুকূল সহযোগিতা পাওয়া যায়।

সমবায় পরীক্ষার মতে বর্তমান গভর্নমেন্টের অন্যান্য কার্যাবলীর থেকে আর্থ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় বিশেষ সাহায্য করছে না। সমবায় দল মনে করে যে উৎপাদনের ব্যয় হ্রাস বিভিন্ন ভাবেই করা যেতে পারে। যেমন, মৌলিকতা, উৎপাদক সমবায় সমিতি, অধিকার সমবায় সমিতি, এমনকি অন্য সাধারণের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সমাজ, শাসনও উৎপাদন ব্যবস্থা পরিচালনা করতে পারে।

সমবায়পন্থীরা শ্রমিক দল, ট্রেড ইউনিয়ন এবং সমবায় আন্দোলনের কার্যাবলী এই পার্থক্য পরিচালিত করতে চায়। শ্রমিকদল সমবায় দলের আশা যুক্ত আলোচনা সভায় এই সমস্ত বিষয় মীমাংসার বিচার বিবেচনা করে। দেখে হবে।

নৌকা প্রতিষ্ঠান

চা বাগানের আয়ে অবনতি

বালারহাট

(ম্যানেজিং এজেন্টস আসাম ইউনিয়ন কোং লিঃ)

এখন হিসেবের যে বছরের শেষ হইয়াছে সেই বছরের জন্য বালারহাট টি কোম্পানীর পরিচালকবর্গ যে হিসাব বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে আলোচ্য বছরের কোম্পানীর আয় ... টাকা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ... টাকা উদ্বৃত্তের অঙ্কে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে।

আলোচ্য আয়ের মধ্যে ... টাকা এবং পূর্ববর্তী বছরের অতিরিক্ত ... টাকার ... কোম্পানীর ... টাকা লভ্যাংশ ... টাকা ... টাকা ... টাকা

ডলার সঙ্কট সম্পর্কে আগামী ওয়াশিংটন সম্মেলনের গুরুত্ব

ভারতের নিজস্ব প্রতিনিধি প্রেরণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে শ্রীযুত এম্ অনন্তশয়নম্ আয়েঙ্গারের বিবৃতি

ভারতীয় পার্লামেণ্টের ডেপুটী স্পীকার শ্রীযুত এম্ অনন্তশয়নম্ আয়েঙ্গার গত ১লা সেপ্টেম্বর লিমিটেড এক বিবৃতিতে বলেন যে, ওয়াশিংটনে আগামী ডলার সম্মেলনে ভারতের পক্ষ হইতে প্রতিনিধি প্রেরণ করা একান্ত আবশ্যক। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মুটনের উপর ভার দিয়া ভারতের নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নহে। শ্রীযুত আয়েঙ্গার দৃঢ় প্রকাশ করিয়া বলেন যে, ওয়াশিংটন সম্মেলনে ভারতীয় স্বার্থের ওজনে যথাযথভাবে পরিমাপ করা হইতেছে না।

ডলার সঙ্কট, ষ্টার্লিং ও অন্যান্য ইউরোপীয় মুদ্রার মূল্যহ্রাস, কোকো, টিন ও রবার প্রভৃতি ডলার উপাজ্জনকারী পণ্যের মূল্য নিম্নগামী হওয়ায় ষ্টার্লিং অঞ্চলভুক্ত দেশগুলিতে আমেরিকার বাণিজ্য মূলধন বিনিয়োগ, আর্থিক মুরুব্বী ও মুরুব্বানের স্বর্ণ ও প্রচলিত মুদ্রার মূল্যমানের পরিবর্ত্তন—এই সকল বিষয় সম্মেলনে আলোচিত হইতে পারে। এই সমস্ত বিষয়ই ভারতের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এই সকল বিষয়ের উপর মুটনের কোন একটি সিদ্ধান্তে ভারতের অর্থনীতির উপর প্রতিক্রিয়া হওয়া বিচিত্র নহে, বিশেষতঃ ভারতের অর্থনীতি যখন ইতিমধ্যেই দুর্বল হইয়া রহিয়াছে।

শ্রীযুত আয়েঙ্গার মনে করেন যে, অন্যান্যবারের ষ্টার্লিং আলোচনার সময় ভারতীয় প্রতিনিধিরা যখন লণ্ডনে ছিলেন সেই সুযোগে আমেরিকার বিশেষজ্ঞদের নিকট হইতে সাহায্য লইয়া ভারতের বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রার ঘাটতি পূরণ সম্পর্কে তাঁহাদের বার্ত্তিন মুরুব্বী ও কানাডার অর্থ সচিবদের সহিত আলোচনা করা কর্ত্তব্য ছিল।

ওয়াশিংটন আলোচনায় ভারতের কোন প্রতিনিধি প্রেরণের বাধ্যতা না থাকায় দুঃখ প্রকাশ করিয়া শ্রীযুত আয়েঙ্গার বলেন যে, ভারতের পক্ষ হইতেও তার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপসের উপর ভার দেওয়া হইয়াছে কিনা এবং তার দেওয়া হইয়া থাকিলেও কেবল ষ্টার্লিং সম্বন্ধেই কিনা তাহা জানা যায় নাই। প্রায় কিসোর্ট হইতেও ইহা বুঝা যায় না যে, ওয়াশিংটনের অর্থনীতি সম্মেলনে ওয়াশিংটন আলোচনার বিষয়বস্তু আলোচিত হইয়াছিল। তিনি আরও বলেন, যে সকল দেশে ডলার সঙ্কট দেখা দিয়াছে, সেই প্রকার সঙ্কট দেখা দিবার পূর্বেই ব্রিটেন ও আমেরিকার একটি সম্মেলন আহ্বান করা উচিত ছিল।

মার্কিন মুরুব্বীদের নীতির সমালোচনা করিয়া শ্রীযুত আয়েঙ্গার বলেন যে, ইহা সকলেরই ইচ্ছাসত্ত্বেও বার্লিন সাহায্য দিয়া ইতিমধ্যেই অর্থনীতি ক্ষেত্রে নিখিলের আরি পরিবর্ত্তে পাশ করাইয়া দিয়াছে। কিন্তু এশিয়া ও দূর প্রাচ্যের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্য এক বিরাট পরিকল্পনা আমেরিকা অগ্রাহ্য করিয়াছে।

পরিশেষে আয়েঙ্গার সতর্ক করিয়া দিয়া বলেন যে, মার্কিন মুরুব্বীরা যখন সমস্ত পৃথিবীর বোঝা করিতে চাহে, তখন অন্যান্য দেশগুলির আত্মসম্মান হইবার উপায় নাই।

ওয়াশিংটন সম্মেলনে ভারতের নিজস্ব প্রতিনিধি প্রেরণের আবশ্যকতার উপর জোর দিয়া শ্রীযুত আয়েঙ্গার বলেন যে, বর্ত্তমানে ভারতের ১৪ কোটি ডলারের ও ব্রিটেনের নিজের ৫০ কোটি ডলারের ঘাটতি রহিয়াছে। ব্রিটেন যে ভারতের হইয়া এই ১৪ কোটি ডলার সম্পর্কে মার্কিন মুরুব্বীদের সহিত কথাবার্ত্তা চালাইবে, সেরূপ আশা করা যুক্তিযুক্ত নহে। ডলার সাহায্যের সর্ত্তস্বরূপ মার্কিন মুরুব্বীরা যদি ষ্টার্লিংএর মূল্য হ্রাস করিতে ব্রিটেনের উপর চাপ দেয় এবং ব্রিটেন তাহা স্বীকার করিয়া লয়, তবে ভারতের অবস্থা কি হইবে? ভারতে কি টাকার মূল্য হ্রাস করিতে হইবে? শ্রীযুত আয়েঙ্গার আরও একটি দৃষ্টান্ত দিয়া বলেন যে, রবিন অঞ্চলে যদি ডলার সম্পর্কে স্বর্ণের উচ্চতর মূল্য দাবী করিয়া বিদেশ ঘাটতি পূরণের চেষ্টা করে এবং তাহা যদি স্বীকৃত হয়, তবে ভারতবর্ষে ডলারের উপর ইহার কি প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে, তাহাও ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

শ্রীযুত আয়েঙ্গার বলেন, "এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়াই আমি মনে করি যে, এই আলোচনায় ভারতের নিজস্ব প্রতিনিধি প্রেরণ করা আবশ্যক এবং এই সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মুটনের উপর ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকা কর্ত্তব্য নহে।

শ্রীযুত আয়েঙ্গার বলেন যে ডলার সঙ্কটের মেঘ দূর হইবার পরই ১৯৪৭ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের যে সভা হইবার কথা আছে, তাহার উপরও দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

ডলার সঙ্কট সম্পর্কে ওয়াশিংটনে আগত তিন প্রকারের বৈদেশিক মোকাবেলার জন্য মুটন পরামর্শ দিয়াছেন বলিয়া বেতার এবং সংবাদপত্রে প্রকাশ। ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপস ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ হইতে সাউথহ্যাম্পটনে অবিলম্বে যাত্রা করিবেন।

আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কের ভারতীয় সভ্যপদ এবং বৈদেশিক লেনদেন সম্পর্কে ভারত সরকারের উপদেষ্টা স্যার চিন্তামন গত ইইতে ওয়াশিংটনের সঙ্গে সাউথহ্যাম্পটন যাত্রা করিয়াছেন।

মিঃ আমেরি বেক্সিন, স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রীপস তিন প্রকারের ডলার আলোচনার অন্যান্য বৃটিশ প্রতিনিধিদিগের সহিত স্যার চিন্তামনও ওয়াশিংটনে তাহাদের যোগে যাত্রা করিবেন। আরও শিয়াছে যে সম্প্রতি বৃটিশ পরিবর্তন এবং অন্যান্য কর্তাব্যক্তিদের মধ্যে যে প্রাথমিক আলোচনা হয়, তাহাতে স্যার চিন্তামন অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ওয়াশিংটন আলোচনায় বৃটিশ প্রতিনিধি দলের অন্তর্ভুক্ত না হইলেও, স্যার চিন্তামন বৃটিশ প্রতিনিধিদের সহিত পরামর্শে ব্যাপৃত থাকিবেন।

ভাসকেবহাল মহলের সংবাদে, জানা যায় যে, ওয়াশিংটন আলোচনায় প্রথম পর্যায় ষ্টার্লিং এলাকা সমূহের অন্তর্ভিত এবং চিরস্থায়ী ডলার ঘাটতির হ্রাস উদ্ভাবন করা হইবে। পত্র ফুলাই মাসে লণ্ডনে ব্রহ্মদেশের অর্থসচিব সমক্ষেলনে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তাহার ভিত্তিতেই আলোচনা সুরু করা হইবে।

ষ্টার্লিং এলাকার ডলার ব্যবসায় হইতে যে সকল দেশ তাহা ডলার সংগ্রহ করিতেন তাঁহারা অবিলম্বে পরকরা পরিমাণ ডলার ব্যয় সঙ্কোচের জন্য নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। উক্ত সিদ্ধান্তের ফলাফল পর্য্যালোচনা করিয়া মোট ডলার ঘাটতি অনেক দূর করিবার জন্য স্থায়ী ব্যবস্থা নির্দ্ধারণের আলোচনা হইবে। সকলেই মনে করেন যে ওয়াশিংটন আলোচনার বিশেষত্ব চূড়ান্ত রোধ যোগানী তার করিবার বিশেষ চেষ্টা করা হইবে এবং বিশ্বে পারস্পরিক বাণিজ্য পুনঃপ্রবর্তনের বিষয়ে জোর দেওয়া হইবে। প্রায় নিশ্চিত ভাবে বলা যায় যে, বিশ্বে মুদ্রার ঘাটতি অবসানের জন্য বৃটিশ যোগানী পরিকল্পনা বিশ্বের বিরুদ্ধে মার্কিন মুলধন নয়ী, অনুসরণ

(বেতারে ৩৫৩ পৃষ্ঠার পর)

সংবাদ সঙ্কলন

'খাদ্য কলাণ' অভিযান

ভারত সরকার ১৯৫১ সালের মধ্যে খাদ্যশস্যে ভারতকে স্বয়ং-সম্পূর্ণ করার যে পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন, বলাবাহুল্য তাহাদের বিভিন্ন অংশে যত দ্রুতে সম্ভব সারের বিতরণ ব্যবস্থা করা দরকার। সেদিকে লক্ষ্য রাখিয়া কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৫৮ সালের জন্য সারের যে পরিমাণ বরাদ্দ করিয়াছেন তাহা গত বৎসরের তুলনায় অনেক বেশী। ১৯৫৭ সালে ভারতে ৪ লক্ষ টন সার আমদানী করা হইয়াছিল। ১৯৫৮ সালে আমদানীর পরিমাণ ৫ লক্ষ টন করা হইবে। ইহা ছাড়া দেশের মধ্যে ১৯৫৭ সালে ১ লক্ষ ৫০ হাজার টন সার উৎপাদন করা হইয়াছিল। ১৯৫৮ সালে উৎপাদন ২ লক্ষ টন বৃদ্ধি করা হইবে। ১৯৫৭ সালে ভারতে ৩ লক্ষ ৫০ হাজার টন সার বিতরণ করা হইয়াছিল। ১৯৫৮ সালে বিতরণের পরিমাণ ৭ লক্ষ টন করা হইবে। ১৯৫৭ সালে ভারতে ৩ লক্ষ ৫০ হাজার টন সার বিতরণ করা হইয়াছিল। ১৯৫৮ সালে বিতরণের পরিমাণ ৭ লক্ষ টন করা হইবে।

[illegible] সরকার [illegible] করেন [illegible] ৭৫ হাজার একর [illegible] ১,৫০,০০০ হাজার একর [illegible] এই উদ্দেশ্যে [illegible] বরাদ্দ করা হইয়াছে। [illegible] ও [illegible] উন্নয়ন করিয়া [illegible] এবং [illegible] ও [illegible] উন্নয়ন বোর্ড [illegible] পরিকল্পনা [illegible] বীজধান ও সার সরবরাহ করিবেন।

বোর্ড যাহাতে এ পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করিতে পারেন সেজন্য বোর্ডের কর্মচারীদের ট্রাক্টর ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি ক্রয় করিবার জন্য ৫ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে।

অনুরূপভাবে বিভিন্ন রাজ্যের আবশ্যকতা ও বরাদ্দ বিবেচনা করিয়া দিল্লীর চীফ কমিশনার দিল্লী খাদ্যশস্য (নিয়ন্ত্রণ) নিয়ম আদেশ (১৯৫৭) জারী করিয়াছেন। দিল্লীতে অথবা দিল্লীর পথে যাতায়াতকারী ব্যক্তিগণ তাঁহাদের ব্যক্তিগত মালের অংশ হিসাবে অতিরিক্ত ১০ সের চাউল বা ৫ সের গমসহ ভ্রমণাদি করিতে পারিবেন। এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিভাগীয় প্রবেশের চীফ কমিশনার আবু বরাদ্দির উপর প্রকৃত তথ্য বিষয়ে আলোকপাত করিয়া বলেন যে, উহা অবিশ্বাস্য। আবু উৎপাদনকারীদিগের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই এই শুল্ক আরোপ করা হইয়াছে এবং এই আদেশ বিলি করিয়া কোন উদ্দেশ্য সরকারের নাই।

রাজস্থানের মালের কেন্দ্রীয় খাদ্য-উপদেষ্টা কমিটির বক্তৃতাপ্রসঙ্গে উক্ত রাজ্যের সরবরাহ মন্ত্রী বলেন যে, ১০ হাজার ও উহার অধিক সংখ্যক লোক যে সকল শহরে বসবাস করে সেই সকল শহরে রেশন চালু করার সংখ্যা চালু করা আবশ্যক। ফলে রেশন অন্তর্ভুক্ত জনসংখ্যা ১১ লক্ষ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ২৫ লক্ষে দাঁড়াইবে।

কেরলের উপমুখ্যমন্ত্রীর প্রস্তাব যে কমিশন উহাতে সরকার বিবেচনা করিবেন ও উহার সদস্য মনোনয়ন হইতে কেরালার চাল-না আমিবার জন্য হায়দ্রাবাদের কৃষকদিগকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন। হায়দ্রাবাদের কৃষিবিভাগের মতে এই বেশ কিছুদিনের কেরালার বিশেষ অভি করিতেছে।

এখানে সংবাদে জানা যায় যে, পাকিস্তানের সরকারসমূহ তাঁহার প্রকাশিত কাস্টমের মতামতের [illegible] সম্পূর্ণ বিপরীত। সরকার কাস্টমসমূহের প্রবেশ পাস চাউল ১২ টাকা মণ দরে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন। অন্যদিকে কাস্টমের [illegible] পাকিস্তানের উত্তর পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ ও পশ্চিম পাকিস্তানে চাউলের মূল্য মণ প্রতি ১৮ টাকা। পাকিস্তানী রাজনীতিবিদ মহল অভিযোগ করিয়াছেন যে, [illegible] কাস্টমের মত কোন স্থানে [illegible] নাই।

গত বৎসর বন্যার ফলে দেশের অতি বড় অংশ সরকার যে অতি সামান্য ক্ষতি সাধন করিয়াছে তাহা সরকার প্রচুর পরিমাণ খাদ্যশস্য প্রেরণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বন্যার বৎসরে ইতিমধ্যেই ৫৫ হাজার টন খাদ্যশস্য আসামে প্রেরিত হইয়াছে। আসামে ১ মাসে আরও ১৮ হাজার টন খাদ্যশস্য প্রেরিত হইবে। আসাম রাজ্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় অন্যান্য সরবরাহী এজেন্সীগুলি খুব তৎপর করিতেছে।

প্রাদেশিক সরকারের-মুখ্য বিষয়ক অনুযায়ী ১২ বৎসর পর্যন্ত বয়সের সকল বালক বালিকা বাধ্যতামূলক প্রতিদিন ৮ ইউনিট অর্থাৎ ৪ আউন্স চাউল লইতে পারিবে। এই প্রদেশে দুধ সরবরাহ অত্যন্ত কম হওয়ায় ৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত বালক-বালিকা-দিগকে অর্ধ ইউনিট দেওয়া বিষয়ে প্রয়োজনীয়তা বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে।

সরবরাহ আলোচনাকে উৎসাহ দিবার জন্য সরকার ঘোষিত নীতি অনুযায়ী পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা হিসাবে বিভিন্ন শহরের ৬টি নির্বাচিত সাব-এজেন্সী রেশন ব্যবস্থার পরিচালনভার উৎপাদকদিগের সমবায় সমিতির উপর ন্যস্ত করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। যুক্তপ্রাদেশিক সরকার এক বিজ্ঞপ্তিতে সরকার মূল্য সূচিবেদের উপর ঘোষণা করিয়াছেন। সরকার ঘির কমিয়াছে শতি. ১৫১ ঘোষণার সময় ঘির মূল্য অতিরিক্ত ১৫ সহ ৪১ টাকা ১ আনা মণ দরে গমের বিক্রয় করা হইবে।

মূল্য হ্রাসকল্পে চিনি আইন

চিনির মূল্য হ্রাসকল্পে ভারত সরকার যে আদেশ জারী করিয়াছেন তদনুযায়ী ৩১ মার্চ ভারতের বিভিন্ন স্থানে ব্যবসায়ী ও ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে প্রায় ২ লক্ষ ৫০ লক্ষ টন চিনি হস্তগত করিয়া আইন করা হইয়াছে বলিয়া জানা গেছে। আইন চিনির মোট পরিমাণের মধ্যে ১ লক্ষ ৫০ হাজার টন কারখানা হইতে এবং অবশিষ্ট ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে আইন করা হইয়াছে।

প্রকাশ, কেন্দ্রীয় সরকার এই আইন চিনি বিক্রির প্রবেশ ও দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে পূর্বের চাহিদার অনুপাতে বণ্টন করিয়া দিবেন। প্রবেশগুলিতে ব্যবসায়ীদের মধ্যে এইরূপভাবে চিনি বণ্টনের নির্দেশ দেওয়া হইবে যাহাতে মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বলবৎ করা সম্ভব হয়। কেন্দ্রীয় সরকার চিনির [illegible] মূল্যের প্রতি ৫০ আনা নির্ধারিত করিবেন। যদিও কিছু চিনি বণ্টনের পরিমাণ সম্পর্কে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয় না তবে [illegible] প্রবেশগুলিকে স্বাধীনতা দেওয়া হইবে বলিয়া প্রকাশ।

যে পরিমাণ চিনি আইন করা হইয়াছে তাহা ছাড়া ৫ মাসের চাহিদা মিটাইতে বাকিতে পারে। সরকার চিনি আইন করিবার আদেশ প্রত্যাহার হইবার পর হইতে দিল্লীর মূল্য সেপ্টেম্বরগুলিতে চিনির অভাব দেখা দিয়াছে। আশা এই অবস্থা বেশীদিন স্থায়ী হইবে না; কারণ, আইন করার আদেশ সম্পর্কে কয়েকদিন পূর্বেই প্রাদেশিক সরকারগুলিকে জানাইয়া দেওয়া হয় এবং এজন্য প্রস্তুত হইবার ও বণ্টনের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার নির্দেশ দেওয়া হয়।

রপ্তানি বৃদ্ধি কমিটির অধিবেশন

ভারত সরকারের বাণিজ্যমন্ত্রী শ্রী এ. বি. লোকনাথন সভাপতিত্বে রপ্তানি বৃদ্ধি কমিটির শেষ সভাধিবেশন ৩০শে আগষ্ট দিল্লীতে শেষ হইয়াছে। সেপ্টেম্বর সম্মেলন পর্যন্ত সরকারের নিকট লিখিত করিবার পূর্বে কমিটির বলয়া বিশেষ সম্পর্কে পুনরায় বিবেচনা করিবার জন্য সেপ্টেম্বরের দিল্লীর সম্মেলনে মধ্যে বোম্বাইয়ে উহার পুনরধিবেশন হইবে বলিয়া স্থির করা হয়।

কমিটির এই অধিবেশনে [illegible]

নিয়ে সরকার, ব্যবসায় ও বেসরকারী লগ্নীকারীদের সঙ্গে আলোচনা করিয়াছেন।

ভারতি সম্প্রতি ব্যাঙ্কার ও বিদেশের আর্থিক বিভাগের প্রধান, ইউরোপ, ইউরো ডলার ও পিয়াস্ত্র সম্পর্কে, তাঁহারা পাউণ্ড ও ডলার হইতে বৃহত্তর সময় সময় ও তাহাদের লেনদেন সম্পর্কে এবং অন্যান্য, লৌহ ও ইস্পাত লগ্নীর এই সম্পর্কে কয়েকটি আলোচনা করিয়াছেন।

আরও জানা যায়, বিদেশে ভারতীয় ব্যাঙ্কিং প্রতিনিধি প্রেরণ এবং সরকারের তরফ হইতে ব্যবসায়ীদিগকে সাহায্যের বিষয়ে লোনের ব্যবস্থা সম্পর্কেও কয়েকটি আলোচনা করিয়াছেন। এই সকল ব্যাপারে ভারতীয় এবং বৃটিশ পক্ষই পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইয়াছে।

গত জুলাই মাসে এই কমিটি নিযুক্ত হইয়াছে। এপর্যন্ত কমিটির ৭০টি অধিবেশন হইয়াছে। এই সকল অধিবেশনে ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধিদলের বিরট হইতেও সাক্ষ্য গৃহীত হইয়াছে।

—•—

খাদ্যশস্যপূর্ণ জিলাকে চীনাবাদাম

গত বৎসরের অনাবৃষ্টিতে কলিকাতায় জ্বালানি তেল হইতে পশ্চিমবঙ্গে জনসাধারণ বহুদিন চীনাবাদাম খুব বেশী খাইয়াছিল। তাহার ফলে একটা বিষয় খাদ্যের এক প্রকার অভাব হয়।

ভারত সরকার খাদ্য বহির্ভূত চীনা বাদামের আটা দিয়া বিবিধ খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত প্রণালী প্রকাশের বিভিন্ন কয়েকদিনের জন্য একজন মহিলা বিশেষজ্ঞকে এই প্রদেশে প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহার তত্ত্বাবধানে চীনা বাদামের আটা দিয়া বৈজ্ঞানী করেক প্রকারের খাদ্য প্রদর্শনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলের মধ্যে পরিবেশন করা হয়। ঐ গুলি খাইয়া বেশ সুস্বাদুই লাগে।

পশ্চিমবঙ্গের জনসংযোগ সচিব শ্রীযুত প্রফুল্লচন্দ্র সেন এক প্রশ্নের উত্তরে সাংবাদিকগণকে জানান যে তাঁহারা এইরূপ প্রদর্শনীর দ্বারা কিরূপ পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণকে বোঝাইতে চাহেন যে, চীনা বাদামের আটা খাদ্যরূপে বেশ ভালই ব্যবহার করা যাইতে পারে। জনসাধারণ যদি উহা গ্রহণ করিতে রাজি হন, তাহা হইলে তাঁহারা বেশন মারফৎ যে আটা বা চাউল দেওয়া হয় তাহার সঙ্গে কিছুপরিমাণ এই চীনা বাদামের আটা সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা করিতে পারেন। উক্ত রূপ ভাল চীনা বাদামের আটা যে খেতে অতি সুস্বাদুই হবে তাহা বলা হইবে। উহার মূল্য সের প্রতি ।১০ আনার কম পড়িবে না।

পূর্বাঞ্চলে খাদ্যশস্য বিক্রয়কার্যে প্রতিযোগিতা

পূর্বাঞ্চল সরকার অধিকারে ১৯৫৮ সালের খাদ্যশস্য বিক্রয় আদেশ প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই বিক্রয়াদেশ ১৯৪৯ সালের অত্যাবশ্যক সরবরাহ আইনের বারফৎ প্রদান করা হইয়াছিল।

সরকারী প্রেসনোটে বলা হইয়াছে যে, এই সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় সরকারের সম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে এবং অনেকে বিনা বাধায় খাদ্য প্রেরণের উদ্দেশ্যে এই ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। বাউরি, ও উড়িষ্যা অঞ্চলের বাদে সব চালান সম্পর্কে বর্তমান বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করা হইবে না। সরকারের একজন মুখপাত্র এই ব্যবস্থা সম্পর্কে বলেন, সম্প্রতি দাম পূর্বাঞ্চলে চালের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় অবস্থার উন্নতির জন্য আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজন ঘটে এবং তদনুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে।

—•—

বিশ্ব-বাণিজ্যে সঙ্কট

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের অনুযায়ী কমিশন ১৯৫৮ সালে মার্চ মাসে কর্তৃক আমদানি শুল্ক ও বাণিজ্য সম্পর্কিত কোনরূপ চুক্তি সম্বন্ধে রিপোর্ট করিয়া বলিয়াছেন যে বিশ্ব-বাণিজ্যের অবস্থা বর্তমানে অত্যন্তপূর্ণ এক সঙ্কটজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হইতেছে। রিপোর্টে সংশ্লিষ্ট সরকারসমূহকে এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, বাণিজ্য সংরক্ষণ উঠিয়ে যে ১৯৫৮ সালের মধ্যে আন্তর্নির্ভরশীল হইতে পারিবে এ আশা দুরাশা।

দুঃখের বিষয় হইলেও তাহা সত্য যে আমদানি প্রতিরোধ হইবার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না এবং বর্তমানে যে সকল লক্ষণ দেখা যাইতেছে, তাহাতে সমস্যা জটিল আকার ধারণ করিবে বলিয়া মনে হয়।

রিপোর্টে অবশ্য বলা হয় যে, কতকগুলি ব্যাপারে কোনরূপ চুক্তি করা সম্ভবপর হইলে উহার ফলে অনেক বাধা দূর করা সম্ভব হইতে পারে।

—•—

আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের সম্পত্তি

আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের সাম্প্রতিক হিসাব হইতে জানা যায় যে, গত ৩১শে জুলাই তারিখে ইহার মোট সম্পত্তির পরিমাণ ছিল ৮,০৪৪,০২৮ ডলার।

এই হিসাবের বিশেষ বিবরণ হইতে জানিতে পারা যিয়াছে যে, ৩১শে জুলাই যে তোলাটির শেষ হয় তাহাতে এই অর্থভাণ্ডারের মোট অর্থের মূল্য ছিল ১৪৪ কোটি ৮০ লক্ষ ডলার, যাহাদের মোট এবং বিক্রয়ের মূল্য ৪৪১ কোটি লক্ষ ডলার এবং বাকী টাকার পরিমাণ ছোট ডলার।

১৯৫৭ সালের মার্চ মাসে পর্যন্তের উক্ত অর্থভাণ্ডার মুদ্রাবিনিময়ের কাজ আরম্ভ করেন। তখন হইতে এ পর্যন্ত বিভিন্ন সময় ৩৫ এই ভাণ্ডার হইতে মোট ৭২ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার মূল্যের বৈদেশী মুদ্রা ক্রয় করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

—•—

ভারতের শিক্ষিতের হার বৃদ্ধি

সাম্প্রতিক সরকারী আদমশুমারি হিসাবে দেখা যায়, শিক্ষিতের হার ১৯৫১ সালের সংখ্যা হইতে শতকরা তিন ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

১৯৫১ সালের পর আর আদমশুমারী গ্রহণ করা হইবে এইরূপ আশা করা হইয়াছে যে, দেশীয় রাজ্যসমূহ যাহাতে সবই অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে সেই হিসাবে শিক্ষিতের হার হইতেছে শতকরা ১৭ ভাগ। ১৯৫১ সালে শিক্ষিতের হার ছিল শতকরা ১৪।

প্রাপ্ত হিসাবে দেখা যায়, গত দুই বৎসরে বেসরকারী পরিষদের প্রচেষ্টায় শিক্ষিতের হার শতকরা চতুর বৃদ্ধি পাইয়া শতকরা ১৯ ভাগ হইতে শতকরা ২১ ভাগে উন্নীত হইয়াছে।

গত কয়েক বৎসর যাবৎ শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রদেশে যানবাহনের যথেষ্ট অসুবিধা হওয়ায় আশানুরূপ সংখ্যক শিক্ষিতের হার আরও বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

—•—

পশ্চিমবঙ্গে আলুর সাধারণ নির্বাচন

রাজ্য বিধানে আগামী বিশেষ অধিবেশনে আগামী মাসে পশ্চিমবঙ্গে প্রস্তাবিত সাধারণ নির্বাচনের অনুষ্ঠান সম্পর্কে প্রাদেশিক সরকার ইতিমধ্যেই প্রাদেশিক ক্ষেত্র প্রস্তুতির কাজ আরম্ভ করিয়াছেন।

জানা যায় যে, ভোটার তালিকা কমিটি পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ নির্বাচন করিবার যে বিধান করিয়াছেন তদনুযায়ী নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পর্কে যে সব ব্যবস্থা অবলম্বনের সময় প্রস্তাব দিল্লী হইতে পশ্চিমবঙ্গের অস্থায়ী প্রধান হইবে বিভাগ প্রেরিত হইয়াছে সেগুলি বিবেচনা করিয়া দেখা হইতেছে। ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ঐ নির্বাচনের প্রাথমিক প্রস্তুতি সম্পর্কে যাবতীয় অবলম্বন করিয়াছেন। বিভিন্ন জেলায় যে যে স্থানে ভোটার তালিকাগুলি মুদ্রণের পরিবর্তে মুদ্রিত নাই সেই সব স্থানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভোটার তালিকা মুদ্রণের জন্য আদেশ দেওয়া হইয়াছে। বিভিন্ন জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের যে সকল স্থানে যথেষ্ট সংখ্যক পুলিশ নাই বা পাওয়া যাইবে না সেখানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিশেষ পুলিশ নিয়োগের ব্যবস্থা করিতে বলা হইয়াছে।

সেই সব ক্ষেত্রে বাস্তুচ্যুতি তৈয়ারী করিয়া ভূমির দাবিদার হওয়ার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত সম্পত্তি অধিগ্রহণকালে আদায়ী ডিপোজিট বা আদায়ী ঋণের সমতুল্য নির্দ্ধারণের অনুষ্ঠান হইলে, উহা নিষ্পন্ন করিতে সময়ের যেসব প্রাথমিক ব্যবস্থাদি প্রয়োজন সেগুলির যথা সময়ে সমাধা করিবার জন্য আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

রাজ্যের পরিকল্পনা সম্পর্কে টেনেসিস্যালি কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যানের মন্তব্য

রাজ্যের পরিকল্পনা সম্পর্কে বলিতে যাইয়ে যে কথা হইতে এই গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলকে [illegible] ও শিল্প সমৃদ্ধিশালী করিবার দৃঢ় সংকল্প ঘোষণা করিয়াছে এবং এই পরিকল্পনাকে সরকারী কর্মচারীর দিক হইতে সফলতা দিবার বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন—কৃষিক্ষেত্রে প্রস্তাবগুলির [illegible] যাহারা [illegible] আর্থিক ই অর্থনি [illegible] যে বিশেষই [illegible] উক্ত সমস্যা [illegible] ক্ষেত্রে যাহারা [illegible] টেনেসিস্যালি পরিচালনার [illegible] করিতে ছিলেন। তাহা সরকার তাহাকে বিশেষভাবে করিলে সরকার এই [illegible] জন্য আমরা করিয়াছিলাম এবং সাধারণ [illegible] কর্তৃপক্ষের [illegible] উহার সম্পর্কে [illegible] করেন।

তিনি বলেন যে, প্রায় সকল ক্ষেত্রেই একত্র বিদ্যুৎ [illegible] চাহিদা সরবরাহ অপেক্ষা অধিক হওয়ায় তিনি আশা করেন যে শীঘ্রই তাহার [illegible] বাজারের এই হইবে।

[illegible] কর্তৃপক্ষের এই প্রতিষ্ঠানের সকল কাজ [illegible] প্রকৌশলীরা সম্পর্কে সন্তোষজনক বলেন যে, এর ঐতিহ্য [illegible] করিয়া দেখিলে বিচার ও পরিচালনার অসাধারণ উপযুক্ত হইবে।

সভাতে বেসরকারি ও সরকারী কর্মচারীদের উপস্থিত থাকায় এই প্রতিষ্ঠানের আন্তর্জাতীয় সাধারণ গুরুত্ব এবং এর ঐতিহ্য পরিপূর্ণতার কথা উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, ভারতের প্রগতির জন্য শক্তির অপরিহার্য প্রয়োজন রহিয়াছে এবং এই পরিকল্পনা হইতে যে শক্তির প্রাচুর্য দেখা দিবে উহা দ্বারা এই কর্পোরেশন পল্লীজীবনকে আদর্শ পরিচ্ছন্নতাসহকারে রূপায়িত করিতে পারিবে।

—:—

ভূমধ্যে কেবল্ সংস্থাপন

ভারত সরকার বঙ্গোপসাগরে উপরিস্থিত টেলিফোনের [illegible] গুলি সরাইয়া ভূমিস্থ কেবল্ সংস্থাপনের যে পরিকল্পনা করিয়াছেন, তাহার কাজ শুরুকরে সমাপ্ত হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

বর্তমান পরিকল্পনানুযায়ী কলিকাতা, বোম্বাই, দিল্লী ও করাচী সহরের উপরিস্থিত টেলিফোন তারগুলি সম্প্রসারণ করিয়া উহার স্থলে ভূমিতে কেবল্ স্থাপনের ব্যবস্থা হইবে। এতদুদ্দেশ্যে ভারত সরকার একটি কেবল্ প্রস্তুতকারক কোম্পানীর সঙ্গে ৩১১ মাইল কেবল্ সরবরাহের বন্দোবস্ত করিয়াছেন। এই চুক্তির বলে ৪০০ মাইল কেবল্ শুধু কলিকাতার জন্যই মাটিতে বসিয়া ফেলিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। চুক্তি মাসের প্রথম ভাগে প্রথম কিস্তিতে ৫০ মাইল কেবল্ কলিকাতা পৌঁছিয়াছে। আশা করা যায় যে, ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বরে কলিকাতা ভূমিস্থ কেবল্ স্থাপনের কাজ শেষ হইবে। কোন কোন স্থানে কেবল্ স্থাপনের কাজ শেষ হইয়াছে।

ভারতের উক্ত কেবল্ কোম্পানীর প্রতিনিধি মিঃ কে ফোরেরা বর্তমানে কলিকাতায় আছেন। যে সব কেবল্ সরবরাহ হইবে, সেগুলি সম্পর্কে কোন প্রকার ত্রুটি আছে কিনা তৎসম্পর্কে রিপোর্ট করার জন্য কোম্পানী তাঁহাকে কলিকাতা পাঠাইয়াছে।

—:—

কোচবিহার রাজ্যের শাসন ভার গ্রহণ

কর্তৃপক্ষ মহলের নিকট হইতে জানিতে পারা গিয়াছে যে, আগামী ১ লা বৈশাখের তারিখে কেন্দ্রীয় সরকার কোচবিহার রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করিবেন। এই সম্পর্কে শীঘ্রই একটি সরকারী ঘোষণা প্রকাশিত হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

স্মরণ থাকিতে পারে যে, কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট কোচবিহার রাজ্যের শাসনভার হস্তান্তর সম্পর্কিত বর্তমান চুক্তানুযায়ী সম্প্রসারণের জন্য কোচবিহারের মহারাজা এই মাসের প্রথমে দিল্লীতে ছিলেন। জানা গিয়াছে যে, ঐ সময় হস্তান্তর সম্পর্কে আইনগত প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয় সম্পাদিত হইয়াছে।

কোচবিহার রাজ্যের শাসনভার অধিকারের সঙ্গে সঙ্গেই ঘোষণা করা হইবে।

আরও জানা গিয়াছে যে, কুচবিহারের মহারাজা তাঁহার রাজ্যের শাসনভার কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হস্তান্তর করিয়া চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন।

মণিপুর ও খাসি রাজ্যসমূহ সম্পর্কে চুক্তার সিদ্ধান্ত সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম ভাগে গৃহীত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

ভারতীয় ঔষধশিল্পের ব্যয়নির্ব্বাহ

বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে যে ভারতীয় ঔষধ শিল্পের ব্যয়নির্ব্বাহ বাবদ এ পর্যন্ত মঞ্জুরী প্রায় দুই কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে। ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের পাদকল্পের ঘোষণা প্রকাশের পর ১৯৪৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর হইতে ঔষধশিল্পের ভাতা বন্ধ হয়।

অথচ দুঃখজনক কথা এই যে উপরোক্ত সংখ্যা দেখান অনুমোদন করিয়া নাই কেননা অর্থাভাব কারণ নাই।

ডলার সম্মেলনের গুরুত্ব

(৬৫৩ পৃষ্ঠার পর)

ফেলমন্ত্রের উদ্যোগে এক প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের চারি বৎ. পরিকল্পনা এবং পাই, ইরান, চা, উত্তর কোরিয়া প্রভৃতি যে সকল দেশগুলি বিকাশের যথা ঠেলিং প্রোগ্রামকে ফেলমন্ত্র ডলার উপার্জন করিতে পারে তাহাদের সংরক্ষণের এক বাণিজ্য চুক্তি সম্পর্কে ও বাণিজ্য শুল্কহারের কমবাণীদের সহিত আলোচনা হইবে।

—:—

ডলার সমস্যা সমাধানের কোন লক্ষণ নাই

ইউরোপীয় অর্থনীতি পরিচালনা প্রতিষ্ঠান মন্তব্য করিয়াছেন যে, অন্যেরিকা দুই বৎসর ইউরোপকে সাহায্য করিয়া আসিতে ডলার সমস্যা সমাধানের কোন লক্ষণ দেখা যায় নাই। এক সরকারী রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, ১৯৫২ সালের মধ্যে সমস্যা সমাধান হইতে পারে এরূপ আশা এখন করা চলিতেছে না।

সমগ্র ইউরোপের চাহিদা প্রায় ৫১০ কোটি ডলারের পরিবর্তে ১৯০ কোটি ডলার দেওয়া হইয়াছে।

উক্ত রিপোর্টে বলা হইয়াছে, 'অথচ প্রয়োজনীয় ফেলমন্ত্র কেনাকাটার আমাদের চাহিদা অপেক্ষা কম ডলার পাওয়া যায় নাই, আমাদের যাহা সর্বাপেক্ষা কম বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিল তাহা অপেক্ষাও কম পাইয়াছে। কার্টেলিস বলিয়াছেন যে, বিশেষজ্ঞদের বিবেচনা করা সত্ত্বেও ঠেলিং এলাকাসমূহের ডলার সঙ্কটের সন্তোষজনক সমাধান করা সম্ভব হয় নাই। ইউরোপের ডলার সঙ্কটের অবস্থা বিশেষ খারাপ হইয়া পড়িয়াছে। যদিও এবৎসর ইউরোপই এই অবস্থা বলে তথাপি ১৯৪৯-৫০ সালে ঘর্ষ ও ডলার ঘাটতি পূরণের সমস্যা আরও বেশ অপেক্ষা কম হইবে।

আর্থিক ভারত

২য় বর্ষ ১৮ সংখ্যা] কলিকাতা, বুধবার ২৮শে ভাদ্র, ১৩৭৯ : ১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭২ [মূল্য ।০

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	
আসন্ন দুর্যোগ	৩৭৭
প্রাসঙ্গিক	
নাগিনী প্রসার প্রয়াসাধান, বন্ধুর বন্দর ও উত্তর কলিকাতা ঃ ফেরের ইঙ্গিত	৩৮১
অর্থলোক—চায়ের খাটতি সম্পর্কে মুক্তাঞ্চলের মন্তব্য	৩৮৮
খেলার বাজারে	
চাপেরকা ছুটে ও মুলাবৃদ্ধি	৩৯১
শেয়ার বাজার	
নিয়ন্ত্রণের পুনঃ বিস্তার	
সংবাদ লিপি	
ভারত ও ওয়াশিংটন	
খাদ্য সঙ্কটে বিচিত্র কর্মনীতি	
সংবাদ সঙ্কলন	৩৯৬

আসন্ন দুর্যোগ

ভারতের অর্থ নৈতিক সঙ্কট দিনের পর দিন ঘোরালো জটিল হইয়া পড়িতেছে তাহাতে দেশের সামগ্রিক দুর্যোগ ঘনাইয়া আসিতেছে বলিলে দুরাশ্বস আশাবাদীরাও প্রতিবাদ করিবেন না। দেশের এই অবস্থা আকস্মিকও নহে অপ্রত্যাশিতও নয়। যাঁহাদের হস্তে দেশের শাসনভার ন্যস্ত তাঁহারাও এই গুরুতর অবস্থা সম্পর্কে যেমন অনবহিত নহেন তেমনই এই অবস্থার চাপে পিষ্ট জনসাধারণও এই সঙ্কট সম্পর্কে পূর্ণমাত্রায় সচেতন। সরকারের জনপ্রিয়তা হ্রাস এবং জনসাধারণের ক্রমবর্দ্ধমান অসন্তোষের কারণও কাহাকে বুঝাইয়া বলিবার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না।

বস্তুতঃ অবস্থা সত্যই ভয়াবহ আকার ধারণ করিতেছে এবং অবিলম্বে যদি কোন ব্যাপক ও কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা না হয় তাহা হইলে দেশ ও জাতির চরম সর্বনাশ অনিবার্য। দেশের এই চরম অবনতি প্রতিরোধের জন্য সরকার এ পর্যন্ত যেসব ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন তাহা দেশের উপকার না করিয়া অধিক করিয়াছে। অবশ্য বর্তমান অবস্থায় পরস্পর বোঝাপড়া করিলে কিছু লাভ হইবে না, শুধু সরকার যদি তাঁহাদের ভুলগুলি বুঝিতে পারেন এবং জনসাধারণও সরকারের অনভিজ্ঞতাজনিত ভুলত্রুটিগুলি সম্পর্কে অধিক বিচলিত না হন তাহা হইলে সহজভাবে একটা বুঝাপড়া করা সম্ভব হইবে।

কাশ্মীর ও উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সমস্যার জন্য সরকারের পক্ষে অত্যন্ত্যাশিতভাবে বিশেষ জটিলতার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়িতে হইয়াছে ইহা সত্য, কিন্তু সরকার গত তিন বৎসর অন্যান্য অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে যেরূপ অকর্মণ্যতা ও অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে সরকারের কর্মক্ষমতা সম্পর্কে জনসাধারণের আস্থা অনেক কমিয়াছে তাহা অনস্বীকার্য। পণ্ডিত নেহরু সম্প্রতি দেশের এই ক্রমবর্দ্ধমান আর্থিক দুর্গতির দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিয়াছেন যে, দেশের আজ সর্বাপেক্ষা কঠিন সমস্যা জাতির আর্থিক উন্নয়নের সমস্যা। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও বিরলপত্রিকা দেশের আসন্ন আর্থিক দুর্যোগ সম্পর্কে সরকারকে সাবধান করিয়াছেন এবং অনেকে সরকারের ধার্ষ্টার জন্য কঠোর ভাষা প্রয়োগ করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। সম্প্রতি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার যে বার্ষিক বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতেও বলা হইয়াছে, সরকারের মূল্যবৃদ্ধি রোধের চেষ্টা কিছুটা সাফল্যমণ্ডিত হইলেও দেশের সর্বাঙ্গীন আর্থিক অবস্থা মোটেই আশাপ্রদ নহে। বর্তমান দ্রব্যমূল্য এখনও সর্বোচ্চ স্তরে রহিয়াছে, উৎপাদন আর দ্রুত পাইবার কোন সম্ভাবনাই নাই এবং অনিশ্চিতের পরিমাণ মোটেই নৈরাশ্যজনক। এখনও পর্যন্ত দেশের বিশিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানের শেয়ারগুলির দর নিম্নমুখী হইয়াই রহিয়াছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এই বিবরণী হইতে দেশবাসীর বুঝিবার কিছু বিশিষ্ট নাই সত্য, কিন্তু ঐ বিবরণী দেশের আসন্ন সঙ্কটের দিকে নূতন করিয়া অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দিয়াছে।

গত তিন বৎসরে অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে সরকারের কর্মনীতির ইতিহাস একটি নিরবচ্ছিন্ন ব্যর্থতার ইতিহাস। নিয়ন্ত্রণ, বিনিয়ন্ত্রণ আবার নিয়ন্ত্রণ বা আংশিক নিয়ন্ত্রণের ইতিহাস ক্রমপর্য্যায়ে আলোচনা

করিলে দেখা যাইবে যে সরকার কোন ক্ষেত্রেই দৃঢ়তার সহিত এবং সাফল্যের সহিত কোন সমস্যার সমাধান করিতে সমর্থ হন নাই। তাহাদের অবাস্তবদর্শিতা ও অদূরদর্শিতার ফলে দুর্ভেদ্যতর ঘুরপথ আর্থিক সমস্যা আরও গভীরতর হইয়াছে মাত্র। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরের আর্থিক বিশৃঙ্খলার সহিত সরকারী অকর্মণ্যতার যোগাযোগে যে ফল দেখা দিয়াছে তাহাতে শ্রেণীনির্বিশেষে সাধারণ মানুষের প্রাণ বাঁচিয়ে থাকা দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে। তাহার অন্তর্ভুক্তী পরিস্থিতি হিসাবে দেখা দিয়াছে সরকারের প্রতি গভীর অশ্রদ্ধা ও অসন্তোষ। ক্ষেত্রে, কারখানায় এবং সরকারী দপ্তরে এই ঘুণাক্ষিত অসন্তোষের চিহ্ন সুস্পষ্ট। কিন্তু সরকার এই সংকটজনক অবস্থার প্রতিকার করিতে কোন কার্যকরী পরিকল্পনা বা কার্যকরী পন্থা এখনও আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। বহু সরকার যেসব পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন তাহার ফল অনেক ক্ষেত্রেই বিপরীত হইয়াছে। যদি তিন বৎসরের ঐশ্বর্য সরকার বা তাহাদের সরকারসমূহের কার্যকলাপের হিসাব গ্রহণ করিলে দেখা যাইবে যে [illegible] সংকটের গভীরতর করিয়াছেন

[illegible] বেসামরিক বিভাগের অযোগ্যতার ফলে যে অসন্তোষ তাহা সরকারের বাহিরে নহে

[illegible] তাহার বাহিরে যে ইহার ছায়াপাত হইয়াছে কিন্তু অন্তরে ব্যাপার [illegible] [illegible] যে নহে নহে কিন্তু আসল বিপদের কথা এই যে, সরকারের কার্যকলাপ দেখিয়া দেশবাসীর মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে সরকার কোন ক্ষেত্রেই আর্থিক বিপর্যয়ের স্রোত রুখিতে পারিবেন তাঁহারা সমস্যা সমাধানের জন্য যে পন্থা অবলম্বন করেন তাহার মধ্যে মৌলিক গলদ রহিয়াছে। ইহার ফলে অবস্থা এইরূপ দাঁড়াইয়াছে যে, অধিকাংশের সুবিধের জন্য সরকার যেসব কর্মনীতি বা আইনকানুন প্রচার করেন তাহাতে কেহই আর আস্থা স্থাপন করিতে পারে না, আরও দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, দেশের অধিকাংশ জনসাধারণ এবং বিত্তবান শ্রেণী উভয়েই যুগপৎ সরকারী কর্মনীতির নিন্দা করিতেছেন এবং সুযোগ সুবিধা পাইলে প্রকাশ্যে বিদ্রোহও করিতে ছাড়েন না। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কথা উল্লেখ নাই করিলাম।

আরও উদ্বেগের বিষয় গত একবৎসরের মধ্যে পাট, বস্ত্র ও চিনি ভারতের এই তিনটি বৃহত্তম শিল্পক্ষেত্রে ব্যবসায়ীদের দুর্নীতি ও সরকারী অপদার্থতার যে লজ্জাজনক পরিচয় পাওয়া গিয়াছে তাহাতে অবস্থা চরমে উঠিয়াছে। কাঁচা পাটের দর বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া পাটশিল্পের মালিকেরা উৎপাদন হ্রাস করিবার জন্য মাসে ৭ দিন মিল বন্ধ রাখিতেছে, অন্যদিকে তাহারা গত মাসে (আগষ্ট) চড়াদরে মাল রপ্তানি করিয়া প্রচুর মুনাফা করিয়াছে। ফলে একথা দিবালোকের মত স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে, বাজারে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করিয়া শ্রমিকের ন্যায্য মজুরী হইতে বঞ্চিত করিয়া পাটকলের মালিকেরা নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করিতেছে। শুধু তাহাই নহে, বিভিন্ন আমদানির চোরাবাজার চালাইয়া অনেক ধূর্ত পাইকারসহায়ী গত এক মাসের মধ্যেই আরও ১০০ কোটি টাকার মত অবৈধ মুনাফা লুটিয়াছে। সরকার অবশ্য ইহা এই অবস্থাজনক ঘটনাকে দমন করিয়া রহিয়াছেন। বস্ত্র ও চিনির ক্ষেত্রেও প্রায় সেই অবস্থা। কাপড়ের কলে প্রচুর মাল মজুত হইয়া আছে অথচ অতিমূল্যের জন্য সাধারণ লোক বা সম্পন্ন গৃহস্থও কাপড়ের দোকানের চৌকাঠ মাড়াইতে সাহস করিতেছেন না। চিনির ক্ষেত্রেও সরকারের দুর্বলতার সুযোগে চিনির কলওয়ালারা অস্বাভাবিক দর হাঁকিতেও দ্বিধাবোধ করিতেছে না। ঐ সম্পর্কে "আর্থিক ভারতে"র অন্যত্র প্রবন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে বলিয়া এখানে ঐ সম্পর্কে আর আলোচনা করিলাম না।

লক্ষ্য করার বিষয়, পাট, বস্ত্র ও চিনি এই তিনটি ক্ষেত্রেই ভারত শুধু স্বাবলম্বী নহে, বহির্দেশেও প্রচুরভাবে রপ্তানি করিতে সমর্থ। এই তিনটি ক্ষেত্রেই যদি এই অবস্থা দাঁড়াইয়া থাকে তাহা হইলে অন্যান্য শিল্পে কি ঘটিতেছে তাহা আন্দাজ করা কঠিন নহে।

একদিকে উৎপাদন হ্রাস অন্যদিকে বেকার সমস্যা বৃদ্ধি ও জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতার অবলুপ্তি, এই দুইয়ের সামিলনে অর্থোৎপাত ঘটিতে বিলম্ব হইবে না যদি না সরকার এখনও তৎপর না হন। সরকার বহুবার ঘোষণা করিয়াছেন তাঁহাদের লক্ষ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, অধিকতর চাকুরীর সংস্থান এবং জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি। কিন্তু সরকার এবং জনসাধারণের সম্মুখে চরম দুর্ভোগের কথা তিন বৎসরের মধ্যেই শাসনের ফলে দেখা যাইতেছে যে সরকার তাঁহাদের বিঘোষিত মহৎ লক্ষ্যের সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে ধাবিত হইতেছেন এবং জনসাধারণকে সর্বনাশের গহ্বরের সম্মুখে ঠেলিয়া দিতেছেন।

এই অবস্থার প্রতিকার কি সেই প্রশ্নই জনচিত্ত মথিত করিয়া তুলিয়াছে। সরকার যদি শীঘ্র অবিলম্বে করিতে না পারেন তাহা হইলে শীঘ্রই না হইলেও অদূরভবিষ্যতে অরাজকতা অবশ্যম্ভাবী। সেইজন্য সরকারকে আমরা অনুরোধ করি, তাঁহারা তাঁহাদের কর্মনীতির আমূল পরিবর্তন সাধন করিয়া গান্ধীজীর স্বপ্ন ভারতে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিতে অগ্রসর হউন। দুর্নীতিকে কঠোর হস্তে দমন করিতে হইবে এবং দেশের সামগ্রিক কল্যাণের আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া এমন এক অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা গঠন করিতে হইবে যাহার সাফল্যের জন্য দেশবাসী হাসিমুখে বরণ করিতে দ্বিধা বোধ করিবে না। ভবিষ্যতের সুবিধের জন্য বর্তমানে দুঃখ বরণ করিতে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই দ্বিধা করিবে না। কিন্তু বর্তমানের এই বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে অর্ধভুক্ত দেশবাসীকে আরামের পরিমাণ হ্রাস করার কথা বলা নিষ্ঠুর পরিহাস ছাড়া আর কিছু নহে। দেশের যিনি অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে সরকার কি কি পন্থা অবলম্বন করিবেন তাহা সম্প্রতি আলোচিত হইয়াছে, তাহার পুনরাবৃত্তি করিয়া লাভ নাই। আজ শুধু প্রয়োজন দেশবাসীর মনে আস্থা ফিরাইয়া আনিবার এবং তাহা শুধু সম্ভব ব্যাপক কার্যকরী পরিকল্পনা এবং ঐ পরিকল্পনা রূপায়িত করিবার জন্য প্রয়োজন অনলস কর্মসাধনা। অবাস্তব বক্তৃতাবিলাস এবং অসম্ভব প্রতিশ্রুতি জাতির পক্ষে কতখানি অহিতকর তাহার নির্মম পরিচয় আমাদের সম্মুখে।

প্রাসঙ্গিক

সামরিক প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান

বিভাগিত বকেয়া সম্পর্কে পাকিস্তানের আপত্তি হওয়ায় কাশীর অধিবেশন বন্ধ থাকায় ঘরে ঔহাদের প্রস্তাবিত বিনিময়ের সুযোগ আরও কমিয়া যাওয়ায় আন্তর্জাতিক প্রস্তাবের করে। সেই সম্পর্কে ভারতের সহিত ভারত ও পাকিস্তান সরকারের যে সমস্ত পত্র বিনিময় হইয়াছিল সেইগুলি প্রকাশিত হওয়ায় স্পষ্টই বোঝা যায় যে পাকিস্তানের অবশ্যই মনোভাবই বৈঠকের ব্যর্থতার জন্য। ১৯৪৮ সালের ১২ই আগষ্টের প্রস্তাবগুলি কিভাবে কার্যকরী করা যায় সেই সম্পর্কে বহিনের পর্যায়ে আলোচনা হইবে ভারতের যোগদানের প্রস্তাবে ভারত সরকার সানন্দে সম্মতি দিয়াছিলেন। প্রকাশিত দলিলাদি পাঠে দেখা যায় যে, ভারত সরকারের পরামর্শদাতার শ্রীযুক্ত ডিক্সন বারংবার কমিশনকে অনুরোধ করেন যে, যুদ্ধ বিরতি সিদ্ধান্ত কার্যকরী করিবার উদ্দেশ্যে যে তিনটিমাত্র দুইটি প্রস্তাব কার্যকরীকে গড়িয়ে করা হয়:—(১) অধিকৃত আজাদ কাশ্মীর বাহিনীর বিলোপ সাধন ও নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে ভারতেরই সাবধান গ্রহণ এবং (২) জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের উপর অবশিষ্ট ভারতীয় সার্বভৌম অধিকার পুনরুদ্ধার ও রক্ষা করা। পাকিস্তান সরকার প্রস্তাবগুলি প্রত্যাখ্যান করেন। অবশ্য এই সকল ব্যাপারে ভারতবর্ষকে কমিশনের পক্ষ হইতে স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল। অতএব অতঃ অবস্থায় অবশ্যম্ভাবে কমিশনের কর্তব্য ছিল যাহাতে পাকিস্তান প্রস্তাবিত বিষয়গুলি গ্রহণ করে সেইজন্য তাহার উপর চাপ দেওয়া এবং যাহাতে অন্তরায় হইবে নিরাপত্তা পরিষদকে জানানো।

কিন্তু সঙ্কট এড়াইবার জন্য কমিশন বস্তুতঃ কি করিলেন? তাঁহারা অদ্ভুত বৈধতাই যাচিয়া করিয়া দিয়া সামরিক প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। এই প্রস্তাবে ভারতের সম্মতি আদায় করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাদের উদ্যোগের সঙ্গে সঙ্গেই ট্রুম্যান-এচিসন আবেদন আসিয়া পৌঁছিল। প্রায় একই সময়ে সেক্রেটারিয়েট হইতে প্রস্তাবের ব্যাখ্যা ও ভাষ্য প্রকাশিত হইল এবং নিরাপত্তা পরিষদ হিসাবে এডমিরাল নিমিৎজ আমেরিকা হইতে ঔহার কার্যভার বিষয় করিলেন। ঘটনা পারম্পর্য বিশ্লেষণ করিলে এই ধারণা জন্মে যে কাশ্মীর কমিশন, সেক্রেটারিয়েট, ওয়াশিংটন ও লন্ডনের মধ্যে এই ব্যাপারে খুব যোগাযোগ রহিয়াছে।

বিশেষ বিশেষজ্ঞের পর ভারত সরকার সামরিক প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। কাশ্মীর সম্পর্কে ভারতবর্ষের দৃঢ়নীতি-সমর্থনের সাধারণ অধিবাসীদের অভিমত বিভাগ। ইহার প্রাথমিক ধারণা হিসাবেই কমিশন আজাদ কাশ্মীর বাহিনী ভাঙিয়া দেওয়া সম্পর্কে প্রস্তাবটি বিবেচনা করিয়াছিলেন। অতএব সেই প্রস্তাব যে বাতিল করা কমিশনের কর্তব্য। ইহা কখনই সামরিক কর্তৃপক্ষ বিশেষ বিষয়সমূহের অধীনস্থ হইতে পারে না। প্রকাশ, মীমাংসার বিষয়বস্তু নির্ধারণের ভার যখন সালিশের হস্তে অর্পিত হইয়াছে। ইহা অযৌক্তিক ও অসঙ্গত। ভারত এইরূপ অভিমত প্রকাশে সম্মত হইতে পারে না। বলা হইয়াছে, যুদ্ধবিরতি চুক্তি সম্পাদনের পক্ষে যাহা অত্যাবশ্যক, সেই সমস্ত প্রতিবন্ধক দূর করাই সর্বাগ্রে প্রয়োজন হইবে। ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য। ভারত সরকার এই সমস্ত ভাল প্রশ্নের করিয়া সালিশ নিয়োগের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

কাশ্মীর সম্পর্কে পাকিস্তানের দুরভিসন্ধির প্রতিও ট্রুম্যান-এচিসন নিকট পত্রে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। পাকিস্তান প্রথমে গোলাগুলিতে সাহায্য করিয়াছেন, পাকিস্তানীদের আক্রমণাত্মক ঔদাসীন্য বিরোধ ও ভারতের বিরুদ্ধে বিদ্বেষের সৈন্য পাঠাইয়াছে। অথচ ভারতবর্ষের সহনশীলতাকে দুর্বলতা বলিয়াই লোকে মনে করিয়াছে। ইহারা ক্রমবিস্তার লাভ করিলে ইহাই স্পষ্ট হইবে যে এই ব্যাপারে আর বোঝাপড়ার স্থান নাই। নীতি ও আইনের দিক হইতে কাশ্মীর সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় এলাকা। কিন্তু বিশেষ সরকারে ভারতবর্ষ আক্রমণকারী দেশের সহিত একই পর্যায়ভুক্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহা পরম বিস্ময়ের বিষয় যে আমেরিকা ও ইংলণ্ড অভিযুক্তের তুলিদাণ্ডের ন্যায় ব্যবহার করিতেছে। কাশ্মীর রাজ্যের বর্তমান পর্যায়ে ভারত সরকার যে যুদ্ধবিরতি বিরোধের তাহা দেখানোর চেষ্টা ও সমর্থন পাইবে।

বন্ধুত্ব ঋণের বন্ধন

যোগাযোগ বিনিময়ের সম্ভাবনা হইতে বন্ধুত্ব ঋণের যে সমস্যা উদ্ভূত হইয়াছে সেই সম্পর্কে আমরা আমাদের অভিমত পূর্ব সংখ্যায় প্রকাশ করিয়াছিলাম। এই সমস্যার সমাধানকল্পে ভারত সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য সচিব ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বোম্বাই যাইয়া ব্যবসায়ী ও অর্থনীতি প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করিয়া যে সমস্যার পূর্ণ বোঝা করিয়াছেন।

সমস্যাটি উদ্ভূত হওয়ার মূল রহিয়াছে পাকিস্তানের পক্ষে বিশেষ পরিমাণ বস্তু ক্রয়ে অসমর্থতা। ১৯৪৮-৪৯ সালের ভারত-পাকিস্তান বাণিজ্য চুক্তি অনুযায়ী পাকিস্তান ৩০শে সেপ্টেম্বর ৩ ১লা অক্টোবর পূর্বে ক্রয় করিবে বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। কিন্তু অদ্য পাকিস্তান ১৯৪৮ সালের ৩১ মার্চের পর পাইট আশপ ও ১৯ মার্চের ২৪ পাইট পূরণ ক্রয় করিয়াছে। তিন মাসিকের মুদ্রাস্ফীতিসম্পর্কে আর একটি প্রশ্ন আছে। তাহারা সরকারী হোলসেলারী বাণিজ্যের দাম ধরিয়া ৩ আনা হইতে ১০ আনা করিবার অধিকার করে। অধিকীয় দাম ধরিয়া ব্যবসায় ২টি আনাজের এক তৃতীয়াংশ বন্ধ হয়। ১৩টি মিল ৪৩ সিফ্টের কাজ বন্ধ করিয়া দেয়। ইহার ফলে ৩৫ হাজার শ্রমিক বেকার হইয়া পড়ে। পাকিস্তান পক্ষের সচিব পরামর্শক্রমে পূর্বোক্ত সাম্প্রতিক যোগাযোগের ফলে আশা করা যায় যে বন্ধ মিলগুলি পুনরায় চালু হইবে। তুলা বিক্রয় ধরণ ধরিতে ও আগামী চলা মরশুমের পূর্বে বর্তমান মুদ্রাস্ফীতি সমাধানের চেষ্টা করা হইবে না। ইহা দুইই সন্তোষজনক। একদল মিল মালিক একটি বিশেষজ্ঞ কমিটিদ্বারা পাট করিয়া সরকারের উপর অর্থে চাপ দিয়া নীতির পরিবর্তন ঘটাইয়া তাহাদের দুঃখ নিবারণের পথ প্রশস্ত করিতে চাহিয়াছিল। তাহাদের আশা ব্যর্থ হইয়াছে। যোগিক অন্তে বিষয়বস্তুটির মধ্যে নিম্নোক্ত কয়েকটি বিষয় প্রকাশ:—(১) বর্তমান আর্থিক বৎসরে উৎপাদন শুল্কের কোনও পরিবর্তন করা হইবে না; (২) যেসব মিল বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে সেই সব মিলের বন্ধুত্ব ঋণ লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যবসায়ীদের মধ্যে বিক্রয় করা চলিবে; (৩) বন্ধুই মাসের শেষ পর্যন্ত কিলমুদের বন্ধুত্ব ঋণ অনুমোদিত ব্যবসায়ীদের মধ্যে বিক্রয় করা চলিবে; (৪) মিলগুলি যাহাতে বিভিন্ন শ্রেণীর বস্ত্র উৎপাদন করিতে পারে অনুমোদন উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ আদেশ প্রত্যাহার করা হইবে এবং (৫) উপরোক্ত পরিকল্পনা কার্যকরিতা লক্ষ্য করা ও সময় সময় সরকার প্রতিকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার জন্য একটি কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা কমিটি ও আঞ্চলিক উপদেষ্টা কমিটিসমূহ নিযুক্ত করা হইবে।

কলিকাতা চা-কেন্দ্রের উন্নয়ন

• বন্দরীয় কেন্দ্রীয় চা বোর্ডের সভাপতি শ্রীযুক্ত এস, কে সিংহ মুখোপাধ্যায় এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে প্রকাশ করেন যে, ভারত সরকার কলিকাতাকে চা-বিক্রয়ের মধ্যে অন্যতম স্থান চা-কেন্দ্রে উন্নীত করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন এবং এতদ্

(বাকীটুকু ৫৫৯ পৃষ্ঠায়)

অর্থনীতি

ডলার ঘাটতি সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রের দায়িত্ব

ডলার সঙ্কটের মূলে যুক্তরাষ্ট্রের ঢালাও টাকা দেওয়া সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা হইবে বলিয়া সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে। ব্রিটিশ বিশেষজ্ঞদের মতে ব্রিটেনের ঢালি দেওয়া কিছুটা সঙ্কুচিত করিতে যুক্তরাষ্ট্র রাজি হইলে এবং তাহা হইলে ডলার সঙ্কট অনেকখানি সহজ হইয়া যাইবে। যুক্তরাষ্ট্রের দাবি গ্রহণ করার অর্থ এই নয় যে যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্যের পক্ষ হইতে ভারত, পাকিস্তান ইত্যাদি দেশের পাওনা ঢালি মিটাইয়া দিবে। যুক্তরাষ্ট্র যদি শুধুমাত্র ব্রিটেনের বর্তমান আর্থিক অবস্থার কথা বিবেচনা করিয়া ব্রিটেনকে ঋণমুক্তি করিয়া দেয় তবে তাহা হইলেই ব্রিটেন এবং ঢালি প্রাপকের দেশগুলির প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের দায়িত্ব শেষ হইবে। যুক্তরাষ্ট্রের নিকট ঢালি প্রাপকের দেশগুলির এই দাবি অযৌক্তিক বলিয়া তাহা যুক্তরাষ্ট্রের কখনও মানিয়া লওয়া সম্ভবপর নহে কিন্তু বিশ্বের এবং যুক্তরাষ্ট্রের উৎপন্ন বিক্রয়ের প্রসার ক্ষেত্রে বিশ্বে ঢালি প্রাপকের সংখ্যা উপেক্ষণীয় নহে

ঢালি দেওয়া কমাইয়া আনার করিবার যেই করিবে তাহার মধ্যে প্রধানতম ও প্রথম হইতেছে ১৯৪৭ সালের আন্তর্জাতিক ঋণ চুক্তির পরিবর্তন। স্মরণ থাকিতে পারে যে ঐ চুক্তি অনুসারে করজগুলি ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের মার্কিন ডলারের পরিবর্তে অন্যান্য দেশের মুদ্রা ঋণ করিতে পারে না বা যুক্তরাষ্ট্র ব্রিটেনের বিশেষ দেশের সুবিধা পায় অন্যান্য কোন দেশকে সেই সব সুবিধা বা তাহার বেশী সুবিধা দিতে পারে না। ফলে ব্রিটেন, ভারত, পাকিস্তান প্রভৃতি যে সব পাওনাদার দেশ তাহার নেইসব দেশের নিকট হইতে যথোপযুক্ত পরিমাণ মাল ক্রয় করিতে পারে না বলিয়া ব্রিটেনের পক্ষে তাহার ঢালি দেনা শোধ করা কঠিনতর হইয়া পড়িতেছে।

দ্বিতীয়ত ঢালি এমনভাবে দাবি যুক্তরাষ্ট্র যদি অধিকতর পরিমাণে মার্কিনিয়োগ করিতে ব্যবসায়ীদের উৎসাহ ও সুবিধা দেয় তাহা হইলেও ঢালি প্রদানের ভার অনেকটা লঘু হইয়া পড়ে। কিন্তু মার্কিন জনসাধারণ ঢালি প্রদান সম্পর্কে যেরূপ বিরূপ মনোভাব পোষণ করে এবং মার্কিন ব্যবসায়ীরা মার্কিনিয়োগের যেরূপ অনুকূল মত আছে তাহাতে উপরিউক্ত যে কোন প্রস্তাব সুবিধা দিতে ট্রম্যান সরকারের বিশেষ দেখা পাইতে হইবে। সেই জন্যই দেখা যায় ব্রিটিশ পররাষ্ট্র সচিব উইলসন দেশবাসীকে সঙ্কটজনক অবস্থা সম্পর্কে অনুকূলমতাবিত না হইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন।

সরকারের আমদানি হ্রাস পরিকল্পনা ও বৈদেশিক বিনিময় বাজেট (Foreign Exchange Budget) সম্পর্কে যেসব অনুমোচিত ঘোষণা হইয়াছে তাহাতে সরকার কিছুটা স্থির হইয়াছেন। ধরা হইয়াছিল যে সরকার আগামী বৎসরের জন্য (৩১ মার্চের মূলাই হইতে ৩০ মার্চের মধ্য) পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় ১২৫ কোটি টাকার বেশ আমদানি হ্রাস করিবেন। সরকার ঐ ধরনের প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিয়াছেন তাঁহারা ও. ই. সি. ডি.(O.E.C.D.)র অন্তর্ভুক্ত রাজ্যগুলির তালিকা পরিবর্তন করিয়াছেন সেই কিন্তু ১৯৬১ সালের তুলনায় ১২৫ কোটি টাকার আমদানি হ্রাস করা হইবে বলিয়া যে ধরা হইয়াছে তাহার মূলে কোন সঙ্গত যুক্তি নাই। তাঁহাদের মতে বর্তমান সরকারী বৎসর (অর্থাৎ ১৯৬৬ সালের এপ্রিল হইতে ১৯৬৭ সালের মার্চ) শেষ হইবার পূর্বে আমদানির মোট পরিমাণ সম্পর্কে কোন হিসাব পাওয়া কঠিন। তবে সরকার যেহেতু বলে যে কেন আমদানি হ্রাস পরিকল্পনা বৈদেশিক বিনিময় বাজেট প্রণয়নের জন্য সরকারী কর্তৃপক্ষগুলি বিশেষ তৎপরতার সহিত কাজ করিতেছেন তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

ভারতের টাকার বাজারে পৌষমেলালী সৃষ্টি অবলম্বার সংখ্যা বেশী না হইলেও মহাজনী সৃষ্টি অবলম্বার সংখ্যা কম নহে। গত কয়েক বছরে ভারত সরকারের খাতাপত্রের যেরূপ সাড়া পাওয়া গিয়াছে তাহাতেই ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। আমদানি হ্রাস এবং রপ্তানি বাড়ান ক্রয় করিবার হাতের এমনই দেরী আছে বলিয়াই টাকার বাজারে এই অস্বস্তিকর আরও কিছুদিন থাকিবে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু খাতাপত্রের অবস্থা পরিবর্তন যেভাবে সমৃদ্ধি হইয়া পড়িয়াছে তাহাতে- অন্তত্রের পরে অনেক লোকের সঙ্গে সঙ্গে বাজারে টানাটানি হইবে বলিয়া আশঙ্কা করিবার কারণ আছে। তাছাড়া এখন যেসব খাতাপত্র জব্দ করা হইতেছে সেইগুলির মেয়াদ ৩১শে ঐ সময়ে উত্তীর্ণ হইবে বলিয়া সরকারের পক্ষে তখন বর্তমান ধারে পাওনা আদায় করা ছাড়া অন্য কোন উপায় থাকিবে না। ঐসব খাতাপত্রের বিবরণ করা হইলেও হইবে। ঐসব লক্ষ্য ইতিমধ্যে দেখা যাইতেছে। গত ৩১শে আগস্ট সরকার খাজাঞ্চী পরের যেরূপ সাড়া পাওয়া গিয়াছে তাহা সন্তোষজনক হইলেও লক্ষ করার বিষয় যে পূর্ববর্তী সপ্তাহের তুলনায় আবেদনকারীর সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে। মোট ৫ কোটি টাকার জন্য ৮০০,৫০,০০০৲ টাকার আবেদন পাওয়া গিয়াছে। পূর্ববর্তী সপ্তাহে আবেদন পাওয়া গিয়াছিল ৯ কোটি টাকার।

২রা সেপ্টেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সম্পর্কে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের যে সাপ্তাহিক প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে চলতি নোটের পরিমাণ ১৭৬ কোটি টাকা হ্রাস পাইয়া ১,০৮৫.১ কোটি টাকা হইয়াছে এবং মোট ইস্যু পরিমাণ ৪১ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ১,১১১.১ কোটি টাকা হইয়াছে। ব্যাঙ্কি বিভাগে রক্ষিত নোটের পরিমাণ ১৮৩ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ৩৭.১ কোটি টাকা হইয়াছে এবং ব্যাঙ্কের হস্তস্থিত মোদা মুদ্রার পরিমাণ ৫১.৩ কোটি টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৫৫.১ কোটি টাকা হইয়াছে। ব্যাঙ্কি বিভাগে আয় সরকারের নগদ জমা ও প্রাদেশিক সরকারের জমার পরিমাণ যথাক্রমে ৮.৭১ কোটি টাকা এবং ২.১৯ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ১১.৭৮ কোটি টাকা এবং ২৩.৯১ কোটি টাকা হইয়াছে। অন্য পক্ষে সাধারণ ব্যাঙ্কগুলির জমার পরিমাণ ৮.১৮ কোটি টাকা হ্রাস পাইয়া ৮৯.১ কোটি টাকা হইয়াছে। বিদেশে সঞ্চিত টাকার পরিমাণ ১.৪২ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ১৩৭.৯০ কোটি টাকা হইয়াছে। মূল্যবিনিয়োগের পরিমাণ ৩.১৪ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ১৩.১২ কোটি টাকা হইয়াছে। ইহাতে মনে হয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই সময়ের মধ্যেই অধিকতরভাবে সাহায্য করিতেছেন।

শেয়ার বাজার

তৎপরতা হ্রাস ও মূল্যাবনতি

অর্থবিভাগ পরিবার অনুযায়ী গত সপ্তাহে শেয়ারের যে মূল্যোন্নতি লক্ষিত হইয়াছিল অনেকের ধারণে সেই ধারার কোনও পরিবর্তন ঘটে নাই। এই সপ্তাহে কারবার পরিমাণ অপেক্ষাকৃত হ্রাস পাইয়াছে এবং মূল্যও কিঞ্চিৎ অবনতি হইয়াছে। যাহারা নীচের স্তরে শেয়ার ক্রয় করিয়াছিলেন, তাঁহারা বাজারের অতিরিক্ত উন্নতিতে লাভ করিয়া কারবারী মুনাফাকে এখন বলাবলির করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন। আর যাহারা সংখ্যাতিরিক্ত মূল্য বৃদ্ধির অতিরঞ্জনের উহাদের মধ্যের কিছুটা হ্রাস করিতে প্রয়াসী হন। এইবার সাপ্তাহিক হিসাব নিকাশের তারিখ ধরিয়া কলিকাতার ফেরী ওয়ালাগণ শেয়ার বিক্রয় করিতে হন। ইহাদের অনেকে মাসিক হারে তিন শেয়ার কিনু এক আনা। এইরূপ কিনা ও সপ্তাহের আবশ্যকতার নূতন ক্রেতারা আর বাজারে এখন অধিক তলব পায় নাই। বোম্বাইয়ের মণ্ডি ওয়ালাদের যে দলের হাত হইতে অনিকারার বাজারে ইস্পাতের আরম্ভ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, মূল্যের নিম্নগতি দেখিয়া সেই দলটী অনেকটা হাত গুটাইয়া বসে। অতীতের ঠিক অনিশ্চয়তার ভয় মফস্বলের লগ্নীকারকরা বর্তমান মূল্য স্তরের স্থিতিশীলতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ না হইতে পারিলে বাজারে কাজ করিতে উৎসাহী হইবেন। দেশালয় ব্যবসায়ীরাও আর আগের পূজার ছুটির পূর্বে যেমন কেনাবেচায় প্রবৃত্ত হইতে চাহেন না। অনেকেরই মন পাকেই সরিয়া বাল খালাস করিবার পক্ষপাতী।

টাটা কোম্পানীর আগামীবার আয়ী বাদে উৎপাদনের যে হিসাব প্রকাশিত হয় তাহা অবশ্য সন্তোষজনক বিবেচিত হওয়ায় বোম্বাইয়ের বাজারে টাটা ডেফার্ডের দর ১৪০৯৲ পর্যন্ত চড়িয়াছিল। কিন্তু পরে টন বিক্রয়ে প্রচুর পরিমাণ লোহার বিক্রয়ের বিভিন্ন পড়ায় দর নামিয়া যায়। অবশ্য পক্ষে কাপড়ের কলগুলিতে সুতার যে কঠিন সমস্যা দাঁড়াইয়াছে তৎসম্পর্কে আরও সুবন্দোবস্তের দিন ও লভ্যাংশ সম্বন্ধে আগামী প্রকাশ মুখোপাধ্যায় কি বলেন তাহার সেই বিষয়ে সাবধান অভিনিবেশমূলক ভাব বাজারে ছড়াইয়া পড়ে। সেইজন্য কাপড়ের কলের শেয়ার বিভাগে বিক্রেতাদের ভিড় জমিয়া যায়। বোম্বাই ডাইংএর দর ১,০৮১৲ হইতে ১,০৫৮৲ নামে। টাটা ডেফার্ড ও অন্যান্যের দরও হ্রাস পাইয়া যথাক্রমে ১৫৪৸৲ ও ৫৮৲৲ উপর নিম্নগামিনী প্রবণতার পরিচয় প্রদান করিয়াছে। এই ধারা এখনও চলিতে পারে, তাহাতে যিনি যতই উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে ও ইহার বিপুল চাহিদা বিদ্যমান সত্ত্বেও ইহাতে যিনি যতই উৎপাদনকারী বিলুপ্তি লাভ করিবে হইবে।

সরকারী কাগজ

এই বিভাগে মূল্যোন্নতি ঘটিয়াছে। ব্যাঙ্কগুলি বীমাকোম্পানী আগাম কেনিয়া দিয়েছে। অনেকে ওয়ালিটন আলোচনার অবসানের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে। ৫৲ সুদের ১৯৫৮ ১৭৸৲ হইতে হ্রাস পাইয়া ৯৭৲ দাঁড়াইয়াছে। ৩৲ সুদের ১৯৫৩-৫৪ ১০৸৲, ৩৲ সুদের ১৯৫৫-৫৭ ১০৸৲, ৩৲ সুদের ১৯৬৫-৭০ ১০৸৲, ৩৲ সুদের ১৯৬৮-৭১ ১০১৲ ৫৲ সুদের ১৯৭০-৭৪ ১১৯৲ ও ৪৲ সুদের ১৯৮০-৮৬ ১১০৸৲ হয়ে কাজ হইয়াছে।

ব্যাঙ্ক

এই বিভাগে কারবার পরিমাণ অতিরিক্তকর। ইম্পেরিয়াল ব্যাঙ্ক ৪৮৲, ইউকো ৪৯৲ ও বিশ্বেশ্বর ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন ২৪৲ হ্রাস কেনাবেচা হইয়াছে।

কাপড়ের কল

এলফিন ১৯৸৲, বেঙ্গোয়ার ১৪৸৲, ইন্দ্রপ্রস্থী ৫৲ ও বিরি ফিনিশিং ২১৲ হয়ে কাজ হইয়াছে।

অন্যান্য খনি

এই বিভাগে কাজ পূর্বাপেক্ষা অনেক হ্রাস পাইলেও অন্যান্য বিভাগের তুলনায় ইহার দেনী অবনতি ঘটে নাই। ইন্ডিয়াটেলস বোম্বায় ৪৮৲ পর্যন্ত চড়িয়াছিল, কিন্তু আগামী সপ্তাহে উহার দর ১১৲ নামিয়া যায়। বরাকরের দর ১৫৯৲ অপরিবর্তিত ছিল, কিন্তু নাইট করপুরা ৩৯৲ হইতে ৩২৸৲ হ্রাস পায়। তুলসিয়ার শেয়ারে বিশেষ উৎসাহ দেখা যায় ও উহার দর ৬৮৲ হইতে ৬৯৸৲ উঠিয়া ৫৫৸৲ নামে। অন্যান্য শেয়ারের মধ্যে মোনাজাইট ও রামগড় ২১৸৲, ফরাকাবাদ ৭৮৸৲, সেন্ট লি ইন্ডিয়া ৯৲, মেসো মেরিন ১০৯৸৲, মোনাজা ৫৯৲, মিনারেলস ১৮৲, রাণীগঞ্জ ১২৮৲, টাকারী ২২৸৲, ভালকন্ড ৩৪৲ ও ওসো ব্রামুনিয়া ৩৫৸৲ পর্যন্ত হয়ে কাজ হইয়াছে।

চটকল

পাইকারী মূল্যের উল্লেখযোগ্য মূল্যবৃদ্ধি সত্ত্বেও এই বিভাগে সাধারণ উৎসাহ দেখা যিয়াছে। বিজলীর দর মূলতঃ নিম্নাভিমুখী হইলেও অন্য চলিষ্ণুতা ও তৈয়ারীর দর যথাক্রমে ১৯৸৲ ও ১১৫৲ পৌঁছে। অম্বেদকার ১৯৸৲, চন্দ্রাভাবা ৯৫৲, এসো ইন্ডিয়া ১৯৲, এলায়েন্স ২৬৲, ইন্ডিয়া ১৩৯৲, মহেন্দ্র ১১৲, ধারকা ৮৯৲, ফাদেল ৫৪৸৲, মহীয়া ৭১৲, রিলায়েন্স ১৪৲, প্রেসিডেন্সী ৭৸৲ ও ইউনিয়ন ১২৯৲ হয়ে ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে।

খনি

এসোসিয়েটেড সাইমিং ১৪৲, বিল্লা গ্রোন সাইম ৩৫৲, বর্মা কর্পোরেশন ২১৲, ইন্ডিয়ান কপার ২৬৲, মকসিদাবাদ টিন ৬৲ ও টাবয় টিন ৬৲ হয়ে কাজ হইয়াছে। মালপুরা ডেভেলপমেন্ট দেশায়ের বিক্রেতার সংখ্যা অধিক থাকায় উহার দর ৩৯৲ হইতে ৩০৲৲ নামিয়া গিয়াছে।

ইঞ্জিনিয়ারিং

ইন্ডিয়ান আয়রনের শেয়ার ২৭৲ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ২৯৲ পর্যন্ত পৌঁছিয়াছিল। পরে উহা নিম্নে নামিয়া ২৮৸৲৲ দরে বন্ধ হয়। টিন কর্পোরেশন ২১৲ হয়ে স্থিতিশীলতা প্রদর্শন করিয়া ২৩৲৲ নামিয়া গিয়াছে। ব্রেবর্ণহেট ৬১৲, বার্ন কোং ৪৪৮৲, কুমারধুবী ৯৲, মার্শালস্ ৬৮৲ ও ট্রেডবন্ধো ১৫৲ হয়ে হাতবদল হইয়াছে।

বিবিধ

এই বিভাগে বিশেষ উৎসাহ দেখা যায় নাই। মোদকানী ৫৪৲, বি, আই, সি ২৮৲, আই, এস, এ ১৫৲, ইন্ডিয়া টিনপিন ৯৲, বার্টন বার্ন ১৭৲, অমরনাথ ৬৮৲ ও আসাম দ' ৯৲ হয়ে কাজ হইয়াছে। ১৲ টাকা লক্ষ্যাংশ ঘোষিত হইয়া গত ৪টাকার শেয়ার ৬৯৲৲ দাঁড়াইয়াছে। আরও লাভজনক হিসেব বহুল চিনি আইন করায় চিনির অনেক শেয়ার বিক্রয় প্রবণতায় বিক্রয় ও বিরিত হইয়া পড়িয়াছে।

চা

পিরিমাল ৪৯৲, ব্রুক বন্ড ৯৲ অতীতাংশের ৩০৲৲, দুকদাপাড় ৫৫৲ ও আসাম ১৫৲ পর্যন্ত হয়ে ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে।

পণ্যদ্রব্যের বাজার

নিয়ন্ত্রণের পুনঃ নিয়ন্ত্রণ

চিনির উপর হইতে নিয়ন্ত্রণমূলক প্রত্যাহার ও কর ও শুল্কের উপর মূল্য নির্ধারণ ব্যবস্থা অবলম্বন করায় ফলে উৎপাদনের যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে তাহাতে মূল্য ও কর্টন সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যবস্থাকে অধিকতর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সম্পূর্ণভাবে পর্যালোচনা করিয়া নিম্নোক্ত মূলনীতির ভিত্তিতে চিনির উপর বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ ও মূল্য করিয়া তুলিবার আবশ্যকতা দেখা দিয়াছে। অর্থাৎ, কর্টনের বর্তমান অনুবিধাজনক বিভেদমূলক ব্যবস্থার পরিবর্তে সমস্ত চিনির জন্য একই হারে কর ধার্য হইবে এবং সেই হারে কর আদায় করিয়া তাহা হইতে বিশেষ ক্ষেত্রে উৎপাদনের প্রয়োজনে সাধারণ অনুদান-ব্যবস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন কারখানায় ফেরত দিবার পরিবর্তে যাহা বিশেষ ক্ষেত্রগুলির অসমান মূল্য দিয়া সমান করা হইবে। ইহা সত্য যে, প্রত্যেক ৫ লাখের সাধারণমূল্য অনুরূপ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানিক্ষেত্রে বহুবার বহু লাখ কর্টনের আনুকূল্য বৈসাদৃশ্যের পরিচয় দিতে পারের নাই। যে কোন কর্টন ব্যবস্থা ব্যবসায়ীদের সহযোগিতা ভিন্ন সার্থক হইতে পারে না। তাহাড়া আরও লক্ষ্য রাখিতে হইবে, যাহাতে প্রত্যেক ভিন্ন সুবিধাজনক পরিমাণে উৎপাদন হয় এবং সেখা উৎপাদনে ক্রেতা সাধারণের চাহিদা প্রতি যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বিত হয়।

বিগত ডিসেম্বরমাস হইতে চিনির বাজারে মন্দা দেখা দেওয়ায় তাহাতে কেন্দ্র সরকারের পক্ষে ব্যবসায়ীরা যে একেবারে বিনষ্টন বিরাজ করিতেছেন তাহা বিশেষভাবে বলা চলে। উৎপাদন কেন্দ্র হইতে অধিকাংশ বড় বড় বাজারে চালান হইয়াছে, সেই মূল্যের ব্যবসায়ীরা বড় চড়াইয়া দিতে পারে; সরকার তরফ অতিরিক্ত শুল্ক আদায়ের আদেশ ঘোষিত হইবার পূর্বমুহূর্তে বড় প্রায় ৮৫ শতাংশ হইতে ৯০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। সরকার চিনির এককালীন কর ৯৬৮০ আনায় বাঁধিয়া দিয়াছেন। এই মূল্য নির্ধারণ সম্পর্কে অভিযোগ উঠিয়াছে যে, স্থানীয় ও প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক অতিরিক্ত কর ধার্য ও আদায় উৎসমূল্যের কর বিভাগ হইতে আদায়যোগ্য চিনি অপেক্ষা অনাদায়ী চিনির কর অত্যধিক। প্রথমতঃ সাধারণের কাছই স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে বেশী মূল্য দিতে হইতেছে; তদুপরি উৎপাদক অতিরিক্ত করের ভারও অধিকতর মূল্যের আকারে সাধারণের ঘাড়ে অর্পিত হইতেছে। চিনির ব্যবসায়ে এই শীতাবস্থার অবসানে খাদিয়া অত্যাবশ্যক অর্থের ব্যবস্থা করিতে হইবে। অবশেষে মূল্য ও কর্টন বিষয়ের বিশেষ ক্ষেত্রে অনুসন্ধান করা হইয়াছে।

* * * *

চিনি সম্পর্কে সরকারের কোন সুনির্দিষ্ট নীতির অভাবে মূলধন ব্যবসায়ীদের মধ্যে দুর্বলতা দেখা দিতে বাধ্য হয়। আশানী বছরের চিনির কর্টন নির্ধারণ হইবে বলিয়া এখনও অজানা। যদিও জানা যায়, তাহাতে মনে হইতেছে ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের সর্বাধিক সহযোগিতা লাভের চেষ্টা করা হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে মূল্য ও কর্টনের উপর প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণ চালু রাখা হইবে। কিন্তু নিয়ন্ত্রণের কতকগুলির ফলে বস্তুতিদের নানা অসুবিধাই সৃষ্টি করা হইয়াছে; আবার কতকগুলি চিনির ক্ষেত্রে তাহাদের দান না অবশ্যপ্রয়োজনীয় বলিয়া মূল্যের কারের ফলাফল অভিজ্ঞতাই হইয়াছে। সে যাহা হৌক, মূল্য ও কর্টন নীতি যথোপযুক্তভাবে সংশোধিত হইলেই ক্ষেত্র সাধারণ উপকৃত হইবে।

* * *

আইনগুলির বহুল বাদ আটক করার ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও সরকার কঠোরতর। বেসরকারি ও বাজার সরকার ব্যবসায়ীদের দুর্দশার মধ্যেও আটক করার নির্দেশ দিয়াছেন। ইহার ফলে কিছুপরিমাণ মূল্য হ্রাসও ঘটিয়াছে। এখন চিনির এক-তৃতীয়াংশ মূল্যই বাকী আছে বলিয়াছে, কিন্তু মূল্য বিক্রয় হয় নিয়ন্ত্রিত হয় নাই। কর্টন পদ্ধতির কি হইবে তাহা এখনও জানা যায় নি।

*

চিনি

ভারত সরকারের ৩ মন্দা ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে আলোচ্য সপ্তাহে বাজারে চিনির কিছুটা মূল্য হ্রাস ঘটিয়াছে। যুক্তপ্রদেশ সরকার নিয়ন্ত্রিত মূল্যে চিনি কর্টনের নির্দেশ দিয়াছেন। হাপুড়ের বাজারে বিভিন্ন রকমের চিনির দর ২৫৲ টাকা হইতে ৩০৲ টাকা পর্যন্ত ছিল। কানপুরের দর ৩০৲ টাকা পর্যন্ত উঠিয়াছিল। বীরাট ও মজঃফরপুরে ৩৫৲ টাকা হইতে ৩৮৲ টাকা মণ দরে বেচাকেনা হইয়াছে। আরায় দর ছিল ৩৬৷৩০ আনা।

বোম্বাইয়ের পাইকারী বাজারে চিনির বস্তা ১০১৲ টাকা হইতে ১৯৲ টাকায় ছিল দর।

পূর্ব পাকিস্তানের আসাম, আসানসোল ও অন্যান্যের বাজারে চিনির আমদানি যাহিদার চাহিদা অনুপাতে কম ছিল। বাজারে দর ছিল ২৩৲ টাকা হইতে ৩৪৷০ আনা।

বিহারের পাটনা বাজারে দর ছিল ৩৩৷৵ আনা হইতে ৩৪৷০ আনা।

চা

চায়ের রপ্তানি বাণিজ্যকে উৎসাহিত করার জন্য ভারত সরকার ১৯৫৮-৫৯ সালের রপ্তানিযোগ্য চায়ের মাথা ২৫০ লক্ষ পাউণ্ড করিয়া দিয়াছেন। গত জুলাই মাসে যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় চায়ের রপ্তানি হইয়াছে ১,৮০৬,২৫৪ পাউণ্ড। ঐ মাসের রপ্তানি ছিল ১,৪০০,০০০ পাঃ। কিন্তু আমাদের রপ্তানি কমিয়াছে। রপ্তানিযোগ্য চায়ের কলিকাতার বন্দরে দর নিলামের দরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে পারে। কলিকাতায় সাধারণ ভাল চায়ের দর ৮৮৷০। এবই চায়ের নিলামে দর হইল ১০৵৷০।

আলোচ্য সপ্তাহে ১৪,০০০ পাইকের রপ্তানি যোগ্য চা বাজারে ছাড়া হইয়াছে। সকল রকমের চায়ের চাহিদা খুব ভাল ছিল এবং সরেস ফেরীওয়ার্ড ছিল।

১২,০০০ পাইকের ভাঙ্গা চা ও প্রায় ১,১৪০ পাইকের বিভিন্ন রকমের চা আগামীবার বাজারে ছাড়া হয়। ভাঙ্গা চায়ের বাজারে দরীভাব দেখা দেয় এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে দুই পয়সা কম দরে বেচাকেনা হয়। আসাম চায়ের দরের কোন উল্লেখযোগ্য অদল বদল হয় নাই। সাধারণ ভাঙ্গা চায়ের দর ছিল ১৫৷১০ হইতে ১৬৵ আনা।

কেন্দ্রীয় চা বোর্ডের চেয়ারম্যান আশান যে ভারত সরকার কলিকাতাকে পৃথিবীর অন্যতম মুক্ত চায়ের পরিণত করার সংকল্প করিয়াছেন।

পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষই সর্বাপেক্ষা বেশী চা উৎপাদন করে। ভারত ছাড়া উৎপাদন হইতেছে ৪৬০০ লক্ষ পাউণ্ড। তন্মধ্যে ৪০০০ লক্ষ পাউণ্ড উৎপাদিত উদ্বৃত্তচায় আমাদের উদ্বৃত্তকে। বাকী ১০০০ লক্ষ পাউণ্ড উৎপাদিত হয় দক্ষিণ ভারতে। উৎপাদনের দিক হইতে ভারতের পরেই সিংহলের স্থান। সিংহলের বাৎসরিক উৎপাদন হইতেছে ৫৯০০ লক্ষ পাউণ্ড। আরলাণ্ড ইন্দোনেশিয়া। বাৎসরিক উৎপাদন হইল ১৮০০ লক্ষ পাউণ্ড।

পাটজাত

আলোচ্য সপ্তাহে পাটজাতের দরে দরীভাব পরিলক্ষিত হয়। কোনখানেই কোনরূপ মূল্য বৃদ্ধি ঘটে নাই। এবং যুক্তপ্রদেশের কোন কোন বাজারে কিছুটা মূল্য হ্রাস পাইয়াছে। আশা যায়, সরকার শীঘ্রই নিয়ন্ত্রিত পাটজাতের দর পরস্পরা ১০ আনা উৎসমূল্য ব্যবস্থা করিবেন। ইহা সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে যতদিন পর্যন্ত মূল্য পাটজাতের ক্রিয়া সম্পূর্ণ সরকার নিয়ন্ত্রিত হইবে পরিবর্তন না ততদিন সরকার পাটজাতের কোন ব্যবস্থা প্রত্যাহার করিবেন না।

আমেরিকা পাট ও পাটজাত ক্রয়ের বাড়িয়া গিয়াছে।

ভারতবর্ষ এই বৎসর ৩০০,০০০ টনেরও কিছু বেশী চটের আমদানি করিয়াছে। বিগত কয়েক বৎসরের আমদানির তুলনায় ইহাই সর্বাধিক।

সংবাদ লিপি

লণ্ডনের চিঠি

বৃটিশ জাহাজী কোম্পানীগুলির বর্দ্ধিত বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জ্জন—মার্শাল সাহায্য প্রাপ্ত পশ্চিম ইউরোপে নিয়োগবৃদ্ধি—জাহাজ মোটরযান কারখানা প্রতিষ্ঠা।

(নিজস্ব সংবাদদাতা কর্ত্তৃক প্রেরিত)

লণ্ডন, ৪ঠা সেপ্টেম্বর—ব্যবসায়ের সম্প্রসারণের অনুরোধক্রমে ফেডারেশন অব বৃটিশ ইণ্ডাষ্ট্রিস এবং বৃটিশ লিনেন সম্প্রতি বৃটিশ জাহাজী কোম্পানীগুলির আয় এবং উহারা কি পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জ্জন করে তৎসম্পর্কে অনুসন্ধান করিয়াছেন। পূর্ব্বেকার রীতি অনুযায়ী প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর এইরূপ অনুসন্ধান করা হইলেও ইহা ১৯৩৬ সাল হইতে আর করা হয় নাই। ইহার ফলাফল সম্প্রতি বিঘোষিত হইয়াছে। সাম্প্রতিক অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়াছে যে, ১৯৫০ সালে বৃটেনের জাহাজগুলি প্রায় ৬০০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জ্জন করিয়াছে। ১৯৩৭ সালে উহার পরিমাণ আরও বাড়িয়াছিল। ১৯৩৯ সালে সে ক্ষেত্রে আয় হইয়াছিল ২৪০ লক্ষ পাউণ্ড মুদ্রা।

মার্শাল সাহায্য পরিকল্পনা বাবদ প্রাপ্ত অর্থ সাহায্যে পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলির শিল্প-উৎপাদন বিশেষ করিয়া যন্ত্র সরঞ্জামে প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাহারা এক্ষণে বৃটেনের উৎপাদনেরই মূল্যের দিক হইতে অর্দ্ধেক প্রায়। এই সম্পর্কে ইউ. এস. এ'র পক্ষ হইতে যে আর্থিক প্রচেষ্টাসমূহ গ্রহণ করা হইয়াছে তাহাতে দেখা যায়, বৃটেনের বিরুদ্ধে ১৯৪৮ সালে ১৯৫০ সালের অপেক্ষা ৩১ পার্সেণ্ট বর্দ্ধিত হইয়াছে। অন্য শিল্প উৎপাদনও মূল পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের তুলনায় আট শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বৃটেনের বিরোধপক্ষের সর্ব্বত্রই ব্যাপক প্রচার, প্রতিটি ক্ষেত্রেই উৎপাদন বৃদ্ধি ঘটিয়াছে।

১৯৩৯ সালেই বৃটেনে সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ ইস্পাত উৎপাদিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে তাহারই এক-চতুর্থাংশ উৎপাদন বৃদ্ধি ঘটিয়াছে। অন্যদিকে আমেরিকা এক-তৃতীয়াংশ ও ফ্রান্স প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। অন্যদিকে অস্ট্রিয়ার উৎপাদন ১৯৩৯ সাল অপেক্ষা চার শতাংশ নিম্নে রহিয়াছে। তাহারা এ্যালুমিনিয়াম মূলপূর্ণ কালের তুলনায় তের গুণ, রাসায়নিক ৮১ শতাংশ এবং সার তিনগুণ বর্দ্ধিত হারে উৎপাদিত হইতেছে। ১৯৫০ সালের তুলনায় বাসগৃহ ও বসতীবাড়ী নির্ম্মাণ বাবদে বিলম্ব ৬ ১৫ শতাংশে বৃদ্ধি পাইয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ঘটিয়াছে, ইহা নির্ম্মাণ কার্য্যে। ইহা ১৯৩৮ সালের তুলনায় ৪৫ গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বৃটেনের বিরোধপক্ষের কার্য্যের বিপ্রহর ও বর্দ্ধিত হার তাহার প্রমাণি বাণিজ্য হইতে প্রমাণিত করা যায়। ১৯৩৮ সালের তুলনায় প্রমাণি বাণিজ্য পরিমাণ ৫০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহা সত্ত্বেও যে, মূলধাতু ও জাহাজ উৎপাদনে তাহা আশ্চর্য্য ক্রম-পরিচয় প্রদর্শন করিয়াছে। ফলে তাহার বর্দ্ধিষ্ণু অর্থনৈতিক চলাচল-ব্যবস্থার পক্ষে তাহার চাহিদা চলন অর্থনৈতিক তাহার বর্দ্ধিষ্ণু বৈদেশিক ব্যয়ের অনুপাতে আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিশ্বব্যাপী চলার খতিয়ান ইহাই মূল কারণ। সর্ব্বশেষ সংবাদে জানা যায়, বৃটেনের বিদ্যুৎ ব্যবহার হার শিল্প কারখানাগুলির অন্যান্য ফ্রেটেস্ এণ্ড ব্রাদার্স তাহাদের একটি কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করিয়া বীমাই ফ্রেটের গাড়ী ও ট্রাক নির্ম্মাণ করিতে মনস্থ করিয়াছেন।

ওয়াশিংটনের চিঠি

রপ্তানি নিয়ন্ত্রণের কড়াকড়ি হ্রাস—বিদেশীদিগের অসন্তুষ্টি প্রতিকার কল্পে দীর্ঘ মেয়াদী ব্যবস্থা অবলম্বন।

(নিজস্ব সংবাদদাতা কর্ত্তৃক প্রেরিত)

ওয়াশিংটন, ৭ই সেপ্টেম্বর

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, রপ্তানি নিয়ন্ত্রণের কড়াকড়ি হ্রাস করা সম্ভব হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতি ও জাতীয় নিরাপত্তার প্রয়োজনে অত্যাবশ্যকের কড়াকড়ি হ্রাস করা সম্ভব নহে। অবশ্যই বিশেষ ধরণের ইস্পাত রাজীর প্রায় সকল ধরণের ইস্পাত লৌহ ইত্যাদির রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি করা হইয়াছে। জাহাজ ও রপ্তানির সরঞ্জাম সীমা নির্দ্দেশ শিথিলযোগ্য করা হইয়াছে। মূল নির্দ্দেশের সাথে সঙ্গতি রাখিয়া ও পর রাজীর পরিবর্ত্তনের অন্যান্য উপর হইতে নিয়ন্ত্রণাদেশ প্রত্যাহার করা হইয়াছে।

আন্তর্জ্জাতিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির পর্য্যালোচনা করিয়া প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান ঘোষণা করিয়াছেন যে, ইহা অত্যন্ত আশার কথা যে, ইহাতে অন্যান্য দেশের উপর আমেরিকার সাহায্য হ্রাস করিবার সময় আসিয়াছে। এই সাহায্য পৃথিবীর সকল মুক্ত দেশগুলির সহিত সমানভাবে বিতরিত; তাহা কেবল বৃটেন বা পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে। বিদেশীদিগের সুবিধার জন্য উপস্থিত হইয়াছে। অধিকাংশ দেশগুলিকেই যুক্তরাষ্ট্র অপেক্ষা বিনিময় অনুপাতে অধিক পণ্য যুক্তরাষ্ট্র হইতেই ক্রয় করিতে হইবে। অন্যান্য দেশগুলির সঙ্গে যে পরিমাণ মুদ্রাস্ফীতির ফলে উৎপাদন, যন্ত্রপাতি ইত্যাদির ক্রয়ই আবশ্যকতা বর্দ্ধিত হারে ভাল ক্রয় করিবার আবশ্যকতা উদ্ভব হয় নাই। এই অবস্থায় নৌ মেয়াদী ব্যবস্থা হিসাবে বাজার ব্যবস্থার প্রেসিডেন্টের অভিমত অনুকূলে যায়। হইতেছে। বিদেশে মার্কিনের মূলধন খাটান, অনুন্নত দেশগুলিকে আর্থিক সাহায্য দান, মুদ্রাস্ফীতি, আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের প্রতিবন্ধকতা অপসারণ, আন্তর্জ্জাতিক আর্থিক অভিজ্ঞতা বিনিময়। প্রেসিডেন্ট এই আশা প্রকাশ করেন যে, আসন্ন বিশ্বকি বৈঠকে এমন পথা উদ্ভাবিত হইবে যাহার ফলে আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যে অবাধতা পুনরুদ্ধার এবং ডলার ও ডলার বহির্ভূত অঞ্চলের মধ্যে দেনা পাওনা পরিশোধের উপায় হইবে।

যৌথ প্রতিষ্ঠান

চাইনু টি অ্যাসোসিয়েশন

(অ্যাসোসিয়েটেড এক্সপোর্টার্স অব্ ইণ্ডিয়ান টি অ্যাক্ট ১৯৪৫ নং)

১৯৫০ সালের জন্য উক্ত কোম্পানীর যে হিসাব নিকাশ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে কোম্পানীর আয় পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের তুলনায় কিছুটা হ্রাস পাইয়াছে (১,২৪,১২৭ টাকা ১০৭,১৮০ টাকা)। কারণরূপে মূলধনী খাতে এক্সচেঞ্জের প্রাপ্য ও কর্ত্তাগীদের প্রভিডেন্ট ফাণ্ড ইত্যাদি বিভিন্ন খাতে বরাদ্দ করিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের অবস্থিত লভ্যাংশের মোট ২৯,১৭৪।৵১ লাই যৌথ করিয়া কোম্পানীর হাতে ৬৮,৬৮৬৷৵ লভ্যাংশের পরিমাণ উদ্ধার ৬৪,৬৪৫।৫ পাই।

কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষের বিবৃতি হইতে জানা যায় যে কোম্পানীর আলোচ্য বছরে পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের তুলনায় বেশী (৩,৫৮৪ মণ—৩৯১৪ মণ) ফলন উৎপন্ন হওয়া সত্ত্বেও প্রতিবেশের বহুবিধ বৃদ্ধির ফলে কোম্পানীর আয় আশানুরূপ বৃদ্ধি পায় নাই। কোম্পানীর পোতিয়েই চলিয়াই স্টেশনীর জন্য তাহার সরকারকে ৭১,৩৪৫ পোউণ্ড দান করিয়াছে এবং অবশিষ্ট দান কলিকাতার বাজারে বিক্রয় করিয়াছে।

—০—

প্রাসঙ্গিক

(৬৯৩ পৃষ্ঠার পর)

বিশেষ করিয়া পরিকল্পনাটি বিবেচনা করিতেছেন। ভারতীয় অর্থনীতিতে ইহার কিরূপ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সেই সম্পর্কে কতকগুলি তথ্যপূর্ণ তথ্য পরিবেশন করিব।

সমগ্র বিশ্বে বৎসরে ১,১০০ কোটী গাঁইট তুলা উৎপন্ন হয়। ভারতবর্ষ চাষের সুবৃহৎ উৎপাদক ও এই দেশে বাৎসরিক উৎপাদনের পরিমাণ ৫০ কোটি গাঁইট। বিগত বৎসরে ৬১ কোটী গাঁইট তুলা উৎপন্ন হয়। যুদ্ধের পূর্বে উপমহাদেশীয় প্রতি বৎসর ১৮ কোটি গাঁইট তুলা উৎপাদিত হইত। [illegible] পূর্বাঞ্চলীয় সমর হয় নাই। গত কয়েক বৎসরের পরিমাণ ৩১ কোটি ৩ কোটি গাঁইট। পাকিস্তানে ১১০ কোটি গাঁইট উৎপন্ন হয়।

উহা ছাড়া, ইরাণ ও আফ্রিকার বহু দেশে উৎপাদনের পরিমাণ ৪১ কোটি গাঁইট ও অবশিষ্ট কোটি গাঁইট রুশিয়া প্রভৃতি দেশে উৎপন্ন হয়। বিগত ১৯১৮ সালে আমেরিকা, চীন ও মেক্সিকো অপেক্ষা ভারত ও পাকিস্তান তুলার উৎপাদনে ২১ কোটি ৫০ লক্ষ, ১০ কোটি লক্ষ ও ৪ কোটি গাঁইট উৎপাদক হইয়াছিল।

চাহিদা সম্প্রসারণের সমস্ত দিকেই বৃদ্ধি পাইয়াছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অবশ্যই চাহিদার আকার বিস্তার লাভ করিয়াছে। যুদ্ধের পূর্ববর্তী বৎসরে ১৮ কোটি গাঁইট তুলা রপ্তানী হইত। অথচ কিন্তু গত পঞ্চবার্ষিকীর বাৎসরিক পরিমাণ মোট যুদ্ধের ১০ গাঁইট ও যুদ্ধোত্তর অর্ধ গাঁইট। অন্যান্য দেশের মধ্যে প্রতি বৎসর জাপানের ৪ কোটি গাঁইট, পশ্চিম আমেরিকা ১ কোটি ১০ লক্ষ গাঁইট, অষ্ট্রেলিয়া ও বিটেনের ৩ কোটি ৪০ লক্ষ গাঁইট, আমরা ২১০ কোটি গাঁইট এবং অবশিষ্ট ৩ কোটি গাঁইট তুলা রপ্তানী করা হইয়াছে।

চাহিদা সম্প্রসারণের সুবৃহৎ বিস্তৃতির পর্যায় সুদূর। ৮ লক্ষ ৫০ হাজার এবং অধিকৃত ইরাণ হইতে ও ১০ লক্ষ শ্রমিক এই শিল্পে নিযুক্ত রহিয়াছে। প্রতি গাঁইট তুলার উপর ভিন আনা হারে কেন্দ্রীয় সরকারের উৎপাদন শুল্ক ধার্য আছে ও রপ্তানির উপর গাঁইট পিছু এক আনা হারে শুল্ক আদায় করা হয়। এইভাবে বৎসরে প্রতি ১ লক্ষ গাঁইটের উপর ১৬৮০ হারে মোট বিভাজিত করা হইয়াছে।

খাদ্যসঙ্কটে বিচিত্র কর্মনীতি

—জাহেরভাই পাটেল

দেশের খাদ্য সমস্যার ক্রমে উপলব্ধি করিয়া আমরা কেন উহাকে মুলধনের ক্ষেত্র দিই, সর্বাধিক লিয়া সর্বাধিকের অধিক খাদ্য উৎপাদন প্রচেষ্টার ফল হই এবং কৃষি খোলে করিয়া খাদ্য আমদানি বিষয়ে করি —এই আবেদন অধিক অগ্রহায়ণের এক রাজাধী উত্তরেই তাহার সংক্ষিপ্ত উপস্থিত করিয়াছেন।

এই আবেদন প্রকাশ হইবার কিছু আগে সরকার কোন্ কোন্ হইতে বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহ করিবেন তাহা বিস্তৃত ঘোষণা করিয়াছেন। এই ঘোষণা বৈদেশিক মুদ্রার ব্যাপারটি কি অগ্রাধিকার দুই এগিয়ে নিয়েছে? বৈদেশিক কি আমদানী নয়? অত্যাবশ্যকীয় ও বিলাসী উপরেই চাহিদা সব রাজ্যের খাদ্যের উপর জোর দিয়াছেন। কাজ করিয়া কারখানা যাতায়াতকারীদের মনে হয় যেন খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে বৈদেশিকের ওজন কতটা তাহাদের মধ্যে তেমন নাই। তাঁহারা তাহার মূল্য বোধের বৈদেশিক করিতেছেন না। দেশের এই খাদ্যসঙ্কটের দিনে কেহ যদি চাউল বা গম বিদেশে রপ্তানি করার কথা তোলে কি ভাবিবে? কিন্তু বৈদেশিক রপ্তানির অর্থ যে আমার দেশে খাদ্যের জন্য বেশী দেশের উপাদনের খাদ্য এবং আবশ্যকীয় পণ্যের পুরীকরণ খাদ্য বিদেশে চালান দেওয়া। আমাদের দেশের খাদ্যশস্যের সঙ্কট ভোগের এবং দেশ পণ্যের বাড়তি রহিয়াছে। চাউল গম বা বস্তুত অর্থাৎ কারখানাগুলির যাইয়া আমাদের দেশের অসামান্য জীবনযাত্রা করে। সরকারের প্রয়োজনীয় খাদ্য উৎপাদন কারবার এক এইসব কারখানাগুলি পরিবর্তনে বেশী লাভে। আমাদের পাকস্থলীর উপর খুব চাপ পড়ে। ফলে পাকস্থলী দুর্বল হইয়া যায়। আজ যদি দেশেরাতীয় পণ্যাদি যাহে তবে অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণ খাদ্যই শরীরের প্রয়োজন মিটাইতে পারে এবং পাকস্থলীও উহা সামলাতে পারে। কিন্তু আমাদের আমদানিতে

বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সমস্যাগুলি পাশের পাশেই চাপের যায়। গত বৎসর ৩১ কোটি ৬০ কোটী টাকা মূল্যের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করিয়া দেয়। ১৯৫৭-৫৮ সালে ৩১ কোটি টাকার উপর পাওয়া যাইবে। এত বৎসর ধরিয়া এভাবে ৩১ কোটির পরিমাণ হ্রাস পায়। কিন্তু চলতি বৎসরে উহা বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ইহা ছাড়া বিদেশী সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করিবার জন্য সরকার ঘোষণা করিয়াছেন যে,

ম্যালেরিয়া থেকে বাঁচাতে পারেন

প্রতি সপ্তাহে মাত্র চার আনারও কম খরচে, আপনার প্রতিবেশের 'প্যালুড্রিন' দিয়ে ম্যালেরিয়া থেকে রক্ষা করতে পারেন।

এই ০.৩ গ্রামের নূতন ট্যাবলেট সপ্তাহে মাত্র একবার সেবন করলেই চলে।

শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে ৫০০ ট্যাবলেটের টিন মাত্র ২৬৲ টাকায় দেওয়া হয়।

'প্যালুড্রিন'

নূতন নাম

ICI

ইম্পিরিয়াল কেমিকাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড

কলিকাতা বোম্বাই মাদ্রাজ কেন্টন দিল্লী কানপুর

সংবাদ সঙ্কলন

আয়ের উৎপাদন বৃদ্ধি পরিকল্পনা

ভারত সরকারের অর্থসচিবের আবার বেতারযোগে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার মহাশয় বলেন যে ভারত সরকার রাজস্বসংক্রান্ত কর্মিবৃন্দকে ও বেসরকারীভাবে আয়োৎপাদন বৃদ্ধি করিবার চেষ্টাকে উৎসাহ এবং এতৎসম্পর্কিত বিভিন্ন পরিকল্পনাকে কার্যে পরিণত করার কাজ সমিতির হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। তিন হইতে পাঁচটি প্রদেশ লইয়া এক একটি অঞ্চল করিয়া পাঁচটি অঞ্চল হইবে এবং প্রতিটি উহার অন্তর্ভুক্ত প্রদেশগুলির কর্মকর্তাদের লইয়া গঠিত হইবে। কৃষক ও ক্ষেত্রমজুরেরা এই সকল কমিটীর সহিত যুক্ত থাকিবে। ছোট ছোট উপ কমিটি ও গ্রামে গ্রামে কাজ করিবে। সর্বোপরি প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে একটি প্রাদেশিক ও একটি কেন্দ্রীয় [illegible]

১৯৪৭-৪৮ সাল
বেতন ৪১৫ লক্ষ
কিন্তু অনাদায়ে
[illegible] অনাদায়ি করিতে
রাখিয়া এই
১৯৪৭ সালের
খাজনার
উৎপাদনের
[illegible] উৎপন্ন হইলে এই

ঐ সম্পর্কিত আর একটি ঘোষণার বিবরণ

দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চল হইতে প্রত্যাগত এক সরকারী ঘোষণায় এই বিশেষ ঘোষণা করা হইয়াছে যে,—যাহারা বাজারদরে জমিদারের সঙ্গে বাস্তুভিটা সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে ঐ আয়ের টাকা ১৯৫১ সেপ্টেম্বরের মধ্যে বাস্তুভিটা সম্পত্তি সংরক্ষণের জন্য দিয়া দিতে হইবে। এই আদেশের অন্যথা করিলে তাঁহাদিগকে আইনানুসারে অভিযুক্ত করা হইবে।

ইহাতে বলা হইয়াছে যে, ভারত সরকার জানিতে পারিয়াছেন যে, উহার মালিকদের পক্ষে অন্যায়ভাবে লোক উহার সম্পত্তি হইতে বাস্তুভিটা সংগ্রহ করিতেছেন। উহার সম্পত্তির হস্তান্তর-বিষয়ে এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যাইতেছে যে এই প্রকারে খাজনা আদায় দেওয়ার ফলে উহার সম্পত্তির সংরক্ষকদের খাজনা দেওয়ার দায়িত্বের অবসান হয় না। কারণ, সম্পত্তির মালিকগণ যেহেতু তাহার কর্তৃত্ব হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকায় তাহার দায়িত্ব হইতেই উহাদের সম্পত্তি উক্ত উহার সংরক্ষকদের নিকট যাইয়া পড়িতেছে। উহার সম্পত্তিসমূহের তত্ত্বাবধায়িকাদের উহাদের নিজেদের স্বার্থে উহার সম্পত্তি সংরক্ষকের সহিত সহযোগিতা করিতে এবং উহাকে যেন বা সম্পত্তি সংরক্ষণী সংরক্ষকদের যে খাজনা পরিশোধ করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

. যাহারা উহার সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে ১৯৪৭ সেপ্টেম্বরের মধ্যে সংরক্ষকের নিকট ঐ টাকা জমা দিতে অনুরোধ করা হইতেছে। বাস্তুভিটাদের সহিত অন্যান্য বাস্তুভিটা সম্পত্তির মালিকগণের এতদ্বারা সুযোগ বাস্তুভিটা অন্যান্যদারী খাজনা সংরক্ষকের নিকট জমা দিতে বিশেষ দেওয়া হইতেছে। এই নির্দেশ পালন না করিলে তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে আইনানুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে।

—০—

আয়কর ও মজুরি বৃদ্ধির ব্যবস্থা

এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়া বলা হইয়াছে যে, চায়ের রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য ১৯৪৮ সালের আয়কর বিধেয় আইন অনুযায়ী ১৯৪৭-৪৮ সাল হইতে আয়করের চা রপ্তানি ব্যবসের পরিমাণ ৪০ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ড করা হইবে বলিয়া ভারত সরকার স্থির করিয়াছেন।

খাদির প্রসারের জন্য চতুর্মাসিক পরিকল্পনা গ্রহণের সুপারিশ

নিখিল ভারত কাটুনী সঙ্ঘ ভারত সরকারের গৃহীতব্য বোর্ডের নিকট খাদির প্রচলন বৃদ্ধির ব্যয়ের ১ কোটি টাকা ধরে একটি চতুর্মাসিকী পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য সুপারিশ করিয়াছেন।

নিখিল ভারত কাটুনী সঙ্ঘ এ সম্পর্কে একটি স্মারকলিপি দাখিল করিয়াছেন এবং নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অর্থনীতি সংক্রান্ত পত্রে তাহার সংখ্যায় উহা একটি পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে। স্মারকলিপিতে সরকারের অর্থনৈতিক নীতির উল্লেখ করিয়া বলা হয় যে, দরিদ্রজনসাধারণের আয়ের সরকারের কোন সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বা থাকায় প্রয়োজনীয় সরকারসমূহ একই প্রকার দ্রব্য উৎপাদনের জন্য যেন প্রতিযোগিতা সুরু করিতে উৎসাহিত করিতেছেন। ফলে উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টার সহিত বাজারের বিশেষত্ব প্রসার হইতেছে এবং প্রচুর পরিমাণে বিদেশী বস্ত্র আমদানি করা হইতেছে।

বিনিময় ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ সাহায্য সুবিধার অভিমত এই যে, ভারতের অভিন্ন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং এই সমাজের ভিত্তি স্থাপিত হইবে অর্থনৈতিক সাম্য ও যোগে উন্নয়ন উপর। এই ও ব্যাঙ্কের মত অন্যান্য প্রয়োজনীয় সমাজে কুটীরশিল্পের উপর প্রাধান্য দিতে হইবে এবং গ্রামগুলিকে স্বাবলম্বন সম্পূর্ণ করিতে হইবে।

—০—

পশ্চিমবঙ্গে আমর উদ্বাস্তু ব্যবসায়ী

পশ্চিমবঙ্গের যেসব উদ্বাস্তু ব্যবসায়ী আছেন, তাঁহারা এতদিন বিভিন্ন ও বিভিন্ন রকমের কর দিয়া আসিতেছিলেন বলিয়া তাঁহারা বিক্রয়ের উপর বৃদ্ধির পুরুষ সংস্থান করিয়া বিক্রয়ের পুনর্বণ্টনের চেষ্টা করিতেছেন।

পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু ব্যবসায়ীগণ এই প্রদেশে বিক্রয়ের ভিত্তিতে সরকারের আদায়ে বিভিন্ন উৎপাদন ব্যবসায়ী ও ডোমেস্টিক কাস্টম হইতে আয়ের করিয়া প্রায় ৮০ প্রকারের বিভিন্ন ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুনর্বণ্টনের বা বন্টনের আইনের উদ্বাস্তু ব্যবসায়ী পুনর্বণ্টনে ভোর্ড উদ্বাস্তু ব্যবসায়ীদের মধ্যে তব বন্টনের যে পরিমাণ বহুমত, তাহা হইতেই উক্ত বিভিন্ন ও বিভিন্ন রকমের ব্যবসায়ের একটা হিসাব পাওয়া যায়।

বিগত দশ মাস পূর্বে এই বোর্ডের কাজ আরম্ভ হয়। এই সময়ে বোর্ড যেসব ব্যবসায় ও মালিকের জন্য উদ্বাস্তু ব্যবসায়ীদের মধ্যে তব বন্টন করিয়াছেন, তাহার একটা প্রেরীক তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে।

উক্ত পুনর্বণ্টনে তব বন্টন বোর্ড কলিকাতা অঞ্চলে এবং বিভিন্ন ব্যবসায় ও মালিকের জন্য ৪০টি ক্ষেত্রে ১ লক্ষাধিক টাকা তব বন্টন করিয়াছেন। ঐগুলি মধ্যে ৪টি ক্ষেত্রে তব ও ভাঙা কাপড়ের দোকান স্থাপনের জন্য, ১১টি ক্ষেত্রে কেরোসিন তব করিবার জন্য, ৩টি ক্ষেত্রে মুদিখানা করিবার জন্য, ৩৮টি ক্ষেত্রে মনোহারী দোকান করিবার জন্য এবং ৫টি ক্ষেত্রে লৌহ দোকান করিবার জন্য তব বন্টন করা হইয়াছে।

আর একদলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবসায়ের ব্যবসায়ের জন্য ২৬৫ ক্ষেত্রে বোর্ড প্রায় ৫ লক্ষ টাকা তব বন্টন করিয়াছেন।

গত বৎসরে অক্টোবর মাসে ঐ বোর্ড স্থাপিত হইবার পর হইতে এযাবৎ বোর্ড মোট ১৮৪৪ ব্যক্তি তব বন্টনের আবেদনপত্র পান; ঐগুলিতে মোট ১৯৯,১৪৮৲ টাকা তব প্রদানের আবেদন করা হইয়াছিল। এযাবতীয় দরখাস্ত, পাবলিক, মোট। বিভিন্ন ব্যবসায়ের প্রায় ১১১৭টি আবেদনের বোর্ড

প্রকাশ করা হয়। অর্থ মন্ত্রণালয়ের আবেদনপত্রগুলির মধ্যে ১৮৫টি ক্ষেত্রে ঋণ মঞ্জুর করা হয় এবং ১৮০টি ক্ষেত্রে মামলাগুলি তদন্ত ও বিবেচনার পর আবেদন পত্র প্রত্যাখ্যান করা হয়। অবশিষ্টগুলি আরও বিস্তারিত বিবেচনা করিবার জন্য বিবেচনাধীনে রাখা হইয়াছে।

ঋণ মঞ্জুর করিবার সময় যে সকল শর্তে ঋণ মঞ্জুর করা হইয়াছে তাহার মধ্যে প্রায় ১১,০০,০০০৲ টাকা মূল্যের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি আমদানি করিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। ইহা ছাড়া আবেদনকারীদের ব্যবসায় অনুযায়ী প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ব্যবসায়ী ঋণ হইতে মঞ্জুরীকৃত অর্থ দিয়া ক্রয় করিয়া আবেদনকারিগণকে দেওয়া হইয়াছে।

প্রতি প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে ব্যবসায়ীকে ঋণ হইতে সর্বোচ্চ ৫০০০৲ টাকা ঋণ দিবার ব্যবস্থা আছে। সমবায় ভিত্তিতে কোন ব্যবসায় পরিচালিত হইলে উহাদিগকে আরও কিছু বেশী টাকা ঋণ দিবার ব্যবস্থা আছে। ঋণ হইতে যে অর্থ ঋণ মঞ্জুর করা হয় তাহা ৫ বৎসরে পরিশোধযোগ্য।

—০—

তিনটি শিল্পে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি

দেশের বস্ত্রশিল্প, পাট শিল্প এবং লৌহ ও ইস্পাত শিল্প—এই তিনটি বড় শিল্পের ব্যয় পরিচালনা সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য ভারত সরকার তিনটি বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগ করিবার সিদ্ধান্ত বিবেচনা করিতেছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

এই শিল্পগুলিতে উৎপাদন ব্যয়ের হার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া সরকার এইরূপ কমিটি-সমূহ নিয়োগ করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করিয়াছেন। ঐ ক্রমবর্দ্ধমান উৎপাদন ব্যয়ের হার সময়ে রোধ করিতে না পারিলে বিশ্বের বাজারে ভারতীয় দ্রব্যাদির ক্রমবর্দ্ধমান প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া বিবেচনা করা হইতেছে।

প্রস্তাবিত কমিটিগুলির বিশেষজ্ঞ দ্বারা গঠনতন্ত্র, শ্রমিক ও সংশ্লিষ্ট শিল্পগুলির প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত হইবেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

—০—

শীতকালীন তৈলবীজের চূড়ান্ত হিসাব

কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রণালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে ১৯৫০-৫১ সালের শীতকালে ভারতীয় ইউনিয়নে তৈলবীজ চাষের চূড়ান্ত হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে।

তিল

উক্ত হিসাবে দেখা যায় যে বর্তমান বৎসরে ৯৮ লক্ষ ৭১ হাজার একর জমিতে তিল চাষ হইবে ও ৫ লক্ষ ৩১ হাজার টন তিল পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়। গত বৎসরে উক্ত সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৯৯ লক্ষ ২১ হাজার একর ও ৫ লক্ষ ৫১ হাজার টন। পূর্ব বৎসর অপেক্ষা বর্তমান বৎসরে শতকরা ১·৮ ভাগ এবং ৩·৫ ভাগ জমিতে তিল চাষ হ্রাস ও তদনুসারে তিল হইতে বর্তমান বৎসরে শতকরা ১·৩ ভাগ বৃদ্ধি দেখা যায়। রাজস্থান ও মধ্য ভারতে তিল চাষের জমি হ্রাস পায় এবং মধ্যপ্রদেশ ও বেরারে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

সরিষা ও রাই

হিসাবে দেখা যায় বর্তমান বৎসরে ৪৪ লক্ষ ৫৩ হাজার একর জমিতে সরিষা ও রাই চাষ হয় এবং ৭ লক্ষ ১৬ হাজার টন তেলবীজ পাওয়া যায়। পূর্ব বৎসরে ঐ সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৫৩ লক্ষ ১৫ হাজার একর ও ৮ লক্ষ ২ হাজার টন। পূর্ব বৎসর অপেক্ষা বর্তমান বৎসরে শতকরা ৩·৫ ভাগ জমিতে সরিষা ও রাই চাষ হয় ও তদনুসারে বিঘা হইতে বর্তমান বৎসরের উৎপাদন শতকরা ১·৭ ভাগ হ্রাস পায়। পূর্ব পাঞ্জাব ও যুক্ত প্রদেশে এই হ্রাস বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়।

—০—

বিদেশে আর্কিন মূলধন নিয়োগ

আর্কিন অর্থনীতি কি ভাবে চালিত হইবে বিদেশী সরকারগুলিকে এই বলিয়া অনুরোধ জানাবে যে, অনুন্নত অঞ্চলে আর্কিন মূলধন নিয়োগের যে সকল ব্যবস্থাদিই করিয়াছে তাহারা যেন সেগুলি অপসারিত করেন।

ইক-আমেরিকান-এসোসিয়েশনের এক আলোচনা প্রসঙ্গে মিঃ হাইয়াট বলেন, যে সকল বিদেশী সরকার সমস্ত হইতে চাহেন, তাঁহাদিগকে নিম্নোক্ত তিনটি সর্ত মানিয়া লইতে হইবে:— ১। মূলধন নিয়োগকারীগণকে ন্যায়-সঙ্গত মূল্যে ক্রয় করিয়া দিতে হইবে। ২। মুনাফা বাবদ যে অর্থ পাওয়া যাইবে উহা স্বদেশে পরিবর্তিত করিতে হইবে এবং (৩) রাষ্ট্র সম্পত্তি দখল করিলে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে।

মিঃ হাইয়াট এখানেই অন্তরঙ্গ অনুন্নত অঞ্চলগুলি বিষয়ে তাঁহার মন্তব্য শেষ করেন নাই। তিনি বলেন, কে-সরকারী মূলধন নিয়োগের ব্যাপারে যে সকল বাধা-নিষেধ রহিয়াছে, সেগুলি দূরীকরণের জন্য বিশ্ব অনুন্নত দেশগুলিকে প্রবল চেষ্টা করিতে হইবে। তবেই আমাদের পুঁজি-পতিরা তাহাদের বিদেশে মূলধন প্রেরণে সাহস হন, তখনই আমরা সেই চেষ্টা করিতে পারি।

—০—

ভারত-অষ্ট্রেলিয়া পণ্য বিনিময়

কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, গত বৎসর রবিখা ও দুষ্প্রাপ্য অর্থ-নৈতিক কমিশনের অধিবেশনে উপস্থাপিত প্রস্তাব অনুযায়ী ১৯৫১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ভারত অষ্ট্রেলিয়া পরিদর্শন করিবার পর হইতে ভারত সরকার ও অষ্ট্রেলিয়া মধ্যে-কমিশনারের কিছু উচ্চ দেশের মধ্যে বর্তমান বৎসরে পণ্য বিনিময় সম্পর্কে আলাপ আলোচনা চলিতেছে। উভয় দেশের কিছু প্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহের অবস্থা বিবেচনা করে এ সম্পর্কে উভয় সরকারের কিছু সাধারণ বিষয়াদি নির্দিষ্ট করা সম্ভব হয় সেজন্যই এই আলোচনা চালান হইয়াছে। যে সকল ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত হইয়াছে সেখানে উভয় দেশ সরকার পরস্পরকে পণ্য সরবরাহ ও গ্রহণ করিয়া সাহায্য করিয়াছে।

এই আলাপ আলোচনার ফলে অষ্ট্রেলিয়া ভারতকে নিম্নলিখিত পণ্য সরবরাহ করিতেছে— বার্লি ৫০০ টন, ওটস ৬০০ টন, রাঙ্গামুখো মুগ, গীমা ৩ হাজার টন, চর্বি ২ হাজার টন, এবং অন্যান্য অন্যান্য। ইহার পরিবর্তে ভারত অষ্ট্রেলিয়াকে নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি রপ্তানি করিতেছে, পাইকারে চর্বি ১ লক্ষ টন পর্যন্ত, ম্যাঙ্গানিজ পিগ ১০ হাজার টন, চিনি ও চিনির তৈরী, রেয়নের তৈরী ও কম্বল। উক্ত দেশের কিছু প্রয়োজনীয় দ্রব্য বিনিময়ের অন্তর্ভুক্তিতে উভয় সরকারই সম্মত হইয়াছেন এবং তাহারা বিষয় ভাবে বলিয়াছে উভয়ের সমস্যার্থে এই ব্যবস্থা আরও উন্নতিলাভ করিবে।

—০—

দুই ডমিনিয়নের মধ্যে ফেরী স্টীমার

জানা গিয়াছে যে, পাকিস্তান সরকার করাচীতে ভারত পাকিস্তান ফেরী অফিসারদের সম্মেলনের বৈঠকের ফলে দুই ডমিনিয়নের মধ্যে ফেরী যাতায়াতের খুঁটি সম্পর্কে নূতন প্রথা প্রবর্তনের জন্য একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন।

এই পরিকল্পনা অনুসারে এক ডমিনিয়নের ফেরীতে কেবল সেই ডমিনিয়নেরই যাত্রী আসা করিবে। সীমান্ত হইতে গন্তব্যস্থানের যাত্রী শুধু ডমিনিয়ন আসা করিবে।

আরও জানা গিয়াছে যে, এই প্রস্তাব সম্পর্কে ভারত ও পাকিস্তান উভয় সরকারই বিবেচনা করিতেছেন।

—০—

শ্রমিকদের জন্য স্বল্প খরচে বীমার ব্যবস্থা

বেকাইজে ষ্টেট ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান মেডিক্যাল সোসিয়াল সাইন্সিসের এক সভা

হয়। ইহাতে ভারত সরকারের আয় বিক্রয়ের হিসাবের জেনারেল ফাং কে, সি, কে, ই, তথা সরকারি আয় হ্রাস পাইবে। এজন্যই ট্রেট বাৰ্ষে বেলওয়ে হিসাবের জেনারেল ফাং সি, এস, কাস্টোমস এক বিয়ার ও মদ্যের বাজীর অন্যান্য প্রকারের আয় বিক্রয়ের প্রস্তাবসমূহ এই সভায় বোলপুর করেন।

বিভিন্নশ্রেণীভুক্ত ডিভিসনে সাধারণ সদস্য সংক্রান্ত বিষয়াদি সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য যে কমিটি গঠিত হয় তাহার রিপোর্ট সভায় দাখিল করা হয়। সৈন্যবাহিনী কর্মিদিগের বিনা খরচে চিকিৎসার ব্যবস্থা করিবার জন্য কমিটি সুপারিশ করিয়াছেন। বেসামরিক সব বিভাগীয়দের জন্য [illegible] করিবার জন্য সুপারিশ করা হইয়াছে, অন্যান্য বিষয়ে যাহার [illegible] সেবা ও বিক্রয় [illegible] করার কমিটি সুপারিশ [illegible]

[illegible] বিভাগের জন্য বিশেষ [illegible] বিভাগের জন্য [illegible]

মূল্য সীমা নির্ধারণ অনুযায়ী প্রত্যেক দ্রব্যের মোড়কের গায়ে তাহা লেখা থাকিবে। এই [illegible] ইহার উপর মোড়ক [illegible] ভারত সরকার ইতিমধ্যে নির্দিষ্ট করিয়াছেন। ফলে বিক্রেতাদের পক্ষে ইহা খুব সহায়ক হইবে।

প্রস্তাবসমূহে উল্লেখিত ব্যবস্থাসমূহ অবলম্বনের পর কতদূর কি করা হইবে তাহার এই সভায় আলোচনা হয়। [illegible] সরকার জানান যে [illegible] সকল ক্ষেত্রে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের উপর [illegible] ব্যবস্থা করার কাজ আরম্ভ হইবে।

—০—

টাটার কারখানায় লভ্যাংশ বোনাস

টাটা আয়রন ইউনিয়নের সভাপতি মিঃ এস, এম এক বিবৃতি প্রসঙ্গে সভায় ঘোষণা করেন যে, এই বৎসর টাটা মোটর কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ লভ্যাংশ বোনাস বাবদ কর্মচারীদের মোট ৫০ টাকার পরিবর্তে ৪০ লক্ষ টাকার পরিমাণ [illegible] করিতে রাজী হইয়াছেন।

—০—

সর্বনিম্ন মজুরের পরিমাণ

এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, গত ৩১শে জুলাই পর্যন্ত পনর দিনে ব্যবস্থাবাধকল্পে আন্তর্বীক্ষণ ইউনিয়ন সরকার প্রাথমিক মজুর উৎপাদন, চালান ও চুরান মজুরের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে, ১২,৮০০০০ মন, ৩৮,০০০ মন, ১১,৪৯,০০০ মন ও ৩০,৭০,০০০ মন ছিল। পূর্ববর্তী মজুরের ঐ সময় হিসাবে উক্ত পরিমাণগুলি ছিল যথাক্রমে ১১,৮০,০০০ মন, মন, ১১,১২,০০০ মন ও ১,২৯,৯০,০০০ মন। আলোচ্য সময়ান্তে ১২১টি কারখানার হিসাব দাখিল হইয়াছে। গত বছরে ১১৯টি কারখানার হিসাব দাখিল হইয়াছিল। গত বছরের তুলনায় এবারে উৎপাদন ও চালানের পরিমাণ যথাক্রমে ৯১,০০,০০০ মন ও ১,৩০,৭১,০০০ মন। গত বছরে ঐ পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১,১০,৯১,০০০ মন ও ১,৮৯,১৯,০০০ মন।

—০—

সিমেন্ট মজুত মূল্যের পরিমাণ বৃদ্ধি

সিমেন্ট নির্মাতাদের একটি মুখপাত্র বলেন যে, সিমেন্ট ব্যবসা সিমেন্ট তৈরী হইতে ব্যবহার পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরে মজুত মালের পরিমাণ হ্রাস করার কোন সুযোগ হয় নাই। মুখপাত্র বলেন যে প্রায় ৭০ কোটি টাকা মূল্যের প্রায় একলক্ষ পাইপ বন্ধ করিয়া সিমেন্ট এবং অন্য সাধারণ জিনিসগুলির মতো দুই মাসের উৎপাদনের সমান মাল করিয়া [illegible]

মুখপাত্র আরও বলেন, আগামী ১৯৫৭ এবং ১৯৫৮ সালের মধ্যে ৬৯টি উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি হইবে। এই বৃদ্ধির উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সময় বিষয় নীতি সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা করিতে হইবে। মুখপাত্র বলেন যে উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ফলেই হউক বা অন্য কারণেই হউক সিমেন্টের বর্তমান মজুত পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

দক্ষিণ ভারত মিল মালিক সমিতি এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন যে কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকার-সমূহ অবিলম্বে প্রতিকারের ব্যবস্থা না করিলে, বহু মিল বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। বিবৃতিতে দাবী করা হইয়াছে যে মূল্য নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া লইয়া সকলপ্রকার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রত্যাহার করিতে হইবে এবং কোনরূপ সমিতি আলোচনা না করিয়া বস্ত্র রপ্তানি এবং বৈদেশিক চাহিদা মিটাইবার পূর্ণ সুযোগ ও স্বাধীনতা দিতে হইবে। বিবৃতিতে আরও বলা হইয়াছে যে বস্ত্র আমদানি সংক্রান্ত বর্তমান বিধি-নিষেধ বলবৎ রাখিতে হইবে।

—০—

নোটসমূহের নূতন মূল্য

দুই, পাঁচ, দশ এবং একশত টাকা মূল্যের নূতন নোটের চুক্তি ডিজাইন নির্দিষ্ট হইয়াছে। নূতন এক টাকা নোটের ডিজাইনের কিছু করা হইয়াছে এবং সম্প্রতি নূতন ব্যবস্থার প্রথম ধাপে এই সকল নূতন ডিজাইনের নোট বাজারে ছাড়া হইবে।

একাশ যে, নূতন ডিজাইনের এক টাকার নোটের পরিবর্তে বর্তমান নোটের মতোই কাগজের উপর ছাপা থাকিবে। মূল পার্থক্যের মধ্যে নোটের বামদিকে 'শাল' চাপের অলঙ্করণে অশোকস্তম্ভ অঙ্কিত থাকিবে। নোটের অন্য দিকে ত্রিভুজাকৃতি পাতাবেলে মধ্যে অশোকস্তম্ভের চিহ্ন সম্বলিত মুদ্রণের ব্যবস্থা থাকিবে। নূতন নোটগুলিতে ভাইসরয় সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত জেরের স্বাক্ষর থাকিবে। নোটের বিপরীত দিকে নূতন চিত্রের (মুদ্রা) ডানদিকে পরিবর্তে ষোলকড়ি দৃশ্য দেখানো থাকিবে। নোটের রংয়ের পরিবর্তন করা হইয়াছে।

বিভাগ বাদের নূতন দুই টাকার নোট বাজার প্রচলিত পরিবর্তে অশোকস্তম্ভের ছাপ থাকিবে। এবং নোটের মূল্য হিন্দীতেও লেখা থাকিবে। পক্ষান্তরে ডিজাইনের স্থানে বিভিন্ন ভাষায় লিখিত নোটের মূল্যের পরিবর্তে মূল্যের কথা একটি ব্যাঙ্কের নাম অঙ্কিত থাকিবে।

নূতন পাঁচ দশ এবং একশত টাকার নোটের নক্সা প্রায় বর্তমানেরই অনুরূপ থাকিবে। কেবল অশোকস্তম্ভের ছাপ এবং মূল্যের উপর পরিবর্তন করা হইয়াছে।

—০—

ইক মুসোরাফ বাণিজ্য চুক্তি

গত বসন্তকালে এখানে সৌহার্দ্যপূর্ণ এক বাণিজ্য চুক্তির জন্য ইক ও মুসোরাফিয়ার মধ্যে যে আলোচনা আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা গত চুক্তি সম্পাদনের পর্যায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। মুসোরাফিয়া সরকার দুটির মধ্যে হইতে আমদানীর প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্রের উপর আরোপ অর্থ ও রপ্তানীর প্রয়োজনীয় পণ্য বিশেষ সহজ করা হইয়াছে। আগামী ১৯৫৮ সালের জানুয়ারী যে মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবে তাহাকে এই চুক্তি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে আরও প্রসার করিবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

—০—

ত্রিপুরা রাজ্যে উন্নয়নের পূর্বাভাস

ভারত সরকার ত্রিপুরা রাজ্য পূর্বাঞ্চল হইতে আগত এক রাজার উন্নয়ন প্রস্তাবের পূর্বাভাসের জন্য ৩ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

প্রস্তাবে পরিবাহক ও রবার কল, তালাচাবি কল এবং রবার, ছবির ফরমাসি ও টীন জাতের জন্য আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইবে।

ভারত সরকার ত্রিপুরা রাজ্যে উন্নয়নের মোট সংখ্যা সম্পর্কিত হিসাবটি। গত অপেক্ষা করিয়াছেন।

আর্থিক ভারত

২য় বর্ষ শারদীয়া সংখ্যা] কলিকাতা, বুধবার ৭ই আশ্বিন, ১৩৪৯ : ২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪২ [মূল্য ৸৹

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
আগমনী	৩৬৯	বঙ্গে আত্মনির্ভর ভারত	৩৭৭
ষ্টার্লিং মুদ্রা ও টাকা	৩৭০	সোনার বাজার	
টাকা কি আটার পেনিতে রাখা সম্ভব ?	৩৭৩	বিগত বর্ষের বিশ্লেষণী	৩৮১
কাশ্মীরের অর্থনৈতিক কাঠামো	৩৭৪	মুদ্রাস্ফীতি হ্রাসের তাৎপর্য্য	৩৮৩
ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যে প্রতিকূল গতি ...	৩৭৫	অতিপ্রজনন সমস্যা ...	৩৮৫

আগমনী

এক বৎসর পরে আবার শারদীয়া পূজার পুণ্যতিথি সমাগত। ইহা বাঙ্গালীর একান্তই নিজস্ব উৎসব। এই উপলক্ষে বাংলার ঘরে ঘরে ইহাদের ঘটা ও ইহাসম্ভূত আবেগের অফুরন্ত প্রকাশ। প্রাত্যহিকতার দৈন্য ও কুণ্ঠিতা বিদূরিত হইয়া বাঙ্গালী মায়ের পূজায় যেন জীবনের চরিতার্থতা খুঁজিয়া পায়। নিজেদের সাধ্যানুযায়ী সকলেই মাতৃ চরণারে উপঢৌকন সংগ্রহ করে। প্রবাসী দীর্ঘদিন পর তাহার প্রিয়জনের সহিত মিলিত হয় ও তাহার ক্ষুদ্র আবাসগৃহ হর্ষকোলাহলে মুখরিত হইয়া উঠে। ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও কর্ম্মব্যস্ততার বিরাম নাই। বিপনীগুলি ঘরে ঘরে পণ্যসম্ভারে সুসজ্জিত, ক্রেতাদের ভিড়ে কলরব মুখরিত। কলিকাতার পল্লীতে পল্লীতে সার্ব্বজনীন পূজার উদ্যোগ ও চতুর্দ্দিকে আসন্ন উৎসবের জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি।

কিন্তু দুঃখদুর্দ্দশার নিষ্পেষণে আজ বাঙ্গালীর মন অবসন্ন ও ভারাক্রান্ত। নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদকের দুর্লভ ও দুর্মূল্য। জীবনধারণই যেন একটা বিড়ম্বনা। আপেক্ষিক রাজনীতি অত্যন্তরীণ কলহ ও বিবাদে পড়িল। দেহরক্ষার্থে লক্ষ লক্ষ লোক বিনাশের ও নিরন্নত্ব—তাহারা যা পাইয়েছে জীবিকা, না পাইয়েছে মাথা গুঁজিবার ঠাঁই। এই উৎসবে তাহারা পরিত্যক্ত বাস্তুভিটার জন্য অন্তরতল ব্যগ্র হইয়াছে। আমাদের আবোলাবহিত সমগ্র ও অখণ্ড দেশমাতৃকার মূর্ত্তিটি আজ বিলুপ্ত। সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রলয়-ঝটিকায় অধিকাংশ বাঙ্গালীর জীবনসূত্র ছিন্নবিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত। সেইগুলি জোড়াতাড়া দিয়া পুনরায় ঐক্যে গ্রথিত করিবার প্রয়াস করুণ ও মর্ম্মন্তুদ।

নিষ্ঠুর নিয়তির সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া তাহার উপর জয়ী হওয়াই বাঙ্গালীর সাধনা। বাঙ্গালী চিত্তে একদিকে আছে কুসুমপেলবতা, অপরদিকে আছে অফুরন্তবীর্য্যতা। যুক্তিসহকারে এই জাতি যখন নিজেকে নিঃশেষে বিলাইয়া দিয়াছিল, তখন তাহারা কখনও দেনা পাওনার খতিয়ান করে নাই, করে নাই কোন লাভ-ক্ষতির সূক্ষ্ম হিসাব। বীর্য্য ও বিভূতির গুণে বাঙ্গালী নিশ্চয় তাহার সুতীক্ষ্ণ শরগুলি প্রতিহত করিয়া পুনরায় শরপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে ইহা নিঃসংশয়রূপে সত্য। সর্ব্বশক্তির উৎসরূপিণী মাতা শক্তি ও সাহসের বরদাত্রী। সেইজন্যই মাতৃ পূজায় বাঙ্গালীর আয়োজন ও উপচার সংগ্রহ। ওঁ মা মাতরম্।

ষ্টার্লিং মুদ্রা ও টাকা

বহু জল্পনাকল্পনা ও অনেক তর্ক-বিতর্কের অবসান ঘটাইয়া অবশেষে ষ্টার্লিংএর মূল্যহ্রাস করিতেই হইল। ইহার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কিছুকাল যাবৎ নানাস্থানে বিভিন্ন ধরনের মন্তব্যের প্রকাশ ও শোনা হইতেছিল। মার্শাল সাহায্যের নূতন পরিস্থিতি কি হওয়া বিধেয় সেই আলোচনাকালে কেহ কেহ পারস্পরিক সাহায্যে কোন নির্দিষ্ট বিধি স্থির করা সম্ভব নহে। কারণ যে সকল দেশ ডলার তাহারা সুকলের নিকট ডলার আর যাহারা পাওনাদার তাহারা সকলের নিকটই পাওনাদার। বেলজিয়াম ও সুইজারল্যাণ্ড ব্যতীত ইউরোপীয় সমস্ত দেশগুলিই পাওনাদার এবং অপরাপর দেশগুলি প্রত্যেকেই উহাদের নিকট ঋণী। এই অবস্থায় কোনরূপ Multiple Exchange Practice প্রবর্তন করা হইলেও ডলার প্রাপ্তির কোন সুযোগ হইতে পারে না। অথচ উক্ত দেশসমূহের ডলার ঘাটতির পরিমাণ প্রতিনিয়তই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ইহাতেই প্রতিবিধানের জন্য ব্রিটেনসহ সকলের মধ্যে ব্যাপকভাবে জল্পনাকল্পনা শুরু হইল।

ইতিমধ্যে ব্রিটেন এক বিশেষ সমস্যার সম্মুখীন হইল। ব্রিটেন তাহার ষ্টার্লিংএরিয়া লইয়া বরাবর বিব্রত হইয়া পড়িত। ইতিপূর্ব্বে যে ষ্টার্লিং এলাকার আর্থিক লেনদেন ডলারের প্রভূত নিয়ন্ত্রণ ও ডিমনিটাইজেশন ফিল বর্ত্তমানে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিয়া এক চরম বিপর্যয়ের সৃষ্টি হইয়াছে। ডলারের ঘাটতি পূরণ করার জন্য ডলার দেশগুলির অবস্থাপন্ন হওয়া ছাড়া গত্যন্তর রহিল না। এ অবস্থায় সুযোগ ডলার দেশগুলি পূরা-দস্তুর আদায় করিয়া লইল। যে মালের প্রয়োজন হয়ার ও টিন সময় অনেক একাধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল উহা এক্ষণে এক প্রবল প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইয়াছে। আমেরিকার প্রাকৃতিক রবারের পরিবর্তে কৃত্রিম রবারের বহুল প্রচলন হইতেছে। কৃত্রিম রবার যে ভাবে উপযোগী হইয়া উঠিতেছে তাহাতে উত্তরকালে প্রাকৃতিক রবারের ভাগ্যে কি দাঁড়াবে তাহাই গবেষণার বিষয়বস্তু হইয়া উঠিয়াছে। পাকিস্থানী পাটের চাহিদাও পূর্ব্বাপেক্ষা কমিয়া গিয়াছে। কারণ, পাটজাত অনেকটি দ্রব্যের Substitute বা বিকল্পদ্রব্যের উদ্ভবযোগ্য প্রচলন হইয়াছে। সিংহলের চাহা কিছু সামান্য পরিমাণ ডলার উদ্বৃত্ত থাকে। কানাডা এই সোর্টির বাহিরে এবং অষ্ট্রেলিয়াও বিশেষ সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। অধিকন্তু, এই জটিল সমস্যা বিদ্যমান পরিস্থিতিতে ইংলণ্ডের ডলার ঘাটতি অনিবার্য্য পরিণতে যে পরিবারে বাড়িয়া চলিয়াছে তাহাতে মার্শাল সাহায্য লইয়াও তাহা পরিপূরণ করা সম্ভবপর হইতেছে না। বিশেষতঃ এই বৎসরের ব্রিটেনের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের পরিসংখ্যান অনুধাবন করিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে—১৯৪৯ সালের বর্তমান সময়কাল পর্য্যন্ত ব্রিটেনের রপ্তানি বাণিজ্য বহুলাংশে বৃদ্ধি পাইলেও আমদানি পরিমাণ তুলনায় আরও অধিকতর বৃদ্ধি পাইয়াছে। কেবলমাত্র ১৯৪৯ সালের মার্চ্চ ও এপ্রিল মাসের আমদানি-রপ্তানির তুলনামূলক হিসাব করিলেই এই অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যাইবে। উক্ত দুই মাসে ব্রিটেন যথাক্রমে ১৫ কোটি ৪ লক্ষ এবং ১৪ কোটি ৯ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের দ্রব্যসামগ্রী রপ্তানি করিয়াছে, অন্যদিকে ঐ দুই মাসে যথাক্রমে ১৯ কোটি এবং ১৮ কোটি ৭১ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের দ্রব্য-সামগ্রী আমদানি করিয়াছে। ইহার মধ্যে কানাডা হইতে পণ্য ক্রয় করিবার জন্য মার্শাল সাহায্য বাবদ যে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ব্রিটেন পাইয়াছিল তাহাও অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করিতে নিঃশেষিত হইয়াছে। ফলে এই বৎসর ব্রিটেনের ডলার ঘাটতির পরিমাণ বৃদ্ধি হওয়ারই কথা। এক ব্রিটেন স্বীয় সমস্যা লইয়াই বিব্রত ও চিন্তাক্লিষ্ট, তদুপরি ষ্টার্লিং গোষ্ঠিভুক্ত অন্যান্য দেশগুলির বিপর্যয়ের ভার হইতে উদ্ধার করিবার দায়িত্বও তাহারই স্কন্ধোপরি ন্যস্ত হইয়াছে। ষ্টার্লিং গোষ্ঠির অন্তর্ভুক্ত প্রায় সমস্ত দেশগুলিই ষ্টার্লিং উদ্বৃত্তের মুদ্রা তুলিয়া ব্রিটেনের সাহায্যের উপর ভর করিয়াছে। এই অবস্থায় একমাত্র প্রতিকার হইয়াছে ব্রিটেন ও ষ্টার্লিং গোষ্ঠির রপ্তানি বাণিজ্য

ব্রিটেন দুই ভাবে রপ্তানি বৃদ্ধি করিতে পারিত। প্রথমতঃ তাহার উৎপাদন ব্যয় কমাইয়া এবং দ্বিতীয়তঃ ষ্টার্লিংএর মূল্য হ্রাস করিয়া। উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করিতে হইলে ব্রিটেনের অধিকতর শ্রমিক স্বার্থিক সুযোগ সুবিধার সঙ্কোচন ছাড়া অন্য কোন পন্থা নাই। কিন্তু বর্তমান শ্রমিক সরকার সেই মতের বিরোধী। বস্তুতঃ শ্রমিক সরকারের পরিকল্পনার প্রথম ও প্রধান অংশ হইয়াছে, পূর্ণ কর্মসংস্থান ও বেকার সংখ্যা হ্রাস। অন্যথা উহাতে দেশের জনশক্তির অপব্যবহার ও অপচয় ঘটাইয়া উৎপাদিকা শক্তির অকল্যাণই সাধিত হয়। এমতাবস্থায় ব্রিটেনের ষ্টার্লিংএর মূল্য হ্রাস করা ছাড়া অন্য উপায় বা সহায় ছিল না।

প্রশ্ন উঠিবে, এই মূল্য হ্রাসের ফলাফল ব্রিটেন ও ষ্টার্লিং গোষ্ঠির অর্থনীতিতে কি ভাবে প্রতিফলিত হইবে। প্রথমতঃ ইংলণ্ডে

আমদানির উপরযোগ্য হ্রাস ঘটিবে এবং আমদানি দ্রব্যের প্রতিযোগিতা [illegible] বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিশেষ আশার সঞ্চার হইবে। তাহাড়া উদার অর্থনীতিও বহুলাংশে পরিপুষ্টি হইবে। ব্রিটেনের এ পর্যন্ত খুব লাভজনক না হইলেও যেসব দ্রব্য কেবলমাত্র সরকারী নির্দেশ অনুযায়ী রপ্তানি হইত তাহা বর্তমানে লাভজনক হইয়া উঠিবে বলিয়া ঐসব দ্রব্যের রপ্তানি স্বাভাবিকভাবেই উৎসাহ পাইবে। ইহার কারণ হইতেছে, ব্রিটেন যেসকল দেশে তাহার দ্রব্যসম্ভার প্রেরণ করিবে সে সকল দেশের সমস্ত চাহিদা মিটানো ব্রিটেনের সাধ্যাতীত। ফলে অন্যান্য দেশের একই জাতীয় দ্রব্যসামগ্রী ঐ সকল দেশকে আমদানি করিতে হইবে। ষ্টার্লিং মূল্য হ্রাসের ফলে বৃটিশদ্রব্যের মূল্যসূচকও হ্রাস ঘটিবে। কিন্তু বাজারে প্রতিযোগিতা বজায় থাকিবে বলিয়া—ব্রিটেন তাহার হ্রাসপ্রাপ্ত মূল্য অপেক্ষা কিছু বেশী দর আদায় করিতে পারিবে। ফলে বৃটিশদ্রব্যের মূল্যসূচকে হ্রাস ঘটিলেও উহা ষ্টার্লিং মূল্যহ্রাসের অনুরূপ হইবে না। ইহাতে ব্রিটেনের রপ্তানি বাণিজ্য অধিকতর উৎসাহিত হইবে। তাহাড়া রপ্তানিব্যবসায়ীগণও এইভাবে অধিক ডলার ষ্টার্লিংএ পরিবর্তিত করিয়া লাভে স্বভাবতই অধিক পরিমাণে ষ্টার্লিং পাইবে। ইহাতে যে শুভ প্রতিক্রিয়ার সূচনা হইবে তাহাতে সরকারের তরফে আর রপ্তানি বাণিজ্যের প্রতি সদাসর্বদা সতর্ক ও সজাগ দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিতে হইবে না। অবশ্য সরকারী উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা মূল শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির উন্নয়নকল্পে ব্যবহৃত হইবার পূর্ণ সুযোগ ঘটিবে।

ভারতের অবস্থা ব্রিটেনেরই অনুরূপ হইয়া দাঁড়ায়। রপ্তানির তুলনায় আমদানির পরিমাণ এতই বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে শেষ পর্যন্ত ইরু-ভারত ষ্টার্লিং চুক্তি অনুযায়ী ধার্য পরিমাণ অপেক্ষাও অধিক ষ্টার্লিং উদ্বৃত্ত সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়েছিল। অথচ আমদানি দ্রব্যের বেশীর ভাগই খাদ্য ও অন্যান্য ভোগ্যপণ্য লইয়া গঠিত। সর্বাধিক প্রয়োজনীয় কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি অতি অল্পই আমদানি হইয়াছে। ইহাতেও গত বৎসর ভারতের বাণিজ্যিক ঘাটতি ২১৬ কোটি টাকা দাঁড়ায়। (যদিও সরকারী হিসাব অনুযায়ী ইহা ৯০ কোটি টাকা; বোম্বাইএর Economic Weeklyএর প্রকাশিত হিসাবে তাহা ২১৬ কোটি টাকা বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। সরকারী তরফ হইতে অতঃপর এ সম্পর্কে কোন প্রতিবাদ করা হয় নাই।) এ অবস্থায় ভারতবর্ষের পক্ষে টাকার মূল্য হ্রাস করা ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না। ভারত যদি টাকার মূল্য হ্রাস না করিত তাহা হইলে স্বাভাবিক নিয়মেই ষ্টার্লিং অঞ্চলে ভারতের বহির্বাণিজ্য খুব ও সঙ্কুচিত হইয়া পড়িত। এই কৃত্রিম প্রয়োগ ভারতের পক্ষে অবশ্য সাময়িকভাবে কাজ হইত।

বর্তমানে টাকার মূল্য হ্রাসের ফলে ভারতীয় পণ্য অতি সহজেই ডলার অঞ্চলের খানি করা চলিবে। খুবই আশার কথা এই যে ভারতীয় পাট বিশ্বের আশাতীত উন্নতি ঘটিবে। পাটের যে সকল substitute এতদিন ভারতের পাট শিল্প বিশ্ব উৎপাদন করিতেছিল তাহা দূরীভূত হইবে।

কিন্তু ভারতের এই আশা পূরণে পাকিস্তানী ব্যবস্থায়—পাকিস্তানী মুদ্রামূল্য হ্রাস না ঘটায়—প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিবে। এখন তাবিবার বিষয় পাকিস্তানের এই বিরোধিতা ভারতের কি পরিমাণ ক্ষতি সাধন করিবে। ভারতের চটকলগুলি পূর্ণোদ্যমে চালু রাখিতে হইলে বৎসরে ৭০ লক্ষ গাঁইট পাটের প্রয়োজন হয়। পাকিস্তানের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক ব্যবস্থা অনুযায়ী ভারত প্রয়োজন অনুসারে ৪০ লক্ষ গাঁইট পর্যন্ত পাট আমদানি করিতে পারে। ভারতেই উৎপন্ন পাটের পরিমাণ ২৫ লক্ষ গাঁইট দাঁড়াইয়াছে। উহা ছাড়াও ভারতবর্ষে পাট উৎপাদন বৃদ্ধির সাফল্যজনক প্রচেষ্টা চলিতেছে। এইরূপ ক্ষেত্রে বর্তমান পাটের মরশুমে পাকিস্তান লাভবান হইলেও অদূরভবিষ্যতে পাকিস্তান নিদারুণ অসুবিধায় পতিত হইবে। ভারতবর্ষ একাই পাকিস্তানের উৎপন্ন পাটের ৩০ শতাংশ আমদানি করিয়া থাকে। সেক্ষেত্রে পাকিস্তানকার পাটের মূল্য অস্বাভাবিক হওয়ায় ভারত তাহার প্রয়োজনীয় পাট অন্যত্রেই উৎপাদন করিবে, ফলে পাকিস্তান তাহার পাটের মূল্য কমাইতে বাধ্য হইবে। সে অবস্থায় তাহার বর্তমান মূল্যমূল্য আকড়াইয়া ধরিয়া চলিতে চেষ্টা করিলে (ইহা অসঙ্গত কল্পনা বলিয়া মনে হয়) পাকিস্তানী কৃষক সম্প্রদায়কে এই মূল্যাবনতির জন্য তাঁহার পাটের দর কমাইতে হইবে। সুতরাং পাকিস্তানের পক্ষে মুদ্রামূল্য হ্রাস না করা সুবিবেচনার কাজ হয় নাই। অচিরেই তাহাকে ইহার ফল ভোগ করিতে হইবে এবং অনিবার্য হ্রাসবৈষম্যের মধ্যে পতিত হইতে হইবে।

টাকার মূল্য হ্রাসের ফলে ভারতে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী কিনা এই প্রশ্ন স্বভাবই উত্থিত হইয়াছে। ইহা একান্ত সত্য যে ষ্টার্লিং এলাকা হইতে আমদানিকৃত দ্রব্যের কিছুমাত্র মূল্যবৃদ্ধি ঘটিবে না,সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে ডলার এলাকার দ্রব্যের দর অবশ্যই চড়িবে। বহির্বিশ্ব হইতে যাহাদের আমদানির অধিকাংশই ডলার এলাকা হইতে আসে। সেক্ষেত্রে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য হ্রাস

আশঙ্কা করা জনসাধারণের পক্ষে আদৌ অহেতুক নয়। কিন্তু দেখা যাইতেছে কানাডা সঙ্গে সঙ্গে ডলার মূল্য হ্রাস করিয়াছে। ইহা ভারতের পক্ষে আশার কথা। কানাডার সঙ্গে এ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করা হইলে আমরা আশ্বস্ত হইতে পারি। উপরন্তু ভারত সরকার ঘোষণা করিয়াছেন যে ১৯৫১ সালের পর ভারত আর বহির্দেশ হইতে খাদ্য আমদানি করিবে না। অতএব ১৯৮০ সালে এই পরিকল্পনা আংশিক সাফল্য অর্জন করিলেও খাদ্যদ্রব্যের আমদানি অনেক কম হইবে। সুতরাং আশঙ্কা ও ভীতির ভাব কিছুটা বিদ্যমান থাকিলেই একেবারে হতাশ হইবার কারণ নাই। অবশ্য আমেরিকার খেরসাদের মূল্যবৃদ্ধির ফল জনসাধারণের দুর্ভোগ ও অসুবিধা যে বাড়িবে তাহা নিঃসন্দেহে বলা চলে। তবে আশ্বাসের কথা এই যে, ভারত সরকার যাহাতে কালোবাজারের উৎপাতটা বৃদ্ধি না পায় তজ্জন্য সর্ব্ব ব্যবস্থা অবলম্বনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

তাছাড়া আন্তর্জাতিক অর্থনীতির সমূহ সঙ্কট ও দুর্ভিক্ষ অপসারণ করিয়া পরিবর্ত্তিত অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য সরকারের সর্ব্বোতমুখী প্রচার সার্থক হইয়া উঠিলে অদূর ভবিষ্যতে এই আকস্মিক ও অনিবার্য্য মূল্য মূল্যবৃদ্ধি সঙ্কটজনক ও প্রাণিক অবস্থায় ব্যবস্থা বলিয়া পরিগণিত ও গণ্য হইবে।

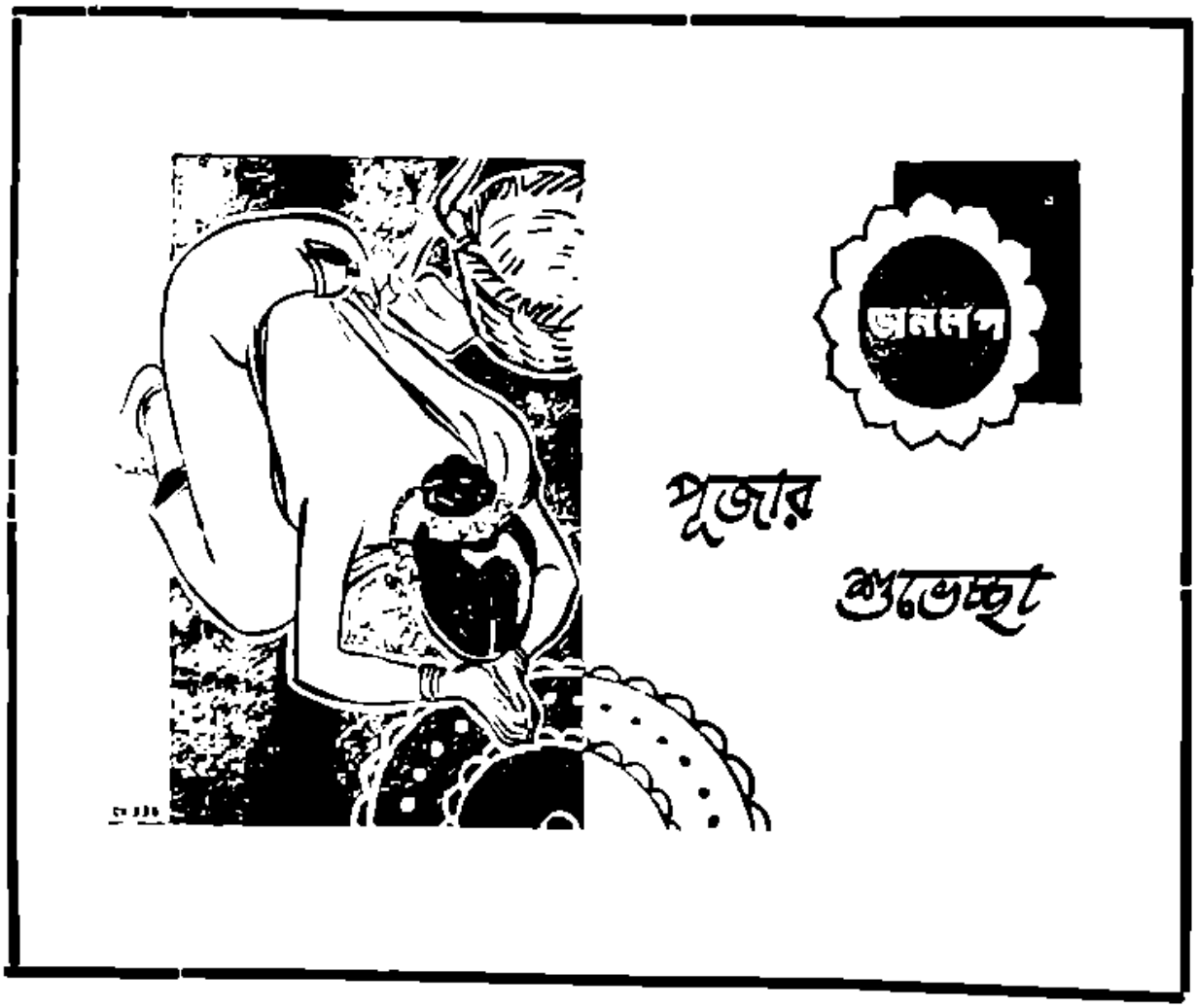

টাকাকে কি ১৮ পেনিতে রাখা সম্ভব ?

শ্রীবনবিলাস মুখোপাধ্যায়, এম, এ

[ইংলি ও টাকার মূল্যমানের তুলনামূলক সম্পর্কে আলোচনার অবতারণা করিয়াছেন। এই বিষয়টির বিষয় সম্পর্কে সাধারণের যথেষ্ট আগ্রহ দেখা যাইতেছে। বর্তমান প্রবন্ধ লেখকের অভিমত তাঁহার নিজস্ব। —আঃ ভাঃ সঃ।]

যে সময়ের মধ্যভাগে ভারতের প্রধানমন্ত্রী তাঁহার দ্বিতীয় সংকল্পের কথা ঘোষণা করিয়া বলিয়াছেন মূল্যস্তরের নিয়ন্ত্রণের জন্য বদ্ধপরিকর না থাকিয়া এখনই সুনির্দিষ্ট অর্থনীতি অনুসরণ করিতেই হইবে।

তদনুসারে সরকার মোটামুটি নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি অনুসরণ করিতেছেন বলিয়া মনে হয়:—(১) তাঁহারা মুদ্রাস্ফীতি নিরোধকল্পে বিভিন্ন বিদেশ মুদ্রার ও রেলের ভাড়া বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ, খেজুরের শুল্ক ইত্যাদি; (২) উৎপাদন বৃদ্ধি ও অনুৎপাদক খাতে ব্যয় হ্রাস করার পথে বাধা, বিশেষ উদ্যম পরিকল্পনা গ্রহণ ইত্যাদি ও (৩) বর্তমানে আবশ্যক আমদানি ও রপ্তানির সুবিধা।

কিন্তু বাস্তব অবস্থার সহযোগী কার্যপদ্ধতি কোন প্রকারেই সফল হয় নাই। সফল হইবার লক্ষণও দেখা যাইতেছে না। ইহা মূল্যের ক্রমবর্ধমান উর্ধ্বগতির বাড়িয়া চলিয়াছে, উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় নাই, বেকার সমস্যা তীব্রতর হইয়াছে। আবশ্যক ও রপ্তানির অবস্থা বাড়িয়া আমাদের সঞ্চিত ঢাকা ক্ষয় হইতেছে। ভারতের অর্থ নৈতিক জীবনে যে দুরারোগ্য ব্যাধি শিকড় গাড়িয়া বসিয়াছে তাহার যথার্থ কারণ নির্ণয় করিয়া তাহার চিকিৎসা হইয়া আর কিছু করা হইতেছে না। এমনকি এই চিকিৎসাও যেন আংশিক বৈপরীত্যের উপর ভিত্তি করিয়াই করা হইতেছে। বর্তমান প্রবন্ধে এই পরিস্থিতি হইতে পরিত্রাণ পাইবার কোন বিশেষ একটি দিক অবিচ্ছিন্ন ভাবে অবলম্বনের জন্য প্রস্তাব করা হইতেছে। টাকার বিনিময় হার ১৮ পেনি হইতে ৯ পেনিতে হ্রাস করা। বলিয়া রাখা ভাল যে, এই ব্যবস্থা সফল করিতে হইলে অন্যান্য দিকেও অন্যান্য ও যথোপযুক্তভাবে, ব্যবসায় ও শিল্পকে সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে এবং শ্রমিক নিয়োগ এবং মূলধন ও মজুরীর বৃদ্ধি নিয়োগ প্রভৃতিও নিয়ন্ত্রণের অধীনে হইতে হইবে যাহাতে স্বয়ংক্রিয় অর্থনৈতিক শক্তিগুলি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়া নিয়ন্ত্রণের কাজ করিতে পারে। অবশ্য স্বল্পসময়ের জন্য কেবলমাত্র আমদানির উপর নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন হইবে। তখন সর্বসাধারণের ঈপ্সিত অবস্থা ফিরিয়া আসিলে নিয়ন্ত্রণ ক্রমশঃ তুলিয়া লইতে হইবে।

এক সময়ে বলা হইয়াছিল যে মুদ্রাস্ফীতি মূল্যের ১০% স্তরে পৌঁছিলে ব্রিটেনকে দ্বিতীয়বার যুদ্ধ ঘোষণা করা অসম্ভব হইবে। বর্তমানে ভারতে এই সংখ্যা ৫০% এর কাছাকাছি। সরকারী মূল্যমানের সাম্প্রতিক সংখ্যার হিসাবে বিশৃঙ্খলতা হইতে মনে হয় যে, এই সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতে থাকিবে এবং মূল্যমান হ্রাস করার বিশেষ চেষ্টা হইবে কিনা তাহা সকল হইতে বলিয়া মনে হয় না। যদি মূল্যমান এইরূপ ও তদ উচ্চস্তরের থাকে তবে তাহার সহিত সামঞ্জস্য পূর্ণ আয় অবশ্য অবলম্বন করাই যুক্তিযুক্ত নহে কি ?

Purchasing power parity থিওরি অনুসারে কোন বিশেষ সময়ের মধ্যে দেশের মুদ্রামানের আপেক্ষিক মূল্য বৃদ্ধির হার তাহাদের বিনিময় হারকে প্রভাবিত করে। যদি ইংলণ্ডের চাহিদা ও যোগানের হার-দুটি আমাদের থাকে। চাহিদা ও যোগানের দিক দিয়া যে পরিবর্তন হইয়াছে তাহাতে আমাদের অনুকূল নহে। পাউণ্ডের দাম এক সময় আমাদের বহির্বাণিজ্যের বেশীরভাগ ছিল, বর্তমানে পাউণ্ডের তাৎক্ষণিক আমাদিগকে বিদেশীর নিকট হইতে কিনিতে হইতেছে। আমাদের মাল মজুদ করিবার জন্য আমাদের নিজের উৎপাদন যথেষ্ট হইতেছে না। এরূপ অবস্থায় কি আমাদের বিদেশস্থ কূটনৈতিক বা বাণিজ্যদূতগণ পরমহংসের কি মুদ্রামূল্যের ৪ গুণ মূল্যে আমাদের চা, পাট, চামড়া বা পাট আদি ক্রয় করিতে পারিবেন ? বাণিজ্য ও বৈদেশিক লগ্নির মাধ্যমগুলির বাণিজ্য দেশের অনুকূল হইবে না। ইউরোপের সরকারগণ আন্তর্জাতিক প্রদেশীয়ের তারতীয় কূটনীতিকে অনুসরণ করিতেছেন।

মুদ্রামূল্য সংক্রান্ত তুলনায় আমাদের প্রধানতম আমদানির প্রধান আমদানিকারক দেশগুলিতে প্রচলিত ও সরকারী আয় বেশ কমিয়া দুইটি—ইহা যাহা দুই-গুণ বাড়িয়াছে; সেখানে আমাদের বাড়িয়াছে চতুর্গুণ। চাহিদা এর সহিত টাকার বিনিময় হার ১ টাকা=১৮ পেনি সেই পুরাতন জায়গায় থাকে। তাহা হইলে, মূল্যমূল্য আমের তুলনায় আমরা আমাদের ৪ গুণ পণ্য আর (পণ্য অবশ্যই স্মরণ রাখিতে হইবে; কেননা বেশীরভাগ লোকেরই আয় ৪ গুণ বাড়ে নাই—যাহার অর্থ কোন কোন ব্যক্তির আয় হয়ত ৩০ গুণ, ৫০০ গুণ এমনকি ১০০০ গুণ বাড়িয়াছে) আনা ৪ গুণ টাকা দিয়া কিনিতে পারি এবং এই ৪ গুণ টাকা দিয়া পূর্বের তুলনায় বিদেশী মুদ্রাদি কিনিতে পারি। অবশ্য এই টাকাটা যদি বিদেশে রেখে দেওয়া হয় তাহা হইলে মূল্যমূল্যের তুলনায় সমান সমান কিনিতে অর্থাৎ বর্তমানে বিদেশের তুলনায় অর্ধেক কিনিতে কিনিতে পারি। কারণই, আমাদের বিদেশী মুদ্রাদি ক্রয় করার ক্ষমতা বাড়িয়া যায়। অন্যান্য আমদানির বিদেশী ক্রেতাদের আয় বিশেষ বাড়িয়াছে বলিয়া বিশেষ টাকা তাহারা কিনিতে পারেন। কিন্তু রপ্তানি মূল্যের তুলনায় দেশীয় ব্যবসায়ীরা মুদ্রাদি আর কিনিতে পারে। অবশ্য যেসব বিশেষ রপ্তানি আর বন্ধ করিলে তাহারা মূল্যের সমান কিনিতে কিনিতে পারেন। এইভাবে ভারতে আমদানির পরিমাণ বাড়িয়া রপ্তানির পরিমাণ করিয়া যাইতেছে। টাকাকে ১৮ পেনি হইতে ৯ পেনিতে টানিয়া আনিলে বিদেশীদিগের ভারতকে রপ্তানি আমদানি বিষয়ে আকর্ষণীয় করিয়া তুলিবে, তাহাতে রপ্তানির আমদানি প্রবণতাও সঙ্গে সঙ্গে হ্রাস পাইবে। টাকার ক্রয়ক্ষমতা দেশের ভেতরে বিদেশে বেশী হইলে বিদেশে জিনিস কেনার আমাদের যে ক্ষমতা তাহাকে আইন করিয়া কিছুদিন এবং কতকটা বেআইনি ভাবে চলে বটে, কিন্তু আইনের বেড়া যেদিন ভাঙিয়া পড়িবে সেদিনকার পরিস্থিতিটা ফোটাই বাঞ্ছনীয় হইবে বলিয়া মনে হয় না। বিদেশী মুদ্রার ক্রয় ক্ষমতা আমাদের আশা করা বিদেশে বেশী হইলে বিদেশীর দিকে ভারতের জিনিস কোন আইনের বলেই ক্রয় করান সম্ভব নয়।

এই অবস্থায় কেন যে আমরা বিনিময়ের পুরাতন হারকেই আঁকড়াইয়া বসিয়া আছি বোঝা কঠিন। এইরূপ বলিয়া থাকিতে চেষ্টা করায় ফলে ভারতীয়দের দেশে ও বিদেশের বিনিময়ে উৎপাদিত চালি আমদানি প্রতিযোগিতার কেন বিটাইয়া নিজের হাতে হইতেছে। বিষয়টা একটু তলাইয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, তাহারা আমরা মূল্যমান চালি অপেক্ষাকৃত মূল্যবান টাকার বিনিময়ে বাহারা তুচ্ছ জীবিত মূল্যের রক্ষা করিয়াছেন তাহাদিগকে এক

(শেষাংশ ৩৮০ পৃষ্ঠায়)

কাশ্মীরের অর্থনৈতিক কাঠামো

কাশ্মীরের সাম্প্রতিক অবনতির ফলে যে সকলকে বিস্ময়ে স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছে তাহা নহে। [illegible] এই রাজ্যের [illegible] ইহার [illegible] [illegible] [illegible]

ভারতের বহির্বাণিজ্যে প্রতিকূল গতি

শ্রীবিমলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

প্রাক্-সমর অবস্থা

গত কয়েক বৎসর ধরে অন্যান্য বহু দেশের মত ভারতবর্ষের আমদানি ও রপ্তানির মধ্যে অসমতা বৃদ্ধি পাইয়া একটি জটিল সমস্যার আকার ধারণ করিয়াছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে এরূপ সমস্যা উদ্ভব হইবার কারণ ঘটে নাই। বিদেশ হইতে যে সমস্ত বস্তুগুলি ইতিপূর্ব্বে ও বৈধভাবে আসিত, তাহা পাট, পাটজাত দ্রব্য, চা, তুলা, রেশম, চামড়া, চামড়া প্রভৃতি রপ্তানি করিয়া তাহার মূল্য হইতে সেইগুলির মূল্য পরিশোধ করিবার ব্যবস্থা ছিল। কোন বৎসর বাণিজ্যিক ঘাটতি হইলে বিনিময়ের এই দেশে যে স্বর্ণ আমদানি হইত তাহা বিদেশে প্রেরণ করিয়া সেই ঘাটতি পূরণ করা হইত। চলার বাণিজ্য সাধারণতঃ উদ্বৃত্ত ঘটিত ও সমস্ত ইংলিশ ব্যাঙ্কের তত্ত্বাবধানে উপযুক্ত হইত। বিশ্বের বহুমুখভাবে বৈদেশিক বাণিজ্য ভারতের অনুকূল পরিমাণে বাড়িয়া যায়। পরে অবশ্যকতগুলি হইতে আমদানি বন্ধ হয় এবং বিনিময়মূল্য হইতেও আসিবার উপায় সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। উপরন্তু, ভারতের বিভিন্নাংশের মধ্যেও ও দূর প্রান্তে অবস্থিত সমরে নিযুক্তের জন্য বিপুল পরিমাণ রসদপত্রের সরবরাহ করে। ফলে ভারতের ৩৩০ কোটি টাকার রপ্তানি বহু পরিমাণে বাড়িয়া দুইশতাধিক কোটি টাকার মজুত ভারত যাহা প্রায় ১১০ কোটি পাউণ্ড মজুত হয়।

সমরোত্তর বিপর্য্যয়

যুদ্ধের পর অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটে। সংগ্রহ চালাইবার জন্য বহু ভারতের আমদানি বিটেন দেন। সুতরাং ভারতবর্ষ হইতে আমদানি অনেকাংশে কমাইয়া দিল। ডলার ইনিং রেখা রোধ করিতে আমেরিকা হইতে ভারতের সহিত কিস্তীবন্দী ব্যবস্থা করিল। যুদ্ধের সমস্যা বাড়াইয়া বলা যায়। যুদ্ধে পূর্বে বাহির হইতে ১৫ লক্ষ টন পরিমাণ খাদ্যশস্য আসিত এবং ইহা পাওয়া যাইত বর্মা, শ্যাম প্রভৃতি ইস্টার্ন রেশ হইতে। কিন্তু এই সব দেশ যুদ্ধ ও পরে যুদ্ধবন্দরে বিধ্বস্ত হওয়ায় ভারতকে তাহার খাদ্যের খাদ্য হইতে হয়। যুদ্ধের কয়েক বৎসর বিদেশ হইতে কলকারখানার জন্য নূতন যন্ত্রপাতি এবং বিভিন্নকার্য্যের জন্য ও বিলাসদ্রব্যাদি আসিতে পারে নাই। যুদ্ধের এই সমস্ত বিনিময়ের জন্য অবরুদ্ধ হারিয়ের পথ উন্মুক্ত হয়। ফলে বহির্বাণিজ্যের অসাম্যের পরিমাণ বিপুলভাবে বৃদ্ধি পায়।

সেনারক্ষোভের প্রতিক্রিয়া

সেনবিভাগের জন্য ভারতীয় অর্থনীতির অনেকগুলি ক্ষেত্রের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ভারতবর্ষ পূর্ব্বে যেখানে বাঁচা সাহের মুখাপেক্ষী ছিল, সেইখানে এই দেশ পৃথিবীর মধ্যে মুখ্য আমদানিকারী হইয়া উঠিয়াছে। সৈন্যদের বিভিন্ন মূল্য সম্পর্কের ভারত অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে। ভারত আর পূর্বের ন্যায় চাহিদা রপ্তানি করিতে সমর্থ নহে, পক্ষান্তরে উপযুক্ত অনেকগুলি পাকিস্তানের আগে সমস্ত ভারতবর্ষের আমদানির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৪৮-৪৯ সালে প্রতি বৎসর ১০০ কোটি টাকা ধরে প্রায় ৩০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য আমদানি করিতে হইয়াছে। পাকিস্তান প্রথম একটি বৈদেশিক রাষ্ট্র ও ইহার সহিত ভারতের প্রতিকূল বাণিজ্যের পরিমাণ বৎসরে ৩০ কোটি টাকা বলিয়া অনুমিত হইয়াছে।

সাম্প্রতিক বাণিজ্যের পরিচয়

১৯৪৭-৪৮ ও ১৯৪৮-৪৯ এই দুই বৎসরের মধ্যে আমদানি ও রপ্তানির বিভিন্নবিধ বিভাগ পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে ভারতবর্ষের ক্রমবর্দ্ধমান প্রতিকূল বাণিজ্যের অবস্থা আয়ত্তাধীন হইয়া উঠিয়াছে।

	আমদানি		রপ্তানি	
	(কোটি টাকার হিসাবে)			
	১৯৪৭-৪৮	১৯৪৮-৪৯	১৯৪৭-৪৮	১৯৪৮-৪৯
এপ্রিল	৩৫.৪৮	২৮.৭৩	২৪.৭৫	৩৮.৫৬
মে	৩৭.২৩	৪২.৩৩	৩৯.০৭	৩২.৪০
জুন	৩৫.০৭	৩৭.৮১	৩১.৪১	৩৬.৮১
জুলাই	৩২.৪৪	৪০.৪৯	২৮.৫৫	৩৬.৮২
আগষ্ট	৩১.৯৯	৩৫.২১	৩১.৪৭	৩১.৮৩
সেপ্টেম্বর	২৫.৩৩	৩১.১১	৩৪.১১	৩৪.২৩
অক্টোবর	২৯.৫৭	৩১.১৩	৩৪.৮৭	৩৭.৩৫
নভেম্বর	২৯.৬৮	৩২.১২	৩৭.৬৩	৩৭.১৮
ডিসেম্বর	৩০.০৮	৩৫.৯৯	৩৬.০৯	৩৭.৫১
জানুয়ারী	৩১.৯৫	৩৫.০৪	৩৪.১৩	৩৫.১৩
ফেব্রুয়ারী	৩৩.০৩	৪২.১১	৩৭.৩৪	৩৫.৭৪
মার্চ	৩৫.১৭	৪৫.১০	৪৪.১৪	৩২.৫৪
	৩৩৮.৬৫	৪১৮.০০	৪০৬.১৯	৪২১.৮২
এপ্রিল, ১৯৫৩		৩২.১২		৩৪.২০
মে, ১৯৫৩		৩৩.১৪		৩০.০৩

গত বৎসর এই দেশে রপ্তানি অপেক্ষা ৮৮ কোটি টাকার অতিরিক্ত আমদানি হয়। পরিমাণের দিক দিয়া আমদানির সংখ্যার বিচার এই তালিকায় ধরা হয় নাই। উহার প্রতিকূলতার পরিমাণ ৩০ কোটি টাকা ধরে করিলে সাম্প্রতিক বিদেশ বৎসরে ১১৮ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। বিগত বৎসরে প্রায় ২০০ কোটি টাকার খাদ্যশস্য আমদানি করিতে হইয়াছে। বিদেশ হইতে পাকিস্তানের কাঁচা পাট ও তাহা তুলা বাদ দিলে আমদানি ব্যাহত অন্যান্য দ্রব্যের আমদানির মধ্যে কয়লা, খনিজ তৈল ও যান্ত্রপাতি প্রভৃতি অধিকাংশ আমদানিই আমা প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত।

বৈদেশিক ঋণের পরিমাণে হ্রাস

রপ্তানি বৃদ্ধির ফলে সঞ্চিত ইংলিশ ব্যাঙ্কের ঋণ বিশেষভাবে হ্রাস পাইয়াছে। বিদেশ ব্যাঙ্কের প্রকাশিত হিসাব হইতে সাম্প্রতিক বিদেশ বর্ষ হইতে তাহা স্পষ্ট হইবে।

বর্ষ শেষে,	
১৯৪৮	১৪৪৩.৩১
১৯৪৯	১৯১৩
১৯৫০	
১৯৫১	১৯১০.৩৪
১৯৫২	১৯১৩.৩৪
১৯৫৩	৭৮৮.৩৩

উপরের হিসাব হইতে দেখিতে পাওয়া যায় ও বিভিন্ন বছরের মধ্যে সম্পত্তি বিভাগ এবং উহার ইনিং তুকি অনুযায়ী পাকের দেশে প্রায় ৬০০ কোটি টাকা ১৯ দিনে বাণিজ্যিক ঘাটতি মুদ্রণের জন্য ১৯১৮-৪৯ সালে বৈদেশিক ঋণ ৭ বছরে হ্রাসের পরিমাণ দাঁড়ায় ১১৩ কোটি টাকা। ১৯৫৩ সালের প্রথম ৯ মাসে আরও ১১৩ কোটি টাকার ইনিং ব্যাঙ্ক হইয়াছে। গত বৎসরের ইনিং তুকি অনুযায়ী হিসাব করা হয়, আমদানি পূর্বের আনুমানিক ৮ কোটি পাউণ্ড হইতে আরও ৯ কোটি পাউণ্ড হ্রাস করিতে পারিবে। কিন্তু অন্যান্যদিকের আমদানি বৃদ্ধি পাওয়ার ফল এদিকে বৎসরের মধ্যেই এই ১১ কোটি বাড়িয়েছে আরও ৫ কোটি পাউণ্ড হ্রাস হইয়া যায়। সমস্যার তুকি অনুযায়ী হইলে ১৯৫৮-১৯ সালের শেষ অতিরিক্ত ৮ কোটি পাউণ্ড হ্রাস অবশেষের করিবার এবং ১১ সং আর লাভার লাইসেন্স অনুমোদিত আমদানির সাথ করিয়া লইয়াছে। তখনের পরিমাণও সমস্যার দোড়গোড়। যে কোন মুহূর্তে ওপারবঙ্গের অন্তর্ভোগি হেড কোটি ডলারের গত বৎসর আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার হইতে ১০ কোটি ডলার ঋণ গ্রহণ করিয়া কোরকমে ডলারের ঘাটতি পূরণ করা হয়।

রপ্তানি চুক্তির কারণ

[illegible] উদ্বৃত্ত রপ্তানি এলাকের প্রধান অবলম্বন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিশ্বযুদ্ধের পরিস্থিতির বাজার রপ্তানির অনুবিধাগুলি। অন্তর্বিরোধের ফলে বাজার উন্মুক্ত হইয়াছে। ভারতীয় পণ্য ও দ্রব্যাদির [illegible] এখন কি একটিমাত্র ক্ষেত্রেও কৃষি প্রতিযোগিতা দেখা দিলে পাকিস্তান অনেক উৎপন্ন [illegible] ও মূল্যে মাথায় করিতেছে। [illegible] ও দুই-তৃতীয়াংশ অঞ্চল [illegible] ফলে অনেকের পক্ষেরই মূল্যের [illegible] ছিল, কিন্তু সম্প্রতি উহা [illegible] অবস্থাপন্নের [illegible] হইয়া উঠিয়াছে। [illegible] পাকিস্তান [illegible], আফগানিস্তান, [illegible] চুক্তি [illegible] [illegible] ১৯৪৮ সালের [illegible] ১৯৪৯ সালের [illegible] ১৯৫০ সালের [illegible] ১৯৫১ সালের [illegible] ১৯৫২ সালের [illegible] ১৯৫৩ সালের [illegible] ১৯৫৪ সালের [illegible] ১৯৫৫ সালের [illegible] ১৯৫৬ সালের [illegible] ১৯৫৭ সালের [illegible] ১৯৫৮ সালের [illegible] ১৯৫৯ সালের [illegible] ১৯৬০ সালের [illegible]

খাদ্যে আত্মনির্ভর ভারত

শ্রীচিত্ত চৌধুরী

১৯৬১ সালের দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা হইতে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত বিদেশী খাদ্য আমদানি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে বলিয়া ভারত সরকার ঘোষণা করিয়াছেন। এতদিন পরে ঐ দীর্ঘ-প্রতিশ্রুত সিদ্ধান্তের কারণ বিশ্লেষণ করিয়া আমদানি করা হইবে না—এই মর্মে সংবাদ প্রচার করিয়া ভারতকে খাদ্যের বিষয়ে স্বাবলম্বী করিয়া তুলিবার বিপুল আয়োজন ও আশ্বাস বর্তমানকাল দেখিয়া শুরু হইয়াছে। পণ্ডিতজী সরকারী ঘোষণায় বলিয়াছেন: "সম্প্রতিকালে ভারতের যাবতীয় অর্থনৈতিক সমস্যা ভারতের খাদ্য সমস্যাকে কেন্দ্র করিয়া আবর্তিত হইয়াছে।" এ কথা অবশ্যই সত্য যে, ভারতীয় জনসাধারণের অধিকাংশের সমস্যার মিটা প্রয়োজনীয় খাদ্যের সংস্থানের মূল রহিয়া আছে প্রধান করিয়াছে। ইহার একটা কথা যে, কোন দেশেরই ঐশ্বর্য-সম্পদের পরিমাণ তাহার অর্থ ব্যবহার, স্বর্ণ-রৌপ্য প্রভৃতির দ্বারা নির্ণয়িত হয় না, প্রকৃত সম্পদ নির্ভর করে দেশের মাটির পরিপূর্ণতার ও ফসলে। সুদীর্ঘ বিদেশ পরাধীনতা ও অবাধ শোষণের ফলে ভারতের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে অসিয়া দিয়াছে, সোনার ভারত সর্বদিক দিয়া শুষ্ক ও পঙ্গু হইয়া বিদেশের হাতে অন্নের জন্য ভিক্ষাপাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেই শাসন ও শোষণ এখন ভারতভূমি হইতে বিদায় লইয়াছে সত্য কিন্তু উহারই সব পূর্বতন কুফলগুলি মূলোচ্ছেদ করিয়া অর্থনৈতিক সুস্থতার পূর্ণ প্রতিষ্ঠার এক বড় সময়ের মধ্যে যে সম্ভব নহে তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। খাদ্যের ব্যাপারে পরনির্ভরতা অবসানের বিষয়কে সুদীর্ঘকালীন সমস্যার গুরুত্ব আরোপ করিয়া সরকার ভারতীয় অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত ও ভালোপযোগী সংশোধনের পথই গ্রহণ করিয়াছে। দেশের খাদ্য সংস্থান না থাকিলে বিশেষতঃ ভারতের মত কৃষিনির্ভর দেশকে খাদ্যের জন্য বিদেশের দ্বারে হইতে হইলে তাহা ভারতের আন্তর্জাতীয় আর্থিক দুর্বলতা ও সঙ্কটই সৃষ্টি করে।

সরকারী হিসাব অনুযায়ী ভারতের মোট খাদ্য ঘাটতি পরিমাণ ১০ ভাগ হইতে ১২ ভাগ পর্যন্ত অনুমিত হইয়াছে। এই ঘাটতি পূরণের জন্য বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানি করিতে গিয়া বৎসর বৎসর ১০০ কোটি টাকার মত ব্যয়িত হইয়াছে। ১৯৬০-৬১ সালে বিদেশ হইতে ৪৮ লক্ষ টন খাদ্য আমদানি করা হয়। চলিত বৎসরে আমদানির পরিমাণ ৪০ লক্ষ টন ধার্য করা হইয়াছে এবং তজ্জন্য প্রায় ২০০ কোটি টাকা ব্যয়িত হইবে। ইহা ব্যতীত পরিকল্পিত অতিরিক্ত অর্থসংস্থান সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ১৯৬১-৬২ সাল ও ১৯৬২-৬৩ সালে ভারতীয় ইউনিয়নে খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদন ১৯৬০-৬১ সালের উৎপাদন হইতে অনেক বেশি হইবে। এই উভয় বৎসরে বিদেশ হইতে ১৪ হইতে ১৫ লক্ষ টন খাদ্যশস্য আমদানি করিতে হইবে। অতিরিক্ত উৎপাদন পরিকল্পনার ১৯৬১ সালের খারিফ সংখ্যার প্রধান, অর্থাৎ মোট প্রয়োজন পরিমাণ ১৯৬১-৬২ সাল অপেক্ষা পরবর্তী ১০ ভাগ হ্রাস পাইবে।

খাদ্য উৎপাদন ও প্রয়োজন

	১৯৬১-৬২	১৯৬৬-৬৭	১৯৭১-৭২
খাদ্য উৎপাদন (হাজার টনের হিসাবে)	৮৯,৫৮১	৮৪,১৮০	৯৫,৩৪৩
খাদ্য-আমদানি (লক্ষ টনের হিসাবে)	১১.২১		
মোট জনসংখ্যা (১০ লক্ষের হিসাবে)	৩১৬.০	৩৫৪.৫	৩৯৬.০
খাদ্য প্রয়োজন (জনপ্রতি ৩৮ মণের হিসাবে)			

ইহাও সম্পূর্ণ চিত্র নহে। যেমন ১৯৬১-৬২ সালে কোন কোন স্থানে ১২ আউন্স রেশন জোগাইয়া ৯ আউন্স পর্যন্ত করা হইয়াছে। জনস্বাস্থ্য বিভাগ করিলে দেখা যাইবে, জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশের বরাদ্দে মাত্র ১৬ আউন্সের বেশী খাদ্য জুটে নাই। অথচ পুষ্টি উপযোগী করিবার মতে একজন পূর্ণবয়স্কের দৈনিক ন্যূনতম প্রয়োজন ২৪ আউন্স। Human Nutrition and diet-এ আলবরেক্ট সে পরিমাণ ১৪ আউন্স ধরিয়া নির্দিষ্ট করিয়াছেন। খাদ্যশস্য নীতি-নির্ধারণ কমিটি সেখানে ১৬ আউন্স পরিমাণের উল্লেখ করিয়াছেন। তাহারা খাদ্য পুষ্টি সম্পর্কেও অবশ্য সচিবের সভাপতি ডাঃ উলিশ এই প্রসঙ্গে যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, ভারতে প্রয়োজনের তুলনায় পরিমাণ এবং তার খাদ্য খুব কম—দেশবাসী এই কথা ভুলিতে পারিয়াছে। কিন্তু খাদ্যের কম প্রয়োজনীয় অন্যান্য প্রব্যের অভাব তাহা অপেক্ষাকৃত গুরুতর। তাঁহার হিসাবে মতে তৈল এবং অন্যান্য স্নেহ জাতীয় আহার্য, ফল, শাকসব্জী, দুধ, মাংস, মৎস্য এবং ডিমের অভাব পরিমাণ ১৯০ হইতে ৩০০ ভাগ। ক্যালরীর হিসাবে পরিমাপ করিলে ভারতের জনপ্রতি খাদ্য প্রব্য অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক কম। এই দুই বিশ্লেষণের প্রয়োজনের বিষয়টি উপলব্ধি করিয়াও যাহা আমদানি বন্ধ করিবার যে সব পন্থা সরকার অনুমোদন ও অনুসরণ করিতেছেন তাহাই সংক্ষেপে বিশ্লেষণ ও বিচার করিবার বিষয়। বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানির জন্য এইজন্য বিপুল অর্থ ব্যয়িত হইলে দেশ অচিরেই নিদারুণ অর্থসংকটে পতিত হইবে। আমাদের রপ্তানি বাণিজ্যের প্রতিকূল গতিতে বৈদেশ প্রব্যের মূল্যস্ফীতির প্রতিফলিত হইয়াছে। বিদেশাগত ভারতে যে সাহায্য প্রকল্পটি রহিয়াছে, উহা মূলতঃ খাদ্য আমদানিই বর্ধিত-প্রসার করে। ভারতের যদি অন্নের সংস্থান হইয়া যাইতে তাহা হইলে ভারতের খাদ্যের সংকটে। যে দেশ খাদ্যে ব্যাপারে স্বয়ম্ভর সে দেশের ভারসাম্যের অস্বাভাবিক সংকটের তীব্রতা সেই পরিমাণেই কম।

ভারতকে খাদ্যের দিক দিয়া আত্মনির্ভরশীল করিতে হইলে প্রয়োজন, 'অধিক খাদ্য ফলাও' অভিযান আকারে এই সর্বপ্রথম নয়। ১৯৬০-৬১ এই তিন বৎসরে ভারত সরকার 'অধিক খাদ্য ফলাও' অভিযান সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে ভারসাম্যের ১৮ কোটি টাকা ব্যয় করিয়াছে। সেই অভিযানের ইতিহাস আলোচনা করিবার স্থান নাই। একদিকে খাদ্যের ঘাটতি কমে নাই আর একদিকে খাদ্য ফলানোর ভারসাম্যের ফল ও মজুতীর সংখ্যাবৃদ্ধি হওয়া ইহা অন্যান্য সকল দিক হইতে ব্যর্থ হইয়াছে। ১৯৬০-এর অক্টোবর অভিযান সম্পর্কে টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া (৩১ জুলাই, ১৯৬০) একটি তথ্য উদ্ঘাটন করিয়াছে। ইহাই আশ্চর্যতঃ উদ্বেগের কারণ। উক্ত পত্রিকায় বলা হইয়াছে, "খাদ্যের উৎপাদন বড় বৃদ্ধি না হইলে খাদ্য সংগ্রহ মজুতী সংখ্যার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটিয়াছে।" প্রকৃত ব্যাপারের উক্তি ঘটাইয়া চাষের মুখোমুখি করিবে তত যে সব পরিবর্তনের কাজ আরম্ভ হইয়াছে বা অদূর ভবিষ্যতে আরম্ভ হইবে তাহা স্বয়ংসম্পূর্ণ আত্মনির্ভর পরিকল্পনার অনুকূল নহে। আশু ফলবৃদ্ধি পরিকল্পনার অঙ্গীভূত মূল অংশ হইতেছে, পতিত জমির উদ্ধার সাধন, সমবায় খামার ও ব্যাপকভাবে কৃষিযোগ্য চাষাবাদ। ইহা হইল উৎপাদন বৃদ্ধি সংক্রান্ত দিক। ইহাই আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা হইতেছে খাদ্য সংগ্রহ ও খাদ্য বণ্টন।

ভারতীয় সরকারের খাদ্যনীতি প্রবর্তনের ইতিহাস সুখের নহে। ১৯৪৬ সালের জানুয়ারী মাসে সরকার খাদ্যের উপর হইতে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ক্রমে প্রত্যাহারের নীতি গ্রহণ করেন। বাণিজ্যের স্বাভাবিক পরিপন্থ উন্মুক্ত হইলে মূল্যবৃদ্ধি ঘটিবে এবং তাহা হয়ে

প্রচুর পরিমাণে খাদ্যশস্য সংগ্রহের ব্যবস্থা করিতে পারিবে ইহাই ছিল সরকার পক্ষের প্রধান যুক্তি। বিরোধীপক্ষ প্রশ্ন করিয়াছেন, কেন্দ্রীয় সরকারের সংগ্রহ ও মজুত ইদানীং সরকারের একচেটিয়া কর্তৃত্ব অবসানের ফলে বেসরকারী ব্যবসায়ীদের মজুত অপেক্ষা অনেক কম হইবে কি না? ১৯৪১ সালের ডিসেম্বরের ২১১ হইতে ১৯৪৮ সালের জুন-আগষ্টে ৩০৭-এ পৌঁছায়। খাদ্যশস্যের আমদানী ১৯৪৮ সালের আগষ্ট মাসে বেশ কিছু কমে, কিন্তু বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৪৮ সালের জুন ও আগষ্ট মাসে যথাক্রমে ৩১২ ও ৩১৩ এ দাঁড়ায়। যুক্তপ্রদেশ, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের মজুত ৯১,০২,০০ টনের হইতে ৮৫,০১,০০ পর্যন্ত নামে। বেসরকারী মজুত সম্পর্কে বিভিন্ন মহলে পৃথক পৃথক মত প্রকাশিত হয়। ইদানীং পরিষদে বলিয়াছেন যে সরকার বেসরকারী মজুত কিছু, ৪৯টি কারণ হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু এই সংখ্যা কিরূপ ভাবে সংগৃহীত হইয়াছে তাহার কোন বিবরণ প্রকাশের কোন অভিপ্রায় তাঁহার আছে বলিয়া মনে হয় না। যাহা হউক মন্ত্রীর বিবৃতি প্রকাশের পর কয়েকটি [illegible] সম্পর্কে পুনরায় প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে [illegible] সরকার হইতে [illegible] ঘোষণা করা হইয়াছে কি না? [illegible] সরকারের [illegible] কি? [illegible] কি পরিমাণ [illegible] ১৯৪৮ সালের পরিষদ সভায় [illegible] সংগ্রহ করিবার [illegible] সরকারী মজুত [illegible] কি পরিমাণ [illegible] ইদানীং [illegible] কি পরিমাণ [illegible] সরকারী মজুত [illegible] কি পরিমাণ [illegible] সরকারী মজুত [illegible] কি পরিমাণ [illegible] সরকারী মজুত

প্রত্যেকদিন ভারী জিনিষ বয়ে নিয়ে যায় গুডইয়ার সাইকেল টায়ার

অল্ ওয়েদার এবং তাকত্ সাইকেল টায়ারের দাম কম আর বর্ষাকালে সবচেয়ে বেশী নিরাপদ

যখনই কিনবেন, দেখবেন যেন

GOODYEAR

সাইকেল টায়ার এবং টিউব পান

টাকাকে কি ১৮ পেন্সিতে রাখা সম্ভব ?

(পূর্বপৃষ্ঠার পর)

প্রকার বিশ্বাস নিজেই। আর একটা সমস্যাও আছে। কারণটা মূল্যের বিনিময়ের দুনিয়ার ঐতিহাসিকদের। তাঁরা ইতিমধ্যেই অনুসন্ধিৎসু হইয়া গিয়াছেন যে কবে কখন কোন্ দেশে কি ভাবে বিনিময়ের হার ১ টাকা—১৮ পেন্সি) বজায় রাখিতে পারে এবং কখন কেন বজায় রাখিতে পারে নাই। বিনিময়ের হার নির্ধারণ করিবে এই সমস্যা নেওয়া বিশেষ করিয়া কারেন্সি-নোটের টাকাকে ১ পাউন্ড পরিবর্তিত করিয়া সোনার হার ঠিক রাখা সম্ভব হইবে কিনা, তাহার পুনরায় তুলিয়া টাকার বিনিময় আমার [illegible] মূল্যের [illegible] করার [illegible] নিয়ে করিবার [illegible] টাকার অবস্থানের [illegible] ১ পেন্সি [illegible] করিয়া [illegible] ঐতিহাসিক [illegible] ঐতিহাসিক [illegible] আমাদের [illegible] করিবার [illegible] করিবার [illegible] ঐতিহাসিক [illegible] ঐতিহাসিক [illegible] ঐতিহাসিক

লেদার মার্কেট

বিগত বর্ষের বিশ্লেষণী

বিগত বৎসর পূর্বে লেদার বাজারে যে বিরাটত্বের ধারণা সৃষ্টি হইয়াছিল, বিগত বর্ষের শেষভাগে বাজার অবস্থান ঘটিয়াছে ইহা অনেকে ধারণাবিরোধকারীর সঙ্গে সহজ সুরে মনে করেন। আশা করা যায় যে বর্ষা খুব সমাগত হইয়াছে ও বাজার ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে। মুনাফা-অংকের ক্রেতাগণ লাভজনিত উল্লেখযোগ্য ও দীর্ঘকালব্যাপী একটা মুনাফের বাজির পর কেবল যেন অধিকাংশ। এবং মূল অতীত নৈরাশ্য ও নিষ্ক্রিয়তার ভাব বিদায় লইয়াছে এবং বাজার উন্নতর মূল্যস্তরে স্থিতিশীল হইবে।

পূর্বের বন্ধ ও অবসাদের ভাবটির ফের চাঙ্গাভাব আমাদের আলোচ্য বৎসরের আরম্ভ হয়। রাজনীতিক অনিশ্চয়তা, সরকারী নিষ্ক্রিয়নীতির বিধাগ্রস্ত ক্রমবিকাশ, মূল্যস্তরের অবনতি উৎপত্তি, বিক্রয়কারী ব্যাঙ্ক ঋণের অনটন, শ্রমিক অসন্তোষ, যানবাহনের অসুবিধা, লগীকারকের প্রচুর কষি প্রবৃত্তির ফল লেদার বাজার দৃঢ়প্রায় হইয়া দাঁড়ায়। গত পূজাবকাশের পূর্বে বাজার ফেলে উদ্ভাসনি চারিটি যাবৎ যেন পায় চতুর্দিকে বিশৃঙ্খলতার সৃষ্টি হয়। রাজনীতিক ক্ষেত্রে যানবাহন ও কাঁচামাল সরবরাহ বাজারকে অবনতির পথে টানিয়া লইয়া যায়। মুদ্রাস্ফীতি রোধী ব্যবস্থাকল্পে ব্যাঙ্ক সরকার সঙ্কোচন ঋণের নিয়ন্ত্রণ বর্ধিত করে যে কড়াকড়ি আইন প্রণয়ন করেন তাহাতে বাজার বিক্ষোভিত হয়। পরে যানবাহনের সমস্যার কিছু সমাধান হইয়া যায়। ব্যাঙ্ক সরকার আইনে লগীকারকের স্বার্থরক্ষাকল্পে কিছু কিছু বিধান পরিবেশিত করেন। কিন্তু বাজারের বিশেষ কোনও পরিবর্তন ঘটে না। ১৯৬৮ সালের অক্টোবরের শেষভাগে ও ডিসেম্বর মাসে বাজারে ব্যবসায়ের উন্নতি দেখা যায়। পূর্ব বৎসরের তুলনায় ইতিমধ্যে আমদানি হ্রাস আমার পরিবর্তে যাহা আশা করা গিয়াছিল তাহার কিছু পরিমাণ উৎপাদনের সম্ভব হয়। অক্টোবর মাসে উৎপাদন বৃদ্ধির সাধারণে মে-অক্টোবরের বাজারে চাঁটা আমদানের লেদারের মধ্যে তুলনা পরিলক্ষিত হয়। বিদেশি ইক এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কে ভারত সরকারের নিকট যে নির্দিষ্ট আমদানির দেশ করা হয় তাহাতে লগীকারকদের মনে আশার ভাব জাগে। কাঁচামাল ক্রয়সংক্রান্ত একটি সুবন্ধন সমস্যা দূরীভূত হয়ে। বিদেশের লেদারের আমদানি-ছেড় চেয়ার অব বন্দরের ব্যবসায়িক ভোগদখল চাঃ মাসাই উহার বক্তৃতায় করাচীর আভিনব্য সম্পর্কে যেরূপ সন্তোষজনক মন্তব্য করেন তাহাতে এই আশা জাগে যে ভিত্তি বাজেট বাজার লাভের ব্যবস্থা করিবেন। সেই অবস্থায় কেন্দ্রীয় বাজেট উপস্থিত হইবার পূর্বে বাজারে খুব উৎসাহ ও উত্তেজনা প্রকাশ পায়। কিন্তু বাজেট প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে সব পরিষ্কার যায়। আশা করা গিয়াছিল যে, শুল্ক মকুবই লিবারেল আদি মুনাফার ব্যবস্থা লাভকর উঠাইয়া লইবেন। কিন্তু মূলধন লাভকর প্রত্যাহার এবং প্রত্যক্ষকরের ক্ষেত্রে আংশিক লাঘবের ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও মুনাফাকর প্রত্যাহৃত না হওয়ায় বাজেট ব্যবসায়ীদের সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই। সুতরাং বাজেটের ফলে বাজারের কোনরূপ গতি পরিবর্তনের আশা নির্মূল হইয়া গেল। ঘর্ত মাসের প্রথমভাগে কয়েকটি লেদারের বিক্রয় মূল্য সম্পর্কে কারখানিদের অস্বাভাবিক কড়াকড়ির বাজারে বিশেষ কোন অনুকূল প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় নাই। কিন্তু এই মাসের শেষভাগে বোম্বাইয়ের বাজারে চাঁটা ডেলকার্বের দর হঠাৎ ১৬০ পয়েন্ট বাড়িয়া যাওয়ায় ও সোনার বাজারে আকস্মিক মূল্যহ্রাসের ফলে একটা আতঙ্কের ভাব সৃষ্টি হয় এবং ইহা বিক্রয়ে লাভ করে।

ইহার পরের তিন মাস বাজারের একটানা নিষ্ক্রিয়তার ইতিহাস। কলিকাতার শাইলিয়ে ও বোম্বাইয়ের মহালিয়ে মুনাফার প্রয়োগ দেখা দেয়। ইহা সত্ত্বেও চুনাপাথরের সকল চাঁটগুলি লোভনীয় দামে মাল বন্ধ ও অনেক কোম্পানী লভ্যাংশ বিতরণ করিতে অসমর্থ হয়। বাজারে চাঁটগুলি লেদার "নিরুদ্বেগ" মূল্যে অনেক দীর্ঘে রাখিয়া যায়। এক সময় ১৯/১২ দরে হাতবদল হাত হয় এমন লেদার বিক্রয় হয়েছে। বোম্বাই ও আমেদাবাদে বিনষ্টগুলিতে কড়ুর পরিমাণ বহু

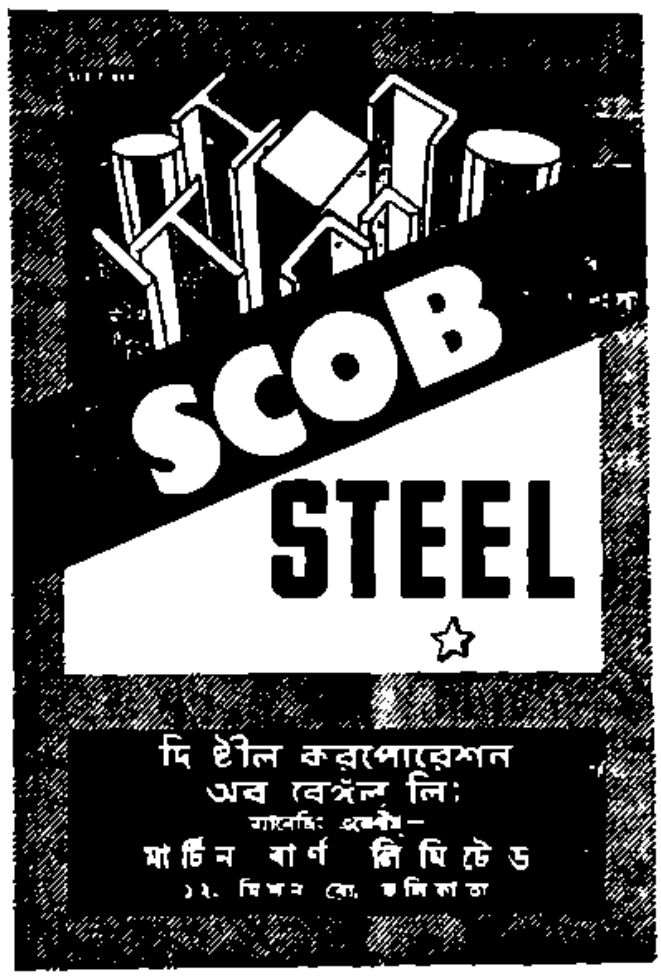

মধ্যে হইতে আরম্ভ হয় এবং তাহা আরও কিছু কাল চলিয়া যায়।

তুলাই মাস হইতে বাজার উত্তেজিত হইয়া আসাইকা চলে ও আসাই অত্যাবশ্যক অবস্থাতে পরিণতি হয়।

* * *

পরিশিষ্টে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের কয়েকটি অবধি প্রতিবাদের যে মূল্যতালিকা দেওয়া হইয়াছে তাহা বিশ্লেষণের অনুধাবন যোগ্য। দেখা যাইবে যে, যেবারের মূল্য অন্যান্য সাইজ অপেক্ষা যেবারে নিম্নে আছে সেইবারে বিক্রয় হইয়াছে। ইণ্ডিয়ান আয়রন ও ষ্টীল কর্পোরেশনের শেয়ার ১৯৪৩-৪৪ ও ১৯৪৭ আনায় বিক্রয় হয়। টাটা ডেফার্ড প্রতি ১০০ শেয়ার মিলে ১১৪৩-৪৪ সালে পায় ও অতিরিক্ত ২১৬১-৪৭ সালে। পরের দুই বারের উত্তেজনা অনুরূপভাবে হয় নাই। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে মূল্যের মূল্যহ্রাসে অতিমুল্য হইয়াছে ও অনেক স্থানে আসলের চেয়ে প্রকৃত মূল্যের কম হইয়া উহা চলিয়া গিয়াছে। কলিকাতা বোম্বাইয়ের উত্তেজনা বিশ্লেষণের লক্ষণীয়। অন্য বিষয়ের তুলনায় এই বিভাগে অধিক বিভিন্নতা প্রদর্শন করিয়াছে। সেখানে ১৯৪৩-৪৪ সালের তুলির সংশোধনের অভিজ্ঞতা অনেক কমিয়ে সমর্থ হয়।

*

অধ্যয়নের উৎপত্তি ও উন্নতি হইতে এইরূপ অনুমান করা যায় যে, ভারতীয় বিনিময় সম্পর্কে পুরাতন ধারণা পরিবর্তিত হইয়াছে। তবে এই আর্থনিক ভেদীভাবের সাথে কয়েকটি কারণ আছে। ৪.৫ পার্সেন্ট ডিবেঞ্চার মূল্যে আরম্ভিত হইয়া ইণ্ডিয়ান ফুট ডিপার্টমেন্টের যে সমস্ত কাজ অনেক অংশে আয়ের সুযোগ দেওয়া হয় এবং পাউন্ডের মূল্যের বাজারে অস্থায়ীত্ব লক্ষিত হয়। অনেকে ইহাকে বড় দুঃখের অর্থ করিয়া ছবিতে পায় ও লাভের অর্থ সেখানে বিনিয়োগ করে। ষ্টার্লিং সম্পর্কের আয়ার পুরাবিধি হয় ও ইহা বাজারের পুনরুজ্জীবনের সহায়ক হয়। বিশ্লেষিত সরকারী নীতি সম্পর্কে পূর্বাপেক্ষা অধিক আস্থা হয় ও এই ধারণা হয় যে, সরকার ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণ কাজের করিতে চেষ্টাই করিবেন না। কুন মাসে শেয়ারের দাম এমন নীচে চলিয়া গিয়াছিল যে বিক্রয়ের অনিশ্চিতের প্রকৃতই সাহসকর বলিয়া বিবেচিত হয়। শেয়ার ব্যবসায়ী ও ফটকাবাজ সকল এই মূল্য স্তরের সুযোগ লওয়া করিয়া মনে করে এবং প্রচুর পরিমাণে মাল খরিদ করিতে আরম্ভ করে। ফটকাবাজেরা বিক্রেতাবিমুখ হইয়া পূর্ণ বিক্রীর শেয়ারের সন্ধান করিতে থাকে। বাজারের উত্তেজিত বিক্রেতারা হাত গুটাইয়া লয় এবং সামান্য ক্রয়সংখ্যার ফলেই দর অত্যধিক চড়িয়া যায়।

ব্যবসায়ের সহীতাবস্থা এই উন্নতিতে বিশেষ অংশ গ্রহণ করে নাই। অতীতের দুঃস্বপ্ন অভিজ্ঞতার ফল তাঁহারা সন্তোষের সহিত বাজারের গতি লক্ষ করিয়া যান।

*

সেপ্টেম্বর মাসে দরের যে অবনতি ঘটিয়াছে তাহা আশ্চর্যজনক নহে। ইহা তেজী বাজারের স্বাভাবিক পরিণতি।

আশা করা যায় যে বাজার উত্তেজনার আর বিশ্লেষণের সম্মুখীন হইবে না ও সাম্প্রতিক বিভিন্নতা বজায় থাকিবে।

বিগত বর্ষে শেয়ার মূল্যের গতি

কলিকাতা ও বোম্বাই

শেয়ার	১৯৪৩-৪৪		১৯৪৪-৪৫		১৯৪৭	
কাপড়ের (ইউনিট)						
বেঙ্গল কোল			১৯৩০	৮৩০	৯৩	
ইণ্ডিয়ান আয়রন	৫১৩৭	৫১৪০	৪০৮৲	৫৪৮৲	৪১৪৲	
স্টীল কর্পোরেশন	৩৯৩০	৩৯৩০	৩৭৩০	৪৫৯৲০	৪১৯৲০	
জেসপ ইণ্ডিয়া	১৮৩৭	১৮৩৭	১৪৩৭	২১৯৲০	৩১৲	
ব'ড্ডা	৩০৲০	৩৩৲০০	২৭৩১০	৪৮৩১০০	১৩৯৲	
ইণ্ডিয়ান আয়রন	২৫৪৲০	২৪৯০	২৭৩৲০০	৪৭৲০	২৪৯৲০	
ষ্টীল কর্পোরেশন	২১৲০	২১৯০	২৩৩৲০	১৯৲০	২৯৲০	
জেসপ	১৭৯০	১৮৯০	১৪৩০	১৯৲০	১৯৲০	
সি, আই, সি	৭৬৲০	৭৪৲০	৮৬৲০	৯৲০	১ ৯০	
বেঙ্গল আলী	৭১৲০	৭৯	৭৯০	৭৯০	১৯৲০	
ইণ্ডিয়ান	৩৯৮৲০	৩৭৪৲০	৫৯৲	৫৪৲০	৮৮৲০	
বার্মা শেল	১৪৬৲০	১৪৭০	১৪৭০	১৩৯০	৪১৲০	
বোম্বাই ডাইং	১০৬৯০	১১৮৭০	১৪৩৯০	৯৭৯০	৩৯৲	
টাটা ডেফার্ড	১৫৫৭৯০	১৬৩৭৯০	১৬৪৭০	১৫৫৭৯০	১০৫৭৯০	
টাটা প্রেফারেন্স	১৯৯	৩০৯৯০	৪৮৭৯০	১৯৫৭৯০	১৩৯৯	

* নির্ধারিত বিক্রয় মূল্য। ইহার অনেক নীচে বেচাকেনা হয়।

মুদ্রার মূল্যহ্রাসের তাৎপর্য

শ্রী সি. ডি. দেশমুখ, যুক্ত-সম্পাদক ইণ্ডিয়ান ফিনান্স

অন্য প্রদেশের সঙ্গে কারবারে, সাধারণ ইংলিশ এর মূল্য ১৩ টাকার স্থলে ১৮৮০ টাকায় অর্থাৎ শতকরা ৩০ ভাগ হ্রাস করা হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে ইংলিশ প্রণালীর অধিকাংশ মুদ্রার মূল্য নিম্নরূপ ধার্য করা হইয়াছে। টাকার মূল্য ৩০ সেন্টের স্থলে ২১ সেন্ট নির্দিষ্ট হইয়াছে। মূল্যহ্রাসের আশঙ্কা অনেক দিন হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল বটে কিন্তু এই পরিমাণ হ্রাস যে এত শীঘ্রই ঘোষণার জন্য হইবে তাহা কেহই মনে করে নাই। বৈদেশিক বাণিজ্যে বিপুল শক্তি ও তাহার স্থায়ী অবটন দূর করিতে হইলে এইরূপ ব্যবস্থারই প্রয়োজন ছিল যাহাতে অন্যান্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্প্রসারিত হয় এবং যাহাতে বিভিন্ন দেশে নিম্ন ও মাঝারি শ্রেণীর কর্মতৎপরতা অক্ষুণ্ণ থাকে।

মূল্যহ্রাসের ফলাফল সম্পর্কে এখনই কোন নিশ্চিত ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় না। তবে ইহা নিঃসন্দিগ্ধভাবে বলা যায় যে, মোটামুটি ফল শুভ হইবে এবং ইংলিশ প্রণালীর দেশগুলির আন্তর্দেশীয় সম্পর্ক যথোপযুক্তভাবে ব্যবস্থা করিবার সুযোগ ঘটিবে।

এই বিষয়গুলির মূল্যের জন্য সম্প্রতিক ঘটনাবলীর পটভূমিকায় সবিস্তার আলোচনা প্রয়োজন। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া ঘাটতির সমস্যাটি জটিল হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু বর্তমান পরাজয়ের সূচনা হইতেই এই সমস্যার আরম্ভ হয়। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও অন্যান্য দেশের ক্রমবর্ধমান উৎপাদন ও নূতন নূতন শিল্পসৃষ্টি আলোচনার ফলে এই সমস্ত দেশে অত্যাবশ্যক উপকরণের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। যথা, তৈল খনি, লাইসেন্স প্রভৃতি, যা, অন্য প্রকৃতির পণ্যের জন্য এই দেশগুলি ইংলিশ অঞ্চলের উপর নির্ভরশীল হইলেও, ইহাদের নিকট ইংলিশ প্রণালীর প্রয়োজন অনেক কম বেশী। বহুপরি যুদ্ধে বিধ্বস্ত হওয়ার ফলে যুক্তরাজ্য ও ইউরোপের অন্যান্য দেশের উৎপাদন অনেক কমিয়া যায়। অন্যদিকে যুদ্ধকালে ব্যাঙ্ক চাহিদা ও আর্থিক ক্ষেত্রে সাধারণ নীতি অনুসরণের জন্য জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা অনেক বাড়িয়া যায়।

এইরূপ সমস্যা কিভাবে বিভিন্ন দেশগুলির মধ্যে বাণিজ্যিক আদানপ্রদানের সম্পর্ক স্বাভাবিক করিয়া আনা যায়। ইউরোপের দেশসমূহের আন্তর্জাতীক অর্থনীতিকে পুনর্গঠিত করা প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে। ইহারা ক্রমশ অনুভব করিতে এই দেশগুলি বিশেষ করে সচিব হয়। ট্রিক এই সময়ে ঘাস ও সাধারণ অন্যান্য সহযোগিতার

আবশ্যক হইয়াছে। ইহাদের বাণিজ্য-প্রতিকূলতার জন্য ইংলিশ অঞ্চল ক্রমশঃ হইতে থাকিলেও অন্যান্য দেশের সঙ্গে মুদ্রাহ্রাস সম্পর্কে যথাযথ আলোচনা হয় নাই। সম্প্রতি এক সাংবাদিক বৈঠকে সম্পাদিত ইউ-আরের আর্থিক দুর্গতি বিশ্লেষণ করিয়া ডাঃ জন মাথাই বলেন যে, দুর্গতির ইংলিশ ও ডলার ঘাটতি পূরণের জন্য ব্যবস্থা থাকিলেও আন্তঃদেশীয় বৈদেশিক মুদ্রা বাণিজ্য সম্পর্কে সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে। বৈদেশিক বাণিজ্যে ভারসাম্য আনয়ন যেমনটি ও পারস্পরিক বাণিজ্য বাধা অপসারণই প্রধান লক্ষ্য। বেলজিয়ামের জন্য পারস্পরিক ভারসাম্যের আশ্বাস পাইলেও, এই দেশ ইংলিশ অঞ্চলের জন্য সাধি হবে মুদ্রাসংকটে। প্রথমে আশা করা হইয়াছিল যে, পাকিস্তানের সরকারের কাছের আলোচনার আলোকে মিটিয়ে যাইবে। কিন্তু ওই দেশের ঘাটতিপূরণের সম্ভাবনাকে না করায় আশঙ্কিত যুক্তরাষ্ট্র, আর্জেন্টাইন প্রভৃতি দেশ হইতে খাদ্যশস্য আমদানি কমিয়ে দিয়েছে। সেইজন্য ১৯৪৭ সালের মূল্য বাস পর্যন্ত এক বৎসরে ১৩ কোটি ডলার প্রাপ্তির আশা এক-তৃতীয়াংশ হ্রাসে পরিণত করা হইয়াছে। এখন আশঙ্কা অমূলক নহে যে, ঘাটতির মূল্যহ্রাসের সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করিলে অদূরভবিষ্যতে দেশের সমস্ত ইংলিশ সঞ্চয় ব্যয়িত হইয়া যাইত।

টাকার ক্রয়-মূল্য হ্রাস করিয়া আমদানি রপ্তানির সমতা আনয়ন করা যাইবে কিনা তাহা বলা সম্ভবপর নহে। ইহাতে এদেশের অন্যান্য দেশের উপর কিরূপ প্রতিক্রিয়া হইবে তাহা বিবেচনা করিতে হইবে। অবশ্য, ইহাতে দেশবাসির মনে বিনিময় হারের কোনরূপ পরিবর্তন ঘটে নাই। আমদানির সংকোচন ও রপ্তানির প্রসারের ফলে ঘাটতির পরিমাণ অনেক কমিয়া যাইবে। ইহাতে এদেশের শিল্পসমূহ সবল হইবে ও ভারতীয় শিল্পজাত দ্রব্যাদি-রপ্তানিকারীরা সরকারী সাহায্যের সুবিধা পাইবেন।

কয়লার পারিমাণ বাড়ে ১০,০০০ টন হারে উৎপন্ন করিতে পারে, কিন্তু বর্তমানে মাত্র ৮০,০০০ টন উৎপন্ন হইতেছে। অর্থ বিনা ব্যয়ে এই হইবে। ইহা করিলে ভারতের স্বাধীনতা হইতে পারে, তবে সেটি-প্রসারে দেশের সমগ্র অর্থনীতিতে পরিবর্তন ঘটিবে।

রেলপথ ছিন্ন অন্যান্য আমদানির মূল্য বৃদ্ধি করা দেশ হইবে এবং যে ঘাটতি হইবে তাহা আমদানির সংকোচন, উৎপাদনবৃদ্ধি ও রপ্তানি-প্রসার করিয়া পূরণ করিতে হইবে। পরিবর্তিত অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য ঘটিবার পূর্বে অল্পকালীনভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানারূপ অসামঞ্জস্য দেখা যাইবে। উদাহরণস্বরূপ আমদানির ক্ষেত্রে মূল্যবৃদ্ধি ঘটিবে, যেমন ১০০ টনের মূল্যের স্থলে ৩৫০ টাকার স্থলে ৪০০ টাকা প্রদান করিতে হইবে। মূল্যের পরিবর্তন না, কিন্তু মূল্যমানে রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য উৎপাদন না বাড়া পর্যন্ত পণ্যাভাবের অবস্থা ঘটিতে পারে।

সরকারের কর্তব্য হইবে আমদানীত অর্থনীতির ধ্বংস সম্প্রসারণ করা যাহাতে মূল্য স্ফীতি অধিক বৃদ্ধি না পায়। ইহা ভারত আর্থিক নীতি ও শিল্পনীতির মূলনীতিরূপে গ্রহণ করিবার সুযোগ-সুবিধার কথা অবশ্য প্রয়োজনীয় কথা বলিবার কোনরূপ সময়ের ঘটিবে না।

আমদানি ও রপ্তানির মধ্যে সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত করা ও উৎপাদনবৃদ্ধি মূলমন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যগুলি সাধিত না হইলে কৃষিব্যবস্থার পরিবর্তন করা বলা সম্ভব হইবে না। অর্থনীতির প্রত্যেক ক্ষেত্রের সঙ্গেই আপনী ভাবের যোগাযোগ সহিত লক্ষ্য করা কর্তব্য।

৩ জন ইণ্ডিয়া রেডিয়োর কলিকাতা কেন্দ্র হইতে যত ঘন্টা সেতারের মাহিত্র প্রচার করে

খাদ্যে আত্মনির্ভর ভারত

(পূর্বপৃষ্ঠার পর)

যায় তখন কৃষির সংযোজন যান্ত্রিকীকরণ অপরিহার্য হইয়া পড়ে, কিন্তু সর্ব অবস্থাতেই প্রচলিত ব্যবস্থা-গুলির আংশিকী প্রয়োগ দ্বারা অতীষ্ট ফল লাভ করিবে না। উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি, সঞ্চিত জমি উদ্ধার ও সংরক্ষণের আনুষঙ্গিক আয়োজন ব্যতীত কৃষিসমৃদ্ধি বিষয়ে কোন পন্থা নাই।

আমাদের দেশে শতকরা ১৯ ভাগ ক্ষেত্রে সারকারী বৃষ্টি হয় বা কৃত্রিম উপায়ে সেচের ব্যবস্থা করা হয়। বাকি অঞ্চলে চাষ হয় বা বলিলে অত্যুক্তি করা হয় না। সার, জলসেচ উন্নত বীজ, কৃষিযন্ত্র ইত্যাদির ব্যাপক ব্যবহার অবশ্যই করিতে হইবে। কিন্তু কৃষির সঙ্গে পৌরাহিত্য করিতে হইলে প্রথমে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বনই সর্বা-পেক্ষা জরুরী। আমেরিকায় একর প্রতি ফসলের গড় উৎপন্ন হার ৭০০ হইতে ৭০০ পাউণ্ড। বৃটেনের সেই হার ৮০০ হইতে ৯

অতিপ্রচুরতা সমস্যা

[illegible] সাল, বোম্বাই প্রদেশের [illegible] সরকার চাউল ও গমের অতিরিক্ত জমির খাজনা বৃদ্ধি করিলে কৃষকগণ ঐ সকল জমিতে তুলা চাষ করিতে আরম্ভ করে। ফলে সরকারী রাজস্ব বৃদ্ধি পায়। ১৯২৯ সালে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সঙ্কট আরম্ভ হইলে তুলার মূল্য হ্রাস পায়। কৃষকগণ তুলা চাষ বন্ধ করিয়া পুনরায় চাউল ও গম চাষ আরম্ভ করে। ফলে সরকারী রাজস্ব হ্রাস পায়। ১৯৩৭ সালে বোম্বাই প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠিত হইলে তাহারা খাজনা বৃদ্ধি করিবার প্রস্তাব করে। কৃষকগণ তাহার বিরুদ্ধে আন্দোলন করে। ফলে খাজনা বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় নাই।

১৯৩৯ সালে ইউরোপে যুদ্ধ আরম্ভ হইলে ভারতের রপ্তানি বাণিজ্য হ্রাস পায়। ফলে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য হ্রাস পায়। ১৯৪১ সালে জাপান যুদ্ধে যোগদান করিলে ভারতের রপ্তানি বাণিজ্য একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। ফলে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য আরও হ্রাস পায়। ১৯৪২ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ৩০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ১৯৪৩ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ৫০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ১৯৪৪ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ৭০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ১৯৪৫ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ৯০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ১৯৪৬ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ১১০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ১৯৪৭ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ১৩০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ১৯৪৮ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ১৫০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ১৯৪৯ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ১৭০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ১৯৫০ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ১৯০ গুণ বৃদ্ধি পায়।

১৯৫১ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ২১০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ১৯৫২ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ২৩০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ১৯৫৩ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ২৫০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ১৯৫৪ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ২৭০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ১৯৫৫ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ২৯০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ১৯৫৬ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ৩১০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ১৯৫৭ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ৩৩০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ১৯৫৮ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ৩৫০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ১৯৫৯ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ৩৭০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ১৯৬০ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ৩৯০ গুণ বৃদ্ধি পায়।

১৯৬১ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ৪১০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ১৯৬২ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ৪৩০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ১৯৬৩ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ৪৫০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ১৯৬৪ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ৪৭০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ১৯৬৫ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ৪৯০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ১৯৬৬ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ৫১০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ১৯৬৭ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ৫৩০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ১৯৬৮ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ৫৫০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ১৯৬৯ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ৫৭০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ১৯৭০ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ৫৯০ গুণ বৃদ্ধি পায়।

১৯৭১ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ৬১০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ১৯৭২ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ৬৩০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ১৯৭৩ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ৬৫০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ১৯৭৪ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ৬৭০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ১৯৭৫ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ৬৯০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ১৯৭৬ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ৭১০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ১৯৭৭ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ৭৩০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ১৯৭৮ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ৭৫০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ১৯৭৯ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ৭৭০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ১৯৮০ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ৭৯০ গুণ বৃদ্ধি পায়।

১৯৮১ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ৮১০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ১৯৮২ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ৮৩০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ১৯৮৩ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ৮৫০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ১৯৮৪ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ৮৭০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ১৯৮৫ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ৮৯০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ১৯৮৬ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ৯১০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ১৯৮৭ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ৯৩০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ১৯৮৮ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ৯৫০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ১৯৮৯ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ৯৭০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ১৯৯০ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ৯৯০ গুণ বৃদ্ধি পায়।

১৯৯১ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ১০১০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ১৯৯২ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ১০৩০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ১৯৯৩ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ১০৫০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ১৯৯৪ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ১০৭০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ১৯৯৫ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ১০৯০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ১৯৯৬ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ১১১০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ১৯৯৭ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ১১৩০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ১৯৯৮ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ১১৫০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ১৯৯৯ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ১১৭০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ২০০০ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ১১৯০ গুণ বৃদ্ধি পায়।

২০০১ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ১২১০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ২০০২ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ১২৩০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ২০০৩ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ১২৫০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ২০০৪ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ১২৭০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ২০০৫ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ১২৯০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ২০০৬ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ১৩১০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ২০০৭ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ১৩৩০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ২০০৮ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ১৩৫০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ২০০৯ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ১৩৭০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ২০১০ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ১৩৯০ গুণ বৃদ্ধি পায়।

২০১১ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ১৪১০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ২০১২ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ১৪৩০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ২০১৩ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ১৪৫০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ২০১৪ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ১৪৭০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ২০১৫ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ১৪৯০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ২০১৬ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ১৫১০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ২০১৭ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ১৫৩০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ২০১৮ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ১৫৫০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ২০১৯ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ১৫৭০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ২০২০ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ১৫৯০ গুণ বৃদ্ধি পায়।

২০২১ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ১৬১০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ২০২২ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ১৬৩০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ২০২৩ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ১৬৫০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ২০২৪ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ১৬৭০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ২০২৫ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ১৬৯০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ২০২৬ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ১৭১০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ২০২৭ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ১৭৩০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ২০২৮ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ১৭৫০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ২০২৯ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ১৭৭০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ২০৩০ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ১৭৯০ গুণ বৃদ্ধি পায়।

২০৩১ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ১৮১০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ২০৩২ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ১৮৩০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ২০৩৩ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ১৮৫০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ২০৩৪ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ১৮৭০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ২০৩৫ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ১৮৯০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ২০৩৬ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ১৯১০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ২০৩৭ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ১৯৩০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ২০৩৮ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ১৯৫০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ২০৩৯ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ১৯৭০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ২০৪০ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ১৯৯০ গুণ বৃদ্ধি পায়।

২০৪১ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ২০১০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ২০৪২ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ২০৩০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ২০৪৩ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ২০৫০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ২০৪৪ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ২০৭০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ২০৪৫ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ২০৯০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ২০৪৬ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ২১১০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ২০৪৭ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ২১৩০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ২০৪৮ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ২১৫০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ২০৪৯ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ২১৭০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ২০৫০ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ২১৯০ গুণ বৃদ্ধি পায়।

২০৫১ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ২২১০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ২০৫২ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ২২৩০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ২০৫৩ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ২২৫০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ২০৫৪ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ২২৭০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ২০৫৫ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ২২৯০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ২০৫৬ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ২৩১০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ২০৫৭ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ২৩৩০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ২০৫৮ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ২৩৫০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ২০৫৯ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ২৩৭০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ২০৬০ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ২৩৯০ গুণ বৃদ্ধি পায়।

২০৬১ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ২৪১০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ২০৬২ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ২৪৩০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ২০৬৩ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ২৪৫০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ২০৬৪ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ২৪৭০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ২০৬৫ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ২৪৯০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ২০৬৬ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ২৫১০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ২০৬৭ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ২৫৩০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ২০৬৮ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ২৫৫০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ২০৬৯ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ২৫৭০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ২০৭০ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ২৫৯০ গুণ বৃদ্ধি পায়।

২০৭১ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ২৬১০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ২০৭২ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ২৬৩০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ২০৭৩ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ২৬৫০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ২০৭৪ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ২৬৭০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ২০৭৫ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ২৬৯০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ২০৭৬ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ২৭১০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ২০৭৭ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ২৭৩০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ২০৭৮ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ২৭৫০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ২০৭৯ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ২৭৭০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ২০৮০ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ২৭৯০ গুণ বৃদ্ধি পায়।

২০৮১ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ২৮১০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ২০৮২ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ২৮৩০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ২০৮৩ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ২৮৫০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ২০৮৪ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ২৮৭০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ২০৮৫ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ২৮৯০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ২০৮৬ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ২৯১০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ২০৮৭ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ২৯৩০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ২০৮৮ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ২৯৫০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ২০৮৯ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ২৯৭০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ২০৯০ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ২৯৯০ গুণ বৃদ্ধি পায়।

২০৯১ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ৩০১০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ২০৯২ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ৩০৩০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ২০৯৩ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ৩০৫০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ২০৯৪ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ৩০৭০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ২০৯৫ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ৩০৯০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ২০৯৬ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ৩১১০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ২০৯৭ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ৩১৩০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ২০৯৮ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ৩১৫০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ২০৯৯ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ৩১৭০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ২১০০ সালে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ৩১৯০ গুণ বৃদ্ধি পায়।

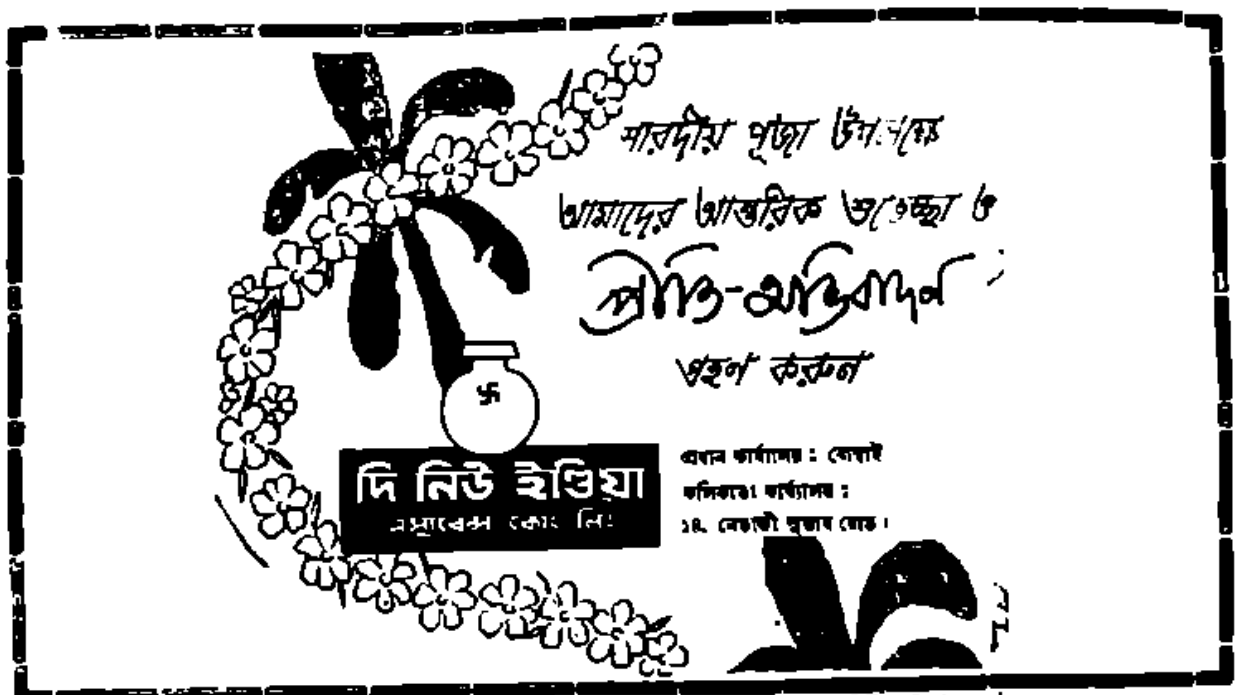

বিষয় কোন রেখা নাই। লোকের অবস্থা ও স্বাচ্ছন্দ্যের অনুপাত এক নির্ণয়। মানুষ সাধারণ সুখ সম্পদের উচ্চ করে যে ইহাতে আমার দুইটুকু বা ঐ কিন্তু অবস্থার হাল ঘটে না এক অধিকার সুবিধা সুযোগ করে না।

[illegible] the words [illegible]—এই দৃষ্টি ও বিশ্বাসের উপর ভর করিয়া যাহারা অধিকতর সমাজে আরও কিছু চাহেন না তাঁহাদের কথা বলব। আর বিশ্বাসের ভিত্তি আমার বিশ্বে ভিত্তি এই প্রতিষ্ঠা বাস্তবে অধিকার দিয়ে নিশ্চিন্তার অবস্থাই সম্ভব এবং আমি। আর বিশ্বাস হইবেছে, পৃথিবীর আমরা এবং আমরা যোগ সম্পদ বর্তমান ব্যবসাদারী ও সমস্যা সাধারণের অনুপাতিক হিসাবের বিশ্বে অধিকতর এর সমাধান নাই করিবে

৫ জনসংখ্যা

বিশ্বের সমস্যাটি জনসংখ্যা [illegible] বলিয়া অধিক হইয়াছে এবং বর্তমান আমার কোটি কথা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। অর্থাৎ ১৯ শতাব্দীর প্রতি দিন লোকের অন্ন ১৯৯ জন বৃদ্ধি হইতেছে পৃথিবীর সমস্ত এবং হাতে কিন্তু অনুপাত করিতেছে না। অন্যান্য সম্প্রদায়গুলি তুলনায় অধিক সন্তান জন্ম দিতেছে। লোকের ১৯৯৩ হইতে ভারতের জনসংখ্যা সাড়ে[illegible] ৩৩ কোটি হইতে ৩৯ কোটি ৩৫ লক্ষ। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হইতেছে ৩৩ লক্ষ অর্থাৎ বাস্তব সমস্যা ১০ ভাগ সমস্ত পৃথিবীতে মোট ৩ কোটির বেশি বৃদ্ধি ৩৩ কোটি এবং অধিক অন্যে সমস্যা ১ লক্ষ কোটি এবং ৩ কোটি অধিক অন্যান্য বিশ্বে বিশ্বে হইতে বলা আমাদেরকে বলিয়া বিশ্বেছি। ভারতে বর্তমানে প্রতি বৎসরে বৃদ্ধির পরিমাণ দাঁড়াইতেছে সেই কোটি বর্তমানে ৩৩ কোটি এবং। পৃথিবীর বৃদ্ধি পরিমাণের দিক হইতে ইহা ৩ পঞ্চমাংশ হইতে ১০ পঞ্চমাংশ। পৃথিবীর জনসংখ্যার অনুপাতে হিসাব করিলে অধিকবৃদ্ধির পরিমাণ ৩ কিছু বেশি হয় এবং। অথচ জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিমাণ হিসাবে অনধিক ৩ এবং। আমাদের জনসংখ্যা অনুপাতে অধিকবৃদ্ধির পরিমাণ দাঁড়াইতেছে অনধিক ৩৩ এবং। পৃথিবিবিস্তৃত আয়তনের দিক হইতে অধিকবৃদ্ধির পরিমাণ প্রয়োজন অনধিক ৩১ এবং।

মুদ্রাস্ফীতির দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার, আন্তিমানের বাস্তব কৃষি প্রক্রিয়ার সমস্যাটি বিশ্বের বেলাবেলি সাথে বাড়াই প্রতিটি ১৯৩০ সালের মধ্যে বিশ্বব্যাপীর উচ্চ পর্যায়ে বাড়াইতে করিতে হইবে আর ব্যবহারের পরিমাণ মুক্তপূর্ব যার অপেক্ষা শতকরা ৩০ ভাগ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন বলিয়া ইঙ্গিত করিয়াছেন। সে অনুযায়ী চলন ও মাথাপিছু বাড়াইতে হইবে শতকরা ১৯৩ ভাগ বাদে শতকরা ৩৯ ভাগ এবং দুই শতকরা ১০০ ভাগ। অর্থাৎ বর্ধিত জনসংখ্যার পর্যাপ্ত আমাদের ৩৫ অতিরিক্ত ৩ কোটি টন খাদ্য ও কোটি টন বাদে, ২৯ কোটি টনের সম্পদকে ৩ ৩৯০ কোটি টনের দুই উৎপাদন ও করিতে হইবে। উৎপাদন সমস্যার দিক হইতে ইহা অসাধ্য বলিয়া কাহারও হইতে পারে না। সম্পদ সাধারণ ও ব্যবহার স্থানে প্রাকৃতিক বৈজ্ঞানিক সম্পদের অনুবিধার দিক বিশ্লেষণ তাহা বলিয়া চাষ করিবার আর চাহিলে সম্পদে যে উচ্চ করিবার দুই বিশেষজ্ঞের প্রতিবাদযোগ্য। তিনি বলেন, পৃথিবীর লোকসংখ্যা বর্তমানে শতকরা ৫৯৯৯ করিয়া বৃদ্ধি পায়, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উহা বর্তমানে

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

পূজার ছুটি উপলক্ষে 'আর্থিক ভারত'এর প্রকাশ দুই সপ্তাহ বন্ধ থাকিবে। পরবর্তী সংখ্যা 'আর্থিক ভারত' ২৭এ আশ্বিন, '৪৯ (১২ই অক্টোবর, '৪২) তারিখে প্রকাশিত হইবে।

কর্মাধ্যক্ষ

'আর্থিক ভারত'

কৃষিকার্যে বর্তমানে শতকরা ৫৯ ভাগ লোক নিযুক্ত আছে। এই অনুপাত কমাইয়া ৩৯ ভাগে আনিতে হইবে। ইহার অর্থ হইবে যে, বর্তমানে কৃষিকার্যে নিযুক্ত ৩৯ কোটি লোকের মধ্যে ৩৯ কোটি লোক অন্য কাজে নিযুক্ত হইবে। ইহা সম্ভব হইবে কি? ইহা সম্ভব হইবে কি না, তাহা নির্ভর করিবে দেশের শিল্পোন্নতির উপর। ইহা সম্ভব হইবে কি না, তাহা নির্ভর করিবে দেশের শিল্পোন্নতির উপর। ইহা সম্ভব হইবে কি না, তাহা নির্ভর করিবে দেশের শিল্পোন্নতির উপর।

অভাবের তীব্রতা

অতিপ্রকাশিত সমস্যা কোন কোন দেশের চিন্তাবাহুলের অভাবের বিভিন্ন ও সমস্ত করিয়া তুলিয়াছে। ইহার কারণ হইতেছে যে যে দেশের অর্থনৈতিক নীতিসমূহের মধ্যেই তাঁহারা একত্ব সমাধানের উপায় খুঁজিয়াছেন এবং অনুরূপ কারণে বাজারের যোগানের তোরণ চাহিদার উপাদানের অর্জনে লোকসংখ্যা বৃদ্ধিকেই তাঁহারা অভাবের কারণ বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। দেশের কোন বিশেষ সময়ের প্রয়োজন ও উৎপাদনের আনুপাতিক হার নির্ণয়ের দ্বারা কোন সমস্যাকে স্থায়ীভাবে দেখা অসঙ্গত ও অযৌক্তিক। বিভিন্ন চাহিদাগুলির মধ্যে অংশত আন্তরিক অধিকার, অন্যের ব্যাপারেরগুলির বলিয়া প্রয়োগ অভাব হেতু পৃথিবীর বাস সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার সম্ভবপর হইয়া উঠিতেছে না। ইহাও স্বীকৃত যে, বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে অধিক ভাল অথবা উপর আর বাস্তব উৎপাদন এতদ্বারাও নির্ণয় করে না। তাহাড়া আধুনিক পরাবিজ্ঞার যে অপরিহার্য উন্নতি সাধিত হইয়াছে তাহা মুদ্রা সম্পর্কে ব্যাপৃত না হইয়া প্রকৃতির ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইলে সমস্ত বিশ্বে চরমভাবে দুর্ভাবের আবহাওয়ার সম্ভব। দুরন্ত, সমস্যা অতিপ্রজনার নহে, সমস্যা দাঁড়াইয়াছে উৎপাদন বৃদ্ধির ও যথার্থ বণ্টনের। মিউজ কমিটির পরিচালনা সম্পাদকীয় মন্তব্য করা হইয়াছে যে কেবলমাত্র খাদ্য উৎপাদনের ব্যাপার সমস্যার কোন সুরাহা হইবে না। দারিদ্র্যপীড়িত ভারত, চীন প্রভৃতি দেশের বিপুল খাদ্য চাহিদা পূরণের উপরই সমস্যা নির্ভর করিতেছে। তাহাড়া দেশগুলির মধ্যে কার্যিক সহযোগিতা ও যুক্ত প্রচেষ্টা কার্যকরী হইয়া উঠিলে প্রয়োজন বোধে লোকসংখ্যার স্থানে পৃথিবীরও ব্যবস্থা হইতে পারে।

বিশ্বের সমস্যাটির সম্পদ ও উৎপাদন সম্ভাবনার দিক হইতে বিচার করিলে অতিপ্রজনাজনিত সমস্যা উহাদের আসল মূলক আদৌ অবশ্যম্ভাবী। কোন সুযুক্ত অর্থনীতি ভাবে অনুসন্ধানের এমন অভাবনীয় সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটিবে যাহার ফলে খাদ্যের ব্যাপক অনটন দেখা দিবে, মানুষের সুখের সংসারে আকাল নামিবে, আহার সমাধি ব্যবস্থা অনিবার্য হইবে, সেই দুরবস্থার পীড়নে আপাতত আন্তরিক না হইয়া যদি করিলে বর্তমানের দুঃখদুর্দশার লাঘব হয়, অভাবক অনিবার্য প্রাচুর্য ও সকল জীবনের সফলতায় ও উজ্জ্বলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে সেই শুভপ্রভাত সৃষ্টিরই অধিক প্রয়োজন।

—নি, আর।

আর্থিক ভারত

ARTHIK BHARAT

অর্থ নৈতিক সাপ্তাহিক

২য় বর্ষ ২০ সংখ্যা | কলিকাতা, বুধবার ১৭ই আশ্বিন, ১৩৫৬; ৩রা অক্টোবর, ১৯৪৯ | [মূল্য ।৮

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	৩৮৭	১৯৪৯ সালের মুদ্রা মূল্য হ্রাস	৩৯৩
প্রাসঙ্গিক		পাউণ্ডের নূতন মূল্য ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য	৩৯৪
জুন মাসের সাময়িক বাণিজ্য, চিনির রেশন, ঘিয়ে ভাজাভি	৩৮৯	শেয়ার বাজার	
বিশেষ প্রবন্ধ		মুদ্রামূল্য হ্রাসের প্রতিক্রিয়া	৩৯৫
পাকিস্থানের মুদ্রানীতি	৩৯১	সংবাদ সংকলন	৩৯৬

মুদ্রামূল্য হ্রাসের পর

বহু তর্ক বিতর্ক ও জল্পনা কল্পনার অবসান করিয়া পাউণ্ড ষ্টার্লিং ও টাকার মূল্য হ্রাস ঘটিয়াছে, কিন্তু টাকার মূল্যহ্রাসের তিন সপ্তাহ পরে ও মূল্যহ্রাসের ফলাফল কি হইবে সেই সম্পর্কে বহু মতামত দেখা দিয়েছে এবং সরকারী ঘোষণাতেও ঐ সম্পর্কে কোন নির্দ্দেশ ইঙ্গিত পাওয়া যায় নাই। সরকারের মতে অবস্থার চাপে পড়িয়াই তাঁহারা টাকার মূল্যহ্রাস করিতে বাধ্য হইয়াছেন। অর্থাৎ ভারতের বহির্বাণিজ্য ষ্টার্লিং এলাকার সঙ্গেই বিশেষভাবে জড়িত আছে বলিয়া ষ্টার্লিং এলাকার দেশগুলির সাথে সাথে তাঁহারাও টাকার মূল্য হ্রাস করিতে বাধ্য হইয়াছেন, ফলাফল কি হইবে তাহা ভাবিয়া দেখেন নাই। তাহাই মুদ্রামূল্য হ্রাসের প্রতিক্রিয়া কি হইতে পারে সেই সম্পর্কে সাধারণ লোকের জ্ঞানের তুলনায় সরকারের জ্ঞানও খুব বেশী নহে বলিলে নিতান্ত ভুল হইবে না। সেই যাহা হউক, বর্ত্তমানের বিভ্রান্তিকর অবস্থার মধ্যে মুদ্রামূল্য হ্রাসের আশু ফলাফল কি হইতে পারে তাহা সুস্পষ্টভাবে বলা কঠিন হইলেও এই কয়দিনে দেশ বিদেশের অবস্থা দেখিয়া মুদ্রামূল্য হ্রাসের সুফল ও কুফল সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা করা সহজ হইয়াছে এবং এই মূল্য হ্রাস কি উপায়ে সার্থক হইতে পারে সেই সম্পর্কেও বিষয় আলোচনা করার প্রয়োজন দেখা দিয়াছে।

প্রথমেই মনে রাখা দরকার মূদ্রা মূল্য হ্রাসের উদ্দেশ্য রপ্তানীতে ব্যর্থ হইয়া না যায় তাহার জন্য মুদ্রার মূল্য হ্রাসকারী দেশগুলির পক্ষে তাহাদের আভ্যন্তরীন অর্থনৈতিক সংস্থার মধ্যে যেসব গলদ রহিয়াছে তাহা প্রথমেই দূরীভূত করিয়া দেওয়া উচিত। কারণ মূদ্রা মূল্য হ্রাসের ফলে দেশের আভ্যন্তরীণ বাজারে যে মূল্যবৃদ্ধি ঘটে তাহার ফলে উৎপাদনের ব্যয় বৃদ্ধি পায় এবং কিছুদিনের মধ্যেই রপ্তানিদ্রব্যের চাহিদা কমিয়া যাইতে বাধ্য হয়। সেইজন্য মূল্যবৃদ্ধি রোধ করার জন্য সরকারের প্রথম হইতে তৎপর হওয়া উচিত তাহা না হইলে মুদ্রা মূল্য হ্রাসের কোন সার্থকতাই থাকে না। যেমন ধরা ১৯৪৮ সালে ব্রিটেন মুদ্রা মূল্য হ্রাস করিয়াছিল কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মূল্যবৃদ্ধি রোধের চেষ্টা করা হয় নাই বলিয়া বর্তমানে মূল্যবৃদ্ধি জনিত অসুবিধার ফলে ব্রিটেনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় চরম বিশৃঙ্খলতা দেখা দিয়াছে এবং দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হওয়া দূরের কথা অবস্থা চূড়ান্ত অবনতির দিকেই অগ্রসর হইতেছে।

মূল্যবৃদ্ধি রোধের সর্ব্বপেক্ষা যে দুইটি উপায় আছে তাহার প্রথমটি হইতেছে দেশের বাজেট উদ্বৃত্ত রাখা করা এবং দ্বিতীয়টি হইতেছে মুদ্রাস্ফীতি যাহাতে না ঘটে তাহার জন্য দেশের সঞ্চিতির তুলনায় অত্যধিক ধনবিনিযুক্ত না হয় তাহার চেষ্টা করা। এই বিষয়ে ব্রিটিশ

যুক্তরাজ্যে যেসব ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে তাহা উল্লেখযোগ্য। যুক্তরাজ্যে মার্শাল সাহায্য সত্ত্বেও যখন ডলার ঘাটতি প্রবল হইয়া উঠিল তখন আমদানি হ্রাস ও রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য সরকার সর্বতোভাবে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাহার পর বাজেটে লগ্নীর জন্য সরকারী ব্যয় যথাসম্ভব সঙ্কুচিত করিয়া কেলা হইল এবং আভ্যন্তরীণ মূল্যবৃদ্ধি রোধের জন্য বহু ক্ষেত্রেই কড়া নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। সর্ববিষয়ে কৃচ্ছ্রতা পালনের জন্য সরকার দেশবাসীর নিকট আবেদন জানাইলেন এবং দেশবাসীও ভবিষ্যৎ সুদিনের আশায় বর্তমানে ভীষণ ব্যয়ের মাত্র হ্রাস করিতে বাধ্য হইল। এই প্রস্তুতির ফলেই বর্তমানে যুক্তমুদ্রা হ্রাসের ফলে যুক্তরাজ্যই এখন নানাদিকে সর্বাপেক্ষা লাভবান হইতে সক্ষম হইবে সন্দেহ নাই।

ভারতের অবস্থা বিবেচনা করিতে গেলে দেখা যায় যে সরকারের কোন কার্যকরী পরিকল্পনা নাই যাহাতে ইনফিটক যন্ত্র হ্রাসের কোন প্রচেষ্টাই সফল হইতে পারে। শুধু তাহাই নহে সরকার টাকার মূল্য হ্রাস প্রসঙ্গে যে বিবৃতি বিতরণের ব্যবস্থা দেখা যায় যে তাঁহারা সরকার গঠিত সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত আছেন বা উদাসীন আছেন। তাঁহাদের বিবৃতিতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে টাকার মূল্য হ্রাসের ফলে আভ্যন্তরীণ মূল্য বৃদ্ধির কোন কারণ নাই কিন্তু [illegible] হইবে যে সরকারের এই অভিমত নিয়ে [illegible] যুক্তরাষ্ট্র হইতে [illegible] আমদানী হবে [illegible] বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। কি [illegible] শতকরা ৮০ ভাগ যুক্তরাষ্ট্র হইতে আমদানী হয়ে [illegible] উপযুক্ত প্রস্তুতি [illegible] ঐ আমদানী বন্ধ করিলে ভারতের [illegible] সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য দেশগুলির মূল্য বৃদ্ধি পাইতে থাকে। দ্বিতীয়তঃ আমাদের রেশনিং [illegible] প্রতিষ্ঠানগুলির বর্তমান মজুতাদির অংক হেরফের বা সম্পূর্ণ পরিবর্তন করার প্রয়োজন রহিয়াছে এবং নূতন হিসাব-নিকাশের জন্য মজুতাদি তত্ত্ব আমদানী করার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এখন [illegible] মজুতাদির বেশীর ভাগ যুক্তরাষ্ট্র হইতে এর করিতে হইলে অন্য দেশের বর্তমান উচ্চ মূল্য হেতু আমাদের অনেক বেশী ব্যয়ে মজুতাদি আমদানি করিতে হইবে। কাজেই বাহিরের মজুতাদি বাবদ উপযোগিত পণ্যের যে বাহিরের হইতে তাহা আভ্যন্তরিক। ফের জন্য নিম্ন আয়ের মূল্য বর্তমানে না হইলেও অদূর ভবিষ্যতে বৃদ্ধি পাইতে বাধ্য। ফলে দেখা যাইতেছে ভারতে মূলধনিদ্রা ও নিম্নহারে উভয়েরই মূল্য বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। সেইক্ষেত্রে মূল্য হ্রাসের ফলে আভ্যন্তরীণ বাজারে কোন পরিবর্তন হইবে না বলিয়া সরকার কি করিয়া মনস্থ করেন, তাহা বিস্ময়কর।

অবশ্য মূল্য শতকরা ১০ ভাগ হ্রাস করার সাম্প্রতিক প্রভাবের ফলাফল বেশিদিন বলা যাইবে সরকারের সমালোচনা এবং তদনুযায়ী ঘোষণা কিরূপ ভ্রমাত্মক। সরকার ঘোষণা করিয়াছেন আমদানী ও অন্যান্য দ্রব্যের মূল্য শতকরা ১০ ভাগ হ্রাস করা হইবে এবং তাহা অতি সীঘ্রই সম্ভব হইবে। কিন্তু আমদানির বিভিন্ন খালি শুকাইতে না শুকাইতে নিম্নীত মাল সম্বন্ধে বোম্বাইয়ের অসামরিক সরবরাহ সংঘ শ্রীনিবাসের বেসাতি ঘোষণা করেন যে "মাল ভ্রমের মূল্যহ্রাস আদৌ করা আবশ্যকমূলক মাত্র"। মাল সম্বন্ধের অন্যান্য সমস্যা ও যে শ্রীনিবাসের বেসাতেসাদির এরূপ তাহা বলাই বাহুল্য।

আবার পাকিস্তান সরকার তাহাদের মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস করিতে অধিকৃত হওয়াই ভারতের দুই মুদ্রার নিম্নের (পাট ও বস্ত্র) উৎপাদিত পণ্যের দর চাড়িয়া যাইবে কাংণ পাকিস্তান হইতে আমদানিকৃত কাঁচা পাট ও তুলার এবং চামড়া ও খাদ্যশস্যের দর শতকরা ৪৪ ভাগ বৃদ্ধি পাইবে। অন্যপক্ষে পাউণ্ডের মূল্যহ্রাসের ফলে ব্রিটেনে উৎপন্ন মালের দর যুক্তরাষ্ট্রে উৎপন্ন মালের দর অপেক্ষা কম হইবে বলিয়া ব্রিটিশ পণ্যের চাহিদা ষ্টার্লিং অঞ্চল ও অন্যান্য দেশে বৃদ্ধি পাইবে এবং যুক্তরাষ্ট্রেও ব্রিটেনের রপ্তানি বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু ব্রিটেনের উৎপাদন ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। সেইক্ষেত্রে ব্রিটিশ পণ্যের দর যে পরিমাণ অপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি পাইবে তাহা সহজে অনুমেয়। পূর্বে যুক্তরাজ্যের তুলনায় যুক্তরাষ্ট্রের উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য কম বলিয়া দেশীয় ভাগ দেশে যুক্তরাষ্ট্রের মাল বেশী কিন্তু টাকার মূল্যহ্রাসের ফলে ডলারের যে মূল্য বৃদ্ধি হইল তাহার ফলে যুক্তরাষ্ট্র হইতে বর্তমান মাল আমদানী ঢালাও হইয়া উঠিল, ফলে উভয় দেশেরই পণ্যদ্রব্যের দর আমদের পক্ষে মহার্ঘ হইয়া উঠিল। কাজেই পাকিস্তানের যুক্তরাজ্যের এবং যুক্তরাষ্ট্রের উৎপন্ন দ্রব্যের অর্থাৎ আমাদের অধিকাংশ আমদানীর দর যদি বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে বাজারের স্বাভাবিক নিয়মে আভ্যন্তরীণ বাজারেও মূল্যবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। বিদেশী দ্রব্যের দর বৃদ্ধি হইবে কিন্তু কোন মালের দর কমিবে বা স্থির থাকিবে এরূপ আশা করা বাতুলতা মাত্র। যদি কোন মালের অধিক মূল্যবৃদ্ধি রোধ করিতে হয় তাহা হইলে সরকারের বাজারের উপর অতি অধিকতরভাবে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে তাহা না হইলে মুদ্রাস্ফীতি হ্রাসের সুযোগ ত নষ্ট হইবেই তদুপরি ভারতের আর্থিক অবস্থাকে আরও অবনতি দেখা দিবে।

বর্তমানে দেখা যাইতেছে যে সরকার যদি মুদ্রাস্ফীতি হ্রাসের দ্বারা উহাদের সম্মুখে যে সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে তাহার সদ্ব্যবহার করিতে চাহেন তাহা হইলে তাহাদের কর্মনীতির অনেকখানি পরিবর্তন করিতে হইবে এবং রপ্তানী বৃদ্ধির জন্য বিশেষ তৎপরতা প্রদর্শন করিতে হইবে। সরকার কি কি ব্যবস্থা অবিলম্বে গ্রহণ করিতে পারেন সেই সম্পর্কে নিম্নে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করিতেছি।

সর্বপ্রথমে তাঁহাদের পক্ষে প্রয়োজন-বহির্ভূত বিদেশ বিনিময় করার জন্য সুদের হারের পরিবর্তন তাহারা গ্রহণ করিয়াছেন তাহা কার্যকরী করিতে হইবে। তাহার পর বেসরকারী ও প্রাদেশিক সরকার-গুলির পক্ষে বাজেটে আয় ব্যয়ের সমতা রক্ষা করার চেষ্টা করিতে হইবে এবং ব্যয়বহুল পরিকল্পনাগুলি যথোপযুক্ত স্থগিত রাখিতে হইবে। মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে আরও কার্যকরী করিয়া তুলিতে হইবে। ব্যাঙ্কগুলি যাহাতে কার্যকরী ঋণদানে ব্যবসায়ীদের অর্থ সাহায্য করিতে না পারে তাহার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কঠোর দৃষ্টি রাখিতে হইবে। সর্বোপরি পণ্যদ্রব্য ও শিল্পদ্রব্য উভয়ক্ষেত্রেই উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা করিতে হইবে, এই বিষয়ে সরকারের সকলপ্রকার প্রচেষ্টা এই পর্যন্ত ব্যর্থ হইয়াছে তাহা স্মরণ করিয়া সরকারকে আরও সক্রিয় হইতে হইবে।

উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সরকার রপ্তানীবৃদ্ধি করার জন্য আরও উদ্যোগী হইতে হইবে। সাদা ম্যাঙ্গানিজ, অভ্র, তৈলবীজ, কাঁচা চামড়া, পাটদ্রব্য ইত্যাদি দ্রব্যের বাবদে যুক্তরাষ্ট্রে বেশীভাবে রপ্তানী বৃদ্ধি করে তাহার জন্য সরকারের সর্বপ্রকার উৎসাহ বা সাহায্য প্রদান করিতে হইবে। প্রয়োজন হইলে কোন কোন ক্ষেত্রে রপ্তানীশুল্ক বা আমদানী শুল্কের পরিমাণ হ্রাস করিতে হইবে।

সর্বশেষে ব্রিটিশযুক্তরাজ্য হইতে মূল যন্ত্রপাতি অধিকতরভাবে পাইবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে এবং যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়ীরা যাহাতে ভারতে অধিকতরভাবে ন্যায্য সর্তে ধনবিনিয়োগ করে তাহার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। বিশ্বব্যাঙ্ক ও মার্কিন এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট ব্যাঙ্কের নিকট হইতে আরও বেশী ঋণ গ্রহণ করিতে হইবে তাহা না হইলে শিল্পোন্নয়ন পরিকল্পনা কার্যকরী করা অসম্ভব হইয়া পড়িবে।

প্রাসঙ্গিক

জুন মাসের সাময়িকআমিতা

গত জুন মাসের সমুদ্রপথে ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের যে বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে পূর্বের আমদানি-রপ্তানির বিপুল অবনতি লক্ষিত হয়। ঐ মাসে আমদানি ২৯ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকার হয় বিদেশে চালান যায় কিন্তু ৩৯ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকার পণ্য। সুতরাং প্রতিকূল বাণিজ্যের পরিমাণ হইয়াছে ৩০ কোটি ১১ লক্ষ টাকা। পূর্ণ বৎসরে ৩৪ কোটি ১ লক্ষ টাকা ভারতে আসিয়াছে। ইহা কম।

আমদানির ক্ষেত্রে আলোচ্য মাসে বিভিন্নবিধ দ্রব্যগুলির মূল্য:—খাদ্যদ্রব্য—১১ কোটি ১৭ লক্ষ টাকার; যেমন—৮ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকার; জীবজন্তু—১ কোটি ৫ লক্ষ টাকার; ইন্ধন—৩ কোটি ১৮ লক্ষ টাকার; কাঁচামাল—৩ কোটি ১৮ লক্ষ টাকার; খনিজ—১ কোটি ৫ লক্ষ টাকার; কারখানার তন্ত্র ও যন্ত্রপাতি—২ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা এবং রাসায়নিক দ্রব্য ও ঔষধপত্র—২ কোটি ১৩ লক্ষ টাকার।

রপ্তানির ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ ৯ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকার পাটজাত দ্রব্য, ২ কোটি ১৭ লক্ষ টাকার সুতা ও সুতাবস্ত্র, ১ কোটি ১১ লক্ষ টাকার তামাক, ১ কোটি ১১ লক্ষ টাকার চৈনেরীজ এবং ১ কোটি ১৫ লক্ষ টাকার পশমের বিছানা প্রেরণ করে।

আমদানি ও রপ্তানি উভয় ক্ষেত্রেই যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। যুক্তরাজ্য হইতে ১৮ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকার পণ্য আমদানি হয় ও এই দেশ হইতে পৌনে ২ কোটি ৪১ লক্ষ টাকার মাল রপ্তানি হয়। যুক্তরাষ্ট্র ৯ কোটি ৯০ লক্ষ টাকার মাল সরবরাহ করে ও ভারতবর্ষের নিকট হইতে ৩ কোটি ৭৮ লক্ষ পণ্য ক্রয় করে। ৫ কোটি ৩০ লক্ষ টাকার ভিন্ন বিভিন্ন করিয়া দিলে আমদানি-বাণিজ্যে যুক্তরাষ্ট্র স্থান অধিকার করে। ১৯৩৮ সালের জুন মাসের তুলনায় দিলে হইতে ৩ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা অধিক আমদানি হয়। উহা তুলার চাহিদাই সম্ভবতঃ ইহার কারণ। জাপান হইতে ৩ কোটি ১ লক্ষ টাকার, জার্মানী হইতে ২ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকার করিয়া আমদানি হয়।

পাকিস্তান হইতে মাত্র ১ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা মূল্যের পণ্য ক্রয় করা হয়। ১৯৩৮ সালের জুন মাসে ঐ দেশ হইতে আমদানির পরিমাণ ছিল ১৭ কোটি ১১ লক্ষ টাকা।

চিনির রেলভাড়া

এক শ্রেণীর চোরাগুপ্ত ব্যবসায়ী কিছুকালাবধি মুনাফা শিকারের জন্য ৬৫ পাইয়া মণের এক কোটা মালের দুর্ধর্ষ লালসায় যে কোনও প্রকার সুযোগের অনুসন্ধানে ফিরিয়া দলাদ-বিরোধী সমিতি কার্যে লিপ্ত হইয়া পড়ে, চিনি সম্পর্কিত সাম্প্রতিক ঘটনাবলী হইতে তাহার সন্ধানের প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। যখন অপ্রত্যাশিত ঘোষণা, যখন মালের অভাবনীয় বিক্রয় দরটার বিশ্লেষণের ভিত্তিহের প্রয়োজন সর্বাধিক তখন বাজার হইতে সমস্ত চিনি অন্তর্ধান করিল। লোকমুখে লোকান্তে ধরনা দিয়া চিনি মেলেনা, ৬৫ বাজারে চৌদ্দির অর্জন করিয়া উচ্চ মহল চাপিয়া বসিল। মধ্যস্বত্বের ও চোরা-কারবারীর দল অলক্ষ্যলোকে সংগঠিত আকার ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করিল ও পলাতকা বধূ চাঁদের বিপুল মূল্যবৃদ্ধি ঘটাইল। ইহাদের না আছে খরচখরচা, না আছে সাধারণ তত্ত্বাবধি। কৌশলে উপায় আটক ও অসাধারণের ঘরে পুরী করিয়া অর্থবুদ্ধুরে দুনিয়ার ফেলের বাজারকে বলি দিয়া নিজেদের ঘরোয়ার আয়ত করিবার ইহারা দেয়।

চিনি-সংকটে সরকারী ব্যবস্থারও যথেষ্ট ত্রুটি দেখা দিয়াছে। আগে সরকার বিলম্বিত মহুত চিনি আটক করেন, কিন্তু মুনাফাখোর কর্তৃপক্ষীয়ের অজ্ঞাতে সরিয়ে চিনির অবতরণ দেখা দেয়। দিল্লী ও বোম্বাইয়ে চিনি ২৫, ২৬ টাকা মণে বিক্রী হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কলিকাতার বিভিন্ন স্থান হইতে ৩৫ হাজার বস্তা চিনি আটক করিয়াছিলেন। ইহা হইতে ৫০টা আশু প্রয়োজনীয় লোকদের মাসিক বিক্রীর মত বন্টন চিনি মাসোহারী সমিতিকে দেওয়া হয়। কিন্তু কলিকাতায় দৈনিক চিনির প্রয়োজন তিন হাজার বস্তা। আটক যে পরিমাণ চিনি ব্যবসায়ী সমিতিকে দেওয়া হয় তাহা চাহিদার পক্ষে অত্যন্ত অপ্রতুল। এই সুযোগে পাইকারদের নিকট হইতে সরকার বিশেষ সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে চিনির প্রয়োজন মাসে ৯ হাজার টন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার আইনের মাসের শুরু মাস আরাই তাহার ঊর্ধ্ব চিনি বরাদ্দ করেন। মাসের এখন পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছে নাই। বর্তমানে প্রাদেশিক সরকারের হাতে মাত্র ১০ হাজার বস্তা চিনি রহিয়াছে।

এই পরিমাণ চিনি লইয়াই পশ্চিমবঙ্গ সরকার একজন অনেজাপার হইয়া বর্তমান সপ্তাহ হইতে চিনির বেশন ব্যবস্থা প্রবর্তনের আদেশ দিয়াছেন। মাথা পিছু সপ্তাহে ১৫ আনা সের হারে ২ ছটাক করিয়া চিনি দেওয়া হইবে বলিয়া জানানো হইয়াছে। অন্যান্য সরকার সচিব বলিয়াছেন যে, সাময়িকভাবে চিনির দাম পর্যন্ত বেশন ব্যবস্থা জারী থাকিবে। অবস্থা উন্নতি হইলেই এবাদ ব্যবস্থা প্রত্যাহার করা হইবে।

নিত্যকার বস্তু বলে চিনি বড়, কিন্তু আমরা আশা করি সরকার ইহা দৃষ্টি করিবার ব্যবস্থা করিবেন। বর্তমান অবস্থা কালোবাজারের কারবারীদিগকে অপরাধ বর্দ্ধিত সহায়তা করিবে মাত্র।

দিনে ডাকাতি

কোনরূপ আবরণ, এমন কি একটা লাঠির সাহায্য না লইয়াই দিবালোকে প্রকাশ্যস্থানে একটা মোটা সংখ্যক মুদ্রার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া ডাকাতি করিয়া বাণিজ্যিকদের মোটা অর্থ আত্মসাৎপূর্বক 'চুপসে' পড়িয়া যায় এরূপ ঘটনা কলিকাতায় আজ যেমন ঘটিতেছে, তেমন আর কোথাও ঘটিতেছে বলিয়া জানা নাই। সরকার সকালবেলা ফোন্ করিলে জানিতে পারা যায় যে, কল 'ডুপ্লিকেট' আসায়, চিনির যত লরীর বেশনের টোকন ছাড়া হইয়া, সেইটি সরকার লরীর বেশন প্রত্যর্পণ করিতেছেন। ডকটী কলিকাতা ও সহরতলীর আমদানি-রপ্তানির প্রধান কেন্দ্রে হওয়ায় তাহাতে অধিকের-পশ্চিমের প্রত্যন্ত অঞ্চলের ব্যবসায়ের বড় ক্ষতি হইয়া পড়িল। সমস্ত সমস্যা হইয়া দিল চিনির বিতরণ ব্যবস্থার। কিন্তু চিনির বিতরণ ব্যবস্থা সম্পর্কে সরকারী কর্মচারীর সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত দুর্ভিক্ষের ভার আপনার স্কন্ধে লইয়া বসেন। চিনি বাজারে ছাড়িবার কি ব্যবস্থা নির্ধারণ করা হইল। কিন্তু কর্তৃদের 'ফুল-প্রুফ' ছাঁই পড়িলে কি হইবে? দুরন্ত দুর্ভিসন্ধিগুলি কিন্তু সুযোগ লইয়া আসিতেছে। যেমন ধরুন কোন ব্যক্তি ১৫ মাসিকের মাসিক ভোগের জন্য ৩৫ মণ চিনি ক্রয় করিয়া ফেলিল। সে ছাড়া আরও দশজন ব্যক্তির জন্য ৩৫ টাকা হিসাবে ৩৫০ টাকা লইয়া ঐ ব্যক্তি ৩৫০ মণ চিনি ক্রয় করিয়া ফেলিল। তাহারা যে দুর্ভিক্ষ অঞ্চলগুলির মুনাফার প্রলোভনে একটু আগে ভাগে খাইয়া ফেলে ঘাটে, পরে মাসের শেষের আগের দশ দিন বাকি রহিয়া অধিকাংশের ভিতরেই কিছু কিছু চিনি পড়িল। উহারা অনেকে সমবায় হইয়া বিক্রয় বন্টন ঘুরে প্রত্যাবর্তন করিলেন। অভিযোগ রহিয়াছে, নিরাপত্তা আইন বলবৎ, উহার সাহায্যে দুর্ভিক্ষ, পুলিশ ও সৈন্যবাহিনী সমুদয় ব্যস্ত—কিন্তু অন্ধকার আলোয় ভিন্ন ভিন্নরূপে ব্যাপারটি রহিল, দুষ্কৃতকারীরা নিরুপদ্রবে অন্তর্ধানের এর লক্ষ্য অভিসন্ধিক মুনাফালাভে টাকড় করিল।

বৈদেশে প্রকাশিত সরকারী হিসাবে জানা যায় যে, যুদ্ধ সমস্যা আমরা অতীব সংকটজনক। এই সম্পর্কে আতঙ্কের কোনও মূলে সত্য কারণ নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, একদল মতলবী ব্যক্তি চক্রান্ত করিয়া বিদ্যা হইবার অবসরপ্রাপ্তে অবতা বিস্তার করিয়াছে। ইহারা যাই ও সংসারের পক্ষে এই শ্রেণীর অর্থ বিচলনশিলতাকে বন্ধের বন্ধ না দিতে পারিলে সরকারী কর্তৃপক্ষের ভুলের ত্রুটি হইবে ও দুরাত্মারা চিনের বর্তমান অবসরে একটি বিরাট প্রহসনে পরিণত হইবে। এক দল দুই ব্যবসায়ী দিনের পর দিন সরকারে কর্মচারের মুখে বন্দুকের নলটা লইয়া ঝিনিমিনি খেলিতে থাকিবে ইহা অত্যন্ত অসহনীয়।

ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক হিসাবে

নূতন ০'১ গ্রামের ট্যাবলেট

চালু হওয়ার আগেকার ০'১ গ্রামের ট্যাবলেট বাতিল হোল।

ম্যালেরিয়া থেকে বাঁচতে হলে

'প্যালুড্রিন' এর আশ্রয় নিন

ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড

কলিকাতা বোম্বাই মাদ্রাজ দেহলী কানপুর

পাকিস্থানী মুদ্রানীতি

পাকিস্থানী টাকার প্রকৃত মূল্য বজায় রাখিবার সিদ্ধান্তের ফলে বিশেষ করিয়া পাক-ভারত বাণিজ্যে জটিল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। বর্তমানে ভারতবর্ষের ও পাকের মধ্যে কোনরূপ আর্থিক লেন-দেন সম্ভব নহে এবং উভয় দেশের মধ্যে পণ্য চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়াছে। সিদ্ধান্ত মাত্র পাকিস্থানী টাকার মূল্য হ্রাস করার পরিণাম ভারত ভোগ করিবে। এদিকে পাকিস্থানী টাকার বেসরকারী বিনিময়ের ভারতীয় মূল্যও ১০৭ টাকার অধিক নহে। ইহাতে পাকিস্থান কর্তৃক বিঘোষিত হারের অবাস্তবিকতা প্রতিপন্ন হইতেছে। তাহার বিপরীত, ইহাই এই সম্পর্কে পাক-ভারত বৈঠক আহ্বান করিবে। আমরা আশা করি এই সম্মেলনে আজ অবস্থায় অবতীর্ণ হইবার উদ্যোগ আয়োজন ব্যর্থ অবসন্ন হইবে।

ভারতবর্ষের উপর টাকা হেওয়ার প্রভাবজনিত যে পাকিস্থানের বিপক্ষের মূল প্রেরণা মুদ্রাস্ফীতির তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। বিশ্ব বাজারে ভারতের টাকার দাম কমিয়া গেল, কিন্তু পাকিস্থানী অর্থনীতির দুর্বিপাক অনেক ক্ষেত্রে সুদূর ও সুই বলিয়া পাকিস্থানী টাকার মূল্য ভারতীয় মূল্য অপেক্ষা প্রায় বেড়েরূপ ইহা ঘোষণা করিতে পারে তাহাই। প্রধানত বর্ণের সঙ্গে পণ্য দ্রব্য ও আনুষঙ্গিক ব্যাপার। সর্বক্ষেত্রের ব্যবসায়ী পাওয়া গিয়াছে। ভারতীয় জনসাধারণ বিশেষ উদ্যোগের সাথে সহযোগী ঘোষণার সহযোগ জানায়। যাহারা পাকিস্থানের অর্থনীতিক পরিবেশের সহিত পরিচিত, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে বহু পরিবর্তন করিতে আরম্ভ করিবেন। ভারতীয় রবিন্দ্র সংঘের একজন সভাপতি সম্প্রতি এমন মন্তব্য করেন যে, বেইলিয়া বলিয়া বিবেচিত পাকিস্থান প্রবাস করিয়া ফিল যে তাঁহার অর্থনৈতিক অবস্থা ভারতীয় অর্থনীতি অপেক্ষা সবল। অবশ্য এটুকু হিসাবেরে বিচারযোগ্য।

গত ১৯ই সেপ্টেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহার শেষ প্রকাশিত ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব পাকিস্থানের হিসাব বিশ্লেষণ করা যায় যে ওই তারিখে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১২৯.৯০ কোটি টাকা। সোনা ও ডলার মজুত রাখিয়া মোট সম্পত্তির পরিমাণ ছিল ৩.১০ কোটি টাকা। ইহা বিশ্লেষে অন্যান্য সম্পত্তি সমূহ এইরূপ ছিল :—

	(কোটি টাকা)
ট্রেজারি বিল—	৮৮.১৪
ভারত সরকারের জমায়—	৩১.৩৩
ভারতীয় নোট, বিচার্য ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার হস্তান্তর সাপেক্ষে—	২৪.১১
হস্তান্তর সাপেক্ষে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার বিভিন্ন জমা :	
ট্রেজারি চলতি—	৩.৮৮
ভারত সরকারের জমায়—	১.৪১
মোট	১৭৪.১৯

সোনার ও ডলার সোনার মূল্য বর্তমানে ১০ কোটি টাকার বড় হইয়াছে। কিন্তু, ট্রেজারি ও ভারতীয় মুদ্রার মূল্য পাকিস্থানী টাকার অনুপাতে করিয়া যাওয়ায় তাহিকাভুক্ত সম্পত্তির মূল্য হ্রাস পাইয়া ১২৯.১৩ কোটি টাকা হইবে। অতএব, সম্পূর্ণ ষাটতির পরিমাণ হইবে ৩১.৩৩ কোটি টাকা। চালু নোটের পূর্ণাচ্ছাদনার্থে প্রদত্ত সম্পত্তি হইতে এই পরিমাণ টাকা অপসারিত হইয়া গেল। বাকি বিক্রয়ের অতিরিক্ত পরিমাণ সামান্য বহে। উহার ১৩.১১ কোটি টাকার বৈদেশিক সম্পত্তি হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া ৪৯.৫১ কোটি টাকায় দাঁড়াইবে। সুতরাং ষ্টেট ব্যাঙ্কের দুই বিভাগের অতিরিক্ত পরিমাণ হইতেছে ৯১.১। কোটি টাকা। ব্যাঙ্কের মোট সম্পত্তি বা মোট চালু নোটের তুলনায় ইহা একটি বৃহৎ অংশ।

রিজার্ভবিহীনের অতিরিক্ত সম্পত্তিগুলির পাকিস্থানের নীতি সমর্থনযোগ্য নহে। গত ৩০শে জুন তারিখে সমাপ্ত এক বৎসরে ভারত-রিজার্ভ অফ দেশ হইতে ৮১ কোটি ৫১ লক্ষ টাকার পণ্য পাকিস্থানে আমদানি হয় ও পাকিস্থান হইতে ৮১ কোটি ৩১ লক্ষ টাকার মাল বিদেশে প্রেরিত হয়। সুতরাং ভারত রাষ্ট্রীয় অন্যান্য দেশের সহিত পাকিস্থানের প্রতিকূল বাণিজ্যের পরিমাণ ৫১ কোটি ৮ লক্ষ টাকা। পাক-ভারত বাণিজ্য পাকিস্থানের অনুকূলে ৪৫ কোটি ১০ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত ঘটে। কিন্তু এই সম্পর্কের দিকে তাহিয়া মূলের এই সত্যতা ভুলের যে ভারতবর্ষের সহিত আর্থিক ও বাণিজ্যিক লেন-দেনের হিসাব এখনও অন্যান্য রহিয়াছে এবং ইহার উপর ভিত্তি করিয়া কোনও অভিমত গঠন করা সমীচীন হইবেনা। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, পাকিস্থানের বৈদেশিক মুদ্রা সম্বন্ধীয় কাহিনী অনেকাংশে অলীক।

পাকিস্থানের সিদ্ধান্তের যদি কিছু যৌক্তিকতা থাকে, তাহা এইটুকুতে যে দেশের প্রবাহমূল হ্রাসের প্রয়োজনীয়তা। পাকিস্থানের বিনিময়যোগ্য দ্রব্য সামগ্রীর মূল্যমান অন্যান্য উচ্চ স্তরে গৌঁছিয়াছে। পূর্বাঞ্চলে আর্থিক অবস্থা খুবই লোভনীয়। চাউল, আনাজ, মহিষের দুধ, ঘরদাল, গৃহনির্মাণ ইত্যাদি অধিকাংশ অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য। ইহার ফল দেখা দ্যাপকভাবে অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছে ও নীল সরকার জনসাধারণের বিশ্বাসের সমুখীন হইতেছেন। পাকিস্থানের মুদ্রার পুনরুজ্জীবন মূল্য হ্রাসের ফলে বিদেশ হইতে মূলধন ও পণ্য আমদানি করিয়া আভ্যন্তরীণ মূল্যমান নামাইয়া দেওয়া সম্ভবপর হইতে পারে। তদ্ব্যতীত এখানকার মহিষ মাংসের পাকিস্থানের উদ্বৃত্ত হইতেছে। পাকিস্থান সরকার আশা করেন যে তাহার পণ্যের মূল্য বজায় থাকায় ওই অঞ্চল হইতে আমদানি সুবিধা হইবে। পাকিস্থানকে কিছুটা ঢিলি ক্রয় করিতে হয়। মূল্য হ্রাস করিলে উহার দাম অন্যান্য হইয়া যাইত এবং পাকিস্থানকে ঘরে রহিয়া ভারতীয় ঢিলি আমদানি করিতে হইত। দ্বিতীয় নীতির ফলে পাকিস্থান সরকার এই আশাও পোষণ করিতেছেন যে মূলধন মূল্য অবমূল্যায়নের ফলাফল ক্রয় করা যাইবে এবং উহাতে প্রবর্তিত প্রবাহের পথ প্রশস্ত হইবে। কিন্তু মুদ্রামূল্য অক্ষুণ্ণ রাখার ব্যাপারে পাকিস্থানের ব্যবসায়িগণ সন্দেহের ভাব বাহিরে ও ব্যবসায় ক্ষেত্রের ফলে আবশ্যকীয় জিনিসের মূল্য পরিশোধ করা দুঃসাধ্য হইবে। পাকিস্থান অবশ্য বলে যে তাহার ডলারিদেশগুলি যথেষ্টপরি বাহিরের বাজারে অবশ্য প্রয়োজনীয় ও এইগুলির চাহিদা যে কোন মূল্যেই অক্ষুণ্ণ থাকিবে। কিন্তু এই যুক্তি যে ভ্রমাত্মক, ইতিমধ্যেই তাহার প্রমাণ মিলিয়াছে।

পাকিস্থান ইতিমধ্যেই সকল ও মোট হিসাবে নূতন এক সুবিধা ভোগ করিতে আসিতেছে। কিন্তু বর্তমান নীতির ফলে পাকিস্থানী মুদ্রা ইণ্ডিয়া অন্যান্য অন্যান্য মুদ্রা অপেক্ষা মূল্যবান হইয়া গেল। অতএব পাকিস্থান প্রাক্তন ব্যবস্থার সুবিধাগুলি আর পাইতে পারে না। সম্প্রতি লন্ডনে পাকিস্থানের অর্থসচিব মিঃ গোলাম আহমদ উপলক্ষ্য প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে ইণ্ডিয়া এলাকা ডলারিয়ার কোনও অভিপ্রায় তাঁহাদের নাই। কিন্তু সাধারণ মাইল, তদ্বারা কুড়াইল—এইরূপ সুদূর প্রসার আশাবাদিত হইবার সম্ভাবনা নাই।

পাকিস্থান কর্তৃপক্ষ মুদ্রামূল্য অবিচ্ছিন্ন রাখিয়া ভারতীয় পণ্য ও ঐশ্বর্যের উপর যে আঘাত হানিয়াছেন, তাহা এইবারে আত্মরক্ষা করিবার জন্য ভারত-সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি সহিত ব্যবস্থাদি করিবার অবলম্বন করিতেছেন। ভারতীয় রপ্তানিই পাকিস্থানের প্রধান উপজীব্য।

নর্দ্দার্ণ ইণ্ডিয়ার
ডিভিসনাল অফিস
১৩৫, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিশেষ প্রবন্ধ

১৯৩১ সালের মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস

শ্রীবৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়

সম্প্রতি মুদ্রাস্ফীতি হ্রাসের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৩১ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর ইংলণ্ড কর্তৃক স্বর্ণমানের পরিত্যাগ ও তাহার ফলাফল সম্বন্ধে আলোচনার বিশেষ সার্থকতা আছে। তখনও ইংলণ্ড ও অন্যান্য অনেক দেশ অনুরূপ সঙ্কটের মুখে পতিত হইয়াছিল এবং অনুরূপ ভাবে সমস্যার সমাধানের মুখিয়াছিল। ২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩১ আর ১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩২—এই বৎসর পর একই আবহাওয়ার পুনরাবৃত্তি ঘটিল।

১৯১৯ সালের আষ্টোবর মাসে মিষ্টার উইলসনের দেশের বাজারে মূল্য বৃদ্ধির তাণ্ডবলীলার পরিসমাপ্তি হয় ও দেশের মধ্যে কোটি কোটি ডলার স্ফীতি লাঘব হয়। ইহার পূর্ব হইতেই সমস্ত দুনিয়ার জিনিষের দাম নিম্নগামী হইতে সুরু হয়, কিন্তু সাধারণতঃ তাহার ফীতির বিলম্বিতের তারিখকেই বিশ্বের দুই মহাযুদ্ধের আন্তর বিরামের ধরা হইয়া থাকে।

পণ্যমূল্যের অবনতিতে এরোপ্লেন কোম্পানিতে সবচেয়ে বেশী ধাক্কা লাগে। আমেরিকার যুদ্ধের পাওনা মিটাইতে গিয়া অনেক ব্যাঙ্কের স্বর্ণ ভাণ্ডার নিঃশেষিত হইয়া যায়। জার্মানী চলতি বাণিজ্যের মন্দটি ও যুদ্ধের বিপুল দেনাদায় শোধ করিতে অসমর্থ হইয়া পড়ে। বিশ্বের স্বর্ণ দুকানেই ও ফ্রান্সে সঞ্চিত হইতে আরম্ভ করিল এবং অন্যান্য দেশে মাঝিমাল উপযুক্ত হইল। উহার দেশই দুইটি ওজরাটীর খাড়া করিয়া জিনিষের দাম আবলমি হারে করিয়া অর্থনৈতিক সঙ্কট ঘটাইয়া তুলিল। অষ্ট্রেলিয়ার আন্তর্জাতিক দেনা-পাওনা খাতা বাহির হইতে যাইতে থাকিল। ১৯৩১ সালের যে মাসে অষ্ট্রেলিয়ার ডলার মাত্র ফোর্টি-পাউণ্ডে বিনিময় হইল। দুকানেই কর্তৃক অবমূল্যের ঘোষণা করিতে জার্মানীর ডাকাই স্যাঙ্ক বন্ধ করিল।

মুদ্রাস্ফীতির বিলয় ঘনীভূত হইল। বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি দেখা দিল। উৎপাদন ব্যয় অত্যন্ত বাড়িয়া যাওয়ায় মুদ্রাস্ফীতির পথা বাজিয়ের প্রতিযোগিতায় হটিয়া যাইতে আরম্ভ করিল। অমিকে বেতনের বীমা প্রভৃতি বিবিধ অবলম্বিত অবস্থার ব্যয় অত্যন্ত বাড়ায় ফলে বাজেটে বিপুল ঘাটতি হইল। দুকানেই ও ফ্রান্সপ্রবাহে ২৪ কোটি পাউণ্ড করিয়া কর দিল ঘটে, কিন্তু উহা অসমিমেধিত হইয়া গেল। জার্মান সরকার প্রতিটির হইয়া অনেক বাজেটে ব্যয়-সঙ্কোচ ও করবৃদ্ধির ব্যবস্থা করিলেন। সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম ভাগে আরও ৮ কোটি পাউণ্ড কর গ্রহণ করা হইল, কিন্তু উহাও যুদ্ধাইয়া যাইতে বিলম্ব ঘটিল না। এই ভয়ঙ্কর অবস্থায় ব্রিটিশ মুদ্রার সাহায্যকারক ও ব্রিটিশ অনুরূপ অর্থবিনিয়োগকারীরা প্রমাদ গণিলেন। তাঁহারা ব্রিটেনের ব্রিটিশ স্বর্ণে জমাকৃত্রিত করিয়া লইয়া যাইতে লাগিলেন। মার্কিনিক ব্রিটিশ বিলগুলির আদায়ের সময় সকলের বাজারে ভাঙাইয়া লইতে লাগিল। ইহার পর স্বর্ণমান স্বীকারাইবার ধারা অবলম্বন হইল। ১৯৩১ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর বৃটিশ সরকার স্বর্ণমান বর্জনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিলেন।

আজকাল এই সময়ে বিপদাপদ সহজে হইতে পরিত্রাণ পায় নাই। অবমূল্যন হ্রাস ও ব্যবসায়ে মন্দার কাল বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাতের অবতরি ঘটে। দেশীয় ও প্রাদেশিক ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়া বাজেটে ঘাটতি সৃষ্টি করে। ১৯৩১-৩২ সালের বাজেটে ৩১ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত অনুমিত হয়, কিন্তু সরকারী কর্মচারীদের বেতনে শতকরা ১০ আনা হ্রাস এবং অতিরিক্ত বাজেটে করবার বৃদ্ধির প্রস্তাব সত্ত্বেও ঐ বৎসর ১১৭৯ কোটি টাকা ঘাটতি হয়। টাকার বিনিময় হারে গোলযোগ নিবৃত্তি দেখা দেয়। যে মাসে সরকার ব্রাজীয় ব্রিটিশ করেন্সি বিক্রয়ের চেষ্টা বর্জনের সর্বপ্রথম হয়। সুদের প্রবন্ধভাগে ভারত সরকার বিবিধ হারের ঔচিত্যবিহীন বিজ্ঞাপন ব্রাউনিং বিক্রয় করিতে আরম্ভ করেন। ২৩শে সুদ তারিখে বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী আমাদের দেশ যে টাকা-ষ্টার্লিং বিনিময়-হার চলার জন্য মুদ্রাস্ফীতি সর্বপ্রকারে সহায়তা করিবে। সোনার মানদণ্ডে মূল্য পরিত্যক্ত হয়। ১৯ই জুলাই বিনিময়-হার ১ শি: ৬৪৯ পেন্স পর্যন্ত চলে। কিন্তু এই মাসের ২১শের মধ্যেই উহা ১ শি: ৬৪ পেন্সে নামিয়া যায়। আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসেও বিনিময়-হারের কোনও উন্নতি হয় না। তাহাতে বিনিময়ে টাকা বিদেশে চলিয়া যাইতে আরম্ভ করে। জুন হইতে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চারিমাসে ভারত সরকার ১ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের বি অব ফাইন্সিস বিক্রয় করেন। মুদ্রাস্ফোচের রীতি অবাধে অনুসৃত হয়। ১৯৩০-৩১ সালে ৪০ কোটি টাকার নোট প্রচারাধীন করা হয়। ১৯৩১-৩২ সালের প্রথম ছয় মাসে মুদ্রাসঙ্কোচের পরিমাণ ছিল ২৮৮৭ কোটি টাকা। সেপ্টেম্বর মাসে ভারত সরকারের অর্থ নৈতিক অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটজনক হইয়া দাঁড়ায়। চলতি সেপ্টের পরিমাণ ছিল ১১৩ কোটি টাকা, কিন্তু রাজস্বসচিবে অর্থ ও ইন্ডিয়া সম্পদের পরিমাণ ছিল মাত্র ৪৮৭১ কোটি টাকা। অন্য দিকে মাসকাবারে দায়ের পরিমাণ ছিল ৮৮৭৮ কোটি টাকা। ইহা এক ৩০ কোটি টাকার অত্যাবশ্যকী সরকারী ঋণ এক বৎসরের মধ্যেই পরিশোধযোগ্য ছিল।

২১ সেপ্টেম্বর সকালে ভারত সরকার সংবাদ পান যে মুদ্রাস্ফীতি পরিত্যাগ করিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে তিন বিষয়ে তিন ঘোষণা করা হয়। সরকার ১৯২৭ সালের আইন অনুসারে স্বর্ণ বা ব্রিটিশ বিক্রয় করিবার দায় হইতে অব্যাহতি গ্রহণ করেন। ব্যাঙ্কের সুদের হার শতকরা ২ হইতে শতকরা ৮ টাকায় বাড়াইয়া দেওয়া হয়। ২৩শে সেপ্টেম্বর অপর একটি অতিরিক্ত আদেশ করিয়া ইহাকে ১ শি: ৬ পেন্স হারে ব্রিটিশের সঙ্গে যুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। অন্যান্য দেশের মধ্যে কেবল আফ্রিকা ও কানাডার বাহিরে সমস্ত বৃটিশ সাম্রাজ্য, যেমন—ভারত, মিশর ও বিশ্ব যুক্তরাজ্যের পথাই অনুসরণ করে।

মুদ্রাস্ফীতির ফলে যুক্তরাজ্যে যে সমস্যা হইতে পরিত্রাণ পায় তাহা নহে, সমস্ত বিশ্বে ধীরে ধীরে পরিবর্তন হয় এবং ধীরে ধীরে বাণিজ্য ও বিনিময়ের ধারা দেখা দেয়। এক্ষেত্রে দেশেই টাকার বাজারে প্রচুরতা ঘটে ও সুদের হার হ্রাস পায়। সমস্তই ঘটনাচক্রে পরিবর্তনের বৃদ্ধি পায়। ইংলণ্ডে ১৯৩১ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর ব্যাঙ্ক হার শতকরা ৪২ ভাগ হইতে ৬ ভাগে বাড়াইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু ১৯৩২ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৭ই মার্চ, ১৭ই মার্চ, ২৩শে এপ্রিল, ১৮ই মে ও ১৩শে জুন তারিখে উহা যথাক্রমে শতকরা ৫, ৪, ৩½ ও ২ ভাগে হ্রাস করা হয়। শতকরা ২ ভাগ হারই নিম্নতম ভাবে অনেক বৎসর ধরিয়া বলবৎ থাকে।

ভারতবর্ষেও টাকার বাজারে সচ্ছলতা ক্রমশঃ ভাবে বৃদ্ধি পায়। ১৯৩১ সালের অক্টোবর হইতে ১৯৩২ সালের মার্চ এই ছয় মাসে ৩৭, ৪৪ কোটি অতিরিক্ত নোট চালু হয়। বিশের তালিকা হইতে ৩৫ পর্যন্তের বিদেশে প্রচারিত হইয়া টাকা ফুলে হইবে।

চালু নোট (কোটি টাকার হিসাবে)

বৎসর	এপ্রিল—জুন	জুলাই—সেপ্টেম্বর	অক্টোবর—ডিসেম্বর	জানু—মার্চ
১৯২৯-৩০	১৬৭.১	১৫৭.৭	১৬৩.৩	১৬৭.৭
১৯৩০-৩১	১৭৩.৩	১৫৮.৬	১৫০.০	১৫৯.৯
১৯৩১-৩২	১৫৮.৬	১৫৭.১	১৫৪.৬	১৬৮.০
১৯৩২-৩৩	১৫৫.৪	১৬৭.১	১৮৩.৪	১৯২.৩
১৯৩৩-৩৪	১৯৪.১	১৯২.৬	১৯৮.৪	১৯৯.৪

স্বাভাবিকভাবে সরকারী ব্যয়ের পূরণের পর পরবর্তী বছর পরবর্তী প্রায় ৭% হইতে হ্রাস পাইয়া ১৯৩৩ সালের মার্চ মাসের মধ্যে প্রায় ১১.৮ দাঁড়িয়া যায়।

আয় সরকারের অন্যতমটির মূল্য প্রভূত উন্নতি দেখা যায়। ১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ৩১, পূরণে সরকারী অনুমোদন করা হিসাব হয়। ১৯৩৩ সালের মার্চ মাসের মধ্যে উহা পরবর্তী ৮০ মাস বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৮.৮ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। বিদেশ পুরক হইতে ইহা ৯ মাসের উপরি হয়।

সরকারী মূল্যের পরিমাণের পূরণ

	—জুলাই—জানুয়ারী—
	মার্চ
৬৩	৬৩
৬৫	৬৫
৬৯	৬৯
৭৪	৭৪
৮৩	৮৩
১০১	১০১

ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ী ও ব্যাঙ্ক ডিরিয়া বাসিন্দার জন্য সেবার বাজারে উৎসাহের দেখা যায়। নিম্নে কোম্পানীগুলির সাধারণ বেয়ারের মূল্যের যে সূচক দেওয়া হইল, তাহা হইতে সরকারের জনপ্রিয়তা স্পষ্ট হইবে।

জুলাই, ১৯৩৯=১০০

বৎসর	এপ্রিল—জুলাই	অক্টোবর—জানুয়ারী—		
	জুন	সেপ্টেম্বর	ডিসেম্বর	মার্চ
১৯২৯-৩০	১৫০	১৪০	১৩৩	১১০
১৯৩০-৩১	১০৯	১৬৪	১৪৮	১৪৯
১৯৩১-৩২	১১৬	১১১	১৯০	১৯৪
১৯৩২-৩৩	১৭৯	১৮০	১৪৫	১৬১
১৯৩৩-৩৪	১৭৩	১৭৪	১৭৬	১৮৩
১৯৩৪-৩৫	১৯৭	১৭৪	১৭৬	১৭৬

আয় সরকারের ঋণ সংক্রান্ত প্রচেষ্টার উৎসে-সাহসের সাক্ষ্য দান করে। ১৯৩১ সালে মূল ঋণ সমূহ একত্রকরণ করা হয়। কিন্তু ১৯৩১ সালের মূল মাসে ৫৫৩ কোটি টাকা সংগৃহীত হয়। মাসে মাসে পুনরায় ৮৯ কোটি টাকা পরিশোধ করা হয়। ১৯৩১ সালের জানুয়ারী মাসে ৩ কোটি টাকা সংগৃহীত হয়।

ব্যবসায়ে দিন-ইংলণ্ডের ক্রমশঃ উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। বন্দর, শিল্প, খনি ও বিভিন্ন উৎপাদন উন্নয়নে সুযোগ বৃদ্ধি পায়। পাউণ্ডের ব্যবহার সর্বত্র ব্যাপক ও সর্বত্রিতে সমৃদ্ধি আসে। ফলে বিদেশ আমদানির উপর হইতে আয় ব্যয় ও সরকারী ব্যয়েরই আয়ত্তাধীন রক্ষিত হয়।

১৯৩৯ ও ১৯৪১ এর মধ্যে। দুই যুদ্ধে বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বিত। কিন্তু অবশ্যই ইংলণ্ডীয়দের সঙ্গে সাদৃশ্যজনক হইয়াছে। অতীতের পর্যালোচনা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশার সঞ্চার করে।

পাউণ্ডের নূতন মূল্য ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য

ডেভিড হেমার্ড

গত ১৮ই সেপ্টেম্বর, স্যার স্টাফোর্ড ক্রীপ্‌স্ বলেন করিয়াছেন যে ইহার এর মূল্য হ্রাস করা হইবে। গত কয়েক মাস ধরিয়া পাউণ্ডের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নানারূপ জল্পনা-কল্পনার ফলে আন্তর্জাতিক ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিপুল অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হইয়াছিল। স্যার স্টাফোর্ডের উক্ত ঘোষণার পর সেই অনিশ্চয়তা দূর হইবে এবং কৃষিজের সহিত বৃহত্তর অঞ্চলে দেশের বাণিজ্য করা ১ কম উন্নতি লাভ করিবে।

কৃষিজের জনসাধারণ এই ঘোষণায় আশ্চর্য বিস্মিত হইয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। চ্যান্সেলর অবশ্য তাঁহাদের এই আশ্বাস দিয়াছেন যে পাউণ্ডের আন্তর্জাতীয় মূল্যের কোন পরিবর্তন হইবে না এবং জীবন যাত্রার ব্যয় অন্যান্য সাধারণ পরিমাণ মাত্র বৃদ্ধি পাইবে। বর্তমানে কৃষিজের জনসাধারণ তাহার এলাকা হইতে আমদানিকৃত অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদির জন্য যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে তাহা তাহাদের মোট জীবন যাত্রার ব্যয়ের শতকরা ১১ ভাগ মাত্র।

একমাত্র উপায়

স্যার স্টাফোর্ড এই সিদ্ধান্তের জন্য যাহা করিবার-দেওয়া করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন যে সমস্যা সমাধানের জন্য এই ব্যবস্থা অবলম্বন করা ভিন্ন অন্যান্য ছিল না।

ডিফ্লেশনিক সংকোচনের অবস্থার জন্য উপযুক্ত হইবে।

এই বৎসরের প্রথম তিন মাসে ইংলিশ অক্সফোর্ড ও তাহার স্যাটার্লিঙ্ক ব্যাঙ্কিং হার ছিল ৫২৮০০০০০০ পাউণ্ড। বিদেশ ভিন্ন মাসে বৃদ্ধি পাইয়া ৩৮০০০০০০ পাউণ্ডে দাঁড়ায়।

স্যাটার্লিঙ্ক পরিমাণ হইতে এইরূপ বৃদ্ধি পাইবার তিনটি প্রধান কারণ দেখানো যাইতে পারে। প্রথম কারণ হইল, বিভিন্ন মূল্য পরিবর্তনের ফলে হইল, যাহার ফলে ইংলিশ অঞ্চলের তাহার উপার্জন বিদেশবাসীর হাতে পাইতে থাকে; দ্বিতীয় কারণ হইল, ইংলিশ অঞ্চল হইতে মূলধনের এজেন্সিকৃত উত্তোলনের পরিমাণ ও মূল্য হ্রাস, যাহার ফলে অবশিষ্ট ইংলিশ অঞ্চলের তাহার উপার্জন এক পরিমাণ হাতে হ্রাস পায়; তৃতীয় কারণ হইল, তৃতীয় হইতে তাহার এবং অন্যান্য দেশের দ্রব্য অঞ্চলে তাহাদের।

উপরোক্ত কারণগুলির ফল ইংলিশ অঞ্চলের তাহার আমদানির ক্রয় করা পাইতে থাকে। মূল মাসের শেষ ভাগে এই পরিমাণ মাত্র ৪০০০০০০০ পাউণ্ড দাঁড়ায় এবং এখনও উহা হ্রাস পাইতেছে।

ইংলিশ এর মূল্য হ্রাস করিলেই যে তাহার ফল আপনা আপনি বন্ধ হইয়া যাইবে তাহা নহে। তবে এই ব্যবস্থার ফলে সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হইবে। তাহার অঞ্চলে তাহার সাধারণমূল্যের মূল্য হ্রাস পাইবে এবং তাহার উৎপাদনকারীরা তাহার বাজারে পণ্য বিক্রয়ের জন্য নূতন আশা ও উৎসাহ বোধ করিবেন।

আমদানির ব্যয়াধিক্য মূল্য বৃদ্ধি পাইবে কিন্তু বাণিজ্যের উন্নতির জন্য তাহা স্বীকার করিয়া লওয়া ভিন্ন উপায় নাই। গভর্ণমেণ্ট অবশ্য এই বিশ্বাস ঘোষণা করেন যে তাহার বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের দ্বারা মূল্যবৃদ্ধিজনিত অসুবিধা দূর করা সম্ভব হইবে।

কমনওয়েলথ দেশসমূহের সিদ্ধান্ত

স্যার স্টাফোর্ড কর্তৃক মূল্য হ্রাস ঘোষণার এক ঘণ্টার মধ্যেই সংবাদ পাওয়া গেল যে কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত প্রায় সমস্ত দেশই নিজ নিজ দেশের মুদ্রামূল্য হ্রাস করিবে। কমনওয়েলথের বহির্ভূত অন্যান্য দেশও অনুরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে। ইহাতে, ফলে ও সুইডেন কি করিবে তাহা বিবেচনা করিতেছে।

কমনওয়েলথ দেশসমূহের মূল্য হ্রাস হ্রাসের সম্পর্কে অনুকূলই বলা যাইতে পারে, তাহার ইহার ফলে সমস্ত ইংলিশ অঞ্চলের তাহার উপার্জন

(শেষাংশ ৭৩৮ পৃষ্ঠায়)

শেয়ার বাজার

মুদ্রামূল্য হ্রাসের প্রতিক্রিয়া

পাউণ্ড ও টাকার মূল্যহ্রাসের সংবাদে বাজারে প্রাথমিক প্রতিক্রিয়াস্বরূপ চমকপ্রদ উন্নতি দেখা যায়। মনে হয়, বোম্বাইয়ের অনেক বড় ব্যবসায়ী এই সুযোগে একটু দাঁও করিতে পাটশিল্পের ও চোরাবাজার পুরোদমে সেইসময়কার বাজারে টাটা ডেফার্ডের দর ১৩৭১৷৷০ হইতে ১৪১০৲ পর্যন্ত পৌঁছে। কলিকাতায় বাজারের ইতিহাস আরও ও অনেক বড় ব্যবধানে ১৩৫৲ ও ৮০৲ হইতে যথাক্রমে ২৯৬৲ ও ১৩৮৲ আসিয়া দাঁড়ায়। কিন্তু অধিকাংশ ব্যবসায়ীই এই অবস্থার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। বিশেষতঃ এতটা মূল্যহ্রাস হইবে ইহা অনেকেই ভাবিতে পারেন নাই। ঘোষণা প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ইস্পাতের আমদানি ও অন্যের দর যেন্দ্রুতবেগে বাজারে ৪৫০৲ ও ২৫০৲ বাড়িয়া যায়। পাইকারী মূল্যের তথাকথিত বৃদ্ধির সম্ভাবনায় কারখানার দর ১৭৫৲ হইতে ৯৫ বৃদ্ধি পাইয়া ৩১৯৲৷০ দাঁড়ায়।

ডেফার্ডের দাম প্রায় ২০০ পয়েন্ট বাড়িয়া ১৫০৲ পৌঁছে। কিন্তু পাকিস্তানী টাকার মূল্য অক্ষুণ্ণ রাখার সংবাদে প্রাথমিক উল্লাস স্তিমিত হইয়া যায়। ইস্পাতের আমদানি ও অন্যের দর ২৯৮৲ ও ২১৮৲৷০ নামিয়া যায় এবং কারখানার দর দাঁড়ায় ২৭৮৲। মুদ্রাস্ফীতি হ্রাসে রপ্তানি-বাণিজ্যে যে সুযোগ উদ্ভূত হইয়াছিল, পাকিস্তানী নীতি তাহা বাদের মূল্যবৃদ্ধি করিয়া সেই সুবিধার প্রায় সমস্তটাই হরণ করিয়া লয় এবং বস্ত্র ও চটশিল্পের অধিকাংশ সম্পদ অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়। পেশার কারবারীরা অনেকটা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়েন এবং তাঁহাদের মনে দ্বিধা ও সংশয় জন্মিবার ফলে পেয়ার মূল্য অযৌক্তিকরূপে বেশী হইয়া যাওয়া কমিতে থাকে। সেইজন্য তিনদিন পর বাজার খুলিলে তেমন উৎসাহের ছটা দেখিতে পাওয়া যায় নাই ও যাহা কিছু উৎসাহের ভাটকা দেখা গিয়াছিল তাহাও নিতান্ত সীমাবদ্ধ ছিল। অন্যান্য বিভাগে কাজ খুবই সামান্য হইয়াছে। ব্যবসায়ীরা ৯৯মূল্য হ্রাসের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা সুনিশ্চিত ধারণা করিতে পারেন নাই। শেষের দিকে বিভিন্ন বিভাগের কয়েকটি শেয়ারের মূল্যবৃদ্ধি ঘটে। ক্রিস্টিয়ান মাইকা ৭৯৲৷০, টেক্সমাকো ৮৷০, প্রসূবিয়ার্স কর্পোরেশন ৯৲, এসেলা ফ্লাক্স ২৯৲৷০ ও মেহ্রান কর্পোরেশন ৫৲৷০ পর্যন্ত উঠে বলা যায়।

* * *

আমাদের বিশ্বাস যে মুদ্রামূল্য হ্রাস পেয়ার বাজারের পক্ষে পরিণামে শুভ হইবে। দেশীয় শিল্পগুলি পারস্পরিক প্রতিযোগিতা প্রায় ৩০ ভাগ সংরক্ষণ শুল্কের সুবিধা পাইল। তদুপরি এলাকা হইতে আমদানি একরূপ বন্ধ হইয়া গেল। ইহাকি দেশগুলি হইতেও আমদানী মালের মূল্য বৃদ্ধির ফলে ভারতীয় শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা বাড়িবে। রপ্তানির বাজারে সস্তানি বাড়াইবার যে সুযোগ পাওয়া গেল, তাহাতে অনেক শিল্পের শ্রীবৃদ্ধি ঘটিবে। তা, সিমেন্ট, কাগজ, মাকা, অভ্র, চিনি, কয়লা প্রভৃতি শিল্পের প্রসার উন্নতি হইবার সম্ভাবনা। অবিলম্বে হইতে আমদানি কমিয়া যাইবার ফলে, ইস্পাত শিল্পের ব্যবসায় বৃদ্ধি পাইবে, তবে, বর্তমানে উহার সম্প্রসারণের সুযোগ না থাকায় উৎপাদন বৃদ্ধির সম্ভাবনা কম হইবে।

আমদানি-রপ্তানির সমতা নষ্ট হইলে টাকার বহির্মূল্যের সমস্যা আসিবে। কলিকাতা পেয়ার বাজারের উঠা নামা যোগান বাড়িলে উহার বিশ্লেষণের সম্পর্কে বিশেষের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যদি অর্থসচিবের পরিচালনাধীনে ব্যবসায়ে কমিয়া যাওয়ার আশঙ্কা কম থাকে, তবে আরও সমতার বৃদ্ধির আশা করা যায়। পাটের অধিক সরবরাহ বিশ্বে বস্ত্রের ও চটশিল্পের কাঁচামালের কলিকাতার পেয়ার বাজারের আবির্ভূত হইয়াছে। ইহাদের অর্থ বাজারের উন্নতির সহায়ক হইবে এইরূপ সম্ভাবনা রহিয়াছে।

* * *

পাকিস্তানী নীতির ফলে প্রধানতঃ পাট শিল্পেই হতাশা দেখা দিয়াছে। তুলার কল বন্ধসম্বন্ধের হিসেব অনুবিধা হইবে না, কেননা হিসাব ও পূর্ণ আর্থিকা হইতে আমদানির উপায় রহিয়াছে। পর সরকার পাকিস্তানের তুলা সরবরাহ পূর্ণ উদ্যোগ দিলেন। কিন্তু পাট বিনা তাঁহা বাদের কল পূর্ণবয়সের উপর নির্ভরশীল। পাকিস্তানী টাকার মূল্য অপরিবর্তিত থাকায় পাইকার দ্রব্য আমেরিকার বাজারে সুলভ মূল্যে বিক্রয় করিয়া বিদেশ প্রতিযোগিতায় হটাইয়া দিবার যে সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল তাহা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইয়াছে। বর্তমানে পাক-ভারত বিভিন্ন হারের যোগসংযোগের ফল উভয় দেশের বাণিজ্য অচল অবস্থায় পতিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ যে, বিনষ্ট পাক-ভারত বৈরিতা সমস্যাটি আলোচিত হইবে। ইতিমধ্যে দুই বিদেশ এজেন্সিদেশের প্রতিনিধিবিবর্গের সহিত আলোচনা করিয়া অন্তর্বর্তী সরকার কয়েকটি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। পাট ও পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানির উপর বিবি নিষেধ আরোপিত হইয়াছে। পশ্চিম বঙ্গ সরকার বিভিন্ন দেশীয় পাটের সর্বোচ্চ মূল্য নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। নির্দিষ্ট মূল্যের উর্ধ্বে যেসকল দেশী পাটের বিক্রয় হইবে। পাকিস্তান হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ যে, সেখানে পাটের মজুত খুব বাড়িয়া গিয়াছে ও ব্যবসায় একরূপ বন্ধ। ভারতীয় মিলগুলি পূর্ব হইতেই মাসে এক সপ্তাহ করিয়া কাজ বন্ধ রাখিতেছে। তিনের মজুত পাট ও আগত উৎপন্ন পাট যোগ করিয়া তাহারা এইরূপ ভাবে ছয় মাস চালাইয়া যাইতে পারিবে। আগামীবার উৎপাদন ৩০০ লক্ষ গাঁইট পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহা কীরূপ দেখাবে পরিস্থিতির। বর্তমানে পাক-ভারত বাণিজ্যের আকস্মিক বন্ধ ফিরাইয়া আনাই সর্বাপেক্ষা কাম্য।

* * *

পাট সেক্টরে বিশেষ অভিযোগের তার রাখাই দুই মূল্য মূল্য করিবার অবস্থার প্রতিকারের জন্য যে আই এক সমিতি কলকাতা বিল্ড করেন তাহার মধ্যে একটি হইয়েছে, যাহাদের বিরে আরও ভাল করিবার জিনিষ শেষ করা হয় নাই তাঁহাদিগকে মুক্তকালীন মূল্যহারে কম দেশ কম দেওয়ার নির্দেশ দিবার সুযোগ পায়। আমেরিকা যাত্রার পূর্ব মাসে প্রধান মন্ত্রী পত্রিক কলকারখানে দেশের কাঠির উন্নতে যে দেশের বহুমূল্য প্রদান করেন তাহাতেও তিনি শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের আশ্বাস আরাইয়া বলেন যে, সরকার যাহাতে কর বৃদ্ধিমূলক আর সম্পর্কে কম ব্যয় করিতে সক্ষম হন, তজ্জন্য উহাদের দেওয়ার সরকারের মুক্তকালীন আইনসঙ্গত অথবা বে-আইনী মুনাফা আদায়ে উচিত। পত্রিত দেশের বলেন যে, চোরাবাজারে অর্জিত অর্থ সম্পর্কিত সমস্ত সমস্যার আলোচনা মীমাংসা করিতে হইবে। অপরাধীদিগকে যা দণ্ডের সম্পর্কে ঘোষ প্রস্তাই উঠে না। প্রধান মন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন যে, ব্যবসায়ীরা এই ব্যবস্থার সংবাদে উহাদের অবস্থা পরিচালন করিতে পারিবেন এবং তজ্জন্য তাঁহারা সরকারের সহিত সহযোগিতা করিবেন ও তাঁহার ধরনা পদ্ধতিপরায়ণ করিবেন না।

প্রস্তাবটি কার্যকরী করা সম্পর্কে এখনও ঘোষ পরিকল্পনা প্রকাশিত হয় নাই। আমদানের বিদেশীবিনিময় কি পরিমাণ টাকা শুভফলে অনুক হইয়াছে, তাহা অনুমান করা সম্ভব নহে। ঘোষ অতিরিক্তি কি আরে ইহা রক্ষিত আছে তাহা অনুমান করাও দুষ্কর। অনেকে সুচিন্তিত অর্থের পরিমাণ ১৫০ হইতে ৩০০ কোটি টাকা বলিয়া মনে করেন। ইহা সঠিকতঃ অতিরিক্তি। ইহার কিছু অংশ লাভজনক কার্যে নিয়োজিত হইয়া গিয়াছে এবং আরও কিছুটা অংশ পেয়ার বাজারের দুর্যোগে

(পেয়ারে ৬৯৮ পৃষ্ঠায়)

সংবাদ সংক্ষেপ

টাকার মূল্য হ্রাসের ফলে দেশের অর্থনৈতিক সঙ্কট বৃদ্ধি পাইবে

"উৎপাদন বৃদ্ধি এবং মূল্য হ্রাস নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার প্রবর্তন অর্থনৈতিক সঙ্কট" এই শিরোনামে ইণ্ডিয়া ফোরাম লিঃ বিভিন্ন ব্যবসা ও শিল্প সংক্রান্ত ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকা 'ইকনমিক উইকলি' সম্প্রতি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে মূল্য হ্রাস সম্পর্কে মন্তব্য করিয়া বলা হইয়াছে যে—টাকার মূল্য হ্রাসের ফলে সমস্যা আরও জটিলতর হইবে।"

'ইকনমিক উইকলি' পত্রে আরও বলা হইয়াছে যে,—"আমরা যদি ডলার এলাকার পরিবর্তে ষ্টার্লিং এলাকা হইতেই আমদানি করিতে পারে [illegible] ডলার অঞ্চলের সহিত তাহার [illegible] ডলার [illegible] [illegible] [illegible]

অঞ্চলে সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার সুযোগ আনা ও উৎসাহ দান করিবেন।

সুতরাং ও বাস্তব ভাবে আমাদের রপ্তানি বৃদ্ধি করিবার বিপুল সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। প্রতি শিল্পের উৎপাদন অবস্থার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিয়া উৎপাদন যথাসম্ভব বৃদ্ধি করিতে হইবে।"

উক্ত পত্রিকা পরিশেষে এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছে যে, "উৎপন্ন দ্রব্যের আমাদের বস্তুসমূহ বৃদ্ধি প্রচেষ্টা সফল না হইলে আমাদের জীবনযাত্রার মানের অবনতি ঘটিবে এবং সেজন্য বিদেশী সাহায্য লাভের সম্ভাবনা দেখা দিবে।"

নিউজ ক্রনিকল

নিউজ ক্রনিকল পত্রিকা মন্তব্য করিয়াছে: মূল্যহ্রাস সম্পর্কে ব্রেটন উইডসের কনফারেন্সে যোগদান করিয়াছিল বলিয়া ব্রিটেনের জীবনযাত্রার ব্যয়বৃদ্ধির অবস্থা সমস্ত দেশের তুলনায় অধিকতর আশাব্যঞ্জক সৃষ্টি করিয়াছে। অন্যান্য দেশের তুলনায় কিছু পরিমাণে অধিকতর হইতে পারে কিন্তু ইহা যথেষ্ট নহে। ব্রিটেনের উপায়ান্তর নাই যে সমস্যা দেখা দিয়াছে এবং তাহার সম্মুখীন হইতে হইবে।

ব্রিটেনের মূল্য পূর্ব যোগ অনুযায়ী ১৯ শেল বৃদ্ধি না পাইয়া যে ১ শেল বৃদ্ধি পাইয়াছে ইহাতে অসাধারণ কিছুটা স্বস্তি লাভ করিবে। কিন্তু তথাপি এই পরিমাণ মূল্যবৃদ্ধিও আমাদের কষ্টের কারণ হইবে সে বিষয় সন্দেহ নাই। যে সমস্ত শ্রমিক পরিবার এবং আমাদের অপেক্ষাকৃত বিত্তসম্পন্নদের প্রত্যেকে একটি পাইয়াই জীবন ধারণ করে তাহাদের কষ্টের মাত্রা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইবে। অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিরও যে মূল্যবৃদ্ধি হইবে না এমন নিশ্চিত ভাবে বলা যায় না। আর্জেন্টিনার মাংস ও কানাডার গমের মূল্য বৃদ্ধি পাইবার খুবই সম্ভাবনা আছে। যেটুকুও, বৈধ হইক অন্তত বিদেশী আমদানী অঞ্চল হইতে আবশ্যকীয় সমস্ত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি হইবার অনেক আশঙ্কা আছে।

হিসাব অনুযায়ী যেটুকু জীবনযাত্রা ব্যয় সরকার ও তাদের আরও বৃদ্ধি না পাইলেও, শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি দাবী যে প্রবল আকারে দেখা দিবে সে বিষয় কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু সরকারকেও খুব সাবধান যে বেতনের হার আর বৃদ্ধি পাইতে দেওয়া হইবে না। ইহা সত্য যে মজুরীর হার বৃদ্ধি পাইলে বিদেশ মূল্যস্ফীতির প্রভাব উপেক্ষাই সিদ্ধ হইবে না। কিন্তু শ্রমিক নেতারা কি তাহা বুঝিবেন এবং দেশের সুদূরপ্রসারী স্বার্থানুযায়ী কার্য করিবেন?"

মার্কিন সংবাদপত্রসমূহের প্রতিক্রিয়া

নিউইয়র্ক টাইমস্

১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম অবস্থার মধ্যে ব্রিটিশ পাউণ্ডের মূল্যহ্রাস করা হইয়াছিল। সেই ঐতিহাসিক অবস্থার তুলনা করিয়া নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকায় বলা হইয়াছে যে, ১৯৩১ সালের অবস্থার সহিত বর্তমান অবস্থার প্রভূত পার্থক্য রহিয়াছে কিন্তু তবুও তাহা ইংলণ্ডের যে অসুবিধা করিয়াছিল তাহা ১৯৪৯ সালের মত অত ভেঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ নয়। মূল্যের সঙ্গে এইরূপ আমদানী প্রায়ই ঘটিয়া থাকে, কিন্তু ১৯৩১ সালের পূর্বে ব্রিটেনের অনেক শৈথিল্যের মধ্যে যে শক্তি বিরাজ করিয়াছিল তাহার ফলে সর্বনাশ কতকটা দূরীভূত লাভ করিয়াছিল এবং মুদ্রাবিনিময়কারকের একটা বিভিন্নতা মধ্যে সৃষ্টি হইয়াছিল।

বর্তমান অবস্থায় ব্রিটেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের মুদ্রার মূল্যমানে আপেক্ষিক বিভিন্নতার বর্তমান ভিন্ন মধ্যে সমস্ত এখন অবস্থার উদ্ভব করা অসম্ভব যখন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যক্ষেত্রে বিদেশের বর্তমানী বন্টনের কোন কোনের মুদ্রার মূল্যে দেয় প্রয়োজন অধিকারী হইয়া উঠে। ইহা না করিলে সেই সমস্ত দেশে যে সমস্ত আমদানীর পরিবর্তন প্রয়োজন হইয়া পড়ে সেগুলির জন্য আরও খারাপ হইবার আশঙ্কা থাকে।

অবশ্য এসম্পর্কে ১৯৩১ সালে যে অবস্থা সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার সহিত বর্তমান ঘটনাটি যেটুকু মৌলিক সাদৃশ্য রহিয়াছে তাহাও বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছে না। যে সমস্ত ব্রিটেনের পাউণ্ডের মূল্যহ্রাস করিয়াছে তাহার ফলে ইংলণ্ডের উপর পাওনাদারের অবস্থা বড় করিয়াছিল; এখন আবার ব্রিটেন যাহা করিয়াছে তাহার ফলে "পাউণ্ড হইতে পলায়ন" নিরোধ করা সম্ভব হইবে। তবে একথা যেন কেহ মনে না করেন যে ইহার দ্বারাই ব্রিটেনের ডলার সমস্যার পরিপূর্ণ সমাধান হইয়া যাইবে।

ওয়াশিংটন

নিউইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবুন পত্রিকায় একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বলা হইয়াছে, একথা বীকার করিতেই হইবে যে ব্রিটিশ পরিকল্পনা খুব আশাব্যঞ্জক সূচনাই এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। ইতিপূর্বে যাহারা তাঁহারা পাউণ্ডি এলাকার সমস্যা সমাধানের উপায় হিসাবে পাউণ্ডের মূল্যহ্রাস করা ছাড়া অন্য কোনরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু ব্রিটেনের পরম দৈনন্দিন সরকার তাঁহাদের সমস্ত চেষ্টা এবং আর্থিক বল ও ব্যক্তিগত সম্বল ডলার-এলাকার খুব বেশী পণ্য আমদানী করিতে সমর্থ হন নাই।

উপরি উক্ত পরিস্থিতি আরও বল বা এইরূপ ব্যবস্থা করা ছাড়া ব্রিটেনের অন্য উপায়ও ছিল না, কারণ ইহা ছাড়া তাহার উপর আরও চাপের আর কোন পথই খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। আর্জেন্টিনা সাম্রাজ্য অনুষ্ঠিত হইবার পূর্বেই এইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত করা হইয়াছিল। অবশ্য এজন্য মার্কিন সরকার ব্রিটেনের উপর কোনরূপ চাপ দেন নাই। কিন্তু বর্তমান বিশ্বের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদদের মতে ইহাই ছিল ডলার-সমূহের ডলার-এলাকা বিরাজের একমাত্র উপায়। আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার হইতেও এই কথাই বলা হইয়াছিল। অবশ্য আমাদের মনে হয় ইহাতে সাময়িক বেদনমূলের কিছুটা অসুবিধা হইবে এবং তাহাদের জীবন যাত্রার ব্যয় কিছুটা বৃদ্ধি পাইতে পারে।

হেরাল্ড ট্রিবুন পত্রিকায় উক্ত প্রবন্ধে একথাও বলা হইয়াছে যে, আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের মতে যে সমস্ত দেশে প্রতিকূল মুদ্রার মূল্যমান করা হইয়াছে সেগুলির বর্তমান পরিস্থিতির অনুকূলে অন্তত পাঁচ বার বিশেষ প্রয়োজন। এখন ঐ সমস্ত দেশের প্রতিযোগিতা আর দুর্বল করিয়া রাখা হইলে মূল্যহ্রাসের সুবিধা সকল অনুরোধে বিনষ্ট হইয়া যাইবে। এজন্যই ব্রিটেন ১৩টি পূরক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যার উপর প্রথম আঘাত হানিয়াছে।

ওয়াশিংটন পোষ্ট

ওয়াশিংটন পোষ্ট পত্রিকার একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে এইরূপ বলা হইয়াছে যে, সমস্ত ক্ষেত্রেই ধরিয়া এই কথাটি স্মরণ রাখা হয় যে এই মূল্য হ্রাসের প্রধান কারণ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া দেশগুলির রপ্তানি-বাণিজ্যের একটি পুনরুজ্জীবিত করিবার প্রচেষ্টা, তাহা হইলেই এইরূপ সাময়িক মৌলিক উদ্বেগ সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা থাকে। অবশ্য মুদ্রার মূল্যমান হ্রাসের ফলে আমদানীর ব্যয়ের অল্প-বিস্তর বৃদ্ধি উৎপাদনের ব্যয় বৃদ্ধির ফলে রপ্তানি-বাণিজ্যের বৃদ্ধির বিরুদ্ধ ক্রিয়াকে খণ্ডন করিয়াই সম্ভব। বর্তমান মূল্য হ্রাসের সম্পূর্ণ সুবিধা গ্রহণ করিবার জন্য ব্রিটিশ সরকারকে নিজেদের দেশের শ্রমমূল্য বৃদ্ধি বা জীবনের খরচ বৃদ্ধির গতি সম্বন্ধে সতর্ক লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কারণ এই গতি বৃদ্ধি করিতে হইলে ব্রিটেন-এর মূল্য হ্রাস করিয়া অধিকতর পরিমাণে তাহার সম্ভার অধিকার করিবার সুযোগ লোপ পাইবে। আর একটা কথা যে, এই মূল্য বিনিময় ব্যবস্থার ফলে কেবল ডলার-এলাকা হইতে আমদানী দ্রব্যের মূল্যই বৃদ্ধি পাইবে; অন্যান্য উৎস বা ব্রিটিশ এলাকার অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য দেশ হইতে আমদানী দ্রব্যসম্ভারের মূল্যের কোন পরিবর্তন হইবে

না। তাহাই বর্তমানেও স্বল্প হেরফের বৃদ্ধির দাবী প্রতিটি অধিবেশনে ভোটের সম্মুখে অপেক্ষা বৃদ্ধি হইয়াছে।

কিন্তু ব্রিটিশ সরকার ইতিপূর্বেই বেশন বৃদ্ধির আশায় আশা দিয়া কিছু ব্যয় হইবার ভয়েই এবারে এই প্রস্তাব পরিত্যাগ উহার ফলে তাঁহাদের সম্মুখে আবার একটা গুরুতর আন্তর্জাতিক সমস্যা দেখা দিবার আশঙ্কা হইয়াছে। এই সকল বিষয় করিয়া এখন আমাদের মনে হইতেছে যে, ব্রিটিশ জনসাধারণ যদি ব্রিটেনের রপ্তানি-বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্য সরকারকে সহিত পূর্ণ সহযোগিতা না করেন তবে ইহার মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যাবে। আন্তর্জাতিক অবস্থার হইতেও এই কথাই বলা হইয়াছে। হইতে অন্য কেবল যে ব্রিটেনেরই ঘটিবে তাহা নহে [illegible] অন্যান্য যে সমস্ত দেশের দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি করা হইয়াছে তাহাদের সহিত এই বিষয় প্রতিযোগিতা করা দিবে।

ব্রিটেনের চাল

[illegible] হইতেছে—ব্রিটেন
[illegible] সরকার মূল্য হ্রাস করিয়া
[illegible] মূল্য হ্রাস করিয়া
[illegible] বিক্রয়ের
[illegible] করিয়া অধিক পরিমাণে চলার
[illegible] করিয়াছে।

[illegible] একটি ভাল মুদ্রাই ভাল [illegible] পাউণ্ডের মূল্য হ্রাস করা হইবে। ইহার ফলে ডলার প্রধানতঃ ব্রিটিশ পণ্যের বিক্রয় প্রধানতঃ বন্ধ হইবে। এখন মূল্য হ্রাস করার এই প্রস্তাব হইতে ব্রিটিশ পণ্যের বিক্রয় কতটা বৃদ্ধি পায়। এই প্রস্তাব হইতে কি পরিমাণ ডলার ব্রিটেনে আসিবে তাহা নির্ভর করিবে।

এই মূল্য হ্রাসের ফল কি হইবে না হইবে তাহা নির্ভর করিবে এখনও বহুদিন সময় সাপেক্ষে। আমাদের এই প্রস্তাব বিশেষ সময়ের আমরা ব্রিটেনের নিকট বিশেষ, তাহার ব্যতীত দেশের ইতিমধ্যে [illegible] সম্বন্ধে কিছুই বলিতে পারিলাম।

ব্রিটেন ইতিমধ্যে এই আকস্মিক মূল্য হ্রাসের প্রতিক্রিয়া দূর করিবার জন্য কোমর বেঁধে লাগিয়া গিয়াছে এবং ইতিমধ্যেই কতকগুলি নিয়ন্ত্রণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। ব্রিটিশ সরকারকে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে। যেহেতু তাহার এলাকা হইতে আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইবে সেই হেতু অন্যান্য দেশের মূল্যস্তর সাধারণ বৃদ্ধি-যাবে সেই হইবে। কিন্তু ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে চেষ্টা করিতে হইবে যাহাতে দেশের উৎপাদনের ব্যয় বৃদ্ধি পাইবার অধিকতর পরিমাণে রপ্তানির সম্ভাবনাকে নষ্ট না করিতে পারে।

আর ব্রিটেনকে চলার একটার উপর সরকারি বিশ্ব করিতে হইতেছে তাহাতে তাহার পক্ষে দেশের পাউণ্ডের মূল্যমান সম্বন্ধে কিরূপ ধারণা করিয়াছে তাহা বিশ্বের বলা সম্ভব নয়। ব্রিটিশ জাতির অতীত ইতিহাস আলোচনা করিবার পর কিন্তু মনে এরূপ ধারণা করিতে পারিবে এই "অর্থনৈতিক ডাকাতি" দ্বারা একটা আকস্মিক সুবিধা ছাড়া আর কিছুই নহে, ব্রিটিশ জাতির মনে সেই "ঐতিহাসিক ডাকাতের" দুষ্টামির কথা স্মরণ করাইয়া দিবে। তখনও যেমন তাঁহারা সাময়িক অসুবিধায় কিছু হইয়া হাল-ছাড়িয়া দেন নাই, এখনও তাঁহারা সেইরূপ করিবেন বলিয়া আশা করা যায়। তাহাই যদি সত্য হয় তবে সময় মত বুঝিতে পারিবে কেবল করিয়া পাউণ্ডের অবিসম্বাদ মূল্যমান আবার ফিরিয়া আনা ও সঙ্কটের পথে প্রত্যাবর্তন করিবে।

ব্রিটিশ শিল্প-বিশেষজ্ঞের ভারত আগমন

কেমব্রিজের অধ্যাপক ব্রিটিশ ইকনমিক এর ডাক হইতে ব্রিটেনের ব্যাঙ্কারদের প্রতিনিধি বিশেষজ্ঞ মিঃ [illegible] ডেভিস শীঘ্রই ভারত, পাকিস্তান, সিংহল [illegible] সফরে বহির্গত হইবেন।

ভারত অবস্থানকালে মিঃ ডেভিস ভারতীয় ব্যাঙ্কারদের ব্রিটিশ ঋণের ভারিখ সম্পর্কে আলোচনা করিবেন। তাহাতে প্রতিনিধি উদ্দেশ্যের কত কি প্রয়োজন এবং ব্রিটেন তাহা কতদূর মিটাইতে সমর্থ এই বিষয় সম্পর্কে তিনি সরকারী বিভাগ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সহিত আলাপ আলোচনা চালাইবেন।

ভারত-পাকিস্তান মুদ্রাস্ফীতি

পাকিস্তান ইতিমধ্যে ভারতের সহিত আর্থিক বিভিন্ন ব্যবস্থার যে পরিবর্তন করিয়াছে তাহা সম্পূর্ণরূপ কিনা সেই সম্পর্কে শুরুতে সন্দেহ রহিয়াছে। করাচী হইতে এ সম্পর্কে যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে বলা হয় যে, ভারতের সহিত না পাকিস্তানের প্রত্যাবর্তনশীল নূতন বিনিময় হার স্থায়ী করিবে, অথচ পাকিস্তান এই ব্যবস্থা কার্যে বাধ্য নিয়ন্ত্রণ করিয়াছেন। ইহার ফলে পূর্বাঞ্চলীয় দেশসমূহের ব্যবসায়ীরা মনে করিতেছে যে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে পাওনা লওনে মেটান হইবে তবে, পাকিস্তান যদি ভারতকে দিয়া তাহাদের প্রত্যাবর্তনশীল বিনিময় হার গ্রহণ করাইতে না পারে তবে লওনে তাহা সম্ভব হইবে যেমন অধিক তাহা সম্ভব হইবে যেমন করিয়া তাহা ব্যবসায়ীরা সুবিধা পায় না। পাকিস্তানের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়া লওনের ব্যবসায়ীমহল এখন প্রথমে আরও বিচলিত হন কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে কোন প্রতিকারের কথাই উঠিতে পারে না। দুইটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কাহারও কোন প্রতিকারের অধিকার নাই। পাকিস্তানের সহিত অর্থনৈতিক বন্ধন থাকা সত্ত্বেও এক বৎসর পূর্বে ব্রিটিশ ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য পাওনাদের বিরুদ্ধে তাহাদের মূল্যমান বৃদ্ধি করে।

পাকিস্তান ও ভারতের নিজেই ব্যাপারের বিরোধ মিটাইয়া লইবে বলিয়া সকলে আশা করেন।

(৬৩৯ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

ছিলীন হইয়াছে। তবে তপসিলের যে প্রকার বিবাদের আবির্ভূত হইলে সরকার আদালতের প্রদত্ত আদেশ করিয়া লইয়া মজুরদের সমস্ত করিতে পারেন এই বিধি ও অর্ডিনেন্স উপযুক্ত হয়। কিন্তু মাত্র কিছু মুনাফাখোরের দল কেন্দ্রের মহতী উদ্দেশ্য বা কতক ভোটের সরকারী অসুবিধা প্রয়োজনে অধিকতর পরিমাণে অসুবিধা উপার্জন করিয়া নিজের ইচ্ছা আরও বিস্তার উপার্জনের দিকে এবং তাহারা বাধ্য করেছেন। যেমনটিকা সমস্ত করিয়া দেশের সাধারণী সরকার পরিবেন, এমন আশা নিতান্তই দুরাশা।

তাই মাঝেই এর যেমনধারা বোম্বাই বাজারে প্রবল চাঞ্চল্যের সঞ্চার হয়। টাটা ডেফার্ডের দর ১৮৮ ৷ হইতে ১৮৮৸৹ টাকায় চড়িয়া যায়। কিন্তু পরে প্রস্তাবটি বিবেচনার বিলম্বের করায় ফলে বাজারে আবার নাম করে। টাটা ডেফার্ড এখনোর ১৮৮৸৹ হইতে নামিয়া যায়। ইন্ডিয়ান আয়রণও ৩৸৹ টাকায় হ্রাস পায়।

মুনাফাখোর পার্লামেন্টের অধিবেশনে বিরোধের শেষ চাঁদ মাখাই বোধহয় করেন যে প্রস্তাব করের হার হ্রাস করা হইবে এবং বাজে ডিভেলপমেন্ট, আয়কর বিল ও হইবে। ইহাতে ব্যবসায়ীরা বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছেন ও বোম্বাইএর বাজারে স্টোরের ঘরে উন্নতি ঘটিয়াছে।

অন্যতম ফোন, ৯ নং শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা হইতে ঈশানের বন্দ্যোপাধ্যায় বর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও আর্থিক আয়ত লিঃ এর পক্ষ হইতে ৯ নং কার্সিলাস বিল্ডিংস, ৩৯নং বেন্টাঙ্ক স্ট্রীট হোড, কলিকাতা—১, হইতে প্রকাশিত।

মুদ্রণ-সম্পাদক :—ঈশানচন্দ্র মল্লিক।

আর্থিক ভারত

ARTHIK BHARAT

অর্থ নৈতিক সাপ্তাহিক

২য় বর্ষ ২১ সংখ্যা | কলিকাতা, বুধবার ২৫ কার্তিক, ১৩৭৭; ১২শে অক্টোবর, ১৯৭০ | মূল্য ।০

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	
সম্পাদকীয়	৩৯১	বিশেষ প্রবন্ধ	
প্রাসঙ্গিক	৪০২	বিশ্বের কাছে পরিস্থিতি—স্যার জন রাসেল	
পরলোকে জে. সি. দাস, ভারতীয় রাষ্ট্রের সংহতি সাধন, খাদ্য-শস্যের মূল্য হ্রাস, মন্ত্রিসভার দুর্দশা		শেয়ার বাজার	
		কাঁচা লৌহের মূল্য হ্রাসের বিরূপ প্রতিক্রিয়া	
অর্থলোক	৪০৩	পণ্যদ্রব্যের বাজার	
পাকিস্থানের ক্রমবর্দ্ধমান সংকট		খাদ্যশস্যের মূল্য হ্রাস	
		সংবাদ সংকলন ...	৪০৯

ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যের প্রসার

১৯৬৮-৬৯ সালের ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যের যে সম্পূর্ণ হিসাব পাওয়া গিয়াছে, তাহা বিগত ভারতের পূর্ব এক বৎসরের প্রবণতা বিশ্লেষণ। ইহা পর্য্যালোচনা করিলে এই দেশের উপর ভারত ব্যাহতের অর্থনৈতিক প্রতিক্রিয়া বিশদভাবে উপলব্ধি করিতে পারা যায়। দেশ বিভক্তির পর ভারতবর্ষকে আর কৃষিপ্রধান দেশ বলিয়া আখ্যা দেওয়া চলে না। বর্তমানে ভারত কৃষিজ পণ্যের মোট আমদানিকারক ও শিল্পজাত মালের মোট রপ্তানিকারক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ফলে বাণিজ্যিক লেন-দেনে ভারতবর্ষ অধমর্ণ শ্রেণীতে অবনত হইয়াছে ও বৈদেশিক ঋণের বাৎসরিক পরিমাণও আশঙ্কাজনক হইয়া পড়িয়াছে। এবারে ষ্টার্লিং তহবিল হইতে ব্যয় করিয়া ও অন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার হইতে ঋণ লইয়া পাওনা মিটানো হইয়াছে। কিন্তু এই উপায়গুলিতে সাময়িক প্রতিকার হইতে পারে মাত্র। আশা করা যাইতেছে যে, মূল্যমূল্য হ্রাস করার বাণিজ্যের সমতল হইবে। কিন্তু এই সম্পর্কে রপ্তানি বাণিজ্যের ত্রুটিগুলি সংশোধন করিতে না পারিলে কোনও সুদূর-প্রসারী সুফল পাওয়া যাইবে না। এই বিষয়ে ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত শ্রীযুক্ত জোরওয়ালার সভাপতিত্বে গঠিত বহির্ব্বাণিজ্য প্রসার কমিটির সুপারিশ সমূহ বিশেষ মূল্যবান। বর্তমানে এইগুলি ভারত সরকারের বিবেচনাধীন রহিয়াছে। আমরা আশা করি সরকার এইগুলি কার্য্যকরী করিতে অনাবশ্যক বিলম্ব করিবেন না।

১৯৬৮-৬৯ সালে ভারতবর্ষ স্থল ও সমুদ্রপথে ৬৬৫.৫১ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য আমদানি করে। ৪৫০.৩১ কোটি টাকার মাল বিদেশে প্রেরিত হয়। অতএব, ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় ২১৭.৯৮ কোটি টাকা। পাকিস্থানে রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৭৭.০১ কোটি টাকা এবং ওই দেশ হইতে ১০২.১৭ কোটি টাকার মাল আমদানি হয়। সুতরাং পাক-ভারত বাণিজ্য প্রতিকূলতার পরিমাণ দাঁড়ায় ৩১.১৬ কোটি টাকা। নিম্নে আমদানি-রপ্তানির মূল্য বস্তুগুলির তালিকা দেওয়া হইয়াছে।

(কোটি টাকার হিসাবে)

আমদানি

খাদ্যশস্য	
তুলাজাতি	
কাঁচা পাট	৭১.২৪
কাঁচা তুলা	৬৮.৬২
তৈল	৩৭.৩৭
ধাতু দ্রব্য	২২.১৮
সার	৫১.৬৮
রাসায়নিক ও কেমজ দ্রব্য	২৮.৪৪
কার্পাস বিহনজাত দ্রব্য	১৭.০৭
ছুরি কাঁচি, লৌহ নির্মিত দ্রব্য প্রভৃতি	১৬.৭৮
রঞ্জন দ্রব্য	১৫.৬৬
কাগজ, পিজবোর্ড ইত্যাদি	১৫.০৮
কৃত্রিম রেশমবস্ত্র	
বৈদ্যুতিক দ্রব্য	

রপ্তানি

পাটজাত দ্রব্য	
চা	
কার্পাস বিহনজাত দ্রব্য	
কাঁচা ও অন্যান্য পাট	
কাঁচা ও অন্যান্য তুলা	
তৈল	
লৌহের চাদর	
তামাক	১১.৭৬

বর্তমান বছরের প্রথম দিকেও বহির্বাণিজ্যে ঘাটতি অব্যাহত থাকে। বহির্বাণিজ্যের ক্ষতির অসমতায় শঙ্কিত হইয়া তাহার সরকার ৪ঠা মে তারিখে অবাধ আমদানির সাধারণ লাইসেন্স প্রত্যাহার করেন। তাহার পর হইতে আমদানি ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে এবং রপ্তানিতেও সামান্য উন্নতি হইয়াছে। ফলে সামুদ্রিক বাণিজ্যে ঘাটতির হিসাবে হ্রাস দেখা যাইতেছে :—

মাস	ঘাটতি (কোটি টাকার হিসাবে)
মে, ১৯৬৯	৫৩.১৫
জুন, „	২৮.৮৬
জুলাই „	২৪.৫৯
আগষ্ট, „	১৪.৭৩

প্রকাশ যে, সেপ্টেম্বর মাসে আরও উন্নতি হইতেছে, এমন কি বহু দিন পর সামান্য উদ্বৃত্তও দেখা যাইতে পারে। ইহা খুবই আশ্বাসের কথা। মুদ্রাস্ফীতি হ্রাসে বহির্বাণিজ্যে কতগুলি সুবিধা পাওয়া যাইবে বলা, কিন্তু পাকিস্তানী সিদ্ধান্তে কতগুলি অসুবিধারও সৃষ্টি হইয়াছে। সরকারকে অন্যান্য সাহায্যদাতাদের বাণিজ্যিক গতি লক্ষ্য করিতে হইবে এবং উপযুক্ত ব্যবস্থাবলম্বনে তৎপর হইতে হইবে।

বহির্বাণিজ্য। প্রসার কমিটির রিপোর্ট মুদ্রা সম্পর্কে নূতন সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে রচিত। তাহাতে রিপোর্টের মূল সুপারিশগুলির গুরুত্ব খর্ব হয় নাই। কমিটির সুচিন্তিত অভিমত যে, আন্তর্জাতিক পণ্য-মূল্যের উচ্চতাই রপ্তানি বাণিজ্যের প্রধান অন্তরায়। তাঁহারা দেশের অভ্যন্তরে ও দেশের বাহিরে পণ্যমূল্যের অসামঞ্জস্যকেই তাহার বাণিজ্য ঘাটতির জন্য দায়ী করিয়াছেন। কমিটির সিদ্ধান্ত অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং বিদেশীয় পণ্যমূল্যের সহিত দেশীয় মূল্য সূচক তুলনা করিলেই উহার সারবত্তা সুস্পষ্ট হইবে। সুতরাং ইহা স্থির যে, বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইলে তৎপূর্বে সাধারণভাবে দ্রব্যমূল্য হ্রাস করিতে হইবে। কারণ, তাহা না হইলে সমস্ত প্রয়াসই ব্যর্থ হইয়া যাইবে। সরকারের মুদ্রাস্ফীতিবিরোধী অভিযান ফলপ্রসূ হয় নাই। অতএব বর্তমানে দ্রব্যমূল্য পরবর্তী পদক্ষেপ হ্রাস করিবার যে চেষ্টা চলিতেছে তাহা যাহাতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ না হয় সেইজন্য আন্তরিক শক্তি নিয়োজিত করিতে হইবে। কমিটি লক্ষ্য করিয়াছেন যে, রপ্তানি বাণিজ্যের গতি ক্রমশঃ মূল্য অক্ষম হইতে মূলত মূল্য অক্ষমের দিকে পরিবর্তিত হইতেছে। অবশ্য টাকার ডলারে মূল্য হ্রাস করিবার পর এই গতি ব্যাহত হওয়া উচিত। কিন্তু, সেই সঙ্গে ডলার বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধিরও প্রয়োজন।

বহির্বাণিজ্য প্রসারের জন্য কমিটির নিম্নলিখিত সুপারিশগুলি বিশেষভাবে বিবেচ্য—

সুবিবেচিত কৃষিনীতি নির্ধারণ, ঘাটতিবাজী ও রপ্তানিযোগ্য পণ্যের মজুতদারী নিষেধ, রপ্তানি নিয়ন্ত্রণে উদারতা, রপ্তানীকৃত পণ্যের উৎকর্ষতার মান নির্ধারণ, রপ্তানির ক্ষেত্রে অসাধু ব্যবসায়ীদিগের অপসারণ, রপ্তানির উপর বিক্রয়-কর রহিত, আমদানী-কৃত দ্রব্য পণ্যে রূপান্তরিত হইয়া পুনরায় রপ্তানি হইলে আমদানি শুল্ক এবং রপ্তানিজাত মূল্যের একটি অংশের আমদানি প্রত্যর্পণ। কাঁচা মালের সরবরাহ সম্পর্কে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দিবার ব্যবস্থা, যাহাতে মাল প্রেরণ ব্যাপারে সরকারী রীতিপদ্ধতি বিলম্ব দূরীকরণ এবং সত্বর হয় তাহারও মাপদণ্ড নির্ধারণ। শিল্পগুলিকে রপ্তানি সম্পর্কে সচেতন হইতে হইবে এবং পণ্যগুলির উৎকর্ষের দিকে দৃষ্টি

রাখিতে হইবে। মুনাফার অবাধিক লোভে অনেক রপ্তানিকারক ক্রেতাদিগকে অসন্তুষ্ট করিয়াছেন এবং বৈদেশিক মুদ্রালাভে প্রতিবন্ধকতা ঘটাইয়াছেন।

কৃষিনীতি সম্পর্কে কমিটির মতব্য বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য। খাদ্য-স্বাবলম্বনকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইয়াছে এবং তাহাতে অধিকতর ফসল চাষ আরম্ভ হইয়াছে। কমিটির মতে, সারসংক্ষেপের জন্য অধিক পরিমাণ কমাইয়া দিয়া যে সকল ফসল দ্বারা কৃষকেরা অধিক লাভবান হয় এবং সেইসঙ্গে বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রাও অধিকতর পরিমাণে সংগৃহীত হয়, সেই সকল ফসল উৎপাদনের চেষ্টা করা উচিত। বর্তমানে যখন বিদেশ হইতে প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য পাওয়া যায় এবং তাহার মূল্যও হ্রাস পাইতেছে, তখন এই ব্যবস্থা বিশেষভাবে বাঞ্ছনীয়। পাকিস্তানী মুদ্রানীতির জন্য কমিটির এই সুপারিশটির গুরুত্ব আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে। আমরা পূর্ব সংখ্যায় এই প্রসঙ্গে অনুরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছি। ভারতের প্রধান দুইটি শিল্প তাঁতা মালের জন্য পাকিস্তানের উপর নির্ভরশীল। পাক-ভারত বিনিময়-হারের কারসাজী ও পাকিস্তানী মুদ্রাস্ফীতির পটভূমিকায় তুলা ও পাটের জন্য পরমুখাপেক্ষিতা খুব করা অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং নূতন পরিস্থিতিতে তুলা ও পাটের চাষকেই প্রাধান্য দেওয়া আবশ্যক। বাণিজ্য-সচিব অবশ্য বলিয়াছেন যে, খাদ্য-উৎপাদন বিন্দুমাত্র খর্ব না করিয়াও আগামী বৎসরের মধ্যে পাটের উৎপাদন বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। কমিটির মতে, একমাত্র মাঠের চাষ কমাইয়াই ইহা সম্ভবপর। যাহা হউক, সাম্প্রতিক অবস্থায় তুলা ও পাটের চাষকে অগ্রাধিকার দিয়া সরকারী কৃষিনীতির পরিবর্তন সাধন করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় তাহা বলাই বাহুল্য।

রপ্তানি বৃদ্ধি ও অধিকতর রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ব্যাপক বিধি-ব্যবস্থা বলবৎ রাখা পরস্পরবিরোধী। কমিটির মতে বহির্বাণিজ্যের স্বার্থে বৈদেশী মালের রপ্তানি সম্পর্কে বিধিনিষেধ বাতিল করিয়া সর্বপ্রকারে এই সকল দ্রব্যের রপ্তানিতে উৎসাহ দিতে হইবে। প্রধান প্রধান রপ্তানি বিনিয়ন্ত্রিত করা বর্তমানে সমীচীন নহে। কমিটি নিয়ন্ত্রণের আওতা হইতে মুক্তি সুপারিশ করিয়া যে তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহাতে অপেক্ষাকৃত সাধারণ পণ্যই স্থানলাভ করিয়াছে, যথা, বাতি, দিয়াশলাই, রং, বার্নিশ, রেশমবস্ত্র, ইত্যাদি। অতএব, এই সুপারিশ কার্যকরী করিতে বিশেষ আপত্তি হওয়া উচিত নহে।

পাটের ক্ষেত্রে পাটজাত দ্রব্যের অধিক সংখ্যা নিষিদ্ধ করিবার সুপারিশটি ইতিমধ্যেই কার্যকরী করা হইয়াছে। ভারতীয় চটকল সমিতিকে উপযুক্ত বাজার মারফৎ সমস্ত তাঁতা পাট ক্রয় করিয়া একটি পরিবর্তনশীল অনুপাতে বিভিন্ন মিলের মধ্যে বণ্টন সম্পর্কে কমিটির পরামর্শও আংশিকভাবে কার্যকরী হইয়াছে। গত বৎসর ১৬৭·২ কোটি টাকার পাটজাত দ্রব্য রপ্তানি করা হইয়াছিল। ইহা সমস্ত রপ্তানির প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ও তদ্দ্বারা মোট রপ্তানির শতকরা প্রায় ১২ ভাগ। বর্তমান বর্ষে উৎপাদন হ্রাস পাইবার ফলে অনুরূপ রপ্তানি সম্ভব হইবে না। তাঁতার মূল্য হ্রাসে উহার বাজারও পাইবার আশায় যে সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল পাকিস্তানী নীতি তাহা বিনষ্ট করিয়াছে। তবে পাক-ভারত বাণিজ্যের অচল অবস্থার অবসান ঘটিলে ও সুলভ মূল্যে তাঁতা পাটের সরবরাহ পাওয়া গেলে পরে দুই শিফ্‌টে কাজ চালাইয়া বর্তমান ক্ষতি পূরণ করা সম্ভব হইতে পারে।

কমিটি অনুমান করিয়াছেন যে, ১৯৪১-৫০ ও ১৯৫০-৫১ এই দুই বৎসরে ৮০ কোটী গজ সুতীবস্ত্র রপ্তানি করা যাইতে পারে। বর্তমানে বাৎসরিক রপ্তানির হার ৫৬ কোটি গজ। কিন্তু পাকিস্তান তাহাদের বস্ত্র বয়ন করিলে এই হার বজায় রাখা সম্ভব হইবে বলা যায়না। কমিটি সূতা রপ্তানি বৃদ্ধি সুপারিশ করিয়াছেন ও তাঁহাদের হিসাবে উদ্বৃত্ত সূতার পরিমাণ প্রায় ২ লক্ষ গাঁইট। চা-এর ক্ষেত্রে কমিটি ভারতের ইকোনোমিক্যাল প্রতিযোগিতা সম্পর্কে সতর্ক হইতে পরামর্শ দিয়াছেন। কমিটি চায়ের উপর রপ্তানিশুল্ক প্রত্যাহারের পক্ষপাতী। চায়ের আন্তর্জাতীয় ব্যবহার ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। সুতরাং চা-এর রপ্তানি অল্প উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাইবে কি না সন্দেহ। কিন্তু ভারতীয় চা-এর মূল্য যাহাতে অনাবশ্যকভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত না হয় সেদিকে মনোযোগ রাখিতে হইবে।

যেসব ব্যবস্থার পর চায়ের রপ্তানি সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছে, কেননা আন্তর্জাতীয় চাহিদাই সম্পূর্ণভাবে মিটানো যাইতেছিল। কমিটি লাইসেন্সিংয়ের সহিত মন্তব্য করিয়াছেন যে, কোন কোন প্রাদেশিক ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্বিচারে প্রতিপালিত পশু হত্যা বন্ধ করিবার নীতি। ইহাতে শুধু যে চামড়ার রপ্তানিরই যে ক্ষতি হইবে তাহা নহে, দেশের অর্থনীতির উপরও ইহার কুফল দেখা দিবে।

অস্বাভাবিক মূল্যের জন্য তৈল ও তৈলবীজের রপ্তানি বন্ধ হইয়াছে। কমিটি চীনাবাদাম ও তিলের মূল্য নিয়ন্ত্রণের সুপারিশ করিয়াছেন। মূল্যমূল্য হ্রাস পাইলে উহার এলাকায় তৈল ও তৈলবীজ সুলভ হইবে এবং উহাদের রপ্তানি বাড়িবে। নারিকেল ও অন্যের ক্ষেত্রেও ইহাদের সম্ভাবনা রহিয়াছে। অন্য রপ্তানি করিয়া সামান্যই বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়।

'অদৃশ্য রপ্তানি' সম্পর্কে জাহাজী ব্যবসায়, ব্যাঙ্কিং, বীমা ও বৈদেশিক পর্যটক হইতে আয় বৃদ্ধির যে সুযোগ রহিয়াছে কমিটি সেই বিষয়েও আলোচনা করিয়াছেন। এইগুলির উন্নতি করিয়া ভারতীয় আয় বাড়ানো যাইতে পারে। ভারতীয় ব্যবসায়িগণকে এই সকল খাতে আয়-বৃদ্ধির ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

টাকার দাম কমাইয়া দেওয়ার ব্যাপারে টাকা বিনিময় ব্যবস্থার উচ্চ কর্মচারীরা যেসব যুক্তির অবতারণা করিয়াছিলেন, তাঁহারা সেইগুলি টাকায় বলবৎ করিতেছেন। বস্তুতঃপক্ষে আমদানীকারকদের মধ্যে যাঁহারা মূল্য হ্রাসের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় স্থগিত রাখিয়াছিলেন, তাঁহারা পুরাদমে কারবার আরম্ভ করিয়াছেন। ফলে, বিভিন্ন দেশের বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ ও তদনুপাতে টাকা জোটের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবার আশা করা যায়।

১৯৪৯-৫০ সালে ভারতের রপ্তানিবাণিজ্যে ৩১৫০ কোটি টাকা মূল্যের হইয়াছিল। আমদানীর পরিমাণ ৩৬৫০ কোটি টাকা ও লেনদেনের পরিমাণ ৬৯০০ কোটি টাকা। পাউণ্ডের সহিত মিলিলে ডলার কোটি ১ কা যায়। সম্প্রতি প্রকাশিত তথ্য হইতে জানা যায় যে, ঐ বছর ভারতের রপ্তানিবাণিজ্যে উদ্বৃত্তের পরিমাণ ৩৫০ কোটি টাকা। যে হারে ডলার কোটি টাকা পাওয়া যাইবে, তাহা হারে ইহা ধরিয়া লইলে মোট ৩৫০ কোটি টাকার অধিক হয়।

পূর্বে বলিয়াছি যে, ১৯৫০ সালের প্রথম দিকে আমদানি, রপ্তানি পাইপেন্স এবং ঘাটতি বন্দরগুলিতে ১৯৪৯ সালের অনুরূপ হইবে বলিয়া ধরিয়া লইলে দেখা যাইবে যে, বর্তমান ব্যবস্থাধীনে ভারতের মোট আমদানি কিরূপ হ্রাস পাইতে পারে। আমদানির উপর শুল্কবৃদ্ধি বিভিন্নদ্রব্যের ক্ষেত্রে ৫টি পরিমাণ কমবেশী হইতে পারিবে। অর্থসচিবের বিবৃতি হইতে দেখা যায় যে, মি, মিত্রের প্রস্তাব করেন যে, মোটমূল্যের ৩৫০ কোটি টাকা আমদানি হ্রাস পাইবে। ইহা হইতে ভারতের এলাকা ও পাকিস্তান হইতে আমদানির পরিমাণ হ্রাসের পরিমাণ বাদ দিলে ২৫০ কোটি টাকা অবশিষ্ট থাকে। এই টাকা বিনিময়ের ব্যবস্থা করিতে হইলে আরও অনেক বেশী পরিমাণ স্বর্ণ বাজারে ছাড়িতে হইবে। বর্তমানে ভারতে ২০০ কোটি টাকার মত স্বর্ণ বিক্রয় হয় এবং উহার জন্য কোন অসুবিধা হয় না। তাছাড়া সরকারের হাতে ৪০০ কোটি টাকার স্বর্ণ সঞ্চিত রহিয়াছে অথচ ঐগুলির কোন সদ্ব্যবহার হয় না। দেশের এইরূপ আর্থিক অবস্থার মধ্যে কোন দেশে যাইয়া সেইসব ঐ অঞ্চলে বিনিময়ের উদ্দেশ্যে সরকার যদি কোন সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ করেন তাহা হইলে দেশের পক্ষে মঙ্গল।

• • •

এই অধ্যায়ের যে সংখ্যা শেষ হইয়াছে তাহার কিছুদিন আগেই যে বিভিন্ন বিভাগ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, বাণিজ্যের প্রথম দিকে বাণিজ্য বেশ কিছু মোটের পরিমাণ পূর্ববর্তী সালের তুলনায় বৃদ্ধি পাইয়াছে (১,০৭১.০০ কোটি —১,০৮৮.১৪ কোটি) এবং ব্যাঙ্ক বিভাগে উদ্বৃত্ত মোটের পরিমাণও হ্রাস সংকীর্ণ হইয়াছে (২৮'৬৪ কোটি—২৩ কোটি)। মোট উদ্বৃত্ত পরিমাণ সামান্য হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে (১১০৮'৬৩ কোটি—১০৮৭'৪ কোটি), এবং রৌপ্যমুদ্রার পরিমাণে কিছু না কমিয়াই হইয়াছে (৪২'৯৩ কোটি—৪২'৬৩ কোটি)।

বিশেষ প্রবন্ধ

বিশ্বের খাদ্য পরিস্থিতি

লেখক
স্যার জন রাসেল, এম, এস্ এফ্ আর্ এস্
ডিরেক্টর—১৯৪৩
UNRRA-র কৃষি উপদেষ্টা কমিটির প্রাক্তন চেয়ারম্যান, এবং কৃষি ও
মৃত্তিকাবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় অনেক পুস্তকের লেখক

এই বৎসর কৃষি এ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি হিসাবে স্যার জন বলেন যে বক্তৃতা করবেন বলে তিনি কিছু লেখাপড়া ও তার সম্বন্ধে চিন্তা আরম্ভ করেন। তিনি কৃষিজাত দ্রব্য ও আনুষঙ্গিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে বহু অন্যান্য বিষয়ও আলোচনা করেন। ইংলণ্ডের কৃষি ও কৃষি ভবন বর্তমান অবস্থাকে অনুসরণ করে বক্তৃতাটি প্রকাশিত হয়।

আজ একথা সকলেই স্বীকার করে নিয়েছে যে পৃথিবীর জনসংখ্যা যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে, পৃথিবীর খাদ্যোৎপাদন শক্তি সে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে না। পশ্চিম ইউরোপের তুলনায় পূর্ব ইউরোপে এবং এশিয়ার দেশ সমূহেই বিশেষ করে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে বেশী। পাঞ্জাব আদমসুমারীর মধ্যে দেখা যায় যে যাদের আয় কম, তাদের মধ্যেই সাধারণতঃ অপেক্ষাকৃত বেশী। তার ফলে যে কেবল পরোক্ষ লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে তা নয়, তাদের উৎপন্ন হ্রাস পাচ্ছে। তা যদি হোক এখানে আমাদের আলোচ্য বিষয়বস্তু হল পৃথিবীর বর্তমান খাদ্য পরিস্থিতি। অবশ্য সংক্রান্ত সংস্থার সমাধান করবেন তাঁরা, যাঁরা এ বিষয়ে অভিজ্ঞ।

এ কথা সত্য যে প্রতিবৎসর চাষের উপযোগী জমির পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও স্বীকার করতে হবে যে এখনও পৃথিবীতে এমন অনেক জমি আছে যা বন্য অবস্থা থেকে উপযোগী করে তোলা কঠিন হবে না এবং সেই সঙ্গে বর্তমান চাষের জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করা সম্ভব।

পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা কত তা এখনও সঠিক ভাবে জানা যায় নি, তবে অনুমান হয় যে তার মোট জনসংখ্যা ২০০ কোটি, এবং প্রতি বছর তা প্রায় ২ কোটি করে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেই অনুপাতে বিশ্বের কৃষি যোগ্য জমির পরিমাণ প্রায় ১৪০-কোটি একর —অর্থাৎ জন প্রতি প্রায় ৭ একর। কিন্তু এ থেকে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এই জমির পরিমাণের মধ্যে এমন সব অঞ্চল ধরা হয়েছে যেখানে জনসংখ্যার পর্যাপ্ত কৃষি তাহা সম্ভব হয় নি। প্রকৃত পক্ষে মাত্র ৩০০ কোটি বা ৩০০ কোটি একর জমিতে চাষ হচ্ছে——তা পৃথিবীর সমস্ত ভূমিরের শতকরা ৭ ভাগ মাত্র।

উপরোক্ত হিসাব অনুযায়ী বর্তমানে পৃথিবীতে জন প্রতি মাত্র ১ একর বা ১৫ একর জমিতে চাষ হচ্ছে।

অনুমান সমস্যা

অনুমান করা হয় যে পৃথিবীর দুই তৃতীয়াংশ লোক খাদ্য উৎপাদন করে এবং তাদের মধ্যে অধিকাংশই কৃষক সম্প্রদায় ভুক্ত। অধিকন্তু দেখা যায় যে খাদ্য সরবরাহের জন্য বিশেষ উপস্থিত হলে কৃষক সম্প্রদায় সেই বিশেষ থেকে সাধারণতঃ মুক্ত থাকে। সেই জন্য খাদ্য সমস্যা সকলের সমান নয়। যে অঞ্চলে লোক সংখ্যা অত্যন্ত বেশী বা যেখানে অধিকাংশ লোক চাষিবাস করে না, সেখানে খাদ্য সমস্যা কৃষি প্রধান অঞ্চলের তুলনায় অনেক কম। এই অঞ্চল প্রধানতঃ তিন ভাগে ভাগ করা যায়——উত্তর পশ্চিম ইউরোপ, যেমন ব্রিটেন ও ইতালী নয়; আমেরিকা; এবং পূর্ব এশিয়া, জাপান ও চীন নয়। অবশ্য এখন পর্যন্ত পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্যোৎপাদন সম্ভব করিত তার সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করা হয় নি।

যুদ্ধ পূর্ব কালে উত্তর পশ্চিম ইউরোপে এবং ইতালীতে প্রধানতঃ বহুল খাদ্যের পরে এবং তৈল বীজ আমদানি হত, কি সে সময় সেখানে মাংস এবং দুগ্ধজাত দ্রব্যাদিরও প্রয়োজন ছিল। সেই সময় বহির্দেশীয় ইউরোপে খাদ্য প্রাচুর্যের জন্য লক্ষ লক্ষ জাহাজ পড়ে থাকত। ১ কোটি ১১ লক্ষ টন খাদ্য পড়ে আমদানি হত কিন্তু যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে প্রতি বৎসর ৫৬ লক্ষ টন খাদ্য জাতীয় পড়ে থাকত এবং ২১ লক্ষ ৫০ হাজার টন খাদ্যশস্য আমদানি করিতে আরম্ভ হয়।

যুদ্ধের ফলে সমস্ত ইউরোপের খাদ্যশস্য বিপর্যস্ত হয়েছে, সেখানে নূতন করে জমিতে লাঙ্গল দেওয়া শুরু হয়েছে। যে সমস্ত ইউরোপীয় দেশে—যথা ফ্রান্স, ইতালি এবং স্পেন—যুদ্ধের পরিমাণ খুব উৎপন্ন হত সে সব দেশে যুদ্ধের পর আজ আর সে পরিমাণ খাদ্য উৎপন্ন করা সম্ভব নয়, এমন কি এখন দেশের জনসংখ্যা ও আজ অনিশ্চিত, সেই সঙ্গে মাংসাদি, ছানাদী এবং ডিমাদির অবস্থাও একই। তার ফলে উত্তর পশ্চিম ইউরোপে পূর্ব ইউরোপের উপর পূর্বের মতো নির্ভর করতে পারে আজ আর তা সম্ভব নয়। সেইজন্য তারা আজ আমেরিকা এবং অষ্ট্রেলিয়ার সাহায্যপ্রার্থী হয়েছে। কিন্তু তাদের পক্ষে কি আজ ইউরোপের এই ক্রমবর্ধমান খাদ্যের চাহিদা মেটানো সম্ভব?

ফলের চাষ

খাদ্য এবং কৃষিসংক্রান্ত বিভিন্ন থেকে জানা যায় যে পৃথিবীতে যে পরিমাণ জমিতে আমের চাষ হত তা ১৯৩৩ সালে যুদ্ধের মধ্যে হ্রাস পায় কিন্তু ১৯৪৬ সালের মধ্যে তা বৃদ্ধি করে ক্রমশঃ যুদ্ধ-পূর্ব ৩৬ কোটি ৫০ লক্ষ একরের সমান করা হয় কিন্তু এই সময়ের মধ্যে পৃথিবীর লোক সংখ্যার বৃদ্ধি পাওয়ায় মাথাপিছু বিশেষ উন্নতি হয় না।

এই ভাবে ১৯৩৩—৩৮ সালের পর থেকে পৃথিবীতে গম চাষের জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় নি ৭৭৫ ১৯৩৯ এবং ১৯৪৬ সা পর মধ্যে অনুরূপ অবস্থায় পৃথিবীতে গম চাষের জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পায় না। এই সময় তার মোট পরিমাণ হয় ২৮ কোটি একর; এই অবস্থায় বিদ্যুৎকাল স্থির থাকায় পর, ১৯৪৭ সাল থেকে ধীরে ধীরে তার পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তা ক্রমশঃ ৩৬ কোটি ৫০ লক্ষ একরে দাঁড়ায়। এর পর গম চাষের জমির পরিমাণ আর বৃদ্ধি পায় নি, তার প্রধান কারণ হল সমুদ্রতঃ যানবহন এবং লক্ষ সংরক্ষণ ব্যবস্থার অভাব।

১৯৩৮ সালে স্যার উইলিয়াম কৃষি কৃষি এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি হিসাবে যে বক্তৃতা দেন তাতে তিনি যে মত প্রকাশ করেন যে খাদ্য উৎপাদনের জন্য সমস্যা সমস্ত অঞ্চল পুরোপুরি ব্যবহৃত হচ্ছে এবং ১৯৪০ সালের পর খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির কোন সম্ভাবনা নেই। সমসাময়িক বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি নিয়ে পৃথিবীর খাদ্যোৎপাদন বিষয় অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞদের মতের তিনি তার সমাধানের উপায়ও নির্ধারণ করেছিলেন। তিনি বলেন যে সে জন্য (Synthetic) নাইট্রোজেনের দ্রব্যের উৎপাদনের প্রয়োজন আছে। তাঁর এই অভিমত আজ সার্বজনীন সত্য বলে গৃহীত হয়। বর্তমান কালে নাইট্রোজেন সারের সাহায্যে খাদ্যোৎপাদন বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি করা সম্ভব হওয়ায় পর পর দুই মহাযুদ্ধের সময় এবং পরে পৃথিবীতে অনাহারের হাত থেকে কে রক্ষা পেয়েছে?

কিন্তু তা যার জোর পর চাষের জমির যে কখন সম্পূর্ণ ও যে বিশেষ কিছু বাড়াবার যা নয়, এক-পক্ষে ইউরোপীয় দেশে চাষের জন্য ব্যবহৃত জমির পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯১৮ সালে তাদের চাষের জন্য জমি ছিল ৮০ লক্ষ একর, ১৯৩০ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ১ কোটি ৮০ লক্ষ একর এবং বর্তমানে

(বাকীটুকু ৪০৮ পৃষ্ঠায়)

খোলা বাজার

কাঁচা লোহের মূল্য হ্রাসে বিরূপ প্রতিক্রিয়া

পরিমল আচার্য

যুদ্ধ সুরু হওয়ার পরবর্তী বছরে বাজারে শুধুমাত্র লোহার মূল্যে যে উন্নতি দেখা গিয়াছিল তাহা বিশেষভাবে ব্যতিক্রম। ১৯৪৫ সালের শেষের দিকে কলিকাতার বাজার যখন থাকে এবং পরে লোহার বাজার তুলনায় দেখা যায় যে, কয়েক শ্রেণীতে অবনতি ঘটিয়াছে। বিশ কয়েকটি প্রধান লোহার দরের তুলনামূলক তালিকা হইতে মূল্য হ্রাসের পরিমাণ বুঝা যাইবে।

শ্রেণীর নাম	১৯৩৯ সাল	১৯৪৫-৪৬ সাল
বারের	১২৯৲	১৪৯৲
চাদর	৩০৲	২৮৲
বার্ড কর্পোরেশন	১৯৲	২১৲
ইণ্ডিয়ান কপার	১১৲	৯৲
ইণ্ডিয়ান আয়রন	৩১৲	২৯৲
ইণ্ডিয়ান কার্বন রেলওয়ে	৪৩৲	৪১৲
লোহ কোম্পানী	১৯৲	৫৲
বি. আই. সি	১৯৲	১৫৲
ইণ্ডিয়া ইন্ডাস্ট্রিজ	২৲	১৲

আলোচ্য সপ্তাহে বস্ত্র ও কাঁচা লোহার মূল্য হ্রাসের সংবাদে বাজারে চাঞ্চল্যের প্রসার লক্ষ করা এবং প্রাথমিক দর স্থায়ী হয় না। কারণ পরিষ্কার অবস্থা সৃষ্টি হইয়াছে। লেনদেন হইতে কর্মচঞ্চলতা পরিলক্ষিত হইয়াছে এবং পরের সপ্তাহে উন্নতি দেখা যায়। ইণ্ডিয়ান আয়রন ও ইস্পাত কার্পোরেশন এক সময় যথাক্রমে ১৮৫৲ ও ৫৭৲ অঙ্কিত দিয়াছিল। আলোচ্য সপ্তাহের শেষে আসে পর পাওয়া ১৯৲ ও ২০৯৲ হয়। টাটা কেমিক্যাল ও ১৩৪৲ টাকায় বাঁধিয়া যায়। আসে ১৮০.৲ ফে-সরকারী কাজ হইয়াছে।

• •

ডেপুটি ইন্ডাস্ট্রিজ কমিটি পরিকল্পনা ১০ বছর বন্ধুত্ব করিবার যে সুপারিশ করিয়াছেন তাহাতে আগামী সময় আগ দিয়াছিলে এবং করিতে হইবে না। তিন হইতে তিনটি বছর ধরে পরিকল্পনা কার্য ৮ আগ করাইতে হইবে। সুতরা পরিকল্পনাকারীদিগকে বড়ের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা ও আগ ও সুতার ক্ষেত্রে পরিকল্পনা ২০ আগ মূল্য হ্রাস করিতে হইবে। উৎপাদনের পরিমাণ যদি খুব না হয় এবং যদি সুতার সরবরাহে উন্নতি লাভ করা যায় তবে তিনি বিশেষ অভিযুক্ত হইবার সম্ভাবনা নাই।

• • •

কাঁচা লোহার মূল্য প্রতি টন ৭৲ টাকা কমিয়া যাওয়ার দেখা গিয়াছে এবং ইহা আশ্চর্য্য নয় বলেও হইয়া থাকে হইবে। যোগানী সমবায়-যোগী হয় নাই এবং যোগানের পরিমাণ বিশেষ অসন্তোষ সৃষ্টি করিয়াছে। ইণ্ডিয়ান আয়রন এণ্ড ইস্পাত কোম্পানী ৪ লক্ষ লোহার প্রধান উৎপাদক এবং এই যোগানে ইহাদের বাৎসরিক মুনাফা আনুমানিক ১০ লক্ষ টাকা কমিয়া যাইবার সম্ভাবনা। টাটা কর্পোরেশন ইহাতে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না। তবে এই যোগানে ইণ্ডিয়ান আয়রনের মত প্রবল প্রতিক্রিয়া দেখা যায় নাই। অনেক আশা করিতেছেন যে, কোম্পানীর পক্ষ অনেকের কার্যকরিবার আশা চাঞ্চল্যে সংযোজক হইয়াছে এবং সন্তোষের পরিমাণ পরবর্তী ১৫৲ টাকা পর্যন্ত হইতে পারে।

• • •

সপ্তাহ লইয়া ফাটকা বিক্রি হইয়া যাওয়াই দুষ্কাটার দল হারানের অর্থ ও ইস্পাত ইণ্ডিয়ান আয়রনের কেনা বেচায় কেন্দ্রিভূত করিয়াছে। এই সেয়াটি বাজারের বিশেষত্ব বহু। ইহার ফলে সব বিভাগেরই প্রত্যহিক লেনদেন আয়রন ফাটকার খুঁটি হিসাবে ব্যবহৃত পারেনের না হইতে পারে, সেই জন্য ইহা একটা কঠোর মূলের বাহিরে বেসরকারী কাজ কারবার নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। বিধানকে অমান্যকারী সদস্যদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে। আমরা কর্তৃপক্ষের প্রচেষ্টার সাফল্য কামনা করি।

•

সরকারী ঘোষণা

এই বিভাগে কোনও লেনদেন হয় নাই, ৩% সুদের ১৯৫১-৪৪ ১০১৯৲, ৩% সুদের ১৯৪৪-৪৮ ১০১৬৲, ৩% সুদের ১৯৪৮-৫২ ১০০৲, ৩% সুদের ১৯৫৫-৫৮ ১০০৲, ৩% সুদের ১৯৫৯-৬৫ ১০০৲ এবং ৪% সুদের ১৯৬০-৭০ ১১০৲ পর্যন্ত দরে প্রকাশিত হইয়াছে।

ব্যাঙ্ক

এই বিভাগ একেবারে নিষ্প্রভ ছিল। আসন্ন বাজে ৪% ডিবেঞ্চার অন্যান্যের ১০৪৲ ও ডিবেঞ্চার প্রেফারেন্স ২৯৲ দরে কাজ হইয়াছে।

কাগজের কল

এই শ্রেণীর লেনদেন তেমনভাবে চাহিদা ছিলনা এবং মূল্য হ্রাস লেনদেনের দরও নিরানন্দপূর্ণ ছিলনা। মুদ্রণ বিভাগ ৫০৲, লেখন কাগজ ১০৭৲ ও বিউ ডিবেঞ্চার ১৫/-৲ কাজ হয়।

কয়লার খনি

এই বিভাগে অনেকটি লেনদেন বিশেষ উৎসাহ ছিল। লেখন লেনদেন ৫৩৲ হইতে ৫০৭৲ বৃদ্ধি পাইয়াছে। অন্য বিভাগগুলো ৯৲ দরে লেনদেন হইয়াছে। অন্যান্য লেনদেনের মধ্যে বারাকর ১৫১৲, ভাল লেনদেন ৭৯৲, ধানবাদের ১৫/-, ইষ্ট ইণ্ডিয়ান ৩৮/-, ইন্ডাস্ট্রিজ ৪৯৲, রাজিরা ৩৮/- ও সাউথ কলমুরা ৩১৲ পর্যন্ত দরে কাজ হইয়াছে।

চটকল

এই বিভাগে কাজের পরিমাণ খুব বেশী না হইলেও দরের উল্লেখযোগ্য অবনতি ঘটে নাই এবং আন্তর্জাতিক চটকল সমিতি যে সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন তাহাতে পাটশিল্প সম্পর্কে আশার ভাব সৃষ্টি হইতেছে। তবে চটের যে সর্বোচ্চ মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহা বিলম্বিত পক্ষে খুব শক্ত অবশ্য নয়। ইহা বৃদ্ধি করিবার জন্য চটকল সমিতি সরকারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালাইতেছেন। আলোচ্য সপ্তাহে বেলঘরিয়ার দর ২০২৲ হইতে ২১৯৲ বৃদ্ধি পায়। বালী, অম্পায়ার ও ইণ্ডিয়ার চাহিদা ছিল এবং যথাক্রমে ২০৭৲, ২৯৲ এবং ১৯৫৲ ইহাদের দরে কাজ হইয়াছে। রাজগঞ্জ ১৮৯/-হইতে ২১৫/-৲ পর্যন্ত বিক্রয়াছিল, কিন্তু পরে ১৯৫-৲ উন্নতি লাভ করে। অন্যান্য লেনদেনের মধ্যে আলেকজান্দ্রা ১৫৫/-, অলেন-ইণ্ডিয়া ২০৯৲, ফেলিক্স ২২৯৲, কাঁকিনাড়া ১৮৫৲, হেষ্টিংস ১১৯৲, নৈহাটী ৭৯৲, ফোর্টনিকলী ৬৯/-, বিরাজেন ২৩৲ ও ইষ্ট-বিরন ৪৫ ২০৯৲ পর্যন্ত দরে লেনদেন হইয়াছে।

ইঞ্জিনিয়ারিং

কাঁচা লোহার দাম প্রতিদিন ৭৲ করিয়া নিম্নগামিনী হওয়ায় সাধারণ ইঞ্জিনিয়ার আয়রনের দর ২৯৯/- হইতে ২৭৯/-৲ হ্রাস পায়। ইস্পাত কর্পোরেশনের মূল্য সংকুচিত হইয়া ২১০৲ হইতে ২০৪/-৲ দাঁড়ায়। প্রকাশ যে, বেলঘরিয়ার বাবসায়ীরা যুদ্ধপরিস্থিতির দিন ১০ হাজার ইঞ্জিনিয়ার আয়রন কলিকাতার বাজারে ২৯৯৲ দরে বিক্রয় করে। লেখন দিকে দরের বিস্তৃতি উন্নতি হইয়াছে। অন্য বাজার বন্ধের সময় ইঞ্জিনিয়ার আয়রন ও ইস্পাত কর্পোরেশনের দর যথাক্রমে ২৯৲/- ও ২০৯/- হইয়াছে। এই বিভাগে অন্যান্য লেনদেনের দরেও অবনতি ঘটে। লেদ ১৪৯৲, ড্রিলারগুলি ৮৯/-৲ বার্ন মূল্য ৬৯৲ দরে ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে। ফ্রেয়ারোগের বিশেষ চাহিদা ছিল এবং দরও ৮৯/- পর্যন্ত বাড়িয়া পরে ৮৫৲ নামে।

(লেখাংশ ৪০৮ পৃষ্ঠায়)

পণ্যদ্রব্যের বাজার

খাদ্যশস্যের মূল্য হ্রাস

খাদ্যশস্য

যুক্তপ্রদেশে খাদ্যশস্যের বাজার এখনও নরম। অধিকাংশ স্থানেই বর্তমানে খাদ্যশস্যের আমদানীরপ্তানী—এবং প্রকাশ্য বাজারে ক্রয়বিক্রয় সম্পূর্ণ বন্ধ। বিভিন্ন পার্বত্যিক আমদানী বিভিন্ন বাজার অবলম্বন এখন ৫২ হাজার টনের অধিক অবস্থায় রহিয়াছে। বিদেশ হইতে কানপুরের প্রকাশ্য বাজারে আমদানী নাই।

বিভিন্ন খাদ্যশস্যের বেচাকেনা বাজার দর—

গম প্রতি মণ ১০৲ হইতে ১১৸৵০
যব ১০৲ হইতে ১০৸/১০
ছোলা ,, ১০/০ পাই
ভুট্টা ,, ১৯৲ হইতে ১৭।১৫

ভাঙ্গন বাজারের অবস্থা ভাল। স্থানীয় চাহিদা এবং রপ্তানি দুই-ই কম। বেচাকেনা দর বিভিন্নরূপ—

চাল ৮।৫০
মুগডাল ১৩।০ হইতে ১৫৲
অড়হর ১৩।০

বম্বে সিটিতে বিভিন্ন প্রাদেশিক খাদ্যসচিবদের অধিবেশনে কেন্দ্রীয় খাদ্যসচিব ঘোষণা করেন যে সাম্প্রতিক মূল্যবৃদ্ধি হ্রাস করিবার বিষয়ে খাদ্যশস্যের আমদানী বিশেষভাবে হ্রাস করা প্রয়োজন—এবং সেই অনুসারে দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইবে। তিনি এই প্রসঙ্গে খাদ্যশস্যের সরবরাহ মূল্য হ্রাস করিবার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এই সম্পর্কে তাঁহের কার্পো অবস্থিবাধী ব্যবসায়ির মূল্য হ্রাস এবং পর্যাপ্ত সরবরাহের কথাও আলোচিত হইয়াছে। সৌভাগ্য বশতঃ প্রকৃতি এবার গত তিন বছরের মত কৃপণা নহেন। আশা করা যায় আগামী এবার এবার অবস্থাপন্নিনী হইবেন। অতএব খাদ্যশস্যের মূল্য নিম্নগামী হইবে এরূপ আশা দুরাশাপ্রসূত নহে।

চিনি

বহুকাল পরে আবার চিনির বাজারে আরম্ভ দাঁড়াইয়াছে। সর্বত্রই চিনির অভ্যন্ত হাহাকার। অনিয়ন্ত্রিত নিয়ন্ত্রণে আইসি, বিহার ও বোম্বাইয়ে চিনি যাতীত অন্যান্য স্থানের চিনি বেশির ভাগিবার-যুক্ত দ্রব্য বলিয়া গণ্য হইল। যথা—প্রতি এক ও দুই ইউনিট পিছু সপ্তাহে দুই ছটাক; মূল প্রতি মেম্বর পরিবার আধা। যুক্তপ্রদেশের বেশন কার্ড অনুযায়ী সপ্তাহ মেম্বর আধা সের করে চিনি সরবরাহ হইতেছে। প্রকাশ্য বাজার দর বেশ চড়া প্রায় ১০৲ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন দর। কানপুর, বারাণসী, মজঃফরনগর—সর্বত্রই চিনি অতি মূল্য।

বোম্বাইতে প্রকাশ্য ক্রেতা বাজার বন্ধ সরবরাহ হওয়া সাধের চুক্তি চলিতেছে। বন্দরসমূহের অবস্থাও সঙ্গীন। অন্ধ কেন্দ্রীয় সরকার খাদ্যশস্যের অংশে ২১৫০০ বস্তা বরাদ্দ করিয়াছেন। তন্মধ্যে ১৫ হাজার বস্তা আসিয়াছে প্রায়। অবশিষ্টগুলির বন্দরে দর দুই টাকা হইতে ছিল টাকা দেড়। বাজারের অবস্থা খারাপ হইবার ফলে গতকাল দুই লক্ষ ডিমানী চিনি। এখানে বাহা পাইকারী দর প্রতি সেরে ডিমানী বস্তা পিছু ১১৸৵০ (বিক্রয় কর সমেত) এবং খুচরা—বিক্রয় কর বাদে ১১।৫।

এই প্রসঙ্গে এখনও উল্লেখযোগ্য যে এখনও সর্বাধিক পরিমাণ উৎপাদনের উপায় এখন কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনাধীন।

গুড়

যুক্তপ্রদেশের গুড়ের বাজারে মোটামুটি বর্তমান রহিয়াছে। বাদুড়, মীরাট ও মজঃফরনগরের বাজার চড়া। পূর্ব পাকিস্তানেরও সে অবস্থা। বাদুড়ের দর এখন ২৯৲ টাকা হইতে ৩১৲ টাকা মণ। বাদ আমদানী সুরু হইয়াছে বটে কিন্তু পরিমাণ অল্প। এখন এই পরিমাণ বৃদ্ধির আশাও অল্প, কারণ মীরাট মণ্ডলের নয়া আখের চাষীরা ব্যস্ত।

নবাব

গত ১১ই অক্টোবর বম্বেসরকার নানা ওজর টাউন, তিনি মণ সরবরাহ নাকি পাইয়াই বেশন তালিকাভুক্ত হইবে। এই তিন্তিরীর ওজর অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বাজারের মত নানা সহরে ছড়াইয়া পড়িল। ফলে কোন অঞ্চলে সপ্তাহে মুগড় দর দুই আনা সের হইতে চড়িতে চড়িতে সের টাকা সের পর্যন্ত উঠিয়াছিল।—দুধের বিনা ঐ তিন সপ্তাহে বিক্রেই দর বাড়িয়া যাবে। এখন আবেদনের ফল দুই আনা সের কমিয়া বজায় আছে।

সরকারী বন্দুকের পরিমাণ এত অধিক যে অবস্থার আশঙ্কা করিবার কোন যুক্তিসঙ্গত থাকিতে পারে না।

চীনা বাদাম

এই পণ্যটির বাজার দুইই শান্ত। আমদানী অল্প—দৈনিক প্রায় পঞ্চাশ টন। কিন্তু চাহিদা বিশেষ কম থাকায় দর পূর্বের ন্যায় প্রতি মাসিক ১১৯ টাকা হইতে ১১৫৲ টাকায় নামিয়াছে। অবশ্য ছালের কিন্তিতে অগ্রহায়ণ দেখা দিয়াছে।

গোলাটি বাজারে লাল ও সাদা উভয় জাতীয় বাদামের দরই প্রতি মাসিক ১৮০৲ এবং ১১২৲ টাকা হইতে যথাক্রমে ১১৫৲ টাকা ও ১১০৲ টাকায় নামিয়াছে।

চীনা-বাদাম তৈল

প্রধানতঃ রপ্তানির জন্য এবং কলিকাতায় দেশের এক বনস্পতি কারখানার জন্য তিল তৈল ক্রীত হইতেছে। খাদ্যে বাঙালী উৎসবের জন্যও চাহিদা আছে। দর—৯৮৲ টাকার আশেপাশে।

কফি

বৈদেশিক হইতে আগত সাম্প্রতিক নীলাম বহুল লাভ প্রেরণ কফি-ই আশা দান অপেক্ষা উচ্চ দর পাওয়া গিয়াছে। ১৯৫৮-৫৯ সনের ফসল ধীরে ধীরে বিশেষভাবে হইতেছে। আশা করা যায় বাজারে আসিয়াছিল ৯৯ টন। এই সনে আগষ্ট পর্যন্ত বাজারে আসিয়াছে মোট ২১,৫০৪ টন এবং ছাড়া হইয়াছে হইয়াছে ১১,২৩১ টন। তাহার অন্য ১,২৯০ টন রপ্তানির জন্য সংরক্ষিত আছে।

মসলা

সপ্তাহ দর প্রতিদিনই চড়িতেছে। বোম্বাই অধিকাই সমধিক। আগষ্ট মাসে কোচিন বন্দর হইতে ১৮,৩৩ হন্দর লঙ্কা রপ্তানি হয়; তাহার স্থলে ১১,৩১০ হন্দর গিয়াছে ব্রিটিশ বন্দরসমূহে। যুক্তরাষ্ট্রে এবার পরিমাণ ১১০০ হন্দর। আর সিঙ্গাপুর অবশিষ্ট করিয়াছে ১০০ হন্দর। এবং পূর্ব ও দক্ষিণ রাজ্যের উৎপাদন অঞ্চলসমূহের দেশ-বৈদেশিক হন্দর এই সিঙ্গাপুর। তাহা ছাড়া, জন্য সিংহলে যে বড় ছুপাই মাসে বোম্বাই হইতে ৬০০ হন্দর অন্যান্য আজ সমর রপ্তানি হইয়াছে বাজারে। উৎপাদক দেশসমূহের এইরূপ অবস্থার পরিচয় পাইয়া আমাদের অনুমান অবস্থা অনুমান করা যায়।

এলাচ দেশের দর প্রতি কয়তি ১১০৲ টাকা। বোম্বাই-এর দেশ চাহিদা অধিক।

জোবিয়াল-অক্টোবর এলাচের বাজারের দেশ চড়া।

(পৃষ্ঠাঙ্ক ৪০৭ দ্রষ্টব্য)

৩১ কোটি ১০ লক্ষ। ১৯৪৮ সালে অবৈধভাবে ছিল ৫০ লক্ষ কিন্তু ১৯৫১ সালে তা হয় ১ কোটি ৯০ লক্ষ একর। তার কারণ নূতন পরিবেশে উদ্বাস্তুরা যাওয়ায়, সেখানে মূলধনের এবং সেখানের নূতন ধরণের উৎপাদনের সব প্রকার সন্ধান হয়। ফলে পরের এলাকা ক্রমশঃ শুষ্ক হলে সন্ধানের লাভ করে এবং এখন কি উদ্বাস্তুদের সেখানে প্রতিকাল স্থায়ী সেখানেও সব উৎপাদন সম্ভব হয়।

৫ সম্পর্কে ব্যবস্থা চলে প্রচুর। প্রত্যেক ষ্টাফদের এবং কারখানার ৪ই রিসার্চ ওয়ার্কস (Rust Research Works) উন্নতি হোম সম্পর্কে যে ব্যাপক গবেষণা করেন তার ফলে গমের রোগ প্রতিরোধের শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং অনেক আক্রান্তে হয়।

মৃত্তিকা সংরক্ষণ

সমস্যা মৃত্তিকা ক্ষয়ের যে ভাবে কম প্রায় হচ্ছে তাতে সব উৎপাদন ক্ষেত্র সম্প্রসারণে অসুবিধা হওয়া আশঙ্কিত। যেমন বার্ষিক বৃষ্টিপাত ১২ ইঞ্চির কম সেখানে মৃত্তিকা ক্ষয় অবশ্যম্ভাবী। এই ক্ষয় বন্ধ করা যায় ১৫ইঞ্চি অপেক্ষা হলে পরিমাণ বৃষ্টিপাত হলে। কিন্তু তার পুনরুদ্ধার একেবারে অসম্ভব নয়। বাঁধ এবং ছাঁট দ্বারা মৃত্তিকা সংরক্ষণ এজন্য ভাবে প্রয়োজনীয়, বৃক্ষ রোপণের দ্বারা এবং উপকরণের অভাবে যে দিকে অনেক চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রে এবং বৃটিশ কমনওয়েলথের অধিকাংশ স্থানে এ সম্পর্কে কিছু কিছু কাজ করার চেষ্টা হয়েছে কিন্তু ১৯৩৫ সালে মৃত্তিকা সংরক্ষণের ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে যে সব এলাকায় মৃত্তিকা সংরক্ষণ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে ১৯৫৮ সালে সেই সব এলাকার পরিমাণ ছিল ৩ কোটি ৮০ লক্ষ একর, ১৯৪৮ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ১১১ কোটি ১০ লক্ষ একর। তার মধ্যে প্রায় ১৪ কোটি ৮০ লক্ষ একর পরিমাণ জমিতে মৃত্তিকা সংরক্ষণ সম্পর্কে ব্যবস্থা কাজ চলছে এবং ৮ কোটি ৩০ লক্ষ একর পরিমাণ জমিতে কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে এবং চাষ আবাদ হচ্ছে।

মৃত্তিকা সংরক্ষণ বিভাগের একজন কর্মকর্তা ডাঃ হেনরী পীয় ১৯৩৮ সালের বিবরণীতে বলেন: "বর্তমানে মৃত্তিকা সংরক্ষণ একটা স্থায়ী ভাবে আবহাওয়া হলে ৫০ বা ৬০ বৎসরের মধ্যে মৃত্তিকার কম বিশেষ হবে না।" তা ছাড়া হোম একথা সত্য যে যুক্তরাষ্ট্রে মৃত্তিকার ক্ষয় নিবারণ প্রচেষ্টা এখনও সম্পূর্ণভাবে সফল হয় নি, তা হলেও অন্যান্য দেশে যেমন মূলধন সাহায্য তার হয়েছে। এ কাজ সাফল্যমণ্ডিত করতে হলে ধৈর্যের প্রয়োজন।

গ্রীষ্ম প্রধান দেশের সমস্যা

গ্রীষ্ম প্রধান দেশ সমূহে এখনও আরও পরিমাণে আবাদযোগ্য সম্বল কিছু সেখানে রয়ে আছে। আশার কথা এই যে এই সব বাধা দূরীকরণের জন্য বৈজ্ঞানিকগণ সচেষ্ট রয়েছেন। আফ্রিকার এক বিরাট অঞ্চলে বন্যপশুর কীট বিনাশ ঔষধ সাহায্যে টেসি মক্ষিকা এবং অন্যান্য মোতা মারফের উৎপাত দমন করা সম্ভব হয়েছে তার ফলে সেখানে বৈজ্ঞানীক এবং অন্যান্য প্রকার দেশীয় পশুর উৎপাদনের চেষ্টা চলছে।

অতিরিক্ত বৃষ্টিতে, ভিজামাটি এবং প্রান্তিকার উত্তরাঞ্চল অতিরিক্ত জলবিভাজ্য সম্প্রসারিত হচ্ছে এবং কৃষিকার্য্যের উপযোগী হয়ে উঠছে। বন্যার জন্য বিকারে অনুমান হয় যে চতুর্থে অধিক পরিমাণ কৃষির জন্য পৃথিবীর সমস্ত যে অঞ্চলের তা নিকট সাহায্যযোগ্য হবে।

ব্যাপক কৃষি গবেষণার প্রয়োজনীয়তা

এ কথা সত্য যে পৃথিবীর আজ যে পরিমাণ জমিতে চাষ হচ্ছে তার উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং সেই সঙ্গে ব্যাপক হারে সাহায্য করে আরও উৎপাদন পরিমাণ বৃদ্ধি করতে সক্ষম। পৃথিবীর প্রায় অর্দ্ধেক কৃষকের পুরাতন পদ্ধতিতে চাষ করে থাকে, তার ফলে কৃষিজাত ফসলের পরিমাণ খুব কম হয়। যে অবাধুনিক পদ্ধতি অনুসরণ করে তাদের পরিত্যাগ করা তা একদম কৃষি প্রধান অনেক দেশে প্রচলিত আছে যান্ত্রিক এবং রাসায়নিক উপকরণেই এই সব দেশে এখন পর্যন্ত ব্যাপক ভাবে আধুনিক কৃষি ব্যবস্থা অবলম্বনের সুযোগ হয় নি। তাদের নানা অসুবিধার মধ্যে কৃষি এবং সম্পর্কিত ব্যবসার ক্রটি, বিলম্ব, যাতায়াত, সেচ ব্যবস্থা এবং কৃষি ঋণদানের অভাব বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

খেয়ার সঙ্গে উৎপাদনের সমস্যা এক সঙ্গে যে বিরাট পরিমাণ পতিত অবস্থায় রয়ে থাকে তা দূর করা সম্ভব করার প্রয়োজন বোধ হয়েছে। এই অঞ্চলের পরিমাণ সম্বন্ধে অনেক কিছু অনুমান করা যায়ে, পরিমাণ যেমন বা কেন তা যে সামান্য নয় এ কথা সকলেই স্বীকার করেন এবং এই অঞ্চল ব্যবহারের জন্য করার জন্য বৈজ্ঞানিক মহলে যত ক্রমশঃ বাড়ছে। বিজ্ঞান সাহায্যে কৃষিজাত ফসলে উন্নতি লাভ করেছে। জৈবসারের সাহায্যে যে সব আশ্চর্য্য বিজ্ঞানী পদার্থ, যেমন-অক্সিটেট্রাসাইক্লিন্, ক্লোরটেট্রাসাইক্লিন্ এবং এ-সি-এম-সাইক্লিনের সাহায্যে সম্ভব হয়েছে তার ফলে কৃষিজাত অধিকতর উন্নতির সম্ভাবনা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

যে সমস্ত এলাকা উন্নয়ন করা হোক না কারণ সেই যে, কিন্তু এও সত্য যে ভারতবাসীর হোক কারণ নেই। আমরা আমাদের নিজেদের পরিশ্রম দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে আমাদের উন্নত পুনরুদ্ধার জন্য এগুলির আজ সমস্ত বিকাশের জন্য সমাধান করতে পারব আমে ভুল নেই। আমাদের সকল আমাদের অন্যতম করবে।

(শেয়ার বাজার)

(পৃষ্ঠাঙ্ক ৪০৯ দ্রষ্টব্য)

বিবিধ

এই বিভাগে যোগাযোগের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় উহার দর ৫৮০ হইতে ৬০৫ পৌঁছে। এই দরে বিক্রেতারা কিন্তু অধিক উহা ৫৮/০০ বাধিয়া যায়। আমেরিকা ইস্যু সাধারণভাবে লভ্যাংশ ঘোষণা করায় ১১০ পর্যন্ত দরে উহার ক্রেতা পাওয়া যায়। অন্যান্য যোগাযোগের মধ্যে বম্বে কর্পোরেশন ২৫/০, ইণ্ডিয়ান কপার ১৮০, টাটাজ ডিন ৮০, কলমুরা ডেভলপমেন্ট ১১/০, ওরিয়েন্টাল গ্রাফাইট ২৫৲, বাজার লাভী ৩১৲, আয়রন এয়ারওয়েজ ৭৮০, বৃটিশ ইণ্ডিয়া কর্পোরেশন ৬৫/০, ইষ্টার্ণ ইনভেষ্টমেন্ট ১৮০৲, ইণ্ডিয়ান এলুমিনিয়াম ১৪৩৲, আদিম ডেভলপমেন্ট ১৪৮৲, ইণ্ডিয়ান কেমিক্যল্স ৩৪৫/০, ইণ্ডিয়ান ফসফেট এয়ার ৬৫/০, মেটাল কর্পোরেশন ৫৮/০, মডার্ণ মার্স ১২১০ মোটাস ইণ্ডাষ্ট্রী ৫৫/০, বি, বি, মেটাল ৯৫/০, মেসিনীপুর জমিদারী ৭৫৲, আয়রন ন' ৯/০ ও ইণ্ডিয়া টীবলিস ৮৫/০ পর্যন্ত দরে হাত বদল হইয়াছে।

চিনির কল

এই বিভাগে কারবার পরিমাণ অতিরিক্তকর। কেশরাম ৪/০, চলাল ১৫১০ ও রামকৃষ্ণ ১২৯০ দরে কাজ হইয়াছে। সরকার এখনও আগামী মরশুমের জন্য ইক্ষু ও চিনির দর ঘোষণা করেন নাই।

চা

বাসন্তীমাই ১৮৫৲, ধনসিরি ৭৫/০, বিশ্বনাথ ৩১০, কুলবাজার ২৯৲, ইষ্ট ইণ্ডিয়া ১৭৫/০, মিষ্ট ডোয়াই ১০৬/০ ও ডেমডুম ২১০ পর্যন্ত দরে হাত-বদল হইয়াছে।

সংবাদ সংকলন

ভারতের রপ্তানি-আমদানি বৃদ্ধি

গত যে মাসে আগে সমাপ্ত চার মাসের ভারতের আমদানী ও রপ্তানি বাণিজ্যের যে সরকারী হিসাব বাহির হইয়াছে তাহাতে দেখা যায়, বর্তমান বৎসরে আমদানীর পরিমাণ প্রায়ই হ্রাস পাইয়াছে এবং রপ্তানির পরিমাণ সামান্য বৃদ্ধি পাইয়াছে।

যে মাসে আমদানী ও রপ্তানি বাণিজ্যে ভারতের ৩১ কোটি টাকা ঘাটতি ছিল; আলো মাসে ইহা কমিয়া ১৯ কোটি টাকায় আসিয়াছে।

মে—মোট আমদানী ৩২ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা, মোট রপ্তানি ২১ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা; ঘাটতি ৩৩ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা।

জুন—মোট আমদানী ৪৮ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা, রপ্তানি ২৯ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা; ঘাটতি ২৮ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা।

জুলাই—আমদানী ৫৪ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা; রপ্তানি ৩০ কোটি ১০ লক্ষ টাকা; ঘাটতি ২৪ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা।

আগষ্ট—আমদানী ৪১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা; রপ্তানি ৩৫ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা, ঘাটতি ১৫ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা।

বর্তমান বৎসরের প্রথম দিকে অবাধ আমদানীর সাধারণ লাইসেন্স দান ব্যবস্থা বলবৎ ছিল; এই যে তাহাতে উহা বাতিল করা হয় ঘটে; কিন্তু তাহাতে যে পর্যন্ত উপরোক্ত ব্যবস্থাধীনে আমদানি হয় নাই আমদানি করিতে দেওয়া হয়। এই হেতু বর্তমান আর্থিক বৎসরে যে মাসে আমদানী বাণিজ্যের পরিমাণ সর্বাপেক্ষা বেশী হইয়াছে।

ভারতের বাণিজ্য সচিব শ্রীযুক্ত কে সি নিয়োগীর অভিমত এই যে, সেপ্টেম্বর মাসে অবস্থা আরও উন্নত হইয়াছে।

ফ্রান্স ও ভারতের চলতি বৎসরের বাণিজ্য সম্পর্কে

১৯৪৮ সালের তুলনায় ১৯৫১ সালের প্রথমার্ধে ইঙ্গ-ভারত বাণিজ্যধারার বিশেষ কোন পরিবর্তন লক্ষিত হয় না। গত জুন মাস পর্যন্ত ৬ মাসের সরকারী হিসাবপত্র হইতে জানা যায় যে, ফ্রান্স হইতে এ বৎসরে প্রচুর পরিমাণ যন্ত্রপাতি ভারতবর্ষে রপ্তানি হইয়াছে। আমদানী ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের যা সুবিধা প্রদান লাভ করিতেছে।

যুক্তরাজ্য ভারতবর্ষ যাহা কিছু রপ্তানি করিয়াছে, তাহার মধ্যে রেলপাতির পরিমাণই সর্বাধিক। তাহার মোট রপ্তানিকৃত রেলপাতির পরিমাণ ১৫ ভাগই ভারতবর্ষে প্রেরিত হইয়াছে।

এই সময় যন্ত্রপাতির মধ্যে বস্ত্র বয়নের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য। গত জুন মাস পর্যন্ত ৬ মাসে রপ্তানিকৃত বস্ত্র বয়নের মূল্য পরিমাণ ছিল ৫০,০০০, ০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ গত বৎসরের তুলনায় ১৫,০০,০০০ পাউণ্ড অধিক।

অন্যান্য যন্ত্রপাতি এবং লৌহ, ইস্পাত, রাসায়নিক এবং বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের রপ্তানির পরিমাণও বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ভারতবর্ষ হইতে আমদানীকৃত মালের মধ্যে চাই সর্বপ্রধান। বর্তমান বৎসরের প্রথমার্ধে প্রায় ৯ কোটি ১০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্য পরিমাণ চা ফ্রান্সে আমদানী করা হয় অর্থাৎ গত বৎসরের তুলনায় প্রায় ৩০ লক্ষ পাউণ্ড অধিক।

অন্যান্য মাল—রবার, রাসায়ন এবং পশুজাতের আমদানী এ বৎসর বৃদ্ধি পায়, কিন্তু বীজ, তৈলের বীজ বাদাম, তীসি পাট এবং পাটজাত দ্রব্যের আমদানী হ্রাস পায়।

যুক্তপ্রদেশে তৈলের লবণ নিয়ন্ত্রণাধীন

যুক্তপ্রদেশ সরকারই তৈলের লবণ নিয়ন্ত্রণাধীন করিয়াছেন। উপযুক্ত লাইসেন্স ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তি তৈলের লবণ বিক্রয় করিতে পারিবেন না বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। আমদানি ও রপ্তানি লাইসেন্স ব্যবস্থার বিকট যন্ত্রের তৈলের লবণের পরিমাণ জানাইবার জন্য আদেশ দেওয়া হইয়াছে। লবণের অভাব দেখা দিবে ধনিয়া ভবন তখন এখানে লবণের মূল্য অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাইতে পারে। তাহাতে বর্তমানে লবণের ঘাটতির কোন আশঙ্কা নাই বলিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের লবণ বিভাগ হইতে যে ঘোষণা প্রচার করা হইয়াছে—তাহাতে লোকসাধারণের ঘোটেই বিচলিত হইবার কারণ নাই।

তিনি মুক্তিলাভ করিয়া প্রথম অবসরেই পাক এই নূতন সমস্যার সমুখীন হইয়া অবিলম্বে কিরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে তাহা পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গে ৫০ হাজার টন্যান্ত

পূর্বঞ্চল আগত প্রায় ৫০ হাজার আশ্রয়প্রার্থী পশ্চিমবঙ্গের ৫০ টি সহরাঞ্চলে সাময়িক বিভিন্ন বর্তমানে বাস করিতেছে।

প্রাথমিক পুনর্বসতি বিভাগের মতে ইহাদের মধ্যে ২১ হাজার অনের পুনর্বসতির ব্যবস্থা সরকারের বিভিন্ন পরিকল্পনা অনুযায়ী আগামী ৩১ মে অক্টোবরের মধ্যে সম্পূর্ণ হইবে। তন্মধ্যে বর্তমানে ১৩ হাজার অনের এবং ২৪ পরগণার ভাটপাড়া ও হাবড়ার ১৪ হাজার অনের পুনর্বসতির ব্যবস্থা করা হইবে। অবশিষ্ট আশ্রয়প্রার্থীদের অধিকাংশ হাজার অনের মধ্যে বিভিন্নমুখী ব্যবস্থার মিশ্রবন্ধী পরী অঞ্চলে করা হইয়াছে।

পুনর্বসতি বিভাগ আশা করে যে, অবশিষ্ট আশ্রয়প্রার্থী—যাহারা বর্তমানে সরকারী সাহায্য বিভিন্ন বাস করিতেছে—তাহাদের পুনর্বসতি ব্যবস্থাও বর্তমান বৎসরের মধ্যেই করা হইবে।

এশিয়ার চলাচল ব্যবস্থা

সম্প্রতিকা জাতি প্রতিষ্ঠানের এশিয়া ও সুদূর প্রাচ্য অর্থনৈতিক কমিশনের সেক্রেটারী মঃ পি এস লোকনাথন সেদিন সাংবাদিক বৈঠকে এশিয়ার চলাচল ব্যবস্থার উন্নতি সম্পর্কে বলেন, সর্বপ্রকার চলাচল ব্যবস্থার ক্ষেত্রে গত বৎসর সারা বিশ্বে অর্থনৈতিক উন্নতি চিহ্নিত করিয়াছে।

গত বৎসর মূল্য মাসে এশিয়া ও সুদূর প্রাচ্য অর্থনৈতিক কমিশনের প্রভাব অনুযায়ী এই সভা আহ্বান করা হইয়াছে। অষ্ট্রেলিয়া, চীন, ফ্রান্স, ব্রহ্মদেশ, ভারতবর্ষ, ইটালি, নেদারল্যান্ড, পাকিস্তান, ফিলিপাইন, সুইডেন, থাইল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র, যাদব, সিঙ্গাপুর হইতে প্রতিনিধিরা আসিয়াছিলেন। ব্রহ্ম, সিংহল, ফ্লাণ্ড, নিউজিলাণ্ড, গ্রাম, মোজিয়েট রুশিয়া হংকং, নেপাল প্রভৃতি দেশকে আমন্ত্রণ করা হয়।

কমিশনের নির্বাহক সচিবের বিশেষ উদ্যোগে তিনি লোকনাথন বলেন, এশিয়া ও সুদূর প্রাচ্যের চলাচল ব্যবস্থার প্রসারের জন্য যে বিপুল আর্থিক সাহায্যের প্রয়োজন—বিশ্বোন্নতি পরিকল্পনা তাহা অন্যতম। চলাচল ব্যবস্থার প্রসারকল্পে মোট ৫ শত কোটি ডলার (প্রায়) দরকার।

এই অঞ্চলের চলাচল ব্যবস্থার প্রসারকল্পে বিশেষজ্ঞদের অভিমত প্রয়োজন। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, সর্বপ্রথমে সম্পূর্ণভাবে সহযোগিতা না করিলে কখনই এ যাবের উদ্দেশ্য সফল হইবে না।

পাকিস্তানের নূতন বাণিজ্যনীতি

পাকিস্তানের বাণিজ্যসচিব মিঃ ফজলুর রহমান এই বলিয়া অভিযোগ করেন যে, ভারতবর্ষ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে।

পাকিস্তান টাকার মূল্য হ্রাস না করায় যে বিরাট অসুবিধা দেখা দিয়াছে, ভারতবর্ষ তাহা স্বীকার করিয়া না লওয়ায় উভয় ডোমিনিয়নের মধ্যে বাণিজ্য-বাণিজ্য বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষ একতরফা সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া পাকের মূল্য হ্রাসের চেষ্টা করিতেছে। তাহাদের এই চেষ্টা সফল হইলে

বিষয়ক ইস্যু এজেন্সীর চলার অঞ্চলের একটি তালিকা দেওয়া হইবে।

পাকিস্তানের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্য অল্প করিয়া দিয়া মহে এবং ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি করিয়াই ভারতের মর্যাদিতি হইতে পারে। আমা করি, ভারতবর্ষ এই সত্যটি উপলব্ধি করিতে পারিবে।

পাকিস্তানের নূতন বাণিজ্য-নীতি ঘোষণা করিয়া অর্থনৈতিক মহলে লক্ষ্য করিবার বিষয় হইয়াছে। ইহা হইতে আমদানী বা রপ্তানি শুল্কের কোন পরিবর্তন করা হইবে না।

কিন্তু কতদূর ইহার আভাস পাওয়া যায়, মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস না করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবার পর অবশ্য সাধারণ লাইসেন্স বাতিল করা হইয়াছিল। সাধারণ কিন্তু পরিবর্তনের পর উহা পুনঃ প্রবর্তিত হইয়াছে। কতকগুলি অত্যাবশ্যক দ্রব্যের ব্যাপারে ১৯৪০ সালের ৩১এ মার্চ পর্যন্ত বিনা লাইসেন্সে আমদানী রপ্তানি চালানো যাইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। অন্যান্য আমদানীর ব্যয় পূর্বের ন্যায় অনুযায়ী লাইসেন্স দেওয়া হইবে—ব্যয়ের পরিমাণও পূর্বের ন্যায় ঘোষণা করা হইবে।

করাচিস্থিত আমার বন্ধু লিখিয়াছেন, বর্তমানে পাইন রপ্তানি শুল্ক নির্দ্ধারিত হইয়াছে, উহা হ্রাস করা হইবে। রপ্তানি শুল্ক হ্রাসের বিশেষ কোন আভাস আমরা পাই নাই। একটির মূল্য মাত্র ছাড়া আমার কোন বক্তব্য আমরা স্বীকার করিয়া লইতে পারি না। আমরা এখনও পাকিস্তানী টাকাই স্বীকার করি।

মুদ্রাবিনিময় সম্পর্কে নূতন ব্যবস্থা এখনও সুনির্দ্দিষ্টরূপে ঘোষণা করা হইতেছে। তজ্জন্য পাট বিক্রয় না করায় জন্য উৎপাদনকারীদিগকে পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে। চাষীরা যাহাতে তাহাদের উৎপন্ন মালের ন্যায্যমূল্য পাইতে পারে, সে ব্যাপারে সর্বপ্রকারে তাহাদিগকে সাহায্য করিবেন। বাণিজ্য-মন্ত্রীর আরও বলেন, কলিকাতা ও চট্টগ্রাম বন্দর মারফৎ পাট রপ্তানি হইবে। আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা-ব্যবস্থা অনুসারে ব্রাজিল পাকিস্তানকে কলিকাতা বন্দর মারফৎ পাট প্রেরণের সুযোগ দিতে রাজী। অবশ্য সে সুযোগ দিবে না, এমন আশঙ্কার কোন কারণ নাই।

ভারত সিংহল বাণিজ্য আলোচনা

সিংহল হইতে একটি বাণিজ্য প্রতিনিধিদল আগামী ১০শে অক্টোবর নয়াদিল্লী আসিয়া পৌঁছিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। তাঁহারা ও সিংহলের জন্য অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদির ব্যবসা বাণিজ্য সম্পর্কে যে সকল অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে সে সম্পর্কে ভারত সরকারের বাণিজ্য দপ্তরের সহিত আলোচনা করিবার জন্যই এই প্রতিনিধি দলটি ভারতে আসিতেছেন।

সিংহল হইতে ভারতে নারিকেলের শুষ্ক খোল ও ছোবড়ার ছালার এবং ভারত হইতে সিংহলে পাইকাত দ্রব্য, সুতা, কয়লা, কয়া ও অন্যান্য রপ্তানির ছালার সম্পর্কেই উক্ত প্রতিনিধিদল ও ভারত সরকারের বাণিজ্য দপ্তরের মধ্যে আলোচনা হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

কলিকাতা ও তন্নিকটবর্তী চা বিক্রয় সম্পর্কেও আলোচনা হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। ১৯৪০ সালের ৩১শে মার্চ যে বৎসর শেষ হইবে সে বৎসরে ভারত হইতে ১০৫ লক্ষ পাউণ্ড চা রপ্তানি করা হইবে বলিয়া স্থির করা হইয়াছে।

৩০৪ লক্ষ পাউণ্ডের মধ্যে বৃটেন ৩০০ লক্ষ পাউণ্ড চা ক্রয় করিবে। বাকি চা কলিকাতা, আমেরিকা, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া ও আফগানিস্তান কেন্দ্রের নিলাম মারফৎ বিক্রয় করা হইবে।

সিংহল হইতে এক বৎসরে মোট ৩১৫ লক্ষ পাউণ্ড চা বিদেশে রপ্তানি করা হয় বলিয়া জানা গিয়াছে। তন্মধ্যে একমাত্র বৃটেনই ক্রয় করে মোট ১৫০ লক্ষ পাউণ্ড।

সিংহল হইতে ভারতে সাধারণতঃ ফল, শস্য, ডাল, মাংস, চামড়া, ঔষধপত্র, তৈল, রবারজাত দ্রব্য, তৈলবীজ, কাঠোপকরণ, কাঠ ইত্যাদি আমদানী করা হয়।

ভারত হইতে সিংহলে যে সকল দ্রব্য রপ্তানি করা হয় তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে—কয়লা, সুতীবস্ত্র, সুতা ও সুতা, বাতী ও ইলিমিনিয়াম দ্রব্যাদি, কয়লা, তৈল ও তেলজাতীয় দ্রব্য, কাগজ, কাগজ, ঔষধ ও রাসায়নিক দ্রব্য, লোহ ও ইস্পাত, ধাতুনির্মিত কাগজ নির্মাণের সরঞ্জাম, মোম তৈলবীজ, চিনি, চা, তুলাজাত দ্রব্য, পাইকাত দ্রব্য, তেলজাত দ্রব্য, পশমজাত দ্রব্য, তামাক ইত্যাদি।

১৯৩৭-৩৮ সালে ভারত সিংহল হইতে ২ কোটি ৮০ লক্ষ টাকারও উপর মূল্য আমদানী করিয়াছে। ১৯৩৮-৩৯ সালে সিংহল হইতে ভারতে যে সকল দ্রব্য আমদানী করা হইয়াছে তাহার মূল্য হইতেছে ২ কোটি ১০ লক্ষ টাকারও উপর।

এই একই বৎসরে ভারত হইতে সিংহলে রপ্তানির ১১ কোটি ৫৫ লক্ষ ও ১১ কোটি ১৫ লক্ষ টাকারও বেশী মূল্য রপ্তানি করা হইয়াছে।

বৃটেনের বহির্বাণিজ্য হ্রাস

সরকারীভাবে ঘোষিত হইয়াছে, ১৯৩৯ সালের প্রথমার্ধে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানের সহিত বৃটেনের বহির্বাণিজ্যে মোট ১ কোটি ৪ লক্ষ ষ্টার্লিং হ্রাস হইয়াছে। গত বার্ষ বৎসর সরকার পক্ষ হইতে পূর্বাভাষে বলা হইয়াছিল যে, ১ কোটি ৫০ লক্ষ ষ্টার্লিং হ্রাস হইবে। ১৯৩৮ সালের দ্বিতীয়ার্ধে বিশ্বের সহিত বৃটেনের বহির্বাণিজ্য ৫ কোটি ৪০ লক্ষ ষ্টার্লিং উদ্বৃত্ত হয়—অবশ্য অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যয়ের এইরূপ হইয়াছে।

গত বৎসরের প্রথমার্ধে মোট আমদানির পরিমাণ দাঁড়ায় ১৫ কোটি ৫০ লক্ষ ষ্টার্লিং।

১৯৩৮ সালের দ্বিতীয়ার্ধে ডলার অঞ্চলের সহিত বাণিজ্যে ঘাটতি দাঁড়ায় ১১৪,০০৮,০০০ পাউণ্ড এবং গত বৎসরের প্রথমার্ধে ঘাটতি দাঁড়ায় ১৮৫,০০০,০০০ পাউণ্ড।

এই বৎসরের প্রথমার্ধে ষ্টার্লিং অঞ্চলের সহিত বাণিজ্যে বৃটেনের উদ্বৃত্ত হইয়াছে ১১৫,০০০,০০০ ষ্টার্লিং (পূর্বাভাষে আশা করিয়াছিল ১০০,০০০,০০০ ষ্টার্লিং উদ্বৃত্ত হইবে)।

১৯৩৮ সালের প্রথমার্ধে ষ্টার্লিং অঞ্চলের সহিত বৃটেনের বাণিজ্যে ৫৩,০০০,০০০ ষ্টার্লিং এবং দ্বিতীয়ার্ধে ১৮৩,০০০,০০০ ষ্টার্লিং উদ্বৃত্ত হইয়াছে।

আর্মাল সাহায্যপ্রাপ্ত ইউরোপের দেশসমূহের সহিত বাণিজ্যে বৃটেনের লাভের উদ্বৃত্ত হইয়াছে—১৫,০০০,০০০ ষ্টার্লিং (পূর্বাভাষে ১৪,০০০,০০ ষ্টার্লিং)। গত বৎসরের দ্বিতীয়ার্ধে ও প্রথমার্ধে যথাক্রমে উদ্বৃত্ত হইয়াছিল ৩১,০০০,০০০ ষ্টার্লিং ও ৪০,০০০,০০০ ষ্টার্লিং। এই বৎসরের প্রথমার্ধে সমগ্র ষ্টার্লিং অঞ্চলে মোট ব্যয় ও তদ্দরুণ ঘাটতির পরিমাণ ২০৯,০০০,০০০ ষ্টার্লিং; দ্বিতীয় বৎসরের দ্বিতীয়ার্ধে ঘাটতির পরিমাণ ছিল ১৬২,০০০,০০০ ষ্টার্লিং।

ইহা'র মধ্যে বৃটেনে গত বৎসর প্রথমার্ধে ঘাটতির পরিমাণ ১৫৩,০০০,০০০ ষ্টার্লিং, গত বৎসর দ্বিতীয়ার্ধে ঘাটতির পরিমাণ ছিল ১৫৯,০০০,০০০ ষ্টার্লিং। অন্যান্য ষ্টার্লিং এলাকায় এবৎসর প্রথমার্ধে ঘাটতির পরিমাণ ৪৩,০০০,০০০ ষ্টার্লিং, গত বৎসর দ্বিতীয়ার্ধে ঘাটতি ছিল ৮০,০০০,০০০ ষ্টার্লিং।

সমগ্র ষ্টার্লিং অঞ্চল ডলার-এলাকা বহির্ভূত এবৎসরের প্রথমার্ধে ৪৯,০০০,০০০ ষ্টার্লিং স্বর্ণ ও ডলার দিয়াছে, গত বৎসরের দ্বিতীয়ার্ধে উহার পরিমাণ ছিল ৩০,০০০,০০০ ষ্টার্লিং।

৯নং গ্রেস, ১নং, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা হইতে শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত আর্থিক জগৎ নিঃ এর পক্ষ হইতে মেসার্স বসাক প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ২৩নং বেনারী সুরুপ লেন, কলিকাতা—১, হইতে প্রকাশিত।

মুদ্রণ-সম্পাদক :—শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ বসাক।

আর্থিক ভারত

ARTHIK BHARAT

অর্থ নৈতিক সাপ্তাহিক

২য় বর্ষ ২২ সংখ্যা | কলিকাতা, বুধবার ১লা ফাল্গুন, ১৩৫৭; ১৪ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৫১ | [মূল্য ।৹

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়
সম্পাদকীয়	৪১১	শেয়ার বাজার
পাট শিল্পের পুনঃসংগঠন		নিষ্প্রাণ বাজার
প্রাসঙ্গিক	৪১৪	পণ্যদ্রব্যের বাজার
বিক্রয়কর সম্পর্কে শাসনযন্ত্রে বিধিনিষেধ,		সংবাদ সংকলন
ভারতীয় কুটীর শিল্পে জাপানী শিল্পবিপ্লব,		অর্থলোক
ভারতীয় দ্রব্যের উপর পাকিস্থানী শুল্ক,		দুই মুদ্রার বাজারে অচলাবস্থা
বিদেশ সরকারের কেন্দ্র অভিযান, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংসদ		

পাটশিল্পের পুনঃ সংগঠন

ভারত-ব্যবচ্ছেদের ফলে পাটের প্রধান উৎপাদনকারী অঞ্চল নূতন পাকিস্থান রাষ্ট্রভুক্ত হইবার পর হইতেই গত দুই বৎসর ধরিয়া পাট-শিল্পের কাঁচা মালের অপ্রতুল সরবরাহ করিয়া অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে। দেশ-বিভাগের কালে সমগ্র উৎপাদনের মাত্র এক-পঞ্চমাংশ পাট ভারতে উৎপন্ন হইত, অথচ পাকিস্থানে তখন একটিও চটকল ছিল না। অতএব, ভারতকে বিপন্ন ও বিপর্যস্ত করিবার জন্য পাকিস্থানের পক্ষে পাট দইয়া দাঁড়াইল একটি প্রধান রাজনীতিক ও অর্থনৈতিক হাতিয়ার। পাটজাত দ্রব্য ভারতের মূলধন ভলার-সংগ্রাহক এবং এই বিরাট শিল্পের সমৃদ্ধির উপর সাক্ষাৎভাবে লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর জীবিকা নির্ভর করে। চটকলগুলিকে অচল করা চলে না। সেইজন্য অবস্থাবিপাকে ভারতবর্ষকে অমূল্য বিদেশী পাট ক্রয় করিতে হইল। পাকিস্থান সরকার কাঁচা পাটের রপ্তানির উপর উচ্চ হারে শুল্ক আরোপ করিয়া তাঁহাদের রাজস্ব বৃদ্ধির সুব্যবস্থা করিলেন। পাকিস্থানী ব্যবসায়ীরা ভিন্না পাট সরবরাহ করিয়া এককে বিনিময়ে বহুকোটি টাকা আত্মসাৎ করিল। পাকিস্থান সরকার সর্বাধিক শক্তি নিয়োগ করিয়া পাট ব্যবসায়ে পাকিস্থানের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিবার প্রয়াস করিতে লাগিলেন। কার্যসেক্স-কোটি-ওর্ডনিক বিদেশনেলীর কড়াকড়িতে মাল চলাচলে বহুবিধ অসুবিধার সৃষ্টি হইতে লাগিল কাঁচা পাট সুযোগ সুবিধা আদায়ের একটি মাধ্যম অল্প পরিমাণ হইল। পাটের মূল্য গগনস্পর্শী হওয়ায় পাটজাত দ্রব্যও সুলভ রহিল না। বৈদেশিক বাজারে বিক্রয়গুলির প্রসার বাড়িল। চটকলগুলি অভিপ্রস্ত হইতে আরম্ভ করিল ও লক্ষ-লক্ষ টাকা ভাঙ্গিয়া কোনক্রমে মাসিক ব্যয় মিটাইতে পারিল। গুরুতর সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়া ভারতীয় চটকল সমিতি বিশেষ বিবেচনার পর জুলাই মাস হইতে এক সপ্তাহ করিয়া মিলগুলি বন্ধ রাখিবার সিদ্ধান্ত করিলেন।

ইহার পরই আসিল বিনিময়-হারের বিপর্যয়। পাকিস্থানী টাকার মূল্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার সিদ্ধান্তে ভারতীয় শিল্পকে বিপর্যস্ত করিবার

সুপরিচিত নীতিই অনুসৃত হইয়াছে। ১৯৫৮-৫৯ সালে পাকিস্থান হইতে ৭১.১৫ কোটি টাকা মূল্যের পাট এই দেশে রপ্তানি হয়। পাকিস্থানের রপ্তানিকারিগণ ভারতবর্ষই প্রধান গ্রাহক। অতএব, বিনিময়-হারের মারপ্যাঁচে এই ক্ষেত্রে কতিপয় অসুবিধা সৃষ্টি করিয়া অবস্থা প্রতিকূল করা পাকিস্থানের পক্ষে সুসাধ্য। ইতিপূর্বে ডলারের পাটের মূল্য অযৌক্তিক ভাবে বৃদ্ধি করিবার প্রক্রিয়া অবলম্বিত হইয়াছে, ডলারের তারতম্যে চটকলগুলি অন্যায়ে করে 'পানি' মিশ্রিত পাট ক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছে। পাটচাষে অযোক্তিক বাধ্যতা ও অবাঞ্ছিত প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করায় উহার দুর্দশা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যাইতে পারে যে, চটকলগুলির পক্ষ হইতে কোনরূপ সুনির্দিষ্ট ক্রয়নীতির উদ্ভব না হওয়ায় তাঁহা পাটের বাজারে অবাধ প্রতিযোগিতা প্রসূত পাইয়াছে

ইহার পরিবর্তে উহাদের আর্থহানি ঘটিয়াছে এক ক্ষেত্রেই দেখা যায় ও পাটজাত দ্রব্য উৎপাদে বাজারেই আধিপত্য করিবে এরূপনিম্ন মূল্যায় উৎপাদে করিবে সাহায্য পাকিস্থ - যদি মনে করিয়া থাকে যে, পুরু বাহের জাত মূল্যতা তাহার হাতে তুলিয়া দিবে, তবে তাহার মোহভঙ্গের বিলম্ব হইবে না। পাকিস্থানী সিদ্ধান্ত গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতীয় চটকল সমিতির সহিত পরামর্শক্রমে ভারত সরকার বহুমুখী সমন্বয়োপযোগী ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার জন্য তৎপরতার চলে। তবে নীচের সেইগুলি ফলপ্রসূ হইবেকে পাকিস্থানের নিকট রপ্তানিকারকের মর্যাদাসম্পন্নির কোনও প্রশ্ন আর থাকিতে হইবে পারে না বর্তমান ক্ষেত্রে তেমনটি কোন স্থান নাই। অথচ এই বৃহৎ সুপরিচিত পাটশিল্পকে জীবিত রাখিতে হইবে। গত দুই বৎসর পাটজাত দ্রব্য রপ্তানি করিয়া ভারতবর্ষ ১৪৭.৪৩ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করিয়াছে পাটশিল্প ভারতের বৈদেশিকমুদ্রার ভেরদণ্ড। ইহার উপর আঘাত হানিবার প্রয়াসকে সর্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া প্রতিরোধ করিতে হইবে।

কাঁচা মালে স্বয়ং-সম্পূর্ণতা অর্জন ভারতের যে মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত ইহা অনস্বীকার্য। পাকিস্থানের অভিসন্ধিমূলক ব্যবস্থাকলাপে ইহা সুস্পষ্ট যে, কাঁচা পাটের ব্যাপারে আর ভারতকে পরনির্ভর হইলে চলিবে না। সুখের বিষয়, সাম্প্রতিক সঙ্কটে আত্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধির প্রতি সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষেরই মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে এবং অনুসন্ধানে কতকগুলি সন্তোষজনক তথ্যও আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রথমতঃ ভারতে পাটচাষে যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছে। ১৯৪৭ সালে ভারতে উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১৭ লক্ষ গাঁইট মাত্র। ১৯৫৮ সালে ইহা বৃদ্ধি পাইয়া ২২ লক্ষ গাঁইটে দাঁড়ায়। অনুমান করা গিয়াছে যে, ১৯৬৯-৭০ সালে ভারতে উৎপন্ন পাটের পরিমাণ সর্বনিম্ন ২৫ লক্ষ গাঁইটে দাঁড়াইবে আগামী বৎসরের অনুমানিক উৎপাদন হইবে ২৭ লক্ষ গাঁইট। পার্লামেন্টের বিগত বিশেষ অধিবেশনে বাণিজ্য-সচিব শ্রীযুক্ত কে. সি. নিয়োগী ঘোষণা করেন যে, বিশেষজ্ঞদের অভিমত অনুযায়ী এই পরিমাণ উৎপাদনে খাদ্যশস্যের চাষ বিন্দুমাত্র ব্যাহত হইবে না। আমরা পুনঃ পুনঃ বলিয়া আসিতেছি যে, পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য সাধনের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণোপযোগী ফসল উৎপাদনের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়া সরকারী কৃষিনীতির সাহায্যে সাধন অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। কেননা, বর্তমানে সুলভ মূল্যে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করা সহজ। কিন্তু তাঁহা মালের জন্য বৈদেশিকমুদ্রার পরমুখাপেক্ষী প্রতিনির্ভরশীল হওয়া পাটশিল্পের পক্ষে বিপজ্জনক। শ্রীযুক্ত মোরারজীর সভাপতিত্বে গঠিত বহির্বাণিজ্য প্রসার কমিটি ভারত সরকারের নিকট যে বিবিধ বাণিজ্য করিয়াছেন তাহাতে আমাদের উপরোক্ত অভিমত বিশেষ দৃঢ়তার সহিত সমর্থিত হইয়াছে।

দুঃখের বিষয়, চটকলগুলি এযাবৎ ভারতীয় পাট সম্পর্কে তাচ্ছিল্যের ভাব প্রদর্শন করিয়া আসিতেছিল। যথেষ্ট পাট মিলেই থাকে এবং ইহা চট নির্মাণে উপযোগী নহে এই ধারণাই তাহাদের মধ্যে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। ফলতঃই ভারতীয় পাটের অধিকাংশই বিদেশে রপ্তানি হইত আর দুষ্প্রাপ্য মিলগুলি কাড়াকাড়ি করিয়া চড়া দরে পাকিস্থানী ফলসিক্ত পাট ক্রয় করিত। বর্তমান ঘোরফেরে মিলগুলি তাহাদের মনোভাব পরিবর্তন করিতে বাধ্য হইয়াছে। ইহা সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর একটি কল্যাণকর প্রতিক্রিয়া। যখন কাঁচা পাটের যুক্তিক উপস্থিত, তখন অনায়াসলভ্য ভারতীয় পণ্য উপেক্ষা করিয়া চট কলগুলিকে উপযোগী রাখা নির্বুদ্ধিতারই নামান্তর। কাঁচা পাট ব্যতীত ভারতবর্ষে বৎসরে ৬ লক্ষ গাঁইট সেরা ও ২ লক্ষ গাঁইট নম্বর উৎপন্ন হয়। ইহাদের মূল্য পাটের তুলনায় শতকরা ৩০-৪০ ভাগ সুলভ। এতদিন বহির্দেশের চতুর মিল মালিকরা এইগুলি ক্রয় করিয়া লইয়া পাটের পরিবর্তে ব্যবহার করিত। ভারতীয় চটকলগুলি তাহাদের উৎপাদন-পদ্ধতির আবশ্যকীয় পরিবর্তন সাধন করিয়া সেরা ও নম্বর ব্যবহারের সুযোগ করিয়াছে। এইগুলি পাটের সহিত উপযুক্তরূপে সংমিশ্রিত করিলে মধ্যমশ্রেণীর থলিয়া উৎপন্ন করা যায়। এই ব্যবস্থা অবলম্বন বর্তমানে সঙ্কটের সময় একটি সুফল।

আলোচিত পরিপ্রেক্ষিতে কাঁচা মালের অবস্থা মিলগুলির পক্ষে আর তেমন আশঙ্কাজনক বিবেচিত হইতেছে না। কিন্তু ১লা সেপ্টেম্বর ভারতীয় চটকল সমিতির পরিচালনাধীন মিলগুলিতে

৭.১৫ লক্ষ গাঁইট মজুত ছিল এবং পাকিস্তানে পূর্বাঞ্চলীয় পাটের পরিমাণ ৬.৭৫ লক্ষ গাঁইট ও তাহাদের উৎপন্ন ৫০ লক্ষ গাঁইট যোগ করিলে মোট পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৩.৮৮ লক্ষ গাঁইট। উহার সহিত ৬ লক্ষ গাঁইট দেশী ও ১ লক্ষ গাঁইট বন্দর যুক্ত করিলে মোট পর্যাপ্ত পাওয়া যাইবে ৫১.৮৮ লক্ষ গাঁইট। এইভাবে দেখা যায়, পাকিস্তান হইতে আর পাট ক্রয় করা না হইলেও নিম্নরূপ ব্যবস্থার ভিত্তিতে মিলগুলি ১৯৫০ সালের আগষ্ট মাসের শেষ পর্যন্ত চালু রাখা সম্ভব হইবে। ইহাতে আনুমানিক ৪০ লক্ষ গাঁইট পাটের প্রয়োজন হইবে। অবশিষ্ট অংশ হইতে ৪ লক্ষ গাঁইট চলার অঞ্চলে রপ্তানি করা চলিবে। খুলনা মুক্তা এলাকাধীন দেশগুলিতে পাট রপ্তানি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হইয়াছে। অতএব, ১৯৫০ সালের আগষ্ট মাসের শেষে প্রায় ৪ লক্ষ গাঁইট পাট মজুত থাকিবার সম্ভাবনা।

কাঁচা পাটের যে উচ্চ মূল্য পাটজাত দ্রব্যের লাভজনক উৎপাদনে দুরূহ অসুবিধার সৃষ্টি করিয়া আসিতেছিল, তাহার বোঝা কমি চিরদিনের মতো ঘটিয়াছে। টসর্, হিড্‌লস্ ও বটম্‌স্ শ্রেণীর পাটের সর্বোচ্চ মূল্য যথাক্রমে ৪০৲, ৫৮৲ ও ৩৫৲ টাকায় বাঁধা করা হইয়াছে; উচ্চ হারে ক্রয় বিক্রয় আইন অনুসারে দণ্ডনীয় বিবেচিত হইবে। ভারতীয় চটকল সমিতি স্থির করিয়াছেন যে, তাঁহারা, পাকিস্তানীই হউক, আর হিন্দুস্থানীই হউক, এই মূল্যে পাট ক্রয় করিতে প্রস্তুত থাকিবেন। বিভিন্ন শ্রেণীর পাকা বেলেরও সর্বোচ্চ মূল্য নির্ধারিত হইয়াছে।

পাটজাত দ্রব্যের ক্ষেত্রেও উচ্চতম হার বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। কাঁচা পাট ও পাটজাত দ্রব্য উভয় পণ্যেরই অগ্রিম সওদার বাজার নিষিদ্ধ হইয়াছে। স্বাভাবিক কালে কাটতির উপযোগিতা অনস্বীকার্য। কিন্তু বর্তমানে কাঁচা মাল সুলভ মূল্যে ক্রয় করিয়া বাজারে বিক্রীত দ্রব্য স্বাভাবিক স্তরে বিক্রয়পূর্বক সর্বাপেক্ষা অধিক বৈদেশিক মুদ্রা আহরণ করা যায়, তাহাই মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। এই উদ্দেশ্য সার্থক করিতে হইলে চটকাওয়ালাদের মূল হস্তান্তরের ফলে কাঁচা পাট ও পাটজাত দ্রব্যের বাজারে অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি না হয় তাহার চেষ্টা করাই সমীচীন। ব্যবসায়ী ও সমবায়ক-গণ ক্রীত পণ্যের উপর শতকরা ৫৲ টাকার বেশী মুনাফা করিতে পারিবেন না বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। বহির্দেশের গ্রাহকগণ যাহাতে ন্যায্য মূল্যে পাটজাত দ্রব্য পাইতে পারেন ও যাহাতে বিদেশগুলি প্রসার লাভ না করিতে পারে সেইজন্যই এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে। টাকার মূল্যহ্রাস হওয়ায় চলার অঞ্চলে পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানি প্রসারে যথেষ্ট সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু পাকিস্তানী নীতি ও তাহার ফলে পাক-ভারত বাণিজ্যে অচল অবস্থায় সেই সুবিধা বহুলাংশে বিনষ্ট হইবার উপক্রম হয়। আশা করা যায়, সাম্প্রতিক ব্যবস্থাবলীতে সঙ্কটের অবসান ঘটিবে।

আর একটি ক্ষেত্রে অবলম্বিত নীতিও অত্যন্ত সন্তোষজনক। ইতিপূর্বে মিলগুলি পাটজাত দ্রব্য বাজারে ছাড়িয়া দিত। ব্যবসায়ী সমবায়ক ও চটকাওয়ালাদের সংখ্যাই ছিল এই বাজারে। মাল-সংক্রান্ত দলিলপত্র তাহাতে প্রেরিত হইবার পূর্বে অনেকে হাত ঘুরিত। চটকাওয়ালেরা এগুলি বন্ধকী কারবার ক্রয়-বিক্রয় করিয়া প্রচুর মুনাফা সৃষ্টি করিত। এদিকে মালগুলি মিলের গুদামেই পড়িয়া থাকিত; তাহা ডেলিভারী লইবার কোনও তাগিদ থাকিত না। বাজারের ঘুরপাকে পাটজাত দ্রব্যের মূল্য মিলের যে অপেক্ষা অনেক চড়িয়া যাইত। এবং তাহাতে ক্রেতার ধরিদ্দারিতেও ক্ষতি সাধিত হইত। ভারতীয় চটকল সমিতি বর্তমানে নিয়ম করিয়া দিয়াছেন যে, ক্রেতাদিগকে নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে মাল রপ্তানি সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে, উক্ত তারিখের পূর্বে মাল ডেলিভারীর নোটিশ দিতে হইবে এবং উহার মধ্যে ডেলিভারী না লইলে চুক্তি বাতিল হইয়া যাইবে ও মিলগুলি পুনরায় ওই মাল বিক্রয় করিয়া ক্রেতাদের নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ আদায় করিতে পারিবে।

নিয়মগুলি যাহাতে যথারীতি অনুসৃত হয় তৎসম্পর্কে সদা-সজাগ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। পাট ব্যবসায়ে অসাধু ব্যক্তির অভাব নাই এবং তাহারা আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া অবৈধ উপায়ে অর্থার্জন করিবার বুদ্ধিতে সুপরিপক্ক। দক্ষিণ আফ্রিকার হীরকের পথে চোরাই মাল চালান করিয়া এক শ্রেণীর ধূর্ত পাট ব্যবসায়ী কিরূপে আগষ্ট মাসে ১০০ কোটি টাকার মত উপায় করিয়াছিল সেই বিষয়ে ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করিয়াছি। সরকার কি ভাবে চুঁচো তদন্তের মত এই জনহিতকর ব্যবস্থার ধ্বংসের ভূমিকা গ্রহণ করেন আমরা সেই সম্পর্কে কঠোর মন্তব্য করিতে বাধ্য হইয়াছি। বর্তমান সঙ্কটে পাটশিল্পকে পুনঃসংগঠিত করিয়া ইহাকে মুক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠাকল্পে যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে তাহাতে আমরা অত্যন্ত আশান্বিত হইয়াছি। কিন্তু সরকার, ভারতীয় চটকল সমিতি, মিলমালিক, সমবায়ক ও পাট ব্যবসায়ী—প্রত্যেক পক্ষের সহযোগিতা ব্যতীত পরিকল্পনাটিকে সার্থক করিয়া তুলিতে পারা যাইবে না। ইহার সাফল্যই হইবে পাকিস্তানী চক্রান্তের উপযুক্ত প্রত্যুত্তর।

প্রাসঙ্গিক

বিক্রয়কর সম্পর্কে বাণিজ্যমন্ত্রীর বিবৃতি

প্রদেশসমূহ আয়বৃদ্ধিকল্পে যেসকল বিক্রয়করের পরিধি সম্প্রসারিত করিতেছিল তাহাদের উপর বিবৃতিমূলে আঘাত করিয়া সম্প্রতিকালে যুক্তরাষ্ট্রে অরাজকতা সৃষ্টির অভিযোগ করা হইয়াছে। বাণিজ্যমন্ত্রী বলিয়াছেন, এই করের ক্রমবিস্তৃত প্রয়োগ ভারতবর্ষের ব্যবসায় ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি করিয়াছে এবং আন্তঃপ্রাদেশিক ব্যবসায়, এমন কি আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যও ব্যাহত হইয়াছে। তাহাদের বিক্রয়কর আইনসমূহ সীমার মধ্যে আনা যায়, সেইজন্য প্রাদেশিক সরকারসমূহের সহিত এই সম্পর্কে আলাপ-আলোচনার ব্যবস্থাকল্পে কতকগুলি সুপারিশ বিবৃতিমূলে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

সুপারিশগুলির মধ্যে প্রধান হইল—

কোন দ্রব্যের উপর একবার বিক্রয় কর (ক) প্রস্তুতের বা বিক্রয়ের যে কোন (খ) স্তরে ধার্য হইলে আমদানি বা রপ্তানির সময়ে সেই দ্রব্যের উপর আর কর ধার্য করা চলিবে না।

পাইকারি কোন আইন অথবা কোন বিধান না থাকিলে চুক্তি প্রভৃতির ব্যাপারে ও বাণিজ্যের ব্যাপারে কোন প্রদেশের কোন আইন অনুসারে কর ধার্য করা চলিবে না।

পাইকারির আইন অনুসারে যে সময় হইতে কর প্রত্যেকটি ব্যবসা দেওয়া করা হইয়াছে, রেলিংয়ের সমতি ব্যতিরেকে কোন প্রাদেশিক আইনের বলেই তাহার কর অথবা বিক্রয়ের উপর কর ধার্য করা চলিবে না।

গত কয়েক বৎসর ধরিয়া প্রদেশগুলি যাহাতে বিক্রয়কর প্রবর্তনের ফল লাভ করিতে পারে। ১৯৩৭-৩৮ সালে এই খাতে বিভিন্ন প্রদেশে ১৭.৫৭ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় হয়। ১৯৩৮-৩৯ সালে ইহার পরিমাণ বাড়িয়া ১৮.৯৯ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। সেচি বৎসরে অতিরিক্ত আদায়ের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাইয়া ৩৮.৩০ কোটি টাকা হইয়াছে। অন্যান্য খাতে আয়বৃদ্ধির সুবিধা না হওয়ায় এবং আয়ব্যয়ের রীতি অনুসরণের ফলে আবশ্যকী কর হ্রাস পাওয়ায় প্রদেশসমূহ বিক্রয়করের উপর অধিক নির্ভর করিতেছে। এই বৎসরের মাঝেই পশ্চিম বঙ্গ ইতিপূর্বে অত্যাবশ্যকীয় বিক্রয়দ্রব্যাদি ব্যতীত অন্যান্য উপর কর ধার্য করিয়াছে। বিহারে যানবাহনের উপর বিক্রয়কর ধার্যের সিদ্ধান্ত হইয়াছে এবং সেন্ট্রালের তুলা বিক্রয়ের উপর কর টাকায় এক আনা বৃদ্ধি করা হইয়াছে। বাঙ্গালার বাজেটে বিক্রয়করের ক্ষেত্রে বিস্তৃত করিয়া বাণিজ্যের, বৈদ্যুতিক, কিছু লবণ, ঔষধ, ঔষধ, আলু, ফোলসহিত, পাদুকা, কলা, চা ও তুলা বিক্রয়করের অধীন করা হইয়াছে। বোম্বাইয়ে লোহার উপর শুল্ক ধার্য করিয়া ৩.৭৫ কোটি টাকা আয়ের ব্যবস্থা হইয়াছে। যুক্তপ্রদেশে এইবার বিক্রয়করের হার বেশী হয় নাই বটে, কিন্তু পূর্ব বৎসরের আনুমানিক বিক্রয়কর হইতে একটি বৎসরে অতিরিক্ত দুই কোটি টাকা পাওয়া যাইবে। পূর্ববাঙ্গালার অন্যান্য প্রদেশের অনুরূপ বিক্রয়কর আইন প্রবর্তন হইয়াছে। আসামেরও বিক্রয়করের তালিকা বিস্তৃত করা হইয়াছে।

বিক্রয়কর একটি পরোক্ষ কর এবং ক্রেতাকেই ইহার সমস্ত ভার বহন করিতে হয়। সেজন্যই ইহার হার বৃদ্ধি করা হইতেছে এক বৈ এইবার প্রবর্তিত হইল অনেক ক্ষেত্রেই ব্যবসায়ী ও জনসাধারণের বিরূপ মনোভাব। সাধারণতঃ সকল আয় বৃদ্ধিরই [illegible] করিয়াছে। ইহার ফলে দুর্ভাগ্যের উপর অযথা চাপ [illegible] বিক্রয়ের ফলে ব্যবসায়ের বৈদেশিক চাহিদার হ্রাস বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমরা স্বীকার করি যে, প্রাদেশিক সরকারগুলি খুব 'ফিকিরবাজ' নহে এবং অনেকক্ষেত্রে সরকার প্রদেশগুলিকে যাহা দিতে হইতেছে বিক্রয়করের আদায় হইতে হইয়াছে। কিন্তু অন্যে প্রয়োজনীয় জোগানদার উপর এই করের বোঝা কিছুতেই সমর্থনযোগ্য নহে। প্রদেশগুলির বর্তমানের অনেক উপর বিক্রয়কর ধার্য করায় অত্যাবশ্যকীয় বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত সৃষ্টি হইয়াছে। কেন্দ্রীয় প্রস্তাবিত প্রদেশগুলির প্রস্তাব উপর বিক্রয়কর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পক্ষেও ক্ষতিকর। বাণিজ্যমন্ত্রীর সাম্প্রতিক এই সকল বিষয়ের বিবৃতি-বিবেচনার আবেদনিক হইয়াছে।

ভারতীয় কুটীর শিল্পে জাপানী শিরস্ত্রাণ

চৌকিদার একটি সাধারণ প্রকার সাহসের জাপানী শিরস্ত্রাণ চুকিয়াছে হইয়া ভারতবর্ষে অনিয়েছেন। তাহারা কলের পুতুল ও কলের নানাবিধ খেলনার বিস্তৃত বিবরণ এবং এর প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ। আমাদের কথা, তাঁহাদের অভিজ্ঞতা ও নৈপুণ্য ভারতীয় কুটীর শিল্প সম্প্রসারণে নিয়োজিত হইবে।

এই সঙ্গে ৫০ লক্ষ টাকার মূলধন আনুমানিক মূলধনি আমদানির ব্যবস্থাও স্থির হইয়াছে। অন্যান্য ভারতীয় কুটীর শিল্পের এক নূতন অধ্যায় সূচিত হইল। কিন্তু সফলতা কেমন? উহা ভবিষ্যৎ ভারতীয় কুটীর শিল্প যেন অভিজ্ঞতার জাপানীদের না হয়।

ভারতীয় দ্রব্যের উপর পাকিস্তানী শুল্ক

ভারতজাত তুলাজাত উপর শুল্কের ভবিষ্যৎ প্রবর্তিত করিয়া পাকিস্তান সরকার ভেবিলাটি বিভিন্ন দ্রব্য ভবিষ্যৎ করিয়াছেন। ফল, বাসনপত্র ঔষধ, চা, লোহার পাত, সুতা, ইত্যাদি ও অন্যান্য সম্পর্কিত উপকরণ, সাইকেল এবং অভিযোগী ও চাকরী বিষয় পাদুকা আর রেহাই পাইবে না। বিভিন্ন শ্রেণীর প্রকারের ফল, চুরুট, সিগারেট এবং কতকগুলি ঔষধিজাত দ্রব্য শুল্কবৃদ্ধির তালিকাভুক্ত হইয়াছে। পাকিস্তানী ভবনীতির ঐতিহ্য।

বিহার সরকারের 'সেস' অভিযান

গত এপ্রিল হইতে আগামী মার্চের মধ্যে বিহার সরকারের রাজস্ব বিভাগ ৩৩৭৩টি ক্ষুদ্র সেস পরিদর্শনকে বাজার কর্মচারী নিযুক্ত করিয়াছেন। ছোট পাইকারদের সংখ্যা ৩৩৭৩। এই খাতে বাজার আছে মোট এক কোটি টাকা। তন্মধ্যে বাকির হইয়াছে ছোট ৩৯,০৭,৩৭৯৲ টাকা।

সংবাদটি প্রাদেশিক সরকারের কর্মকর্তা ও ব্যবসায়িগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা উচিত। আশা করি অন্যান্য প্রদেশের সেচবিভাগ এই ঘটনা হইতে বিশেষ জ্ঞান লাভ করিবে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংঘ

প্রায় প্রতিটি দেশ সমূহের নিকটের সম্পর্ক স্থাপনের জন্য উদ্যোগী হইয়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংঘ একটি প্রায় প্রতিটি সমিতি গঠন করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। নয়া দিল্লীতে এই সমিতির কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব এবং সংগঠনে বিবেচনাধীন।

প্রার্থনা করি, এই বিপদের মেঘ শীঘ্র কাটিয়া যাউক। দেশে যেন আর কখনও দুর্ভিক্ষের আবির্ভাব না হয়।

চোরাই সমস্যা

এই সমস্যাটির সমাধানে আমাদের শুরু হইতে সরকার বহু পরিশ্রম করিয়াছেন। সরকারী বাস ও লরি ছাইয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু সমস্যার তীব্রতা যেন এক বিন্দু কমিবার নাম করিতেছে না। দামের সংখ্যা বাড়িয়া লোকে ঠিক আনের বাস আগে করিয়া বসিয়া থাকিবার মত ঘুরিয়া ঘুরিয়া পরবাসনে ছুটিবে। উপায় কি?

ঈদ-কালিকারা পরী আর কত দিনে সফল হইবে কে বলিতে পারে! কখনও হইবে কি?

অন্ধ্রপাতি নির্মাণের কারখানা

ভারত সরকার দুর্গাপুরের আনুমানিক যেখানে ইস্পাত ওয়ার্কস্-এর সহিত যে চুক্তি করিয়াছেন তাহাতে স্থির হইয়াছে যে ভারতবর্ষে একটি যন্ত্রপাতি নির্মাণের প্রতিষ্ঠান গঠিত হইবে। এই কারখানার মূলধন হইবে ১৫ কোটি টাকা। ১৯৬০ সালের ফেব্রুয়ারী মাস হইতে কারখানার কাজ সুরু হইবে। সমাপ্ত হইবে মার্চ ১৯৬৩ সালের মধ্যে। এই প্রতিষ্ঠানের সহিত সংযুক্ত থাকিবে একটি গবেষণাগার।

প্রস্তাব পরিকল্পনাটি ভারতের শিল্পোন্নতি সাধনে ও বেকার সমস্যা সমাধানের সমধোপযোগী প্রচেষ্টা সন্দেহ নাই। তবে—কালের পরিচয়ে।

এ, আই, সি, সি,

ইকনমিক রিভিউ

(সমসাময়িক অর্থ নৈতিক সমস্যার

কংগ্রেসের মতামত)

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির

'অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক গবেষণা বিভাগ

হইতে প্রকাশিত।

৭ নং যন্তর মন্তর রোড, নিউ দিল্লী।

বার্ষিক চাঁদা ডাক ব্যয় সহ

৫ টাকা মাত্র।

শেয়ার বাজার

নিষ্প্রাণ বাজার

আলোচ্য সপ্তাহে শেয়ার বাজারে বিশেষ কোনও উৎসাহ দেখা যায় নাই। কাজের পরিমাণ অতিশয়ত্বের হইয়াছে। অন্ধ ও পরশুদিন 'সেটলমেণ্ট' ছিল বলিয়া বাজার বন্ধ ছিল; অন্যান্য সপ্তাহে যার তারিখের বাজারে কাজ হইয়াছে। পাটের কটকা বা ঘরে আনিয়া তৎপরতা প্রদর্শনের প্রয়াস করিয়াছে বটে কিন্তু সেখানেও ব্যবসায়ীরা বিশেষ উৎসাহ দেখায় নাই। আর যাহাদের লগ্নী-কারবারী এবং বাজারের ভবিষ্যৎ গতি সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলা সম্ভব হয় নাই এবং সেই জন্য বর্তমান অবস্থায় বাজারে প্রবেশ করিতে অনিচ্ছুক। বোম্বাই কেন্দ্রে অপেক্ষাকৃত অধিক প্রচুরতা থাকিলেও উহা কলিকাতার বাজারে সঞ্চারিত হয় নাই। মনে হয়, ব্যাঙ্ক রৌদ্রের মূল্যহ্রাসের অন্তর প্রতিক্রিয়া হইতে ইতিমধ্যে এখনও মুক্তিলাভ করে নাই। উহাসম্ভোষ অবশ্যই না ঘটিলেও ইহার পর বহু পরিমিত মধ্যেই উঠানামা করে। উহা ২২৮০ হইতে ১০ আনা বাড়িয়া ২৮৮/০ ও এবং পরে ৮০ বাড়িয়া সর্বশেষ ২৯ ২২৯৭ হয়। ইহা বাজারের তৎপরতার ভের পরিচায়ক। টাটা কর্পোরেশনের ২১০ হইতে ২০৮/০ হয় পরে ২০৯/০ হয়। ইহা কোম্পানীর অভিপ্রায় হইবার সম্ভাবনা নাই কিন্তু ইহার শেয়ারে কাজ কারবার অনেক কমিয়া গিয়াছে। ব্যাঙ্কার্স ২৫ হইতে ১৯ টাকা বাড়িয়া ২৭৮০ হয়। ব্যবসার ১৩০ হইতে ১২৮/০ নামে।

• • •

বোম্বাই বাজারে অবশ্যই বিস্তারিত পরিলক্ষিত হয়। টাটা কেমিক্যাল ২৯ ১৩৮৭ হইতে ১৩৯১/০ ও টাটা অভিনারী ২১৭০ হইতে ২১৮৭ বৃদ্ধি পায়।

কিন্তু পরশুদিন সপ্তাহান্তে বোম্বাই কেন্দ্রে যে বিশেষ 'মুহূর্ত' অভিবেদন হয়, তাহাতে মূলধনি ও কর্মতৎপরতা নৈরাশ্যজনক। সাধের আসার বে-সরকারী বাজারে টাটা কেমিক্যাল ১৪৭০ পর্যন্ত উঠে কাজ হয়। কিন্তু মুহূর্ত বাজারে ইহার অংশটি ওঠে এবং ১,৪৪৫৲ মূল্যে ১,৪৫২/০ বন্ধ হয়। বরফ মহলে মূল্য পরশুদিন ১৭৲ টাকা হ্রাসের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে কাগজের কলের শেয়ারে বৈপরীত্যের ভাব দেখা যায়। বোম্বাই চার্টার ১৩০৭৲ কোহিনুর ৪৭০৲ ও পালী ২৪৫৲ পর্যন্ত নরম কাজ হয়।

• •

ইহা ব্যতীত বেঙ্গলীয়ের বিস্তারিত ব্যাঙ্ক ও ইন্ডিয়েন ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের সহিত আলাপ-আলোচনা সমাপ্ত করিয়া নয়া দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। আলোচনার বিবরণাদি জানা যায় নাই। কিন্তু এই সম্পর্কে অনেক জল্পনা-কল্পনা হইতেছে এবং ইহার বাজারের মনোভাবে অনেক কাজ করে। ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্কিংয়ের যোগাযোগ সম্বন্ধে যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ অভিমত কোনই সন্দেহ নাই। অনেকে মনে করিতেছেন যে শীঘ্রই অর্থ নীতি সম্পর্কিত একটি সরকারী ঘোষণা প্রকাশিত হইবে। প্রবল সম্ভাবনা যে ইহাকে রাজনৈতিক অট্টালিকার ভিত্তিরূপে করা হইবে। কিন্তু ইহার বিষয় আমরা পাওয়া যায় নাই।

•

সরকারী ঋণপত্র

ঋণপত্রগুলি প্রকাশিত হইবে। (২৫ অক্টোবর) হিসাব বিভাগে দেখা যে, চারিদিনে ঋণ দেওয়ার পরিমাণ ৮.১৪ কোটি দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু ব্যাঙ্কার্স ঋণপত্র ক্রয়ে বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করিতেছে না। বাজারে বিক্রয় বৃদ্ধি হইয়াছে। পূজার পূর্বে প্রত্যাহার অর্থ বাজারে যেরূপ ছিটিয়া আসিতেছে। কিন্তু টাকার বাজারে সচ্ছলতা দেখা যাইতেছে না পাটের জন্য লগ্নের চাহিদা কিছু থাকিলেও উহার পরিমাণ বেশী নহে। তবে বিভিন্ন বাজের অর্থ ও লৌহ বিক্রয়ের ফলে অনেক টাকা প্রত্যহ বাহির হইয়া যাইতেছে।

শেয়ার বাজারে সরকারী ঋণপত্রের ঘোষণার বুদ্ধিপথে ঘটিয়াছে। আজ সরকারের নীতি সম্পর্কে বাজার একটি ঘোষণার অপেক্ষায় আছে। সেইজন্য এই বিষয়ে উৎসাহ নিষ্প্রভ হইয়াছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কিছু ঘটিল না ঘটিলে আরও অবনতি ঘটিবে বলিয়া মনে হয়। ৩½ সুদের ১৯৪৭-৫৫ ১০১৮০, ৩½ সুদের ১৯৪৬-৪৮ ১০১৮০, ৩½ সুদের ১৯৫৫-৫৮ ১০০৵০, ৩½ সুদের ১৯৬৮-৭৮ ৯৯ ৩, ২½ সুদের ১৯৬০-৭০ ৮৯৸০, ৩ সুদের ১৯৫৯-৬৯ ৯১৵০ ও ২½ সুদের ১৯৬৬-৭২ ৮৮৸০ পর্যন্ত নরম হইয়া বন্ধ হইয়াছে।

ব্যাঙ্ক

কলিকাতা ব্যাঙ্কের ১৭৮০, হিন্দুস্থান কমার্শিয়াল ১৩৲, হিন্দুস্থান মার্কেন্টাইল ১২৲, বেঙ্গল ন্যাশনাল ৮৮০, ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ৪৫৵০ ও ন্যাশনাল ব্যাঙ্কিং ২৪০ পর্যন্ত নরম হইয়া বন্ধ হইয়াছে।

(বাকীটা ৪১৭ পৃষ্ঠায়)

ম্যালেরিয়া থেকে বাঁচতে পারেন

আপনার
[illegible] নিজে [illegible] হতে পারেন

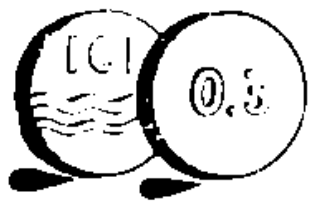

শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে ৫০০ ট্যাবলেটের
টিন মাত্র ২৬৲ টাকায় দেওয়া হয়।

'প্যালুড্রিন'

ট্রেড মার্ক

ICI ইম্পিরিয়াল কেমিকাল ইণ্ডাস্ট্রীজ (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড
কলিকাতা বোম্বাই মাদ্রাজ কেরটন নিউদিল্লী কানপুর

P Com-14

কাপড়ের কল (মেসার্স বাজাজ)

এই বিভাগে কাজের পরিমাণ যথেষ্ট ছিল ও গত বছরের অপেক্ষা বেশী। এপ্রিল ১৯৪৯ থেকে ডেপুটেশন্ ১৯৫০, প্রিভিলেজ ৫০৫০ ও 'এ' ডিবেঞ্চার ২৫০ পর্যন্ত দরে কাজ হইয়াছে।

কয়লার খনি

এই বিভাগের কয়লা বিক্রয়ের ছিল। মার্কিনের বিশেষ চাহিদা ছিল ও তার ১১৯৫০ পর্যন্ত বাড়িয়া ১১৮৫০ হয়। অন্যান্য খেরোয়ের মধ্যে বেঙ্গল ৪৯৫০, বরাকর ১৭৮৫০, বেঙ্গল ইণ্ডিয়া ৫০, বেঙ্গল কুয়ারেজ ১৯৫০, বেঙ্গল কোল ১৫৫০, বোকারো ৫৮০, মিডি ব্রাহ্মণ ৫৫৫, সাদরা ৩৯৫০, টাকারী ২১১, আসানসোল ৫৫৫০, ইউনিয়ন্ ৪৫৫০, ওয়েষ্ট আসানসোল ৪৫০ ও ওয়েষ্টার্ন বেঙ্গল ৫৫০ পর্যন্ত দরে ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে।

চটকল

এই বিভাগে বড় রকমের উন্নতিচেষ্টা দেখা হইয়াছে। বিলগুলি প্রয়োজনানুরূপ পাই সরবরাহ করিতে পারিবে কিনা সেই সম্পর্কে সন্দেহ করিয়াছে। পাকিস্তান নীতি তাহার পাটনীতি ঘোষণা করিবে। তাহাতে কিরূপ পাটে কতো অবধারিত হয় তাহারই উপর নির্ভর করিতেছে। প্রকৃতপক্ষে পাক-ভারত বৈরভাবের কোনরূপ সমাধান নাই। এদিকে উচ্চ মেশের বাণিজ্যিক অবস্থা অত্যন্ত অসন্তোষজনক। আলোচ্য সপ্তাহে রাজ্যের ৫৯ ১৯৫০ হইতে ২৭৯০ ও হিমাংশের ১৯৫ হইতে ২১০ হইয়াছে। অন্যান্য খেরোয়ের মধ্যে আলেকজান্দ্রা ১৩৫৫০, এলেন-বীডিয়া ১০২৫, বজবজ ২০০৫, বেঙ্গলিফিয়ার ২৪১৫, বিরলা ৩১৫০, ক্যালিডোনিয়ান ১৭৮৫, ফিকরালো ১৭৯৫, নৈহাটি ১৯১৫, সিট ব্রাদার্স ৮৫ পর্যন্ত দরে ব্যাপকভাবে হইয়াছে।

খনি

ব্রহ্মা কর্পোরেশন ২৯০, কনসলিডেটেড টিন ৯৫০, ইণ্ডিয়ান কপার ৫৯০, টাঙ্গস্ টিন ৪৫০ ও রাজপুরা ডেভেলপমেন্ট ১৮৫০ পর্যন্ত দরে কাজ হইয়াছে।

ইণ্ডিয়ানিয়ারিং

ইণ্ডিয়ান আয়রন ১৯৫০ হইতে ২৪৯ ও টিন কর্পোরেশন ২১৫০ হইতে ২০৯৫০ হয়। অন্যান্য খেরোয়ের মধ্যে কুমারধুবী ৮৫০, ভালকেন আয়রন ৪৯৫০ ও টেলকো ১৮০ পর্যন্ত দরে কেনা-বেচা হইয়াছে।

বিবিধ

অন্যান্য বিভাগের মত এই বিভাগও প্রাণহীন ছিল। এলেন্স ব্রাদার্স ৪৫৯ হইতে ২৩৯০-এ দাঁড়িয়া যায়। এসুমিনিয়াম কর্পোরেশন ৫৯৫০, ব্রটিশ সিলোন কর্পোরেশন ১১৫০, ব্রটিশ ইণ্ডিয়া কর্পোরেশন ৮৯৫০, অম্বরনাথ ৫১০, ইণ্ডিয়ান কেবল্ ৩১৮০, ইণ্ডিয়ান ষ্টামসেল এয়ারওয়েজ ১৫৫০, ন্যাশনাল ইন্দ্রল্ ১১৫০, আর্টিস্ট রেড লেবেল ১৩৫০, কটন কর্প ১১৫০, ষ্টামসেল টোবাকো ১৯৫০, হোটেল ইণ্ডিয়া ৩৯৫০, ইণ্ডিয়ান এসুমিনিয়াম ১৩১৫, ওয়েলকোর্ট ষ্টামপেট ১১০, বি. বি. মোটর ১৪০ ইণ্ডোপাল মোবার ১০৫০, ষ্টীলবার মোবার ৩১৬৫০, আই, জি, এন্ ১১১৫০, ইণ্ডিয়া ষ্টীলবিল ৮৫০ ও মেটী বিল্ডিং ১৪৯ পর্যন্ত দরে কাজ হইয়াছে।

চিনির কল

আগামী মরশুমের জন্যে আখ ও চিনির দর সরকার কি ধরে নির্দ্ধারণ করেন সেইরূপ বাজারের উত্থান হইয়াছে। রামপুর ৩৯৫০, বারাকার ৪৯ ইউ, পি ১০৪০ ও চন্দাল ১৪৯ পর্যন্ত দরে ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে।

চা

এই বিভাগের দরের বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই। লঙ্গাম ১১৫০, ওয়েষ্টার্ন ৭৫০, ডিব্রুগড় ১১৯০, দুধ্নাপাত ১৮৫০, লাক্সটুরা ৮৯, গ্রন্থ (এ) ১৯৯৫ সিলেট ৫০৯, চৈতপানি ১১৫০ ও ডেলমুর ৫১ পর্যন্ত দরে কাজ হইয়াছে।

পশ্চাদ্বর্ত্তী সংবাদ

অর্থ-সচিবের সতর্কতা দশ ভাগ মূল্য হ্রাসের প্রস্তাব

পাক-ভারত বাণিজ্য এখন যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছে তাহার ইতি উহা যাহার সঙ্গেই কথাবার্তা হউক। কয়েক মাস পূর্ব্বে পণ্যদ্রব্য সম্পর্কিত যে চুক্তি হইয়াছিল তাহার প্রয়োজনের খাতিরে একটা যোগাযোগের প্রয়োজন হইয়াছে। পূর্ব্ব পাকিস্তানের উপর কলকা ও অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় পণ্যদ্রব্যের চালান বন্ধ হওয়ার প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে। পাকিস্তান বলিয়াছেন পাকিস্তান ডলারিয়াধিকের বিকট করদা পাঠানো হইবে, তাহাতে মুদ্রার তারতম্যের ব্যবস্থা হইবে। কিন্তু সমস্যা শুধু মূল্যেরই নয়, মূল্য নির্দ্ধারণ ও ঘটে। নির্দ্ধারিত ভাবে পণ্য বিনিময়ের ব্যাপারে যদি পারস্পরিক হারের যোগাযোগ না রাখাই মূল আদায় প্রকারের প্রকৃত অবস্থা ঠোট ছোট ব্যবসায়ীর পক্ষে অনিশ্চয় হইবে নাই কিন্তু তাহা এখন নয় যে অনিশ্চয় পণ্য উৎপাদনের জন্য কোনও বাজার পাওয়া যাইবে না বলিয়া। পাটের ব্যাপারে পাকিস্তান যাহা করিয়াছে, বিদেশের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ থাকায় তাহাদের পাট চালান আদিয়ার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। পাকিস্তান সরকার যে সমস্ত পাট ক্রয় করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন তাহা তাহা করিবার জন্য বিশেষ চিন্তা করিতেছেন। এই উদ্দেশ্যে নানাস্থানে ব্যাঙ্ক ও পাটকোর্ট ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার কথা উঠিয়াছে। এই ব্যাঙ্কের প্রধান কর্ত্তব্য হইবে কারবারী ও চাষীকে অর্থদান করিয়া পাকাপাটের সাহায্যে ব্যবসায়ীদিগকে মূল্য ও পাট বিক্রয় করিতে সাহায্য করা। এই প্রস্তাব ঘোষিত হইবার পর পাকিস্তানে পাটের দর কিছিৎ চড়িয়াছে বটে, তবে এখনও তাহা খুবই নীচু। নৈমিত্তিক জীবনের প্রয়োজনীয় উপকরণাদির মূল্যবৃদ্ধি ঘটার চাষীরা, বিশেষ করিয়া যাহারা নীচের অঞ্চলের অধিবাসী, পাট বিক্রয় করিয়া দেশিয়ে বিশেষভাবে উৎসুক হইয়া উঠিয়াছে।

কাপড়ের কল

মেসার্স বাজাজ। কাপড় ও সুতার মূল্য হ্রাস করিবার প্রস্তাব উঠিয়াছে। এদিকে অর্থ সচিব প্রস্তাবিত মূল্য হ্রাসের পরিবর্ত্তে শতকরা দশ ভাগ করিয়া তথায় প্রাথমিক পাওয়ানীয়ের কোনও অংশীদার থাকার সম্ভব কারণ থাকিতে পারে না বা থাকা উচিত নয়। তত অধিকাংশ পাওয়ানীয় কোনও দিকেই উৎপাদন হইতে পারেন নাই। অংশীদার অধিকাংশের এই প্রস্তাব মূলক করিয়া দিবার কথা আছে।

অন্যান্য যথার্থ নিকাশের প্রতিক্রিয়া বাজারে আসা বন্ধ। মূল প্রকাশের যে যে বেশন এখনও একেবারে বাজার নাই সেই সকল পাকে মূল্য হ্রাস অনিশ্চিত অবস্থায় আছে। ইতস্ততের বাজার উঁচুতে থাকার পরি নিরাশাজনক; অনেকস্থানে প্রত্যাহারও বন্ধ করিয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে সেলার বিক্রয় ভালের যা কিছিৎ ক্রয় ছিল সেখের কিছু তাহা কিছু পরিমাণে উঠিয়াছে।

মূল্য বাজারের সেখের যা——

চট (মেসার্স)	১১৯০
কাপড় (মেসার্স)	১৩৯০
সুতা	৪৯
চুরুট	১৯০ হইতে ১৮

বহু পণ্যদ্রব্যের প্রকাশের এক পাই হইতে ছাড়াবার এবং কি এক সেখা হইতে অন্য সেখার ক্রয়বিক্রয়ের ব্যবস্থা নাই; তাহা সম্পূর্ণভাবে অবস্থিতি পক্ষ লাগেক। প্রকাশ সমূহের অন্যান্য কেন্দ্রীয় বাজারে অন্যের যা বিক্রয়ক ছিল :—

পাবনি	১৮৯৫০
মধ্যেদি	৩১৯০
ভাসনত	১৭৯
সোলা	১৮৯
সীতাপুর	২১৯৫০

চিনি

আমাদের দেশের ইক্ষু কৃষিতে বিশেষ লক্ষ্য রাখা কি কারণে সেই সময়ে অল্প আয়াসে অধিক লাভজনক হওয়ায় সকলেই বিশেষ আগ্রহ, অধিকারে সকলে আখের দিকে যে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল, তাহা অনুসন্ধানে এবং কৃষির যে বিভাগ প্রধান কর্মিগণের তাহা অনুসন্ধানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট উপস্থাপিত করা হইয়াছে। আশা করা যায় যে ইক্ষুর সর্বশুদ্ধ ৩৮ লক্ষ হইতে ১৮৯ আনার পরিবর্তে ৩ চিনির মিলের ৮৫ লক্ষ প্রতি প্রায় ২৫ লক্ষ হইবে। এই বৎসর সর্বশুদ্ধ ৪৫ মিলে-অন্যূন উনপঞ্চাশ বিঘা ৩ লক্ষ প্রায়োজনীয় মিল চলিত বৎসরে নির্মাণের আই হইয়াছিল যাহাতে আখের পরিমাণ ৩ লক্ষ টাকার পুরাতন ৩ লক্ষ টাকার নূতন প্রয়োজন।

সরকারী বিজ্ঞান কলেজ হইতে যে ছেলে—ইঞ্জিনিয়ার সৌখিনদারী আখের কৃষির জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে যে অল্প পরিমাণে চুনা ব্যবহার করিলে ইক্ষুর সরবরাহের সহজ উপায় এই বলিয়া তাহা বিশেষজ্ঞের যে পরিমাণে চুনা ব্যবহার করিলে ইক্ষুর অম্লত্ব নষ্ট হইয়া যায় তাহা অপেক্ষা অনেক কম পরিমাণে চুনা ব্যবহার করিলে ইক্ষুর অম্লত্ব নষ্ট হইয়া যায়। কাজেই কারখানার কার্যকারীদের কার্যপ্রণালীতে সেই বিষয় লক্ষ্য রাখিলে অনেক অপব্যয় নিবারিত হইতে পারে। কলিকাতার বাজারে সরবরাহে চিনির যোগ্য কারবার করিতেছে যে তাহা পরিমাণ চিনি টাকা পরিচয় দেয় তাহা পাওয়া যায়।

যেসব প্রকৃত কারখানার চাহিদা বহুলাংশে মিটিয়া যাওয়ায় মূলধনের পরিমাণ ও বিক্রির জন্য বাজারের পরিমাণ বাড়িয়া ১৯৯ টাকা।

৩৫

আখের সময়ের প্রথমদিকে অল্প পরিমাণে ৫টি ৫৬ই ছিল। সেখানে আখের বেশী ব্যবহার না করিলে পরিমাণে। বাজারের পরিমাণ ছিল ৩৯০ টাকা,—এখন ৫০, টাকা। ইহার ৩ বৎসরে সেখানে পরিমাণ ৫০০ ৩০০ ফলিকাতার কলে পরিমাণ ছিল প্রায়

আখের সময়ে বাজারে যে অনেক ওঠানামা করিতেছে। অথচ কৃষিজীবন অনেকদিনের আগ আমদানি নাই। কারণ ঐসব সময়ের বাহিরের যখন কেবল চলিতেছে তখন ব্যবসায়ের ভালই বুঝিতে পারিয়া আমাদের যে সেজন্য কিনে ১৮৯/০ আনা উঠিয়াছিল। সেখানকিনে যে ১৫৯/০

আশার কথা, বিশেষ যে প্রাথমিক সরকার নয়। প্রায় পরিমাণে ৩৯ লক্ষ একর জমিতে আখ বাহিরে বাহিরে কিছু কিছু করিয়া বাজারে যাইতেছে। আমরা ৪০ বা ৫০ লক্ষ একর জমিতে ৩৯ টাকা আখ আবশ্যক হইবে। সমুদয় আশা এই আখের উৎপন্ন যথেষ্ট থাকিলে চিনির কলে ইক্ষু সরবরাহের পরিমাণ বর্ধিত হইবে—ফলে চিনি উৎপাদনের উপর অধিক প্রতিযোগিতা দেখা দিতে পারে।

সংবাদ সংকলন

বিদেশে তুলার উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা

ভারতীয় কেন্দ্রীয় তুলা কমিটির গত কিছুদিন অধিবেশন গত ১৭ই অক্টোবর সমাপ্ত হইয়াছে। বর্তমান বছর ভারতের তুলা সরবরাহে আমদানী অতিরিক্ত এবং তুলার উৎপাদন বৃদ্ধির বিষয়ে অধিক গুরুত্ব প্রদান অধিবেশনের যে সমস্ত গুরুত্ব বিষয় আলোচনা করা হয় তন্মধ্যে ভারত সরকারের নিকট সুপারিশ করিয়া কমিটি এক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

কমিটির প্রস্তাবে বলা হয় যে, এক ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা আঁশযুক্ত তুলার সরবরাহ ব্যাপারে ভারতকে স্বনির্ভর করিতে হইলে এবং উহার বর্তমানে যেখানে মাত্র ৫ লক্ষ গাঁইট তুলা উৎপাদনের পরিমাণ ৫০ লক্ষ গাঁইট করিতে হইবে বিভিন্ন প্রদেশ ও উপরাষ্ট্র গুলিতে এই অতিরিক্ত ৪৫ লক্ষ গাঁইট তুলা উৎপন্ন করিতে হইবে। কমিটি সুপারিশ করেন যে, তুলা উৎপাদকদের নিকট হইতে তুলার প্রতিযোগী ফসল, বিশেষের মূল্য তুলার মূল্যের সহিত বিবেচনা করিতে হইবে।

কমিটি যাহাতে তুলা উৎপাদনের উন্নতির ফল তাড়াতাড়ি ভোগ করিতে পারেন তজ্জন্য তাহার সরকার তুলা অধিক হইলে কমিটির হাতে ৫০ লক্ষ টাকা দানের প্রস্তাব করেন।

ভারতের উদ্বৃত্ত তুলা পূর্বাঞ্চলে পাঠাইতে হইবে

কলম্বোর ট্রান্সপোর্ট কমিশনের সাক্ষ্যদান প্রসঙ্গে ভারতের রাজস্ব সচিব মিঃ কে. পি. ভেঙ্কটেশ্বরণ জানাইয়াছেন যে, কলম্বো চুক্তি অনুযায়ী পাকিস্তান ভারত হইতে যে উদ্বৃত্ত আমদানী করিতে সম্মত হইয়াছিল, তাহা তুলা পূর্বাঞ্চলেই পাঠাইতে হইবে।

তিনি বলেন যে, ভারতীয় তুলার মূল্য হ্রাসকল্পে ব্যবসা-বাণিজ্যের যে সকল অসুবিধা সৃষ্টি হইয়াছে তাহার প্রতিকারকল্পে আন্তরিকতার সহিত ব্যবসা-বাণিজ্য পুনরায় চালু না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে।

'এল ব্লক' শিল্প ট্রাইব্যুনাল গঠন

গত ৭ই আগষ্টের বাজেটে প্রদত্ত ভার অনুযায়ীয়ের লভ্যাংশের উপরি কিংবা কমিটির এক সদস্যের রায় বিরোধে সালিশের জন্য একজন শিল্প ট্রাইব্যুনাল গঠন, প্রধান সেবার কমিশনারের অধীনে সালিশী কর্মচারীদের সংখ্যাবৃদ্ধি এবং রাজধানীতে মালিক অভিযোগের সর্বভারত গুরু সরকারী অভ্যর্থনা প্রতিষ্ঠান গঠনের পরিকল্পনাসমূহ গৃহীত হইয়াছে। ইহাতে শিল্পে বেকারী নিবারণের জন্য প্রস্তাবিত ৫ বৎসরের এক পরিকল্পনা অনুমোদিত হয়। কমিটি তাহাকে আরোগ্যী সব ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে প্রস্তাব করিয়াছে। ইহার জন্য ৭৫ লক্ষ টাকা বিভাগ নির্ধারিত করা হইয়াছে।

বলা হইয়াছে, ১৯৫০ এপ্রিল ১৯৫১ তারিখের মধ্যে বিরোধ অভিযোগ অনুযায়ী মালিকের এক শ্রেণির মামলাসমূহ কেন্দ্রীয় ট্রাইব্যুনালে অর্পণ নিষ্পত্তি করা আবশ্যক। কিন্তু দুইটি কেন্দ্রীয় ট্রাইব্যুনাল এক কালে পুরাপুরি কাজ করার জন্য বিভিন্ন রাইকোর্টের বিচারপতিকে লইয়া একটি অতিরিক্ত ট্রাইব্যুনাল গঠন প্রয়োজন হইবে।

কাজের চাপ দুটি ট্রাইব্যুনাল দ্বারা সমান করিয়া লইবার জন্য কমিটি সালিশ অভিযোগ এবং চৌকসন শ্রেণির বিরোধের নিষ্পত্তির নির্দেশ প্রদান করে।

মাননীয় অভিযোগের সর্বভারত

রাষ্ট্রপাল প্রধানমন্ত্রী প্রভৃতি অন্যান্য মাননীয় সরকারী অভিযোগের সত্বরতার সুবিধার জন্য রাষ্ট্রপালের সাধারণ সেক্রেটারীর অধিনে একটি সরকারী অভ্যর্থনা প্রতিষ্ঠান গঠন করা হইয়াছে। কমিটি মনে করেন যে, এই খাতে পৌনঃপৌনিক ব্যয় প্রায় তিন লক্ষ পাঁচ হাজার টাকা হইলেও, 'সাধারণ মানুষের মুক্তিসাধন' খাতে ব্যয় হইতে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার টাকা ব্যয় করা হইবে এবং এতদ্ব্যতীত সর্বাপেক্ষা কম খরচে এক প্রস্তাবের সরবরাহ ব্যবস্থা করা যাইবে।

আন্তঃপ্রাদেশী সম্পত্তি সম্পর্কে ভারত সরকারের নূতন অভিযান

ভারত সরকার গত ১৮ই আগষ্ট আন্তঃপ্রাদেশী সম্পত্তি সম্পর্কে সাধারণভাবে একটি অভিযান জারী করিয়াছেন। এখন যে প্রত্যেক প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যে আন্তঃপ্রাদেশী সম্পত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন আইন প্রচলিত ছিল। কেন্দ্রীয় অভিযান তাহাদের কেন্দ্রীয় শাসনাধীন অঞ্চলে প্রযুক্ত হইত। এই অভিযানের আওতা হইতে আসাম, পশ্চিম বাঙ্গলা, ত্রিপুরা ও মণিপুরকে বাদ দেওয়া হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় আইনমতে কোন ব্যক্তি ভারত ত্যাগ করিলেই তাহাকে "আন্তঃপ্রাদেশী" বলা হইবে। ইতিপূর্বে কোন কোন প্রদেশ অথবা দেশীয়রাজ্য সরকার তাঁহাদের এলাকা ত্যাগ করিয়া যাইবার ব্যাপারে বাধা করিলেও যে কোন ব্যক্তিকে আন্তঃপ্রাদেশী বলিয়া গণ্য করিবেন।

নূতন অভিযানটির বিভিন্ন অংশ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। ১। (ক) ১) সাধারণ নূতন বাধা সুপারিশ ১ (খ) (১) ধারার বলিয়া হইতে আন্তঃপ্রাদেশী সংজ্ঞা সংশোধন করা হইয়াছে, এবং এতদ্বারা কেহ যে সমস্ত ব্যক্তিকেই আন্তঃপ্রাদেশী বলা করা হইয়াছে ও যাহারা ব্যক্তিগতভাবে ব্যবসায় ব্যবসা অথবা অন্য উপায়ে পাকিস্তানের আন্তঃপ্রাদেশীর অথবা পরিবার সম্পত্তির সম্পূর্ণ অথবা আংশিক মালিক হইয়াছে। কোন আন্তঃ অথবা ব্যবসায়ীর অধীনস্থ যদি পাকিস্তানে এইরূপভাবে সম্পত্তি গ্রহণ করিয়া থাকে তাহা হইলে সেরূপ ব্যক্তির বলিয়া তাহাকেও আন্তঃপ্রাদেশী বলা হইবে না। পাকিস্তানের আন্তঃপ্রাদেশীর সম্পত্তি ক্রয় করিলেই যে, সে কোন আন্তঃপ্রাদেশী হইয়া যাইবে তাহার কোন ঠিকানা নাই। যদি কোন ব্যক্তি পাকিস্তানে তাহার সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া অথবা পাকিস্তানের আন্তঃপ্রাদেশীর সম্পত্তি সম্পূর্ণ অথবা আংশিক ক্রয় করে, নূতন অভিযানে তাহাকে "আন্তঃপ্রাদেশী হইতে ইচ্ছুক" বলা হইবে, তাহাদের ক্ষেত্রে, অথবা পারিবারিক সংসার জন্য টাকা পাঠান নিষিদ্ধ, কারণসমূহ প্রযোজ্য হবে। যদি পাকিস্তানের কোন সম্পত্তির অধিক তাহাদের কোন সম্পত্তি ক্রয় করিতে চাহে, তাহাকে আন্তঃপ্রাদেশী হইতে ইচ্ছুক বলা হইবে। আইনে আন্তঃপ্রাদেশী হইতে ইচ্ছুক কোন ব্যক্তির সম্পত্তি হস্তান্তরের অধিকার নাই।

(৩) পাকিস্তানে পরিবারবর্গ সরানোর ব্যাপারে আইনের কোথাও কোন কড়াকড়ি নাই। এমন কি পাকিস্তানে বাসকারীর তাহাদের নিকট নগদ পাকিস্তানী টাকাও পাঠাইতে পারা যাইবে। অভিযান জারী। পরে আন্তঃপ্রাদেশী সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়কের বিবেচনাধীনে কেহ সম্পত্তি সরাইয়া ফেলিলে অথবা পাকিস্তানের আন্তঃপ্রাদেশীর সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবে। উক্ত তত্ত্বাবধায়কের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ক্রয়ের ইচ্ছা থাকে, তাহাকে পরে এইরূপ সম্পত্তি ক্রয়ের সুযোগ দেওয়া হইবে, অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

সম্পত্তি হস্তান্তরের ব্যাপারেও কড়াকড়ি হ্রাস করা হইয়াছে। কোন আন্তঃপ্রাদেশীর সম্পত্তি বলিয়া গণ্য করা হইবে না। তাহার ভারত ত্যাগের পূর্বে নোটিশ না দিয়া তাহার সম্পত্তি আন্তঃপ্রাদেশী সম্পত্তি বলিয়া ঘোষণা করা হইবে না। চুক্তির বিরোধ সালিশের কোন কোন ক্ষেত্রে সম্পত্তি ক্রোক করা যাইতে পারে। আইনের ব্যাপারের নূতন

অভিযোগে কোন কোন ক্ষেত্রে বিদেশ অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে অনেক সময়ের হইতে হইবে, সেগুলি অনেক বিলম্ব ঘটাইতে হইবে। কিন্তু আন্তর্জাতিক সম্পত্তির প্রথম অনুসন্ধানকারীদের পুরস্কারের অধিকার দেওয়া হইবার ইহা যদি দেখিতে চান যে, কোন কোন অবস্থায় তাহাদের আবেদন আদালত বাতিল করিয়া দিয়া থাকেন, তাহা হইলে হাইকোর্টের ইহার বিস্তারিত বিবরণ বিক্রয় বিভাগে দেখিতে পাইবেন।

পাকীস্থানী মুদ্রা সম্পর্কিত নিয়ন্ত্রণ অপরিবর্তনীয় বলিয়া ঘোষণা

পার্লামেন্টের অর্থসচিব গত সপ্তাহে আশ্বাস দেন এক প্রশ্নের জবাবে বলেন যে, অবমূল্যায়ন-এর ফলে ভারতে পাকীস্থানী মুদ্রার যে অতিরিক্ত মূল্য হইয়াছে তাহার সুযোগ লইয়া কোন ব্যক্তি যাহাতে মুনাফা লুটিতে না পারে সেজন্য ভারত সরকার যে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা অপরিবর্তনীয় থাকিবে।

[illegible] মুদ্রা [illegible] করার [illegible] ঘোষণা করিয়া তিনি বলেন যে, [illegible] বিষয়ে [illegible] আছে। অতিরিক্ত [illegible] করা হইবে।"

পার্লামেন্টে [illegible] প্রশ্নটি করা হয়। [illegible] উৎপাদন ক্ষতি [illegible] হয়। কিন্তু পার্লামেন্ট হইতে পাই, [illegible] প্রশ্ন [illegible] হইয়া থাকে। পার্লামেন্ট [illegible] মুদ্রা [illegible] করিয়া [illegible] এবংসরে [illegible] বাড়িয়া যাইবে।

তিনি ঘোষণা করেন, পাকীস্থানের অবমূল্যায়নের এই সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের কথা হইবে বলিয়া যে সব কথাবার্তা হইয়া থাকে উহা সম্পূর্ণ ভাবে উদ্দেশ্যহীন।"

তিনি আরও বলেন যে, কোন কোন ব্যক্তির ব্যাঙ্কের হিসাব সম্পূর্ণ ভাবে অথবা আংশিক আদালত কর্তৃক ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন। সে সম্বন্ধে বিস্তারিত হইবে।

৩৫টী ভারতীয় দ্রব্যের উপর পুনরায় শুল্ক ধার্য্য

পার্লিয়ান সরকার ভারতীয় দ্রব্যসমূহের উপর বাণিজ্য শুল্কের ঘোষণা করিয়াছেন। এই নূতন ব্যবস্থায় ভেজিটেবি বিভিন্ন প্রকারের দ্রব্যের উপর পুনরায় শুল্ক বসান হইয়াছে। এই দ্রব্যগুলি পূর্বে শুল্কের হার হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছিল। এই দ্রব্যগুলির মধ্যে চা, বিভিন্ন প্রকারের রাসায়নিক দ্রব্য, লেদ ও নানা প্রকারের যন্ত্র, পাওয়ার, যন্ত্রপাতি ইঞ্জিনীয়ারিং ও যুদ্ধ বিমানের দ্রব্যসামগ্রী, কাঁচামাল, আলুবোখারা ও পশম প্রভৃতি রহিয়াছে। এছাড়া যে সাতটি বিভিন্ন প্রকারের দ্রব্যের উপর, অস্থায়ী বিলাতী সুবার ব্যবস্থা শুল্ক ধার্য্য ছিল তাহা তেজিটের তালিকা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে বলে, পূর্বের বিভিন্ন সময়ের তুলনায় ইহাদের আমদানী কর বৃদ্ধি পাইয়াছে। যে সমস্ত দ্রব্যে ও বিদেশের পাইকারী মূল্য পার্লিয়ানে শুল্ক আদায়ের মূল্যের হারের অধিক হয়, তাহার কর ধার্য্য করার উপর ভারতীয় শুল্ক বিভাগের যে পরিমাণ হাত ছিল তাহা বজায় রাখা, রপ্তানিকারক শুল্ক ধার্য্য করা হইবে ইহা ছাড়াও ইহাদের পাইকারী বাজার মূল্যের উপর শতকরা ২৫% টাকা অতিরিক্ত কর দিতে হইবে। যেসব দ্রব্যগুলির সাময়িক, ছাইকেল, যান, ঘুড়ি ও খুরা এবং অন্যান্য বিভিন্ন প্রকারের কর বিভিন্ন হারে প্রকারের কর অব্যাহতিলাভ করিয়াছিল কিন্তু এক্ষণে ইহাদের উপরও কর ধার্য্য করা হইয়াছে।

দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো সুদৃঢ় রাখিতে অপচয় নিবারণের আবেদন

(গ্রিপাঠীর ঘরে দেখুন প্রকাশ)

মিঃ ডাঃ কাহ্নের অভিষ্টের পরিচয় পত্র 'ইকনমিস্ট ডিস্ট্রিক্ট', 'মুদ্রা মূল্য হ্রাস অভ্যুত্থের পরিপ্রেক্ষিতে' শীর্ষক এক প্রবন্ধে কাহ্নের সাধারণ সম্পাদক শ্রীনরহরি দেব বলিয়াছেন, উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করিয়া অধিক উৎপাদনের দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে এবং এইজন্যে খরচ ও অপচয় দূর করিয়া অধিকতর উৎপাদনের আন্তরিক প্রচেষ্টার দ্বারা এবংসরে দূর করিতে হইবে। পরিকল্পনার আইনসঙ্গত মূল্য হ্রাস করিতে হইলে, ঘাটতি, ঋণ এবং আমদানির পরিমাণের মধ্যে বিভিন্ন অপচয়ের দ্বারা অপচয় নিবারণের জন্য দেশবাসী আন্দোলনের মাধ্যমে সরকারের মূল্য সহায় সকলেই হাত করিতে হইবে। অপচয় নিবারণের প্রশ্ন যদি মূলতুবী রাখা হয়, তাহা হইলে দেশবাসীর আন্তরিক আবেদন আশা করা পড়ার বিলম্ব হবে।

বিভিন্ন বাহিনী সম্পর্কে মন্তব্য করিয়া তিনি সেনাবাহিনী বিভাগ আবেদন জানাইয়া শ্রীনরহরি দেব বলিয়াছেন, 'কোরিয়া যুদ্ধের অভিজ্ঞতা হইতে আমরা দেখিয়াছি যে, আধুনিক যুদ্ধে আমরা যে সাহায্য করিয়াছিলাম, সেই ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করিয়া আজ নূতন যোদ্ধা ও নূতন পরিকল্পনা লইয়া আমাদের নূতন সমাজ গঠনে প্রস্তুত হইতে হইবে।

উপসংহারে শ্রীযুক্ত দেব মন্তব্য করিয়াছেন, 'আমাদের বিদেশের আদর্শে অনুপ্রাণিত এবং রাষ্ট্র তন্ত্রাবধানে আত্মনিয়োগ করিতে সমর্থ এইরূপ জনীয়ের গঠন করাই বর্তমানে একান্ত আবশ্যক।

শ্রীনরহরি দেব বলিয়াছেন, আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থার আজ [illegible] হইয়াছে, তাহাতে মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিদেশগুলি বন্ধ হইয়া যাইতেছে, বেকারের সংখ্যা এক বিরাট সমস্যার রূপ লইয়া দেখা দিয়াছে। এই অবস্থার নিরাকরণ করিতে হইলে, তাহাকে উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করিতে হইবে।

বিদেশাগত অধিক এবং ব্যবহারকারীদের সংস্পর্শে বিদেশী ধর্মের কারণে প্রকাশিত যে, 'আমাদের বিদেশের বীমা প্রবর্তন এবং পার্লামেন্টে বিলগুলির যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহার উল্লেখ করিয়া শ্রীযুক্ত দেব মন্তব্য করিয়াছেন, 'বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যেই যদি আমাদের থাকিতে হয়, তাহা হইলে আমাদের একথা স্থির নিশ্চিত ভাবে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে যে, আমাদের অর্থনৈতিক কাঠামোর এই অতি অবস্থা অবসানের সম্পূর্ণ দায়িত্ব সরকারেরই গ্রহণ করিতে হইবে।

মুদ্রা মূল্য হ্রাসের ফলে যে পরিস্থিতি দেখা দিয়াছে, তাহাতে সরকার নিয়ন্ত্রণ থাকিতে পারেন না এবং আর্থের সংযত হ্রাস করিয়ে ও সর্বাধিক পরিমাণে আয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে, সরকারকে দ্রুত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

শ্রীযুক্ত দেব আরও বলিয়াছেন, সমাজের শুধু প্রয়োজনীয় সামগ্রী ও দ্রব্যাদি উৎপাদনের বিষয়ে দৃষ্টি দিতে, সরকার এবং পাবলিক পরিচালনার যে সকল বিলাস ও ব্যয়বহুল আইডিয়া অথবা গ্রহণ করা হয়, তাহা সম্পূর্ণ অপসারণের দ্বারা অপব্যয় নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই ব্যবস্থার দেশের সম্পদ পরিপূর্ণভাবে নিয়োগ করা যাইবে।

অপব্যয় নিবারণের প্রচেষ্টার ফলে কিছু পরিমাণ ছাঁটাই ও বেকারের অবশ্যম্ভাবী এবং স্বীকার করিয়া শ্রীযুক্ত দেব প্রস্তাব করিয়াছেন যুদ্ধ হ্রাসে অনুরূপ দেশে বিস্তৃত বলিয়া উৎপাদন ব্যবস্থা বিকেন্দ্রীকরণের ভিত্তির দিয়া বেকারের সমস্যার সমাধান করা যাইবে।

শ্রীযুক্ত দেব স্বীকার করিয়াছেন যে, নিম্নিষ্ট পরিবর্তন অনুযায়ী ব্যয় বর্জনের ফলে, আর্থিক অবস্থার উন্নতি হইবেই। কিন্তু বিদেশ ও অনুমোদন হতে দেশী টাকা অধিকারে বলিয়া তাঁহাদের যে মন্তব্য করিয়াছেন, শ্রীযুক্ত দেব তাহা অস্বীকার করেন।

মুদ্রামূল্য হ্রাসের ফলে যে পরিস্থিতি দেখা দিয়াছে তাহা পর্যালোচনা করিবার জন্য অর্থ-সচিব ডাঃ এস মাথাই যে 'এক হক' কমিটি নিয়োগের যে প্রস্তাব করিয়াছেন, সরকারী শ্রীনরহরির বিষয়ে সকলেই জানা আছেন। এই 'এক হক' কমিটি ও সেই কারণে অচল হইয়া পড়িতে পারে।

অর্থনীতি

দুই মুদ্রার বাজারে অচলাবস্থা

পাকিস্তানী টাকা ও ভারতীয় টাকার লড়াই এখনও পুরোদমে চলিতেছে এবং অবস্থা পাকিস্তানের পক্ষে আরও জটিলতর হইয়া উঠিতেছে। গত সপ্তাহে পাকিস্তানী ১০০৲ টাকার বদলে ভিন্ন কলিকাতার বাজারে ১০৪৲ টাকা। কিন্তু আলোচ্য সপ্তাহে ঐ ১০০ পাকিস্তানী টাকা ভাঙাইতে ১০১৲ টাকা এবং ঐ দরে প্রচুর মাল কাটানোর হইয়াছে। পাকিস্তান সরকার দেইজন্য টাকার বিনিময় সম্পর্কে যদিও কোনও ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন। কিন্তু তাহাতে বিশেষ ফল দেখা যাইতেছে না বলিয়া তাঁহারা উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছেন। পাকিস্তান মুদ্রাস্ফীতি রোধ করিবে না বলিয়া সিদ্ধান্ত করার পরে সেখানে অনেক পাকিস্তানী ব্যবসায়ী ব্যবসায়ের জন্য অধিক টাকা সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কিন্তু পাকিস্তান সরকার বর্ডারে উহার কেনাবেচার হিসাব দিতে ব্যবসায়ীদিগকে বিশেষ বিব্রত করিয়াছেন। ফলে কাঁচামালের ব্যবসায়ীরা বিশেষ অসুবিধায় পড়িয়াছে। বর্তমানে চুক্তির বিধানমতো প্রথম না দেখাইয়া তেমনি নগদে টাকা পাঠাইতে পারিতেছে না।

যে যাহা হউক ভারতীয় টাকা ও পাকিস্তানী টাকার যে "খোলা বাজার" সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে তাহা কাহারও বরই হউক বা কেন তাহাতে দুই ডমিনিয়নের ব্যবসা-বাণিজ্যের আসল সমস্যার সমাধান হইতেছে না। কারণ যখন টাকার বিনিময় ব্যবস্থা চলিতেছে এবং ব্যাঙ্কগুলির হাতে ঐ ব্যাপারে কোন অংশ গ্রহণ করা সম্ভব নয় বলিয়া "খোলা" বাজারে ভারতীয় টাকা ও পাকিস্তানী টাকার বিনিময় হারে যাহা ব্যবসায়ীরা অনুমানের অবলম্বন করিতে সক্ষম এবং যাহা হইতেছে তাহা যাহির সাহেব উপলক্ষের প্রয়াস মাত্র। তাহাতে দিনের পর দিন এইরূপ বিনিময় ব্যবস্থার ফলে অতি শীঘ্রই পাকিস্তানী মুদ্রার পরিমাণ সঙ্কুচিত হইয়া পড়িবে এবং কিছুদিনের মধ্যে এই "খোলা" বাজার বন্ধ হইয়া যাইতে বাধ্য।

কিন্তু এই দুই ডমিনিয়নের মধ্যে কোন পক্ষ এই "খোলাবাজারে" বেশী লাভবান হইবে তাহা লইয়া কঠিন তর্কে তাহার সরকারের কর্তারা মনে হয় তাঁহারা এই ব্যাপারে একদম নিশ্চিন্ত আছেন এবং তাঁহারা সম্ভবতঃ মনে করেন যে বাজারের স্বাভাবিক নিয়মে পাকিস্তানী টাকার যে মূল্য নির্দ্ধারিত হইবে তাহাতে দুই দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য চলিলে তাঁহাদের আপত্তি করার কোন কারণ নাই। কারণ তাঁহারা স্থির বিশ্বাস যে পাকিস্তানের নির্দ্ধারিত মূল্যে পাকিস্তানী ১০০৲ টাকার পরিবর্তে ভারতীয় ১০৪৲ টাকা) কখনও স্বাভাবিক ব্যবসা চলিবে না। পাকিস্তান স্থির সেই কারণেই এই খোলা বাজার সম্পর্কে নিশ্চিন্ত মনের এবং তাঁহারা এই খোলা বাজারকে বিশেষ বিরক্ত চক্ষে দেখিতেছেন। অবশ্য এই ব্যাপারে কোন প্রকার ব্যবস্থা করিতে পারিতেছেন না, পাকিস্তান সরকার কিরূপ বিপদে পড়িয়াছেন তাহা সপ্তাহের বিভিন্ন অর্থনৈতিক সংবাদিক "ইকনমিষ্ট" কাগজের সংবাদদাতার মন্তব্য হইতে বেশ বোঝা যায় এবং আমরা এই বিষয়ে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন বিবেচনা করিলেও "অমৃতবাজার" পত্রিকার মূল্য পাকিস্তান সরকার ও পাকিস্তানীদের কাছে অনেক বেশী।

সাপ্তাহিকপত্র "ইকনমিষ্টের" করাচী সংবাদদাতা জানাইতেছেন, বিভিন্ন দেশের মুদ্রা মূল্য হ্রাস করায় পাকিস্তান এক "ভয়ঙ্কর অর্থনৈতিক সংকটে" পড়িয়াছে। পণ্য মূল্য হ্রাস না করিয়া রপ্তানি বাণিজ্য বন্ধায় রাখাই হইতেছে আসল সমস্যা। পাকিস্তান যদি তাহাতে সফল হয়, তবে মুদ্রাস্ফীতি হ্রাসজনিত সমস্যা হয়ত দিন কয়েক অপেক্ষা করিতে পারে। পাকিস্তানের ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সপ্তাহ বোধহয় সম্মুখীন হইতেছেন, তাহাতে সাধারণ ব্যবসায়ীরা হতবুদ্ধি হইয়া পড়িতেছেন। তাঁহারা অর্থমন্ত্রীর সৈন্যের প্রশংসা করিবেন, না বাস্তব সমস্যা সমাধানের অক্ষমতার জন্য তাঁহার নিন্দা করিবেন, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। রপ্তানি চুক্তির জন্য পাকিস্তান বাণিজ্যমন্ত্রী হইতে যে পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে, সে সম্পর্কে সংবাদদাতা লিখিতেছেন যে, এ বিষয় পরামর্শ দুই রকম। একই মালের জন্য পাওনা ১০৲ টাকা বেশী দিবার জন্য ক্রেতাগণকে সময় দেওয়া যাইতে পারে, যে সম্পর্কে পাকিস্তান বাণিজ্যদপ্তর পরামর্শ দিতে পারিলেও পাকিস্তানের রপ্তানিকারীরা সুবী হইবেন না।

পাকিস্তানের অর্থ ও বাণিজ্য সচিবকে পাকিস্তানের প্রথম সারী সংবাদে অজ্ঞান করিতেছেন সেই সম্পর্কে বিশদ আলোচনার কিছু এখন নিষ্প্রয়োজন মনে হয়। অজ্ঞান করিবার উপায় সম্বন্ধে তাঁহারা পাটের বিষয়ক মূল্য নির্দ্ধারণ করিবেন, এবং সরকার স্বয়ং বা সরকারের তরফ হইতে পাট ক্রয় করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন। সংবাদে প্রকাশ যে দুটি এজেন্সিকে দুটি এজেন্সি মারফৎ পাট ক্রয় করিবেন এবং ঐ দুটি এজেন্সিকে মুনাফা একেবারে নিষ্ফল করা হইবে এবং ঐ উদ্দেশ্যে দুইটি ফিডিং, দুইটি মুনাফা এবং দুইটি ব্যবসায়ী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানকে আমদানি করা হইয়াছে। একটি বিদেশী এজেন্সি মারফৎ ক্রেতা প্রতিষ্ঠান পাকিস্তান সরকার ক্রয় করিবার কথা হইয়াছে এবং আমাদী হওয়া সম্ভাবনা—ক্রেতা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে বন্দোবস্ত করিবার জন্য সরকার হইতে বলিয়া দিয়া করা হইয়াছে, কিন্তু কোন এজেন্সি মারফৎ পাকিস্তানী টাকার এইরূপ অতিরিক্ত আমদানি সম্ভব হইবে কিনা তাহার নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলা চলে না। সেইজন্য পাকিস্তান সরকারের পাট ক্রয় নীতি কতখানি সাফল্য অর্জন করে তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

টাকার বাজারে সঙ্কটজনক ভাব এখনও বর্তমান এবং সরবরাহের সংখ্যা ব্যবহারীতার তুলনায় এখনও বেশী। পাকিস্তানের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন বাজারে অনেক বিলের কাজ হইয়াছে। ব্যাঙ্কসমূহে সরবরাহ হওয়ার ফলে বর্তমান বিক্রয়ের প্রতিযোগিতা চেয়ার কম এজন্যে

করিয়াছে। বিক্রয় বাবদ মূল্যবৃদ্ধিবাবদ ১১৯/০ হইতে ১১৯৯০ লক্ষ হ্রাস ১০,৫০০ বোনা বস্ত্র অধিক আয়কর পাইয়াছে। বিক্রয় বাবদ ১৯ই আইনের বর্ধ বিক্রয় কর করিয়া একত্রিশ কোটি ৩০,০০০ বোনা বিক্রয় করিয়াছেন। পরিণতি উহারা বোনা করিয়াছিলেন যে হৈমন্তিক আমদানী ৩০,০০০ বোনা বস্ত্র বিক্রয় করিবেন। বৈজ্ঞ সময়ের মধ্যে উহা ১৭৯ ৵০ হইতে ১৯৫৫ টাকায় ১,০১৯ খাদ বোনা বিক্রয় করিয়াছে।

গত ১৯শে আগের যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহার মধ্য বিক্রয় বাবদ যে হিসাব প্রকাশিত হয় যে গতবার কোটের টাকা দ্বারা পাইয়া ১,০১৯.৫৮ কোটি বিক্রয় পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৫% পাইয়া

বিক্রয়ে অধিক

কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়া

টাকা

এবং অধিক টাকার পরিমাণ

কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ১৪৫.৫০ কোটি

হইয়া দাঁড়াইয়াছে

১১ লক্ষ টাকা হ্রাস পাইয়া ১০,০১

কোটি টাকা হইয়াছে। সাধারণ ব্যবসায়ীর অধিক অংশ পরিমাণ ১.০০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়া কোটি ৯৯.১৫ টাকা হইয়াছে। বহির্বিক্রয় অধিক টাকার পরিমাণ ৪.০০ কোটি টাকা হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছে ১৮৭.৫০ কোটি টাকা।

আলোচ্য সময়ের মধ্যে ভারত সরকারের ৯০০,৪০,০০০ টাকার ঝাড়াইপত্র বিক্রয় হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

মজুমদার প্রেস, ১২৭ সিকদারবাগান লেন, কলিকাতা হইতে শ্রীজগন্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও আর্থিক জগৎ লিঃ এর পক্ষ হইতে ৭৯৭ কর্ণওয়ালিস বিল্ডিংস, ২৩৯নং বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১ হইতে প্রকাশিত।

মুদ্রাকর :—শ্রীজগন্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

আর্থিক ভারত

ARTHIK BHARAT

অর্থ নৈতিক সাপ্তাহিক

২য় বর্ষ ২৩ সংখ্যা] কলিকাতা, বুধবার ১৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫৮; ৪র্থ ডিসেম্বর, ১৯৫১ [মূল্য ।৮

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	৭২৩	খোলা বাজার	৭৩৮
নিঃস্ব ভারত !		নিষ্ক্রিয়মুখী ও হতোদ্যম	
প্রাসঙ্গিক	৭২৬	অর্থলোক	
তুলার চাষ বাড়াও, নূতন বীমা বিল,		মূলধন মুদ্রার সংকট !	
পরিত্যক্তীয় সফর, রেলওয়ে প্রসঙ্গ,		পণ্যদ্রব্যের বাজার	
পৌরপ্রতিষ্ঠানে বর্ষঘটের অবসান		আমাদী সূতার চিত্রিয় ৮৫	
		সংবাদ সংকলন	৭৫২

নিঃস্ব ভারত !

পাউণ্ড ষ্টার্লিংয়ের মূল্য হ্রাসের ফলে যে অভূত প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে তাহার প্রতিকারার্থে বৃটেন সরকারী ব্যয়হ্রাস পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে এবং শ্রমিক সরকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে চলতি বৎসরের বাজেটে মোট ৩৯১ কোটি পাউণ্ড ব্যয় বরাদ্দের মধ্যে ২৮ কোটি পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ৮।০ শতাংশ বিভিন্ন খাতে ব্যয়-হ্রাস করা হইবে। ঐ সিদ্ধান্ত ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতেও এক শ্রেণীর অর্থনীতিবিদ ও পণ্ডিতেরা কথা তুলিয়াছিলেন যে ভারত সরকারের পক্ষেও সরকারী ব্যয় হ্রাসের পথ গ্রহণ করা ছাড়া আর গত্যন্তর নাই। সরকারও ষ্টার্লিংকে সর্বসময়ে অনুসরণ করার পূর্বাপর অনুসৃত নীতি হইতে পশ্চাদ্‌পদ না হইয়া সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছেন যে ভারতের কেন্দ্রীয় বাজেটে চলতি বৎসরে যে ২১০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ ছিল তাহার পরিমাণ এক বৎসরে ৪০ কোটি টাকা এবং আগামী বৎসরেও ৮০ কোটি টাকা হ্রাস করা হইবে। অর্থাৎ বৃটেন যেখানে ৮।০ শতাংশ ব্যয় হ্রাস করিয়াছে ভারত সরকার সেইস্থলে প্রথম বৎসরে ১৯ শতাংশ এবং দ্বিতীয় বৎসরে ৫৮ শতাংশ ব্যয় হ্রাস করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

সরকারের এই ঘোষণা প্রকাশিত হইবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গত সপ্তাহে বৃটিশ অর্থসচিব পার্লামেন্টে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিয়াছেন যে তাঁহারা ষ্টার্লিং উদ্বৃত্তের ডিগ্রি পূর্বেকার সম-পরিমাণে পরিশোধ করিতে পারিবেন না এবং কতটা পরিশোধ করিবেন তাহাও তিনি প্রকাশ করেন নাই অর্থাৎ ভারত সরকারের ব্যয় হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে আমরা আশা করিতে পারিলাম বৃটেনে আমাদের রপ্তানি পাওনার পরিমাণও নিতান্ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে টাকার মূল্য হ্রাসের অনুকূলে সরকারী পক্ষ হইতে আমাদের আশ্বাস দেওয়া হইয়াছিল যে ষ্টার্লিং তহবিল জমা রাখিবার জন্যই সরকার ষ্টার্লিংয়ের সাথে সাথে টাকারও মূল্যহ্রাস করিয়ে "বাধ্য" হইয়াছেন। ঐ তহবিলের উপর নির্ভর করিয়া আমরা কত কল্পনার করিয়াছি, ভারতের দ্রুত শিল্পপ্রগতির স্বপ্ন দেখিয়াছি, কিন্তু বৃটিশ অর্থসচিবের ঐ উক্তিতে আমাদের স্বপ্ন ধূলিসাৎ হইয়াছে। অবশ্য এখন বলা হইবে যে তার ষ্টার্লিং তহবিল আত্মসাৎ করিবেন বলেন নাই, তিনি শুধু বৃটেনের বর্তমান অসামর্থ্যের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের

করা হইয়াছে ইহাও একবার বিবি বেলাস করিলে ভবিষ্যতে তাহা পরিশোধ করিতে পারিবে কিনা তাহা অনিশ্চিত এবং ১৯৫১ সালে ইহার মোট বৈদেশিক ঋণের প্রথম কয় পরিশোধ করিতে যেভাবে অসম্মতি জানাইয়াছিল তাহার ও অন্যান্য পাওনাদারদের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হইবে আশা করা নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছু নহে। তাছাড়া যদি কোন রকমে বকেয়াটার কয় করা সম্ভব করিতে পারে তাহা হইলেও ও করার নাই।

যে ভাবে হউক, বর্তমানে দেখা যাইতেছে যে ইংলিশ পাওনার বিবি প্রাপ্তি অনিশ্চিত এবং ঐ পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের সাম্প্রতিক ব্যয়ভার পরিবর্তনের ব্যবস্থা কি হইবে তাহাই বিচার্য। প্রথমতঃ সরল ভাষা সরকার ইউনের সঙ্গে ভারতের পক্ষে প্রযোজ্য নহে কারণ ইউনের জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান আমাদের তুলনায় এবং অধিকাংশ ইউরোপীয় দেশের তুলনায় অনেক উচ্চ। সরকারী খাতে প্রাথমিক শিক্ষা, চিকিৎসার পরিবর্ধন ও বৈদ্য, বাড়িঘর ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সরকার সাম্প্রতিক বৃদ্ধি, বহু বহু বিষয়ে এবং অনেকক্ষেত্রে ইউনের ৫৩ ভাগের কমের এবং সর্বোপরি সরকার সাধারণ জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা সাপেক্ষ ধরে বিশি [illegible] প্রচুর পরিমাণ (আর্থিক ৭৩ কোটি পাউন্ড অর্থাৎ [illegible]) সরকারী আদায় করা হইতেছে [illegible] ইউনের জনসাধারণের জীবনযাত্রার তুলনায় [illegible] তাহাতে ইউনকে তাহার সম্পর্কে তুলনায় "সচ্ছল" বলিয়া যে ভুল করা হয় তাহা নিতান্ত অমূলক নহে। ইউনের এই সামান্য কর হ্রাসের যোগাও ইউনের বিরুদ্ধকর্মে বিশেষ করিয়া সামরিক ব্যয়ভার সমাজোচকের "সমস্যা" করিবার উদ্দেশ্যে করা হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি করা হইবে না।

অপরপক্ষে ইউনের সহিত ভারতের অবস্থার তুলনা করিলে দেখা যাইবে পৃথিবীর এক-ষষ্ঠমাংশ লোক অধিবাসের ৮৫ ভাগের বিদেশীর, সাধারণ মানুষের মামুলী সুখসুবিধা হইতে চিরবঞ্চিত এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের অভাবে প্রায় পশুজীবন যাপন করিতে বাধ্য হইতেছে।

এতদিন ভারতে আধিপত্যবিস্তার বিদেশী শাসন অপসারিত হইলেই আমাদের জীবনযাত্রার ধারা বদলাইয়া যাইবে, শিক্ষা ও শক্তিতে পৃথিবীর সভ্যতম মানুষের সহিত পাল্লা দিতে আমরা সক্ষম হইব। যে যন্ত্রের সাহায্যে মানুষ সভ্যতার উৎকর্ষসাধন করিয়াছে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর ভারতবাসীও সেই যন্ত্রকে করায়ত্ত করিয়া বিপুল সম্ভাবনা ও উন্নতির দিকে অগ্রসর হইবে। ভারতের লোকবল ভারতের অফুরন্ত প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যভাণ্ডারের সাহায্যে যে সমৃদ্ধি গড়িয়া তুলিবে তাহা অন্যান্য দেশের ঈর্ষার বস্তু হইয়া উঠিবে। এই স্বপ্নে মাতাল হইয়া আমরা শত দুঃখকষ্টকেও বরণ করিয়াছি, চরম ত্যাগ স্বীকার করিয়াছি, বিদেশী শাসন পাশ মুক্ত হইয়াছি। কিন্তু স্বাধীনতার তিনবছর পরেও আমরা দেখিতেছি আমাদের সমস্যাগুলির সমাধান দিনের পর দিন দূরেই সরিয়া যাইতেছে এবং একের সমাধানচেষ্টায় অন্যগুলির সৃষ্টি ও বৃদ্ধির দিকেই ঝোঁক হইতেছে।

এই অবস্থায় দেশের সর্বাধিনায়ক ঠিক এই সময়ে একবার সমস্ত ভারতের ৩৩ কোটি নিরন্ন নিরক্ষর দেশের কর্ণধারগণের হাতে থাকে জনসাধারণকে আশ্বাস দিয়া আসিতেছেন যে তাহারা দেশের দ্বিতীয়ের পরিকল্পনাগুলি চালু করিতে পারিলেই দেশের সমস্ত অভাব দূরীভূত হইবে এবং সেই ভাবীকাল মুক্তির আশায় দেশবাসী দুঃসহ দারিদ্র্য ও অভাবের জ্বালা যেভাবে প্রতি মুহূর্তে হাসিমুখে সহ্য করিয়াছে তাহা ইতিহাসে বিরল। অবিচলিত নিষ্ঠার সহিত সমস্ত বাধা পালন করিয়াছে। কিন্তু এখনে দেখা যাইতেছে তাহাদের দুঃখেরই অবসান হইবার ত কোন সম্ভাবনাই নাই বরং সরকার যে পথে অগ্রসর হইতেছেন সেই পথে ভারতের প্রগতির পরিবর্তে দুর্গতির মাত্রাই বাড়িতেছে।

সরকারী ব্যয়ভার পরিবর্তনের পূর্বাভাস পাইবামাত্র আমরা ইহার বিরুদ্ধে সাবধানবাণী উচ্চারণ করিয়াছিলাম। এখন তাহা সত্যে পরিণত হইয়াছে। অধিকাংশ উন্নয়ন পরিকল্পনা ইতিমধ্যে লাভজনকভাবে বা মূলধনের অভাবে পরিত্যক্ত হইয়াছে। নবীকরণ পরিকল্পনাগুলির সংখ্যা হ্রাস পাইতে পাইতে এমন অবস্থায় উপনীত হইয়াছে যে পূর্ব-বর্তী বিদেশী শাসন আমলের পরিকল্পনার তুলনায়ও তাহা হীন সংখ্যা হইয়া পড়িয়াছে। বহুল প্রচারিত রেল উন্নয়ন নির্মাণের নিজ সরকার হিসেবেই ১৯৫১ সালের অনেক পিছাইয়া যাইবে। আপাততঃ শুধু (বাড়তি কলকব্জা) প্রস্তুত করিয়া আমাদের সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। অতিকায় ভারী শিল্প স্থাপনের পরিকল্পনা এখনও সাধারণের স্তরে এবং সরকারী ফাইলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রহিয়াছে। এমনকি ক্ষুদ্র কলকব্জা (Machine Tool) নির্মাণের পরিকল্পনাও [illegible] রহিয়াছে। গত ১৯ শতকে যে পরিমাণ ভারতের রেলপথ সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা হইত তাহাও আগত করেক বৎসরের মধ্যে ভারতের ভাগ্যে জুটিবে না। রেলপথ সম্প্রসারণের পরিকল্পনার সরকার এখনও হাত দিতে অসমর্থ বলিয়া জানাইয়াছেন এবং সেগুলি অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত রাখিবার সিদ্ধান্তই সরকার দেশবাসীকে আসন্ন জানাইয়া দিয়াছেন। সরকার জানাইয়াছেন তাঁহারা বিরাট দুঃখের সহিত এই সব পরিকল্পনা স্থগিত রাখিয়াছেন, কারণ অর্থাভাব।

কিন্তু এই অর্থাভাবের কারণ কি? সত্যই কি ভারত এতই নিঃস্ব যে সাধারণ করের শত কি সহস্র কোটি টাকার উন্নয়ন পরিকল্পনা চালু করিবার মত সঙ্গতি ভারতের মত বিশাল দেশের নাই? চার্চিল ও বার্মাঅয়েলের অপপ্রচারিত ভারতের দিউলিয়ার সম্পর্কে কংগ্রেস নেতৃবর্গই ও আমাদের সজাগ করিয়াছিলেন। তাঁহারা আজ ক্ষমতায় আসীন হইয়া পূর্বতন আমলাতান্ত্রিক সরকারের সহিত সুর মিলাইয়াছেন দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইব কি ক্ষুব্ধ হইব তাহাই পাইতেছি না।

ভারতের নিম্ন অবস্থা যে কতদূর নিম্নে তাহা এই বলাইয়া বোঝানো পরিষ্কার হইবে যে, আফ্রিকার অর্থাভাবের ভারত যে সরকারী দুর্ভিক্ষত্রাণ ও পুনর্বসতির অভাব তাহা প্রমাণ করিতে বিশেষ কষ্ট করিতে হইবে না। জনপ্রতি হিসাবেও দেখা যাইবে যে, যখন একবৎসরের মধ্যে আমাদের দেশী ব্যবসায়ীরা সরকারকে (১৯৬৮ সালে) ৫০০ কোটি টাকার অধিক কাঁকি দিয়াছে, এই বৎসর শুধু পাটের ব্যবসায়ে অটের রপ্তানি করিয়া পূর্ব বাংলার ব্যবসায়ীরা দুই তিন মাসের মধ্যে ১০০ কোটি টাকার মত মুনাফা লুটিয়াছে—তখন এই টাকার এক অংশও সরকার আদায় করিতে পারেন নাই। চোরাকারবার ও অন্যান্য অবৈধ উপায়ে সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ মুনাফার হিসাবেও ১০০০ কোটি টাকার উপর। সরকার ঐ অর্থ দেশের উৎপাদন বৃদ্ধির পথে নিয়োজিত করিবার জন্য ব্যবসায়ীদের সম্মত করাইতে পারেন নাই। দেশীয় নৃপতিদের নিকট সঞ্চিত অর্থ ও অন্যান্য সম্পদের পরিমাণ অন্তত সাত কোটি টাকার মত বলিয়া বিশেষজ্ঞ মহলের অভিমত। শুধু হায়দরাবাদের নিজামের নিকট সঞ্চিত অর্থ ও অন্যান্য মূল্যবান বস্তুর মূল্য কমপক্ষে ৫০০ কোটি টাকার মত হইবে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে। সমাজতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায়: ঐ সমস্ত সম্পদ দেশীয় নৃপতিদের নিকট হইতে ছিনাইয়া লইতে অভিজ্ঞ। কিন্তু তাঁহারা কি দেশীয় নৃপতিদের ঐ ধনভাণ্ডারের এক অংশ দেশের নিয়োজনের কাজে লাগাইবার জন্যে নিয়োজিত করিতে রাজী করাইতে পারেন না? তাছাড়া ঐ ধনভাণ্ডার সংগ্রহের পশ্চাতের ইতিহাসও কাহারও অবিদিত নহে। বস্তুতপক্ষে দেশীয় নৃপতিরা এবং দেশের ধনিকশ্রেণী আজ দেশের চরম দুর্দিনেও যদি দেশের উপকারের জন্য স্বল্প পরিমাণে অর্থ প্রদান না করেন তবে এই প্রশ্নও স্বতঃ উঠিবে ঐ ধনভাণ্ডারের ন্যায্য মালিক তাহারা এবং তাহার ফলে যে সাধারণ অনিবার্যভাবে দেখা দিবে তাহার বিষময় ফল কি হইবে তাহা আমাদের প্রতিবেশী বন্ধু ও চীনের উদাহরণ দেখিলেই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে।

বস্তুতপক্ষে ধনকুবেরদের যদি বিশেষ ব্যবসায়ে নিয়োজিত মূল ভাঙা হইলে তাহারা নিজেরা যেমন অধিকতর লাভবান হইবেন তেমন দেশের সম্পদও বৃদ্ধি পাইবে, অশান্তিও বিদূরিত হইবে। ভারতের মত দেশের পক্ষে ঐ বিপুল পরিমাণ অর্থ অব্যবহার্য পড়িয়া থাকা যে কিরূপ নির্বুদ্ধিতা ও মারাত্মক তাহা বুঝিতে সাধারণ ব্যক্তিদের কতদিন লাগিবে? তাছাড়া দেশীয় নৃপতিরা (বিলাস ব্যতীত) বিনা পরিশ্রমে বাৎসরিক সরকারের নিকট হইতে বা করিদ্র দেশবাসীর পকেট হইতে প্রায় ১০ কোটি টাকার মত হাতখরচা পাইয়া থাকেন। দেশের জনসাধারণের যদি আর্থিক সঙ্গতি বৃদ্ধি না পায় তাহা হইলে কতদিন দেশবাসী ঐ বোঝা বহন করিতে পারিবে তাহা আমাদের রাজন্যবর্গের এবং সাধারণকারের ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

ব্যবস্থানের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমরা সরকারের সহিত একমত। কিন্তু ব্যয়সঙ্কোচ করিবার জন্য সরকার উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলি পরিত্যাগের যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন তাহার সহিত আমরা বা সাধারণ দেশবাসী একমত নহি। কারণ ব্যয়সঙ্কোচ করিতে হইলে প্রথমতঃ উচ্চ বেতনভুক্ত কর্মচারীদের ও ব্যয়বহুল সরকারী বস্তুগুলিতে প্রথমতঃ হাত দেওয়া উচিত। এই প্রসঙ্গে বৈদেশিক ভ্রমণের ব্যয়ের হিসাব করা যায়। পার্লামেন্টের বাজেট অধিবেশন চলিবার সময় মন্ত্রীদের অর্থে ঐরূপ ব্যয়বহুল ভ্রমণে যাপন সমর্থন করেন তাহা বিস্ময়ের বিষয়। এছাড়া সরকারী বায়েয়ালীর ও অধিবেশনের জন্য কি পরিমাণ অর্থ বিভিন্ন দিকে ব্যয় হইতেছে তাহা বেসরকারে নূতন জেটনিরপেক্ষ ও বিভিন্ন বিষয়ে বিদেশে প্রতিনিধি (delegation) প্রেরণের ফলাফল দেখিলেই বুঝা যাইবে।

সর্বশেষে কুটনের সঙ্গে ভারতীয় আর্থিক যোগসাজসের ফলে আমরা যে চাপিয়াছি অভিযোগ হইতেছি তাহার অভিপ্রায় করিবার মত মনোবল আমাদের শাসকগোষ্ঠী এখনও সঞ্চয় করিতে পারেন নাই। মুদ্রাস্ফীতি হ্রাসের ফলে কুটিল প্রভূত পরিমাণে লাভবান হইবে। তাহার ফটোর অবস্থা যাহাই হউক না কেন কুটিলকে সাহায্য করিতে গিয়া আমরা এখন বেশী দরে কুটিল মাল আমদানি করিতে বাধ্য হইব অথচ আমাদের রপ্তানি বৃদ্ধি না করিবার সমস্ত প্রকার ফল চাতুরী কুটিল সরকার প্রকারান্তরেই করিতেছে আমরা তাহার অসহায় দর্শক হইয়া আছি। কুটিল যদি তাহার দেনা পরিশোধ না করে বা অসামর্থ্যের জানায় তাহা হইলে ভারতে যে কুটিল মূলধন বিনিয়োজিত আছে তাহা সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত করার ন্যায্য যুক্তি রহিয়াছে, কিন্তু সরকার সেদিকে অগ্রসর হইবেন না, কুটিলকে কোন প্রকারে অসন্তুষ্ট করিতে নারাজ। অর্থাৎ বিদেশে আমাদের দেনার টুটি চাপিয়া আমাদের নিকট হইতে তাহাদের মালের জন্য অতিমূল্য আদায় করিবে, আমরা আমাদের ন্যায্য পাওনা কিছুতেও আদায় করিতে পারিব না। দেশে বিত্তশালীদের যে শক্তিশালী সম্পদ অবস্থান রহিয়াছে তাহাতে হাত দিব না, ইতিমধ্যে সরকারী কর্মচারীদের উচ্চ পারিশ্রমিক উচ্চতর হইতে থাকিবে সরকার তাহাতে সম্মত করিয়া চলিবেন। সেই ক্ষেত্রে ভারত সরকার যে পঙ্গু হইবেন তাহাতে বিন্দুমাত্র কি? বহু প্রয়োজনীয় উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলি বাতিল করিয়া দেওয়া ছাড়া সরকারের আর পথ কি থাকিতে পারে! অফুরন্ত চাপাইয়া আর দেশবাসীর নিকট হইতে অর্থসংগ্রহের পথ যে রুদ্ধ তাহা সরকার বুঝিবেন।

প্রাসঙ্গিক

তুলার চাষ বাড়াও

ভারতের কলশিল্পসমূহের জন্য যে তুলার প্রয়োজন তাহার শতকরা ৪০ ভাগ আমেরিকা হইতে আমদানী করা হয়। যুদ্ধের ফলে আমেরিকা হইতে তুলা আমদানী বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ফলে ভারতের কলশিল্পসমূহ বিশেষ অসুবিধায় পড়িয়াছে। ভারতের তুলার চাষ বাড়াইবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারসমূহ বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। ১৯৪১-৪২ সালে ভারতে ৪৭ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ হইয়াছিল। ১৯৪২-৪৩ সালে ৫৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইয়াছে। ১৯৪৩-৪৪ সালে ৬৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ১৯৪৪-৪৫ সালে ৭৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ১৯৪৫-৪৬ সালে ৮৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ১৯৪৬-৪৭ সালে ৯৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ১৯৪৭-৪৮ সালে ১০৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ১৯৪৮-৪৯ সালে ১১৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ১৯৪৯-৫০ সালে ১২৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ১৯৫০-৫১ সালে ১৩৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ১৯৫১-৫২ সালে ১৪৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ১৯৫২-৫৩ সালে ১৫৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ১৯৫৩-৫৪ সালে ১৬৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ১৯৫৪-৫৫ সালে ১৭৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ১৯৫৫-৫৬ সালে ১৮৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ১৯৫৬-৫৭ সালে ১৯৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ১৯৫৭-৫৮ সালে ২০৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ১৯৫৮-৫৯ সালে ২১৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ১৯৫৯-৬০ সালে ২২৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ১৯৬০-৬১ সালে ২৩৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ১৯৬১-৬২ সালে ২৪৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ১৯৬২-৬৩ সালে ২৫৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ১৯৬৩-৬৪ সালে ২৬৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ১৯৬৪-৬৫ সালে ২৭৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ১৯৬৫-৬৬ সালে ২৮৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ১৯৬৬-৬৭ সালে ২৯৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ১৯৬৭-৬৮ সালে ৩০৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ১৯৬৮-৬৯ সালে ৩১৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ১৯৬৯-৭০ সালে ৩২৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ১৯৭০-৭১ সালে ৩৩৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ১৯৭১-৭২ সালে ৩৪৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ১৯৭২-৭৩ সালে ৩৫৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ১৯৭৩-৭৪ সালে ৩৬৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ১৯৭৪-৭৫ সালে ৩৭৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ১৯৭৫-৭৬ সালে ৩৮৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ১৯৭৬-৭৭ সালে ৩৯৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ১৯৭৭-৭৮ সালে ৪০৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ১৯৭৮-৭৯ সালে ৪১৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ১৯৭৯-৮০ সালে ৪২৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ১৯৮০-৮১ সালে ৪৩৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ১৯৮১-৮২ সালে ৪৪৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ১৯৮২-৮৩ সালে ৪৫৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ১৯৮৩-৮৪ সালে ৪৬৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ১৯৮৪-৮৫ সালে ৪৭৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ১৯৮৫-৮৬ সালে ৪৮৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ১৯৮৬-৮৭ সালে ৪৯৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ১৯৮৭-৮৮ সালে ৫০৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ১৯৮৮-৮৯ সালে ৫১৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ১৯৮৯-৯০ সালে ৫২৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ১৯৯০-৯১ সালে ৫৩৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ১৯৯১-৯২ সালে ৫৪৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ১৯৯২-৯৩ সালে ৫৫৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ১৯৯৩-৯৪ সালে ৫৬৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ১৯৯৪-৯৫ সালে ৫৭৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ১৯৯৫-৯৬ সালে ৫৮৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ১৯৯৬-৯৭ সালে ৫৯৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ১৯৯৭-৯৮ সালে ৬০৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ১৯৯৮-৯৯ সালে ৬১৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ১৯৯৯-২০০০ সালে ৬২৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ২০০০-২০০১ সালে ৬৩৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ২০০১-২০০২ সালে ৬৪৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ২০০২-২০০৩ সালে ৬৫৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ২০০৩-২০০৪ সালে ৬৬৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ২০০৪-২০০৫ সালে ৬৭৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ২০০৫-২০০৬ সালে ৬৮৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ২০০৬-২০০৭ সালে ৬৯৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ২০০৭-২০০৮ সালে ৭০৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ২০০৮-২০০৯ সালে ৭১৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ২০০৯-২০১০ সালে ৭২৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ২০১০-২০১১ সালে ৭৩৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ২০১১-২০১২ সালে ৭৪৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ২০১২-২০১৩ সালে ৭৫৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ২০১৩-২০১৪ সালে ৭৬৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ২০১৪-২০১৫ সালে ৭৭৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ২০১৫-২০১৬ সালে ৭৮৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ২০১৬-২০১৭ সালে ৭৯৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ২০১৭-২০১৮ সালে ৮০৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ২০১৮-২০১৯ সালে ৮১৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ২০১৯-২০২০ সালে ৮২৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ২০২০-২০২১ সালে ৮৩৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ২০২১-২০২২ সালে ৮৪৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ২০২২-২০২৩ সালে ৮৫৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ২০২৩-২০২৪ সালে ৮৬৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ২০২৪-২০২৫ সালে ৮৭৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ২০২৫-২০২৬ সালে ৮৮৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ২০২৬-২০২৭ সালে ৮৯৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ২০২৭-২০২৮ সালে ৯০৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ২০২৮-২০২৯ সালে ৯১৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ২০২৯-২০৩০ সালে ৯২৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ২০৩০-২০৩১ সালে ৯৩৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ২০৩১-২০৩২ সালে ৯৪৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ২০৩২-২০৩৩ সালে ৯৫৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ২০৩৩-২০৩৪ সালে ৯৬৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ২০৩৪-২০৩৫ সালে ৯৭৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ২০৩৫-২০৩৬ সালে ৯৮৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ২০৩৬-২০৩৭ সালে ৯৯৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ২০৩৭-২০৩৮ সালে ১০০৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ২০৩৮-২০৩৯ সালে ১০১৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ২০৩৯-২০৪০ সালে ১০২৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ২০৪০-২০৪১ সালে ১০৩৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ২০৪১-২০৪২ সালে ১০৪৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ২০৪২-২০৪৩ সালে ১০৫৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ২০৪৩-২০৪৪ সালে ১০৬৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ২০৪৪-২০৪৫ সালে ১০৭৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ২০৪৫-২০৪৬ সালে ১০৮৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ২০৪৬-২০৪৭ সালে ১০৯৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ২০৪৭-২০৪৮ সালে ১১০৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ২০৪৮-২০৪৯ সালে ১১১৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ২০৪৯-২০৫০ সালে ১১২৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ২০৫০-২০৫১ সালে ১১৩৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ২০৫১-২০৫২ সালে ১১৪৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ২০৫২-২০৫৩ সালে ১১৫৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ২০৫৩-২০৫৪ সালে ১১৬৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ২০৫৪-২০৫৫ সালে ১১৭৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ২০৫৫-২০৫৬ সালে ১১৮৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ২০৫৬-২০৫৭ সালে ১১৯৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ২০৫৭-২০৫৮ সালে ১২০৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ২০৫৮-২০৫৯ সালে ১২১৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ২০৫৯-২০৬০ সালে ১২২৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ২০৬০-২০৬১ সালে ১২৩৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ২০৬১-২০৬২ সালে ১২৪৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ২০৬২-২০৬৩ সালে ১২৫৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ২০৬৩-২০৬৪ সালে ১২৬৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ২০৬৪-২০৬৫ সালে ১২৭৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ২০৬৫-২০৬৬ সালে ১২৮৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ২০৬৬-২০৬৭ সালে ১২৯৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ২০৬৭-২০৬৮ সালে ১৩০৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ২০৬৮-২০৬৯ সালে ১৩১৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ২০৬৯-২০৭০ সালে ১৩২৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ২০৭০-২০৭১ সালে ১৩৩৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ২০৭১-২০৭২ সালে ১৩৪৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ২০৭২-২০৭৩ সালে ১৩৫৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ২০৭৩-২০৭৪ সালে ১৩৬৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ২০৭৪-২০৭৫ সালে ১৩৭৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ২০৭৫-২০৭৬ সালে ১৩৮৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ২০৭৬-২০৭৭ সালে ১৩৯৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ২০৭৭-২০৭৮ সালে ১৪০৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ২০৭৮-২০৭৯ সালে ১৪১৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ২০৭৯-২০৮০ সালে ১৪২৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ২০৮০-২০৮১ সালে ১৪৩৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ২০৮১-২০৮২ সালে ১৪৪৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ২০৮২-২০৮৩ সালে ১৪৫৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ২০৮৩-২০৮৪ সালে ১৪৬৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ২০৮৪-২০৮৫ সালে ১৪৭৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ২০৮৫-২০৮৬ সালে ১৪৮৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ২০৮৬-২০৮৭ সালে ১৪৯৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ২০৮৭-২০৮৮ সালে ১৫০৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ২০৮৮-২০৮৯ সালে ১৫১৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ২০৮৯-২০৯০ সালে ১৫২৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ২০৯০-২০৯১ সালে ১৫৩৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ২০৯১-২০৯২ সালে ১৫৪৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ২০৯২-২০৯৩ সালে ১৫৫৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ২০৯৩-২০৯৪ সালে ১৫৬৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ২০৯৪-২০৯৫ সালে ১৫৭৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ২০৯৫-২০৯৬ সালে ১৫৮৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ২০৯৬-২০৯৭ সালে ১৫৯৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ২০৯৭-২০৯৮ সালে ১৬০৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ২০৯৮-২০৯৯ সালে ১৬১৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে। ২০৯৯-২১০০ সালে ১৬২৫ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে।

নূতন বীমা বিল

সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ, পার্লামেন্টের শীতকালীন অধিবেশনে নূতন বীমা বিল উত্থাপিত ও আলোচিত হইবে। উক্ত বিলে কোম্পানীগুলির নূতন রিজিস্ট্রেশন সম্পর্কে কঠোর নির্দেশাবলী দিবার কথা হইয়াছে। সরকারী ও অন্যান্য সিকিউরিটির বর্তমান যে মূল্যের বিনিময়ে হইবে তাহা অবশ্য অন্যান্য বিষয়ের বিবেচনার জন্য পরে পত্র লিখিবে। তদ্ভিন্ন সই পরিমাণ সংরক্ষিত বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহ সমস্ত মূলধনের ৫০ শতাংশ বিনিয়োগ করিতে পারিবে। এজেন্সীর ব্যয় নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কেও প্রস্তাবিত হইয়াছে, অধিকন্তু সরকারী হিসাব পরীক্ষা ইত্যাদি বিষয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। ভারতীয় অর্থ নীতিতে বীমা প্রতিষ্ঠানগুলির উল্লেখযোগ্য ভূমিকা সম্পর্কে সরকারের আগ্রহ ও সহানুভূতি এবং উহাদের সুষ্ঠু পরিচালন ও বীমাকারীদের স্বার্থরক্ষা সম্পর্কে সতর্কতার যে ভরসা ও দৃষ্টি প্রকাশিত হইয়াছে উক্ত বিলের বিধানসমূহ তাহারই সাক্ষ্য দিতেছে। এই প্রসঙ্গে সংক্ষেপে বিষয় হইতেছে, ইদানীং সরকারী আইনের ফলে বহু বিদেশী বীমা কোম্পানী ভারতে উহার ব্যবসা গুটাইয়া লইয়াছে। ফলে ভারতীয় বীমা প্রতিষ্ঠানগুলির উপর বিরাট দায়িত্ব আসিয়া পড়িয়াছে। এই সকল প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপের উপর দেশের অর্থনীতি অনেকখানি নির্ভরশীল হইয়া পড়িয়াছে। বীমা কোম্পানীগুলির কর্তৃপক্ষের হাত হইতে আমরা বিলাতের বাজারে বীমার লাভী করা হইয়াছে যে মুক্তহাতে প্রতিটি ব্যবসায়ের সময় বোনাস ঘোষণা করিয়া অধিকাংশ আমরা হইতে অসাধারণ বেশী লাভ করিয়া লইতে অভ্যস্ত হইয়াছে। ইহার ফলে বহুসংখ্যক বীমাকারীদের প্রাপ্য বোনাসের পরিমাণ ও হার আমাদের দেশে বীমা প্রতিষ্ঠানগুলির হিসাব-নিকাশ পরিচালনের ব্যাপারে যে সতর্কতা অবলম্বন করা হইয়াছে তাহা

অন্ত দেশের সঙ্গে তুলনা করিলে আমরা বহু পিছনে আছি বলিয়া মনে হইবে।

প্রশ্নের সমাধানের কিছুই নাই। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অন্তান্ত দেশে আমরা যে পরিমাণ সাহায্য পাইয়াছি, তার বা অংশের সামান্যই আমরা অধিকাংশ ঋণদাতাদের কিন্তুতে আবেদনের অবতলসহ দেখিবার এবং আমরা তৎক্ষণাৎ চলার পথে বঞ্চিত হইয়াছি। অতএব আত্মনির্ভর ছাড়া গত্যন্তর নাই। আমাদের সম্পদ বৃদ্ধি করিতে হইবে। আমাদের সাধারণ যে সব প্রয়োজন অতিরিক্ত সম্পদ দ্বারা মিটানো যায় তাহার জন্য কিছু আমাদের অতিরিক্ত অভিনিবেশ প্রয়োজন। ঐগুলি তালিকাভুক্ত করিয়া নেওয়া যাইতে পারে। আমেরিকার সহিত আমাদের সম্পর্কের যে আমূলপরিবর্তন হইয়াছে তাহাতে আমরা সর্বাংশে সুখী হইব এমন আশা করা যায় না।

রেলওয়ে প্রসঙ্গ

এক সাংবাদিক সম্মেলনে রাজস্বাহন ও রেলওয়ে সচিব শ্রীযুক্ত মোশারফ্ফ হোসেন বলিয়াছেন যে, রেলওয়ে বিভাগে যান সংযোজনের শ্রীবৃদ্ধি অনুসরণ করিয়া ৩.৫৫ কোটি টাকা যোগানো সম্ভব হইতে পারে। রেলের শ্রেণী বিভাগের সংস্কার করিয়া সরকার ইতিমধ্যে প্রস্তুত হইয়াছেন। তাই উক্ত শ্রেণীবিভাগের পুনঃসংস্কার করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। আগামী ১লা জুলাই হইতে দুই বৎসরে বিভাগীয় শ্রেণীর পরিবর্তন করা হইবে। একটি হইবে পুরাতন আমলের দ্বিতীয় শ্রেণী; আরামে বিশ্রাম করা যাইবে। আর একটি হইবে সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণী,—পুরাতন নবম শ্রেণীর উন্নত সংস্করণ। তাহা দ্বারা প্রথম শ্রেণী ও তৃতীয় শ্রেণী যেমন আছে তেমন থাকিবে। 'ইন্টারসিটি' এবং সপ্তাহান্তে সফরের সরকার ব্যবস্থা করিবেন।

আগামী ১লা এপ্রিল হইতে রেলীয় সরকার নবম শ্রেণীর ভাড়ায় রেলওয়েগুলি ভাড়া দিবেন বলিয়া স্থির হইয়াছে। ইহার ফলে রেলের রেলওয়ে সাময়িকভাবে সরকারের হাতে আসিবে। তখন পরিচালন প্রতিষ্ঠানগুলির সংখ্যা হ্রাস করা হইবে।

সরকার আসন বিক্রয়ের, চিরস্থায়ী লোকোমোটিভ বা ইঞ্জিনের প্রচলন প্রথম আরম্ভ লোকোমোটিভ, ১৯৮০-৮১ সালের মধ্যেই চালু হইবে। সরকার আশা করেন ঐ সময়ের মধ্যে সমস্ত নরথানি লোকোমোটিভ বিদ্যুতে চালিত হইবে।

সরকারপক্ষের বক্তব্যের সমালোচনা করা যায়, কিন্তু সমালোচনার অবিমিশ্র উদ্দেশ্যের মধ্যে কতখানি বিশ্বাস রহিয়াছে তাহাই বিচার্য বিষয়। যেন তাহার সৌজন্যিকতার সঙ্গেই সাধন করিতে বিয়া বিয়াবিড়ি অন্তত কোটি টাকা বহু হইয়াছে। কিন্তু তাহার যেমনই, যদি করিতে পারিলে বিয়ে যে তাহা হইলে সেই পরিমাণের বিষয় হইবে। অবশ্য সরকার বলিয়াছেন যেন বিয়াদে যত প্রকারের ছাঁটাই হইবে না। আর যদিই ছাঁটাই হউক ১৯৭৪ সেপ্টেম্বরের ১৯৭৪ এর পূর্বে যাহারা কাজে ভর্তি হইয়াছেন তাঁহাদের আশঙ্কার কোন কারণ নাই।

এখন জিজ্ঞাস্য, যাঁহাদের আশঙ্কার কারণ আছে তাঁহাদের কথা কত হইবে? বহু বহু সহজ নিশ্চয়। কিন্তু তাঁহারা যাইবেন কোথায়? বেসরকারী খাতিরে পর্যন্ত যেখানে যত্তার কোনই চিন্তা ছাঁটাই চলিতেছে। যাঁহাদের আর যাওয়া যাইবে তাঁহাদের জন্য কোথাও সংস্থান খুঁজিয়া বেদন করিয়া! সরকারের অবশ্য কি আছে জানি না। কিন্তু চাহিদিক যখন তখন সরকার বেকারত্বের হইয়াছে তখন বাস্তবিকপক্ষেই যদি "যেমন করিয়া পার, করিয়া যাও" বলিয়া সমস্ত বিষয়ীকে সঙ্গে টানা করাইয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে দেশের অবস্থা যাহা হইবে তাহা ভয়াবহ। আশা করি সরকার এতখানি ভয়ন হইবার দুষ্টান্ত স্থাপন করিবেন না। এতটা কোন ব্যবস্থা হইবে বলিয়াই মনে হয়।

সরকারের আশ্বাসের যে দৃষ্টান্ত স্থাপিত হইয়াছে। অন্তদিকে অন্তকে অধিকতরভাবে পরিচয় তাঁহারা দিয়াছেন। অতএব ব্যয়সংকোচ সঙ্গেই যদি সাধন করিতে হয়, তবে যেন আবশ্যকতাকে লক্ষ্য করিয়াই করা হয়। বিভাগের ব্যয়ের প্রতি যেন দৃষ্টিপ্রসাদ না পড়ে এইটুকুই অনুরোধ।

পৌরপ্রতিষ্ঠানে ধর্মঘটের অবসান

গত রবিবার অপরাহ্ণ হইতে পৌরপ্রতিষ্ঠানের কর্মিক ও কর্মীদের ধর্মঘটের অবসান হইয়াছে। বীরসেনার মূল সর্তগুলি হইল :

(১) যে সকল কর্মীর বেতন তিন শত টাকার অধিক নহে তাঁহারা ১লা অক্টোবর হইতে অন্তবর্তীকালীন সাময়িক ভাতা হিসাবে এক বৎসর মাসিক ৯০ টাকা করিয়া পাইবেন।

(২) ধর্মঘট উপলক্ষে অনুপস্থিতির জন্য কর্মীরা এ সময়ের কোন বেতন পাইবেন না।

(৩) পৌরপ্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে ধর্মঘট কালীনের কারণ ঘোষণার করিবার বিষয়ে বিষ সাধারণের যে কিছু বিরূপতা সৃষ্টি হইয়াছে তাহার প্রতিবাদ করা হইবে।

ধর্মঘটকালীন, তাহার নীরবতা করিয়া সঞ্চিত অর্থ আবার যদি সহজ অবস্থানের জন্য এবং অন্তান্ত মানবিক যে সকল ভাব ধর্মঘটকালীন অনুপস্থিতির জন্য পুরাপুরি হইয়া অন্তত তাহাদের আগ সাহায্য জন্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে বৈশিক ২৫ টাকা হিসাবে এবং বেসরকারীদিগকে বৈশিক ১৫০ আনা হিসাবে অতিরিক্ত দেওয়া হইবে। বেসরকারীদের এই বিশেষভাবে দুইটি কিস্তে তাহা করার জন্য আদালত মারফতে দেওয়া হইবে।

নানা কিছু কিছু বিষয় করিয়া আমরা পৌর-প্রতিষ্ঠানের অধিক ও কর্মীদিগের এই দীর্ঘকাল সমর্থন করিতে পারি না। কিন্তু করিয়া যাঁহা সহজে করিয়া এই অসাধারণ সহযোগে যে সর্বনাশ সাধন করিয়াছেন তাহা সকলই প্রথম আশ্চর্যজনক। এই প্রতিষ্ঠানের প্রায় সর্ববিভাগের তালাই ছিলেন অনুপস্থানজনক। কাজে বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন তাঁহাদের চিরাচরিত স্বভাব। তাহা ছাড়া অন্তান্ত অসদাচার ও আছেই। অসদাচারণের প্রাক্তনিক ওজাতক বিষয়ের কাজের উপর একান্ত নির্ভর। তাঁহারা যদি তাঁহাদের স্ব-অপরিহার্যতার সুযোগ লইয়া সমস্ত সমস্তকে অসহযোগের মধ্যে পরিণত করেন তবে তাঁহাদের দাবী যতই সঙ্গত হউক না কেন, তাঁহারা সাধারণের সহানুভূতি আদৌ আকর্ষণ করিতে পারিবেন। অবশ্য নাগরিক জীবনের একান্ত আবশ্যকীয় অনেকটি কর্মপরিচালনা বিভাগের কাজ প্রায় অসাধারণ ছিল। সেজন্য কর্মিক কর্মী ও প্রতিষ্ঠান অসদাচারণের অভিযোগ পায়। কিন্তু ধর্মঘটী পরিচালনায় যাঁহারা বেতুক ধরণ করিয়াছিলেন তাঁহারা অন্তত কর্মিকটি একবার আবর্জনা অসদাচারণের কথাটা ভাবিয়া দেখিবেন, তবে এই সমিতি করিয়া সঙ্গে সঙ্গে নাগরিকদের ইহলোকে সহযোগিতার ফিরে অভিজ্ঞতা অর্জন করিতে পারিত না।

আজ আমরা ধর্মঘটের সমুখীন। চাহিদিকে ব্যাপকভাবে আন্দোলন। ইহাতেও যত ভয় হইবার কথা নয়। কেন্দ্রীয় সরকার যাহাদের অভিযোগের জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। আশা করিব আমরা সকলেই কর্মচারীদের তাঁহা কিছুদিনের বিরতির করিবে। সমস্ত দেশের এই সঙ্কটজনক অবস্থায় এইরূপ ধর্মঘট বিশেষ দুঃখজনক বলিয়াই মনে করি। পৌরপ্রতিষ্ঠানের আগামী ১৯৭০-৭১ সনের আনুমানিক আয় ৪১৩ লক্ষ টাকার মধ্যে ধর্মঘটের দায়ী না মিটাইলেও কর্মীদিগের বেতনাদির খাতে ব্যয় হইবে ১৮৭ লক্ষ টাকা। অতএব "সাধারণ সুখসুবিধার খাতে খরচের জন্য যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহা হইতে আমরা কতটুকুই আশা করিতে পারি তাহা বিবেচনার বিষয়। আশা করি বিলম্ব হইবার পূর্বেই সরকার কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

খেলার বাজার

নিম্নাভিমুখী ও হতোদ্যম

[illegible]

[illegible]

[illegible]

অর্থনীতি

সুলভ মুদ্রার সংকট ?

সাইন এগ্রিমেন্টের মূলধনের অংশ হইতে ভারতের বাজারে পত্র করের সমাধান যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে তাহাতে মনে হয় সরকার অদূর ভবিষ্যতে সুদের হার বৃদ্ধি করিতে বাধ্য হইবেন। মূলধনের ব্যাপারে যাহা ঘটিয়াছে তাহা সুদের ক্ষেত্রেও ঘটিতে পারে। বর্তমানে ভারতের সব বিদেশাগত ঋণের ৪০ ভাগ পাইতে হইবে। আর আগামী ১৯৬৮ সালে ইহার ৭০ ভাগ পাইতেও হইবে। কাজেই দেখা যাইতেছে যে সব ভিন্ন দেশের দৃষ্টি সরকারের অপেক্ষার ৭০ ভাগের মধ্যে ফিরে আসিতে পারে।

যদি মনে করা হয় যে প্রতিদান করা আদৌ করার কোনো প্রশ্নই ওঠেনা এই অবস্থানের ঘটিয়াছে এবং অনাবশ্যকের বিদেশ করিয়া বিভিন্ন দেশের দৃষ্টি পাইতে সম্পদ করা করিয়া দিয়াছে তাহা হইলে ভুল করা হইবে। কারণ শ্রমিক সরকার ক্ষমতায় আসিবার পরবর্তী এই দেশের মধ্যে সরকারী কর্মচারীদের সরকারের কোন অবদান ঘটে নাই। পূর্বতন বিভিন্ন অর্থনীতির ভাঙ্গনের সময় প্রচলিত মূল্যনীতির সংস্কার সম্পর্কে সরকারী কর্মচারীরা প্রশ্ন ছিল সেইজন্য কর্মচারীদের বাজারে অবস্থান দেখা দেয় নাই এবং বর্তমান অর্থনীতির ভার ট্রাকোর্ড কর্মচারীদের বাজার সম্পর্কে "নিরিখ" বা "নিরপেক্ষ" সেইজন্যই কর্মচারীদের বাজারের এই দুরবস্থা ঘটিয়াছে বলিয়া যেসব কারণের সম্পত্তি প্রচারিত হইয়াছে তাহারও কোন সারবত্তা নাই। কারণ সরকারী কর্মচারীরা ও কর্মচারীরা যাহাই বলুক না কেন টাকার মূল্য অন্যান্য জিনিসের মত তার স্বাভাবিক স্তরে পৌঁছিতে বাধ্য। বস্তুতপক্ষে মুদ্রার ব্যাপারে মূল্য মূল্যের সময়ে এবং পরে বিভিন্ন যেসব কারণাদি বা নিয়ন্ত্রণ প্রচেষ্টার ফলে যে সাময়িক অস্থিরতা হইয়াছে তাহার ফল যে কর্মচারী হইতে তাহা তাহার অনেকে ধীকার করিতে চাহেন না, কিন্তু তাহাদের ভুল এখন ধীরে ধীরে প্রকট হইয়া উঠিতেছে। কৃত্রিম উপায়ে সুদের হার স্থির রাখার ফল যে দীর্ঘমেয়াদে তাহা এখন প্রতিপন্ন হইতে চলিয়াছে, এমনকি অল্প ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা যেটুকু সাফল্য অর্জন করিয়াছে তাহার তুলনায় টাকার মূল্যের ক্ষেত্রে সাফল্যের পরিমাণ অনেক কম।

বর্তমানে ট্রাইবের এবং তাহাদের যে অবস্থা দেখা দিয়াছে তাহাতে মনে হয় সরকার সুদের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে বাধ্য হইবেন এবং সরকারী মনোভাব দেখিয়া মনে হয় এখন দীর্ঘমেয়াদ সুদের হার বৃদ্ধিতে পরোক্ষভাবে সাহায্য করিতেছেন। বস্তুতঃ পক্ষে সরকার এখন ৫½ টাকা সুদের দিকে অনেকখানি অগ্রসর হইয়াছে এবং আগামী দুইদিন সপ্তাহের ঘটনা সুদের হার চূড়ান্তভাবে স্থির করিয়া দিবে।

ট্রাইবের অবস্থার সঙ্গে অনেকদিক তাহাদের সাদৃশ্য নাই। কিন্তু এই দুই দেশের কর্মচারীদের বাজারে কয়েকটি ক্ষেত্রে বিশেষ সাদৃশ্য রহিয়াছে। উভয় দেশেই বহু কয়েক বৎসর সুদের মূল্যনীতির অস্থিরতার অভিজ্ঞতা হইয়াছে এবং উভয় মুদ্রানীতির ফলে মূল্যবৃদ্ধি প্রবল আকারে এই দুই দেশকে আক্রমণ করিয়াছে। শ্রমিক সরকারের ক্ষমতাগ্রহণের ফলে বিভিন্ন ঋণের বাজারে অবাধ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে এবং তাহাদের অস্বাভাবিক অবস্থানের ফলে সেইরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে। তাহাই এই যে এ উভয় সরকারের পক্ষে বর্তমানের মূল্য মূল্যনীতি চালু রাখা কঠিনতর সমস্যা তাহা সকলের বিশ্বাস। তাহা ট্রাকোর্ড অবশ্য ঘোষণা করিয়াছেন যে, তাঁহার অবস্থার পরিবর্তনের ফলে তাঁহার মূল্য বৃদ্ধি করিয়া কোন লাভ হইবেনা কিন্তু মার্কিনের মূল্যমান না করিবার ফল সমস্ত যেসবের ও তাহার পরিণাম দেখা দিয়াছে এই ক্ষেত্রেও তাহার পুনরাবৃত্তি ঘটিবার সম্ভাবনাই বেশী। তাহা ট্রাকোর্ডের যেসব বাজারের অবস্থানে অনুরূপ ব্যাপার কৌশল দ্বারা আর কিছু বেশী কিছু ধার আনিয়া তাহার সমাধানের মধ্যেই নিহিত রহিয়া রহিবে।

আর তাহার সঙ্গে একটু সাদৃশ্যের কথা এই যে, দুটি দেশেরই বহু যে ঋণের বর্তমানের তাহার তুলনায় তাহাদের ১৯৪৯ সালের অবমূল্যায়ন পর সেইরূপ অবস্থা ঘটে নাই। ১৯৪৯ সালের জুলাই মাসে ১৯৪৯ সালের ৫½ টাকা সুদের অবমূল্যায়ন ছিল ১০০½ বর্তমানে তাহার মূল্য ৯৮৯/৮। কিন্তু সরকারী নীতি ও অবস্থানের যদি আমূল পরিবর্তন না ঘটে তাহা হইলে সরকারী অবমূল্যায়ন বহু অবস্থায় ঘটিবে এবং পূর্বাভাস দেওয়া মুস্কিল হইবে না বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। মনে রাখা দরকার এবং ৫ সাল সরকারী অবমূল্যায়ন প্রথম দেখা দিয়াছে তাহা এবং দিয়াছে যখন যদি অবমূল্যায়ন না করিত এবং বাজারের স্বাভাবিক নিয়মে যদি অবমূল্যায়ন হইত তাহা হইলে অবমূল্যায়ন বাজার যে যে পরিমাণে হইত তাহার কোন সন্দেহ নাই। তখন করিয়া বিশ্ব ১৯৪৯-৫০ সালের অবমূল্য

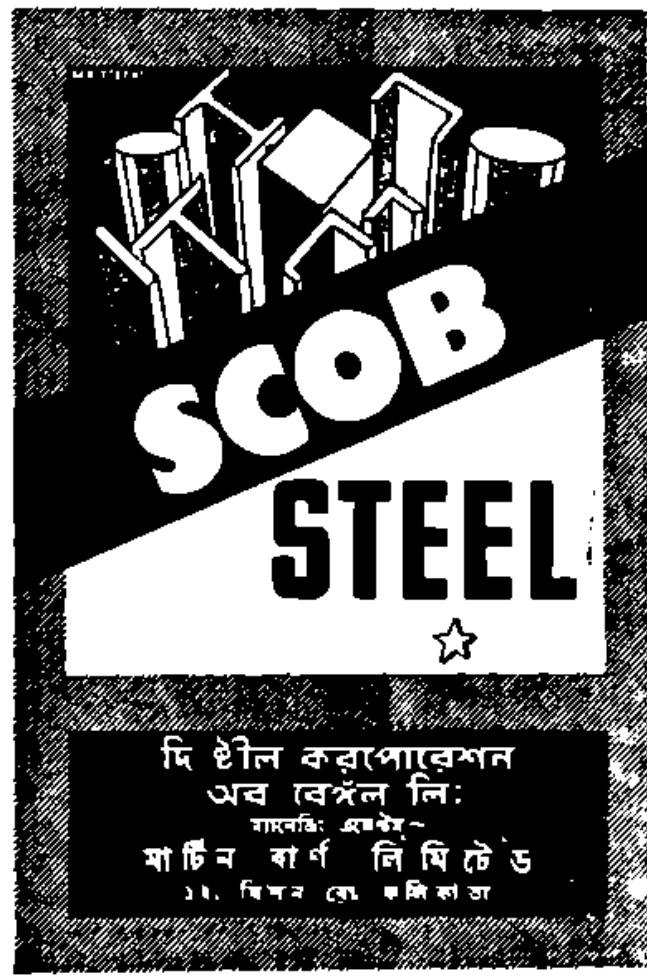

যায় ২,৯৫৫ একটকার হইতে কিন্তু এই বাজারে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ব্যবসা হইয়া পরিশেষে তাহা গত সপ্তাহে ১৭১৮ মণ বিক্রয়ার্থে বাজারে আসিয়াছে। গত সপ্তাহে অন্যান্য বাজার একরূপই ছিল এবং ১৯১৭ সালের ৩১ শুদ্ধের আমদানির গড় ১৮৩০ হইতে কমিয়া ১৬৯৮/৩২ দাঁড়াইয়াছে।

গত সপ্তাহে সাতটা সপ্তাহ বেচাকেনাগুলির সহিত অবশ্যই তুলনা দিলে এবং তাহার বিভিন্ন শ্রেণীর বেচার বিক্রেতাদিগের প্রত্যুপ দেখা যায়। অন্যান্য বিশেষ কোম্পানীর আমদানী বেচাকেনাগুলি তালিকা বিবরণপরিমাণে লক্ষ্য করা গিয়াছিল।

* * * *

গত সপ্তাহে সাধারণ টাকার বাজারে সচ্ছলতা ও অবস্থার প্রাচুর্য্য দেখা দিলেও আমদানির লেনদেনের ব্যাপারে কিছুটা উৎসাহের ভাব দেখা গিয়াছিল। কলিকাতা সহরের কাগজে যে প্রকারের তালিকা ছিল না এবং যে পর্য্যন্ত আটকিয়ের বর্ত্তমান অবস্থায় দৃষ্টিপাত না হয় ততদিন এই অবস্থা বলবৎ থাকিবে বলিয়া মনে হয়। বিনিময়ের বাজারে সাময়িক ভাব আসিয়া হইলেও অধ্য বহির্দেশে প্রেরণার্থে টাকার তালিকা বিশেষ ছিল না।

* * * *

গত ২১ শে অক্টোবর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে অল্প তিরার্ড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার যে হিসাব নিকাশ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে ইহা বিশেষরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে কোন পরিবর্ত্তন দেখা যায় নাই। ইহার নোটের পরিমাণ মাত্র ১০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ১,৭৭৮,৮৮ কোটী টাকা হইয়াছে এবং ব্যাঙ্কি বিভাগে রক্ষিত নোটের পরিমাণ সামান্য ৭৬ লক্ষ টাকা হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া ৭১০৫ কোটী টাকায় দাঁড়াইয়াছে। মোট ইস্যু পরিমাণ ১৫ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ১,১৮৮৭২ কোটী টাকা হইয়াছে এবং গৌণ মুদ্রার পরিমাণ ইহার বৃদ্ধি সংঘটিত হইয়া ৪৪০৭১ কোটী টাকা হইয়াছে।

ব্যাঙ্কি বিভাগে আমার সরকারের রক্ষিত জমার পরিমাণ ৭.৩ কোটী টাকা হ্রাস পাইয়া ১৪৮.১ টাকা হইয়াছে, তবে অন্যান্য প্রাদেশিক সরকারগুলির জমার পরিমাণ ৩.৭৯ কোটী টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ২৪.৮৩কোটী টাকা হইয়াছে। সাধারণ ব্যাঙ্কগুলির জমার পরিমাণ ৪.৯৯ কোটী টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ৬৬.৩৩কোটী টাকা হইয়াছে। বহির্দেশে রক্ষিত জমার পরিমাণও ১.৪৮ কোটী টাকা হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া ১৮.৮১ কোটী টাকা হইয়াছে।

৩১শে অক্টোবর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে সরকার তিরার্ড ব্যাঙ্কের নিকট ৮,৪৪,১৪,০০০টাকার খাজাঞ্চীখত বিক্রয় করিয়াছে।

পণ্যদ্রব্যের বাজার

আগামী সনের চিনির দর

কেন্দ্রীয় সরকারের হিসাবের মতে ১৯১৯-২০ সনের ইং ডিসেম্বর চিনির সর্ব্বোচ্চ দর ৮৮/০ টাকা মণ হইবে বলিয়া ধার্য্য করা হইয়াছে। ১৯১৮-১৯ সনের নিকাশির দর ছিল ১৮/০আনা মণ। অতএব মূল্য হ্রাস হইয়া ৪ আনা করা নিতান্তই অধিকিৎকর। তার সম্ভাবনা যদি সত্যিকার হয়, সাধারণ ভোক্তাসমাজ মূল্য হইতে নিস্তার পাইয়া উৎফুল্লের সহ হিসাব অনায়াসে প্রকাশ করে করিতে পারে। কিন্তু সরকারের তার ঈশ্বরের হাতে, বেসরকারী সারী ইহাদের দুরবস্থা নির্ণয় করে।

সরকার চিনির দর নির্দ্ধারিত করিবার যে প্রণালীর ইক্ষুর সর্ব্বনিম্ন দর মণ প্রতি ১৮/০ আনার কিছিতে। গত সনেও এরই দর ছিল ইক্ষুর মূল্য হ্রাস করা সরকারের মন বলিয়া সাধারণ মনে হয়। তিরার ও যুক্ত-প্রাদেশিক সরকার এই ব্যাপারে ভিন্নমতাবলম্বী। তাই চিনির কলগুলিকে যাহাতে আগামী সনের উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে উৎসাহিত করা যায় তৎপক্ষের কতকগুলি প্রস্তাব এখন কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনাধীন। আর, কলগুলির ইক্ষুর উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ প্রথা ও সরকার কর্ত্তৃক আমার কর্টবিধি সম্পর্কে আর কোনও উপযুক্ত নিয়ম না করা পর্য্যন্ত চলিত ব্যবস্থা বলবৎ থাকিবে।

আমার ইউনিয়নের অন্তর্গত আগরওয়ালে সবের কেন্দ্রীয় চিনির কলগুলির উৎপাদনের পাক্ষিক হিসাব-নিকাশ প্রকাশিত হইয়াছে। ১১৩টি কলের উৎপাদন এই হিসাবের ভিতরে এবং ইহা ইক্ষু মাড়াই করিবার সাময়িক প্রক্রিয়া পত্তনের ১৮.৮ ভাগের চিত্র।

পক্ষান্ত ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯১৯

প্রাথমিক মজুত পরিমাণ	১,৩৯,০০০ মণ
উৎপাদনের পরিমাণ	২৫,০০০ মণ
সরবরাহের পরিমাণ	১২৮,০০০ মণ
পক্ষান্তিক মজুত	১,৩৩,০০০ মণ

গত সনের অনুরূপ কালের হিসাব

প্রাথমিক মজুত পরিমাণ	১,৬৮৮,০০০ মণ
উৎপাদনের পরিমাণ	৬১,০০০ মণ
সরবরাহের পরিমাণ	১,২৪৭,০০০ মণ
পক্ষান্তিক মজুত	৮,৩৭০,০০০ মণ

গত সনের হিসাবে ১১৭টি কলের উৎপাদন ধরা হইয়াছে। ইক্ষু ও তাহার পক্ষি সাময়িক প্রক্রিয়ার পত্তনের ৬৮.৯১ ভাগ। নিম্ন দুইটী ব্যবস্থা; পরবর্ত্তী কোন আলোচনা অবান্তর।

চা

গতের গাছের সংখ্যক নীলাম হইয়া গেল ১৪শে ও ১৫শে আইবার। ১৪ তারিখে গেল চালানি নীলাম আর ১৫ তারিখে আভ্যন্তরীণ ব্যবহার্য্য শ্রেণীর। ১৪ তারিখে নীলামে উঠিয়াছিল ৩৫,১০০ প্যাকেজ। চালিত গেল প্রথম ছিল—ক্রীম্ অফ দি সিজন্ আসাম ফ্লোরের এই দর ৮৫৩ সপ্তাহ অপেক্ষা ৫০ পয়সা বেশী চড়িয়াছিল। বি, ও, পি এস ও, এস্, শ্রেণীর চালাই বিক্রয় হইয়াছে। মূল্য ও বিনিময়ে উন্নতির ভাব। কিন্তু আমিং এই পর্য্যন্ত উঠিতে পারে নাই। দর :—ক্রীম অফ দি, পি, এস্—১৯১৫, বি, পি, ১৮/০, সিলেক্ট ১৮/১০।

উঁচা চা বিক্রয় হয় আনুমানিক ২১,৩০০ প্যাকেজ, চালিত ছিল কম। উৎকৃষ্ট শ্রেণীর মূল্য ৮০ আনা এবং অন্যান্য শ্রেণীর মূল্য ৫০ আনা হিসাবে পরিচয় যায়।

অন্যান্য শ্রেণীর ৬,১০০ প্যাকেজেরও অধিক চা আভ্যন্তরীণ বাজারে ছাড়া হয়। মূল্য গতি উৎসাহিত্বী ছিল।

তুলা

প্রায় তিন সপ্তাহের বিরতির পর বোম্বাইএর তুলার বাজারে আবার কার্য্যকারিতা সুরু হইয়াছে। ব্যবসায়ের ধারা এখন ঋজু: যাগকভাবে কাজ সুরু হইতে সময় লাগিবে বলিয়া মনে হয়।

গত ১লা সেপ্টেম্বর হইতে ২০শে আইবার পর্য্যন্ত বোম্বাইএর বাজারে তুলা আমদানি হইয়াছে ১০৯, ১৪১ গাঁইট। গত বৎসর অনুরূপ সময়ের আমদানি পরিমাণ ১১১,০৩৯ গাঁইট। এই সময়ের রপ্তানির পরিমাণ এবৎসর ২০,১১৫ গাঁইট, কিন্তু গত বৎসর হইয়াছিল ৩৩,১৩৩ গাঁইট। দুই বৎসরের রপ্তানির বিশদ বিবরণ দেওয়া হইল :—

	১৯১৯	
যুক্তরাজ্য		
ইয়োরোপীয় মেইনপুর		
চীন		
জাপান		
যুক্তরাষ্ট্র	১২,৫৮৩	১,১১৭
অন্যান্য দেশ	৩৩৩	৩১৪
উপযুক্তরিত রপ্তানিমূল্য	৫,১১৬	৩,২৪৭

অক্টোবর সময়ের মধ্যে মোট রপ্তানি হইয়াছে ৩৮,৩১৭ গাঁইট। বোম্বাইএর কলগুলির আনুমানিক

(পরবর্ত্তী ৪৫১ পৃষ্ঠায়)

ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক হিসাবে

নূতন ০'১ গ্রামের ট্যাবলেট

চালু হওয়ায় আগেকার ০'২ গ্র্যামের ট্যাবলেট বাতিল হোল।

ম্যালেরিয়া থেকে বাঁচতে হলে

'প্যালুড্রিন' এর আশ্রয় নিন

ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড

কলিকাতা বোম্বাই মাদ্রাজ কোচীন অমৃতসর কানপুর

(পূর্বাংশ ৪৩০ পৃষ্ঠায়)

বাজের পরিমাণ ছিল ১৮৫,৩৪৭ গাঁইট। ১৩৫২ আইনের আওতায় ভোগীবাজার, ব্যবসায়ী ও কলগুলির নিকট তাহা তুলার মজুতের পরিমাণ ছিল —৫৫৬,১৮৩ গাঁইট কিন্তু সব মজুতের পরিমাণ ছিল—১১২,৪১১ গাঁইট।

উপরোক্ত তুলনামূলক বিবরণ হইতে এতদসম্বন্ধীয় সমস্যাটির আসলটির সুস্পষ্ট নিদেশ পাওয়া যাইবে।

রবার

এতদঞ্চলের উৎপাদনের পরিমাণ গতবৎসর অপেক্ষা অধিক লাভ হইতে পারে। তবে এজন্য উৎপাদের কার্যকারণ শৈথিল্য ভাব বজায় থাকায়, মজুতের চলতি হিসাব আলোচ্য পরিমাণ বলিয়া ধরা এবং কারখানাগুলির প্রতিনিধিত্বের সংখ্যা হ্রাস পাওয়ায় যাহা ধরা হইয়াছে তাহা যাইতে পারে। ইহার ফলে মজুতের এতদসম্বন্ধে আর কোন আলোচনা করিবার প্রয়োজন ঘটিবে না।

চৈল

চীনাবাজারের চৈলের দর বেশ চড়িয়া প্রতি আউন্স ৩৮৫—৩৯০ টাকায় উঠিয়াছে। কিন্তু গত বারের তুলনায় চীনাবাজারের চৈল তিনি চৈল ও তিনি প্রকার অনেক কম। আমেরিকা ও ইউরোপীয় দেশসমূহের জেনুয়ালোর চৈলের বিশেষ চাহিদা থাকায় দর চড়িয়াছে। এক হপ্তার মধ্যে দর শতকরা ৫ টাকা বাড়িয়াছে। ১০৯ টাকা তোলা সোনার বাজারে ২৪ ঘর চৈল তোলা হইতে পারার কথা হইতেছে।

তেলবীজ

চীনাবাজারের দর প্রতি মণে ছিল টাকা হ্রাস পাইয়াছে। দরের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

তোল বাদাম	(পুরাতন)	মণপ্রতি	৪২৷৷ আনা	(পূর্বের দর ৪৩৷৷ টাকা)
বাদাম	(,,)	মণপ্রতি	৪৩৲ টাকা	(,,)
বাদাম	(নূতন)		১০৲ টাকা	(,,)
বাদাম	(১৯৪৭ সনের)		৩৮৷৷ আনা	(,,)
বাদাম	(জানুয়ারী)		৩৯৷৷ আনা	

যাত্র হিসাবে ব্যবহার্য তৈলবীজসমূহের অধিক ব্যবসায় সম্পূর্ণ বন্ধ আছে।

সংবাদ সংকলন

ভারত সরকারের বিপুল ব্যয় হ্রাস

১৯শে আষাঢ়ের খবরে প্রকাশ, সরকারী প্রধান শ্রী সর্দার আজমাই পার্লামেন্টে আগামী আর্থিক বৎসরের (১৯৪৭-৪৮ সালের) বাজেটে এতদ্দিনের ব্যয় বরাদ্দ হইতে ৮০ কোটি টাকা ব্যয় হ্রাস করিবার নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন।

১৯৪৮-৪৯ সালের মধ্যেই এতদ্দিনের ব্যয় হইতে ১১০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইবে, আগামী আর্থিক বৎসরের বাজেটে এতদ্দিনের ব্যয় ধরে ১৯০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইবে।

আরও জানা যায়, সর্দারী বিভিন্ন দপ্তরকে প্রয়োজনানুরূপভাবে ব্যয় সঙ্কোচ করিবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

ব্যাঙ্কিংমূলক সকল ব্যবস্থা প্রবর্তন

জানা গিয়াছে যে, সরকারী কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি করা হইবে না এবং তৎপরিবর্তে ব্যাঙ্কিংমূলক সকল ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইবে। সর্বভারতীয় সকল কর্মিদলের অবসরকাল এই পরিকল্পনা করা হইয়াছে এবং সকল শ্রেণীর উপার্জনকারীর প্রতি ইহা প্রযোজ্য হইবে। যে সকল কৃষিজীবি ভূমিরাজস্ব দেয়, তাঁহাদেরও ইহার অন্তর্ভুক্ত করা হইবে। কোন শ্রেণীর উপার্জনকারীদেরই যাহাতে অসুবিধা না হয় এইজন্য এই পরিকল্পনা করা হইয়াছে এবং এই উপায়ে সমগ্রে ৫০ কোটি টাকা বাঁচানো সম্ভব হইবে। ইহা মুদ্রাস্ফীতি নিরোধের উপায়স্বরূপ হইবে।

পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ নির্বাচন

ভারতের ভাবিক কমিটির নির্দেশানুযায়ী পশ্চিম বঙ্গের আগামী সাধারণ নির্বাচন সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটি সাময়িক কার্যসূচী স্থির করিয়াছেন।

এতদনুসারে আগামী ১৯৪০ সালের মার্চ মাসের মাঝামাঝি মনোনয়নপত্র দাখিল ও অন্যান্য প্রাথমিক কার্য সম্পন্ন হইবে এবং এপ্রিল মাসের তৃতীয় সপ্তাহ নাগাদ নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

ভারতে নূতন ইস্পাতের কারখানা

জানা গিয়াছে, ভারত সরকার যে দুইটি ইস্পাতের কারখানা স্থাপন করিতে মনস্থ করিয়াছেন, তাহার একটির স্থান মনোনীত হইয়াছে বিলাসপুর হইতে ৮১ মাইল দূরবর্তী ডিলাই। উহার নিকটবর্তী স্থানে প্রচুর পরিমাণে কয়লা ও লৌহ শিলা পাওয়া যাইবে বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ মতি অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

বিলাসপুরে মজুত বস্ত্র ও সুতা

ভারত সরকারের শিল্প ও সরবরাহ দপ্তর হইতে নিম্নলিখিত রূপে এক প্রেস রেলি প্রচার করা হইয়াছে :—

ভারত সরকারের টেক্সটাইল কমিশনার ভারতীয় তুলাবাঁধাই বিলাসপুরে তাহাদের তুলাই ও তুলাই-এর পুরাতন মজুত বস্ত্র ও, বোলাই এবং তাহাদের অন্য যেসিন প্রোসেসারের নিকট বিক্রয় করার অনুমতি দিয়াছেন। বিলাসপুরে তাহাদের আসন এবং আসনের পূর্বের মজুত সুতা বা বস্ত্রের জন্য অন্যান্য প্রোসেসারের নিকট বিক্রয় করার জন্য অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। এই সকল প্রোসেসারের টেক্সটাইল কমিশনার তাহাদিগকে তাহা হইতে যে কোন পরিমাণ বস্ত্র ও সুতা এই সকল যেসিন প্রোসেসারের নিকট বিক্রয় করার অনুমতি দিবার নির্দেশ করিয়াছেন। যে মজুত বস্ত্র ও সুতা এখনও পর্যন্ত সরবরাহ করা হয় নাই এবং তাহা বর্তমানে অবাধ বিক্রয়ের জন্য রাখা হইয়াছে বিলাসপুর তাহাও এই সকল প্রোসেসারের নিকট বিক্রয় করিতে পারেন।

এই সকল বস্ত্র ও সুতা বা, বোলাই প্রভৃতি করার পর প্রোসেসারগণ সেগুলি যথানির্দিষ্ট কারখানার মূল্যে এতদঞ্চলের অন্যান্য যে কোন লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যবসায়ীর নিকট বিক্রয় করিতে পারিবেন। বর্তমানে আসাম প্রোসেসার বা ব্যবসায়ীদের নিকট এরূপ কোন বিক্রয় করিবে না।

লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যবসায়ীদের ঘরে যাহারা বিলগুলি হইতে অবাধ বিক্রয়ের জন্য নির্দিষ্ট বস্ত্র ও সুতা ক্রয় করিয়াছেন, তাঁহারা যেসিন

যোগসাজসের ভিত্তিতে হয়ে থাকে। এই সকল ক্ষেত্রে যেন যোগসাজসের ভিত্তিটি ভেঙ্গে দেওয়া যায় এবং প্রয়োজনের বেশী ও প্রকৃত মূল্য যাহাতে হ্রাস করা যায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

চিনির সর্বোচ্চ মূল্য বাঁধা

১৯৪৯ সালের ১লা মার্চ হইতে এক বিজ্ঞপ্তিতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ভারত সরকার আপাতঃ ১বছরের জন্য চিনির সর্বোচ্চ কারখানার দর প্রতিমণ ২৭৷০ ধার্য করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। গত বছরে এই শ্রেণীর চিনির দর প্রতি মণ ২৯৲ ছিল ছিল।

মূল্য প্রত্যেক ইক্ষুর সর্বনিম্ন দরের উপর এই মূল্য ধার্য করা হইয়াছে। গত বছরের ইক্ষুর এই দরই ছিল। ইক্ষুর দর কখনো নীচের দিকে যায় না। আলোচ্য বছরে কারখানাগুলিকে আখের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রোৎসাহনের প্রয়োজন সরকারের বিবেচনাধীন আছে। কারখানার বন্ধুক মাল বিক্রয় ও বন্টন সম্পর্কে কঠোর পদ্ধতিই বজায় থাকিবে।

ভারত-সিংহল বাণিজ্য চুক্তি

প্রকাশ, ভারত ও সিংহলের মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্কের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে সাধারণভাবে একটি চুক্তি স্থির হইয়াছে।

চুক্তি অনুযায়ী ভারত হইতে সিংহলে কয়লা, কাপড় ইত্যাদি, কাপড় কৃ. ইস্পাত, কার্পাস বস্ত্র ও সূতা, পাদুকাদি রপ্তানি হইবে এবং ঐ চুক্তি অনুযায়ী সিংহল ভারতে ৩৫ মিলিয়ন গ্যালন নারিকেল তৈল, চাবড়া, প্রাফাইট, সুপারী, ভারত কেন্দ্র তৈল চালান দিবে। এই চুক্তি উভয় রাষ্ট্রের সরকার অনুমোদন করিলে, ১৯৫০ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে এক বৎসরের জন্য কার্যকরী থাকিবে।

ভারত-মার্কিন বিনিময় ব্যবস্থা

যুক্তরাষ্ট্রের ষ্টেট্স বর্ত তিন প্রতিনিধি ১৯৫০ সালের সংশোধনকল্পে যে সব সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে সে সম্পর্কে মন্তব্য করিয়া বলেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারত ৮ কোটি ডলারের বিনিময় ব্যবস্থায় রাজী হইয়াছে এবং এই ব্যবস্থার ফলে ভারত প্রয়োজনীয় ঔষধ ক্রয়ের পরিবর্তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে ১০ লক্ষ টন গম পাইবে।

চা-শিল্পে ভারত

পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ চা ভারতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ভারতে চা বোর্ড কর্তৃক সংগৃহীত হিসাবে প্রকাশ পৃথিবীতে চা রপ্তানীর প্রায় শতকরা ৪০ ভাগ ভারত হইতে হইয়া থাকে। ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যের মধ্যে চা-ই সর্বপ্রধান। ১৯৪৮ সালে ভারত হইতে ৩৫৫ কোটি পাউণ্ড চা রপ্তানি হইয়াছে। ১৯৪৯ সালের হিসাবে ১ বছরে আরও ১৫ কোটি পাউণ্ড চা বিদেশে রপ্তানি করিবার পরিকল্পনা আছে এবং ইহাদের বার্ষিক উৎপাদন পরিমাণ ৩৪ কোটি ৬৫ লক্ষ ২৭৫ পাউণ্ড।

পাকিস্থানে বিদেশ পাটের ন্যূনতম দর ধার্য

পাকিস্থান সরকার 'আই বিদেশ' শ্রেণীর কাঁচা পাটের আইনসঙ্গত সর্বনিম্ন দর প্রতিমণ ২৫৲ টাকা ধার্য করিয়াছেন। অন্যান্য শ্রেণীর পাটের দর আনুপাতিক হারে ধার্য করা হইবে। এই ন্যূনতম দর ১৯৫০ সালের ৩০ শে জুন পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

পাটের ন্যূনতম দর ঘোষণা করিয়া সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, বিভিন্ন কেন্দ্রের মূল্যমূল্য হ্রাস এবং সঙ্গতিভাবে বাজার হাল বিবেচনা না করিয়া পর্যায় ব্যবসায়ী মহলে উদ্বেগের সৃষ্টি হইয়াছে। পাট ব্যবসায়ে আরও অসুবিধা সৃষ্টি করিয়া এ সম্পর্কে পাকিস্থান সরকারের ব্যবস্থাবলী সুসংহতভাবে কাজ করার প্রয়োজন হইয়াছে। পাট চাষীরা যাহাতে ন্যায্য দর পাইতে এবং বিদেশী ক্রেতাদের পক্ষে অসুবিধা না হয়, এইভাবেই পাট ও পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানি সংক্রান্ত নীতি সরকার গ্রহণ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত পাটের বদলে খাদ্য বিদেশ প্রভৃতি ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই দর ৩০শে জুন ১৯৫০ পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে। পাকিস্থান সরকার আশা করেন যে, পাটের ন্যূনতম দর নির্ধারণ এবং অন্যান্য ব্যবস্থার ফলে চাষীরা অধিকতর লাভের উপযুক্ত হইবে এবং বাজার হতে ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দর হ্রাস পাইবে।

শ্রমিক বিরোধের সংখ্যা হ্রাস

এক সংবাদে প্রকাশ, গত আগষ্ট মাসে (১৯৪৯) ভারতে শ্রমিক বিরোধের সংখ্যা জুলাই মাসের তুলনায় অধিক ১২ হইয়াছে। এই সকল বিরোধে ৮৪ হাজার শ্রমিক জড়িত ছিল। আলোচ্য সময়ে ৫১,০০০ দিন-মজুরের কাজ নষ্ট হইয়াছে। তুলনা হিসাবে উহা জুলাই মাসের ৯০ হাজার দিন-মজুরের কাজ নষ্ট হইয়াছিল। আলোচ্য মাসে ১৯টি ক্ষেত্রে মালিকদের দ্বারা কারখানা বন্ধ করা হইয়াছিল যে মাসের ৩ লক্ষাধিক দিন মজুরের কাজ নষ্ট হইয়াছিল।

বোম্বাইয়ে গত জুলাই ও আগষ্ট মাসে শ্রমিক বিরোধের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৪৫ ও ৪৪ এবং এই দিন-মজুরের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৩ লক্ষ ১০ হাজার এবং ২ লক্ষ ৩০ হাজার। পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা বিপরীত। এই প্রদেশে শ্রমিক বিরোধের সংখ্যা আলোচ্য মাসে ১০ হইতে বাড়িয়া ২৬ এ এবং এই দিন-মজুরের সংখ্যা ১ লক্ষ ৪০ হাজার হইতে বাড়িয়া ২ লক্ষ ১০ হাজার হয়। গত জুলাই মাসে ১৪টি ক্ষেত্রে মালিকগণ কারখানা বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন এবং তাহাতে ৯৯৫ দিন-মজুরের কাজ নষ্ট হইয়া গিয়াছিল।

আলোচ্য মাসে কয়, পাই, ইঞ্জিনীয়ারিং, ধাতু ও মাল ডকাদি শিল্পই দিন-মজুরের অধিক নষ্ট হইয়াছিল। পৌরপ্রতিষ্ঠানগুলিতে অবশ্য কিছু উন্নতি হইয়াছিল। ৩৮ কারখানার অন্তর্ভুক্তিতেই ১ লক্ষ ১০ হাজার দিন-মজুরের কাজ নষ্ট হইয়াছিল। উহার মধ্যে শতকরা ৫৫ ভাগ মালিকের দ্বারা কারখানা বন্ধ করার জন্যই ঘটিয়াছিল।

শ্রমিক বিরোধগুলির এক-তৃতীয়াংশেরও অধিক মাদ্রাজ, আসাম ও বোম্বাই সরকার এবং এক-চতুর্থাংশে হায়দ্রাবাদ ও অন্যান্য করদ রাজ্যে ঘটিয়াছিল। আলোচ্য মাসের শেষভাগে ২৫টি শ্রমিক বিরোধ চলিতেছিল।

সর্ব্বপ্রকার বীমার জন্য—

* জীবন
* অগ্নি
* সামুদ্রিক
* দুর্ঘটনা
* ঘটরগাড়ী প্রভৃতি

হাওড়া ইন্সিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড

৩০নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা—১

ফোন : ব্যাঙ্ক ৩৪৭১

ভারতের উন্নয়ন পরিকল্পনা

চলতি বৎসর শেষ হইবার পূর্বেই ভারতের আভ্যন্তরীণ পুনর্গঠন ও উন্নয়ন ভাণ্ডার হইতে ৬৩ বিলিয়ন মার্ক কোটি হইতে সাড়ে সাত কোটি টাকা পাইবে। ৬ষ্ঠটি পরিকল্পনায় মোট ৫৫ কোটি ৪০ লক্ষ টাকার এবং পরিকল্পনা কমিশন উহার এক কোটি টাকা) ইতিমধ্যেই বরাদ্দ করিয়াছে। যোগানে বিদ্যুৎ উৎপাদন কারখানার বড় বড় বড়ের সাহায্যে হয়ত ইহাই যোগান করা হইবে। বরাদ্দকৃত নিম্নে অনুযায়ী যে সকল পরিকল্পনা শেষ করা হইয়াছে, সেগুলি আগামী বৎসর সমাপ্ত করিয়া ফেলা হইবে।

পাকিস্তানের রেল উন্নতি

পাকিস্তান রেলওয়েজ্‌ইউ ট্রেডের এক সংবাদে প্রকাশ, পাকিস্তান সরকার করাচি রেল উন্নতি-কল্পে ... কিছু উন্নতি সম্পাদিত করিবে ... বর্ধিতেছে।

... হইতে ... সরকারের অভিপ্রায়ই এই ... ফুল আনে ... টাকা ... বলেন যে:

কলম্বো ভারতের আত্মনির্ভরতা

... বলিয়া ... যে, আমে ... যাইবার যে ... করিয়াছে, সেই ... আমদানির ... পরিমাণ ... টাকা ... যে ... করিবে, ... অবস্থার কোনও পরিবর্তন হয় নাই। পাকিস্তান ... মূল্য ... করিয়াছে আমদের ... বিভিন্ন ... পাটের মূল্য ... হইবে ... মোট ... টাকা (... মূল্য) পড়িবে। কিন্তু আমে পাটের ... মূল্য ৫৫ টাকা ধার্য করিয়াছে। ফলেই ... টাকা ... পাট ... করা অর্থনীতির ... হইবে সঙ্গত হইবে না। ইতিমধ্যে ... সরকার উৎপাদন ... কলে ... ব্যক্তির সহিত আলোচনা করিতেছেন বলিয়া মনে হয়।

আগামী বৎসর অপেক্ষাকৃত অধিক পাট উৎপন্ন হইবে বলিয়া আশা করা যায়। ভারতে ১৯৫৭ সালে ১৭ লক্ষ এবং বর্তমান বৎসরে ২৯ লক্ষ গাঁইট পাট উৎপন্ন হয়। ১৯৫৮-৫৯ সালের মধ্যে ভারত পাট সম্পর্কে আত্মনির্ভরশীল হইতে পারিবে বলিয়া আশা করা যায়। তাহা হইলে পাট ক্রয় বাবদ পাকিস্তানকে যে ৭৫ কোটি টাকা দিতে হয় ভারতের সেই টাকা বাঁচিয়া যাইবে, অধিকন্তু পূর্বাঞ্চল সরকার ঐচ্ছা পাটের উপর রপ্তানি শুল্ক বাবদ বেশ কয়েক কোটি টাকা পাইয়া থাকেন, তাঁহাদের আয় বৃদ্ধি হইবে।

স্টেট্রাল ও কেরোসিনের মূল্য বৃদ্ধি

প্রকাশ, ১লা মার্চের হইতে পেট্রোল ও কেরোসিনের মূল্য গ্যালনে প্রতি আনার মূল্য তিন আনা এবং প্রতি গ্যালনের মূল্য আট আনার কিছু কম বৃদ্ধি করা হইবে। ইহাদের মূল্য বৃদ্ধির ফলে এই মূল্য বৃদ্ধির প্রয়োজন হইয়াছে।

বিদেশের বাজারে শেষ পর্যায় বর্তমান হইতে পেট্রোল সরবরাহ অব্যাহত থাকিবে, তবে ১৯৬৯ সালের প্রথম তিনমাসের জন্য হয় হইতে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

সাপ্তাহিক বাজারদর আমদানির হিসাব

গত ১৮শে অক্টোবর (১৯৫১) পর্যন্ত এক সপ্তাহে বিদেশ হইতে আসিয়াছে ১৪ হাজার ৮০০ টন চাল, ১ হাজার ৭০০ টন আটা ও ১ হাজার ৬০০ টন ময়দা আমদানি হইয়াছে। ইহা ব্যতীত বর্তমান বৎসরে আসিয়াছে বিভিন্ন বাজারদর আমদানির পরিমাণ নিম্নোক্তরূপে নিম্নরূপ :—

গম ১৮ লক্ষ ৮ হাজার ৮০০ টন, যবক্ষার ১ লক্ষ ২৯ হাজার ৮০০ টন, চাউল ৭ লক্ষ ১৪ হাজার ৮০০ টন, জোয়ার ৩৪ হাজার ৮০০ টন, যব ১ লক্ষ ৮৮ হাজার ৪০০ টন, ভুট্টা ১ লক্ষ ৫৩ হাজার ৮০০ টন, বুটি ২১ হাজার টন, মিলেট ৯ লক্ষ ৪৬ হাজার ৮০০ টন ও সেগুলি ৭ হাজার ৮০০ টন।

বাজেট সঙ্কোচ পরিকল্পনানুযায়ী রেলওয়ে ব্যয়হ্রাস

সম্প্রতি এক সাংবাদিক বৈঠকে সরকারের রেল ব্যয় ও যাতায়াত সম্পর্কে সরকারী নীতির ব্যাখ্যা করিতে গিয়া শ্রীযুক্ত ফোকর বলেন, বিদেশীদের বাজেটের নীতি অনুযায়ী এই বৎসর রেলওয়ে বিভাগে মোট ৬৫ কোটি টাকা ব্যয় হ্রাস পাইবে।

রেলওয়ে সচিবের ভারপ্রাপ্ত সচিব শ্রীযোগেশ ঘোষ জানাইয়াছেন যে, ১৯৫৯ সালের ১লা ফিব্রুয়ারী হইতে রেলওয়ে যাত্রী গাড়ীর বর্তমান শ্রেণী বিভাগ বাতিল করিয়া তাহাদের স্থান—১; থার্ড ক্লাস বা পূর্বতন ইন্টার শ্রেণীর মধ্যম শ্রেণী—২; সুপারফাস্ট থার্ড শ্রেণী অপেক্ষা উচ্চ স্থান—২ (সাধারণ) এবং স্থান—৩, এই চারিটি শ্রেণী প্রবর্তন করা হইবে।

শ্রীঘোষের মতে, যাত্রীবাহী ট্রেনগুলি, মূলধনের অত্যধিকতার নিয়ন্ত্রণ নীতি রহিত, অত্যধিক যাত্রী-গাড়ীর ব্যবস্থা এবং নিয়মিত সময়ে গাড়ী চলাচল ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

ব্যয় সঙ্কোচের বিষয় উল্লেখ করিয়া শ্রীঘোষ বলেন, রেলওয়ে সাধন কর্তৃপক্ষকে বিভিন্ন বিভাগের ব্যয় সঙ্কোচের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। তবে যাত্রীদের সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে কোন ব্যয় হ্রাস করা হইবে না। একজনীয় ব্যয় খাতের ব্যয় হ্রাস করা হইবে। রেলওয়ে সম্প্রসারণ অথবা নূতন রেলপথ, সেতু ও ইঞ্জিন নির্মাণের ক্ষেত্রে যে সকল কাজ এখনও আরম্ভ করা হয় নাই, তাহা স্থগিত রাখা হইবে। রেলওয়ে বাজেটের এককালীন ব্যয় খাতে বর্তমান বৎসর ৭২ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে। আগামী বৎসর ঐ খাতে ২২ কোটি টাকা ব্যয় হ্রাস করা হইবে। মূল পরিকল্পনাভুক্ত যে সকল কাজ আরম্ভ হইয়াছে, তাহার কাজ আগামী বৎসরও চলিবে।

তিনি ইহাও উল্লেখ করেন যে, বাজেট ব্যয় হ্রাস করা হইলেও চিরাচরিত ভাতাদি ও আদায় রেলপথ সংক্রান্ত পরিকল্পনার কাজ কোনভাবেই ব্যাহত হইবে না।

শ্রীঘোষ বলেন, রেল কর্মচারীদের ছাঁটাই করা হইবে না। তবে কোন ক্ষেত্রে রেল কর্মচারী ছাঁটাই প্রয়োজন হইলে ১৯৫৯ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বরের পূর্বে নিযুক্ত কর্মচারীদের ছাঁটাই করা হইবে না।

চিরঞ্জন ভাইটী কলিকে শ্রীআয়েঙ্গার বলেন, ১৯৫৯-৬১ সালে উক্ত কারখানায় বগি নির্মাণ বর্তমান হইবে। ১৯৬১-৬২ সালে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে।

বস্ত্র ও বাস্তুসরের মূল্য হ্রাস

দুই বস্ত্র ও বাস্তুসরের মূল্য হ্রাসকল্পে যে ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে, সে সম্পর্কে ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হইয়াছে। ১৯৫৯ সালের ১লা মার্চের পর যে সব বস্ত্র ও সূতা উৎপাদন করা হইবে, তাহার বিক্রয় মূল্য সম্পর্কে চার টাকা এবং বস্ত্র বিক্রয়কালে বিক্রয় মূল্যের উপর যে অতিরিক্ত মূল্য গণনা হয়, তাহার সর্বোচ্চ পরিমাণ পঞ্চকরা ৩ টাকা ও সূতার সর্বোচ্চ মূল্যমান হার পঞ্চকরা আটাই টাকা ধার্য করা হইবে।

সরকার বস্ত্রাদির বিক্রয়-মূল্য পঞ্চকরা তিন তিন টাকা হইতে পরে টাকা পর্যন্ত হ্রাস করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বাস্তুসর ব্যবসায়ের ও ব্যবহারের জন্য যে পরিমাণ করা হয়, তাহার পরিমাণ হ্রাসের ফলেই এ জাতীয় মূল্য হ্রাস সম্ভব হইবে। আগামী ১লা মার্চের হইতে এই ব্যবস্থা বলবৎ হইবে। আগামী মার্চের ও জানুয়ারীর মধ্যে পাকিস্তান পক্ষ সংগ্রহ করা হইবে। উহা সংগ্রহের জন্য যে ব্যয় হইবে, তাহার পরিমাণও হ্রাস করা হইবে। প্রাদেশিক সরকারসমূহ বাস্তুসরের প্রকৃত মূল্য ঘোষণা করিবেন।

বঙ্গীয় রেল, ২৩৫ সিনেমাল লেন রেল, কলিকাতা হইতে শ্রীকানন ভট্টাচার্য্যোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও আর্থিক ভারত লিঃ এর পক্ষ হইতে বঙ্গ কমার্শিয়াল বিল্ডিংস, ২৩৫, রেলওয়ে মুক্তার রোড, কলিকাতা—১ হইতে প্রকাশিত।

মুদ্রণ-সম্পাদক :— শ্রীকানন ভট্টাচার্য।

"Compliments of the Editor."

REGD. No. C3105.

আর্থিক ভারত

ARTHIK BHARAT

অর্থ নৈতিক সাপ্তাহিক

২য় বর্ষ ২৪ সংখ্যা | কলিকাতা, বুধবার ১৫ই কার্ত্তিক, ১৩৪৯; ১লা নভেম্বর, ১৯৪২ | [মূল্য ।৹

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	৯৫৫	পণ্যদ্রব্যের বাজার	৯৬০
কৃষি সংস্কার		মজুত চিনি নিয়ন্ত্রণ (১৯৪২) অর্ডার	
প্রাসঙ্গিক ...	৯৫৮	সংবাদ সংকলন	
পশ্চিম বঙ্গের বাস্তু ঘাটতি, ইন্দোনেশিয়ার আসন্ন স্বাধীনতা, মহীশূর শিক্ষা সম্মেলন, চিনি প্রসঙ্গে		শেয়ার বাজার	
		টাটা ফেব্রুয়ার্সের শেয়ারে বিপর্যয়	

কৃষি সংস্কার

সম্প্রতি কংগ্রেস কৃষি সংস্কার কমিটি প্রদত্ত মূল বিবরণীর এক সংক্ষিপ্ত মর্মার্থ প্রকাশিত হইয়াছে। জমিদারী প্রথা বিলোপের ফলে যে পরিস্থিতি ও সমস্যার উদ্ভব হইবে, তৎসম্পর্কে তদন্ত ও পরবর্ত্তী কার্য্যক্রম নির্দ্ধারণের উদ্দেশ্যে ১৯৩৭ সালে ডিসেম্বর মাসে শ্রী জে. সি. কুমারাপ্পার সভানেতৃত্বে উক্ত কমিটি গঠিত হয়। কমিটি প্রায় দুই বৎসর যাবৎ নানারূপ তদন্ত ও বিচার বিবেচনার পর যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহাই সুপারিশের আকারে চল্লিশটি বিবরণীতে উপস্থাপিত করিয়াছেন। কমিটির কৃষিসংস্কারবিষয়ক কর্ম্মনীতি সমন্বিত মতামত নীতি ও আদর্শের দিক হইতে গভীর তাৎপর্য্যপূর্ণ এবং উহার ফলাফলও যে সুদূরপ্রসারী সেই বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। তবে উহা সম্পূর্ণ দোষ ত্রুটি বিবর্জ্জিত ও সর্ব্বপ্রকার সমালোচনার ঊর্দ্ধে অবস্থিত—এইরূপ একদেশদর্শী মনোভাব আর যাহাই হউক সুযুক্তি নহে। কিন্তু ভূমি-সংস্কার সাধনের বা ভূমি স্বত্বগঠনের অভিপ্রায়ে স্বীকৃতির এবং তদনুযায়ী বাস্তব পথা নির্দ্ধারণের দিক হইতে কমিটির সুপারিশসমূহ যে সুচিন্তিত ভাবে নিঃসন্দেহে বলা চলে।

জমিদারী, রায়তওয়ারী, তালুকদারী প্রভৃতি বিভিন্ন প্রচলিত ভূমি প্রথার কৌলতে ভারতের কৃষি অর্থনীতি অচল ও দুরবস্থ, ভূমির উৎপাদিকা শক্তি ক্ষতিগ্রস্থ ও ক্ষীয়মাণ এবং কৃষক নিঃস্ব ও সর্ব্বস্বান্ত —এই নিষ্ঠুর ও কঠোর সত্য দরদী-চিত্ত, জমিদার-প্রজা, সর্ব্বশ্রেণী স্বীকার করিয়া থাকেন। কৃষি-ক্ষেত্রে সর্ব্ববিধ জটিলতা, উপদর্গ ও দুরবস্থার মূলে যে ভূমি সমস্যা এবং তাহার সমাধান সম্পর্কে পরস্পর বিরুদ্ধ মতামত পোষণ করা সত্ত্বেও সকলপক্ষ একমত। এমনকি জমিদারেরাও এখন আর জমিদার থাকিতে চাহেন না বরং যেন-তেন 'অতিপূরণ' লাভ সাপেক্ষে জমিদারীর কবলিত ও দুর্ঘট হইতে পরিত্রাণ প্রার্থী। দেশের তিন-চতুর্থাংশ অধিবাসী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। সুতরাং ভারতীয় অর্থনীতি বস্তুতপক্ষে কৃষি অর্থনীতিকে কেন্দ্র করিয়া আবর্ত্তিত হইতেছে বলিলে একটুও অতিশয়োক্তি করা হয় না। ভূমি প্রথার ফলে কৃষি অর্থনীতির এই অসংগঠিত অবস্থার কাঠামোবিষয়টির বহু বিশ্লেষণী ও সংশোধন আলোচনা বহুকাল যাবৎ অভিজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরা করিয়া আসিতেছেন। তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন ও নিরর্থক বোধে

অনুসন্ধান কমিটির বিবরণীতে যাহা উপস্থাপিত করা হইয়াছে তাহাই এক্ষেত্রে আলোচনার বিষয়বস্তু।

মৌলিক অধিকার ও ন্যায়ের দিক হইতে জমির প্রকৃত মালিক চাষী, মধ্যস্বত্বভোগীরা অন্যায় দখলকার ও ন্যায়ের অপলাপক মাত্র। ক্ষতিপূরণ নহে একান্ত অবশ্য কর্তব্য বলিয়া কমিটি যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা নিঃসন্দেহে ভূমিব্যবস্থাকে নৈতিক ভিত্তির উপর দাঁড় করাইবে। 'লাঙ্গল যার, জমি তার' এই আওয়াজ তাহাদের অবশ্যম্ভাবী কৃষিব্যবস্থাতে বিপ্লব প্রবাহ সঞ্চার করিয়া নবজীবনের ও আশ্বাসের সূচনা করিবে এই প্রত্যাশা দুরাশা নহে। এই সম্পর্কে চাষীর সাক্ষ্যও কমিটি সন্তোষজনক বিশ্লেষণ ও নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। কমিটির মতে যাহারা একাধিক্রমে ছয় বৎসর যাবৎ জমি চাষ করিতেছে তাহার অবশ্যই জমির মালিকানা স্বত্ব পাইবে, তাহাড়া যে সকল ভূস্বামী কিছুটা কায়িক পরিশ্রম করিয়া কৃষিকার্যের সহিত সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকিবেন তাহারাও নিজে জমি চাষ করিতেছে বলিয়া গণ্য হইবে। তাঁহার মূল কথা হইল, রাষ্ট্র ও কৃষকের মধ্যবর্তী কোন কৃষকদের জমির থাকিবে না। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে ছাইট কমিশনের বর্ণনা অনুসারে শিখ আমল হইতে পাঞ্জাবে কৃষকই জমির স্বত্বাধিকারী, তাই জমির মালিক এবং আইনের চক্ষেও তাহা স্বীকৃত। অবশ্য ছাইট কমিশনের প্রস্তাব জমি চাষের হিসাবে দেখা যাবে পাঞ্জাবে কৃষকদের অধিকাংশ চাষী, অবশ্য চাষী এবং ভাগচাষীরাই সংখ্যায় বেশী জমি চাষ করে। যেখানে আইনের চক্ষে কৃষিব্যবস্থা মধ্যস্বত্ব বলিয়া কিছু নাই সেখানে উপরিউক্ত ধরনের চাষীর অধিকার ও দাবী পরিহার করিয়া সিদ্ধান্তে উপনীত করিলেও তাহাই বাস্তব হয়। অতএব কমিটির মধ্যস্বত্ব উচ্ছেদ ও তাহার পাশাপাশি নির্দিষ্ট চাষী সম্পর্কিত সাব্যস্ত করে পাঞ্জাবের ভূমিব্যবস্থার যাহা দেখা গিয়াছে তাহাই কোন না কোন আকারের সর্বত্র পরিলক্ষিত হইতে পারে। এই ধারণা নিতান্ত অমূলক নহে যে কমিটিগুলির প্রধান স্থলে কেহ পর্যন্ত না ছোটখাটো প্রধান কাজের হইয়া পড়ে। কেননা কৃষিকার্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে যুক্ত এবং কিছুটা শারীরিক পরিশ্রমের ভূস্বামী বলিয়া কমিটি চাষীর সংজ্ঞা এমন ব্যাপক যে, জোতদারদের পক্ষে উক্ত ধরনের চাষী গণ্য হইতে বিশেষ বাধা থাকিবে না। ফলতঃ এক্ষেত্রে চাষী ও শোষক মধ্যস্বত্বভোগী হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। যে মধ্যস্বত্ব বাস্তবিক বিলোপের জন্য কমিটি যত্ন তাহাই নানান ছিদ্রপথে ভিন্ন আকারে মধ্যস্বত্বকে বাঁচাইয়া রাখিবার পথ খুঁজিয়া পাইবে। অধিকন্তু একাধিক্রমে ছয় বৎসর যাবৎ জমিতে চাষ করিলে কোন শ্রেণীর চাষীরা কমিটির নির্দিষ্ট সংজ্ঞানুযায়ী চাষী বলিয়া পরিগণিত হইবে তাহাও সুস্পষ্ট নহে। যে সকল চাষী জমির মালিকানা হারাইয়া ক্ষেতমজুরে পরিণত হইয়াছে, তাহাদের জন্য নিরঙ্কুশ বেতনের আইনসঙ্গত বিধান ও পৃথক ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা গঠনের যে উপযুক্ত সুপারিশ কমিটি করিয়াছেন তাহাতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে কমিটির নির্দিষ্ট সংজ্ঞার মধ্যে অন্ততঃ এই সকল ভূমিহীন কৃষকদের স্থান নাই। অথচ ইহারাই ছিল এতদিন স্বত্বাধিকারী চাষী। জমিদারী ও রায়ত-ওয়ারী প্রথার শোষণে ও পোষণে নিঃস্ব ও অনন্যগত জমি হারাইয়া ভূমিহীন চাষীর শ্রেণীতে ভর্তি হইয়াছে। কৃষিক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত এই ক্ষেতমজুরের সংখ্যারই বৃদ্ধি ঘটিয়াছে। জমিতে চাষ করার সময় প্রতিপন্ন কালে উহাদের চাষী উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। সে যাহাই হউক জমিতে কৃষকের অধিকার সাব্যস্ত করিয়া কমিটির যে সুপারিশ প্রকাশিত হইয়াছে আপাত ব্যবস্থা হিসাবে তাহার গুরুত্ব সামান্য করা যায় না।

রাজেন্দ্রা কমিটি প্রস্তাবিত আঞ্চলিক ভূমিলাভিনী কমিটির নির্ধারিত মূল্যে জমিদারের নিকট হইতে জমি কিনিয়া লইতে পারিবেন—এই সর্তাধীনেই চাষী জমির মালিক হইবে। এক কথায় জমিদারকে ক্ষতিপূরণ দিয়া তবেই জমির মালিক হইতে হইবে। সর্বশ্রেণীর কৃষকের সেই শক্তি, সামর্থ্য ও সঙ্গতি থাকিলে কৃষি সংস্কার এই দুরূহতা ও জটিলতি ঘটিত না। ক্ষতিপূরণের এই অর্থ যে, যোগাইবে তাহা স্থির না হওয়া পর্যন্ত অথবা কৃষকদের হাতেই সেই অর্থ আসিবার আগে কৃষক হইলে স্বাধিকারী সম্পন্ন কৃষকের আবির্ভাব আদৌ ঘটিবে কিনা সে বিষয়ে সংশয় রহিয়াছে। যুক্ত প্রাদেশিক সরকার চাষীর নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ সংগ্রহের এক অভিনব পরিকল্পনা করিয়াছেন কাহাকাছে তাহার বিফলতা ও অসারতা প্রকাশ্যের মধ্যেই ধরা পড়িয়াছে। ইহা খুবই সত্য যে চাষীর পক্ষে জমির নির্দিষ্ট মূল্য যোগাই হইবে না কেন ক্রয় করিবার সঙ্গতি নাই। সুতরাং জমিতে চাষীর অধিকার সাব্যস্ত করা ও সরাসরি অধিকার কায়েম করার মধ্যে বিরাট পার্থক্য রহিয়াছে। সেইদিক হইতে বিবেচনা করিলে কমিটির সুপারিশের প্রয়োজনানুরূপ সংশোধনের আবশ্যকতা অনুভূত হয়।

কমিটির অন্যান্য সুপারিশগুলি সম্পর্কে অল্পবিস্তর সকলেই একমত হইবেন। ক্ষুদ্র ক্ষেতগুলির সমবায় ভিত্তিতে একত্রীকরণ ও চাষ-আবাদের কমিটি যে সুপারিশ করিয়াছেন তাহাতে সর্বশ্রেণির ক্ষেতের অধিকারীরাই স্বেচ্ছামত লাভবান হইবে না, কৃষিব্যবস্থার দেশের আর্থিক বিকাশ ও উন্নয়নের পক্ষে একমাত্র ও অপরিহার্য ব্যবস্থা হিসাবে সমবায় পদ্ধতির শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন হইবে, ভারতীয় আত্মঘাতী অর্থনীতির প্রচুর অপচয় ও দুর্গতির পরিহারের পথ প্রশস্ত হইবে, এবং উহা আর্থিক বনিয়াদ সৃষ্টি হইবে। জোরপূর্বক সমবায় গঠনের পরিবর্তে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সমবায় গঠনোপযোগী মনোভাব সৃষ্টির পক্ষে তদনন্তর আগ্রহ জন্মিতে পারিলেই তবেই উহা সম্ভব ও সার্থক হইবে।

কৃষকদের ঋণের বোঝা লাঘব করিবার উদ্দেশ্যে কমিটি ঋণ শোধের ক্ষমতা অনুযায়ী বাধ্যতামূলক ভাবে মেয়াদ পরিমাণ করাইয়া দিবার সুপারিশ করিয়াছেন। ইহাকে জোরজুলুম ভিন্ন বৈজ্ঞানিকোচিত অপবাদে নিন্দিত করা যায় না। উক্ত অবশ্যম্ভাবের সূত্র ধরিয়া যাহারা কৃষকের আয় বৃদ্ধির প্রশ্ন উত্থাপন করেন, তাহাদের স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, ভূমিহীনদের কয়ের বোঝা যেমন লাঘব হয় নাই তেমনি কৃষকার্য ও জীবন ধারণের সর্বদিক উপকরণেরও অধিকতর মূল্য বৃদ্ধি ঘটিয়াছে। অত্যধিক উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে পারবান হইলেও বিপুল সংখ্যক কৃষকের ভাগ্য ইহাই চূড়ান্ত নিষ্পিষ্ট হইয়েছে।

ইতোমধ্যে অনেক ডিলারশিপের আবেদন পরিত্যক্ত হইয়াছে, বেশির ভাগ অস্বীকৃত করিয়া। গুরুত্বের বিচারে এই ডিলারশিপ দেওয়ার জন্য পরিচালনার ভার পরিচালনের বিভিন্ন কমিটি সেই সঙ্গে তুলাবিদের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। তাহাড়া কোন মন্তব্যের ক্ষেত্রে কমিটি সরকারের দায়িত্বশীলভাবে নাম ঘোষণাকারী ও বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা চিঠে সমর্থন করিয়াছেন।

কৃষিসংক্রান্ত চার অন্যান্য যে সব মূল নীতির উপর কমিটি অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা হইতেছে, গুরুত্বের ব্যক্তির বিকাশের সুযোগদান, ক্ষেতীয় ঐক্যের অবসান, সমাজিক পরিবর্তন উৎপাদন বৃদ্ধি এবং তদনুযায়ী সম্ভাবনা ও বাস্তব পরিকল্পনা প্রণয়ন। ইহা সত্য যে বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষকদের সমস্যাগুলি ভিন্ন ভিন্ন ধরিয়া সর্বত্র একরূপ সমাধান সম্ভব বা প্রয়োজ্য নহে। সেই কারণে কমিটি যে মূল বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে, তাহা হইতেছে, কৃষক পরিবারের জীবনযাত্রার একটি সমন্বয় মান ও বন্ধু সমাধান এবং উহারই ভিত্তিতে স্থানীয় সমস্যার বিচার ও সমাধান।

এতদ্ব্যতীত ইহাদের স্বাভিমান, সমবায়ী পরিকল্পনা প্রণয়ন, কৃষি ও শিল্পের সমান মর্যাদা তুলার সমস্যা রক্ষা, নিম্নতম কৃষি পরিসংখ্যান প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে তাহাদের মতামত ও সুপারিশ প্রদান করিয়াছেন। তৎসম্পর্কে কেন্দ্র বিশেষে প্রয়োজনানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া তাহার প্রয়োগ করার পক্ষে কেহই দ্বিমত হইবেন না।

কমিটির বিবেচনার সর্বাপেক্ষা জটিল অবশ্যই আর একটি বিষয়ে এম যে শুল্ক দ্রব্য করে তাহাকে বিভিন্ন হইবে তাহা কমিটি আশা ইক্ষুদের সঙ্গে সঙ্গে আরও সম্পাদন করে অবশ্যই মনে হইবে। এ সম্পর্কে কমিটির যে মতামত বা সুপারিশের অভাবে ইহাই মনে হইবে যে কমিটি প্রথমে ইক্ষুদের গুরুত্বের অভাবে কোন পরিবর্তন হইবে না। কমিটির পূর্ব বিবেচনায় আরও সম্পর্কিত বিষয় আলোচিত হইয়াছে কিনা প্রকাশিত সংবাদে তাহার কোন উল্লেখ নাই। সে সম্পর্কে এইটুকু বলা চলে যে প্রচলিত কৃষি ব্যবস্থা অনুযায়ী জমিতে সার ব্যবহার বর্তমান আমদানি তাহার তুলনায় বেশী। তাহাড়া আমদানি আমেরিকা সরকার এবং স্থানীয়ভাবেও এক রকম নহে। জমির সার-আমদানির প্রশ্নের সঙ্গে আমদানি প্রসঙ্গও ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। যে কারণে কমিটির প্রধান মুখ্যতঃ আলোচিত হইয়াছে, আমদানি ক্ষেত্রেও সে সকল কারণ সমভাবেই বিদ্যমান।

সংক্ষেপে বলা হইয়াছে কৃষি সম্পর্কে কমিটির বিদেশী কারিগরের প্রতিনিধিদের ইক্ষুদের বর্তমান হইয়াছে তাহাতে কাহারো কথা না করার দায়িত্ব কংগ্রেসী সরকারের উপরই বর্তিবে। তুলিসাধারণ সাধন ব্যাপারে কমিটির সুপারিশগুলি কার্যকর ও ফলপ্রসূ হইবে তাহা সাধারণ সংস্কার পরিকল্পনার উপরই সর্বাংশে নির্ভর করিতেছে। কাজেই সুপারিশ সুপারিশমালাই থাকিয়া যাইবে যদি সরকারের পক্ষ হইতে প্রবল উদ্যোগের সৃষ্টি না হয়।

প্রাসঙ্গিক

পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য ঘাটতি

পশ্চিমবঙ্গের সরবরাহ সচিব শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র সেন সম্প্রতি এক বাণীতে বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যে এই প্রদেশের ঘাটতির যে সংখ্যার পরিমাণের অভিধানের তাহা বাস্তবিকই বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। এই প্রদেশের জনসংখ্যা প্রায় ২১০ কোটি অথচ উহার আবশ্যক মাত্র ১২,৫০০ বর্গ মাইল। প্রতি বর্গ মাইলে প্রায় ৮৫১ জনের বাস। এইরূপ ঘন বসতি পৃথিবীর আর কোথাও নাই পশ্চিম বঙ্গে মাত্র ১০ লক্ষ একর জমিতে ঘন চাষ হয়। সাধারণতঃ ইহা হইতে বৎসরে ৫৭ লক্ষ টন খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়। তাহা হইতে বীজ ও গৌণ্ডি ব্যবহারে যাহা উৎপন্নের মোট ৫৫ লক্ষ টন বাদ পড়ে। অথচ আমাদের প্রয়োজন ৭৫ লক্ষ টন। অতএব আমাদের খাদ্য-ঘাটতির পরিমাণ বছর বছর [illegible] টনের পরিমাণে [illegible] পশ্চিমবঙ্গে [illegible] উৎপাদনের [illegible] মোট প্রয়োজন [illegible] ঘাটতি পশ্চিমবঙ্গে [illegible] হইতেছে। মোটের উপর ৯,১৮,০০০ টন। এই পরিমাণ বৎসরে প্রায় ১২০০ টন সাধারণ চাল এবং ৮৫০০ টন ডাল ও অন্যান্য উৎপন্নের পরিমাণ ১৯,০০০ টন কিন্তু চাহিদার হিসাবে আমাদের মোট প্রয়োজন ২,২১,০০০ টন। যেখানে ১৯,১৭,০০০ টন আমদানি সেখানে আমরা বৎসরে ৩,১৪,০০০ টন আমদানি করি। বাহ্য মাসে ইহা ছাড়া পাকিস্তান প্রভৃতি প্রদেশ হইতে বিপুল পরিমাণ চাউল আসিতেছে।

খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে মনোযোগ না দিলে প্রাদেশিক অর্থনীতির এই মৌলিক দুর্বলতা দূর করা যাইবে না। আমরা সচিবের সকল সদুদ্যম এই বিষয় দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

ইন্দোনেশিয়ার আসন্ন স্বাধীনতা

এ শতাব্দীর পোস্টিয়ারার অভিনিবিষ্ট হইয়া থাকাতে ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা সূর্য উদয়ের ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে। আগামী ৩০শে ডিসেম্বরের মধ্যেই ইন্দোনেশিয়ার আকাশ-কাশে বিপুল কর্মচাঞ্চল্যের এই সূর্যোদয় ঘটিবে। আমরা এই আসন্ন স্বাধীনতাকে এখনই আন্তরিক অভিনন্দন নিবেদন করিতেছি।

ডাচ মহাসাগরের অন্তরালে অবস্থিত যাহা মূল ডাচ রাজ্য হইতে বিভিন্ন ধরনের ইন্দোনেশিয়ার সহিত ভারতবর্ষের আর্থিক যোগসূত্র ছিন্নতালই থাকিবে। এই উভয় দেশের আমার সম্বন্ধে মধ্যে। ইন্দোনেশীয় বণিকের লোভাতুর দৃষ্টি অনেক দিনের ইন্দোনেশিয়ার বনজসম্পদের উপর নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। ডাচ-বিপুল প্রতিভাবের সঙ্গে মিলিতের অবসরের ডাচদের ভাগ্যের সরকার নিজের ইন্দোনেশিয়ার বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযান চালাইয়াছিল। যেভাবে ডাচের প্রতি নিজের বিশ্বি ভাবধারার বহন করিবার নির্দেশ লোকই দিয়া তাহাদের ডাচ ইন্দোনেশিয়ার পাশে পুনরে পরাইয়া রাখিয়াছিল। আজ বিশ্বের এশিয়ার পরাধীনতার মূল আজ পর্যন্ত করিয়া উঠিতেছে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের পরের যে সমস্ত ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক এশিয়ার নানা মূলুকে এযাবৎ প্রভুত্ব করিতেছে নিজেদের তাহাদের নিজ নিজ ভাগ্যের নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা লাভের পরে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের মনুষ্যত্বে বিরাট্ট করা এমনই সহজসাধ্য হইবে তাহা আমরা বিশ্বাস করি না। তবে ইহা নিশ্চয় যে ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা লাভের পর হইত

তাঁহারা অন্যান্য কারণের মধ্যে ইহাকেও অন্যতম কারণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলেই ইংরেজের আমল হইতে শিক্ষার ব্যয় বৃদ্ধি হইয়াছে। উপরন্তু এই ব্যয় বৃদ্ধিটাই অবশ্য বাঞ্ছনীয় এজন্য নিশ্চিন্ত পরিণতি। যে দেশে বেকার বৃদ্ধির সংখ্যা জানাইয়া নিজেদের সর্বনাশ করিতে হয় সে দেশ যে কতখানি দুর্ভাগা তাহা বিশেষজ্ঞের ভাষা বিশ্লেষণ করিয়া দিবার নিষ্প্রয়োজন।

সম্প্রতি এই দুরবস্থার প্রতিবিধান করিয়া শিক্ষাসচিব শিক্ষক সৃষ্টি সংখ্যা সংযত করিবার উদ্যম করিয়াছেন। এই সংযমের সাধনাকল্পে তিনি নির্দেশ করিয়াছেন বিদ্যালয় জাতীয়ে এক প্রকার সাময়িক ব্যয়সংকোচমূলক কঠোর বিধির প্রবর্তন করিতে হইবে। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রেরা যদি অন্তরালে ছয়মাস কাল ব্যয়সংকোচমূলক ভাবে এই শিক্ষালয় কার্যে আত্মনিয়োগ করেন তবে এই সময়ে বিশ্ব পরিস্থিতের সমাধানের পথে অগ্রসর হইতে পারিবে। তাহা দ্বারা দুর্বিসহী শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষকদেরও এই কার্যে নিযুক্ত করা যায়। অন্য আমার সাহেব উল্লেখ করিয়াছেন কলাদের উপর সমধিক নির্ভর করা হইবে সেই প্রবেশিকা উত্তীর্ণ বিদ্যোৎসাহী এই দুরূহ কার্যের কতখানি উপযুক্ত হইবে তাহাও চিন্তার বিষয়।

আমার সাহেব শিক্ষা সমস্যার বিভিন্ন দিক-গুলিরই আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু সমাধানের কোন নির্দিষ্ট কার্যকর উপায়াদি করিতে পারেন নাই। অতএব আমরা এই নিয়াই প্রশ্ন করিব যে ছিয়াত্তরিত প্রথায়ের শিক্ষার আকাশে আরও একবার চকিত বিদ্যুৎস্ফুরণ হইল মাত্র, তখনার প্রয়োজন বিদূরিত অন্ধকারের হইল না।

চিনি প্রসঙ্গে

বর্তমান সপ্তাহ হইতে পাকিস্তান কেন্দ্রে চিনির মূল্য ৬৵০ আনা হইতে কমাইয়া সের প্রতি ৬/৯ পাই করে নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। ইহা কেন এলাকার অধিবাসীদের পক্ষে সুসংবাদ। তবে এই সম্বন্ধে বিভিন্নদিকের অন্তরালে যে অভাব বাজার করিয়াছে তাহাতে ২।০—৩।০ করে বিপুল পরিমাণ চিনি প্রায়ই হাত বদল হইতেছে। ছিটার ও চাষের খোকার, কে.আর্থ, খোকেন প্রভৃতি প্রধান আহক। ছিটার খোকা ও চাষাদীরা সরোষ পথে ছিটার ও চাষের অন্ত উচ্চ মূল্য দিয়ে বাধ্য হইয়া কোথা-বাজারের পূরণ-ব্যবস্থা করিতেছেন। চিনির অভাব ঘুচিয়া বাহির করা, অপরাধীদিগকে শাস্তি দেওয়া, কালো বাজার বন্ধ করা প্রভৃতি বিষয়ে সরকার সম্পূর্ণ অসফলকাম হইয়াছেন। তাই শিল্প সম্প্রতি দুই চারটি চিনির কোম্পানি একটু অনুকূল। পূর্বেকার চেয়ে ব্যবসায় ইহার পরিমাণ তিন, চারি ঘটাইয়া ও দুগুণ তিন ৯০ সালে বন্ধ আছে। অতএব, আমরা যে অন্ত দুই সম্প্রদায়ের চেয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি ও আমদানীর হ্রাসবৃদ্ধি হ্রাস এই দুইটি প্রধান সমস্যার বিভিন্ন সমাধান করিয়াছি ইহাতে তাহার চমৎকার সাক্ষ্য পাওয়া যাইতেছে। অনুসন্ধানে সচিব আমাদিগকে বলেন যে, বর্তমান ব্যবস্থা-প্রণালী এই প্রদেশে প্রতি মাসে ৪,০০০ টন চিনির প্রয়োজন। পূর্বের চেয়ের সময় মাসে ৯,৫০০ টন চিনি লাগিত। সম্প্রতি ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা স্থগিত রাখিয়া কেবল আইনের, মজুদের ও বিক্রয়ের এই তিন মাসে ১৪,০০০ টন চিনি সরকার হইবে। অতএব তাহার সরকার এখানে ৮,০০০ টন বরাদ্দ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে আমার পত্র সপ্তাহ পর্যন্ত মাত্র ১৭ পত্র মন চিনি পৌঁছিয়াছে। উহা মোট প্রয়োজনের শতকরা ১৫ ভাগেরও কম। সুতরাং সমস্যার বিলাতিটির কোনও চিনি পাঠানো সম্ভব হয় নাই—সেখানে চোরাবাজারের অন্তরিক্ষ আধিপত্য চলিতেছে।

চিনি সম্বন্ধে ভারত সরকারের খাদ্য সচিব শ্রীযুক্ত অমরনাথ লাল চৌধরায় যাহাকে যে উক্তি করিয়াছেন তাহা চিনির অভাবটিই ও বিশেষজ্ঞের অনুসন্ধানকারীদের নিকট নিরবধি বাক্য বলিয়াই মনে হইবে। তাঁহার মতে সমস্যা চিনির অপরিমিত ব্যবহার চিনি কমাইয়া এই দুর্দিন ঘটাইয়াছে। কোন সংখ্যাতত্ত্বের উপর ভিত্তি করিয়া তাঁহা মন্তব্য এইরূপ উহা নিশ্চয়ই উপস্থিত হইয়াছেন তাহা তিনি উদ্ঘাটিত করেন নাই। কত কমের বাদ চিনির অভাব চলিতেছে। কোনটা সমস্যা আপাততঃ লইয়া অভাব বিদূরিত চিনি কেন তাহা পরিমাণের ক্রয়-ক্ষমতার উর্দ্ধে চলিয়া গিয়াছে—এসব অনুসন্ধান এই মন্তব্যের সুনিশ্চয়তা মূল্যায়ণের ও মজুতদারদিগের অসাধুতা ও উপায়ের ইহার খুঁজিয়া বাহির করা যায়।

আমাদী সরকার চিনির মূল্য হ্রাসের যে ফল আশা ছিল সাম্প্রতিক ঘোষণায় তাহা একরূপ তিরোহিত হইয়াছে। 'ই' শ্রেণীর চিনির সর্বোচ্চ আমদানির মূল্য ২৯/৯ স্থলে প্রতি মণ ২৮৲ ধার্য করা হইয়াছে। ইহার পর কমানো হয় নাই। মূল প্রশ্ন সরকার এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রবল আপত্তি জানান—কলে মূল্য হ্রাসের নীতি এই ক্ষেত্রে তাঁহার সরকার কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছে। অতএব, বর্তমানে কেবল সরবরাহ বৃদ্ধির আশাই আমরা করিতে পারিতেছি। সরকারী মহলের অনুমান যে, আমাদী মরসুমে ১২ লক্ষ টন চিনি উৎপন্ন হইবে। গত বৎসর উৎপাদনের পরিমাণ ছিল মাত্র ১০,২৪ লক্ষ টন। উৎপাদন বৃদ্ধির প্রেরণাদান হিসাবে তিনি উৎপাদকদিগের প্রয়োজনীয় ইয়োক-বৃদ্ধির প্রদান করা হইতেছে। অবশ্য সরকার চিনির উপর প্রতি মণে ৸৹ আনা শুল্ক ধার্য করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কারখানা-গুলিতে লৌহ, কলা, ইস্পাত, সিমেন্ট এবং অন্যান্য নির্মাণের উদ্দেশ্যে আরও আবশ্যক ইয়োক-বৃদ্ধির দেওয়া হইবে। আশা করা যায় তিনি সরবরাহের উপর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অবশ্য থাকিবে। সম্প্রতি ১৯৩৯ সালের মজুত চিনি (নিয়ন্ত্রণ) আদেশ জারী করিয়া ভারত সরকার ব্যবসায়ীদের হাতে কতটা বা কোথায় চিনি মজুত সম্পর্কে খবর লইয়াছেন। বিভিন্ন অঞ্চলের জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর চিনির কারখানার মূল্য নির্ধারণের ব্যবস্থাও সরকার অবশ্যে গ্রহণ করিয়াছেন। চিনির শুল্ক বিশেষ বৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই। তবে কর্তৃপক্ষের অবহেলায় চলন বা ব্যবসায়ীদিগের অবৈধ কার্য-কলাপে এই বৎসরের কোনোরূপ দুরবস্থার সৃষ্টি হয় সেই বিষয়ে সরকারকে সজাগ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

চিনির সংরক্ষণ ব্যবস্থার যেসব আপাতঃ ভাবে ত্রুটি রহিয়াছে। আমরা সরকার উহা বজায় রাখিবেন কিনা সেই বিষয়ে তাঁহার মনস্থ করিতেছেন। সাম্প্রতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে অনুসন্ধান চলিতেছে। কলের মালিকবৃন্দ ও চিনি ব্যবসায়ীরা সরকার দোষারোপ করিতেছেন। আশা করা যায়, এক সালের চিনি বছরের শেষে সর্বত্র হইবেন এবং বন্ধক অবাধে কারার তাহা সঠিকভাবে জানা যাইবে। অনুসন্ধান সংক্রান্তের অনুরোধে অনেক আশ্বাস ঘোষণা করিয়াছে, কিন্তু এ ব্যাপারে কিছুই জানা যায় নাই। সুতরাং আমরা এই সংবাদকে বিশেষ বিবেচনাপূর্বক আমাদের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতে অনুরোধ করিতেছি।

পণ্যমূল্যের বাজার

যন্ত্রচালিত চিনি নিয়ন্ত্রণ (১৯৪৯) আদেশ জারী

কেন্দ্রীয় সরকার সম্প্রতি যে আদেশ জারী করিয়াছেন তাহার ফলে সরকার বা তাঁহার নিকট অবস্থাপন্ন ব্যক্তি ব্যতীত চিনির কলগুলি আর কাহারও নিকট চিনি বিক্রয় করিতে পারিবে না। বিভিন্ন শ্রেণীর এবং বিভিন্ন স্থানের চিনির মূল্য সরকার নির্দিষ্ট করিয়া দিবেন।

চিনির ক্ষেত্রে করিম এক জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে। আশঙ্কা হয় কেন্দ্রীয় সরকারের এই সাম্প্রতিক আদেশ উৎপাদন পরিমাণের উপর অত্যন্ত প্রতিক্রিয়া আনিবে। অত্যন্ত উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় বিভিন্ন কলগুলির উৎপাদিত চিনি-[illegible] সরকার [illegible] করিয়াছেন [illegible] আখের [illegible] এখন [illegible] আখ ক্রয় করিতে [illegible] উৎপাদন [illegible] এবং বিভিন্নটি [illegible] এবং প্রতি বছর আখ কাটা বন্ধ হইবার পরেই। এখন [illegible] কলগুলি আখ পাওয়া যাইবে কিনা সন্দেহের বিষয়।

চলতি বছর বিশেষ করিয়া আখের ন্যূনতম মূল্য নির্ধারণ করিয়া দেওয়ায় আখের ন্যূনতম মূল্য [illegible] আখের ইতিমধ্যেই [illegible] ঐ মূল্যের [illegible] চিনির উৎপাদন করিতেছিল। আখের উৎপাদন বৃদ্ধির এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অনেকেই প্রতিবাদ করিয়াছেন। তাঁহাদের অভিমত এই যে, আখের ন্যূনতম মূল্য বাঁধিয়া চিনির ন্যূনতম মূল্য নির্ধারণ করিয়া দেওয়াই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। এখন অবশ্য আর সে সময় নাই। তবে সরকার সম্মুখে কোনও উপায় থাকিলে—সরকারের পরিবর্তে ন্যূনতম মূল্য বাঁধিয়া দেওয়া হইবে। এখন তাঁহারা 'অনুকূলতর' বাজার দেখিতে চাহিবেন। আখের ন্যূনতম মূল্য বৃদ্ধি করিলে মিল আর সরকারকে বিশেষ ন্যূনতম মূল্যের সম্ভাবনা। চাষীরা বিভিন্ন মিলমূলে মিলে সরবরাহ করা অপেক্ষা 'গুড়' বা 'খাণ্ডসারী' প্রস্তুতে আগ্রহ করিবে; ফলে চিনির সরবরাহ আরও সঙ্কীর্ণ হইয়া উঠিবে।

সরকার গত আখমরশুমে বর্ধিত উৎপত্তির বিষয় বিবেচনা করিয়াছেন। উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থা প্রসারই এখন এই জটিল পরিস্থিতি হইতে মুক্তি পাইবার একমাত্র সন্তোষ উপায়। বিধিনিষেধ বা নিয়ন্ত্রণের দ্বারা কখনও চাহিদা বা উৎপাদন সরবরাহ সম্বন্ধানের পথ কিছুতেই পাওয়া যাইবে না। অবশ্য এই সঙ্গে বিভিন্নটির আনুষঙ্গিক সমবোধিতার প্রয়োজন। কিমাসিকেরা যদি অসহযোগী মনোবৃত্তি লইয়া চলে সরিয়া যাওয়ার জন্য তাহাদের কোনদিনই সরকার উৎসাহ দিতে পারে না। আশা করি তাঁহারা সরকারের সহিত সহযোগিতা করিতে অগ্রসর হইয়া আসিবেন।

[illegible] চিনির উৎপাদনের মৌসুম ১৯৫৯ সালের অক্টোবর হইতে ১৯৫০ সালের অক্টোবর পর্যন্ত। প্রথম দিন বন্ধনীর ৩৫ দিনের [illegible] শ্রেণীর এবং দ্বিতীয়টির আমদানীর [illegible] ৩৫ দিনের শ্রেণীর। প্রথম দিন মৌসুমে উৎপাদিত [illegible] টন। তাহার [illegible] ১৯৪৯ এক আনা হইতে ৩ আনা পর্যন্ত [illegible] ছিল। দ্বিতীয় দিন শ্রেণীর বি. পি এবং [illegible] শ্রেণীর চিনির আমদানী ছিল সর্বশেষ [illegible]। আমদানির সময় দুই পাসা চিনি [illegible] শ্রেণীর চিনি ওজন বি. পি ১৫/১০ বি. পি ১৯/০ আনা এবং পিওরো ১৯/১০ আনা।

গত ১৯ দিনে [illegible] আমদানির ১৯,০০০ টন। আমদানি শুল্কের [illegible] ছিল। শুল্ক ওজন [illegible] উৎপাদিত প্রতি গাইড ১৯৫ টাকা।

বিদেশী চিনির মৌসুমে উৎপাদিত অন্যান্য [illegible] টন। চলতি দিন হিসাব [illegible]। এই দিন পাসা চিনির আমদানী ছিল সর্বশেষ।

বি পরিচয় মৌসুমের দিন বাকী রহিয়াছে ৮৫ দিন মাত্র।

তুলা

বোম্বাইয়ে তুলার অধিক সরকার বাজারে মৌসুমী উৎসবের দিন যে সাধারণ উৎসাহ পরিলক্ষিত, বিগত আশের সপ্তাহে তাহার অধিকাংশই হারাইয়াছে। ব্যবসায়ীরা এখন এই ব্যবসায়ে পুঁজির অভাব [illegible] ব্যবসায়ীরা [illegible] ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে [illegible] ব্যবসায়ীরা এখন এই [illegible] উৎসাহিত। [illegible] ফলে [illegible] ব্যবসায়ীরা [illegible] সহযোগিতা করিতে অগ্রসর হইয়া আসিবেন।

বিগত সপ্তাহের [illegible] বিপুল উৎসাহের নয়। কেবলমাত্র [illegible] ছিল সামান্যই। 'ফিজর' (নূতন ফেব্রিয়ারী মার্চ-এপ্রিল) এবং 'ব্যাকওয়ার্ডস' এর [illegible] ছিল যথাক্রমে ২৮৫, এবং ১৪৮৭ টাকা। গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী হইতে ২২শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত বাজারে আমদানীর পরিমাণ ১,২১,১১৮ গাঁইট। কিন্তু গত সপ্তাহে অনুরূপ [illegible] আমদানীর পরিমাণ ছিল ১,২১,১১৯ গাঁইট। আলোচ্য সপ্তাহের [illegible] একটি বিবরণ দেওয়া হইল।

কলাণীর পরিমাণে (গাঁইটের সংখ্যা)

	১৯৪৯ সাল	১৯৫০ সাল
[illegible]		৭৮২
উইয়োপুণ্ড		৩,১৩৩
টন		৩,১১০
কলাণ		
[illegible]	১৪,৪১৩	৩,১১১
অন্যান্য বৈদেশিক অঞ্চল	৪১২	৪১৩
সমস্ত বৈদেশিক অঞ্চল	১২,১৪১	১১,১৪৩
উপকূলীয় বন্দরসমূহ	৩,৯৪৮	৩৪,৮৭৩
মোট	২৪,১৪৭	৫১,১৯৮

উক্ত সপ্তাহে মোট [illegible] হইয়াছে ৪১,৯৯৮ গাঁইট। বোম্বাই এর অন্যান্য মিলে খরচ করিয়াছে ১৩৮,৩১৩ গাঁইট। কিন্তু গত বৎসরের ঐ সময়ের খরচের পরিমাণ ছিল ১১০,১৯৯ গাঁইট। গত বছরের হিসাবে কলাণীর ব্যবসায়ী ও আড়তদার হাতে অন্যান্য কাপের [illegible] পরিমাণ ছিল ৭৩৩,১৮১ গাঁইট কিন্তু এবৎসরের সংখ্যা মাত্র ৬৯৩,৯১১ গাঁইট। সর্বাপেক্ষা অবনতি [illegible]।

চীনাবাদাম

[illegible] আবশ্যিক জন্য বোম্বাইএর চীনাবাদামের বাজার [illegible] করিয়াছে। এবর্ষে আমাদের অন্যতম চীনাবাদামের প্রতি আকর্ষণের সম্বন্ধে অবস্থার উন্নতি বিধান করিতে [illegible] হয় নাই। [illegible] বা অন্যান্য উৎপাদনের বাজারের সহিত কোনও বাণিজ্যের সম্বন্ধ এখনও পাওয়া যায় নাই। পক্ষান্তরে আমদানীর সম্ভাব্য বাজারের বাজার হইতেই পাওয়া গিয়াছে। বোম্বাই-এর বাজার দরের তালিকা—

	বর্তমান দর	পূর্ববর্তী দর
[illegible]	৩৮৲	৩৮৲
[illegible] (১৫ই নভেম্বর)	৩৪৳/০	৩৫৷০
বোম্বে (ফাল্গুনী)	৩৪৳/০	৩৪৷০
চীনাবাদাম তৈল (বিশেষ দর)	১৯৷০	১৫৷০

তৈল

গত অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহে [illegible] এক অধিবেশনে ভারতীয় তৈলবীজ সমিতি তৈলবীজসমূহের উৎপাদন বৃদ্ধি, বিক্রয় ও বণ্টন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং স্থানীয় অবস্থানের সম্প্রসারণ সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোচনা করেন। প্রাক্-সমর

(শেষাংশ ৪৪৪ পৃষ্ঠায়

ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক হিসাবে

নূতন ০'১ গ্রামের ট্যাবলেট

চালু হওয়ায় আগেকার ০'১ গ্রামের ট্যাবলেট বাতিল হোল।

ম্যালেরিয়া থেকে বাঁচতে হলে

'প্যালুড্রিন' এর আশ্রয় নিন

ICI

ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড

কলিকাতা বোম্বাই মাদ্রাজ কোচীন দিল্লী কানপুর

সংবাদ সংকলন

ভারতীয় মুদ্রার মান নির্ধারণ

সাধারণে প্রকাশ, ভারতীয় মুদ্রার মান নির্ধারণের পদ্ধতি তৈয়ার সম্পর্কিত বিস্তারিত প্রকাশিত হইয়াছে।

যেসব লোক ভারতীয় মান নির্ধারক প্রতিষ্ঠানে এবং সরকার, নিম্ন প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য অনুরূপ প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন প্রকার পণ্য ক্রয় বিক্রয়ে উৎসুক, তাহারা তৈয়ার ও প্রকাশ আরো নিকট আছে, ঐ বিদেশী কারখানার কাছে লিখিবে। ভারতীয় পাত্রের সম্পর্কিত যন্ত্রপাতি তৈয়ারে কিরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করা হইবে তাহা ঐ বিদেশীকে জিজ্ঞাসিত আছে। অতঃপর মূল্যায়, উহার নিম্নবর্তি উৎপাদি [illegible] বিদেশী নির্মাতা [illegible] ঐ বিদেশীকে দেওয়া আছে। তাহা ব্যতীত [illegible] কারিগরি কার্যের অনুরূপ করিবে, উহার বিস্তারিত ও খোলাখুলি পরিদর্শনের ব্যবস্থা করিবে, পরিদর্শন অন্যান্য বিষয় যে সম্পর্কের [illegible] ঐ বিদেশীকে দেওয়া হইয়াছে।

[illegible] নির্দেশ—১—

[illegible] নির্মাণ প্রতিষ্ঠানের [illegible] ঐ বিদেশীর অনুমতি লাগবে

অর্থনৈতিক কমিশনের পরবর্তী অধিবেশন

আগামী ১৯শে হইতে ২১শে পর্যন্ত বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত অর্থনৈতিক কমিশনের পরবর্তী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইবে। শ্রীযুক্ত টি. কৃষ্ণমাচারী অধিবেশনের সভাপতিত্ব করিবেন। কমিশনের সদস্য রাষ্ট্রসমূহ যাতায়াত ও কমিশনের প্রকল্পসমূহ যে সকল উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে তাহার প্রাথমিক পরীক্ষা করা হইবে।

আগামী মার্চ মাসে কমিশন বিভাগীয় বোর্ডের বৈঠকসমূহ ও অন্যান্য সম্পর্কিত কর্মিসংগঠনের সহিত আলাপ-আলোচনা করিবেন। পরে বৈঠকে বোর্ডের বৈঠকসমূহ ও সদস্যগণের সহিত আলাপ-আলোচনা করিবেন।

চেকোশ্লোভাকিয়ায় ইউরেনিয়াম খনি

পশ্চিম চেকোশ্লোভাকিয়া পরিষদ ঘোষণা করিয়াছেন যে, প্রাগের ৪০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে জিয়েলের বিকটে সম্প্রতি যে ইউরেনিয়ামের খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে, উহা তাহাদের ইউরেনিয়াম খনির তুলনায় ৫০ গুণ বেশী মূল্যবান। চেকোশ্লোভাক কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে খনি হইতে ইউরেনিয়াম উত্তোলন করা হইতেছে।

বিভিন্ন শ্রেণীর কয়লার মূল্য হ্রাসের সিদ্ধান্ত

বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে, ভারত সরকারের শিল্প ও সরবরাহ দপ্তর ভারতের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন শ্রেণীর কয়লার মূল্য হ্রাস সম্পর্কে এক চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে।

১ নং ও ২নং টন কয়লার মূল্য টন প্রতি ১৫ আনা হ্রাস পাইবে এবং গ্রাফ কয়লার মূল্য টন প্রতি এক আনা হ্রাস পাইবে। লম্প ও কোকের মূল্য টন প্রতি ১৫ আনা হ্রাস পাইবে। ছাই কোকের মূল্যের কোন পরিবর্তন হয় নাই।

পরিবর্তিত মূল্য এইরূপ :—

শ্রেণী	টন কয়লা	গ্রাফ কয়লা
'এ' শ্রেণী	১৬।০	১৬।৵০
'বি' শ্রেণী		১৬।৵০
১নং		১৬।৵০
	১৬৲	১৬।৵০
লম্প ও কোক	২১।০	

'এ' শ্রেণী ও এবং 'বি' শ্রেণীর কয়লার [illegible] এই পরিবর্তন করা হইয়াছিল। এখনকার [illegible] আর কোন পরিবর্তন করা হয় নাই।

প্রকাশ, তাহাদিগে কর্তৃপক্ষ তাঁহাদিগকে অনুরোধ করেন যে, কয়লাখনি উন্নয়ন তহবিলের জন্য যে কর ধার্য হয়, উহা হ্রাস করিয়া টন প্রতি ৬ আনা হইতে ৪ আনা করা হউক। ইহা ভিন্ন তাহারা আরও অনুরোধ করেন যে, খোদিয়ারী খনিকদের মধ্যে যাতায়াত খরচের ভার যেন নিম্ন কর্তৃপক্ষের উপর না যায় এবং প্রতিকল্পিতে যে বৈদেশিক পদ্ধতির খোরাক দেওয়া হয় উহা বাতিল করা হউক।

ভারত-পাকিস্থানে রেলযোগে মাল প্রেরণ

এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, ভারত ও পাকিস্থান সরকারদ্বয়ের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি অনুসারে এইরূপ স্থির হইয়াছে যে, ঐ অঞ্চলের হইতে ভারত হইতে পাকিস্থানে এবং পাকিস্থান হইতে ভারতে রেলযোগে মাল পাঠাইতে হইলে প্রেরক তাহার রেল পর্যন্ত যাওয়া পূর্বেই পরিশোধ করিবে এবং তাহার পরবর্তী অংশ পরে আদায় দিবে। তবে নিম্নলিখিত শ্রেণী মাল সম্পর্কে এই নিয়ম খাটিবে না :—

(১) সামরী ও গোলাবারুদ, (২) বর্তমানে যে সব মালের যাওয়া পূর্বে পরিশোধ করা বাধ্যতামূলক, (৩) রেল যান ভোগ ভূমিবিভাগের এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইবার সময় অন্য ভূমিবিভাগের ভিতর দিয়া যায়।

পাট সম্পর্কে ভারতকে আত্মনির্ভরশীল করার সরকারী পরিকল্পনা

ভারত সরকার পাট সম্পর্কে ভারতকে আত্মনির্ভরশীল করার জন্য মনস্থ করিয়াছেন এবং বিভিন্ন প্রদেশে পাট উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যেই রাজ্যসরকারসমূহকে রেলযোগে তুলা আনার অতিরিক্ত 'রেয়াত' (পাট) চার বৃদ্ধি করারও নির্দেশ দিয়াছেন। পাট সরবরাহ সম্পর্কে ভারতের প্রতি পাকিস্থানের বিরূপ মনোভাব লক্ষ করিয়াই নাকি কেন্দ্রীয় সরকার এইরূপ নির্দেশ দিয়াছেন। পাটের বদলে 'রেয়াত' খুব তাড়াতাড়িই ব্যবহার করা চলে এবং সরবরাহ আরোগ্যারেই ইহার চাষ বাড়িতে পারে। ১৯৫৮-৫৯ সালের মধ্যে মোট ৭৫ লক্ষ গাঁইট পাট হইতেছে। লক্ষ গাঁইট কম সরবরাহ হওয়ায় ফলেই ভারত সরকার প্রাদেশিক সরকারগুলিকে এই প্রদেশে পাট উৎপাদনের জন্য সর্বপ্রকারে চেষ্টা করার নির্দেশ দিয়াছেন। প্রাদেশিক সরকার যদি অবশ্যই 'রেয়াত' উৎপাদনের জন্য অধিক জমি ছাড়িয়া দেওয়ার চাষ বন্ধের ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে তাহা পূরণ হইয়া যাইবে।

কুচবিহার, আসাম ও ত্রিপুরার পাট উৎপাদনের জন্য কেন্দ্রীয় পাট কমিটি একটি দ্বি-বার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করিবার কথা জানা গিয়াছে। এই পরিকল্পনার জন্য ১১'৫২ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে।

ভারতের আমদানীকৃত রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি

বর্তমান বৎসরের প্রথমার্ধে ভারত হইতে আমদানীকৃত রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। জুলাই-সেপ্টেম্বর মাসে উহা চারশে উঠে।

বন্দরে রেলযোগে মাল আসার ব্যবস্থা উন্নতিসাধনের জন্য ভারত সরকার যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন, প্রধানতঃ তাহাই এই রপ্তানি বৃদ্ধির কারণ।

জানা গিয়াছে যে, ভারত হইতেই সর্বাধিক আমদানীকৃত রপ্তানি করা হয়। এই রপ্তানি বৃদ্ধির ফলে ভারত আমেরিকা হইতে যে ১০লক্ষ টন গম আনিতে চায়, তাহা ইহার পরিবর্তে পাইবার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে বলিয়া আশা করিতেছে।

গত বৎসর জুলাই মাস হইতে নিম্নলিখিত হারে আমদানীকৃত রপ্তানি করা হইয়াছে—

জুলাই হইতে সেপ্টেম্বর, ১৯৫৮—৪৯ হাজার টন; ইহার মধ্যে চলতি মূল্য অঙ্কে প্রেরিত ১৩ হাজার টন আছে।

অক্টোবর হইতে ডিসেম্বর, ১৯৬৩—১লক্ষ ১৩ হাজার টন। ইহার মধ্যে ডলার মূল্য অঞ্চলে প্রেরিত ৭৯ হাজার টন আছে।

জানুয়ারী হইতে মার্চ, ১৯৬৪—১ লক্ষ ১৭ হাজার টন। ইহার মধ্যে ডলার মূল্য অঞ্চলে প্রেরিত ৯১ হাজার টন আছে।

এপ্রিল হইতে জুন, ১৯৬৪—১ লক্ষ ৫৩ হাজার টন। ইহার মধ্যে ডলার মূল্য অঞ্চলে প্রেরিত ১৫ হাজার টন আছে।

জুলাই হইতে সেপ্টেম্বর, ১৯৬৪—১ লক্ষ ২৫ হাজার টন। ইহার মধ্যে ডলার মূল্য অঞ্চলে প্রেরিত ১ লক্ষ ২৫ হাজার টন আছে।

১৯৬৪ সালের শ্রমিক মালিক বিরোধ বহু অডিন্যান্স

যে সমস্ত ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানীর এজেন্সি প্রদেশে দাদন আছে, তাহাদের শ্রমিক-মালিক বিরোধে সালিসী ব্যবস্থা সম্পর্কে গভর্ণর জেনারেল এক অডিন্যান্স জারী করিয়াছেন।

এই অডিন্যান্সকে ১৯৬৪ সালের শ্রমিক মালিক বিরোধ (ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানী) বিশেষ অডিন্যান্স নাম দেওয়া হইয়াছে এবং ইহা এখন হইতেই তাহাদের সকল প্রদেশে কার্যকরী হইবে।

এই অডিন্যান্সে প্রাদেশিক সরকারসমূহকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহারা যেন ব্যাঙ্ক ও বীমা প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক মালিক বিরোধে অথবা এই হিসাব সংক্রান্ত কোন বিষয় সালিসী, তদন্ত অথবা বীমাদায়ক কোন ট্রাইবুনাল অথবা অন্য কোন কর্তৃপক্ষের নিকট অর্পণ না করেন। বর্তমানে যে সকল শ্রমিক মালিক বিরোধ প্রাদেশিক ট্রাইবুনালের বিবেচনাধীন আছে, তাহা কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক গঠিত ট্রাইবুনালের নিকট অর্পণ করিতে হইবে।

যে সকল শ্রমিক-মালিক বিরোধে ইতিপূর্বেই রায় দেওয়া হইয়াছে, অডিন্যান্সে কেন্দ্রীয় সরকারকে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে যে, গভর্ণমেণ্ট এই সমস্ত বিরোধের বিষয়সমূহ সালিসীর জন্যসরকার এক অর্পণ করিতে পারিবেন।

পাকিস্তানজাত পাট আমদানি না করার পূর্বসিদ্ধান্ত সমর্থিত

পাকিস্তানের পাটের মূল্য অত্যধিক হওয়ায় বা পাইলে অথবা মূল্য বিনিময় হারের পরিবর্তন না হইলে পাকিস্তান হইতে পাট আমদানি না করা সম্পর্কে পূর্বে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছিল, সম্প্রতি শিল্প মন্ত্রণালয় উৎপাদন উপদেষ্টা কমিটীদের সহিত সম্প্রতি এক বৈঠকে আলোচনার পরও পাট শিল্প প্রতিনিধিদল উহাদের সেই সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। বৈঠকে সভাপতি করেন যুগ্মসচিব মহোদয়। তিনি বলেন যে, পাকিস্তান পাট সম্পর্কে একটি কোর্স খরচ ও পাটের মূল্য বিষয়ক সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত করিয়াছে, সেখানে ভবিষ্যতে আলোচনা হয়। পাট ব্যবসায়ের বিভিন্ন দিক বিবেচনা করিয়া সম্মেলনে এই অভিমত ব্যক্ত করা হয় যে, পাকিস্তান পাটের যে মূল্য স্থির করিয়াছে তাহা অত্যন্ত এবং অর্থনৈতিক দিক হইতে অধিকতর। এই অবস্থায় তাহাদের অবশ্যই তাহার মজুত মাল বিদায় করা চালাইতে হইবে এবং উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে মন দিতে হইবে।

সম্মেলন পাওয়া গিয়াছে যে, যুক্তরাজ্য, বার্মিংহাম যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, বেলজিয়াম এবং ইতালী সহ বিভিন্ন মুক্ত দেশগুলির পাট ক্রয় করিতে অনিচ্ছুক।

বলা হইয়াছে যে, মূল্য অথবা পরিমাণ হ্রাস না হইলে এবং মূল্য বিনিময় হারের পরিবর্তন না হইলে পাকিস্তানকে ভবিষ্যতে সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইবে এবং তাহাকে ৩০ লক্ষ গাঁইট পাট বিক্রয়ের ব্যাপারে দীর্ঘসূত্রতা হইতে পারিবে।

১৯৬৪ সাল হইতে প্রায় ৩০ লক্ষ টন পাট রপ্তানি হইতে পারে; অবশিষ্ট পাটের কথা কি করা হইবে, তাহা উৎপাদক এবং সরকারের সঙ্গে সমস্যার বিষয় হইয়া দাঁড়াইবে।

বলা হইয়াছে যে, ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে "অর্থনৈতিক যুদ্ধ" আরম্ভ করে নাই; বর্তমান অবস্থার ফলে পাকিস্তানে পাটের মূল্যের ব্যাপারে বিবেচনার সময় অথবা মূল্য বিনিময় হারের উপর ইহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে।

পাটজাত দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অডিন্যান্স জারী

৪ঠা ডিসেম্বর তারিখের একিকারী গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় পাকিস্তান পাটজাত দ্রব্য (নিয়ন্ত্রণ) অডিন্যান্স (১৯৬৪) প্রকাশিত হইয়াছে। এই অডিন্যান্স প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বলবৎ হইয়াছে এবং ঘোষণার তারিখ হইতেই উহা কার্যকর হইয়াছে। পাটজাত দ্রব্যের উৎপাদন ও সরবরাহ বৃদ্ধিকল্পে এবং যথাযথ উদ্দেশ্যে এবং যেরূপ মূল্যে বিক্রয়করে এই অডিন্যান্স জারী করা হইয়াছে। অডিন্যান্সে বলা হইয়াছে যে, প্রাদেশিক সরকার সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়া যে কোন ব্যক্তিকে প্রদেশের পাট কন্ট্রোলার নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

(২) পাটজাত দ্রব্যের উৎপাদন ও সরবরাহ বন্ধ বা হ্রাস করার বলা বা কোন নিয়ন্ত্রণকরে প্রয়োজনবোধ করিলে প্রাদেশিক সরকারের নিয়ন্ত্রণ লাইসেন্স পাট কন্ট্রোলার লিখিতভাবে প্রদেশ জারী করিয়া (ক) তাহার নিকট পাট মজুত রহিয়াছে, তাহাকে উহার সম্পূর্ণ বা কিছুসংখ্যক অংশ নির্দিষ্ট মূল্যে এবং নির্দিষ্ট ব্যক্তির নিকট অথবা কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দিষ্ট অথবা প্রাদেশিক সরকারের নির্দিষ্ট অথবা আদেশনামা লিখিত অন্য অন্যান্যে বিক্রয় করিতে বাধ্য করিতে পারিবেন।

(৩) পাটজাত দ্রব্য উৎপাদনে নিযুক্ত ব্যক্তি কি পরিমাণ, কোন্ শ্রেণীর বা কি পরিমাণ মাল উৎপাদন করিবেন, সে সম্পর্কে যে সকল নির্দেশ দেওয়া হইবে, সেগুলি মানিয়া চলিবার ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।

(৪) পূর্বোক্ত ১নং উপধারা অনুসারে যাহার উপর আদেশ জারী করা হইবে, তিনি কোন ব্যক্তিকে আদেশ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে আদেশ দান করিতে পারিবেন।

অডিন্যান্সের এই ধারা অনুসারে প্রদত্ত আদেশ যদি ভঙ্গ করা হয়, তবে তিন বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা অর্থদণ্ড বা উভয় প্রকার দণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

এই ধারা অনুসারে কন্ট্রোলার কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ যদি ভঙ্গ করা হয়, তবে সেক্ষেত্রে আদেশ ভঙ্গকারী একটি কোম্পানীই হউক, বা একটি এসোসিয়েশন অথবা অংশীদারদের একটি প্রতিষ্ঠানই হউক, (উহা সমিতিভুক্ত হউক, বা নাই হউক), প্রত্যেক ডিরেক্টর, ম্যানেজার, সেক্রেটারী, এজেন্ট, বা অন্যান্য অধিকার যদি প্রমাণ করিতে না পারেন যে, উহার অজ্ঞাতেই আদেশ লঙ্ঘন করা হইয়াছে অথবা লঙ্ঘন করা বন্ধ করার জন্য তিনি সমস্তরকম সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন, তবে তিনি আদেশ লঙ্ঘনের অপরাধে অপরাধী বলিয়া গণ্য হইবেন।

অপরাধ সম্পর্কে কন্ট্রোলার লিখিতভাবে নির্দেশ না দিলে কোন আদালত এই অডিন্যান্স অনুযায়ী দণ্ডযোগ্য কোন অপরাধের বিচার করিবেন না।

(১) এই অডিন্যান্স অনুযায়ী নালিশ প্রত্যাহার হইল কোন কাজ করিলে বা কাজ করার বন্ধ করা হইলে, তাহাদের বিরুদ্ধে কোন মামলা সরকার করা বা অন্যকোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে না।

(২) এই অডিন্যান্স অনুযায়ী নালিশ প্রত্যাহার হইল তাহা করা হইবে বা করার সময় করা হইবে, তখন তাহাদের কোন কর্তি হইলে বা ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা পাকিস্তান প্রাদেশিক সরকার বা কন্ট্রোলারের বিরুদ্ধে কোন মামলা রায়ের বা আইনসঙ্গত কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে না।

অডিন্যান্স অনুযায়ী প্রদত্তির এক বিজ্ঞপ্তি মতে ইতিমধ্যে ছুটি জিনা এসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান মিঃ যে আয় প্রাদেশিককে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের পাট কন্ট্রোলার নিযুক্ত করা হইয়াছে।

পুনর্বসতির জন্য টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা

সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, যে সমস্ত প্রদেশে উদ্বাস্তু লোকদের জন্য পরিকল্পনা ও ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে তাহা চলিতেছে সেই সমস্ত প্রদেশের জন্য ১৯৪০ সালের প্রথম তিন মাসের ৩ কোটি টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

পুনর্বসতি সম্পর্কে এই ব্যবস্থা অনুসারে পশ্চিমবঙ্গকে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী অর্থাৎ ১ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা দেওয়া হইয়াছে। যুক্তপ্রদেশ ও বোম্বাইকে ৩০ লক্ষ টাকা করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

বাস্তুহারা উদ্বাস্তু লোকদের পুনর্বসতির জন্য যে টাকা দেওয়া স্থির হইয়াছে, তাহার বাহিরে উদ্বাস্তু লোকদের সেটেলমেণ্টের জন্য ১৯ লক্ষ টাকা এবং আপদ্ধর্ম্মের জন্য ৩ কোটি উদ্বাস্তু লোকদের পুনর্বসতির জন্য ঋণ দিবার জন্য [illegible] কোটি পুনর্বসতি [illegible] ১০ লক্ষ টাকা দেওয়া হইয়াছে।

পুনর্বসতি
১৯৪৩ সাল

১৯, ৯৯৯
হাজারের
ঘূর্ণাবর্তে
১৮ বছর কাল

বিভিন্ন প্রদেশে সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ

যুদ্ধ সাময়িক বন্ধ ও কৃষি প্রতিষ্ঠানের উন্নতিকল্পে ভারতীয় যে সরকারী বিশেষজ্ঞ সম্মেলনের অনুষ্ঠান হইয়াছে, তাহা সরকার আবেদনের ও ব্যক্তিগত ব্যবসায় সম্পর্কে এক গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবিত করে। সম্মেলন এই মর্ম্মে প্রস্তাবিত করে যে, ভারতীয় বা প্রাদেশিক কেন্দ্রীয় সরকার কৃষি ও কৃষিজাত প্রভৃতি করিয়া বিভিন্ন দেশের সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে আন্তর্জাতিক বলিয়া সম্পর্ক স্থাপনের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত। আন্তর্জাতিক কাহিনীর ফেরে আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য কন্ট্রোলের ব্যাপারে সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে তুলিয়া দেওয়া উচিত। সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের হিসাব নিয়া ব্যবসায় করা খুবই চিত্তাকর্ষক। এইরূপ আশা করা যাইতেছে যে, সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে যে ব্যবসায় হইবে, তাহা সাধারণ ক্ষেত্রসমূহের জন্য প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত মূলধন দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকিবে। উহা হাল-পাতি প্রভৃতি সরকারী প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়ের অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

এ সম্পর্কে দুইটি বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন। এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা হইলে সাধারণ লেনদেনসমূহের উপর সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সহিত ব্যবসা ও প্রতিযোগিতার প্রাথমিক সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হইবে। বাজারের অবস্থা অনিশ্চিত থাকিলে বিশেষ করিয়া বাজারের উঠানামা হঠাৎ দেখা দিলে সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষে ব্যবসায় পরিচালনা করা কঠিন হইবে।

পাকিস্থানের মুদ্রানীতি

ভারতীয় কাইন্যান্স মেম্বারের অভিমতের প্রতিবাদের ব্যাপারে পাকিস্থানের মীরকারীরা নিজের সিদ্ধান্তে যে, তাঁহারা যেন পাকিস্থানের মুদ্রার যেমনটি ছিলিয়ার প্রকাশ করেন। ভারতীয় মুদ্রার যেমনে এক টাকা ছিলিয়ার সিলে ঘনিষ্ঠ সেখানে পাকিস্থানী মুদ্রার এক টাকা সিলে চলিবে।

এই সমস্ত টাকা সম্বন্ধে সরকার কর্তৃক এক সরকারী ঘনিষ্ঠ বিবরণের সাহায্যে করা হইবে এবং দুই ঘনিষ্ঠিয়ের মধ্যে মুদ্রা বিনিময়ের হার ঠিক হইবে পাকাপাকি ভাবে ঐ বিষয় প্রকাশ করা হয়। উক্ত সভা এই সম্পর্কে এক সমস্যা [illegible] মুদ্রার মধ্যে পাকিস্থানের [illegible] অবস্থা [illegible] হইবে।

[illegible] ভারত [illegible] ভারতীয় [illegible] [illegible] করিবে পাকিস্থানের [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible]

বৃদ্ধি পাইয়াছে। কাজেই অতিরিক্ত সময় কাজ করার ফলে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব হইয়াছে।

১৯৪৮ সালের শেষভাগে ভারতে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন শক্তির পরিমাণ ছিল ১২ লক্ষ কিলোওয়াট এবং উৎপাদিত বিদ্যুতের মোট পরিমাণ ৪২,৭৪০ লক্ষ কিলোওয়াট ঘণ্টা। আলোচ্য বর্ষে বিদ্যুতালয়ে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে ব্যবহৃত বিদ্যুতের পরিমাণের হিসাব। মুদ্রণালী কাজের জন্য শতকরা ১১ ভাগ, বাণিজ্যিক আলো প্রবহনের কাজে ও ঠাণ্ডাকরণ কাজে শতকরা ৬.৩ ভাগ, লোহাকারে শতকরা ৩.৩ ভাগ এবং সাধারণের জন্য সরবরাহে কার্যে শতকরা ৪.২ ভাগ বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হয়। ১৯৪৮ সালে মোট প্রদেশে যথাক্রমে কি পরিমাণ বিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহৃত হয় তাহার এক তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল :—

প্রদেশের নাম	কিলোওয়াট-ঘণ্টা
দিল্লী প্রদেশ	২৮
বোম্বাই	২১
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	৯৮
পশ্চিম বঙ্গ	৩৭
বিহার ও উড়িষ্যা	১৮
মাদ্রাজ প্রদেশ	১
কোচিন ও ত্রিবাঙ্কুর	৮
আজমীর-মারোয়াড়া	৭
যুক্তপ্রদেশ	৬
পূর্ব পাঞ্জাব	৫

অন্যান্য প্রদেশ ও উপরাষ্ট্রে ব্যবহৃত বিদ্যুৎ শক্তি সরবরাহ ও কিলোওয়াট ঘণ্টার তথ্য নাই। আসাম ও উড়িষ্যাতে ব্যবহৃত বিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহারের পরিমাণ এক কিলোওয়াট ঘণ্টার কম।

প্রধান প্রধান বিদ্যুৎশক্তি যন্ত্রে মোট ১৮,১৮০ লক্ষ কিলোওয়াট-ঘণ্টা বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হয়, পক্ষান্তরে নৌকা, ট্রলার, লাট এবং নিম্নোক্ত বিদ্যুৎশক্তিতে ব্যবহৃত ছোট বিদ্যুৎশক্তির পরিমাণ ৯,১০০ লক্ষ কিলোওয়াট-ঘণ্টা।

ছোট ৩৮৫টি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র হইতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হইয়াছে।

পাহাড় পাহাড়ে ছোট আমের তুলা চাষ

আসামের পাহাড় পাহাড় অঞ্চলে যে ছোট আঁশের তুলা উৎপাদন হয়, তাহা এই জাতীয় তুলার মধ্যে সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং বিদেশের বাজারে বিশেষতঃ আমেরিকার ইহার চাহিদা অন্যান্য বেশী। আমেরিকা এবং বৃহৎ ইউরোপীয় দেশ হইতে এই পার্বত্যিয়া তুলা বিনা শুল্কে ভারতবর্ষে এবং এখান হইতে আমদানী করিতে পারে। সুতরাং আসামে এই তুলার চাষ বৃদ্ধি করা অত্যন্ত প্রয়োজন। ১৯৩৮-৩৯ সালে সেখানে বৎসরে মাত্র হাজার পাঁচেক এই জাতীয় তুলা উৎপন্ন হইত, ১৯৪৮-৪৯ সালে সেখানে উৎপন্ন হইবার আশা পাঁচ হাজার পাঁইট। এই উৎপাদনের পরিমাণ ২০ হাজার পাঁইটে পর্যন্ত করা যাইতে পারে। বর্তমানে ৩০ হাজার একর জমিতে এই ছোট আঁশের তুলার চাষ চলিতেছে এবং এই সম্পর্কে ব্যাপক অনুসন্ধান চলিতেছে। আর দুই এক বৎসরের মধ্যেই এই অনুসন্ধানের অভিজ্ঞতা চাষীদের জানানো সম্ভব হইবে।

সম্প্রতি বোম্বাইতে কাপড়ের কেন্দ্রীয় তুলা কমিটির অধিবেশনে যে ছোট আঁশের তুলা চাষের উন্নতিবিধানের যে পরিকল্পনা পেশ করা হয়, কমিটি তাহা অনুমোদন করেন। এই সম্পর্কিত অনুসন্ধান কার্যে কমিটি ১৯০০০ টাকা সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন এবং আসাম সরকারও ৫০০০ টাকা সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন।

(পূর্বপৃষ্ঠার ৪৯৪ পৃষ্ঠার)

মূল্যে যে পরিমাণ চলতি মুদ্রা আজ চালান যাইতেছে তাহার বাড়তি পরিমাণে বাহির হইয়া আসিয়াছে। আমদানীকারীদের অসুবিধা এই অবস্থার প্রধান কারণ। অবশ্য আমদানীর চাহিদার প্রাবল্যও বহুলাংশে কারণস্বরূপ বর্তমান।

মূল্য মূল্য কমিবার একমাত্র উপায় হইল উৎপাদন বৃদ্ধি। কিন্তু বাস্তবপক্ষে, তুলা বা পাটের চাষ ওতাইয়া উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনা করা যাইতে পারে না। অন্যদের কমির পরিমাণ বৃদ্ধি না করিলে বাজারে উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হইলেও সময় লাগিবে। তার প্রণালীর উপায়ই একমাত্র উপায়। অবশ্য আশা করা যায় যে উপরের ব্যবস্থাটির আমাদের মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস পাওয়ায় ফলে অচিরেই ভারত সরকার মুদ্রানীতি সম্পর্কে বিশেষ উদারনীতি গ্রহণ করিবেন।

গত সপ্তাহে বাজার চলতির পরে লন্ডনের অবস্থাটি মোট এবং সেই অবস্থাই চলিতেছে। বর্তমান বছর ১৯৪৮ টাকা প্রতি পাঁউন্ডের পরিবর্তে ১১০.৭৫ টাকা হইতে ১১২.১ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। বাজারে অতিরিক্তভাবে ভাব দেখা দিয়াছে। সপ্তাহের অধিকাংশ আমদানীর বিক্রয়ের কোন বিশেষ প্রকার ক্রিয় আগ্রহ ক্রিয় হইতে কোন সাড়া পাওয়া যাইতেছে না। ফলে চালানী মালের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে। আমা নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীয় সরকার বিদেশে বৈদেশ এবং বৈদেশীয় চালানী সর্বপ্রকার সুযোগ সুবিধা লাভ করিতেছে। এমনকি বর্তমানে চালানী মাল হইতে রেহাই পাওয়া যাইতে পারে।

বেঙ্গল বন্দরে বৈদেশে ৪৪—(প্রতি ওজন ১২ আউন্স হোগেন) ১৮৫৲ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। অবশ্য চালানীর জন্য চাহিদা পূর্বাপেক্ষা কম।

রুক্ষি

রুক্ষি মোট সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত ১৯৮৮-৪৯ সালের সময় হইতে যে রুক্ষি পাইয়াছে তাহার পরিমাণ ১১,৪৯৮ টন। তাহার মধ্যে ভারত হইয়াছে আমেরিকার মাদ্রাজের জন্য ১২,০০০টন এবং বাকীর জন্য ৮২০ টন।

মাদ্রাজ কমিটির কর্তৃক ৭৫ ও ৭৬ পরিমাণ রুক্ষি কমিয়ে ৭৮ ইঞ্চি মেটারের মালের জন্য ঐসবের মূল্যের উপর ছোট প্রতিক্রিয়া আনিয়াছে যে সেপ্টেম্বর মূল্য ১৯১০ হইতে ১৯৭০ টাকায় উঠিয়াছিল।

আমেরিকা তুলা কমিটির ৪৯ কিলোং কমিয়াছে মোট বিক্রি মোলাকাতের পর পূর্বাপর হয়েছে ১৯।

ইণ্ডিয়া ষ্টীমশিপ কোং লিঃ

ভারত, যুক্তরাজ্য ও কন্টিনেন্ট

আমাদের বিরাটকায় জাহাজগুলি ভারতবর্ষ হইতে সোজা সুরাট, সোজা বৈদেশ, বিলাতপুর, করাচি, ভারি, করাচি, চট্টগ্রাম, হাবড়া, ব্রেমেন, লণ্ডন, রোটারডাম ও অন্যান্য ইউরোপীয় বন্দরগুলিতে নিয়মিত মাল বহন করে।

ভারতের উপকূল

এ কার্যের উপযুক্তভাবে জাহাজগুলি করিবন্দর, বিশাখাপত্তন, মাদ্রাজ, কলম্বো, টিউটিকোরিন, কোচিন, বোম্বাই ও অন্যান্য প্রধান উপকূল বন্দরে নিয়মিত মাল ও যাত্রী বহন করে।

আপনার সকল প্রকার আমদানী ও রপ্তানী ব্যবসার জন্য এই কোম্পানীর সহিত সংযোগিতা করিয়া ভারতীয় বাণিজ্য-বহরকে অধিকতর শক্তিশালী করিয়া তুলুন।

মালপত্রের হার ও অন্যান্য বিষয়াদির জন্য আবেদন করুন :

ম্যানেজিং এজেন্টস্ : লায়োনেল এডওয়ার্ডস্ লিঃ

৫৩-১, ক্লাইভ বিল্ডিংস, কলিকাতা। ফোন : ৮৮৩১, ৮৮৩২ ও ৮৮৩৩।

শেয়ার বাজার

টাটা ডেফার্ডের শেয়ারে বিপর্য্যয়

পরিমল আচার্য্য

আলোচ্য সপ্তাহের মধ্যভাগে টাটা কোম্পানীর অষ্টাদশ বর্ষের উৎপাদন আশাব্যঞ্জক হইয়াছে এই সংবাদে টাটা ডেফার্ডের শেয়ার মূল্যে কিছু পরিমাণ উন্নতি ঘটে। মুদ্রাস্ফিতির ফেরারে বাজারে টাটা ডেফার্ডের দর ১৪১৭৷০ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়। সোমবার ইহার দর (কে-সরকারী) ছিল ১৩৯২৲।

পরবর্ত্তী সপ্তাহে টাটার সহযোগী কোম্পানী আইরন সংক্রান্ত ব্যবসায়ের বিভিন্ন দফায় বর্দ্ধিত হেরিজ প্রত্যাবর্ত্তনী সম্বন্ধে যে আইনটিটি প্রাদেশিক সরকার, টাটা সরকার ও বাণিজ্য সমিতির বিরুদ্ধ আন্দোলন সত্ত্বেও গ্রহণ করিয়াছেন তাহার সম্বন্ধে সংবাদপত্রে আলোচনা হয়। ইহার একটি প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, ডেফার্ড শেয়ারের উপর ঘোষিত লভ্যাংশ কোম্পানীর সাধারণ শেয়ারের উপর ঘোষিত লভ্যাংশের বিগুণের অধিক হইতে পারিবে না। এই সংবাদ প্রচারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে টাটা ডেফার্ডের শেয়ারের আগ্রহশীল বিক্রেতার ভীড় হয় ও ৭ই পূর্ব্ববর্ত্তীর সপ্তাহের মূল্য ১৪০৷৷০ হইতে ১৩৮৷৷০ টাকায় নামিয়া যায়। পরে বাজারে ইহা আবার কিছু ফিরিয়া ১৩৯৷৷০ টাকায় দাঁড়ায়।

পরবর্ত্তী সপ্তাহে সমবায় হইতে বাণিজ্য-মন্ত্রী কর্ত্তৃক প্রচারিত একটি প্রেসনোটে জানানো হয়ে, প্রস্তাবিত প্রস্তাবগুলি সরকারের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নয়। এইগুলি সম্পর্কে যথাযথ আলোচনা করা হইবার এবং প্রয়োজনমতো একটি বিশেষজ্ঞ কমিটির সহিত পরামর্শক্রমে চূড়ান্ত স্থির করা হইবে। প্রস্তাবগুলি বিভিন্ন বিভাগে করিয়া আইন প্রণয়ন করা হইবে। এই প্রেসনোটে টাটা ডেফার্ডের বিষয় পরিষ্কার ভিত্তি-হীনরূপে পরিলক্ষিত হয়। ফলতঃ সপ্তাহান্তে ১৩৯৷৷০। ইহা আলোচ্য সপ্তাহের সর্ব্বোচ্চ দর হইতে প্রায় ৮০ পয়সা নীচে।

প্রস্তাবিত প্রস্তাবটি কার্য্যে পরিণত হইলে টাটা অধিকারী মূল্যবৃদ্ধির সুযোগে। সাতজনের বেশার হইয়া দাঁড়াইবে। সেই জন্য ইহার দরের উত্তরোত্তর উন্নতি ঘটিয়াছে। গত সপ্তাহে ইহার দর ছিল ১৩৭৲। আলোচ্য সপ্তাহের দর হইয়াছে ১৩৯৲।

• • •

অতিরিক্তার বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে কোনও চাঞ্চল্য দেখা যায় নাই এবং দর প্রায় অপরিবর্ত্তিত ছিল বলিলেই চলে। অল্প পরিমাণ খেলোয়াড়ী উপলক্ষে ও বুধবার পর্য্যন্তের জন্য বাজার বন্ধ ছিল। অন্যান্য সপ্তাহে গড়পড়তা বাজার দেখা যাইত। কিন্তু কাজের পরিমাণ অতিরিক্তরূপ হইয়াছে ও যে সামান্য কেনাবেচা হইয়াছে তাহাও কতকগুলি অল্পসংখ্যক শীয়ারের।

কোন দিক হইতেই কোনও উৎসাহজনক প্রেরণা নাই, বরং প্রায় সংবাদগুলি দুর্ভাবনাময়। কলার মূল্য হ্রাস, চিনি নিয়ন্ত্রণ, পাওয়ার রাশনিং অনাবৃষ্টি, কোম্পানী আইনের প্রস্তাবিত বাধানিষেধ, ইস্পাত ও বিদ্যুৎশক্তি সম্বন্ধীয় বাধা বিঘ্নগুলি—এইগুলি এই বিনিয়োগক্ষেত্রকে ছিরাশ করিয়াই রেখে। ফলে বাজারে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হইয়াছে তাহার মধ্যে কোনরূপ আশাপ্রদ উক্তি করা যাইতে পারে।

মুদ্রাস্ফিতির ফির সংবাদ এই যে, চাউলগুলি ব্যবসায়ের কার্য্যকাল পরিবর্ত্তন করিয়া সপ্তাহে বুধবারের ৮৮ ঘণ্টার স্থলে ৪০ ঘণ্টা করিবে এবং এখন হইতে মাসে তিন সপ্তাহ কাজ হইবে এর ফলে পরিবর্ত্তে পূর্ণ মাস চালু থাকিবে। এই সংবাদে চাউলের শেয়ারের কিছু কেনা উপস্থিত হয়, তবে তাহার উল্লেখযোগ্য কিছু নাই। সংবাদটি এখনও সমর্থিত নয়।

• • •

ভারত সরকারের শিল্প ও সরবরাহ মন্ত্রিসভা কলা শিল্প প্রতিনিধিদের মধ্যে আলোচনার ফলে কয়েক শ্রেণীর কলার মূল্য হ্রাস করা হইয়াছে। ১ নং ও ২ নং টীন কলার মূল্য টন প্রতি ৫/০ আনা হ্রাস পাইবে এবং গ্রাম কলার মূল্য টন প্রতি ৮/০ আনা হ্রাস পাইবে। বার্ড কোকের মূল্যের কোন পরিবর্ত্তন হইবে না। কলা শিল্পের প্রতিনিধিগণ তাঁহাদিগকে অনুরোধ করেন যে কলা ধনি উন্নয়ন তহবিলের জন্য যে কর ধার্য্য হয়, উহা হ্রাস করিয়া টন প্রতি ৬ আনা হইতে ৩ আনা করা হউক। ইহা ভিন্ন তাঁহারা আরও অনুরোধ করেন যে, কলার খনির শ্রমিকদের মধ্যে খাদ্যশস্য বণ্টনের ভার যেন শিল্প কর্ত্তৃপক্ষের উপর না থাকে এবং শ্রমিকদিগের যে বৈধানিক পদ্ধতিতে বেতন দেওয়া হয়, উহা বাস্তবিক করা হয়।

•

সরকারী কথাপত্র

এই বিভাগে কিঞ্চিৎ ভিত্তিস্থিলতা ছিল। ৫% ঋণের ১৯৪১-৪৪ ১০৩৷৷০, ৩½ ঋণের ১৯৪৩-৪৭ ১০১৷৷০, ৫% ঋণের ১৯৫৩-৫৪ ১০৯৷৷০, ৩½ ঋণের ১৯৬০-৬৫ ৯৯৷৷০, ৩% ঋণের ১৯৬৬ এর ৩½ ও ৩% ঋণের ১৯৮০-৯০ ১১০৷৷০ পর্য্যন্ত দরে কাজ হইয়াছে।

কয়লার খনি

রাণীগঞ্জের বিখ্যাত রূপসপুরা কোলিয়ারীর কোম্পানীর পক্ষ হইতে যে মামলাটি হাইকোর্ট হইতে চলিতেছিল তাহার রায় বাহির হইয়াছে। রায়ের ফলই তিক্ত পাইয়াছেন। এই রায়ের রূপসপুরা কোলিয়ারীর দর ২৪৲০ হইতে একসঙ্গে ১৯৲৩ নামিয়া যায়। মার্কেন্টাইল কোম্পানীর কলার খনিগুলির শেয়ারেও অবনতি ঘটে, মাইথন রূপসপুরার দর ৩৲ হইতে ২৭৲০ হয়।

অন্যান্য শেয়ারের মধ্যে বেঙ্গল ৪০৲, ভারত কলিয়ারী ২৫৲০, বরাকর ১২৲০, সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া ৪৲০, ইষ্ট ইণ্ডিয়ান ৩৷৷০, বর্ধমান লামুনা ৭৲, নিজাম দোম ১০৲০ ও ওকারো বেঙ্গল ৪৷৷০ পর্য্যন্ত দরে কাজ হইয়াছে।

ধনি

বর্ধা কার্পোরেশান ২৷৷০, ফলসিফেরাস ইন ৬৲০, ইণ্ডিয়ান কপার ২৷৷০ ও টাঙ্গস্টেন ইন ৮৲০ পর্য্যন্ত দরে ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে।

চটকল

এই বিভাগে টাটা পাটের সরবরাহে অনিশ্চয়তা এখনও দূরীভূত না হওয়ায় কোনও উৎসাহের ছিল না। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে দরের সামান্য উন্নতি হইয়াছে। বাউড়িয়া ১৪৬৲০ হইতে ১৭৲ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়া ১৭৪৲০ নামে। অন্যান্য শেয়ারের মধ্যে বজবজের ১২১৲, টিটাগড়ী ১৮৯৲, ভিক্টোরিয়া ১২৮০, কেওড়া ১৯০৲, কোটি ল্যাণ্ড ৪১৯৲, হুগলী ৪০১০, বিড়লার ১৪০৲, নবীনা ৬৭৪০, বিজয়েশ ২০৲ ও ইউনিয়ন ১৮৯৲ পর্য্যন্ত দরে কারবার হইয়াছে।

ইঞ্জিনিয়ারিং

ইণ্ডিয়ান আয়রন ৪৬৯৲০ হইতে এক সময় ৫১৬৲০ পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল, কিন্তু পরে ৪৮৬৲০-এ হ্রাস পায়। টিন অটোমোবিলের সর্ব্বশেষ দর ১৮৬৲০ ছেবরলেট ৭৮৲০, ফোর্ড ১৩৬৲০, হুমায়ুনী ৮৲ ও টেক্সমাকো ৭১০ পর্য্যন্ত দরে কাজ হয়।

বিবিধ

এই বিভাগে কোনও উৎসাহ ছিল না। বি. আই. সি. ৮৲০, অলুমার ৪৷৷০, ক্যাসিল ফেরোমেন ১৩৯১০ খোন জাপী ৫৮৲০, রোটাস ইণ্ডাস্ট্রী ১৬৲০, বি. বি. সেন্ট্রাল ১৷৷, আসাম ল' ৮৯৲০, ইণ্ডো-বার্মা পেট্রোলিয়াম ৪১৲, আই. জি. এন্ ১২৲, ইণ্ডিয়া টোবাকো ৭৮৲০, বেঙ্গলস ৫৲ ও ক্যাক ১৮৲০ পর্য্যন্ত দরে কাজ হইয়াছে।

চা

বাসন্তী ১১৫০, কালিমি ৭৮৲০, ডিব্রুগড় ১০৲, হাসিমারা ৪১৲ ও তেজপুর ১৯৯০ পর্য্যন্ত দরে কেনাবেচা হইয়াছে।

বহুবা প্রেস, ১৯এ শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা হইতে শ্রীবামন অনন্তনারায়ণ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও আর্থিক জগৎ লিঃ এর পক্ষ হইতে বঙ্গ ভাষাশিল্প নিকেতন, ১৩৮, মেছোবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা—১ হইতে প্রকাশিত। মুদ্রাকর :—শ্রীবামনচন্দ্র মল্লিক।

আর্থিক ভারত

ARTHIK BHARAT

অর্থ নৈতিক সাপ্তাহিক

২য় বর্ষ ২৩ সংখ্যা | কলিকাতা, বুধবার ৩০শে মার্চ, ১৯৫০; ১৬ই চৈত্র, ১৩৫৬ | মূল্য ।৵

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়
সম্পাদকীয়	৭৭৭	সংবাদ সংকলন
পাকিস্থান হইতে হিন্দু উচ্ছেদ		অর্থলোক
সাপ্তাহিক	৭৮১	কোম্পানী আইনের সংশোধন প্রস্তাব
বাধ্যতামূলক সঞ্চয়		
লবণের উৎপাদন বৃদ্ধি		শেয়ার বাজার
খাদ্যে স্বাবলম্বন		ম্যাঞ্চেষ্টার এক্সচেঞ্জ বিধান

পাকিস্থান হইতে হিন্দু উচ্ছেদ

বস্তুতঃ প্রথম সংঘাতের পর্য্যায় হইতেই দেখা যাইতেছে যে, যেন যেন প্রকারের ছলে বলে কৌশলে অমুসলমান সম্প্রদায়কে নিশ্চিহ্ন করিবার চেষ্টাই পাকিস্থানী রাজনীতিতে বলিয়াছে। কলিকাতা, নোয়াখালী, পশ্চিম পাঞ্জাবে যে মারণ-যজ্ঞ আরম্ভ হইয়াছিল তাহার বহ্নিশিখা আজও নেভে নাই। কি উপায়ে পাকিস্থানের হিন্দু ও শিখ অধিবাসীদিগকে উৎখাত করিয়া রাষ্ট্রকে খাঁটি ইসলামী রূপ দেওয়া যায় তাহার জন্যই যেন ওই দেশের সরকার নতুন নিত্য নূতন পথা উদ্ভাবনে ব্যাপৃত। পাকিস্থানী সরকার বিগত ১৫ই আইনের যে পরিত্যক্ত সম্পত্তি অর্ডিন্যান্স জারী করেন, তাহার প্রবর্তন-বিন্যাস ও প্রয়োগ-পদ্ধতি লক্ষ্য করিলে এই সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ থাকে না। ইহা সুস্পষ্ট যে, পাকিস্থান সরকার বস্তুতঃ অবশিষ্ট হিন্দু ও শিখদের বিতাড়িত করিবার একটি সুপরিকল্পিত কার্য্যক্রম অনুসরণ করিতেছেন।

ভারত সরকার তাঁহাদের উদ্বাস্তু সম্পর্কিত অর্ডিন্যান্সে যে বিধান-গুলি সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন তদনুযায়ী ভারতীয় মুসলমানদিগকে অনেক সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হইয়াছে। অপরপক্ষে পাকিস্থানী আইনের বলে সরল উপায়ে হিন্দু ও শিখদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ভারতীয় অর্ডিন্যান্স অনুসারে সেই ব্যক্তিকেই উদ্বাস্তু বলা হইবে, যিনি ব্যক্তিগতভাবে বলপ্রয়োগ অথবা বেআইনীভাবে পাকিস্থানে উদ্বাস্তু সম্পত্তির স্বত্ব ভোগ করিতেছেন। যিনিই যে কোন উপায়ে ভারতে উদ্বাস্তু সম্পত্তির স্বত্ব লাভ করিয়াছেন, পাকিস্থানের আইনে তিনিই উদ্বাস্তু। পাকিস্থানে 'উদ্বাস্তু' কথাটির সংজ্ঞা এরূপ ব্যাপক করা হইয়াছে যে যাঁহারা ব্যক্তিগতভাবে ভারতে উদ্বাস্তু সম্পত্তির স্বত্ব ভোগ করেন না তাঁহারাও অর্ডিন্যান্সের বেড়াজালে আটকাইয়া পড়িয়াছেন। যে সমস্ত পাকিস্থানী হিন্দু বা শিখের আত্মীয়স্বজন ভারতে চলিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের বিষয়সম্পত্তি হস্তান্তরযোগ্য করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ভারতীয় আইনে পূর্ব্বে নোটিশ দিয়া এবং মালিক পক্ষের বক্তব্য শুনিবার পর উদ্বাস্তু সম্পত্তি দখল করিতে পারা যায়। সরকারী কর্ম্মচারীরা যাহাতে এই সীমাবদ্ধ ক্ষমতারও অপব্যবহার করিতে না পারেন, সেজন্য উচ্চ আদালতে আপীলের বিধান রহিয়াছে। কিন্তু পাকিস্থানের অর্ডিন্যান্সে কোনও নোটিশ প্রদান বা আত্মপক্ষ সমর্থনের প্রশ্ন নাই—১৯৪৯ সালের ১লা মার্চ্চ তারিখ পর্য্যন্ত

ইহার সম্পত্তি নিরঙ্কুশ অধিকারভুক্ত সরকারী তত্ত্বাবধায়কের হেফাজতে চলিয়া গিয়াছে। অতএব পূর্ব্বাঞ্চলে ইহাকে বলিয়া কোনও ব্যক্তি যদি কোনও প্রকারে প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিবে যে তাহার সম্পত্তি অভিন্যান্স-বহির্ভূত। ভারতের ইহার সম্পত্তি খুঁজিয়া বাহির করিবার দায়িত্ব তত্ত্বাবধায়কের দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু পাকিস্থানে সম্পত্তির মালিকানার অধিকারীর উপর এই দায়িত্ব অর্পণ করা হইয়াছে। ফলে অমুসলমান সম্পত্তির মুসলমান অধিকারীরা ইচ্ছামত হইয়া নিজেদের সম্পত্তিকে ইহার সম্পত্তি বলিয়া ঘোষণা করাইয়া চিরস্থায়ীভাবে ভোগদখলের সুবিধা করিয়া নিয়েছে। ভারতীয় আইন অনুযায়ী তত্ত্বাবধায়কের তাঁহার আয়ত্তাধীন সম্পত্তির তালিকা প্রস্তুত করিতে হইবে। পাকিস্থানী আইনে এই বালাই নাই। লোকচক্ষুর অন্তরালে অবাধে সম্পত্তি বন্দোবস্ত করা যাইবে। পাকিস্থানের আর একটি আইন—১৯৫১ সনের পাকিস্থান (অর্থনৈতিক পুনর্বসতি) সংশোধন অভিন্যান্স—যাহার মারফৎ ইহাদের ভূসম্পত্তির জন্য সম্পত্তি দখলের যে বিধান পূর্ব্বে ছিল, তাহার পরিবর্তে বিধান করা হইয়াছে যে, সংখ্যালঘু অভিন্যান্স অনুযায়ে পুনর্বসতি কর্তৃপক্ষের মারফৎ যে কোন প্রয়োজনে কোন সম্পত্তি দখল করিয়া [illegible] করিবার ক্ষমতা গ্রহণ করিয়াছে [illegible] হইতে পাকিস্থান অনুযায়ে হিন্দু ও শিখদের সম্পত্তি অভিপ্রায়ে [illegible] করিয়া [illegible] হইয়াছে

[illegible] মত মুসলমানদের বিভিন্ন-বিভাগের ইহা ছাড়া [illegible] সরকার মুসলমানদের সম্পর্কে [illegible] করিবারের ও তাহাদের স্বার্থরক্ষার পূর্ণ ব্যবস্থা রহিয়াছে। সেখানে পাকিস্থান সরকার স্বার্থপর ও দুষ্টি লইবার ইহার আইনের বদনিকার পশ্চাতে অমুসলমানদের দুরভিসন্ধি করিবার সংগোপনের দ্রষ্টা হইয়াছেন। আনুমানিক হিসাবে জানা যায় পশ্চিম পাকিস্থানে হিন্দু ও শিখ পরিত্যক্ত সম্পত্তির মূল্য আনুমানিক ১২০০ কোটি টাকা। পক্ষান্তরে ভারতে পরিত্যক্ত মুসলমানদিগের সম্পত্তির মূল্য ৪০০ কোটি টাকার অধিক হইবে না। পূর্ব্বপাকিস্থানের হিন্দুসম্প্রদায়ের সম্পত্তির মূল্য ১২০০ কোটি টাকা এবং পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের সম্পত্তির পরিমাণ ৫০০ কোটি টাকা বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। অতএব পাকিস্থানী কৌশলে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উভয়বিধ উদ্দেশ্যই সাধিত হইবে। প্রায় ২০০ কোটি টাকা মূল্যের সম্পত্তি আত্মসাৎ করিয়া দুর্দ্ধর্ষ্মীর সাধনা পাকিস্থানের নেতৃবর্গের দৃষ্টি বিভ্রান্ত ও মস্তিষ্ক বিকৃত করিয়া তুলিয়াছে।

পাকিস্থানের নবরচিত অভিন্যান্স সম্পর্কে পূর্ব্ব পাঞ্জাবের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ খোশীচাঁদ ভার্গব বলিয়াছেন—"পাকিস্থানে এখনও যে সব হিন্দু ও শিখ অবশিষ্ট আছেন, এই অভিন্যান্সের আমলে তাঁহাদের পক্ষে পাকিস্থানে বসবাস করা এবং জীবিকার্জ্জনের চালান অসম্ভব হইয়াছে।" বস্তুতঃ পশ্চিম পাকিস্থানে এই আইন চালু হইবার পর মাত্র তিন দিনে এক লাখের হিন্দু ও শিখ ভারতের স্থাবর ও অস্থাবর সমুদয় সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইয়া অযাচী ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ইহাদের পাকিস্থান ত্যাগের হিড়িক বিহারদিবসের অব্যবহিত পরেই আরম্ভ হইয়াছিল এবং গত আগষ্ট মাসে মাত্র ৪৮০ জন হিন্দু সিন্ধু হইতে চলিয়া আসিবার জন্য ছাড়পত্র লয়। যেরূপ কঠোরভাবে আইনের ধারাগুলি প্রয়োগ করা হইতেছে তাহাতে পাকিস্থানী হিন্দু ও শিখদের পক্ষে চৌকপুরুষের ভিটামাটি ছাড়িয়া কপর্দ্দকশূন্য হইয়া অন্যত্র চলিয়া যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই। পাকিস্থান তাহাদের মাতৃভূমি, বাপঠাকুর্দার ও নিজেদের মধ্যেও তাঁহারা বহুকালের বাসস্থানকে আঁকড়াইয়া কোনরূপে জীবিকা সংস্থানের প্রয়াস করিতেছিলেন। এখন হইয়াছে তাঁহাদিগকে উৎখাত করিবার পরীক্ষা হইবে। তাহাদের গোরুর আস্তাবলে বাসাবন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহাদের অফিসের সরকার সীলমোহর করা হইয়াছে, তাহাদের যা মুরগী মহাজনের কলাই-খানায় লাটি বলিয়া গিয়াছে, গোয়াল বা হিন্দু মন্দিরগুলি বাতাবাতি মসজিদ এবং কি গোরস্থিতের ঘাটাল হইয়াছে—এগুলি সব ইসলামী রাষ্ট্রের বিচিত্র বর্বরতা কাহিনী। গভীর নিশীথে নিদ্রাগত ব্যক্তিকে জাগরিত করিয়া তাহাকে উদ্বাস্তু হইবার জন্য করিয়া তাহার কন্যা স্ত্রী ও বৃদ্ধপিতৃ বিশ্বস্তস্থানসহ তাহাকে গৃহ হইতে বাহিরপথে দণ্ডায়মান করিয়া দেওয়া হইয়াছে—এইরূপ বহুল মর্ম্মন্তুদ নিষ্ঠুরতার কাহিনী নিত্যই আসিতেছে। অভিন্যান্সটির মন্ত্র ও নির্লজ্জ রূপ সুপরিস্ফুট হইবার সঙ্গেসঙ্গে পাকিস্থানীদের অনুরোধে উদ্বাস্তুরা ফেরার হইতেছেন।

এখানে অভিন্যান্সটির প্রয়োগক্ষেত্র পশ্চিম পাকিস্থানেই সীমাবদ্ধ ছিল। এখন উহা পূর্ব্ববঙ্গে প্রসারিত করিবার উদ্যোগ আয়োজন সম্পূর্ণ হইতেছে। ইতিপূর্ব্বেই পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দু সম্প্রদায় অর্থনৈতিক সর্ব্বনাশ হইতে আত্মরক্ষা করিবার কোনও উপায় খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না। চাকুরী বা ব্যবসায়ের ক্ষেত্র হইতে তাঁহাদিগকে বিতাড়িত করিবার সর্ব্বপ্রকার পন্থা অবলম্বিত হইয়াছে। তাহার পর যখন তখন বেপরোয়া ভাবে বাড়ীঘর বিক্রয় করিয়া তাঁহাদের গ্রাম ছাড়িবার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু ইহাতেও পাকিস্থানী কর্ত্তারা নিশ্চিন্ত নন। পূর্ব্ববঙ্গ মুসলিম লীগের সভাপতি মৌলানা আক্রাম খাঁ ছেড়াদী লিখিয়া তুলিয়াছেন যে, যে সকল হিন্দু পাকিস্থানের বাহিরে চাকরি সংস্থানে নিযুক্ত রহিয়াছেন, তাঁহাদিগকে কোন প্রকারে উদ্বাস্তু ঘোষণা করিয়া তাঁহাদের সম্পত্তি অধিকার করা হউক এবং সেই সম্পত্তিগুলি মুসলমানদের পুনর্ব্বসতির জন্য বিতরণ করিয়া দেওয়া হউক। নবপ্রবর্ত্তিত আইনে মৌলানা সাহেবের উদ্দেশ্য সুসম্পন্ন হইবে। আনুষ্ঠানিক ভাবে এখনও উহা পূর্ব্ববঙ্গে প্রযুক্ত হয় নাই সত্য, কিন্তু কলমের এক আঁচড়েই তাহা সম্ভব এবং তাহার জন্য ভোজভোক্তের বিরাম নাই। পূর্ব্ববঙ্গ সরকার 'উদ্বাস্তু' কথাটির যে অভিনব সংজ্ঞা বাহির করিয়াছেন তাহাতে আইনের সিলেটিনে পড়িয়া ৯৯ জন হিন্দুই মৃত্যুগ্রাস করা যাইবে। তাহার পরই নিষ্কণ্টক নিঃসপত্ন মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা। সরকারী সংজ্ঞা অনুযায়ী নিম্নলিখিত শ্রেণীর ব্যক্তিরা 'উদ্বাস্তু' তালিকাভুক্ত হইবে (১) যে সব ব্যক্তি ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্টের পর পাকিস্থান ডোমিনিয়ন ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে, (২) যে সব ব্যক্তি অস্থায়ীভাবে,

সাথে অর্জিত টাকা প্রভৃতি মূলধনে সম্পত্তি অথবা ডোমিসাইলে স্থানান্তরিত করিয়াছে, যে সব ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধজনক অপরাধে তিনিবছর হইয়াছে এবং (৬) যে সব ব্যক্তি পাকিস্তান ছাড়িয়া যাইতে ইচ্ছুক। এই তালিকার মাত্র-শীর্ষে প্রায় সমস্ত হিন্দু সমাজকেই আইনের আওতায় ফেলা হইয়াছে। কার্যক্ষেত্রে ইহা প্রয়োগের যে ব্যবস্থা হইয়াছে তাহাতেও মনে হইতেছে যে, কর্তৃপক্ষ পাকিস্তানকে বাস্তবক্ষেত্রে বিচ্ছিন্নভাবে ইসলামী আকার দিবার জন্যই হয়তো-হিন্দিকে আটিয়াছেন ও হিন্দু সম্প্রদায়কে সম্পূর্ণরূপে উৎসাদিত করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। ফেলা আন্তর্জাতিকতা, আমার ধারোয়া, ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট, সার্কেল অফিসার প্রভৃতির নিকট এই মর্মে একটি গোপন সার্কুলার প্রেরণ করিয়াছেন যে, তাঁহারা যেন তাঁহাদের এলাকাস্থিত হিন্দু পরিবারের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া আগামী ৩০শে নভেম্বরের মধ্যে প্রেরণ করেন। অর্ডিন্যান্সটি পূর্বপাকে এখনও প্রযুক্ত হয় নাই বটে, কিন্তু অনেক স্থানে তৎপরতার কাজ আরম্ভ করা হইয়া গিয়াছে। সংবাদে প্রকাশ, কর্তৃপক্ষীয় ব্যক্তি করিয়া বেড়াইতেছেন ও হিন্দুদের অবধ্য উৎপীড়ন শুরু হইয়াছে। আতঙ্কগ্রস্ত হিন্দুরা ইহা না মনে করিয়া পারিতেছে না যে, পাকিস্তান সরকার তাঁহাদের ধ্বংসসাধন করিবারই সুচিন্তিত পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন!

পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী জনাব নিজামুদ্দীন খাঁ তাঁহার সাম্প্রতিক পূর্ববঙ্গ সফরের সময় ঢাকায় বক্তৃতায় মাইনরিটিকে আশ্বাস দিয়া বলিয়াছেন যে রাষ্ট্রের অনুগত থাকিলে তাঁহারা সকল নিরাপত্তা থাকিবেন এবং আদর্শ ব্যবহার পাইবেন। সংখ্যা লঘুদের ধন, প্রাণ ও ইজ্জৎ সর্বদাই রক্ষিত হইবে। কিন্তু হায়রে, কথা ও কাজে যে 'আস্‌মান জমীন ফারাক্'। মাইনরিটি ক্রমশই শোচনীয় অবস্থায় পতিত হইতেছেন। সাধারণ চাকুরিয়া, চিকিৎসক, আইন ব্যবসায়ী, বৃত্তিজীবী এবং যাঁহারা ক্ষুদ্রসম্পত্তির উপস্বত্বের উপর নির্ভর করিয়া জীবিকার্জন করেন সকলের পক্ষেই পূর্ববঙ্গে জীবিকা সংস্থান করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। শিক্ষাব্যাপারে প্রবর্তিত বিধি-বিধানগুলি হিন্দুসমাজের সংস্কার ও সংস্কৃতির প্রতিকূল। বরত্রস গো-কোরবানী করিয়া হিন্দুদের মনে আঘাত দেওয়াটা অভ্যাসের তালিকা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নানাস্থলে বলপূর্বক হিন্দুদের সম্পত্তি কাড়িয়া লওয়া হইতেছে। এইরূপ পটভূমিকায় জনাব নিজামুদ্দীন খাঁ পাকিস্তানে যে নূতন ইসলামী শাসনতন্ত্র রচিত হইবে তাহার গুণকীর্তন করিয়া বলিয়াছেন, উহাতে মাইনরিটির এত ভীতা আশঙ্কার কারণ নাই। ইসলামী শাসনতন্ত্র এক অপূর্ব বস্তু এবং পৃথিবীতে ইতিপূর্বে কোথাও এইরূপ মহৎ শ্রেণীর আদর্শ ব্যবস্থার পরীক্ষা হয় নাই। মরহুম অর্ডিন্যান্সটি নিশ্চয়ই ঐশ্লামিক শাসনতন্ত্রে বিহিত উদার নীতি ও শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন!

ডাঃ মেঘনাদ সাহা সম্প্রতি এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে ইসলাম রাষ্ট্রের বিধি অনুসারে অমুসলমানগণ 'ডিম্মি' নামে অভিহিত এবং তাহাদের ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য হওয়ার কোন অধিকার থাকিবেনা। কার্যতঃ দেখা যাইতেছে আইন-সভার সভ্য হওয়া দূরে থাকুক, অমুসলমানগণ পাকিস্তানে বসবাস বা নিজস্ব সম্পত্তি ভোগ করিবার মৌলিক অধিকার হইতেই বঞ্চিত হইতেছেন। সংখ্যালঘুদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা, সুবিচারের ব্যবস্থা, তাঁহাদের সৌহার্দ্যিকার সংরক্ষণ —এইগুলি বিশ্বের সাধারণ শ্রেষ্ঠ শাসনতন্ত্রগুলি নিছকের বাহির বলিয়া মনে করে। কিন্তু ইসলামের উদারতম শাসনতন্ত্রে রাষ্ট্রের অঙ্গীভূত একটি অংশকে অবলুপ্ত করিবার আয়োজন সম্পূর্ণ। উহার ফলে নাংসী জার্মানীর ইহুদীদের মত হিন্দুগণ তাঁহাদের পূর্বপুরুষের বাসভূমি পাকিস্তান হইতে বিতাড়িত হইবেন।

বর্তমান সমস্যার কর্তব্য কি? দেশবিভাগের মূলেই খানীনরা অজিত হইয়াছে এবং পাকিস্তানী হিন্দু ও বিশ্বের সম্পর্ক দৈহিক হারিয় তারের উপর দাঁড়াইয়াছে। ভারত সরকার সমস্যা সম্পর্কে সময়ে অবহিত বলিয়া আমাদের ধারণা। আমরা আশা করি যে, অনতিবিলম্বে তাঁহাদের সক্রিয় কার্যক্রম দেখিতে পাওয়া যাইবে। পূর্ববঙ্গে এক কোটি হিন্দু রহিয়াছেন। যদি পাকিস্তানকে তাহার ভ্রান্ত নীতি হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারা না যায়, তবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত অধিবাসিবর্গের সংখ্যার দিক্‌দিয়া পূর্ববঙ্গে একদিন একটি সহজ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের যে স্থায়ী ভিত্তি হইয়াছে তাহার পক্ষে প্রবল আন্দোলন চালাইতে হইবে। পাকিস্তানের আসনে এই স্থায়ী যৌক্তিকতা অনস্বীকার্য।

বাস্তু ও বাস্তুহারা

আজ যদি কেহ কলিকাতায় বা তাহার দূর প্রসারিত উপকণ্ঠে কোথাও একখানি ঘর সাড়ে তিনশত টাকায় পাইতে পারেন, তিনি অশেষ ভাগ্যবান সন্দেহ নাই। অতিপ্রত্যুষে এখন কলিকাতার বাতাস ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে। সুখ, শান্তি, স্বস্তি, স্বাচ্ছন্দ্য প্রভৃতি মধুর শব্দগুলি শুধু অভিধানের পৃষ্ঠাই অলঙ্কৃত করিয়া রাখিয়াছে মাত্র; বাস্তবে যে তাহাদের অনুভব করা যায় এরূপ দিন দিন মিথ্যা প্রতিপন্ন হইতেছে। খাওয়া পরার সুখ তো বহুকাল পূর্বেই ঘুচিয়াছে! আজ পেটে না খাইয়াও শুধু যে হাত পা ছড়াইয়া একটু আরামের নিঃশ্বাস ফেলিব সেদিনেরও শেষ হইয়াছে।

বাস্তুহারাদের জন্যই যে এই দুর্গতি একথা অবিসংবাদিত সত্য। অবশ্য সেই সঙ্গে একথাও সত্য বাস্তুহারারা সকলেই আত্মসাহায্য হয় নাই। যাহাদের কিছুমাত্র উপায় ছিল তাহারা নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরাই করিয়াছে। সহর হইতে বহুদূরে মালেরিয়া প্রপীড়িত পল্লীতে পল্লীতেও তাহারা বাসা বাঁধিয়াছে। তাহাদের কল্যাণে বহু ঘুঘু-চরা জিলার জীবনের তোলপাড় লাগিয়াছে। আশা করা যায় এই উপলক্ষে বহুত গ্রামগুলির কিছু পরিমাণে সংস্কার হইবে। কিন্তু সরকারী সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া যে দরিদ্র বাস্তুহারাগুলি হাজারে হাজারে নানা স্থানে পিতৃপিতামহের স্মৃতিমণ্ডিত পবিত্র বাস্তুভিটা ত্যাগ করিয়া এদেশে আসিয়াছে তাহাদের দশা শেষ পর্যন্ত কি হইয়াছে!

অবশ্য লক্ষ লক্ষ মানুষের অনিচ্ছায় বাসের ভরু ভরে পোষে করার ক্ষমতা একমাত্র কি কেন্দ্রীয় সরকার কি কোনও প্রাদেশিক সরকার তাহারও নাই বা থাকিতে পারে না। তাহারপরের সরকার প্রদেশ ও কেন্দ্রীয় রাজ্য ইউনিয়নগুলি যদি সমবেতভাবে এই বিরাট সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব গ্রহণ করিতেন তবে হয়ত এতদিনে এই ভাগ্য লাঞ্ছিত মানুষগুলির একটা পাকাপাকি রকমের ব্যবস্থা হইয়া যাইত। বাস্তুহারাদের যে ভিক্ষুক নয় একথা ভুলিলে চলিবে না। অবশ্য বিদেশের দুর্দশাকে পুঁজি করিয়া আরাম বা সাহায্য তাহারের চাহিয়া লইতে হইয়াছে। যদি কোথাও এই দান ও গ্রহণের মধ্যে ভিক্ষুক মনোবৃত্তি প্রশ্রয় পাইয়া থাকে তাহার জন্য সরকারকেই দায়ী করা উচিত, প্রহীতাদের নয়।

সরকার ও পুনর্বসতি দপ্তরের কর্মধারার আলোচনা করিলে দেখিতে পাই উপযুক্ত পরিকল্পনা শক্তির অভাবে সামগ্রিক সমাধানমূলক কাজ কিছুই হয় নাই। ভিন্নপ্রদেশ হইতে যাহারা স্থানান্তরিত হইয়া পশ্চিমবঙ্গে আসিয়াছেন সরকার তাহাদের পুরা সমস্ত করিতে পারেন নাই, কিন্তু পুনর্বসতির প্রশ্নে এখানকার যে রূপ তাহা হয় নাই, একথা অনস্বীকার্য। রাজ্যসরকার উপনিবেশ স্থাপন যে সম্পূর্ণ বন্ধ তাহা নয় কিন্তু সে সম্বন্ধে কোনো পরিকল্পনা নাই। অবশ্য পুনর্বসতি দপ্তর পক্ষিম অঞ্চলে বাস্তুহারাদের জন্য সৃষ্টির নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু সে নির্দেশের পরিমাণ সামান্য। সমস্যার নিকট নির্দেশগুলি অপেক্ষা এইটুকু বেশী নয়।

এ সম্পর্কে পরিকল্পনার অভাবে এবং সেই সঙ্গে উপযুক্ত কর্মধারের অভাবে ভারতীয় বাস্তুহারা ভরসা আজ সীমাহীন সমস্যার সমুদ্রে বানচাল হইয়া গিয়াছে। একথা আজ নূতন করিয়া আলোচনা করিবার কারণ ঘটিল। সংবাদ পাওয়া গিয়াছে বাস্তুহারা সম্প্রদায় কলিকাতায় উপনগরে নামমাত্র জমি দখল করিয়াছে। শুধু তাহাই নয়, বাড়াবাড়ি কাঁচা ঘরও তুলিয়া ফেলিয়াছে। এই দখল করিবার মনোভাব একস্থান হইতে ভিন্ন অপর স্থানে সঞ্চারিত হইয়া এক বেহুশে অনেকগুলি অঞ্চলে বিশেষ বিপর্যয়ের সৃষ্টি করিয়াছে। এই উপলক্ষে লাঠালাঠিও কম হয় নাই এবং এখনও হইতেছে। অতএব এক নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে সন্দেহ নাই। আপাত দৃষ্টিতে বাস্তুহারাদের এই কার্যা পদ্ধতি শুধু বেআইনী নয় অশোভনও বটে কিন্তু আইনরক্ষা করিতে মানুষ যখন মরিয়া হইয়া উঠে তখন তাহার হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। সরকারী পক্ষ হইতে সত্যসত্যই যদি পুনর্বসতির কোন ব্যাপক ব্যবস্থা হইত, তাহা হইলে এই পরিস্থিতির উদ্ভব কখনই হইতে পারিত না। আর বিক্রয় করিবার মত জমি বা তাহা কিনিবার মত বাড়ী ঘর যাহাদের আছে তাহারা খুঁজিয়া খুঁজিয়া জমির মূল্য বা বাড়ীর ভাড়া এমনই উচ্চহারে বাঁধিয়া রাখিয়াছে যে অন্যান্য অসাধারণ আর্থিক সঙ্গতি না থাকিলে তাহা অন্যায় করা সম্ভব নয়। দরিদ্র বাস্তুহারাদের পক্ষে কাঁচের কাজ মূল্য দাম কোন অর্থেই সত্যকারের সীমার মধ্যে আসিতে পারে না। তাই জমির দখল লইয়া তাহারা তার সঙ্গত মূল্য দান করিতে প্রস্তুত। এখন প্রাদেশিক সরকার যদি এই সব দখল করা জমি পুনর্বসতি পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করিয়া বাস্তুহারাদের সাধ্যায়ত্ত মূল্যেই তার সঙ্গত মূল্য বলিয়া নির্ধারিত করেন তাহা হইলে ব্যাপারটির একটি শুভ নিষ্পত্তি হইতে পারে। অবশ্য বাস্তুহারাদের এই নূতন পদ্ধতিতে জমি দখল করিবার প্রেরণা হইতে বিরত করা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। প্রাদেশিক সরকার যদি সেই সঙ্গে অন্যত্র কতকটি নির্ধারিত স্থানে তার সঙ্গত মূল্যে পতিত ভাঙ্গা জমি ক্রয় করিয়া বাস্তুহারাদের মধ্যে বিলিবন্টে পরিবারে বন্টন করিয়া দিলে তাহা অর্থনীতির দিক অপেক্ষা অধিক কার্যকরী হইবে বলিয়া মনে হয়।

বাড়ীভাড়া নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কেও সরকারের প্রচুর কর্তব্য আছে। আইনকানুনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া অধিকাংশ বাড়ীর মালিকেরা গগনস্পর্শী হারে বাড়ীভাড়া আদায় করিতেছেন। সরকার সেলামীর দাবী হয়ত বন্ধ করিয়াছেন কিন্তু পরিবর্তে শুরু হইয়াছে এককালীন দুই বৎসর, তিন বৎসর এমন কি পাঁচ বৎসরেরও ভাড়া অগ্রিম লওয়ার প্রথা। যে বাড়ীর মালিক এই এককালীন আদায় করা ভাড়া শোধ না হওয়া পর্যন্ত নূতন করিয়া মালিক ভাড়া দাবী করিবেন না বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেন তিনি প্রকৃতই সাধু ব্যক্তি। অপর পক্ষে, এমন দৃষ্টান্তও বিরল নয় যেখানে পাঁচ বৎসরের ভাড়া এককালীন অগ্রিম লইয়া মাসিক ভাড়া হইতে মাত্র দশ টাকা হিসাবে শোধ হইবার সর্ত করা হইয়াছে। সুতরাং নূতন করিয়া আরও কঠিন অনুশাসন সম্বলিত আইনকানুনের যে একান্ত প্রয়োজন একথা আজ নূতন করিয়া স্মরণ করিবার দিন আসিয়াছে।

প্রাসঙ্গিক

বাধ্যতামূলক সঞ্চয়

ব্যয় সঙ্কোচ ও বিভিন্ন খাতে অর্থ সাধারণের মতো সঞ্চয় প্রবৃত্তিকে উৎসাহিত ও বেতারের করিয়া জীবনযাত্রার প্রতিমানের উন্নয়ন এবার পাকাপাকি কর্তৃপক্ষ প্রতিশ্রুত করিতে অঙ্গীকার প্রচারকার্য চালাইয়াছিলেন। সাধারণভাবে অনটন ও অপরিমিতব্যয়ী এবং জাতীয় অর্থ নীতির প্রয়োজন সম্পর্কে অবহিত, অনেকে ও অন্য সর্বশ্রেণীর উপার্জনকারির তথা প্রত্যেক সকল আয়কেই সর্বাধিকভাবে ব্যবহারের প্রয়ত্ন করিতে অ মূল্যের পরিবর্তে বিনিময় করিতে পারে—এই দুইবেলা ও আমদানি প্রচারের ফলাফলের উপর নির্ভর না করিয়া কেন্দ্রীয় সরকার অনেকের প্রাবধিক আর্থিকতার দাবির খাতেই ব্যয় করিলেন। তবীণ আর্থিক বিভিন্ন বিভাগীয় কর্তৃপক্ষদের উপর প্রথমেই বাধ্যতামূলক সঞ্চয় আরোপ করিলেন। কেবলমাত্র তাহাই নহে, পরবর্তী পর্যায়ে অন্যান্যশ্রেণীর উপার্জনকারীদেরও উক্ত ব্যবস্থার আওতাভুক্ত করিবার সম্ভাবনা ঘোষণা করেন। অবশ্য সকলের পরিমাণ নির্ধারণে কর্তৃপক্ষের আয় অনুসারে তারতম্য করা হইয়াছে এবং অপেক্ষাকৃত কম বেতনের কর্মচারীদের এই পরিকল্পনা হইতে একেবারে বিমুক্তি দিলেও পরবর্তী আলাপ-আলোচনা হইতে বিভাগের কর্তারা বিরোধ হইয়াছেন বলিয়া অনুমিত হয়। সেক্ষেত্রে কোন কোন শ্রেণীর কর্মচারীরা বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত এবং কাহারাই বা কাহাদের প্রতি অবহিত অধিকার করা হইয়াছে তৎসম্পর্কে সরকার প্রকাশের মধ্যেই অবশ্য অনেকের আশঙ্কা করা হইতে বিরত হইলাম। কেননা বাধ্যতামূলক সঞ্চয় ব্যবস্থাকে একপ্রকার বাড়তি হিসাবে গণ্য করিয়া সাইলে উক্ত ব্যবস্থার যে গুরুত্বটুকু সংশোধন করিয়া সাধারণ বিচার যে খুবই ভ্রান্ত নহে। আমাদের বর্তমানের মূলনীতি সংকোচ। যে কোন নীতি বিচারের আগে তাহাদের বাস্তব অবস্থার সার্বিক বিচার আবশ্যক। ইহা খুবই সত্য কথা যে, মুদ্রাস্ফীতি হ্রাসের ফলে আর্থিক ক্ষেত্রে মুদ্রাস্ফীতি ও সরকার অনুরূপ বিশ্বাস দেখা দিবে। ইহারই প্রয়োজনে ব্যয় সংকোচ অনিবার্য হইয়া পড়ে। একালীন যাহে সরকারী কর সংকোচ এই আশঙ্কাই করা হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে মূল্যস্ফীতি হ্রাস করার প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে।

ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, পণ্য ক্রেতাদের প্রত্যেকের কিছুটা কমাইতে পারিলে মূল্য বৃদ্ধি প্রতিরোধিতার মূল কারণের মূলোৎপাটি সম্ভব, তাহার বিভিন্ন শ্রেণীর বর্ধমান ব্যক্তি টাকা বিভিন্ন করা আছেন। এই সুযোগসন্ধানেই তাহা সরকারের সকল পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে। উৎপাদন বাড়াইয়া আয়োপার্জন আমাদের জন্যবর্ধমান চাহিদা পূরণ না হইলে বা অন্য উপায়ে আয় সংকোচ করা না গেলে মুদ্রাস্ফীতি হ্রাসের মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হওয়ার বিশেষভাবে সম্ভাবনা রহে। সরকারের প্রত্যক্ষভাবে অনেকের হাতে হইতেছে তাহাদের বর্ধমান আয় সাময়িকের তরে সীমিত করিতে হইয়াছে। উপরন্তু সেই আয়ের একটা অংশ সঞ্চয়ের মাধ্যমে বর্ধিত হারিয়ে ফেলে তাহাদের সঙ্গে পরিবার প্রতিপালন দুঃসাধ্য হইয়া উঠিবে এবং যাহা সঞ্চিত হইবে তাহা অপেক্ষা অধিকতর মূল্য হ্রাসে তাহাদের হাতে ফিরা হইবে। অন্যান্য ক্ষেত্রে ইহা মূল্য সম্পর্কে অনেকটি নিয়ন্ত্রণ করিয়া অবস্থানের পরেই তাহাদের সঞ্চয় করিলে অর্থ ব্যয় করার প্রবৃত্তি হইয়াছে, আমাদের দেশের বর্তমান আর্থিক অবস্থার যেখানে চাহিদা পূর্ণ হারের তথায় হইয়াছে, তৎসম্পর্কে কোন বিশেষ করার পূর্বে এভাবে বাধ্যতামূলক সঞ্চয় ব্যবস্থা কোন ক্ষেত্রেই সমর্থন যোগ্য নহে। প্রকৃত পক্ষে তাহাদের অর্থ বিনিময় করিলে যে আয় আজ বিনিময়ক করিলে হয়তো তাহা হইত, সে সময় বর্তী ও বিনিময়িকের তথা কোন প্রকার অবলম্বিত হয় নাই। ফলিত শ্রেণীকে আয়ো করিলেও করিয়া যে পরিকল্পনা সার্থক করার চেষ্টা হইতেছে তাহা হিতে বিপরীত ঘটাইবে।

লক্ষ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি

কেন্দ্রীয় সরকার দ্বিতীয় করিয়াছেন যে লক্ষ্য সম্পর্কে পরমুখাপেক্ষিতা সম্পূর্ণভাবে বর্জন করিয়া ১৯৬১ সালের মেয়াদে মাথার আবলম্বী হইয়া উঠিতে হইবে। তাহাদের সাধিয়ানা প্রয়োজনের পরিমাণ ৪৫ লক্ষ টন। তন্মধ্যে বিশ লক্ষ মেট্রিক টনের টন তাহাদের প্রয়ত্ন হয়। বাকী তিন লক্ষ মেট্রিক টনের টন প্রধানতঃ এদেশ ও পাকিস্তান হইতে আমদানী করা হয়। এই আমদানীর জন্য যে বার হয় তাহার পরিমাণ প্রায় এক কোটি টাকার লক্ষ টাকা।

কাপড়ের বৈদেশিক প্রয়োজনের এই প্রকারের উৎপাদনটির বিশেষ হইতে আমদানী বন্ধ করিবার এবং অবশেষে তাহা সম্পূর্ণ পরিমাণে প্রস্তুত করিয়া আমদানী হইতে উহাদের জন্য দেশবাসীকে অকারণ করার অপরাধে পাকিস্তান আমেরিকার সাহায্য ও অনুমোদিত বিদেশের অন্যান্য প্রকৃত দিবার জোর করিয়াছিলেন তাহাদের পক্ষে যে কোনও পরিমাণ বস্ত্র বিদেশ হইতে আমদানী করিয়া প্রচুর অর্থ সেই দেশে দেশের করিয়া পাঠাইয়া দেওয়ার কোনই যুক্তি খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। স্বাধীনতা লাভের পর হইতে গত দুইটি বৎসর যাবৎ আমার পরিকল্পনা এবং বিভিন্ন বর্ষ আর অগ্রগতিতে করিয়াই অতিরিক্ত হইয়া গেল, সন্তোষের কারণ কাজ কিছুই হইল না। যে দেশে বিপুলসংখ্যক বেকারী তাহার ৪৫ লক্ষ অপেক্ষাকৃত প্রকৃত হইতে পারে সে দেশে তিন লক্ষ মেট্রিক টনের টন পরিমাণ বাহিরে দুই বৎসরের মধ্যে পূরণ করা সম্ভব হইল না, ইহা বিশেষ দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। আসল কথা, কর্তৃপক্ষের সরকার এই মূল বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার সময় পান নাই। এখন আবার সেই বাড়তি পূরণের জন্য আরও দুই বৎসরের সময় চাওয়া হইল। সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্র করিয়া এই দেশের দুর্ভিক্ষাবাদী অভিযোগের প্রচুর সমালোচনা হইতেছে। সুতরাং দেখা সময়ে যে কেন্দ্রীয় সরকার এবিষয়ে দৃষ্টি দিবার অবসর পাইবেন তাহা নিশ্চিত হইলেও আমাদের আশা। সবদেশে প্রচুর সঙ্গে আমাদের অনাবাদী জমি নিয়ন্ত্রণে থাকিতে পারে তাহা হইলে দুর্ভিক্ষাবাদী অবশ্য টানে দীর্ঘ দুর্ভাগ্য হইলেও আর কোন অবকাশ থাকে না।

কেন্দ্রীয় সরকার পঞ্চম উপলক্ষে উপলক্ষে কেন্দ্রগুলির সহিত সহযোগে করিয়া ১৯৬১ সালের মেয়াদে মাথার আবলম্বী হইয়া উঠিবার নিমিত্ত প্রয়ত্ন করিয়াছেন। মেসাইএর সরল উৎপাদক সমিতি প্রতিষ্ঠিত হিসাবে, অনিচ্ছায় অঙ্গনে যে ৮৫ হাজার টন ঘাটতি অধিবাসীর হইয়া আবলম্বী করিয়া প্রচুর অর্থ সেই খাতে দেশের করিয়া পাঠাইয়া দেওয়ার কোনই যুক্তি খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। স্বাধীনতা লাভের পর হইতে গত দুইটি বৎসর যাবৎ আমার পরিকল্পনা এবং বিভিন্ন বর্ষ আর অগ্রগতিতে করিয়াই অতিরিক্ত হইয়া গেল, সন্তোষের কারণ কাজ কিছুই হইল না। যে দেশে বিপুলসংখ্যক বেকারী তাহার ৪৫ লক্ষ অপেক্ষাকৃত প্রকৃত হইতে পারে সে দেশে তিন লক্ষ মেট্রিক টনের টন পরিমাণ বাহিরে দুই বৎসরের মধ্যে পূরণ করা সম্ভব হইল না, ইহা বিশেষ দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। আসল কথা, কর্তৃপক্ষের সরকার এই মূল বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার সময় পান নাই। এখন আবার সেই বাড়তি পূরণের জন্য আরও দুই বৎসরের সময় চাওয়া হইল। সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্র করিয়া এই দেশের দুর্ভিক্ষাবাদী অভিযোগের প্রচুর সমালোচনা হইতেছে। সুতরাং দেখা সময়ে যে কেন্দ্রীয় সরকার এবিষয়ে দৃষ্টি দিবার অবসর পাইবেন তাহা নিশ্চিত হইলেও আমাদের আশা। সবদেশে প্রচুর সঙ্গে আমাদের অনাবাদী জমি নিয়ন্ত্রণে থাকিতে পারে তাহা হইলে দুর্ভিক্ষাবাদী অবশ্য টানে দীর্ঘ দুর্ভাগ্য হইলেও আর কোন অবকাশ থাকে না।

কেন্দ্রীয় সরকার পঞ্চম উপলক্ষে সকল উৎপাদন কেন্দ্রগুলির সহিত সহযোগে করিয়া ১৯৬১ সালের মেয়াদে মাথার আবলম্বী হইয়া উঠিবার নিমিত্ত প্রয়ত্ন করিয়াছেন। মেসাইএর সরল উৎপাদক সমিতি প্রতিষ্ঠিত হিসাবে, অনিচ্ছায় অঙ্গনে যে ৮৫ হাজার টন ঘাটতি অধিবাসীর হইয়া আবলম্বী করিয়া প্রচুর অর্থ সেই খাতে দেশের করিয়া পাঠাইয়া দেওয়ার কোনই যুক্তি খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। স্বাধীনতা লাভের পর হইতে গত দুইটি বৎসর যাবৎ আমার পরিকল্পনা এবং বিভিন্ন বর্ষ আর অগ্রগতিতে করিয়াই অতিরিক্ত হইয়া গেল, সন্তোষের কারণ কাজ কিছুই হইল না। যে দেশে বিপুলসংখ্যক বেকারী তাহার ৪৫ লক্ষ অপেক্ষাকৃত প্রকৃত হইতে পারে সে দেশে তিন লক্ষ মেট্রিক টনের টন পরিমাণ বাহিরে দুই বৎসরের মধ্যে পূরণ করা সম্ভব হইল না, ইহা বিশেষ দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। আসল কথা, কর্তৃপক্ষের সরকার এই মূল বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার সময় পান নাই। এখন আবার সেই বাড়তি পূরণের জন্য আরও দুই বৎসরের সময় চাওয়া হইল। সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্র করিয়া এই দেশের দুর্ভিক্ষাবাদী অভিযোগের প্রচুর সমালোচনা হইতেছে। সুতরাং দেখা সময়ে যে কেন্দ্রীয় সরকার এবিষয়ে দৃষ্টি দিবার অবসর পাইবেন তাহা নিশ্চিত হইলেও আমাদের আশা। সবদেশে প্রচুর সঙ্গে আমাদের অনাবাদী জমি নিয়ন্ত্রণে থাকিতে পারে তাহা হইলে দুর্ভিক্ষাবাদী অবশ্য টানে দীর্ঘ দুর্ভাগ্য হইলেও আর কোন অবকাশ থাকে না।

[illegible]

আমাদের আবেদন

[illegible]

[illegible]

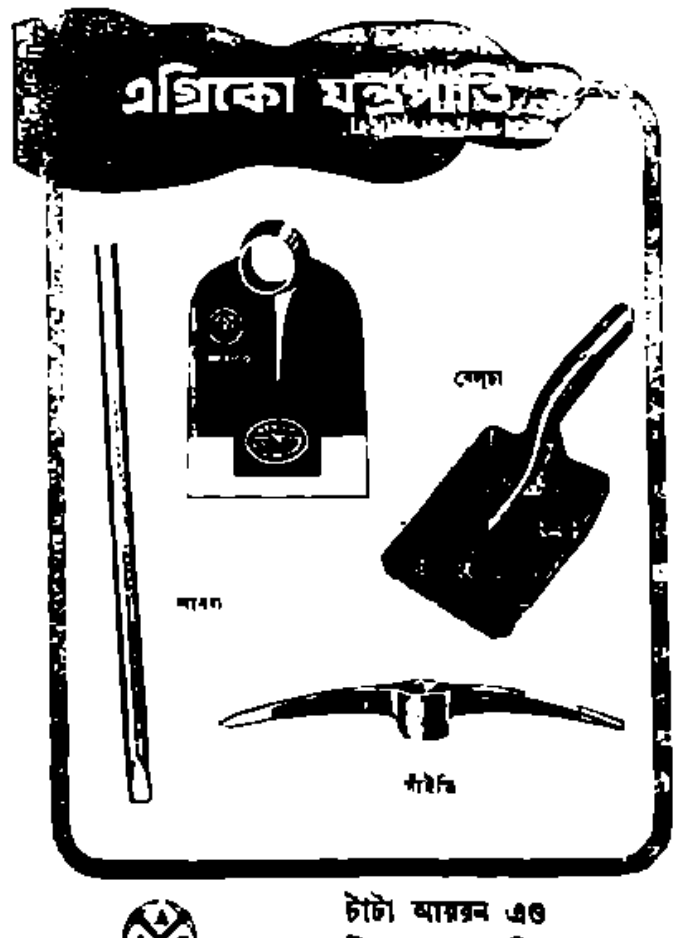

টাটা আয়রন এণ্ড
ষ্টীল কোং লিঃ
[illegible]
[illegible]

সংবাদ সংকলন

১৯৫১ সালের মধ্যে ভারত খাদ্য সম্পর্কে আত্মনির্ভরশীল হইবে

১৭ই নভেম্বর হইতে ভারত সরকারের যুক্ত অধিসচিব শ্রীযুক্ত আর, কে, পাটিল ১৯৫১ সালের মধ্যে খাদ্য সম্পর্কে ভারত আত্মনির্ভরশীল হইতে পারিবে বলিয়া এক সাংবাদিক বৈঠকে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে ঘোষণা করেন। তিনি বলেন যে অধিক খাদ্য-শস্য উৎপাদনের জন্য যে বৃহত্তর আন্দোলন চলিতেছে, তাহাতে চাষীদের মধ্যে তিনি যথেষ্ট উৎসাহের পরিচয় পাইয়াছেন। কিন্তু এই উৎসাহ যাহাতে ক্রমবর্দ্ধিত শিখা বৃদ্ধি পায়, তিনি তাহাই চান। তিনি আরও বলেন যে, ১৯৫০ সালের মধ্যে অধিক খাদ্যশস্য উৎপাদন আন্দোলনের সুফল কি ও কেমন হইতে পারে।

শ্রীযুক্ত পাটিল খাদ্যশস্যের মূল্য হ্রাসের ফল সম্পর্কে বলেন [illegible]. কেননা যাহা পরের মুনাফা বৃদ্ধি করিতেছে না, তাহারা এখন এমন সামঞ্জস্য-পূর্ণ নীতি অবলম্বন করিতেছেন, যাহাতে অন্যান্য অত্যাবশ্যক দ্রব্যের মূল্যও হ্রাস পাইবে।

শ্রীযুক্ত পাটিল বলেন যে, ছোটখাট সেচ পরিকল্পনার সাহায্যে খাদ্য আন্দোলনকে সাফল্যের দিকে অনেকটা আগাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। তিনি বলেন যে, সম্প্রতি মুম্বই জিলায় অধিক খাদ্য-শস্য উৎপাদন আন্দোলন আরম্ভ করা হইয়াছে এবং উহাতে যে পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে তাহা উত্তম।

শ্রীযুক্ত পাটিল বলেন যে, দেশে ফসলের অবস্থা ভাল হওয়ায় তাহারা আগামী বৎসর অভ্যন্তরে আমদানীর পরিমাণ হ্রাস করিয়া ২০ লক্ষ টনে করিতে পারিবেন।

চিনির কল বন্ধ করার হুমকি

ভারতীয় চিনি নির্ম্মাতাদের মোকাবেলায় মিঃ নায়ার এখানে এক সাংবাদিক বৈঠকে বলিয়াছেন যে, ভারত সরকারের চিনির দাম মণ প্রতি ২৮ টাকা ৮ আনা ধার্য্য করিয়াছেন। ইহা কিছুতেই লাভজনক নহে। উৎপাদনের ব্যয়ের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া অন্যান্য দৈব-আক্সিক পদার্থের এই দাম ধার্য্য করা হইয়াছে। সরকারের কন্ট্রোল তুলিয়া লইবার পূর্ব্বে যদি বিক্রয় ব্যবস্থা চলিতে থাকিলে উৎপাদন ব্যাহত হইবে। যাহাতে ক্যান্টীনগুলি উৎপাদন বাড়াইতে পারে সরকারকে তাহার সেইরূপ অবস্থা সৃষ্টি করা এবং সেইজন্য দাম ধার্য্য করা। গত বৎসর দাম মণ প্রতি ধার্য্য করা হইয়াছিল; কিন্তু পরিস্থিতি এইভাবে বৎসরের পর বৎসর কতি স্বীকার করিতে পারে না। সেইজন্য তাহাদিগের দাবি যথা হইয়া যাওয়ায় সম্ভাবনা আছে। চালান এবং অন্যান্য ব্যাপারে অসুবিধা থাকায় যুক্ত প্রদেশ ও বিহারের উৎপন্ন ইক্ষুর অর্দ্ধেক নষ্ট হয়। তাহা হইতে তিনি প্রস্তুত হইয়াছে। বর্ত্তমান অবস্থা চলিতে থাকিলে এই অবস্থার কোন পরিবর্তন আশা করা যাইবে না। বর্ত্তমানে যে পরিমাণ আখ হইতে গুড় ও খাণ্ডসারি তৈয়ার হইতেছে।

জাপ-পাকিস্থান বাণিজ্য-চুক্তি

জানা গিয়াছে যে, জাপান ও পাকিস্থানের মধ্যে সাময়িকভাবে বাণিজ্য-চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে।

খবরে প্রকাশ, সিঙ্গাপোরাস্থিত বলা হইয়াছে যে, এই চুক্তিতে জাপানে পাকিস্থানের তুলা রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

বিদেশে ভারতীয় বস্ত্র রপ্তানি

ভারতীয় সুতীবস্ত্র ও সুতী রপ্তানী সরবরাহকারী কমিটি এই সময়ে বিদেশে রপ্তানীযোগ্য বস্ত্রের পরিমাণ আদি কোটি গজ বলিয়া ধার্য্য করিয়াছেন। কমিটির অভিমত এই যে, এই বৎসরে আদি কোটি গজ বিদেশে রপ্তানী করা যাইতে পারে, তবে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি পূর্ব্বে কোন প্রকারভবিষ্যৎ দেওয়া দিবে না। তবে অবস্থার যথাযথ পরিবর্ত্তন হইলে তাহার কমিটি আগামী বৎসরে তুলা সরবরাহের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখার জন্য টেক্সটাইল কমিশনারকে অনুরোধ জানায়।

কমিটি এইরূপ অভিমত প্রকাশ করে যে, মোটের উপর বস্ত্র উৎপাদনের অবস্থা সন্তোষজনক এবং যে পরিমাণ বস্ত্র এ পর্য্যন্ত বিদেশে রপ্তানী করা হইয়াছে তাহা কোনক্রমেই অস্বাভাবিক নহে, আর দেশের মধ্যে বস্ত্রের যাহিদা দেখা দিবে বলিয়া আশঙ্কা করারও কোনও কারণ নাই।

১৯৪৯ সালের ১লা এপ্রিল হইতে অক্টোবর মাসের শেষ অবধি সপ্তম পাকিস্থান হইতে বিদেশের অন্যান্য স্থানে ৯০ কোটি ৫০ লক্ষ গজ বস্ত্র রপ্তানী করা হইয়াছে। পাকিস্থান বৎসরে প্রায় ৩০ কোটি গজ বস্ত্র বিক্রয়। গত বৎসরের উৎপাদন হইতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণ বস্ত্র রহিয়া গিয়াছে বলিয়া এই বৎসর রপ্তানীর পরিমাণ আরও বেশী করিয়া ধার্য্য করা হইয়াছে। পাকিস্থান সরকার এক বিবৃতি দিয়া বলিয়াছেন যে, রপ্তানী সম্পর্কিত নীতি অপরিবর্ত্তিত থাকা উচিত। কারণ, উহার ফলে বিদেশী বাজারগুলি নিয়মিত সরবরাহ সম্পর্কে আশ্বস্ত থাকিতে পারে।

কমিটি বস্ত্র ও সুতী রপ্তানী সম্প্রসারণ বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করেন। সাইজিং প্রলেপের ব্যবস্থা, রপ্তানী মূল্যের ক্রমাগত অপরিবর্ত্তিত রাখার ব্যবস্থা এবং যে সকল রপ্তানীকারক ব্যবসা বন্ধ রাখিবার চেষ্টা করিবে তাহাদের শাস্তির ব্যবস্থা সম্পর্কেও আলোচনা হয়। কমিটি স্থির করেন যে, যে সকল রপ্তানীকারক নিম্নমানের বস্ত্র চালানের চেষ্টা করিবে তাহাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য সরকারকে নিম্নমান নির্দ্ধারণ করা হইবে। কমিটি এইরূপ কোনও ব্যবস্থার জন্য সুপারিশ করিবেন যাহার ফলে রপ্তানীযোগ্য সমস্ত বস্ত্রের মান অপরিবর্ত্তিত থাকিবে।

পোর্ট চীফ কন্ট্রোলার শ্রীযুক্ত কী, হলম বে গত বৎসরের পরিমাণের রপ্তানীর জন্য যে ৩৫ কোটি গজ বস্ত্র নির্দ্দিষ্ট ছিল তাহার অনেক বেশী রপ্তানী করা হইয়াছে। এই বৎসরের ১লা এপ্রিল হইতে পাকিস্থান ১৫ কোটি গজ কাপড় বেশী রপ্তানীর অধিকার প্রদান করিয়াছিল, কিন্তু আসলে এপর্য্যন্ত মাত্র ৯০ কোটি গজ রপ্তানী হইয়াছে।

ভারতীয় বস্ত্র এখন ইউরোপের যেসকলদেশে রপ্তানী হইতেছে। ডেনমার্ক, ইংলণ্ড, ডেনমার্ক প্রভৃতি দেশ হইতে এক কোটি ২৫ লক্ষ গজ বস্ত্রের অর্ডার পাইয়াছে। এই পরিমাণের মধ্যে হইতে ইংলণ্ড এক কোটি দশ লক্ষ গজ বস্ত্র চাহিয়াছে। এপর্য্যন্ত তাহার তিন লক্ষ তিন হাজার গজ সরবরাহ করা হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত কী, হলম বে, অষ্ট্রেলিয়া ভারতীয় বস্ত্রের একজন বড় খরিদ্দার এবং বৎসরে প্রায় তের কোটি গজ কাপড় নিয়েছে। ভারতীয় বস্ত্রের অন্যান্য খরিদ্দারদের মধ্যে নিম্নোক্ত দেশগুলি উল্লেখযোগ্য—ব্রহ্মদেশ ২ কোটি ৭০ লক্ষ গজ, এডেন ১ কোটি ৩০ লক্ষ গজ; পূর্ব্ব আফ্রিকা ৩ কোটি ১০ লক্ষ গজ; দক্ষিণ পশ্চিম আফ্রিকা ১ কোটি ৮০ লক্ষ গজ ও মালয় ২ কোটি ৫০ লক্ষ গজ। সুতরাং সুতা এলাকাগুলির জন্য কানাডা ভারতীয় বস্ত্র প্রবেশের জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত।

চায়ের উপর বিক্রয়কর হ্রাস

বিক্রয় সম্পর্কিত প্রচলিত আইনে যেসকল বিধানের ভিত্তিতে চায়ের উপর বিক্রয়-করের হার দুই পয়সা হইতে হ্রাস করিয়া এক পয়সা করিয়াছেন।

উল্লেখযোগ্য যে, কেন্দ্রীয় সরকার-পোষিত বিভাগ সমূহের উপরোক্ত হারে বিক্রয়-কর হ্রাস করিতে সম্মত হইয়াছেন এবং এই ব্যবস্থা ১৯৫৯ সালের ১ লা আগষ্ট হইতে বলবৎ হইবে।

আয়কর প্রত্যাহরণের সুবিধাদান

আয়কর ফাঁকি দিবার যে সকল অভিযোগ আয়কর তদন্ত কমিশনের নিকট প্রেরণ করা হয় নাই সেগুলি সম্পর্কে স্বেচ্ছায় স্বীকারোক্তি উপলক্ষে এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে যেসকল ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন বলিয়া জানা যায়। কি পদ্ধতিতে এই সময় নির্ধারণ করা হইবে, সাধারণভাবে তাহা স্থির করা হইলেও কর্তৃপক্ষ যখন বিশেষ কোনও ক্ষেত্রে বলিবেন যে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সেই ক্ষেত্রে স্বীকারোক্তি করিতে হইবে, তাহাকে সেই ব্যবস্থা মানিতে হইবে না।

আয়কর ফাঁকি দিয়া যাহারা তোষাই টাকার সঞ্চয় করিয়াছে, তাহাদের কি পরিমাণ সুবিধা দেওয়া হইবে, তাহা জানা যায় নাই। তবে বোর্ডের পক্ষ হইতে জানা গিয়াছে যে, ফাঁকি আয়কর ফাঁকি দিয়াছে, এবং যাহারা স্বেচ্ছায় স্বীকারোক্তি প্রদানে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন পেশ করিতে ইচ্ছুক তাহাদের নিকট হইতে ১৫ই ডিসেম্বরের মধ্যে দরখাস্ত আহ্বান করা হইয়াছে। সাধারণ ভাবে নির্দিষ্ট তারিখের পর স্বীকারোক্তি করিলে তোষাই টাকার শতকরা ৬০ ভাগ আয়কর হিসাবে আদায়ের ব্যবস্থা দেওয়া হইবে। করিদাতারা অবশ্য এইটুকু বুঝিতে পারিয়াছে যে আয়কর ফাঁকি দিবার জন্য স্বাভাবিকভাবে তাহাদের যে কর হইতে রেহাই পাওয়ার তোষাই টাকা বাহির করার মধ্যে সুযোগ হইয়াছে। উপরন্তু এই টাকা আদায় হইলে টাকার মূল্য সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিবে।

বিশেষ আইনবলে যে সকল ব্যবস্থা করিবার বিধানদাতা, সেগুলিদ্বারা নূতন কোন ব্যবস্থা করিবার বিষয় পাঠান হইবে না জানা, তাহারা প্রেরণের মেয়াদ অতিরিক্ত করা হইয়া গিয়াছে।

পাকিস্থান সরকারের ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা

ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অব পাকিস্থান নামে অবিলম্বে সরকারের উদ্যোগে একটি ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার ঘোষণা করিয়া পাকিস্থান সরকার একটি অভিনাল জারী করিয়াছেন।

প্রকাশ, ব্যাঙ্কটি প্রথমে পাট ও তুলার ক্রয় ব্যাপারে ব্যবসা করিবে এবং পরে ব্যাঙ্ক সাধারণ ব্যবসা-বাণিজ্য আরম্ভ করিবে।

এই অভিনান্সের স্থানে সত্বরই পার্লিয়ামেন্ট আইনসভা কর্তৃক একটি আইন প্রণীত হইবে। ব্যাঙ্কের বাজেটার বেড অফিস থাকিবে এবং করাচী, লাহোর ও ঢাকায় শাখা থাকিবে।

ভারত হইতে উদ্বিদ পণ্য রপ্তানি

গত ৮ই আগষ্ট (১৯৫৯) তারিখে ঘোষণা করা হয় যে উদ্বিদজাত সামগ্রী দ্বারা প্রস্তুত বাণিজ্য বিমান বিক্রয়ের বিশেষভাবে উল্লিখিত সকল প্রকার যে কোনটি যেসকল বিমানের জন্য কেন্দ্রীয় বাণিজ্য দপ্তর কেন্দ্রীয় খাদ্য দপ্তর হইতে বিনা মূল্যে লাভ করিবেন। এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, উদ্বিদজাত দ্রব্যের রপ্তানি বিমানের ভারত কেন্দ্রীয় বাণিজ্য দপ্তরের হাতে থাকে বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে।

বাস্তুত্যাগী সম্পত্তি সমস্যা

পার্লিয়ামেন্টে আয়ব্যয়াদি পুনর্বিবেচনা সম্পর্কে সভা

উদ্বিদ বোর্ডের ঘোষণায় এক বিজ্ঞপ্তিতে বলিয়াছেন যে, বাস্তুত্যাগী সম্পত্তি সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সম্পর্কে একটা ঘোষণা করা উচিত বলিয়া তাঁহারা মনে করেন। কিন্তু তাহার যদি কিছু ত্রুটিকে কর্তৃপক্ষের আলোচনার ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করা হয় তবেই কেবল উহা সম্ভব হইতে পারে। ভারত সরকারের নূতন বাস্তুত্যাগী সম্পত্তি অর্ডিনান্স সম্পর্কেই তিনি উপরিউক্ত মন্তব্য করেন।

সম্প্রতি প্রণীত অর্ডিনান্স সম্পর্কে এক বিজ্ঞপ্তিতে বলিয়াছেন যে বাস্তুত্যাগী সম্পত্তি সংক্রান্ত সমস্যার দুরূহ দীর্ঘসূত্রতা দূর করিবার জন্য তিনি উহা আরও ঘোরালোভাবে আলোচনার ইচ্ছা রাখেন। তাঁর ঘোরেখী হলেন যে, ভারত সরকারের নিকট হইতে এরূপ কোনও প্রস্তাব আসিয়াছে বলিয়া তিনি জানেন না। যাহা হউক, ত্রুটি কার্যকরী করার পরে কোনরূপ বাধা দেখা দিলে পাকিস্থান উহার মীমাংসার জন্য পাকিস্থান সর্বদাই ভারতের সহিত আলোচনায় প্রস্তুত। কিন্তু তিনি ত্রুটিকে উড়াইয়া দিয়া সম্পূর্ণ নূতনভাবে এই সমস্যার আলোচনা আরম্ভ করার পাকিস্থান কোন ক্রমেই সম্মত হইবে না।

স্বর্ণমূল্য অপরিবর্তনীয়

ট্রেজারী ১৭ই নভেম্বর বলেন যে, তিনি বর্তমান পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট আইসেন্‌হাওয়ার, তাঁহার পর্যন্ত স্বর্ণ মূল্যের কোনরূপ পরিবর্তন হইবে না।

সাধারণতন্ত্রের মধ্যে কোন ব্যক্তির কাছে পরিমাণে স্বর্ণের উপর নিষেধাজ্ঞা তুলিয়া লওয়া বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন কিনা, প্রেসিডেন্ট আইসেন্‌হাওয়ার এই প্রশ্ন করা হইলে তিনি সুস্পষ্টভাবে উহা অস্বীকার করেন।

কয়লা শিল্প সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেন্টের ঘোষণা

কয়লা ও কোক কয়লা উৎপাদন ও সরবরাহ সম্পর্কে ভারত সরকার ১৯৫৯ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে ৮ বছরের জন্য কয়লা শিল্পে সাধারণের নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার করিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

রপ্তানি বাণিজ্য প্রসার কমিটির সুপারিশ গৃহীত

অর্থমন্ত্রী-সম্মেলনে এক প্রেসনোটে প্রকাশ, রপ্তানি বাণিজ্য প্রসার কমিটি ভারতের বাণিজ্য প্রসারকল্পে যেসকল সুপারিশ করিয়াছেন, তাহার সরকার তাহা গ্রহণ করিয়া রপ্তানি-বাণিজ্যের উপর কেন্দ্রীয় শুল্কের উপর সুপারিশ কার্যে পরিণত করার ভার অর্পণ করিয়াছেন।

সমিতি সরকার নিযুক্তের পর কার্য করিয়া ৩১ পাতা রিপোর্ট রপ্তানি-বাণিজ্যের যে অভি হইয়াছে, ভারত সরকার উহাদের প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষকে কমিটির অভিমত জানাইবেন।

কমিটির সুপারিশ সম্পর্কে সরকার নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন :—

(১) কাঁচামালের বাণিজ্য তালিকাভুক্ত এবং আরোহী পরিবর্তনের দেয়া বিষয়ে সুপারিশ —কমিটির এই বক্তব্যের সহিত সরকার একমত। সরকার কাঁচামালের মূল্যের উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন। কাঁচামাল দ্রব্য সম্পর্কে কাঁচামালী ইতিমধ্যেই এই করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

(২) রপ্তানি বিষয়ক ব্যবস্থা ও বিধিসমূহ করিয়া দেওয়া হইবে এবং প্রস্তুত প্রস্তাবগুলি রপ্তানি সম্পর্কে যে নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা আছে তাহা যথাসম্ভব সহজ করিয়া দেওয়া হইবে।

(৩) বাণিজ্যের বিলম্ব ও অসুবিধা দূর করার জন্য রপ্তানি-বাণিজ্য সংক্রান্ত লাইসেন্স প্রদানের পদ্ধতি আরও সহজ করা হইবে।

(৪) নির্ধারিত পরিমাণ পণ্য যতক্ষণ না শেষ হইয়াছে, ততক্ষণ তাহা পুরাতন হারে রপ্তানি করিতে দেওয়া হইবে।

(৫) মূল্য মূল্য অবলম্বন পণ্য পুরাতন রপ্তানি তালিকে দেওয়া হইবে এবং এইরূপ প্রয়োজন হইলে অনুরূপ পরিমাণ বৃদ্ধি করা হইবে।

(৮) যে সকল রপ্তানি-ব্যবসায়ী কর্তৃক আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য পরিচালনার জন্য উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে তাঁহারা যাহাতে আমদানী ও রপ্তানি বাণিজ্য করার বিভিন্ন সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি সহজে, সুযোগ সুবিধা পাইবেন। রপ্তানি-ব্যবসায়ের উচ্চ কর্তৃপক্ষের প্রয়োজন হইলে সাহায্য করিবেন।

(৯) আমদানির পণ্য সম্পর্কে বিশেষ ক্ষেত্রে যাহাতে অভিযোগ করিবার কোনো প্রকার কারণ না থাকে, তাহার জন্য পণ্যের উৎকর্ষমান নির্ধারিত হইবে। কোন অভিযোগ পাইলেই অবিলম্বে তাহার ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে।

(১০) প্রয়োজন হইলে সরকার রপ্তানি শুল্কের হার সংশোধন করিবেন।

(১১) রপ্তানি-পণ্যের উপর প্রাদেশিক বিক্রয় কর ধার্য করা হইবে না।

(১২) বিশেষ ব্যবস্থায় যাঁহারা মালের উপর বিদেশে বিজ্ঞাপন প্রচার সরকার সাহায্যমূলক অর্থ বিবেচনা করিবেন।

(১৩) যে সব দেশের সহিত বাণিজ্যে দুই তরফা আদান প্রদান হইবে অথচ যে সকল দেশের উপর কোনো দাবি নাই, সেই সকল ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদিগকে আমদানি হইতে অর্থাদেশ দিবার বিষয় বিবেচনা করা হইবেছে।

সরকারের অভিমত এই যে, দেশের অর্থ সাশ্রয়ের বৃদ্ধি দ্বারা রপ্তানি-বাণিজ্য প্রসার সরকার সন্তোষজনক সমাধান সম্ভবপর।

ভারতে কেরোসিনের আমদানী বৃদ্ধির ব্যবস্থা

এক সরকারী বিজ্ঞপ্তির প্রকাশ, পেট্রোলিয়াম-জাত দ্রব্যের ক্ষেত্রে আমদানী-মূল্য বৃদ্ধির ফলে ভারত পূর্বের উদ্দেশ্যে ভারত সরকার সম্প্রতি ভারতের বৈদেশ অবস্থিত প্রতিনিধিগণকে কেরোসিন দ্বারা তাহাদের পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যের বিক্রয় মূল্য বর্দ্ধিত করার অনুমতি দিয়াছিলেন। বৈদেশ প্রতিনিধিগণ কেরোসিনের পাইকারী মূল্য অনুরূপ ভাবে বর্দ্ধিত করার জন্য অনুরোধ করায়, ভারত সরকার তাহাদের অনুরোধ রক্ষা করিতে সম্মত হইয়াছেন। ব্যবসায়ীগণ জনসাধারণের স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে অবিলম্বে কেরোসিন আমদানীর পরিমাণ বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। ঐ সিদ্ধান্ত অনুসারে যেসব সময় প্রয়োজন বিটোইয়ার পক্ষে বর্ষে পরিমাণ কেরোসিন আমদানী করা হইবে। ১৯৬৯ সাল হইতে এপর্যন্ত যে হারে কেরোসিন আমদানী করা হইয়াছে, তাহার তুলনায় এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমদানীকৃত কেরোসিনের পরিমাণ অধিক হইবে। জনসাধারণের নিকট এই অত্যাবশ্যক দ্রব্য অধিক পরিমাণে সরবরাহের জন্য সরকার যে নীতি অবলম্বন করিয়াছেন তদনুসারে কেরোসিনের আমদানী বৃদ্ধি ও অতিরিক্ত বৈদেশিক বিনিময়ের বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আশা করা যায়, কেরোসিন সরবরাহের পরিমাণ বৃদ্ধি হইলে ব্যবসায়ীদের মজুতের পরিমাণ হ্রাস পাইবে এবং বর্তমান সঙ্কট দূরীভূত হওয়ার সম্ভাবনা হইতে বাধা সম্ভব হইবে।

তুলা উৎপাদন বৃদ্ধি

অদূর ভবিষ্যতে ভারতকে তুলা সম্পর্কে আত্মনির্ভরশীল করার উদ্দেশ্যে তুলা উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে, সে সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য বোম্বাই-এ এক সম্মেলনের আয়োজন করা হইয়াছে।

অধিকন্তু ভারতে ১৯, ৯১,০০০ একর পরিমাণ জমিতে মোট ৪৫,৭০,০০০ গাঁট তুলা উৎপন্ন হইবে। ১৯৬৮-৬৯ সালে দেশ বিভাগের পর ভারতে ১৩,৩১,০০০ একর জমিতে ৫১,৮০,০০০ গাঁট তুলা উৎপন্ন হয়। ১৯৮৯—৭০ সালে ১৩,৪৪,০০০ একর জমিতে তুলা চাষ করা হইবে। উৎপাদনের পরিমাণ ৫৮,০১,০০০ গাঁট।

তুলা লইয়া ভ্রমণ সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি

ভারত সরকারের টেক্সটাইল কমিশনার এক বিজ্ঞপ্তি দ্বারা আন্তর্দেশভাবে ভ্রমণকারী যাত্রীদিগকে বলা হইয়াছে যে ভারতের অভ্যন্তরে যে কোনও স্থানে যাতায়াতের সময় তাহাদের ব্যক্তিগত মালপত্র হিসাবে অল্প পরিমাণ তুলা লইয়া যাইবার অনুমতি দিয়াছেন। অবশ্যকারী পরিমাণ যে কোনও যানবাহনই ব্যবহার করুন না তাঁহারা এই সুবিধা পাইবেন।

স্বর্ণ বিক্রয় স্থগিত

৩১শে অক্টোবরের পর হইতে এপর্যন্ত প্রত্যেক ব্যক্তি বা পাওয়ার ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিভাগের অফিস হইতে স্বর্ণ বিক্রয় সাময়িকভাবে স্থগিত রাখিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির ব্যাপক প্রচেষ্টার বিবরণ

কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে যে সর্বভারতীয় খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি অভিযান আরম্ভ হইয়াছে, সেই অনুযায়ী বিভিন্ন প্রদেশে ব্যাপকভাবে সাড়া সাড়া প্রকল্প, পতিত জমি চাষোপযোগী করিবার জন্য অর্থ-সাহায্য দান, সেচ কার্যের সৌকর্যার্থে জলসরবরাহ বৃদ্ধি করিবার জন্য কূপ ও পুষ্করিণী খনন এবং প্রাণী খাদ্য কমিটি খুলি প্রভৃতি ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রস্তাবের অধিকাংশ প্রদেশই খাদ্য উৎপাদনের বিষয়টির সহিত জড়িত রহিয়াছে। খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি কার্যে বেসরকারী শক্তিকে সর্বাধিক সহযোগিতা করিতে উৎসাহিত করিবার জন্য কোন কোন প্রদেশে গ্রাম কমিটি, অঞ্চল ভিত্তিক কমিটি এবং জেলা ভিত্তিক কমিটি গঠন করা হইয়াছে।

সহরের ও গ্রামাঞ্চলের লক্ষ লক্ষ যুব আধুনিক পদ্ধতি সাহায্যে পতিত জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করা হইতেছে। কোন কোনও প্রদেশে ইতিমধ্যে সাড়া সাড়া প্রকল্প যথেষ্ট পরিমাণ জমি অধিকার করা হইয়াছে। পূর্ব পাঞ্জাব সরকার এইরূপ এক অভিযান জারী করিয়াছেন। মোম্বাইয়ে ৫৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সাড়া সাড়া প্রকল্প প্রণয়ন করা হইতেছে। মাদ্রাজে ১০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং ১৩টি পলিটেকনিক এই কার্যে অগ্রণী হইয়াছে। গত বছরে ইহারা ১৯,৭৫৫ টন সার ব্যবহার করিয়াছেন। মোম্বাই প্রদেশের ১৯টি জেলায় ফল, তরকারি, ফুলবাগান, ঘাসবাগান এবং অট্টালিকার চারপাশের টবে গাছ লাগাইবার জন্য বিশেষ ধরনের সার সরবরাহ করা হইয়াছে।

সিংহ প্রদেশে ও মহারাষ্ট্রের অনুরূপ কার্য চলিতেছে। বন্দুকধারীর উদ্যম উদ্যোগে প্রায় ২,৭০০ একর পতিত জমি চাষোপযোগী করার কাজ প্রায় শেষ হইয়া আসিল। মহারাষ্ট্রের অনেকগুলি জেলায় কাঁটাতার প্রভৃতি বেলি জমি আছে। ঐ জমিগুলি চাষ করা হইবে বিবেচনা করিতেছে। ঐগুলিতে গবাদি অথবা পশু লালন পালন করা হইবে।

মধ্যপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্রের যে সকল লোক পতিত জমি সংস্কার করিয়া উহাতে ফলবাগিচা উৎসাহ দানের উদ্দেশ্যে ঐ প্রদেশের সরকার সংস্কার করা জমির খাজনা মোকুফ করিয়াছেন। মহারাষ্ট্রের ১০ বৎসর করিবার জন্য একটি পরিকল্পনা বিচার করিয়া দেখিতেছেন।

মধ্যপ্রদেশের বহু জমি এখনও অনাবাদী অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার অনুসন্ধানের ফলে পতিত জমি সংস্কার সাধনে উদ্যোগী হইয়াছেন। কৃষি মন্ত্রণালয়ের কেন্দ্রীয় ট্রাক্টর প্রতিষ্ঠান মধ্যপ্রদেশের জন্য ৫০ ইউনিট ট্রাক্টর বরাদ্দ করিয়াছেন। প্রাদেশিক সরকার ট্রাক্টর ক্রয় করিবার জন্য ৫ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। ট্রাক্টর ক্রয়ের জন্য বেসরকারী ব্যক্তিদিগকে উৎসাহদানের চেষ্টা করা হইতেছে। ঐ ইউনিটের দ্বারা সরকারের সম্পর্কে বিশেষ আইন (অর্ডিন্যান্স) পাশ করা হইয়াছে। ঐ আইনের ফলে যেসব অট্টালিকাগণ অধিকারী ও আবাদীর প্রদেশ অর্থাৎ

অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই ব্যবস্থা ১৯৫৯ সালের ১লা এপ্রিল থেকে কার্যকরী হবে।

১৯৫৯ সালের ১লা এপ্রিল থেকে ১৯৬০ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত সময়ের জন্য ভারত সরকার

অর্থনীতি

কোম্পানী আইনের সংস্কার প্রচেষ্টা

ভারত সরকার সম্প্রতি ভারতীয় কোম্পানী আইন (Indian Companies Act) সংশোধনের যে কতকগুলি প্রস্তাব প্রকাশ করিয়াছিল তাহার মধ্যে যে কয়েকটি প্রস্তাবের সম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ। বোম্বাই চেম্বার অব কমার্সের পক্ষ হইতে ভারতীয় কোম্পানী আইনের সংশোধন এবং বিশেষ করিয়া মাত্রেলিং এজেন্সি প্রথার সংস্কার সাধনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। সম্প্রতি সিংহে যে আলোচনা মাত্রেলিং এজেন্সি প্রথার দোষ ও ত্রুটীগুলি সম্পর্কে বাস্তবানুগভাবে যে প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে তিনি দেখাইয়াছেন যে কতকগুলি মাত্রেলিং এজেন্সি বিশেষ করিয়া যাহারা নূতন মাত্রেলিং এজেন্সি পরিচালনের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ও কোম্পানীর অংশের মূলধন অপব্যবহার করিয়াছে। তিনি উহাও দেখাইয়াছেন যে শিল্পের বিকাশের ব্যাপারে এইরূপ অবলম্বিত কতকগুলি মাত্রেলিং এজেন্সিরই বিশেষত্ব আছে।

সেইজন্য আমরা সরকারের বর্তমান প্রচেষ্টাকে সমর্থন করি কিন্তু এই বিষয়ে সরকার কতদূর সাফল্য অর্জন করিবেন সেই বিষয়ে আমাদের সন্দেহের কারণ রহিয়াছে। কারণ কয়েকটি নিদর্শন বিশ্লেষণ করিয়া পাই, ডিঃ ঘোষ ইত্যাদি বৃহৎ বৃহৎ শিল্পসংস্থাগুলি মাত্রেলিং এজেন্সি এবং বিশেষ করিয়া হিন্দুস্থান মাত্রেলিং এজেন্সির হাতে এবং তাহাদের ঐসব প্রতিষ্ঠানের উপর সরকার হস্তক্ষেপ করিতে গেলে যে প্রবল বাধার সম্মুখীন হইবেন তাহার বিরুদ্ধে সরকার কতখানি সাফল্য লাভ করিতে পারিবেন তাহা সন্দেহজনক। উপযুক্ত কার্যক্ষমতার অভাবে সরকারের সমস্ত সদিচ্ছা ও "ঘূর্ণায়িমান" যে ভাবে ঘায়েল হইয়া যাইতেছে তাহাতে এইক্ষেত্রে ও তাহার ব্যতিক্রম হইবে বলিয়া মনে করার কোন কারণ নাই। তবে সরকারের অপটু হস্তক্ষেপের ফলে ব্যবসায়ক্ষেত্রে বিশেষ বিশৃঙ্খলারও সৃষ্টি হইতে পারে বলিয়া আমাদের আশঙ্কা।

• • •

তাহাড়া, ইহা ও বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখা উচিত যে মূলতঃ বিশেষ আইনের দ্বারা নূতনের নামে সরকার ও মূলধন যেন যে উদ্দেশ্যে ১৯৩৬ সালের ভারতীয় কোম্পানী আইন সংশোধন করিয়াছিলেন তাহার উদ্দেশ্য অনেক আগেই ব্যর্থ হইয়াছে। কারণ ঐ আইনে মূলধন বন্ধ করার যে সুযোগ ছিল সরকার তাহার উপযুক্ত সদ্ব্যবহার করিতে পারেন নাই। তাহাই এখন যদি আবার আইন প্রণয়ন করা হইলে ঐ আইনগুলিসংশোধনের সহিত প্রযুক্ত হইবে কিনা তাহারও সন্দেহের কারণ আছে। বস্তুতঃপক্ষে পুরাতন আইনগুলির উপযুক্ত প্রয়োগের অভাবে অনেকে হইয়া পড়িতেছে তখন নূতন আইন প্রণয়নের সার্থকতা কোথায়?

• • •

আমরা এখানে কোম্পানী আইনের বলগুলি আলোচনা করার সরকারী প্রচেষ্টার বিস্তারিত আলোচনা করিতেছি না। আমরা বিশেষভাবে সরকারের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করিয়াছি এবং মাত্রেলিং এজেন্সি প্রথার বর্তমান ত্রুটীগুলি সম্পর্কে সরকারের উদ্যোগীতা সম্পর্কে তীব্র সমালোচনা করিয়াছি। কিন্তু এই নূতন আইন সংস্কার সম্পর্কে আমাদের সন্দেহ এই যে আইনের জোরে চালাইলে জোর করিয়াই হইবে না যদি না ঐ আইনগুলির উপযুক্ত প্রয়োগ সম্পর্কে সরকার তাহাদের দৃঢ়তা রাখিতে না পারেন। সরকারের বর্তমান প্রস্তাবের ১৯ নং পরিশিষ্টের কোম্পানী আইনের যেগুলি যেগুলিতে সংশোধন করার জন্য যে কয়েক পন্থা অবলম্বনের প্রস্তাব করিয়াছেন তাহার সহিত আমরা সম্পূর্ণ ভাবে একমত এবং সরকার যদি কঠোর হস্তে ও তৎপরতার সহিত ঐ প্রস্তাবগুলি কার্যকরী করিতে চেষ্টা করেন তাহা হইলে হয়ত কোম্পানীগুলির পরিচালনায় যে অসাধুতা ও দুর্নীতি বিদ্যমান রহিয়াছে তাহা সমূলে উৎপাটিত হইবে। কিন্তু তাহার জন্য প্রয়োজন আইন প্রয়োগের কার্যকরী প্রচেষ্টা শুধু প্রণয়নে উদ্যম সীমিত হইলে না।

• • •

টাকার বাজারে পূর্বেকার সপ্তাহের মত আলোচ্য সপ্তাহেও সন্তোষজনক ভাব দেখা যায় এবং ঘন ঘন প্রক্রিয়ার ফলস্বরূপ অবস্থারও সংঘাই প্রকাশ ছিল। সাইত্রে মত বন্ধকির পর্যন্ত টাকার চাহিদা থাকিলেও ডিসেম্বর পর্যন্ত টাকার বাজারে সন্তোষজনক বর্তমান থাকিবে ইহা স্বাভাবিক। মূল্য বিনিময়ের বাজারেও বিশেষ কোন অসুবিধা দেখা যায় নাই এবং কারেন্সি নোটের পরিমাণ বৃদ্ধি ও রিজার্ভে টাকা হ্রাসের দীর্ঘায়িত ছিল এবং মূল্যের মূল্যের বাজারেও কোন বিশেষ পরিবর্তন হয় নাই।

• • •

বিগত ৫ই নভেম্বর ১৯৪৯ সাপ্তাহিক হইতে ১২ই নভেম্বর পর্যন্ত সপ্তাহে মোট ৭১,০০০ কোম্পানী বন্ধ বিক্রয় করিয়াছে এবং ৫ই ১১৪৯ হইতে ১২৬৮-তে সীমাবদ্ধ ছিল। আর প্রতিদিন ৩০,০০০ ক্রয় করিয়া সেবা বিক্রয় করিয়াছে এবং উক্ত সপ্তাহে সেবারও অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় নাই। কিন্তু সপ্তাহের শেষের দুর্দিনে বাজারে পরিবর্তন দেখা দেয় এবং উক্ত সপ্তাহে ক্রেতার অভাব দেখা যায়, ফলে ব্যাঙ্কিংয়ের ১,১০০ কোম্পানী সেবার ১১৩ পয়েন্ট বাজারে ছাড়া হয় কিন্তু কোন ক্রেতা পাওয়া যায় নাই।

এই সময়ে মনে হইয়াছে যে সরকার অর্থ মূল্য হ্রাস করিতে প্রয়াসী কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে ব্যবসায়ীরাই সেবার এর অবাধের উদ্যোগ। তাহারা এখন বলিতেছে যে সরকার অর্থের মূল্য হ্রাস করিয়া বিদেশের "সস্তায়" লোকে সরবরাহ করিতেছেন। এই বিষয়ে আমরা বলিতে চাই যে বিদেশে মাল যে অর্থ বিক্রয় করিয়াছে তাহা বিদেশের বাজারে মূল্য হ্রাস হয়। যে যাহাই হোক ব্যবসায়ীদের ব্যবসায়ের মূল্য পক্ষ এবং সেজন্যের অর্থ ব্যবসায়ীদের দেখা সমস্যার দেখেনই মূল্য, তাহাই তাহাদের ব্যবসায় ও ব্যবসা কাজের পিছনে যদি মূলধন সরবরাহে নিজেই হইতে অর্থ জমা করিয়া অধিক মূল্যে বিক্রয় করার কথা আছে কিনা তাহা বিশেষ করিয়া বলা হয় না।

• •

৪ঠা নভেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহের জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের যে হিসাবপত্র প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে চলতি নোটের পরিমাণ ৭১ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং তাহার ফলে ব্যাঙ্কি বিভাগে রক্ষিত নোটের পরিমাণ ১৫.৬০ কোটি টাকা হইতে ১১.১৩ কোটি হইয়াছে। নোট ইস্যু পরিমাণ গ্রাম পূর্ববর্তী সপ্তাহের সমানই আছে; ১,১০৩ কোটি টাকার সমান রেখা। গৌণ মুদ্রার পরিমাণ পূর্ববর্তী সপ্তাহের তুলনায় হ্রাস পাইয়া ৪৩.৩০ কোটি টাকার স্থলে ৪১.১২ কোটি টাকা হইয়াছে। ব্যাঙ্কিং বিভাগে কেন্দ্রীয় সরকারের জমার পরিমাণ ৪ কোটি টাকা হ্রাস পাইয়া ১৪৫.৯১ কোটি টাকা হয় কিন্তু প্রাদেশিক সরকারগুলির জমার পরিমাণ সামান্য বৃদ্ধি পাইয়া ২৪.৩১ কোটি টাকা হইতে ২৫.৪৪ কোটি টাকা হয়। সুদাদের ব্যাঙ্কগুলির জমার ১১.৮০ কোটি টাকা হইতে হ্রাস পাইয়া ৭১.৩০ কোটি টাকা হয়। ব্যাঙ্কিংয়ের রক্ষিত জমার পরিমাণও কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ১২.৩৭ কোটি টাকা।

শেয়ার বাজার

ম্যানেজিং এজেন্সীর মৃত্যুদণ্ড বিধান

কলিকাতা, অপরাহ্ণ

শেয়ার বাজারে যে কারণে ধ্বস নামিয়াছে তাহার আংশিক সমাধান করা অপরিহার্য হইয়াছে বোধ করিয়া বোধ হয় কর্তৃপক্ষ ম্যানেজিং এজেন্সী ব্যবস্থার মূলোচ্ছেদ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

আর্থিক ভারত

ARTHIK BHARAT

অর্থ নৈতিক সাপ্তাহিক

২য় বর্ষ ২৩ সংখ্যা] কলিকাতা, বুধবার ২৫ অগ্রহায়ণ, ১৩৫৭; ১০ই ডিসেম্বর, ১৯৫০ [মূল্য ৮০

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	৩২৯	সংবাদ সংকলন	৩৫৪
ভারতের অর্থ নৈতিক দুর্গতি		খেয়াল বাজার	৩৫৬
পরিবর্তনীয় প্রত্যাবর্তন		দেশী পত্রিকার মতে	
প্রাসঙ্গিক	৩৪১	পত্রিকার বাজার	
অষ্ট্রেলিয়ার পত্র		ঋণ পরিশোধের পথে	
ইস্পাত কর্পোরেশনকে অপসারণ			

ভারতের অর্থ নৈতিক দুর্গতি

দেশের আর্থিক অবস্থা ক্রমশঃই শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে। ভারতবর্ষ একটি জটিল অর্থ-নৈতিক সঙ্কটের মুখে পতিত হইয়াছে এই সত্যটিকে আর কোনও যুক্তিতর্কের অন্তরালে অনুপস্থাপিত রাখা সম্ভব নয়। যাঁহারা দেশের আর্থিক পরিস্থিতির নিয়মিত পর্যবেক্ষক, তাঁহাদের নিকট ইহা আদৌ নূতন সংবাদ নহে। কেননা দেশের এই সঙ্কট একদিনে উপস্থিত হয় নাই। যুদ্ধকালের কৃত্রিম কর্মচাঞ্চল্যে ও সরকারী টাঁকশাল হইতে উদ্দীপ্ত কাগজের স্তূপে ইহা তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছিল। কিন্তু সমস্যাকে দূরে সরাইয়া রাখিবার অবকাশ পরাস্ত বিলীন হইয়া গিয়াছে। প্রত্যক্ষ [illegible] ইহার ফলে শীঘ্রই দেশের অর্থনৈতিক বিপর্যয়, দেশবাসীর ও তাহার সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া, পাকিস্তানের দুরভিসন্ধি, রাজনীতিক ও রাজনয়বাদ সমস্যা, কোরিয়ার কালোবাজারীদের আগমন, রাষ্ট্রীয় অর্থসংস্থানের সমস্যা ও কমুনিষ্টদের কার্যকলাপ—এইরূপ নানবিধ দুর্যোগ দেশের রাজনীতিক ও অর্থনৈতিক [illegible] উপর অবিরাম আঘাত হানিয়াছে।

যুদ্ধের পর চারি বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পরও দুই বৎসর চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু অন্নসমস্যার [illegible] ক্রমবর্ধমান হইয়া উঠিয়াছে। নিত্যব্যবহার্য সামগ্রীর মূল্য সাধারণ স্তরে পৌঁছিয়াছে ও কৃষকের হাতে ক্রমবর্ধমান হারের ফলে দেশবাসী বলিতে ও লিখিতে হইয়া উঠিয়াছে। রাষ্ট্রনায়কগণ পণ্য মূল্য হ্রাস সম্পর্কে পুনঃ পুনঃ আশ্বাস দিয়া আসিতেছেন কিন্তু তাহা মূল্য হ্রাস পাওয়া ত' দূরের কথা, উহা চতুর্দিক হইতে উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিয়াছে। সরকারের নাকের ডগায় চোরাবাজারী সম্প্রদায় [illegible] মুনাফাবৃদ্ধি করিয়া কৃত্রিম অভাব সৃষ্টির সুযোগে পণ্যমূল্য [illegible] বাড়াইয়াছে। সরকার চেষ্টা প্রকাশ করা সত্ত্বেও [illegible] ব্যবস্থা করিতে পারিতেছেন না। ১৯৪৭ সালের নভেম্বর মাসে সাধারণ সূচকসংখ্যা ছিল ৩০১। তাহার পর ঐ বৎসরের ডিসেম্বর মাসে তদানীন্তন সরকার বিনিয়ন্ত্রণ নীতি গ্রহণ করিয়া অনুপস্থিতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। ফলে মূল্যবৃদ্ধি অব্যাহতগতিতে চলিতে আরম্ভ করে এবং ১৯৪৯ সালের জুলাই মাসে সর্বসাধারণের মূল্যের সাধারণ সূচকসংখ্যা ৩৭৬ পয়েন্টে বৃদ্ধি পাইয়া ৩৭৯ হয়। তখন [illegible] সরকার তাঁহাদের পূর্ব নীতির শোচনীয় ব্যর্থতা বুঝিতে করিয়া [illegible] পুনঃনিয়ন্ত্রণ প্রবর্তন করেন। তাহার পর

নিয়োগ, অর্থনীতিবিদ, ব্যাঙ্কার, অভিজ্ঞতাবিশিষ্ট প্রভৃতিকে লইয়া পরামর্শক্রমে তাঁহারা ১৯৪৮ সালের ৬ই আষ্টোবর মুদ্রাস্ফীতিরোধী কয়েকটি ব্যবস্থা প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। ইহাতে পণ্যমূল্যের নিম্নগতি পরিলক্ষিত হয় এবং ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে মূচকসংখ্যা সর্বোচ্চ স্তর হইতে ১৮.৪ পয়েন্ট হ্রাস পাইয়া ৫৭০.১ হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই গতি স্থায়ী হয় নাই। মাত্র কয়েক মাস ধরিয়া পুনরায় পণ্যমূল্যের নিম্নগতির উর্দ্ধমুখী রেখা অঙ্কিত হইতেছে। বিগত ১৪ই আষ্টোবর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, তাহাতে মূচক সংখ্যা ২৯.২ পয়েন্ট বৃদ্ধি পাইয়া ৩৯৪.৮ হইয়াছে। পণ্যমূল্যের বর্তমান পরিবেশে দেশে তীব্র বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছে এবং সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছে। সাধারণ গৃহস্থ, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, মধ্যবিত্ত চাকুরীজীবী প্রভৃতি শ্রেণীর লোকেরা সঙ্কুচিত ক্রয়-ক্ষমতা লইয়া অত্যাবশ্যক জিনিষপত্র সংগ্রহ করিতে পারিতেছেন না। শ্রমিকদের মজুরী ও ভাতা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে সত্য, কিন্তু সেই সঙ্গে জীবনযাত্রার ব্যয় এতদূর বাড়িয়া যাওয়ায় তাহাদের কেহও লাভবান হইতেছে না।

অথচ এক শ্রেণীর লোকের হাতে প্রচুর অর্থ জমা হইয়া আছে। যুদ্ধ ও তাহার পরে ইহাতে এই বিপুল পরিমাণ মুনাফার টাকা বাহির আত্মসাৎ করিতে প্রয়াস পাইল, কিন্তু কালোবাজারের পৃষ্ঠপোষকতার ফলে ইহা শিল্প ব্যবসায়ে নিয়োজিত হইয়া দেশের সম্পদ বৃদ্ধি করিতেছে না বা কাহারো আয়ের বাড়াইতেছে না। এই বিপুল সঞ্চয় অত্যাবশ্যক প্রয়োজনীয় ভোগ্যসামগ্রীর পিছনে ধাবিত হইয়া এইগুলির অনটন ঘটাইয়া পণ্যমূল্য অগ্নিমূল্য করিয়া তুলিতেছে। সরকার যেসব ব্যবস্থা অবলম্বন সম্পর্কে যে সব কমিশন বসাইয়াছিলেন তাহাদের রিপোর্ট বাহির হইয়াছে কিন্তু সুফল পাওয়া যায় নাই। উচ্চ পর্যায়ে দুর্নীতি কি ভয়ঙ্কর বিরূপ ধারণ করিয়াছে, শ্রীযুক্ত বসুমতী তাহার পরিচয় দিয়াছেন। পুনরায় মূল্য-কাঠামোতে অজ্ঞান তাবিয়া ফেলাপড়া ফিরাইবার সুযোগ দেওয়া সম্পর্কে সরকারী ব্যবস্থা প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে। ইহার পরিণতি ভয়াবহ। যাহারা সমস্ত টাকাটা লইয়াই এতদিন বিদ্রূপ করিতেছিল, তাহারা সরকারী মোহমুক্তির প্রলোভনের ফলে হয়ত তাহাদের সঞ্চিত অর্থের শতকরা ৬০ ভাগ উদ্ধারের আশা করিবে, ইহা আমরা আশা করিয়া উঠিতে পারিতেছি না।

অত্যাবশ্যক বৃদ্ধি পাওয়ায় রপ্তানি বাণিজ্য ক্ষুণ্ণ হইতেছে ও আন্তর্জাতিক লেনদেনে বিষম বিপর্যয় ঘটিয়াছে। ১৯৪৮-৪৯ সালে বৈদেশিক বাণিজ্যে তাহাদের ঘাটতির পরিমাণ ছিল ২১৪.৯৮ কোটি টাকা। বর্তমান বৎসরের প্রথমার্দ্ধে ঘাটতির পরিমাণও উদ্বেগজনক। সঞ্চিত ষ্টার্লিং তহবিল দ্রুত হ্রাসমান। মুদ্রাস্ফীতি হ্রাসে মূল্য সমতার উদ্ভব হইয়াছে। পূর্বে ১০০৲ টাকা মূল্যের পণ্যবিক্রয় করিয়া যে ডলার অর্জন করা যাইত, তাহার জন্য এখন ১৪৮৲ টাকার মাল সংগ্রহ করিতে হইবে। ডলার এলাকা হইতে আমাদের প্রয়োজনীয় জন্য উচ্চ মূল্য দিতে হইতেছে ও ষ্টার্লিং অঞ্চলের পণ্যের মূল্যও ক্রমশঃ উর্দ্ধে বৃদ্ধি পাইতেছে। ফলে রপ্তানিকারকদের লাভ যাহা ছিল তাহা ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে।

অথচ বিশ্বে উৎপাদন বাড়ানো যাইতেছে না। অথচ আমদানি করাইয়া দেওয়ার পাইয়া অভাব মিটাইবার জন্য উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজন আমরা রপ্তানি বাড়াইতে হইলেও উৎপাদন বৃদ্ধি অত্যন্ত জরুরী। কিন্তু চারিদিকে উৎপাদন সঙ্কুচিত হইতেছে। ঘনবিন্যাসের ক্ষেত্র শীতবস্ত্র ও খেলাধূলার অবসায়প্রাপ্ত। মূলধন যন্ত্রপাতি রপ্তানীর লিয়োজনের দূরে থাকুক, চালু কারখানাগুলির উৎপাদন করিয়া পুরাদমে কাজে লাগানো যাইতেছে না। পাটশিল্পে মাসে ৫৫ সপ্তাহ করিয়া চটকলগুলি বন্ধ রহিয়াছে। অক্টোবর মাসে আহমেদাবাদ ও বোম্বাইয়ের ৩৯টি কাপড়ের কল বন্ধ হইয়া গিয়াছে। অন্যান্য শিল্পের বর্তমান লাভজনকতার সাহায্যেই উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার করিয়া উৎপাদন বৃদ্ধির অবকাশ রহিয়াছে।

ইহার বহির পটভূমিকায় নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত শিল্প উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে ও পরে বেতারে সরকারী প্রধানমন্ত্রী সর্দার প্যাটেলের অর্থনৈতিক সঙ্কট মোচনের জন্য সকল শ্রেণীর সর্বাত্মক সহযোগিতার আহ্বান বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। আমরা অনেক দিন হইতেই 'আর্থিক জগৎ'এর পৃষ্ঠায় দেশের ক্রমবর্দ্ধমান দুর্যোগের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া সরকারের তরফ হইতে ক্রত অবস্থার পরিবেশের উপযোগী সবল সুদৃঢ়তর ব্যবস্থা অবলম্বনের অনুরোধ করিয়া আসিতেছি। সর্দার প্যাটেল ছাড়া দেশে যোগ্যতর নীতির পূর্ণ সাফল্য সম্পর্কে আমরা বিশ্বাসবান, ইহা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে। কিন্তু তিনি একজন কাজের বাস্তবধর্মী ভাবানুরাগ মোহমুক্ত রাষ্ট্রনায়ক। দেশবাসী তাঁহাদের নেতৃত্বে আস্থাবান। সুতরাং তিনি স্বয়ং এই জটিল ও প্রবল সমস্যার প্রতিকারকল্পে অগ্রণী হইয়াছেন, ইহা অত্যন্ত সন্তোষের বিষয়। তাঁহার প্রদত্ত বিশ্লেষণীতে স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। সমালোচকী অন্যেরও ন্যায় তাঁহারও অর্থনীতির জটিল ও গুরু বিষয় সম্পর্কে অভিজ্ঞতা ও বিশ্লেষণ কোনও কালে প্রদান করেন নাই, অতএব সঙ্কটের গুরুত্ব বুঝিয়া সকলকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। তিনি দেশবাসীকে আত্মসন্তুষ্টির অবস্থা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া বলিয়াছেন, "যার কাজে-কর্মে স্বার্থকতালাভের পরিকল্পনা রচনার সময় অতীত হইয়াছে। বাস্তবক্ষেত্রে অনুভব করিয়া আর যাতব সত্যকে উপেক্ষা করার সময় নাই।"

সর্দারজীর বক্তৃতার প্রধানতঃ এই কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে অর্থাক্রম ঘোষণা করা হইয়াছে :—(১) উৎপাদন বৃদ্ধি ও তদ্দ্বারা বর্তমান শিল্প-কারখানার সর্বাধিক ব্যবহার; (২) ১৯৪১ সালের অন্যে খাদ্য বিষয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণতা এবং তুলা ও পাটের উৎপাদন বৃদ্ধি; (৩) অত্যাবশ্যক দ্রব্যের মূল্য হ্রাস; (৪) সরকারী ব্যয়সঙ্কোচ; (৫) ব্যাঙ্কারী সম্বন্ধের পরিকল্পনা, (৬) অবৈধ উপায়ে অর্জিত অর্থের উপর বিনা মতে আয়কর আদায়ের ব্যবস্থা ও (৭) প্রত্যক্ষ কর হ্রাস।

সম্প্রতি খাদ্য, বস্ত্র, ওষুধ ও চাঁদা সৌদের মূল্য হ্রাস করা হইয়াছে। কিন্তু উৎপাদনক্ষেত্রে পরের বহু ওয়াইলের উপরে নিম্ন হইবে না। ব্যবসায়ী ব্যবসায়ী ও ব্যাঙ্কারগণ অবশ্যই সরকার এই

বাহ্য এবং সেইজন্য সঞ্চয় বন্ধ ও মূলধন বিক্রয়জনিত আয়ের বৃদ্ধি পায়। যুদ্ধের সমৃদ্ধিকালীন অনাবশ্যক অর্থের সৃষ্টি করিয়া চেকের ব্যবহারের পক্ষে সহায় হয়। মূলধনের সহিত সুদসমন্বিত বাবদ কাহারও না হইলে ব্যবসায়কারীরা উপকৃত হইবে না এবং তিনি ক্রেতে বাজে খেলাদী ভাবে ব্যয় বৃদ্ধিয়াছে। সরকার করের হার ও মূল্য বৃদ্ধির সহায়তা করিয়াছে। অন্য প্রদেশে বিক্রয় কর নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যাদির উপর প্রবর্তিত হইয়াছে—আলানী কাঠ, বাস্তবস্ত্র, কয়লা, কল প্রভৃতি প্রাদেশিক বিক্রয় করের বেড়াজালে আটক হইয়াছে। কাঁচামাল ও শিল্পোপকরণের উপর বিক্রয় কর আরোপিত হওয়া উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি ঘটাইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার আবশ্যকীয় শুল্ক, চৌকির মাশুল সহ সকল বন্দরে নূতন নূতন কর বসিয়া লইয়াছেন। তাহার প্রতিক্রিয়া একই প্রকার—মূল্য বৃদ্ধি। ১২৩৮-৩৯ সালে আবশ্যকীয় শুল্কের বাবদে কেন্দ্রীয় সরকারের মাত্র ৮ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছিল। চলতি বৎসরের বাজেটে উহার পরিমাণ বাড়িয়া ৫৭ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। বস্ত্র, চা, চিনি, তামাক প্রভৃতি বিলাসদ্রব্যের শুল্ক আবশ্যকীয় শুল্কের অন্তর্ভুক্ত। অতএব, ধনবণ্টনের এই ক্ষেত্রে উন্নতি সাধন করিতে পারিলেও ইহাতে অন্য দিকে অবনতি না ঘটে, সেইজন্য সর্বাগ্রে সাবধানতামূলক পরিকল্পনা নির্দ্ধারণ করা কর্তব্য।

সরকারী ব্যয়সঙ্কোচ সম্পর্কে ঘোষিত হইয়াছে যে, বিভাগীয় সেক্রেটারীগণ মাসিক বেতন হইতে ২০০৲ টাকা ও তদূর্ধ্ব সেক্রেটারীগণ ২৪০৲ টাকা হ্রাসে সম্মত হইয়াছেন। সদ্দারজী তাঁহার তাজনে ইহাদের বিপুল পার্থক্যমূলক তুলনা করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, সরকারী অফিসারেরা প্রথমতঃ স্বাধীনতার অনুচরগুলি স্বদলবর্তনে অতন্দ্রিত করিবার অধিকারী হইয়াছেন। এই ত্যাগস্বীকারের অধিকাংশই অবশ্য ভবিষ্যতের পর ভূতীয় কর্মচারীদের বিবাহপ্রবণের সুযোগে মূলতঃ তিন চারি বছরে একেবারে চাকুরীজীবনের মধ্যভাগে চাপিয়া বসিয়াছেন এবং তাঁহাদের মাসিক বেতন এতদ্বারে তিন চারিগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। অতএব, আংশিক হ্রাসে তাঁহাদের সমধিক ক্ষতি হইবে না এবং ইহারও খানিকটা আয়কর বাবদ তাঁহাদের দেয় অর্থের পরিমাণ হ্রাসে পূরণ হইবে। দেশরক্ষা বিভাগের অফিসারদের বেতনে হস্তক্ষেপ করা হয় নাই—অথচ এইখানে ব্যয়সঙ্কোচের ব্যাপক সুযোগ রহিয়াছে। ১৯৩৯-৪০ সালে রাজস্বখাতে ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৫৮ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা ও দেশরক্ষার জন্য ব্যয় হয় ৪৬ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা। চলতি বৎসরের বাজেটে এই দুইটি খাতে যথাক্রমে ১২৪ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা ও ১৪৭ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা ব্যয়বরাদ্দ হইয়াছে। সরকারী শাসনযন্ত্রটি এখনও বৃটিশ আমলের দেশরক্ষাই রহিয়া গিয়াছে ও তাহার দেশের পক্ষে ইহা পোষা প্রাণান্তকর ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইতেছে। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শাসন বাবদ বৎসরে প্রায় ৮০০ কোটি খরচ হইতেছে; ইহার সহিত দেশীয়রাজ্যের শাসনব্যয় যোগ করিলে ন্যূনাধিক ১০০০ কোটি টাকা হইবে। ইহা ভারতবর্ষের অনুমিত সমস্ত বাৎসরিক আয়ের এক-চতুর্থাংশ। এই বিরাট ব্যয়ের অধিক অংশ দেশের শিল্প ও ব্যবসায়ের অঙ্গে পড়ে। অতএব, ভোগ্যদ্রব্যের মূল্য যে উচ্চশিখরে পৌঁছিবে ইহা আর বিচিত্র কি!

বিগত মহাযুদ্ধকালে ভারত সরকার বিশ্ববিধি অনুসৃত হইয়া প্রাকৃত বস্তুগুলিকে শ্রীলক্ষ্মীছাড়া ও বহু নূতন বস্তুর প্রতিষ্ঠা করেন। আসংকালীন লাভমিক ব্যবস্থার ভিত্তিতেই এইগুলি সম্প্রদায়ের করা হইয়াছিল। কিন্তু এক বন্ধকের মোহমন্ত্রে কায়েমী স্বত্ব দাঁড়াইয়া গিয়াছে। কোনরূপ সংস্কারের প্রশ্ন উঠিলেই সংশ্লিষ্ট পক্ষদের মহল হইতে প্রবল কলরোল ও প্রতিবাদ ধ্বনিত হইতে থাকে এবং প্রস্তাবগুলি বানচাল পড়িয়া যায়। কংগ্রেসী আমলে আখ্যায়, পোড় ও অন্যতরবর্গের সুবিধার জন্য বস্তুগুলি আরও পরিস্ফীত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে ব্যয়বহুল বৈদেশিক বস্তুগুলির কথা বলাই বাহুল্য হইবে। বস্ত্র দুই বৎসরের বাজেট বক্তৃতায় দেশবাসী একটি 'ব্যয়সঙ্কোচ কমিটির' কথা শুনিয়া আসিতেছে। কিছুকাল পূর্বে শ্রীযুক্ত জয়রামদাই লালভাইয়ের সভাপতিত্বে সচিব একটি কমিটি ব্যয়ের হিসেবটা পরিদর্শন করেন। কিন্তু কাজ বেশীদূর অগ্রসর হয় নাই। এখন নূতন বিপদ উপস্থিত। আসন্ন বাজেটে ৭৫ কোটি টাকার ঘাটতি হইবার সম্ভাবনা। বর্তমানে ভারত সরকার প্রধান পরিচালকেরা এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া এলোপাথাড়ি ব্যয়সঙ্কোচের ব্যবস্থা করিতেছেন। এককালীন ব্যয়বরাদ্দ খাতে বর্তমান বৎসরে ৭০ কোটি ও আগামী বৎসর ৮০ কোটি টাকা হ্রাস করা হইতেছে। ফলে নবী ইন্ডিয়ান পরিকল্পনাগুলিও পরিত্যক্ত বা বিলম্বিত হইবে। রাজোয়ার উপরাজ্য কর্পোরেশনের বরাদ্দ ৯ কোটি হইতে ১½ কোটি টাকায় হ্রাস করা হইয়াছে এবং ইহাতে উক্ত প্রতিষ্ঠানের নাভিশ্বাস উপস্থিত হইয়াছে। এই পরিকল্পনার সাফল্যের আশ্বাসের পূর্বাঞ্চলের পুরুলীয় নিষ্ঠুর অন্ত, অন্ত উহারই উপর সর্বাগ্রে কুঠারাঘাত পড়িয়াছে। চীনাকৃত, তাকলা ও নাঙ্গল পরিকল্পনাগুলির ভবিষ্যৎও অন্ধকারাচ্ছন্ন। সিন্ধুর সার ও চিত্তরঞ্জনের ইঞ্জিন নির্মাণ কারখানাগুলির উৎপাদন সূচী কে বৎসর পিছাইয়া যাইতেছে। এই নীতি নিশ্চয়ই উৎপাদন বৃদ্ধির রাজপথ নয়।

যাথাত্মানুগত সঞ্চয় আন্দোলনকে খুব ফলাও করিয়া প্রচার করা হইতেছে। ইহাতে নাকি টাকার বাজারের ঘরা যাবে ধরা পড়িবে। ভারত সরকারের কর্মচারীদের মধ্যে সঞ্চয় ব্যবস্থা প্রবর্তনে বৎসরে ২ কোটি বা ২½ কোটি টাকার অধিক আদায় হইবে না। প্রাদেশিক সরকারগুলি এই ব্যবস্থার পূর্ণ সহযোগিতা করিলে অনুরূপ পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিবেন। অতএব ইহাতে এখন কিছু লাভীনী আয় নিহিত নাই। ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁহাদের ঘোষণাতে এক হাজার টাকার নিম্নে বেতনভোগী কর্মচারীদিগকে সঞ্চয়নীতির আওতা হইতে অব্যাহতি দিয়াছেন। এই অভিযানের আর একটি প্রতিকূল দিক আছে। সকলকে এইভাবে আবদ্ধ করিলে স্বেচ্ছামূলক সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি হ্রাস পাইয়া আন্দোলনের জনপ্রিয়তা নিষ্ট হইবে। অতএব, সামগ্রিক অর্থে বহু লাভ হইবে না।

প্রত্যক্ষ কর আদায়ের আস্বাদ নূতন নহে। অতীতে অনেকবার

এইরূপ ভরসা দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু ১৯৪৮-৪৯ ও ১৯৪৯-৫০ এই দুই বৎসরেই রপ্তানিকারীরা ভরসা এবং উৎসাহের প্রতিক্রিয়ায় দেওয়ালাদার নিষ্ক্রেজ হইয়াছে। আশানী বৎসর উহার পুনরাবৃত্তি ঘটিলে শোচনীয় অবস্থার উদ্ভব হইবে। আমদানি নীতিবদ্ধ করার শুভবাতে সরকারী আয় করিয়া দিয়াছে। ব্যবসায়-বাণিজ্য চালার পক্ষে আবশ্যক, যৌথপ্রতিষ্ঠান গঠন ও ব্যবসার মুনাফা কর প্রভৃতি যখন আয় সৃষ্টির হইয়েছে। আগামী ১লা এপ্রিল হইতে দেশীয় রাজ্যের নৃপতিবর্গকে ব্যক্তিগত ভাতা হিসাবে বৎসরে ৫ কোটি টাকা দিতে হইবে। অবশ্য, সন্দেহের অবকাশ হইলেও ভারত সরকার এর হ্রাস সম্পর্কে কতদূর কি করিতে পারিবেন সময়ে বলিবার।

কিন্তু উপরোক্ত পরিবর্তনের ইতিহাসে যে দুইটি প্রধান প্রভাব করিয়াছেন তাহাতে দুরাকাঙ্ক্ষার কিছু নাই। তবে এগুলি সর্বাঙ্গীণভাবে কার্যকরী করিলে উৎপাদনবৃদ্ধি সরকার আর্থিক সমাধান আসা করা যাইতে পারে। একটি প্রস্তাবে বস্ত্র, ঔষধপত্র, ইঞ্জিনিয়ারিং ও ধরনের শিল্প সম্পর্কে তদন্ত ও রিপোর্ট প্রদানের জন্য কয়েকটি কমিটি গঠন করিবার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। অপর প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, দেশের প্রধান প্রধান শিল্প, বিশেষ করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহের সাধারণ ব্যয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট শিল্পগুলির জন্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ১৯৫০ সালে উৎপাদনের সর্বোচ্চ পরিমাণ নির্দিষ্ট ও ঘোষণা করা হইবে। ১৯৪৮ সালের এপ্রিল মাসে ভারত সরকার যে শিল্পনীতি ঘোষণা করিয়াছিলেন তাহাতেও মালিক ও শ্রমিকদের লইয়া উৎপাদন কমিটি গঠনের প্রস্তাব ছিল। এই সব কাজে যে সেই কমিটিগুলির কি হইল?

তবে আমরা পুনরুদ্ধারের নীতিকে আন্তরিক ঘোষণা করায় আমরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। এই নীতি রক্ষণ সম্পর্কে যাবতীয় ব্যয় হইতে অধিকতর চাপ সহ্য সরকারী মূলধন বিশেষ প্রয়োজনীয়। এই ঘোষণায় সরকারী অর্থনীতি ও দেওয়ালাদারগুলি অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছে। মুক্তহাতে স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রিপ্‌স্ তা: ডালটনের নীতি রক্ষণ করায় বৃটিশ অর্থনীতির মূলে কোটি কোটি পাউণ্ড অবলম্বিত ঘটিয়াছে। এই সর্বনাশা পরিণতি হইতে ভারতবর্ষের নিস্তারোপায় করিবার সুযোগ রহিয়াছে।

পণ্ডিতজীর প্রত্যাবর্তন

মাননীয় পণ্ডিতজী আমেরিকা ভ্রমণ করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। আসিয়া বলিয়াছেন যে তাঁহার ছুটী শেষ হইল, এইবার কাজ আরম্ভ হইবে। আমেরিকায় তাঁহাকে সংখ্যাতীত স্থানে বক্তৃতা দিতে হইয়াছে, অনুষ্ঠানে যোগ দিতে হইয়াছে, রাষ্ট্রনীতির ও ব্যবসায়ের ধুরন্ধরদের সহিত মৈত্রী স্থাপনা করিতে হইয়াছে—এই সব তাঁহার ছুটির নমুনা হয়, না জানি তাঁহার কাজ কি রকমের। শুধু ভরসার কথা এই যে পণ্ডিতজী [illegible] বৃদ্ধ হইবেন না, এ-আশার কারণ বাকি পরলোক-গত পিতা মহাশয়ের দিয়া গিয়াছেন।

কাজ তাঁহার অনেক পড়িয়া আছে। অবশ্য সে কাজের অনেকটা খোদাপতন তিনি আমেরিকাতেই করিয়া আসিয়াছেন বলিয়া শুনিতে পাইতেছে। অর্থাৎ সে দেশ হইতে বহু যন্ত্রপাতি আমদানির ব্যবস্থা নাকি তিনি করিয়া আসিয়াছেন। ভারতের সাম্প্রতিক পরিস্থিতির পটভূমিকায় এটি যে একটি বড় কাজ এবিষয়ে বিশেষ বাক্যব্যয় করিতে চাই।

ধারাবাহী অর্থনীতির প্রাথমিক সূত্রগুলির সন্ধান যাহারা তাঁহাদের আর বলিয়া দিতে হইবে না যে যে-কোনো দেশের সমৃদ্ধতা নির্ভর করে তাহার রপ্তানির বহরের উপর। দেশীয় শিল্পাদির বাণিজ্য উপকরণের যে পরিমাণ রপ্তানি হইবে সেই পরিমাণ অনুপাত দেশ আমদানির কাজে ক্ষমী হইয়া থাকিবে এবং সেই অর্থের দ্বারা বিদেশ আমরা সেই সেই দেশের নিকট হইতে আমাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ইচ্ছামতোরূপে সহজ ও লাভজনক উপায়ে পাইব, অন্যথায় লাভের জন্য সেই দেশগুলি ইহা করিতে বাধ্য থাকিবে। ইহাই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মূল কথা। অনেক বোঝা বেশী হইলে সেই সব দেশ তাহাদের মুদ্রার মূল্য হ্রাস করিয়াও রপ্তানি বৃদ্ধি করিবার প্রয়াস পায়, যেমন ভারতের ভাগ্যে ঘটিয়াছে।

এখন রপ্তানি বৃদ্ধি করিতে হইলে দেশে শিল্পজাত বস্তু বহুল পরিমাণে প্রস্তুত করিতে হয়। তাহাতে তাহা করিবার অনেক বাধা, তাহার মধ্যে যন্ত্রপাতির অভাব প্রধান। পরিব্রাজক পণ্ডিতজী কূটনীতি ও সন্তুষ্টতার সামিয়ানে যদি ভারতের অনটনের প্রাচীর ঢেকে করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন তাহা হইলে আমার কথা।

দ্বিতীয় বাধা বৈদেশিক প্রতিযোগিতা। আমাদের সদ্য-লব্ধ স্বাধীনতার যাদের সহিত জড়াইয়া ছিল ইংলণ্ড ও আমেরিকার প্রস্তুত বহু বিলাস উপকরণের আমেজ। বহুদিন পরে সেগুলিকে আবার পাইয়া জনসাধারণ সুপরিতৃপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু তাহারা ভাবিয়া দেখে নাই যে সেই ব্যবস্থার তাহাদের নিজেদের শিল্প বাণিজ্যের চিতা-শয্যা রচিত হইতেছে। তাহা ভিন্ন অল্পমূল্যে চিত্তহারী দ্রব্যাদি পাইলে তাহারা কেনই বা তাহা কিনিবে না। স্বাধীনতা-লাভের মূল্য হিসাবে ওই দুটি দেশকে অবাধ বাণিজ্য দিতে ভারত সরকার বাধ্য হইয়াছিলেন, আমরা সঠিক বলিতে পারি না। তবে পণ্ডিতজীর প্রত্যাবর্তন পর এইরূপ শুনা যাইতেছে যে শীঘ্রই বিলাস দ্রব্যাদির আমদানি কিছু দিনের জন্য সম্পূর্ণভাবে স্থগিত থাকিবে।

কিন্তু এইবার একটি আলোচনা অপরিহার্যভাবে আসিয়া পড়িতেছে। বিলাস উপকরণের আমদানি আমরা বন্ধ করিব ইহা ভাল কথা, কিন্তু যন্ত্রপাতি ছাড়া অন্য সমস্ত আমদানি স্থগিত রাখিব এমন কথা আমরা বলিতে পারি না। দেশে খাদ্য উৎপাদনের যা অবস্থা তাহে খাদ্য বাহির হইতে আনিতেই হইবে। কিছুদিন আগে আমরা কয়েকটি হিতবাক্য শুনিতে পাইতেছি, যথা অন্নাহার ও মাসে মাসে উপবাস স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল। কথাটা শুনিতে ভাল এবং তাহা

কর্তাদেরই যখনই হয় যখন যাহা উচ্চার উপর নির্ভর করে, তাহা হইতে বঞ্চিত হয় না। অবশ্য অনুন্নতদের বেলায় কর্তাদের পক্ষে যে সকলের মুখে দুধের যুগিয়ে সকল ধরনের ছেলে মেয়েদের জন্যই দুধের ব্যবস্থা করিবার অসুবিধা পরিবারের সহজেই ও এরকারের অনুকূলে হইয়া গিয়াছে, তবু এখন যে অল্প একটু উৎপন্ন হয় তাহা চাহিদার তুলনায় কিছুই নয়।

ভারত সরকার বলিয়াছেন যে বিদেশ হইতে যাহা আমদানি করিবার সীমিত উপায়ে অনুসরণ করিবেন এবং তাহাতে যাহাতে উৎপন্ন করিবার জন্য একটা বাসনা চলিবে।

এই শুভ ইচ্ছা শুনিয়া আমাদের উৎফুল্ল হইয়া উঠিবার কথা। উহা যে নিছক বহি-বহুলা নয় তাহার মধ্যে তাহা আমরা জানি। এই ক্ষেত্রেরের যত জমি সামান্য কারণে অনাবাদী অবস্থায় পড়িয়া আছে, সেই সব পতিত জমি উদ্ধার করিতে কৃষকের তাগাদা দিতে হইবে না, অথচ উদ্ধার করিতে পারিলে তাহাতে খাদ্য সমস্যা না হইক খানিকটা খাদ্য-সমস্যা থাকিবে না, এমন কি কিছু কিছু উদ্বৃত্ত অন্য অঞ্চলেও পাঠাইতে পারা যাইবে। সরকারী সাহায্য পাইলে এবং সরবরাহ প্রথার শিথিলতা পাইলে এইসব উদ্ধার করা জমিতে যাহা ছাড়াও বহু বনিজন্য উৎপন্ন হইতে পারে।

কিন্তু এই প্রচেষ্টার প্রধানতম বাধা জনসাধারণের নিস্পৃহতা এবং এই নিয়ে কায়েমী স্বার্থের সর্বাপেক্ষা কুখ্যাতি অর্জন করিয়াছে, অন্যান্য প্রদেশের চাষীরা কঠিন মাটিতে নিজেদের ঘর্ম সিঞ্চন করিয়া তিন-চার প্রকার শস্য উৎপাদন করায়, আর এই স্বর্ণ-প্রসূ বাংলার জমিতে আলসের আবহাওয়ার যে পরিমাণ শস্য উৎপন্ন হয় তাহার দ্বিগুণ হইতে পারিত। জমির একাংশ বর্ষা নামার পর বাহির হইয়া পড়ে, তাহা হইলে অর্ধ বহু করিয়া তাহা পুরণ করিবার চেষ্টা জমির মালিকের, সমস্ত শস্য বহু করিয়া চাষী তাহা করিবে না, তাহাদের অধিকাংশ জমিতে বর্ষা চলে না হইলে তাহাদের কিছু যায় আসে না। বড়লোক দেশের বিজ্ঞানাগারে 'সুস্থ আবহাওয়া' সৌকর্যের পক্ষে অত্যন্ত অনিষ্টকর। বিলাতীর নিকট 'বায়ু' বলিয়া পরিচিত এই জাতি এমন একটি ভেজপ্রসূত আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়াছে যে আজ দুর্বলতার পঙ্ক হইতে তাহাদের উদ্ধার লাভের আশা অত্যন্ত ক্ষীণ। ভাগচাষীদের তাহাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করিয়া তোলা ভাল, কিন্তু তাহাদের অবশ্যিনুষ্ঠক দূর করিবার চেষ্টা করিবে কে? বাদুড়ের সহরের মোহ ত্যাগ করাইয়া পল্লীগ্রামে পাঠাইবে কে? পতিতজমি না হয় বন্দোবস্তি অনাইলেন এবং সরকারী অনুগ্রহের আওতায় ও তাহার বাহিরে না হয় বহু কারখানা গড়িয়া উঠিল, কিন্তু সেগুলিকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য পরিপূর্ণ জ্ঞান উদ্ভব আসিবে কি ভাবে? মাত্রিনা বাড়াইবার জন্য বন্দরটির সবরকম পড়িয়াছে, কিন্তু জাতির স্বাস্থ্যের সামগ্রিক মহত্তর শুভ লাভ করিবার জন্য জনকে অধিকতর সার্থক ও জনপ্রসূ হইবার প্রেরণা দিবার ভূমিকা কোথায়?

মাননীয় পরিষদী আশ্বাস দিয়াছেন, কিন্তু তিনি ভারতবর্ষ জয় করিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয় না। তাহার পূর্বে উহাকে ভারতবর্ষকে আবিষ্কার করিতে হইবে, ভারতবর্ষের দুঃখ দুর্গতির আসল কারণগুলি আবিষ্কার করিয়া সেগুলির সম্মুখীন হইতে হইবে। তবেই সাফল্যের সম্ভাবনা।

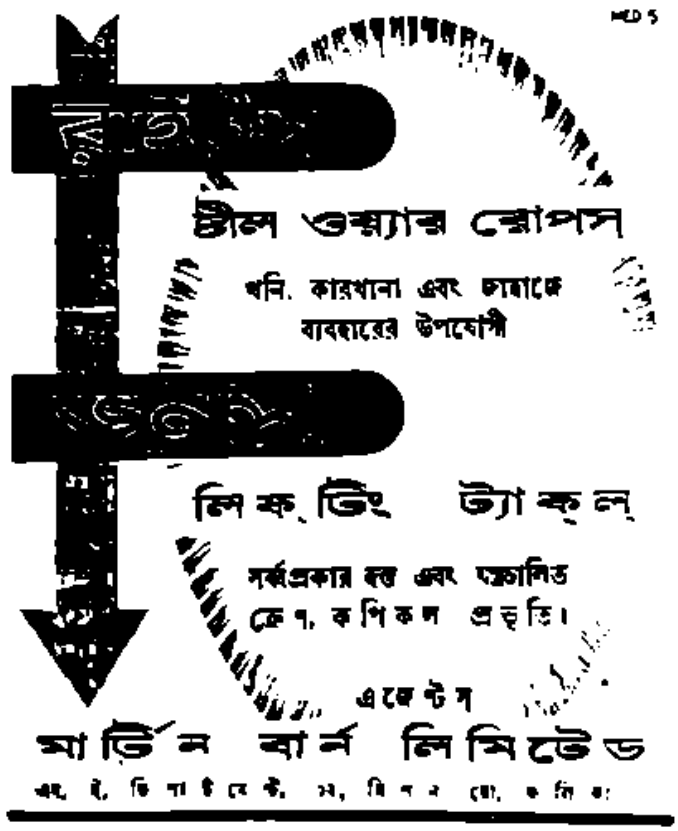

প্রাসঙ্গিক

অষ্ট্রেলিয়ার ঋণ

অষ্ট্রেলিয়ার ঋণ সালসের (Australian Wheat Board) পক্ষ হইতে মিঃ এ. এস. এলিস গত ২১শে নভেম্বর তারিখে ৩ কিস্তিতে ইংলণ্ড সরকারকে জানাইয়া দিয়াছেন যে পাউণ্ড ও অন্যান্য মুদ্রার মূল্য হ্রাসের ফলে যে ক্ষতি হইবে তাহা পূরণের জন্য অষ্ট্রেলিয়ার গমের মূল্যবৃদ্ধির দাবীর কথা তাঁহারা ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছিলেন। এখন অষ্ট্রেলিয়া হইতে গম ক্রয় করিবার ইচ্ছুক হইলে ইংলণ্ড সরকার অষ্ট্রেলিয়া হইতে গম ক্রয় করিবার জন্য যে অতিরিক্ত অর্থ দিবেন তাহা হইতে অন্যান্য দেশগুলির গমের মূল্য হ্রাসের ফলে যে ক্ষতি হইবে তাহা পূরণের জন্য অষ্ট্রেলিয়ার গমের মূল্যবৃদ্ধির দাবীর কথা তাঁহারা উল্লেখ করিয়াছিলেন।

গত ৫ই ডিসেম্বর সালসের বোর্ড অষ্ট্রেলিয়া গমের মূল্য ৩৯ হইতে ৪৮ শিলিং বৃদ্ধি করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। ইংলণ্ড সরকার ও মিলারদের পক্ষ হইতে তখন প্রতিবাদ করা হয়। কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে অষ্ট্রেলিয়া তাহাদের দাবীদাওয়া ত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহে। সুতরাং যুদ্ধের ফলে অষ্ট্রেলিয়ার ক্ষতিপূরণের জন্য ইংলণ্ড সরকারকে যে অতিরিক্ত অর্থ দিতে হইবে তাহার পরিমাণ বাড়িয়া যাইবে। এখন অষ্ট্রেলিয়া হইতে গম ক্রয় করিবার

সেই ধারা হইতে বর্তমান অবস্থায় বিদেশ হইতে বিভিন্ন দেশ ও ব্যক্তির ঋণ ও সাহায্যের ঋণ হেতু বিভিন্ন হইবার ভারতে শুধু ঋণের আসার পথে অন্যান্য দুরূহ রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও সংকট সৃষ্টি করিয়াছে। ঋণদাতাদের দেশগুলির পক্ষে আবশ্যকীয়ভাবে দেশগুলিকে শোষণ করার চেষ্টার যে বিষয়ে তাহা দেশ দিয়ে ভারতকে স্বনির্ভর অনুষ্ঠিতের দাম হইবে তাহা বুঝিতে ভারতের কিছু হওয়া উচিত নয়। অন্যথা ঋণদাতাদেশের সঙ্গে হইলে আইনিয়ার পক্ষে ঋণদাতাদেশের অন্যায় দুরূহ ও দরিদ্র থেকে শোষণ করার চেষ্টা যে নিরাশ করিত, ঋণদাতাদের মুনাফাটির বিরোধী তাহা আইনিয়াকে বুঝাইয়া দেওয়া উচিত। তাহা না হইলে ঋণদাতাদের আর্থিক বিরোধী একটা প্রবলন হইয়া দাঁড়াইবে।

টাটা কর্পোরেশনকে ঋণ দান

ভারত সরকার সম্প্রতি টাটা কর্পোরেশনকে ঋণ দেওয়ার যে পাঁচ কোটি টাকা ঋণ মঞ্জুর করিয়াছেন তাহাতে ব্যাপারে একটু আশার সঞ্চার হইলেও আমরা সরকারকে বিশেষ প্রশংসা করিতে পারি না। আমরা উক্ত কোম্পানীর পক্ষ হইতে সরকারের নিকট যে ১৮ কোটি টাকা ঋণ প্রার্থনা করা হইয়াছিল তাহার সম্পূর্ণটা না হইলেও অন্তত বাকীটা ঋণ দান করা সরকার হইত।

আজ বর্তমান অবস্থায় ভারতের মূলধন বাজারের চাহিদা ২০ লক্ষ টন। সেই ক্ষেত্রে ভারতের নিজস্ব উৎপাদন ও দেশের পরিমাণ ১০ লক্ষ টনের কম। অতএব, কোম্পানী আইনের কার্যকারিতা সম্প্রসারণ ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সরকারের নিকট যে পরিমাণ ঋণ প্রার্থনা করিয়াছিল তাহার সম্পূর্ণ অংশ যদি সরকার যদি নিজে পরিচালনের আয় হইতে দেশের নিজ সম্প্রসারণের পথ সুগম হইত সন্দেহ নাই।

বিশেষ অধিক টাটা কোম্পানীকে ঋণ সরকার কোন ঋণ দান করেন নাই (তাহার কারণ অজ্ঞাত) তখন টাটা কর্পোরেশনকে সাহায্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে সরকারের কার্পণ্য করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। টাটা কোম্পানীর কেবলই দেওয়ার প্রশ্নই নাকি সরকারী ঋণ দানের পক্ষে অন্তরায়ের কারণ হইয়াছে। কিন্তু সরকার কি কোন আইন প্রবর্তন করিয়া কেবলই দেওয়ার দায়িত্বহীন "ঋণদাতা" আসনে বসিয়ে পারেন না।

সেই ধারা হইতে বর্তমান অবস্থায় কোম্পানী কারখানের উৎপাদন বৃদ্ধির যে সুযোগ পাইয়াছেন আমরা আশা করি তাহার সদ্ব্যবহার করিবেন এবং দেশের এক বিরাট অভাব অচিরকালে পূরণ করিতে সক্ষম হইবেন।

সংবাদ সংকলন

বাজেট বরাদ্দ ব্যয়ের হিসাব

গত ১৭ ও ১৮ ফেব্রুয়ারী পার্লামেন্ট এষ্টিমেট কমিটির দুই দিন ব্যাপী বৈঠকে ১৯৬৮-৬৯ সালের জন্য বরাদ্দ ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা করা হয়। ব্যয় নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে কমিটি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে সে সম্পর্কে কমিটির চেয়ারম্যান শ্রী এম আর মাসানি সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, কমিটি বিভিন্ন দপ্তরের ব্যয় হ্রাস করিতে পারে।

প্রকাশ, মন্ত্রিসভার কমিটির নিকট এই বৈশিষ্ট্যের দেন যে, কেন্দ্র-বিভাগ এবং সংস্থা অনেক মন্ত্রণালয় অথবা প্রকল্পের জন্য বিভাগের পক্ষে যথাযথভাবে হিসাব প্রস্তুত করা সম্ভব হয় নাই। এজন্য কমিটি অডিটার-জেনারেল কর্তৃক প্রস্তুত আর্থিক অডিট ও কয়েকটি ক্ষতিপূরণের তালিকা পরীক্ষা করেন বলিয়া জানা গিয়াছে। ১৯৬১ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৬৭ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত (অর্থাৎ কি নিরাপত্তা আলী খান কর্তৃক উপস্থাপিত বাজেট পুরীর হইবার পর হিসাব প্রস্তুতির কাল) সময়ের হিসাব বর্তমান বৎসর শেষ হইবার পূর্বেই পরীক্ষা করা হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

ব্যয় বরাদ্দের হিসাব ও তৎসম্পর্কে অডিটার জেনারেলের 'বিশ্লেষণের পরীক্ষার জন্য আইন সভা কর্তৃক পার্লামেন্ট এষ্টিমেট কমিটি গঠিত হয়। আমাদের অডিটার-জেনারেল এই হিসাব প্রস্তুত করিয়া থাকেন।

আইন সভার ভোটে যে বাজেট গৃহীত হইয়াছে, বাস্তব কর্তৃপক্ষ তাহাদের ব্যয় তাহার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখিয়াছেন কি না, ব্যয় বরাদ্দের হিসাব হইতে আইন সভা তাহা পরীক্ষা করিতে পারেন। আমরা যে ব্যয় করি, তাহা যাহাতে বস্তুত সভার বাজেট অনুযায়ী হয়, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিবার ভার হইল পার্লামেন্টের বিভিন্ন এষ্টিমেট কমিটির উপর।

ব্রিটেনে বাজেটের অতিরিক্ত ব্যয় করিতে হইলে এক নূতন সভার পার্লামেন্টকে তাহা পার্লামেন্টে দ্বারা অনুমোদন করাইয়া লইতে হয়। ভারতের নূতন শাসনতন্ত্রে এ সম্পর্কে যে রীতি অনুসরণের প্রস্তাব করা হইয়াছে তাহা বর্তমানে ব্রিটেনের প্রচলিত পদ্ধতির অনুরূপ হইবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি।

সরকারের আর্থিক শুদ্ধ নীতি

ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত অর্থ বৈজ্ঞানিক কমিশনের সদস্যগণ শুল্ক বোর্ডের সহিত উহাদের আলোচনা শেষ করিয়াছেন। উহার অব্যবহিত পরেই উক্ত বৈঠকে যোগদান করেন। যে পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া শুল্ক বোর্ড ভারত কাস্টমস মূল্যায়ন নির্ধারণ করেন এবং যে ভিত্তির উপর উহারা সাধারণত করেন, বৈঠকে সে সম্পর্কে আলোচনা হয়। বৈঠকের পর সভাদের এ বিষয়ে একমত হন যে, বর্তমান আমদানী শুল্কহারের পরিবর্তে একটি স্থায়ী শুল্কহার নির্ধারণ করা প্রয়োজন। বৈঠকে শুল্কবোর্ডের বিভিন্ন কার্যপদ্ধতি সম্পর্কেও আলোচনা হয়। সরকারের বর্তমান আর্থিক কূটনীতি বর্তমান ভারতে শিল্প উন্নয়নের ব্যাপারে কি পরিমাণ সাহায্য করিতেছে এবং ভবিষ্যতে শিল্প উন্নয়নের ব্যাপারে উহা কি ভাবে সাহায্য করিতে পারে, সে সম্পর্কে আলোচনা হয়। শিল্প উন্নয়নের জন্য সরকার যে সকল সুবিধা অবলম্বন করিতেছেন, শুল্কবোর্ড কিভাবে সেগুলির সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিয়া কাজ করিতে পারে তাহাও বৈঠকে সে সম্পর্কেও আলোচনা হয়।

ভারতীয় মুসলমানদিগকে পাকিস্তানে টাকা পাঠাইবার সুযোগদান

বিগত ভারত পরিষদী সমিতির সভাপতি মাঃ বৈরামের বিরোধীরা অভিযোগ করেন যে, সম্প্রতি ভারত গভর্নমেন্ট পরিবারদের সম্বন্ধে যে ব্যবস্থাবলী জারি করিয়াছেন, তাহাতে ভারতীয় মুসলমানদিগকে পাকিস্তানে টাকা পাঠাইবার সুযোগ করিয়া দিয়াছে। ইহাতে কলিকাতা পাকিস্তানকে মুক্ত ভালাইবেই সাহায্য করা হইতেছে। তিনি বলেন, যে সকল মুসলমান পাকিস্তানে পরিবার পাঠাইয়া দিয়াছে এবং তাহাদের সম্পত্তি ভারতে রাখিয়া এখন হইতে পাকিস্তানে টাকা পাঠাইতেছে, তাহাদিগকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করা হউক। ভারত গভর্নমেন্টের এই ব্যবস্থাবলী সারাদেশে সন্দেহের সৃষ্টি করিতেছে।

ডঃ বিরোধী বলেন, পাকিস্তানবাসী মুসলমানেরা মুক্তির নীলের খেলা খেলিতেছেন। খেল বিকালের ফলে পাকি পাকিদের বিরোধ করিয়া তাহাদের ফেরারা বিরক্ত হইয়াছেন। খেল-বিভাগের ফল এই হইয়াছে যে, ৫৩ লক্ষ হিন্দু ও শিখ পাকিস্তান হইতে উৎখাত হইয়া এবং তাহাদিগকে দেশের প্রায় দুই শত কোটি টাকার সম্পত্তি ফেলিয়া আসিতে হইয়াছে।"

পাকিস্তান কর্তৃক ভারতের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন হইতে পারে না। বর্তমান ভারত গভর্নমেন্টের ইহাতো বিশ্বাসঘাতক প্রমাণিত হইতেছে।

পশ্চিমের বেতারে যেন অবস্থায় ভুল উপলব্ধি হয়ে এবং যে সকল মুসলমান পাকিস্তানে পরিবার

পাঠাইয়া দিবার কোন ব্যবস্থা করিয়াছে, তাহাদিগকে অতিরিক্ত আয়কর আদায় হইতে দিবার পরিবর্তে এর জন্য প্রোৎসাহ দান করা হইবে। এর সম্পর্কে সরকার দিল্লি ও বুদ্ধির প্রয়োজনের সামঞ্জস্য সাধন এবং অবশেষে সঞ্চিত আয়ের অতিরিক্ত পোষণের ব্যবস্থা করাই উচিত বলিয়া মন্তব্য করা হইয়াছে।

বোর্ডের প্রধানতঃ বিষয়গুলি হইতেছে:—(১) পরিবারে ব্যবহারের অগ্রাধিকার নির্ণয়, (২) অনাবাদের কৃষি এবং শিল্পের প্রয়োজনানুযায়ী অবস্থা পরিচালনার ব্যবস্থা করা, (৩) উৎপাদক ও ব্যবহারকারীর সম্পর্কের প্রয়োজন মিটাইবার উদ্দেশ্যে ব্যবস্থার পদ্ধতি নির্ণয়।

রাষ্ট্রিং কোম্পানি পরিচালনায় সুইডেনের অভিজ্ঞতা

গত ১৯৪৫ সালের কৃষি অর্থসংস্থানের সেক্রেটারী মিঃ ডেভিড কেন্স সরকার বলেন যে, কৃষির সর্বশ্রেষ্ঠ কোম্পানীর সাহায্যের মত সরকার এবং তাহার কোম্পানীর সাহায্যে ব্যবসা ইণ্ডিয়া ব্যাঙ্কের অধিকার হইতে রক্ষিত করিবার জন্য এই শিল্প কোম্পানি দিকে আরোহ সাহায্য ইণ্ডিয়া সম্পর্কিত এর প্রশ্ন সরকারপক্ষ যে উহার ঐ ব্যাপারে অসন্তুষ্ট হইয়া ফেডারেল সুদের মিঃ অভিযোগ ফ্রেডারিক-আয়ার এর সম্পর্কে বিষয়ের সুযোগ করিবে যে হল ইণ্ডিয়ার উহার সেন

মিঃ হল বলেন যে, ইণ্ডি এলাকার একটা কম্পন সম্প্রতি করিয়াছে। সরকার উহার ব্যবসা অংশিদার ব্যবসায়ের ব্যবস্থা করিয়াছে, সেজন্য কতকগুলি অধিকারও রহিয়াছে। অবশ্যপ্রয়োজন অন্তর্ভুক্ত কতকগুলি ডোমিনিয়নের নিজস্ব সুদের ঘরে আছে বলিয়া এবং বর্তমানে দেশ ব্যবসায়ের অনুমিতির সম্ভাবনা রহিয়াছে বলিয়া যে এই কম পরিমাণের অবীকৃত হইবে, ইহা তাহার পক্ষে অসম্ভব।

অর্থের যে ক্ষেত্রে একান্ত প্রয়োজন, সে ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার ব্যবস্থা করিয়া ইণ্ডিয়া ব্যাঙ্কের অধিকার দেওয়া হইয়াছে এবং বিশেষভাবে ভারতের ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা অনুকরণ হইয়াছে। তাহার বর্তমানে ভারত এবং অন্যান্য দেশগুলিকে তাহার অন্যান্য বিবেচনা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করিয়াছে।

ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায় সাম্প্রতিক আলোচনা সম্পর্কে মিঃ ক্লেটনের আশ্বাস

যে প্রশ্ন করার তাহার উত্তরে মিঃ হল বলেন যে, ট্যারিফের ব্যয় অন্যান্যের প্রবর্তিত ব্যবসায় পণ্য হইতে ব্যবসায়ীদের যে কোনও সংঘের প্রয়োজন মত অন্য কোনও দেশের সহিত আলোচনার অধিকার রহিয়াছে।

পার্লামেন্টের অর্থসচিব মিঃ গোলাপ মহম্মদ বলেন যে সম্প্রতি বৃটিশ মন্ত্রিসভার ও প্রধানমন্ত্রী পার্লামেন্টে বলিয়াছেন যে, তাঁহাদের ঐশিক দেনা আর একটি বৎসর বাড়ান হইবে। উহাতে তিনি বিশেষ যোগ করিবেছেন, কারণ যে বিষয়ের সহিত অন্যান্য এর দেশের স্বার্থ জড়িত সে বিষয়ে এইভাবে একতরফা ঘোষণা করার অধিকার বৃটিশ সরকারের নাই।

মিঃ গোলাপ মহম্মদ বলেন যে, যে সকল দেশ ইতিমধ্যে ব্যবসা করিতে বৃটিশ সরকারকে সাহায্য করিবার তাহাদের প্রতি লক্ষ্য রেখে উহারা বিশেষ ব্যবস্থা করেন।

মজুতদার পরিচালনার জন্য ব্যবসায় অর্থ ঢালা

ব্যবসায় উৎপাদন পরিচালনার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যে অর্থ মঞ্জুর করিয়াছিলেন, আগামী আর্থিক বৎসর হইতে তাহা ক্রমিশন হ্রাস করার যে প্রস্তাব হইয়াছে এস-সে সম্পর্কে যে অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে তদ্বিষয়ে ভারতের ব্যবসায়ী পক্ষিম অন্তর্ভুক্তদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। ব্যবসায় উৎপাদন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত এস এস মজুমদার সিনী ব্যবসা তদিবের তদিবা আশা করা যায়।

প্রস্তাবিত পরিবর্তন কার্যকরী করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের আরও সাহায্য একান্ত প্রয়োজন। এ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি সাহায্য করিয়া উহাকে সহজ বিষয়টি বুঝাইয়া বলিবার জন্য সম্প্রতিবারের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ও শীঘ্র দিল্লী যাত্রা করিতে পারেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

অধিক খাদ্যশস্য উৎপাদন

আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক সম্প্রতি ভারতকে ১ কোটি ডলার ঋণ দিতে স্বীকৃত হওয়ায়, তাহার সাহায্যে অধিক খাদ্যশস্য উৎপাদন ত্বরান্বিত করার সরকারী পরিকল্পনা কার্যকরী করা যাইতে পারে।

কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রণালয়ের জনৈক উচ্চপদস্থ কর্মচারী বলেন যে, সঞ্চিত জমি আবাদ দ্বারা আর্থিক বৎসরে ৫ লক্ষ খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি সরকারী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত। তন্মধ্যে আগামী ৭ বৎসরে ৩০ লক্ষ একর পতিত জমিতে আবাদ হইবে।

আশা করা যাইতেছে যে, জানুয়ারী হইতে ১৯৫১ সালের মধ্যে আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কের প্রদত্ত অর্থে তেমা ৩৭৫টি ট্রাক্টর কাজ করিবে।

খাদ্যশস্য সংক্রান্ত লাইসেন্স

পাঞ্জাব সরকারের এক প্রেস নোটে প্রকাশ, ১৯৫১ সালের ফসলী খাদ্যশস্য বিক্রয় আইন অনুসারে প্রদত্ত লাইসেন্স দ্বারা ১৯৫১ সালের ৩০শে নভেম্বর পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে, তাহার পরিবর্তনের জন্য ১৫ই নভেম্বরের মধ্যে স্থানীয় অনুমতি অনুসন্ধান করিতে হইবে। অথবা জেলা অনুসন্ধান

কর্পোরেশনের নিকট আবেদন করিতে হইবে। আবেদনের সঙ্গে বর্তমান লাইসেন্স ও নবনির্ধারিত হারের লাইসেন্স পরিবর্তনের জন্য যে টাকা পাঠাইতে আবেদন করা হইবে তা। বিভিন্ন শ্রেণীর লাইসেন্স ফী:—(১) এ অঞ্চলে চাউল ও ধানের বড় ব্যবসায়ীদের লাইসেন্স ১০৲ (২) এ (১) অপেক্ষা চাউল ও ধান বাতীত অন্যান্য খাদ্যশস্যের বড় ব্যবসায়ীদের লাইসেন্স ৫৲ টাকা; (৩) এ (৪) অপেক্ষা কম উৎপাদনের লাইসেন্স ১০৲ টাকা এবং (৪) ও (৫) অপেক্ষা খাদ্যশস্যব্যবসায়ীর লাইসেন্স ২৲ টাকা।

জমিদারী উচ্ছেদের বৈধতা

বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী উচ্ছেদ আইনের বৈধতা প্রশ্নে দায়ী করিয়া বারভাঙ্গার মহারাজাধিরাজ আজভানা দায়ের করেন। আদালত যে সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসার জন্য তাঁহাদের নিকট পাঠাইয়াছিলেন, তাহা অত্র আদালতে স্থানান্তরের আবেদন পাইয়া হাইকোর্টে পূর্ণাঙ্গ হইয়াছে। দায়ী করিয়াছেন যে, (১) বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী উচ্ছেদ আইন অবৈধ ঘোষিত হইবার, অথবা তাহার বিরুদ্ধে ইহা প্রযুক্ত হইতে পারে না বলিয়া ঘোষণা করা হউক (২) উক্ত আইনের ৩ ধারা অনুসারে তাঁহার উপর জমিদারী উচ্ছেদের নোটিশ যাহাতে না দেওয়া হয়, তজ্জন্য স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা জারী করা হউক। মহারাজা জমিদারীর নিট বার্ষিক আয় ৮৮লক্ষ টাকা। তিনি এলাহাবাদে জমিদার, ভোলানাথ, বন্ধবন্ধার ও বহু জমিদারীর ইজারাদার।

বাদীর পক্ষে উক্ত আইনের উচ্ছেদ হইতেছে আইনের অর্থ অনুসারে ক্ষতিপূরণ না দিয়া জমিদারী ও জোতদারী স্বত্ব হরণ করা। ইহাতে ১৯৩৮ সালের ভারত শাসন আইনের ২৯৯ ধারা লঙ্ঘন করা হইয়াছে এবং ইহা বাতিলযোগ্য করার দাবিও।

বাদী বলেন যে, এই মামলায় শাসনতান্ত্রিক গুরুত্বপূর্ণ আইনের প্রশ্ন জড়িত আছে এবং অধিলাপ এ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত। হাইকোর্টের আদিম বিভাগে এই মামলার বিচার করিতে আবেদন করা হয়। ১৩শে নভেম্বর শুনানীর তারিখ নির্ধারিত হয়।

চিনির অভাব কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্টি করা হইয়াছে

গত ১২ই নভেম্বর ভারতের ইক্ষু সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় কমিটি জানাইয়াছেন যে, চিনির অভাব কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্টি করা হইয়াছে। অধিকন্তু অথথা মাত্রাই অধিক চিনি সংগ্রহ করিয়া সৃষ্টি করিবার জন্য চিনির কলের মালিকদিগকে তাঁহারা অনুরোধ জানাইয়াছেন।

কমিটি এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ক্রেতারা সাধারণ হারে চিনি ক্রয় করিতে পারে তাহার জন্য সরবরাহ সম্পর্কে অবলম্বন করা হইয়াছে তাহা যথেষ্ট বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না।

যুক্তপ্রদেশ হইতে ময়দা চালান দিবার জন্য দাবী অগ্রাহ্য

যুক্তপ্রদেশ হইতে ময়দা চালান দিবার জন্য অনুমতিপত্রের দাবি হইতে যে দাবী জানান হইয়াছিল যুক্তপ্রদেশ গভর্নমেন্ট তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। ভারত সরকার দেশের বিভিন্ন অংশে অবাধে খাদ্য চালান দেওয়ার যে নীতি গ্রহণ করিয়াছেন, তদনুসারেই এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। গভর্নমেন্ট আশা করেন যে, তাঁহারা যখন চালানি বিধি তুলিয়া দিয়াছেন তখন চালানি বিধি তুলিয়া দিবার প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। গভর্নমেন্টের মতে যখন অতিরিক্ত খাদ্যশস্য যুক্তপ্রদেশের তখন ইহা একটি নিদর্শনস্বরূপ। এজন্য যুক্তপ্রদেশের মতে জোতদারদিগকে সাধারণ অনুমতি দেওয়া করিতে বলা হইয়াছে।

পূর্ববঙ্গে জমিদারী উচ্ছেদ বিল

পূর্ববঙ্গ প্রদেশে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের উদ্দেশ্যে প্রণীত পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থাপক সভার বিল রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভের জন্য গতকল্য আলী কর্তৃক পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদে উত্থাপিত হয়। বিলটি সম্পর্কে বিবেচনা করার জন্য গত বৎসর এপ্রিল মাসে আইন পরিষদ কর্তৃক যে ৩৪ জন সদস্যের এক বিশেষ কমিটি গঠিত হয়। উক্ত বিশেষ কমিটির কয়েকটি সংশোধন প্রস্তাবসহ বিলটি আইন পরিষদে পুনঃপ্রেরিত হইয়াছে।

চেলার উদ্বাস্তু কৃষক পরিবার জলপাইগুড়ি জেলায় পুনর্বসতির ব্যবস্থা

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক জলপাইগুড়ি জিলার এলবাড় উদ্বাস্তু কৃষক পরিবারের জন্য পুনর্বসতির ব্যবস্থা হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

প্রায় ৩০টি পরিবার ইতিমধ্যে তথায় চলিয়া গিয়াছে। উক্ত পরিবারগুলির লোক সংখ্যা হইতেছে ১৩০। আরও ৩০টি পরিবার রাণাঘাট হইতে শীঘ্রই জলপাইগুড়ি যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

প্রকাশ, সরকার হইতে কৃষক পরিবারগুলিকে জমি দেওয়া হইবে। দুই বছর উহাদের বিনামূল্যে খাদ্যশস্য সরবরাহ করা হইবে।

উত্তরবিহারে অতিরিক্ত উদ্বাস্তু পুনর্বসতি

পশ্চিমবঙ্গ গভর্নমেন্ট উত্তরবিহারে পূর্ব পরিকল্পনা বাতিল করিয়া আরও অতিরিক্ত উদ্বাস্তু পুনর্বসতির যে পরিকল্পনা করিয়াছেন, তাহার সংবাদ ইতিপূর্বে দেওয়া হইয়াছে। উক্ত পরিকল্পনার বিস্তারিত বিবরণ ও ব্যয় বিষয় আলোচনা করার পর এ কথা বলা হইয়াছে। নয়া অঞ্চলে বিস্তারিত ভাবে ও দ্রুত কাজ করিতে, তাহাদের ক্ষেত্রে ব্যয়ের পরিমাণ সামান্য বেশী হইবে।

প্রস্তাবিত ফৌজদারী আইন সংশোধনের উদ্দেশ্যসমূহ

দেশে বর্তমানে যেরূপ অবস্থা তাহাতে কোনোক্রমেই ইহা বলা যায় না যে, এই দেশে সাধারণের এক নিরিখ প্রস্তাবিত ফৌজদারী আইনের সংশোধন সম্পর্কে তাহার সরকার যে সাধারণভাবে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহাতে উল্লিখিত কতটি যৌক্তিক প্রস্তাবের তীব্র সমালোচনা করেন।

বাংলা-বিহার ও বিশ্ব যখন যুদ্ধোত্তরকালীন অবস্থায় অনুধাবন করিয়াছে ঠিক এইরূপ একটি বিশেষ সময় সরকার কর্তৃক উক্ত প্রস্তাব সুসম্পাদনের চেষ্টা করা বিশেষ প্রয়োজন করেন। তাহারা বলেন যে, বাংলা বাঁচিয়া ও বিশ্ব যখন অবস্থায় সৃষ্টি হওয়ার দেশে এই সঙ্কটজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে এবং কি ধরনের ব্যবস্থা এই অবস্থা চলিতে থাকে, বাজারের এই অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার মূল কারণগুলি দূর করার জন্য তাঁহারা কোনরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন বলিয়া সকলে মনে করেন।

তাঁহারা বলেন যে, দেশের বিভিন্নস্থানে ম্যাজিস্ট্রেসি এক্সটেনশন এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করিয়াছে। কিন্তু তাহাদের কার্যক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ করিয়া দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়। তিনি এরূপ অবস্থা প্রস্তাব করেন যে ম্যাজিস্ট্রেসি এক্সটেনশন ও বিশেষ করিয়া ডিস্ট্রিবিউশনের সম্পর্কে যে প্রস্তাব উত্থাপিত হইবে তাহাতে দেশের সৌধ অবস্থার বাস্তবতা হইতে পারে এবং শিল্প উৎপাদন ও ব্যবসাবাণিজ্য ব্যাহত হইতে পারে। তিনি বলেন যে, টাকার মূল্য হ্রাসের পর পরিবর্তিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা দৃঢ় করার জন্য সরকারের উচিত সমস্তরকম সম্ভাব্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা।

পূর্ববঙ্গে উদ্বাস্তু সম্পত্তি

বিশ্বস্তসূত্রে কলিকাতার এই মহলে এক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, পূর্ববঙ্গ গভর্নমেন্ট বাস্তুত্যাগী ও

(শেষাংশ ৪৯৯ পৃষ্ঠায়)

সপ্তাহে মাত্র একবার

'প্যালুড্রিন'

০·৩ গ্র্যামের ট্যাবলেট
এখন পাওয়া যাচ্ছে...

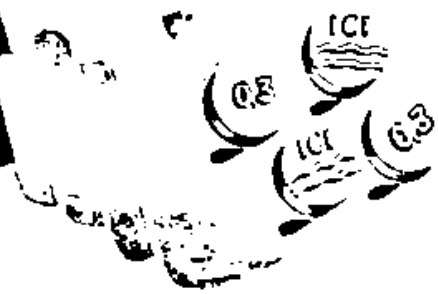

০·৩ ট্যাবলেটের টিন কিনে, প্রতিবারে মাত্র চার আনারও কম খরচে আপনার কর্মচারীদের ম্যালেরিয়া থেকে নিশ্চিন্ত করে তুলতে পারেন।

আপনার কর্মচারীদের প্রতি সপ্তাহে মাত্র একবার একটি করে ০·৩ গ্র্যামের 'প্যালুড্রিন' ট্যাবলেট দিয়ে তাদের ম্যালেরিয়া থেকে রক্ষা করুন

ICI

ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডাস্ট্রীজ (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড

শেয়ার বাজার

তেজী পর্য্যায়ের সূচনা ?

পরিবার, অবশ্য

তেজীর বিরুদ্ধপক্ষের পরিষদের ঘোষিত কর্মীর বৈঠকে দর্শার পারেশ উৎসাহবৃদ্ধির জন্য সর্ব শ্রেণীর আর্থিক সহযোগিতা যাচ্ঞা করিয়া যে আহ্বান ও প্রস্তাব করা হইয়াছে তাহা প্রথম বারের এবং অর্থাভাবে ঐ বাজারই পুরাতন মুহুরীদিগকে পর্যন্ত বাজার সম্বন্ধে যে দুরাবস্থাজ্ঞাপক বোধ করে, তাহাকে সেয়ার বাজারের মোড় ঘুরিয়া দিয়াছে। আশাতীত সত্বরে বাজারের উক্ত বৈয়ম্যের বন্ধুরা বলীর তেজী প্রতিক্রিয়া হয় এবং সপ্তাহব্যাপারে হয়ণ্ডয়া দেখা দেয়। ফলের সংখ্যাধিক্যের উদ্ভাস ঘটিয়াছে। মাঝবিয়ারে বিক্রয়ের মোহাবলিগুলির বিক্রয় চাহিদা ছিল ও এই উপায় অন্যান্য বিভাগের সংজ্ঞাবহ হয়। প্রকাশ যে, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ও টীন কর্পোরেশন কোম্পানীগুলির তারল্য সরকারের ১৪০৩ হইতে ২ কোটি টাকা ঋণ আদায় করিতে সমর্থ হইয়াছে। এক সপ্তাহে আশা উদ্রেক করিয়াছিলেন যে, কর্মচারীরা প্রভূত পরিমাণ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের দেয়ার বিক্রয় করিয়া রাখিয়াছে। বাজারের উদ্যোক্তারা এই বাজারে মুহুরীরা উঠু স্তরে মূল বিক্রয়ে সরকার সংযোগ করিতে বাধ্য হয় এবং তাহাদের উদ্যোগের ফলে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ও টীন কর্পোরেশন চক্রান্তের ফলে আরও উঠিয়া যায়। এমনকি কোম্পানীর গত বৎসরের লভ্যাংশ শীঘ্রই ঘোষিত হইবার সম্ভাবনা এই বাজার তেজীকে সাহায্যে প্রতীয়া করিয়াছে।

নিম্নে কয়েক কর্মদিন প্রাক্কালের শেষদিনের মূল্য তালিকা দেওয়া হইল। উহা হইতে আলোচ্য সপ্তাহে উন্নতির পরিমাণ বুঝা যাইবে।

প্রতিভার	১৮-১১-৬১	২৮-১১-৬১
বেঙ্গল কোল	৪৪২৲	৪৪০৲
বরাকর	১১৪/-	১১৯৲
ধরমসী	১৯৬৲	২০৩৲
রাজরা	২৫৬৲	২৬৪৲
ব্রন্ধা কর্পোরেশন	২৯/-	৩১/৩
ইন্ডিয়ান কপার	৯৮৲	৯৯/-
সোনভাদী	৫৲	৫৪৲
ইন্ডিয়ান আয়রন	২৬/৩	২৯৲/-
মুখাকুরী	৭৮৲	৮৯/-
টীন কর্পোরেশন	১৯/-	২১৲
বি আই. সি	৮৲/-	৯৪/-
হাটিন মার্ক	১৪৭৲	১৪৯/-
ন্যাশনল ট্রেডমার্ক	১৪৲/-	১৪৮/৩
ইন্ডাস্ট্রি পেপার	৩১৲	৩৪৪৲
আসাম দ'	৮৩/-	৮৯/-
ইন্ডিয়া ইন্ডাস্ট্রিজ		৭৯/-
টাটা কেমিক্যাল		১৩৪ ১৲
টাটা অয়েলমিল	২০৯৲	২১২৲
ৎ% প্রেফ ১৯৩৩	১১/-	১১৮/-

* * *

কোম্পানী আইনের সংশোধন প্রস্তাবের প্রতিক্রিয়ার টাটা ডিফার্ডের মূল্যের বাড়িয়া গিয়াছে। ইহার ৫৯ এক সপ্তাহে ৫৫ পয়েন্ট বৃদ্ধি পাইয়া ১৩৭৲ টাকায় পৌঁছে। এই সঙ্গে বিক্রেতার ভিড় কমায় উহা ১৩৫২৲-৩৪ নামিয়া যায়। আজ মূলধন মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়া বাজার মূল্যের সমান ১৩৭৲ ছিল। টাটা অর্ডিনারী ছিল ২৯৪৲।

* * *

ঐ প্রস্তাবের ফলেই কোম্পানী ডিবেঞ্চারের যে, এই সপ্তাহ হইতে বৎসরান্ত অবধি প্রতি শনিবার বাজার সম্পূর্ণ বন্ধ থাকিবে।

সরকারী অপপক্ষ

মূলত মুহুরীদিগের সরকারী অবস্থা ঘোষণায় এই বিভাগের পরিবেশ উন্নতি হইয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে প্রায় প্রতিদিনই মূল্যবৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সহায়তার আর প্রয়োজন হইতেছে না। নগদ ক্ষেত্রের ডিভিডিলাভ এই বাজারের সহায়ক হইয়াছে। লাভ সম্পর্কে বিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্দেশানুযায়ী কড়াকড়ি ব্যবস্থায় এবং সাইটা ক্রয় করিলে না থাকায় টীকার বাজারে সাময়িক দেখা দিয়াছে। আমদানীর ব্যাপারে বিভিন্নদিগের আরোপ করায় ফলে টাকার চাহিদা কমিয়া গিয়াছে। বিক্রয় ব্যাঙ্কের বৈদেশিক প্রবাহ পরিমাণ বাড়িতেছে এবং উহার ফলে চলতি মোটের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে। পাকাপাকির বাণিজ্য অসম্ভবপ্রায় হওয়ায় উহা ডোমিনিয়নের ব্যবসায়ের জন্য টাকার প্রয়োজন হইতেছে না। অতএব, সরকারী ঋণপত্রের বাজারের সন্তোষজনক মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়াছে। বিক্রেতার অভাব ও ক্রেতার আধিক্য এই বিভাগে খুবই ভেজীভাব দেখা গিয়াছে।

৩% ঋণের ১৯৪১-৪৪ ১০১৬/০, ৩% ঋণের ১৯৫৩ ৫৪ ১০২৲, ৩% ঋণের ১৯৬৩-৬৫ ১০১৮/০, ৩% ঋণের ১৯৬৮-৭০ ১০০৮/০, ৩% ঋণের ১৯৭১-৭৪ ১০০/০, ৩% ঋণের ১৯৭৭ ১০৯/- ও ৩% ঋণের ১৯৮০-৭০ ১০০/০ পর্যন্ত দর দেখানো হইয়াছে।

কাগজের কল

বিগত ৬৮/০, কানপুর টেক্সটাইল্স ৯৫৲, বেঙ্গল-নাগপুর ১২/-, মিষ্ট ভোগীবিয়া ১৬/- ও ভদ্রাবতী ১৯/- পর্যন্ত দরে কাজ হয়।

কয়লার খনি

এই বিভাগে কাজের ধারা মাঝে ও দরের উন্নতি হয়। এসোসিয়েটেড ২৪৮/০, ভারত কলিয়ারী ৭৩/০, বেঙ্গল কোল ৪৩০৲, ধানবাদ ১৭৯/০, ইন্ডিয়ান ইন্ডিয়া ৫৲, ইন্ডিয়ান্টেল ২৯/০, কুমারডিং ৬৮/০, মিষ্ট বীরভূম ১৪৯/০, মোদাদা ৩৮/০, রাণীগঞ্জ ১৯৫/০, তালচের ১৭৯/০, সাউথ ভলপুরা ১৮/০, মেহতা মেহল ১১৮/০, ইষ্ট ইন্ডিয়ান ৫৫/০, কাশীপাহাড় ৩৪৮/০, নাজিরা ৭৯/০, নর্থ ব্রাহ্মণী ৬৮/০, সোনারিয়া ২৬৮/০, সেন জ্যাকো ২০৮/০ ও অন্যান্য বেঙ্গল ৫৮/০ পর্যন্ত দরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

(বাকীটা ৪৬১ পৃষ্ঠায়)

(পূর্বপৃষ্ঠার ৪৬১ পৃষ্ঠায়)

বাজারের বাস্তবতাকে করিবার সম্ভাবনা আছে, এরূপ ব্যক্তিদের সম্পত্তি সম্পর্কে ইনকোমট্যাক্স সংক্রান্ত সর্বশেষ ৩৪ প্রশ্নের সকল উপযুক্ত কর্মচারি-বিশেষ বিশেষ এক সার্কুলার প্রেরণ করিয়াছেন।

পূর্বেই পর্যবেক্ষণ উহাদের সম্পত্তি সম্পর্কে ব্যবস্থাদি অবলম্বনের জন্য ৩৩০৩৯ মোট ৭৯৯ করিবার বন্ধ করিয়াছেন। এবারও যে সকল ক্ষেত্রে এইরূপ মোট গঠন প্রয়োজন বলিয়া মনে করা হইবে, সেখানেই এই মোট ধার্য করা হইবে।

উক্ত সার্কুলারে বলা হইয়াছে :—

যাহারা ইতিমধ্যেই পুনরুদ্ধ ত্যাগ করিয়া তাহার চলিয়া গিয়াছেন অথবা যে সকল কোন নিকট আত্মীয় অনুরূপ কাজ করিয়াছেন, তাহাদিগকেই উহার বলিয়া ধরা করা হইবে। করিদাতৃ সম্প্রদায়ের যে সকল ব্যক্তির আত্মীয় ডোমিনিয়নে বাস বা কাজ কোন ব্যবস্থা তাহা করিয়া আছে, তাহাদিগকে সম্পর্কে বাসস্থানী বলিয়া গণ্য করা হইবে। ব্যবসায়-সীমা উহার সম্পত্তির পরিমাণ নির্ণয় করা প্রয়োজন। বিভিন্নভিন্নভাবে উহাদিগকে শ্রেণীবিভাগ করা হইবে। (ক) ১৯৪৭ সালের পূর্ব যাহারা পূর্বপক্ষ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন তাহাদিগের সম্পত্তি ; (খ) যে সকল ব্যক্তির কোন নিকট আত্মীয় পুনরুদ্ধ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন তাহাদের সম্পত্তি ; (গ) উপরোল্লিখিত সম্প্রদায় বাসস্থানীদের সম্পত্তি। সাধারণভাবে সম্পত্তিগুলি তিন প্রকারের হইবে :—

(ক) কৃষি সম্পত্তি (জমিজমা, প্রকাশ্য বাস্তুভিটা) ;

(খ) মূল সম্পত্তি ;

(গ) শিল্প ও ব্যবসা সংক্রান্ত সম্পত্তি, যথা প্রত্যক্ষভাবে প্রতিষ্ঠান।

(ঘ) অন্যান্য সম্পত্তি।

পণ্যদ্রব্যের বাজার

দ্রুত স্বাবলম্বনের পথে

[illegible] সম্প্রতি [illegible] সঙ্গে [illegible] [illegible] [illegible]

CD. No. C3105.

আর্থিক ভারত

ARTHIK BHARAT

অর্থনৈতিক সাপ্তাহিক

২৪ বর্ষ ২৭ ও ২৮ সংখ্যা] কলিকাতা, বুধবার ১৩৬৯ অগ্রহায়ণ, ১৯৬২ ; ৮ই ডিসেম্বর, [মূল্য ৩

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	১৭১
পরলোকে অধ্যাপক বিনয় সরকার	
ভারতের নূতন শাসনতন্ত্র	
উৎপাদন বৃদ্ধি ও মূল্য হ্রাস	
প্রাসঙ্গিক	১৭৪
পাক-ভারত বাণিজ্যের অগ্রগতি	
চা-বাজারের সম্প্রসারণ	
চিনি কণ্ট্রোলারের ধর্মঘট	
রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্য	
অর্থনীতি	
বিশ্ব অর্থ-ভা	
ি বি	
স্টার্লিং বাজার	
সংবাদ সংকলন	
পণ্যদ্রব্যের বাজার	
চিনি শিল্প সংরক্ষণ এবং	

পরলোকে অধ্যাপক বিনয় সরকার

স্বদেশ হইতে বহুদূরে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন সহরে বাঙ্গালার খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ ও জ্ঞানসাধক অধ্যাপক বিনয় কুমার সরকারের মৃত্যু সংবাদে দেশবাসীকে মর্মাহত করিয়াছে। আমরা বিশেষতঃ অর্থনীতির ছাত্র ছাত্রীরা তাঁহার এই দুঃসংবাদে পরম আত্মীয়ের বিয়োগব্যথা অনুভব করিতেছি।

স্বর্গীয় প্রমথ চৌধুরী (বীরবল) এক স্থানে বলিয়াছিলেন "বাংলা দেশে যাঁহারা পড়াশুনা করেন তাঁহারা লেখেন না যাঁরা লেখেন তাঁরা পড়াশুনায় ধার ধারেন না"। বীরবলের এই কথা বাহুল্যাংশে সত্য হইলেও আমাদের এই লোকান্তরিত অধ্যাপক বিনয় কুমারের বেলায় প্রযোজ্য নহে। কারণ তিনি পড়িয়াছেন যেমন প্রচুর লিখিয়াছেনও তেমন অজস্র। শুধু তাহাই নহে পড়া, লেখা, পড়ান ছাড়াও তিনি বাগ্মিতায়ও অনন্যসাধারণ। অনন্যসাধারণ এই কারণে যে তাঁহার বাগ্মিতার মধ্যে অফুরন্ত প্রাণশক্তির পরিচয় পাওয়া যায় তাঁহার বলার ভঙ্গির মধ্যে এমন একটি বিশিষ্ট স্বকীয়তা ছিল যে তাহার পরিচয় আমাদের বাগ্মীবন্ধুরা দেশেও বিরল।

তাঁহার দেশপ্রেমের পরিচয় নূতন করিয়া কোন বাঙ্গালী পাঠককে দিতে হইবে না। "ডন সোসাইটির" প্রতিষ্ঠা হইতে শুরু করিয়া বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন পর্যন্ত তিনি বাঙ্গলার রাজনীতি ক্ষেত্রে নৈতিক হিসাবে এবং সেনানী হিসাবে যে অকুতোভয় সংগ্রাম ও বিরুদ্ধ কলসাধনার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা দেশবাসী কখনও ভুলিবে না। প্রত্যক্ষ রাজনীতি হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া শিক্ষক ও অর্থনীতিবিদ হিসাবে তিনি বাঙ্গলাকে ভারতে এবং ভারতের বাহিরে যে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন তাহার জন্যও দেশবাসী তাহার কাছে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ।

আমরা আশা করি এই মহাপ্রাণ জ্ঞানসাধক ও বঙ্গভারতীর একনিষ্ঠ সেবকের স্মৃতিরক্ষাকল্পে দেশের নেতৃবৃন্দ কোন বাস্তব পরিকল্পনা গ্রহণ করিবেন এবং আমাদের বিদ্বান লোকান্তরিত শিক্ষাগুরুর তপঃপূত ছাত্রছাত্রী ও দেশবাসীর নিকট উহার যথোপযুক্ত সাড়া পাওয়া যাইবে।

আমরা অধ্যাপক সরকারের পত্নী ও একমাত্র কন্যার প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁহাদের সান্ত্বনা দিবার ভাষা নাই। কিন্তু হয়ত এই বলিয়া তাঁহারা কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা পাইবেন যে শত সহস্র দেশবাসীও তাহাদের মত শোকাভিভূত।

ভারতের নূতন শাসনতন্ত্র

প্রায় তিন বৎসরের প্রচেষ্টায় ভারতের নূতন শাসনতন্ত্র রচনার কাজ সমাপ্ত হইয়াছে এবং বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা মুখরিত পরিবেশে গত ২১শে নভেম্বর স্বাধীনভারতের শাসনতন্ত্র গৃহীত হইয়াছে। দীর্ঘ পরাধীনতার অবসানে আজ ভারত যখন একটি বিশেষ সন্ধিক্ষণে উপনীত হইয়া এরূপ একটি বিশেষ সংবাদ [illegible]

[illegible] শাসনতন্ত্রের খসড়াগুলির [illegible] সম্বন্ধে [illegible] ও যুক্তিতর্কের অবতারণা [illegible] আমরাও আলোচনা করিয়াছি। [illegible] বিষয় আমাদের [illegible] শাসনতন্ত্রের [illegible] সম্পর্কের [illegible] আমাদের [illegible] শাসনতন্ত্র [illegible] এই শাসনতন্ত্র [illegible] এই কথা [illegible] যে করিবেন। [illegible] এই [illegible] শাসনতন্ত্র রচনা [illegible] যে করিবেন। [illegible] [illegible] [illegible]

অবস্থার তুলনায় অনেক কম উৎপাদন লক্ষ্য স্থির করা হইয়াছে। কাজেই দেখা যাইতেছে এক বৎসর স্থির করিয়া তাহাদের অধীনস্থ দুইটি শিল্পগুলিতে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করেন নাই। অবশ্য সরকার যদি তাহাদের সর্বনিম্নতম উৎপাদন সংখ্যার সহিত তাহাদের এই লক্ষ্যের তুলনা করেন তাহা হইলে সরকারী এই ঘোষণা প্রকৃতপক্ষে প্রশংসার যোগ্য হইতে পারে। কারণ বিভিন্ন দেশের, এমনকি যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশের, উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনার সর্বনিম্নতম যে মান ধরা হইয়াছে তাহা হয় যুদ্ধের পূর্বের না হয় সর্বোচ্চ সংখ্যা অথবা যুদ্ধকালীন সর্বোচ্চ উৎপাদন সংখ্যা।

দ্বিতীয়তঃ মূল্যহ্রাস প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে যে একমাত্র কয়লা শিল্পে মূল্যহ্রাসের কার্যকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে অন্যান্য ক্ষেত্রে মূল্যহ্রাসের সম্ভাবনা এখনও বর্তমানের মত অনিশ্চিত। কারণ সরকারী প্রচেষ্টা এই বিষয়ে গত তিন বৎসর যেভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে এই ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হইবে বলিয়া মনে করার কোন কারণ নাই। কারণ উৎপাদন বৃদ্ধি ঘটিলেও যে মূল্য হ্রাস ঘটিবে তার সাক্ষাৎ প্রমাণ আমরা অহরহঃ দেখিতেছি। যাহের ক্ষেত্রে সরকার যেভাবে ব্যর্থ হইয়াছেন সেই কলঙ্কজনিত অধ্যায়ের পুনরাবৃত্তি যে হইবেনা তাহা কে বলিবে?

সরকার মুনাফাবাজী ও চোরাকারবার দমন করিবার বহু প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন কিন্তু সে প্রতিশ্রুতি কিভাবে রক্ষা করিয়াছেন তাহা উল্লেখ করার প্রয়োজন নাই। বহু বস্ত্র, চিনি, বনস্পতি ও অন্যান্য দেশী ও বিদেশী মাল তাহাদের বহু বিজ্ঞাপন ও স্বার্থান্বেষী ব্যবসায়ী গুদামে লুকাইয়া রাখিয়াছে সরকার তাহাদের গুপ্ত ঘরে বিক্রি করিবার ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই, সম্প্রতি সর্দার প্যাটেল শিল্পোপতিদের নিকট মূল্যহ্রাসের যে প্রতিশ্রুতি আদায় করিয়াছেন বলিয়া জনসাধারণে ঘোষণা করিয়াছেন তাহা প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসের বিরাট যুক্তপ্রদেশের ব্যবসায়ীরা সর্দার প্যাটেলকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া জানাইয়া দিয়াছে "চিনির দাম না কমাইলে চিনির দাম কমিবে না"। সরকার যে কৈফিয়তের জবাব দিতে পারেন নাই। কাজেই সরকারী উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনা সাফল্যমণ্ডিত হইলেও মূল্যহ্রাস যে ঘটিবে না ইহা সরকার তাহাদের এই শিল্প পরিচালনের ভুল করিবার নীতি ত্যাগ না করেন, কিন্তু সরকার এই বিষয়ে নীরব।

ঠিক একই কারণে সরকারী উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনাও ব্যর্থতায় হইবে তাহাও একপ্রকার নিশ্চিত। সরকারী হিসাব মতে ১৯৬৮ সালের জানুয়ারী হইতে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত নয় মাসের তুলনায় চলতি বৎসর উৎপাদন হ্রাসের সম্ভাবনা যার বিবরণ—কয়লা ২০, ইস্পাত ১০, চিনি ১০, বস্ত্র ৫২, কাগজ ২০, কাঁচ ২৪ এবং অন্যান্য সব শিল্পেরও প্রায় হ্রাসপ্রাপ্ত, কিন্তু একথা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে কলকারখানায় সরকারী আইনশৃঙ্খলা নিশ্চিন্ত চুক্তিতে শান্তি করিবার প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন যে তাহারা শ্রমিকদের নিকট হইতে সহযোগিতা লাভ করিলে উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার জন্য চলতি উৎপাদনক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে কাজে লাগাইবে এবং তা করাইবে। ১৯৬৮ সালের তুলনায় এই বৎসর শ্রমিক ধর্মঘটের পরিমাণ অনেক হ্রাস পাইয়াছে কিন্তু তাহা সত্ত্বেও উৎপাদন বৃদ্ধি পায়নাই কেন? ব্যবসায়ীরা কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করিয়া যা বিদেশে চোরাচালান করিয়া তাহাদের মুনাফা লুটিতেছে, সরকারকে বুড়াঙ্গুষ্ঠ দেখাইতেছে সরকার নীরব দর্শক হইয়া আছেন। কাজেই এইবারে যে ঐ অবস্থার প্রতিকার করা হইবে তাহা মনে করার যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ আছে কি? অন্ততঃ দেশবাসী তাহা মনে করেনা।

কাজেই সরকারের এই উৎপাদন বৃদ্ধির ও মূল্যহ্রাসের এই নূতন "প্রচেষ্টাকে" দেশবাসীর চক্ষে ধূলানিক্ষেপ করার নীতি যদি বলা হয় তাহা হইলে তাহা নিতান্ত রূঢ় হইলেও অসত্য হইবে না। আমাদের একান্ত কামনা সরকার অনর্থক বাগাড়ম্বর না করিয়া বাস্তব পরিকল্পনা গ্রহণ করিবেন এবং যে সুদূর প্রসারিত দুর্নীতি ও মুনাফাবাজী দেশের সমস্ত কল্যাণের পথকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে তাহা মূলতঃ বন্ধ বিনষ্ট করিবার জন্য অগ্রসর হইবে না তাহা না হইলে দেশের ভবিষ্যৎ নিরাশাই অন্ধকার।

প্রাসঙ্গিক

পাক-ভারত বাণিজ্যের অতিমান

১৯৪৮-৪৯ সালে ভারতবর্ষ পাকিস্তান হইতে ১৮৫.২১ কোটি টাকার পণ্য আমদানি করে। ইহার মধ্যে কাঁচাপাটই ছিল ৭১.৯৪ কোটি টাকার এবং আমদানীকৃত ও নগদ মূল্য দিয়া পাইট কাঁচা তুলার জন্য তুলা বিনে ৪৪ কোটি ১৪ কোটি টাকা। পাকিস্তানে ১৪.০৩ কোটি টাকার মাল প্রেরিত হয়। ফলতঃ পাকিস্তানের সহিত ব্যবসা ও লেনদেনে ভারতের ৩৩.১৯ কোটি টাকা ঘাটতি হয়। এই বৎসরের [illegible] ভারতবর্ষে [illegible] হয়। কিন্তু [illegible] বিদেশ [illegible] ৪২ ৫ উপর ভিত্তি [illegible] দেশের দেখানে [illegible] ভারতবর্ষের [illegible] করে। এই [illegible] অচলাবস্থা [illegible] যথেষ্টপরিমাণে [illegible] ভারতের আমদানি-রপ্তানির পরিমাণ হ্রাস পাইতে থাকে।

১৯৫০ সালের পাক-ভারত [illegible] চুক্তি বিনিময় প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছে। ইহাতে দুই দেশ এই সময়ের মধ্যে পাকিস্তানে ভারত হইতে তুলা ও সুতা ভিন্ন অন্য ৪২.৯১ কোটি টাকার তুলনায় পণ্য রপ্তানি করে ও ভারতে ১৯.৯৯ কোটি টাকার মাল আমদানি করে। ফলতঃ তুলা ও সুতার উপর শুল্ক বৃদ্ধি সত্ত্বেও পাকিস্তানের অনুকূলে ৯.৭৪ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে। নিম্নে মাস হিসাবে আমদানি-রপ্তানির পরিসংখ্যান দেওয়া হইল।

(কোটি টাকার হিসাবে)

	আমদানি	রপ্তানি
আগ, ১৯৪৯	৪.৮৪	৪.৭৩
এপ্রিল	৪.০৪	৫.৪২
মে	৩.৫৯	৪.৭০
জুন	৩.১৪	৩.৭৬
জুলাই	১.৯৭	৩.০৬

পাকিস্তান হইতে প্রধানতঃ কাঁচা পাট, কাঁচা ও অপেক্ষাকৃত তুলা, বিলাতী যাঁড়, ভল,ভেজানো, মাছ, কাঁচাচামড়া, তুলাবীজ ও তুলাদি আমদানি হয়। পাকিস্তানে প্রেরিত দ্রব্যাদির মধ্যে কয়লা, চর্বি, রাসায়নিক দ্রব্য, ইস্পাত, কলকব্জা, লৌহদ্রব্য, কাঁচ, তুলি, কাঠ, চামড়া শিল্পজাত, লৌহ, ইস্পাত, চর্বিজ তৈল, লবণ, সাবান, মদ্য, চা, কার্পাসজাত সুতা, পাটজাত দ্রব্য, আদাক ও তুলা।

চা-বাজারের সম্প্রসারণ

আন্তর্জাতিক চা-বাজার সম্প্রসারণ বোর্ডের সেক্রেটারি মিঃ এস্ আর্চিন সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়াছেন। তিনি একটি সাংবাদিক বৈঠকে চায়ের কাটতি বাড়াইবার জন্য আন্তর্জাতিক বোর্ডের গঠিত নতুন সংস্থার কার্যাবলীর সম্পর্কে আলোচনা করেন।

চা-শিল্পে ভারতবর্ষের বিশেষ স্বার্থ রহিয়াছে। বার্ষিক মুক্ত উৎপাদনের পাঁচের পরই চায়ের [illegible] ১৯৪৯-৫০ সালে ভারতবর্ষ ৬৪, ৯১ কোটি কার্ড বিদেশে রপ্তানি করে। মূল্য হিসাবে তাহা বিক্রয় করিয়া প্রায় ৯৮ কোটি টাকার [illegible] অর্জিত হয়। এই বৎসর ভারত এককভাবে [illegible] পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছিল। কিন্তু [illegible] বৎসরে উহা পুনঃ পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

বর্তমানে চায়ের বাজারে খুবই তেজীভাব। চায়ের মূল্য হ্রাস করিবার এককালীন চা-রপ্তানির [illegible] বর্ধিত করা হইয়াছে। আশা করা যায় অতিরিক্ত অর্থ দ্বারা মূল্য অল্পকালে চায়ের অনুপ্রেরণা বৃদ্ধি করিবার সুযোগ হইবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, যুক্তরাষ্ট্রে চা-সম্বন্ধিত আবশ্যকীয় নহে। যদিও শিল্প পাঁচ-পাঁচটা চা ব্যবহারের বাৎসরিক পরিমাণ ছোট ৫ টনের ১০ পাউন্ড ও যুক্তরাষ্ট্রে মাত্র অর্ধ পাউন্ড। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, যুক্তরাষ্ট্রে চা-বাজারের সম্প্রসারণে কতকগুলি প্রতিবন্ধকতা রহিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রে কফি ও কোকো-কোলা জাতীয় পানীয় সর্বত্র সমাদৃত। ঐ দুইটির চাহিদা বৃদ্ধির জন্য উৎপাদক ও ব্যবসায়িগণ প্রভূত পরিমাণে অর্থব্যয় করিয়া প্রচার কার্য চালাইয়া থাকেন। কিন্তু চায়ের প্রচারের জন্য উপযুক্ত টাকার অভাব। ইহা অতীব দুঃখের বিষয়। এতদিন ধূম ও চায়ের সমৃদ্ধির বিষয়বস্তুগুলির বিক্রয়বাজারে কোনো আগ্রহ ছিল না। কিন্তু বর্তমানে এই সম্পর্কে দুটি বিষয় লক্ষ্য করিয়াছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর চা-বাজারে সঙ্কীর্ণ দেখা দিয়াছিল। সেই ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত হইতে শিক্ষালাভ করা উচিত। ভারতবর্ষ চায়ের মুক্তহস্ত উৎপাদক ও এই ক্ষেত্রের বাৎসরিক উৎপাদনের পরিমাণ ৪৩ কোটি পাউন্ড। কিন্তু নিম্নলে বলেছে ২৪ কোটি পাউন্ড চা উৎপন্ন হয়। যুদ্ধের পূর্বে ইন্দোনেশিয়ায় ৬৮ কোটি পাউন্ড চা উৎপাদিত হইত। সেখানে এখনও চা নিয়ে পুনরুজ্জীবন সম্ভব হয় নাই। ঐ দেশের উৎপাদন পূর্বমানে উন্নীত হইলে চাহিদার তুলনায় সরবরাহ বৃদ্ধি পাইবে। আফ্রিকার বাজারের আরেকটা চা-কে মূল্য ও গুণের দিক দিয়া অতিরিক্ত প্রতিযোগীতার অবতীর্ণ হইতে হইবে। অতএব, এই সমস্ত সম্ভাবনার কথা মনে রাখিয়া পূর্ব হইতেই চায়ের বাজার সম্প্রসারণ সম্পর্কে যত্নবান হওয়া উচিত।

চিনি কলগুলোর বর্তমান

সম্প্রতি কানপুরের কোনও প্রসঙ্গে মন্ত্রী শ্রীযুক্ত পাটেল সাংবাদিক [illegible] তিনি কল মালিকের সঙ্গে [illegible] উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছিলেন। ঐ সম্মেলনে তিনির কলগুলোর [illegible] শ্রীযুক্ত পাটেলকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে তাহারা চিনির উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন। ঐ সম্মেলনে আরও স্থির হয় যে পর বৎসরের তুলনায় আগামী বৎসরে আখের এক লক্ষ টন অর্থাৎ মোট ১১ লক্ষ টন চিনি উৎপাদন করার চেষ্টা করা হইবে।

কিন্তু অতঃপরে দেখা যাইতেছে যে যুক্ত প্রদেশ ও বিহারে অনেকগুলি চিনির কলগুলোর পক্ষে আখের আমাইয়া বিক্রয়ের যে চিনির দর যদি বৃদ্ধি করিয়া না দেওয়া হয় তাহা হইলে আগামী এই বৎসরে আর ইক্ষু মাড়াইবে না। এবং যুক্তপ্রদেশ ও বিহার সরকারের অনেক অনুরোধ উপরোধ সত্ত্বেও অনেক চিনির কল এখন ইক্ষু মাড়াইবে রাজি হয় নাই। অবশ্য আশা বিহারস্থ যে সোকপুর, ডেহরিয়া, বাড়ি ও গোণ্ডা জেলার প্রায় ৩০টি চিনির কল আগামী বারের পূর্বে ইক্ষু মাড়াইবে না বলিয়া সরকারকে পাকা আশ্বাস দিয়া রাখিয়াছে।

চিনির কলগুলোর এইরূপ আচরণে দেশবাসী ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে। চিনির অভাবে বিভিন্ন অঞ্চলিয়ার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা সাধারণে

হইবে না। কাজেই ইহার ফলে ভারতের আয় বাড়িবে কি কমিবে তাহা বলা কঠিন।

ইহা ব্যতীত ইংলণ্ডের ডিমি হ্রাসের ফলে ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যের উপর কি প্রভাব পড়িবে তাহা বলা কঠিন। ইংলণ্ডের ডিমি হ্রাসের ফলে ভারতীয় পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইবে না। ইংলণ্ডের ডিমি হ্রাসের ফলে ভারতীয় পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইবে না। ইংলণ্ডের ডিমি হ্রাসের ফলে ভারতীয় পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইবে না।

Variable Ballast

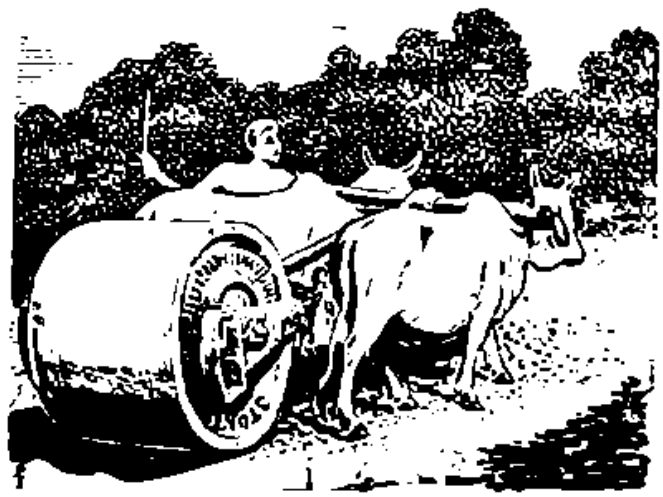

ROLLERS

Variable Ballast means, for example, that a 3 ton Roller weighs 46 cwt. empty, nearly 63 cwt. filled with water and over 90 cwt. when filled with sand.

PARTICULARS ON REQUEST

BURN & CO., LTD.

AGENCIES DEPARTMENT

12, MISSION ROW, CALCUTTA.

BRANCHES AT - NEW DELHI - BOMBAY - KANPUR

অর্থলোক

বিশ্ব অর্থ ভাণ্ডার ও পাকিস্থান

মুদ্রাস্ফীতি রোধের সহ সংযুক্ত পাকিস্থানের বাণিজ্যে যে অচলাবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে তাহার সমাধানের নূতন এক ইঙ্গিত পাওয়া গিয়াছে। আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডারের পক্ষ হইতে যে প্রতিনিধি দল ভারত ও পাকিস্থানের অবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান করিতে আসিয়াছেন তাহাদের নেতা মিঃ এম, জেকবস্ বোম্বাই হইতে করাচী যাত্রা করিবার প্রাক্কালে ঘোষণা করিয়াছেন যে "পাকিস্থান যেমুহূর্তে বিশ্ব মুদ্রা-ভাণ্ডারের সদস্য হইবে সেই মুহূর্ত হইতে পাকিস্থানের মুদ্রাস্ফীতি অন্যান্য মুদ্রার তুলনায় কি হইতে পারে তাহা বিশ্ব মুদ্রা ভাণ্ডারই স্থির করিবে। পাকিস্থান যদি মুদ্রাভাণ্ডারের নির্দেশ বা মতামত অগ্রাহ্য করে তাহা হইলে পাকিস্থানকে মুদ্রাভাণ্ডারের সদস্য পদ ইস্তফা দিতে হইবে"।

মিঃ জেকবস্ এর এই মন্তব্যে পাকিস্থানী মহলে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হইলেও কথাটা কাহারও অজানা নহে। পাকিস্থান মুদ্রা ভাণ্ডারের সদস্য পদের জন্য আবেদন করিয়াছিল মুদ্রাস্ফীতি-গ্রস্থদের পূর্বে কাহাই অন্যান্য দেশের মত মুদ্রা-স্ফীতির সব প্রকার না করিলে পাকিস্থানের পক্ষে বিশ্বভাণ্ডারের সদস্যপদ প্রাপ্তি অথবা উক্ত ভাণ্ডারের সদস্যপদ বজায় রাখা কঠিন হইতে পারে তাহা পাকিস্থান সরকারের অজানা নহে। তাহাই পাকিস্থান বিশ্বমুদ্রাভাণ্ডারকে উপেক্ষা করিয়াই যে তাহাদের মুদ্রাস্ফীতিরোধ না করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন তাহা সুস্পষ্ট। পাকিস্থানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সময় সকে সকে আমরা মন্তব্য করিয়াছিলাম যে পাকিস্থান মুদ্রাভাণ্ডার মূলনীতি বিরুদ্ধ কার্য করিতেছে। সুতরাং পাকিস্থানের পক্ষে মুদ্রাভাণ্ডারের সদস্য থাকিতে পারে না।

মিঃ জেকবস্ আমাদেরই মতের প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। তিনি বা বিশ্বভাণ্ডার যদি পাকিস্থান সরকারকে মুদ্রাস্ফীতি রোধ করিবার জন্য বাধ্য করিতে না পারেন তাহা হইলে পাকিস্থানকে মুদ্রাভাণ্ডারের সদস্য পদ ত্যাগ করিতে তাহারা বাধ্য করিতে পারেন। তাহা না হইলে শুধু মুদ্রাভাণ্ডারের সুনাম ক্ষুণ্ণ হইবে তাহা নহে আন্তর্জাতিক মহলে এই ধারণাও বদ্ধমূল হইবে যে পাকিস্থানের এই মুদ্রাস্ফীতিপ্রবণতা বিশ্বভাণ্ডারের সদস্যদের উক্ত কার্য্য করিতেছে। পাকিস্থান সরকারকে এই কথা বুঝাইয়া দেওয়া দরকার যে, বিশ্ব মুদ্রাভাণ্ডারকে উপেক্ষা করিয়া উক্ত ভাণ্ডার হইতে ঋণ গ্রহণ করা বা উক্ত ভাণ্ডারের সদস্যদের সমস্ত সুযোগ সুবিধা ভোগ করা তাহাদের দুরাশা মাত্র।

ভারত-পাক বাণিজ্য

গত মাস হইতে জুলাই মাস পর্যন্ত ভারত-পাক বাণিজ্যের পাঁচ মাসের হিসাব হইতে ভারতের বাণিজ্যের উদ্বৃত্তি দেখা যায়। তবে তাহাকে যে দুই দেশের বাণিজ্যের স্বাভাবিক অবস্থা বলা চলে না তাহা বলাই বাহুল্য। ভারতের এই অনুকূল বাণিজ্যের কারণ যে পাকিস্থান হইতে উক্ত পাঁচ মাসে পাট ও তুলার আমদানি হ্রাস তাহা সহজেই বুঝা যায়। পাকিস্থান হইতে তুলা আমদানি হ্রাস করিয়া ভারত চলিতে পারে। কিন্তু পাটের বেলায় পাকিস্থানের আমদানির উপর ভারত নির্ভর করিতে বাধ্য। সেই জন্য ভবিষ্যতে ভারত-পাক বাণিজ্য আশু বন্ধকরে গুরু হইলে ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যের উদ্বৃত্তি রক্ষা করা যদিও বলিয়া প্রচুর পরিমাণ তুলা, লৌহ, যন্ত্র, তৈল ইত্যাদি রপ্তানী করা যায়।

টাকার মূল্যহ্রাস

পূর্ববর্তী কয়েক সপ্তাহে টাকার বাজারে যে প্রাচুর্য্য দেখা গিয়াছিল তাহা এখনও বলবৎ আছে এবং সেই সম্পর্কে দুই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মধ্যে যে অচলাবস্থা সৃষ্টি হইয়াছে তাহার অবসান না হওয়া পর্যন্ত এই বাজারে টাকার এই প্রাচুর্য্য বজায় থাকিবে। তবে আমার কোন সপ্তাহে তিনি কলকাতাকে ও তখন এই বাজারের কিছুটা টাকার প্রয়োজন হইতে পারে বলিয়া মনে হয়।

বিনিময়ের বাজারে কলকাতাকে টাকার পাওয়া যাইতেছে না। তবে সব সপ্তাহের মধ্যবর্তী সময়ে আবশ্যক কলকাতায় কিছু পরিমাণ টাকা বোম্বাইয়ে বন্ধ করিয়া পাঠান যাইতে পারে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক

গত ২৮শে নভেম্বর যে সপ্তাহ হইয়াছে তাহার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের যে হিসাব বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ব্যাঙ্কের নোটের পরিমাণ আগের সপ্তাহ হইয়াছে.—৮,১৮ কোটি টাকা হইতে কমিয়া ১,৭৯.৯৮ কোটি টাকায় দাঁড়াইয়াছে। কাহের ব্যাঙ্কে বিভাগে রক্ষিত নোটের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ৪৫.৯৫ কোটি টাকার স্থলে ৪৯.৯৩ কোটি টাকা হইয়াছে। কোটি ঊর্দ্ধ পরিমাণ সামান্য বৃদ্ধি পাইয়া ১,১৮.৯৩ কোটি টাকার স্থলে ১,১৯.১২ কোটি টাকা হইয়াছে। মোদা মুদ্রা ১৯৭১ কোটি টাকার স্থলে ৪৩.৫৩ কোটি টাকা হইয়াছে। অন্যান্য সম্পত্তি অপরিবর্তিত আছে।

ব্যাঙ্কিং বিভাগে রেজার্ভ সরকারের জমার পরিমাণে অবনতি ঘটিয়া ১৪০.৯৫ কোটি টাকার স্থলে ১৩৯.৪৪ কোটি টাকা হইয়াছে। বিভিন্ন ব্যাঙ্কের সরকারের জমার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ৪৮.৪৪ কোটি টাকার স্থলে ৪৮.৪৪ কোটি টাকা হইয়াছে। টাকার বাজারে সচ্ছলতার ফলে সাধারণ ব্যাঙ্কগুলির জমার পরিমাণ আগের বৃদ্ধি পাইয়া ৩৩.৯৯ কোটি টাকার স্থলে ৩৯.৪৩ কোটি টাকা হইয়াছে। বিভিন্নে রক্ষিত জমার পরিমাণ পূর্ব অপরিবর্তিত আছে। তবে ব্যাঙ্ক কাস্টমার পরিমাণ ৪৩৭.৯০ লক্ষ টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৩৮৯ কোটি টাকা হইয়াছে। অন্যান্যদেশের পরিমাণ হ্রাস পাইয়া ৪৮.৯৯ কোটি টাকার স্থলে ৪৮.৯০ কোটি টাকা হইয়াছে।

বিজ্ঞপ্তি

অনিবার্য কারণ বশতঃ আবশ্যিকভাবে ছাপাখানা পরিবর্তন করিতে হইল বলিয়া "আর্থিক ভারত" দুই সংখ্যা যুক্ত ভাবে প্রকাশিত করা হইল। আশা করি আমাদের এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য "আর্থিক ভারতের" সহৃদয় গ্রাহক গ্রাহিকা, বিজ্ঞাপন-দাতা ও পৃষ্ঠপোষকগণ আমাদের মার্জ্জনা করিবেন।

বিনীত

কার্য্যাধ্যক্ষ

"আর্থিক ভারত"

'প্যালুড্রিন'
০·৩ গ্রামের ট্যাবলেট
এখন পাওয়া যাচ্ছে...

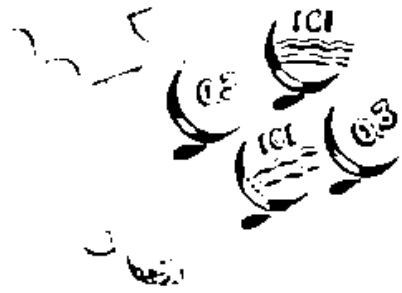

০·৩ ট্যাবলেটের ট্রিপ কিনে, প্রতিবারে মাত্র ৩৫ পয়সারও কম খরচে আপনার প্রত্যেক কর্মচারীকে "প্যালুড্রিন" দিয়ে ম্যালেরিয়া থেকে রক্ষা করতে পারেন।

আপনার কর্মচারীদের প্রতি সপ্তাহে মাত্র একবার একটি করে ০·৩ গ্রামের
'প্যালুড্রিন'
ট্যাবলেট দিয়ে তাদের ম্যালেরিয়া থেকে রক্ষা করুন

ICI
ইন্ডাস্ট্রিয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডাস্ট্রিজ (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড
কলিকাতা—বোম্বাই—মাদ্রাজ
দেহলী—বাঙ্গালোর—কানপুর

শেয়ার বাজার

স্থিতিশীল বাজার

পূর্ব সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে মূল্যের উঠতি খুবই কম ঘটে, কিন্তু সমগ্রভাবে মূল্যমান বৃদ্ধি পাইয়াছিল তাহার অধিক পূর্বাভাস হইয়াছে এবং সেই দিকে বাজারে স্থিতিশীলতা দেখা দিয়াছে। কেন্দ্রীয় শিল্প উপদেষ্টা সংসদের ইস্পাত কমিটির সভায় সরকার পাটশিল্পের বন্ধকরণ ও কমিটি কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাবগুলি কার্যকরী করিবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছেন। সরকার উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বাজার ও অন্যান্য কলকারখানা পরিদর্শন করিবেন, এরূপ আশার সঞ্চার হইয়াছে। তাহা ব্যতীত আগামী সরকারের নিকট হইতে ইণ্ডিয়ান আয়রন ও ইস্পাত কর্পোরেশন কোম্পানীর ঋণ মঞ্জুরির কথা উল্লেখ করিয়াছিলাম। এই সংবাদে এই সংবাদের সমর্থন পাওয়া যায় ও এই শেয়ার দুইটির চাহিদা বৃদ্ধি পায়। এমনও বাজারের উৎসাহ সংবাদে: কয়েকটি ফটকা শেয়ারে লাভ হইলেও এই সপ্তাহে পাট ও বিবিধ বিভাগে কয়েকটি শেয়ারের মূল্য সন্তোষজনক উঠতি হইয়াছে। আহরের সমর্থন খুবই কম। তবে চতুর্দিকেই উঠতির সূচনা পরিলক্ষিত হইতেছে। টাকার বাজারের প্রচুরতা অনুকূলতা করিয়াছে। দুই এক সপ্তাহে উঠতিটুকু অব্যাহত থাকিলে স্বল্পকালের বিনিয়োগকারীরা শেয়ার ক্রয় করিতে উৎসাহিত হইবেন, এরূপ আশা করা অন্যায় নহে।

বোম্বাই বাজারে সপ্তাহের শেষভাগে উল্লেখযোগ্য উঠতি হইয়াছে। টাটা কেমিক্যাল ও টাটা অডিনারী এককালে ১০৩৫৲ ও ৬৬১৸০ দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। ইহাদের সর্বশেষ দর যথাক্রমে ১৩৯৭৲ ও ৬৯০৸০

* *

১৯৫০ সালের জন্য কয়লা, ইস্পাত, পশু, চিনি ও কাগজসহ পনেরটি শিল্পে সর্বোচ্চ উৎপাদন পরিমাণ নির্ধারিত হইয়াছে। আগামী বৎসর ৩ কোটি ১০ লক্ষ টন কয়লা, ১০ লক্ষ টন ইস্পাত, ৪৫০ কোটি গজ বস্ত্র, ১৫ লক্ষ টন চিনি ও ১ লক্ষ ১০ হাজার টন কাগজ ও কাগজের বোর্ড উৎপাদন লক্ষ্য বলিয়া নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। কয়লার মূল্যহ্রাসের ফলে শিল্পক্ষেত্রে ভবিষ্যতে বহুল ব্যয়ের পরিমাণ লঘুকরণ ও টাকা হ্রাস পাইবে। বস্ত্র, সিমেন্ট, কাগজ ও সিমেন্ট শিল্পকে অধিক টাকা ব্যয় করিয়া নূতন কারখানা বিস্তার করা উৎসাহিত করা হইতেছে। মূল্য হ্রাস ও আমদানি সুবিধা এই দুই ব্যবস্থার ফলেও অল্প ব্যয়ে লভ্যতা বৃদ্ধি হইতে ও টাকা হ্রাস পাইবে। বিভিন্ন শিল্পের জন্য পৃথক পৃথক কমিটি নিয়োগ করা হইবে। বাণিজ্য, অর্থিক ও সরকারী অফিসিবিদের লইয়া গঠিত কমিটিসমূহ পরিকল্পনানুসারে উৎপাদন হার বৃদ্ধির চেষ্টা করিবেন।

ভারত সরকারের নিকট হইতে ইণ্ডিয়ান আয়রন কোম্পানী কেন্দ্র কোটি টাকা ঋণ পাইতেছেন এই অর্থ দিয়া নূতন এক লাখ টনী ব্লাস্ট ফার্নেস নির্মাণ করা হইবে। টাটা কর্পোরেশনকে সাতেরিশ কোটি টাকা দেওয়া হইবে। এই অর্থের সর্তাবলী উভয়পক্ষে অনুমোদিত হইয়াছে, ও ইহা শীঘ্রই আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পাদিত হইবে। এই বাবদের টাকার সুদ, যার ও বিশেষ উৎপাদনী কমিশন এককী কার্যকরী হইবে। এই কোম্পানীর উৎপাদনক্ষমতা ইতিমধ্যে ৪ লক্ষ টনে উন্নীত হইবে। পরিবর্তনটি বাস্তবে রূপায়িত করিতে তিন বৎসর লাগিবে।

সরকারী কাগজ

এই বিভাগের স্থিতিশীলতা অব্যাহত রহিয়াছে। ব্যাঙ্কগুলি কাগজপত্রে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর উৎসাহী। ব্যবসায়ের জন্য ঋণের সুযোগ সঙ্কুচিত ও বন্ধকিত ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় তাহারা অতিরিক্ত অর্থ বিনিয়োগ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছে। বিভাগে ব্যাঙ্ক সুযোগ বুঝিয়া সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়তা অবলম্বন করিয়াছেন। বর্তমান অবস্থায় সরকার সুদের একটি ঋণের ঘোষণা করিতে পারেন এরূপ শোনা যাইতেছে। ৩ সুদের ১৯৪৬-৪৮ ১০৩৬/০ ৩ সুদের ১৯৫৩-৫৪ ১০৫৲, ৩ সুদের ১৯৬৩-৬৪ ১০৩৬/৯০, ৩ সুদের ১৯৬৫-৭৮ ১০০৬/০, ৩ সুদের ১৯৭০-৭৪ ১০০/০, ৩ সুদের ১৯৭৭ ৯৭৮০ ও ৪ সুদের ১৯৮০-৮০ ১১০৲ পর্যন্ত দরে কাজ হইয়াছে।

ব্যাঙ্ক

বেঙ্গল সেন্ট্রাল ৭৮০, ক্যালকাটা ন্যাশনাল ১০৪০, হিন্দুস্থান মার্কেন্টাইল ১৯৯০, ভারত ৩৮/০ ও ইন্দুস্থান ন্যাশনাল ৫০৲ পর্যন্ত দরে ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে।

কাগজের কল

বেঙ্গল পেপার ২৬০৲, সিঙ্গা ফিলিপিনস ১/০, এসিয়াটিক ১৯৲, বালী ৬৮/০, বেঙ্গল ন্যাশনাল ১৩১/০ ও ওরিয়েন্ট ৫৲ পর্যন্ত দরে বেচাকেনা হইয়াছে।

কয়লার খনি

কয়লার মূল্য হ্রাস করা হইয়াছে। উৎপাদন বৃদ্ধি ও পরিবহণ সুবিধাদানে ইহার অভিপ্রায় হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। এই বিভাগে কয়েকটি অভিপ্রায়তা দেখা যায় ও কাজের পরিমাণও বৃদ্ধি হইয়াছে। তবে বেঙ্গল কোলের দর ৪৮০৲ হইতে ৪৮৭৸০ বৃদ্ধি পায়। ইহা উঠিতাদের চাহিদা ছিল এবং ৫০৫/০ পর্যন্ত দর উঠে। আন্দালসোরি শেয়ার কিছু ১৮/০ করিয়া লভ্যাংশ দিতেছে ও ইহার দর ছিল ৩০৯/০। অন্যান্য শেয়ারের মধ্যে সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া ৪৮/০, সিঙ্গা বীরভূম ১৯১০, দামোদর ১৯৩, রাণীগঞ্জ ১৯৩, বেঙ্গলিয়া ১৯/০ ইস্টার্ন ১৯/০, আলেপের ২৬৲০, চুনিয়া ৪৯/০, ভারত ৪৬৩, সাউথ করণপুরা ৭১৬/০, ও ওরেস্ট জামুরিয়া ৫৫৲ পর্যন্ত দরে কারবার হইয়াছে।

খনি

বর্মা কর্পোরেশন ২১/০, ইণ্ডিয়ান কপার ২৮/০ ও ইণ্ডিয়া কিলোকেম ১৩৬০ পর্যন্ত দরে কাজ হইয়াছে।

চটকল

আগামী ৩১ ডিসেম্বর হইতে চটকলগুলিতে লভ্য মতই কাজ হইবে বলিয়া নিয়ম ঘোষিত হইয়াছে। বর্তমান ৪০ ঘণ্টা বৃদ্ধি করিয়া সপ্তাহে ৪৮১/২ ঘণ্টা করা হইবে। ইহা মালের পরিস্থিতি সংগঠনে অনেক সহায়ক বলিয়া বর্ণিত। শালিমারী অফলাবস্থা থাকিলেও ১৯৫০ সালের জুন মাস পর্যন্ত কাজ চালাইয়া যাওয়া মিলগুলির পক্ষে সম্ভব হইবে। এই বিভাগে কাজের মাত্রা বৃদ্ধি পাইয়াছে। কোটী শ্রীরামের দর ৩০৩৲ হইতে ৩৩৮৲ বৃদ্ধি পায়। অন্যান্য শেয়ারের মধ্যে এলগিন ১৮০৲, অকল্যান্ড ১১৭৲, বজবজ ২০৪৲, বজবজ ১৩৭৲, ভাদ্রেশ্বরি ১৪৩৲, টিটাগড় ১৭৲, এম্পায়ার ২৬৸০, চিত্তাভালসা ২০৪/০, টেক্সেন ২৭৲, ফুলুরটার ৩৲, হাওড়া ৭৪/০, কিলিমস ১৩৭৲ খেঁদেরা ১৮৫৲, টেক্সাটি ১১৭৲, মহীরা ২৫৲, রিলায়েন্স ৭৭৩০ ও টাকার্ড ১৩৮৲ পর্যন্ত দরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

ইণ্ডিয়ানাইট

[illegible]

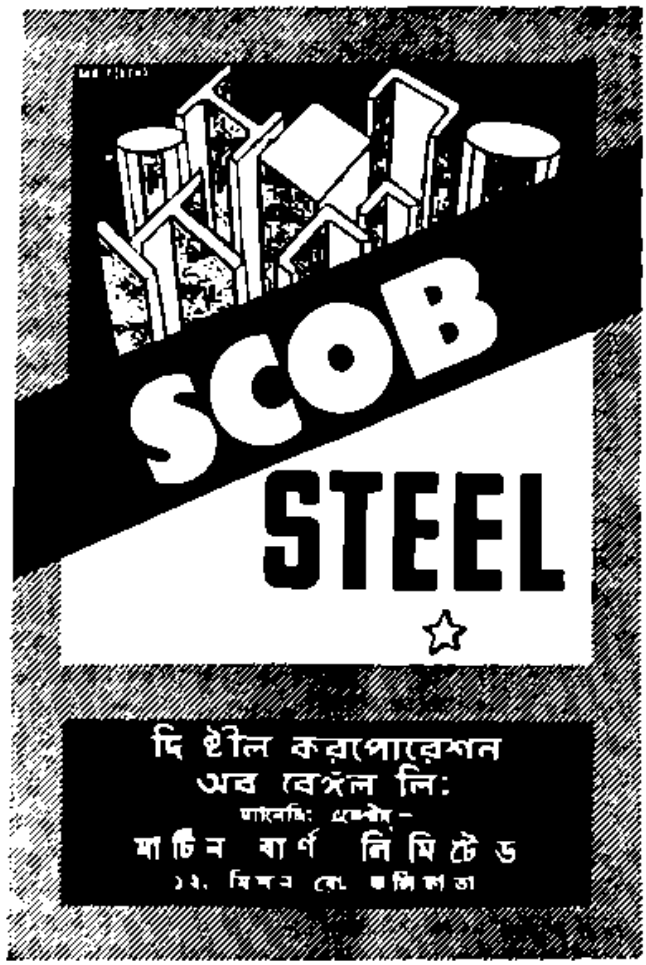
SCOB
STEEL
দি ষ্টীল করপোরেশন
অব বেঙ্গল লিঃ
ভারতীয় এজেন্টস –
মার্টিন বার্ণ লিমিটেড
১২, মিশন রো, কলিকাতা

একেবারে
নূতন
ডানলপ
আর.এইচ.এস.
ট্রাক ও বাস
টায়ার
অনেক
বেশী মাইল চলে
পুরু ট্রেড
শিরতোলা সাইডওঅলস্
অনেক বেশি ভারবাহী
লেটেক্সে ভেজানো সুতো
দীর্ঘস্থায়ী প্যাটার্ন

সংবাদ সংকলন

ভারতে বিদেশী মূলধন নিয়োগ

ভারত সরকারের শিল্প সহযোগিতা সম্পর্কে ভারতের মুখপাত্র জানাইয়াছেন যে, প্রধান মন্ত্রী কর্তৃক বিদেশী মূলধন সম্পর্কে ভারত সরকারের নীতি ঘোষণা করার পর বিদেশী শিল্পপতিরা ভারতে মূলধন নিয়োগের ব্যাপারে ক্রমশই অধিকতর আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন।

উক্ত মুখপাত্র আরও বলেন, ভারতে মূলধন নিয়োগের জন্য বিদেশী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে ১৯৪৮ সালে যে সকল আবেদন পাওয়া গিয়াছিল, তাহার মধ্যে ২৯ খানা মঞ্জুর হইয়াছিল। কিন্তু চলিত বৎসরে উহাদুরের ৫৭ খানা আবেদন মঞ্জুর করা হইয়াছে এবং ১৯ খানা আবেদন এখনও বিবেচনাধীন রহিয়াছে। নূতন নূতন আবেদন এখনও আসিয়া পৌঁছিতেছে। এ-সকল বিদেশী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মোট মূলধন ৮৫ কোটি টাকার মধ্যে এ-পর্যন্ত মাত্র মূলধন প্রায় সাড়ে ৯৯ কোটি পাওয়া গিয়াছে। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সাজ-সরঞ্জাম এবং কারিগর এ-সকল প্রতিষ্ঠানেই সংস্থান করিবে। এ সকল ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান মোটর ও সাইকেল, বৈদ্যুতিক দ্রব্য, রেডিও, কাঁচা কিন্ত ও ঔষধপত্র নির্মাণ প্রভৃতি বিভিন্ন শিল্পে আত্মনিয়োগ করিবে। ঘন্য প্রদেশে উদ্যোগ ও বৃহৎ বৈদ্যুতিক যন্ত্র নির্মাণের কারখানা স্থাপনের যে প্রস্তাব করা হইয়াছে, উহাতে বিদেশী মূলধন নিয়োগের প্রস্তাবও আসিয়াছে। ভারত সরকার এ সম্পর্কে চিন্তা করিয়া দেখিতেছেন। কি কি ক্ষেত্রে বৈদেশিক মূলধন গ্রহণ করা যাইতে পারে তাহা শীঘ্রই স্থির হইবে। ফলে হইতেই মূলধন নিয়োগের অধিকাংশ প্রস্তাব আসিয়াছে। কিন্তু বাণিজ্য, ব্যাঙ্কিং ও বাণিজ্য মুদ্রাস্ফীতির ব্যাপারে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলির এ ব্যাপারে অগ্রণী হইয়াছে। ভারতে বিদেশী মূলধন নিয়োগের অনুকূলে বিশ্বাসের প্রধান কথা এই যে, বিদেশী প্রতিষ্ঠানগুলি কেবল উৎপাদনের কার্যেই নিযুক্ত থাকিবে। উৎপাদনের সকল ক্ষেত্রে এবং সার্বিক শিল্পে ভারতীয়করণ ক্রমিক ভিত্তিতে ঘটাইতে হইবে। যেসব অত্যন্তপূর্ণ শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনে বণিক সরকার কোন কোন ক্ষেত্রে অধিকার করিতে পারেন, তিনি তাহাদের মোটামুটি কর্ম এই যে, মূলধনের মূল্য আসল ভারতীয়দের হাতে থাকিবে।

আরও বিশ্বাস যে, কয়েকখানা আবেদনে এ সকল শর্ত পালন করিতে সম্মত হইয়াই বলিয়া ভারত সরকার ইতোমধ্যে অনুমতি দিয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গে ঋণের ফসল আশাপ্রদ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই বৎসর মোট ১৯৯৯ বৎসরে প্রদত্ত ঋণের ফসল আদায় হওয়া আশাপ্রদ বলিয়া বিবেচনা করিতেছেন। এই হিসাবে প্রকাশ যে, এই বৎসর প্রদত্ত ঋণের ফসল-অবস্থা অপেক্ষাকৃত আশাপ্রদ।

বর্তমান বৎসরে বাস্তবিক ফসলের সময়ে পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সকল জেলাতেই প্রচুর বৃষ্টি হওয়াতে ফসল কাটার বিঘ্ন ঘটে। গত বৎসর অপেক্ষা এই বৎসর কিছু পরিমাণ কম জমিতে ধান বপন করা হয়। তবে আবহাওয়ার উন্নতি হওয়ায় আশা করা যাইতেছে যে, এই বৎসর গত বৎসর অপেক্ষা উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ বেশী হইবে।

এই বৎসর প্রায় ১,২০১,২০০ একর জমিতে ফসল হইয়াছে বলিয়া হিসাব পাওয়া গিয়াছে। গত বৎসর ১,২৩০,৪০০ একর জমিতে ফসল হইয়াছিল।

এই বৎসর প্রতি একর জমিতে প্রায় কত মণ চাউল পাওয়া যাইবে, গত বৎসর পাওয়া গিয়াছিল প্রায় সেইরূপ মণ মণ। ১৯৪-৫৯ সালের মণ উৎপাদনের পরিমাণ সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, এই বৎসর ৮৭,৯০০ একর জমিতে মণ হইয়াছে বলিয়া হিসাব করা হইয়াছে। গত বৎসর ঐ জমির পরিমাণ ছিল ৮৪,৫০০ একর। এই বৎসরের মণ উৎপাদনের পরিমাণ হইবে স্বাভাবিক উৎপাদনের শতকরা ৮২ ভাগ। গত বৎসর ঐ পরিমাণ ছিল শতকরা ৭০ ভাগ। এক একর প্রতি মণ মণ করিয়া ধরিলে এই বৎসরের মোট উৎপাদন হইবে ২০৮,৮০০ টন; গত বৎসর ঐ পরিমাণ ছিল ১৯৯,০০ টন।

১৯৪৮-৪৯ সালের বাণীয় পরিমাণ ১৯,৩০০ টন হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে। গত বৎসর ১৪,৫০০ টন পাওয়া গিয়াছিল এই বৎসরের মোট উৎপাদনের পরিমাণ ৭১,৮০০ টন ধরা হইয়াছে; গত বৎসর ঐ পরিমাণ ছিল ৫৪,৭০০ টন। ১৯৪৯-৫০ সালে প্রদেশে ১,৪২০ টন চিল পাওয়া যাইবে বলিয়া হিসাব করা হইয়াছে; গত বৎসরের পরিমাণ ছিল ৩০৫৪ টন।

ব্যাঙ্কিং ও অর্থের মূল্য বৃদ্ধি

আশা করিয়াছে যে ভারত সরকার, ব্যবসায়ীদের সুপারিশ গ্রহণ করিয়া, ব্যাঙ্কিং এবং অর্থের মান বৃদ্ধি করিয়া মুদ্রাস্ফীতি রোধের পূর্ণোদ্যমে উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছেন।

বর্তমান বৎসরের প্রথম নয় মাসে ভারত হইতে পাঁচ লক্ষ টনের অধিক ব্যাঙ্কিং রপ্তানী করা হয় এবং তাহার প্রায় সমস্তই পাকিস্তান আর ভারত এলাকা এবং অন্যান্য দূরবর্তী এলাকায় রপ্তানী করা হয়। গত তিন বৎসর যাবৎ ভারত হইতে যত আম রপ্তানী করা হইয়াছে, তাহার দুই তৃতীয়াংশ বাণিজ্য মুদ্রাস্ফীতি করিয়াছে। বর্তমানে ব্যাঙ্কিংয়ের উপর মূল্যের অনুপাতেই সরকার সুদের টাকা হিসাবে রপ্তানী-শুল্ক ধার্য করে। ব্যাঙ্কিং ইস্পাত হইতে সূক্ষ্ম ব্যবহৃত হয়।

বিশ্বের চাউল উৎপাদন

খাদ্য ও কৃষি সংস্থার বার্ষিক অধিবেশনের জন্য, বিশ্ব খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে রিপোর্ট প্রস্তুত করা হইয়াছে যে, ১৯৫৯-৬০ সালে বিশ্ব মুক্ত এলাকা হইতে রপ্তানী যোগ্য চাউল সরবরাহ ১৯৪৮-৫৯ সাল অপেক্ষা কম পক্ষে ৯ লক্ষ টন বেশী হইবে। রিপোর্টে পরিষ্কার করিয়া দেখান হইয়াছে যে, পূর্ব এবং অন্যান্য অঞ্চলগুলির তুলনায় চাউলের দাম বেশী থাকায় উহা হইতে পারে।

রিপোর্টে প্রকাশ যে, ১৯৫৯ সন হইতেই চাউলের উৎপাদন ক্রমশই হ্রাস পাইতেছে। ১৯৪৮-৫১ সালের মধ্যে বর্ধিত-পূর্তি উঁচিয়া হইতে চাউলের রপ্তানী হলনক্ষ ৪৯ বৃদ্ধি পাইবে। বিশ্বে এবং শান্তির মোলাক হইতে ও রপ্তানী বৃদ্ধির আশা করা যায়।

রিপোর্টে আরও বলা হইয়াছে যে, আসাম, মালয় এবং ফিলিপাইন প্রভৃতি চাউল আমদানী-কারী দেশগুলিতে চাউলের উৎপাদন প্রাক্-যুদ্ধ-কালীন পরিমাণকে ছাড়াইয়া গিয়াছে এবং ইন্দোনেশিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়ায় উৎপাদন যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে।

রিপোর্টে আরও বলা হইয়াছে যে, প্রধান রপ্তানীকারক দেশ থাইল্যাণ্ডে উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে অনুরূপ অবস্থা দাঁড়াইলেও, শ্রম এবং ইন্দোচীনে রাজনৈতিক গোলযোগের ফলে, উৎপাদন এবং রপ্তানী বিঘ্নিত হইয়াছে।

ব্যবহার হ্রাসের সম্ভাব্য ফল সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন যে, ইহাতে ভারতের রপ্তানি বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। কিন্তু অন্যান্য বিশেষজ্ঞের মতে, ভারতের রপ্তানি বাণিজ্য বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না। তাঁহারা বলেন যে, বিশ্বের বাজারে ভারতের পাট ও চা-এর চাহিদা অত্যন্ত বেশী। সুতরাং ভারত যদি তাহার রপ্তানি পণ্যের মূল্য কিছু বৃদ্ধি করে, তাহা হইলেও ক্রেতারা ভারতের নিকট হইতে পণ্য ক্রয় করিতে বিরত হইবে না। তাঁহারা আরও বলেন যে, ভারতের রপ্তানি বাণিজ্য বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না। তাঁহারা আরও বলেন যে, ভারতের রপ্তানি বাণিজ্য বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না।

অন্যান্য প্রস্তাব সম্বন্ধে প্রস্তাব

বিশেষজ্ঞদের মতামত এবং সরকারী বিবেচনার ফলে বাজেটে যে সকল প্রস্তাব করা হইয়াছে, তাহা নিম্নে বর্ণিত হইল।

[illegible]

কয়লার মূল্য হ্রাস

কয়লার মূল্য হ্রাস করিবার জন্য সরকার যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী কয়লার মূল্য প্রতি টন ৪ আনা হ্রাস করা হইবে। ইহার ফলে কয়লার মূল্য প্রতি টন ১৪ আনা হ্রাস পাইবে।

বিভিন্ন শিল্পে উৎপাদনের পরিমাণ নির্দ্ধারণ

কয়লা, ইস্পাত, বস্ত্র, চিনি এবং কাগজসহ প্রায় সকল শিল্পের উৎপাদনের পরিমাণ আগামী বছরের জন্য নির্দ্ধারণ করিয়া দেওয়া হইবে। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী কোন্ শিল্পে কি পরিমাণ উৎপাদন করা হইবে, তাহা সরকার স্থির করিবেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে সরকারী মহলের একটি বিশ্বস্ত সূত্র হইতে জানা গিয়াছে যে, বিভিন্ন শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতা এবং গত বছরের উৎপাদনের পরিমাণ এবং অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করিয়া উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্পর্কে সুপারিশ করা হইয়াছে। তবে চাহিদানুযায়ী ভারতের প্রয়োজন অনুসারে করা হইয়াছে এবং এইজন্যই আরও আলোচনা চলিতে পারে। এই পরিকল্পনার মধ্যেই কুটীর শিল্পের প্রসার করা হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। ইহা বাড়িতে পারে যে, সরকারী হিসাব অনুসারে যাহাতে উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় তাহার ব্যবস্থা করার জন্য কেন্দ্রীয় শিল্প উপদেষ্টা কমিটি [illegible] কমিটির সাহায্যার্থে বৈধতে হইবে, বণিক ও শ্রমিকদের প্রতিনিধিদিগকে লইয়া অনেকগুলি শিল্প সম্পর্কে কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। এই সমস্ত কমিটির সদস্যদের নাম শীঘ্রই ঘোষণা করা হইবে।

সরকারী হিসাব অনুসারে আগামী বছরের [illegible] শিল্পের উৎপাদনের পরিমাণ নিম্নলিখিত রূপ হইবে—কয়লা ৩ কোটি ৯০ লক্ষ টন, [illegible] ৪৫—৫০ লক্ষ টন; বস্ত্র—৪০০ কোটি গজ; [illegible]—১২ লক্ষ টন; চিনির উৎপাদন ৩ লাখ টন; [illegible] ১৫ লক্ষ টন; সালফার [illegible] ৪০ হাজার টন; এ্যালুমিনিয়াম—৩ হাজার ৫ শত টন।

শ্রীযুক্ত চেট্টিয়ার বলেন যে, উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা হইলেও দ্রব্য মূল্য যাহাতে বাড়িয়া যাইতে [illegible] তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

অবাধ সাধারণ লাইসেন্স—১১ বাতিল

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এক বিজ্ঞপ্তিতে ঘোষণা করিয়াছেন যে, আগামী সরকার অবাধ সাধারণ লাইসেন্স মোট ১১ বাতিল করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। উক্ত লাইসেন্স অনুযায়ী কোনরূপ আমদানী লাইসেন্স ব্যতিরেকে বহু জিনিস আমদানী করা যাইত। ইহাদের মধ্যে, বনস্পতি, ঘোষিত তৈলবীজ, মোটর তৈলবীজ প্রভৃতি অন্যতম বলা যাইতে পারে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হইয়াছে যে, যেসব চাহিদা মিটাইবার জন্য উক্ত লাইসেন্সগুলি [illegible] বিশেষ পরিমাণ লাইসেন্স ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

সরকারী মহল হইতে আশা করা যাইতেছে যে, আগামী বছর বিদেশী মুদ্রার সাশ্রয় অনেকটা হইতে পারিবে।

গত সেপ্টেম্বর মাসে ৯৬টি বিদেশী লেনা দেনা হইয়াছিল। এই বিদেশী লেনা দেনায় শ্রমিকদের সংখ্যা ছিল ১১,৪৬৯ জন, আগষ্ট মাসে ৮৯,৪৭৭ জন এবং মোট দিনের হিসাবে সংখ্যা ৪,৭৬,৭৪১। আগষ্ট মাসে এই সংখ্যা ছিল ৬,১৬,৪৩৩।

আলোচ্য মাসে লক-আউটের সংখ্যা ১৮ ছিল এবং মোটের লক ৮০ হাজার শ্রমিকের দিন বিনষ্ট হয়। উহার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ১৯টি লক-আউটের ফলে ১ লক্ষ ৬০ হাজার শ্রমিকের দিন নষ্ট হইয়াছে।

বোম্বাইয়ে আগষ্ট মাসে বিরোধের সংখ্যা ছিল ৪৪, সেপ্টেম্বরে ৪১ হইয়াছে। আলোচ্য মাসে ১ লক্ষ ৩০ হাজার শ্রমিকের দিন নষ্ট হয়। উহার পূর্ব্ব মাসে ১ লক্ষ ৪০ হাজার শ্রমিকের দিন নষ্ট হয়।

পশ্চিমবঙ্গের অবস্থার উন্নতি হইয়াছে। এই প্রদেশে আগষ্ট মাসে বিরোধের সংখ্যা ছিল ৯৩, সেপ্টেম্বর মাসে ছিল ৮০। শ্রমিকের দিনের পরিমাণ যথাক্রমে ২ লক্ষ ২০ হাজার ও ১ লক্ষ ৮০ হাজার দিন। লক-আউট ও ধর্ম্মঘট দুইই বিরোধ বেশী দেখা যায়।

এই দিকে আলোচ্য মাসের পূর্ব্ব মাসের অপেক্ষা শ্রমিকের দিনে ক্ষতির পরিমাণ কম হইয়াছিল। মোদাই মিউনিসিপ্যালিটিতে ধর্ম্মঘটের জন্য শ্রমিকের দিনের ক্ষতি বেশী নহে হয়। লক-আউটের জন্য শ্রমিকের দিনের ক্ষতি নহে হয়।

তুলার রপ্তানী শুল্ক বর্দ্ধিত

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এক বিজ্ঞপ্তিতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ভারত সরকার ১৮ই নভেম্বর ১৯৫৬ তারিখ হইতে কাঁচা তুলার উপর রপ্তানী শুল্ক বৃদ্ধি করিয়া প্রতি গাঁইটে ৪০৲ টাকার স্থলে ১০০৲ টাকা ধার্য্য করিয়াছেন এবং তোষ-বস্ত্রিতের উপর মূল্যের অনুপাতে শতকরা ভিত্তি টাকা হিসাবে রপ্তানী শুল্ক ধার্য্য করিয়াছেন।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হইয়াছে যে, যাহা সিলাবেটের উপর রপ্তানী শুল্ক হ্রাস করিয়া শতকরা পঞ্চাশ টাকার স্থলে বারো পাঁচ টাকা ধার্য্য করা হইয়াছে।

১৯৬১-৬২ সালের শেষাশেষি ৬৫ (পঞ্চান্ন) কোটি টাকা অতিরিক্ত অনুদানের এই আবেদন জানান করা হইয়াছে।

তুলা সম্পর্কে আরও বলা হইয়াছে যে, আন্তর্জাতীয় অবস্থার কারণে, অবশ্যই দুর্লভ হইয়া এদেশের তুলা বস্ত্রশিল্পের অনুমতি দেওয়া হইবে।

পঞ্চবার্ষিকের পাইকারী মূল্যমান

এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, ভারত সরকারের আর্থিক উপদেষ্টা সর্বজনগ্রাহ্য ভিত্তিতে (১৯৫৯ সালের আগষ্ট=১০০) পঞ্চবার্ষিকের যে পাইকারী মূল্যমান নির্ণয় করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায়, উহা পূর্ব অক্টোবর মাসে শতকরা ৯ বাড়িয়া ৩৯৩.৩ হইয়াছিল। ঐ মাসে আর্থিক উপদেষ্টা প্রণীত মূল্যমান শতকরা ৩.৯ করিয়া ৩৩৩.১ হইয়াছিল এবং বাজরা, প্রধানতঃ কাঁচামাল সম্পর্কে ইহাদের মাল ও বিভিন্ন শ্রেণীর মূল্যমান যথাক্রমে শতকরা ৯.১.১.৩ ও ৭.৩ বাড়িয়া ৩৩৩.৮, ৩৭৮.৪, ৩৪৭.৬ ও ১৬৮.৮ হইয়াছিল।

ভারত-পাকিস্থান বাণিজ্য

সরকারিত সরকারী হিসাবপত্র হইতে জানা গিয়াছে যে, ১৯৫৯ সালের মার্চ হইতে জুলাই পর্যন্ত সময়ে ভারত-পাকিস্থান আমদানী-রপ্তানি বাণিজ্যে ভারতের ২,১৪,৫০,৯৮০৲ মালিকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে।

ভারত হইতে ফল ও অন্যান্য পাকিস্থানে মোট ৯৯,৬৪,১৯,১৮১৲ টাকার মাল রপ্তানি হয় এবং পাকিস্থান হইতে ১১,৮৯,৯৯,২১৯৲ টাকার মাল আমদানী হয়।

ভারতে শ্রমশিল্প প্রসারে বন্ধ্যাত্বের বৃদ্ধি

বন্ধ্যা নিবারণী কর্মী সম্মেলনের সভায় বার্ষিক পরিবেশনের উদ্বোধন প্রসঙ্গে গত ৮ই নবেম্বর ভারতের স্বাস্থ্য সচিব রাজকুমারী অমৃত কাউর বলেন, বন্ধ্যাত্বে শুধু লোকক্ষয় এবং জাতীয় আয়ের অবনতিই হইতেছে না, উহার দ্বারা জাতীয় আর্থিক ক্ষতিও হইতেছে। বন্ধ্যা দম্পতিরা উৎপাদন ব্যবস্থার কোন অংশ গ্রহণ করিতে পারে না বলিয়া তাহারা জাতীয় অর্থনৈতিক জীবনের ভারস্বরূপ হইয়া থাকেন।

স্বাস্থ্য-সচিব বলেন, বন্ধ্যার বিরুদ্ধে সংগ্রামে শুধু রোগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইবে না, বন্ধ্যাত্বের বিষয়ে অনেকানেক ভ্রান্ত ধারণা এবং অজ্ঞতার বিরুদ্ধেও অভিযান চালাইতে হইবে।

স্বাস্থ্য-সচিব বলেন যে, ভারতে বন্ধ্যা দম্পতিদের মোট সংখ্যা সঠিক জানা নাই। তবে ইহা কয়েক লক্ষ হইবে বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। ইহা ছাড়া কয়েক লক্ষ দম্পতি 'বেন্ধ্যা' এবং তাহারা বন্ধ্যা চিকিৎসা কেন্দ্রে যাইতে পারে। এইগুলির পরিচালনার জন্য সময় হাজার টাকা করে, প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকার মাসিক খরচ এবং অন্যান্য সংযোগ স্থাপন পরিবর্তন প্রয়োজন হইবার সাথে সাথে প্রায় আরও হাজার 'বেন্ধ্যা', এমনকি পঁচিশটি চিকিৎসা কেন্দ্র খুলিলে এই বন্ধ্যা চিকিৎসক এবং অতি অল্প সংযোগ খরচ ও স্থান পরিবর্তন আছে।

স্বাস্থ্য সচিব বলেন, বন্ধ্যাত্বের আরেকটি প্রতি বৎসর শতকরা ১০ ভাগ হারে বৃদ্ধি হয় এবং বন্ধ্যা রোগাক্রান্ত আরও পঁচিশ লক্ষ লোক রহিয়া যাইবেন।

কলিকাতা মেডিকেল কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডাঃ এ সি চক্রবর্তী বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে ভারতের ক্ষুধা প্রধান সমস্যা ব্যবস্থা ও জীবনযাত্রার প্রণালীতে প্রমশিল্পের সম্প্রসার আনিয়া পড়ার অত্যধিকের প্রসার ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইতেছে। প্রায়োজন হইতে আগত শ্রমিকগণ, অত্যধিক হারের অতি ভাল ক্ষেত্র খুলিয়া যোগাযোগ এবং মৃত্যুর হার ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে।

ডাঃ চক্রবর্তী বলেন, কৃষি প্রধান দেশসমূহে শ্রম নিয়ন্ত্রণ প্রসার শুরু হইলে, অত্যধিকের প্রসার সর্বপ্রথমে সবচেয়ে নিম্ন এলাকা সমূহে দেখা দেয় এবং তথা হইতে মূলধনী অংশ যোগাযোগ ক্ষেত্রে প্রবেশপথে ছড়াইয়া পড়ে। ভারত আজ সেই অবস্থার ভিতর দিয়া কাটাইতেছে এবং মৃত্যুর হার ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে।

আগামী বৎসরে অতিরিক্ত চিনির উৎপাদন শুল্ক মকুব

১৯৬০—৬১ সালের মরশুমে উৎপাদিত চিনি অপেক্ষা ১৯৬১—৬২ সালে যে পরিমাণ চিনি অতিরিক্ত উৎপাদিত হইবে, সেই পরিমাণ চিনির উপর ভারত সরকার চিনি কারখানাগুলিকে উৎপাদন-শুল্ক হইতে সম্পূর্ণরূপে রেহাই দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

সরকারী প্রধান মন্ত্রী এবং অর্থ ও কৃষি মন্ত্রীগণ গত শুক্রবার প্রধান প্রধান চিনির কারখানার মালিকগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আগামী মরশুমের চিনি উৎপাদন সম্পর্কে তাঁহাদের সহিত আলোচনা করেন।

সম্প্রতি আখের মরশুমের চিনির মূল্যের দুর্দিনের ও আগামী মরশুমে উৎপাদন মরশুম সম্পর্কে শুল্ক উৎপাদকগণের নিকট মন্ত্রীগণ কারখানাগুলিকে আশ্বাস করিবার প্রয়োজনীয়তা বিবৃত করেন। উৎপাদকগণ মরশুম সম্পর্কে অতিরিক্ত উৎপাদনের শুল্ক তাঁহাদের ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তবে তাঁহারা ইহাও জানান যে, সরকার চিনি শিল্পকে সাহায্য করা প্রয়োজন। যেমন, মরশুমের পূর্বে আখ মাড়াই আরম্ভ করিয়া মরশুমের শেষ দিক পর্যন্ত তাহা বজায় রাখা প্রয়োজন নহে। কলমালিকেরা তাঁহাদের এই অসুবিধা দূরীকরণের জন্য সরকারের সহায়তা প্রার্থনা করেন। তাঁহারা বলেন যে, সরকার সম্প্রতি উৎপাদন শুল্ক ও উপ-করের একটা অংশ মকুব করার যে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছেন, চিনির উৎপাদন বৃদ্ধির পক্ষে তাহা যথেষ্ট নহে। তাঁহারা চিনির মূল্য বৃদ্ধি করার দাবী করিয়া বলেন যে, বর্তমানে ২৬৫৲ আনা হিসাবে চিনির যে মূল্য নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে, মরশুমের প্রথম ও শেষ দিকে উৎপাদন করিতে গেলে তাহা দ্বারা খরচ পোষায় না। তাঁহারা উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য যানবাহন ও পেট্রল সম্পর্কে সুবিধা দিবার প্রস্তাব করেন।

সরকারী প্রধান মন্ত্রী বলেন যে, চিনির মূল্য বৃদ্ধি করা সম্ভব নহে, তবে ভারত সরকার অন্যান্য প্রস্তাবগুলি বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। তিনি আশা করেন যে, চিনির কারখানার মালিকরা উৎপাদন বৃদ্ধি দ্বারা দেশের চাহিদা পূরণ করিয়া সরকারকে সঙ্কটে সহযোগিতা করিবেন।

এতদ্ব্যতীত ভারত সরকার এ বিষয়ে তাঁহাদের পূর্বমত আংশিক পরিবর্তন করিয়া ১৯৬০-৬১ সালের মরশুমে উৎপাদিত চিনি অপেক্ষা ১৯৬১-৬২ সালে যে পরিমাণ চিনি অতিরিক্ত উৎপাদিত হইবে, সেই পরিমাণ চিনির শুল্ক কারখানাগুলিতে উৎপাদন-শুল্ক হইতে সম্পূর্ণরূপে রেহাই দিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। আদেশের বিস্তৃত বিবরণ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। শিল্পপতিদের অন্যান্য প্রস্তাব সরকার বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন।

রপ্তানির প্রসার ওজন ও মাপ

ভারতীয় মাল নির্ণয়ক প্রতিষ্ঠানের বিশেষ কমিটির রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, এদেশের সরকারী মাল বিদেশে রপ্তানির প্রসার ওজন ও পরিমাণ নির্দ্ধারণের পক্ষে অসন্তোষজনক অবিশ্বাসের অভিযোগ প্রকাশ করিয়াছেন। গত বৎসর

(শেষাংশ ৬১২ পৃষ্ঠায়)

প্রগতির পথে

বিভিন্ন ভারী-বৈদ্যুতিক কারখানা

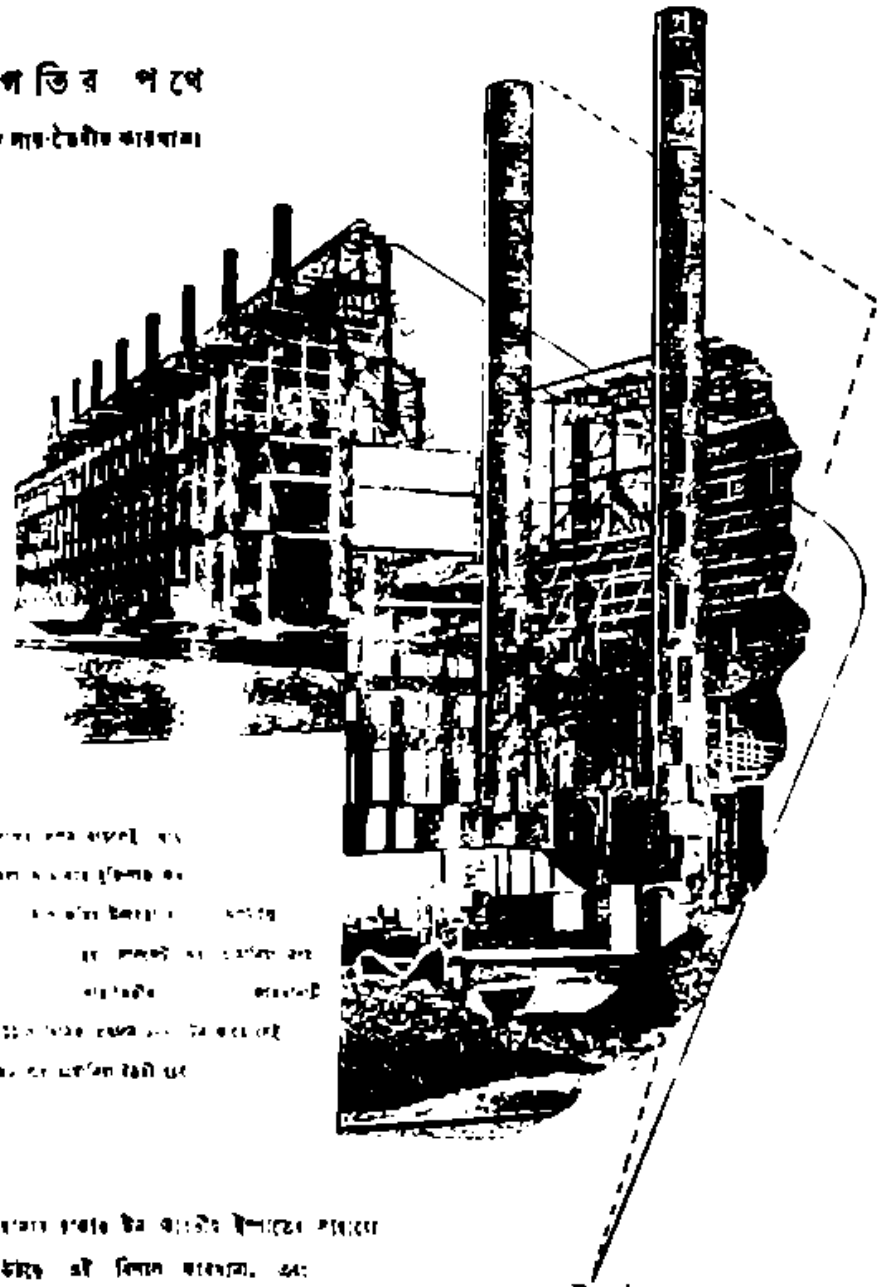

টাটা ইঞ্জিনিয়ারিং

টাটা আয়রন এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ, হেড অফিস: ২০৭, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা

পণ্যদ্রব্যের বাজার

চিনি শিল্প সংরক্ষণ মেয়াদ

বিভিন্ন মহল চিনি শিল্পে সংরক্ষণের প্রশ্নটি কেন্দ্র করিয়া নূতন উদ্যোগ ও বিতর্ক দেখা দিয়াছে। শুল্ক সংরক্ষণ এই বিষয়ে ১৯৫০ সালের মার্চ মাসের পূর্বেই তাঁহাদের প্রশাসিনবেলী সরকার সমক্ষে উপস্থাপিত করিতে হইবে। কেননা উক্ত সময়ান্তে সংরক্ষণের মেয়াদ বৃদ্ধি সম্পর্কে নূতনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে। শুল্ক সংরক্ষণ সমাপনি ডি কি এল মেহতা চিনি শিল্প সংক্রান্ত যাবতীয় সমস্যা সম্পর্কে যত তোহবার তোহাই সম্মেলনে পরামর্শদাতা করিয়াছেন। আমরাও বহুবার চিনি উৎপাদন, আখের চাষ ও চিনির বর্তমান সমস্যাসমূহের আশু আলোচনা করিয়াছি। আমরা বারবারই এই সত্যের দাবি করিয়াছি যে দীর্ঘ সময়ের বন্দোবস্তের অধিক কাল নিশ্চিতে সংরক্ষণের সুযোগ দান সত্ত্বেও কোন বিশেষ ফল হইতেছে ইহা অনুভব হয় নাই, পরন্তু শুল্ক প্রবেশ ও বিভাগ সরকার যে হারে গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে সর্বাংশে না হইলেও অনেকাংশে সংরক্ষণের মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হইয়াছে। এই উভয় প্রবেশেই পরক্ষণে যে ভাবে চিনি উৎপাদিত হইয়া থাকে। এই দুইটি প্রবেশ আখের সর্বনিম্ন মূল্য নির্ধারণ ও মেল বাধ্য করিয়া চাষ পরিবারে নিশ্চয়তা করিয়াছে।

ডি মেহতা মন্তব্য করিয়াছেন যে, সর্বনিম্ন মূল্য নির্ধারণ এবং মেল ও আবশ্যকী শুল্ক ধার্যের ফলে ব্যবসায়ীদের পক্ষে চিনি দুর্মূল্য হইয়া উঠিয়াছে এবং উৎপাদন প্রায়ের অবস্থাকতি দেখা দিয়াছে। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার এবং আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি একযোগে কাজ করিলে ব্যবসায়ীদের এই স্বার্থান্বেষী অভিযোগ অনায়াসে বিদূরিত করা যাইত এবং দুইটি প্রাদেশিক সরকারের কার্যের উক্ত সুস্পষ্ট বেপরোয়া চিনির দুর্মূল্য দেখা দিত না।

কারখানা সমবায়ের দিক হইতে নিজের কি অসুবিধা ঘটিতেছে তাহা চিনির মোট উৎপাদন আখের অনুপাতে আখের মূল্য বাড়াই করিলেই স্পষ্টঃ প্রতীয়মান হইবে। ১৯৩৮ ১৯৩৯ হইতে ১৯৪৮-৪৯ সালের ৩৩ পর্যন্ত হইতে ইহা ১৯৪৮-৪৯ সালে ৩৮% পর্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। উৎপাদন ইহা বৃদ্ধি পাইয়া ৩৬% পর্যন্তে দাঁড়াইয়াছে। ইহা দেখা যে, পূর্ব-বৎসরগুলিতে যে হারে আখিলেও বর্তমানে দুই-তৃতীয়াংশ মূল্য বৃদ্ধির কোন কারণ থাকিতে পারে না। কেননা মজুতীত মাল বহু বলা হইয়াছে।

কেহ কেহ মন্তব্য করিয়া থাকেন যে চিনির বিক্রয় ব্যবস্থা মন্থরগতি নহে। তাহাড়া ভারতীয় সুগার সিন্ডিকেট এই তর্ক তুলিয়াছেন যে, চিনির বেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে যেরূপ পরিকল্পনের প্রচুর পরিমাণ চোরাই চালান হইতেছে। এই সব যুক্তি প্রকৃতপক্ষে বিশ্বাসযোগ্য নহে। আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে চিনির অভাব ও দোকান মজুতের কারণ অনুসন্ধানের জন্য আমরা বিশেষ তদন্তের দাবী জানাইয়াছি। চিনির চোরাই কারবার বৃদ্ধির অনুমান বেশন অঞ্চল যেরূপ বিস্তৃতিতে অবস্থিত তাহাতে পূর্ণাঙ্গভাবে সম্পর্কে অবস্থিত হিসেবকারীর পক্ষে বর্তমান বৎসরের প্রথম দিকে অস্বাভাবিক পরিমাণে চিনি চালান করা প্রাদেশিক সরকার সম্ভব নাকী, অনুরূপ অনুমানে এমন কিছু অভিযোগ যাহার সুযোগে ব্যবসায়ীরা অসাধু মজুত বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছে। ব্যবসায়ীরা ও কর্তাব্যক্তির সাক্ষাতকারে যদি এক লক্ষ হইতে দেড় লক্ষ টন চিনি মজুত করিয়া থাকে তবেই বেশনের বিভিন্ন আখে বিশেষ পরিস্থিতি উদ্ভব হইবার কারণ বুঝিয়া আসা যায়। কিন্তু তাহাদের পক্ষে দীর্ঘকাল মজুত আটক রাখা সম্ভব হইবে না। কেননা সরকারী প্রবাহ মজুত আখের ক্রমে এই অসৎ আশোকাশে আশ যাওয়াই শুরু হইয়াছে। তাহাড়া প্রাদেশিক সরকার আখোপিত বেশন হ্রাস হইবে বলিয়া কাটতিওয়ালি ব্যবসায়ীরা উৎপাদন বাড়াইতে প্রয়াস পাইবে। এমন কি ১৫ লক্ষ টন উৎপাদন বৃদ্ধির আশা করা দুরাশামাত্র নহে।

শুল্ক সংরক্ষণের অনুসন্ধানের ফলে যদি প্রমাণিত হয় যে ভারতীয় সুগার সিন্ডিকেট উদ্দেশ্যমূলকভাবে কার্য পরিচালনা করিতেছে না এবং এতদ্বারা ব্যবসায়ের ফলেই মূল্য বৃদ্ধি ঘটিতেছে তাহা হইলে প্রাদেশিক সরকারগুলির অবস্থাগত উৎপাদক সমূহের কার্যকাল বৃদ্ধির কোন যৌক্তিকতাই থাকে না। সর্বোপরি ইহা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করিলে হইবে যে চিনি হইতেছে কেন্দ্রীয় তালিকাভুক্ত বিষয় এবং আখের সর্বনিম্ন মূল্য ও চিনির এক বা দুই মূল্য কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক সরকারগুলির সহযোগিতায় ধার্য করিবেন। চিনির আমদানি রিফাইনারি শিল্প হইতে ইহা খুবই আশার কথা যে, কেন্দ্রের সরকার অনুরিবার কথা যাহা বিশেষ শীঘ্রই আমদানির সঙ্গেই সমাধান করা হইয়াছে। ইহার ফলে শুল্ক অনেকই কমিবে না,

সংবাদ সংকলন

(পৃষ্ঠার ৯৮৩)

ডাঃ বে. সি. ঘোষের সভাপতিত্বে এই কমিটী গঠন করা হয়। কমিটী আশু প্রাথমিক পর্যায়ে বর্তমান মূল্য প্রবর্তনের সুপারিশ করিয়াছেন।

কমিটী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং প্রাদেশিক সরকারের অভিমত সংগ্রহ করিয়া সুপারিশ করিয়াছেন যে, দশ হইতে পনের বৎসরের মধ্যে ভিন্ন প্রকার এই ব্যবস্থা কার্যকরী করিতে হইবে। কমিটী স্বীকার করিয়াছেন যে, এই পরিবর্তন সাধন করিতে প্রচুর অর্থব্যয় হইবে।

কমিটীর সুপারিশ অনুযায়ী প্রথম পাঁচ বৎসর বিদ্যালয়সমূহে এবং তাহিবারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে স্বল্পিক প্রথার প্রবর্তন এবং জনসাধারণের মধ্যে বৈজ্ঞানিকভাবে উপযোগিতা সম্বন্ধে প্রচারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। পরবর্তী পাঁচ বৎসরে, সরকার কর্তৃক যথোপযুক্ত আইন প্রণয়নের পর মেল ও তাল বিষয়ে স্বল্পিক প্রথা প্রবর্তন করিতে হইবে। শেষ পর্যায়ে, ভারতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রেই স্বল্পিক প্রথা ধরিয়া স্থীকারের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

কমিটী সুপারিশ করিতেছেন যে, আন্তর্জাতিক স্বল্পিক প্রথার বিভিন্ন আধা স্বল্পে ধারা আবশ্যক এবং ভারতীয় নাম ব্যবহারের চেষ্টা করা সঙ্গত। কিন্তু মেল, শুল্ক প্রভৃতি নাম বর্জন করাই সমীচীন হইবে।

পরিবহনের জন্য একটী বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন ষ্টেশন নির্মাণের উদ্দেশ্যে বিশ্ব ব্যাঙ্ক আমেরিকা করেন সরকারের মধ্যে আমেরিকাকে আড়াই কোটি ডলার ঋণ দিবেন বলিয়া কর্তৃপক্ষ মুহূর্ত হইতে জানা গিয়াছে। বিশ্ব ব্যাঙ্ক হইতে ইহা ভারতের তৃতীয় বারের ঋণ গ্রহণ। ইতিপূর্বে ভারতের বিমানপথ ও আকাশ যানপথ উন্নয়নকল্পে তিন কোটি চল্লিশ লক্ষ ডলার এবং পরিবহন ও উন্নয়নের জন্য এক কোটি ডলার বিশ্ব ব্যাঙ্ক মঞ্জুর করিয়াছে।

আলোচ্যবর্ষে মূল্য ও মজুরীর নিম্নগতি হইবে। ইহা ব্যবসায়ীদের পক্ষে আমদানি নিয়ন্ত্রণের দুরহতা করিবে। আমদানি হইবে উৎপাদনের মধ্যের আবশ্যকটি অংশ মাত্র হইবে। আমদানী করের মধ্যে যদি তিনি নিম্ন মূল্যবিশিষ্ট শ্রেণি অন্তর্ভুক্তে সংশোধিত হয় তবে মধ্যবর্তীকালীনের আমদানি হইবারই সম্ভব। মূল্যহ্রাস তিনি উৎপাদনের ও আমদানীকারকের অনুরূপ থাকিলে ব্যবসায়ীদের মধ্যে আমদানি সম্বন্ধে ভয় দেখা দিবে। পরিবর্তে তিনি সম্পর্কে আলোচনার অন্ত হইবে মূল্যবৃদ্ধির প্রতিরোধ করা হইবে আমদানি হইবার কোন মূল্য বাধা তিনি হইবে তাহা প্রকাশ পাইবে।

তিনি বাজারের সকল ক্ষেত্রেই তিনি প্রকারের ক্রেতা দেখা যায় এবং কাপড় বাজারের দুই ক্রেতা দেখা যায়। মূল্য পাওয়ার সময় ক্রেতাদের কাপড়ের ও মূল্যবৃদ্ধির অন্ত ক্রেতাই বাজারে অবস্থার আরও অবনতি হইয়াছে। এ কাপড়ে তিনি মধ্যে ১২,০০০ টন হইতে ১৫,০০০ টন পর্যন্ত হইতে এবং ক্রেতাদের সময় পাওয়া সময় হইতে কেনাবেচা হয় অথচ তিনি ১৫,০০০ টন হইয়াছে ৬৯ লাখ হইতে ৮০ লাখ।

আমরা বলা এই যে, বর্তমান সময়ে ক্রেতাদের মধ্যে দুই শ্রেণির ১২,০০০ টন পর্যন্ত তিনি হইতে আর মাত্রায় দুর করিয়াছে। আমাদের সম্প্রদায়ের আয়ত ১২৩টি বল মজুরের অনুযায়ী ছাড়া হইবে।

১৯৫৮-৩৯ সালে সমস্ত বিশ্বের তিনি উৎপাদনের পরিমাণ হইয়াছে ৩, ১৯, ৩০,০০০ টন। ইহা ১৯৩৮-৩৯ সালের উৎপাদন অপেক্ষা ৮ শতাংশ বেশী। কিন্তু ১৯৪৯-৫০ সালে উৎপাদন যেরূপ দ্রুত লাভে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। তিনি অবশ্য বে পরিমাণ উৎপাদন হ্রাস হইবে তাহা পরিমাণ, কারণ সমস্ত ক্ষেত্রে উৎপাদন দ্রুত বাড়ান সম্ভবপর হইবে কিনা সন্দেহ। ১৯৪৯-৫০ সালের তাহাদের সমস্যার আন্তর্জাতিক আলোচনা আবশ্যক হয়।

ওড়

প্রত্যেক ক্ষেত্রেই অতের অবস্থার প্রতিযোগিতা পরিতে অগ্রসর হইয়াছে এবং প্রত্যেকটি পার্থক্য বাজে চলিয়াছে। এই সময়ে সমস্ত অবস্থার সমাধানের বলিতে হইবে। তবে কেবল ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা উহার নিরসন করিতে অতের মূল্য হ্রাস বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। বিশ্বের বাজার অবস্থার তাহা বিশ্বাস ঘটিয়াছে। বাস্তবে বাজারের ইতিমধ্যে ১,১০,০০০ টন অন্ত আমদানি হইয়াছে। অন্ত বছরের প্রথমে ইহা আমদানির তুলনায় ইহা অতিরিক্ত।

ইংল্যান্ডের বাজারেই অতের মধ্যে প্রতিযোগিতা বেশী হয় ঘটিয়াছে। এখন ডেনীর অন্ত মত সমাধের ২২৲ টাকার স্থলে এই সপ্তাহে ১৯৲ আনায় ক্রয় করিতে হইয়াছে। অথচ এই অতের প্রথম দিকে ইহা ছিল ৩২৲ টাকা। মাঝারী ও মজবুতের অতের দর ১২৲ টাকা হইতে ১৯৲ টাকায় নামিয়া ছিল। অতের সরকার বাজারে দর ক্রমশঃ চড়িয়াছে। অতের দর ১৯৫০-৫১ বাড়িয়াছে।

চলিত সপ্তাহে কলিকাতায় ব্যবসায়ীরা প্রায় ১২,৬০০ গাঁসের তা বিক্রয়ের জন্য ছাড়া হইয়াছে। ইহা আমদানি হইতে ৫০ আনা পর্যন্ত পাওয়া যায়। ডেনর মাল বিক্রয়ে উৎপাদনী কলোনিতে ১৮ আনা হইতে ৮৮ আনা পর্যন্ত দরে বিক্রয় হইয়াছে। পরিমাণ সাধারণ মাল বিক্রয়ের দর ১৯৲। ১৯৫১ ছিল। মূল্য তাহা ছিল ১৯৲৩। ১৯৫০ এ ছিল ২৮৲ আনা মণে বিক্রয় হইয়াছে।

১২,০০০ গাঁসেরও অধিক তুলা এ বিক্রয়ার্থে হাজির হয়। তাহিকা বেশন ভাল ছিল না এবং দরও প্রায় ৮৲ আনা সস্তা হয়। বেশন মাল পাওয়াযুক্ত তুলা তাদের বিক্রয় উল্লেখযোগ্য হয়। তাহারা অন্যান্য বছরের প্রায় ১,০০০ গাঁসেরও তা আন্তর্জাতিক বাজারে চালান হয়। উহার দর ৮৲ আনারও বেশী করিয়া যায়।

আমরা বেশন, তুলকারা নিয়ন্ত্রণের ফলে তাহার তাদের তুলি নূতন করিয়া লইতে যাচ্ছে। নিয়ন্ত্রণ ১৮৲ আনা হয়ে ১০ কোটী পাউন্ড তা বেশি করিতে পারিত। অথচ নিয়ন্ত্রণ এর পাউন্ড তাদের নীলাম দর হইয়াছে ২২৲ আনা হইয়ে ২৲ টাকা হ্রাস। অবিলম্ব মুক্তাই এবং অন্য অনেকটি ইউরোপীয় বেশন নিয়ন্ত্রণের তা অন্যের অন্ত প্রতিযোগিতা করিয়াছে।

তিনের বাজারে তুলকারা ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবসার চাহিদার মোড় ঊর্ধ্বে হইবে। বোধ যায়, তুলকারা সরকার ১৯৫১ সালের শেষ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণের তা রক্ষা করিতে ইচ্ছুক এবং বেশনগুলির ও বহু আমদানি তুলিবার অন্ত নিয়ন্ত্রণের সময়ই অধিকার বাড়ি করিয়াছে। তা ব্যবসায়ী সরকার সরকার হইয়েছে, এজন্য বাজারে যে সব পাওয়া যাইবেছে অনুরূপ হইবে বিশেষ তা ক্রয় করিলে সময় হইলে তুলকারা তুলিবে হইবে অনুমিত হইবে না।

খাদ্য শস্য

আলোচ্য সপ্তাহে তুলকারা বাজারের মূল্য বেশন ভাবে পরিবর্তন লক্ষিত হয় নাই। সেপ্টেম্বর মিলের সময়ে আমা যায় তাহাদের সরকার খাদ্যশস্যের পরিমাণ হয় তাদ হয় মজুদের যে অনুমান প্রকাশিত ও খাদ্য সরবরাহমন্ত্রী নিজই করিয়াছিলেন তাহা অপেক্ষা আরও অধিক তুলা হ্রাস করার নিয়ে ঘোষণা করিতেছেন। তাদের বাজারে মধ্যম প্রকারের মূল্য হ্রাস পাইয়াছে। মাদুরের বাজারে নিম্নোক্ত দরে মাদুর বিক্রয় হইয়াছে :—

চুন	১৮৲
মজুর ...	১৫৲
মটর	১৫৲৩
মজুর ...	১৫৲

ন্যাশনাল লায়েল এণ্ড কোং লিঃ

৪, ক্লেভল্যাণ্ড ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

টেলিফোন : বড়বাজার ২৪৪১—২৪৪৫।

টেলিগ্রাম : ন্যাশ।

জীমার এজেন্টস্

দি লিভি লাইন লিঃ

এসোসিয়েটেড ব্যাঙ্কার্স এণ্ড এক্সচেঞ্জ কোং লিঃ

বম্বে লাইন লিঃ

ইম্পোর্টার্স ও ডিলার্স

পূর্ব-সিংহলে সাধে-সরঞ্জাম

সকল রকমের সরঞ্জাম

নিরবচ্ছিন্ন ব্যবসের ব্যবস্থাদি

অগ্নি বিমাপক

বীমাকারক

ডি, ও ই সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড অ্যাপ্লায়েন্স

ঘড়ির (হাতু) ...

অ্যাসোসিয়েট এক্সচেঞ্জ

ফেড এক্স কোং লিঃ

(ডিলি ও বর এক্সচেঞ্জ)

ইষ্ট ইণ্ডিয়া হাইড, স্কিন লিঃ

ন্যাশনাল ন্যাশিং এণ্ড বিলিং কোং লিঃ

(লাইসেন্স)

ইম্পোর্টার্স ও লাইসেন্স এজেন্টস

ফিল্মের মেসো ১৮৩, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে ঐরামন মহাপাত্র কর্তৃক প্রকাশিত ও আর্থিক জগৎ লিঃ এর পক্ষেকল্প কমার্শিয়াল প্রিন্টিং, ১৮৩ মেসো ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৯ হইতে প্রকাশিত। মুদ্রাকর :—ঐরামকৃষ্ণ মল্লিক।

আর্থিক ভারত

ARTHIK BHARAT

অর্থনৈতিক সাপ্তাহিক

১৪ বর্ষ ২৯ সংখ্যা] [মূল্য ।০

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	৮৮৭		
ব্যর্থতার ইতিহাস			
		শস্যাদরের বাজার	
		বুলক মুদ্রা অক্ষুণ্ণে পেপার্টুমি	
প্রাসঙ্গিক	৪৮৯	শেয়ার বাজার	
ভারতে পাটের উৎপাদন বৃদ্ধি		উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশা	
উদার এলাকায় রপ্তানী বৃদ্ধি		সংবাদ সংকলন	
চিনি প্রসঙ্গে শুল্ক সংক্রান্ত সভাপতি		বিশেষ প্রবন্ধ	
		সমবায় আন্দোলনের গোড়াপত্তন ও ক্রমবিকাশ	

ব্যর্থতার ইতিহাস

গত সোমবার ১৮ই ডিসেম্বর ভারতের অর্থসচিব ডাঃ জন মাথাই কলিকাতায় এসোসিয়েটেড চেম্বার অফ কমার্সের বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রধান অতিথিরূপে ভারতের আর্থিক অবস্থার পূর্ণাঙ্গ একটি চিত্র প্রদান করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু সরকারী প্রতিনিধি হিসাবে তাঁহার ঐ বক্তৃতার যে আত্মপ্রসাদের ভাব রহিয়াছে তাহাতে দেশবাসী অংশ গ্রহণ করিতে পারিবে কিনা সন্দেহ।

অবশ্য দেশের ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের মনে যে নৈরাশ্যের ভাব রহিয়াছে তাহা বিদূরণের জন্য এবং সরকারী সমালোচকদের আপত্তি খণ্ডনের উদ্দেশ্যেই যে তিনি আশার বাণী শুনাইয়াছেন তাহা প্রশংসা, কিন্তু একথা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে অর্থসচিবের এই বক্তৃতা বাজেট বক্তৃতা নহে। বাজেট বক্তৃতায় সর্বদলীয় গুরুত্ব কলিকাতার এসোসিয়েটেড চেম্বারের এই বক্তৃতাটিরও প্রায় ততখানি। তাহার এই বক্তৃতাকে অনেক সময়ে বাজেট বক্তৃতার পূর্বাভাস বলিয়া গণ্য করা হয়। এই বক্তৃতার কলাফলের উপর শেয়ার বাজারে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় তাহাতে ইহার গুরুত্ব বুঝা যায়। লক্ষ্য করার বিষয় ডাঃ মাথাইয়ের বক্তৃতায় কলিকাতায় ও বোম্বাইয়ের শেয়ারবাজারে বিভিন্নরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে। তাহার একমাত্র কারণ এই যে ডাঃ মাথাই যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন তাহা এখন অস্পষ্ট যে উহার যথেচ্ছ অর্থ করা চলে। ডাঃ মাথাইয়ের বক্তৃতা-গুলি বিশ্লেষণ করিলেই তাহা প্রতীয়মান হইবে।

বিভিন্ন প্রদেশে উৎপাদন বৃদ্ধি ও শ্রমিক সম্পর্কিত অবস্থার উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে অত্যাবশ্যক প্রব্যসমূহের মূল্য-মানের উন্নতির জন্য সরকার যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন এবং সাধারণভাবে অধিকতর ফসল প্রাপ্তির যে সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে তাহাতে তিনি আশা করেন যে খাদ্যদ্রব্য সম্পর্কিত অবস্থা উন্নতির অনুকূল হইতে থাকিবে। ডাঃ মাথাইয়ের উপরিউক্ত অভিমত স্বাভাবিকভাবে অনেক ব্যবসায়ী সহজ মনে গ্রহণ করিবেন কিন্তু অনেকে ডাঃ মাথাইয়ের সঙ্গে একমত হইতে পারিবেন না।

প্রথমতঃ তাঁর মাথাই সর্বপ্রথমে যে মূলধনসংগ্রহ উত্থাপন করিয়াছেন তাহা মোটেই সমস্যা নহে। কারণ সরকারী মূলধনসংগ্রহ নিজেদের এবং সরকারী নহে বা নির্দিষ্ট নহে। কিন্তু তাহারা সকলেই জানি যে অনেক নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষই বর্তমানে নির্দিষ্ট নহে পাওয়া যায় না, বিশেষত মফস্বলের কয় বিক্রয়ের সম্পর্কেও যথেষ্ট সন্দেহ করিয়াছে। তাছাড়া তিনি বলিয়াছেন "যে মূলধনসংগ্রহের পর হোক উহাদের কৃষি পাইবার যে অসুবিধা দেখা দিয়াছিল সেই [illegible] তবে তিনি ও তাহের যে কিছু পরে কৃষি [illegible] করিয়াছেন। কিন্তু আমরা জানি যে ঐ দুই [illegible] বিশেষ করিয়া আমদানীকৃত যন্ত্রপাতির জিনিষ [illegible] হইয়া উঠিয়াছে। মোটামুটি দেখিতে [illegible] করিবার বিষয় এই জিনিষের দর [illegible] যে কৃষিই পাইয়াছে। [illegible] দুর, [illegible] যাহার ফলে কৃষি [illegible] হইতে তাহা [illegible] হইতে যে তাহা [illegible] মাত্র [illegible] করিয়াছেন [illegible] হইতে [illegible] ছাড়া কয়েক [illegible] ১৯৪৮ সালের তুলনায় [illegible] করিবার প্রয়াস [illegible] সালের তুলনায় [illegible] করিয়াছে। কিন্তু [illegible] করিবার বিষয় উৎপাদন [illegible] যথোপযুক্ত [illegible] মোটেই [illegible] করিয়াছেন [illegible] যে বিভিন্নপ্রদেশে যে [illegible] দেশবাসীর [illegible] যাইবে কিনা তাহা [illegible] সন্দেহের যে মূল [illegible] রহিয়াছে তাহা [illegible] ব্যবসায়ীদের কোন্ প্রয়োজনে [illegible] করেই, সেইজন্যে [illegible] মূলধনের [illegible] ব্যবসায়ের পক্ষে যে [illegible] প্রয়োজন

এই যে মূলধনসংগ্রহের কথা ডাঃ মাথাই [illegible] সম্পর্কে ও সরকার সম্পর্কে তিনি নূতন কিছু বলিতে পারেন নাই শুধু তাহার যে পরিচয় দেন তাহার উপর নির্ভর না করিয়া বলেন পাট ও তুলার উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা করা হইতেছে বলিয়া তিনি আশা করিতেছেন তাহার ফলাফল কি হইতে পারে তাহা এখনও অনিশ্চিত। কারণ সরকারী কৃষি বিভাগের ও প্রাদেশিক সরকারগুলির ব্যবস্থা এই ক্ষেত্রে এতই সুস্পষ্ট যে যতদিন পর্যন্ত ব্যবসায় কোন ফল দেখা যাইতেছে ততদিন দেশবাসী মোটেই আশান্বিত হইতে পারে না। তাছাড়া পাট ও তুলার উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলেই সমস্যা মিটিয়েরা কারণ যে শ্রেষ্ঠ পাট ও তুলার অভাব তাহাদের রহিয়াছে তাহা উৎপাদন করা এখনে সম্ভব নহে। সেই জন্য পাকিস্তানের সহিত কোন বোঝাপড়া না হইলে ভারতের পক্ষে অসুবিধাই থাকিয়া যাইবে। কাজেই এই প্রসঙ্গে ও আমরা ডাঃ মাথাইয়ের মত উদার প্রকাশ করিতে পারিতেছি না।

ইহা ব্যতীত আর একটি জরুরী প্রসঙ্গ ডাঃ মাথাই উত্থাপন করিয়াছেন সেটি সরকার ও ব্যবসায়ের মধ্যে প্রচুর মতভেদ রহিয়াছে। মাথাই মূলধন বিনিয়োগ সম্পর্কে শিল্পব্যবসায়ীদিগের অনমনীয়তার কথা উল্লেখ করিয়া তাহাদের একটা প্রার্থনা করিয়াছেন। তিনি তাহাদের নিকট আবেদন করিয়া বলিয়াছেন যে ভারত দেশাগে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সকল দিক দিয়া অগ্রসর হইয়া যাইতেছে তাহাতে ব্যবসায়ীদিগের নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই, তাহারা নিশ্চিন্তমনে মূলধন বিনিয়োগ করিয়া দেশের প্রতি তাহাদের কর্তব্য পালন করিতে পারেন। দেশের প্রতি সহানুভূতির প্রতিদানস্বরূপ তিনি তাহাদের অর্থের মুনাফার যাহা সঞ্চিত উদ্বৃত্ত তহবিল সম্পর্কে "অনুরোধ" করিতে বাকী রাখেন নাই বলিয়া ও মন্তব্য করিয়াছেন। এই বিষয়ে সরকার যাহা কর্তব্য সরকারের পক্ষ অনুরোধ উপরোধ সত্ত্বেও বণিকসুলভ তাহাদের অর্থের উপরে সঞ্চিত অর্থ বিনিয়োগে বিরোধ করিতে তাহার দেখাইতেছে না। ঐ অর্থ তাহারা চোরাবাজারে খাটাইয়া লাভ করিবার বাসনা এখনও ছাড়ে নাই। বিশেষজ্ঞদের হিসাবমতে দামস্ফীতজনিত যে বিরাট প্রবা উদ্ধেল হইবার পর এবং বিদেশ শুল্ক প্রবর্তনের মধ্যকালীন একবছরের মধ্যে ব্যবসায়ীরা মুনাফা ২০০ কোটি টাকা এবং পাটের অর্থের চালান দিয়া প্রায় [illegible] একশত কোটি টাকা মুনাফা সংকেতন করিয়াছে। তার উপর যুদ্ধকালীন অর্থের মুনাফার পরিমাণও বাকি ৫০০ কোটি টাকার কম নহে। এখন সরকার ঐ অর্থ টানিয়া বাহির করিবার জন্য অনুরোধ উপরোধ ছাড়া এতদিন কিছু করিতে পারেন নাই। অথচ দৈনিক পরিমাণও বাকি কমপক্ষে আরও একশত কোটি টাকার মত। আয়কর প্রদানের আইন প্রয়োগে সরকারী দৌর্বল্য ছাড়াও সরকার বিভিন্নপ্রকারে আয়কর প্রদান করা ইত্যাদি সুবিধা ব্যবসায়ীদিগকে দিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফল লাভ হয় নাই।

কয়েকই দেশবাসী আশা করিয়াছিল যে ডাঃ মাথাই ঐ অর্থ কিরূপভাবে ব্যবসায়ীরা দেশের সেবায় নিয়োজিত করিতে পারে তাহার কোন বাস্তব পন্থা প্রদর্শন করিবেন বা যদি ব্যবসায়ীদের এখনও সুমতি ফিরিয়া না আসে তাহা হইলে সরকার কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন তাহার ইঙ্গিত দিবেন। কিন্তু ডাঃ মাথাই দেশবাসীকে নিরাশ করিয়াছেন। অসাধু ব্যবসায়ীদের শায়েস্তা করিবারই পথ প্রদর্শন করিতে সরকার এখনও অনিচ্ছুক ডাঃ মাথাইয়ের বক্তৃতায় আর একবার তাহা দেশবাসী জানিতে পারিল।

মোটামুটিভাবে বলিতে গেলে ডাঃ মাথাইয়ের বিবৃতি দেশবাসীর নৈরাশ্য বৃদ্ধিই করিয়াছে এবং লক্ষ করিবার বিষয় ব্যবসায়ীমহলে বিশেষ সন্তুষ্টি হইতে পারে নাই। ব্যবসায়ীদের মুনাফার ভিত্তি এলোমেলো দেশের উৎপাদনবৃদ্ধি ও মূল্যহ্রাস সম্পর্কে সরকারের চিন্তার যে আবেদন জানাইয়াছেন তাহাও যেন ব্যর্থ হইয়াছে দেখাই ব্যবসায়ীদের প্রতি সরকার কঠোর মনোভাব প্রদর্শন করিবেন বলিয়া দেশবাসী যাহা আশা করিয়াছিল তাহাও আর একবার ব্যর্থ হইল।

প্রাসঙ্গিক

[illegible] হইতে [illegible]
আমদানি [illegible] উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতেছে। গত বৎসর ৮,৪১,৭৮৯ একর জমিতে পাটের চাষ করা হইয়াছিল ও উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৩৩ লক্ষ গাঁইট। এবারে বর্তমানে ৯,৬৪,৩০০ একর জমিতে ৩৮ লক্ষ গাঁইট পাট উৎপন্ন হইয়াছে। অর্থাৎ উৎপাদন শতকরা প্রায় ৬৬ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই হিসাবে ইহাও বলা যাইতে পারে যে, ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষে যাহা ১৬ লক্ষ গাঁইট পাট উৎপন্ন হইয়াছিল। কৃষিমন্ত্রী ঘোষণা করেন যে, পাট সম্পর্কে ভারতকে স্বয়ং-সম্পূর্ণ করাই সরকারের লক্ষ্য। এই জন্য উচ্চ ফলনের বীজ সরবরাহ করিয়া এবং সারের দাম কমাইয়া উৎপাদন বৃদ্ধির সাহায্য করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। পাটের উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা সফল হইলে আশু ভবিষ্যতে চাষীদের বাজার না খুঁজিতে পারে তজ্জন্য এখন হইতে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হইবে।

আগামী বৎসর পাটের উৎপাদনের সম্ভাব্য পরিমাণ নির্ধারিত হইয়াছে ৪৫ লক্ষ গাঁইট। এই সম্পর্কে আগামী ১৫ই ডিসেম্বর কলিকাতায় একটি বৈঠক বসিবে। কেন্দ্রীয় সরকার, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার ও উড়িষ্যা সরকারের প্রতিনিধিগণ উহাতে যোগদান করিবেন। পাকিস্থানের আর্থিক নীতি অনুসরণের ফলে পাট সম্পর্কে ভারতের আত্মনির্ভরতার প্রশ্নটি সবচেয়ে গুরুত্বলাভ করিয়াছে। তাহার মীমাংসা এই বিষয়ে আলোচনা হইতে পারে বলে অনেক পর্যবেক্ষক প্রথম অধিবেশন গুরুত্বপূর্ণ হইবে বলিয়াছেন।

[illegible] এলাকায় রপ্তানি বৃদ্ধি

১৯৫৯ সালের প্রথম নয় মাসে আমেরিকা হইতে ডলার অঞ্চলে রপ্তানি অনেকটা হ্রাস পাইয়াছিল। আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডার হইতে ঋণ লইয়া এই ঘাটতি পূরণ করিতে হয়। উহাতে ডলারমূল্যে ঋণ করিবার সময়ে প্রশ্ন উঠিয়াছিল যে, এই ব্যবস্থায় ডলার বাজারে আমেরিকার পথা সুলভ হইবে এবং ফলে এই ক্ষেত্রে ডলার ঘাটতি দূরীভূত হইবে। বিগত অক্টোবর মাসের ডলার বাণিজ্যের যে খতিয়ান প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে এই আশা কিয়ৎ পরিমাণে

আমেরিকা [illegible]
সোনা [illegible]
পাঠাইয়াছে [illegible]
৯১ লক্ষ ডলার; কিন্তু
[illegible] ৬৩ লক্ষ ডলার
ডলার।

[illegible]
(অবশিষ্ট [illegible] পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

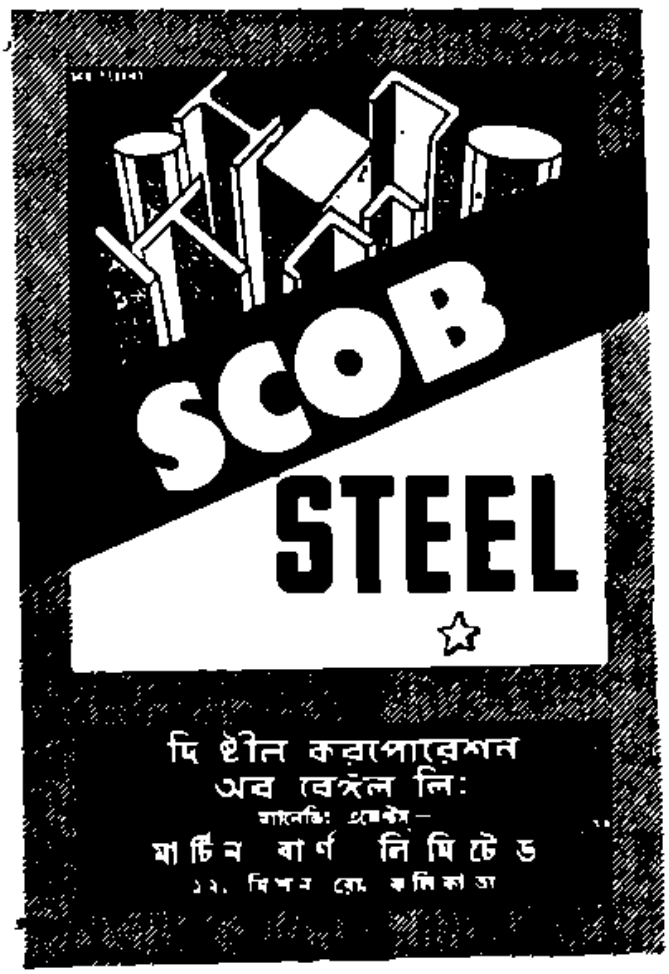

পণ্যদ্রব্যের বাজার

দুর্লভ মুদ্রাঞ্চলে রপ্তানি বৃদ্ধি

ভারতীয় পণ্যদ্রব্যের অর্থপ্রাপ্তি ডলার ও ডলারীয় বৈদেশিকবিনিময়ের অন্যান্য উপায় অবলম্বনের আন্তরিকতা সত্ত্বেও দুর্লভ মুদ্রাঞ্চলে রপ্তানি বাণিজ্যের উন্নতি লক্ষিত হইয়াছে। [illegible] মূল্য হ্রাসের পরেও [illegible] ডলার ঞ্চলে [illegible] মাসের তুলনায় ৩ [illegible] বৃদ্ধি পাইয়াছে।

[illegible] টাকা [illegible] [illegible] হইয়াছে বটে কিন্তু [illegible] টাকা [illegible] [illegible] [illegible]

শেয়ার বাজার

উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশা

নিজস্ব প্রতিনিধি

আমেরিকা সরকারের অনুরোধক্রমে কানাডা সরকার বেসরকারী ক্ষেত্রে নিজস্ব বিমান ক্রয়ের জন্য অনেক শিল্পপতি অর্থদান করিয়াছেন। এই ব্যাপারে ইস্পাতের মূল্যবৃদ্ধি সম্পর্কে যে প্রশ্ন দেখা দিয়াছে তাহার আলোচনায় বিস্তৃতভাবে যাই নাই। তবে প্রকাশ যে ইস্পাতের ব্যবহারকারী বা কারিগরি কোন সমস্যা নাই, ইস্পাতের বিভিন্ন বিক্রয়মূল্য হ্রাস করা হইবে মাত্র। ইহাতে ইস্পাত উৎপাদনকারী কোম্পানিগুলি কোনরূপ অসুবিধায় পড়িবে না। এই বিষয়টিকে সামনে রাখিয়া বাজার মূল্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ব্যবসা করা যাইতে পারে। অর্থবৎসরে [illegible] ইস্পাত কারখানা ১২৯৮৮ হইতে ১২৯৮৮ টন (সাময়িক) ইস্পাত উৎপাদনের লক্ষ্য ধরিয়াছে। ১২৯৮৮ হইতে ১২৯৮৮ টনের মধ্যে ইস্পাত উৎপাদনের লক্ষ্য ধরিয়াছে। সাময়িক হিসাবে ১২৯৮৮ টন ইস্পাত উৎপাদনের ব্যবস্থা করিয়াছে। ইস্পাত উৎপাদনের ব্যয় আগের বছরের তুলনায় ১৯৮৮ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ইস্পাত কারখানার উৎপাদনের জন্য অধিক মূলধন প্রয়োজন হইবে বলিয়া আশা করা যায়। সরকারের সিদ্ধান্ত আমেরিকার কারিগরি।

আমাদের দেশের কিছু প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায় ও লাভের অঙ্কের আর্থিক অবিবেচনার আলোচনা করিয়াছি বলিয়া বন্ধুরা অভিযোগ করিয়াছেন। তিনি কি বলেন সেই সম্পর্কে শেয়ারবাজারের খুব উৎসুক হইয়াছে।

সরকারী অনুমোদন

ইস্পাত বাজারের প্রসারের অবস্থা আলোচিত হইয়াছে। এই বিভাগে খুবই কড়াকড়ি করা হইয়াছে। ১৯ সালের ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত হইয়াছিল। ইহার সহিত যে ছিল

টাটা আয়রন এণ্ড স্টীল কোং লিঃ
হেড অফিস কলিঃ
ফরেস্ট, বেঙ্গলী প্রকাশ হাউস, কলিকাতা

১৯৬/০। ৫% পুরণে ১৯৪৯-৫৫ ১০৩/০, ৫% পুরণে ১৯৫৩-৫৪ ১০১৲, ৫% পুরণে ১৯৫৫-১৯৬৩ ৫৫ ১০০/৩, ৫% পুরণে ১৯৬৪-৬৮ ৫% পুরণে ১৯৬৯—৭০ ১০০/০ ও ৪% পুরণে ১৯৮০—৮০ ১১০৲ পর্যন্ত হারে কাজ হইয়াছে।

ব্যাঙ্ক

বিশুদ্ধান অব্যাহত
ও ইন্টারমিডিয়েট

অনুপ্রে আর্থিক ফলাফলের ১৯১৲, ইণ্ডিয়ান এক্সচেঞ্জের ১৯১৲, এলেকো ফার্মের ১৯৪৩, ওয়াসেল ইণ্ডাস্ট্রী

কাজ ভাল পরিমাণে হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

ঃ

বাজারেই ১৯৭৲, চক্রবর্তী সন্স, ইণ্ডিয়ান ১৯৮৩, ইন্ডিয়ান এক্সপ্লোসিভস ১৯৯, ফার্মাকোটী ১৯৯, কানুরকোটী ১৯, কিন্তু আলী ১৯৲ ও হেমন্ত ২১০ পর্যন্ত হারে কারবার হয়।

প্রাসঙ্গিক

(৯৯৩ পৃষ্ঠার পর)

হেলথকেই তিনি মুখিয় উপস্থিত হন। ইহার জন্য তাহাকে কিন্তুতেই দায়ী করা যাইতে পারে

কিন্তুতের কার্যকলাপ

মন্ত্রণ পরিষদে

তিনি অন্যান্য কথা করে

এ ভার চলিয়া যাওয়ায়

তেমন কাহা পারিত হয়

তিনি ইহা দৃঢ়তার সহিত অস্বীকার করেন শ্রীযুক্ত

ও তাহাদের হইতে

৮৮৯ তাপ।

১৯৫৮-৫৯। ১৯৫৮-৫৯ ও ১৯৫৯-৬০ সনের ইহার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩৯ লাখ ও ৪৯ লাখ টাকা। ইহা ছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের উপদেষ্টা ও প্রাদেশিক সরকারের আবগারি বিভাগে ৩৫ লাখ টাকা ইতিপূর্বে আদায়ের দায় বলিয়া ধরা হইয়াছে। কিন্তু প্রাদেশিক সরকারের দাবী এখনও আসে নাই। এদিকে, অর্থসচিব প্রাদেশিক অধিবাসী হিসাবে তাঁহার ঋণ মুকুবের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছেন।

পরিষদের শ্রীযুক্ত বেহুতা মন্তব্য করেন যে, প্রাদেশের প্রথম চারি বৎসরে অর্থাৎ ১৯৫৯-৬০ সাল পর্যন্ত তিনিমিত্তে প্রকৃত উন্নতি পরিলক্ষিত হয় কিন্তু তাহার পর অবনতি দেখা যায়। শ্রীযুক্ত বেহুতা মতে চলতি দুর্বলতা, পুরাতন যন্ত্রপাতি, অভিজ্ঞতি সকলের অভাব, যানবাহনের অভাবের, অপ্রয়োজনীয় সরকারী নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতিই তিনিমিত্তের দুর্গতির জন্য দায়ী। অবশ্য আর বিশেষ সরকারের সমর্থনকারী নহে। ... ও কারখানা হইতে দুর্ঘটনা পরিহার ১৯।

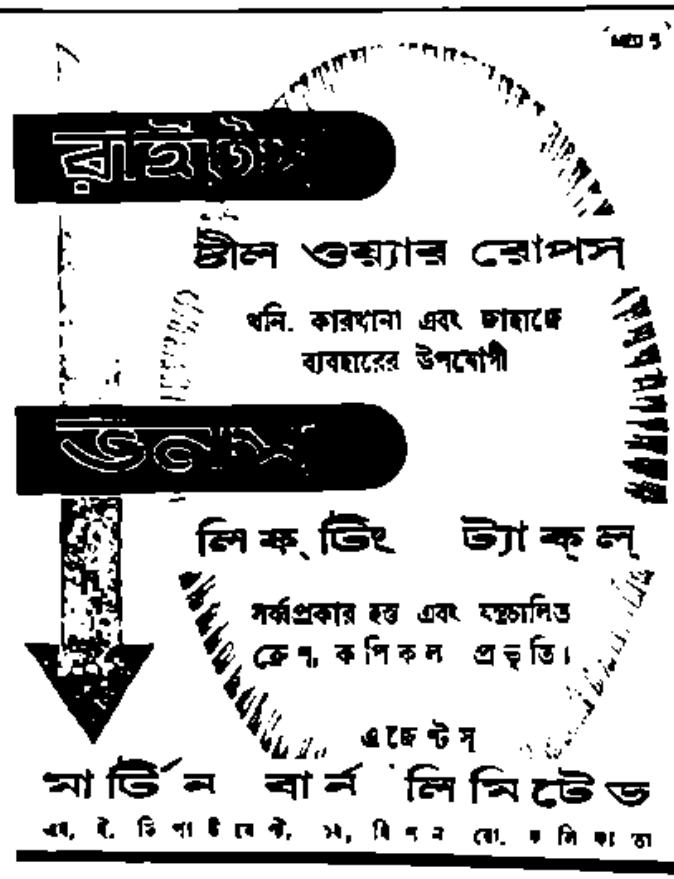

ব্যাঙ্ক

ফার্ম ন

১৯৫৮ ১৯৯, রিন

ইণ্ডিয়ান ১৯৯, ও ডালমিয়া ৯৯০ ন

৯৯ বিক্রয় হয়।

ইণ্ডিয়া ফিল্মসের

ডালমিয়া-জৈনের

৮/০ পর্যন্ত হয়

ইন্ডিয়ারিং

ফেব্রুয়ারীতে ৮৮৲, ইণ্ডিয়ান আয়রন ১৯৯ (প্রায়ের ধারা), ইণ্ডিয়ান হোটেল ও ওয়াশন ৯৯৲, কুমারমুখী ৮৮৲, মার্শালস্‌ ৯৯৲ ও ইন কর্পোরেশন ১১৯৲ পর্যন্ত হারে কেনাবেচা হয়।

বিবিধ

আই, ডি, এল, ১৯৯
ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফেলার ১৯৲
ভারতলক্ষ্মী ব্যাঙ্ক ৯৯৲

সংবাদ সংকলন

ভারতে তুষির উন্নতি

ভারতীয় তুষি গবেষণা পরিষদের উদ্যোগে বোর্ডের দুই বিশেষজ্ঞ বৈঠক শেষ হইয়াছে। বোর্ড সুপারিশ করিয়াছে যে, বিভিন্ন প্রদেশে গাছপালা ও ঘাস লাগাইয়া তুষি উন্নয়ন করার একটি পরিকল্পনা তিন বৎসর চালু রাখিতে হইবে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী মাটি ধরিয়া রাখার জন্য গাছপালা ও ঘাস লাগাইতে হইবে এবং পশু উৎপাদনের দ্বারা যাহাতে অধিক অর্থ লাভ হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ উন্নতির জন্য একটি আদর্শ পরিকল্পনা এবং বেসরকারী তাত্ত্বিক গাছপালা রোপণের পরিকল্পনারও সুপারিশ করা হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় কাপাস ও বাস্তুতান্ত্রিক চক্র প্রবর্তন সম্পর্কে বোর্ড সুপারিশ করিয়াছে যে, প্রাদেশিক সরকারসমূহের উচিত বিষয়টি পরীক্ষা করিয়া দেখা।

কোচিন-ত্রিবাঙ্কুর উপত্যকায় বিদ্যুৎ, আলু ও ডিহাইড্রেটেড চায় সম্বন্ধে গবেষণা করার জন্য গঠিত পরিকল্পনা বোর্ড অনুমোদন করিয়াছে।

কৃষি গবেষণা পরিষদের মূলধনিত পশু প্রজনন ও দুগ্ধ কমিটির সুপারিশ বোর্ড অনুমোদন করিয়াছে। গাভীর স্বাস্থ্যোন্নয়ন সম্বন্ধে গবেষণার জন্য গঠিত পরিকল্পনা অনুমোদন করিয়া বোর্ড প্রস্তাব করিয়াছেন যে, এই সম্বন্ধে প্রথমে বোম্বাই ও মহীশূরে গবেষণাগার স্থাপন করা হউক। পল্লী অঞ্চলে গবাদি পশুর উন্নতি সাধনের জন্য একটি আদর্শ গ্রামীণ মূল গ্রাম পরিকল্পনাও অনুমোদিত হইয়াছে। সুপারিশে বলা হইয়াছে যে, এ সম্বন্ধে প্রথমে মুক্তাঞ্চলেশ, কোচিন, মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা, বোম্বাই ও বিহারে কেন্দ্র স্থাপন করা হউক। কৃত্রিম উপায়ে গোপ্রজননের জন্য যে সকল কেন্দ্র সুপারিশ হইয়াছে সেগুলি যত না করিলে নয় তাহা সরকারের নিকট অনুরোধ করিতে বলা হইয়াছে।

কৃষি-সংক্রান্ত পরিসংখ্যান আহরণ করার জন্য কৃষি খাতের সুপারিশ করা হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় গোপালন উন্নয়ন বোর্ড

সম্প্রতি দিল্লিতে ভারতের গোপালন ও দুগ্ধোপাদনগুলির উচিত উপায় নির্ধারণের জন্য ভারত সরকারের কৃষিসচিব একটি কেন্দ্রীয় গোপালন উন্নয়ন বোর্ডের সভা আহ্বান করিয়াছিলেন। সভাধিবেশনে কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রণালয় উন্নয়নবিভাগের যুগ্ম-কর্মসচিব সভাপতি এবং আঞ্চলিক কেন্দ্রগুলির ও গো-উন্নয়ন উপদেষ্টা সভার আহ্বায়ক হিসাবে সভাপতি মনোনীত হইয়াছেন। যে সকল প্রদেশ ও উপদেষ্টা গোপালন ও দুগ্ধোপাদন সভা গঠিত হইয়াছে সে সকল রাজ্যের সরকার-সমূহের একজন করিয়া প্রতিনিধি এবং ভারত সরকারের সরকারী গো-উন্নয়ন উপদেষ্টা ঐ কমিটির সদস্য হইয়াছেন। প্রতি পাঁচ বৎসর পরে তাঁহাদিগকে আবার যুক্তভাবে মনোনীত হইতে হইবে।

তুলার মূল্য বৃদ্ধি দাবী

পূর্বাঞ্চলের তুলা সমিতির সভাপতি রায় বাহাদুর হীরালাল বলেন যে, তুলার উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইলে উহার মূল্য বাড়াইয়া দেওয়া আবশ্যক। তুলা ক্রয়ের যে আমার চুক্তি হইয়াছে, পূর্বাঞ্চলে তুলা সমিতির পরিচালনার অনুরোধ সত্ত্বেও সেই অনুসারে কাজ চালান আরম্ভ করিতে চাহেন। এ সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, সরকার উৎপাদন বেশী চাহেন, তুলার মূল্য দিতে চাহেন, ইহা চলিতে পারে না।

বোম্বা বিল সংশোধন

গত ৫ই ডিসেম্বর আলোচনাক্রমে বোম্বা আইন সংশোধনের জন্য আনিত বিল শ্রীযুক্ত বি. সি. মিশ্রের এক বিল উত্থাপন করেন। তাহাতে তাঁহার সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরণের পর ৬ মাসের মধ্যে রিপোর্ট দাখিল করিতে বলা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত মিশ্রের পাল্টা প্রস্তাবে এই বিল সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরণের সুপারিশ করেন। সিলেক্ট কমিটিতে আগামী ২৪শে ডিসেম্বরের মধ্যে রিপোর্ট দাখিল করিতে অনুরোধের আভাষ দেওয়া হইয়াছে।

তাহাতেও কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে গঠিত এই বিলে পুরাতন বিলের যাবতীয় ত্রুটিই বহাল রাখা হইয়াছে। কেবল কিছুটি বিষয়ে সংযোজন করা হইয়াছে। এই বিলে বাস্তুতান্ত্রিক সহিত বীমা কোম্পানীগুলির আর্থ যাহাতে বজায় থাকে, তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বীমা কোম্পানীগুলির বাজেয়াপ্ত পরিমাণ নির্দিষ্ট করা এবং বীমা কোম্পানীগুলির এজেন্টদিগের বাহিরে কমিশন এই বিলে বন্ধ করা হইয়াছে। এই বিলে বীমা কোম্পানীগুলির উপর সরকারী কর্তৃত্বের মাত্রা বাড়ান হইয়াছে এবং বেসরকারী কোম্পানীগুলির কোনরকমের উন্নতি বীমার কাজ চালানোর আর দেওয়া হইয়াছে। বীমা কোম্পানীগুলিকে সরকারী কাজে ও বিভিন্ন ডিবেঞ্চারগুলিতে যে টাকা খাটাইতে হইবে, এই বিলে তাহার পরিমাণ নির্দিষ্ট করার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

এখানিজ্যমন্ত্রীর শ্রীযুক্ত কে. সি. রিয়োগী মালিকের প্রতিষ্ঠানগুলিকে বিদ্যুৎচালিত কোম্পানীতে পরিণত করার উপর বিশেষ জোর দেন। বহু দুঃস্থ কর্মচারী যাহা বীমা কোম্পানীগুলিতে এতদিনে টাকা খাটাইয়া অর্থোপার্জন করিতেছিল তাহাদের এই অধিকারের কথা বলেন। মালিকের প্রতিষ্ঠানগুলিকে বিদ্যুৎচালিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা সম্বন্ধে বাণিজ্যসচিব বলেন যে, বীমা কোম্পানী অপেক্ষা সরকার বীমাকারী হিসাবে এই ব্যবস্থা প্রশস্ততর।

শ্রীযুক্ত রিয়োগী বলেন যে, ১৯৫৬ সালে আইনসভায় বিল উত্থাপন করা হয়। এবং ১৯৫৭ সালে উহা সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরণ করা হয়। সিলেক্ট কমিটি বিশেষ সতর্কতার সহিত বিলটি বিবেচনা করিয়া কয়েকটি সংশোধনের সুপারিশ করেন। ১৯৫৮ সালে বাজেট অধিবেশনে এই বিল পেশ করা হয়। তৎকালীন বাণিজ্য-সচিব শ্রী টি. টি. কৃষ্ণমাচারী পরিবর্তনের সম্ভাবনাকে বিলটি প্রত্যাহার করেন। সেপরিবর্তনের ফলে ইন্সুরেন্স কোম্পানীগুলির অবস্থা অনিশ্চিত থাকায় এই বিল তখন প্রত্যাহার করিতে হয়।

শ্রীযুক্ত রিয়োগী বলেন যে, বর্তমান বিলে ইন্সুরেন্স কোম্পানীগুলির ব্যয় সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে। ১৯৫৮ সালের বিলে ইন্সুরেন্স কোম্পানীগুলি তহবিলের কত ব্যয় করিতে পারিবে, তাহার পরিমাণ নির্দিষ্ট করিয়া দিবার চেষ্টা হয়। ব্যয়ের পরিমাণ নির্দিষ্ট করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কেহ মতভেদ করেন নাই, তবে তাহা না হইলে পলিসি হোল্ডারদের অসুবিধার মধ্যে পড়িতে হইবে। যে ইন্সুরেন্স কোম্পানী জীবন বীমা করে, সেগুলির ক্ষেত্রে এই নীতি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। এ ক্ষেত্রে প্রদর্শিতাদির কোম্পানীগুলির দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা নিরাপদ। বেসরকারী কমিটি প্রস্তাব করেন যে, এ ক্ষেত্রে

[illegible] ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে। ইহা ছাড়া [illegible] ব্যবস্থা করিবে। [illegible] ব্যবস্থা করিবে। [illegible] ব্যবস্থা করিবে।

আসামের সঙ্গে রেল যোগাযোগ

আসামের সহিত ভারতীয় ইউনিয়নের রেল লাইনের সংযোগ স্থাপনের জন্য বিহারের অন্তর্গত কিষেণগঞ্জ হইতে সন্থপুরের উত্তরে আসামের বর্তমান রেল লাইন পর্যন্ত যে প্রায় দুইশত মাইল দীর্ঘ রেল লাইন নির্মাণ করা হইতেছিল, তাহা নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই সম্পূর্ণ হইয়াছে এবং কয়েকদিনের মধ্যেই এই লাইনে মালগাড়ী চলাচল আরম্ভ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

এই রেল লাইন নির্মাণে প্রায় চল্লিশ কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে। আসাম হইতে এই সংযোগ পাট ও চা প্রেরণ করা হইবে। এতদ্ব্যতীত আসামে মাল প্রেরণ ও আসাম হইতে মাল আনয়নের জন্য ভারতের পাকিস্তানের ইটারনেল রেলওয়ের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে।

পাকিস্তানের বস্তুনি বাণিজ্য

পাকিস্তান সরকার পাট-সিমেন্ট বাণিজ্যের অবস্থা বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন এবং কিভাবে সিমেন্টে রপ্তানি বৃদ্ধি করা যাইতে পারে তাহা চিন্তা করিতেছেন।

সরকার, পাকিস্তান মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস না করায় রপ্তানি বাণিজ্যের ক্ষতি হইতেছে। ব্যবসায়ী মহল জানাইয়াছেন যে, পাকিস্তান সরকার মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস না করায় সিমেন্টে পণ্য রপ্তানির ব্যাপারে তাহারা ভারতবর্ষ ও অন্যান্য দেশের প্রবল প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে বাধ্য হইয়াছে।

আসামে পাট চাষ বৃদ্ধির সুযোগ

ভারত সরকারের পাট গবেষণা বিভাগের ডিরেক্টর ডাঃ বি, সি, মুখু আসামের বিভিন্ন স্থানে প্রথম শেষ করিয়া সাংবাদপত্র প্রতিনিধির নিকট এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা ছাড়া কেবল পাট চাষের বিপুল সম্ভাবনা রহিয়াছে। দেশবাসীর ক্রমবর্ধমান অবস্থা এবং বাণিজ্যের পরিবেশ পাট চাষের বিশেষ অনুকূল বলিয়াই মনে হইতেছে। আসাম সরকারের কার্যালয় হইতে যোটামুটি অনুমান করা যায় যে, এই দুইটি জেলায় ৫০ লক্ষ একরেরও বেশী চাষযোগ্য পতিত জমি রহিয়াছে।

১৯৬৮ সালে আসামে ২,১৮,০০০ একর জমিতে পাটের চাষ হইয়াছিল। ১৯৬৯ সালে আরও ৫০ হাজার একর বেশী জমিতে চাষ করা হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। পাট চাষের পরিমাণ আরও বহুলাংশে বৃদ্ধি করিলেও জমির অভাব হইবে না।

পর্বতাঞ্চলে যে সকল অঞ্চলে পাটের চাষ হইতেছে, সেখানে উপযুক্ত জমিরও বিশেষ অভাব রহিয়াছে। এই সমস্যা সমাধানের মাত্র একটি উপায় রহিয়াছে—পূর্বঞ্চল হইতে যে সকল উদ্বাস্তু আসিয়াছে, তাহাদিগকে এ সকল পতিত জমি বন্দোবস্তী দিলেই সমস্যার সমাধান হইতে পারে। যেমন, পাট চাষের অভিজ্ঞতা এ সকল উদ্বাস্তুর রহিয়াছে। তাহারা তাহাদের সরকারের পাট চাষ বৃদ্ধি পরিকল্পনায় অনেকটা সাহায্য করিতে পারিবে।

তামাকে চিনির উৎপাদন বৃদ্ধি

তামাক সরকারের মুখপত্র হইতে জানা গিয়াছে যে, ১৯৬৯-৭০ সালে চিনির উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ৫৫ লক্ষ টনে বৃদ্ধি পাইবে এবং উহার ফলে বর্তমানে দেশে যে চিনির অভাব দেখা দিয়াছে তাহা বহুলাংশে দূর হইবে বলিয়া আশা করা যায়। বর্তমান বৎসরের (১৯৬৯-৭০) চিনি তৈরী আরম্ভ হইয়া গিয়াছে এবং উহা ১৯৪৮-৪৯ সালের পরিমাণ হইতে অন্ততঃ এক লক্ষ টন অধিক হইবে বলিয়া আশা করা যায়। ১৯৪৮-৪৯ সালে মোট ৪৮ লক্ষ টন চিনি উৎপন্ন হইয়াছে।

কলিকাতায় লর্ডার লিং

ভারত সরকারের কৃষি কমিশনের এ্যাডিশনাল সেক্রেটারী লর্ডার ধারুর লিং সাইমা হইতে কলিকাতায় আসিয়াছেন, পাটবাজে তিনি বিভাগের প্রধানমন্ত্রী ও কৃষি মহলে সঞ্চিত পাটের উৎপাদন বৃদ্ধি সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তিনি আশা করেন পশ্চিমবঙ্গের কৃষি মন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। এই প্রসঙ্গে পাটের উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে, এই সাক্ষাৎকারে সেই বিষয়ে আলোচনা হয়। লর্ডার ধারুর লিং কটক যাত্রা করিবেন। সেখানে উড়িষ্যা সরকারের কৃষি মন্ত্রী ও উচ্চপদস্থ কর্মচারিদের সঙ্গেও তিনি অনুরূপ আলোচনা করিবেন।

বিভিন্ন বিভাগে ব্যয় সঙ্কোচ

কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ অনুসারে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ব্যয়-সঙ্কোচের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। প্রকাশ, উন্নয়ন পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্য ভারত সরকার পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে যে ৮ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা দেওয়ার সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, তাহার সরকার তাহা হইতে ব্যয়-সঙ্কোচের ব্যবস্থা হিসাবে ৪০ লক্ষ টাকা কমাইয়া দিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন বিভাগে এই নির্দেশ দিয়াছেন যে, তাহারা যেন অত্যন্ত জরুরী পরিকল্পনার একটা তালিকা প্রস্তুত করেন এবং অন্যান্য পরিকল্পনা বর্তমানে স্থগিত রাখেন।

তামাকের জন্য বাড়তি শুল্ক

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি সচিব মিঃ হার্ভে ব্লাকম্যান বলেন যে, তামাক স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর কিনা তাহা সম্বন্ধে ১ বছর উর্ধ্বে এবং বাড়তি অঞ্চলের প্রোগ্রাম বলিয়া ঘোষণা করার উপযুক্ত নির্দেশ করিবেন।

তিনি এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, "উহার বিপরীতে যে কোনো তামাকের সহিত এইরূপ একটি লেবেল বিক্রয়ের ব্যবস্থা করার বিষয়টা বুঝি আছে"।

তামাক সরকারের বিশেষ প্রতিনিধি ডাঃ ডিক্সন মেরিট এলবুর যত অনুরোধের ফলে সরকার ঘোষণা স্থগিত এবং এজন্য আরও পূর্ণ আলোচনা আজ অবস্থায় রহিয়াছে। পরের মূল্য সম্বন্ধে ই তিন প্রকার অনুরোধ।

মিঃ ব্লাকম্যান ইহা পরিষ্কারভাবে জানাইয়াছেন যে, ইহা কোন দুর্লভ অনুরোধ নহে।

পাকিস্তান ভ্রমণের নূতন পাসপোর্ট

পাকিস্তান ভ্রমণের উদ্দেশ্যে গত ১৯৬৮ সালের মধ্য ডিসেম্বর পর ভারত হইতে বিশেষ সুবিধাযুক্ত যে "ভারতপত্র" দেওয়া হইয়াছিল, উহা ভারত সরকার প্রত্যাহার করিবেন বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

ভারত সরকার এক প্রেসনোটে বলেন যে, এই সকল সুযোগ সুবিধার অপব্যবহার হইতেছে এবং দেখিতে পাকিস্তানবাসী লোকেরা যেন পাকিস্তানে যাইবার সময়ে "প্রত্যাবর্তনের আসন্ন পাসপোর্ট" পাসপোর্ট গ্রহণ করেন।

পশ্চিমবঙ্গে সমবায় আন্দোলন

পশ্চিমবঙ্গের সমবায় ও সমবায়সচিব শ্রীযুক্ত বিমলকুমার বাইতি "পশ্চিমবঙ্গে সমবায় আন্দোলন" সম্পর্কে এক তথ্য বহুল প্রবন্ধে পল্লী অঞ্চলে ঋণ ও অন্যান্য অত্যাবশ্যক সুযোগ উৎপাদন এবং অনগ্রসর সমাজ বিভাগের কার্য সম্পাদনের বিভিন্ন সর্বাধুনিকতম সমবায় প্রতিষ্ঠি

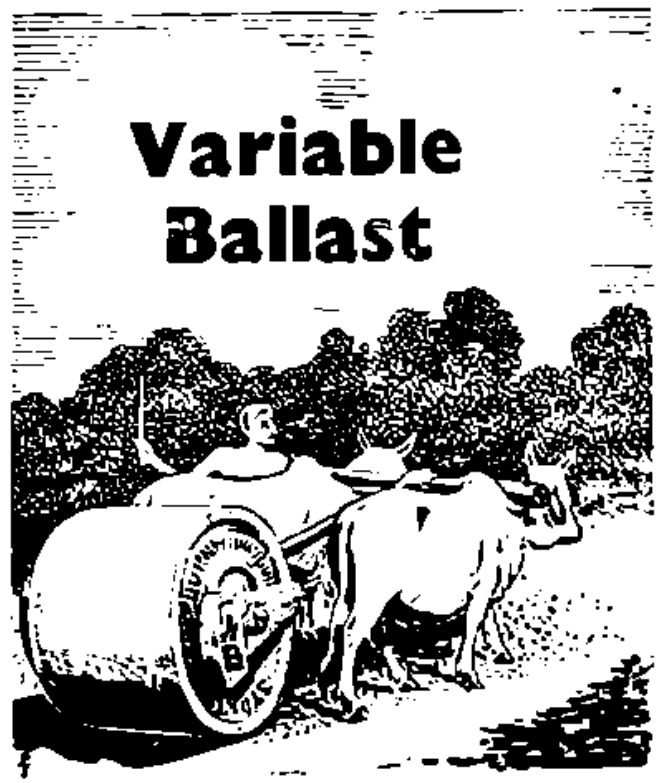

Variable Ballast

ROLLERS

Variable Ballast means, for example, that a 3 ton Roller weighs 46 cwt. empty, nearly 63 cwt. filled with water and over 78 cwt. when filled with sand.

PARTICULARS ON REQUEST

BURN & CO., LTD.

AGENCIES DEPARTMENT

12, MISSION ROW, CALCUTTA.

BRANCHES AT NEW DELHI - BOMBAY - KANPUR

বিশেষ প্রবন্ধ

সমবায় আন্দোলনের গণতান্ত্রিক কাঠামো

লেখক: কে, এ, হাউ।
[সমবায় ডিভিশন কোঅপারেটিভ ইউনিয়ন]

"সমবায় প্রচেষ্টার জন্মভূমি ব্রিটেনের সমবায় আন্দোলনের বলিষ্ঠ মেরুদণ্ডস্বরূপ সমবেশিতা ও প্রত্যেক সমিতির আত্মনিয়ন্ত্রণকে আশ্রয় করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে। লেখক এই প্রবন্ধে সমবায়মূলক গণতান্ত্রিকতার শ্রেষ্ঠতা ও কার্যকারিতা প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। এফ-এ-ও'র সঙ্গে সম্পর্কের আমলের খাদ্য ও কৃষি সচিব যে বাণী প্রেরণ করেন তাহাতেও তিনি বলেন, "সমবায়ই হইতেছে শান্তির ধারক। ইহা হইতেছে কার্যতঃ শান্তি.....যা প্রাচুর্য ও বিশ্ব অর্থনীতি সম্প্রসারণের পথ পরিচালিত করে।"

সঃ আঃ জাঃ

বিশ্বে সমবায় আন্দোলনই হইতেছে অর্থনৈতিক গণতান্ত্রিকতার প্রকৃষ্টতম নিদর্শন। এই ধরনের প্রচেষ্টার পূর্ণ সম্ভাবনা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় ক্ষেত্রেই পূর্ণমাত্রায় বর্তমান।

বর্তমানকালে যে কোন সংগঠনের পক্ষে ইহা অত্যন্তপ্রয়োজন যাহা কথা এবং কার্যতঃ ইহার সম্বন্ধেতাত্ত্বিক কারণসমূহ প্রণিধানের আবশ্যকতা রহিয়াছে। তাহাই এই প্রবন্ধে সমবায় আন্দোলনের গণতান্ত্রিক কাঠামোর তথ্যসম্বলিত বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে। অধিকন্তু সমবায় সংস্থার গণতান্ত্রিক নীতি ও সাধারণী এতদ্ব্যতীত সংস্থা যে সকল অন্য-কোন পার্থক্য বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হইয়াছে।

মূল্য সংস্থার (Retail Society) সভ্যগণ শ্রেণী-বর্ণ-নির্বিশেষে সকলেরই অংশীদার। তাহি হইতে কেবলমাত্র প্রয়োজন এবং পাইত মূল্য অংশীদারীর জন্য কয়েক শেলিং মূল্য প্রথম কিস্তি হিসাবে প্রদান করা। বাকী কিস্তিগুলি সহজেই পরিশোধ করা হয়, অনুমান সাধারণতঃ বার্ষিক হইয়া থাকে তদনুযায়ী সদস্যের প্রদেয়মিত প্রাপ্য অংশীদারীর হিসাবে জমা করা যাইতে পারে। মূলধনের জন্য একটি নির্দিষ্ট হারে সুদপ্রদানের সঙ্গে সঙ্গে অংশের উপর লভ্যাংশ বণ্টন করাই হইতেছে সমবায়ের মূলাকা বিতরণের পদ্ধতি। ইহা মূলধনের পরিমাণ সাপেক্ষ লভ্যাংশ বণ্টনের রীতি হইতে স্বতন্ত্র।

১৯৪৮ সালের সমাপ্তি কালে গ্রেট ব্রিটেনের সমবায়গুলির সভ্যসংখ্যা ছিল ১,০১,৯৭,৯৯৯ জন। ইহারা সকলেই মূল্য সংস্থার সভ্য। সমিতিগুলির আবার ভৌগলিক অবস্থান অনুযায়ী নগর, নগর, ও গ্রামের মধ্যে শ্রীবৃদ্ধি। এই সকল মূল্য সংস্থা আইনতঃ শিল্প ও প্রতিষ্ঠানের সমিতির সদৃশ্যমূলক ও লাভজনক ব্যবসা বিশিষ্ট। সংস্থা সকল ইহারা ভোগ প্রতিষ্ঠানের অনুরূপ সুযোগ-সুবিধা ও দায়িত্বের অধিকারী। মূল্য সংস্থার বিধানাবলী এমনভাবে রচিত হইয়াছে, প্রত্যেকে ইহাদের হইতে সংস্থার বিনিময় অর্থ মুক্তিলাভ করে। এতদ্ব্যতীত সংস্থাদের সম্পত্তির এক ও অবিভাজ্য রূপে রাখিবার উক্ত বিধানাবলীর অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। ব্রিটিশ আইন অনুযায়ী কোন সভ্য কোন বিশেষ সমিতির ১০০ পাউন্ড মূল্যের অধিক অংশীদারীর অধিকারী হইতে পারিবে না। ইহাতে ব্যক্তি বিশেষের অর্থের উপর নিয়ন্ত্রণের পরিমাণ বহুলাংশে বিস্তৃত করা হইয়াছে।

অংশীদারীর পরিমাণ নির্বিশেষে প্রত্যেক সভ্যেরই ভোটে সমান অধিকার রহিয়াছে। 'এক ব্যক্তির এক ভোট' নীতি শুধু পরিচালন ব্যাপারে সুবিধার অনুসরণ করা হয়। ইহা আইনতঃ অপরিবর্তনীয়। ইংলণ্ডেরকোন পুরুষের মত সমান সংখ্যক সমিতিভুক্ত হইতে পারে; বস্তুতঃ তাহা সমান সংখ্যাই সচরাচর। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত পরিচালকমণ্ডলীই সংঘের কার্যাবলী পরিচালনা করিয়া থাকেন এবং তাহাদের নির্বাচনের অধিকারিণী এবং প্রায় নির্বাচিতের হইয়া থাকেন।

সভ্য সংখ্যার অনুপাতে মূল্য ও মূল্য ১০০টী মূল্য সংস্থা এই গণতান্ত্রিক নীতিতে পরিচালিত হইয়া থাকে। সুবিধার মধ্যে সভ্যদের মূল্য সংস্থাই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। ইহার সভ্যসংখ্যা ৯,৭৯,০০০ জন। তাহাই সংস্থার সভ্যসংখ্যা ১ সংস্থের অধিক। নিম্নপ্রদত্ত তালিকা হইতে সমিতিগুলির আকার ও সভ্যসংখ্যার আনুপাতিক গড়পড়তা হিসাব মিলিবে।

(দ্বিতীয় কলমে দ্রষ্টব্য)

সভ্যসংখ্যার অনুপাতে সমিতির আকার	সমিতির সংখ্যা	সমগ্র সভ্যসংখ্যার সমিতির সভ্যসংখ্যা	মূল্যসংস্থা সংখ্যার অনুপাতে শতকরা
১০০০ ও তদূর্ধ্ব	২৯৪	১,২৯,০৫৩	১.৩১
১,০০১ হইতে ২,০০০ পর্যন্ত	১৭৪	২,৪৬,০১৮	২.৫৪
২,০০১ " ৫,০০০ "	২০০	৬,৩৭,৬১১	৬.৫৭
৫,০০১ " ১০,০০০ "	১৪১	১১,০৩,৫৭৮	১১.৩৯
১০,০০১ " ২০,০০০ "	৯৮	১৩,৫৪,০৮৭	১৩.৯১
২০,০০১ " ৫০,০০০	৭২	২২,৭০,৭৭৭	২২.৩৭
৫০,০০০ ও তদূর্ধ্ব	৩৬	৩০,২০,১৭৩	৩১.০৬

সমবায় সমিতিগুলির সভ্যসংখ্যা বিপুল আকারে বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিগত ১৯৩৯ সালে সমবায় আন্দোলনের বর্ধিষ্ণুতা পরিমাণ অনুপাতে কার্যারম্ভ হইয়াছে। অবশ্য বর্তমান ইহা অধিকতর হইয়া চলিয়াছে। বর্তমানে আন্দোলনের সুদৃঢ় আর্থিক ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে। সমস্তমূল সভ্যদের অংশীদারী মূলধন ২৪ কোটী ৫০ লক্ষ পাউন্ড মূল্য হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ৬ কোটী পাউন্ড ঋণ হিসাবে পাওয়া হইয়াছে এবং সঞ্চয় তহবিলে কোটী ২০ লক্ষ পাউন্ড মূল্য মজুত হইয়াছে।

১৯৪৮ সালে সমিতিগুলি সর্বসাকুল্যে ৫০ কোটী ২০ লক্ষ ৫ হাজার পাউন্ড মূল্যের কাজ কারবার করিয়াছে। মোট সংখ্যার জাতীয় ব্যবসায়ের

দিক হইতে ইহা প্রীত এবং সন্তুষ্টজনক। সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলি প্রয়োজনে ব্যাঙ্কব্যবস্থার সাহায্যের সিদ্ধান্ত ইহারা সমস্ত অঞ্চলগুলির এবং চা-বাগিচার জন্য যেসব ঋণ ব্যাঙ্কগুলির সমবায় করিয়াছে। ব্যাঙ্কগুলি মূলধন ব্যবহারের প্রয়োজন বিভাগগুলি সাহায্য করিয়াছে। এই সকল সংস্থার কর্মচারীর সংখ্যা হইয়াছে ২,৯১,৬৯১ জন। এই পরিসংখ্যান আমার অর্থনীতিতে বহুমান স্থানে সমবায় আন্দোলনের প্রচুর শক্তি সঞ্চারিত করিবার পক্ষে যথেষ্ট এবং সমবায়ী ব্যবস্থাকে বিশেষভাবে বিভাগ ব্যবস্থার পরিচালক করিতে। তবে সমবায় আন্দোলন একেবারেই অথবা দুই পরিচালিত ব্যবস্থা হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত নহে। সমবায় পদ্ধতি অপেক্ষা অধিকতর সমবায়ের আর কিছুই হইতে

[illegible] সমবায় [illegible] সংগঠিত করা যাইতে। সমবায়ের সমস্ত উপাদান সংগৃহীত হইলেই এই ব্যাঙ্কের [illegible] হইবে। প্রত্যেক [illegible] সংগঠিত হইবার এবং অ্যাপেক্স ব্যাঙ্কে আর প্রত্যেক অধিকার থাকিবে। প্রত্যেক বিভাগ [illegible] প্রতি সপ্তাহে অন্তত একবার মিলিত হইয়া ব্যাঙ্কের কার্য পরিচালনা করিবেন এবং ব্যাঙ্কের ও পরিচালনা সম্পর্কে আবশ্যিক সমাধানের ভার দেন। সমবায় ঋণ ব্যাঙ্কের পরিচালকমণ্ডলীর সভ্যগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমবায় আন্দোলনের প্রতি আগ্রহী হইয়া থাকে।

সমবায় ও সমাজের এই বৈপ্লবিক বিভিন্ন উপর করিয়া ত্রিবেদের প্রধানমন্ত্রীদের সমবায় আন্দোলনের বিরাট কার্যক্রম সৃষ্টি হইয়াছে। এই সমবায় আন্দোলন অবশ্য যে কোন সাম্প্রদায়িক হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। ইহা উপর হইতে নীচে [illegible] হইতে উপর দিকেই বিস্তৃতি করা থাকে। মূলত সমস্তগুলি যুক্তরাষ্ট্রীয় পদ্ধতিতে একত্রিত হইয়া দুইটি মূল প্রতিষ্ঠান সমবায়ী পাইকার সমিতি (ইংলণ্ড ও ওয়েলস) ও স্কটিশ সমবায়ী পাইকার সমিতি (স্কটল্যাণ্ড) গঠন করিয়াছে। মূলত সমস্তগুলির মূলধন হইতে এই দুইটি প্রতিষ্ঠানের অর্থ সাহায্য পাইয়া থাকে এবং মূলত সমস্তগুলি ইহাদের নিয়ন্ত্রণ করে। যেমন পাইকার সমিতির পরিচালকমণ্ডলী মূলত সমস্তগুলির দ্বারাই নির্বাচিত হয়। পাইকার সমিতি দুইটির অধীনস্থিত ৪৩ কোটি পাউণ্ড মূলধনের অধিক হইবে। ১৯৩৬ সালে ইহারা ৩৩৮ পাউণ্ড মূল্যের পাইকারী ব্যবসা করে। ইহাদের অধীনে ৩৩ হাজার দোকানী আছে। পাইকারী ব্যবসা ছাড়াও ইহারা উৎপাদনের ক্ষেত্রেও অনেক প্রসার করিয়া থাকে। এমনকী আমীর ক্ষেত্রে যায় ও বীমা ব্যবসা পরিচালনা করে।

এইরূপ মূলত আমীর প্রতিষ্ঠান গঠন ছাড়াও মূলত সমস্তগুলি দেশের, ছোট শহর ও গ্রামাঞ্চলে ইত্যাদিতে ব্যবসার উপযোগী সমবায় প্রয়োজনের ফল হইতে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের ভিত্তিতে ও পূর্বোক্ত মূলধনীর আকারের 'কেন্দ্রীয়ের' সমিতি গঠন করিয়া থাকে। পাইকার সমিতির সমবায়িক ব্যাঙ্কের অনুকরণে মূলত সমস্তগুলি মূলধন কেন্দ্রীয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়। এরূপ ক্ষেত্রে মূলত সমস্তগুলি দুইটির সমবায় আন্দোলনের ভিত্তিমূলে গঠিত হইয়া ও বিভাগের কাজ করিতেছে।

আন্দোলনের সমবায় নিজস্ব প্রসারের উদ্দেশ্যে মূলত সমস্তগুলি মিলিত হইয়া একটি কোপারেটিভ ইউনিয়নের গঠন করিয়াছে। এই প্রতিষ্ঠান ও একই সমবায় সমিতি বিশেষ। ইহার অধীনস্থ কেন্দ্রীয় কমিটি সহ বিভিন্ন কমিটির সমস্যগণ সভ্য সমস্তগুলি দ্বারা নির্বাচিত। এই সকল বিভিন্ন কমিটির মারফত কোপারেটিভ ইউনিয়ন সমবায় সাধারণ নীতি নির্ধারণ এবং আবশ্যিক অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

কোপারেটিভ ইউনিয়নভুক্ত মূলত সমস্ত ও অন্যান্য সমিতির সহযোগে এই বিরাট সমবায় পরিচালনা কার্যকরী করিতে গিয়া একই আইনে পরিচালিত হইতেছেন এবং ইহাদের ও ও ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও অধিকারসিদ্ধ। ইহাদের কোপারেটিভ ইউনিয়নের কার্যক্রমের সমালোচনা মূলীয় নীতি অবলম্বনের সহযোগ দেওয়া হইতে পারে (কার্যত ইহারা তাহা বহুলাংশে গ্রহণ করিয়া থাকে)। কিন্তু কোন মূলীয় গ্রহণে বাধ্য করা যায় না এবং থাকিতে ও পারে না। প্রত্যেক সমিতির সভ্যদের ইচ্ছানুযায়ী নীতি নির্ধারণের স্বাধীনতা রহিয়াছে এবং বহুমুখী মূলীয় নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাকেই একমাত্র কার্যকরী।

মূলত সমস্ত কোপারেটিভের সমবায় আন্দোলনটি যে সমবায় সমিতিগুলি তাহি আমার আলোচনা করিয়াছি, তাহার উপর ও দুটি ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক সেইরূপ আমীর অর্থনীতির মধ্যেই সমস্ত ইহাদের ব্যবহারে একটি সম্প্রদায়ের স্বাধীনতা রহিয়াছে। সমস্ত সমবায় সংগঠনের পরিচালনা ও উন্নয়নের জন্য সমিতিগুলি ইহার স্বাধীনতা এবং উহার ব্যবহার স্বাধীনতা এবং [illegible]

(ক্রমশঃ)

সুধার সংকলন

(৪৯৯ পাতার শেষাংশ)

তিনি বলেন যে, মূলধন সম্পর্কে কোন নিশ্চিন্ত না হইলে পণ্য সমস্যার সমাধান কোন দিকেই সন্তোষজনকভাবে হইতে পারে না।

সিলেটের প্রতিনিধি মিঃ জর্জ কোরিয়া বলেন, শিল্পের সমবায়ের লোকদের পক্ষে আমরা এমন একটি ঋণ যোজনা পরিকল্পনা চাই যাহার ফলে পৃথিবীর দুষ্প্রাপ্যের অবস্থানের উদ্দেশ্যে উদ্বৃত্ত মাল চলাচলের সুবিধা হইতে পারে।

উদ্বৃত্ত মাল চলাচলের একটা মাত্রার উপায় যদি আমরা উদ্ভাবন করিতে না পারি, তাহা হইলে এই সম্মেলনের ব্যর্থতা সুস্পষ্টভাবে প্রতিপন্ন হইবে। শুধু অর্থনীতির দিক হইতেই এই সমস্যাটি দেখিলে চলিবে না। মূলত মিলিয়ন সমস্যা হইবে না এই ভয়ে আমরা যেন নিরাশ না হই। একটি পুথি ক্রমশ একটি মূল্য ক্রমশ পরিবর্তন না হয় তাহাই কি আমরা বেশী ভীতিগ্রস্ত নহি?

মিসিসিপি যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি সচিব মিঃ হার্লন ব্রাডলির পুনরায় যে কোন আন্তর্জাতিক চুক্তিরই বিরোধিতা করিয়া বলেন যে, ইহার ফলে যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত রাষ্ট্রসমূহের উৎপাদিতে যে মূল্য হ্রাস হইতে মিলিয়নযোগ্য নহে তাহা করিয়া যাইবার আশঙ্কা ঘটিবে।

তিনি বলেন যে একটি শুধু পরামর্শদাতা আন্তর্জাতিক কমিটিই উদ্বৃত্ত সমস্যা সমাধানের সঠিক উপায়।

তিনি আরও বলেন, "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আমাদের যে পরিমাণ উদ্বৃত্ত পণ্য আছে অথবা থাকিতে পারে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে তাহা পৃথিবীর লোকের মুনাফার পূরণ সাধনের পক্ষে খুবই অপর্যাপ্ত।"

শ্রীআবতী প্রেস ১৩৩, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীকালাচাঁদ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত, প্রকাশিত ও আর্থিক জগৎ লিঃ এর পক্ষে এবং কমার্শিয়াল বিল্ডিংস, ১৩৩২ বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা—১ হইতে প্রকাশিত। মুদ্রণকার :—শ্রীবিশ্বরঞ্জন মল্লিক।

আর্থিক ভারত

ARTHIK BHARAT

অর্থনৈতিক সাপ্তাহিক

১৯ বর্ষ ৩০ সংখ্যা] কলিকাতা, বুধবার ১৫ ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯০ মূল্য ৭

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	১৯১
কাশ্মীর কমিশনের রিপোর্ট	
প্রাসঙ্গিক	
কুচবিহারের বন্ধ চুক্তি	
চিনিকল সমিতির সাফাই	
ইস্পাত বাজারের ক্রমাবনতি	
আসাম-ভারত রেলপথ	
পরীক্ষা গাড়ির দাবী	
পণ্যাগ্রবোধ বাজার	
চাষের আশাব্যঞ্জক রিপোর্ট	
সংবাদ সংকলন	
সাধারণ বাজেট ও রেলওয়ে বাজেট	
বিশেষ প্রবন্ধ	
সমবায় আন্দোলনের সমস্যাবলি, কর্তব্য	
শেয়ার বাজার	
বোম্বাই কেন্দ্রে প্রবল বেচাকেনা	

কাশ্মীর কমিশনের রিপোর্ট

জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত কাশ্মীর কমিশন গণভোট গ্রহণের তিথি স্থির করার উদ্দেশ্যে প্রস্তাবটি কার্যকরী করিবার জন্য প্রায় বর্ষব্যাপী চেষ্টা করিবার পর তাঁহাদের ব্যর্থতা জানাইয়া রিপোর্ট পেশ করেন। ইহা বিবেচনা করিবার পর নরওয়ের পক্ষ হইতে উত্থাপিত প্রস্তাবানুযায়ী গত শনিবার নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশনে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে যে, পরিষদের প্রেসিডেন্ট জেনারেল এন্‌ ম্যাকনটন কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের উপযুক্ত পন্থা সম্বন্ধে সন্তোষজনক উপায় নির্ধারণকল্পে ভারত ও পাকিস্তানের সহিত বেসরকারী ভাবে আলোচনা করিবেন। আমরা জেনারেল ম্যাকনটনের প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হউক ইহাই আন্তরিক ভাবে কামনা করিতেছি। কিন্তু পাকিস্তানী মনোবৃত্তি যে কোনও সাধু প্রয়াস বানচাল করিয়া দিতে পারে, এই কথাটি সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। একজন পাকিস্তানী মন্ত্রী কিছুদিন পূর্বে ঘোষণা করেন যে, কিসা যুদ্ধে তাঁহারা কাশ্মীরের সূচ্যগ্র ভূমিও ছাড়িয়া দিবেন না। এই ধরণের মনোভাব বিশ্লেষণ আলোচনার অনুকূল নহে।

পরিষদের অধিবেশনে কাশ্মীর কমিশনের সভাপতি উহাতে বলেন যে, ভারত ও পাকিস্তানের কর্তৃপক্ষ যুদ্ধ বিরতির আদেশ যাহাতে ভঙ্গ না হয় তজ্জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। অদ্যাবধি কোনও সঠিক সীমারেখার অস্তিত্ব সম্ভব হয় নাই। করাচীতে অনুষ্ঠিত সামরিক সম্মেলনে একটি কাল্পনিকরেখাই সীমারেখা চিহ্নিত হয় মাত্র। আমরা স্বীকার করি যে কমিশনের প্রচেষ্টায় ১৯৪৯ সালের ১লা জানুয়ারী অস্ত্র সংবরণ সম্ভব হয় এবং জুলাই মাসে করাচী চুক্তিতে স্থির হয় যে কোন্ পক্ষের সৈন্যদল কোথায় থাকিবে। কাশ্মীর সমস্যার সমাধানকল্পে এই অগ্রগতি সংসাধক হইলেও, ইহাই কমিশনের মূল সাফল্য। এবং ইহার জন্য কমিশন প্রশংসার দাবী করিতে পারেন। কিন্তু চূড়ান্ত মিমাংসার উদ্দেশ্যে যেরূপ সবল মনের পরিচয় দেওয়া উচিত ছিল, তাহা কমিশনের নিকট হইতে পাওয়া যায় নাই এবং তাঁহারা পাকিস্তানকে তাবেদীতির পথে অনেকখানি সম্পূর্ণ অকৃতকার্য হইয়াছেন। ইহা কেবল কমিশনের পরাজয় নহে ইহা সম্মিলিত জাতিসংঘের ব্যর্থতা, ইহা শিষ্টাচারের আদর্শ হইতে বিচ্যুতি।

কমিশন তাঁহাদের রিপোর্টে বলিয়াছেন যে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে অতঃ অবস্থা সৃষ্টির দুইটি কারণ দেখা দিয়াছে (১) আজাদ কাশ্মীর বাহিনীর তৎপরতা; (২) ভারতীয় ও পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর দুইজন অফিসারের এবং (৩) পাকিস্তানের সীমান্তে উত্তর কাশ্মীরের জনবিরল পার্বত্য এলাকায় শান্তিরক্ষা ব্যবস্থা। অন্যান্য ক্ষেত্রেও উভয় ডোমিনিয়নের মধ্যে মতবিরোধ ও তিক্ততা বর্তমান রহিয়াছে। তাহার প্রতিকূল প্রতিক্রিয়ার কথাও কমিশন উল্লেখ করিয়াছেন। কাশ্মীর সমস্যা সম্পর্কে দুই ডোমিনিয়নের যে বিপরীত দুইটি মত প্রকাশ করিয়াছে, কমিশন সেগুলির মধ্যে তুলনা করিয়াছেন। তুলনার ফলে যে, কমিশন বিচার পূর্বক এই বিষয়ে নিজস্ব কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। সেইজন্য বিরোধের মকদ্দমা আপস করিয়া মিটাইয়া ফেলার জন্য তিনি সুপারিশ করিয়াছেন। উপমহাদেশে যেহেতু যে কারণে কমিশন করিয়াছে তাহার উল্লেখ সত্ত্বেও যেহেতু যে সকল কারণে সৃষ্টি হইয়াছে সেগুলির কোনটির উল্লেখ এই কমিশনের সম্মুখে উপমহাদেশে করিতে হয় নাই। সেজন্য কমিশনের কার্যকলাপ সম্পর্কে কোন মন্তব্য করিতে হয়। কমিশনের সম্মুখে পাকিস্তান সরকার যে বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন তাহাতে এই অবস্থার আক্রমণের সমর্থনে অনেক যুক্তি-তর্ক বিস্তার করা হইয়াছে। সরকারের তরফের কথা কমিশন আজাদ কাশ্মীর বাহিনী সম্পর্কে যে তথ্যসংগ্রহ করিয়াছেন তাহা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কমিশন তাঁহাদের রিপোর্টে বলিয়াছেন যে, আজাদ কাশ্মীর বাহিনী স্থানীয় লোকজন লইয়া গঠিত, পাকিস্তানের এই উক্তি সত্য নহে। কমিশনের মতে আজাদী বাহিনীর বহু অফিসার পাকিস্তান সৈন্যবাহিনীর লোক। পাকিস্তান সরকারী বাহিনীর সৈন্যদলও আজাদ কাশ্মীর অঞ্চলে রহিয়াছে এবং তাহারা স্থানীয় বাহিনীর সহিত মিলিত সংযোগ রক্ষা করিয়া সংগ্রাম চালাইতেছে। ইহা সত্য যে, পাকিস্তান সরকার অনুষ্ঠানিকভাবে আজাদ কাশ্মীর সরকারকে স্বীকার করিয়া লন নাই। কিন্তু আসলে পাকিস্তান ও আজাদ কাশ্মীর এই দুই সরকারের একাত্মতা রহিয়াছে। কমিশন অনুসন্ধানে জানিতে পারেন যে, আজাদ কাশ্মীর বাহিনীতে মুসলিম ৩২ ব্যাটালিয়ন সৈন্য আছে এবং তাহার পশ্চিমাঞ্চলের একটি বিরাট অঞ্চলে তাঁহাদের অধীনে।

কাশ্মীর কমিশনের রিপোর্ট প্রদত্ত বিবরণীতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, আজাদ কাশ্মীর বাহিনী নিয়ন্ত্রীকরণ একটি মূল প্রশ্নরূপে উপস্থাপিত করিয়া ভারত সরকার সঙ্গত কার্য করিয়াছেন। এই বাহিনী অপসারিত না হইলে ভারতীয় সৈন্যের অপসারণের প্রশ্ন উঠে না। কাশ্মীর সমস্যার বিচারে রাজার হস্যাবিদকে মুসলিম সরকারের মর্যাদা দিলে চলিবে না। ভারতকে আক্রমণকারী পাকিস্তানের সমকক্ষে অবনমিত করিলে ফল পাওয়া যাইবে না। জেনারেল ম্যাকনটনের উপর গুরু দায়িত্ব ন্যস্ত হইয়াছে। যদি তিনি বাস্তবিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া সমস্যার সমাধানে প্রবৃত্ত হন, তবেই তাঁহার নামকরণ সার্থক হইবে এবং তিনি বিশ্বশান্তিকামী প্রত্যেক ব্যক্তির কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইবেন।

প্রাসঙ্গিক

কুচবিহারের রক্তমুক্তি

ভারত সরকার কুচবিহারের পরিচালন প্রবেশের অনুমতি করিয়া বিশেষ প্রদান করিয়াছেন। আগামী ১লা জানুয়ারী আনুষ্ঠানিক ভাবে পরিচালন সরকার কুচবিহারের শাসন গ্রহণ করিবেন। এই সংবাদে আমরা অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি এবং সর্বান্তঃকরণে আনন্দিত হইতে পারিতেছি। বিগত ১৯১৩ সেপ্টেম্বর কুচবিহার রাজ্য কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের অধীনে যায়। তিনবার সময়ের মধ্যেই যে কোর্ট সরকার পরিচালনের রাষ্ট্রীয় যোগ্যতা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, ইহা বিশেষ প্রশংসনীয়। এই [illegible] কুচবিহার সরকার বিশেষ কুচবিহারের [illegible] ও উহার সাধারণ, সামন্তরাজ্যের সমস্ত কুচ [illegible] করিয়া [illegible] আমাদের প্রাদেশিক কাউন্সিল [illegible] করিয়া [illegible] [illegible] [illegible]

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন চৌধুরী ভারতে নিযুক্ত ফরাসী দূতের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ফরাসী ভারতের সমস্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তিনি বলেন যে সরকার চন্দননগরের অধিবাসীদের সহিত সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াই ক্ষান্ত হইবেন না, তাহাকে তিনি উপযুক্ত সাহায্য দানের ব্যবস্থা করিতেও আগ্রহান্বিত। তদুত্তরে তিনি জানান যে ফরাসী সরকার চন্দননগরের [illegible] করিতে সম্মত হইয়াছেন। [illegible] এবং [illegible] সরকার হইতে এই ব্যাপারে [illegible] করা হইয়াছে।

[illegible] সম্প্রতি কলিকাতায় ফরাসী সরকারের মন্ত্রণাসচিব শ্রীযুক্ত [illegible] সহিত শ্রীযুক্ত চৌধুরী সাক্ষাৎ করিয়াছেন। [illegible] তিনি [illegible] সম্বন্ধে [illegible] করিয়াছেন। [illegible] সম্বন্ধে [illegible] করিয়াছেন। [illegible] সম্বন্ধে [illegible] করিয়াছেন। [illegible] সম্বন্ধে [illegible] করিয়াছেন। [illegible] সম্বন্ধে [illegible] করিয়াছেন। [illegible] সম্বন্ধে [illegible] করিয়াছেন। [illegible] সম্বন্ধে [illegible] করিয়াছেন। [illegible] সম্বন্ধে [illegible] করিয়াছেন। [illegible] সম্বন্ধে [illegible] করিয়াছেন। [illegible] সম্বন্ধে [illegible] করিয়াছেন।

[illegible] চন্দননগরের [illegible] সম্বন্ধে [illegible] সম্বন্ধে [illegible] সম্বন্ধে

পণ্যমূল্যের বাজার

চায়ের আশ্বাসজনক রপ্তানি

উহা পূর্বই আমরা বলা যে, মূল্যবৃদ্ধি হ্রাসের ফলে যুক্তরাষ্ট্রে আমাদের রপ্তানি বাণিজ্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়ীরা সত্ত্বর অপেক্ষা এই বৎসরে অধিক পরিমাণে ভারতীয় চা ক্রয় করিতেছেন। আরও বলিতে যে, যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৪৮ সালের ভারতীয় চা অপেক্ষা সিংহলের চায়ের অধিক চাহিদা ছিল এবং ভারতীয় চায়ের উচ্চমূল্য ও নিম্নমানতা সম্পর্কে অভিযোগ উত্থিত হইয়াছিল। তবে দেখা যাইতেছে, অধিকাংশ ক্রেতাগণই যেসকলের সহিত ব্যবসায়িক যোগাযোগ করা যায় ও যুক্তরাষ্ট্রের বাজারের দূরত্ব যদি সহজে আনা যায়, তাহার আরতীয় চা নিম্ন চায়ের উৎপন্ন হইতে অধিক হইয়াছেন এবং চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছেন। ইহা আরো বলা যায় যে, মূল্যবৃদ্ধি হ্রাসের ফলে ভারত সিংহল অপেক্ষা বিশেষ সুবিধা আদায় করিয়া লইতে পারিবে। যেহেতু সিংহলের উৎপাদন খরচের অনুপাতে তাহার মূল্যবৃদ্ধি সমধিকভাবে হ্রাস করিয়াছে। কাজেই চায়ের উৎপন্ন দ্রব্যের ও মূল্য নির্ধারণের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা না হইলে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়ীমহলে ভবিষ্যতের বিষয়ে আশাই করা যাইবে না। রপ্তানি বাণিজ্যের দিক হইতে চায়ের ক্রয় সুবিধাজনকই গণিত হইয়া থাকে। বৈদেশিক লেনদেনে পাউ ও পাউন্ডের রপ্তানির পরেই চায়ের স্থান। অবিভক্ত ভারতে যাহা মূলধন ১২৫ কোটি টাকার পরিমাণের সমতা রহে।

১৯৪৯-৫০ সালের প্রথম পাঁচ মাসে রপ্তানি হত চায়ের মূল্য দাঁড়াইয়াছে ৭৯.১২ কোটি টাকা। পক্ষান্তরে ১৯৪৮-৪৯ সালে ও ১৯৪৭-৪৮ সালে উহা যথাক্রমে ১৮.৫২ কোটি টাকা ও ২০.১৮ কোটি টাকা ছিল। সেই অঙ্কগুলিতে পাউন্ডের দ্রব্যের মূল্য হইতেছে যথাক্রমে ৫০.১২ কোটি টাকা, ৮০.১৯ কোটি টাকা ও ৪৪.০৬ কোটি টাকা। ১৯৪৯ সালের মার্চ-এ সমাপ্ত বার মাসে মোট রপ্তানিকৃত চায়ের মূল্য দাঁড়াইয়াছে ৭৭.৩৯ কোটি টাকা। পূর্ববর্তী দুই বৎসরে ১৯৪৭-৪৮ ও ১৯৪৬-৪৭ সালে তাহা ছিল যথাক্রমে ৪৩.৯০ কোটি টাকা ও ৩৪,৫৩ কোটি টাকা।

কেন্দ্রীয় টী বোর্ড এ বিষয়ে যে খুব সজাগ তাহা বোর্ডের সভ্য সভাপতির সভা হইতে বোধগম্য হয়। বোর্ডও প্রস্তাব করিয়াছে যে যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় চায়ের সম্পর্কে কোনোরূপ প্রচার করিতে হইবে। চায়ের উৎপন্ন বর্ধিত হেতু যাহাতে কোন অর্থ ওই উৎপন্নটি ব্যবহৃত হইবে। তাহা ভিন্নতে, যুক্তরাষ্ট্রের চা এসোসিয়েশন ইংল্যে কমিটি করিয়া চায়ের উৎপন্ন সাহে সাত লক্ষ টনাধের একটি তহবিল গঠনের সম্ভাব করিয়াছেন। আমদানিকৃত প্রতি পাউন্ড চা পিছু ১ সেন্ট আদায় করিয়া উক্ত তহবিল গঠিত হইবে। আনুষঙ্গিক চা বাজার সম্প্রসারণ যে কী করিয়া এই উদ্দেশ্যে যথাযথ অর্থ দ্বারা উহা অতিরিক্ত সংগৃহীত হইবে। আশা করা যাইতেছে, অধিক উচ্চমূল্য হেতু চায়ের প্রচলন ও ব্যবহার বৃদ্ধি পাইবে।

টী বোর্ডের উক্ত সভায় এই সিদ্ধান্তও গৃহীত হইয়াছে যে আন্তর্জাতিক চা সিন্ডিকেট পরিচালনার কার্যকাল আরও ৫ বৎসর বর্ধিত করা হইবে। ভারতীয় চায়ের রপ্তানি পরিমাণ ৪৪ কোটি ৯০ লক্ষ পাউন্ড ধার্য হইয়াছে। ১৯৪৮ সালে উহা ছিল ৪০ কোটি ৪০ পাউন্ড। বিটিশ বাজারসমূহের সঙ্গে চা সরবরাহের যে চুক্তি ছিল এ মাসের শেষে উহার মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবে। তবে নূতন চুক্তির সর্তাদি আলোচিত হইতেছে জানা যায়। বিটিশ বাজারসমূহ পূর্বেকার মত চা ক্রয় করিবে, কিন্তু সর্তাদি সম্পর্কে চুক্তির সিদ্ধান্ত এখনও গৃহীত হয় নাই। সিংহল উৎপাদন হ্রাস বৃদ্ধির ফল চায়ের উচ্চমূল্য দাবী করিয়াছে। মনে হইতেছে, ভারতও সিংহলের ন্যায় এই কারণে উচ্চমূল্য দাবী করিবে।

চিনি

চিনির বাজার এই পর্যন্ত সম্পূর্ণই অপরিবর্তিত রহিয়াছে। বহু ফলে ইক্ষু মাড়াই শুরু হওয়া সত্ত্বেও সরবরাহে কোনরূপ উন্নতি ঘটে নাই। স্পষ্টতঃই, নূতন চিনি জানুয়ারী মাসের মধ্য ভাগের বাজারে পৌঁছিবে। ভারতের ১৩৩টি চিনির কলের মধ্যে ৭৭টি কলে কাজ আরম্ভ হইয়াছে। ১৯৪৮ সালের এই সময়ে মাত্র ৫৬টি কল চালু ছিল। আশা করা যাইতেছে, এই বৎসর এক লক্ষ টন অতিরিক্ত চিনি উৎপাদিত হইবে। তবে ব্যবসায়ী মহল সেই আশা পোষণ করেন না। কারণ হিসাবে বলা হইয়া থাকে, প্রচুর পরিমাণ ইক্ষু ভক্ষ উৎপাদনে ব্যবহৃত হইয়াছে আশাতীত সরবরাহের বিষয়টি মূলতঃ বহু অপরিপক্কিত রহিয়াছে এবং চোরা-বাজারে উচ্চমূল্য বর্তমান রহিয়াছে।

জানা গিয়াছে, কেন্দ্রীয় সরকার পরিষদের অনুমোদনী ক্রমে ১০,০০০ টন চিনি ক্রয় করিয়াছেন। এই ক্রয় হইতে প্রায় ৫০০ টন বাজারের উচ্চমূল্য হার প্রতি ৭০৲ টাকা আছে। মুক্তিবাদ, আসবলা ও চক্রমাধবের জন্য প্রেরিত হইবে। বাকী চিনি পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় বন্টিত হইবে। এই ব্যবস্থার ফলে মফঃস্বলে চিনির দাম পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। কলিকাতা ও শিল্পাঞ্চলে ১৯৪৮ সালের জানুয়ারী মাসের চা সপ্তাহে যেসব কার্ড শিল্প প্রাথমিক পরিমাণ হইতে ছাঁটাই করা হইবে।

গুড়

এই পণ্যের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইতেছে, ঘাটতি অঞ্চলগুলিতেও প্রচুর সরবরাহ সম্ভাবনায় এবং সময়ে অঞ্চলে গুড়ের মূল্য হ্রাস পাইয়াছে। তথাপি কানপুরের বাজারে গুড়ের মূল্য ১.৮ হইতে ২৲ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই সময় কানপুরের বাজারে ৩ লক্ষ টন গুড় আমদানি হইয়াছে। ইহাতে এই মূল্য বৃদ্ধির কারণ হইতেছে, বরফকটি বেশ অঞ্চলে ৪.৩ সপ্তাহ পরে আবার গুড় চলাচলের ব্যবস্থা হইয়াছে এবং চালানও মোটামুটি ভালই হইতেছে। বিহার সরকার গুড় রপ্তানি সম্পর্কে কয়েকটি সপ্তাহীন নিষেধাজ্ঞা জারী করিয়াছেন।

খাদ্যশস্য

আলোচ্য সপ্তাহে খাদ্যশস্যের দরে তেমন পরিবর্তন ঘটে নাই। খোলা বাজারে মোটা চাউলের দর কিছু নামিয়াছে। কয়েকটি প্রদেশে

নিয়মাবলী

○ "আর্থিক ভারত" প্রতি বুধবার কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়।

● মূল্য প্রতি সংখ্যা চারি আনা

○ ভারত ও সিংহলের সর্বত্র সডাক বার্ষিক মূল্য দশ টাকা।

● ষাণ্মাসিক মূল্য পাঁচ টাকা।

বিজ্ঞাপনের হার ও বিজ্ঞাপনীর জন্য "কর্মকর্তা, বিজ্ঞাপন বিভাগ"

এবং

এজেন্সির জন্য "কর্মকর্তা, প্রচার বিভাগ"

"আর্থিক ভারত" এবং কমার্সবিলাস

বিল্ডিংস, ২৩, নেতাজী সুভাষ রোড

কলিকাতা

এই ঠিকানায় পত্রালাপ করিতে হইবে।

Variable Ballast

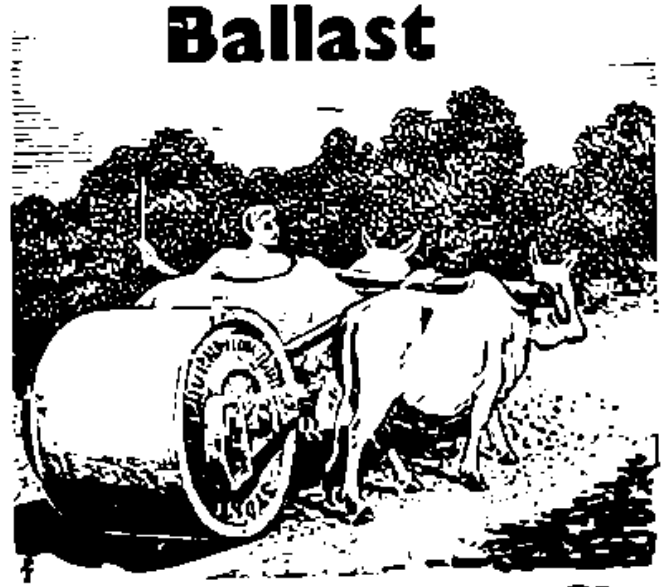

ROLLERS

Variable Ballast means, for example, that a 3 ton Roller weighs 46 cwt. empty, nearly 61 cwt. filled with water and over 70 cwt. when filled with sand.

PARTICULARS ON REQUEST

BURN & CO., LTD.

AGENCIES DEPARTMENT

12, MISSION ROW, CALCUTTA.

BRANCHES AT - NEW DELHI - BOMBAY - KANPUR

সংবাদ সংকলন

পাক-ভারত বাণিজ্য

গত ১৭ই ডিসেম্বর ভারতীয় পার্লামেন্টে প্রশ্নোত্তর প্রসঙ্গে বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, যে কোন যুক্তিসঙ্গত ভিত্তিতে পাকিস্তানের সহিত বাণিজ্য বাড়াইবার জন্য ভারত সরকার আলাপ-আলোচনা চালাইতেছেন। বস্তুতপক্ষে গতবারে উভয় কোমিশনের মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্কিত কোন চুক্তি বলবৎ নাই।

বাণিজ্যমন্ত্রীর আরও বলেন, ভারতবর্ষ পূর্বতন বাণিজ্য চুক্তি অনুসারে পাকিস্তানকে এখনও কলা সরবরাহ করিতেছে। পাকিস্তান সরকার ভারতবর্ষ হইতে বহু আমদানীর উপর বিধিনিষেধ আরোপ করিয়াছেন। টাকার মূল্য হ্রাসের পর হইতে উভয় দেশের মধ্যে আমদানী-রপ্তানীর অঙ্ক অবশ্য কমিয়া গিয়াছে। মূল্যহ্রাস পূর্বে ভারতীয় রপ্তানিকারী অগ্রিম মূল্য দিয়া যে সব পণ্য ক্রয় করেন, তাহার আমদানী বাবদ টাকা বিনিময় ব্যবস্থা এবং পাকিস্তানী মুদ্রা সংগ্রহ করিয়া আরও কিছু কিছু আমদানী বাণিজ্য চলিতেছে।

বর্তমান হুকুম দিয়ে—ভারতীয় রপ্তানিকারক বর্তমান প্রচলিত কোন পথা পাকিস্তান সরকার ছাড়েন নাই, এইরূপ হইয়াছে কি?

বাণিজ্য সচিব—ভারতে আমদানীর জন্য রপ্তানিকারক বর্তমান প্রচলিত কোন কোন পথা, বিশেষতঃ তাঁহারা পাই পাকিস্তান সরকার আটক করিয়াছেন বলিয়া অভিযোগ আসিয়াছে।

ইহার প্রতিকারের জন্য ভারত সরকার আলাপ-আলোচনা চালাইতেছেন বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন। ভারত-পাকিস্তান মুদ্রা বিনিময়ের হার সম্পর্কে এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, কোন কোন ক্ষেত্রে পাকিস্তানী মুদ্রা ভারতীয় মুদ্রা অপেক্ষা কম মূল্যে চালান হইতেছে।

আগরতলা-ভারত রেল সংযোগ

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অর্থমন্ত্রীদের সহিত সংযোগ সাধন করিয়া একদল লোক যেলাপিত রাইল লাইন বা মুক্তন রেলপথ (মিটার গেজ) নির্মিত হইয়াছে, তাহাতে অদ্য (শুক্রবার) সর্বপ্রথম ট্রেন চলাচল আরম্ভ হইবে। এই রেলপথটি দ্বারায় ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সহিত মিলিত হইয়াছে। প্রথম দিন শুধু মাল গাড়ী চলিবে এবং যাত্রিবাহী ট্রেন পরিষদটি পরীক্ষা যাইবে। এ পর্যন্ত কেবলমাত্র মেলাতে ট্রেন চলাচলই সীমাবদ্ধ থাকিত। তবে এখন সেতের মধ্যে আন্তর্জাতিক ভারতীয় সরকার যে-সকল ঐতিহাসিক নিয়মে সমস্ত লাইনে যাত্রিবাহী ট্রেনের চলাচল শুরু হইবে। ইই বৎসর সময়ে ১৯৬৮ সালের এপ্রিলের মধ্যে লাইন নির্মাণ শেষ করা যাইবে না বলিয়া মনে হইয়াছিল। কিন্তু বর্ষা ও অন্যান্য প্রতিবন্ধক সত্ত্বেও নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই লাইন নির্মাণ শেষ করা হইয়াছে। ইহাতে ৮ কোটি ৮৯ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে বলিয়া হিসাব করা হইয়াছে।

ভারতে মার্কিন মূলধন নিয়োগ

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ প্রেসিডেন্ট নিক্সনের উৎসাহ অত্যন্ত প্রেসিডেন্ট টুমানের যে চার-দফা কার্যসূচী গ্রহণ করিয়াছেন, গত ১৩ই ডিসেম্বর সরকারী মার্কিন বাণিজ্য দপ্তর হইতে তাহা ঘোষণা এক সাংবাদিক বৈঠকে তাঁহার ব্যবস্থা করিয়া করেন। তিনি বলেন, মার্কিন কারখানার বিভিন্ন কমিটি এ-সম্পর্কে আরও প্রসারের কথা চিন্তা করিতেছেন। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উন্নতির জন্য চার কোটি ডলার বায়ের সম্ভাব্য করা হইয়াছে। ভারতবর্ষকে কারিগরী সাহায্য দানকল্পে সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম রপ্তানির ব্যবস্থা করিয়াছে। আইন প্রণয়ন করিয়া মার্কিন সরকারের সহিত এ-সম্পর্কে আলোচনা আরম্ভ হইবে।

ভারতবর্ষের জন্য কি পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হইবে, তিনি তাহা জানান করেন নাই। তিনি বলেন, কৃষি, খাদ্য, শিল্প ও বিজ্ঞান ব্যাপারে ভারতের যে সকল পরিকল্পনা রহিয়াছে, উহাতে আমেরিকার বিশেষজ্ঞরা বিশেষভাবেই সাহায্য করিতে পারিবে বলিয়া আমরা আশা করি। আন্তর্জাতিক ব্যবসাক্ষেত্রে ভারতবর্ষ সম্প্রতি যে ঋণ পাইয়াছে, উহাতে আমরা অত্যন্ত খুশী হইয়াছি।

মিঃ মার্কী আরও বলেন, অতিরিক্ত রেলওয়ে সম্প্রতি আমেরিকা ক্রয় করিয়া আনিয়াছেন। অধিকন্তু ভারত-মার্কিন সম্পর্কের দিক হইতে উহা অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। ভারতবর্ষ যে মুদ্রা-ভাণ্ডার একটি বৈদেশিক ঋণ মার্কিন ব্যবসায়ের জন্যই তাহা উপলব্ধি করিয়াছেন। [illegible] এই উপলব্ধি করিয়া [illegible] স্পষ্ট আমেরিকার অবদানসমূহের এই যে আশ্বাস, তাহা অর্থনৈতিক কার্যাবলীর উপরেও প্রভাব বিস্তার করিবে। বিদেশস্থ পরিষদ ও আন্তর্জাতিক আইন কমিশনে যাহাতে ভারতবর্ষ সমস্যাদি লাভ করিতে পারে তজ্জন্য আমেরিকা ভারতবর্ষকে সমর্থন করিয়াছেন।

ভারতবর্ষ সম্পর্কে আমেরিকানদের ভয়-ভাবনার আশ্বাসের প্রধান কারণ এই যে, ১৯৬৯ সালের প্রথম দশ মাসে প্রায় দুইহাজার মার্কিন নাগরিকের ভারত ভ্রমণের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। সংবাদের পক্ষে আর একটি আশ্বাসের কারণ এই যে, বর্তমানে ১৯ লক্ষ হইতে ২ লাখের ভারতীয় ছাত্র আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিতেছে। আমাদের আর্থিক ও উন্নয়ন সম্পর্কে ভারতীয়রা আশাতীত সফল হইবে আমরা করি।

[illegible] আমেরিকার মূলধন নিয়োগ সম্পর্কিত কয়েকটি প্রশ্নের জবাব দেন। তিনি বলেন, সরকার বেসরকারী আমেরিকান মূলধন [illegible] উৎসাহিত করার জন্য কাজ করিতেছেন সত্য। কিন্তু মূলধন নিয়োগের ব্যাপারে সরকারী কোন নির্দেশ দেওয়া সম্ভব নয়। ইহা সম্পূর্ণ বেসরকারী সম্পর্ক অবশ্য, মূলধন নিয়োগের অনুকূল অবস্থা সৃষ্টির কাজে সরকার সাহায্য করিতে পারেন।

পূর্বাঞ্চল বঞ্চনার অভিযোগ অবশ্যই বিশেষ মূলধন আমেরিকার হেডকোয়ার্টার প্রতি আমেরিকানদের আকৃষ্ট করিতে পারে না। যাহা বিদ্যুতের অভাবে মূলধন খাটাইবার পূর্বেই আমেরিকা এ বিষয়ে সুনিশ্চিত হইতেই চাহিতেছে।

অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও যদি মূলধন না আসে, তবে সরকারের হাত তখন মধুর বা অন্য কোন উপায়ে সাহায্যদানের কথা চিন্তা করিতে পারেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক অবস্থা এমন নয় যে, যাহা হইবার তাহাকিছুকে বিশেষে মূলধন খাটাইতে হইবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক বাণিজ্য উহার মোট উৎপাদনের কুলনায় কম নহে। তাই যুক্তরাষ্ট্রই মূলধনের বিশেষ চাহিদা করিয়াছে। ইহাদেশের অনেকেই মে আর নূতন মূলধন নিয়োগের কোনই সম্ভাবনা নাই এবং যাহা হইবার তাহাকিছুকে বিশেষে মূলধন নিয়োগ করিতে হইবে।

একেবারে
নূতন
ডানলপ
আর.এইচ.এস.
ট্রাক ও বাস
টায়ার
অনেক
বেশী মাইল চলে
পুরু ট্রেড
শিরতোলা সাইডওঅলস্
অনেক বেশি ভারবাহী
লেটেক্সে ভেজানো সুতো
দীর্ঘস্থায়ী প্যাটার্ন

১১হাজার ফুটের বেশী ছায়া-ছবি নিষিদ্ধ

ভারত সরকারের তথ্য ও বেতার দপ্তর শ্রী আর আর দিবাকর সাংবাদিকদের ঘোষণা করেন যে, প্রদর্শনের জন্য নির্দিষ্ট কোন ছায়াচিত্রের দৈর্ঘ্য ১১,০০০ ফুটের বেশী ও ট্রেলারের দৈর্ঘ্য ৪০০ ফুটের বেশী হইতে পারিবে না বলিয়া আজ পার্লামেন্টে এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। প্রাদেশিক সরকারসমূহকে ইতিমধ্যেই এই আদেশ কার্যকরী করিতে বলা হইয়াছে।

ছবি নির্মাতারা যাহাতে অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণে ফিল্ম হইতে কাজ নিতে পারেন এবং ছবি নির্মাণ করিতে যাহাতে কম অর্থ ব্যয় হয় ও ছবির ভার হালকা হয় উদ্দেশ্যেই এই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে।

ডিজি নরসিংহ আলোচনা

ভারত সরকারের খাদ্য ও কৃষিসচিব শ্রীযুক্ত অয়োধ্যানাথ খোসলা বিভিন্ন প্রদেশের এবং বৈদেশিক, বাণিজ্য ও সৌরাষ্ট্র ইউনিয়নের প্রতিনিধি সহ সম্প্রতি দিল্লীতে আসানী হয়ে ডিজের ডিরেক্টর এক সম্মেলনে আহ্বান করিয়াছেন। প্রকাশ, তিনি সংস্থার যাবতীয় অবস্থার আলোচনার জন্য এই সম্মেলন আহ্বান হইয়াছে।

চিত্তরঞ্জনে কারখানায় কারিগরী সাহায্য

চিত্তরঞ্জন-স্থিত ইঞ্জিন নির্মাণ কারখানার জন্য কারিগরী সাহায্য প্রদান সম্বন্ধে ভারত সরকার ও ইংলণ্ডের লকোমোটিভ মানুফ্যাকচারার্স কোম্পানী লিমিটেডের মধ্যে এক চুক্তি সাক্ষরিত হইয়াছে। উক্ত চুক্তি ৫ বৎসর বলবৎ থাকিবে। উক্ত চুক্তি অনুযায়ী কোম্পানী চিত্তরঞ্জনস্থ কারখানার জন্য কয়েকজন কারিগরী বিশেষজ্ঞ প্রেরণ করিবেন। কোম্পানীর প্রেরিত কারিগরদের নিকট ভারতীয় কারিগরদের শিক্ষা দেওয়া হইবে। এখানে শিক্ষা লাভের পর তাহারা চিত্তরঞ্জনে কোম্পানীর লোকেদের পরিবর্তে নিযুক্ত হইবেন। প্রতি বৎসর ৬টী করিয়া ইঞ্জিন নির্মিত হইবে তাহার নির্দেশিত হইয়াছে। প্রথমদিকে কোম্পানীর যাবতীয় ইঞ্জিনের অংশবিশেষ বিদেশ হইতে আমদানী করা হইবে। চুক্তিকালে পরবর্তীকে কোম্পানীর সিকট কয়েক বৎসর যাবত ইঞ্জিনের জন্য অর্ডার দিবেন।

আসানে আরও অধিক তৈলে পাই চাষ

কৃষি দপ্তরের এডিশনাল সেক্রেটারি শ্রীযুক্ত বাজার সিং বলেন যে, আসামের তৈলে উৎপন্ন পাটের চাষ বাড়িতে পারে। সুতরাং আসামে পাটের চাহিদা মিটাইবার জন্য এই প্রদেশে পাট উৎপাদনে বিশেষভাবে জোর দেওয়া উচিত। তিনি এই আশা প্রকাশ করেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার চেষ্টা করিবে যাহাতে আগামী বৎসর আসামে আরও একলক্ষ একর জমিতে পাটের চাষ করা আসামে বর্তমানে অনুরূপ পরিমাণ জমিতে পাটের চাষ হয়।

শ্রীযুক্ত বাজার সিং বলেন যে, গত দুই বৎসরে আসামে পাটের চাষ অনেক বাড়িয়াছে, তবে তাহাতে পাটের ব্যাপারে আত্মনির্ভরশীল হইতে হইলে আসামে আরও প্রচুর পরিমাণে পাট উৎপন্ন করা দরকার। তিনি আরও বলেন, পাটের চাষে কেন্দ্রীয় সরকার আসামকে বীজ, সার এবং আরও নানারূপ দিয়া সাহায্য করিবেন। কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যেই আসামের জন্য একলক্ষ পাট উন্নয়ন অফিসার নিযুক্ত করিয়াছেন।

আন্তর্জাতিক কাঠের

এক সংবাদে প্রকাশ, সম্প্রতি আন্তর্জাতিক কাঠের বিনিময়ের সম্পর্কে ব্রাইটন চার্চিল ও বিলাসপাই-এর কাঠের ব্যবসায়ীদের সহিত পরামর্শ করিবার জন্য কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী ১৪ই ডিসেম্বর হইতে তিনদিনব্যাপী এক সম্মেলনের আয়োজন করিয়াছেন। কলিকাতায় ঐ সম্মেলন বসিবে। আন্তর্জাতিক কাঠ বর্তমানে যেসকল অসুবিধার মধ্যে ব্যবসা করে তাহাও ঐ সম্মেলনে পর্যালোচনা করা হইবে। সম্মেলনে ব্রাইটনের চার্চিল, বর্টন, ব্লান্ড ও উহার উৎপাদন কৃষি সম্পর্কে আলোচনা চলিবে। কারখানা ও কৃষির নিম্নে ও বিলাসপাই-এর কাঠের বিষয় সম্বন্ধেও উহার মূল্যায়ন ও শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কেও ঐ বৈঠকে আলোচনা করা হইবে। কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রণালয়ের সেক্রেটারী মিঃ কে এল পাঞ্জাবী এবং অন্যান্য সংস্থার উচ্চপদাধিকারিগণ যোগদান করিবেন বলিয়া আশা করা যায়।

ভারতে মুসলমানদের পুনর্বসতি

মুসলমানদের পুনর্বসতির জন্য ভারত সরকার রাজস্থানকে ১০ লক্ষ টাকা এবং পূর্বপাকিস্তান পরিবেষ্টনকে ১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা ঋণ দিয়াছেন বলিয়া আজ বিধানসভায় জানা গিয়াছে। তাছাড়া, অবন্তীপুর ও আলোয়ারে যেসব ৮৫ হাজার ৬৬৬ জন মুসলমানের পুনর্বসতির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। গত ৩রা ডিসেম্বর জোমিনিয়ন পার্লামেন্টে উত্থাপিত এক প্রশ্নের উত্তরে পুনর্বসতি সচিব রাজকীয় শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলেরা উপরোক্ত তথ্য প্রকাশ করেন। অবন্তীপুর ও আলোয়ারে মুসলমানদের পরিত্যক্ত কৃষির মিলি বর্তমান কিরূপভাবে চলিতেছে—এই প্রশ্নের উত্তরে রাজকীয় মন্ত্রী বলেন, মুসলমানদের পরিত্যক্ত ৪,১৭,২২১ একর জমির মধ্যে ১৬১,৫৬৭ একর জমি সেই সকল বাস্তুহারা মুসলমানদের পুনর্বসতির জন্য দাবী করা হইয়াছে যাহারা ভারতীয় ডোমিনিয়ন পরিত্যাগ করে নাই।

পাকিস্তান হেট ব্যাঙ্কে ভারতীয় নোট

বর্তমানে পাকিস্তান হেট ব্যাঙ্কে প্রায় ৪০ কোটী টাকার ভারতীয় নোট আছে। ব্যাঙ্কে ঐ নোট পাকিস্তান হইতে সংগ্রহ করিয়াছে।

দুই ডোমিনিয়নের মধ্যে নোট উল্ট সংক্রান্ত সম্প্রতি বিভাগ সম্পর্কে যে চুক্তি আছে তদনুযায়ী এই নোটগুলি ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট ফেরত দেওয়া হইবে এবং এজন্য সম্পদ দাবী করা হইবে। পাকিস্তান হেট ব্যাঙ্ক গত মার্চমাসে সর্বশেষ তথ্য সরবরাহ করিয়াছে।

১৯৪৮ সালে ১লা জুলাই হইতে পাকিস্তানের মুদ্রা ব্যবস্থা বিভাজনফলে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের একক মুদ্রা হইয়াছে। ঐ সময়ের পর গত মার্চমাস পর্যন্ত প্রায় ১২৫ কোটি টাকার সম্পদ পাকিস্তানে স্থানান্তরিত হইয়াছে।

হাইদরাবাদে ভারতীয় মুদ্রা ব্যবস্থা

স্বরাষ্ট্র সচিব সর্দার আজমাই সাংবাদিক বলেন, হায়দরাবাদে সরকারের মুদ্রার বদলে ভারতীয় মুদ্রার চালন সম্পর্কিত বিষয়টী এখনো অর্থ-মন্ত্রকের বিবেচনাধীন। সম্ভবপর হইলেই হায়দরাবাদে ভারতীয় মুদ্রা চালনের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে।

প্রশ্ন : বাজারে চালু এবং সকল ভাণ্ডারে মজুত হায়দরাবাদের নোটের কিরূপ মূল্যের পরিমাণ কত হইবে?

উত্তর : ওসমানিয়া সিক্কা টাকার পরিমাণ ৩৩ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা (বাজারে চালু ওসমানিয়া সিক্কার ৩ কোটি এক টাকার নোট আছে)। (বেয়াল্লিশ ৫০৩ পৃষ্ঠায়)

সাধারণ রাজস্ব ও রেলওয়ে রাজস্বের পরস্পর সম্পর্কের পরিবর্ত্তন

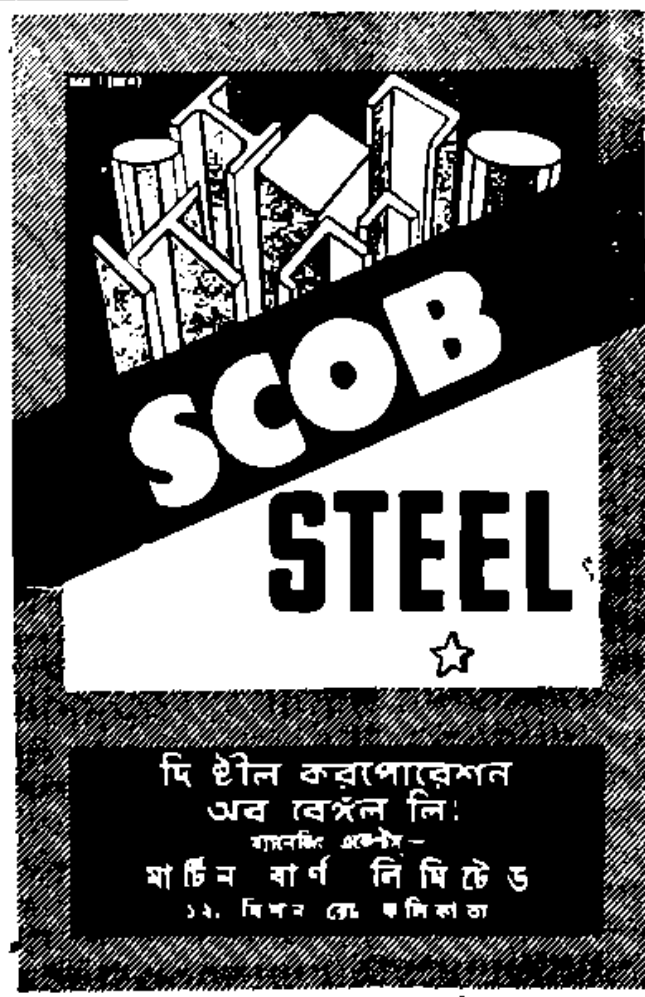

বিশেষ প্রবন্ধ

সমবায় আন্দোলনের গণতান্ত্রিক কাঠামো

(পূর্বানুবৃত্তি)

ব্রিটেনের সমবায় আন্দোলনের সাফল্য ঘটিয়াছে প্রধানতঃ ব্যবহারের ভোক্তা-সমিতিগুলিকে। তবে সহ-অংশীদার প্রথম সাপ, চুক্তি সাপ প্রভৃতি অন্যান্য ধরণের সমিতিও রহিয়াছে। সমবায় পরিকল্পনা এবং নীতিকে ভিত্তি করিয়া বহুধরণের সমিতিই পরিচালিত হইতে পারে। বিশ্বের অনেক দেশেই বিভিন্ন ধরণের সমিতি দেখা যায়। ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, ব্রিটেনের আন্তর্জাতীয় সাফল্যের অনেকটা সমবায়মূলক চিন্তাধারার প্রসার ঘটিয়াছে। সমবায় আন্দোলন বর্তমানে আন্তর্জাতিক রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে এবং সমিতির আকৃতি ও শ্রেণীর বিভিন্নতা সত্ত্বেও গণতান্ত্রিক নিয়মের মূলনীতি প্রয়োগের পক্ষে কোন বাধা নাই। ইহার সাফল্যই ইহার পক্ষে বিরাট যুক্তি।

সমবায় সমিতির বৃদ্ধি ও উন্নয়নের বিপক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি করিতে পারে এমন কোন ব্যবস্থা যাহা চূড়ান্ত পরীক্ষাগারে আপেক্ষিক অর্থনৈতিক যোগ্যতানুযায়ী প্রমাণিত হয়। সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা একমাত্র এমন কোন ব্যবস্থার দ্বারা দিয়া আবির্ভূত হইতে পারে যাহা সদস্যের স্বাধীনতা হরণ ও গণতান্ত্রিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করিবেই। যে ধরণের স্বেচ্ছামূলক সমবেতবাদিতা সমবায় সংঘের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়, তাহার স্বাধীনতা অপরিহার্য। তাহাই আপত্তির ব্যাপারে যে ভাবে বাধা উপস্থিত চতুরতার সহিত প্রবেশ লাভ করিতেছে তাহা সমবায়মূলক চিন্তা ধারার চরম বিপদ ঘটাইবে।

যুদ্ধের পূর্বে ও যুদ্ধকালীন সময়ে একমাত্র কয়েকটি রাষ্ট্রকে বাদ দিলে সমবায় আন্দোলনের প্রতি যে মনোভাব দেখাইয়াছে তাহাই সাধারণ হিসাবে বর্ণনা করা যাইতে পারে। সাধনী ও কার্যিক ক্ষেত্রে তথাকথিত সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলির উপর বিভিন্ন দুর্ঘটনার চলিয়াছে এবং তাহার দেওয়া হইয়াছে। এককেন্দ্রতাধীন পরিচালনা সমবায় সমিতির মত স্বাধীন গণতান্ত্রিক সংগঠনের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে পারে না। তাহাই ঐ সকল রাষ্ট্রে সমবায় সমিতির বিলোপ অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। কেননা এই ধরণের সমিতি সেখানে রাষ্ট্রের চূড়ান্ত কর্তৃত্বের পক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারে। সমিতির সদস্যদের যে নিয়ন্ত্রণের অধিকার ও স্বাধীন সমিতির কার্যাবলীর সমালোচনা ও বিচার প্রভৃতির অধিকার ভোক্তা এই ধরণের রাষ্ট্রে কোন স্বীকার করিয়া লইতে পারে না। কারণ এই ধরণের রাষ্ট্রের অস্তিত্বই নির্ভর করিতেছে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কর্তৃত্বের প্রয়োগের উপর।

যেখানে কোন স্বেচ্ছানুপ্রণোদিত সমবায় ও স্বাধীন সমবায়মূলক গণতান্ত্রিকতার চূড়ান্ত বিপদ দেখা দিয়াছে আর এক ধরণের একনায়কতান্ত্রিক হস্তক্ষেপ দেখা সমবায়ের পক্ষ হইতে। পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলিতে সমবায়মূলক প্রতিষ্ঠানগুলির পূর্ণ ক্ষমতা কুক্ষিগত করিবার কমিটিগুলি পন্থা অবলম্বন করিয়াছে। সমবায়মূলক সংগঠনগুলিতে তাহাদের নীতির প্রসার ঘটাইতে কমিটিগুলি বহুবিধ উপায় অবলম্বন করিয়াছে।

কোন কোন ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠানের সাধারণ সভায় উহার সদস্যদের কার্যকরী উদ্যোক্তাদের বোঝাই দিয়া নিজেদের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা স্থাপনে চেষ্টা করিয়াছে। অন্যান্য ক্ষেত্রে বর্তমান প্রতিষ্ঠানগুলি উচ্ছেদ করিয়া নূতন করিয়া গঠিত হইবার জন্য সংঘবদ্ধ চেষ্টা চালাইয়াছে। সকলক্ষেত্রে উদ্দেশ্য একই। পার্টির জন্য নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালন ক্ষমতা কখন কখন কোন রাষ্ট্রকে পার্টির অভিপ্রায়ানুযায়ী সকল নীতি প্রবর্তনের সুযোগ ঘটে।

কমিটিগুলি প্রতিষ্ঠিত পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলির সমবায় সমিতি এবং আন্দোলন বর্তমানে তাহার স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক সত্তা হারাইয়াছে। সদস্যদের নির্বাচনের অধিকার নাই। কর্মচারীরা ও সমিতিগুলি তাহাদের কার্যক্রম ও পরিচালনা করার অধিকার হারাইয়াছে। এই সকল দেশগুলি এখনো রাষ্ট্র ও পার্টির পুরোপুরি আজ্ঞাবহ এবং রাষ্ট্রই সমবায়ের স্বার্থের পরিপন্থী। এমনকি সোভিয়েট ইউনিয়ন কারাগার রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের সুবিধার্থে গঠিত বলা হয়।

কমিটিগুলি যেসকলির সমবায়ের ইতিহাস দুঃখজনক ও বিপ্লবাত্মক। পীর উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কমিউনিজমের একনায়কতান্ত্রিক হস্তক্ষেপ সমবায়ের গণতান্ত্রিক আদর্শকে পরাজয় করিয়াছে। ইহার অর্থাৎ যে, মঃ ষ্টালিন তাঁহার Problems of Leninism নামক পুস্তকের পঞ্চম অধ্যায়ে সমবায়ভিত্তিক কমিউনিজমে এবং অধুনা অসমাজতান্ত্রিক বিশ্বের একনায়কতান্ত্রিক প্রয়োগ [illegible] বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। পূর্ব ইউরোপের বর্তমানে সমবায়গুলি ইহাই প্রধান উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইউরোপের পশ্চিমী দেশগুলি যেসকলির সমবায় আন্দোলনসমূহ তাহাদের মুক্ত ও স্বেচ্ছামূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ অস্তিত্বের পক্ষে কমিউনিজম বিপদ সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। অক্সফোর্ড মুভমেন্ট সমবায়ের আন্দোলন সম্প্রতি ব্রিটেনের কমিউনিজম দল কর্তৃক সমবায় আন্দোলনে অনুপ্রবেশ অনুপ্রবেশের নীতি অনুসরণের উদ্দেশ্যে সতর্ক করিয়া দিয়াছে। কমিউনিজমের কৌশল ও পদ্ধতি সমবায় আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক নিয়মের ভিত্তিতে সমবায়মূলক চিন্তাধারার মধ্যে যদি এখনো ব্রিটিশ ঐতিহ্যের কিছু বাকি থাকে অর্থাৎ যে চিন্তাধারা ব্রিটেনের অন্যান্য করিয়াছে এবং যাহার ফলে এখনো সমবায় আন্দোলনের উন্নতির সুযোগ রহিয়াছে, তাহা হইলে সমবায়ের কর্মীদের মধ্যে কমিউনিজমের মধ্যে এমন কিছু প্রবেশ করিতে দেওয়া যাহা অ-ব্রিটিশ ও অ-গণতান্ত্রিক কমিউনিজম সমাজতন্ত্র নহে, সমবায়ও নহে, তাহা স্বেচ্ছানুপ্রণোদিত সমবায় নীতিকে একান্ত ও ব্যাপকভাবে ব্যক্তিরা সমবায় বলিতে যাহা বুঝেন বিলুপ্তিসাধন তাহাতে নহে। সমবায় কমিউনিজমের মধ্যে চিন্তাধারার পরিচয় ও অবলুপ্তি।

লেখক

স্বাধীন ভারতের নূতন মুদ্রা ১৫ই আগস্ট হইতে প্রচলিত হইবে

মাননীয় শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায় লোকসভায় প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে, সিক্কা ও মুদ্রার প্রতিমূর্তি সমবায় আলোকচিত্রের প্রতিলিপিটি বিভিন্ন ধাতুর মুদ্রায় নতুন ভারত সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে। তিনি আরও জানান যে, এই মুদ্রাগুলি ১৯৫০ সালের ১৫ই আগষ্ট হইতে প্রচলন করা হইবে। উক্ত নূতন মুদ্রাগুলির সঙ্গে প্রচলিত থাকিবে না; কিন্তু ক্রমান্বয়ে পর্যায়ক্রমে পুরাতন মুদ্রাগুলি আইনানুযায়ী চালক মুদ্রা বলিয়া গণ্য হইবে।

শ্রীযুক্ত সংঘের একটি প্রশ্নের উত্তরে শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর জানান যে, দেশবিভাগকালীন চুক্তি অনুযায়ী ভারতের টাঁকশালগুলিতে যথেষ্ট মাল পাকিস্তানে মুদ্রা প্রস্তুত করা হইয়াছে। টাঁকশালগুলি ঐ কাজে ব্যস্ত থাকায় নূতন মুদ্রাগুলি প্রচলন করিতে বিলম্ব হইয়াছে বলিয়া তিনি জানান। মুদ্রাগুলির নূতন নমুনা সম্পর্কে মন্তব্যের সর্বাধিক সমস্ত দিক বিবেচনা করিয়া গৃহীত হইয়াছে। পরামর্শের কর্তৃক মুদ্রা সম্পর্কিত একটি কমিটি গঠিত হয়। উক্ত কমিটি ঐরূপ সমাপ্তে শ্রেণির বিভিন্ন নমুনা সম্পর্কে বিচার-বিবেচনা করেন। মিস্টার বারের পদত্যাগ স্যার হেনিমান ব্যানার্জি, অর্থসচিবের সেক্রেটারী, বোম্বাই ও কলিকাতার মিন্ট-মাষ্টারগণ, বোম্বাই ও দে ছে আই স্কুলের ডিরেক্টর, কলিকাতার আর্ট ইন্সটিটিউট এবং বাণীর জেনারেল সেক্রেটারী এই কমিটির সদস্য ছিলেন।

শেয়ার বাজার

বোম্বাই কেন্দ্রে প্রবল তেজীভাব

শেয়ার এসোসিয়েটেড ব্যাঙ্কার্স অব ইণ্ডিয়ার বার্ষিক অধিবেশনে ব্যাঙ্ক সমূহের অর্থসচিব যে বক্তৃতা দেন তাহাতে বোম্বাই বাজারে উৎসাহের সৃষ্টি হয়। [illegible] প্রত্যহ পণ্যে তাই [illegible] তাহা যাহাই হউক উক্তির ঠিকা সম্পর্কে সন্দেহের কথা উল্লেখ করেন এবং ভারতীয় অর্থসচিবের সব কথা মনে মনে তুলা উঠিয়া হইতেছে এই সন্দেহে প্রকাশ করেন। শেয়ার বাজার বিশেষ ভাবে বোম্বাইয়ের মজুত করিবার ছিল। ফিল [illegible] যে, বাজারে কেনাবেচা আরে কেন [illegible] ব্যবসায়ীদের মধ্যে

১-১২-৪৯	বন্ধ	বন্ধ (১৭,১৪,৪৯)
১,১৬৪৯০	১,৪০৭৯০	১,৫০৪৲
৩৭৩৲	৩৯৫৲	৩৯৯৲
১,৫৪৮৲	১,৮৪৫৲	১,৯৪১৲
২৮১৲	৩০৪৲	২৯৮৲
১৪৪৯০	১৪১৲	১৪৯৯০
২১৫৲	২২৯৲	২১৫৲
১৫৮০	১৬৪০	১৮৬০

[illegible] হইবে [illegible] পরিমাণ ক্রয়ের সৃষ্টি পাইবে কিনা তাহা বুঝা সম্ভবপর নয়। তিনি এইরূপ মত করেন যে, শেয়ার বাজার [illegible] অবস্থার [illegible] অবস্থা এবং সেই হিসাবে উহার বিশেষ উৎসাহিত করিবার।

শেয়ার ব্যবসা হইতে মুক্তিলাভের পর বোম্বাই বাজারে তেজীভাব সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ থাকে। সকল বিভাগই এই অনুপ্রেরণায় অংশগ্রহণ করে। সরকারী সাহায্যের আশ্বাসমূলক বাণী হইবার সময়ে এই সময়ে প্রথম মুনাফার ঝোঁক দেখা দেয়। অন্য আবার বাজারে স্থিতিশীলতা ফিরিয়া আসিয়াছে। নিম্নে তালিকা হইতে আলোচ্য সপ্তাহের মূল্যাদি উপলব্ধি করা যাইবে।

সপ্তাহের	সপ্তাহের
বন্ধ	বন্ধ (১৭,১৪,৪৯)
১,১৬৪৯০	১,৪০৭৯০
৩৭৩৲	৩৯৫৲
১,৫৪৮৲	১,৮৪৫৲
২৮১৲	৩০৪৲
১৪৪৯০	১৪১৲
২১৫৲	২২৯৲
১৫৮০	১৬৪০

• • • •

কলিকাতা বাজারে অর্থসচিবের বক্তৃতার বিশেষ প্রতিক্রিয়া হয় নাই। ব্যবসায়ীরা আরও কিছু ও চাঞ্চল্যকর প্রস্তাব করিতেছিলেন, কিন্তু তাহার কোনরূপ পূরণ-পূর্তিতে হতাশ হন। আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম ভাগে ক্রয়োদ্যমের প্রাবল্যই বিদ্যমান ছিল। পরে বোম্বাই বোর্ডের বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা ভাব সঞ্চার করে। কিন্তু অতঃপর উক্ত বোর্ডনিয়ন্ত্রণের অন্তর্ধানের সাথে সাথে এই সংবাদে শেষের দিকে পুনরায় নিরুৎসাহী হয়। আলোচ্য সপ্তাহে চা বিভাগে উল্লেখযোগ্য তৎপরতা দেখা যায়। অন্যান্য শেয়ারের মধ্যে বর্মা কর্পোরেশন, ব্রহ্মপুত্র ডেভলপমেন্ট, আসানসোল, ক্যামিয়াল মার্টিন বার্ন, এডোয়ার্ড ক্রাফার্ন, ইন্ডিয়ান কেব্‌লস, ইণ্ডিয়ান টীল এণ্ড তারের প্রভৃতি মূল্যবৃদ্ধির গতি ঘটিয়াছে।

আমাদের নিজস্ব ধারণা যে শেয়ার বাজারে তেজীভাবাপন্নের মন ফুরাইয়া আসিয়াছে এবং ফুরাইয়া ফেব্রুয়ারী মাসের পূর্বে আর কোন আশু উন্নতির সম্ভাবনা নাই। এখন বিচক্ষণ তেজীভাবাপন্নের প্রাধান্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইবে। আমরা, বন্ধুবিনিয়োগকারিদিগকে অনুরোধ জানাইতেছি যে, তাঁহারা যেন বর্তমান মূল্যস্তরে মূলধন বিনিয়োগ করিতে না যান। মুনাফাখোরি বাজারেও মূলধন বিনিয়োগ করিতে [illegible] পরে [illegible] বিনাইয়া যাইবে যে।

• • •

সরকারী কাগজ

এই বিভাগে বোম্বাই ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট ঋণের মূল্যবৃদ্ধি ঘটে। ৫৲ ঋণের ১৯৮৩ ১৯৯০-এ পরিশোধ যায়। সৌরাষ্ট্রের ঋণপত্র বিক্রয়ের হিসাব দেওয়া হয়। বাজারটির ধারণার হিসাবনিকাশ আসন্ন বলিয়া তাহাতে এখন টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে উৎসাহী হইয়াছে। সাধারণ চাহিদাই কিছুটা বাড়িয়াছে। ৫৲ ঋণের (১৯৪৭) ১০১৯০, ৫৲ ঋণের ১৯৫৩-৫৪ ১০১০, ৫৲ ঋণের ১৯৫-৫৪ ১০০৮/০, ৫৲ ঋণের ১৯৬৬-৬৮ ১০০৯ ও ৪৲ ঋণের ১৯৮-৭০ ৯৭৯০ পর্যন্ত দরে কাজ হইয়াছে।

ব্যাঙ্ক

ইন্দ্রিয়েল ব্যাঙ্ক শেয়ার ১,৭৯৭০ পর্যন্ত উঠিয়া ১,৭৮৪৯০-এ নামে। কর্পোরেশন ৩৫৲ বৃদ্ধি পায়। ইউনাইটেড ও ন্যাশনিয়েল ৪৫৲ পর্যন্ত উঠে। বেঙ্গল সেন্ট্রাল ৭/০, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া, আসানসোল ব্রাদার্সের ১৯৲ ও হিন্দুস্থান ন্যাশনিয়েল ২০৲ পর্যন্ত দরে কাজ বিক্রয় হয়।

কাপড়ের কল

বেঙ্গল কাপড় এসিয়ার ১৯৬৲, বঙ্গলক্ষ্মী ১৮৲, মুরে ৯৩৲ ও মিঃ ভিক্টোরিয়া ২১৫৲ পর্যন্ত দরে বেশী বেচা হয়।

কয়লার খনি

এই বিভাগে কাজের পরিমাণ সন্তুষ্টজনক হয়নাই। বেঙ্গল কোল ১১৲, ভালদোরা ৬৬৲, বরাকর ১২ ৲, ইস্টার্ন কোল্ড, ৪৲, ইন্ডাস্ট্রিয়েল ৪১৲ ও নরসিংহম ১৯৲ পর্যন্ত দরে বেচা কেনা হয়। কালাডোঙ্গি ৩৫৲, সাউথ করণপুরা ১১৲ (এম), ঈগোর্ড ৮৲৲ ও ওরো কাঞ্চুরিয়া ৫৫৲ পর্যন্ত দরে হাতবদল হয়।

চটকল

চটকলের শেয়ারে মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়াছে। আলেকজান্দ্রা ১৪৲, বালী ৭১৬৲, বরানগর ৮৩৲, কেলভিনিয়ান ৮৫৲, গৌরীপুর ৩৭৮৲, ঘাটড়া ২৯৲, ইণ্ডিয়া ৯৫৲, ফিনিক্স, ১৮৫৲, স্প্রেংফিল্ড ৫৲ ও ঠাকুরদাস ১৯৬৲ পর্যন্ত দরে ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে।

খনি

লণ্ডনের দরের সহিত সঙ্গতিরক্ষা করিয়া বর্মা কর্পোরেশন ৯/৩ হইতে ১৭/০ পর্যন্ত উঠিয়া ১৬/০ বাজারে বন্ধ হয়। ব্রহ্মপুত্র ডেভলপমেন্ট ১৲ হইতে ১১/৩ হয়। কর্ণাল্লাইটের টীন ছিল ৬/০, ইন্ডিয়ান কপার ছিল ১৩/০ ও টাঙ্গার টীন ছিল ৯/০।

ইঞ্জিনিয়ারিং

ইঞ্জিনিয়ারিং আবহ, ৭১৬/০ হইতে ৭৮৯৩৯ লাফিয়া যায় ও পরে ৭৯৮/০৯ বৃদ্ধি পায়। ইহার শেষের দর ছিল ৭৯৬/০। টীল কর্পোরেশনের শেয়ারের উল্লেখযোগ্য তৎপরতা ছিল। উহা ২১৬/০ হইতে ২৩৬/০৯ বৃদ্ধি পাইয়া বাজার বন্ধের সময় ২২৫/০ হয়। ভেলওয়েই ৮৲, বার্ন ভোগ ১৭৲, দুমারাদুবী ৬৲, ভেলস ১৯৬/০, মার্শাল্‌স ৬৬/০ ও টেক্সমাকো ৭৬/০ পর্যন্ত দরে ভেলাবেচা হয়।

বিবিধ

আসানসোল ভেজিটেবল ১৭০ হইতে ১২৲৩ হয়ে। মার্টিন-বার্ণ ১৬৬/০৯ উন্নতি লাভ করে। অন্যান্য শেয়ারের মধ্যে পোপস্যানী ৪/০, ষ্টীলকেস ৩৫৲, ইণ্ডোআর্মী পেট্রোলিয়ম ৪৲, ইন্ডিয়ান অক্সিজেন ৩৫৲, আসাম ল' ৮৮/০, ইণ্ডিয়া টোবাকো ৮৲, বি,আই, সি সি ৯৬/০, অমৃতসর ৪৯/০, ব্রাণ্ডরেথ ইণ্ডাস্ট্রিজ ১৬৬/০ ও ক্যাম্প ৪৬/০ পর্যন্ত দরে হাতবদল হয়।

চা

এই বিভাগে দরের উন্নতি হইয়াছে। মোরিস ১৩৬/০, আসামলাহা ৪২৲০, দুরলাভপুর ১৭৲০, চাঁই তরিয়া ১৭৲০, টাঙ্গরিয়া ২৭৯০ ও বাদুলমারী ৮৲০ পর্যন্ত দরে ক্রয়-বিক্রয় হয়।

শ্রীজয়ন্তী প্রেস ১৭৩, বেথুন রো হইতে, কলিকাতা হইতে শ্রীজয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও আবিষ্ট আয়ত লিঃ এর পক্ষে তাহা সম্পাদিত, ৬নং [illegible] হইতে প্রকাশিত। মূল্য [illegible]

REGD. No. C3105.

আর্থিক ভারত

ARTHIK BHARAT

অর্থনৈতিক সাপ্তাহিক

২৪ বর্ষ ৫১ সংখ্যা] কলিকাতা, বুধবার ১৩৫ পৌষ ১৩৫১ ; ২৬শে ডিসেম্বর, [মূল্য

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	৫১১
রেলওয়ে রাজস্ব বণ্টনের নূতন রীতি	
প্রাসঙ্গিক	৫১৫
ভারতের পাট অবরোধ	
তুলার উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা	
কিস্তি বেলাদ	
সরকারী অনুসন্ধান	
শ্যামবাজার	
বুলিয়ন	
লেদার বাজার	
সিকিউরিটি বাজার	

রেলওয়ে রাজস্ব বণ্টনের নূতন রীতি

১৯২৪ সালের ১৭ই ডিসেম্বর ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশনে রেলওয়ে রাজস্বকে সাধারণ রাজস্ব হইতে পৃথক্ করার একটি রীতি গৃহীত হয়। সেইকাল হইতে রাজস্ব বণ্টনের এই নির্দ্ধারিত রীতি বলবৎ আছে। ১৯৪৩ সালের সংশোধন প্রস্তাবেও উদ্বৃত্ত অর্থের পরিমাণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অস্থায়ীভাবে বৎসর বৎসর বণ্টন ব্যবস্থা সমর্থিত হয়। এই সম্পর্কে একটি স্থায়ী রীতি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন বহুদিন হইতেই অনুভূত হইতেছে। ১৯৩৪ সালে রেলওয়ে কর-ক্ষতি ওয়রিলে অর্থ প্রদানের ভার নির্দ্ধারণ সংক্রান্ত কমিটি তিন মাস কাজ করিবার পর ভাঙ্গিয়া যায়। উহার প্রধান কারণ হিসাব-নিকাশের জটিল ব্যূহ ভেদ করিয়া কমিটি কোনও সন্তোষজনক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে সম্পূর্ণ অসমর্থ হয়। ১৯৪৭ সালের মার্চ্চ মাসে গঠিত অপর একটি কমিটি সেই বৎসরেরই আগষ্ট মাসে কর্ম্মতা বস্তুতঃকালে পক্ষে প্রাপ্ত হয়। পণ্ডিত জগন্নাথ কুঞ্জরুর সভাপতিত্বে গঠিত রেলওয়ে অবস্থা কমিটি তাঁহাদের রিপোর্টে বর্ত্তমান অস্থায়ী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আরও কয়েক বৎসরের জন্য চালু রাখিবার সুপারিশ করেন। অবশ্য তাঁহারা এই অভিমত প্রকাশ করেন আগামী পাঁচ বৎসর কাল এই ওয়রিলে বাৎসরিক ২২ কোটি টাকা করিয়া দিতে হইবে। পরিষদের গত বাজেট অধিবেশনে রেলওয়ে রীতি পর্য্যালোচনার জন্য পুনরায় একটি কমিটি নিযুক্ত হয়। তাঁহাদের সুপারিশসমূহ বিবেচনা করিয়া পার্লামেন্ট রেলওয়ে রাজস্ব বণ্টনের নূতন রীতি গ্রহণ করিয়াছেন।

বর্ত্তমান রীতি নানা কারণে অসন্তোষজনক। সাধারণ রাজস্ব রেলওয়ে পরিচালনা হইতে লব্ধ উদ্বৃত্ত অর্থ হইতে নিয়োজিত মূলধনের জন্য ন্যায্য সুদ পাইবার অধিকারী, কিন্তু ওয়রিলগুলিকে সুযোগ রাখিয়া বাড়তি মুনাফার হার বাড়াইলে রেলওয়েগুলির উপযুক্ত সংস্কার সাধন সম্ভব নয়। আর সকল বৎসরেই সমান আয়ের আশা করা যায় না। দুর্ঘটনার জন্য উপযুক্ত সঞ্চয় সৃষ্টি

না করিলে আয় অচল হইয়া যাইতে পারে। রেলওয়ে সংক্রান্ত তহবিলে ১৯২০ সালের শেষে মোট অনাদায় ঋণের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে মাত্র ৩ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা। বিশ্বব্যাপী মন্দার ১৯২০-৩১ হইতে ১৯৩৬-৩৭ সাল পর্য্যন্ত রেলওয়ে লাভের পর পর বাড়িতি হবে। সেই ইতিহাস স্মরণ রাখিলে এই তহবিলের পরিমাণ যৎসামান্য বলিয়াই বিবেচিত হইবে। অনুরূপ তহবিলে ১৯৩৯-৪০ সালের শেষে জমার পরিমাণ দাঁড়াইবে ৭৯ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, ১৯২৪ সালের ১লা এপ্রিলের পূর্ব্বে আমাদের কোন রেলওয়ে কর্ম্ম এই তহবিলে দেওয়া হয় নাই এবং ১৯২২-২৩ সালে অনাদায় তহবিল কমিটির অনুসারে উহার পরিমাণ ছিল কোটি টাকা। সম্প্রতি পুনঃ-গঠনের ফলে বহু ক্ষুদ্র মতবাদ, নিম্নোক্তির মূলধনের একের যাই অংশ কার্য্যকরী সমন্বয় করিবার ে সাল হইতে তাহার পরিবর্ত্তিত অবস্থার রেলওয়ে ে মর্ম্ম বাৎসরিক মুনাফার প্রতি বৎসর ১৫ ৫ ৬ লাইন রেলওয়ে ও ৩ ৩ বিভাগ ও পরিশে বৎসরের সৃষ্টি হয়। সমস্যা নিম্নোক্ত ভাবে-

১ বিষয়ক অনুযা রেলওয়ে রেলের সাধারণ তহবিল মূলক থাকিবে। সাধারণভাবে তহবিলাদিই অনাদায়ক্রমে দেয় হইবেন। রেলওয়ে সাধারণ রাজস্ব হইতে যে মূলধন নিয়োগ করা হইবে রাজস্ব বাবদ এবং নিশ্চিত হইবে। এই পেটন ব্যবস্থা

ভারতের সমস্ত পরিচালনে ধনপ্রতিনিধিদের সাধারণ রাজস্বে প্রদত্ত অর্থের পরিশোধ বৃদ্ধির জন্য উদ্যোগী ছিলেন। তখন লণ্ডনের স্টক পরিচালকদের কর্তৃত্বাধীনেই রেলওয়ে তাহাদের নিয়োগ করা হইত। সেই অবস্থায় আশঙ্কা ছিল যে, তহবিলের পুষ্টিসাধনে বিদেশী লগ্নীকারকদেরই হস্ত বাড়িবে এবং উহা এই দেশের উপকারে আসিবে না। বর্ত্তমানে সেরূপ কোন আশঙ্কা নাই। সুতরাং নির্দ্দিষ্ট লভ্যাংশ শোধ করিবার পর অবশিষ্ট উদ্বৃত্ত রেলওয়ের উন্নতিকল্পেই নিয়োগের নীতি সঙ্গত বলিয়া উহা গৃহীত হইয়াছে। বর্দ্ধনযোগ্য লভ্যাংশ বিতরণে দুইটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। প্রথমতঃ, সাধারণতঃ সরকার যে হারে বাজার হইতে ঋণ সংগ্রহ করেন লভ্যাংশের পরিমাণ তাহা অপেক্ষা কম হওয়া উচিত নহে। অল্প কিছু বেশী হইলে ক্ষতি নাই। কিন্তু তাহা এত বেশী হইবে না, যাহাতে রেলওয়ের সুপরিচালনার ব্যাঘাত করিতে পারে। এই দুইটি দিক বিবেচনা করিয়া স্থির হইয়াছে যে, ১৯৩৯-৪০ সাল হইতে ৫ বৎসর নিয়োজিত মূলধনের উপর শতকরা ৪ টাকা হিসাবে বার্ষিক লভ্যাংশ দেওয়া হইবে; তবে সাময়িক গুরুত্ব পূর্ণ, অথচ লাভজনক নয়, এরূপ লাইন বৈষম্যের জন্য সাধারণ রাজস্ব হইতে যে মূলধন নিয়োজিত হইয়াছে, তাহার জন্য কোন লভ্যাংশ দেওয়া হইবে না। উপরোক্ত মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পর পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত একটি কমিটি লভ্যাংশের হার পর্য্যালোচনা করিবেন এবং রেলওয়ে হইতে লভ্য রাজস্বের পরিমাণ, গবর্ণমেণ্টের ঋণের হার ও সাধারণ অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করিয়া, কোথাও কোন অতিরিক্তের আবশ্যকতা হইলে এবং ৫ বৎসরের নির্দ্দিষ্ট মেয়াদের পরবর্ত্তী কালে কি ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়া উচিত, সে-সম্পর্কে সুপারিশ করিবেন।

নিম্নোক্তির মূলধনের পরিমাণ বর্ত্তমানে ৭২৩ কোটি ৭ লক্ষ টাকা ইহার উপর বার্ষিক শতকরা ৪৲ টাকা হিসাবে লভ্যাংশ ধরিলে অর্থের পরিমাণ দাঁড়াইবে মোটামুটি ২৯ কোটি টাকা। ইহা হইতে অন্য খাতে সুদ দিতে হইবে। চলতি বৎসরে এই খাতে মোট শতকরা ৩.২৯ টাকা অর্থাৎ সুদের খাতে প্রদেয় সমগ্র অর্থের পরিমাণ ২৩, ৮২, ৩,০০০৲। চলতি বাজেটে এই খাতে ২২ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা ধরাদ্দ করিয়াছে। যাহা হউক, লভ্যাংশের পরিমাণ হইতে প্রাথমিক হিসাবে সুদের টাকা বাদ দিলে অবশিষ্ট থাকে ৫,৭৩, ৭১,০০০৲ টাকা। ইহাতে নিয়োজিত মূলধনের উপর নীট মুনাফা দাঁড়াবে শতকরা ৩০ আনা। ইহা অকিঞ্চিৎকর সন্দেহ নাই। কিন্তু ১৯২৯ সাল হইতে সাধারণ রাজস্বের বাৎসরিক প্রাপ্তি পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে দুঃসময়ের কালে এই ৫ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা নীট মুনাফা হিসাবে নিতান্ত খুব অসার নহে। নিম্নে রেলওয়ে উদ্বৃত্ত হইতে সাধারণ রাজস্বের আয়ের হিসাব দেওয়া হইল।

বৎসর	(কোটি টাকার হিসাবে) সাধারণ রাজস্বে প্রদত্ত অর্থ
১৯২৪-২৫	৩.৭৮
১৯২৫-২৬	৫.৪০
১৯২৬-২৭	৩.০১
১৯২৭-২৮	৩.২৮
১৯২৮-২৯	৫.০৩
১৯২৯-৩০	৩.১২
১৯৩০-৩১	৫.৭৪

১৯৫১-৫২ হইতে ১৯৫৬-৫৭	
১৯৫৭-৫৮	
১৯৫৮-৫৯	
১৯৫৯-৬০	
১৯৬০-৬১	
১৯৬১-৬২	
১৯৬২-৬৩	
১৯৬৩-৬৪	
১৯৬৪-৬৫	
১৯৬৫-৬৬	
১৯৬৬-৬৭	
১৯৬৭-৬৮	
১৯৬৮-৬৯	৭.১৪০
১৯৬৯-৭০	৪.৭২৫

* সংশোধিত বাজেট

** বাজেট

উপরোক্ত হিসাবসূত্রে বুঝা যাইবে যে, ১৯৫৪-৫৫ হইতে ১৯৫৬-৫৭ পর্যন্ত এই কয়েক বৎসর সাধারণ রাজস্বের আয় কখনও ৭ কোটি টাকার উর্ধ্বে উঠে নাই। তাহার পরবর্তী ৮ বৎসর রেলওয়ে বাজেটে কোনও উদ্বৃত্ত ছিল না। তাহার পরেও কয়েক বৎসর হইতে আয় উল্লেখযোগ্য নহে। বৃদ্ধকালে মুদ্রাস্ফীতির ফলে রেলওয়ের অর্থকোষ ফাঁপিয়া যায়। ১৯৪৭-৪৪, ১৯৪৪-৪৫ ও ১৯৪৫-৪৬ এই তিন বৎসর রেলওয়ে হইতে সরকারী বাজেটে যথাক্রমে ৩৭.৬৪ কোটি, ৫২ কোটি ও ৫২ টাকা প্রদত্ত হয়। তাহার পর পুনরায় আয় সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছে। বর্তমান বৎসরের বাজেটে এই খাতে মাত্র ৪.৭২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। অতএব, বিশ্লেষণের ফলে দেখা যায় বীট সুবাকারাও যাহা আশা করা হইয়াছে তাহা অযৌক্তিক নহে। তবে সেই সঙ্গে এই কথাও মনে রাখিতে হইবে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বৃহত্তম শিল্প হইতে শতকরা মাত্র ৬০ ভাগ বার্ষিক লভ্যাংশ মিলিতেছে।

ক্ষয়-ক্ষতি তহবিল সম্পর্কে সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, ইহা হইতে রেলওয়ে সম্পত্তিতে কোন কিছু নূতন ভাবে যোগান করার বা সংস্কারের ব্যয় নির্বাহ করা হইবে এবং ইহাতে আগামী ৫ বৎসরের জন্য বার্ষিক অনূন ৪ কোটি টাকা দেওয়া হইবে। প্রাক্তন অর্থ সচিবালয়ের পক্ষে পর্যাপ্ত নহে। ১৯৪৮-৪৯ ও ১৯৪৯-৫০ (বাজেট) সালে এই তহবিল হইতে যথাক্রমে ৪২.৯১ কোটি ও ৩৩.৮৬ কোটি টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। রেলওয়ে নীতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত কমিটির সুপারিশ ছিল যে পূর্ববর্তী দুই বৎসরের ব্যয়ের ভিত্তিতে এই তহবিলে প্রদেয় অর্থের পরিমাণ নির্ধার করিতে হইবে। সেই হিসাবে বাৎসরিক বরাদ্দ দাঁড়ায় ২৮ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা। মুদ্গল কমিটির সুপারিশ ছিল ৪২ কোটি টাকা, ইহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। অথচ প্রকৃতপক্ষে ১৯৫৮-৫৯ সালে এই তহবিলে জমা হয় ১১.০৯ কোটি টাকা। চলতি বৎসরে এই খাতে ১১.৪৭ কোটি টাকা বরাদ্দ রহিয়াছে। পরবর্তীকে পূর্বের বকেয়া টাকা কিস্তীবন্দী হিসাবে শোধ করিবার সিদ্ধান্ত করায় এই দুই বৎসর আরও ৭.৫৪ কোটি ও ৪.৭২ কোটি টাকা কম-বেশি তহবিলে জমা হইয়াছে। আমরা ইহা হিসাবে ধরিতেছি না। অতীত বৎসরগুলির বাজেটেও দেখা যায় যে, সাধারণতঃ ১২।১৩ কোটি টাকা এই তহবিলে বরাদ্দ করা হয়। সুতরাং কমিটিগুলির বিভিন্ন সুপারিশ সত্ত্বেও পার্লামেন্ট কর্তৃক নির্ধারিত বরাদ্দ বাস্তবভিত্তিপ্রসূত বলিয়া আমরা মনে করি।

বর্তমানে যে রেলওয়ে সংরক্ষিত তহবিল আছে, 'সংরক্ষিত রাজস্ব তহবিল' নামে উহার সুতন নামকরণ হইবে এবং প্রধানতঃ সাধারণ রাজস্বে দেয় টাকা শোধ ও রেলওয়ে পরিচালনার কোন ঘাটতি হইলে তাহা পূরণের জন্য ইহা ব্যবহৃত হইবে। এই তহবিলে বৎসরান্তে মাত্র সাড়ে ছয় কোটি থাকিবে। নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য ব্যয়নির্বাহের জন্য একটি উন্নয়ন তহবিল গঠিত হইবে—(ক) যাত্রীদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, (খ) শ্রমিক কল্যাণ ও (গ) প্রয়োজনীয় অন্য লাভজনক নহে, এরূপ রেল লাইন নির্মাণ। যাত্রীদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য যে তহবিল ১৯৪১-৪৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় তাহাতে এযাবৎ ১০.৬ কোটি টাকা জমিয়াছে। এই তহবিলের পৃথক সত্তা লুপ্ত হইবে এবং ইহার অর্থ নবগঠিত উন্নয়ন তহবিলে জমা হইবে। রেলওয়ে মন্ত্রী আশ্বাস দিয়াছেন যে, প্রত্যেক বৎসর যাত্রীদের সুখ-সুবিধার জন্য তিন কোটি টাকা ব্যয়িত হইবে। এই প্রতিশ্রুতির যথাযথ রক্ষিত না হইলে পার্লামেন্ট রেলওয়ে মন্ত্রীকে কর্তব্যে অবহেলার জন্য দায়ী করিতে পারিবেন।

সুষ্ঠু ব্যবস্থা আগামী ৫ বৎসর চালু থাকিবে। তৎপর এই কয় বৎসরের লব্ধ অভিজ্ঞতার আলোকে ইহার প্রয়োজনানুরূপ সংশোধন করিবার সুযোগ হইবে।

প্রাসঙ্গিক

ভারতের পাট অবরোধ

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র হইতে পাকিস্তানী যুক্তরাষ্ট্র আমদানিকৃত মালের উপর উচ্চ হারে মাশুল ধার্য্য করিবার ফলে উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক অচল অবস্থা সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার অবসান হওয়ার সুদূর ভবিষ্যতে কোন স্থির সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। এই পরিস্থিতি বড় ভয়াবহ ও জটিল হইয়া উঠিয়াছে। এত দিন যে সকল অসুবিধা ও অসুবিধা ভোগ করিয়া ভারত ও পাকিস্তান পরস্পরের সহিত বাণিজ্য করিয়া আসিতেছিল, তাহা কিছু ভারতীয় বা তাহার অধীন অন্য কোন রাষ্ট্রের পক্ষে অসহনীয় বলিয়া বিবেচিত হইবে না। কিন্তু পাকিস্তানের পক্ষে ভারতের সহিত বাণিজ্য বন্ধ হইয়া যাওয়ার ফলে যে সকল অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে, তাহা অত্যন্ত গুরুতর। পাকিস্তানের অর্থনীতি ও বাণিজ্য ভারতের উপর এতখানি নির্ভরশীল যে, ভারতের সহিত বাণিজ্য বন্ধ হইয়া যাওয়ার ফলে পাকিস্তানের পক্ষে তাহার অধিকাংশ রপ্তানি বাণিজ্য অব্যাহত রাখা অসম্ভব হইয়া পড়িবে। পাকিস্তানের রপ্তানি বাণিজ্যের শতকরা ৭৫ ভাগ পাট ও পাটজাত দ্রব্যের উপর নির্ভরশীল। পাকিস্তানের মোট রপ্তানি বাণিজ্যের শতকরা ৬০ ভাগ ভারতে রপ্তানি হইয়া থাকে। ভারতের সহিত বাণিজ্য বন্ধ হইয়া যাওয়ার ফলে পাকিস্তানের পক্ষে তাহার রপ্তানি বাণিজ্যের অধিকাংশ

বিষয়ের বিষয়ে ও প্রয়োগী অনুমোদনের বিস্তারিত তথ্যের সন্ধান করিয়া আলিবেন। তাহাতো এক প্রশ্নের সাহায্য প্রথম বিষয়, কিন্তু প্রশ্নের তাহার অন্য প্রশ্নগুলির ঘটনার বিষয় নহে। আবেদনের যোগ্যতাগুলি স্বচ্ছ ও একরকমের যে নীতি অবলম্বন করিয়াছে তাহা সকলের বিবেচনার সুবিধার জন্য বলিয়া অভিহিত হইতে পারে। ফলে এর পরিবেশনের বিভাগের বিভিন্ন চিত্তর উৎকর্ষের ধারণা পাইবারে, চিত্রের বিশেষ-কৃতিত্ব উল্লেখিত হইয়াছে। তাহাই সরকারীয় বিভাগ ও চলচ্চিত্র অনুরাগীর ও উহার করার কিরূপ হইবে, বিদেশ বিশেষ অবস্থা যথাযথ প্রয়োগ করার সঙ্গে দেশের প্রথা কেন্দ্রিত করার যৌক্তিকতা আমার ও অবিবেচনাধীন। কিন্তু আবেদনের দেশের যোগ্য পইলে যে দুর্বলতা প্রকাশ পাইয়াছে, যেখানে বিশ্ব সম্পর্কে বিভিন্ন সংস্থের বিরোধ অবহেলিত হইয়াছে। প্রশ্নের সেই বিষয় এড়াইবার কি ব্যবস্থা হইতেছে সংস্থাই চিত্র শ্রীবিভাগের পরিচালকগণ কিছুই বলিতে পারেন নাই। তিনি এইমাত্র আশ্বাস দিয়াছেন যে, বিভিন্ন অঞ্চলের প্রতিনিধিরা কেন্দ্রীয় বোর্ডে স্থান পাইবেন। তবে চিত্র অনুসন্ধান কমিটীর দুইটি সংযোগ ডিস্ট্রিক্টেই বোর্ডের পরিচালনা আবার বিতর্কের হইবে ইহাই আশার কথা। এতদ্ব্যতীত আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এ-প্রসঙ্গে উত্থাপিত হইতে পারে। কেন্দ্রীয় বোর্ড গঠনের উপযোগিতা স্বীকার করিয়া লইলেও এই আশঙ্কা নিতান্ত অমূলক নহে যে উহাদের নিয়ন্ত্রণে ফলে প্রদেশ বা অঞ্চল বিশেষের বিশেষত্বগুলি ও অভিনব পরিচালক ও উদ্যমিত হইতে পারে। তখন প্রয়োজন কেন্দ্রীয় বোর্ড কর্তৃক মূল নীতি বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রাদেশিক কমিটি-অভিমতি, আবশ্যকতার সার্বিক উপায়ের উপায় কেন্দ্র অর্পণযুক্ত থাকা।

বিদেশীয় চিত্র আমদানি নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারের উক্ত সংশোধিত আইন বলে অবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে। ভারতে এমন বহু সেলাফুল রহিয়াছে যেখানে কেবলমাত্র বিদেশীয় চিত্রই প্রদর্শিত হইয়া থাকে। সেইরূপ ক্ষেত্রে সরকার আমদানির নির্দিষ্ট সংখ্যক দেশীয় চিত্র প্রদর্শনের নির্দেশ দিতে পারেন। আবশ্যক চিত্র নির্মাতাদের পক্ষ হইতে বিদেশীয় চিত্রের আমদানি প্রতিযোগিতা করিয়া অভিযোগ অনেক সময় শুনা যায়। যাঁহারা এই প্রসঙ্গে বিশেষ করিয়া বিদেশীয় চিত্রেই দ্বিগুণ সাহায্যের উপর জোর দেন। কিন্তু বিদেশীয় চিত্র আমদানি সম্পর্কে বিশেষ করার অবশ্য চুক্তিতে ও অন্যান্য সম্পর্কের সুযোগ দেওয়া হইবে ও অন্যান্য সম্পর্কের সুযোগ দেওয়া হইবে। তাহাতে বিদেশ প্রচুর মাল উদ্ধার করার প্রয়োগ সম্ভাবনা হইবে না, কেননা যে কোন ক্ষেত্রে চিত্র নির্মাণ করিয়া অর্থ প্রাপ্তির তাগিদ প্রথম হইবে।

সরকারী অনুসন্ধান

পার্লামেন্টের বর্ষমান অধিবেশনে চিত্র সংক্রান্ত আলোচনাকালে যে বহুবিধ উল্লেখযোগ্য চিত্র আবেদনের করা হইয়াছিল, কার্যালয়ে সরকার পক্ষ হইতে তিনি দুর্বলতা ও ত্রুটিগুলির সম্পর্কে অনুসন্ধানের অঙ্গীকার প্রতিশ্রুতি দানের ফলে তেমন উদ্যম প্রকাশ পরিলক্ষিত হয় নাই। তিনি বিষয়ে আমরা সরকার সরকারী নীতি ও অবস্থানাধারে আলোচনা করিয়া সরকারী অনুসন্ধানের দাবী জানাইয়াছি। এবার অবশ্য করাইয়া বিদেশি যে অবস্থানের মধ্যে তিনি হয়ে ব্যবসার চুক্তির অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণই চাহিবে। ব্যবসায়ী ও শিল্প প্রতিনিধিদের কার্যসূচির কালেই তিনি কমিন দুর্বলতাগুলি দেখা হইয়াছে। পার্লামেন্টে এ বিষয়ে আলোচনার পূর্বে প্রত্যেক বিভাগের অনুসন্ধান সমাপ্তের আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে। এই সমস্ত সমস্যা যে কত পুঞ্জীভূত বিভাগ করিয়াছে তাহাতে দেখা যায় ১৯৫৮-৫৯ সালে ব্যবসায়িক উৎপাদন, পূর্ববর্তী বৎসরের উদ্বৃত্ত, বৈদেশী বাণিজ্যিক যোগাযোগ দাঁড়াইয়াছে ১৫,৬১,০০০ টন। ১৯৪০-৪১ সালে অধিকন্তু ৪,৫৫৫ টনির ব্যবহারিক পরিমাণ হইয়াছে ১৩,৭৮,০০০ টন। অন্য বলা বাহুল্য সময়ের সমস্যা ব্যবহারিক পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৩লক্ষ টন হইতে ১১ লক্ষ টনের মধ্যে। অভিজ্ঞানের অনুসন্ধান ব্যবহারিক পরিমাণ হইতেছে ২,৮৫০০০ টন। সেক্ষেত্রে আমাদের ব্যবহারিক পরিমাণ দাঁড়াইতে পারে ৯ লক্ষ হইতে ১০ লক্ষ টন। তাহাই সেক্ষেত্রে পরিমাণ টনির ব্যবহার হইয়াছে ১৯৪০-৪১ সালে। তখন টনির মজুতদার ছিল ৪/৬আনা এবং ১৯৪৮-৪৯ টনির মজুতদার ছিল ৩০৲ টাকা হইতে ১০০৲ টাকার মধ্যে। তাহাই ও কলিকাতা অঞ্চলে ৯৫ আনার বেশি ইহা অনেকের অভিমত ছিল। যে যাহাই হউক বিষয়ে তাহাতে টনির পরিমাণ ব্যবহারিক পরিমাণ কোন ক্রমেই ১০ লক্ষ টনের অধিক হইতে পারে না। উপরিউক্ত হিসাবের ভিত্তিতে ৩ লক্ষ টন টনের ঘাটতির কথা। এমন কি পত্র যে যান পর্যন্ত প্রসার

(প্রয়োগ ৫৯৬ পৃষ্ঠায়)

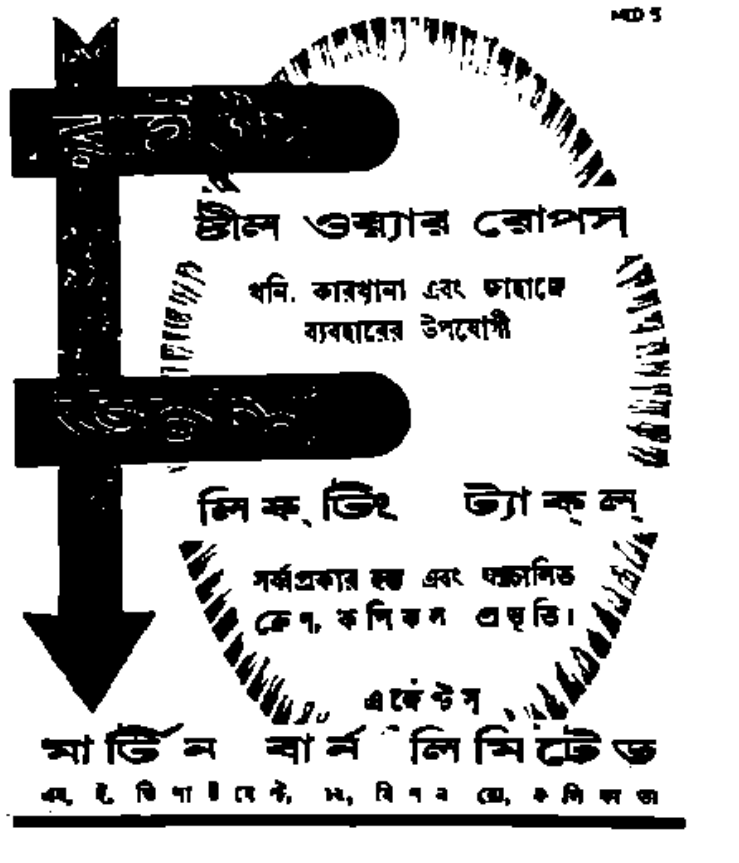

অর্থালোক

কলম্বো সম্মেলন সম্পর্কে জল্পনা কল্পনা

জানুয়ারী মাসের প্রথম দিকে কলম্বোতে বহুসংখ্যক অর্থমন্ত্রিবৃন্দের মধ্যে যে আর্থনৈতিক আলাপ আলোচনা হইবে তাহার প্রধান আলোচ্য বিষয় কি হইবে, সেই সম্পর্কে বহু জল্পনা-কল্পনা হইতেছে। বিশেষজ্ঞ পর্যবেক্ষক মহলে ঐ সম্মেলনে নানা আর্থনৈতিক বিষয়ের তুলনায় কলম্বোপ্লানের বৈদেশিক ও সাহায্য সম্পর্কেই অধিক গুরুত্ব লাভ করিবে বলিয়া মনে করা হইতেছে। কিন্তু সাধারণ লোক যাহাদের আর্থনৈতিক জ্ঞানের বহর তেমন গুরুতর নহে তাহারা মনে করিতেছে যে এই সম্মেলনে বোধ হয় ষ্টার্লিং ব্লকের সকল দেশের মধ্যে ষ্টার্লিং বিনিময় ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইবে।

সাধারণ লোকের মনে করিয়া ও ধারণার কোন ভিত্তি নাই। তবে একথা ঠিক যে ষ্টার্লিং ব্লকের দেশগুলির মধ্যে বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্য ষ্টার্লিং বিনিময় ব্যবস্থা প্রবর্তন করিবার জন্য কলম্বো সম্মেলনে আলোচনা হইবে। কিন্তু ষ্টার্লিং ব্লকের দেশগুলির মধ্যে বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্য ষ্টার্লিং বিনিময় ব্যবস্থা প্রবর্তন করিবার জন্য কলম্বো সম্মেলনে আলোচনা হইবে। কিন্তু ষ্টার্লিং ব্লকের দেশগুলির মধ্যে বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্য ষ্টার্লিং বিনিময় ব্যবস্থা প্রবর্তন করিবার জন্য কলম্বো সম্মেলনে আলোচনা হইবে।

প্রাসঙ্গিক

(৫৩৫ পৃষ্ঠার পর)

দিল্লিকেই ও তিনি নিরুপায়। ৩ লক্ষ টন উদ্বৃত্তের কথা স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন এবং উদ্বৃত্ত তিনি রপ্তানির বিষয় ঘোষণা করিয়াছেন। বিদেশীয় বাজারে প্রতিযোগিতা চালাইবার মত সামর্থ্য অর্জনের জন্য তাহাদের মন কিন্তু ।০ আনা করিয়া অতিরিক্ত বর অদায়ের সরকারী অনুমতি দিয়াছিল। ১৯৫৬ সালের ১৬ই ডিসেম্বর হইতে ১৯৫৭ সালে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত এই বাবদ ৭৪ লক্ষ টাকা আদায় করিয়াছে। ১৯৫৭-৫৮ সালের তিসির ব্যবহারিক পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৯,৯৯,০০০ টন। আশাই হয় অসঙ্গতভাবে যে, তাহাদের পরবর্তী বৎসরের ব্যবহারিক পরিমাণ ১লক্ষ টনের অধিক হইবেই নাহে না এবং ১৯৫৯ সালের জুলাই মাসে যখন তিসি-সেস্ট পুনঃ করা হইতেছিল তখন ৩ লক্ষ টন উদ্বৃত্ত তিসি মজুত ছিল। কাজেরাজারের কোন সঙ্গে, কারখানের যোগসাজসে এই মজুত তিসি উধাও হইল তাহাই উদ্ঘাটন করিতে হইবে। বিতর্কালে আরও ঠিকাদারী চুক্তি প্রসঙ্গে সরকার কর্তৃক মজুত তিসি আটকের যে সমালোচনা করিয়াছেন তাহা আমরাও সমর্থন করি। যখন বাজারে ১০ পার্সেন্ট তিসি ছাড়া হইয়াছে তখন ১০পার্সেন্ট তিসি আটক করিয়া ব্যবসায়ীদের ক্ষতি করা ও অতিরিক্ত মুনাফা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি করিয়া দেশের কোন্ উপকার সাধন করা হইয়াছে তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম। তবে আশার কথা এই যে, সরকার ইতিমধ্যে ঘোষণা করিয়াছেন, তিসি-সংকট ও চুক্তি ভঙ্গের ফলে যে দুরবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা দূরীকরণ ও ভবিষ্যতে অনুরূপ দুর্ঘটনা প্রতিরোধ করিতে সরকারী ব্যবস্থা যতই কঠোরতর হইবে ততই অসাধুতার ঝুঁকি ক্রমবর্দ্ধিত পরিমাণে বাড়িয়া অসাধু সরকারী আদেশের বাহিরে চলিয়া যাইবে।

আমদানি আবেদন-পত্রের ছি

আমদানি নিয়ন্ত্রণ বিভাগে নিযুক্ত সরকারী পরিচালকবর্গের কর্মতৎপরতা সম্বন্ধে সাম্প্রতি ব্যবসায়ী মহলের নানা অভিযোগ ছিল। নিয়ন্ত্রণ নীতির ঘন ঘন পরিবর্তনের ফলে অনভিজ্ঞ কর্মচারীর পক্ষে দায়িত্বপূর্ণ কর্তব্য পালন করা দুষ্কর হইয়াছিল তাহা। গত ফেব্রুয়ারী মাসে ব্যবসায়ী-সমিতি সাময়িক নিযুক্তিতে যোগ্য কর্মচারী সংগ্রহ করার অসুবিধার বিষয় উল্লেখ করিয়াছিলেন। তাহারা উক্ত বিভাগের পরিচালন ব্যয়ের অসঙ্গতভাও উল্লেখযোগ্য। এই দিক হইতে বিচার করিলে সাধারণের বর্ধমান অভিযোগের আমদানি আবেদন-পত্রের উপর কি ব্যাপ সন্তোষ জনের যৌক্তিকতা অনুধাবন করা যায়। ইহাতে উক্ত বিভাগের যেরূপ অর্থসঙ্গতি বাড়িবে তখন দুত আবেদন-পত্রের সংখ্যাও হ্রাস পাইবে।

প্রগতির পথে

বিভিন্ন ধরনের বৈদ্যুতিক কারখানা

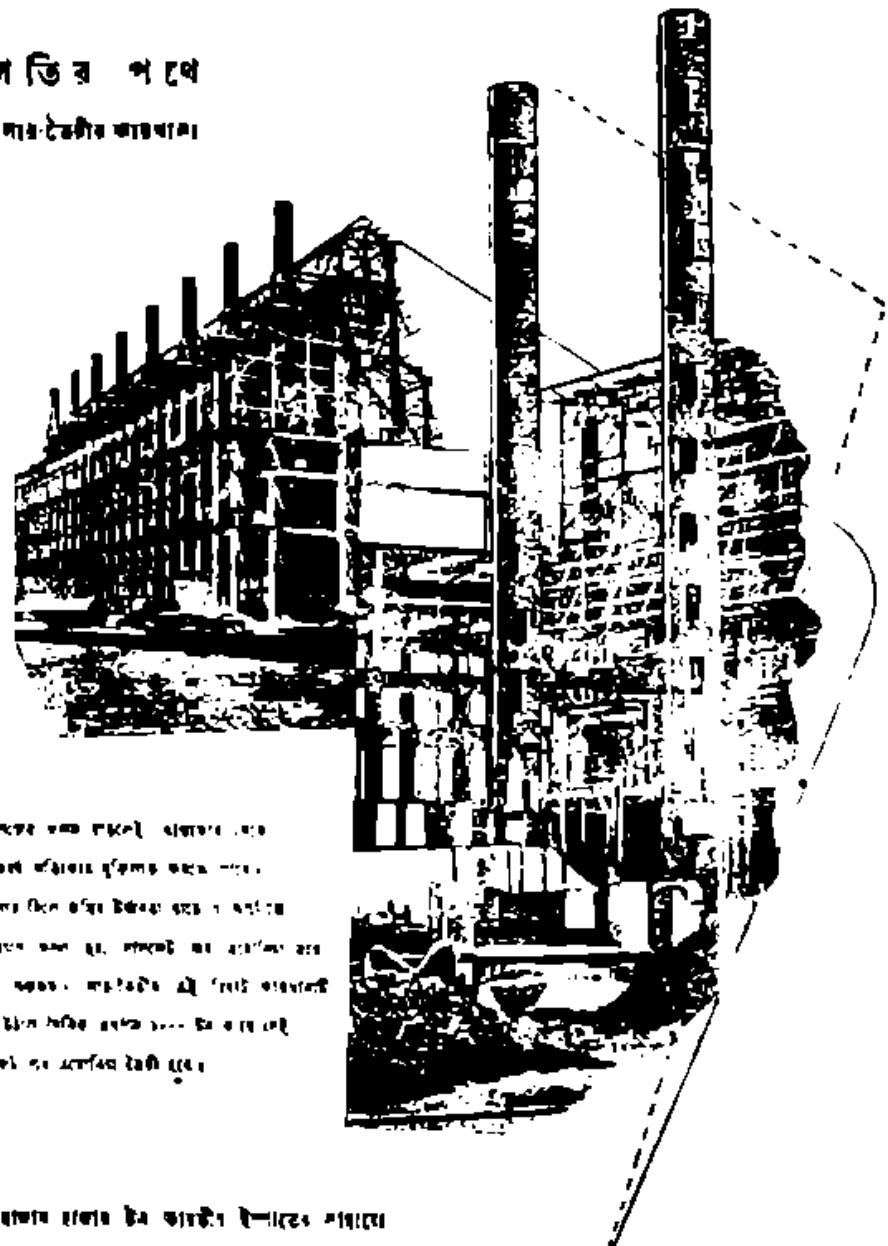

হাজার হাজার টন ভারী ইস্পাতের সাহায্যে গড়ে উঠছে এই বিশাল কারখানা, এবং অভিজ্ঞতার সাথে প্রয়োজন ও পরিবেশনের প্রয়োজনই পরবর্তী বিভিন্ন কারখানার ইস্পাত হবে এই মহান কাঠামোর সহায়।

টাটা ইস্পাত

টাটা আয়রন এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ, হেড অফিস: ২৩৭, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা

সংবাদ সংকলন

[illegible] ৬ [illegible]
[illegible] ৩ [illegible]
[illegible] ৩৮

[illegible] ৩ [illegible]
[illegible] ১ [illegible]

[illegible] ৩ [illegible]
[illegible] ১ [illegible]

[illegible] ৩ [illegible]

[illegible] ৩ [illegible]

[illegible] ৩

শ্রীযুক্ত নায়ার বলেন, একটি পরিপূর্ণ-অর্থপূর্ণ আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ে বৃটিশ স্বার্থ রক্ষার্থে ভারতের আন্তর্জাতিক ব্যবসায় বাণিজ্য বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ের আমদানী করা হইলে ভারতের আন্তর্জাতিক ব্যবসায় সমস্যা দেখা দিবে।

শ্রীযুক্ত মাধব বলেন, ১৯৪৭ সালে ভারত সরকার কর্তৃক 'সংরক্ষণমূলক আন্তর্জাতিক নীতি' ঘোষণা ভারতের আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ে 'চাপসহীন' হইয়া থাকিবে। ভারতের আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ের উন্নয়নের জন্য আগামী পাঁচ বৎসর হইতে পাঁচ বৎসরের মধ্যে বিভাজিত মূল্য ঠিক করা উচিত বলিয়া তিনি মনে করেন। ভারতীয় মুদ্রার সাময়িক এবং অবৈধভাবে ভারতের আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ের সম্প্রসারণ অত্যাবশ্যক বলিয়াই উক্ত নির্দিষ্ট সময়ে উপনীত হইবার জন্য, আমাদের সর্বোপরিভাবে চেষ্টা করিতে হইবে। বর্তমানে ভারতের আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ে মাত্র সাতে তিন লক্ষ টন মাত্রায় রহিয়াছে।

শ্রীযুক্ত মাধব দুঃখভরে বলেন যে, নূতন নূতন জাহাজ নির্মাণে উৎসাহ দান সত্ত্বেও সরকারী মাল বহনের ভার ভারতীয় আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ের হাতে দেওয়া সরকারের একান্ত কর্তব্য। আন্তর্জাতিক ভারতীয় উপকূলে এবং বিদেশে মাল প্রেরণের জন্য ভারতীয় জাহাজের অগ্রাধিকার ব্যবহারের দ্বারাই ভবিষ্যতে ভারতের প্রয়োজনীয়তার মালিকানা, নিয়ন্ত্রণ এবং পরিচালনে ভারতীয় জাহাজের মারফৎ সমস্ত মাল চালানো সম্ভব হইবে।

মাদ্রাজের বৈদ্যুতিক শিল্প রাষ্ট্রায়ত্তকরণ

মাদ্রাজ পরিষদে ১৯শে ডিসেম্বর কোটি ছিয় কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকায় অতিরিক্তের প্রস্তাবে নগদ বৈদ্যুতিক প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রায়ত্তকরণ সম্পর্কিত বিলটি আইনে পরিণত হইয়াছে। এতদন্ত পর্যন্ত ৮ টি প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রায়ত্ত করা হইয়াছে।

বিলের উপর আলোচনার সময় বিরোধী সদস্যগণ অভিযোগ করিয়াছিলেন যে, বিলটি সংবিধানের বিরোধী। তাঁহারা বলেন যে, ক্ষতিপূরণ দানের ব্যবস্থা না থাকায় বিলটি সংবিধানের ৩১ ধারার বিরোধী। তাঁহারা আরও বলেন যে, বিলটি সংবিধানের ৩১ ধারার বিরোধী। তাঁহারা আরও বলেন যে, বিলটি সংবিধানের ৩১ ধারার বিরোধী।

(১) রাষ্ট্রায়ত্তকরণ তারিখের পূর্ববর্তী পাঁচ বৎসরের গড়পড়তা নিট লাভের কোটি আনের সমান টাকা।

(২) উক্ত প্রতিষ্ঠানের উপরিলিখিত যেরূপের মূল্যের বিনা এরূপ কোন দর উপরিলিখিত না থাকিলে যাহিনার এবং প্রকৃত যেরূপের দরের বিভিন্নে সর্বনিম্নের সমান যেরূপের গড়পড়তা দরের ১৫ গুণ হইবে।

(৩) মূল্য হারে কিংবা নির্দেশনামার পর বিনা বিচারের আর-ব্যয়ের বিবরণে, উপরিলিখিত 'সম্পত্তি' হার এবং 'মজুরী' বাবদ অতিরিক্ত পরিমাণ ১০% টাকা হিসাবে 'অতিপূরণ'।

স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহকে পাঁচ বৎসরের নিট গড়পড়তা লাভাংশ দেওয়া হইবে। আবেদিত প্রতিষ্ঠানের দুই বৎসরের লাভাংশের অধিক দেওয়া হইবে না।

বিদ্যুৎ সরবরাহ ডাইরেক্টর শ্রীযুক্ত মি: অয়ার বলেন যে, যে-সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সকল কর্মীদের সরকারী চাকুরিতে গ্রহণ করা হইবে। বিদ্যুৎমন্ত্রীর আরও বলেন যে, পরবর্তী পরিকল্পনা সমাপ্ত হইলে ১৯৫৯ সালে বিদ্যুৎ উৎপাদন দ্বিগুণিত হইবে।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুপাতি নির্মাণ শিল্পের সংরক্ষণ দাবী অগ্রাহ্য

কেন্দ্রীয় বাণিজ্য দপ্তরের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, ছোট ছোট বস্তুপাতি প্রস্তুত শিল্প সম্পর্কে তত্ত্ব ছোট যে বিশেষ কোন অভিযোগ ভারত উপর ভিত্তি করিয়া ভারত সরকার কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাব ১৯৪৮ সালের ১৯শে ডিসেম্বর তারিখের পরেই অব ইতিহাস সংশোধিত হইয়াছে। তত্ত্ব বোর্ডের মতে এই শিল্পে সংরক্ষণের কোন প্রয়োজন নাই; অবশ্য ছোট কলকব্জা প্রস্তুতকারকগণ কর্তৃক আমদানীকৃত বিদেশ বস্তুপাতি উপাদানের উপর মূল্যশুল্কে শতকরা ৫ ভাগের অধিক পরিমাণে একত্র শুল্ক প্রদানের অভিযোগ এই বিষয়ে সাহায্য করা যাইতে পারে। ভারত সরকার বিবেচনা করেন যে, উক্ত শিল্পে ব্যবসায়ের জন্য দুইটের প্রস্তুত বিদেশ বস্তুপাতি উপাদানের উপর ও শুল্কে এবং দুইটের নিম্ন অন্যান্য ক্ষেত্রের দ্রব্যের উপর শুল্ক বসাইয়া শতকরা ১৫ ভাগ করিলেই এই নিম্নের প্রয়োজন মিটিবে। বর্তমানে দুইটের প্রস্তুত উক্ত দ্রব্যের উপর মূল্যশুল্কে শতকরা ৫০ ভাগ এবং দুইটের নিম্ন অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রস্তুত উক্ত দ্রব্যের উপর মূল্যশুল্কে শতকরা ৩৫ ভাগ শুল্ক বলবৎ রহিয়াছে। এখন ১৯৫৮ সালের মার্চ'এর শেষ অবধি আইনানুযায়ী শুল্ক হ্রাসের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইয়াছে।

বহুবিজ্ঞাপিত ভারত সংরক্ষণ শুল্কের বাধারা

কেন্দ্রীয় বাণিজ্যদপ্তরের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, কার্পাস বস্ত্রের বহুবিজ্ঞাপিত সংরক্ষণ শুল্কের বাধারা সম্পর্কে শুল্ক বোর্ডের বিবেচনার উপর অবশেষে ভারত সরকার যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন তাহা নিম্নরূপ: বোর্ডের অভিমতের প্রস্তাবিত বস্ত্রের শুল্ক বোর্ড কার্পাস বস্ত্র বিষয়ে বাস্তব সত্য করিবার জন্য-প্রেস, সত্য; প্রকাশ, বিল, বাস্তু ও সাধারণ বীমাক্ষেত্র উপরোক্ত বস্ত্র, মুদ্রণপ্রকাশকে শতকরা ১২½% সাধারণ শুল্ক ধার্য করিবার প্রস্তাবিত করিয়াছিলেন, পরিবর্তে আর শুল্ক করিয়াছেন। ১৯৫০ সালের ৩১শে মার্চ এই সংরক্ষণের মেয়াদ শেষ হইবে। উপরোক্ত নিম্নে কার্পাসী করিবার জন্য, ১৯৪৯ সালের সংরক্ষণ বিল আইনানুযায়ী একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হইয়াছে।

বিদ্যুৎ লাভ তৈয়ারীর উপায় আবিষ্কার

সম্প্রতি বৈজ্ঞানিক ভারতীয় লাভ গবেষণাগারের ১৯৪৮-৪৯ সালের কার্য বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। উহা হইতে জানা যায় যে, গত বৎসর ঐ গবেষণাগারে বিদ্যুৎ লাভ তৈয়ারের উপায় আবিষ্কার এবং লাভার তৈরি-মালের একপ্রকার বৈদ্যুত তৈয়ার করা সম্ভব হইয়াছে।

ভারতের লাভা দুর্গম বন্য অঞ্চলে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। লাভা ভারতে বহু পরিমাণে তৈয়ার হয়। ১৯৪৮-৪৯ সালে ভারতে হইতে ১৮ কোটিরও অধিক মূল্যের লাভা বিদেশে রপ্তানি হয়। উহার মধ্যে শতকরা ৯৯ ভাগ লাভা সংশ্লিষ্ট দেশগুলোতে চালান যায়। কি উপায়ে

নিম্নমাবলী

০ "আর্থিক ভারত" প্রতি বুধবার কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়।

০ মূল্য প্রতি সংখ্যা চারি আনা

০ ভারত ও সিংহলের সর্বত্র ডাকে বার্ষিক মূল্য দশ টাকা।

০ ষাণ্মাসিক মূল্য ছয় টাকা।

বিজ্ঞাপনের হার ও বিজ্ঞাপনীর জন্য

"কর্মাধ্যক্ষ, বিজ্ঞাপন বিভাগ"

এবং

গ্রাহকশ্রেণীর জন্য "কর্মাধ্যক্ষ, প্রচার-বিভাগ"

"আর্থিক ভারত" ৩৯নং কলুটোলা

ষ্ট্রীট্‌স্থিত, ২৯, বেন্টিঙ্ক স্ট্রীটস্থ বেঙ্গল

ফিনিক্স

এই ঠিকানায় পত্রালাপ করিতে হইবে।

Variable Ballast

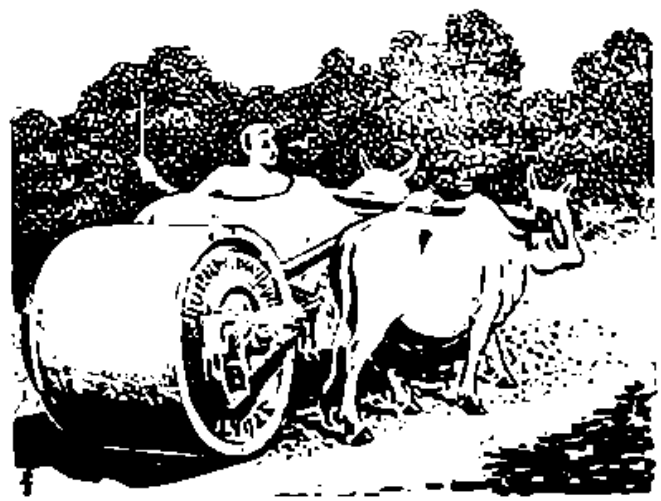

ROLLERS

Variable Ballast means, for example, that a 3 ton Roller weighs 46 cwt. empty, nearly 61 cwt. filled with water and over 70 cwt. when filled with sand.

PARTICULARS ON REQUEST

BURN & CO., LTD.

AGENCIES DEPARTMENT

12, MISSION ROW, CALCUTTA.

BRANCHES AT - NEW DELHI - BOMBAY - KANPUR

পণ্যমূল্যের বাজারে

চিনির নিয়ন্ত্রণাদেশ প্রত্যাহার ?

বছরের সুরুতেই চিনির উপর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বহাল রাখা বা সে বিষয় সম্পর্কে সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে। সাউথার্ন এক সংবাদে প্রকাশ, তাহাতে সরকার আগামী ১লা জানুয়ারী হইতে চিনির নিয়ন্ত্রণাদেশ প্রত্যাহার করিবেন। যত চিনিকলে আসার ইক্ষু মাড়াই আরম্ভ হওয়াতে আশা করা যিয়াছিল কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই নূতন চিনি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইবে এবং তাহাতে প্রবল চোরা বাজারি অঞ্চলগুলিতে চিনির দুষ্প্রাপ্যতা বহুলাংশে কমিবে। সে আশা পূরণ হয় নাই। অধিকন্তু নূতন মরশুমের উৎপাদনে সমস্ত চাহিদার সঙ্কুলান হইবে কিনা তাহারও নিশ্চয়তা নাই। উহার অর্থই যে আগামীবার চাহিদা অস্বাভাবিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে কেন? তাহারা পাকিস্তান বাজারে চালাইতেছে বলিয়া যদি যে বাড়তি হইবে তাহাও কি ভাবে ব্যবহৃত হইবে! তবে এমন মতও প্রকাশ করা হইয়া থাকে যে ৩১ হইতে চিনির ব্যবহারের দিকে ঝোঁক ও চাহিদা বৃদ্ধি ঘটিবে। যেমনই হউক উক্ত মূল্য বিষয়ে প্রাথমিক ব্যবস্থাবলম্ব বিবেচিত হইয়াছে। অতীত যদি অনুসরণ করিলে দেখা যায় চিনি ব্যবহারে স্থিতিস্থাপকতার ক্ষেত্র অতি সঙ্কীর্ণ। কাযেই হইাতে বিপুল চাহিদা বৃদ্ধি ঘটিবার প্রমাণ মেলে নাই। ইহা সত্য যে, সন্তায়ের ফলে চিনি ব্যবহারের পরিমাণ বাড়িয়াছে। কিন্তু গত কয়েক মাসেই চাহিদায় এই বৃদ্ধি ঘটিয়াছে তাহা সপ্রমাণ করিবার মত তথ্য নাই। শুল্ক হ্রাসে যে অনুমানে চালাইতেছেন, তাহাতেই প্রচুর মজুত উদ্বৃত্ত হইবে।

যদি পাকিস্তান বাজার হাতছাড়া হওয়াতে যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ না থাকে যা উৎপন্ন চিনি সমস্তটাই দেশের অভ্যন্তরে ব্যবহৃত হয়, তবুও চিনিকলগুলির নিয়ন্ত্রণের আবশ্যকতা রহিয়াছে। বর্তমান সার্কারি পরিমাণ উৎপাদনের জন্য মিলগুলিকে যে সুবিধা দিয়াছেন, অর্থাৎ যেসব স্থানের যে ব্যবস্থা হইয়াছে তাহা অপেক্ষা অধিক উৎপাদনে নিয়ন্ত্রণাদেশ সৃষ্টি করিতে পারিলেই বেশী সাহায্য করা হইবে। যুক্ত প্রদেশের উৎপন্ন অতিরিক্ত ইথিলযোগ্য অধিকতর হইয়াছে। সম্প্রতি অঞ্চল চলাচল ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণাদেশ জারী হইয়াছে। কোন কোন মিল এই অতিরিক্ত উৎপাদন করিয়াছে যে ইক্ষু সংগ্রহ করা ব্যবসাধ্য হইবেনা, এমনকি নিম্ন অঞ্চল হইতে বহু দূরবর্তী ইক্ষু সংগ্রহ করিতে হইতেছে। ইহাই প্রকৃত ঘটনা হইলে, চিনি উৎপাদন বৃদ্ধির পরিবর্তনাই শুধু ব্যবসাধ্য হইবে না, চিনি-কর্মীর নিয়ন্ত্রণও আর্থ হইবে।

•

চিনি

চিনির বাজারে তেমন উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। নিয়ন্ত্রিত দর অপরিবর্তিতই রহিয়াছে। যুক্তপ্রদেশের বাজারে কিছু পরিমাণে অধোগতি আসায় চিনির চোরাবাজার মূল্য ৭৲ টাকা নামিয়া আসিয়াছে। অধোগতির দর ৫৮৲ টাকা হইতে ৫৭৲ টাকা দাঁড়াইয়াছে।

যুক্ত প্রদেশে চিনির মূল্য নীচই অবতরিত হইবে। উৎপাদনের কাজ পূর্ণোদ্যমে চলিতেছে। বোম্বাই প্রদেশের চিনির বাজারে অবস্থার পরিবর্তন ঘটাইবার উদ্দেশ্যে সরকার উক্ত প্রদেশে আরও কয়েকটি চিনিকল স্থাপনের বিষয় বিবেচনা করিতেছেন। বোম্বাই প্রদেশে বর্তমানে ২৪টি চিনিকল আছে এবং উহার কার্যকরীর উৎপাদন পরিমাণ প্রায় ৯০ হাজার টন। তেমন বাজে বোম্বাই সরকারে যথেষ্ট পরিমাণ মাল চালান উৎপত্তির ব্যবহৃত হয়। সাধারণ যুক্ত প্রদেশ ও বিহার হইতে এতদ্বিষয়ক চিনি আমদানি করা হয়।

গুড়

আলোচ্য সপ্তাহে যুক্তপ্রদেশের সর্বত্রই গুড়ের বাজারে তেজীভাবে পরিলক্ষিত হইয়াছে এবং মফস্বলে মণ প্রতি ২৲ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। বাউন্টি অঞ্চলগুলিতে গুড় সেবনের ব্যবস্থা সুলভ হওয়াতে এবং তদ্বারা অঞ্চলে মূল্য হ্রাস পাওয়ার চাহিদা অসন্তিষ্ণুভাবে বাজারে তেজীভাবের সূচনা করিয়াছে। বাগপতে গুড়ের মণপ্রতি মূল্য ১৭।০ আনা। অন্যান্য কেন্দ্রের মূল্য হইতেছে :— মজঃফরপুর ১৯৲ হইতে ২৪।০; বীরাট ১৮।০; কলিকাতা ১৯।০ হইতে ২১৲ টাকা; কানপুর ১৪।০ ১৬।০; রোটক ১৪।০ হইতে ১৫।০ ও দিল্লী ১৬।০ হইতে ১৮৲ টাকা। পশ্চিম যুক্তপ্রদেশে চিনিকলগুলি চালু হওয়াতে বহু বহু ক্ষেত্রে গুড়ের সরবরাহ হ্রাস পাইয়াছে। বাগপতের বাজারে দৈনিক আমদানি হইতেছে ৩,৫০০ মণ। সেখানে বীরাটে ৭,০০০ হইতে ৮,০০০ মণ ও মজঃফরপুরে ১৫,০০ মণ। বাজারে প্রবল চেষ্টা হইতেছে গুড়কাটি, কলিকাতা মোকামেরের বাজারে।

আলু

যুক্তপ্রদেশের আলুর বাজার মন্দীভূত ছিল এবং ক্রেতা বাজারের মনোভাব হ্রাস পাই। প্রদেশের প্রধান প্রধান কেন্দ্রগুলিতে সরবরাহ ও দর ছিল নিম্নরূপ :—আগ্রাতে ১৮৲; ফতেপুরে ১৮৲। আলিগড় ১৭৲ ও সীতাপুর ১৭৲০। মোকামেরে 'আর্থিক' বাজারের মূল্যমান ৭৲। সরবরাহ বহু ক্ষেত্রে হ্রাস পাইয়াছে যথা চাঁদৌসি সরবরাহ ৪০; ক্ষেত্রে ৩০; শাহজাহানপুর ও ক্ষেত্রে ৪০ এবং উন্নাও ক্ষেত্রে হ্রাস পাইয়াছে যথা চাঁদৌসি সরবরাহ ৩০; ক্ষেত্রে ৪০; শাহজাহানপুর ও ক্ষেত্রে ৪০।

এই সপ্তাহে ১৯৪৯ সালে আলু সরবরাহ বহুলাংশে হইবার সম্ভাবনা সুস্পষ্ট হইয়াছে। আলুপুরের জনৈক কর্মকর্তা নিম্নোক্ত মতে তাঁর পরিস্থিতির বর্ণনা করিয়াছেন :— ১৯১৯ সালে আলুপুর আমদানি হইয়াছে ৩১ লক্ষ টন ১৯৪০ সালে উহা ২০ লক্ষ টনে নামিয়া আসিবে ১৯৪১ সালে উহা মাত্র ১০ লক্ষ টনে দাঁড়াইবে এবং ১৯৪২ সালে আমদানি একবারে বন্ধ হইবে। ১৯৪০ সালে অতিরিক্ত চাষের ফলে যদি ৪০ লক্ষ টন আলুপুর উৎপন্ন হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।

সাধারণ বৎসর অপেক্ষা চাহিদার পরিমাণ ৫০ শতাংশ হ্রাস পাইবে। একদিকে পণ্য উৎপাদন ব্যয় ও অন্যদিকে দুষ্প্রাপ্যতা হ্রাস এই উভয় কারণে এই দর হ্রাস পাইবে।

ঘি

এই সপ্তাহে প্রায় ১,০০০ প্যাকেজ বনস্পতি-ঘোষ ও কলিকাতায় বিক্রয়ের জন্য চালান যায়। সাধারণ চাহিদার অনুপাতে এই সপ্তাহে চাহিদার তুলনা পরিমাণ বলিতে হইবে। সাধারণ ঘরোয়া ঘি ৵ আনা হইতে ৵ এবং সাধারণ ঘি ১৷০ সের হইতে ৵ আনা পর্যন্ত চড়া দরে ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে। কিন্তু ক্যালিফোর্নিয়ার ঘি এক আনা সস্তায় করিয়া যায়। সাধারণ ঘি ও বাস্তিনির চাহিদা ভালই ছিল এবং অনেক ক্ষেত্রে ব্যাপারীদের দর অপেক্ষা কয়েক আনা বেশী দরে বিক্রয় হইয়াছে। সাধারণ বি, পি, এস, ১৯৷০, বি, পি, ১৯৷০ ও সিক্রো ১৯৷০ পর্যন্ত দরে ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে।

প্রায় ১৯,০০০ প্যাকেজ ডাঁড়া ঘি বিক্রির জন্য মজুত ছিল। ইহার চাহিদা ভাল ছিল এবং দরও ৵ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। পরিমাণ ভাল চালের দর ১৮৷৵ ছিল। প্রায় ৯,০০০ প্যাকেজ পাকা ঘি আলুপুরের বাজারে হ্রাস হয়। চাহিদা ভাল ছিল, তবে দর ৵ আনা পর্যন্ত কমিয়া যায়।

শেয়ার বাজার

স্থিতিশীল বাজার

সপ্তাহ, অগ্রহায়ণ

আলোচ্য সপ্তাহের প্রথমদিকে কলিকাতার শেয়ার বাজারে কর্মচঞ্চলতা ও লেনদেনের ভাব দেখা যায়। কিন্তু বোম্বাই বেঞ্চ পূর্ব সপ্তাহের মতই স্তিমিত থাকে। পরে বোম্বাইএর উৎসাহ এখানেও সঞ্চারিত হয় এবং সপ্তাহের শেষ দিকে উভয় বেঞ্চেই উৎসাহ লক্ষিত হয়। আর্থিক বিভাগের বিভিন্ন শ্রেণীর শেয়ারের মধ্যে কয়েকটি অংশীয় শেয়ারের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। ব্যাঙ্ক, ইন্সিওর, টি'জ, রাবার ও বিবিধ বিভাগের অধিকাংশ শেয়ার অপরিবর্তিত রহিয়াছে। ইণ্ডিয়া আয়রন ২৯/০ হইতে ৩০৫/০ এ উঠিয়াছে। টাটা কোম্পানির ২৯৮৲ হইতে ৩০৫৲ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। পাট ফ্যাক্টরীগুলির আর্থিক হিসাবনিকাশের বিবরণ প্রকাশ হইবার ফলে [illegible] ও [illegible] বাজারের মনোভাব [illegible] হইয়াছে। [illegible] ১৫৯ টাকা হইতে ১৬৯৲ পর্যন্ত উঠিয়াছিল। [illegible] ১৭৫৲ হইতে ১৮৫৲ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। পাট ফ্যাক্টরীগুলির আর্থিক হিসাবনিকাশের বিবরণ [illegible] ও [illegible] বাজারের মনোভাব [illegible] হইয়াছে। [illegible] ১৭৫৲ হইতে ১৮৫৲ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। পাট ফ্যাক্টরীগুলির আর্থিক হিসাবনিকাশের বিবরণ প্রকাশ হইবার ফলে

আর্থিক ভারত

ARTHIK BHARAT

অর্থনৈতিক সাপ্তাহিক

৯ম বর্ষ ৩২ সংখ্যা] কলিকাতা, বুধবার ২৩শে পৌষ ১৩৫৬ ; ৮ই জানুয়ারী, ১৯৫০ [মূল্য ।৹

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা		পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	৫১১		৫২৭
১৯৪৯ সাল			
উৎপাদনের এক বৎসর			
প্রাসঙ্গিক	৫১৬		
অধ্যাপক বহুলানবীশের ভাষণ			
তাঁত বস্ত্রের রপ্তানি বাণিজ্য			
ইন্দোনেশিয়া যুক্তরাষ্ট্রে রূপে			
		শেয়ার বাজার	
		আশা ও নৈরাশ	

১৯৪৯ সাল

কালের অতীত গর্ভে আর একটি বৎসর বিলীন হইল, কিন্তু ১৯৪৯ সাল বহু কারণে মানব ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া রহিবে। পৃথিবীর বহুদেশের মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস, চীনের ৪০ কোটি নরনারীর জীবনে আমূল পরিবর্তন, ইন্দোনেশীয়ার ৭ কোটি প্রাণে স্বাধীনতার লাভের আনন্দ স্পন্দন এবং ভারতের নূতন রাষ্ট্রবিধি প্রণয়ন এতগুলি অবিস্মরণীয় ঘটনার একত্র সমাবেশে বিগত বৎসরটিকে মনুষ্য সমাজের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য বৎসরের সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

১৯৪৯ সালে পৃথিবীর বহুদিকে বহু পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু ঐ পরিবর্তন মানুষের জীবনে [illegible] করিয়াছে কিনা সে সম্বন্ধের অবসান [illegible] মানুষের ভাগ্যে দুঃখের কৃষ্ণছায়া গাঢ়তর হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া আশঙ্কার কারণ দেখা দিয়াছে। যুদ্ধের অবসানে [illegible] সালের পর আশা করা গিয়াছিল যে শীঘ্রই দুঃখের ঘন-কুজ্ঝটিকা পৃথিবীতে শান্তি ও সমৃদ্ধি ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু ১৯৪৯ সালে যুদ্ধের চারি বৎসর পরে সে সম্ভাবনা আমরা খুঁজিয়া পাইতেছি না। ইউরোপের অনেক অংশ এখনও মুক্তরাষ্ট্রের "ধনদাক্ষিণ্য" দ্বারা জীবনধারণ করিতেছে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এখনও সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতে পারিতেছে না। পৃথিবী দুই আদর্শগত বিরোধী রাষ্ট্রের নিরপেক্ষ দুইটি যুদ্ধ শিবিরে বিভক্ত হইয়া উঠিয়াছে এবং সর্বোপরি এই সার্বিক যুদ্ধ অকস্মাৎ কোনদিন বজ্রক্ষয়ী যুদ্ধে রূপান্তরলাভ করিবে তাহার আশঙ্কায় শান্তিকামী নরনারীর জীবন বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছে। সেই হিসাবে ফুলিঙ্গের আবির্ভাব যোগ্য বিস্ফোরণের সংবাদও ১৯৪৯ সালের উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলিতে হইবে এবং যদি কোনদিন যুদ্ধরূপী মহাদুর্ভাগ্য পৃথিবীকে গ্রাস করে তাহা হইলে পৃথিবীর ইতিহাসে ১৯৪৯ সালকে অভিশপ্ত দিন বলিতে তাহাতে সন্দেহ নাই।

বস্তুতঃপক্ষে বলিতে গেলে ১৯৪৯ সালের ঘটনাগুলি যদি বিশ্লেষণভাবে অনুধাবন করা যায় তাহা হইলে দেখা যাইবে যে যুদ্ধ অবসানের পর আমরা যাহা কিছু আশা করিয়াছিলাম তাহার সবকিছুই ভুল

প্রমাণিত হইয়াছে। উন্নতির জন্য দুই রাষ্ট্রের মধ্যে যে সুসম্পর্কের রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার সুপ্রতিষ্ঠিত কোন সম্ভাবনা এখনও দেখা যাইতেছে না এবং অদূরভবিষ্যতে তাহার কোন সম্ভাবনা আছে বলিয়াও মনে হইতেছে না। বিশ্বের কাশ্মীরকে লইয়া দুই রাষ্ট্রের মধ্যে যে বিরোধী দুই রাষ্ট্র তাহাদের মধ্যে সাধা করিয়াছে, ফলে বাকিস্তান ও দুসুম অপ্রতিরোধ্য হইয়াছে, অপরদিকে অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকার চুক্তির প্রতিক্রিয়াহীন রাষ্ট্রের সুসম্পর্ক হইয়াছে। সেইজন্য পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা অর্থনৈতিক উন্নতি ও বাণিজ্য সম্প্রসারণের মহৎ উদ্দেশ্যগুলির কোন একটিরও সার্থক হইবার আশু সম্ভাবনা নাই। ১৯৬২ সালের ঘটনাগুলি পৃথিবীর সমালোচকের দৃষ্টিই বারেবারে সত্য করিয়া দিয়াছে।

[illegible] ভারতের সঙ্গে
[illegible] যে তাহার
দুইটি রাষ্ট্র [illegible] সকল সম্ভাবনা
[illegible] যে সমস্ত হইয়া-
[illegible] চিন্তা
[illegible] রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠি-

[illegible] প্রশ্নাতীত [illegible]
[illegible] উদ্যোগ করিয়াছিল
কিন্তু দুই [illegible] স্থায়ী সমাধান [illegible]
রাষ্ট্রদূতের অবস্থানকালে ও [illegible]
সমস্যার একটি ভালোরকম সমাধান এখনও সম্ভবপর হয়ে উঠে নাই।

[illegible] পর দুরূহ নয়ে [illegible] পাকিস্থান
[illegible] হইতে হইয়াছে। মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস করিতে সমর্থ হওয়ার মূলে পাকিস্থানের প্রতিরক্ষাখাতে ছাড়া অন্য কিছু নাই তাহা বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হইবে না। মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস না করিয়া এবং তাহার ফলে পাউন্ড ও টুলার মূল্য বৃদ্ধি করিয়া পাকিস্থান রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতের নিকট যে পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে তাহার আর্থিক মোল লইতে চাহিয়াছিল। তাহার ফলে উহার ডোমিনিয়নের মধ্যে যে অসন্তোষ বাধিয়াছে তাহার ফলে এই উপমহাদেশের অধিবাসীর জীবনে যে অভাব ও দারিদ্র্য দেখা দিয়াছে তাহা কবে বিদূরিত হইবে তাহা এখনও কেহ ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারেন না। কিন্তু ইহা বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় পাকিস্থান ভারতকে বিব্রত করিতে সমর্থ হইবে বলিয়া যে আশা করিয়াছিল তাহা অনেকাংশে ব্যর্থ হইবে। সেই সম্পর্কে ভারত পাকিস্থানের উপর বস্তুগতি নির্ভরশীল তাহার তুলনায় পাকিস্থান আরও বেশী নির্ভরশীল। কারণ ভারত তাহার নিজস্বভূমিতে কাজ করাইয়া তাহাকে উৎপন্ন পাটের দ্বারা কোনরূপে নানা অসুবিধা সত্ত্বেও কাজ চালাইয়া যাইতে পারিবে। কিন্তু পাকিস্থান তাহার উৎপন্ন পাটের এক তৃতীয়াংশের বেশী বিদেশ বাজারে বিক্রয় করিতে পারিবে না। তাহার ফলে পাকিস্থানের সমস্ত কৃষককুলের জীবনে যে সঙ্কট আসিবে তাহা রোধ করার সামর্থ্য পাকিস্থান সরকারের নাই। অবস্থা ইতিমধ্যেই প্রায় সেইরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পাটের দর দিনদিন নামিয়া যে স্তরে পৌঁছিয়াছে তাহাতে কৃষকদের মধ্যে হাহাকার উঠিয়াছে। পাকিস্থান সরকার তাহাদের স্টোকদাকে তুলাইতে যতই না চেষ্টা করুক একদিন না একদিন জনসাধারণ তাহাদের প্রতিশ্রুতির অসারতা বুঝিতে পারিবে। তখন সরকারের পক্ষে তাহাদের ক্রমবর্ধমান আক্রোশ স্থির রাখা কঠিন হইয়া পড়িবে। তুলার ক্ষেত্রে ভারত পাকিস্থানের উপর নির্ভর না করিলেও [illegible] পারে তাহার প্রমাণ সরকার সম্প্রতি আট লক্ষ [illegible] তুলা বিদেশ হইতে আমদানী করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাহাতে ভারতকে কতকটা দুর্মূল্য মূল্য অঞ্চলের উপর নির্ভর [illegible] হইলেও পাকিস্থানের উপর নির্ভর করার বিড়ম্বনা হইতে [illegible] করিতে যে পারিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। এক্ষেত্রে ও পাকিস্থানের ধৈর্যহীনতা ভারত উপেক্ষা করিয়া চলিতে পারিবে তাহা পাকিস্থান সরকারের বুঝা উচিত ছিল।

তবে পাকিস্থানের পক্ষে এইরূপ সংকটে উপনীত হইবার ফলে পাকিস্থানের যেরূপ ক্ষতি হইয়াছে ভারতেরও সেইরূপ ক্ষতি হইতেছে ইহা অনস্বীকার্য। প্রথমতঃ কাশ্মীরের যুদ্ধ যে বায় হইতেছে তাহা নিছক অপব্যয়। কারণ ইহার ফলে ভারতের এবং পাকিস্থানের অনেক অতি প্রয়োজনীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার কাজ অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। ঐ দুই ডোমিনিয়নের অধিবাসীর আর্থিক উন্নতির সম্ভাবনাগুলি পরাহত হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু যতদিন পাকিস্থান সরকার তাহাদের অন্যায় জেদ পরিহার না করেন ততদিন ভারতের পক্ষে সংঘর্ষ চালাইয়া যাওয়া ছাড়া আর পথ নাই। ১৯৭০ সালে যদি এই জটিল প্রশ্নের কোন মীমাংসা হইতে পারে তাহা হইলে এই উপমহাদেশের বাসিন্দাদের ১৯৭০ সালকে অভিনন্দিত করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

উৎপাদনের এক সংসর

১৯৪৯ সালের উৎপাদন সম্পর্কে সরকারী যে হিসাব-নিকাশ প্রকাশিত হইয়াছে, দেখা যায় যে প্রধান প্রধান শিল্পগুলির কয়েকটি ক্ষেত্রে উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে এবং কয়েক ক্ষেত্রে সামান্য উন্নতি লক্ষিত হইয়াছে, পূর্ব্ববর্তী বৎসরের (১৯৪৮ সাল) তুলনায় ১৯৪৯ সালে পাট, বস্ত্র ও চিনি শিল্পে যথাক্রমে শতকরা ১০, ১৪ ও ৭ ভাগ উৎপাদন হ্রাস পাইয়াছে। ঐ উৎপাদন হ্রাসের প্রধান কারণ উপরোক্ত প্রথম দুইটি শিল্পে কাঁচা পাট ও তুলার অভাব এবং তৃতীয় ক্ষেত্রে চিনির তুলনায় গুড় উৎপাদন বৃদ্ধির আপেক্ষিক চেষ্টা। অপরপক্ষে পূর্ব্ববর্তী বৎসরের তুলনায় আলোচ্য বর্ষে কয়লা শিল্পে শতকরা ৮ ভাগ, চা শিল্পে শতকরা ৫.৩ ভাগ, লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে শতকরা ৮.৫ ভাগ, সিমেন্ট শিল্পে শতকরা ২২ ভাগ এবং কাগজ শিল্পে শতকরা ৭ ভাগ উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই উৎপাদন বৃদ্ধির কারণ শ্রমিক অসন্তোষ হ্রাস ও মাল চলাচলের অধিকতর সুবিধ বলিয়া মনে হয়। তবে কয়েকটি ক্ষেত্রে নূতন যন্ত্রপাতি আমদানীর জন্য উৎপাদন বৃদ্ধির সুযোগ হইয়াছে তাহারও সন্দেহ নাই।

বস্ত্রশিল্পে আলোচ্য বৎসরে ৩৯২৯ মিলিয়ন গজ এবং ১.১৩২ মিলিয়ন পাউণ্ড সূতা উৎপন্ন হইয়াছে। পূর্ব্ববর্তী বৎসরে বস্ত্র ও সূতা উৎপাদনের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৪,৩২০ মিলিয়ন গজ এবং ১.১৪৮ মিলিয়ন পাউণ্ড। তুলার অভাব ছাড়াও শুদামে উৎপাদিত মালের অত্যধিক অধিকিত থাকার ফলে পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের মিলগুলিতে যে সংকট দেখা দিয়াছিল তাহাও আলোচ্য বৎসরের উৎপাদন হ্রাসের অন্যতম কারণ বলা চলে।

পাটশিল্পে আলোচ্য বৎসরে উৎপাদনের পরিমাণ ৯২৬,০০০ টন এবং পূর্ব্ববর্তী বৎসরের উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১,০৪৪,০০০ টন। পাটশিল্পে এই উৎপাদন হ্রাস অবশ্য আশাতীত বলিতে হয়, কারণ আলোচ্য বৎসরে পাকিস্থানের বৈরিতার ফলে কাঁচা পাটের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির ফলে পাটশিল্পে যে সংকট দেখা দিয়াছিল তাহাতে প্রথম মনে হইয়াছিল পাটশিল্পে উৎপাদন হ্রাস আরও অনেক বেশীই হইবে। কিন্তু পূর্ব্ববর্তী বৎসরে কলিকাতার বাজারে কাঁচা পাট আশানুরূপ মজুত ছিল বলিয়া সংকট অনেক পরিমাণে এড়াইয়া চলা সম্ভব হইয়াছে।

চিনি শিল্পে পূর্ব্ববর্তী বৎসরে যেখানে ১,০৭৩,০০০ টন চিনি উৎপাদিত হইয়াছিল আলোচ্য বৎসরে তাহার পরিমাণ হ্রাস পাইয়া ৯৯৮,০০০ টন হইয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যন্ত্রপাতী উৎপাদনের ইক্ষু অধিকতরভাবে বিক্রোজিত হওয়ায় এবং কতকটা চিনি কলওয়ালাদের অন্যায় লাভ করার চেষ্টার ফলেই চিনির এইরূপ অস্বাভাবিক উৎপাদন হ্রাস ঘটিয়াছে।

অপরপক্ষে চা শিল্পে [illegible] হইতে দেখাই উৎপাদন হইয়াছে বলিয়া আশা করা যায়। পূর্ব্ববর্তী বৎসরের তুলনায় এই বৎসর ৩.৫ মিলিয়ন পাউণ্ড উৎপাদন বৃদ্ধি হইয়া ৮৮২৫ উৎপাদনের পরিমাণ ৪৭৮ মিলিয়ন পাউণ্ডে দাঁড়াইবে বলিয়া অনুমান করা যায়। আন্তর্জাতিক চুক্তি মতে ভারত যতখানি চা রপ্তানি করিতে সক্ষম সরকার পুরাপুরি সেই পরিমাণ চা রপ্তানি করার অনুমতি দিয়াছেন। ফলে আলোচ্য বৎসরে নয় মিলিয়ন পাউণ্ড চা বিদেশে রপ্তানি করা হইয়াছে। যদি কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ না ঘটে তাহা হইলে আগামী বৎসরেও আশানুরূপ উৎপাদন হইবে বলিয়া আশা করা যায় এবং বর্ত্তমানে আন্তর্জাতিক বাজারে চায়ের যে অভাব রহিয়াছে তাহা শীঘ্রই মিটিবে না বলিয়া ভারতীয় চায়ের চাহিদা আরও কয়েক বৎসরেও কমিবে না বলিয়া আশা করা যায়। এমন কি ইন্দোনেশিয়ায় চা উৎপাদন বৃদ্ধি যদি সাফল্য-মণ্ডিত হয় তাহা হইলেও চায়ের চাহিদা অটুট থাকিবে ইহা নিঃসন্দেহ।

কয়লার ক্ষেত্রেও দেখা যায় পূর্ব্ববর্তী বৎসরের ১৩.৮২ মিলিয়ন টনের স্থলে আলোচ্য বৎসরে ১২.২৬ মিলিয়ন টন কয়লা উৎপন্ন হইয়াছে। মাল চলাচলের সুবিধার ফলে খনিতে মজুত মাল তাড়াতাড়ি স্থানান্তরিত করিবার ফলেই পূর্ব্ববর্তী বৎসরের তুলনায় এই বৎসর কয়লা উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। লৌহ ও ইস্পাতের ক্ষেত্রেও আশানুরূপ উৎপাদন বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যাইতেছে। অনুমান করা হইতেছে যে, পূর্ব্ববর্তী বৎসরের ৮৫৯,০০০ টনের তুলনায় আলোচ্য বৎসরে ৯২৪,০০০ টন লৌহ ও ইস্পাত উৎপন্ন হইবে। তবে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য উৎপাদন বৃদ্ধি লক্ষ্য করা গিয়াছে সিমেন্ট শিল্পে। আলোচ্য বৎসরে অনুমান করা হইতেছে প্রায় দুই মিলিয়ন টন সিমেন্ট উৎপন্ন হইয়াছে। পূর্ব্ববর্তী বৎসরে উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১,৫৫২,৭০৯ টন। তিনটি নূতন সিমেন্ট ফ্যাক্টরী প্রতিষ্ঠার ফলেই এইরূপ উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব হইয়াছে। তিনটি ফ্যাক্টরীর মধ্যে ২টি দক্ষিণ ভারতে ও একটি সৌরাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কাগজ শিল্পেও উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখা গিয়াছে। পূর্ব্ববর্তী বৎসরে কাগজের উৎপাদন যেখানে ৯৭,২০০ টন ছিল। আলোচ্য বৎসরে আনুমানিক তাহার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১০৫,৪০৮ টন এবং আগামী বৎসরে এই শিল্পে আরও উন্নতি হওয়া সম্ভব।

বর্ত্তমানে দেখা যাইতেছে যে, কাঁচা মালের জন্য যেইসব শিল্প পাকিস্থানের উপর নির্ভর করিয়াছিল তাহাদের উৎপাদন হ্রাস পাইয়াছে এবং অন্যান্য পাটের উৎপাদন হ্রাস বিশেষ ব্যাপারক। কারণ তুলার উৎপাদনের সঙ্গে পাট শিল্পের মালই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। যেইরূপ কাঁচাপাটের ব্যাপারে ভারত যদি স্বাবলম্বী হইতে পারে তাহা হইলে ১৯৫০ সালে ভারতের শিল্পোৎপাদনের পরিমাণ আশানুরূপ হইবে বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে।

প্রাসঙ্গিক

অধ্যাপক মহলানবীশের ভাষণ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

সাধারণ কিছু ফসল লাভ করা যাইতে পারে। মেসোপোটেমিয়ার উর্বর উপত্যকার অধিবাসী সমাজ উন্নয়নের পথে অগ্রসর হইয়াছিল। ঐতিহাসিক তাহাদের অবদান মূল্যবান বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এই সিন্ধু নদের তীরে বাস করিয়াই আর্যরা ভারতে প্রবেশ করে। ভারতের প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ হইতে ৪০০ কোটি টন তুলা উত্তোলন করা হইয়াছে। মৃত পূর্বপুরুষদের কবরগুলিতে পাওয়া গিয়াছে ১৫০ কোটি টন তুলা। ইহা ছিল কাপড় বয়ন এবং সুতা তৈরির কাজে ব্যবহৃত হইত। মৃত পূর্বপুরুষদের কবরগুলিতে পাওয়া গিয়াছে ১৫০ কোটি টন তুলা। ইহা ছিল কাপড় বয়ন এবং সুতা তৈরির কাজে ব্যবহৃত হইত। মৃত পূর্বপুরুষদের কবরগুলিতে পাওয়া গিয়াছে ১৫০ কোটি টন তুলা। ইহা ছিল কাপড় বয়ন এবং সুতা তৈরির কাজে ব্যবহৃত হইত।

ইন্দোনেশিয়া ধর্মঘটে রত

সাম্প্রতিক ইন্দোনেশিয়া সফরে প্রধান মন্ত্রী তাঁহার সফর হইতে যোগদাকার্তার প্রত্যাবর্তনের পথে কয়েকটি বিমান ঘাঁটিতে অবতরণ করিলে তাঁহাকে বিপুলভাবে সম্বর্ধিত করা হয়। ইন্দোনেশিয়ার প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে দেখা গিয়াছে। তাঁহার মুখের বিশ্ব মুক্তির বাণী পড়িবার সময়ে তাঁহাকে গুলিয়ার অনুপ্রেরণা আরও প্রবল করিতে পারে নাই। প্রত্যুত্তরে তিনি তাহা অভিনন্দন করিবার মত দৃষ্টি ও শক্তি উহা প্রত্যর্পণের আছে কিনা জানি না, না থাকিলে কিছু নাই। বিশ্ব সমাজীর অভ্যর্থনের আকাঙ্ক্ষা অটোপন সমাজীর সর্বাঙ্গীন এ প্রতিক্রিয়াকে আশ্রয় করিয়া ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র গঠনে সমর্থ হইবার তাহাদের পক্ষে বিশ্ব মুক্তির রাষ্ট্র গঠনের ভার গ্রহণের কথা অবিশ্বাস্য নয়। তাহারা স্বাধীনতা আন্দোলনে কোন অংশ গ্রহণ করে নাই বলিয়া কিংবদন্তি বিশ্বাসকরণ করিয়া অধিকারে স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করিবার মত শক্তি-সামর্থ্য তাহাদের থাকিবার কথা। ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামের পুরোভাগে থাকিয়া যাহাদের কত অংশে মূল্য দিতে হইয়াছে তাহারা যখন ক্ষমতায় আসিয়াছে তখন তাহারা কোন অবস্থায় ছিল। তাহারা কি করিয়া তাহারা ক্ষমতায় আসিয়াছে তাহা তাহারা ভুলিয়া যাইবে, ইহা কি করিয়া আশা করা যায়? ইন্দোনেশিয়ার অভ্যন্তরে বিপুল অর্থ মূল্যের রপ্তানী বিদেশী ব্যক্তির হস্তের এই আক্রমণ বন্ধ হইবার নহে। তাই তাই তাহা ঘোষণা উচ্চারণ করিয়াছেন যে ইন্দোনেশিয়ার ধর্মঘটের মূলকারণের মধ্যে প্রত্যেক ইন্দোনেশিয়াবাসীর। ইহাই ইন্দোনেশিয়ার প্রকৃত পরিচয়। তাই তাহার এই বক্তব্যের প্রতি তাহাদের এখন আরোপ রহিয়াছে।

চিনির কথা

১৯৮৮ সাল হতে সমস্ত পৃথিবীতে অনুমানিক যোগ্য পরিমাণ চিনির মধ্যে ৩৫ টন চিনি উৎপন্ন হয়—তার মধ্যে ২১,৪০০,০০০ টন শুধু এবং বাকী ১৪ লাখ টন হতে উৎপন্ন হয়। মেসোপোটেমিয়ার যুদ্ধের পর হতে পৃথিবীতে প্রথম ৫টি দেশ হতে চিনি উৎপাদনের ক্ষেত্রে হয়। বর্তমানে এই ৫টি চিনি সমস্ত কন্টিনেন্ট এবং উহার আমেরিকার উৎপন্ন করিয়া থাকে এবং এরূপ কি তুলনায় পাওয়া যায়। উক্ত হতে যে চিনি উৎপন্ন হয় তাহা প্রধানতঃ ব্যয় এবং দক্ষিণ আমেরিকা, ওয়েষ্ট ইন্ডিজ, আফ্রিকা, এশিয়া, অষ্ট্রেলিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জেই সীমাবদ্ধ।

উক্ত হইতেই সাধারণতঃ চিনির শ্রেষ্ঠ আদায় হয়। সেইজন্য উক্ত চাষের উপরি অত্র পৃথিবীর সর্বত্র অবলম্বন দেখা দিয়াছে। এ সম্পর্কে বহু গবেষণা হইয়াছে। ভারতবর্ষ, আফ্রিকা এবং ফিলিপাইনস সকলেই গবেষণায় সাহায্য করিয়াছে। এই কারণে এবং কোন কোন দেশে অধিকাংশ চিনির উৎপাদনে আবশ্যকী চিনির উৎপন্ন বেশী হয়ে যাওয়ায় ফলে বাধ্য হওয়ায় পৃথিবীর অর্থনীতিতে চিনির গুরুত্ব স্বীকার না করিয়া উপায় নাই।

চিনির এই অর্থনৈতিক গুরুত্ব ছাড়াও এর আর একটা দিক আছে। তাহা হোল মানুষের স্বাস্থ্যের দিকের মূল্যবান নয়, মানুষের হেতে শক্তি বৃদ্ধির জন্যেও ইহার মূল্য অপরিসীম বলিয়া স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে।

পৃথিবীর যেসকলেই প্রথমিক প্রয়োগ লাভ করিয়াছে সেসকলেই চিনির চাহিদা সমভাবে বেশী। অবশ্য যেসকল দেশে মানুষ চিনির ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ার চেষ্টা করিয়াছে। ফলে সর্বত্র চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়াছে। যেই জন্য ১৯৩৪ সালে প্রথম চিনি উৎপাদক যেসকলির অন্য এই বৎসর যে বৃদ্ধি হইয়া মানে তাহাতে চিনির অধিক প্রচুর করার চেষ্টা হয়। তাহাড়া আবশ্যিক চিনির উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে মূল্য হ্রাস এবং যেই সকল চিনির ঘাটতির আশঙ্কা না থাকে সে বিষয়ের দৃষ্টি রাখা হয়।

আন্তর্জাতিক পর্যায় পরিস্থিতে বিশেষ চিনির প্রস্তাব যে বিষয়ই দেখা করিয়াছেন তাহাতে মনে হয় যে ধরিয়াছে পৃথিবীতে চিনি উদ্বৃত্ত নাই। চিনির অনুমান করেন যে চিনির চাহিদা উৎপাদন সম্পর্কে যেই একটি বৃদ্ধি আন্তর্জাতিক বৃদ্ধি সম্পর্কিত হইবে, ফলে চিনিই এ সম্পর্কে কোন কথা আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে কিনা তাহাতে সঠিক সমাধান করেন।

বিশ্ব সমাধান কারণ হইল পৃথিবীতে চিনির চাহিদা কমপক্ষে বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া অনুমান হয়। ইতিমধ্যে যেসব দেশে চিনির ব্যবহার বেশী ছিল সেসকল দেশে ব্যবহার বাড়িয়াছে। তাহাড়া কোথাও কোথাও চিনির ব্যবহার বৃদ্ধি হয় হওয়ায় সম্ভাবনা রহিয়াছে। তাহাড়া চিনির চাহিদা বৃদ্ধির সম্ভাবনা রহিয়াছে।

চিনি বৈজ্ঞানিকগণ বিশেষজ্ঞ: বৃদ্ধির উপরি-লেখিত সাধারণ পরিস্থিতির অধিকারক তাই এই, এরূপ ধারণা চিনির নূতন ব্যবহার সম্পর্কে যে সব নূতন নূতন গবেষণা করিয়াছেন তাহা এখনো বিশেষজ্ঞদের উৎপাদনের। তাহাড়া দেখা যায় ও অনুরূপ করিয়াছেন যেসব চিনির চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশা করা হয়। সর্বশেষ যেসব দিয়াছে যে উক্ত থেকে আরো অনেক কাজ আদায় করা যায়, যথা মূলধারণ যোগ তাহা হইতে প্রয়োজন মত যেসব এবং আর এক প্রকার রাসায়নিক পদার্থ যার সাহায্যে মাইলস প্রস্তুত হয়।

উক্ত থেকে যে কোন অন্য উৎপন্ন হয় তা পরিচয়ে সুবিধার প্রস্তুত করা যায়, তা ছাড়া সকল উক্ত তৈরির সাবেক এর প্রয়োজন হয়। সর্বশেষে কোন কারণে চিনি দিয়ে রাসায়নিক ব্যবহৃত আরেক কতক তৈরি-রাসায়নিক পদার্থ প্রস্তুত করা যায় যাহার সাহায্যে কয়াই-না-ইথার তাহা, তেলক এবং রঙ্গন জাতীয় প্রস্তুত হয়।

এ সম্পর্কে এযাবত সর্বত্র ব্যাপক গবেষণা চলিয়াছে। গবেষণার কাজ যেহিসি সম্পূর্ণ ভাবে সফল হইলে দেখিব উক্তর চাহিদার আর সীমাবদ্ধ থাকিবে না। এরূপ হোলেও আশির অবস্থা এখন সবার উক্তর চাষের উপর আক্রমণে নির্ভর করে দেশের যেসকল সমৃদ্ধি এতদিন নিশ্চয় দেখা দিবে।

পণ্যদ্রব্যের বাজার

মুদ্রামূল্য হ্রাসোত্তর মূল্যসূচক

মূল্য সূচীসংগ্রহের পরবর্তী তিন বছরে এ আশঙ্কা ছিল যে ডিসেম্বর ১৯৪৯ সালে মুদ্রামূল্য হ্রাসের ফলে যে মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়াছিল তাহা বৃদ্ধি পাইবে ও পরবর্তীকালে মূল্যবৃদ্ধি অব্যাহত থাকিবে। এইরূপ আশঙ্কার প্রধান কারণ যে ছিল না তাহা নহে। কেননা ইহাতে ইতিমধ্যে ব্যবসায়ীদের হাতে সঞ্চিত মূল্য বৃদ্ধি পাইবে, ফলে বিক্রয় করিয়া তাহার প্রকৃত মূল্যবৃদ্ধি হইবার মূল্য বৃদ্ধি করিয়া তাহার পরবর্তী উৎপন্ন ইহার প্রতিফলিত হইবে। পরবর্তী ইহাই অনাগত সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন ছিলেন। তথাপি ইহা অস্বীকার করা যায় না যে [illegible] মূল্য সম্পর্কে অনিশ্চয়তা, বেপরোয়া অধিক [illegible] ও কেনাকাটি [illegible] ইহার মূলে [illegible] যেই আশঙ্কা [illegible] আর্থিক মূল্য [illegible] পরবর্তী মূল্য [illegible] সংগ্রহ করিতে [illegible] দুই সপ্তাহে তাহা [illegible] [illegible] অবস্থা দুই মাসে। [illegible] অবস্থা [illegible] অবস্থায় [illegible] এবং কিছু কালের মধ্যে আবার [illegible] ইহাই [illegible] এই আশার [illegible] [illegible], মূল নিয়ন্ত্রণ আবার [illegible] [illegible] ইহাদের প্রয়োজনীয় ৫ লাখ পর্যন্ত পরিমাণ সংগ্রহ করিতে পারিবে। পাকা-ফসলের যে অংশ অবশিষ্ট রহিয়াছে তাহাতে মূল দুইটি দিয়ে মূল্য ও সাইজ অনুযায়ী সংগ্রহযোগ্য উৎপাদন হইবে না। তবে সম্প্রতি যে তেজ হইয়াছে, তাহাতে দিনকতি আরও কয়েক মাস উৎপাদন কাজ চালাইয়া যাইতে পারিবে এবং তেলে কাঁচা মাল উৎপন্ন করার যে আগ্রহ তেজ চলিতেছে ও বিদেশ হইতে কতক মূল্য আমদানির যে ব্যবস্থা হইয়াছে তাহাতে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

পণ্যদ্রব্যের মূল্যসূচকের গতি লক্ষ্য করিলেই দেখা যায়, প্রারম্ভকালীন মূল্য বৃদ্ধি ঘটিলেও তাহা তখনও প্রতিকূল অবস্থা সৃষ্টি করে নাই। অক্টোবর মাসে [illegible] সূচকসংখ্যা ৩৯৩.৩ পয়েন্টে বৃদ্ধি পাইলেও নভেম্বরে তাহা কমিয়া ৩৮৮.৫ দাঁড়াইয়াছে। এই হ্রাসের সম্ভাব্য কারণ হইয়াছে, বাজারের সাময়িক-ব্যাপ্ত ভাব এবং কলকা, বস্ত্র, ইস্পাত প্রভৃতি শিল্পজাত পণ্যের মূল্য হ্রাস।

চিনি

আলোচ্য সপ্তাহে চিনির বাজার একরূপ অপরিবর্তিতই রহিয়াছে। যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টের উৎপাদন সম্পর্কিত পূর্বাভাসে আশা করা হয় চলতি মরশুমে উৎপাদন বহরাপেক্ষা কম হইবে। ইহা হইতে গতবর উৎপাদন অধিক হওয়াতে চিনি কলগুলি প্রয়োজনীয় ইক্ষু সংগ্রহ করিতে পারিতেছে না। এখানকার ব্যবসায়ী মহলের ধারণা যে উৎপাদন বিস্তৃতি না হইলে চিনির মূল্যসমতা আরও কিছুকাল বজায় থাকিবে। মরিশাসে ১৯৪৯ সালে কাজ চলিতেছে। সব মরশুমে এই সময় ১৮টি কল চালু ছিল। ১৯৫০ সালের যে সব কল বন্ধ হইয়াছে, সেই সবে ১ লক্ষ ৯ হাজার টন চিনি প্রস্তুত হইবার এবং এই সবে পূর্ণ সংগ্রহের পরিমাণ ছিল ১১,৭৯,০০০ মণ।

এখানে যে পূর্বাভাস ও তাহাকে ভিত্তি করিয়া যে সব কলে চিনি প্রস্তুত ও বিক্রয় করা হইয়াছে এবং যুক্তরাজ্যের সরবরাহ প্রভৃতি যে বিবরণ দিয়াছি তাহাতে ১৯৪৯ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে যে পরিমাণ চিনি মজুত ছিল তাহার পরিমাণ ১১ হাজার টন। গত অক্টোবর মাস হইতে এ পর্যন্ত পরিমাণ চিনি ৯ হাজার ৭ শত টন চিনি পাইয়াছিল। আশা করা যায়, আমদানীর দ্বিতীয় সপ্তাহ হইতে যেসকল কিছু ছাড়াতে পারিবে এবং ছাড়া চিনি দেওয়া হইবে। যেসব চিনির দর অপরিবর্তিতই রহিয়াছে এবং কালোবাজারে দর হইয়াছে ৮০৲ টাকা হইতে ১০০ টাকা মণ। যুক্ত প্রয়োগে [illegible] দর হইয়াছে ৪৭৲ টাকা হইতে ৪৯৲ টাকা।

গুড়

যুক্তরাজ্যে গুড়ের নূতন মরশুম আরম্ভ হইয়াছে। তবে সপ্তাহের শেষের দিকে দর কিছুকাল কম হয়। এই সপ্তাহে গুড়ের দর নিম্নমুখী হওয়ার কারণ হইতেছে, ছাড়ানি এলাকাগুলি যে কোন বার গুড় উৎপন্ন আরম্ভ করে নাই। কলিকাতা, তমলুক ও মধ্যপ্রদেশের বাজারে গুড়ের সরবরাহ দর অধিক হইয়াছে এবং বর্তমান দর ৯৮৲-১১৲ টাকার মধ্যেই ছিল। তাহাই গুড়ের চাহিদার হ্রাস ঘটে।

আলোচ্য সপ্তাহে বেরিলী, মুজাফরপুর, রামপুর ও মীরাটে গুড়ের দরে উল্লেখযোগ্য হ্রাস ঘটে। [illegible] ৩ টাকা ১২৲ আনা ও মীরাটে ১৯৫০ আনা হইতে [illegible] হইয়াছে। তবে গুড়ের আমদানি হইয়াছে এবং বৈদেশিক পরিমাণ আনুমানিক ২৫ হাজার মণ।

বাজরা

আলোচ্য সপ্তাহে যুক্তপ্রদেশে বাজরার দরে স্থিরভাব বজায় ছিল। কোন কোন স্থানিক কেন্দ্রে পরের সাইবারী দরে কিছুটা বৃদ্ধি ঘটে। বেনারসে বাজরার নূতন আমদানি ছিল। কিন্তু রামপুর বাজারের ছোলা [illegible] —মণ, ২-টিকের হইয়াছে। তাহার বাজারে তেজীভাব লক্ষিত হয় এবং প্রতিকূল আবহাওয়ার সাময়িক বিলম্ব করিয়া অগ্রিম সরবরাহ বাজারের দর বৃদ্ধি ঘটে। অগ্রহায়ণ ও পৌষের চাহিদা মোটামুটি ভালই ছিল, কিন্তু মজুতের পরিমাণ কমই ছিল। অগ্রহায়ণ ১১৯০; পৌষ ১৯৮০; মূল ১৭৲ ও মজুতের ১৯৪০ হইতে ১৮৲ টাকা পর্যন্ত দরে বেচাকেনা হয়।

কানপুরী হইতে ১৯শে ডিসেম্বর (১৯৪৯) পর্যন্ত বিদেশ হইতে বাজারে আমদানি হইয়াছে নিম্নোক্তরূপ:—বম্বে ২০,৩১,১০০ টন; মাদ্রাজ ১,৪১,৮০০ টন; চাঁদিল ৭,৪৯,০০০ টন; মুই ১,৩৭,৯০০ টন; বন্দর ১,৬৮,০০০ টন; মাইসোর ১,২৬,৮০০ টন; কুচি ১৪,১০০ টন, বেলগাঁও ৭,৯০০ টন ও কোচিন ৫,৮০০ টন।

গ্ল্যাডস্টোন লাম্বেলস

এণ্ড কোং লিঃ

৪, ক্লেভারলী প্লেস, কলিকাতা।

টেলিফোন: মেন ২৪৬১—২৪৬৪।

টেলিগ্রাম: মেটা।

টীমার এজেন্টস্

বি সিঙ্গী লাইন লিঃ

এসোসিয়েটেড এক্স মাইনস এন্ড এসেল কোং লিঃ

ইষ্টার্ন লাইন লিঃ

ইম্পোর্টার্স্ এণ্ড ষ্টীভেডর্স্

কলের মরশুমে সরবরাহ

নিরাপত্তার ব্যবস্থার ব্যবস্থাদি

অগ্নি নির্বাপক

বীমানুষ্ঠাপক

ডি, ডি, টি পোকা-মাকড় মারিবার

ঔষধ (ব্যাগ)

অ্যাসেন্সিয়ল এজেন্টস্

কেপ এণ্ড কোং লিঃ

(চিনি ও মদ প্রস্তুতকারক)

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ষ্টার্চ এণ্ড কোং লিঃ

ব্যালেন্টাইন মার্কিন এণ্ড সিগিন কোং লিঃ

(মার্চেন্টস্)

ইম্পোর্টার্স এণ্ড লন্ডেড এজেন্টস্

সংবাদ সংকলন

হায়দরাবাদের মুদ্রা ব্যবস্থা ভারতের মুদ্রা ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত

হায়দরাবাদের বর্তমান মুদ্রা ব্যবস্থা ভারত সরকারের মুদ্রা ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্রীয় কমিটী যে সব সুপারিশ করিয়াছেন, কিছু সংশোধনের পর ভারত সরকার এবং হায়দরাবাদ সরকার তাহা গ্রহণ করিয়াছেন। যুক্তরাষ্ট্রীয় কমিটীর পরিকল্পনা অনুযায়ী ভারত সরকারের সহিত হায়দরাবাদ সরকারের পারস্পরিক সম্পর্ক মূলতঃ নির্দ্ধারিত হইলে ভারত সরকার ১৯৪০ সালের ১লা এপ্রিল হইতে হায়দরাবাদের মুদ্রা ব্যবস্থার পূর্ণ কর্তৃত্বভার গ্রহণ করিবেন। কমিটীর সুপারিশ অনুযায়ী ৩ বৎসরের পরিবর্ত্তে ৪ বৎসরে মধ্যে ধীরে ধীরে হায়দরাবাদের অন্তরালে প্রচলিত মুদ্রা ব্যবস্থার অবসান ঘটান হইবে।

কমিটী সুপারিশ করিয়াছেন যে, ১৯৪০ সালের ১লা এপ্রিল হইতে হায়দরাবাদের সমস্ত মুদ্রা ব্যবস্থার পরিচালনার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক গৃহীত হওয়া উচিত। হায়দরাবাদের বর্ত্তমান মুদ্রা বিশ্লেষণ করা সম্ভব কিনা এবং সম্ভব হইলে তাহা কি ভাবে করা উচিত, সে সকল বিষয় কেন্দ্রীয় সরকার নির্দ্ধারণ করিবেন। ইহি মধ্যে মোটের বিকার্ড ফাণ্ড এবং অসামরিক সিক্কা ষ্টেবিলাইজেশান বিকার্ড ফাণ্ড প্রভৃতির পরিচালনা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ সুষ্ঠুভাবে এবং উক্ত দুইটি ফাণ্ডের বিদ্যমান নিয়ম ধারা অনুযায়ী, কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক গৃহীত হইবে। এজন্য কেন্দ্রীয় সরকার তাদ্বিষয়ে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। উপরাষ্ট্রের মুদ্রা ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নির্দ্ধারণ না হওয়া পর্য্যন্ত হায়দরাবাদের বর্ত্তমান মুদ্রা ব্যবস্থার মূলা বর্ত্তমানে সরকারী বিনিময় হারে অনুযায়ী সুদৃঢ়ভাবে সংরক্ষিত হইবে —জনসাধারণকে এইরূপ আশ্বাসদানের উপর কমিটী বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। বর্ত্তমান বিনিময় হারে অবাধে মুদ্রা বিনিময়ের সুযোগ জনসাধারণ সব সময়ে পাইবে—এরূপ আশ্বাসদান কমিটীর মতে বিশেষ প্রয়োজনীয়। কমিটী মনে করেন যে, অনুসামিয়া সিক্কা ব্যবস্থার বিশেষ সাহায্যের ব্যবস্থা যদি সরকার গ্রহণ করেন, তাহা হইলে অন্যান্যদেশের হাতে হায়দরাবাদের যে মুদ্রা বর্ত্তমানে আছে, তাহা তাড়াতাড়ি মুদ্রার পরিবর্ত্তে করিবার জন্য খুবই সহজ নিয়ম হইবে এবং ইহা যাহাতে সরকারী চেকারী ও ব্যাঙ্কসমূহে সরকারী বিনিময় হারে পরিবর্ত্তন করা সম্ভব হয়, তাহারও ব্যবস্থা করিতে হইবে। বর্ত্তমানে সরকারী বিনিময়ের হার হইতেছে—ভারতীয় মুদ্রা ৩ টাকা ওসমানীয়া সিক্কা মুদ্রা ৮ টাকার সমান।

যুক্তরাষ্ট্রীয় রাজস্ব এবং অন্যান্য শুল্ক হ্রাস পাওয়ায় রাজস্ব (হায়দরাবাদ মুদ্রা) ৪ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকার মত ঘাটতি পড়িবে বলিয়া হিসাব করা হইয়াছে। ইহার ফিরত আমদানীর শুল্ক ব্যবস্থা লোপ করার ফলে (হায়দরাবাদ মুদ্রা) ৩ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা এবং কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক যুক্তরাষ্ট্রীয় রাজস্বের আয় গ্রহণের ফলে (হায়দরাবাদ মুদ্রা) ৪ কোটি ৯১ লক্ষ টাকা ঘাটতি পড়িবে। আমদানীর শুল্কের বিশেষ হারের ফলে রাজস্বে যে ঘাটতি পড়িবে, তাহা পূরণের জন্য হায়দরাবাদের নিজেরই বিশেষ আয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে। কমিটী এইরূপ সুপারিশ করিয়াছেন যে, রূপান্তরকালে তিন বৎসরে অস্থায়ীভাবে শুল্ক হইতে প্রাপ্ত অর্থের মূলে বিক্রয়-কর বসাইয়া রাজস্বের ঘাটতি পূরণ করা হইবে। এইরূপ তাঁহারা বিশেষ পরিবর্ত্তনও প্রস্তাব করিয়াছেন।

৯ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা (হায়দরাবাদ মুদ্রা) রাজস্ব ঘাটতি সম্পর্কে কমিটী বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার আগামী ১০ বৎসর ধরিয়া ঘাটতি পূরণের জন্য হায়দরাবাদ সরকারকে কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করিবেন।

কমিটী আরও সুপারিশ করিয়াছেন যে, আগামী আর্থিক বৎসর হইতে অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় হায়দরাবাদও সাহায্যমূলক কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে খাদ্যশুল্ক পাইবে। আমদানীকৃত বাণিজ্যিক দ্রব্যের উপর লোকসান হইবে, তাহার সমতুল্য ৪র্থ আনা এই সাহায্যের দ্বারা পূরণ করা হইবে। যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান পরিবর্ত্তনের যে অর্থসাহায্যের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহা দ্বারাও অন্যান্য আর্থিক ও কারিগরী সাহায্য হায়দরাবাদকে দেওয়া উচিত।

কমিটী মত প্রকাশ করেন যে, হস্তান্তরের ১০ বৎসর পরে কেন্দ্রীয় সাহায্য পরিবর্ত্তনের প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট হ্রাস পাইবে। স্থির করা হইয়াছে, হিসাবের পরিদর্শন ভার হিসাবে ভারত সরকার, তাহার সহ যুক্তরাষ্ট্রীয় বার্ষিক হিসাবের কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করিবেন।

যুক্তরাষ্ট্রীয় অর্থ-ব্যবস্থার সময়য় হইলে কেন্দ্রীয় সরকার ও হায়দরাবাদ সরকারের মিলন ভাব করিবার জন্য কমিটী তাঁহাদের পরিকল্পনার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

রাজ আমদানীর লাইসেন্স

ভারত সরকারের বাণিজ্যসচিব হইতে প্রকাশিত এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, যে সকল দেশ মুদ্রামূল্য হ্রাস করে নাই কিংবা ভারত অপেক্ষা অল্প হারে হ্রাস করিয়াছে, মুদ্রামূল্য হ্রাসের পূর্ব্বে যথা হইতে মাল আমদানীর জন্য যে সকল লাইসেন্সের যে অংশ ব্যবহৃত হয় নাই, তাহার জন্য মুদ্রামূল্য হ্রাসের ফলে যে পরিমাণ অতিরিক্ত টাকা প্রয়োজন তাহা মঞ্জুর করা হইবে। আগামী ৩রা হইতে মাল আমদানীর যে সকল লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছে, সেই সকল ক্ষেত্রে অতিরিক্ত টাকা মঞ্জুর করা হইবে না।

রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য পরিচালন

সম্প্রতি বম্বে সিল্ক ষ্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশন বোম্বাইয়ে বিক্রিব্যবস্থাপী অধিবেশনে বিশেষ ব্যবসায়ী অর্থনীতিবিদ ও শ্রমিক নেতাদের অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। কমিটীর বিরুদ্ধে তাঁহারা সাক্ষ্যদান করিয়াছেন, তাঁহাদের অধিকাংশেরই অভিমত এই যে, দেশের বর্ত্তমান অর্থনৈতিক অবস্থায় রাষ্ট্র কর্তৃক বাণিজ্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ সময়োপযোগী হইবে না।

কমিটীর বিরুদ্ধে তাঁহারা সাক্ষ্য দিয়াছেন, তন্মধ্যে কাপড়ের কলসমূহের বাণিজ্যসচিব শ্রীযুক্ত ভাবা, বোম্বাইয়ের মেয়রের সচিব শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার দেশাই, ভারত সুতার ওসমান ব্রাদার্স, শ্রীবল্লভদাস লালভাই, মিঃ নেভিল ওয়াদিয়া ও মিঃ আশার মেহতা প্রভৃতি।

যুদ্ধের ভারতের বাণিজ্য পরিস্থিতি

গত বছর ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বছরে ভারতের বিভিন্ন অংশের ও উপরাষ্ট্রে বাণিজ্য পরিস্থিতি কিরূপ ছিল তাহা সংক্ষেপে নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

বোম্বাই সরকারের [illegible] পরিমাণ বাড়াইবার জন্য যে অধ্যাদেশ জারী করিয়াছেন তাহাতে সকল শ্রেণীর লোকের স্বার্থরক্ষার দিকে লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। [illegible] সরকারের সাধারণ তহবিলে [illegible] প্রদানের [illegible] [illegible] [illegible]

করিতে হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ডাকঘরে সঞ্চয় স্থিতির পুরাণ সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে। সমবায় প্রথা যতই প্রচলিত ও জনপ্রিয় হইবে ততই ডাকঘরের হিসাবও জটিলতর হইবে। সঙ্গে সঙ্গে ডাকঘরের কর্মীরা সমবায় সংগঠনে সাহায্য করিয়া থাকে। দুইটি সমবায় যখন উৎপাদন ও ব্যবসাবাণিজ্যের আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা করিয়া পরিচালনার ভার, যানবাহন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি সহজে লোকের সমবায় সমিতি করিয়া তুলিল। সম্প্রতি হিসাব লইয়া জানা গিয়াছে যে, গ্রামেগঞ্জের সমবায় সমিতিগুলির সংখ্যা ক্রমশই বাড়িতেছে।

সমবায় সমিতি গঠন করিবার এই প্রেরণার উৎসাহ দিতে হইবে। তাহা হইলে সমবায় কর্মীর উৎসাহ পরিকল্পনাগুলি কার্যকরী করা সহজ হইবে।

উক্ত পুস্তিকায় প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, প্রথমতঃ শুধু কৃষিকার্যের জন্যই নহে, সমস্ত গ্রামে উৎপন্ন দ্রব্যাদি বিক্রয়ের জন্য, ঋণদানের জন্য, বীজ, সার প্রভৃতি সরবরাহের জন্য এবং কুটীর শিল্পদ্রব্যের উন্নয়নের জন্য সামাজিক সমিতি গঠন করিতে হইবে। তখন তাহাদের উপযোগী আইনগুলি প্রণয়ন করিয়া তাহের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই সকল সমিতি গঠন কার্যে সরকার সমবায়ী সাহায্য দিতে হইবে। সরকার কর্তৃক প্রয়োজনীয় কার্যকরী সাহায্যাদি ছাড়া, প্রথম কয়েক বৎসরের পরিচালন ব্যয় বহন করা এবং খাজনা হ্রাসের ব্যবস্থা করার জন্য উক্ত পুস্তিকায় সুপারিশ করা হইয়াছে।

গ্রামোন্নতির সহায়কদলগুলির উপযুক্ত পরিচালনার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা উচিত এবং সমবায় বিভাগের প্রতিনিধি, কৃষি বিভাগের প্রতিনিধি, পঞ্চায়েত কর্মী এবং গ্রামের প্রধান প্রধান কৃষকগণকে লইয়া প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানাদি স্থাপন করা উচিত।

যদি এ সমবায় পদ্ধতিতে চাষের ব্যবস্থা করিবেন কেবল তাঁহাদিগকেই সমধর্মাবলম্বি করিয়াগুলি খরচ করা উচিত। ব্যক্তিগত স্বত্বের রক্ষা; অতিরিক্ত চাষের ব্যবস্থা এবং তাহাদিগের উপর নির্ভরশীলতাই সমবায় প্রথার প্রধান প্রতিবন্ধক। তাহাই এইগুলি দূর করিতে হইবে।

পুরাতন পদ্ধতিতে সমবায় পদ্ধতিতে চাষের ব্যবস্থা প্রবর্তনই প্রধান সমস্যা। কোনও কোনও গ্রামে বহু সরকার এই উদ্দেশ্যে কতকগুলি পরিকল্পনা চালু করিয়াছেন। এই পুস্তিকায় ঐগুলি বিশদভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। পুস্তিকায় বিভিন্ন দেশে যুদ্ধপরিকল্পনার যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণের কথা সেইগুলি উক্ত পুস্তিকায় আলোচিত হইয়াছে এবং তাহাতে ঐগুলি কতদূর প্রয়োগ করার সেগুলির চেষ্টা হইয়াছে।

ডাকযোগে কারেন্সী নোট পাকিস্থানে প্রেরণ

রক্তচোষা অপরাধ

ভারত হইতে কারেন্সী নোট পাকিস্থানে প্রেরণ যে অপরাধজনক তাহা স্বরণ করাইয়া দিয়া তাহ ও তাহার বিস্তারিত বিবরণের জেনারেল একখানি প্রেস নোট প্রকাশ করিয়াছেন।

প্রেস নোটে বলা হইয়াছে : "এতদিন বিভাগ ভিন্ন ভিন্ন কারেন্সী নোটগুলির অঙ্কের সার্টিফিকেটের আবরণের উপর বিভাগের ভিন্নি সম্পর্কে বিস্তার বা অন্যত্র বর্ণনা দিয়া পাকিস্থানে প্রেরণ করা হইতেছে—এরূপ কতকগুলি উদাহরণ সম্পর্কে ভারত সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে।"

"ভারতীয় কারেন্সী নোট পাকিস্থানে প্রেরণের চেষ্টা করা হইলে অনুধ্বা ১৯৪৯ সালের বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় আইন ভঙ্গ করা হয় এবং তের ঐ আইনের কোন বিধান, বিধি, নির্দেশ বা আদেশ ভঙ্গ করিলে তাহার শুরুতর আইনের ১০ ধারা অনুসারে ২ বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ড হইতে পারিবে। তাহাড়া ভারতীয় নোট বাজেয়াপ্ত হইতে পারিবে।

"ভারতীয় দেশে অভিন আইনের ৬৪ ধারার বিধানের প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে। উহাতে বিভাগের ভিন্নি সম্পর্কে মিথ্যা বর্ণনা দেওয়ার শাস্তি নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এই বিধান অনুসারে কোন ব্যক্তি যদি কোন ঘোষণায় এমন কোন উক্তি করে যাহা সে মিথ্যা বলিয়া জানে বা তাহার মিথ্যা বলিয়া মনে করিবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে বা সে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে না তবে তাহার দুইশত টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে এবং পরবর্তীকালে প্রকৃত্য করার উদ্দেশ্যে এই মিথ্যা ঘোষণা করা হইলে অর্থদণ্ড ৫ শত টাকা পর্যন্ত হইতে পারিবে।

"সুতরাং এতদ্বারা দেখা যাইবে যে, মিথ্যা বর্ণনা দিয়া কেহ ভারতীয় কারেন্সী নোট পাকিস্থানে প্রেরণ করিলে তাহার দুই বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড ও ৫ শত টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে; অধিকন্তু ঐ কারেন্সী নোট বাজেয়াপ্ত হইবে।"

পাকিস্থানের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক দুষ্কৃতি

ভঙ্গের অভিযোগ

ভারত সরকারের সাম্প্রতিক ভাষে পাকিস্থানে ভারত সরকার বন্ধ করার বিষয়ের এক্সচেঞ্জ সুদক ব্যবস্থা হিসাবে পাকিস্থান সরকারের ভারতীয় ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে দিয়া পূর্ব পাকিস্থানে স্টেট্স প্রেরণ বন্ধ করিয়া দিয়াছে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে অবস্থার কোন বিশেষ হয় নাই।

পাকিস্থান মনে করে যে, পাকিস্থান এই সম্প্রতি ভারতে পরিবর্তন করিলে ভারত দুই বছরের মধ্যে এই বিরোধ আন্তর্জাতিক সমক্ষে উত্থাপিত করিয়া পাকিস্থানের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক দুষ্কৃতি ভঙ্গের অভিযোগ আনয়ন করিতে পারে।

বলা হইয়াছে যে, পাকিস্থানের বিরুদ্ধে বিনা পূর্ব্বাভাষে স্টেট্স বন্ধ করার আন্তর্জাতিক কনভেনশনের দুষ্কৃতি অনুসারেই করা হইয়াছে। এই দুষ্কৃতি অনুসারে ভারতকারী সাইনে উহার বলা হইয়া প্রতিবেশী রাষ্ট্রে সকল প্রেরণের সুযোগ দিতে হইবে। পাকিস্থান যদি পূর্ব পাকিস্থানে স্টেট্স সরবরাহ বন্ধ করিয়া দেয়, তবে পাকিস্থান এই দুষ্কৃতি করিবে। পাকিস্থান এই দুষ্কৃতির ভারতকারী অনুসরণ করিয়াছে। এই-ভাবে বিরোধের ক্ষেত্র প্রসারিত হইয়া আন্তর্জাতিক হইতে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গিয়া পৌঁছিবে।

উদ্বাস্তুদের পুনর্বসতি

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমবায় ও ঋণী পুনর্বসতি পরিকল্পনাসমূহের অধীনে অদি চলিয়া এযাবৎ প্রায় ২০০০ আবেদন অনুসারে ঘোষে উদ্বাস্তু পুনর্বসতি করিবার ব্যবস্থার ক্ষেত্রীয় অফিসে পেশ করা হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

এইখানে প্রেরণে বিভিন্ন স্থানে সরকারী আশ্রয় শিবিরসমূহে প্রায় ৫০ হাজার উদ্বাস্তু আছে। উপরোক্ত পুনর্বসতির পরিকল্পনাসমূহে পুনর্বসতির ব্যাপারে সরকারী আশ্রয় শিবিরগুলির ঐসব উদ্বাস্তুরাই অগ্রাধিকার পাইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। এই শিবিরসমূহের আশ্রয়প্রার্থিদের মধ্যে ঘুরিঘণ্টন ইতিমধ্যেই আরম্ভ হইয়া গিয়াছে এবং অদি তাহাদের পুনর্বসতির কাজ ক্রমে-কারী মাসের মধ্যেই সমাপ্ত হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। আশ্রয় শিবিরের উদ্বাস্তু পরিবারগুলিকে ব্যবস্থা, উদ্বাস্তুপাড়া, বেসুবরুবাড়ি

(মহীশূর), চন্দ্রাবতী (মহীশূর), অনন্তাই-ডাঙ্গি প্রভৃতি স্থানে পুনর্গঠিত করিবার ব্যবস্থা হইতেছে।

কর্ণাটকের বর্তমানের পরিচালনমণ্ডলের অধীনে প্রদেশের বিভিন্ন কেন্দ্রের প্রায় ৪০,০০০ উদ্বাস্তু পরিবারের মধ্যে বণ্টনার্থ প্রয়োজনীয় জমি পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা হইতেছে। অন্ধ্রের টিলটক, বেলারী, পটিয়া, রায়চুর, কৃষ্ণা, কর্ণাটকের [illegible] প্রভৃতি কলিকাতার সহরতলী অঞ্চলে প্রায় [illegible] কৃষি পাওয়া যাইতে পারে। সরকারের হাতে পরিবারগুলির মধ্যে ভূমি পাইবার বিষয়ে যাহাতে কোন [illegible] করিয়া এবং পরে যে সকল [illegible] উহার পরিমাণের [illegible] করিয়া পুনর্গঠিত [illegible] করিয়া প্রকাশ।

[illegible] কৃষি ডাইরেক্টর মহোদয়

[illegible] কৃষি [illegible] করিয়াছেন

[illegible] সম্প্রদায়ের [illegible]

করিয়া যে সকল [illegible]

সহরের [illegible] সহিত

[illegible] করিয়াছেন।

সম্প্রতি কৌতুহলোদ্দীপক [illegible] করিয়া বলেন যে, [illegible] কৃষি এই সম্প্রদায় করা হয়। তিনি প্রস্তাবের [illegible] কৃষি প্রদান করিয়া সমবায় করেন। তিনি [illegible] সম্প্রতি বর্তমানে প্রবর্তনের [illegible]। বৈদেশিক ডাকের [illegible] সম্প্রতি পরিবর্তিত অবস্থা [illegible] করিয়াই এই প্রস্তাব করিয়াছেন।

বোম্বাই প্রদেশে পাট উৎপাদন

সরকারী সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায়, বোম্বাই প্রদেশে পাটের চাষ করিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে এবং এ পর্যন্ত এই সম্পর্কে যে সকল গবেষণা করা হইয়াছে তাহার ফলে এই অভিমত আরও দৃঢ় হইয়াছে। ১৯৪৯ সালে আদিম পন্থা বর্জন করিয়া বোম্বাই কর্তৃপক্ষ প্রদেশের প্রায় ১,৫০০ একর জমিতে পাট চাষ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

প্রকাশ, বহু বৎসর যাবৎ এই প্রদেশে বিশেষতঃ উহার উপকূল অঞ্চলে তুলোপাট জন্মে। কিন্তু পূর্বে কখনও আর্থচাষীভাবে উহার চাষ করা হয় নাই।

ঘন জাভাই পদ্ধতির উন্নতি সাধন

শ্রীযুক্ত এস এস বেঙ্কটরাও ঘানাবস্তুরের অতিরিক্ত উপযোগী সিদ্ধুক হইয়াছেন। ঘন-ভাবে পদ্ধতির উন্নতি সাধনকল্পে তিনি গবেষণা করিতেছেন। উপরন্তু ঘানাবস্তুরের পদ্ধতি অবলম্বিত হইলে তাহার গবেষণাকে প্রকৃত পরিণামে চালনার অসুবিধা নিরসন করিতে পারিবে। শ্রীযুক্ত রাও চাষীদের বলের মালিক এবং প্রাদেশিক কর্মকেন্দ্রসমূহের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিবেন এবং উপযোগিতার প্রয়োগপদ্ধতি সম্পর্কে পরামর্শ দিবেন। তাহাদের চাষের কলকব্জা [illegible] এবং নিখিল মানের মধ্যে বলিয়া প্রত্যেক বলের অবস্থা অনুসারে উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হইবে।

তাহাতে চাষীদের বলের বলে ব্যবহারের ব্যয় বেশি চাষীর অনেক কমিয়া যায় এবং তাহাতে অনেক অধিক হয়। আধুনিক বলের বলে লবণতা বা ক্ষার চাষীর পাওয়া যায়; কিন্তু [illegible] বলের ব্যবহার বিশেষ ব্যয় সাধ্য চাষীর লবণতা ৯০ হইতে ৯৯ ভাগ পর্যন্ত চাষীর পাওয়া।

শ্রীযুক্ত রাও বোম্বাই প্রদেশে পরিভ্রমণ করিয়া বুঝিতে পারেন যে উপযুক্ত যন্ত্রপাতি [illegible] উন্নতি সাধন করিতে পারিলে প্রভূত অসুবিধা নিরসন করা যাইতে পারে।

কৃষি সংক্রান্ত অর্থনীতি ও পরিসংখ্যান

পুনার আবহাওয়া কৃষিসংক্রান্ত পরিসংখ্যান গবেষণা অধিবেশনে কৃষিসংক্রান্ত অর্থনৈতিক পরিসংখ্যানের, বিশেষতঃ প্রদেশের বর্তমান খাদ্যাবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা হয়।

প্রদেশের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু পরিসংখ্যানবিদ্ অধিবেশনে যোগদান করেন।

ডাঃ দাতার সিংহ তাঁহার অভিভাষণে নমুনা সার্ভের পরিসংখ্যানের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা আলোচনা করেন। তিনি বলেন উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা সমূহ সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে যে সকল সংখ্যা প্রয়োজন হইবে তাহার অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নয়। যতদিন গ্রামের কৃষিতে পরিসংখ্যানের উপর নির্ভর করিতে হইবে, ততদিন পরিসংখ্যানের সাফল্যের সম্ভাবনা সুদূরপরাহত হইবে। বলের উৎকর্ষ সাধন যাহাতে মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি করে প্রয়োজন। অন্যথায় খাদ্যের ক্রয়ন শক্তি বৃদ্ধির ফলেই ইহা হইবে।

তিনি বলেন পরিসংখ্যানের সাহায্য যথোচিত ভাবে গ্রহণ করা হয় নাই। এই দিক হইতে বিশেষভাবে কৃষি ব্যবস্থা অধিকতর সুযোগ পাইয়াছে। সংখ্যাতত্ত্বের ভুল সিদ্ধান্তেই পরিসংখ্যানবিদের কর্তব্যের পরিসমাপ্তি হয় না, উপযুক্ত অবস্থায় উহা বিশ্লেষণের ব্যবস্থা করাও তাঁহাদের কর্তব্য।

বিহার কৃষিসংক্রান্ত বিল

১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের বিহার ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশনে বিহার কৃষি সংক্রান্ত বিল বিবেচনার জন্য উত্থাপিত হইবে। আগামী ৩১শে জানুয়ারী (১৯৫৭) মধ্যে রিপোর্ট দেওয়ার জন্য কমিটিকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

এই বিলে বিহার জমিদারী বিলোপ আইন ১৯৪৯, বাতিল করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত যাহা বর্তমান যে জমিদারী বলবৎ করা হইবে তাহার অতি পূরণ করার টাকার অথবা বন্ড দিয়া বিলো করার সময় ১৫ বছর ও ৬৫ বছর থেকে কি ভাবে অতিপূরণের টাকা দেওয়া হইবে, জমিদারী প্রথা বিলোপ আইনে তাহার কোনও সুনির্দিষ্ট বিধান ছিল না। বর্তমান বিলে বাজেয়াপ্ত আয়ের জন্য সমবায় সমিতি এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের উপর ন্যস্ত হইয়াছে।

বোম্বাইয়ে বাড়ীভাড়া সংক্রান্ত মূল্য হ্রাস

জানা গিয়াছে যে বোম্বাই সরকার স্থানীয় অবস্থার উপর নির্ভর করিয়া বাসগৃহ সংক্রান্ত মূল্য পরিবর্তন করিয়াছেন।

এই নূতন মূল্য আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহে কার্যকরী হইবে।

তাপে পাটজাত দ্রব্য ব্যবহারে বিশেষজ্ঞদিগের

তাপে সমবেতদের অধিকাংশ বিভিন্ন বণিক সমিতি ও ব্যবসায়ী সমিতির নিকট এক বিবৃতি প্রচার করিয়া পাটজাত দ্রব্য সম্ভবতঃ বেশী ভাবে ব্যবহার করিতে অনুরোধ করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

পূর্বের চাইতে কাঁচা পাট ও পাটজাতে এবং পাট দিয়ে বর্তমানে যে সকল চলিয়াছে সেইজন্যই এই ব্যবস্থার গ্রহণ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

তাপে ও পাকিস্থানের মধ্যে বর্তমানে যে অবস্থা চলিতেছে, এই সকল উহারই জন্য।

কলিকাতার পাইকিরে প্রায় ৩২৫০০০ লোক কাজ করে। উহা ছিল বহু চাষী পাট উৎপাদন কার্যে নিযুক্ত আছে এবং উৎপাদক শ্রেণীর নিকট হইতে কাঁচামাল লইয়া যাওয়া এবং কারখানা হইতে তৈরী মাল নিকট লইয়া যাইবার কাজেও

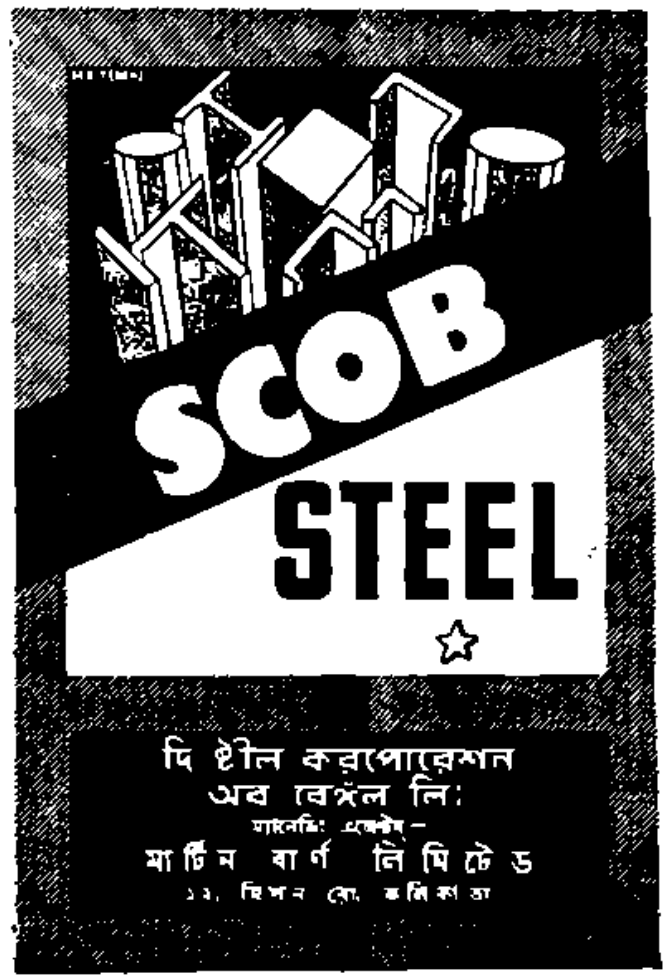
SCOB
STEEL
দি ষ্টীল করপোরেশন
অব বেঙ্গল লিঃ
মার্টিন বার্ণ লিমিটেড

শেয়ার বাজার

আশা ও নৈরাশ

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ পূর্ব্ব সপ্তাহের তুলনায় কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে। বোম্বাই বাজারে ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ পূর্ব্ব সপ্তাহের তুলনায় কিছু হ্রাস পাইয়াছে। কলিকাতা বাজারে ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলেও বাজারের অবস্থা ভাল হয় নাই। বাজারে ক্রেতার সংখ্যা কম ছিল। বিক্রেতার সংখ্যা বেশী ছিল। ফলে বাজারে মন্দাভাব দেখা দিয়াছে। বোম্বাই বাজারে ক্রেতার সংখ্যা বেশী ছিল। ফলে বাজারে তেজীভাব দেখা দিয়াছে। কলিকাতা বাজারে মন্দাভাব দেখা দিবার কারণ কি? কারণ কিছুই নাই। কারণ না থাকিলেও মন্দাভাব দেখা দিতে পারে। কারণ না থাকিলেও তেজীভাব দেখা দিতে পারে। কলিকাতা বাজারে মন্দাভাব দেখা দিবার কারণ কি? কারণ কিছুই নাই। কারণ না থাকিলেও মন্দাভাব দেখা দিতে পারে। কারণ না থাকিলেও তেজীভাব দেখা দিতে পারে।

আর্থিক ভারত

ARTHIK BHARAT

অর্থনৈতিক সাপ্তাহিক

[৮ম বর্ষ ৩৫ সংখ্যা] কলিকাতা, বুধবার ১৭ই মাঘ ১৩৬৬ ; ১৭ই জানুয়ারী [মূল্য ।৵

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
	৫৩৫
অর্থলোক	৫৩৭
ভারত ও পাক মুদ্রার সংঘর্ষ	
প্রাসঙ্গিক	৫৩৮
পাট অবরোধ, শিল্পের সঙ্কট	
কর্মসংকোচ, বিদ্যুৎশক্তি ও শিল্প প্রসার	
নিরঙ্কুশ সাফাই	
বিশেষ প্রবন্ধ	৫৭০
রেলের বেকার সমস্যা	
চলিত-পত্র	
রেলওয়ে বোর্ডের বার্ষিক বিবরণী	
সংবাদ সংকলন	
পণ্যাগ্রহের বাজার	
মূলানুচক্রের আশাপ্রদ গতি	
শেয়ার বাজার	
কিঞ্চিৎ উৎসাহের সঞ্চার	

দুর্গত পশ্চিমবঙ্গ

পশ্চিম বাংলার বর্তমান দুরবস্থার কারণ ও ব্যাপক অরাজকতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা সম্পর্কে পণ্ডিত নেহরু নাগপুরে এক সংবাদিক সম্মেলনে যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা বাংলা তথা ভারতের পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ কেন তাহা বুঝিতে হইলে একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে সাধারণতঃ বাঙ্গলাতে যাহা ঘটিয়া থাকে তাহার প্রতিক্রিয়া অন্য প্রদেশে সহজে সংক্রামিত হইয়া পড়ে। সদ্যপ্রয়াতা নেতা মিঃ আশোক মেটা সম্প্রতি এক প্রবন্ধে বলিয়াছেন যে বাঙ্গলা ভারতের থেরোমিটার। কারণ ভারতের ভবিষ্যৎ কি হইবে তাহা বাঙ্গলার অবস্থাতে প্রথমেই প্রতিফলিত হয়। কাযেই ভারত স্বাধীন হইবার পূর্ব একবৎসরের অরাজকতা বাঙ্গালীদের ঘাড়ে যে অভিশাপ দেখা দিয়েছে এবং যেইরূপ তীব্র আকারে তাহা মানুষকে গ্রাস করিয়া বসিতেছে তাহাতে ভারতবাসী প্রত্যেকের চিন্তান্বিত হইবার কারণ আছে। কাযেই বাঙ্গলার এই অবস্থার নিরাকরণ করা ভারত সরকারের সর্বপ্রথম কাজ হওয়া উচিত। অন্যথা না হইলে আগামী কয়েক বৎসরে আমাদের শাসকশ্রেণীর আসনব্যবস্থা বানচাল হইয়া যাইবার আশঙ্কা রহিয়াছে।

পণ্ডিত নেহরু স্বীকার করিয়াছেন যে "দেশ বাহ্যিকভাবে ও তাহার আনুষঙ্গিক ঘটনাবলী বাদে ভারতে অন্য যে-কোন অংশ অপেক্ষা পশ্চিম বাঙ্গলা প্রদেশ অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। সাধারণ লোক রহিয়াছে বেশী, কিন্তু পশ্চিম বাংলার অধিক ক্ষতি হইয়াছে সর্বাধিক। প্রথমতঃ পূর্ব ও পশ্চিম বাঙ্গলার লোকবসতি ছিল অসম ধরণ, এখন উহা আরও অসমান হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ বর্তমান সময়ে ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণকারী শ্রেণীই সর্বাধিক দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছে পশ্চিম বাঙ্গলায় এই শ্রেণীর সংখ্যা সর্বাপেক্ষা বেশী বলিয়া সেখানে দুরবস্থাও অনেক বাড়িয়াছে, তদুপরি বেকারসংখ্যা বৃদ্ধি, পণ্য ঘাটতি ও মূল্য বৃদ্ধির ফলে সেখানে অবস্থার আরও অবনতি ঘটিয়াছে।"

অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় পাঞ্জাবের অবস্থা ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে অবস্থিতির পথে যাইতেছে তাহার কিছু কারণ সম্প্রতি পরিচিত লোকের অভিজ্ঞতের সহিত কাহারও পার্থক্য থাকিতে পারে না। বাঙলার জনবসতি ঘনসন্নিবেশ, বাস্তুভিটা জায়গা কিনা আবাদের যোগ্য জমির পরিমাণ সল্পসংখ্যক কম, কয়লা ও লোহার খনির পরিমাণ এতদিনেও যাহার জন্য কোন অধিক সন্ধান নাই, সিঞ্চনিবারণের প্রয়োজন সল্পসংখ্যক বেশী—অথচ যে সম্পর্কে অন্যান্য অধিকাংশ বাঁচোয়ানই এখানে উৎপন্ন হয় না, সে জন্য সুযোগ-সুবিধা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। অন্যদিকে এই প্রদেশে শিক্ষিতের, চাকুরীজীবীর ও বেকার সংখ্যা সল্পসংখ্যক বেশী; শ্রম বিক্রয়ের দ্বারা অর্থ উপার্জনের প্রয়োজনও সল্পসংখ্যক বেশী—কিন্তু সেরূপ সুযোগ-সুবিধা সল্পসংখ্যক কম।

তাহাও এই প্রদেশের		বেশী
এবং পূর্ববঙ্গের		...ের পশ্চিম
বাঙলার	হইতেছে	অবস্থা বিশেষ সব ভিন্ন
সুতরাং	করিতেছে।	সেজন্য কোম্পানের অবস্থিতির পথে
		...ের পরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন লোকসংখ্যা ৭৯১
		...ি হইতেছে ১৯১ পরিমাণ। সেই হেতু অন্য
		...ের পরে অন্যান্য প্রদেশে চাষি পরিবারে লোক
		...হইতে আসামে ১৮৭, বোম্বাই হইতে মধ্যপ্রদেশে
		...আসামে ৯৩৮, বিহারে ৩১৬ ও যুক্তপ্রদেশে

...ভিন্ন প্রদেশেই সত্য হইতে পশ্চিম বাঙলার মত ...সমস্যার চাপে পিষ্ট হইতেছে। কিন্তু বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই প্রদেশের আয়ের বৃদ্ধির কোন সুযোগ দেওয়া কেন্দ্রীয় সরকার এপর্যন্ত প্রয়োজন মনে করেন নাই। বৃদ্ধিহারে দেখা সংখ্যাতত্ত্বের ফলে এই প্রদেশের আয়ের বাড়িতেছে মাত্র ১৫ • বলিয়াছি। কিন্তু লোকসংখ্যা বাড়িতেছে ২১০ লক্ষেরও বেশী। এই প্রসঙ্গে আর একটি লক্ষ্য করার বিষয় এই যে সম্প্রতি কয়েক বছরের সাহায্যের ফলে বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ বিহার ইত্যাদির অবস্থার প্রকৃত পরিমাণ উন্নতি দেখা দিয়াছে। খনিজ ও প্রাকৃতিক সম্পদে বিশেষ সমৃদ্ধ কয়েকটি অঞ্চল এই সকল প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, ফলে ঐ সকল প্রদেশের দোষাদের ও কর্তৃপক্ষ ব্যক্তিদের অর্থোপার্জনের অভ্রান্তাধিক সুযোগ ঘটিয়াছে। কিন্তু পশ্চিম বাঙলার অধিবাসীদের সেরূপ কোন সুযোগও ঘটে নাই, বরঞ্চ বহুক্ষেত্রে তাহাদের কর্তৃক্ষেত্র সংকুচিত করার এবং অন্যান্য প্রদেশে বসতি বিস্তারের প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করার নানাপ্রকার ষড়যন্ত্র চলিতেছে এবং পরম দুর্ভাগ্যের বিষয় বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারের আচরণ এই প্রসঙ্গে বিশেষ নিন্দার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আসামে, মধ্যপ্রদেশ ও উড়িষ্যায় লোকসংখ্যা অন্যান্য কম এবং ঐ সকল প্রদেশে যে সব খনি শিল্প বিস্তারের সম্ভাবনা রহিয়াছে তাহার ...ত উদ্বৃত্ত লোকসংখ্যা ও কর্মক্ষমতা ঐ সকল প্রদেশের নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ সকল প্রদেশে বাঙালী বিদ্বেষ এত প্রবল যে ঐ স্থানে যেসব স্বল্পসংখ্যক বাঙালী চাকুরী ও বিভিন্ন কার্যোপলক্ষে অবস্থান করিতেছেন তাহাদের জীবন দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছে। সেইস্থলে যুদ্ধসম্ভারে বাঙালীরা যদি সেই সব বাঙলায় বসতি স্থাপন করিতে চেষ্টা করে তাহা হইলে তাহাদের অবস্থা কি দাঁড়াইবে তাহা সহজে অনুমেয়।

মূল্য বৃদ্ধি ও পণ্য আটকির ব্যাপারেও পশ্চিম বাঙলা সর্বাপেক্ষা বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। দুধের চাপ সর্বাপেক্ষা বেশী পড়িয়াছিল বাঙলার উপর, ফলে স্বাভাবিক সামরিক পণ্যাকর্ষণের ফলে বাঙলার পণ্যদ্রব্য যে মাটিতে রেখা রেহ তাহার ফলে রেখা রেহ বাঙলার দুর্ভিক্ষ, এবং ঐ দুর্ভিক্ষ হইতে যাহারা কোনক্রমে বাঁচিয়াছিল তাহারা সর্বস্বান্ত হইয়া পড়িয়াছে। তাহাড়া স্বাধীন-হইবার পরে চিনি, কাপড়, তৈল, ইস্পাত, সিমেন্ট ইত্যাদি যে সকল বরাদ্দ মাল কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিম বাঙলার জন্য মঞ্জুর করেন তাহার অধিকাংশ মাল চোরাকারবার ও পূর্ববঙ্গে বে-আইনী চালানে দিবার ফলে জনসাধারণের আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যাইতেছে। ফলে অনেকটা যুদ্ধকালীন অবস্থার মত প্রয়োজনীয় মালের অভাব এখনও পর্যন্ত বাঙলা দেশে রহিয়াছে। তিলার লাইসেন্স দেখা যাইবে যে এই প্রদেশে পণ্য ও ভোগ্যদ্রব্যের সাধারণ্য সরবরাহ সল্পসংখ্যক রহিয়াছে, কিন্তু বহু চাহিদার মহান প্রদেশের তুলনায় সল্পসংখ্যক বেশী।

তাহাড়া প্রাদেশিক রাজকোষের অবস্থাও অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় এই প্রদেশে বিশেষ শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। যুদ্ধ প্রচেষ্টার আনুষঙ্গিক পরিবর্তন ও বাঙলার দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে স্থানীয় সরকারকে সাধ্যাতিরিক্ত অর্থব্যয় করিতে হইয়াছিল। সেই সময়ে তাহারা এক কপর্দকও সঞ্চয় করিতে পারে নাই। কিন্তু মুদ্রাস্ফীতির সুযোগে আয়কর ধার্যের জন্য প্রত্যেকটি প্রদেশের রাজকোষ পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। ফলে তাহারা জনকল্যাণমূলক সমস্ত ব্যয় নির্বাহ করিয়াও প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করিতে পারিয়াছিল। এখন ঐ সব প্রদেশ কেন্দ্রীয় সাহায্য বাহিরেকেও নানাপ্রকার উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইতেছে এবং সরকারের ঐ অর্থসঞ্চয়ের ফলে জনসাধারণের আর্থিক উন্নতির পথও সুগম হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু পশ্চিম বাঙলার সেইরূপ সঙ্গতি নাই। অতঃপরি কেন্দ্রীয় সরকারের অপরিণামদর্শিতার ফলে বাঙলার আর্থিকসঙ্গতি যুদ্ধ পূর্ববর্তীকার তুলনায় হ্রাস পাইয়াছে। ব্রিটিশ আমলেও শুরুতোলীন অবস্থা বাঙলায় 'বিশেষ অবস্থা' বিবেচনা করিয়া কয়েকবার বিশেষ সাহায্য মঞ্জুর করা হইয়াছিল। কিন্তু স্বাধীন ভারতের জাতীয় সরকার খাঁটি বাঙলার সমস্ত দুর্ভাগ্যের কথা জানিয়াও কোনরূপ "বিশেষ সাহায্য" করিতে অগ্রসর হন নাই বরঞ্চ সাধারণ বরাদ্দ হাড়া পূর্ববে-

কার তুলনায় আইকরের ও পাই ইত্যাদী শুল্কের অংশ মাত্র এই প্রদেশের ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্পের সহায়তার জন্য কতকগুলি কেন্দ্রীয় সরকার গ্রাম করিয়াছেন। করাচী, মাদ্রাজ, যুক্তপ্রদেশ, উড়িষ্যা প্রভৃতিকে দিয়াছেন।

এই সমস্ত কারণে কলের বাঙলার আজ দুর্গতি ও বাড়িতে বে এবং জনসাধারণের মনে সরকারের প্রতি অসন্তোষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। পণ্ডিত নেহরু যোগের মূল দুর্গতি দূর করিতে করিয়াছেন। কিন্তু ঐ যোগ নিবারণ করিবার কোন সন্ধান নির্দেশ দেন নাই, কারণ যোগ নিবারণ করিবার পথ দেখাইতে গেলে বাঙলার প্রতি তাঁহারা এতকাল যে নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহার পরিবর্তন করিতে হইবে ইহা তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইত। কিন্তু বিভিন্ন কারণে তাঁহাদের দুর্বলতার জন্য তাঁহারা সে পথ ধরিতে এখন ও প্রস্তুত হইতে পারেন নাই।

বাঙলার স্থায় অংশ বিভাগের মারফৎ ও বিভেদ বাঙলাকে ফিরাইয়া দিয়া বাঙলার প্রতি প্রদেশোচিতা দেখাইতে তাঁহারা এখনও অক্ষম। বাঙলার অধিবাসীদের তাঁহারা বেআইনে ভাবেই স্থানান্তর করার কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না, সেজন্য তাঁহারা ইহা জানেন যে ঐ পথা অবলম্বন করিলে তাহা বা তাহার সুবিধা হইবে না। মন্ত্রীত্ব সংখ্যালঘুদের সম্পর্ক বৃদ্ধি পাইয়া ঐ সকল প্রদেশ ও সময় তাহাদের উপর ও হইবে। প্রাদেশিকতাকে দমন করিবার সাহস তাহাদের নাই। কাযেই তাঁহারা কয়েকটি প্রদেশকে অসন্তুষ্ট না করিবার জন্য বাঙলার জনসাধারণকে সর্বনাশের পথে ঠেলিয়া দিয়েছেন এবং ভারতের উন্নতিও বিলম্ব করিয়েছেন।

কিন্তু একথা পণ্ডিত নেহরু ও ভারতীয় সরকারকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে "বাঙালী মরিলে ভারত কেন বাঁচিবে না"। কাযেই ভারতের যাঁহারা মঙ্গল কামনা করেন তাঁহারা বাঙলাকে সর্বনাশের পথ হইতে রক্ষা করিবেন। তাহা হইলে চীনের ভাগ্য হইতে ভারত নিষ্কৃতি পাইবে। পণ্ডিত নেহরু ও তাঁহার সহকর্মীরা বাঙলা সম্পর্কে বর্তমানে কি নীতি গ্রহণ করিবেন তাহার উপর ভারতের ভাগ্য নির্ভর করিতেছে একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

অবলোক

ভারত ও পাক মুদ্রার সংঘর্ষ

পাকিস্তানী মুদ্রা ও ভারতীয় মুদ্রার মধ্যে যে সংগ্রাম চলিতেছে তাহা অপরিবর্তিতই আছে। পাকিস্তানী সরকার ইহাদের কেন্দ্র বজায় রাখিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তাহা তাঁহারা বারবার ঘোষণা করিয়েছেন এবং পাকিস্তানের আর্থিক অবস্থা যাহাই হউক তাঁহারা তাঁহাদের "দুষ্ট" অক্ষুণ্ণ রাখিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিবেন ইহাও মনে হয়। কিন্তু এত হইতেছে কতদিন তাঁহারা তাঁহাদের এই জিদ বজায় রাখিতে পারিবেন। প্রথমতঃ বাজারে পাকিস্তানী টাকার দর ১০২৲ টাকা হইতে ১০৪৲ টাকার মধ্যে এবং মাঝে মাঝে এমন অবস্থা হয় যে ভারতীয় মুদ্রার তুলনায় কম দরেও পাকিস্তানী মুদ্রা সংগ্রহ করা যায়। এবং ঐ দুই দেশের মধ্যে ব্যবসাবাণিজ্যের যে অচল অবস্থা বিরাজ করিতেছে তাহার অন্তরালে এইরূপ লেন-দেন প্রতিনিয়ত চলিতেছে এবং তাহার ফলে শুল্ক উভয় সরকারই আয় কম হইতে বঞ্চিত হইতেছে।

সম্প্রতি পাকিস্তান সরকার অকস্মাৎভাবে যে পাই আইক করিয়া বসিয়াছিলেন তাহা চাঞ্চিত করা হইয়াছে এবং তাহার ফলে ভারতের কাপড় রপ্তানী শুল্ক করিবেন তাহা কি পরিমাণে বলা চলে। এমন উভয় ডমিনিয়নের মধ্যে যে সব আলাপ আলোচনা হইতেছে তাহা হইতে কিছুটা সম্প্রতি ভাবও দেখা যাইতেছে। কিন্তু ঐ সম্প্রতির ফলে দুই ডমিনিয়নের বাণিজ্য বাধ নিষ্পত্তি হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা এখন বলা কঠিন। ভারতের পক্ষে অবশ্য ঐ বিষয়ে মাথা ঘামাবার কারণ নাই। কিন্তু পাকিস্তানের পক্ষে ঐ বিষয়ে বর্তমানে একটি মীমাংসা হওয়া দরকার। কিন্তু দুই ডমিনিয়নের মধ্যে বিভিন্ন কারণে যেরূপ মন কষাকষি চলিতেছে তাহাতে ঐরূপ কোন মীমাংসা আশু সম্ভব হইবে কিনা তাহা বলা শক্ত।

তবে সম্প্রতি পাকিস্তান আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডারের সদস্য হইবার জন্য যে দরখাস্ত করিয়াছেন তাহাতে এই সমস্যা সমাধানের একটি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কারণ আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডারের কর্তৃপক্ষ পাকিস্তানী মুদ্রার এইরূপ চড়া দর বরদাস্ত করিয়া লইতে পারেন না। সেই ক্ষেত্রে তাঁহারা হয় পাকিস্তানী মুদ্রার কোন স্থায়ীদর স্থির করিয়া দেন তাহাকে উপেক্ষা করার ক্ষমতা পাকিস্তান সরকারের হইবে না। কিন্তু মুদ্রাভাণ্ডার আগামী ছয় মাসের মধ্যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবেন না। কাযেই তাহার পাকিস্তান সরকার আগামী ছয়মাসের জন্য নিশ্চিন্ত থাকিবেন তাহা নিশ্চিত বলা চলে।

আলোচ্য সপ্তাহে টাকার বাজারে অবস্থা অপরিবর্তিতই ছিল। বিনিময় বাজারে বিশেষ কোন কার্যতৎপরতা দেখা যায় নাই। আন্তর্ব্যাঙ্ক বাজারে সামান্য কিছু ডলারের কারবার হইয়াছে। ভারত সরকার সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র হইতে এক কোটি টাকার তুলা আমদানী করার যে অনুমতি দিয়েছেন তাহার জন্যই ডলারের কিছু কাজ কারবার হইয়াছে মনে হয়।

গত ৩০শে ডিসেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের যে হিসাব নিকাশ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে চালু নোটের সংখ্যা ১,১০০.২ কোটি টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১,১০৫.৩৭ কোটি টাকা হইয়াছে এবং নোট ইস্যুর পরিমাণ ১,১৭৮.৩৩ কোটি টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১,১২০.৮৮ কোটি টাকা হইয়াছে। ব্যাঙ্কার হিসাবে রক্ষিত নোটের পরিমাণ ৮.৩৩ কোটি টাকার স্থলে ১৩.৩১ কোটি টাকা হইয়াছে। তথায় ধাতে বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ ৭০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ৩১০.৫৬ কোটি টাকা হইয়াছে এবং রৌপ্য মুদ্রার পরিমাণ ২৩.৮ কোটি টাকার স্থলে ৩৪.৪৮ টাকা হইয়াছে।

ব্যাঙ্কিং বিভাগে ভারত সরকারের জমার পরিমাণ ২৮২ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ১৪২.৩১ কোটি টাকা হইয়াছে এবং অন্যান্য প্রাদেশিক সরকারের জমার পরিমাণ ২.৬৮ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ২২.৩১ কোটি টাকা হইয়াছে। সাধারণ ব্যাঙ্কারদের জমার পরিমাণও বৃদ্ধি পাইয়া ৭৩.২২ কোটি টাকার স্থলে ৭৩.১২ কোটি টাকা হইয়াছে। বৈদেশিক জমার পরিমাণ হ্রাস পাইয়া ১৮.১১ কোটি টাকার স্থলে ১৮.৯৪ কোটি টাকা হইয়াছে। হুণ্ডীবিলের পরিমাণ ৩২ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ৯.২৮ কোটি টাকা হইয়াছে।

প্রাসঙ্গিক

পাট অবরোধ

পাকিস্তান যেই সকল দেশের পাট অবরোধ বিষয় হতেই ভোগ করেছেন। এ সম্পর্কে আমরাও ইতিপূর্বে মন্তব্য করিয়াছি। কিন্তু এখন পাকিস্তান সেই পাট চাষিয়া বিদায় করে বাধ্য হইয়া উঠিয়াছেন। এ বাধ্যবাধকতার কারণ কি? পাকিস্তানের বাণিজ্যমন্ত্রীর ঘোষণা হইতে জানা যায়, ভারত হইতে তিনি যৌক্তিক-যৌক্তিই বা করিতেছেন তেমন। অধিকন্তু বাহ্যিক কোন দেশ অযাচিতভাবে পাট ক্রয় করিয়া অথবা বিশেষ সুযোগই বা করিতেছেন। প্রকৃতপক্ষে বাহ্যিক কিছু ভারতের প্রয়োজনীয় [illegible] ব্যবহৃত হয়। [illegible] মনে হয়, [illegible] পাট ক্রয় করিয়াছে, [illegible] তাহারা [illegible] করিয়াছে না, [illegible] করিয়াছে। [illegible]

[illegible] এই [illegible] ব্যবহার [illegible] পাকিস্তানের [illegible] করিয়াছেন। [illegible] ইহাদের [illegible] পূর্ব [illegible] ভারতের [illegible] পাকিস্তান [illegible] ইহাদের [illegible] ভারত [illegible] ইহাদের [illegible] ভারত [illegible] ইহাদের [illegible] ভারত

বিভিন্ন অবস্থা বলে বলিয়া সরকারী বাসভবনে কয়েকটি অতিরিক্ত লাইন সংযোজন করিয়াছেন। কিন্তু সেগুলিতেও [illegible] যান উহাদের এই, সাধারণের বা সাধে [illegible] সরকারের অধীনে ৮ ঘণ্টা ১৫ মিনিটের অবস্থা [illegible] হইয়াছে। দুর্ঘটনাস্থলে প্রয়োজনে এই সকল কর্মচারী নিয়োগে যোগাযোগ রক্ষা নিয়োগ করা সম্ভবপর হইতেছে না। তখন [illegible] বিদ্যুৎ অবস্থার সকল কারণে [illegible] অযোগ্য তাহা বিচার করিয়া স্থায়ী নিয়োগ করিতে হবে যাহা [illegible] এইরূপে অস্থায়ী কর্মচারীদের এক সংস্থা করা হইয়াছে। বিদ্যুতের প্রয়োজনের দিক হইতে ইহাদের সংখ্যা অতিরিক্ত। তাহাড়া [illegible] প্রয়োজনে একদল অকর্মা [illegible] ইহাদের অর্থনীতি নির্ভর বায় বৃদ্ধি হইয়াছে। সরকার এখন এই সকল কর্মচারীদের [illegible] নিয়োগের জন্য [illegible] গ্রহণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহাদের [illegible] বলে [illegible] তাহাদের [illegible] হইতে অনেকেরই কারণের কিন্তু [illegible] যে সমস্যা যে প্রথম [illegible] করিয়াছে তাহাতে এই ধরনের পন্থা গ্রহণের [illegible] সরকারী সরঞ্জাম অনেকটা এইরূপ যে [illegible] অন্ধ হইয়াছে বাবস্থা না করিয়া [illegible] [illegible] করিয়াছে। [illegible] অনুরূপ সমস্যা [illegible] [illegible] করিবার প্রয়োজন হইবে। (Rationalisation) প্রশ্ন উঠে। অবশ্য [illegible] অযোগ্যতার [illegible] [illegible] [illegible]

বিশেষ প্রবন্ধ

দেশের বেকার সমস্যা

শ্রীনিলীপ মুখোপাধ্যায়

গত দুই বৎসরের অধিকাংশ কাল ধরিয়া দেশের সর্বশ্রেণীর শিল্পপতি অধিকার লাভ করিয়া ভারতের প্রথম জাতীয় সরকার দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটাইতে যে ইতিমধ্যে কতদূর আগাইয়া গিয়াছে তাহা বিশেষ করিয়া বিদেশী কাগজের মারফতে জানা কঠিন। বিদেশী কাগজের মারফতে যে টুকু খবর পাওয়া যায় তাহাতে মনে হয় যে, দেশের অর্থনৈতিক সমস্যাগুলি [illegible] এখনও ঠিক তেমনি ভাবে রহিয়াছে। [illegible] দেশের অধিকাংশ লোকের দারিদ্র্য ঘুচাইবার জন্য যে দৃঢ় সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছে তাহা [illegible]

এই সমস্ত [illegible]

এ কথা অবশ্যই সত্য যে, দেশ বিভাগের ফলে ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিয়াছে। কয়েকটি প্রধান প্রধান শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সরবরাহের জন্য পাকিস্তানের উপর নির্ভরশীল। তাহাড়া প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য সরবরাহের অভাবে শিল্প ও বাণিজ্যের সঙ্কোচনের পথে অগ্রসর হইয়াছে। এই সব কারণে বেকার সমস্যা সমাধানের বদলে সঙ্কট হইয়াছে মাত্র। কিন্তু দেশে বেকার সমস্যা প্রথম হইতে প্রকটিত হওয়ার ইহাই একমাত্র কারণ নহে।

যে অর্থিক বিপর্যয়ে যুদ্ধোত্তর ভারতে বেকার সমস্যা দেখা দিয়াছে তাহার মূলে রহিয়াছে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য। যুদ্ধের সময় ভারতের শিল্প-বাণিজ্যের অভূতপূর্ব প্রসার ঘটিয়াছিল। যুদ্ধের পরিণতিতে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের সেই অবস্থা আর নাই। [illegible] ভারতের বাণিজ্য-তরী [illegible] ভারতের শিল্পপতিরা [illegible] ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের [illegible] ভারতের [illegible] ভারতের [illegible] ভারত

ফাইল নং ৪

রেলওয়ে বোর্ডের বার্ষিক বিবরণী

রেলওয়ে বোর্ডের ১৯৮৮-৮৯ সালের বার্ষিক বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে দেখা যায় যে, আলোচ্য সালে ভারতীয় রেলপথে যাত্রী চলাচল বৃদ্ধি পাইয়াছে, আয় বাড়িয়াছে এবং পরিচালন দক্ষতার বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। রেল বিভাগের পর এই প্রথম পূর্ব বৎসরের যাত্রী চলাচলের দ্বিগুণ দেখা এবং যাত্রী ভাড়া ও মালের ভাড়া বাবদ আয়ের দিক দিয়া ভারতীয় রেলপথ নূতন রেকর্ড স্থাপন করিয়াছে। আলোচ্য বৎসরে পরিচালন দক্ষতা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। এই জন্য অবশ্য অধিক যাত্রী চলাচল করাও সম্ভব হয়। মাল চলাচলের যানাদির উন্নতি লক্ষিত হয়। বৎসরে বেশভাগে ইহা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। বৎসরের প্রথমভাগে পরিবহন সংক্রান্ত অচল অবস্থা সম্পর্কে অনেক অভিযোগ শোনা যায়; কিন্তু বৎসরের শেষভাগে ঐরূপ অভিযোগ আর করাচেও শুনিতে শোনা যায় নাই। পরিবহন ব্যবস্থার যে বিশেষ উন্নতি হইয়াছে ইহাতেই তাহা সপ্রমাণিত হয়।

১৯৮৮-৮৯ সালে ভারতীয় সরকারী রেলপথ ভাড়া বাবদ মোট ২২০.১০ কোটি টাকা পাইয়াছে। তন্মধ্যে যাত্রী ভাড়া বাবদ ৮৩.৬০ কোটি টাকা এবং মালের ভাড়া বাবদ ১৩৬.৫০ কোটি টাকা আদায় হইয়াছে। অবশিষ্ট টাকা আনুষঙ্গিকভাবে আদায় হইয়াছে। সামগ্রিক পরিচালন ব্যয় হইয়াছে ১৮৭.৪১ কোটি টাকা এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যয়ে ১১.৫৯ কোটি টাকা ব্যয় পড়িয়াছে। তাহাদের নীট আয়ের অংশ বাবদ কোনও কোনও লাইনকে ১.১৮ কোটি টাকা দেওয়া হইয়াছে। অন্যান্য নানাপ্রকার কারণবশে বাবদ ৪.৩৬ কোটি টাকা নীট আয় হইয়াছে। ফলতঃই সমগ্র বৎসরে নীট রাজস্বের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৮.০৪ কোটি টাকা। মূল প্রতিষ্ঠি বাবদ দেয় ৪৭.৩৬ কোটি টাকা সাধারণ করিয়া আলোচ্য বৎসরে মোট ১৯.৯৮ কোটি টাকা নীট লাভ হইয়াছে।

১৯৪৮-৪৯ সালে ভারতের সকল রেলওয়ের অর্থাৎ যে সকল রেলওয়েকে ভারত সরকারের কোনও আর্থিক দায় নাই সেইগুলির মোট আয় ২৩৩.৮০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। উহার মধ্যে মাল চলাচল বাবদ ১২৭.৭৩ কোটি টাকা আয় মূল অর্থাৎ মোট আয়ের শতকরা ৫৮ ভাগ মালের ভাড়া হইতে পাওয়া যায়। যাত্রী চলাচল বাবদ যে টাকা আয়ের শতকরা ৫৯.৩ ভাগ অর্থাৎ ১৩৮.১৩ কোটি টাকা আয় হয়। অবশিষ্ট ১৪.৩ ভাগ বা ৩৩.৬৬ কোটি টাকা পার্সেল মালের এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক আয় হয়।

যাত্রী ও মাল চলাচল বৃদ্ধি

আলোচ্য বৎসরে ভারতীয় রেলওয়েসমূহে ১১৮ কোটি ৩ লক্ষ যাত্রী যাই ও আসার ৮৭৯ কোটি ৪০ লক্ষ মাইল ভ্রমণ করে। অর্থাৎ প্রতি যাত্রী পড়ে ২৫.৮ মাইল হিসাবে দাঁড়াইতেছে। ঐ বৎসর মোট ৮ কোটি ২৯ লক্ষ টন মাল রেলযোগে আনাগোনা করিয়াছে; সেই টন মাল পড়ে ২১৬ মাইল দূরে প্রেরণ করা হয়। যাত্রী ও মালের জন্য ভারতীয় রেলওয়েসমূহের প্রতি মাইল বাবদ ব্যয়ক্রমে ৪.৩ ও ৩.২ পাই আয় হয়।

রেল বিভাগের পরে ইহা পাকার ও আসার রেলওয়েরও গঠিত হয়। ঐ দুইটি রেলপথে বাদ দিয়া ১৯৪৭-৪৮ সনের তুলনায় ১৯৮৮-৪৯ সনে ভারতীয় রেলওয়েসমূহের যাত্রীর সংখ্যা, তাহাদের মিলিত মাইল হইতে আসে তাহার পরিমাণ ও তাহাদের রেলযোগে ভ্রমণের দূরত্ব যথাক্রমে শতকরা ৭৯, ১৪৮ ও ৮৩ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় আলোচ্য বর্ষে ট্রেনের সংখ্যা ও মালের পরিমাণ যথাক্রমে শতকরা ২.৬৮ ও ৩.৮৬ ভাগ বাড়িয়া গিয়াছে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ১৯৪৮-৪৯ সনে রেলযোগে প্রেরিত মোট মালের মধ্যে কয়লা, খনিজ ও ইস্পাতের পরিমাণ যথাক্রমে শতকরা ২৩.৯, ১৩.৯ ও ৬.৯ ভাগ ছিল।

পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় আলোচ্য বৎসরে যাত্রী এবং বিভিন্ন যাত্রী-সেবাখাতে ট্রেন-ব্যয় যে হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা অপেক্ষাকৃত সামান্য।

১৯৪৮ সনের ১লা আগস্ট হইতে মালের ভাড়ার পরিবর্তন সাধিত হয় এবং উহার ফলস্বরূপ সুদ্ধে বর্ধিত করভার পরিমাণ প্রতিফলিত হয়। উক্ত দুইটি ব্যবস্থাই হইয়াছে আলোচ্য বৎসরের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন।

১৯৪৯ সনের ১লা জানুয়ারী হইতে বকেয়া মহার্ঘভাতা মিটানো ও রেলযোগে প্রেরিত মালের ভাড়াভাড়ির আবেদনসমূহ বিবেচনা করার জন্য ভারতীয় রেলপথে কতৃপক্ষ সচেষ্ট হন। ঐ উদ্দেশ্যে রেলের সর্বত্র যানাদি ব্যবহারকারী চালাইয়া রেলবিভাগে মালের যথোপযুক্ত সাপ্লাই, দ্রুত ও নিরাপদ ভাবে ডিলারে উপরে পড়িয়া থাকে, মালের বিলম্ব প্রভৃতি রোধ আবশ্যক ব্যবস্থাদি করা হয়।

১৯৪৯ সনের মার্চ মাসের শেষ পর্যন্ত ভারতীয় রেলওয়েসমূহে মূলধন বিনিয়োগ খাতে মোট ৮৮৮ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। বিভিন্ন কোম্পানী পরিচালিত রেলপথ ক্রয় ও নূতন রেলপথ স্থাপন প্রভৃতির ব্যয়ও উহাতে ধরা হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৭৭১ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকা ভারত সরকারই ও বাকী ৭৭ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা বিভিন্ন উপায়ে, রেলপথ যে প্রতিষ্ঠান প্রকৃতি বিবেচনা করিয়াছেন।

১৯৪৮-৪৯ সনে ভারতীয় সরকারী রেলওয়েসমূহ মোট ১৮৮ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকার মূলধনি কাজ করে। উহাদের মধ্যে ৮ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকার মূলধনি সাহায্য বিদেশ হইতে আহরণ করা হয়; ১১ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকার বিদেশী মূলধনি ভারতের পাওনা হয় এবং অবশিষ্ট ৮৯ কোটি টাকার অর্থাৎ মোট কাজ পরিমাণের শতকরা ৮১.৯ ভাগ মূলধনি আয়েতেই নিষ্পন্ন হয়।

আলোচ্য বৎসর ১৯৮৯-৯০ সালে নূতন রেলপথে যাত্রী ও মাল চলাচল আরম্ভ হয়। আসাম মোট ৮৮০ মাইল দীর্ঘ একটি নূতন রেলপথ খুলিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। উহাদের মধ্যে কাটলা-লীলা-বাদীকায়া সমষ্টিই ২৯০ মাইল। কক্ষ ও রাজস্থানের মধ্য দিয়া এই সমষ্টি কাটলা বন্দরের সহিত সংযুক্ত হইবে।

১৯৪৯ সালের মার্চ তারিখে ভারতীয় রেলওয়েসমূহ, রেলপথে মোট ও অন্যান্য পাকা অফিসঘরসমূহে যাত্রী ও অন্যান্য পরিচারীদের সংখ্যা মোট ৯ লক্ষ ১৮ হাজার ৭৯৯ জন ছিল। পূর্ববর্তী বৎসরের ঐ সময়ে উহাদের সংখ্যা ছিল ৮ লক্ষ ৯১৭ জন। ১৯৪৮-৪৯ সনে প্রথমবার প্রথম শ্রেণীর রেলওয়েসমূহের কর্মচারী বেতন, ভাতা, প্রভিডেন্ট ফান্ড ও সুবিধার খাতে মোট ৮৮ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে; পূর্ববর্তী বৎসর ব্যয় হইয়াছিল ৮৮৭ কোটি টাকা। কেন্দ্রীয় বেতন কমিশনের সুপারিশ গ্রহণ করার ফলেই ব্যয়ের পরিমাণ এইরূপ বাড়িয়া গিয়াছে। তাহা ছাড়া আলোচ্য বৎসরে সমগ্রদেশে রেলওয়ে কর্মচারীদের মধ্যে পরিপূরক মহার্ঘভাতা বিতরণ করিবার

(শেষাংশ ৩৫৮ পৃষ্ঠায়)

সংবাদ সংকলন

তুলা বিক্রয় সম্পর্কে বিধিনিষেধ

ভারত সরকার বোম্বাইয়ে তুলা ব্যবসায়ীদের তুলা আটক করিয়া এক আদেশ জারী করিয়াছেন।

এ সম্পর্কে নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশ করা হইয়াছে :—

ভারত সরকারের টেক্সটাইল কমিশনার ১৯৪৩ সালের তুলা বিক্রয় আদেশ অনুসারে ১৯৪৩ সালের ৩১শে জানুয়ারী তারিখের ইহার কেন্দ্রীয় এবং অতিরিক্ত সংবাদে এই মর্মে এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়াছেন যে, চুক্তির যে মাসে যে সকল ব্যক্তি তুলা ক্রয় বন্ধুর ব্যবসায় করেন এবং ক্রয় ও বিক্রয়ের চুক্তি যে সকল তুলা দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছে সেইসব তুলা ইউনিটেড কমিশনার এ বন্ধুর নিকটবর্তী হইতে বিক্রি বা চালান দেওয়ার পূর্বে তাহার নিকট হইতে লিখিত অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে। ইহা ছাড়া তুলা বিক্রয় করিতে বা [illegible] দেওয়া যাইবে না।

বিভিন্ন স্থানে সার্টেফিকেটসহ বোম্বাইয়ে ইউনাইটেড কমিশনারের আফিসে তুলা বিক্রয়ের নিমেধাজ্ঞের সর্তাদি নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নিকট হইতে সংগ্রহ করিতে হইবে বলা হইয়াছে :—

তুলা ক্রয়ের চুক্তি করার ও বিক্রয় বিষয়ে [illegible] তুলা ক্রয়ের চুক্তি করা হইয়াছে এবং যে তুলা বিক্রয়ের জন্য, সে তুলা যেখান যেখানে রাখা হইয়াছে ; তুলা ক্রয়ের চুক্তি যে সকল ব্যক্তির নিকটে করা হইয়াছে ; তুলা ক্রয়ের চুক্তি যে সকল ব্যক্তির নিকটে করা হইয়াছে সেই সকল ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা। ১৯৪৩ সালের সেই তারিখের মধ্যে এই সকল সংবাদ জানাইতে হইবে।

যে সকল সার্টেফিকেটধারী বিদেশে তুলা রপ্তানি করিতে ইচ্ছুক তাঁহাদিগকে রপ্তানি সার্টেফিকেট ও বৈদেশিক ক্রেতাদের সহিত সম্পাদিত চুক্তির বিবরণসহ তুলা বিক্রয়ের নিয়ন্ত্রণকারী নিকট আবেদন করিতে হইবে এবং তখন আবশ্যক পরিমাণ তুলা ছাড়িয়া দেওয়া হইবে।

বিভিন্ন শিল্প বিক্রয় দানের পরিকল্পনা

ভারতের ভ্রমণরত শ্রীযুক্ত ওয়াশিংটনস্থ সাংবাদিক বৈঠকে অভিমত প্রকাশ করেন যে, যুদ্ধোত্তর ১৮ মাসের মধ্যে যুদ্ধের ১৮ হাজার কোটি টাকা বিভিন্ন শিল্প বিকাশের এক পরিকল্পনা করিয়াছেন। এজন্য [illegible] টাকা নিয়োগ করা হইবে।

চাকুরী সংস্থান কেন্দ্রের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করিয়া ওয়াশিংটনস্থ সংবাদ যে, সাম্রাজ্যিক নিরাপত্তা, যাহাতে আগামী মহাযুদ্ধের পূর্বে কোন প্রকারের যুদ্ধ কোন প্রকার একটি সংগঠন থাকা আবশ্যক। বর্তমানে চাকুরী সংস্থান কেন্দ্র এই সকল কার্যের ভার লইতে পারে।

একটি সংবাদ প্রকাশ শ্রীযুক্ত ওয়াশিংটন বলেন যে, নিয়োগকর্তাদিগকে চাকুরী সংস্থান কেন্দ্রগুলির সাহায্য দান ও নিয়োগের কাজ করার জন্য কোন আইন প্রণয়নের ইচ্ছা আমাদের সরকারের নাই।

যুদ্ধের চাকুরী সংস্থান কেন্দ্র যেরূপ সাফল্য লাভ করিয়াছে, তখাপি তিনি আশা করেন যে, ইহাকে কার্যকরের অবশ্যই চালু রাখা হইবে।

পাট ব্যবসায়ের সম্পর্কে নিষেধ

[illegible]
বিশেষ সংবাদ করিয়া
ইতিপূর্বে [illegible]
জানুয়ারীর পর [illegible] কিন্তু নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য [illegible] সংবাদ না করেন। সংবাদি সংবাদের সহিত [illegible] বলিয়াছেন, "যদি কেহ কিছু দিন তুলার উপরের ব্যবহার পাই [illegible] করেন তবে তাহা ও অন্যান্য সম্পর্কে বিশিষ্ট হইলে তাঁহার বিষয়ে ব্যবহার ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন এবং সংবাদ বিশেষ দুই বৎসরের মধ্যে দুইটি ও বিষয়ে আছে করা হইতে পারে।"

আমদানি খাদ্য উৎপাদনে অর্থসাহায্য

কেন্দ্রীয় সরকার কৃষি [illegible] আমদানি সরকারকে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কয়েকটি নূতন পরিকল্পনা সম্পর্কে অর্থসাহায্য মঞ্জুর করার আদেশে অধিক খাদ্য ফলাও আন্দোলন আরও বেগবান করিবে বলিয়া আশা করা যায়। জানা গিয়াছে যে, কয়েকটি পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ শেষ করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রায় [illegible] টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। ইহার ফলে প্রদেশের [illegible] হাজার একর জমিতে চাষের সাহায্য হইবে। অধিক খাদ্য উৎপাদন সম্পর্কে আরও কয়েকটি সরকারের নিকট হইতে যে সাহায্য পাইবার আশা করা যাইতেছে, এই সাহায্য দেওয়া হইবে।

ছোট ছোট সেচ ব্যবস্থা, অধিক পরিমাণে সারিয়ানো উন্নত বীজ উৎপাদন এবং ধানের গুদাম প্রভৃতি ও কতিপয় প্রস্তাবিত পরিকল্পনার জন্য ঐ অর্থ মঞ্জুর করা হইয়াছে। এই অর্থ সাহায্যের ফলে—[illegible]টি সেচ পরিকল্পনা এবং আরও কয়েকটি গুদামের পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করার ব্যবস্থা হইবে। আশা করা যাইতেছে যে, ইহার ফলে ১৫ হাজার ৭ শত ৫০ টন অধিক খাদ্যশস্য উৎপন্ন হইবে। ধানের গুদাম নির্মাণ করার যে পরিকল্পনা হইয়াছে, তদনুযায়ী ৫ ৬ হাজার মণ ধান রাখার গুদাম নির্মাণ করার সংবাদ দেওয়া হইয়াছে।

ডিমির অভাবে সংরক্ষিত খাদ্য-শিল্পের সংকট

ভারতীয় সংরক্ষিত খাদ্য প্রস্তুতকারক সমিতির অবৈতনিক সম্পাদক শ্রীযুক্ত কে. ইউ. পাইপেন এক বিবৃতিতে জানাইয়াছেন, ডিমি সংরক্ষিত খাদ্য শিল্পে এক বিরাট ক্ষতি হইবার উপক্রম হইয়াছে। কিন্তু ডিমি সরবরাহের একটা ব্যবস্থা করিলে ভারতের সংরক্ষিত খাদ্য শিল্প বর্তমানের বহু বাড়িয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত সমিতিভুক্ত এমন প্রায় একটি কারখানার কাজ ৩০ সপ্তাহের বেশীকাল বন্ধ থাকে এবং বর্তমানে মাত্র কয়েকটি কারখানায় আংশিক কাজ চলিতেছে। বম্বের ভারতে সংরক্ষিত ফল প্রস্তুতের বৃহত্তম কারখানা পলিমবন্দরে অবস্থিত, এই কারখানাকেও অনেক আবেদনের পর সপ্তাহে মাত্র ২ দিন ডিমি দেওয়া হইতেছে—যাহা কারখানার সপ্তাহে ৩ দিনী কাজ চালাইবার উপযোগী নহে।

এই বিষয়ে শুধু পর্যাপ্ত ডিমি সংগ্রহের সমস্ত চেষ্টা এ পর্যন্ত ব্যর্থ হইয়াছে। পলিমবন্দরে এই শিল্পে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা খাটিতেছে এবং দুর্ভিক্ষপীড়িত উড়িষ্যার প্রায় কেন্দ্রগুলির লোক এই শিল্পে নিযুক্ত। কিন্তু এই শিল্পে এখন ধ্বংস হইতে বসিয়াছে। দেখে এই শিল্প লোপ পাইলে সরকারকে বৈদেশের খাদ্য সরবরাহের জন্য বিদেশ হইতে বিপুল পরিমাণে সংরক্ষিত খাদ্য আমদানী করিতে হইবে।

সিংহলে আমদানী মালের নিয়ন্ত্রণ

জানা গিয়াছে, ভারত সরকার বিদেশ হইতে সিংহলে আমদানী মালের নিয়ন্ত্রণ উপনীত হইয়াছেন। অবশ্য আপাতঃ চুক্তির সর্ত অনুযায়ী

যে পরিমাণ বিদ্যুৎ আমদানী করিতে হইবে তাহা বাদ দেওয়া হইবে। আবার আমদানী বিদ্যুৎ কোন বিশেষ মাধ্যমে অন্যের প্রতি পাঠানো কিছু প্রক্রিয়াকরণ দূর ব্যাপ্ত সংরক্ষণের কথা চলিতে পারে ইহার ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। আমদানীর কারখানা গুলিতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পরবর্তীর উপরিস্থিত নির্ভর করিয়া পূরণ করা হইয়াছে।

দ্রবণযুক্ত বিদ্যুৎ প্রস্তুত প্রণালী উদ্ভাবন

কানপুরে কেন্দ্রীয় আবহাওয়া গবেষণাগারে বিদ্যুৎ প্রস্তুত প্রণালী সম্পর্কে যে গবেষণা করা হইয়েছিল, তাহাতে উহার ফল পাওয়া গিয়াছে। আশা করা যায়, বিদ্যুৎ উৎপাদনের খরচ হ্রাস হইবে এবং ঐরূপ উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি হইবে। গবেষণাগারে এমন কয়েকটি উপাদান আবিষ্কার করিয়াছে। ইহার ফলে এই প্রক্রিয়ার ব্যয়সাধ্য, দূরে যাতায়াতযুক্ত ও দুষ্পাপ্য বিদ্যুৎ সহজে তৈরি করা সম্ভব হইয়াছে।

কানপুরের আবহাওয়া গবেষণাগারের কর্তার বিশেষজ্ঞ মানিক কেলার যাতায়াতের বিদ্যুৎ প্রস্তুত পরিকল্পনা সম্পর্কে কাজ হইতেছে। উহার বিদ্যুৎ ও দক্ষিণার অনুরূপ দিয়া হিসাবে বিদ্যুৎ সম্পর্কের উদ্দেশ্যে এই ব্যবস্থা হয়। উৎপাদন প্রণালী, যন্ত্রপাতি এবং বিদ্যুৎ ও বিদ্যুৎ প্রস্তুত সাধারণ তথ্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত উপাদেয় দেওয়া হইবে। বাস্তবিক ও কারিগর দিগকে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা বাহ্যিকপ্রাপ্তদের আছে। শিক্ষাকাল একমাস এবং সাধারণতঃ প্রতি বৎসর জানুয়ারীতে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে।

নূতন জাহাজী কারখানার প্রতিষ্ঠার

অবসরপ্রাপ্ত ও সেবানিবৃত্ত ব্যক্তিদের দ্বারা কুইন প্রথম জাহাজী কারখানে কর্পোরেশন এই মাসের শেষভাগে খোলা হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

এই কর্পোরেশন জাহাজ-আরোহিদের জন্য প্রাচ্য লম্বুমণে জাহাজ চালাইবে।

কয়েক বছর পূর্বে যে দুইখানি কনভেয়ার জাহাজ সংগ্রহ করা হইয়াছিল, সেই জাহাজ দুইখানিও এই পথে অন্যান্য জাহাজের সহিত চলাচল করিবে। সেই জাহাজ দুইখানির নাম—"অনেই যেমন" এবং "যোগাই"। জাহাজ সমবেত কর্পোরেশনকে সেই জাহাজ দুইখানি বিক্রয় করিবে।

কর্পোরেশনের মূলধন হইবে পাঁচ কোটি টাকা। জানা গিয়াছে, কর্পোরেশনের সেবাদের শতকরা ৫১ ভাগ সংরক্ষণী ক্রয় করিবেন এবং অবশিষ্ট ৪৯ ভাগ বিক্রয় কোম্পানী গ্রহণ করিবেন। যৌথোক্ত কোম্পানী কর্পোরেশনের মাইনেজিং এজেন্টের কাজ করিবেন।

৪৮ এর আগস্টের পূর্বে প্রস্তুত বস্তু বিক্রয়

অর্থমন্ত্রক সরকারের বস্তু বিক্রয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, পশ্চিম বঙ্গের লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যবসায়ীগণ কর্তৃক ১৯৪৮ সালের আগষ্ট মাসের পূর্বে তাহাদের গুদামে প্রস্তুত বস্ত্র ক্রয় এবং পরিমাণ সম্পর্কিত কোনরূপ বাধানিষেধ যথারীতি বিলোপ করা হইবে। ১৯৪৮ সালের ৩১শে আগষ্টারের মধ্যে বিক্রিত মূল্য উক্ত বস্ত্র বিক্রয় সম্পন্ন হইবে।

এই বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হইয়াছে যে, বাণিজ্য ও শিল্প বিভাগীয় এবং কোম্পানীর উপর ইহা এক ভিন্ন নির্দেশ যে, পশ্চিম বঙ্গের যে সব জাহাজীয় গুদামে ১৯৪৮ সালের আগষ্ট মাসে ও তৎপরবর্তী কালে প্রস্তুত বস্ত্র ১৯৪৮ সালের ৩১শে আগষ্টারী পর্যন্ত মূল্য অথবা পরিমাণের বাধানিষেধ যথারীতি ১৯৪৯ সালের ১৯শে ডিসেম্বরের বিজ্ঞপ্তি দ্বারা বিক্রি মূল্য বিক্রয় হইতে পারিবে।

কৃষি গবেষণার গুরুত্ব

ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদের পরিচালনায় উপদেষ্টা ডাঃ বি, কি, প্রসাদ, কৃষি সংবাদদাতা, পরিদর্শনে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন যে, ভারতের 'অনন' বিষয়ক সম্পর্কে নতুন সরকারের প্রতিশ্রুতি নীতিতে আশার কিছু কারণ রহিয়াছে এবং আশা করা যায় যে, ভারতের কৃষি সংকট বর্তমানে এখনকার চেয়ে অনেক কম তীব্র হইবে। তিনি বলেন যে, গত দশ বৎসর ধরিয়া এদেশে যে বাড়তি অর্থ খাটানো হইয়াছে তাহা আদৌ সন্তোষজনক নহে। কোন নির্দিষ্ট বৎসরের উৎপাদন তালিকা করিলে, দুটি বিষয় সর্বাগ্রে প্রয়োজন—(১) জমির পরিমাণ ও (২) গড়পড়তা উৎপাদন। পূর্বোক্ত বিষয়টি আমরা অপেক্ষাকৃত সহজ কিন্তু শেষোক্ত বিষয়টি সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে ত্রুটিপূর্ণ। তিনি বলেন যে নতুন সরকারের নীতিতে আশু পরিবর্তন একান্তভাবে বাঞ্ছনীয়। অধ্যেক্তারে নতুন সরকারের নীতি উদ্ভাবন সম্পর্কে ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদ যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন।

উপসংহারে ডাঃ প্রসাদ বলেন যে, অবশিষ্ট জমি সম্পর্কে এই নতুন সরকার নীতি প্রয়োগের অর্থ হইতেছে "অধিক ফলন উৎপাদন অভিযানের কার্যকারিতা করা। দেশের সম্ভাব্য সম্পর্কে সুষ্ঠুরূপে কার্যকরী করিতে পারিলে এই অভিযান দেশের খাদ্য সমস্যার সমাধান করিবে এবং দেশের খাদ্য ও কৃষি সম্পর্কে ব্যাপক অনুসন্ধান প্রয়োজন।

ডিন আরও বলেন যে, খাদ্যশস্যের "অনন" সম্পর্কিত সাধারণভাবে উপদিষ্টিবিধানে সকলেরই সংযোগী হইয়াছেন এবং এজন্যদের একটি সঙ্ঘ বার্ষিকী পরিকল্পনার স্থির করা হইয়াছে। কৃষকের বিভিন্নপ্রকার ফসলের নমুনা সংগ্রহ সম্বন্ধিত এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত এবং উহার দ্বারা 'অধিক ফলন উৎপাদন' অভিযানের ফলাফল বিশেষ উপর প্রতিফলিত হইবে।

মেদিনীপুরে নতুন কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনা

সরকারী চারিটি বিভাগ সম্প্রতি কাঁথি ও মেদিনীপুরের সমুদ্রতীর অঞ্চলের জল, বায়ু, মাটি ও সমুদ্রের পরীক্ষা পরীক্ষার ব্রত হইয়াছে। উক্ত অঞ্চলে একটি বড় রকমের নতুনের কারখানা স্থাপিত করিবার জন্য তথ্য কার্য ও অনুসন্ধান উদ্দেশ্যে সমুদ্রতীরে বিশেষজ্ঞ ও বৈজ্ঞানিকের সাহায্য লওয়া হইয়াছে। কলিকাতা পোর্ট অথরিটির মেরিন ইঞ্জিনিয়ারগণ উক্ত অঞ্চলের সমুদ্রতীরের পরীক্ষা নির্দেশ ব্রত হইয়াছেন। সাহেব এক ইঞ্জিয়া উক্ত স্থানের কয়েক যোজনের গ্রহণ করিয়াছেন। জিওলজিক্যাল সার্ভের উক্ত অঞ্চলের ভূতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য বিচারে ব্যাপৃত এবং আলিপুরের আবহাওয়া অফিস আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহে রত আছেন। এই তথ্যাদি সংগৃহীত হইলে কারণী বিশেষজ্ঞ বিচার করিয়া দেখিবেন যে, কোথায় ও কি ধরনের কারখানা স্থাপন করা যায়। উহারা তিন মাস কাল স্থানটি সম্পর্কে বিশেষভাবে করিয়া সরকারের নিকট বিবরণ দাখিল করিবেন। উক্ত বিশেষজ্ঞের কার্যভার নেট কোম্পানী লিমিটেডের কর্মী।

এই কারখানায় আবহাওয়াটি প্রায় দশ হাজার একর জমি জুড়িয়া বিস্তৃত এবং উহাতে মৌল রাসায়নিকের প্রথার প্রায় সকল প্রায় পদার্থ নিজ নিজ নমুনা প্রস্তুত করা হয়। এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কথা এই যে, যেসমস্ত পদ্ধতিতে বর্তমানে প্রায় পঞ্চাশটি হইতে পঞ্চাশটি নিজ নিজ নমুনা প্রয়োজন হয়।

ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের উৎপাদন

ভারত সরকার তাঁহাদিগের পরামর্শ, ভোজ্য ও শাইকেলের টায়ার-টিউব, ভোজ্য সাবিন, ম্যাচেস, সিমেন্ট এবং ইস্পাত এবং এতদ্বিষয়ক উৎপাদনের চূড়ান্ত পরিমাণ নির্ধারিত করিবার একটি কমিটি গঠনের কথা ঘোষণা করিয়াছেন। এই সকল শিল্পের গত বারের সম্পর্কের অনুরূপ কয়েকটি কমিটি শীঘ্রই গঠিত হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

গত বৎসর যুদ্ধে শিল্প বিভাগের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পরিষদের সিদ্ধান্ত কয়েকটি কমিটি গঠিত হইয়াছিল। উক্ত সময়ে গুরুত্বপূর্ণ শিল্পগুলির উৎপাদন বৃদ্ধি এবং ১৯৪০ সালের চূড়ান্ত উৎপাদনের পরিমাণ নির্ধারণের উদ্দেশ্যে ছোট ছোট কয়েকটি কমিটি গঠনের প্রস্তাব করা হয়।

এই এক বৎসরে মোট ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের

নির্ধারিত ও

ছোট বড় কমিটি নিযুক্ত

হইয়াছিল। বিশেষজ্ঞের

এই সৈন্য আমাদের

গত, তবে কলিকাতা-

অঞ্চল কমিটির

এখনও চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত

তাপ-নিয়ন্ত্রক দ্রব্য উৎপাদন সম্পর্কিত কমিটি কলিকাতায় বিশ্ব ইংরাজ ব্যাপারীদের এসোসিয়েশনের বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি লইয়া গঠিত হইয়াছে। ইহার চূড়ান্ত উৎপাদনের পরিমাণ ৮০ হাজার টন নির্ধারিত হইয়াছে।

ভোজ্য ও সাইকেলের টায়ার ও টিউব উৎপাদন সম্পর্কে কমিটি কলিকাতায় বসিয়া গিয়াছে। সম্প্রতি বিভিন্ন প্রতিনিধি লইয়া গঠিত হইয়াছে। চূড়ান্ত উৎপাদনের পরিমাণ ৮০ লক্ষ ভোটর টায়ার এবং ৪০ লক্ষ সাইকেল। ১৯৪৯ সালে ৮ লক্ষ ভোটর টায়ার এবং ৪১ লক্ষ সাইকেল টায়ার উৎপন্ন হইবে বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে।

ভোজ্য সাবিন সম্পর্কে কমিটি কানপুরে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এন্ড পাওয়ার এলকলি ডিভিশনাল এসোসিয়েশনের বিভিন্ন প্রতিনিধি লইয়া গঠিত হইয়াছে। চূড়ান্ত উৎপাদনের পরিমাণ ১ কোটি পাউন্ড। ১৯৪৯ সালের উৎপাদনের আনুমানিক পরিমাণ ৬০ লক্ষ পাউন্ড।

ম্যাচ শিল্প সম্পর্কে কমিটি গঠিত হইয়াছে, বিভিন্ন ভারত ম্যাচ উৎপাদন সম্পর্কে এবং ভারতীয় ম্যাচ উৎপাদন সম্পর্কে কমিটি গঠিত হইয়াছে। এই শিল্পে চূড়ান্ত উৎপাদনের পরিমাণ ৯০ কোটি বাক্স ধার্য করা হইয়াছে। ১৯৪৯ সালের উৎপাদনের আনুমানিক পরিমাণ ৪ কোটি ৬০ লক্ষ বাক্স।

ফুলার ইণ্ডিয়াবাদি লিমিটেডের সভাপতি লইয়া সিমেন্ট সম্পর্কে কমিটি গঠিত হইয়াছে। চূড়ান্ত উৎপাদনের সংখ্যা ৩ কোটি সিমেন্ট বেরেল। ১৯৪৯ সালের আনুমানিক সংখ্যা ১৮০০টি।

এতদ্ব্যতীত শিল্প সম্পর্কে কমিটি গঠিত হইয়াছে ইস্পাত সম্পর্কে ইস্পাত ব্যবহারকারী এসোসিয়েশনের এক প্রতিনিধি লইয়া। চূড়ান্ত উৎপাদনের পরিমাণ ১৯৫০ টন নির্ধারিত হইয়াছে। ১৯৪৯ সালের আনুমানিক উৎপাদনের পরিমাণ ১৮৫০ টন।

যুদ্ধবাজেয়া আদায় প্রগতি

১৯৪৮ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে যুদ্ধ সংক্রান্ত যুদ্ধবাজেয়া বন্ধের ফেরৎ দাবীর আবেদনগুলি অনুসন্ধান ও বেগ নিষ্পত্তি গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যে পরিষদ সম্প্রতি যোগ বিভিন্নের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

বিভিন্নস্থান হইতে প্রাপ্তিত এজেন্সি ইজারাদার ব্যবসায়ের মালিক প্রতিনিধিগণ ও সোসিয়েশনের এই সম্পর্কে যুদ্ধবাজেয়া আদায়কারী কর্তৃপক্ষের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিতে পারেন। অবশ্য সাধারণ নীতিমালা অনুযায়ী কাজ হইতে সাধারণ বন্দোবস্তি করিতে দেওয়া হইবে।

(৩৪ পৃষ্ঠার পর)

রেলওয়ে বোর্ডের বার্ষিক বিবরণী

৫ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছেন। পূর্ববর্তী বৎসর ব্যয় করিয়াছিলেন ৫৭ কোটি টাকা। মোট কথা এই যে, আলোচ্য বৎসরে এককভাবে প্রথম শ্রেণীর রেলওয়েসমূহের কর্মচারীদের জন্য বন্দোবস্তের মোট ১২১ কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে। পূর্ববর্তী বৎসর হইয়াছিল ৮৩.৫ কোটি টাকা। আলোচ্য বৎসরের শেষে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ পাকিস্তানে ৩৬৯টি মঞ্জুর লোকোস হইতে কর্মচারিগণ মোট ১ লক্ষ ১০ হাজার রেলম ওয়েগন বাবদে রেলম গ্রহণ করিয়াছেন। তাহার ফলে রেল কার্য শিল্প মাসিক ৪৫/০ আনা সাহায্য হইবে, পূর্ববর্তী অন্যান্য রেলম কার্য শিল্প তাহারা মাসিক ৪৫০ আনা সাহায্য পাইবে।

১৯৪৮-৪৯ সনে এককালে সর্বাধিক ইঞ্জিন বোঝাইয়ের ব্যবস্থা করিতে কর্মচারীদের কার্যকরী সহযোগী রেলওয়েসমূহে কোন সময়ে প্রদান অসম্ভব হয় নাই। উক্ত বৎসরের মধ্যে কর্মচারীদের যে সকল দোষ ত্রুটি ধরা পড়িয়াছে, আলোচ্য বৎসরের মোট কর্মচারী দোষের উহা হ্রাস ১/৩ পড়িয়াছে। ১৯৪৮ সালের আগষ্ট মাসের শেষ দিকে যখন ইণ্ডিয়া রেলওয়েসমূহ রেলওয়েসমূহের সাধারণ পরিষদের বিভিন্ন বৈঠকে এক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, উহার অন্তর্ভোগিক ইউনিয়নভুক্ত কর্মচারীদের বেতনই করা সম্পর্কে সমস্ত প্রহণ করিবে। ব্যক্তিগত আলাপ-আলোচনা দ্বারা যত বিরোধের অবসান সম্ভব হইবে তাহা করিয়া কেন্দ্রীয় বেতনক্রম ও ধার্য ধার্যের উক্ত এসোসিয়েশনের সভাপতিকে আহ্বান জানান। তদনুযায়ী ১৯৪৯ সালের ৭ই জানুয়ারী তারিখে বোম্বাইয়ে ও পরে দিল্লীতে যখন ইণ্ডিয়া রেলওয়েমেন্ স্ফেডারেশন ও কেন্দ্রীয় বেতনক্রম কমিটিসিবিদের মধ্যে আলোচনা হয়। উক্ত আলোচনাক্রমে ১৯৪৯ সালের ৩১শে জানুয়ারী তারিখে রেলওয়েসমূহ বর্ধমান সম্পর্কে কর্মচারীদের মতামত গ্রহণ স্থগিত রাখে। তখন কমিটিটি পরিচালিত কয়েকটি ইউনিয়ন বিভিন্ন রেলে ১৯৪৯ সনের ১লা মে হইতে বর্ধমান আরম্ভ করার চেষ্টা করে। কিন্তু তাহাদের চেষ্টা আশু প্রতিহত হয়।

আলোচ্য বৎসরের শেষ দিকে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীদের মধ্যে সকল প্রকার বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ কমিটি গঠন করা প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে।

রেল বিভাগের পরিস্থিতি

যোধপুর ও পাকিস্তান রেলওয়েসমূহের সম্পত্তি উপাদান ১৯৪৮ সনের জুলাই মাস হইতে বন্ধ হইয়া যায়। সরাসরি হাসলাভী চলাচল ১৯৪৯ সনের সেপ্টেম্বর হইতে পুনরায় আরম্ভ হইয়াছে।

রেল বিভাগের ফলে রেলওয়ে-আদায় ও বর্ধ অতিরিক্ত রেলওয়ের ৬০ হাজার কর্মচারী ভারত ইউনিয়নে কাজ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করে। বাসা-বাড়ীর অভ তাহাদের বদলী কার্য শুরুভাবে সম্পন্নপর হয় নাই। পাকিস্তান হইতে এককালে সকল কর্মচারী আসিয়া উপস্থিত হয়। এজন্য ভারতের সরকারী রেলওয়েসমূহকে অনেকটা সমস্যায় জর্জরিত হইতে হয়। উপযুক্ত পদের অভাব, বেতনের হারের পার্থক্য প্রভৃতিই উহাদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য।

পাকিস্তানাগত কর্মচারীদের যথাস্থানে নিয়োগ করা কিছু সময়সাপেক্ষ বলিয়া সরকারের প্রথমতঃ তাহাদিগকে দুই মাসের বেতন অগ্রিম মঞ্জুর করেন। তাহা ছাড়া, সাময়িকভাবে বাসাবাড়ীর অভাবগ্রস্ত কর্মচারীদের যথাসম্ভব বিনা ভাড়ায় তাহাদের তিন মাসের বেতনের সমপরিমাণ অর্থ পুনর্বাসন সাহায্য হিসাবে দেওয়া হয়।

পণ্যদ্রব্যের বাজার

মূল্যসূচকের আশাপ্রদ গতি

বিভিন্ন পণ্যদ্রব্যের বাজারের দিক হইতে বিগত বৎসর নানা কারণে ঘটনাবহুল। পাট ও বস্ত্র শিল্পের কাঁচামালের সমস্যা ছাড়াও বৎসরের শেষার্ধে বিভিন্ন আকস্মিক অভাব এবং তজ্জনিত অস্বাভাবিক মূল্যস্ফীতি উল্লেখযোগ্য। অধিকন্তু ভারতীয় মুদ্রার অবমূল্যায়ন ও পাকিস্তানী মূল্যমূল্য অপরিবর্তনের সিদ্ধান্তের ফলে বাজারে মাঝে মাঝে-মাঝে মূলত ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়। কর্তৃপক্ষের তরফ হইতে অবশ্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্যনিয়ন্ত্রণে কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। তথাপি, কাপড়, চা, পাট ও পাটজাত দ্রব্য প্রভৃতি বস্তাদি দ্রব্যসমূহের বর্ধিত মূল্য অল্পবিস্তর হ্রাসপ্রাপ্ত হইলেও ক্রেতাসাধারণের দুঃখ বেশী, অস্বস্তিকর সৃষ্টি হয় নাই। কিন্তু কাল বাজনক ও অতি প্রয়োজনীয় শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি ঘটিলেও মুদ্রামূল্য হ্রাসোদ্দেশ্যকালে দ্রব্যমূল্য হ্রাসের প্রচেষ্টা আংশিক সার্থক হইয়াছে। সকলদ্রব্যের মূল্য ১৯৩ ৩৮১.৯ পয়েন্ট পর্যন্ত নামিয়া আসে। অথচ ইহা বৎসরের প্রারম্ভে ৩৭৬.১ পয়েন্ট ছিল। অসাধারণের দিক হইতে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হইতেছে, বৎসরের শেষভাগে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য নিম্নগামী হইয়া পড়ে।

শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামালের মূল্য বৃদ্ধি ঘটে কাপাস, কাঁচাপাট ও পশমীর ক্ষেত্রে। আধা-শিল্পজাত দ্রব্যসমূহের মধ্যে চামড়া ও রেয়ন তৈরীর মূল্য বৃদ্ধি পায়। কার্পাস জাত সুতার মূল্য কমই ছিল। শিল্পজাত পণ্যের মধ্যে পাটজাত দ্রব্যের মূল্য অল্পোল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পায়। বৎসরের প্রথমভাগে অধিক মূল্য আসিয়া যায়। সেপ্টেম্বর মাসে মূল্য বিলুপ্তির ফলে মূল্যাবনতি ঘটে। কিন্তু বৎসরের শেষের দিকে বিশেষ অস্থিরতা দেখা যায় এবং আবশ্যকীয় দ্রব্যের মূল্য বিশেষ চড়িয়া যায়।

মূল্য পরিবর্তনের ফলাফলের দিক হইতে পরিদৃষ্ট হইবে যে প্রধান প্রধান বস্তাদি দ্রব্যের উচ্চ মূল্য পাওয়া গিয়াছে। মূল্য হ্রাসের ঘণ্টা আধা অথবা নিরাভিত আয়। সকল না হইলেও মুদ্রা অবমূল্যায়নের ফলে বেশ বৃদ্ধি ঘটে নাই। বস্তাদি দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি ক্রমশঃ পরিবর্তে অতে ক্রমশই ঘনিয়ে হইবে। আয়,ভবীণ উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইলে ও ব্যবসায় উৎপাদনে আশানুরূপ ফললাভ ঘটিলে এবথা নিশ্চিতরূপে বলা যায় যে, কি সময় যাবের প্রথম সপ্তাহে ব্যবসায়ের যে মূল্য হ্রাস পরিলক্ষিত হইয়াছে তাহা অধিকতর মূল্য হ্রাসেরই সূচনা মাত্র।

পণ্যদ্রব্যের মূল্যসূচক

(ভিত্তিঃ আগষ্ট, ১৯৩৯=১০০)

টাকার হিসাব

মাস ১৯৪৯	খাদ্যদ্রব্য	শিল্পের কাঁচা মাল	আধা শিল্পজাত	শিল্পজাত পণ্য
জানুয়ারী—	৩৬৪·৩	৪৪৯·৯	৩৪৯·৮	৩৭৯·৫
ফেব্রুয়ারী—	৩৮৩·৪	৪২৭·৩	৩৫২·৯	৩৬৭·৯
মার্চ—	৩৭৯·৫	৪৯৫·৮	৩৪৭·৪	৩৮৯·৪
এপ্রিল—	৩৭৩·৮	৪৯৯·৮	৩৪৪·২	৩৯১·০
মে—	৩৭৭·০	৪৩৩·৮	৩৫৪·০	৩৬৭·৯
জুন—	৩৭৮·৪	৪৪৯·৭	৩৭৬·৩	৩৬৯·২
জুলাই—	৩৯৮·৯	৪১৯·৪	৩৫৯·৭	৩৬১·৭
আগষ্ট—	৪১৮·৬	৪৮০·৪	৩৭০·৮	৩৮৫·৬
সেপ্টেম্বর—	৪০৫·৯	৪১৮·৪	৩৬৪·০	৩৯৮·৪
অক্টোবর—	৪০৪·৮	৪৭৮·৪	৩৮২·৯	৩৯২·৬
নভেম্বর—	৪০৫·৯	৪৭৫·৬	৩৩৪·৪	৩৯৫·২
১৬-১২-৪৯—	৩৭৮·০	৪৭৭·৭	৩৫৮·৪	৩৪১·৭

(৩৪৬ পাতার শেষাংশ

৪৮৮/০	২৯৯০
২২৯৲	৪৮০৲
১১৯৲	১৩৯৲
৯৫৲	১৪৫০
২১০৲	২৪০৲

এক মাসে মূল্যবৃদ্ধি কারখানার সংখ্যা। বর্ষ শেষে একটি বন্ধ মা

সুতা কর্পোরেশন	৯৫/০	১৯১	২৪৮/০
ব্রহ্মপুত্রে ইঞ্জি ঃ	৮৮/০	১৮০	১৮৮/০
ইণ্ডিয়ান কপার	১ ৮/০	২১০	২ ৮/০
ভারতবর্ষ ফেরোকর্পোরেশন	২১/০	২০৮০	১২৯৮/০

ইঞ্জিনিয়ারিং

সমগ্রদেশের মাঝামাঝি ইঞ্জিনিয়ারিং শেয়ারের দর কিছুটা বৃদ্ধি পায়। চড়া দরে বেচা-কেনা হয়।

ইণ্ডিয়ান আয়রন		৩৩৯৲/০
ভেরণ	২৪	১১৫০
বুমারপুর্ণী	৮১/০	৯১০
বার্ণপুর	৩৮/০	৪১০
টাটা কর্পোরেশন	২৩৯৲০	২৫৬/০

বিবিধ

কয়েকটি বাঙালী পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের শেয়ারের দর বাড়ে।

বি আই অয়েলপেরেশন	৯.৬/০	১৮/০
এস সি অমৃলাল	৫৯০	৬৮০
ইণ্ডিয়ান ফাশনাল এয়ারওয়েজ	৫৯০	৫৮০
মাইন্স বাব	১৪৯৲০	১৯৯/০
বেঙ্গল	৫/০	৫০০

শেয়ার বাজার

কিকিং উৎসাহের সঞ্চার

আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে কলিকাতার শেয়ার বাজারে বেশ-বেচা বিশেষ হয় নাই। শেয়ারের দর বিশেষ কমে নাই। তবে বাজারে খরিদ্দারের সব ঘরিত ১২৯৮০ পর্যন্ত থাকে এবং সাধারণ অবস্থা ১২৯৮০ হয়। সপ্তাহের শেষ ভাগে একটু চাহিদা দেখা যায়। এই সময় কয়েকটি শেয়ারের দরও কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার পর অবশ্য বাজারে পরে একটু ঢিলা ভাব দেখা যায়—ইহার কারণ এই যে, ৫ দিন ধরিয়া লাগাতার কেনা-কাটার পর অনেকেই মনে করেন যে, বাজার উঠিবার সম্ভাবনা কম। এই কিছুদিন ধরিয়া বাজারে যাহা কেনা-বেচার কারবার হইতেছে তাহার অধিকাংশই বুদ্ধি পায়। ব্যাঙ্কের ১৯৫০ হইতে ২১৯৫ এবং ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের ২৪৯৫ ও ২৫০৲ পর্যন্ত উঠে এবং ইণ্ডিয়া ১৯৫৲ ও ২০০৲ টাকায় বেচা-কেনা হয়। পরে অবশ্য ব্যাঙ্কগুলির দর কিছুটা কমিয়া যায়। কয়লার শেয়ারের মধ্যে কেবল বেঙ্গল কোল ও ইণ্ডিয়া কোক স্টীলের দর কিছু বৃদ্ধি পায়—ব্যবসায়ে এই শেয়ারের বাজার মোটের উপর বেশ ভাল যাইতেছে ও ২৪৯৫ ও ২৪৮৫।

সপ্তাহের সাধারণভাবে অবনতির মধ্যেও শেয়ারের কিছুটা উৎসাহের সঞ্চার দেখা যায়। ৫৲ সুদের (১৯৫৬) সরকারী অপদত্ত ৯৭৷৵ হইতে ৯৮৷৵ পর্যন্ত উঠে; এবং ৫৲ সুদের (১৯৫৬-৫৯) সরকারী অপদত্তের দর ১০৩৲ হইতে ১০৩৷৵৩ আসিয়া যায়। চটকলের শেয়ারে যাহাকিছু দর বৃদ্ধি ২৬৯৲ হইতে ২৭০৲ পর্যন্ত উঠিয়াছিল। ইউনিয়ন ২১৯৲ হইতে ২২০৲, টাকারী ১৮৫৷৵ হইতে ১৮৮৲। খনি বিভাগে শেয়ারের দরে বিশেষ পরিবর্তন লক্ষিত হয় নাই। ইণ্ডিয়ানিয়ার বিভাগে ইণ্ডিয়ান আয়রনের দর ৩১৷৵ হইতে ৩৷৵ বাড়িয়া ৩৪৷৵ পর্যন্ত উঠে; বেঙ্গল ও সুবাবহুদীর দরেও কিছু উন্নতি দেখা যায়। সিমেন্ট শেয়ারের দরে দুই একটি ব্যতীত অন্য সকলগুলিতে মন্দা দেখা যায়। জয়ন্তী শেয়ারের দরে বিশেষ পরিবর্তন ঘটে না। ইণ্ডিয়ান জিঙ্ক ৮৷৵ আনায় খুলিয়া বারে ৮৷৵ আনায় নামিয়া ৮৷৵আনায় দাঁড়াইয়াছিল; পরিশেষে কেনা বেচা বিশেষ হয় নাই। তিনি ও চা শেয়ারের বাজারে ও বিশেষ উৎসাহ পরিলক্ষিত হয় না। বিবিধ বিভাগে এক টি অবনতি, ইণ্ডিয়ান কাশমান এবং ওয়েষ্টার্ন ও ন টিন বাদে শেয়ারের দর সামান্য বৃদ্ধি পায়।

কাশমান পত্রিকার সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বিনয় কিশোর সরকার মহাশয় বৃদ্ধি বিভাগে ব্যবসায়ের অবস্থা সম্বন্ধে যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহাতে আমরা অনেকে একমত হইতে পারি না। তিনি বলিয়াছেন যে, ব্যবসায়ের অবস্থা ক্রমশঃ উন্নতির দিকে যাইতেছে। কিন্তু এই উন্নতি যে কিরূপ ধীরে ধীরে হইতেছে তাহা নিম্নে প্রদত্ত তালিকা হইতে বুঝা যাইবে। ১৯৩৯ সালে ব্যাঙ্ক ক্লিয়ারিংয়ের পরিমাণ ছিল ১৮৩৯ কোটি টাকা, ১৯৪০ সালে ২১৩৯ কোটি টাকা, ১৯৪১ সালে ২৭৩৯ কোটি টাকা, ১৯৪২ সালে ৩৭৩৯ কোটি টাকা, ১৯৪৩ সালে ৪৭৩৯ কোটি টাকা, ১৯৪৪ সালে ৫৭৩৯ কোটি টাকা এবং ১৯৪৫ সালে ৬৭৩৯ কোটি টাকা। ১৯৪৬ সালে ব্যাঙ্ক ক্লিয়ারিংয়ের পরিমাণ ৭৭৩৯ কোটি টাকা হইবে বলিয়া অনুমান করা যায়। ১৯৪৭ সালে ব্যাঙ্ক ক্লিয়ারিংয়ের পরিমাণ ৮৭৩৯ কোটি টাকা হইবে বলিয়া অনুমান করা যায়। ১৯৪৮ সালে ব্যাঙ্ক ক্লিয়ারিংয়ের পরিমাণ ৯৭৩৯ কোটি টাকা হইবে বলিয়া অনুমান করা যায়।

With best Com.

আর্থিক ভারত

ARTHIK BHARAT

অর্থনৈতিক সাপ্তাহিক

২য় বর্ষ ৫ম সংখ্যা | কলিকাতা, বুধবার ১৯৫১ ১৮ই ফাল্গুন | মূল্য

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	
কলম্বো সম্মেলন	৫৪৭
প্রাসঙ্গিক	৫৪৯
দরিদ্রের জীবন যাত্রা	
পাঠ্য পুস্তক ও সরকারী উদ্যোগ	
কফির রপ্তানি বৃদ্ধি	
চোরাবাজার দমনে ব্যর্থতা	
দিল্লীর চিঠি	৫৫৭
বিশেষ প্রবন্ধ	পৃষ্ঠা
[illegible]	৫৫১
[illegible]	
অর্থসংবাদ	
[illegible]	
শেয়ার বাজার	
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	৫৫৮

কলম্বো সম্মেলনের রাজনীতি

কলম্বোতে কমনওয়েলথ পররাষ্ট্র সচিবদের যে অধিবেশন সমাপ্ত হইয়া গেল তাহাতে তাঁহাদের প্রকাশিত বিবৃতি ও বিবরণ পড়িয়া মনে হইতে পারে যে সম্মেলন ব্যাপারে দিক দিয়া বিশেষ "আলোচনাহীন" হইয়াছে। সম্মেলনের পক্ষ হইতে যে চূড়ান্ত ইস্তাহার প্রচার করা হইয়াছে তাহা হইতে জানা গেল যে সম্মেলনে আলোচনার মাধ্যমে বিশ্বের পরিস্থিতি সম্পর্কে কমনওয়েলথ দেশগুলির চিন্তাধারার ঐক্য ও সমঝোতায় প্রতিফলিত হইয়াছে। কমনওয়েলথ দেশগুলি গভর্নমেন্টের নিকট যে সব সুপারিশ করা হইবে তাহারা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বৈষয়িক উন্নয়নের জন্য কমনওয়েলথ দেশগুলির একটি কমিটি স্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে কমিটির প্রথম সভা অষ্ট্রেলিয়াতে হইবে। ইন্দোনেশিয়ার সমস্যা সমাধানের জন্য সম্মেলনে সন্তোষ প্রকাশ করা হয়; এতদ্ভিন্ন মালয়, ইন্দোচীন এবং সুদূর প্রাচ্যের পরিস্থিতি সম্মেলনে আলোচনা হয়। ইস্তাহারে আরও বলা হইয়াছে, "গত সপ্তাহে কমনওয়েলথ পররাষ্ট্র সচিবদের আলোচনার মাধ্যমে ইহাই আর একবার প্রতিভাত হইয়াছে যে, বৈষয়িক ব্যাপারেও আজ সমস্যা সম্পর্কে কমনওয়েলথের সদস্য রাষ্ট্রগুলির দৃষ্টিভঙ্গী বিশেষ মিল রহিয়াছে।

সরকারী ইস্তাহার হইতে বুঝা যায় যে উক্ত সম্মেলন পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের মধ্যে মত বিনিময় করা ছাড়া বিশেষ কিছু কার্যকরী পন্থা অবলম্বন করিতে পারেন নাই। শুধু দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বৈষয়িক অবস্থার উন্নতি সাধন সম্পর্কিত সুপারিশ কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত গভর্নমেন্টের নিকট তাহাদের বিবেচনার জন্য পেশ করার প্রস্তাব এবং ঐ উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠনের সুপারিশ, ইহাই ঐ সম্মেলনের একটি মাত্র কার্যকরী প্রস্তাব যাহার প্রভাব সম্ভবতঃ সুদূর ভবিষ্যতে দেখা যাইবে।

ইহা ছাড়া উক্ত সম্মেলনের এগারটি অধিবেশনেই দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার "আলোচনাহীনই" রাখা হইয়াছে। বিশ্লেষণের চেষ্টা করিলে বিশেষ রাজনৈতিক আলোচনা প্রকাশ্য ভাবে করিয়াছিল এবং অর্থনৈতিক আলোচনা যাহা হইয়াছে তাহার মূল্য নিতান্ত কম নহে। অবশ্য প্রকাশিত বিবরণীতে যাহা জানা গিয়াছে তাহাতে নূতন কিছুই নাই। পাঠকদের মনে থাকিতে পারে যে আমরা আর্থিক ভারতের পূর্ববর্তী এক সংখ্যায় মন্তব্য করিয়াছিলাম যে কলম্বো সম্মেলনে আর্থিক বিষয়ে বিশেষ কোন আলোচনা হইবে না এবং আমরা ঐ সম্মেলন হইতে অনুরূপ

প্রমাণিত হয় নাই। স্ট্রাটেজের ইঙ্গিতাবহ মন্তব্য এই বলা হইয়াছে যে, "পরিবর্তিত অবস্থায় দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার অগ্রাধিকার প্রধানতঃ অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির উপরই নির্ভর করিতেছে" তবুও তাঁহারা উক্ত সম্মেলনে রাজনৈতিক প্রশ্নকেই অর্থনৈতিক সমস্যার উপরে স্থান দিয়াছেন এবং অর্থনৈতিক সমস্যাকে একপ্রকার উপেক্ষাই করিয়াছেন।

রাজনৈতিক আলোচনার প্রাধান্যের কারণ কমনওয়েলথের সেক্রেটারীর পক্ষে বেশী প্রযোজ্য হইয়া পড়িয়াছে কেন তাহা বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হওয়া উচিত নহে। চীনে কম্যুনিষ্ট শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এশিয়ার রাজনৈতিক অবস্থার যে মৌলিক পরিবর্তন ঘটিয়া গিয়াছে তাহাতে ব্রিটেন, অ্যামেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড ইত্যাদি কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত দেশের চিন্তার যে উদ্রেকের কারণ দেখা দিয়াছে, শুধু তাহাই নহে ইন্দোনেশিয়া, ইন্দোচীন, মালয়, বর্মা ইত্যাদি দেশের কম্যুনিষ্টরা যে দুঃসাহস চালাইতেছে তাহা অচিরাৎ সমগ্র দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় সাধারণ সৃষ্টি করিতে পারে এই আশঙ্কাও অমূলক নহে। সেইজন্য উক্ত অঞ্চলের সামরিক রক্ষা ব্যবস্থার কথাই কলম্বো সম্মেলনের প্রধান আলোচ্য বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল কিন্তু কম্যুনিষ্ট প্রভাব প্রতিরোধ সম্পর্কে ব্রিটেন, অ্যামেরিকা, ইত্যাদির মধ্যে ভাবের, পরিমাণে, বিষয়ের ইত্যাদি নানা দিক দিয়া যে বিশেষ পার্থক্য রহিয়াছে তাহা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

এশিয়ার দেশগুলির পক্ষ হইতে পণ্ডিত নেহরু কম্যুনিষ্ট প্রভাব প্রতিরোধের যে পন্থা নির্দেশ করিয়াছেন তাহা ব্রিটেন, অ্যামেরিকা ইত্যাদি দেশের যে মনঃপুত হয় নাই তাহা বলাই বাহুল্য। পণ্ডিতজী ঘোষণা করেন যে কমিউনিষ্ট আক্রমণের সম্মুখে এশিয়ার রক্ষা ব্যবস্থার সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় ভিত্তি হইল তাহার দারিদ্র্য অর্থনৈতিক দুর্দশা এবং কমিউনিজম যদি দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াকে গ্রাস করে তাহা হইলে ঐ বস্তু পথেই কমিউনিজম দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় প্রবেশ করিবে। তিনি দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেন যে "দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার অন্তর্গত দেশ সমূহকে যদি কমিউনিষ্ট প্রভাব হইতে বাঁচাইতে হয় তাহা হইলে তাহাদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নই হইবে আশু সমাধান সাপেক্ষ কর্তব্য"। কিন্তু দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার আর্থিক উন্নতি সম্পর্কে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন ইত্যাদি যে নীতি গ্রহণ করিয়াছে তাহাতে বর্তমানে অন্ততঃ কমিউনিজমকে প্রতিরোধ করার একমাত্র পথ তাহারা গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া মনে করার কোন কারণ নাই, প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের "চতুর্থ দফা" সম্পর্কের মৌখিক প্রলেপ ছাড়া আর কিছু হইবে বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই।

তাছাড়া জাপান সম্পর্কে মার্কিণ নীতি যে এশিয়ার অধিবাসীদের সন্দিহানচিত্তে তাহাও সুবিদিত, আমেরিকান কালের জন্য জাপানকে সমরকার্যে মার্কিণ বাহিনীর ঘাঁটে রাখা যে এশিয়ার আন্তর্জাতিক অবস্থার পক্ষে বিপজ্জনক তাহা বলাই বাহুল্য। জাপানের সঙ্গে এখনি শান্তিচুক্তি সম্পাদন করিয়া তাহাকে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় কম্যুনিষ্ট প্রভাব প্রতিরোধের প্রাচীরস্বরূপ খাড়া করিবার যৌক্তিকতা সম্পর্কে পণ্ডিত নেহরু যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা ব্রিটিশ ও মার্কিণ কর্তাদের মনঃপুত হইবে না বলিয়াও যা দিং বেজিন পণ্ডিতজীর বক্তব্যের সারবত্তা মুখে মানিয়া লইয়াছেন, জেনারেল ম্যাকআর্থারের রণনীতি জাপানকে যেভাবে কমিউনিজমের সম্মুখে ঠেলিয়া দিয়েছে তাহাতে শীঘ্রই যদি মার্কিণ নীতির আমূল পরিবর্তন না ঘটে তাহা হইলে জাপানকে কমিউনিজম হইতে কেহ রক্ষা করিতে পারিবে না। তুমা যদি প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান ও তাঁহার পররাষ্ট্র সচিবও জেনারেল ম্যাকআর্থারের অনেক কার্যাবলী পছন্দ করেন না কিন্তু রিপাব্লিকের দল ও কংগ্রেসী স্বার্থের ভয়ে মার্কিণ ম্যাকআর্থারের কার্যে হস্তক্ষেপ করার সাহস পাইতেছেন না। ফলে তাহারা জাপান সম্পর্কে পরিষদে বাধ্য হইয়াছেন এবং জাপানের জনসাধারণের মনে দিন দিন ইঙ্গ-মার্কিণ কর্তাদের বিরুদ্ধে বিষম বৃদ্ধি পাইতেছে এবং জাপানের মুখোশ খুলিলে পর দিন কমিউনিজমের সর্বনাশা পথের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও পণ্ডিতজীর পরামর্শ শুনিবার মত দূরদৃষ্টি বা শুভবুদ্ধি ইঙ্গ-মার্কিণ কর্তাদের রহিয়াছে বলিয়া আশা করার কোন কারণ নাই।

জাপান ছাড়া ইন্দোচীনের ব্যাপারেও পণ্ডিত নেহরু এশিয়াবাসীর মনোভাবের প্রতিধ্বনি করিয়া যাও বাইরের গভর্নমেন্ট সম্পর্কে যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা অবশ্য হোচির মার্কিণ ধাত। কারণ ফরাসী সরকার ইন্দোচীনের স্বার্থে যাও বাইকে চাপাইয়া দিলেও জনসাধারণ যে তাহার সমর্থন করিবে না তাহা নিশ্চিত কিন্তু ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ ইঙ্গ মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের সহযোগীতায় ইন্দোচীনের ভাগ্য যাও বাইয়ের হস্তে তুলিয়া দিতে বদ্ধপরিকর।

কায়েই কলম্বো সম্মেলনে যে রাজনৈতিক আলাপ আলোচনা হইয়াছে তাহার ফলাফল সন্তোষজনক বলিয়া ঘোষণা করা হইলেও আমাদের মনে হয় এশিয়ার রাজনীতিতে ইঙ্গ-মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদ যে পথ গ্রহণ করিয়াছে তাহা এশিয়ার জনসাধারণের গণচিত্ত বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছে এবং পণ্ডিত নেহরু তাঁহাদের মনের প্রতিধ্বনি করিয়া যাহা বলিয়াছেন তাহাতে সাম্রাজ্যবাদীদের শিক্ষা হউক আর নাই হউক তাহাদের পক্ষে এইটা এখন উপলব্ধি করা সহজ হইবে যে যতদিন পর্যন্ত এশিয়ার সর্বদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা না হয় ততদিন পর্যন্ত ইঙ্গমার্কিণ যুদ্ধ শিবিরে এশিয়া যোগদান করিবে না।

প্রাসঙ্গিক

দরিদ্রদের জীবনযাত্রা

দেশের দরিদ্রদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য সরকারী উদ্যোগের কথা শুনা যাইতেছে। ইহা আশার কথা। ১৯৫৯ সালের তুলনায় বর্তমানে মূল্যমান প্রায় চারগুণ দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের কোনরূপ পরিকল্পনা করিতে হইলে মূল্যমানের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই তাহা করিতে হইবে—ইহা বলা বাহুল্য। কিষান-মজদুরের দাবিতে দেশব্যাপী অনেক আন্দোলন ও আলোড়ন হইয়া গিয়াছে, এখনও হইতেছে। কিন্তু দরিদ্রদের জন্য তেমন কোনো আন্দোলন হয় নাই। অথচ, বর্তমানে দরিদ্র-গণই অধিক আধিক অসুবিধা ভোগ করিতেছেন। ভারতে সাড়ে ছয় লাখ গ্রামে দুঃস্থ-মূলের সংখ্যা আনুমানিক সাড়ে ছয় কোটি। ইহারা কিরূপ ঘরে বাস করে ও ইহাদের জীবনযাত্রার মানই বা কিরূপ তাহার তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য ভারত-সরকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। এই অনুসন্ধান কার্য শেষ হইলে ভারত সরকার সর্বনিম্ন মজুরীর হার বাঁধিয়া দিবেন। এই উদ্যোগ আমাদের সম্পূর্ণ সমর্থন আছে। সংগঠনের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কমিটি তথাকথিত সম্প্রতি এক অধিবেশনে ভারতীয় অর্থনীতির আশু বিনীকরণের জন্য এক পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন। পরিকল্পনার মেয়াদকাল দশ বৎসর ধরা হইয়াছে। এই পরিকল্পনাকে রূপায়িত করিবার জন্য প্রথম বৎসরে ৫০ হাজার কোটি টাকা ও সর্বশেষ বছরে ১ লক্ষ ৫০ হাজার কোটি টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। এই পরিকল্পনাকে রূপায়িত করিবার জন্য প্রস্তাবিত ব্যয় অত্যন্ত বেশী বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করিতে হইলে ইহা ছাড়া অন্য কোন পথ নাই। ১৯৫৯ সালের তুলনায় বর্তমানে মূল্যমান প্রায় চারগুণ দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের কোনরূপ পরিকল্পনা করিতে হইলে মূল্যমানের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই তাহা করিতে হইবে—ইহা বলা বাহুল্য। কিষান-মজদুরের দাবিতে দেশব্যাপী অনেক আন্দোলন ও আলোড়ন হইয়া গিয়াছে, এখনও হইতেছে। কিন্তু দরিদ্রদের জন্য তেমন কোনো আন্দোলন হয় নাই। অথচ, বর্তমানে দরিদ্র-গণই অধিক আধিক অসুবিধা ভোগ করিতেছেন। ভারতে সাড়ে ছয় লাখ গ্রামে দুঃস্থ-মূলের সংখ্যা আনুমানিক সাড়ে ছয় কোটি। ইহারা কিরূপ ঘরে বাস করে ও ইহাদের জীবনযাত্রার মানই বা কিরূপ তাহার তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য ভারত-সরকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। এই অনুসন্ধান কার্য শেষ হইলে ভারত সরকার সর্বনিম্ন মজুরীর হার বাঁধিয়া দিবেন। এই উদ্যোগ আমাদের সম্পূর্ণ সমর্থন আছে। সংগঠনের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কমিটি তথাকথিত সম্প্রতি এক অধিবেশনে ভারতীয় অর্থনীতির আশু বিনীকরণের জন্য এক পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন। পরিকল্পনার মেয়াদকাল দশ বৎসর ধরা হইয়াছে। এই পরিকল্পনাকে রূপায়িত করিবার জন্য প্রথম বৎসরে ৫০ হাজার কোটি টাকা ও সর্বশেষ বছরে ১ লক্ষ ৫০ হাজার কোটি টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। এই পরিকল্পনাকে রূপায়িত করিবার জন্য প্রস্তাবিত ব্যয় অত্যন্ত বেশী বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করিতে হইলে ইহা ছাড়া অন্য কোন পথ নাই। সর্বনিম্ন মজুরীর রূপায়িত অনুযায়ী কাজে অগ্রসর হইতে ভারত সরকার স্বপ্নের হইবেন বলিয়া আমরা আশা করি। দরিদ্রদের সংখ্যা হ্রাস করিবার জন্য ইহা ছাড়া আর অন্য পথ নাই।

পাঠ্যপুস্তক ও সরকারী উদ্যোগ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার "শিক্ষাবন্ধু" নামে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর প্রাথমিক ছাত্রদের জন্য পাঠ্য-পুস্তক প্রকাশ করিতেছেন। পুস্তকটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৭৬, বহুল ও এরঙ্গিন চিত্র-শোভিত। ইহাতে ছাত্রদের ছড়াবলী, কবি ও সাহিত্যিকদের রচনা সংকলিত হইয়াছে, সংকলন করিয়াছেন শিক্ষাবিদদের দ্বারা গঠিত কমিটি। পুস্তকটির মূল্য মাত্র আট আনা ধার্য করা হইবে। এবং এই একটি বই মাত্র পাঠ্য হইবে। দরিদ্র পরিবারের শিশুরা ইহা সুযোগ। পাঠ্যপুস্তক প্রকাশকগণ ও পাঠ্যপুস্তক লেখকগণ এতদিন দরিদ্রদের উপর শোষণ করিয়া আসিতেছিলেন, বলা চলে। অন্ধ, বৈদেহী, বাংলা, বাংলার ইত্যাদি বিভিন্ন গ্রন্থ পৃথক পৃথক ভাবে বিভিন্ন মূল্যে ও প্রকাশিত হইয়া ঝুলে ঝুলে বিরাট প্রতিযোগীতা আরম্ভ করিয়া আসিতেছে। এই প্রতিযোগীতার ফলে বছরে বছরে বই বদলও হইয়া যাইতেছিল। যে বই এ বছরে চলে, আগামী বছরে তাহা বাতিল হইয়া নূতন বই বাজিলাভুক্ত হয়। ইহাতে পুস্তকবিক্রেতাদের ব্যবসার ভাল চলে বটে, কিন্তু ছাত্রদের ভার বৃদ্ধি হওয়া হয়, তাহা বলা বাহুল্য। তাহার উপর বছরে বছরে বই বদলের ফলে বাজে সাময়িকেই মেধীর ভাল লোকের পক্ষে অসুবিধা হইয়া উঠে। এরূপ ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই সময়োপযোগী উদ্যোগের আমরা প্রশংসা করি। ইহাতে অভিভাবকগণই আর্থিক চাপ হইতে রেহাই পাইবেন এমন নয়, সেই সঙ্গে ছাত্রগণও পুস্তকের প্রকৃত ভার হইতে রক্ষা পাইবেন। পাঠ্য-পুস্তক প্রকাশক ও পাঠ্যপুস্তক লেখকদের মধ্যে কিছু বিক্ষোভের ভাব লক্ষ্য করা যাইতেছে। তাঁহাদের ব্যক্তিগত স্বার্থে আঘাত লাগিয়াছে বলিয়াই তাঁহারা বিক্ষুব্ধ হইয়া থাকিবেন। কিন্তু সরকার তাহাতে দৃষ্টিপাত করিবেন। তাঁহাদের এই লাভের অঙ্ক যদি কমও হয় তবুও তাঁহারা লাভবান হইতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাদের দুঃখ বেশি-কিছু করিবার থাকে না। আশা করি, পাঠ্যপুস্তকাদি নির্ভাবনে, নির্ভাবনে ও প্রচলনে সরকারী উদ্যোগ আরও ব্যাপক হইবে।

কফির চড়ানি বৃদ্ধি

ব্রাজিল অবলম্বনের ফলে দেশের রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণের ও সুবিধা করার যে সুযোগ সিঁদিয়াছে তাহাতে প্রয়োজনীয় রপ্তানি যাহাতে অধিক রপ্তানি সম্ভব হয় তৎপ্রতি সকলের দৃষ্টি রাখিতে হইবে। সেইদিক হইতে আমাদের কফি রপ্তানির বিষয়টি আরো উদ্যোগীর করে। বর্ষ অর্থাৎ সময়ে ভারতীয় কফির ইউরোপস্থ বাজার ব্যাহত হইয়া যায়। কেননা বৃহত্তাকোই সীমাবদ্ধ রপ্তানি বজায় থাকে। ১৯৪৩-৪৪ সালে বৃহত্তাকোই প্রথমবার ৩,০০০ টন কফি রপ্তানি হয়। ১৯৪৪-৪৫ ও ১৯৪৫-৪৬ সনে উহার পরিমাণ কমিয়া যথাক্রমে ১,৬০০ টন ও ১,৩০০ টনে দাঁড়ায়। ১৯৪৬-৪৭ সনে উহা পুনরায় বৃদ্ধি পাইয়া ২,৬০০ টনে দাঁড়ায়। ১৯৪৭-৪৮ সনে অবশ্য উহা ১,৫০০ টনে নামিয়া আসে। ১৯৪৮-৪৯ সালে কফির রপ্তানি পরিমাণ দাঁড়ায় ৩,০০০ টন এবং ১৯৪৯-৫০ সনে তাহা ৪,০০০ টনে দাঁড়াইবে বলে হয়।

কফির বিশ্ব উৎপাদনের দিক হইতে ভারতে উৎপন্ন কফির পরিমাণ নগণ্য। তবুও ইহার গুণাগুণের জন্য বিদেশে ইহার চাহিদা আছে। যুদ্ধের কালে কফি রপ্তানি বন্ধ থাকায়, বিদেশের ক্রেতাদের উৎসাহের উৎসমূলে ভাটা পড়িয়াছে। কিন্তু বর্তমান সুযোগ সেইদিক দিয়া অবহিত হইয়াছে। অধিকন্তু নূতন যুগতে ডলারের আনুপাতিক উৎপাদন হ্রাস ভারতীয় কফি বিশ্ব বাজারের কিছুটা দখল করিয়া লইতে অবশ্যই সক্ষম হইবে। তবে যুদ্ধকালে কফির আন্তর্জাতিক বাজার যেভাবে সম্প্রসারিত হইয়াছে তাহা কিছুতেই বিনষ্ট হইতে দেওয়া চলে না, বরং ইহাকে যথাযথ রক্ষা ও পরিবর্ধন করিয়া রপ্তানি বাণিজ্যকে উৎসাহিত করা যায় তাহাই বিধানে সমীচীন।

চোরাবাজার সম্বন্ধে আলোচনা

সম্প্রতি এক সাংবাদিক সম্মেলনে পরিত্যক্ত মেহেরু প্রসঙ্গক্রমে চোরাবাজার সম্বন্ধে কথা বলিয়াছেন তাহাতে জনসাধারণের অধিক-তর দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত হইবার কারণ নাই। চোরাবাজারীদের উৎসাহ ও সাহস সেই পরিমাণে বাড়িবে। চোরা কারবারীদের এ ব্যাপারে ধরিতে পারিলে যে কঠোর দণ্ড দিবে পূর্বে জানাইয়া ছিলেন তাহা বাস্তবে রূপায়িত করিতে পারিলে অসাধুদের সম্বন্ধেই

মাত্রি বলিয়াছেন। তাঁর ইচ্ছা আর বেশের আইন ও এক বহু নয়। অভিযুক্তকে আইনের বিচারের প্রথমে অপরাধী সাব্যস্ত না প্রমাণিত করিতে হইবে, তখন আবে আইনানুযায়িক শাস্তি দানের প্রশ্ন। তাঁহার সরকার এমনও প্রোফেসারবারীদের কি বিচিত্র কটকারোর আন আইনী বিধান প্রণয়ন করিয়াছেন কিনা জেনারীর জানা নাই। তুলনায় আইনজ্ঞ অপরাধী হইলের কোন ব্যক্তিকে ইংলিশে মুক্ত করে যে হইবে না তাহা তুলিয়াছিল। তিনি এক সময়ে এক কথা ইংরেজমন্ত্রী বলিয়াছিলেন, তখন তাহাতে থাকার সেই উক্তি অবে অবাইন্ড বিচার বিচার করার আবশ্য সমর্থনি করি। ইংলিশে প্রেসের প্রধান এই বিষয়ে প্রোফেসারবারীদের আইনজ্ঞ শাস্তি বিধানের অনুবিধা সম্পর্কে তিনি বে বলিয়াছেন তাহাতেই আমরা এখন করিতেছি। ইংলিশে এক [illegible] ব্যাপারের সাক্ষ্যপ্রমাণ করা সহজ, কিন্তু [illegible] ১৫ বৎসর [illegible] ৫ বৎসর [illegible] ২ বৎসর [illegible] বৎসর [illegible] ১ বৎসর [illegible] ৩ বৎসর [illegible] ২

বিশেষ প্রবন্ধ

বৃটেনের বর্ত্তমান ট্রেড ইউনিয়ান আন্দোলনের ধারা

লেখক—ডব্লিউ ট্রেঞ্চ

[illegible] ট্রেড ইউনিয়ন [illegible] ট্রেড ইউনিয়ন [illegible] ট্রেড ইউনিয়ন [illegible]

[illegible] ইউনিয়নের [illegible]

[illegible] ট্রেড ইউনিয়ন [illegible]

[illegible] ইউনিয়ন [illegible]

[illegible] ইউনিয়নের [illegible]

[illegible] ইউনিয়ন [illegible]

[illegible] ইউনিয়ন [illegible]

[illegible] ইউনিয়ন

ট্রেড ইউনিয়নগুলোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। ন্যাশনাল ইউনিয়ন অব টীচার্স (National Union of Teachers) এবং ন্যাশনাল এসোসিয়েশন অব লোকাল গভর্নমেণ্ট অফিসার্স (National Association of Local Govt Officers) প্রভৃতি ইউনিয়নের মতো আরও অনেক বিভিন্ন সংগঠন আছে যারা ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা নয়।

মোট ৯০,০০,০০০ ট্রেড ইউনিয়ন সদস্যের মধ্যে আছে ১৮ লক্ষ লোক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত। ১৯৩৯ সালের শেষে কংগ্রেস-সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের সংখ্যা ছিল ১৮৭ (মোট প্রায় ৬০০ ইউনিয়নের মধ্যে)। তাদের মোট সদস্য সংখ্যা ছিল ৮০,০০,০০০। কংগ্রেস সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের মধ্যে যেগুলোর সদস্য সংখ্যা ১০,০০০-এর বেশি তাদের মধ্যে ছিল ১৮টি। এই ১৮টি ইউনিয়নের মধ্যে ৭টি বিরাট বিরাট সংগঠন নিয়ে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতি গঠিত হয়। এই ৭টি ইউনিয়নের প্রত্যেকটির সদস্য সংখ্যা ১,০০,০০০-এর বেশি। এগুলো হচ্ছে—ট্রান্সপোর্ট এণ্ড জেনারেল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, সদস্য সংখ্যা ৩,২০,০০০ এবং আমলাটে ইঞ্জিনিয়ার্স এণ্ড ফাউণ্ড্রিম্যান ইউনিয়ন, সদস্য সংখ্যা ১,৮০,০০০)।

প্রথম দল

যারা সংখ্যায় বেশি এবং যাদের হাতে কংগ্রেসের কার্যভার, সেগুলি, আমাদের শিল্পায়ন বিভাগের এবং অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠানের ইউনিয়ন সবই, এই দলে সদস্য সংখ্যা বিভিন্নদিক ১,০০,০০০। তৃতীয় দলের মধ্যে আছে যত শিল্প সংক্রান্ত ইউনিয়নগুলি, এই দলের সদস্য সংখ্যা ৭৮৮,০০০ আর মধ্যে একটি মাত্র ইউনিয়ন—আমাদের খনি শ্রমিক ইউনিয়নেরই আছে প্রায় ৬১০,০০০ সদস্য।

তৃতীয়শ্রেণীর শিল্প সংশ্লিষ্ট ট্রেড ইউনিয়ন গুলিতে বর্তমানে প্রায় ৪ লক্ষ সদস্য আছে এবং যেসব বিভাগীয় কাউন্সিলে আছে প্রায় ৩৯৮,০০০। তাছাড়া ব্যাপারভেদে মোট ১০টি ইউনিয়নে আছে ৪০০,০০০ সদস্য এই ইউনিয়নগুলি একেবারেই স্বতন্ত্র।

বিভিন্ন সৃষ্টি এবং ব্যবসায় সংক্রান্ত কাউন্সিলে ট্রেড ইউনিয়ন সদস্য সংখ্যা ১৮৮,০০০। বিভিন্ন ট্রেড এবং আরও অনেক ছোটখাট সংগঠন গুলিতে সদস্য সংখ্যা ৮৯,০০০ এবং স্কটিশ ট্রেড ইউনিয়নগুলিতে প্রায় ৪৩৩,০০০। কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টের কার্যালয়ে নিযুক্ত কর্মীদের ইউনিয়নগুলির সদস্য সংখ্যা ৩৩০,০০০, এবং স্থানীয় সরকারী কার্যালয়ের ইউনিয়নগুলির সদস্য প্রায় ৪৩৪।

ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন কিভাবে বিভিন্ন সাধারণতন্ত্রের মধ্যে ইউনিয়নগুলির আর্থিক হিসাব থেকেও উপলব্ধি করা সম্ভব। ১৯৩৮ সালে সমস্ত ইউনিয়নের মোটআয় ছিল ২,৪৫,০০,০০০ পাউণ্ড এবং অন্যান্য প্রকারের বিভিন্নখাতে মোট ব্যয় হয় প্রায় ২,৩০,০০,০০০ পাউণ্ড। পরিমাণের প্রায় ১,৭০,০০০ পাউণ্ড বাড়ে। ১৯৩৮ সালে সমস্ত ইউনিয়নের পুঁজি পরিমাণ হয় ১৪,৮০,০০০ পাউণ্ড, সেই হিসাবে ৮০ বছরে পুঁজি হয় ১১,০০,০০০ পাউণ্ড মাত্র।

উপরোক্ত হিসাব থেকে আমরা এই কথা মনে করতে পারি যে সমস্ত ব্যবসা করে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন যে ভাবে প্রসার লাভ করেছে তা সত্যই বিস্ময়কর।

এক বৎসরে মোট আর্থিক সাহায্যের জন্য দেয়া হয় প্রায় ৩,৫০,০০০ পাউণ্ড, কিন্তু ১৯৩৯ সাল থেকে আর কোনো হিসাব পাওয়া যায় নাই।

গ্ল্যাডষ্টোন লাম্বেল এণ্ড কোং লিঃ

৪, ক্লেভল্যাণ্ড স্কোয়ার, কলিকাতা।

টেলিফোন : বড়বাজার ৪৩৯১—৪৩৯৫।

টেলিগ্রাম : আই।

ষ্টীমার এজেণ্টস্

দি সিন্ধি নেভিগেশন কোং লিঃ

এলবিয়ন এয়ার ট্রান্সপোর্ট এণ্ড এসে কোং লিঃ

এস্ লাইন লিঃ

ষ্টীমশিপ ব্রোকার্স ও ষ্টিভিডোর্স

কলের ঘাটসমূহ সরকার

নিউমাস্কোভ বন্দরের ইয়ার্ডসমূহ

অয়েল রিফাইনার্স

বীমাকারক

ডি. ডি. ষ্টীল লোডার-মাস্টার্স এসোসিয়েশন

সদস্য (মাদ্রাজ)

আমেরিকান এজেণ্টস্

ফেল এণ্ড কোং লিঃ

(ডিস্ট্রিক্ট ও লঞ্চ প্রস্তুতকারক)

ষ্ট্রেট ইণ্ডিয়া ষ্টীমনেভিগেশন কোং লিঃ

ব্যালকাটা স্যাপিং এণ্ড শিপিং কোং লিঃ

(লাইটারেজ)

ইন্সিওরেন্স ও লয়েড এজেণ্টস

অর্থালোক

অবৈধভাবে সঞ্চিত ডলার

সম্প্রতি অন্যান্য ও অবৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে আনে ডলার জমা করা হইয়াছে বলিয়া ভারতীয় ব্যবসায়ীদের সম্বন্ধে যে সব খবর পাওয়া যাইতেছে তাহাতে আরও সরকারের অসন্তোষের আরও পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। ব্রিটিশ সরকার ঐরূপ কতকগুলি অভিযোগ পাইয়া যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাঙ্কগুলির নিকট হইতে ঐ অর্থ আদায় করিবার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের বিভাগগুলির অবলম্বন হইয়াছেন এবং ব্রিটিশ সরকারের ধারণা হইয়া মনে হয়, তাহারা অন্যায়ভাবের নিকট হইতে অন্যায়ভাবে সঞ্চিত সমস্ত অর্থ পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইবেন।

কিন্তু ভারত সরকারের নিশ্চেষ্টতা এই বিষয়ে বিস্ময়কর। এরূপ আশঙ্কার অবিধি নহে যে, যুদ্ধাবসানে যে হইবার সম্ভাবনা দেখা যাইবার পর বহু ভারতীয় ব্যবসায়ী প্রভূত পরিমাণ ডলার ক্রয় করিয়া রাখিয়াছিল এবং সেগুলিকে ক্রয় করে অনুবিধা দেখিয়া অনেক ব্যবসায়ী নানাপ্রকার কৌশল অবলম্বন করিয়া যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাঙ্কে প্রভূত ডলার সঞ্চয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন। পাটের ও অন্যান্য ক্ষেত্রে যে কয়েকটি সুযোগ বিনিময়ে আমাদের ঐরূপ ব্যবসায়ীদের সুযোগ ঘটিয়াছে অনেক। পাট ও অন্য বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে নিষিদ্ধ দরের অনেক বেশীদরে বিক্রয় হইয়াছে। তাহার সুযোগ গ্রহণ করিয়া ভারতীয় ব্যবসায়ীরা তাঁহাদের নিয়ন্ত্রিতদের এজেন্টের দ্বারা সরকারী নিষিদ্ধ দরের তুলনায় বেশীদরে বিক্রয় করিয়া যে কালোবাজারী মুনাফা সংগ্রহ করিয়াছে তাহা বিলে বা ইনভয়েসে না লিখিয়া যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাঙ্কে জমা দিয়াছে, এইরূপ বহু সংবাদ আমরা সরকার পাইয়াছেন। কিন্তু যে সব আমেরিকান ব্যাঙ্ক এইরূপ গর্হিত কার্যে সহযোগিতা করিয়াছেন তাহাদের বিরুদ্ধে বা ভারতীয় ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই। দুঃখের বিষয় ব্রিটিশ সরকারের উদাহরণ দেখিয়াও তাহারা নিশ্চেষ্টতা পরিহার করিতে উদ্যমশীল হন নাই। কিন্তু এইরূপ অবস্থা বেশীদিন চলিতে থাকিলে আমাদের ব্যবসায়ীমহলে সম্পর্কে বিদেশীদের মনোভাব বিরূপ হইয়া যাওয়াই নহে আমাদের সরকারের দুর্নাম অযুক্ত

সংবাদ সংকলন

ছাইশটি দেশের সমবেত আদমসুমারী

পাশ্চাত্য মহাদেশের অন্তর ২৩টি রাষ্ট্রের সহিত একযোগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯১০ সালের আদম-সুমারীর কার্য্য সম্পন্ন করিবে। ইতিপূর্ব্বে কোনও হিসাবে আর কোনও আদমসুমারী হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই। অনুমিকা পরিকল্পনা অনুসারে অংশগ্রহণকারী সদস্যদের মধ্যে যাহারা কর্মিবার জন্য যে সকল মৌলিক অর্থ-নৈতিক তথ্য প্রয়োজন এই সম্মিলিত আদম-সুমারীর সাহায্যে তাহা পাওয়া যাইতে পারে বলিয়া মার্কিন দেশের যুক্তরাষ্ট্রের আদমসুমারী ডিরেক্টর কিলিস এস হাইডার জানাইয়াছেন।

১৯১০ সালে আদমসুমারীর ফলাফল জানিতে পারা যাইবে বলিয়া আশা করা যায়। ফলাফল সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক রাষ্ট্র কর্তৃক প্রকাশিত হইবে। তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রতি দেশে যতদূর সম্ভব একই প্রকার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করা হইবে। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার আনুমানিক ৩০ কোটি অধিবাসীর সামাজিক ও আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে একান্ত প্রয়োজনীয় বহু তথ্যই উক্ত আদমসুমারীর সাহায্যে জানা যাইবে।

এই বিরাট প্রচেষ্টায় প্রয়োজনীয় ট্রেনিং লইবার জন্য অন্যান্য ২১টি দেশের ১২৫ জনেরও অধিক সাংখ্যতাত্ত্বিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সমবেত হইয়াছেন। ২১টি দেশের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত একটি বিশেষ কমিটি এই খোলাখুলাপী আদম-সুমারী পরিচালনা ও পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

এই আদমসুমারীর ফলাফল বিশ্বের সকল দেশের সমস্যা সমাধানের সহায়ক হইবে বলিয়া ইউরোপের মনীষী প্রকাশ করিয়াছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাঙ্কসমূহের সম্পত্তির পরিমাণ

কেন্দ্রীয়ের বিজার্ভ সিস্টেমের একটি সাম্প্রতিক ঘোষণায় প্রকাশ, ১৯১৯ সালের ৩০শে জুনের তারিখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন ব্যাঙ্কের মোট সম্পত্তির পরিমাণ দাঁড়ায় ১৭,৩০৮ কোটি ডলার। এই সম্পত্তির মধ্যে ঋণ এবং বিনিয়োগ খাতে আছে ১৪,০৬৬ কোটি ডলার। বিজার্ভ খাতে ৩,৬৯৯ কোটি ডলার এবং অন্যান্য পাওনা খাতে ৯১৮ কোটি ডলার।

৩০শে জুনের যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাঙ্কসমূহে মোট আমানতের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৩,৩৩৮ কোটি ডলার। ইহা লইয়া ঐ সব এই সময় ব্যাঙ্কের বিভিন্ন খাতের পরিমাণও তাহাদের পাওনার সহিত সম্পূর্ণ সমতা রক্ষা করিয়াছে।

বৈদেশিক বাণিজ্যে পাকিস্তানের ক্ষতি

সরকারী সংখ্যাতত্ত্ববিভাগের হিসাবানুযায়ী ১৯৪৯ সালের অক্টোবর মাসে পাকিস্তানের বৈদেশিক বাণিজ্যে ২ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা লোকসান হইয়াছে। এই মাসে মোট ৭১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকার মাল আমদানী করা হইয়াছে এবং রপ্তানী বাবদ ৪ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা এবং পুনঃরপ্তানী বাবদ ১৮ লক্ষ টাকা মূল্যের মালের রেকর্ড হইয়াছে। মোট মূল্য হিসাবে পাকিস্তানের ৪০ লক্ষ টাকা ঘাটতি হইয়াছে। লিভারপুলের বাজারে পাকিস্তানের তুলার ভালই দেখানে হইয়াছে। লিভারপুলের বাজারে নিতান্ত কমদরে এই তুলা বিক্রয় হইয়াছে।

বিশ্বে পেট্রল উৎপাদন বৃদ্ধি

বাটুরেল কর্তৃক গত প্রকাশিত ১৯৪৮ সালের বই বিবরণী হইতে জানা যায় যে, বিশ্বের পেট্রল উৎপাদনের পরিমাণ ১৯২৮ সালের পরিমাণ অপেক্ষা আড়াই গুণের অধিক হইয়াছে। রেঙ্গুন এবং এ্যাসফল্টিনিমেন্টের উৎপাদন চারগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। অন্যান্য দ্রব্যের উৎপাদন যথা কাঠ, চা প্রভৃতি কৃষি সম্পদ পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক কম হইয়াছে। বাটুরেল সংগৃহীত এইরূপ বহু বিবরণী প্রকাশ করিয়াছে।

আলোক ও জ্বালানি হইতে শুরু করিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সর্ব্বত্র ২০০টি রেলের অন্তরাবরণ হইতে কোকো উৎপাদন প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের হিসাব ১৮৬টি তালিকার মধ্যে ১৪৯টি তালিকায় লিপি-বদ্ধ হইয়াছে। প্রত্যেক দেশের অন্তরাবরণ হিসাব দেওয়া হইয়াছে।

পৃথিবীর অন্যান্য জাতি অপেক্ষা বৃটেনের অধিবাসিরা অধিক সংখ্যক সংবাদপত্র পাঠ (বা গ্রহণ) করে। প্রতি এক হাজার অধিবাসীর জন্য বৃটেনে ৪৯৯টি সংবাদপত্র (দৈনিক) প্রচার করে। তারপর যথাক্রমে নরওয়ে, সুইডেন ৪০৪, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৩৫৭, অস্ট্রেলিয়ায় ৩০৫ এবং ফ্রান্সে ২৪টি মাত্র সংবাদপত্র প্রতি হাজার অধিবাসীর জন্য বিক্রয় হয়।

১৯৩৭ সালের রপ্তানীর পরিমাণের হিসাবে হিসাবে ১৯৪৮ সালের রপ্তানীর ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আনুমানিক রপ্তানী ১৯৮ কোটি ডলার হইয়াছে। অন্যান্য দেশে আমেরিকা ৬৬, কানাডা ৪৭, ব্রিটেনের ৫৩ কোটি ৩৭ লাখ যুক্তরাষ্ট্রের রপ্তানী অপেক্ষা অনেক কম। বিশ্ব ১৯৩৮ সালের রপ্তানীর পরিমাণের সঙ্গে তুলনা করা হইলে ফ্রান্স (১৭৫), আমেরিকা (১৪৪), বৃটেন (১২৪), এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (১২১) পরি-লক্ষিত হইবে।

১৯১৩ সাল হইতে ১৯৪৮ সালের মধ্যে বিশ্বের মোট উৎপাদন ১৮১ কোটি ৯০ লক্ষ মেট্রিক টনের স্থলে ৩৫৫ কোটি টনে পৌঁছে। সেট্রল ৯৭ কোটি ১০ লক্ষ স্থলে ১৯ কোটি ৪৯ লক্ষ, ইস্পাত ৭৮ কোটি ৪০ লক্ষ স্থলে ১৩ কোটি ৬০ লক্ষ টনের হয়। ইস্পাতের উৎপাদন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সকলের বেশী হইয়াছে। এই সকল দ্রব্যের বার্ষিক উৎপাদনের সংখ্যা দেওয়া হয় নাই।

ভারত-কানাডা বাণিজ্য

আগামী বছরে জানুয়ারী কানাডার একটি বাণিজ্য প্রতিনিধিদল ভারতবর্ষে আসিয়া পৌঁছিবে। কানাডার সরকারী সচিব মিঃ সি লিস্টার এই দলের নেতা। দলগুলির বর্ত্তমান যে কয়েকজনের সন্ধান হইতেছে তাহাতে মোহনবাবুর তীরাদা আরম্ভমধ্যে আসিবেন।

প্রতিনিধিদল ভারত ও কানাডার মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণের উপায় সম্পর্কে আলোচনা করিবেন।

যুদ্ধের পূর্ব্বেও কানাডা ভারতের সঙ্গে অন্তরঙ্গ ব্যবসা রেখে চলিত। ১৯৩৭-৩৮ এবং ১৯৩৯-৪০ সালে পর পর দুই বছরে ২ কোটি ২০ লক্ষ টাকার পণ্য ভারত হইতে কানাডায় রপ্তানী করা হয় এবং কানাডা হইতে আমদানী করা হয়, ১৪ লক্ষ টাকার পণ্য। সুতরাং ভারতের দিকে ১ কোটি ২৮ লক্ষ টাকার অনুকূল বাণিজ্য উদ্বৃত্ত ছিল।

কিন্তু যুদ্ধের পরে ভারত-কানাডা বাণিজ্যে আমূল পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ১৯৪৭-৪৮ সালে কানাডার রপ্তানী হয় ১১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকার মূল্য এবং অন্য পক্ষে কানাডা হইতে ভারতে

আমদানী তুলনায় ৪৫ ১৯ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকার হবে। রপ্তানী সামগ্রীর মধ্যে ৪৫ ৬৮ প্রকার এবং আমদানী সামগ্রীর মধ্যে ৭৯৯৯ প্রকার। ১৯৪৭-৪৮ সালে ৩ কোটি টাকার এবং পরবর্তী বৎসরে ৩ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকার যন্ত্রপাতি আমদানী হয়। ইহা ছাড়া, অন্যান্য আমদানী দ্রব্যের মধ্যে মোটরগাড়ী, ঔষধ, লেটরেয়ন ও রাসায়নিক পদার্থ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

বিদেশি ব্যবসায় জাতীয়করণ

ভারতের চলচ্চিত্র শিল্পের একটি অংশের বিদেশাগত মোটরগাড়ির এক সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, ভারতে বিদেশি চলচ্চিত্র ব্যবসায়ের জাতীয়করণের সম্ভাবনা সম্পর্কে ভারত সরকার বিবেচনা করিতেছেন।

তিনি আরও বলেন, বর্তমানে ভারত সরকার বিদেশি চলচ্চিত্র বাবদ যে টাকা বাহিরে পাঠাইতেছেন এবং এই টাকা কোন্ বিদেশি দেশে পাঠানো হইতেছে—এই কারণেই ভারত সরকার বিদেশি চলচ্চিত্র ব্যবসায়ে আরও করিতে করা করিতেছেন, তবে বর্তমান ক্ষেত্রে কোনরূপ অসুবিধা হইবে না।

আমদানীকৃত পণ্যের মূল্য

বিদেশ হইতে আমদানীকৃত বিদেশি বিক্রয় করিয়া ভারতের দাম অত্যন্ত বেশি হইয়া পড়িয়াছে এবং ভারতের সরকার চড়া দাম ধার্য করিয়া ঐ বিদেশি পণ্যের মূল্য হ্রাস করিতে চেষ্টা করিতেছেন। আমদানীকৃত চাউলের মূল্য ইতিমধ্যেই হ্রাস করা হইয়াছে।

কেরোসিন আমদানীর পরিমাণ

জানা গিয়াছে যে, ভারত সরকারের নূতন বৎসরের প্রারম্ভেই ৬ লক্ষ টন কেরোসিন আমদানী সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। জানা গিয়াছে যে, দেশে কেরোসিনের অভাব মোচন করিবার জন্য এবং মূল্যবৃদ্ধি হ্রাসকল্পে আরও ৬ লক্ষ টন কেরোসিন আমদানী করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। অধিক ব্যয় সম্বন্ধে আলোচনার সাহায্যের জন্য উহার হৈল আমদানীর পরিমাণের বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

গত ডিসেম্বর মাসে যে অর্থ-বৎসর শেষ হইয়াছে—তাহার সহিত তুলনা করিলে সেইসময়ে অন্যান্য দ্রব্যের আমদানী সম্পর্কিত অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন হয় নাই। তাহাড়া মোটর স্পিরিট, কেরোসিন এবং ডিজেল তৈল প্রভৃতি বিদেশ হইতে আমদানী করিবার জন্য ভারত সরকার ডলার মঞ্জুর করিয়াছেন।

আলোকে কেরোসিন বিনিয়ন্ত্রণ

আলোক সরবরাহ সম্বন্ধে কেরোসিন নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। শীঘ্রই এই সম্পর্কে সরকারী বিজ্ঞপ্তি বাহির হইবে।

মূল্য বৃদ্ধির পরিকল্পনা

গত ১৩ই জানুয়ারী কলিকাতায় ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদের পরিচালক সভার এক বৈঠক বসে। ঐ বৈঠকে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে ভারত সরকারের খাদ্য ও কৃষিদপ্তরের শ্রীযুক্তরামস্বামী মোদালিয়ার সভার আগামী কৃষি সম্পর্কিত গবেষণা পরিকল্পনা প্রসঙ্গে উদ্যম আরোপ করেন এবং তিনি বলেন যে, বর্তমানে কৃষি সম্পর্কিত গবেষণার সম্প্রসারণের ব্যবস্থা আছে তাহার আরও বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

ভারতের সরকারসমূহে উপস্থাপিত গবেষণা পরিকল্পনাগুলির উল্লেখ করিয়া শ্রীযুক্তরামস্বামী মোদালিয়ার বলেন, গত কয়েক বৎসর যাবৎ খাদ্য সমস্যার ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সমস্যা বৃদ্ধির পরিকল্পনা কার্যকরী করা হইয়াছে। ইহা আমাদিগকে সমস্যা সমাধান করিতে যে ভাবে অধিকসংখ্যক ক্ষেত্রে কাজ আরম্ভ করিতে হইবে। আমেরিকার যে বৎসরের গবেষণার ফল দেখিয়া বৃহত্তরভাবে চাষ করা হইয়াছে। ফলে প্রতি একর জমিতে তুলা উৎপাদনের পরিমাণ ১৯ মন হইতে বাড়িয়া ২৫ মন হইয়াছে এবং আমেরিকার কৃষকগণের আয় ৩০ কোটি ডলার বাড়িয়াছে।

কৃষিমন্ত্রী বলেন, গত কয়েক বৎসর ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদের পরিচালনায় নানা আলোকের কাজ করিয়াছেন। যে সব একর সম ও বালুর জমিতে নূতন পদ্ধতিতে পরিসেচনের ব্যবস্থা করিয়া যে ফল পাওয়া গিয়াছে, সেইজন্যই ভারতের আন্তর্জাতিক পরিসেচনের সিদ্ধান্তের নির্ধারণ করা হইয়াছে। ভারত সরকার, বিশ্বাস্থ্যসমূহ, খাদ্য ও কৃষি পরিষদের মিলিত চেষ্টায় ঐ কেন্দ্রটি পরিচালিত হইবে।

গবেষণা পরিষদের সভাপতি, সভাপতি সর্দার হারনাম সিং ঐ বৈঠকে বলেন, পরীক্ষামূলকভাবে যব ও ধান চাষের একটি পরিকল্পনার জন্য ভারত সরকার ১৯৬,২০০৯ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

গবেষণা পরিষদের সম্প্রসারণ একটি পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার জন্য ভারত সরকার ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদকে ৯ বৎসরের জন্য ৮,৪৮,৪০০৯ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। তবে বর্তমানে অধিক সংখ্যক যেরূপ অবস্থায় উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত সর্বসাধারণ সমস্ত টাকা দিতে পারিবেন না বলিয়া পরিষদকে জানাইয়াছেন।

ভারতে ট্রাইক্লোরিথাইলিনের খনি সম্পর্কে খসড়া তৈয়ার

ভারতের তৈল, চর্বি, মোম, বার্নিশ, বিটুমেন নিয়ে এবং তদন্তকালীন ভারত সরকার পরিবর্তে বাবে ট্রাইক্লোরিথাইলিন ব্যবহার করা হয়। জানা গিয়াছে, বিশুদ্ধ ট্রাইক্লোরিথাইলিন ব্যবহার করা যাইবে এবং অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করিয়া উঠিবে।

বেসামরিক ক্ষেত্রীয় খনি নির্দেশের অধিকের অনুরোধে ভারতীয় খনি নির্দেশক প্রতিষ্ঠান ট্রাইক্লোরিথাইলিনের ভারতীয় খনি সম্পর্কে একটি খসড়া তৈয়ার করিয়াছেন। তাঁহারা ঐ দ্রব্যের খনির, সংরক্ষণ প্রণালী প্রভৃতি আরও কয়েকটি বিষয়ের গবেষণা করিয়াছেন।

সর্বশ্রী বক্তি, উমাশঙ্কর, বাবুলাল প্রভৃতি ক্ষেত্রীয় কেরোসিনের মিশ্রণ ঐ খসড়ার এক একখানি কপি পাইয়াছেন। আগামী এই এপ্রিল (১৯৫০) পর্যন্ত ভারতীয় খনি নির্দেশের সম্পর্কিত বিভাগের ঐ খসড়া সম্পর্কে মতামত প্রদান করিবেন। বিভাগের ঠিকানা—ধনবাদ জেলা, বঙ্গ কেরোসিনবিভাগ, বিহার।

ভারতের রঞ্জন শিল্প

১৯৪৭ এবং ১৯৪৮ আন্তর্জাতী কোলিয়ারপুরে রঞ্জন ব্যবসায়ীদের এবং যে সকল অঞ্চলে রঞ্জন উৎপন্ন হয়, সেই সকল অঞ্চলের প্রতিনিধিদের এক সম্মেলন হইবে। ঐ সভায় বিভাগের বিভিন্নরূপ অঞ্চলে উৎপন্ন বস্তুসমূহ, বিভিন্ন অঞ্চলের চাহিদা, কি ধরনের যন্ত্রপাতি প্রয়োজন এবং উৎপন্ন দ্রব্যের মানের সমতা নির্ধারণ এবং দেশে ও বিদেশে উহার বিক্রয় সম্পর্কিত বিষয়ের আলোচনা হইবে।

দেশ বিভাগের পূর্বে দুইটি তালিম ছেলের কল ছিল। উহার একটি ছিল পশ্চিমবঙ্গের আকোরে এবং দ্বিতীয়টি ছিল পূর্বপাকিস্তানের চট্টগ্রামে। এই দুইটি কারখানা নিজ নিজ অঞ্চলে যাবার কাজ করিয়া লইয়াছিল। ঐ সকল স্থানে আমাদের একচেটিয়া ব্যবসা ছিল। পাকিস্তানের আইনী পরিবর্তনের ফলে,

সরকার পাকাপাকি ভাবে আমদানি সম্পর্কে প্রাথমিক সমীক্ষাটি সম্পূর্ণ হইলে বিষয়টি বিবেচনা করিবেন। পূর্ব পাকিস্তানে উৎপন্ন চায়ের পরিমাণ ৭০ লক্ষ পাউণ্ড মাত্র। ঐ সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইলে চা-উৎপাদনকারী কারবারগুলির উপর প্রতিক্রিয়া হইবে। কারণ এই কারবারগুলি ১ লক্ষ ৭৭ হাজার মণের অধিক চায়ের পাতা লইয়া কাজ করিতে পারে না। বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তানে যে-সকল কারখানায় কাঁচা পাতা বাজারে বিক্রয় করা হয়। তাহারাই বিভিন্ন ধরণের চায়ের গুঁড়া ও ভাঙ্গা চা উৎপাদন করে। ইহার ফলে চা-উৎপাদনকারীদের উৎপন্ন দ্রব্যের বিক্রয় হ্রাস পাইয়াছে এবং চীনা চায়ের পরিবর্তে আফ্রিকার বাঙ্গুয়ি ভাঙ্গা চায়ের আমদানী হওয়ায় অবস্থার অবনতি ঘটিয়াছে।

বেশির ভাগ বুকের বিশ্বাস। ইহা পরিষ্কার করা হইলে উহা হইতে বেশির ভাগ ভাঙ্গা চা পাওয়া যায়।

ভারতীয় চায়ের রপ্তানী পরিমাণ বৃদ্ধি

বৃটেনের সহিত ভারতের ১৯৫০ সালের চুক্তি ব্যবস্থা অনুযায়ী ভারত সরকার অবিলম্বে দক্ষিণ আফ্রিকার (নাতালি ও জিম্বাবুয়ের) চা সরবরাহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। উক্ত সরবরাহের পরিমাণ সম্পর্কে চুক্তিপত্রে সামঞ্জস্য বিধান হইবার পরেই অন্যান্য ব্যবস্থাগুলি এই সরবরাহে করা হইতেছে। চুক্তি অনুযায়ী বৃটেনে প্রকৃত পরিমাণ চা ভারত হইতে রপ্তানি করা হইবে।

দক্ষিণ আফ্রিকার এই আতীয় চা বাজারে দেখা যাইতেছে বলিয়াই উহা অবিলম্বে রপ্তানি করার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। এপ্রিলের পূর্বে উক্ত আফ্রিকার চা বাজারে আসিতে পারে না। জানা গিয়াছে যে, ১৯৫৩ সালে উৎপন্ন চা হইতে ভারতবর্ষ সরবরাহ পরিকল্পনা অনুযায়ী ৯৯ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড চা রপ্তানি করিবে। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী ঐ বৎসরের চা এখনও সরবরাহ করা হইতেছে।

বর্তমান আর্থিক বৎসরে মূল্য (ডলার) অঞ্চলে ভারতীয় চা রপ্তানির পরিমাণ প্রকৃত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। মূল্যবৃদ্ধি হ্রাসের ফলে এই ব্যাপারে কিছিৎ সুবিধা হইয়াছে। ১লা এপ্রিল হইতে ডিসেম্বরের মধ্যভাগে পর্যন্ত ভারতবর্ষ হইতে ২ কোটি ১০ লক্ষ পাউণ্ড চা রপ্তানি হইয়াছে। গত বৎসরে এই সময় ১৭ লক্ষ পাউণ্ড রপ্তানি হইয়াছিল। গত বৎসরে ১লা এপ্রিল হইতে ডিসেম্বর পর্যন্ত ভারতবর্ষ (ব্রহ্মদেশ বাদে) ১ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ড চা রপ্তানি করিয়াছে। ১৯৫৮ সালের ঐ সময়ে ঐ অঞ্চলে ৭১ লক্ষ পাউণ্ড চা রপ্তানি হইয়াছে।

তৈলবীজ ও তৈল সম্পর্কে আমদানি চুক্তি

ভারত সরকারের বাণিজ্যমন্ত্রক হইতে এই মর্মে এক ঘোষণা জারী করা হইয়াছে যে, উদ্বৃত্ত তৈল এবং তৈলবীজ বিদেশসহ বাহিরে তৈল সম্পর্কে কাটতি বাজার চলিতেছে এবং বহুল তৈল খোলন করিয়া তেলা হইতেছে সম্প্রতি এরূপ সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। এই সম্পর্কে ১৯৫৩ সালের তৈলবীজ সরকারী আদেশ (আমদানি চুক্তি নিয়ন্ত্রণ) ও ১৯৫৪ সালের উদ্বৃত্ত তৈল ও তৈল সরকারী আদেশ (আমদানি চুক্তি নিয়ন্ত্রণ) এবং তাহা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে। ১৯৫৩ সালের আমদানিকৃত দ্রব্য সরবরাহ আইন (অস্থায়ী ক্ষমতা) অনুযায়ী আদেশানুযায়ী তৈলবীজ ও তৈল সম্পর্কে এই আদেশ বলবৎ রহিয়াছে। ইহার যে কোন আদেশলঙ্ঘনে শুল্ক কারাদণ্ড, অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ড হইতে পারিবে এবং যে দ্রব্য সম্পর্কে এই আদেশ ভঙ্গ করা হইবে সেই দ্রব্য বাজেয়াপ্ত হইতে পারে।

ভারতে কুবিজ্ঞানের শুরুত্ব

সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান সিনারেলস্ (ভারতীয় খনিজ সম্পদ) পত্রিকার দেওয়ালি সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে মুদ্রণ অধিল বিদ্যালয়ের ভিসচেন্সলর ডাঃ ডবলিউ ডি ওয়েস্ট ঐ সংখ্যার প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে ভারতের দেশের কৃষিবিজ্ঞান প্রয়োগ ও ভারতীয় মুদ্রণ অধিল বিদ্যালয়ের বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন দুইটি বিশ্ব যুদ্ধের ফলে বস্তুগত বুঝিতে পারিয়াছেন যে, দেশের শিল্পোন্নয়ন অনেক পরিমাণে খনিজ সম্পদের উপর নির্ভর করে এবং খনিজ সম্পদের উন্নয়ন আবার ভূবিজ্ঞানের কাজ-কর্মের উপর নির্ভর করে। এখনে জানা গিয়াছে যে, ভারতের খনিজ দ্রব্যের বার্ষিক উৎপাদনের মূল্য ৭৬ কোটি টাকা, খনিজদ্রব্য হইতে প্রাপ্ত রাজস্ব দ্রব্যের মূল্য ৮৯ কোটি টাকা এবং এদেশের অনেক পরিমাণ বৈদ্যুতিক শক্তি কয়লা হইতে উৎপন্ন হয়, আবার ভূবিজ্ঞানের উপর খনিজ শিল্পের উন্নয়ন নির্ভর করে। এ অবস্থায় এদেশের আর্থিক উন্নয়নে ভূবিজ্ঞানের অনুশীলন ও প্রয়োগ যে একান্ত প্রয়োজন তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না।

এদেশের জন্য ভূতাত্ত্বিক মানচিত্র তৈয়ারের আবশ্যকতা আলোচনা প্রসঙ্গে ডাঃ ওয়েস্ট বলিয়াছেন, এ পর্যন্ত ভারতীয় জোরিপিয়ন্সের সতরটা মাত্র স্কয়ার মাইল ভূতত্ত্বের দিক দিয়া এক ইঞ্চি স্কেলে পরিমাপ করা হইয়াছে। এরকম প্রায় ২,৯০,০০০ বর্গমাইল স্থান বাকি রহিয়াছে। এক-এক সরকারে এক একজন ভূতত্ত্ববিদ ৫০০ বর্গমাইল স্থান অঙ্কিত করিতে পারেন—এই হিসাবে এক ইঞ্চি স্কেলে অঙ্কিত ৫০ খানি ভূতাত্ত্বিক মানচিত্র তৈয়ার করিতে হইবে।

মানচিত্র তৈয়ার ছাড়া ভূতত্ত্ব অঙ্কিত বিষয়ের কার্য নানা দিকে প্রসার করা হইয়াছে। ঐ বিষয়ে নূতন নূতন বিষয়ের জন্য অনেকটি নূতন পাঠ্যক্রম খোলা হইয়াছে। এই বিভাগ প্রাথমিক ও টপোগ্রাফিক সার্ভেসমূহকে সাহায্য করে। কেন্দ্রীয় জরীপালা, খেনু ও সৌচালন কমিশন, রাজ্যের উপদেষ্টা অনুসন্ধানকেন্দ্র, শিল্প ও বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ প্রভৃতি অনেকটি প্রতিষ্ঠানের সহিত ঐ বিভাগের যোগাযোগ রহিয়াছে।

'প্রতিরক্ষা বিশ্লেষণ'এর উল্লেখিত সংখ্যায় আকরে তৈল, প্রাকৃতিক প্রকৃতি বিষয়ে অনেকটি প্রবন্ধ এবং অভিমতও ও মাননির্ণয়ের সম্পর্কে নানা তথ্য সংবাদ পরিবেশিত হইয়াছে।

ভারতের পণ্যদ্রব্যের পাইকারী মূল্যমান

এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ ভারত সরকারের আর্থিক উপদেষ্টা সংস্থাধীন (১৯৩৯ সনের আগষ্ট=১০০) তিত্তিতে পণ্যদ্রব্যের যে পাইকারী মূল্যমান নির্ণয় করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়, উহা গত বছরে ডিসেম্বর (১৯৫৯) সপ্তাহ এক সপ্তাহে শতকরা ১ ভাগ হ্রাস হইয়াছিল। উহা গত বছরের ঐ সপ্তাহের এবং এর পূর্বের পূর্বের তুলনায় যথাক্রমে শতকরা ৮'৫ ও ৭'৩ কম।

আলোচ্য সপ্তাহে কোয়ার ও ফাইবার শাখা ব্যতিরেকে অন্যান্য শাখাসমূহের মূল্যমান পূর্ববর্তী সপ্তাহের তুলনায় শতকরা ১'৪ কমিয়া ১৬৭'৮ হইয়াছিল এবং চীনাবাদাম ও কাঁচা চামড়ার দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রাথমিক দ্রব্যের মূল্যমান শতকরা ০.৩ বাড়িয়া ১৭৯.১ হইয়াছিল।

ঐ সপ্তাহে কোয়ার চাবড়া, চীনাবাদাম তৈল, আহ্নিকের খাঁদের খইল-এর দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় আর্থিক তৈয়ারী দ্রব্যের মূল্যমান শতকরা ০.৫ বাড়িয়া ২২৭.১ হইয়াছিল এবং সম্পূর্ণ তৈয়ারী দ্রব্যের মূল্যমান অপরিবর্তিত ছিল।

আলোচ্য মাসে খনিজ দ্রব্য কমিয়া যাওয়ায় বিবিধ দ্রব্যের মূল্যমান শতকরা ০.২ কমিয়া ১০০'৩ হইয়াছিল।

ভারত-চেক বাণিজ্য-চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি

কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রক এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, ১৯৫৯ সালের ২৩শে মার্চ ভারত ও চেকোস্লোভাক প্রজাতন্ত্রের মধ্যে যে বাণিজ্য-চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল এবং যে মেয়াদ এখন আসন্ন যাহা সংশোধিত হইয়াছিল সেই চুক্তির মেয়াদ ১৯৬৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হইবে বলিয়া স্থির করা হইয়াছে যে, এই চুক্তির মেয়াদ তিন বছর বৃদ্ধি করিয়া ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৭২ সাল পর্যন্ত বলবৎ করা হইবে। চেকোস্লোভাক বাণিজ্য চুক্তি অনুযায়ী আমদানী ও রপ্তানী লাইসেন্সসমূহ এখন যেমন বিদ্যমান রহিয়াছে তাহাদের কোনরূপ বিধিনিষেধ করা হইবে না।

ভারতে অ্যাস্বেস্টসের চাষ

অ্যাস্বেস্টসের চাষ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের মত কাশ্মীরে বলেন যে, এক কোটি একর জমি পরীক্ষা করিয়া দেখিবার পর ৪ হাজার একর জমিতে অ্যাস্বেস্টসের চাষ করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তাহার মধ্যে ১৫০ একর জমিতে অ্যাস্বেস্টসের চাষ করিয়া ফসল তোলা হইয়াছে, কিন্তু দেখা গিয়াছে যে, ফসল আশানুরূপ হয় নাই।

চায়ের উন্নতি

কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ ও পরিসংখ্যান বিভাগের হিসাব অনুযায়ী ১৯৫৯-৬০ সালে সমগ্র ভারতের তুলা চাষের জমির পরিমাণ ৬৩ লক্ষ একর ছাড়াইয়া একর অঞ্চলে তুলা চাষ হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। ১৯৪৮-৪৯ সালে এই সময়ে ৬৪ লক্ষ ৪১ হাজার একর জমিতে চাষ হইয়াছিল। তুলা চাষ শতকরা ৪.৮ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

প্রধানতঃ মেঘাই, মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ ও বেরারে, মহারাষ্ট্র এবং সৌরাষ্ট্রেই চাষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। অনুকূল আবহাওয়াই চাষ বৃদ্ধির কারণ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ১৯৫৯ সালের সেপ্টেম্বরের শেষ পর্যন্ত এই হিসাব ধরা হইয়াছে। তখন পর্যন্ত তুলা চাষের অবস্থা সন্তোষজনক বলিয়াই মনে করা হইয়াছিল।

মোট শ্রেণীতুলা তন্তু জমিতে চাষ হইয়াছে তাহার পরিমাণ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

মেঘাই—৩ লক্ষ ৪৩ হাজার একর, মাদ্রাজে—৪ লক্ষ ৪১ হাজার একর, উত্তরে—৩৯ লক্ষ ৫৮ হাজার একর, অন্ধ্রে—৩ লক্ষ ৪২ হাজার একর, পুণা—১ লক্ষ ২৪ হাজার একর, মহীশূর—৩ লক্ষ ৪৪ হাজার একর এবং অন্যান্য প্রদেশে—৪১ লক্ষ একর।

পুনরুক্তি তন্তুর কর্তৃক ৫৩ কোটি টাকা ঋণ মঞ্জুর

পুনরুক্তি তন্তুর কর্তৃক ১৯৫৯ সালের নভেম্বর মাস পর্যন্ত ২,৬৬৮ জন উদ্যোক্তা মোট ৫৩,১৯, ৪০, ৬৬৬ টাকা ঋণ মঞ্জুর করা হইয়াছে বলিয়া জানা গেল।

এই ঋণ আদেশ অনুযায়ী বিভিন্নভাবে ব্যয়িত করা হইয়াছে।

পশ্চিম পাকিস্তান এবং অন্ধ্র ও মহীশূর হইতে আসিয়াছে—শতকরা ৫৫ ভাগ; বিহার ও মধ্যপ্রদেশের রাজ্য হইতে আসিয়াছে—শতকরা ১৩ ভাগ; পূর্ব পাকিস্তান হইতে আসিয়াছে শতকরা ৮.৩ ভাগ; উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ হইতে আসিয়াছে—শতকরা ৬ ভাগ; রাজস্থানের হইতে আসিয়াছে—শতকরা ৫ ভাগ এবং বোম্বাইয়ের হইতে আসিয়াছে—শতকরা ভাগ।

ব্যক্তিগত খাতে ১,৫৮১ টাকা হইতে ১৫,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ মঞ্জুর করা হইয়াছে।

ভারতে মূলধন বিনিয়োগ

ভারতের অর্থনৈতিক দূত স্যার চিন্তামন দেশমুখের সহিত আলোচনায় জানা গিয়াছে যে, ভারতীয় ও বৈদেশিক মূলধন বিনিয়োগকারিগণ যে সমস্ত আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, তাহা দূর করিবার জন্য লিবারহিল্ড ও উইলস বিলের বিষয়-বস্তুসমূহের সংশোধনের জন্য প্রস্তাব করা হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, লিড প্রোডাক্ট, ব্যবসায় স্থানান্তর এবং আর্থিকী সংশোধন দ্বারা ভারতে আর্থিক মূলধন বিনিয়োগ সম্পর্কে আর্থিক মূলধন বিনিয়োগকারিগণের সহিত স্যার চিন্তামন দেশমুখের আলোচনা হইয়াছিল। কিন্তু অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় যে, ভারতে বৈদেশিক মূলধন বিনিয়োগ করিবার সম্ভাবনা আছে তাঁহাদের মনে এই আশঙ্কা দেখা দিয়াছে যে, ভারতীয় পার্লামেন্টে যে নিয়ন্ত্রণ এবং উইলস বিল উত্থাপিত হইবে তাহাতে যেসকল প্রস্তাবের ফলে সৃষ্টি হইতে পারে এবং সেই কারণেই বৈদেশিক নিয়ন্ত্রণকারি ও বণিকদের পক্ষে ভারতে মূলধন বিনিয়োগ সম্ভব না হইতেও পারে।

প্রকাশ, ভারত সরকারের বিলটি প্রত্যাহার করিবার জন্য ভারতীয় মূলধন বিনিয়োগকারীদের দাবী স্বীকার করিয়া না লইলেও উহা যাহাতে অধিকতর গ্রহণযোগ্য হয়; তজ্জন্য বিলের বিষয়বস্তুর প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধনে সম্মত হইবেন বিলটির বিধিসমূহ এবং সরকার প্রস্তাব ও উইলস বিলের মূল উদ্দেশ্যে এবং আশা করা যাইতেছে। অতঃপর অধিবেশনে উত্থাপন করা হইবে। অতঃপর অধিবেশনে উত্থাপন করা হইবে।

আমরা ১৯শে জানুয়ারী হইতে এই বিল সম্পর্কিত পার্লামেন্টের সিলেক্ট কমিটির অধিবেশন আরম্ভ করা হইয়াছে এবং তাহাতেই বুঝা যায় যে, আগামী বাজেট অধিবেশনে এই বিলদ্বয় সম্পর্কে অন্যান্য ব্যবস্থাই অবলম্বন করিবেন। পরিবর্তে এই বিলটির আলোচনার সময় মূলধন বিনিয়োগকারীদের মন হইতে সমস্ত সন্দেহ ও আশঙ্কা দূর করিবার উদ্দেশ্যে শিল্প সচিব তাঁহার প্রস্তাবসমূহ দুর্ঘাক্তি অথবা প্রয়োজনীয় এই বিলের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্ভবতঃ একটি বিবৃতি দিবেন।

লৌহইতর ধাতব শিল্প

ভারতীয় তন্ত্র লৌহেতর ধাতব শিল্প সংস্থার বিবরণীতে উল্লেখ করিয়াছেন যে উক্ত শিল্প সংগঠনের ফলে লাভবান হইয়াছে। ইহার সংগঠন মেয়াদ ১৯৬১ সালের ৩১শে জানুয়ারী উত্তীর্ণ হইবে। সেক্ষেত্রে তন্ত্র সালের উহার মেয়াদ আরও কিছুকাল বৃদ্ধি করার সুপারিশ করিয়াছেন। ইহার কারণ সম্পর্কে বিবরণীতে বলা হইয়াছে যে উক্ত শিল্প মাত্র ১৮ মাস সংগঠন অতিক্রম করিবার সুবিধা লাভ করিয়াছে। কিন্তু সংগঠন হওয়ার সংগঠন মেয়াদ তিন বৎসর মাত্র পূর্বে সুপারিশ করিয়াছিলেন।

এইরূপ বিবেচনা করিয়া তন্ত্র সালের এই বিলের সংগঠন মেয়াদ আর এক বৎসর বৃদ্ধি করিবার সুপারিশ করিয়াছেন।

নিত্যপ্রয়োজনীয়

○ "আর্থিক ভারত" প্রতি বুধবার কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়।

○ মূল্য প্রতি সংখ্যা চারি আনা।

○ ভারত ও সিংহলের সর্বত্র ডাক বার্ষিক মূল্য দশ টাকা।

○ ষাণ্মাসিক মূল্য ছয় টাকা।

বিজ্ঞাপনের হার ও নিয়মাবলীর জন্য

'কর্মকর্তা, বিজ্ঞাপন বিভাগ'

এবং

এজেন্সির জন্য 'কর্মকর্তা, প্রচার বিভাগ'

"আর্থিক ভারত" এবং কমার্শিয়াল বিল্ডিংস, ২৩, নেতাজী সুভাষ রোড কলিকাতা

এই ঠিকানায় পত্রালাপ করিতে হইবে।

পণ্যদ্রব্যের বাজার

স্থিতিশীল বাজার

মূল্য অবনমনের ফলে চেষ্টের বস্তাদি বাণিজ্য প্রসারের অনুকূল সুযোগ ঘটে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, পাক-ভারত বাণিজ্যের অচলাবস্থার ফলে সেই সুযোগ সর্বাংশে গ্রহণের বিলম্বিত ঘটিতেছে। গত দুই মাসে বর্তমান মহুত হইতে পূর্বঞ্চল অঞ্চলের অনুযায়ী মাল সরবরাহ করিয়া বস্তাদি বাণিজ্য প্রসার সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু বিদ্যোৎপাদন বিশেষ পর্যায়ে রক্ষিত না হইলে বর্তমান উন্নতি অক্ষুণ্ণ রাখা দুঃসাধ্য হইয়া পড়িবে। এইদিক হইতে বিদ্যুৎসরবরাহ করিয়া লাইসেন্সগুলি কাহার দ্বারা পরিবর্তন করিয়াছে। তথাপি উৎপাদন অধিকতর করিতে হইলে, ঘোটামুটি বহুল মজুত রাখা ও শ্রমের অসুবিধা নিরোধ করা বর্তমান সময়ক্রমে বর্তমান রহিয়াছে। লাইসেন্সগুলি এইদিক বিষয়ে কিছুটা কৃতকার্য হইলেও অধিকতর বিলম্ব করেকমাসে সাধ্য অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে। বহু ও সুতী উৎপাদনে এই দ্বারা বর্তমান বস্তাদি বাণিজ্যের অনুকূল সময়ের বিশ্লেষনার বিলম্বেরই বিলম্বকর। বিদেশে এই অবস্থা আরও কিছুকাল স্থায়ী হইলে আমাদের রপ্তানি সমস্যা অচিরেই দেখা দিবে।

চায়ের ক্ষেত্রে অনুরূপ পরিস্থিতি এখনই সৃষ্টি হইয়াছে। ইংলণ্ড ও আমেরিকায় আমদানীর চায়ের চাহিদা বৃদ্ধি পাইবার ফলে চা-শিল্পের উন্নতির সম্ভাবনা বাড়িয়াছে এবং ইহাও আশার কথা যে এই বৎসরে চায়ের রপ্তানিও বাড়িবে। কিন্তু কিন্তু এই আশ্বাস দেখা দিয়াছে পাকিস্তানের মধ্য দিয়ে মাল চলাচলে আরও উপযুক্ত হওয়ায় মুহূর্ত চায়ের নীলাম বন্ধ হইয়া যাইবে। চায়ের চলাচলে এই অসুবিধার সঙ্গে বিদেশ মাল সরবরাহ দ্রুত ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় কিনিষ পত্রের অভাবে আগামী মরশুমে উৎপন্ন চায়ের পরিমাণ কমিয়া যাইবে ইহার ফলে স্বভাবতই উৎপাদক, ও ব্যবহারক কিন্তু অসুবিধায় পতিত হইবে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে কেন্দ্রীয় টী বোর্ড নীলাম হাসুদ্ধ রপ্তানি পরিমাণ বজায় রাখিতে যথেষ্ট অসমর্থ হইয়াছেন। আমাদের সহিত সমানদি হেল সংযোগ ও অবস্থানে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রতিপন্ন হইবে এবং ইহার পূর্ণ সদ্ব্যবহার অবশ্যই করিতে হইবে।

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা কেন্দ্রে প্রায় ৭৭,৫০০ প্যাকেজ চা বিক্রয়ার্থে আনীত হয়। বাজারের অধিক উৎসুকতা লক্ষিত হইলেও নীলাম বন্ধের সময় চাহিদার কিছিৎ হ্রাস ঘটে। উৎকৃষ্ট উপরন্তর চায়ের দর ৵০ আনা হইতে ।০ আনা এবং সাধা চা ৵০ আনা হইতে ৵০ আনা পর্যন্ত চড়া দরে ক্রয়-বিক্রয় হয়। পাকিস্তান চড়া অন্যান্য সকল বন্দরের চায়ের দরে তেজীভাব বজায় থাকে। বি. পি. এস ১৯৵০, বি. পি ১৬৵০ হইতে ১৯৵১০ ও সিকো ২৲ টাকা হইতে ২/০ আনা পর্যন্ত দরে তেজী দেখা যায়।

প্রায় ১৬,৫০০ প্যাকেজ গুড়া চা বিক্রয়ের জন্য ডাকা হয়। সাধারণ গুড়া চা ১৮/০ আনা হইতে ১৯/১০ আনা পর্যন্ত দরে ক্রয়-বিক্রয় হয়।

আসামবঙ্গীয় বাজারে ৪,০০০ প্যাকেজ বিভিন্ন বন্দরের চা ডাকা হয়। চাহিদা ভালই ছিল এবং দরও পাইকারী প্রতি ৵০ আনা হইতে ৵০ আনা পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়।

চিনি

চিনির বাজারে সর্বাংশেই অবস্থা অপরিবর্তিত থাকে। বর্ধিত ধরাদের ফলে মূল্য প্রত্যেক সপ্তাহেই কমবেশি উন্নতি ঘটে। চোরাবাজারে এখনও চিনি ১।০ আনা সের। আশা করা যায়, চিনির উৎপাদন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে অগ্রসর হইতেছে না।

মন্ত্রিসভার এক জরুরী বৈঠক আহ্বান হইয়াছে। বর্তমান ৭৫ টাকা হইতে ৪০৲ টাকায় নামা।

গুড়

মূল প্রত্যেক গুড়ের বাজারে তেজীভাব অক্ষুণ্ণ আছে। নলেন ও খেজুর রসের বিক্রয়ে ৫৫ বৃদ্ধি পাইয়াছে। নলেন গুড় ৭৫ প্রতি ৭৯০ আনা পর্যন্ত দাঁড়িয়াছে। কলিকাতায় অন্যের ৭৫ ১৭৲ টাকার স্থলে ১৯৯০ আনা হইতে ২৩৲ টাকা পর্যন্ত চড়িয়াছে। মোহাইলের ব্যবসায়ীরা কাপুরের বাজার হইতে অপরিমিত গুড় ক্রয় করিবের বর্তমানে তাঁহারা বেশী পরিমাণ গুড় ক্রয় করিতে হইতে ক্রয় করিতেছেন। দক্ষিণ ভারতের বাজার খুলিয়া গুড় চড়িয়া যাওয়াতে কলিকাতা ব্যবসায়ীরা সেখান হইতে পূর্বের ন্যায় গুড় ক্রয় করিতেছেন না। মাদ্রাজের আলাকা পল্লীতে গুড়ের মজুতের ৭৫ হইতে ৭৫ টাকায় দরে।

খাদ্যশস্য

আলোচ্য সপ্তাহে খাদ্যশস্যের দরে বস্তুতঃ কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। খোলা বাজারে সবের দর অল্প লাভাইই বৃদ্ধি পাইয়াছে। চালের বাজারে দর যাতায়ির দিকে এবং কাজ-কারবার ও হইয়াছে খুবই কম।

চাউলের প্রথম পূর্বাভাসে দেখা যায় ১৯৫৯-সালে আমাদী ফসলের পরিমাণ ৬১৫.১০ লক্ষ এবর টাড়াইয়াছে। সেক্ষেত্রে ১৯৪৮-৪৯ সালে কর্ষিত ফসলের পরিমাণ ছিল ৬৬৮ ৭৭ লক্ষ একর।

অর্থলোক
৩৪৩ পৃষ্ঠার পর

থাকিবে না। তাহাড়া সরাসরিবোরীদের সাধারণ যে বৃদ্ধি পাইবে তাহা বলাই বাহুল্য।

* * * *

টাকার বাজারে সচ্ছলতা অপরিবর্তিতই আছে এবং সরকার আর টাকা তুলে ওয়াশিংটন সংখ্যা কম ছিল না।

অপরদিকে বাজারে সামান্য তেজীভাব দেখা যায়। কর্তৃপক্ষ টাকার সদ্ব্যবহার করিতে না পারিয়া বড় বড় ব্যাঙ্কগুলি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে অপরদিন ঋণ করিতেছে বলিয়া জানা গিয়াছে। বিশেষ করিয়া ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের নিকট প্রচুর পরিমাণ অলস টাকা জমা আছে বলিয়া গুরুত্ব পাওয়া গিয়াছে। কেইজন্য অনেকে আশা করিতেছেন যে, উক্ত ব্যাঙ্ক প্রচুর পরিমাণ টাকার অপরদিন ঋণ করিতেছেন এবং অধিকতর পরিমাণ ঋণ বিনিয়োগ করিবার চেষ্টা করিতেছে।

ইম্পি- জমার পরিবর্তে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের চলতি ফোটের পরিমাণ অধিকতর হারে বৃদ্ধি পাইতেছে। বৎসরের এই সময়ে সাধারণতঃ চলতি ফোটের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হয় এবং আগামী এপ্রিল-এ মাস পর্যন্ত এই অবস্থা অপরিবর্তিত থাকিবে বলিয়া অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না। গত ৩রা ডিসেম্বর যেখানে ফোট উত্তর পরিমাণ ছিল ১,১২৭.৮৭ কোটি টাকা সেখানে ৭ই জানুয়ারী তারিখে তাহা দাঁড়াইয়াছে ১,১৮৯ ৭৭ কোটি। উক্ত সময়ে চলতি ফোটের পরিমাণ ১,১০৬.৮৩ কোটি টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১,১৬৬.৯১ কোটি টাকাতে পৌঁছিয়াছে। ব্যাঙ্কি বিভাগে রক্ষিত ফোটের পরিমাণ ১৩.৯১ কোটি টাকার স্থলে সামান্য হ্রাস পাইয়া ১৩.৮৭ কোটি টাকা হইয়াছে। বৈদেশিক অপদেয়ের পরিমাণ ১৮ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ৬৫.৩৪ কোটি টাকা হইয়াছে। অন্যদিকে ফোন্না হুণ্ডার পরিমাণ ৫০ লক্ষ টাকা হ্রাস পাইয়া ৪৩৯৮ কোটি টাকা হইয়াছে। স্বর্ণমুদ্রা ও রক্ষিত স্বর্ণ ফোন্নার পরিমাণে কোন প্রভেদ ঘটে নাই।

ব্যাঙ্কি বিভাগে কেন্দ্রীয় সরকারের অমার পরিমাণ (১৪১.৯৫ কোটি টাকা) প্রায় অপরিবর্তিতই আছে। তবে মাসের প্রথম দিকে প্রাদেশিক সরকারগুলির রাজস্ব দান নিমিত্তের জন্য যে টাকার প্রয়োজন হয় তাহার জন্য প্রাদেশিক সরকার গুলির রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। সাধারণ ব্যাঙ্কগুলির জমার পরিমাণ ৭৫৯ কোটি টাকা হইতে হ্রাস পাইয়া ৭৩.৬৩ কোটি টাকাতে পৌঁছিয়াছে। অন্যদিকে সরকারী ব্যাঙ্কাদীনদের জমার পরিমাণ ৩৯৮ কোটি টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৪০৭৯ কোটি টাকা হইয়াছে। বহির্দেশে রক্ষিত জমার পরিমাণ ২১৮৭৪ কোটি টাকা হইতে হ্রাস পাইয়া ২০৯৭৪ কোটি টাকা হইয়াছে। অন্যদিকে ১০ কোটি টাকা ইন্ধু বিভাগে স্থানান্তরিত হইয়াছে চলতি ফোটের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার জন্য।

শেয়ার বাজার

পূর্ব্ব উৎসাহ রক্ষীভূত

আলোচ্য সপ্তাহের আরম্ভে হতে কোনোরূপ পরিবর্ত্তন লক্ষ করা যায় না। কেবল মাত্র ফাটকা বাজারে ইণ্ডিয়ান আয়রন ও ষ্টীল ও অন্যান্য দু'একটি কোম্পানীর শেয়ারের দর সামান্য বাড়ে। কিন্তু শেষে এই সামান্য পরিবর্ত্তনের ফলে শেয়ারের বেশি কেনা দেখা যায় না।

কলকাতা শেয়ারে অবশ্য আমুষিয়ার দর কিছু মাসে পাটের দরে কোনো পরিবর্ত্তন ঘটে না কিন্তু বেঙ্গল পাওয়ার সিন্ডিকেট মন্দা হয়।

সপ্তাহের মাঝামাঝি সময় পাটের দর হতে বিলক্ষণ মন্দী ভাব দেখা যায়। এবং সেই সূত্রে হওয়া মাত্রে এবং বেচিবার বিশেষ আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। ফেব্রুয়ারীর ডিসেম্বরি হইতে ক্রমে ক্রমে তা বাড়ে। ইহার ফলে বহু আবার ফিরিয়া যায়। বাঙ্গালা ৬% হইতে ৬১৫০ হয়ে, বেঙ্গল পাওয়ার ৩৯৯৲ টাকা হইতে ৩৯৮৲ টাকায়, আসানসোলিয়া ১৮৯৲ টাকা হইতে ১৮৮৲ টাকা, কাশারহাটী ২৬৯৲ টাকা হইতে ২৬২৲ টাকায় ওঠে। বেঙ্গল ওয়াটারের দরে বেশি পরিবর্ত্তন ঘটে না। ইহার পর পাট কেনা বেচার কাজ বেশ ভালরকমই হয়। তবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটে না, তবুও কাজ কারবার তাহাতে বন্ধ থাকে না।

ফরিদিয়াপুরে বেঙ্গল ৩৭৯৲ হইতে ৩৮৬৲০, ইউনাইটেড্ ৪৩০ হইতে ৪৪৮৲০ ও সাউথ করপুরা ৩৯৯৲০ হইতে ৩৯৮৲০ ওঠে। কলকাতা শেয়ারের মধ্যে সপ্তাহের শেষের দিকে ফরাকা কেমো আগ্রহ বেশি পরিলক্ষিত হয় ও ৩০ টাকার কারবার বেশির ভাগ ১৩৭৲০ হয় ইহার পর এইসপ্তাহে সর্ব্বশেষ ১৩৪৲০।

ইণ্ডিয়ারিং বিভাগে ইণ্ডিয়ান আয়রনের দর ৩৯৬৲০ হইতে বাড়ে। ৩৯৮৲০ আসা যাওয়া হয়, বেঙ্গল ও ন্যাশনালের দর বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটে না, বেঙ্গল মার্সাইলের দর ৷৵০ আনা বৃদ্ধি পায়।

বিবিধ বিভাগের ভোটাল, বি আই করপোরেশন, ওরিয়েন্টালে, ইণ্ডাষ্টিজে দরে বেশি তা-হারা ঘটে না, কেবল মার্টিন বার্ণের দর ৯৷৵০ আনা থাকে ১৪৮০ আনা হইতে ১৬৭৲০ আনা হয়। ৩৲ ও ৪৲ দরের কোম্পানীর কারবার প্রায় একইরূপ থাকে। মাঝের শেয়ারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ইণ্ডিয়ান—৮৭৪৲০ আনা হইতে বাড়িয়া ৯৭৯৲০-এ দাঁড়ায়, ইহা ব্যতীত হিন্দুস্থান কমার্শিয়াল ৪৯৯৲০ হইতে ৯০ পাঁচে, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ৪৩৪৲০ হইতে ৯১৷৵ বাড়িয়া ৪৯৯৲০ হয়, বেঙ্গল কেমিক্যালের দরে মাত্র ৷৵০ আনার পরিবর্ত্তন দেখা যায়।

কাগজের কলে একমাত্র বেঙ্গোবাসেরই দরে কিঞ্চিৎ উন্নতি ঘটে ১৪৲ টাকা হইতে ১৬৷৵ টাকায় অন্যান্য অন্যান্য শেয়ারের দরে উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন ঘটে না।

বাজারের হালচাল

[বিভিন্ন কারিগর দর বেড়ে গেল তারপর বাজার ঘোরাঘুরি হল, যাদের টাকা ছিল, সেরেছে সর্ব্বনাশ]

সরকারী কাগজ

- ৩½%
- ৩½%
- ৩½%
- ৩½%

বেঙ্গল সেন্ট্রাল
হিন্দুস্থান কমার্শিয়াল
ইণ্ডিয়ান
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল

কাগজের কল

বেঙ্গোবাস
করপুরা
মিট ডিফ্যাইবিং

কয়লার খনি

বেঙ্গল
বরাকর
বাসানসল
সাউথ করপুরা
ইকুইটেবল

চটকল

আংলোইণ্ডিয়া
চাঙ্গলাণী
কেওড়া ফ্লোর
ফাকড়া
কামারহাটী
বেঙ্গল
নর্থব্রুক

খনি

বর্মা করপোরেশন
কনসলেটেড ষ্টীল
ইণ্ডিয়ান কপার
টাটার ষ্টীল

ইঞ্জিনিয়ারিং

ইণ্ডিয়ান আয়রন	৩৯৯৲০	৩৯৮৲০
বেঙ্গল	১৫৷৵০	১৬৲
বুমারমুখী	৮৪০	৮৭৲০
বার্ণপুর	৯৮৲০	৯৯৲০
ষ্টীল করপোরেশন	৯৩৯৲০	৯৪৩০

বিবিধ

বি, আই, করপোরেশন	১৫৲০	৯৪০	৯।০
এফ দি অমৃতসর	৬৯৲০	৭৯৯৲০	৯।০
ইণ্ডিয়ান ষ্টাণ্ডার্ড এডাবরেজ	৩৮০	৩৪৲০	৫৲০
মার্টিন বার্ণ	৯৪৯০	৯৯৷৵০	৯৯৲০
ভোটাল	৪৲০	৪৷৵০	৪৲

ইণ্ডাষ্ট্রী প্রেস ১২০, বেথুন রো কলি, কলিকাতা হইতে শ্রীকানাই মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত, দুঃখ ও আধিক ভারত লিঃ এর পক্ষে এস কমার্শিয়াল সিন্ডিকেট, ৮৫নং বেচারাম চ্যাটার্জি রোড, কলিকাতা—২৯ হইতে প্রকাশিত। মুদ্রাকর :—শ্রীহরিহরন মল্লিক

আর্থিক ভারত

ARTHIK BHARAT

অর্থনৈতিক সাপ্তাহিক

১৯ বর্ষ ৩৩ সংখ্যা | রবিবার ২১শে মাঘ ১৩৫৬; ৩১শে জানুয়ারী, ১৯৫০ | [illegible]

সূচী

পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
	অর্থলোক	৫২৪
৫২৩	ডিবেঞ্চারদার দুই তরিকে	
	সংবাদ সংকলন	
৫৩২	পণ্যাগারের বাজার	
	আমদানি রপ্তানি	
	সোনার বাজার	
	বিবেক	

প্রজাতন্ত্রী ভারত

স্বাধীন ভারতের পক্ষে এক পরম শুভদিন আসে ১৫ই আগষ্ট, ১৯৪৭ সাল। বহু তপস্যা ও ত্যাগের ফলে শত বৎসরের পরাধীনতার কলঙ্ক কালিমা ভারতবাসীর ললাট হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। আর আগামী ২৬শে জানুয়ারী আসিতেছে ভারতের আর একটি শুভদিন যেইদিন কোটি কোটি নরনারীর উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে জন্মলাভ করিবে প্রজাতন্ত্রী ভারত। ঐ দিনে যেইরূপ উৎসব ও আড়ম্বরের ব্যবস্থা হইবে এবং যেইরূপ সাজসজ্জা ও রসনার মধ্যে প্রজাতন্ত্রী ভারতের পত্তন হইবে তাহা বর্তমান কালের কোন নরনারীর পক্ষে বিস্মৃত হওয়া সম্ভব হইবে না। নবরচিত শাসনতন্ত্র সম্পর্কে যতই সমালোচনা করার কারণ থাকুক না কেন কোন দেশপ্রেমিক ভারতবাসী ঐ দিবসের আনন্দ প্রবাহ হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিতে পারিবে না। আমরাও শাসনতন্ত্র সম্পর্কে বহু সমালোচনা করিয়াছি, কিন্তু তৎসত্ত্বেও প্রজাতন্ত্রের জন্মদিবসকে অভিনন্দন করিতেছি; কারণ তুলনামূলক বিচারে ঐ শাসনতন্ত্র যতই ত্রুটি পূর্ণ হউক না কেন ঐদিনে যে ভারতবাসী ইতিহাসের এক অন্ধকারময় ও দুর্গম রাজপথ অতিক্রম করিয়া এক নূতন পথের মোড়ে আসিয়া দাঁড়াইবে তাহা কে অস্বীকার করিবে।

শাসনতন্ত্র ত্রুটি পূর্ণ একথা সত্য, কিন্তু ভারতের মত একটি বিশাল দেশের বহু সম্প্রদায় অধ্যুষিত ও বহুস্বার্থ বিড়ম্বিত (?) দেশের জন্য যে কোন শাসনতন্ত্রই রচিত হইবে তাহাতে কতগুলি দোষত্রুটি যে থাকিয়া যাইবে তাহা স্বাভাবিক। কিন্তু ঐ শাসনতন্ত্র যে ভারতে প্রথম প্রজাতান্ত্রিক সরকার স্থাপনা করিতেছে তাহার শুরুত্ব ও ঐতিহাসিক মহত্ত্ব যে অসাধারণ তাহা আমরা আশা করি সমস্ত দেশবাসী স্মরণ রাখিবেন।

ঐদিনের জন্য যে উৎসবের কার্যসূচী প্রকাশিত হইয়াছে তাহা বহুবর্ণময় ও বহুমুখী। রাজধানী দিল্লী মহানগরীতে ভারতের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র প্রসাদকে লইয়া পাঁচ মাইল দীর্ঘ বিচিত্র শোভাযাত্রা, সর্বত্র পতাকা উত্তোলন, মহাকোলাহল, সেনানী ও পুলিশ বাহিনীর বুটকাওয়াজ মুহুর্মুহু তোপধ্বনি ইত্যাদি বহুবিধ অনুষ্ঠান যেরূপে জানুয়ারীকে যে বৈচিত্র ও প্রাণ চাঞ্চল্য দান করিবে তাহা ভারতের ইতিহাসে নিশ্চয়ই অভূতপূর্ব। সারা ভারতের প্রদেশে প্রদেশে, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে অনুরূপ বহুপ্রকার অনুষ্ঠান হইবে। ঐ সমস্ত অনুষ্ঠানে আপামর ভারতবাসী কি ধনী কি দরিদ্র যে ভাবে যোগদান করিবে তাহা হইতেই বুঝা যাইবে

আমাদের এই শাসনতন্ত্র বাস্তবিকই জনসাধারণের প্রাণের বস্তু এবং এই শাসনতন্ত্রের জন্য কোটি কোটি দরিদ্র ভারতবাসীর যে প্রাণের যোগ রহিয়াছে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে এই উৎসব আনন্দের মধ্য দিয়া। সেইজন্য মহানগরীগুলিতে বিশেষ করিয়া দিল্লীতে বিমান যন্ত্রদল ভাইসের ও যোগদান করিবার যে আয়োজন করা হইয়াছে তাহা খুবই সময়োচিত ও সুসঙ্গত হইয়াছে। আমরা আশা করি লক্ষ লক্ষ বিমান যন্ত্রদলের জয়ধ্বনির মধ্যে প্রমাণ হইবে যে এই নূতন শাসনতন্ত্রের প্রতি দেশের সমগ্রশ্রেণীর জনসাধারণের সাম্মিলিত সমর্থন রহিয়াছে।

ইহার সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে এই শাসনতন্ত্রের প্রতি সম্মান প্রদর্শন বা সমর্থন করার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দায়িত্বও বহুগুণ বাড়িয়াছে। উৎসব আনন্দের কোলাহল ও জয়ধ্বনির মধ্যে আমরা ইহাও যেন স্মরণ রাখি যে স্বাধীন জাতির এবং গণতন্ত্র অনুযায়ী সরকারের রাজনৈতিক দায়িত্ব অত্যন্ত অধিক। গণতন্ত্রের সফলতার জন্য জাতীয় যে শিক্ষা, সংযোগ ও পূর্ণতা ইত্যাদি চরিত্রগুণ প্রয়োজন তাহা বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে। ভারতের বহু ত্যাগী ও কর্মীর কর্মপ্রচেষ্টার ফলে বহু প্রাণের ও বহু ত্যাগের ফলে আমরা যে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি তাহা যেন আমাদের চরিত্রদোষের জন্য কলঙ্কিত না হয়। আনন্দ উল্লাস, জোশপূর্ণ, সঙ্গীত প্রবাহ ও ফুর্তি ভোজনের মধ্যে স্বাধীন ভারতের সরকার যেন এই প্রতিজ্ঞাই গ্রহণ করে যে ভারতকে জগৎসভায় জ্ঞানে গরিমায় শক্তিতে উচ্চ আসন দান করিবার যাহার আমরা প্রতি ভারতবাসীই গ্রহণ করিব এবং প্রয়োজন হইলে সর্বপ্রকার ত্যাগ করিতেও কৃতসংকল্প হইব। যদি কোন কারণে এই দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন হয় বা এই মহানদেশের অগ্রগতির পথে কোন বাধা উপস্থিত হয় তাহা হইলে ভারতবাসী চরম ত্যাগ করিতে দ্বিধাবোধ করিবে না। এই প্রতিজ্ঞা লইয়াই আমরা ২৬শে জানুয়ারীকে সম্বর্ধনা জানাইব।

"বন্দেমাতরম্"।

প্রথম প্রজাতান্ত্রিক বাজেট

আগামীকল্য নূতন শাসনতন্ত্রের উদ্বোধনে ভারতীয় সার্বভৌম প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা দিবস। আর্থিক পরে ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ দিনে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের প্রথম বাজেট কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে উত্থাপিত হইবে। বাজেট রচনার কাজ প্রকৃতপক্ষে জানুয়ারী মাস হইতে শুরু করিয়া তথ্য, নীতি ইত্যাদির দ্বারা সমৃদ্ধ হইয়া ক্রমে ক্রমে বাজেট প্রস্তাবের চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করিয়া থাকে। বাজেট রচনার কাজ নিঃসন্দেহে দুরূহ। ইহার মধ্য দিয়াই জাতীয় অর্থনৈতিক সবলতা দুর্বলতা, উন্নতি-অবনতি ও সাফল্য-পরাজয়ের সূচিত হয়। ইহাকে এক কথায় জাতীয় অর্থনীতির নিখুঁত চিত্র বা প্রতিফলন বলিয়া আখ্যাত করা যায়। এক্ষেত্রে অথবা ও নীতির ভ্রান্তি সমগ্র জাতীয় অর্থনীতিকে এক চরম দুর্বিপাকের মধ্যে ঠেলিয়া দিতে পারে।

তদুপরি বাজেট রচনার পূর্ববর্তী সময়ে দেশের সকলেরই কিছু-পরিমাণ উৎসুক ও আগ্রহ প্রতীক্ষা ইহার সম্ভাব্য রূপ সম্পর্কে নানা আলাপ আলোচনা ও তর্ক বিতর্কে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। স্বাধীন প্রজাতন্ত্রের দশপ্রথম বাজেট বিশেষে ইহার গুরুত্ব সমধিক।

অবশ্য এই আলাপ-আলোচনার ভিত্তিভূমিতে বিগত বৎসরের সাফল্য ও পরাজয়ের ক্রীড়া চলে। সেইদিক হইতে বিচার করিলে আমরা গত বৎসরে যাহা পূর্বে বে আলোচনা করিয়াছিলাম বৎসরান্তে তাহাই বলাবাহুল্য সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। সাম্প্রিক প্রতিক্রিয়া হিসাবে আমরা যাহা বলিতে চাহিয়াছিলাম তাহা হইতেছে "ডাঃ মাথাই জনসাধারণ ও অর্থনীতি উভয়কেই সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার বাজেটের যে প্রতিক্রিয়া দেখা যাইতেছে তাহাতে ইহাই পরিস্ফুট যে ব্যবসায়ীরা তেমন সন্তুষ্ট হয় নাই, জনসাধারণ তো ক্ষুব্ধই হইয়াছে।"

গত ২২ই ডিসেম্বর এসোসিয়েটেড চেম্বার অফ কমার্সের বার্ষিক অধিবেশনে অভিভাষণ প্রসঙ্গে ডাঃ মাথাই মুদ্রাস্ফীতি ব্রাসের কালীন উন্নতিতে 'অবশেষে আর্থিক সঙ্কটত্রাণের' চিত্র সমর্থনে আশাবাদ ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাই বাস্তব অবস্থা কিনা বিচার সাপেক্ষ। দেশের প্রত্যেক স্তরে যে 'আর্থিক সংকট'এর কথা প্রতিদিন ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হইয়াছে তাহা শুধু হওয়া তো দূরের কথা বরং তাহা এখনও প্রতিনিয়ত আরও ভয়ানক ও মারাত্মক হইয়াছে। ব্যবসায়ী ও ধনীদের কোনরকমেই মনস্তুষ্ট বা বিরূপ না করার নীতি লইয়া, এমন কি বহু-ঘোষিত জাতীয়করণ নীতি পরিত্যাগ করিয়াও জাতির আর্থিক জীবন গঠনে বা পুনর্গঠনে ইহাদের কোনরকম সহায়তা ও সহযোগিতা পাওয়া যায় নাই; একের পর এক সুবিধাদান সত্ত্বেও ইহাদের জাতীয় কার্যক্রমের মধ্যে টানিয়া আনা সম্ভবপর হয় নাই। ঐ দিকে জনসাধারণের জীবন ধারণের মান নিম্ন হইতে নিম্নতর হইয়াছে, দ্রব্যমূল্য হ্রাসের কোন প্রচেষ্টাই আশানুরূপ সাফল্য লাভ করে নাই বরং মূল্যসূচকের কৃত্রিম হ্রাস দর্শাইয়া বিভ্রান্তির সৃষ্টি করা হইয়াছে, বিলম্বিত ও ছাঁটাইয়ের দরুণ বেকার-সংখ্যা বিপুলভাবে বর্দ্ধিত হইয়াছে, নানান পরিকল্পনা হয় শুরুতে না হয় মধ্যপথে অর্থের অভাবে পরিত্যক্ত হইয়াছে বা স্থগিত রহিয়াছে, শিল্পের কাঁচা মালের সংকট পূর্বাপেক্ষা বহুগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে ও জনসাধারণের অসন্তোষ আরও তীব্রতর হইয়াছে।

ইহাকেই যদি সঙ্কটত্রাণের প্রাথমিক সূচনা বলিয়া অভিহিত করা যায় তবে সঙ্কট আর কাহাকে বলে জানি না; তবে গত বৎসরের সকল প্রয়াসই অবিমিশ্র বিফলতায় ও চরম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে, কোন ক্ষেত্রেই কোন উন্নতি বা আশার আলোকপাত ঘটে নাই আমরা বলিতে চাহি না। বৎসরের প্রথম বহু মাসে পরিব্যাপ্ত প্রতিকূল গতি শেষের তিন মাসে অনেকটা অনুকূল গতিতে রূপান্তর লাভ করিয়াছে এবং বহুক্ষেত্রেই উন্নতির মূল লক্ষণাদি প্রকাশ পাইয়াছে।

আমাদের বৈদেশিক বিনিময় ব্যাপারের অবস্থা সন্তোষজনক বলিতে হইবে। ছয়মাস পূর্বে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত অর্থসচিব সম্মেলনের ফলে যে ডলার ও ষ্টার্লিং আমাদের পাওনা বাবত বরাদ্দ হয় তাহা অবাধিত অবস্থায় আছে, ফলে আমাদের ষ্টার্লিং বরাদ্দ জুলাই মাসের ৪২০ কোটি টাকার স্থলে ডিসেম্বর মাসে ৪২৬ কোটি টাকাতে দাঁড়ায়। আমদানির ক্ষেত্রে কৃচ্ছ্রতাই এই কয়েক মাসের সর্বপ্রধান ঘটনা। ১৯৪৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর হইতে ১৯৪৯ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বহির্দেশের ষ্টার্লিং জমা ২৩৭.৮৪ কোটি টাকা হ্রাস পায়। কিন্তু ১৯৪৯ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৫০ সালে ১৩ই জানুয়ারী পর্যন্ত ব্যাঙ্কের উক্ত বহুত ৪২.৭৪ কোটি টাকা বৃদ্ধি পায়। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এই বহুত বৃদ্ধির মূলে সম্ভবতঃ মুদ্রা অবমূল্যায়নের সুফলই বর্তাইয়াছে। বাজারের পাটজাত দ্রব্য হস্তগত করিবার ফলে এবং দ্রুতর মুদ্রাস্ফীতি বিশেষ করিয়া চা ও বস্ত্রের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় দীর্ঘকাল পরে বাণিজ্যিক লেন-দেনে আনুকূল্য সঞ্চারিত হইয়াছে। গত নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে যথাক্রমে ৮১ কোটি ও ১৪.৯২ কোটি টাকার বাণিজ্যিক উদ্বৃত্ত দাঁড়ায়। ইহা সর্বাংশেই প্রশংসনীয়, কেননা আমাদের প্রতিকূল বাণিজ্যিক ঘাটতির পরিমাণ বাৎসরিক ২৫০ কোটি টাকার কম ছিল না।

লণ্ডনের সরকারী কর্তৃপক্ষের যেখানে দুর্যোগ দেখা দিয়াছে, সেক্ষেত্রে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের স্থিতি সুদৃঢ় হইয়াছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাবপত্রে দৃষ্ট হয়, গত সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত ৭.৫৩ কোটি টাকার সরকারী কর্তৃপক্ষ ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে। বস্ত্র বেসরকারী কর্তৃপক্ষের চাহিদা এত প্রবল যে সরকার এই সপ্তাহে ২৫০ সুদের (১৯.৫) ১৫ কোটি টাকার ঋণপত্র বাজারে ছাড়িবার মনস্থ করিয়াছেন।

শিল্প বিভাগে বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যেও উন্নতি ঘটিয়াছে। ১৯৪৯ সালের জুলাই মাসের মূল্যের অনুপাতে বর্তমানে ৫০-৫৫ শতাংশ মূল্য বৃদ্ধি ঘটিয়াছে।

রাজস্বের দিক হইতেও আশাপ্রদ আদায় হইয়াছে। কেন্দ্রীয় রাজস্বের অনুমিত ৩২০ কোটি টাকার আদায় হইবে বলিয়া মনে হইতেছে। চলতি আর্থিক বৎসরের প্রথম ৮ মাসের আদায়ী হিসাব বিশ্লেষণে সন্তোষজনক [illegible] এই কয়মাসে শুল্কখাতে ৮৮ কোটি টাকা; কেন্দ্রীয় আবগারী খাতে ৪৪ কোটি টাকার স্থলে ৪৮ কোটি টাকা আদায় হইয়াছে। আয়কর খাতে বাঁধা রাজস্ব অপেক্ষাও বেশী আদায় হইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। বেলওয়ে হইতে আশানুরূপ প্রাপ্তি ঘটিবে।

ব্যয়ের খাতে এখনও চূড়ান্ত কিছু নির্দিষ্ট করা কঠিন। বর্তমানে চতুর্দিকে টাটাই, জাতীয় ঋণ সঙ্কোচের চেষ্টা এবং কাশ্মীর ও পুনর্গঠন খাতে ব্যয়ে অনির্দিষ্টতা বিদ্যমান রহিয়াছে।

বিগত বৎসরের উপরোক্ত অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে ও নববর্ষের সম্ভাব্য অগ্রগতির ভিত্তিতেই নূতন বাজেট রচিত হইবে। অর্থমন্ত্রিত সমস্যাসমূহের কেন্দ্রীয় ও আগামী বৎসর সমস্যার হিসাব করিয়া দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোকে এমনভাবে চালিয়া সাজাইয়া নীতি ও কার্যক্রম গঠন করিতে হইবে যাহাতে ১৯৫০-৫১ সাল সত্যই নূতন ও জাতীয়তার গৌরবোজ্জ্বল নববর্ষের অধিকারী হয়।

স্বাধীনতা লাভের আড়াই বৎসর পর ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে প্রথম অর্থসচিব ডাঃ মাথাইয়ের উপর যে দায়িত্ব ন্যস্ত হইল, তিনি উপযুক্তভাবে ও যোগ্যতার সহিত তাহা প্রতিপালন করিবেন, ইহাই দেশবাসীর আশা। তবে ডাঃ জন মাথাইয়ের আগামী বাজেট সম্পর্কে যে সব সংবাদ প্রচার লাভ করিয়াছে তাহাতে উহা 'ব্যবসায়ীদের বিশ্বাস অর্জনের' দিকেই অধিকতর বিন্যস্ত হইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। সেইদিক হইতে সরকারী প্রধান শ্রী বল্লভভাই প্যাটেলের সহিত বোম্বাই, বরাবিল্লী ও কলিকাতার শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীপ্রধানদের আলাপ আলোচনাকে প্রাথমিক কার্যালয় বলিয়া অভিহিত করা যায়। জাতীয় অর্থনীতির উন্নয়নের মূলধন গঠনের অনিবার্যতা কেহই অস্বীকার করিবে না। তাহাতে জনস্বার্থকে ও দেশের সামগ্রিক কল্যাণকে উপেক্ষা করিয়া জাতীয় অর্থনীতিক ইহাদের বলে বলীয়ান যাহা দেশহিতৈষী মাত্রই সমর্থন করিবে না। ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা সরকারের অসহায়তা লক্ষ্য করিয়া বিপুল আকারে করফাঁকির চাপ দিতেছে এবং এই আশা করিতেছে যে আগামী বাজেটে তাহাদের স্বার্থের পরিপুষ্টি সাধনে ব্যাপৃত হইবে। অথবা তাহারা অসহযোগিতারূপী বর্শাঘাত চালাইতে থাকিবে।

আমাদের বক্তব্য হইতেছে আগামী বাজেটে যদি কোন শ্রেণীকে কোন সাহায্য করিতেই হয়, তবে তাহা দুর্দশাগ্রস্ত মধ্য শ্রেণীরই প্রাপ্য। এই মধ্যশ্রেণীর সক্রিয়সূত্র তাই মূলধন গঠনের প্রধান অঙ্গ না হইলেও অন্যতম বাহন। ইহাদের জীবনযাত্রার উন্নয়নের ও জীবিকার পথ প্রশস্ত হইলেই সংক্রান্ত অর্থনৈতিক কাঠামোর কল্যাণপ্রসূ উন্নতি বিধান হইবে।

প্রাসঙ্গিক

নূতন বস্ত্র নীতি

[illegible] সংবাদপত্রে প্রকাশ যে ভারত গবর্ণমেণ্ট বস্ত্রের মূল্য নিয়ন্ত্রণের যে নূতন নীতি অবলম্বন করিয়াছেন তাহার ফলে বস্ত্রের মূল্য হ্রাস পাইবে। এই সংবাদে দেশের লোক আনন্দিত হইয়াছে। কিন্তু নূতন নীতির প্রকৃত মর্ম্ম কি, তাহা এখনও জানা যায় নাই। সরকার বস্ত্রের মূল্য হ্রাস করিবার জন্য কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন, তাহা এখনও প্রকাশ করা হয় নাই। সুতরাং এই সংবাদে কাপড়ের মূল্য কতটা হ্রাস পাইবে, তাহা এখনও বলা যায় না। তবে সরকার যে বস্ত্রের মূল্য হ্রাস করিবার জন্য চেষ্টিত হইয়াছেন, ইহা আনন্দের কথা। [illegible] সংবাদপত্রে প্রকাশ, ভারত গবর্ণমেণ্ট বস্ত্রের মূল্য হ্রাস করিবার জন্য যে নূতন নীতি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার প্রধান কথা হইতেছে—বস্ত্রের মূল্য নির্দ্ধারণ করিবার জন্য একটি কমিটী গঠন করা। এই কমিটী বস্ত্রের মূল্য হ্রাস করিবার জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করিবেন, তাহা এখনও প্রকাশ করা হয় নাই। সরকার বস্ত্রের মূল্য হ্রাস করিবার জন্য কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন, তাহা এখনও প্রকাশ করা হয় নাই। সরকার বস্ত্রের মূল্য হ্রাস করিবার জন্য কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন, তাহা এখনও প্রকাশ করা হয় নাই।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

অর্থনৈতিক

চিরবিবদমান দুই ডমিনিয়ন

[illegible] যে ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ও ব্যাঙ্ক ১৯৩ ইন্ডিয়ার লাভের পরিমাণ পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় কিছুটা হ্রাস পাইয়াছে। কিন্তু বিশেষ চিন্তাকারণ পাওয়া যায় নাই বলিয়া মোট কারণ বর্ণনা করা সম্ভব নহে।

লাভের পরিমাণ

বৎসর	১৯৪৩	১৯৪৮
ইম্পিরিয়াল	১,৮৩ কোটি	১,৯৯ কোটি
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল	৩৮.৫ লক্ষ	৩৩৭৮ লক্ষ
ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া	১৩,৫৯ "	১৩,৫৫ লক্ষ
ব্যাঙ্ক অব বরোদা	২৪,৬৭ "	২৬,৬৭ লক্ষ
[illegible] ব্যাঙ্ক	১,২২ কোটি	৯৯,১৯ লক্ষ
[illegible]	৭৮ ইন্ডিয়া	

[illegible] হইতে অন্ত সরকার পূর্ববর্তী [illegible] ১৪ কোটি টাকার অপসরণের [illegible] তাহাতে কলিকাতার [illegible] বাজারে কোন বিশেষ প্রতিক্রিয়া [illegible] নাই। তবে অনেকের মতে উহাই [illegible] সরকারের মূলত দুরভিসন্ধি প্রহরের [illegible] অবশ্য ১৫ কোটি টাকা সরকারের [illegible] তুলনায় কিছুই নহে। তবে অনেকে [illegible] করিয়াছেন যে সরকার যা হাতে [illegible] পুঁজিবাজার অন্তই সন্দেহজনক ভাবে এই [illegible] আবেদন করিয়াছেন।

কিন্তু এই বিষয়ে মন্তব্য করিবার দিবে এই [illegible] মাসের মাঝেই আমেরিকা অর্থনৈতিক মিশন [illegible] করিয়া কলিকাতার বণিক-সভায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন এবং এত শীঘ্রই [illegible] এত পরিবর্তন করিবেন বলিয়া মনে [illegible] কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। সরকার [illegible] মূলত মুদ্রা নীতি এখন [illegible] কিনা তাহা আগামীতে হইতে পরিষ্কার বুঝা যাইবে।

আলোচ্য সপ্তাহে টাকার বাজারে সচ্ছলতা অপরিবর্তিত ছিল এবং টাকার চাহিদার তুলনায় যোগান-পরিমাণ যথেষ্ট হওয়ায় প্রায়ই দেখা গিয়াছিল। বিনিময়ের বাজারে কর্মহীনতা লক্ষ্য করা যায় এবং বিল বাবদ কিছু মুদ্রা প্রেরিত হওয়া ছাড়া আর কিছু হয় নাই।

গত ১৩ই জানুয়ারী যে সপ্তাহে শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের যে হিসাব-নিকাশ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে চলতি নোটের পরিমাণ ৩ কোটি ইহার পরিমাণ ক্রমবর্ধমানভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। নোট ইস্যুর পরিমাণ ১.৫৪ কোটি টাকাবৃদ্ধি পাইয়া ১,১০৩,১১ টাকা হইয়াছে এবং চলতি নোটের পরিমাণ ১,৩২ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ১,১৮৩.৮৮ কোটি টাকা হইয়াছে। ফলে ব্যাঙ্কিং বিভাগে রক্ষিত নোটের পরিমাণ ১.৬২ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ১৪,৬৯ কোটি টাকা হইয়াছে। ব্যাঙ্কে রক্ষিত রৌপ্য মুদ্রার পরিমাণ হ্রাস পাইয়া ৫৩,৯৮ কোটি টাকার স্থলে ১৩,৯১ কোটি টাকা হইয়াছে।

গত সপ্তাহে ও অন্যান্য সপ্তাহের অন্যান্য পরিমাণে আলোচ্য সপ্তাহে বৃদ্ধি পাইয়া যথাক্রমে ১৪৯,১৪ কোটি টাকা ও ৫৭,২১ কোটি টাকা হইয়াছে। অন্যান্য সাধারণ ব্যাঙ্কগুলির অন্যান্য পরিমাণ ১০৭৯ কোটি টাকা হ্রাস পাইয়া ৪৯০, ২৪ কোটি টাকা হইয়াছে। আলোচ্য মধ্যে এই আলোচ্য সপ্তাহে ব্যাঙ্কগুলির টাকার চাহিদা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বিভাগে রক্ষিত অন্যান্য পরিমাণ ৫.৩৪ কোটি টাকা হ্রাস পাইয়া ৯০২, ৮৮ কোটি টাকা হইয়াছে। অন্যান্যদের পরিমাণ ৩.৬৬ কোটি টাকা হ্রাস পাইয়া ৮৬.৭১ কোটি টাকা হইয়াছে। গত ১৩ই জানুয়ারী যে সপ্তাহে শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে ভারত সরকারের ৪,১৯,৫০,০০০ টাকার ঘাটতি-পত্র বিক্রয় বাবদ বিক্রয় করা হইয়াছে।

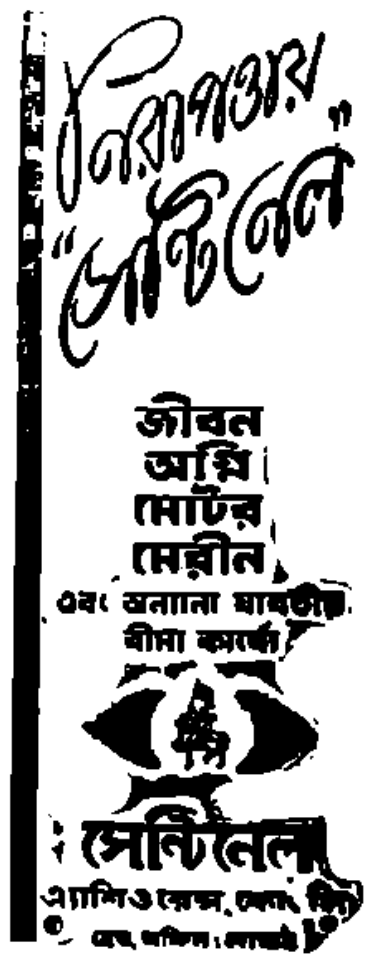

প্রগতির পথে

ভারতের সীমান্তের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনে ইস্পাত

ত্রিপুরার চন্দ্রপুর রেলপথে সুড়ঙ্গ

আসাম ও ভারতীয় ইউনিয়নের মধ্যে রেল-গাড়ী চলাচলের জন্য ভারতভূখণ্ডের মধ্য দিয়ে ১৯২২ মাইল লম্বা একটি নতুন মিটার গেজ লাইন খোলা হয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগেই এর নির্মাণকার্য শেষ হয়েছে।

১৯৮ লাইনে ভায়াডাক্ট তৈরি করার জন্য ৪১০৪ মেট্রিক টনেরও অধিক পুল তৈরি করা হয়েছিল।

এই সাফল্যের মূলে রয়েছে ৭০০০ টন ভারতীয় ইস্পাত। এ ছাড়াও রেল-লাইন ও অন্যান্যভাবে ব্যবহৃত ইস্পাত তো আছেই।

প্রথম রেলগাড়ী আসছে।

টাটা ইস্পাত

টাটা আয়রন এণ্ড টীল কোম্পানী লিমিটেড, হেড অফিস: ২০বি, বেন্টাঙ্কী মুকার্জি রোড, কলিকাতা

সংবাদ সংকলন

ভারত সরকারের খাদ্যনীতি

গত বৎসর বিদেশ হইতে ৩৫০ লক্ষ টন খাদ্য আমদানী করা হইয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমান বৎসরে এই আমদানীর পরিমাণ হ্রাস করিয়া ১৫ লক্ষ টনে স্থির করাইবার নিমিত্ত খাদ্য সচিব সম্প্রতি দিল্লীতে গুদাম নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ভারত সরকারের এই পরিকল্পনার বিরোধিতা করিয়া ও উপরোক্ত প্রস্তাব পরিত্যাগ করিবার জন্য তিনি অনুরোধ করিয়াছেন। এই বিষয়ে গুদাম নির্ম্মাণের অনেকেই আপত্তি করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, ইহার ফলে সারা দেশে লক্ষ লক্ষ মণ খাদ্যশস্য পচিয়া নষ্ট হইবে।

এই ব্যাপারে [illegible] ভারত সরকারের [illegible] আশঙ্কা হইতেছে। সেইজন্য সরকার কেন্দ্রীয় [illegible] বিভাগের এই কার্য্যে পরিবর্ত্তন আনিয়া [illegible] করিয়া পুরণ করা হইবে বলিয়াছেন [illegible]

[illegible] কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট [illegible] লক্ষ টন খাদ্যশস্য চাহিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের দাবীর পরিমাণের ৫৫ লক্ষ [illegible] হইবে। [illegible] হইতে কোনরূপ সাহায্যই পাওয়া [illegible]

আমদানী সম্বন্ধেও পূর্ব্বে তাঁহাদের ১৫৫ লক্ষ হইতে পাঁচশত হাজার টন খাদ্যশস্য কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে অর্পণ করিবেন বলিয়া আশা দিয়াছিলেন, কিন্তু আজ পর্য্যন্তও এরূপ আশ্বাস [illegible] হইতেছে যে, তাঁহাদের সেরূপ টন [illegible] কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে আসিয়া পৌঁছিবে। কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে মোট মুদ্রিত লক্ষ টন খাদ্যশস্য সঞ্চয় করিয়া [illegible] হইবেন। এই মুদ্রিত লক্ষ টনের মধ্যে বিদেশ হইতে আমদানী করা হইবে ১৫৫ লক্ষ টন আর বাকী [illegible] হইতে সংগ্রহ করা হইবে বাকী লক্ষ টন।

কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যেই কিছিন্দিক লক্ষ লক্ষ টন যব আর্জ্জেন্টাইন হইতে আমদানীর ব্যবস্থা করিয়াছেন। আর্জ্জেন্টাইনের সহিত গত নভেম্বর মাসেই চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে। আর্জ্জেন্টাইন হইতে যবের চুক্তি সম্পাদিত হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। এ ছাড়া ভারত সরকার ইরাক হইতে প্রায় এক লক্ষ টন চাউল আমদানীর প্রস্তাব করিয়াছেন।

এই সম্পর্কে বাণিজ্য সংগ্রহ লিখিত উক্তি ভারতের নিকটস্থ দুর্ভাগ্য বর্ণনা করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। যাহাতে অন্ধ-অন্নিতের দুরবস্থা বন্দরের ভেদে এ বৎসর অধিক পরিমাণে বাণিজ্য সংগ্রহ করিতে বলা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার সব অন্তর্ভাগে প্রেরণ করিয়া প্রাদেশিক সরকারকে বাণিজ্য সংগ্রহের ব্যাপারে সাহায্য করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

এ বৎসর বিভিন্ন প্রদেশ ও উপনিবেশ হইতে ৫১ লক্ষ টন খাদ্যশস্য সংগৃহীত হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। গত বৎসর সংগৃহীত হইয়াছিল ৩১ লক্ষ

ঋণিকাপিত্তের উদ্বৃত্ত

১৯৪২ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতের ঋণিকাপিত্তের হিসাব হইতে দেখা যায় যে, উক্ত মাসে মোট ১৯ কোটি ৩১ লক্ষ টাকার পণ্য রপ্তানি হয় এবং আমদানি হয় ৩৪ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকার পণ্য। সুতরাং এই সময়ে ঋণিকাপিত্তে মোট ১৫ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত থাকে।

বৎসর মাসে বাণিজ্য উদ্বৃত্তের পরিমাণ ছিল ৮ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা। কাজেই ডিসেম্বর মাসে উদ্বৃত্তের পরিমাণ বেশই বাড়িয়া যায়। ১৯৪১ সালে নভেম্বর মাসের পূর্ব্বে পর্য্যন্ত ঋণিকাপিত্তে ঘাটতি ছিল। গত দে মাসে ঘাটতির পরিমাণ ১৩ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত উঠে।

প্রকাশ, এই রপ্তানি বাণিজ্যে নভেম্বর মাসের তুলনায় ডিসেম্বর মাসে যথেষ্ট উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। নভেম্বর মাসে মন্থ রপ্তানির মোট পরিমাণ ছিল প্রায় ৯ কোটি ৪৫ লক্ষ গজ। ডিসেম্বর মাসে মন্থ রপ্তানির পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ৭ কোটি ৫০ লক্ষ গজ। পাইজাত দ্রব্য রপ্তানির পরিমাণ নভেম্বর মাসে ছিল ৭৯,৫০০ টন, ডিসেম্বর মাসে উহা ৬৫,০০০ টনে দাঁড়ায়।

ভারতের ঋণিকাপিত্তে এপ্রিল হইতে ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত মোটের উপর ১১৯ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকা ঘাটতি দাঁড়াইবে বলিয়া মনে হয়।

কলিকাতার বাণিজ্য তথ্য ও পরিদর্শনের পরিষদ কর্ত্তৃক প্রচারিত একটি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, ১৯৪৯ সালে ডিসেম্বর মাসে সরকারী ও বেসরকারী খাতে ভারতে মোট আমদানির পরিমাণ নিম্নরূপ ছিল:—

সরকারী পণ্য রপ্তানি—৪১ কোটি ১ লক্ষ টাকা, আমদানী অন্য রপ্তানি—৮৫ লক্ষ টাকা এবং আমদানী—৫৫ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা। মোট রপ্তানি ৮৯ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা।

বেসরকারী রপ্তানি—৯লক্ষ টাকা এবং আমদানী—৯৯ লক্ষ টাকা।

মোট ঋণিকাপিত্তে আমদানী অপেক্ষা রপ্তানির পরিমাণ ১৯ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা বেশী দাঁড়ায়।

ভারতীয় লাক্ষার স্থান নির্দ্ধারণ

ভারত সরকারের শিল্প ও সরবরাহ সচিব ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি এইরূপ আশা প্রকাশ করিয়াছেন যে, বর্ত্তমানে অক্ষের উপনিবেশে বিক্রয়-কর যাহা আছে তাহা তুলিয়া দিয়া উহার পরিবর্ত্তে রপ্তানি শুল্কের ব্যবস্থা করা হইবে এবং এই খাতে লব্ধ অর্থ অন্ধ্র সরকারের পরিষদ প্রতিষ্ঠার কাজে ব্যয়িত হইবে।

ডাঃ মুখার্জি অন্ধ্র ও লাক্ষা সম্মেলন দুইটী আনুষ্ঠানিক বক্তৃতায় লক্ষ্য বৈঠকের উদ্বোধন করেন। ভারতীয় লাক্ষা বিস্তারণ প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক এই বৈঠক আহূত হইয়াছে। ডাঃ মুখার্জি আরও বলেন যে, রঙ্গিনের লক্ষ্য বিক্রয় ও পরীক্ষা বিভাগ লাক্ষা-রঙ্গ গবেষণার সহিত যুক্ত হইয়া সম্প্রসারণের আরও হইতে প্রচেষ্টাগুলির সহিত লাক্ষার জন্যে ভারতীয় মান অনুযায়ী যথোচিত ভাবে পরীক্ষার পর 'আগমার্ক' দেওয়ার পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার বিষয় বিবেচনা করিবেন।

তিনি বলেন, বর্ত্তমানে সরকার লক্ষ্যের উপর 'আই এম আই' চিহ্ন দেওয়ার সম্পর্কে আইন প্রণয়নের বিষয় পর্য্যালোচনা করিতেছেন। ইহার ফলে দেশের উৎপাদকেরা বিদেশের সুনাম আই-এম-আই চিহ্ন দিতে পারিবেন এবং ক্রেতারা এই বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইতে পারিবেন যে, উক্ত চিহ্নাঙ্কিত দ্রব্যগুলির সহিত ভারতীয় মানের সঙ্গতি রহিয়াছে।

ডাঃ মুখার্জি বলেন যে, লাক্ষা এবং অন্ধ্র বিদ্যা ভারত পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উৎপাদন করিয়া থাকে এবং ঐ বাবদে ভারতের প্রায় আড়াই কোটী টাকার আয় হয়।

অধিবেশনে সভাপতি সিং যোষণা করেন যে, বিদেশে প্রেরণের উপযোগী মালা ও লাক্ষার ঘনত্বের নির্দ্ধারণ সম্পর্কীয় আইনকানুন ভারত সরকারই জারী করিবেন। তিনি বলেন যে এই বিষয়ে ভারতীয় লাক্ষক সমিতি ও ভারত সরকারের বৃষ্টি বিভিন্ন পুরে আকৃষ্ট হওয়ায়, সরকা-

যেই উদ্দেশ্যে ব্যবস্থা অবলম্বনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

কয়েক বৎসর পূর্বেও ভারত বিদেশে বাজারে শতকরা ১০ ভাগ লাভে সরবরাহ করিত। কিন্তু অতিরিক্ত মূল্যবৃদ্ধি, রাসের অবনতি, বিলম্ব ডুবারে ও বড় লাভার অভাবের জন্য গত কয়েক বৎসর যাবৎ উহার রপ্তানির পরিমাণ বহুই হ্রাস পাইয়াছে। সেজন্য পুনরায় রপ্তানীর পরিমাণ বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে উহার উৎপাদন বাড়ান আবশ্যক।

দ্বিতীয় একটি উদ্দেশ্য হইল আমদানীকারী দেশসমূহকে। গত ১৯২৭-২৮ সনে ভারত হইতে বিদেশে ৩ কোটি টাকার লাক্ষা রপ্তানী হয়; এবৎসর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রই প্রেরিত হয় ৪ কোটি ৬০ লক্ষ টাকার লাক্ষা।

পাট সংক্রান্ত গবেষণালব্ধ ফলাফল

ভারতীয় কেন্দ্রীয় পাট কমিটির উদ্যোগে পরিচালিত গবেষণাগারে পাট সংক্রান্ত যে গবেষণা হইতেছে, তাহার কয়েকটি কৌতূহলোদ্দীপক। শ্রী সি আর ~ ১১ ৫ তারিখ লিখিত 'পাট সংক্রান্ত গবেষণালব্ধ ফলাফলের পর্যালোচনা' শীর্ষক পুস্তিকায় বর্ণনা করা হইয়াছে।

উহাতে যে সকল বিষয় গুরুত্বপূর্ণ, সেগুলি বিবেচনা করিয়া গৃহীত সিদ্ধান্তগুলির সারাংশ আলোচনা করা পুস্তিকার অন্যতম উদ্দেশ্য। গবেষণাগারে যেসব কাজ হইয়াছে, তাহার পটভূমিকা মূলতঃ দুইটি বিষয়ক। পাটচাষীদের সরবরাহ করিয়া তাঁহাদের উপকারসাধন করাই উহার উদ্দেশ্য। গবেষণাগারে নমুনা ও পাটের যাঁদের যথোপযোগিতা পরীক্ষার কাজই অগ্রাধিকার লাভ করিয়াছে। যাঁদের বিজ্ঞানসম্মত তথ্যাদান ও যথোপযোগী সম্পর্কের মধ্যে যে ফারক আছে, তাহার উপরও জোর দেওয়া হইয়াছে।

পাটের বিভিন্ন ধিসাবে অন্যান্য যাঁদ ব্যবহারের উপযোগিতা, পাটের সহিত অন্য যাঁদ মিশ্রিত করিয়া তাহা ব্যবহারের সম্ভাবনা, নূতন নূতন দ্রব্যে ও ব্যাপকভাবে পাটের ব্যবহার, কাগজ প্রস্তুত ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক দ্রব্যে পাট ও ছাঁটাই পাট ব্যবহার সম্পর্কে পুস্তিকায় আলোচনা করা হইয়াছে।

উপরের আবশ্যিক্তে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে যে কাজ হইয়াছে, তাহা উল্লেখযোগ্য। যথা :—পাটের যাঁদ হইতে প্রস্তুত বস্তুটা শক্ত হয় তাহার ফলাফল, বস্তি বস্তুটা সরু ও ছোটা হয় এবং তাহার পরিমাণ সম্পর্কিত কাজ, পাটে বিভিন্ন জল, বিভিন্ন ক্ষেত্র হইতে প্রাপ্ত পাটের নমুনা পরীক্ষা, পাটের শ্রেণী বিভাগ, পাটের বিভিন্ন বস্তু ও বয়নের ফলাফল নির্ণয়ে। কিন্তু এগুলির মিল না থাকিলেও মিলে পরেষণাগার না থাকিলে গবেষণালব্ধ ফল কাজে লাগান যাইবে না।

বীমা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত নূতন অভিজ্ঞান জারী

এক শ্রেণীর পুঁজিপতি জীবনবীমা প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালন ক্ষমতা অধিকার করিয়া সেইসব প্রতিষ্ঠানের অর্থ বীমাকারীদের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে যেভাবে নিয়োগ করিতেছিল, তাহা বিবেচনা করিয়া ভারত সরকার একটি অভিজ্ঞান জারী করিয়াছেন। বীমা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত নূতন আইন পাশ হইবার পর দেখা গিয়াছে যে, বিশেষ ঘটিতেছে, কোন কোন ক্ষেত্রে পুঁজিপতি পরিচালক তাহাদের প্রভাব প্রয়োগ করে এবং পরে যাহাতে তাহাদের অনীষ্ট কাজ কোন অসুবিধা না হয়, সেই উদ্দেশ্যে এই অভিজ্ঞানটি পাশ করা হইয়াছে।

এই অভিজ্ঞান অনুযায়ী ব্যক্তিগতভাবে অথবা কোন বীমা কোম্পানীর মেয়াদের পরিচালনে শতকরা পাঁচ ভাগ এবং কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অথবা কোন প্রতিষ্ঠানের মেয়াদের শতকরা আড়াই ভাগে সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে। বীমা প্রতিষ্ঠানের মেয়াদ বোনাসের ফোটের সাধারণ সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে। কতকগুলি অনুমোদিত ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যত্র অর্থ নিয়োগ নিষিদ্ধ করা হইয়াছে, কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক অনুমোদনকারী নিয়োগের অনুমতি বাতিল হইয়াছে এবং যে সব ক্ষেত্রে কোন প্রতিষ্ঠান বীমাকারীর স্বার্থের পরিপন্থী কাজ করিতেছে বলিয়া মনে হইবে, সেইসব ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক উক্ত প্রতিষ্ঠানের পরিচালক নিয়োগের অধিকারও স্বীকৃত হইয়াছে।

এই সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৩০ সালের বীমা আইন সংশোধন করিয়া পার্লামেন্টে যে নূতন বিল উত্থাপিত হইয়াছিল, তাহা সিলেক্ট কমিটির নিকট প্রেরিত হয়। পার্লামেন্টের বিগত অধিবেশনে এই সম্পর্কে সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট পেশ করার কথা ছিল; কিন্তু কাজের চাপের জন্য রিপোর্ট দাখিলের মেয়াদ বৃদ্ধি করিয়া আগামী অধিবেশনের দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত করা হইয়াছে।

কৌজদারী আইন সংশোধন অভিজ্ঞান

বাঙ্গালা প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার ১৯৩৯ সালের ভারত শাসন আইনের প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ১৯৪০ সালের ফৌজদারী আইন সংশোধন অভিজ্ঞান ভারত একটি নূতন অভিজ্ঞান জারী করিয়াছেন। এই আদেশবলে ১৯৪৪ সালের ফৌজদারী আইন অভিজ্ঞান পুনঃসংশোধন করা হইয়াছে। অবিলম্বেই এই নূতন আদেশটি কার্যকরী হইবে। উক্ত ১৯৪৪ সালের ফৌজদারী আইন সংশোধন অভিজ্ঞানবলে ১৯৪৩ সালের ১৭ই আগষ্টের পূর্বে যে সব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার আদেশ পাশ হয়, সেইসব সম্পত্তির বন্দোবস্তের ব্যবস্থার জন্য এই নূতন অভিজ্ঞানটি পাশ হয়।

মাইকা ও পাকের রপ্তানি পরিকল্পনা

"মাইকা ও পাকের রপ্তানির উপর দুইটি আদেশ নির্দেশ করা প্রয়োজন; কারণ উক্ত দুইটি উপর সম্পূর্ণ না হইলে সমস্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বিফল হইয়া যাইবে।" কাজের অবাধ-বেসরকারী সরবরাহকারী সভার চতুর্থ অধিবেশনে পরিচালিত করিতে গিয়া পরিচালকের প্রয়োজনীয় ভাষ্য বিশ্লেষণ করিতে করিতেছিলেন উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

তাঁর এই বক্তৃতা উক্ত অধিবেশনে পরিচালক ও বিভাগের অন্যান্য সচিব যথাক্রমে শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ রায়সাহেব ও শ্রীযুক্তমতিলাল সিং উপস্থিত ছিলেন। কেন্দ্রীয় পুরাতত্ত্ব ও বিদ্যুৎ বিভাগের সচিব ও সহকারী সচিব কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং সরকার অর্থ মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি যোগদান করেন। পরিচালকের প্রতিনিধিগণ কাজের কার্যবিবরণের সিকট অধিবেশনে যে অর্থ বরিয়াছে তাহার দ্বারা যথাসম্ভব মাইকা ও পাকের দামের কাজে অগ্রগতি হইবে বলিয়া আশা করা যায়। কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট আরও অর্থ মঞ্জুরের আবেদন জানান হইয়াছে। কার্যবিবরণে এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, যাহাতে যখন বর্ষাকালে উপযুক্ত অর্থ নাই তখন কার্যবিবরণের জন্য এক কোটি টাকা যাহে কেন্দ্রীয় কারিগরের ঋণের অপেক্ষা বীজ বিস্তারের কাজে অগ্রসর করা যুক্তিসঙ্গত। বীজই যে কোনায় ধারের কাজ আরম্ভ হইবে তাহার জন্য পুই-অনুসন্ধানের ব্যবস্থাসহ গ্রামের ঋণদানকে পরিচালনা প্রণয়নকারী পরামর্শদাতা ও পরিদর্শক হিসাবে নিয়োগের প্রস্তাব আলোচনার পর গৃহীত হয়।

উড়িষ্যায় ব্যাপক কৃষি পরিকল্পনা

উড়িষ্যা সরকার যে ব্যাপক কৃষি পরিকল্পনা লইয়া কাজ আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে কৃষি বাবদ তাঁহারা সর্বসমেত ২০ লক্ষাধিক টাকা সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন। এই অর্থ অনুমোদিত পরিকল্পনাসমূহের মোট ব্যয়ের ২১ ভাগের বেশী। ফোটাশের উন্নয়ন পরিকল্পনা, সার প্রস্তুতকরণ, সার তৈরী প্রভৃতি সরবরাহ, কৃষি সম্প্রসারণ সরবরাহ, বীজ ও সার চলাচলের জন্য ট্রান্সপোর্টের বন্দোবস্ত এবং কৃষি ইনসেক্টের নিকার ব্যবস্থা এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত।

ভারত-আমার আমিদা পরিকল্পনা

সম্প্রতি আমদানীকৃত বিভিন্ন পণ্যদ্রব্যের প্রকার ফেরারি ও ব্যবহারের মধ্যে যে বাধিক্য দেখা গিয়াছে তাহার সম্পর্কে বিভিন্ন সংস্থার বিভিন্ন মতামত প্রকাশিত হইয়াছে। বিভিন্নের মধ্যে যে কিছু তফাৎ প্রকাশ পাইয়াছে তাহা সত্ত্বেও ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা গিয়াছে যে, ভারত বিভিন্নের সাহায্যে ছাড়ে বাধিক ১০০ কোটি টাকার সমান দ্রব্য বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হইবে। নিম্নে বিভিন্ন সংস্থার মতামত সংক্ষেপে প্রদত্ত হইল।

ভারত হইতে যে পরিমাণ দ্রব্য রপ্তানি হইবে বলিয়া আশা করা যায় তাহার ৮০ লক্ষ টাকার মধ্যে কাঁচা পশম ১০ লক্ষ, চা ১৫ লক্ষ ১৮ হাজার, তাজা ফল ৩ লক্ষ ৫৫ হাজার, লৌহনির্মিত ৫০ লক্ষ, মাংসজাত দ্রব্য ৮০ হাজার, তরিতরকারী ২ লক্ষ, তেজপাতা ২ লক্ষ ৭৫ হাজার, তিসির চাহিদা ১০ লক্ষ, পশম-সূতা ২ হাজার, তিসি বা তিসি তৈল ৪ লক্ষ ৪০ হাজার, তেজী বীজ ২ লক্ষ ৫৬ হাজার, কাপাস বীজ বা কাপাস তৈল ৩ লক্ষ ৭০ হাজার, আকরী তৈল বা তৈলবাহী উৎপাদন ২৫ লক্ষ, লবণ ১০ লক্ষ, সার্ডিনেস জোগড়া ১ লক্ষ ৪০ হাজার, অকেজো পশু ১ লক্ষ, অস্ত্র ৪ লক্ষ, লাক্ষা ১ লক্ষ ৫০ হাজার, তুষি খালা ৪ লক্ষ, সিংহ-পুচ্ছ ৪ লক্ষ ৩৩ হাজার, অস্থিচূর্ণ ২৫ হাজার, অঙ্কুরের খোল ৪ হাজার, তামাক ২০ লক্ষ টাকার।

জাপান হইতে ভারতে আমদানী হইবে তাঁহা বেশম ২ লক্ষ, সলমী সূতা ৩ লক্ষ ৫০ হাজার, প্রসাধনের মালমসলা ৯৫ লক্ষ, রঙ ১ লক্ষ, লোহার নল ১০ লক্ষ, লৌহেতর ধাতু ৫০ লক্ষ, অন্যান্য দ্রব্য ৭ লক্ষ টাকার।

উহা বেশম কেবলমাত্র সরকারী দপ্তরখানে আমদানী করা চলিবে।

গত ১৯৪৮ সালের (১৯৪৯) জানুয়ারি হইতে চৌঠিক সহরে নূতন টানিং অফল ও জাপানের মধ্যে বাণিজ্য ব্যবস্থা নিয়মতান্ত্রিকভাবে পরিচালিত হইয়াছে। টানিং এলাকা বলিতে বুটেন ও তাহার উপনিবেশ (কানাডা বাদে), আয়ারলিন্ড, নিউজিল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকা বুঝাইবে।

ভারত সরকারের যন্ত্র নীতি

এসেম্বলিতে অনুষ্ঠিত যন্ত্র-সম্পর্কিত উপদেষ্টা কমিটির এক সভায় যন্ত্র-সম্পর্কিত নীতি বিশ্লেষণ করিয়া শিল্প ও সরবরাহ সচিব তাঁহা প্রধানতঃ বুঝাইয়া যে সমস্ত যে সব করেন তাহার মধ্যে ১৯৪৯ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী হইতে সূতী বস্ত্রের মূল্য সংশোধন, বর্তমান বছরের অবশিষ্টে ১০ লক্ষ গাঁইট তুলা আমদানী করিবার জন্য বৈদেশিক মুদ্রা বরাদ্দ করিবার সিদ্ধান্ত, সাধারণ ব্যবহার্য বস্ত্রাদির উৎপাদনের জন্য বাছাই কারখানায় তুলা বাছাই করার ব্যবস্থা প্রভৃতি আলোচনা করা হয়।

কমিটির অভিমত এই যে, বর্তমান তুলা সমস্যার ভবিষ্যতে আবার যাহাতে ভারতের তুলার চাষের প্রসার সাধন এবং আগামী বছর হইতে তুলা সম্পর্কে সরকারের নীতি এইরূপ হওয়া উচিত যাহাতে এই প্রসার সাধনে সহায়তা হয়।

তুলা সমস্যার দীর্ঘস্থায়ী সমাধান করিতে হইলে দেশে অতিরিক্ত প্রায় ১০।১২ লক্ষ গাঁইট তুলা উৎপন্ন হওয়া উচিত বলিয়া মনে হয়। বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে, বিদেশ হইতে তুলা আমদানীর জন্য প্রয়োজনীয় তুলা যাহাতে সংকুলান হয় তজ্জন্য ব্যবস্থা করিবার জন্য সরকারকে প্রস্তাব করিয়াছেন। কেবলমাত্র বর্তমানের প্রয়োজনেই ১০ লক্ষ গাঁইট তুলা আমদানী করা হইবে এবং আরও যদি প্রয়োজন হয় তবে বৈদেশিক মুদ্রার জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দ করা হইবে।

তুলার অভাব দূর করিবার উদ্দেশ্যে তুলা ও বস্ত্র বিভাগের সমন্বয় ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য একটী বোর্ড গঠন করিবার জন্য অধিবেশন প্রস্তাব করা হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, দেশ উৎপন্ন প্রতি আইশ তুলা নিয়ন্ত্রণ করিবার, তুলা বণ্টন করিবার, বিভিন্নশ্রেণীর উৎপাদন আধিক্য প্রস্তুত করিবার, রপ্তানি ও দেশের মধ্যে ব্যবহারের জন্য তুলা ও সূতী বরাদ্দ করিবার, বিভিন্ন সময়ে তুলা ও সূতা বণ্টন করিবার, তুলা বিক্রয়ের করিবার ও সাশ্রিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার জন্য এই বোর্ডের হাতে যথেষ্ট ক্ষমতা দেওয়া উচিত। কমিশনগুলি এই সরবরাহের প্রথম বিরোধিতা করেন। প্রত্যেক সরকারেই এইরূপ একটী বোর্ড স্থাপনের সম্ভাবনা সম্পর্কে বিবেচনা করিয়া দেখিতে ইচ্ছুক আছেন।

আশাকী ১লা ফেব্রুয়ারী হইতে যাহার যে রকম বিক্রয় তাহা হইবে তৎসম্পর্কে মিল ও সরবরাহ সচিব পরিষদাধিবেশনে বলিয়াছেন বলিয়া আশা করিতে যে, ঐদিনের তুলার বিক্রীত তুলাই সূতীর হইবে, ঐদিনের তোলাবাজার হইতে তুলা সংগ্রহ করা হইলে আর বাড়তি মিলাধিকের সময় স্বীকার করা হইবে না।

মিল ও সরবরাহ সচিব এই বলিয়া আরও আশ্বাস দিয়াছেন যে, যন্ত্র ও তার উৎপন্ন অব্যাহত রাখিবার জন্য সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন এবং মিল বন্ধ রাখিয়া ব্যাপকভাবে শ্রমিকদের বেকার হইতে দেওয়া হইবে না। মিলগুলি চালু রাখিবার জন্য প্রয়োজনীয় তুলা সরবরাহের ব্যবস্থা করা হইবে।

নিম্নমাবলী

০ "আর্থিক ভারত" প্রতি বুধবার কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়।

০ মূল্য প্রতি সংখ্যা চারি আনা

০ ভারত ও সিংহলের সর্বত্র সডাক বার্ষিক মূল্য দশ টাকা।

০ ষাণ্মাসিক মূল্য ছয় টাকা।

বিজ্ঞাপনের হার ও নিয়মাবলীর জন্য

'কর্মকর্তা, বিজ্ঞাপন বিভাগ'

এবং

গ্রাহকশ্রেণির জন্য 'কর্মকর্তা, প্রচার বিভাগ'

"আর্থিক ভারত" এবং কমার্শিয়াল

বিল্ডিংস, ২৩, নেতাজী সুভাষ রোড,

কলিকাতা

এই ঠিকানায় পত্রালাপ করিতে হইবে।

পণ্যাঞ্চলের বাজার

আমদানি হ্রাসের সংকল্প

চলতি বছরে বাজেটে আমদানি হ্রাস করিবার যে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে তাহা আরও কঠোর ও ব্যাপকভাবে করা হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। বর্তমানে বেসরকারি অনুমোদনের সংখ্যা হইতেছে ১৪ কোটি এবং আমদানির অনুমতি ছাড়াও পরিমাণ হইতেছে প্রায় ৭০ লক্ষ টন। ইহাকে ৪ হইতে ৪০ লক্ষ টন মাঝারি সংস্থার প্রস্তাব করা হইয়াছে। এই অতিরিক্ত পরিমাণ মাঝারি সংস্থার বিবেচনা যেন পাইতে হইবে না। কেননা এবার মাঝারি সংস্থার উপর আঘাত হইয়াছে এবং অনুমান তাহা গত বৎসর অপেক্ষা ১ লক্ষ টন অধিক হইবে।

মাঝারি সংস্থাগুলিকে বিচার করিতেছে, ছাঁটাই অঞ্চলগুলি তাহাদের প্রয়োজন সম্বন্ধে পরিমাণ হ্রাস করিবে এবং চলতি বৎসরে আমদানী পরিমাণ পূর্বতন ৮০ লক্ষ টনের স্থলে ১০ লক্ষ টন করা হইবে। নূতন পরিকল্পনা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার ৫০ লক্ষ টন মাঝারি সরবরাহের দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন। এবং তাহারও এক-তৃতীয়াংশ ছাঁটাই অঞ্চলগুলি হইতে সংগৃহীত হইবে। যতগুলি প্রদেশে সংগ্রহ কার্য যেরূপ সফলতার সহিত অগ্রসর হইতেছে তাহাতে মনে হয় সংগ্রহ প্রচেষ্টা ব্যাপকতর করিয়া সুফল পাওয়া যাইবে।

খাদ্য সংকলনে বিশ্বাসযোগ্য ভারসাম্য করিতে হইলে আঞ্চলিক ও রাজ্য সরকার গুলিতে খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য অধিকতর সচেতন ও তৎপর হইতে হইবে এবং খাদ্য ব্যবহার দাবী কমাইতে হইবে। তবে ইহা সত্য যে ১৯৭৯ সালের খাদ্য ঘাটতি পূরণ করা সম্ভবপর হইবে না। খাদ্য পরিস্থিতির কতটা উন্নতি মূল্যায়নের আকারে প্রতিফলিত হইবে তাহা এখনে বলা যুক্ত। কারণ প্রথমে উৎপাদক অঞ্চলগুলি বর্তমান অবস্থার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণে অধিকতর আগ্রহশীল মনোভাবের পরিচয় দিতেছে। তথাপি ব্যবস্থাগুলি একেবারে সন্তোষের অবস্থার মধ্যে পরিণত হয় নাই। অষ্ট্রেলিয়া গম হ্রাস করিতে বাধ্য হইয়াছে। তবে তাহার পরিমাণ কি হইবে তাহা এখনও অনিশ্চিত।

যুক্তরাজ্যের বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে ব্যবসায়ের ধারা অপরিবর্তিতই আছে। বেসরকারি ব্যবসায়ের মোটা রকমের কোনও ক্রয়ের খবর নাই। তবে কয়েকটি ক্ষুদ্র সরবরাহের ও দূরবর্তী গ্রামাঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তাহের বাজারে ঢিলেমীভাব পরিলক্ষিত হয়। এখন সরকার বাজারে চাহিদার বাঁধ বহিই ঢিলেমীর মনোভাবের কারণে। কিন্তু অল্প সময়ে মধ্যে যে কোনের প্রতিকূল মূল্যাবস্থার পরিবর্তন ঘটিতে পারে।

আগামী বিষয়ে আমাদের এক লক্ষ টনের মধ্যে তাইওয়ান ও অষ্ট্রেলিয়ার মধ্যে গম চুক্তি সম্পাদিত হইবে। যে ৫ লক্ষ টন পরবর্তী বছর আমদানী সম্পর্কে এই চুক্তি করা হইয়াছে তাহার ১০ শতাংশের বেশী মূল্য ক্রয় করিতে তাহে সরকারের অভিপ্রায় নাই। বর্তমান হিসাব-নিকাশ অনুযায়ী আগামী জুলাই মাসের মধ্যেই চুক্তিবদ্ধ পরিমাণ গম অষ্ট্রেলিয়া হইতে তাহেতে আসিয়া পৌঁছিবে এবং তাহতে ইহার দাম বস্তা প্রতি প্রায় ১০৲ টাকা হইবে।

• • • •

চিনি

চিনির বাজারে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দর একরূপ অপরিবর্তিতই রহিয়াছে। বেসরকারি চিনির দর ৩৩/০ র কমবেশী ছিল এবং চোরাবাজারে দর ৪০৲ টাকার মত উঁচুতে ছিল। খুচরাবাজারে দর ছিল ৩৫৲ টাকা হইতে ৪০৲ টাকার মধ্যে। শুল্ক সংগ্রহের বিষয়টি সেখ না হওয়াতে কেন্দ্রীয় সরকারের চিনি-সংক্রান্ত নীতি ঘোষণায় বিলম্ব ঘটিতেছে। চিনির বিভিন্নরূপ নীতি চালু হওয়ার সম্ভাবনা জন্যেই মুদ্রাস্ফীতিকে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। চলতি বছরের ৮০ শতাংশ চিনি ইতিমধ্যেই বাজারে ছাড়া হইয়াছে এবং অবশিষ্ট কাবিখাতে, রাজস্থান ও বাংলা থেকে যন্ত্রে সম্পূর্ণ নিঃশেষ করিয়া ফেলিতে হইয়াছে। এবছর শুল্ক উৎপাদনে আখের ব্যবহার-আধিক্য ঘটিয়াছে এবং শুল্ক ও মধ্যেশ্রীর অগ্রিম ও সময় সরকার বাজারে ঘাম আলোচ্য সপ্তাহে আরও চড়িয়া গিয়াছে।

আলো বিষয়ে ভারত ও ইন্দোনেশিয়া সরকারের মধ্যে প্রচুর পরিমাণ ভাজা চিনি আমদানির আলোচনা চলিতেছে। কি পরিমাণ চিনি ক্রয় করিতে পারা যাইবে তাহা আমরা এখনও আপাততঃ ১ লক্ষ টন চিনি আমদানী করিতে পারিলে বেসরকারি চিনির অভাব অনেকটা মিটান যাইত বেসরকারি আমদানীকারক মহলে বিশ্বাস হইত। সরকার পক্ষ হইতে এ বছরের আমদানি সংক্রান্ত আলোচনার উদ্যোগ প্রথমেই এত যে 'অধিক চিনি উৎপন্ন কর' প্রচেষ্টার সাফল্য সম্পর্কে সরকার সন্দিহান। ইহা সত্য যে চিনির ১০ শতাংশ উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হওয়া সম্পর্কে নিশ্চয়তা নাই। সম্প্রতি হইতে বিবেচনা করিলে চিনির আমদানি অবশ্যই জরুরী। তাছাড়া আমদানি শুল্ক চিনি চুলায় বস্তা প্রতি ১০৲ টাকা লভ্য হইবে বলিয়া আভ্যন্তরীণ চড়া দর নিয়ন্ত্রণেই ইহা যথেষ্ট সহায়তা করিবে।

গুড়

আলোচ্য সপ্তাহে গুড়ের প্রত্যেক বাজারে কেন্দ্রেই তেজীভাব লক্ষিত হয়। কানপুরের বাজারে বর্তমানে গুড়ের দর হইতেছে ১৯৷০ আনার কিছু কমবেশী। গত বৎসর অনুরূপ সময়ে দর ছিল ১৩৷০ আনা। কলিকাতার গুড় ২২৷০ দরে বেচাকেনা হইতেছে। গুড়ের আমদানি পরিমাণও এখন বৃদ্ধি পাইয়াছে। কানপুর, বোম্বাই ও মজঃফরপুরে গত আমদানী হইয়াছে যথাক্রমে ৪০০০ মণ, ৭০০০ মণ ও ১৪,০০০ মণ। চলতি মরশুমের এখন পর্যন্ত কানপুরের আমদানির পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৪ লক্ষ ৪০ হাজার মণ। গত বৎসর সম্পূর্ণ মরশুমের জন্য আমদানী পরিমাণ ছিল ৪ লক্ষ ৪০ হাজার মণ। আশা ১ লক্ষ মণ চলতি মরশুমে আমদানি হইবে বলিয়া মনে হইতেছে। আন্তঃরাজ্য বাণিজ্য এলাকাতে চলাচল বিস্তারিত হইতেছে।

চা

এই সপ্তাহে প্রায় ২৩,৮০০ প্যাকেজ চা-প্রতিযোগিতা চা কলিকাতায় বিক্রয়ার্থে আনীত হয়। তাহা কড়ারা চা ৴৮ আনা হইতে ৵০ আনা পর্যন্ত বেশী দামে বেচা-কেনা হয়। ভাঙ্গা সিলেট ২৲ ভাঙ্গা সিলেট (ফুয়ং) ১৬৷০ ও সিলেট ২৷৷০ পর্যন্ত দরে ক্রয়-বিক্রয় হয়।

প্রায় ১২,৭০০ প্যাকেজ ভাঙ্গা চা বাজারে ছাড়া হয়। চাহিদা ভালই ছিল এবং দরের তেজীভাব বজায় ছিল। সাধারণ ভাঙ্গা চা ১৩৷০ পর্যন্ত দরে বেচা-কেনা হয়।

আভ্যন্তরীণ বাজারে বিভিন্ন বন্দরের ৪,৬০০ প্যাকেজ চা ছাড়া হয়। চাহিদা ভালই ছিল

বেসাংশ পর পৃষ্ঠায়

শেয়ার বাজার

নিস্তেজ

গত সপ্তাহে আরম্ভ হয় অনিশ্চিত ভাবে, শেয়ারের দরে কমতির দিকে ঝুঁকি দেখা যায়, কিন্তু বেচ্‌বেচা তেমন হয় না। সপ্তাহ শেষে কাজ-কারবার প্রথমে হয় না বলিলেই চলে। বিবিধ বিভাগীয় শেয়ারের প্রতি সামান্য কাজ-কারবারের টান দেখা যায়। এর ফলে কিছু-কিছু শেয়ার দরের অল্প-স্বল্প উঠা-নামা হয়। ইণ্ডিয়ান কেমিক্যল ৪৭৯ আনায় বেচা-কেনা হইয়া ৪৭৯৷৷ ও পাটের দর একটু কম থাকে, কিন্তু বেচা-কেনার পরিমাণ অনেক কম হয়, বিশেষ করে পাটের শেয়ারে কোনো কাজ-কারবার হয় না বলা চলে। ইণ্ডিয়ানাইটের কিছু কাজ হয়, এই সময় তেমন ১১৮৷৷ আনায় বেচা-কেনা হয়; ইণ্ডিয়ান আয়রন ১২৮৷৷ আনায় আটকিয়া যায়, এর পরে কোনো উন্নতি-অবনতি ঘটে না। টাল কর্পোরেশনের অবস্থাও অনুরূপ ছিল—৯৩৸৷৷ আনায় উঠিবার এর পর ওঠে না, এর নীচেও নামে না। তাহের শেয়ারে তেমন প্রতি এই সূত্রে সামান্য খোঁজ-খবরের খোঁজ নেওয়া যায়।

এর পর বাজার বিলকুল খারাপ নেওয়া যায়। কোনো দরের কাজ-কারবার না হওয়ার দরুণ আর বাজারে খরিদ্দারের অভাবের, অল্পে শেয়ারের দাম বেশ খানা হয়ে অনেক নেমে যায়। এই সময় বাজারে এইরূপ গুজব রটে যে আসামের লিপ্‌ আয়রন (কাঁচা লোহা) রপ্তানি করা বন্ধ হইবে। এই খবরে কতকটা বাজারে চাঞ্চল্য লক্ষিত হয়। বিশেষ করে ইণ্ডিয়ান আয়রনের দর ৩২৷৷ থেকে ৩১৸৷৷ আনায় নেমে যায়। পাট ও কয়লার শেয়ারের প্রতি ত কেহ বা বিক্রেয় কাহার বিশেষত উৎসাহ দেখা যায় না। এর মধ্যে একমাত্র ভদ্রেশ্বরা কয়লার দরের ক্ষেত্রে একটু ব্যতিক্রম ঘটে। এর দর সামান্য চড়ে—৮.০ থেকে ৯৷৷৷ বিবিধ বিভাগে অ্যাসোসো ব্রাদার্স কেনার দরুণ খোঁজখবর ও দর-বদর করা হয়, তার ফলে এর দর সামান্য একটু চড়ে ৯৯৷ হয়।

বাজারের এই হালচালের মধ্যে চায়ের বাজারে একটু বেচা-কেনা চলে—আগষ্টাগষ্টার দর ২৩৸৷ হয়, এবং বেশ কিছু সংখ্যক হস্তান্তরের শেয়ার ১৮৷৷ টাকায় বেচা-কেনা হয়। ডেকপুর ও হাসাং ছাড়া অন্যান্য ২৭৷৷ ও ২৮৷৷ পর্যন্ত ওঠে।

এবার ফিরে কাপড়ের কলের দর সামান্য বেড়েছিল, এদিনের দর তখন হয় ১৮৷৷৷ টাকার।

সপ্তাহের শেষের দিকে বাজারের হালচাল বেশ মন্দ হয়, কোনো কিছু উন্নতি হয় নাই। যা-কিছু কাজ-কারবার হয় তার পরিমাণও অত্যন্ত সামান্য। যেমন কোলের দর ৪১৷৷ থেকে ৪০৷৷ টাকায় নেমে যায়। পাটের দরেও যথেষ্ট অবনতি ঘটে, ব্যবসার দর ২৮৸৷ থেকে ২৭৷৷ পর্যন্ত নেমে যায়, তারপর বাজার বন্ধ হওয়ার সময় এই দর ৮৸৷ উঠে হয় ২৮৷৷ টাকায়।

এই ভাবে গত সপ্তাহে বাজার বিশেষ মন্দার ভাব নিয়ে আরম্ভ হয়, এবং সপ্তাহ শেষেও তেমন ভাঙে নাই। বিবিধ বিভাগীয় কয়েকটি শেয়ারের কিছু ব্যবসা অবশ্য ঘটে। খরিদ্দারের অভাবে কিনবার জন্য সামান্য উৎসাহের ভাব দেখা যায়। কিন্তু তখনকার বেচা-কেনা না হওয়ার দরুণ বাজার পড়িয়া যায়। বাজারে পড়িয়া যাওয়া সত্ত্বেও বেচার জন্যে কোনো আগ্রহ পরিলক্ষিত হয় না।

বাজারের হালচাল

[বাজার বন্ধ কালীন দর]

সরকারী কাগজ

৫৲ সুদের (১৯৪৭-৫১) ১০১৷৷, ৫৲ সুদের (১৯৪৩-৫৪) ১০৩৸৷, ৩৲ সুদের (১৯৬৬) ১১৬৸৷৷, ৫৲ সুদের (১৯৪৪-৪৬) ১০৯৸৷, ৫৲ সুদের (১৯৫৩-৭১) ১০৬৸৷, ৫৲ সুদের (১৯৪৭-৭০) ১১০৲৷

ব্যাঙ্ক

বেঙ্গল সেন্ট্রাল ৭৸৷, হিন্দুস্থান কমার্শিয়াল ৫২৲, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ৪৪৲৷

কাপড়ের কল

নিউ ভিক্টোরিয়া ৬৸৷, বেঙ্গল নাগপুর ৯৪৷, বাসন্তী ১৸৷৷

কয়লা

বেঙ্গল ৪০৲, ভালসোরা ৯৷, ইকুইটেবল্‌ ৯৪৫৷, ফুলঝরিয়া ৯৷, ভালচের ৫১৸৷, অ্যাসোসিয়েটেড কয়লাপুরা ৯৸৷, বরাকর ১১৬৸৷, সাউথ কয়লাপুরা ১৯৩৸৷৷

পাট

আলবার্ট ১১৩৲, অকল্যাণ্ড ১১১৲, টাদহাটী ১১৫৲, ফোর্ট ৩০৲, হাওড়া ২১৸৷, কিলিক ১১৫৲, কৈহাটী ১১০৲, নৈহাটী ১১০৲, নর্থব্রুক ৭৫৸৷৷, রেলিহেন্স ৫৫৸৷৷, বিলাসপুর ৫১৸৷৷, শ্যামনগর ১৩৫৲, বেঙ্গল ১৪৯৲।

খনি

ওরিয়েন্টাল টিন ৬৲৷৷, ইণ্ডিয়ান কপার ২৷৷৷, কুদা কর্পোরেশন ২৸৷৷, কলসপুরা ১৯৸৷৷

সিমেন্ট

আসানসোল ১৫৸৷৷,
বেঙ্গল আসাম ৭৸৷৷

ইঞ্জিনিয়ারিং

বার্ন আণ্ড কোং ১৭৫৲, কুমারধুবী ৪৸৷৷, ইণ্ডিয়ান আয়রন ১৭৬৸৷৷, মার্টিনবার্ন ৭৬৷৷, টাল কর্পোরেশন ২১৬৸৷৷, টেবমুহাইল মেশিনারি ৭৷৷

চা

বিশ্বনাথ ৩৫৷৷, ডিক্রুগড় ১৷৷৷, ডেমমুখ ২২৬৷৷, বাগানবাড়ী ২৯৫৲।

চিনি

হাসমনস্ কেন্‌ ১৪১৸৷, ন্যাশন্যাল কোং ১৬৷৷।

বিবিধ

অ্যাসুমিনিয়ম কর্পোরেশন ৪৬৸৷৷, অ্যাসোসো ব্রাদার্স ২৯১৷৷, বি আই কর্পোরেশন ৯৸৷৷, ক্যালকাটা কেমিক্যাল ৪৯৸৷৷ আসলে ধরা ৪৪৩৸৷৷, ইণ্ডিয়ান কেমিক্যল ৪৭৯৷৷, ইণ্ডিয়ান ব্রাসপাল এয়ারক্রেফ্ট ৩৸৷৷, মার্টিন বার্ন ১৬৲, স্টেইল কর্পোরেশন ৫৲।

(পূর্ণ পৃষ্ঠার পর)

পণ্যদ্রব্যের বাজার

এবং ধরও কোন কোন ক্ষেত্রে ৵০ আনা হইতে ৶০ আনা পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়।

চলিত আর্থিক বৎসরে ভূমির মূল্যক্রমে ভারতীয় চায়ের রপ্তানি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভূমিমূল্য হ্রাসের ফলে উৎপাদন ও রপ্তানির দিক হইতে লাভ করা গিয়াছে। তবে চায়ের উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে। ১৯৩৯ সালে ১লা এপ্রিল হইতে ডিসেম্বর মাসাবধি পর্যন্ত ভূমিমূল্যই ৯,১২,৩৩,০০০ পাউণ্ড চা রপ্তানি হইয়াছে। সেক্ষেত্রে ১৯৩৮ সালের উক্ত সময়ে রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৯১,৩৩,০০০ পাউণ্ড। কাজেকাজ এই সময়কালের জন্য পূর্ববর্তী বৎসরের ৪১,০০,০০০ পাউণ্ডের স্থলে ১,৪৯,০০,০০০ পাউণ্ড রপ্তানি করা হইয়াছে।

ইণ্ডাবতী প্রেস ১৯৩, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও আর্থিক জগৎ লিঃ এর পক্ষে এবং কমার্শিয়াল বিল্ডিংস, ১৫নং ক্লেভেলী সুকায়া রোড, কলিকাতা—১ হইতে প্রকাশিত। মুদ্রাকর :—শ্রীহরপ্রসন্ন মল্লিক

REGD. No. C3105.

আর্থিক ভারত

ARTHIK BHARAT

অর্থনৈতিক সাপ্তাহিক

২য় বর্ষ ৩৬ সংখ্যা] কলিকাতা, বুধবার ১৮ই মাঘ ১৩৫৬; ১লা ফেব্রুয়ারী, [মূল্য ৩

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		বিশেষ প্রবন্ধ	
সর্বোদয়	৫৭১	আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক	
		সংবাদ সংকলন	
প্রাসঙ্গিক	৫৭৪	পণ্যদ্রব্যের বাজার	
দেশের শ্রী ও সম্পদ		বম্বের ধরিত সংশোধিত মূল্য	
বীমা সংশোধন অর্ডিন্যান্স		স্টকের বাজার	
বিদেশী প্রত্যবলম্বী		কর্মহীন	

সর্বোদয়ের পথ

যেসভার হাত ধরে যে মহামানব আমাদের দুর্ভাগা প্রপীড়িত দেশে আলোকের বন্যা আনয়ন করেছিলেন সেই দেবতাকে আমরা বিদায় দিয়াছি। বাপুজীর যাঁহারা উত্তরাধিকারী তাঁহাদের নিকট দেশ আশা করিয়াছিল যে তাঁহারা বাপুজীর শিক্ষায় দীক্ষিত ও অনুপ্রাণিত বলিয়া দেশের ভাগ্য তাহাদের হাতে নিরাপদ, কিন্তু বাপুজীর তিরোধানের দুই বৎসরের মধ্যে দেশের আকাশে দুর্যোগের কৃষ্ণমেঘ বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে এবং শীঘ্রই যে তাহা অপসারিত হইবে তাহা সরকারী আশ্বাস সত্ত্বেও আমরা বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। সরকারী অপটুতা, আন্তর্জাতিক উদ্বেগ ও আন্তর্জাতিক সংঘর্ষের ঘূর্ণাবর্তে দেশের রাষ্ট্রতরী যে বিপদসঙ্কুল পথ অতিক্রম করিয়া লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারিবে সে সম্ভাবনা দিনের পর দিন সুদূরবর্তী হইয়া পড়িতেছে। সেইজন্য গান্ধীজির দ্বিতীয় পুণ্যতিথি দিবসে তাঁহার প্রদর্শিত সর্বোদয়ের সমাজ গঠনে পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা করার বিশেষ তাৎপর্য রহিয়াছে। কারণ আমাদের বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় যদি আমূল পরিবর্তন সাধন করা না হয় তাহা হইলে কম্যুনিজমের কবল হইতে ৩০ কোটি নরনারীকে রক্ষা করা যে অসম্ভব তাহা এখন আর কাহাকে বুঝাইয়া বলিবার প্রয়োজন নাই।

সর্বোদয় সমাজগঠনে বিশ্বাসী কবিগুরু যেইজন্য গান্ধীজীর দ্বিতীয় পুণ্যতিথি দিবসে দেশের সম্মুখে যে সর্বোদয় সমাজ গঠন পরিকল্পনা উপস্থিত করিয়াছেন তাহার গুরুত্ব সেইজন্য অত্যন্ত বেশী। যে মূলনীতি ও দৃষ্টিভঙ্গী হইতে এই পরিকল্পনা জন্মলাভ করিয়াছে তাহা সমাজ ও রাষ্ট্রের আমূল পরিবর্তনই দাবী করিতেছে। সর্বোদয় পরিকল্পনা যাহারা প্রণয়ন করিয়াছেন তাঁহারা গান্ধীজীর আদর্শ ও উদ্দেশ্যকে বাস্তবে রূপায়িত করিবার পন্থারই ইঙ্গিত দিয়াছেন, সেই পন্থা অনুসরণে বাধাবিঘ্ন যথেষ্ট আছে কিন্তু বাধা বিঘ্নের ভয়ে সময়ক্ষয়ের নামে মূলনীতি বিসর্জন দিলে বাধাবিঘ্ন অপসৃত না হইয়া উত্তরোত্তর আমাদিগকে পথভ্রষ্ট ও লক্ষ্যভ্রষ্টই করিতে থাকে। গত দুই আড়াই বৎসর যাবৎ আমরা এই অশুভ ইঙ্গিতই বার বার রাষ্ট্র ও সমাজজীবনে প্রতিফলিত হইতে দেখিতেছি।

অন্তত সন্তাবনাকে তার ফলে অনেক বাড়িয়ে দিয়ে তাই তবে দেশবাসীকে বিশেষভাবে ভাবিয়া দেখিতে হইবে বর্তমান পৃথিবীর এবং আমাদের দেশের বাস্তব অবস্থার মধ্যে আমরা কতখানি পরিবর্তনকে সাগ্রহযুক্ত করিতে পারি কিনা।

এই পরিবর্তনার মূলকথা পুঁজিহীনী সমাজের বিশ্লেষণ সাধন। সেই বিশ্লেষণ দুই উপায়ে সাধন করা যায়—(১) অনুমিষ্ট উপায়ে হিংসার উপর ভিত্তি করিয়া শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্বে বা অনুমিষ্ট পার্টিগুলির একনায়কত্বে (২) গান্ধীজী কথিত অহিংস উপায়ে। প্রথমোক্ত উপায়ে পুঁজিবাদীদের বিশ্লেষণসাধন হইয়াছে কি'হাই ও বিপ্লব যুদ্ধের পরে কয়েকটি দেশে কিন্তু প্রথমোক্ত পথে সাধারণের আর্থিক মঙ্গল হইয়াছে সাক্ষাৎ নাই কিন্তু সে পথে দেশবাসীর মনে শান্তি আসে এই সমাজতন্ত্রের সফলতার কথাও আজ পর্যন্ত শোনা যায় নাই। প্রথমোক্ত পথের লোকেরা তাই তাহারা ছোর-চাঁদিয়া মানুষের মনটাকে এইভাবে গড়িয়া তুলিতে চাহেন যাহাতে তাহারা এমন শিক্ষিত ও উন্নত হইয়া উঠিতে পারে যে তাহারা নিজেরাই সমাজ ও রাষ্ট্রকে চালাইতে শিখিবে। তাহাদের এই পরিবর্তনা এখনও সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই এবং যদি কখনও হয়েও তাহার ফল যে কল্যাণকর ও শক্তিকর হইবে, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। তাহার তুলনায় দ্বিতীয় পন্থা অনেক সহজতর বলিয়াই বর্তমান তাহাই আলোচ্য।

গান্ধীজীর মতে ... শুধু হিংসাকে দূরে করিয়া আমরা উহার ফল ও পরে কলাকে চালিতে পারিব। তাঁহার মতের সার কথা হইল "একদল মানুষ অর্থ ও বাহুবলে বিপুলসংখ্যক মানুষকে শোষণ করিতেছে। এই শোষকশ্রেণীর হাতেই সমস্ত অর্থিক ও রাষ্ট্রশক্তি কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। এই শোষণশক্তিরই অন্য নাম হইল পুঁজিবাদ। সেইজন্য গান্ধীজী পুঁজিবাদের অবসান কামনা করেন। কার্ল মার্কস ও লেনিন ও পুঁজিবাদের অবসানের পথ দেখাইয়াছেন কিন্তু তাঁহাদের বাস্তবিক অসাধারণ গুণাবলীর প্রশংসা করিয়াও গান্ধীজী তাঁহাদের প্রদর্শিত পথকে সমর্থন করিতে পারেন নাই। গান্ধীজী মনে করেন পুঁজিবাদকে ধ্বংস করিতে হইলে অহিংস উপায় গ্রহণ করাই সমীচীন এবং তাঁহার দৃঢ় ধারণা যে উৎস হইতে পুঁজিবাদ সৃষ্টি হয় সেই উৎসমুখকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিলেই পুঁজিবাদ আপনা হইতে খসিয়া পড়িবে এবং কোনদিনই মাথা তুলিতে পারিবে না।

"পুঁজিবাদ যন্ত্র ও রাষ্ট্রশক্তিকে নিজের অনুকূলে ব্যবহার করিয়াই নিজের পায় দিন পুঁজিকে ফাঁপাইয়া চলিয়াছে এবং উহারই ফলে সমাজতন্ত্রে কোটি কোটি কৃষক, মজুর ও প্রজাসাধারণের অন্ন-বস্ত্র-গৃহহারা হইয়া অশিক্ষা ও অস্বাস্থ্যের পায় অন্ধকূপে নিক্ষিপ্ত হইতেছে। উহা হইতে উদ্ধার পাওয়ার উপায় রাষ্ট্রের হাতে যন্ত্র ও ক্ষমতাকে তুলিয়া দেওয়া নহে—জনসাধারণেরই হাতে যন্ত্র ও ক্ষমতা বণ্টন করিয়া দেওয়া। "বিকেন্দ্রিত উৎপাদন ও বণ্টন-ব্যবস্থা দ্বারা আর্থিক শোষণ-পথ ও বিকেন্দ্রিত রাজনৈতিক ক্ষমতা-দ্বারা অপরাধ ও শাস্তির শোষণ-পথ রুদ্ধ করা"। এই উভয় ব্যবস্থারই মূলনীতি অহিংসা বা সত্যকে অবলম্বন করেই, দেখা যাইতেছে, এই পথে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রকে পরিচালনা করিতে হইলে প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গী, প্রচলিত শাসনব্যবস্থা আর্থিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন।

গান্ধীজীর উক্ত মতবাদের সহিত পরিপূর্ণ সমঞ্জস রাখিয়াই বর্তমান গান্ধীশিষ্যরা সর্বোদয় পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন এবং এই হিসাবে তাঁহাদের পরিকল্পনা ভারতের বর্তমান জনাধিক্যের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সম্পূর্ণ বিরোধী। আদর্শ ও উদ্দেশ্যের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া ইহা কৃষি শিল্প, ব্যাঙ্ক বাণিজ্য ইত্যাদির স্বরূপ কি হইবে তাহার একটি রেখাচিত্র আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে। এই পরিকল্পনানুযায়ী সমাজের বিন্যাসদানে কৃষি চাষীকে দিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। বর্তমান অবস্থার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া যে পরিমাণ জমিতে যথোপযুক্ত জীবনধারণের মান বজায় রাখিবার মত আয় করা সম্ভব সেই পরিমাণ জমি-ই মাত্র একটি পরিবারকে দেওয়া হইবে। ঐ জমিতে কৃষকের যত খাটিলেও, তাহাকে গ্রাম কাউন্সিলের কতিপয় নিয়ম-নীতি মানিয়া উহা চাষবাস করিতে হইবে। এই গ্রাম কাউন্সিল গ্রাম-পঞ্চায়েতেই সৃষ্টি করিবে এবং গ্রাম-পঞ্চায়েতও আবার প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারেই নির্বাচিত হইবে।

"শিল্প সম্পর্কে এই পরিকল্পনায় মূলনীতি ইহাই স্থির করা হইয়াছে যে, যে সকল দ্রব্য বিকেন্দ্রিত ব্যবস্থায় উৎপন্ন করা সম্ভব, কেন্দ্রীভূত শিল্পের দ্বারা উৎপাদন না করা। বৈদ্যুতিক-শক্তি উৎপাদন, খনি, ধাতু প্রভৃতি, বন, দূরত্ব ইঞ্জিনিয়ারিং, মেশিনারী ও যন্ত্রপাতি এবং কেমিক্যালস্ প্রভৃতির ক্ষেত্রেই মাত্র কেন্দ্রীভূত শিল্প সীমাবদ্ধ থাকিবে। কেন্দ্রীভূত শিল্পের মূল লক্ষ্য থাকিবে বিকেন্দ্রিত শিল্পগুলিকে সাহায্য করা—উহাকে ধ্বংস করা নহে। এই কেন্দ্রীভূত শিল্পও সমবায় প্রতিষ্ঠান, সমবায় সমিতি বা সরকারের পরিচালনাধীনে থাকিবে। বর্তমানে যে সকল বৃহৎ-শিল্প কুটীর-শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতা করিতেছে, তাহাদিগের উপর কর বসাইয়া এবং সেই করলব্ধ অর্থ দ্বারা কুটীর-শিল্পকে সাহায্য করিয়া এই অসম প্রতিযোগিতার পথ রোধ করিতে হইবে। নূতন কলকারখানা বসাইতে বা যে সকল যন্ত্রপাতির আমদানী বিফল হইয়াছে, তাহা বসাইবার অনুমতি আর দেওয়া হইবে না। এই-ভাবে ধীরে ধীরে বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বৃহৎ-শিল্পকে কুটীর-শিল্পের জন্য স্থান করিয়া দিয়া বিদায় গ্রহণ করিবার সুপারিশ এই পরিকল্পনায় করা হইয়াছে।

"মূলতঃ এই দৃষ্টিভঙ্গীকে সম্মুখে রাখিয়াই শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ ব্যবস্থা, উৎপন্ন-দ্রব্য বণ্টন-ব্যবস্থার সুষ্ঠু সুপারিশ এই পরিকল্পনায় ব্যক্ত হইয়াছে। সর্বোপরি গ্রামের শাসন-ব্যবস্থা গ্রাম-পঞ্চায়েতের উপরই বহুলাংশে ছাড়িয়া দিবার প্রস্তাবও ইহাতে করা হইয়াছে। রাজস্বের শতকরা ৬০ ভাগ গ্রাম-পঞ্চায়েত মারফৎ ব্যয় করিবার পরামর্শ ও রাজস্ব আদায়ের ভার পঞ্চায়েতের উপরই দিবার সুপারিশ করা হইয়াছে।"

উপরিউক্ত পরিকল্পনার মূল কথাগুলির সঙ্গে পশ্চিমী সমাজতন্ত্রবাদ বা সাম্যবাদের বাহ্যিক সাদৃশ্য না থাকিলেও খুব অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ, পদ্ধতি ও কাঠামোর যে মিল রহিয়াছে তাহা অভিজ্ঞমহল ছাড়া সকলেই স্বীকার করিবেন। যানবাহন ও যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে পুঁজিবাদের বর্তমান যে সংকট দেখা দিয়াছে তাহার সহিত যাহার সামান্য পরিচয় আছে তিনিই স্বীকার করিবেন যে পুঁজিবাদের দিন ক্রমশঃ ঘনাইয়া আসিতেছে। সাম্যবাদ হউক বা সমাজতন্ত্রবাদ হউক, ভারতের মাটিতে তাহাদের সম্প্রসারণের বিশেষ অসুবিধা আছে, তাহার কারণ ভারতের জনসাধারণের মানসিক অবস্থা ও অর্থনৈতিক জীবনযাত্রার সহিত পশ্চিমের বহু পার্থক্য রহিয়াছে এবং তাহার পরিবর্তন অদূরভবিষ্যতেও সম্ভব নহে।

সেইজন্য দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি ও আর্থিক দুর্দিনের বন্ধ করিতে হইলে এমন একটি পথ গ্রহণ করিতে হইবে যাহাতে ধনী শ্রেণীর বাসনায় আঘাত পড়ে অথচ তাহাদের আজ জীবনযাত্রার পদ্ধতিতে কোন সাময়িক দেখা যাবে। কংগ্রেসের জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির সুপারিশ এমন সরকারী মহলে স্বীকৃতি হইয়া পড়িয়াছে সেই হিসাবে এই সাম্প্রতিক পরিকল্পনা যদি দেশবাসীর মনে বেশাপাত করে তবে পরিকল্পনাকারীদের শ্রম সার্থক হইবে এবং বিশেষজ্ঞরা কংগ্রেস নেতৃত্বের পথ খুঁজিয়া পাইবেন।

কিন্তু সে সম্ভাবনা কোথা

ভারতে শিল্পোন্নয়ন প্রচেষ্টায় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গুরুত্ব

গত বছরে ডিসেম্বরে পাটনা কমার্স কলেজে ছাত্র এবং অধ্যাপকদের এক সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে ইণ্ডিয়ান নেশন পত্রিকার সম্পাদক ডাঃ পল্টেন ভারতে অর্থনৈতিক সংকটের আশঙ্কা বিশ্লেষণ করেন।

ডাঃ সেন বিশেষ জোরের সহিত বলেন ভারতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরাই তাহাদের উদ্বৃত্ত আয়ের অংশ দেশের শিল্প উন্নয়ন প্রচেষ্টায় বিনিয়োগ করিবে। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের সুনিশ্চিত দায়ন সম্পূর্ণরূপে সফল না হইলে শিল্প উন্নয়ন একরূপ অসম্ভব।

বক্তৃতার প্রারম্ভে ডাঃ সেন বলেন যে সকল অর্থনীতিবিদ মনে করেন যে ভারতবর্ষ প্রধানতঃ কৃষি উৎপাদনেরই উপযোগী, তিনি তাঁহাদের সহিত একমত নহেন। ভারতবর্ষে প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদের প্রাচুর্য হইতেই প্রমাণিত হয় যে এই দেশ শিল্পোন্নয়নের জন্যই চিহ্নিত। অধিকন্তু দেশ বিভাগের পর ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামোর মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভারতে চিরদিনই উদ্বৃত্ত বাণিজ্য, কিন্তু দেশ বিভাগের পর ঘাটতি হইতেছে। ভারতে সর্বপ্রধান রপ্তানিযোগ্য উৎপাদন সামগ্রী হইল পাট। কিন্তু পাট পাকিস্তানে রহিয়াছে। খনিজের ক্ষেত্রেও অবস্থা এইরূপ, কারণ বিদেশ হইতে আমদানীকৃত তুলার উপর আমরা নির্ভরশীল। ভারতবর্ষ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের খাদ্যশস্য উৎপাদনে উদ্বৃত্ত ক্ষেত্রগুলি হারাইয়াছে। সুতরাং এই সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, ভারতবর্ষকে যদি আজ বাঁচিয়া থাকিতে হয় তাহা হইলে রপ্তানিযোগ্য নূতন উৎপাদন শিল্পের উপর নির্ভর করিয়াই বাঁচিতে হইবে। ভারতবর্ষ যে পর্যন্ত পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করিতে না পারে তাহা হইলে তুলা, পাট, এমন কি প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য পর্যন্ত আমদানী করা সম্ভব হইবে না। তিনি বলেন, পরিষ্কার দেখা যাইতেছে যে, ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থার সহিত ইংলণ্ডের অর্থনৈতিক অবস্থার তুলনা করা যাইতে পারে। ইংলণ্ড শিল্পজাত রপ্তানি বাণিজ্যের উপরই নির্ভর করিয়া বাঁচিতে পারিবে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ঘাটতিই আজ স্বরূপ করাইয়া দিতেছে যে, এখনে শিল্প এবং রপ্তানি বাণিজ্যের ত্বরিত ও ব্যাপক প্রচেষ্টা প্রয়োজন।

রপ্তানি বাণিজ্য ক্ষেত্রে অসুবিধার কথা উল্লেখ করিয়া ডাঃ সেন বলেন, যে কোন অর্থনৈতিক সংস্থার সঙ্গে প্রব্যমূল্যের স্তর সংক্রান্ত ব্যাপারটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণ করিতে হইলে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে শিল্পদ্রব্যের মূল্য যথাসম্ভব হ্রাস করিতে হইবে। ভারতবর্ষে শিল্পদ্রব্যের মূল্য অত্যধিক হওয়ায় বিশেষ সংকটের কারণ দেখা দিয়াছে। উৎপাদনের তুলনায় মজুরীর হার বেশী, কাঁচা মালের মূল্য অত্যধিক এবং পরিচালন ব্যবস্থার দক্ষতার অভাবও লক্ষ্য করা যায়। এই অসুবিধা গুলি দূর না হইলে রপ্তানি বাণিজ্যের উন্নয়ন সম্ভব হইবে না।

শিল্পোন্নয়নের জন্য নূতন পুঁজির প্রয়োজন বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ভারতে ধনাগমনতঃ এই পুঁজি সংগৃহীত হবে। অনেকের মনে হইতে পারে যে, এখনো শিল্প প্রচেষ্টায় বিনিয়োজিত পুঁজির অধিকাংশ পাওয়া গিয়াছে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেদের নিকট হইতে। সম্প্রতি কলিকাতার শ্রীমাহেশ্বরী ছোটমুটি হিসাব লইয়া দেখিয়াছেন যে, ভারতে বিভিন্ন যৌথ কারবারের ছোট ২০ লক্ষ শেয়ার ক্রেতার মধ্যে ২০ লক্ষ শেয়ার ক্রেতার শেয়ারের মূল্য ১০ হাজার টাকার কম। ইহা হইতে সহজে প্রতীয়মান হয় যে, পুঁজিপতি শ্রেণীর লোকেরা এখনো শিল্প প্রচেষ্টায় অর্থ ঢালতে রাজী। বাস্তবক্ষেত্রে উৎপাদনকারী অথবা শিল্পদ্যোগ উৎপাদনকারীদের মুখে বিশ্লেষিত হইয়া এই অঙ্ক বিশ্লেষণ করা হয়। কিন্তু মুর্খ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্ধ কেহ একটি কথাও বলে না। কাঁচা মালের মূল্যবৃদ্ধি এবং শিল্প-শ্রমিকের মজুরী বৃদ্ধির ফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরাই বেশী দুর্ভোগ ভোগ করিতেছে। স্বাধীনতা লাভের পর হইতে দ্রব্য মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি পাইতেছে এবং তাহার ফলে কাঁচা মাল উৎপাদনকারী অথবা শিল্পদ্যোগ উৎপাদনকারী লোকেরাই লাভবান হইয়াছে বেশী। ইহার ফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা আজ নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছে; বাস্তবক্ষেত্রে ক্রয় করিয়া তাহাদের আর এক পয়সাও উদ্বৃত্ত থাকে না।

ডাঃ সেন আরও বলেন, ছোটর উপর ইহার ফলে দেশের প্রোডাকশন যেন সহজ এলাকা হইতে পল্লী এলাকা অভিমুখে প্রধাবিত হইতেছে। পল্লী এলাকার লোকেরা অর্থের যথোপযুক্ত

(শেষাংশ ৩৭৪ পৃষ্ঠায়)

প্রাসঙ্গিক

লেদের শ্রী ও সম্পদ

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে লেদারের শ্রীবৃদ্ধি সম্বন্ধে বাণিজ্যোপদেষ্টা ঔষধ ব্যবসায়ীদের সুবিধার জন্য আজ এক বক্তৃতায় বলেন যে, ভারতে এখন যে অর্থনৈতিক সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে, তাহা নূতন কিছু নহে, এবং এই সমস্ত অভিজ্ঞতা করিতে হইলে বিদেশ হইতে অন্ত আমদানী বন্ধ হইয়া যাইবে চলিবে না বলিয়া তিনি মত প্রকাশ করিয়া বিভিন্ন উপায়ে কাজ করিতে হইবে। আমরা শ্রীযুক্ত বাণিজ্যোপদেষ্টার সহিত এ বিষয়ে একমত। আমরাও বিশ্বাস করি যে, ভারতকে দৃঢ় করিতে হইলে উহার ও উহার লোক, সাহস ও নিষ্ঠার সহিত কাজ করা একান্ত দরকার। এই সূত্রে আর একটি সংবাদের কথা উল্লেখযোগ্য। বোম্বাইয়ের কাপড়ের কলের সমিতি ভারতের এই সমস্ত অভিজ্ঞতা কাজে লাগাইয়া ইতিমধ্যেই একটি সমিতি এবং প্রচার বিভাগ সংগঠনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। প্রকাশ যে, ভারতের সমস্ত কাপড়ের কলের বৈদেশিক কাপড় ক্রয় করিয়া দেশের আজ প্রয়োজনীয় সমস্যার উৎপাদনের জন্য যেই উৎপাদন বাড়ান হইবে এবং উৎপাদকদের নিকট প্রচার করিব

আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্ক

বিশ্ব ব্যাঙ্কের [illegible] সাহায্যে [illegible] দুঃস্থ অঞ্চলে যে কোনোরূপ অনুন্নয়ন [illegible] হয়েছে, তাহার মধ্যে [illegible] সাহায্যের [illegible] বিভিন্ন দেশের [illegible] পুনর্বিবেচনার [illegible] অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের [illegible] করা করিবার [illegible] যে সাহায্য প্রদান করেন, তাহার [illegible] আন্তর্জাতিক [illegible] বিনিময়ের [illegible] প্রতিষ্ঠা হয়। [illegible] পুনর্গঠনের [illegible] "আর্থিক" ও "প্রযুক্তিগত" [illegible] আন্তর্জাতিক সাহায্য [illegible] করিয়াছিল। [illegible] বিশ্ব ব্যাঙ্ক [illegible] করিয়াছে। [illegible] বিশ্বব্যাঙ্ক ও আন্তর্জাতিক [illegible] [illegible] [illegible]

মুদ্রণ না করিয়া যে অতিরিক্ত সৃষ্টি করিয়াছে তাহার ফলে তাহার সমস্যাগুলির সমাধান সম্পর্কে সন্দেহের সৃষ্টি হইয়াছে।

যে যাহা হৌক, এখন বিশ্ব-ব্যাঙ্কের লক্ষ্য কি সেই প্রশ্নে ফিরিয়া আসা যাউক। বিশ্ব-ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার সময় ঘোষণা করা হয় যে পৃথিবীর যে সমস্ত দেশ যুদ্ধের আঘাতজনিত বিধ্বস্ত হইয়াছে, উপনিবেশে শিক্ষা ও দৃষ্টি-ব্যবস্থার পুনর্গঠনের জন্য এবং যে সমস্ত দেশ এখনও শিল্প ও কৃষিতে অনগ্রসর রহিয়াছে, তাহাদের তাহাতে নীতই পৃথিবীর উন্নত অর্থিক-গুলির সমকক্ষ হইতে পারে, সেই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া বিশ্ব-ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা করা হইল।"

পুনর্গঠন

৫০টি দেশের প্রতিনিধি ও প্রায় ১৮ মিলিয়ন ডলার ব্যাঙ্কের মূলধনে হিসাবে সাধুহীত হয়। উক্ত ৫০টি সদস্য দেশগুলির আর্থিক সঙ্গতি অনুযায়ীই উহা নির্দিষ্ট হয়। তবে উক্ত দেশগুলি প্রথম কিস্তিতে তাহাদের উহার শতকরা ২০ ভাগ ব্যাঙ্কে জমা দেয়— অবশিষ্ট ২ ভাগ স্বর্ণ বা মুদ্রাগুলির ডলার এবং বাকী ১৮ ভাগ নিজ নিজ দেশের মুদ্রা। বাকী ৮০ ভাগ ব্যাঙ্কের প্রয়োজন-অনুযায়ী তহবিলরূপে দেওয়ার জন্য দেশগুলি অতিরিক্ত থাকে। কিন্তু যে পরিমাণ টাকা উপরোক্তভাবে সাধুহীত হয়, তাহার মধ্যে যে ব্যাঙ্কগুলিতে জমা করা আছে, তাহা হইতে অনুমেয়। সেইজন্য ব্যাঙ্ক সদস্যদেরই ছাড়াও বহু বা অপরাপর বিভিন্ন করিয়া জনসাধারণের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ শুরু করে। পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র মার্কিনযুক্তরাষ্ট্রের জনসাধারণ বা প্রতিষ্ঠানগুলিই ঋণ দান করিতে সমর্থ; সেই জন্য ১৯৪৭ সালে ব্যাঙ্ক প্রথমেই যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে ঋণের জন্য আবেদন জানায় এবং ঐ আবেদনের আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যায়, প্রথমবারেই ব্যাঙ্ক দশ বৎসরের জন্য শতকরা ২/৪ ভাগ সুদের ১০০ মিলিয়ন ডলার-মূল্য ঋণ-পত্রের ক্রেতা সংগ্রহ ও তাহা সুদের ১৫০ মিলিয়ন ডলারের ঋণপত্র বিলি করিতে সমর্থ হয়। এমনকি শতকরা ৩ ভাগ সুদের ঋণপত্র ঐ বাজারে উচ্চ দরেও বিক্রীত হয়। দ্বিতীয়বারে ব্যাঙ্ক ২৫ বৎসরের জন্য শতকরা ২৫/৪ ভাগ সুদের ১৫ মিলিয়ন ডলার যুক্তরাষ্ট্রের জন্য আবেদন করে কিন্তু ব্যাঙ্ক ও ইন্টারন্যাশনাল সেক্যুরিটিজ ঐ সকল ঋণপত্র ক্রয় করে বলিয়া ঐ সকল ঋণপত্র বাজারে বিলি করা হয় নাই।

সরকার প্রতিষ্ঠান

বিশ্ব-ব্যাঙ্ক পৃথিবীর ৫০টি দেশের সরকার প্রতিষ্ঠান বলিয়া অনগ্রসর দেশের নিকট হইতে কোন সুদাদায় তহবিল করে না। সেইজন্য এই ব্যাঙ্কের মূলধন ও কার্যপ্রণালী বুদ্ধি পাইয়াছে বলা চলে। ব্যাঙ্ক ঐ ৫০টি সদস্য-দেশে ছাড়া অন্য কোন দেশ বিনিয়োগ করে না, তবে তবু যে কয়টিতে অবশ্য করা হয় তাহা নহে। তাই অনুন্নোদিত সাধারণ প্রতিষ্ঠানগুলিকে ব্যাঙ্ক অবশ্য করিতে পারে যদি ব্যাঙ্ক মনে করে যে উক্ত ঋণের দ্বারা দেশের সম্পদ বৃদ্ধিতে সহায়তা ঘটিবে।

তবে ব্যাঙ্ক অবশ্য করিবার সময় আর সরকারের সহিত অন্যান্যের ঋণদেয়ের বিবেচনা করে বলিয়া অবশ্য কাজে অনেক বিলম্ব ঘটে। প্রথমে দেশের পরিবহনব্যবস্থার সংস্কার করা সম্ভব হয় নাই সেই সব ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক অবশ্য করে না। বিদেশের কোন দেশের বিশেষ পরিবহনের কার্য-হইলে অথবা অন্যান্য দেশের বা ঐ দেশেরই ব্যক্তিবিশেষ সহিত প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পাইবার আশঙ্কা থাকে। সেই সব ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক অবশ্য করিতে পারে না। তাহাড়া অনগ্রসর দেশের বাণিজ্যিক উন্নতির এবং ঐ দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো ও সরকারী আয়-ব্যয়ের পুনর্গঠনে বিশেষ সহায়তা করিয়া ব্যাঙ্ক অবশ্য করার প্রস্তাব বিবেচনা করে। সেইজন্য অনেক সময় অনগ্রসর দেশে ব্যাঙ্ক অনুসন্ধান-কমিশন পাঠায়। তাহাড়া ব্যাঙ্ক যদি মনে করে যে, অবশ্যাধী দেশের নিজের চেষ্টায় আত্মপ্রতিষ্ঠা হইবার সুযোগ বা সামর্থ আছে তাহা হইলে তাহাদের ঋণ প্রার্থনা মঞ্জুর করিতে ব্যাঙ্ক বাধ্য হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিতে যা অনগ্রসর দেশে যাহাতে মূলধন বিনিযুক্ত হয়, তাহার জন্য ব্যাঙ্ক সর্বপ্রকারে সাহায্য করে। কারণ, পৃথিবীর বিশেষ করিয়া এশিয়ার ও আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলের আর্থিক উন্নতি সৃষ্টি করিবার উপযুক্ত শক্তি বিশ্ব ব্যাঙ্কের নাই এবং তাহা কোন বিশেষ প্রতিষ্ঠানের একক প্রচেষ্টার যে সম্ভব নহে তাহা স্বাভাবিক।

এ-পর্যন্ত ব্যাঙ্ক বিভিন্ন দেশে ৬০০ হইতে ৭০০ মিলিয়ন ডলার ঋণ দান করিয়াছে। অবশ্য ইউরোপীয় দেশগুলিই সর্ব-প্রথমেই এই ঋণের সুযোগ পায়, কারণ তাহাদের পরিবহনব্যবস্থা দ্রুত করিবার যা কার্যকরী করিবার দেরী হয় নাই এবং তাহা-দের ঋণ প্রত্যর্পণের সম্ভাবনা অন্যান্য দেশের তুলনায় বেশী। তবে একথা মনে করিলে ভুল হইবে যে, সদস্য-রাষ্ট্রগুলি শুধু যে ঋণের টাকা পাইয়াছে, শুধু সেই পরিমাণ ঋণ পায়, অনেক পরিমাণ বিশ্ব ব্যাঙ্কই তাহাদের প্রয়োজনমতো।

এ সমস্ত ইউরোপীয় বা দক্ষিণ-আমেরিকার দেশগুলি বেশীর ভাগ ঋণ পাইয়া থাকিলেও মধ্যপ্রাচ্যে এশিয়ার অনুন্নত দেশগুলিও ঋণ লাভের চেষ্টা করিতেছে। সিরিয়া, লেবানন ও পাকিস্তানে অবশ্যের প্রস্তাব ব্যাঙ্ক এখন বিবেচনা করিতেছে। ভারত ইতিমধ্যে কিছু ঋণ পাইয়াছে এবং আরও কিছু ঋণ পাইবে বলিয়া মনে হয়। ব্যাঙ্ক অনগ্রসর দেশের নিকট হইতে যে সুদ আদায় করে, তাহা সামান্যমাত্র। যেমন ব্যাঙ্কের শতকরা ৫ ভাগ সুদে ঋণ দেওয়া হইয়াছে এবং ঐ অর্থের যারা সংগৃহীত অর্থ হইতে ব্যাঙ্ক মাত্র শতকরা ১.৪ ভাগ সুদ দিয়া বিশ্বের দেশে অবশ্য করিয়াছে। ঐ অর্থ ব্যাঙ্ক পরিচালন কার্যে ব্যয় হয়।

ব্যাঙ্কের কার্য কিন্তু ঋণদানেই বৃদ্ধি পাইতেছে এমন নহে, এশিয়ার দেশগুলির চাহিদা মিটাইতে হইলে ব্যাঙ্কের আরও অনেক বড় ও শক্তিশালী হইতে হইবে। রাজনৈতিক কারণে ব্যাঙ্কের অবশ্য ও অবশ্যের সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে ইহা সত্য কিন্তু আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে ঐ সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রের ব্যাঙ্কের কার্য অন্য দেশগুলিতে ঘটিবে এবং পৃথিবীর অনুন্নত অঞ্চলগুলির সমস্যাগুলি ব্যাঙ্ক আরও সক্রিয় ভাবে সমাধান করিতে পারিবে। —অবশ্য বক্তিত

গ্ল্যাডস্টোন লাম্বেল এণ্ড কোং লিঃ

৪, ক্লেয়ারলী রো, কলিকাতা।
টেলিফোন : ব্যাঙ্ক ২৩৩১—২৩৩৩।
টেলিগ্রাম : ঘাট।

টীআর এজেন্টস্
• বি সিটি লাইন লিঃ
এলারম্যান এণ্ড মাক্লেলন এস এস কোং লিঃ
বস্ লাইন লিঃ

ইমপোর্টার্স এণ্ড ইক্সিপ্টর্স
কলের যাবতীয় সরঞ্জাম
নিরাপত্তার যন্ত্রাদির ডব্যাদি
অগ্নি নির্বাপক
বীজাণুনাশক
ডি, ডি, টী পোকা-মাকড় মারিবার ঔষধ
বর্মিন (বাঙ্কু)

অ্যাসেক্সিয়ার এজেন্টস্
ফেক এণ্ড কোং লিঃ
(ডিসি ও বস এজেন্টরা)
ইষ্ট ইণ্ডিয়া ট্রাডিংস্ কোং লিঃ
ক্যালকাটা মাচিং এণ্ড সিগার কোং লিঃ
(লাইটারেজ)

ইন্সুরেন্স এজেন্টস্

সংবাদ সংকলন

পাট ও তুলা সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান কমিটি

প্রয়োজনমতো অধিক তথ্য সংগ্রহ করিয়া অধিবেশনের সাফল্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিবার জন্য তুমিবন্দরের অধীনে চারিটি আঞ্চলিক অফিস স্থাপনের ব্যবস্থা হইতেছে।

১৯৪১ সালের পর বিদেশে হইতে যাবতীয় আমদানী করা হইবে না বলিয়া ভারত গবর্মেণ্ট যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তদনুসারে দেশকে তাহার নিজস্ব সমস্ত প্রয়োজনের উপর নির্ভর করিতে হইবে। এই কারণে যাবতীয় শস্যের ব্যবস্থার তথ্য ও তুলা অত্যধিক বৃদ্ধি পাইবার। যে সকল এলাকা এই সকল অভিপ্রায়ের অধীনে থাকিবে, তাহা হইতে যাবতীয় সংগ্রহের উপর ঐ সকল অফিসের প্রথম দৃষ্টি থাকিবে। কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই সহরে এবং মধ্যপ্রদেশে নাগপুরে আঞ্চলিক অফিসসমূহ প্রতিষ্ঠিত হইবে। আঞ্চলিক অফিসের বেতন হইবে—মাসিক দুই হাজার টাকা এ সম্বন্ধে অবশ্য এ পর্য্যন্ত কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নাই।

ইহার সহিত পাটের উৎপাদন বৃদ্ধির প্রশ্ন বিশেষভাবে জড়িত। প্রথমে, এতদুদ্দেশ্যে ভারতীয় কেন্দ্রীয় দুই কমিটির হাতে অতিরিক্ত ঐশ্বর্য প্রদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, বেশের প্রয়োজনে ৮০ লক্ষ গাঁইট পাটের প্রয়োজন। আশা করা যাইতেছে যে, এক বৎসরের মধ্যে পাটোৎপাদনের পরিমাণ ৫০ লক্ষ গাঁইটে পৌঁছিবে।

তুলা আর একটী পণ্য সামগ্রী। স্থানীয় প্রয়োজন মিটাইবার উপযুক্ত পরিমাণ তুলা উৎপাদন করিতে হইবে। 'অধিক খাদ্য ফলাও' আন্দোলন সম্পর্কে সংবাদপত্র এবং বিজ্ঞাপনের প্রচার কার্য্য চালাইবার এবং এতদুদ্দেশ্যে পাবলিসিটি বিশেষজ্ঞ অফিসার নিয়োগের প্রস্তাব হইতেছে। সকলকে উহার ফেত্রে পরিচিত করার জন্য ফুসফুস জল সরবরাহের উপায় নির্দ্ধারণের জন্য রাজস্থানের ওয়াটার সিপ্লাইসের বোর্ডকে আরও অধিক পরিমাণ অর্থ সরবরাহের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

১৯৪৭—৪৮ সালের হিসাব ধরিয়া আমদানীর ইউনিটসমূহের সমস্ত পণ্যের চাহিদার অধিক যোগানের পরিমাণ ২২,৫০,০০,০০০ টাকার কম নির্দ্দিষ্ট উৎপন্ন পণ্যের পরিমাণ মোট ৬৪,৮০,০০০ টন।

১৯৪৭—৪৮ সালের হিসাব অনুসারে কারখানার ইউনিটসমূহে যে সব পণ্য চাহিদার অধিক পরিমাণ ৮৪৫,০০০ টনের এবং উৎপন্ন পাটের পরিমাণ ১৩,৪৮,০০০ টন।

১৯৪৭—৪৮ সালে উৎপাদন মূল্য ১৩,৯৩,০০০ টনের অধিকে ২২,১৬,০০০ টনে মূল্য উৎপন্ন হইয়াছে।

প্রায় দুই মাস পূর্ব্বে যে স্থানীয় অস্থায়ী তুলা উৎপাদনের এই সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, বর্ত্তমান বৎসরে ভারতে তুলার উৎপাদন আরও ৫ লক্ষ বেলের মত বাড়াইতে হইবে। ইহাতে বেলের আয়তনে ২৬ লক্ষ বেলের উপর তুলা উৎপন্ন হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। বিদেশের জন্য প্রায় ৫৮ লক্ষ বেল তুলার প্রয়োজন বলিয়া ধরা হইয়াছে।

তুলা ও পাট সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ হইবার দিকে ভারত গবর্মেণ্ট যে উদ্যোগ করিয়াছেন, তাহাতে আগামী দুই তিন বৎসরের মধ্যে ভারতে উপরোক্ত দ্রব্য দুইটির উৎপাদন যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

আয়তনের অর্দ্ধেক প্রদেশসমূহের মধ্যে বণ্টন

আয়তন হইতে প্রাপ্য অর্দ্ধের অর্দ্ধেক প্রদেশসমূহের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিবার জন্য প্রাক্তন বেশমুখ যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা নূতন বন্দোবস্তের আওতায় অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে। এইবেতু ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদের মধ্যে আর্থিক সামঞ্জস্য বিধানের প্রকৃতি ও পরিমাণ পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য একটী রাজস্ব কমিশন নিয়োগ করিবেন বলিয়া মনে হয়।

নূতন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী শাসনতন্ত্র বলবৎ হওয়ার দুই বৎসরের মধ্যে একজন রাষ্ট্রপতি ও চারজন সদস্য লইয়া গঠিত একটী রাজস্ব কমিশন নিয়োগ করিতে হইবে। ভারতবিখ্যাত সমাজসেবকগণ আশা করেন যে, পূর্ব্বোক্ত সময়ের বহু পূর্ব্বেই এ ভারতীয় কমিশন নিয়োগ করা হইবে; কারণ, দেশীয় রাজ্য সমূহের ভারত-যুক্তির পর বহু জটিল আর্থিক সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। ঐগুলি সমাধান করিয়া মীমাংসা করিতে হইবে। আগামী ১লা এপ্রিল হইতে দেশীয় রাজ্যসমূহের আর্থিক সম্পর্ক যুক্তরাষ্ট্রের অধীন হইবে। এই বাবদ যুক্তরাষ্ট্রের কোষাগার হইতে আনুমানিক দশ কোটি টাকা বার বৎসর ধরিয়া আশা করা যায়।

১৯৫০ সালের জানুয়ারী অথবা সম্ভবতঃ আগামী ১লা এপ্রিল হইতেই পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ না করিবার কারণে কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টকে যেসব ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে, তন্মধ্যে অর্থ বাবদে প্রধান অন্যতম। এই বিষয় অনেকেই জানেন না। মূলতঃ, সাধারণ বাজেটে আনুমানিক দুই কোটি টাকা অথবা অন্যূনকল্পে এক কোটি টাকা ঘাটতি পড়িতেছে। বর্ত্তমান আর্থিক অনটনে গবর্মেণ্ট এই অর্থের বড়ই অভাব।

সমস্ত বিষয় বিবেচনার উদ্দেশ্যে উক্ত রাজস্ব কমিশন নিয়োগের অনুষ্ঠান এইবার বোধ হয় আরম্ভ করিয়া যাইবে। হায়দরাবাদ, জম্মু ও কাশ্মীর, বরদা রাজ্য, মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর ও পূর্ব্ব পাঞ্জাব দেশীয় রাজ্য ইউনিয়ন, রাজস্থান, সৌরাষ্ট্র, ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন ও বিন্ধ্য প্রদেশের সহিত যেসব আর্থিক চুক্তি নিষ্পন্ন হইয়াছে, আর্থিক কমিশন বিশেষ করিয়া সে সম্পর্কে তদন্ত করিবেন। এই সব দেশীয় রাজ্যের মধ্যে কয়েকটী পুরাতন রাজ্য কর-আদায় করিতে পারে। ইহার একান্তর অবশ্য আর বহু বৎসর থাকিবে। রাজস্ব কমিশন এই বিষয়ও পরীক্ষা করিবেন।

রাজস্ব কমিশন নিয়োগ করার পর রাষ্ট্রপতি অন্যান্য বিষয়ের উপর নির্দ্দেশ দেন করিতে পারিবেন বলিয়া মনে করা হইয়াছে। আশা করিয়াছে, কমিশন তাঁর তিনজন বেসরকারী সদস্যের নিয়োগ চূড়ান্ত করিয়া পরীক্ষা করিবেন।

ভারতে নতুনোৎপন্ন শস্য চাষ

রাষ্ট্রপতির ভাষণ ও চরি প্রতিবেদন হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে নতুনোৎপাদন সাহায্যে উৎপন্ন ৩৯ প্রকারের বীজ ভারতে প্রেরণ করা হইয়াছে। বাকিগুলি যুক্তরাষ্ট্রে উহার উৎপাদন কার্য্য সফল হইয়াছে। ভারতে বিভিন্ন স্থানে পরীক্ষামূলকভাবে ঐ সকল বীজের চাষ করা হইবে।

ভারত গবর্মেণ্টের অনুরোধক্রমে এই সকল বীজ প্রেরণ করা হইতেছে। যৌথিক খাদ্যোৎপাদনের ব্যবস্থাকে আত্মনির্ভর করিবার জন্য ভারত গবর্মেণ্টই খাদ্যশস্য বৃদ্ধির উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন।

মার্কিন যৌথ ব্যবসায় সমিতি কর্তৃক এই যৌথগুলি সমবায়ের করা হইয়াছে। অন্যান্য দেশে সইবেমনাসন ব্যবস্থায় সংস্থাগুলির যে সকল সাহায্যমূলক ব্যবস্থা আছে এই প্রতিষ্ঠান তাহার সহিত সহযোগিতা করিবেছেন।

সহযোগিতার এই নূতন প্রকার যৌথ হইতে উৎপন্ন পণ্য পরিদর্শন হইতে বিশেষ সময় লাগে। উহাদের মধ্যে কোন যৌথ যোগানের সব সব বিশেষ মধ্যে পরিদর্শন হয়। আবার কয়েকটি যৌথ এমনও আছে, যাহা যোগানের সব সব বিশেষ পূর্বে পণ্য পরীক্ষার সময় উপস্থিত হয় না। সংস্থার ফলের জন্য প্রতি সপ্তাহে যৌথ ব্যবস্থাও করিয়া দেওয়া হইবে। আবার আমেরিকার অন্যান্য কোন প্রকার যৌথ আমেরিকার বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নিবার জন্য ইহারা চেষ্টা করিবে।

এই নূতন প্রকার যৌথের ২৫টি বিভিন্ন দেশে আমেরিকার যোগাইবে দেখান করা হইয়াছে। যেমন হইতে ১৯ সেপ্টেম্বরের মধ্যে ফ্রান্স [illegible] বিশেষ এখন করিবে যৌথের আমেরিকার [illegible] বেলজিয়াম [illegible] যোগাই দেশে [illegible] যুগোস্লাভিয়ার [illegible] হইতে এই প্রকার যৌথে এক একটি দল দেশে করিবেন। প্রত্যেকে ইহা যোগানের সব উপাদান করা করিবেন এবং প্রতিবারে ইহা আমেরিকার এই বিশেষজ্ঞ এবং সাহায্যকারের অন্যান্য অন্যান্য ভাবে সহযোগিতার সব ভাব ব্যবস্থা নিযুক্ত হইবে।

ঔষধপত্র ও অন্য চিকিৎসার যন্ত্রপাতি আমদানী

চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র যন্ত্রপাতি ভারতে তৈয়ারী করিবার ব্যবস্থা করা হইতেছে; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও দেখা গিয়াছে যে, আমাদের কয়েক বৎসর দেশের সাধারণ বৈজ্ঞানিক বিভিন্ন ভাবাবে সাধারণের ঔষধপত্র, সেলিসিলিন, ষ্ট্রেপটোমাইসিন ও অন্যান্য শ্রেণীর অতি প্রয়োজনীয় ঔষধ ও অতি আধুনিক যন্ত্র চিকিৎসার সরঞ্জামাদি বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হইবে।

এই নীতি অনুযায়ী কলম মুদ্রাফল হইতে অতি প্রয়োজনীয় ঔষধপত্রাদি আমদানীর বিষয়টি ১৯৪৯ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অবার সাধারণ লাইসেন্সের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল। পরে দেশের মধ্যে ডলারের টনের বিশেষ অভাব হয়। সেই জন্য ডলার আমদানীর সময় হ্রাস করিয়া হইতে যাহাতে দ্রুত পরিমাণে প্রয়োজনীয় ঔষধাদি আমদানী হয় সেজন্য আমদানী নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ যথেষ্ট ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। সম্প্রতি অবস্থা পর্যালোচনা করা হইয়াছে। এবং ষ্ট্রেপটোমাইসিন প্রভৃতি যে সকল ঔষধ এখন মূল্যকল হইতে আমদানী করা ছিল সেগুলি যথেষ্ট পরিমাণে আনিবার জন্য লাইসেন্স দেওয়া হইতেছে।

ঔষধ বিক্রেতাদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত বিবরণ হইতে জানা যায় যে, সম্প্রতি এখনও সেলিসিলিন ভিন্ন অন্যান্য ঔষধ যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। সেলিসিলিন আমদানীর ব্যাপারের জানা গিয়াছে যে, বড় বড় মার্কিন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহের ভারতস্থিত প্রতিনিধিগণ ভারতীয় ক্রেতাদিগের নিকট বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সেলেকটেড্ সেলিসিলিন আমদানীর লাইসেন্স পাইয়াছেন। সেই জন্যে সেলিসিলিন সরবরাহ হইবে। এদিকে দুষ্প্রাপ্য হইতে সেলিসিলিন 'সি-৩' সেই জন্যে সেলিসিলিন সরবরাহ আছে। ডলার অঞ্চল হইতে উচ্চমূল্যের পরিবর্তে ষ্ট্রেপটোমাইসিন আমদানীর জন্য আমদানীর প্রধান বিক্রয়কর্তা সম্প্রতি লাইসেন্স দিয়াছেন। অন্য চিকিৎসকদিগের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রপাতি আমদানীর বিষয়টি ১৯৪৯ সালের ৩১শে যে পর্যন্ত অবার আমদানী লাইসেন্সের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাহার পর আমদানী নিয়ন্ত্রণ হয়। কিন্তু কতকগুলি লাইসেন্স অবার সাধারণ লাইসেন্সের সাহায্যমূলক দেওয়া হইতে থাকে। এই সম্পর্কে আরও উন্নত আমদানী নীতি প্রবর্তনের জন্য অধিকারে ব্যবস্থা অধিকারিত হইতেছে।

ডলারে বিদেশী যন্ত্রপাতি আমদানি

জানা গিয়াছে যে, গত ১৯শে জানুয়ারী পর্যন্ত এক সপ্তাহে বিদেশ হইতে ডলারে ১৮ হাজার ৯০০ টন মাল, ৭ হাজার টন মালা ও ৯ হাজার ৫০০ টন চাউল আমদানী হইয়াছে। উহা সহিত বর্তমান বৎসরে ডলারে আমদানীকৃত বিদেশী যন্ত্রপাতের মোট পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে নিম্নরূপ—গম ৩৯ হাজার ৫০০ টন, চাউল ৩১ হাজার ৩০০ টন, মালা ১৫ হাজার ৮০০ টন ও তুলা ৯ হাজার ৪০ টন।

চায়ের সেচী আমদানি সম্পর্কিত লাইসেন্স

কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রীর এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, ডলারে ৩১ দিনের প্রয়োজন মিটাইবার উদ্দেশ্যে ১৯৪৯ সালের জানুয়ারী হইতে ছয় মাস পর্যন্ত সময়ে সুলভ মূল্য অঞ্চল হইতে ১০ লক্ষ চায়ের সেচী আমদানীর জন্য লাইসেন্স দেওয়া হইবে। ডলার অঞ্চল ও সুলভ মূল্য অঞ্চল হইতে আমদানীর জন্য অন্য কোন লাইসেন্স দেওয়া হইবে না। ভারত সরকার স্থির করিয়াছেন যে, চা-বাগানের মালিক, চায়ের একটি ব্যবসায়ী, সুপরিচিত চায়ের সেচী আমদানীকারক প্রভৃতি ব্যবহারের লাইসেন্স পাইতে পারিবেন। এই সময়ের ভিতর নূতন আবেদনকারীদের আবেদন গ্রাহ্য হইবে না।

এ বিষয়ে ১৯৪৯ সালের ৩০শে জানুয়ারী তারিখের গেজেট অব ইণ্ডিয়ার অতিরিক্ত সংখ্যায় এক সাধারণ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইয়াছে। লাইসেন্স পাইবার উপযুক্ত ব্যবসায়ীদিগকে অবিলম্বে মহানিয়ন্ত্রক প্রধান আমদানী নিয়ন্ত্রকের নিকট আবেদনপত্র পেশ করিবার জন্য পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে।

আগে স্থির করা হইয়াছে যে, যেসব প্রকৃত চায়ের সেচী উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় পাওয়া যাওয়ায়, যে সকল ব্যবসায়ীকে নির্দিষ্ট [illegible] চায়ের সেচী আমদানীর লাইসেন্স দেওয়া হইবে তাহাদিগকে অন্তত সাধারণ যেসব প্রকৃত অনুযোগিক শ্রেণীর সেচী জব করিতে হইবে।

রেলযের মূল্য

পশ্চিমবঙ্গ সরকার এক ঘোষণাতে জানাইয়াছেন—সম্প্রতি ভারত সরকারের বাণিজ্য-বিভাগ আমদানীকৃত কাঁচা রেলযের বিভিন্ন গ্রেড পাইকে প্রতি মণের টাকা বার আনা

রেলযের ৪৮৩ পৃষ্ঠায়

ভারতে রেলইঞ্জিন নির্ম্মাণের সর্ব্বপ্রথম কারখানা 'চিত্তরঞ্জন'

আগামী বৎসর ডিসেম্বর মাসেই কারখানার প্রথম পূর্ণাঙ্গ রেলইঞ্জিন সাওয়ার কথা

দেশবন্ধু পত্নী শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবীর হস্তক্ষেপে সাধারণতন্ত্র দিবসে ভারতের সর্ব্বপ্রথম বাষ্পীয় রেল ইঞ্জিন নির্ম্মাণের কারখানা "চিত্তরঞ্জনের" উৎপাদন কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। বিহার-পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্ত্তী রিফিড়াহের নিকটে অবস্থিত, ভারতের রেল ইঞ্জিনের প্রায় সমস্ত চাহিদা পূরণে সমর্থ, এই "চিত্তরঞ্জন" কারখানায় শ্রীযুক্তা দেবী ফ্যাক্টরির প্রাঙ্গণে প্রথম একটি বৃহৎ চাবি ঘুরাইয়া দিয়া ইঞ্জিনের যে মূল অংশটি উৎপাদনের কাজ আরম্ভ করেন তাহা হইতে শুরু হইয়া ধীরে ধীরে ফ্যাক্টরির প্রায় সাতটি অংশে প্রায় এক হাজার যন্ত্রের দ্বারা নিম্ন অংশে অংশে নির্ম্মিত হইয়া তাহাদের প্রথম ইঞ্জিন বাহির হইয়া আসিবে ১৯৬০ সনের ডিসেম্বর মাসে। চিত্তরঞ্জনে যে ইঞ্জিন নির্ম্মাণের কার্য আরম্ভ হইল আগামী চারি বৎসরের মধ্যে তাহা হইতে মোট অন্যূন ৯০টি বৈদ্যুতিক ইঞ্জিন পাইবে এবং তাহার পর প্রতি বৎসরে এখানে ১৫০টি ইঞ্জিন ও ৫০টি বয়লার প্রস্তুত হইবে। "চিত্তরঞ্জন" যখন পূর্ণোদ্যমে উৎপাদন কার্য্য চালাইবে তখন অন্যূন প্রতি বৎসর ভারতের ৬৫ কোটি টাকা বিদেশগমন হইতে রক্ষা পাইবে।

আসানসোল হইতে মোঘল ই-আই-আর লাইনে ১৭ মাইল দূরবর্ত্তী এই স্থানটি কলকাতা অঞ্চলের বাহিরে হইলেও শিল্পাঞ্চলের সন্নিকটে অবস্থিত। এই চিত্তরঞ্জন কারখানা ও কারখানা নির্ম্মাণে প্রায় ছয় কোটি টাকা ও দশ হাজার কর্ম্মীর প্রয়োজন হইবে। সম্পূর্ণ নির্ম্মাণ কার্য্যের জন্য ১৯ হাজার টন লৌহ অয়স, ৭৯ কোটি ইট, ৩০ হাজার টন সিমেন্ট ৫০ লক্ষ ঘন ফুট বালি, ৪০ লক্ষ ঘন ফুট পাথর ও পাথর-কুচি, ১ লক্ষ ঘনফুট কাঠ অয়জন এবং বিশ হাজার আলপ ব্যবহার করা হইবে।

প্রাক্তে শ্রীযুক্তা দেবীকে লাইট মেসিন গনে লইয়া যাওয়া হয়। এইখানে কারখানা খুলিবার জাতীয় নেতৃবৃন্দের ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের প্রতিমূর্ত্তি পত্রপুষ্প ও জাতীয় পতাকা দিয়া সজ্জিত করা হইয়াছিল। জাতীয় সঙ্গীত গীত হইলে দেশবন্ধু পত্নী কর্ম্মাধ্যক্ষের আহ্বানে সভা ডাকি খুলাইয়া দিয়া একটি বহুমূল্য বক্তৃতা করেন এবং পাঁচ মিনিট পরেই উহা হইতে বলাবাহুল্য ফ্যাক্টরির আশেপাশে একটি ছোট-খাট বাহির হইয়া আসে। চাবিটি শ্রীযুক্তিচিত্তরঞ্জন তাঁহাদের উপহার দেওয়া হয়।

শ্রীযুক্তা দেবী তাঁহার কার্য্য-উদ্বোধনী ভাষণে ডিসেম্বর-এর তারিখের উল্লেখ করেন—আজ এই দূরে প্রতিষ্ঠানটির উদ্বোধন অনুষ্ঠানের শুভ আরম্ভ তাহা পড়িয়াছে। পরিবারের সকলে আছে বলেই যেন তিনি তোমাদের এই বয়সের প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধনী সভায় উপস্থিত হইতে পারিয়াছে বড় একেছেন—এই দূরে প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপ সম্বন্ধে যে সম্পূর্ণ অবহিত। তোমাদের মধ্যেকে এই কারখানা দেখা উচিত ছিল, যিনি তাঁর অনুপ্রেরণা দান করে এবং যাঁহা অনুভব রাখতে পারতেন, কারখানা-উদ্বোধনের ক্ষেত্রে তাঁর কর্ম্মশক্তি ও নিজের বিচার-বুদ্ধি দিয়ে। আমি তিনি এ ব্যাপারে একটু বিস্ময় বোধ করছি। কারণ, আজ এতটি কল ইঞ্জিনেই এই দূরে প্রতিষ্ঠানের যন্ত্রপাতিকে পরিচালন কোরতে পারা যাবে এবং তা করেই আমি উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আমার কর্ত্তব্য শেষ হবে। আপাতদৃষ্টিতে কাজটি সহজ সন্দেহ নেই, তাই এখানে উপস্থিত হতে আমি সাহসী হয়েছি। আশা করি দেশের দেশবন্ধুজন কর্ম্মী বৃন্দশক্তি এ প্রতিষ্ঠানের পরি বিস্তার প্রসারভাবে সম্পন্ন করতে পারবে।

আজকের এই শুভদিনে আমার মনে পড়ে অতীতে আমার স্বামী আজীবন স্বাধীন ভারতের নানাবিধ শিল্পোন্নতি পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন। তাঁর একান্ত বাসনা ছিল ভারত যেন পুরাতন শিল্পে, বিজ্ঞানে, জ্ঞানে, পরিবার অবস্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের আসন অধিকার করতে পারে—সেই উচ্চ ভারতের প্রতিকল্পনার যেন মানুষ ফলে সমাজে গণ্য হতে পারে। কিন্তু বিধাতার অমোঘ বিধানে তাঁকে অকালেই তাঁর অপূর্ণ বাসনা নিয়ে মহাপ্রস্থানে করতে হল। আজ তাঁরই নামাঙ্কিত নগরের মাঝে ইঞ্জিনের যেখানি তাঁর একটি স্বপ্ন অন্তত বাস্তবে পরিণত হয়ে সার্থকতা লাভ করছে। প্রতিষ্ঠানটির সমস্ত ভার অর্পণ করা হয়েছে যোগ্য ব্যক্তির উপরে সেজন্য তৃপ্তি লাভ করছি।

এই সব প্রতিষ্ঠানটির আজ যে শুভ উদ্বোধন হল সেটি শুধু একটা ঘোষণা নয়। ঐ কারখানা গড়ে তোলা আমাদের দেশের মানুষের অনেক দিনের স্বপ্ন ছিল। আজ সেই স্বপ্ন বাস্তবে রূপ নিতে চলেছে আমাদের জাতীয় জীবনের নবীন উষালোকে। এ প্রতিষ্ঠান আমাদের দেশের আত্মপ্রতিষ্ঠার পথে এক প্রথম সাক্ষী। আজকের দিনে উৎসবের মধ্য দিয়ে আমরা যখন এই কারখানার উদ্বোধন করছি শুধু ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের নয়, ভারতীয় জীবনের নূতন সৃষ্টিশক্তির, নবীন-সৃষ্টি-শক্তিকে আমাদের এই কর্ম-সৃষ্টি-বিধায় নয় শুধু পরিবর্তন, নয় উষালোকের সঙ্গে উঠে আসবে আমাদের এই সৃষ্টি-আয়োজন এই নূতন জীবন গড়ার কর্মশালা।

জীবনের সাগরে, বিশ্বের প্রাঙ্গণে দেশের স্বজনের ও আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের কাছ থেকে যে ঋণ আমরা নিয়ে চলেছি তোমাদের উপরই নির্ভর করছে দেশের ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধি নির্ভর। তোমাদের প্রাণের সজীবতা ও একাগ্রতার সাথে আমি প্রার্থনা করি তোমরা দেশের ভাগ্যনিয়ন্তা হবে। তোমাদের নূতন নব উদ্যমশক্তি নিয়ে উৎসাহ দান কর এই নবীন প্রতিষ্ঠানের যন্ত্রবিধায় তুলে নিয়ে তোমাদের কর্ম্মশক্তির দ্বারা পৌরোহিত করে তোলো দেশের এই সৃষ্টি-আয়োজনকে—তোমাদের সমস্তের সকলের ভবিষ্যৎ আর দেশের ভবিষ্যৎ হোক উজ্জ্বলতর। জয়-পরাজয় ভারতবর্ষ অতীতের মত আবার হবে, মর্ম্মে, শিল্পে, জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, পরিবার তার শ্রেষ্ঠাসন লাভ করুক।

শ্রীযুক্তা তোমাদের মঙ্গলাশীর্ব্বাদ করুন তোমরা ভবিষ্যৎ যেন তোমাদের জীবনযুদ্ধে অন্তরাত্মা করে দেশের সম্পদকে সমৃদ্ধিশালী করে করে তুলতে পারে। মহামানব মানুষের কল্যাণে প্রযুক্ত হোক, সর্ব্বমানবের মঙ্গলালয় হোক—আজকের এই শুভদিনে আমার এই আন্তরিক প্রার্থনা ও পরম কামনা। "সবে আকাশ"।

কর্ম্মাধ্যক্ষের ভাষণ

• দেশবন্ধুপত্নী শ্রীযুক্তা দেবী যে এই নূতন শিল্প-সংগঠনের উদ্বোধন করিতে আসিয়াছেন দেজন্য তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া চিত্তরঞ্জন কারখানার জেনারেল ম্যানেজার শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বলেন যে, বিহার

একটি আইন বিধিবদ্ধ এই সময় আবশ্যক হইবার প্রয়োজন অনুভব করিয়া অনুমোদন করিয়াছে। আমেরিকার যে-সব ইঞ্জিনের কারখানায় ঘণ্টা সম্পূর্ণ করিবার পর অতিরিক্ত করিয়া সময়ে লোহার করিবার এই কারখানার জন্য সুদক্ষ কারিগর পাওয়ার যে খুব সুবিধা হইবে তাহা নিঃসন্দেহ। তাহা ছাড়া দুই বৎসর পূর্বে এই বিষয়ের পর এই স্থানটি নির্বাচন করা হয়। সাধারণতঃ দিয়া ইহার নির্বাচন ঠেকা বলিয়া মনে হয়। কারখানের কারিগর যাহা বিক্রয়ে যাওয়ার জন্য জন ও বিদ্যুৎ এখানে পাওয়া যাইবে, বিমানক্ষেত্রের নিকটবর্তী বলিয়া অতিরিক্ত দিয়া সুবিধা হইবে। এখানকার আবহাওয়া ভাল, তাহা যাতায়াত এবং কারিগরদের জন্য বাড়ি ইত্যাদি এবং পরিবেশের ব্যবস্থা হইবে।

এই দুই বৎসর যে সকল বন্ধু এখানে কাজ করিয়াছে তাহাদের একাগ্রতা ও কর্মনিষ্ঠার প্রশংসা করিয়া তিনি বলেন যে, চিত্তরঞ্জনের সকল কিছু নিয়া আমরা সুখের করে সর্বপ্রকার চেষ্টা করিব। সর্বাপেক্ষা নিরক্ষর কারিগরের জন্য একটি স্কুলের এক সাধারণ সমবায় ও বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাদির সুযোগ পাইবে। এখানে ইঞ্জিনে একটি ইঞ্জিন ইঞ্জিনের আদর্শ নির্মাণের আদর্শ করিয়েছেন। তাহার কাজ দেওয়া হইবে। কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়। তাহাড়া আরও দুইটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ঠিক করা হইবে এবং পরে ক্রমে ক্রমে আরও বিদ্যালয় পরিচয় হইবে। স্কুল ও চিকিৎসা সাহায্য ও হাসপাতালের উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। একটি আধুনিক ব্যবস্থা সমেত বড় হাসপাতালের আয়োজন করা হইয়াছে। শীঘ্রই প্রসূতি ও শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠান পরিচয় হইবে। স্থানীয় ঔষধালয় ইতিমধ্যেই চালু করিয়া দেওয়া হইয়াছে। খেলার মাঠ, মনোরঞ্জন এবং বাজারের ব্যবস্থা নির্মাণের কাজও সমাপ্তির পথে।

চিত্তরঞ্জন রেল কারখানার জন্য কার্য প্রণালী বর্ণনা করিতে যাইয়া শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় বলেন যে, বর্তমান পর্যন্ত আমাদের ইঞ্জিন ইত্যাদি যাহা-যেছে যা অতিরিক্ত মূল্যবান্ হইতে ইঞ্জিন নির্মাণ সর্বে সেনাবাহিনীর ইঞ্জিন উৎপাদনকারী সংস্থা-সমূহের মূল পরিচিতি ভারতীয় রেলের কর্তাব্যক্তিদের চিত্তরঞ্জন কারখানা চালু করিবার উপযোগী শিক্ষা দিতে এখানে আসিয়া কারখানা নির্মাণের সাহায্য করিতে এবং এমন কি তাহাদেরই ইঞ্জিনের মেরামতি, নক্সা ও মালমোক্ষ ব্যবহার করিতে সম্মতি দিয়াছেন। এই পারস্পরিক সর্তে একটি নিঃসন্দিগ্ধ সময় পর্যন্ত স্থায়ী হইবে। তিনি আশা করেন যে, ১৯৪৯ সালের মধ্যে আমরা সকল ভারতীয় ২০ ধরণি ইঞ্জিন বাহির করিতে এবং তাহার পর এই উৎপাদনের ভার বাড়িয়া অন্যদের হাতে যেতে ১০-টি ইঞ্জিন ও ৫০টি মালের এই কারখানায় নির্মিত হইবে। ইহার ফলে খুব কম সময়ের মধ্যে ছোটি ইঞ্জিনের আমদানী করিয়া যাইবে এবং এই বিদেশের ও টাকা ইঞ্জিনগুলি ইঞ্জিন কোম্পানী নিজেদের কারখানার যন্ত্রপাতির রেল ইঞ্জিনের তাহিদা এক ও কাজ নির্ণয় যাইবে। তিনি আশা করেন যে, এই কারখানার সহিত কারিগরী শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় যোগাযোগ এবং উপযুক্ত ইঞ্জিনী কর্মীদের শিক্ষা দিয়া তাহাদের উন্নতির পথে সাহায্য করার পরিকল্পনা করিয়াছে। ইহার যতদিন পর্যন্ত না বৈদেশিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ সাফাইয়া উঠিতেছে ততদিন এই পরিকল্পনাকে কার্যকারী করা যাইবে না। বহুদূর সমুদ্র এই কারখানার চারুরী দিয়া উঁহারা আমেরিকাবাসীদের সুপরিচালনের ভার করিয়াছেন।

বিদেশী ইঞ্জিন নির্মাতাদের প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত সর্তানুযায়ী বিশেষ শিক্ষা লাভের জন্য কর্মীদের রেলের সাহিত্যে পাঠান হইতেছে। সকলের বিমানের বা অন্যের হইতে যাহাতে বাহিরে প্রেরণ না করিয়া এখানকার কারখানার যাহারা কাজ করিতেছেন তাঁহাদেরই হাতে-কলমে শিক্ষাদানের জন্য বিদেশে পাঠান হইতেছে। এই কারখানায় বৃহৎ চালিত রেলের ইঞ্জিন নির্মাণের ব্যবস্থা যেন করা হইল না তাহার কারণ বর্ণনা করিয়া তিনি বলেন যে, রেলে লাভজনকভাবে বিদ্যুৎ-রেল পরিচালন করিতে হইলে আরও অন্ততঃ ৫০ বৎসর অপেক্ষা করিতে হইবে এবং তাহার পূর্বে ইহার রেলের ইঞ্জিন নির্মাণে অর্থ বিনিয়োগ লাভজনক হইবে না।

চিত্তরঞ্জনে যত লোকের চাকুরীর ব্যবস্থা হইবে এইরূপ অনেকে আশা করিয়া থাকেন এবং ইঞ্জিন করিয়া রেলওয়ের শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় বলেন যে, এই আশা কখনোই নয়। কিন্তু লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কাজে নিয়োগ করা হইবে তাহাই কিন্তু প্রথমে নিকটবর্তী লক্ষ লোকদেরই নিয়ে হইবে। সমস্ত নির্মাণটাই সম্পূর্ণ আধুনিক ও সর্বাংশে কার্যোপযোগী এবং আধুনিক করার আদর্শ সমুখে রহিয়াছে বলিয়া তাঁহাদের লোক দেখিয়া তুলিয়া রাখিয়া সহিতে হইবে এবং সেখানে যেন সময়ের অপচয় বা অর্থ অপচয় আর-ভাবা করা হইবে না।

"চিত্তরঞ্জন" ঘোষণা করিয়া তুলিবেন আরও বৃহৎ কাজে নূতন পরিবেশে রেলের জন্য ব্যক্তিগত সুবিধা ও আরাম বিশেষ নিয়েছেন। রেলমন্ত্রী শ্রীযুক্ত ডিন রেলের জন্য আন্তরিক যোগদান। তাঁহার নাম যে এই প্রচেষ্টার সহিত যুক্ত হইল তাহাতে এই নূতন নগর ধন্য হইয়াছে।

এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে পাটনা হইতে রেল-মন্ত্রী চিত্তরঞ্জনের রাজা শ্রীযুক্ত আর দাশ রেল-মন্ত্রীর কন্যা শ্রীমতী লীলা ও তাঁহারই পরিবারের আরও অনেকে চিত্তরঞ্জনেই আসিয়াছিলেন। কলিকাতা হইতে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত হন এবং তাঁহারা বৈজ্ঞানিক শ্রীসংঘোজনার বহু অনুষ্ঠান।

চিত্তরঞ্জন নগর ও কারখানা

এই নগর ও কারখানা নির্মাণে শ্রমিক ও কর্মীদের আবাস, জনকল্যাণ প্রতিষ্ঠান, বিদ্যুৎ ও জলসরবরাহ ব্যবস্থা, বাঁধ, পথ ও ১২টি বিভিন্ন কারখানা গড়িয়া তোলার প্রয়াস আজ গ্রহণ করিয়াছে। কর্মীদের জন্য যে আবাস নির্মাণ করা হইতেছে তাহাদের সর্বাপেক্ষা নিম্নতম বেতনভুক্ত (মাসিক ৩০৲ টাকা) শ্রমিক-দেরও দুইটি কক্ষ ও রান্নাঘর স্নান সমন্বিত এক একটি বাড়ী দেওয়া হইবে। এই বাড়ীগুলিতে আধুনিক পায়খানা, পয়ঃপ্রণালী এবং বিদ্যুৎ ও জলের কল দেওয়া হইবে। উচ্চতর কর্মী-দের আবাসের সহিত তাহাদের আবাসের এত-খানি পার্থক্য রাখিতে কতের সমবায় আন্দোলন সুবিধা দিতে কোন আবশ্যক বিবেচনা করা হইতেছে না।

প্রতিটি কল্যাণ প্রতিষ্ঠানসহ চিত্তরঞ্জন নগরে ৬টি পল্লী সমন্বিত একটি হাসপাতাল, নগরের বিভিন্ন স্থানে পাঁচটি ঔষধ বিতরণ কেন্দ্র, চারিটি প্রসূতি আশ্রম ও শিশুমঙ্গল কেন্দ্র একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, চারটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, দুইটি বালক ও বালিকা আশ্রম কেন্দ্র, ৩১টি পল্লীপুকুর ও চারিটি উদ্যান ও খেলার মাঠ পত্তিয়া তোলা হইতেছে। এই প্রমিক-কল্যাণে মোট ৫৮ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইবে।

নগর নগরে মোট ৩০ মাইল পথ— তন্মধ্যে পাকা রাস্তা ৩৫ ও তাঁহা রাস্তা ৮৮ মাইল

শেষাংশ ৩৮৫ পৃষ্ঠায়

পণ্যাগারের বাজার

বস্ত্রের বর্দ্ধিত সংশোধিত মূল্য

সম্প্রতিষ্টে বস্ত্র ও সূতী সম্পর্কিত পরামর্শ কমিটির সম্মেলনান্তে জানা গিয়াছে যে আমদানি শুল্ক তিরোধানে অন্তত বস্ত্র ও সূতীর মূল্য ফেব্রুয়ারী হইতে ৪ পর্যায়ে বৃদ্ধি পাইবে। আবশ্যকী শুল্ক হ্রাস ও কার্পাসের আমদানি শুল্ক বন্ধের প্রস্তাবগুলি এখনও বিবেচনাধীন রহিয়াছে। এই বন্ধের ব্যবস্থা যে পূরণ হইবে তাহা পূর্বাহ্নে অনুমিত হইলেও ইহার ফলে আমদানীর ব্যবহারকারীদের কি ভাবে কতটা সুবিধা বা অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে তাহা বলা কঠিন। বিদেশে ৮০ কোটি বস্ত্র রপ্তানির পরিকল্পনা কার্যকরী করিতেই যদি আমদানির তুলনায় বৃহৎ অংশ ব্যবহার হয় তবে স্বভাবতই উচ্চ মূল্যের কৃষি বহির্দেশীয় ব্যবহারকারীরা পরিহার করিবেন। ইহা এমন অস্পষ্ট যে রপ্তানির ক্ষেত্রেই কেবল মাত্র উচ্চ মূল্য বাধার বিষয় কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করিতেছেন কিনা। স্বভাবতই দেখা যাইতেছে প্রস্তাবিত সম্প্রসারের ফলেই রপ্তানির ক্ষেত্রে অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে কয়েক মাস যাবৎ। বিদেশীয় ব্যবহারকারীদের শুল্ক হ্রাস চড়াইয়া দিয়া মূল্য অবমূল্যায়নের সুযোগ গ্রহণ করা হইবে কিনা তাহা অবশ্যই বিবেচ্য। ইহাকে কেন্দ্র করিয়াই আমদানী শুল্কের সংশোধন ও আমদানি শুল্কের হ্রাসের কথা উঠিয়াছে। এই বিষয়টির বিবেচনা অর্থমন্ত্রীর বৃহৎ বাজেট উপস্থাপনকাল পর্যন্ত স্থগিত রাখা হইয়াছে। সে যাহাই হউক রপ্তানি পরিমাণ পরীক্ষা করিয়া মূল্য অবমূল্যায়নের ফলে বিদেশ চাহিদা বৃদ্ধি কতটা ঘটিয়াছে তাহা নির্ণয় করিতে হইবে এবং বিষয়টির বিবেচনা করিতে হইবে।

খাদ্যসচিব সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী খাদ্যশস্যের আমদানি পরিমাণ ১৩ লক্ষ টনের কোটায় বাঁধা করা হইয়াছে। ইহা অর্থসংস্থান ক্রমে গৃহীত প্রস্তাব কিনা জানা যায় নাই। তাছাড়া যে পরিমাণ খাদ্যশস্য সংগৃহীত করা হইবে বলা হইয়াছে তাহা কার্যতঃ সকল না হইলে যেমন ব্যবস্থাই করাইতে হইবে। বৈদেশিক বিনিময় বাবদে যেভাবে হ্রাসের সিদ্ধান্ত হইয়াছে তাহা সত্যই প্রণিধানযোগ্য। ফলে বিপুল পরিমাণ খাদ্যশস্য ও তুলা আমদানির দ্বারা কোনও বিশৃঙ্খল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইবে না। ৮০ কোটি বস্ত্র রপ্তানির প্রস্তাব সার্থক হইলে তুলা আমদানির জন্য বৈদেশিক মুদ্রার অতিরিক্ত ব্যয় হইবে না; অধিকন্তু খাদ্যশস্য আমদানি হ্রাসের ফলে বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় বাড়িবে। অন্ন দুই কিছুই বিভিন্ন পরিকল্পনায় সাফল্যের উপর নির্ভর করিতেছে। উদ্বিগ্নতা কর্তৃপক্ষের মধ্যে রহিয়াছে শস্য সরবরাহের নিশ্চিত উচ্চ মূল্য এবং অন্যান্য বিদেশের মুদ্রাস্ফীতির সুযোগ যাহাতে ভিন্নাবস্থা গ্রহণ করিতে না পারে তদনুযায়ী ব্যবস্থা করা। বস্ত্র বিদেশে উৎপাদন লক্ষ্য অনুযায়ী না হইলে ও খাদ্যশস্য সংগ্রহ প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত না হইলে অবস্থা জটিল আকারে ধারণ করিবে। আগামী তিন মাসেই প্রকৃত অবস্থা ও পরিস্থিতি সঠিকভাবে জানা যাইবে।

কয়েক বৎসরের চাহিদা বাড়িয়াই চলিয়াছে। ফলে এমন একটি সন্তোষজনক অবস্থায় সৃষ্টি হইতেছে যাহাতে মনে হয় বিভিন্ন বর্ধিত উৎপাদনের লক্ষ্য আপাই সার্থক হইবে এবং ব্যবহারমূল্যের অনটন আর বীজ মূলীভূত হইবে না। ছাপড়ের মধ্যে সরষের বাজারে তাহার সমর্থন ঘর হইয়াছে ৮৭৮। বন্দেশীয় ঘর ৭৮৲ টাকা হইতে ৩৮৲ টাকা পর্যন্ত। সুবাবলির প্রদোষিয়েশন বহুই আশের অভাবের জন্য উৎপাদন বৃদ্ধির আশা তাহা করেন নাই। বোম্বাই ও মাদ্রাজের সংবাদ হইয়াছে উৎপাদন পরিমাণ ও গুণ উভয় দিক হইতে সন্তোষজনক। ভারত সরকারের তিসি আমদানি ও বিক্রয়-ব্যবস্থা অন্যান্য বিষয়গুলি এখনও বিবেচনাধীন রহিয়াছে।

বিহারে গত বৎসরের তুলনায় ১৩ শতাংশ বর্ধিত উৎপাদনের আশা করা হইয়াছে। এই বৎসরে অনুমান ২.১ লক্ষ টন আখ মাড়াই হইবে।

খাদ্যশস্য

উহার প্রত্যেকের বাজারে ঘাটতিভাব ঘর অপরিবর্তিতই আছে। খোলা বাজারে পরের পাইকারী দর নিম্নরূপ:—শ্যামলী ১৬৸৵, চাপোদি ১৯৲, কালেক্ট ১৭৲, খোলা ১৯৲ ও সৌরাষ্ট্র ৭১৴৷ কচ্ছে, কানপুর, বারাণসী, এলাহাবাদ, আগ্রায় সরকারী অঞ্চলে দর হইয়াছে মণপ্রতি ১৯৲ টাকা। ডালেরও বাজারে দর ছিতিশীল রহিয়াছে। খারিফ শস্যের ভরসা এইবারে প্রচুর হইয়াছে। আবহে কোন সময়েই এই পরিমাণ খারিফ শস্য উৎপন্ন হয় নাই। গত বৎসরের তুলনায় ১০ লক্ষ টন অতিরিক্ত উৎপন্ন হইবার। আগামী কিছুদিনের মধ্যে বৃষ্টিপাত হইলে রবি শস্যের ফলনও ভাল হইবে।

(সংবাদের শেষাংশ)

হইতে হ্রাস করিয়া পাউণ্ড প্রতি ৮৫ টাকা করায় তাঁহা বেশের রপ্তানীকারী ও উৎপাদকদের মধ্যে কিছুটা আতঙ্কের ভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। যাহা হউক, এই প্রকার আশঙ্কার কোন কারণ নাই। ইরানী ও আমেরিকান তাঁহা বেশের মূল্য এর বৃদ্ধি পাইতেছে যে, আমেরিকান বেশের মূল্য তাহা ও ইরানবেশ বাদে পাউণ্ড প্রতি ৩৮৲ টাকার কম হইতে পারে না। ইহা বেশীর তাঁহা বেশের সকল উৎপাদন ব্যয় অপেক্ষা অধিক।

অশোক স্তম্ভযুক্ত নূতন নোট চালু

অশোক স্তম্ভযুক্ত নূতন কাগজী নোট ভারতের সর্বত্র চালু করা হইয়াছে। নোটগুলির মধ্যে পুরাতন বর্ণনেরই রহিয়া গিয়াছে, তবে রাজার প্রতিমূর্তির স্থলে রাষ্ট্রীয় লাঞ্ছন অশোক স্তম্ভ ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্থমূল্য হইতে এক টাকার নোট ও তাহা হইয়াছে। পঞ্চাশের নিম্নের ব্যাঙ্ক দশ টাকা, পাঁচ টাকা ও দুই টাকার নোট বাজারে ছাড়িয়াছে। দুই টাকার নোটের আকার যা কিছু পরিবর্তন করিয়া ঈষৎ ছোট করা হইয়াছে।

কুচবিহারে জলবিদ্যুৎ শক্তি

কুচবিহারে জলবিদ্যুৎ শক্তি কার্যকরী করা যায় কি না, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি দল ইঞ্জিনীয়ার মিঃ প্রসাদকে নেতৃত্বে সেখানে প্রেরণ করিয়াছেন। সম্প্রতি কুচবিহারে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

জাপান-পাকিস্তান বাণিজ্য চুক্তি

জাপানের সহিত পাকিস্তানের এক বাণিজ্য চুক্তি ঘোষিত হইয়াছে। উহার ফলে দুই দেশের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি-বাণিজ্য চলিবে।

পাকিস্তান রপ্তানি করিবে তুলা, পাট, পশম ও চামড়া এবং জাপানের নিকট হইতে আমদানী করিবে যন্ত্রপাতি ও রসায়ন।

শেয়ার বাজার

কর্ম্মহীন

কলিকাতা, ১৬ মে ফাল্গুনে, এ সপ্তাহে মাত্র দুই দিন শেয়ার-বা ত খোলা ছিল। এই দুই দিনে এখানে শেয়ারক্রয়ের কাজ হয় নাই। পূর্ব্ববর্ত্তী দুই সপ্তাহে বাজারে যেরূপ অনিশ্চিত ভাব, এ সপ্তাহে তাহার কোন উন্নতি পরিলক্ষিত হয় নাই। শেয়ারের দরে উল্লেখযোগ্য কিছু হয় না, ক্রমবর্দ্ধমান বাজারে কাজ কারবার সীমাবদ্ধই থাকিয়া যায়। ইণ্ডিয়ান আয়রনের আকস্মিক বাজার-দর বিলক্ষণ নাড়িয়া যায়। ফলিতার্থে অবশ্য তেমনই এই অবস্থা ঘটে। অনেকে এরূপ অনুমান করিয়াছিল যে, পাকিস্তানে যে সব জাহাজ পাট ও পাকিস্তান হইতে ক্রীত পাট আনিত করিয়াছিল, তাহা ছাড়িয়া দিবার ফলে দুর্ভিক্ষ হওয়ার পরিণামে বাজারে তাহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে। কিন্তু এ অনুমান অনুযায়ীও বাজারে কোনো উন্নতি ঘটে না। কেবল মাত্র 'বিবিধ' বিভাগীয় ও চায়ের শেয়ারে সামান্য অবস্থোন্নতি লক্ষ্য করা যায়, 'বিবিধ' বিভাগীয় আশোনাল, আয়রনসহ, ইণ্ডিয়ান কেব্‌ল, ও ইণ্ডিয়ান ষ্টীমনেভিগেশন এই কয়টির শেয়ার বিভাগে কেবল উন্নতির দেখা যায়। বস্তুতঃ পক্ষে বলা চলে, শেয়ার বাজার ইতিমধ্যে সত্যকার দুর্ভিক্ষ অবস্থায় আসিয়াছে। চায়ের শেয়ারের ব্যাপারে অনুমানের বেলায়ও, আসাম ও দার্জিলিংএর চাহিদা ছিল। কিন্তু চায়ের বিদায় পূর্ব্ব প্রবর্ত্তিত শেয়ার প্রত্যেকের প্রতিক্রিয়া বিষয়ে অনেক যুক্তিসঙ্গত মনে উদয় আসিয়াছে।

যা হউক এই ব্যবসায়ের কারণ নির্দ্দেশ করা বড় কঠিন নয়। কারবারী ও পূর্ব্বাঞ্চলের মধ্যে যাতায়াত চলাচল বিঘ্নিত হওয়ার ফলে ব্যবসায়ীমহলের মনে ধারণা হইয়া থাকে যে আগামী পাকিস্তানে ও ১৯৫৬ বৎসরে বড় রকমের অনিশ্চিত ও বিশৃঙ্খলা থাকিবে। ব্যাঙ্কার ও নিয়ন্ত্রকগণ মনে করিতেছেন, উক্ত ভাবের মধ্যেও এই অচলাবস্থার পরিবর্ত্তন বড় অধিক হইবে না; তাই তাঁহারা কোনরূপ উৎসাহ দেখাইতেছেন না, কোনো নূতন দেয়ারে টাকা আটক করিতে সাহসের বোধ করিতেছেন।

আলোচ্য সপ্তাহে পাটের দরে কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। কেনা-বেচার মধ্যে কেনা বিক্রয়ের কোনো উৎসাহে পরিলক্ষিত হয় নাই। বেশন কোন সপ্তাহে কোনো বেচা হইবে এইরূপ সম্ভাবের কথা শুনা যায় না। ইণ্ডিয়া ষ্টীমনেভিগেশন ৫০৲, ইণ্ডিয়ান ষ্টীমনেভিগেশন ৫০৲, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ৫০৲ ও অন্যান্য শেয়ার কোনো অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটে না। অন্যান্যের মধ্যে বার্ণ ১৩৫৲ ও ১৩৬৲ দরে হাত বদল হয়।

ইণ্ডিয়ান আইরনের দর ৩৯৲ হইতে নামের কথা উল্লেখ না করা চলে, পরে যেটুকু ব্যবসা হইয়াছে তার হাত বদল ৩৯৲ আনায় ৩৯৲০ ও ৩৯৲০ আনায় মধ্যেই উঠানামা করিয়া যায় ইস্পাত কোম্পানির ৩ হাজার অংশ বিক্রয় হয়।

সপ্তাহের মাঝামাঝি সময় বিভাগে আশোনাল, ব্রাডলি, ইণ্ডিয়ান উড প্রডাক্টস, ইণ্ডিয়ান কেব্‌ল্ সাকুল্যে ৮৮ শত শেয়ারে কিনিবার জন্য অংশগ্রহণের বিশেষ উৎসাহ দেখা যায়। আশোনাল যে পরিমাণের বিক্রেতা ছিল অবশ্য কিন্তু সেই অনুপাতে ক্রেতা ছিল না। ইহার দর ৮৮৯৲ হয়।

বাজারের হালচাল

গত ১২শে ফাল্গুনী এই সপ্তাহের শেষ কারবারের দিন। ১৩ ও ১৪শে ফাল্গুনী প্রত্যেকটী দিনে উৎসবে বাজার বন্ধ থাকে, ১৬শে শনিবার হেরিজের বাজার বন্ধ। সুতরাং ১৭শে ফাল্গুনী সোমবার বাজারে কিছু নিম্ন ও ব্যবসার কোম্পানির শেয়ারের দর কিছুদিন চড়াইয়াছিল, কিন্তু তাহা দেখানো হইতেছে।

সরকারী তমসুক

৫৲ সুদের (১৯৬৬) তমসুক ৯১৫/০ ৫৲ সুদের (১৯৩৩-৪৮) তমসুক ১০০/০, ৫৲ সুদের ১৯৬৬-৪৮) ১০০৷৷০, ৫৲ সুদের (১৯৭০-৭৫ তমসুক ৯১৬/০।

ব্যাঙ্ক

বেঙ্গল সেণ্ট্রাল

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ৪৮৲

কাগজের কল

বেঙ্গাল ষ্টর্চ ৫৲, বেঙ্গল পেপার ১৮৲, কামারহাটী ষ্টেপল্‌উইন ১১৲০, বেঙ্গোবার ১৮৲০ বিড় ফিউচারিয়া ৪৲০।

কয়লা খনি

আমোলগ্যামেটেড ১৬৸০, আসোসিয়েটেড ৮৲০, বেঙ্গল ৫০৲, ভালসোরা ৯৲০, বরাকর ১১৸০, ইকুইটেবল ৫৲, ডাঙ্গারের ওয়েষ্টার্ণ বেঙ্গল ৫৲০

পাট

আদমজী ১৪৲০, অ্যাংলোইণ্ডিয়া ১৪৸০, আংলো-ইণ্ডিয়া ১৬৸০ (প্রেফারেন্স) ১১৲, বেলঘোরিয়া ১২৸০, ইণ্ডিয়া ১৫৸০, (প্রেফা ১৪৲, কাঁকিনাড়া ১০৲ (প্রিফারেন্স ৮১৲০।

খনি

বর্দ্ধমান কর্পোরেশন ২১/০, ইণ্ডিয়া কপার ৪১/০, ইণ্ডিয়ান টীন ৬/০

ইঞ্জিনিয়ারিং

আর্থার বাটলার, (প্রেফারেন্স) ১৪৲০ ব্রেডলেই ৮৪৲০, বার্ড অ্যাণ্ড কোং (প্রেফারেন্স) ১১৪৲০, মার্শাল্‌স ৭৮০, ইণ্ডিয়া আয়রন্ ৩১৲০, মুয়ারহেড ৯৲০, টমাস কর্পোরেশন ২৫৲০, টমাস কর্পোরেশন (প্রেফারেন্স) ১২৲০।

চিনি

আমবাতা ২৪৲, ক্রমরত ৯৸০, চিত্তপুর ১০৸০, ইষ্টার্ণ ১৭৲০, রাইসাদা ১৭৮৲০, বাজাজাত ১০৲০, রেজপুর ৮২৸০।

বিবিধ

আসোসে ব্রাদার্স ৩৪৲, ব্রি-আই কর্পোরেশন ৯১৲০, ব্রাডলি ওয়ার্ড ৪১৸০, ইণ্ডিয়ান কেব্‌ল্ ৫০৸০, ন্যাশনাল (প্রেফারেন্স) ৪৭৲০ ইণ্ডিয়ান উড প্রডাক্টস ২৯৫/০।

(চিত্তরঞ্জনের সেবাসদন)

নির্ম্মাণ কার্য্য প্রায় সমাপ্ত হইয়া আসিয়াছে।

মিহিজাম পাহাড়ের উপর দাতে চার লক্ষ গ্যালন জল ধরিতে পারে এমন ট্যাঙ্ক তৈয়ার করা হইয়াছে। এই পাহাড় হইতে প্রায় আড়াই মাইল দূরে অজয় নদী হইতে জল পাম্প করিয়া ফুল হইতে তাহা পাম্প করিয়া মিহিজাম পাহাড়ের উপর পাঠান হইবে। জল সরবরাহ ফুল হইতে মিহিজাম পাহাড়ের উপর সরবরাহের প্রায় আড়াই শত ফুট উচ্চে। এই জল সরবরাহ ব্যবস্থা দ্বারা অতিরিক্ত যে সাহায্যের ব্যবস্থা করা হইয়াছে তদ্ব্যতিত সমস্ত চিত্তরঞ্জন শহরের চাহিদা মিটাইতে অধিবাসীদের ও কারখানাসমূহের জল দেওয়া হইবে। মিহিজাম হইতে যাইবার ট্যাঙ্ক হইতে দূরে অবস্থিত এবং উক্ত ট্যাঙ্ক নির্ম্মাণ শেষ হইলে চিত্তরঞ্জনের সমস্ত নিম্নাংশ ও জল উহাই সরবরাহ করিতে পারিবে। তাহা ছাড়া চিত্তরঞ্জন শহরে মূলের পাহাড়ের পায়ের একটী প্রায় পঞ্চাশ ফুট উচ্চ ট্যাঙ্ক নির্ম্মাণ করিয়া চতুষ্পার্শ্বস্থ সমস্ত অঞ্চলের জল চল্লিশ ফুট উচ্চ করিয়া সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই ট্যাঙ্কের জলপরিষ্কার কারখানা ও সহরের ভিতরে নির্ম্মাণ হইবে।

ইণ্ডাষ্ট্রী প্রেস ১৮৩, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীকালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত, মুদ্রক ও আর্থিক জগৎ লিঃ এর পক্ষে ৩৯২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রিটস্থ, ৮৩নং মেছুয়াবাজার রোড, কলিকাতা—১ হইতে প্রকাশিত। : মুদ্রাকর ও প্রকাশক :—শ্রীহরেন্দ্রনাথ বসু

REGD. No. C3105.

আর্থিক ভারত

ARTHIK BHARAT

অর্থনৈতিক সাপ্তাহিক

২য় বর্ষ ৩৭ সংখ্যা] কলিকাতা, বুধবার ১৫ই ফাল্গুন ১৩৫৬; ৮ই ফেব্রুয়ারী, [মূল্য ।৹

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	
দেশমুখ সিদ্ধান্ত ও বাংলা	৫৮৩
অর্থলোক	৫৮৫
প্রাসঙ্গিক	৫৮৬
দেশমুখ বাঁটোয়ারা	
পাট বনাম কয়লা	
বিমানবিহার ও মুদ্রাসংকোচ	
পর্যাপ্ত খাদ্য ফলন	
তৈলে ভেজালের মাত্রা	৫৮৮
সংবাদ সংকলন	
পণ্যদ্রব্যের বাজারে	
শর্করা-শিল্পের সংকট	
শেয়ার বাজার	
বিশেষ উন্নতির অভাব	

দেশমুখ সিদ্ধান্ত ও বাংলা

১৯৩৬ সনের শাসন-কাঠামো প্রবর্তনকালে স্থির হয়। বিধানসভার সুপারিশ অনুসারে আয়করের ও পাট রপ্তানি শুল্কের একটা অংশ প্রদেশগুলির মধ্যে বণ্টনের ব্যবস্থা হইয়াছিল। তদনুসারে পাটশুল্ক বাবদ মোট আদায়ের মধ্যে ৬২½০ শতাংশ পাট-আবাদী প্রদেশগুলিকে আবাদের পরিমাণ অনুসারে ভাগ করিয়া দেওয়া হইত। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের, কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারী-বিদের ও কেন্দ্রীয় শাসনাধীন এলেকার সম্পূর্ণ আয়করই কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করিতেন। বাকি ব্যক্তিগত আয়করের অবশিষ্টাংশ হইতে আদায়ের খরচ বাদ দেওয়ার পর বাকী তহবিলটা কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে বিলি করা হইত। তন্মধ্যে অর্ধেক অপেক্ষা কিছু কম টাকা প্রদেশগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত হিসাবে ভাগ হইত :—

বোম্বাই ও বাঙলা ২০ শতাংশে, মাদ্রাজ ও যুক্তপ্রদেশ ১৫ শতাংশে করিয়া, বিহার ১০ শতাংশে, পাঞ্জাব ৮ শতাংশে, মধ্যপ্রদেশ ৫ শতাংশে, আসাম, সিন্ধু ও উড়িষ্যা ২ শতাংশে করিয়া এবং উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ১ শতাংশ। দেশ বিভাগের পরে ১৯৪৮ সালের মার্চ মাস হইতে বর্তমান সরকারের কর্মধারগণ সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির সহিত আলোচনা না করিয়াই পশ্চিম বাঙলার প্রাপ্য ৮ শতাংশ ও পূর্বপাঞ্জাবের প্রাপ্য ৩ শতাংশ হ্রাস করেন, এবং মাদ্রাজের প্রাপ্য ৩ শতাংশ, বোম্বাইএর প্রাপ্য ১ শতাংশ, যুক্ত-প্রদেশের প্রাপ্য ৪ শতাংশ, বিহারের প্রাপ্য তিন শতাংশ এবং মধ্য-প্রদেশ আসাম ও উড়িষ্যার প্রাপ্য ১ শতাংশে করিয়া বাড়াইয়া দেন। তাঁহাদের পক্ষে যুক্তি ছিল যে দেশ বিভাগের ফলে পশ্চিম-বাঙলা ও পূর্ব পাঞ্জাবের আয় পাওনা কমিয়াছে ও অন্ধ্রপ্রদেশের প্রাপ্য বাড়িয়াছে একই নীতি অনুসারে পাট রপ্তানী শুল্কে প্রদেশ গুলির অংশ ৩২½০ শতাংশে কমাইয়া ২০ শতাংশে ধার্য্য হয়।

কিন্তু উপরিউক্ত বিলি ব্যবস্থার মধ্যে যে গলদ দেখা যায় তাহা দূরীকরণের প্রয়োজন দেখা দেয় কিছু দিনের মধ্যেই, কারণ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও প্রদেশ হইতে স্বাভাবিকভাবে বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রবল আপত্তি দেখা যায়। সেইজন্য ১৯৪৯ সালের ২৯শে নভেম্বর

সরকার ঘোষণা করেন যে ১৯৫০ সালের ৩১শে মার্চের পর আয়কর ও পাটজাত প্রব্যের রপ্তানি শুল্ক বাবদ কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যসমূহের মধ্যে কিভাবে অর্থ বণ্টন করিবেন তাহা নির্ধারণের ভার তাহাদের বিভাগ বাজেটের প্রাক্কলন পর্ষদের শ্রীচিন্তামনের উপর অর্পিত হয়। সকলেই তখন আশা করিতেছিলেন যে শ্রীচিন্তামনের হাত সকলের পক্ষে প্রসন্নযোগ্য হইবে কিন্তু শ্রীচিন্তামনের যে রায় প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে আমরা বিশেষ আশান্বিত হইতে পারি নাই।

শ্রী চিন্তামন-সংক্রান্ত বিবরণের অনুচ্ছেদের পর যে হার নির্দেশের সেই সিদ্ধান্ত অনুসারে বণ্টনযোগ্য আয়করের শতকরা ১৮.২ ভাগ পাট রপ্তানী শুল্ক বাবদ ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা পশ্চিমবঙ্গ অন্যান্য রাষ্ট্রের মধ্যে মাদ্রাজ পাইবে ১৭.১ ভাগ, বোম্বাই উত্তর প্রদেশ ১৮ ভাগ, বিহার ১১.৩ ভাগ মধ্যপ্রদেশ পাঞ্জাব ৫.৩ ভাগ আসাম ৩ ভাগ এবং উড়িষ্যা ৩ ভাগ, শুধু পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া আরও তিনটি রাষ্ট্রের মধ্যে বণ্টন করা হইয়াছে। আসামকে দেওয়া হইয়াছে ৫০ বিহার পাইয়াছে ২৫ লক্ষ টাকা এবং উড়িষ্যা পাইয়াছে

প্রতিবাদ করিবার যোগ্য। তিনি বলিয়াছেন "পশ্চিমবঙ্গ তাহার এলাকা হইতে প্রাপ্ত আয়করের শতকরা ১৭৲ মাত্র পাইতেছিল। সেখানে বোম্বাই পাইতেছিল শতকরা ২৩৲; মাদ্রাজ শতকরা ১১০৲; উত্তর প্রদেশ শতকরা ১৮৲, পাঞ্জাব শতকরা ৭৪৲, বিহার শতকরা ৫৮.২৲; মধ্যপ্রদেশ শতকরা ২৫.১৲; আসাম শতকরা ৫০৲ এবং উড়িষ্যা শতকরা ৭৫৲ টাকা। শ্রীযুক্ত দেশমুখ যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তদনুপাতে পশ্চিমবঙ্গ তাহার এলাকা হইতে প্রাপ্ত আয়করের শতকরা ২৪৲, বোম্বাই পাইবে শতকরা ২৩৲, মাদ্রাজ পাইবে শতকরা ১০৭৲; উত্তর প্রদেশ পাইবে শতকরা ১৭৫৲, পাঞ্জাব পাইবে শতকরা ৮১; বিহার পাইবে শতকরা ৬৬৮৲; মধ্যপ্রদেশ পাইবে শতকরা ২৫১৲ আসাম পাইবে শতকরা ৫০৲ এবং উড়িষ্যা পাইবে শতকরা ৭৫৲।"

উপরোক্ত তথ্যগুলি হইতে একথা সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিবে যে রাষ্ট্রসমূহের নিজ নিজ এলাকা হইতে যে পরিমাণ আয়কর আদায় হয় তন্মধ্যে পশ্চিমবঙ্গই সেই অনুপাতে সর্বাপেক্ষা কম হারে পাইতেছে. শ্রীযুক্ত দেশমুখের সিদ্ধান্ত অনুসারে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থার কিছুমাত্র পরিবর্তন উন্নতি দেখা গেলেও পশ্চিমবঙ্গ উল্লিখিত রাষ্ট্রসমূহের তুলনায় সর্বাপেক্ষা কম হারে আয়করের অংশ পাইবে।

পাটশুল্কের ব্যাপারে অন্যান্য প্রদেশের ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের বক্তব্য কিন্তু পাটজাতের যে বিপুল অংশ ভারত সরকার লইয়া থাকেন তাহার মূলে কোন সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে-

ছেন। শ্রীযুক্ত দেশমুখ সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে ও [illegible] পশ্চিমবঙ্গকে বিশেষ অংশ দিতে প্রস্তুত নহেন। সেই-

তাহার যে সিদ্ধান্ত ঘোষিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে সর্বত্র নৈরাশ্য ও উৎকণ্ঠার সঞ্চার হইয়াছে। তাহার সিদ্ধান্তের ফলে এখন দেখা যাইতেছে পশ্চিম বঙ্গ ঐতিহাসিক ধরিয়া ক্ষেত্রে অবিচার করিয়াছে তাহার কোন প্রতিকার তো হইলই না, পক্ষান্তরে কয়েকটি বিষয়ে অবিচারের আরও নূতন কারণ দেখা দিয়াছে। প্রথমে পশ্চিমবঙ্গের প্রাপ্য আয়করের অংশ শতকরা ১৫০ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে সত্য এবং গত বাজেটের ভিত্তিতে এই বৃদ্ধির ফলে পশ্চিমবঙ্গের ভাগে ৫০ লক্ষ টাকা বেশী পড়িবার কথা কিন্তু আয়কর বাবদ গত বৎসরের যে আয় হইয়াছে তাহা আগামী বাজেটে ধরা পড়িবারই কথা। তাহা হইলে পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে উক্ত ৫০ লক্ষ টাকা বেশী পাওয়া একপ্রকার অসম্ভব। তাহা ছাড়া আরও লক্ষ্য করিবার বিষয়, আয়করের অংশ বণ্টনের ব্যাপারে অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের প্রতি গভীর অবিচার চলিয়া আসিতেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনৈক মুখপাত্র এই সম্পর্কে যে সকল তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বিশেষ করিয়া

তাহা কেন্দ্রীয় রাজস্ব বৃদ্ধি করার প্রয়োজন আমরা অস্বীকার করি না কিন্তু একটি প্রদেশকে সর্বস্বান্ত করিয়া কেন্দ্রের শ্রীবৃদ্ধি নিশ্চয়ই ন্যায়সঙ্গত নহে। ১৯৫৯-৬০ সালে পাটশুল্ক বণ্টনের ব্যাপারে যে নীতি গৃহীত হইয়াছিল তাহার ব্যতিক্রম না করিবার জন্য শ্রীযুক্ত দেশমুখের নিকট আবেদন জানান হইয়াছিল কিন্তু তিনি তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। ফলে পশ্চিমবঙ্গ যেখানে ৩ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা পাইত সেই স্থলে নূতন বাঁটোয়ারায় পশ্চিম বঙ্গ পাইবে মাত্র ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা।

অর্থাৎ সর্বদিক বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে সমস্যা-প্রপীড়িত বাঙ্গলা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় শাসনকর্তারা বড়ই মুখ ঘুরান দেখান না কেন আসল ব্যাপারে তাহারা মোটেই বাঙ্গলার প্রতি সহানুভূতিশীল নহেন। নূতন শাসনতন্ত্রের বিধান অনুসারে আগামী দুই বৎসরের মধ্যেই রাষ্ট্রপতি আর্থিক সম্বোবস্ত সমূহের পুনর্বিবেচনার জন্য কিনান কমিশন" গঠন করিবেন। সেইজন্য কিনান কমিশনের নিকট হইতে বাঙ্গলা যাহাতে সুবিবেচনা পায় তাহার জন্য এখন হইতে আন্দোলন করিতে হইবে।

অর্থনীতি

ভারত-পাক আর্থিক মিলনের চেষ্টা

আর্থিক ভারতের পাঠকদের মনে থাকিতে পারে যে আমরা আমাদের বহুপূর্বেকার সম্পাদকীয় এক সংখ্যায় উল্লেখ করিয়াছিলাম যে ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে মুদ্রাস্ফীতি সম্পর্কে যে বিরোধ চলিতেছে তাহার অবসানের জন্য ভারতীয় মুদ্রার মাত্র বৃদ্ধির চেষ্টা করা হইতেছে। গত সপ্তাহের টাকার বাজারে ঐরূপ আবার সংবাদ রটে এবং ভারতীয় মুদ্রার অস্থির ক্ষেত্রসমূহে চাঞ্চল্য দেখা দেয়।

পাকিস্থানের অর্থসচিব মোহাম্মদ মহম্মদ সম্প্রতি তাঁহার অনেক বন্ধুর করার বিষয়ে আলাপ আলোচনা ও তাঁহার সহিত পরিচয় করেন, সফরে গিয়াছেন, শ্রীযুক্ত নিয়োগী প্রভৃতির সহিত "সৌহার্দ্যপূর্ণ" আলোচনার সংবাদ প্রকাশিত হইবার পর হইতে সমালোচনা করিবার উদ্যম হইয়াছে। সফরকে যাহাতে যে সংবাদ রটিয়াছে তাহা দুই প্রকারের। প্রথম সংবাদটি হইতেছে এই, পাকিস্থান সরকার ভারত সরকারের নিকট নাকি এই প্রস্তাব করিয়াছে ভারত তাহার টাকার মূল্য সত্তরকরা ৩০ ভাগ বৃদ্ধি করিলে পাকিস্থান তাহার টাকার মূল্য সত্তরকরা ২০ ভাগ হ্রাস করিবে। পাকিস্থান সরকার মনে করেন যে এই প্রস্তাব করিয়া তাঁহারা ভারতের বাণী মিটাইতে অনেক অগ্রসর হইয়াছেন।

প্রস্তাব মাত্রই ভারতের পক্ষে লোভনীয় এবং দুই ডমিনিয়নের সরকারীর মনে এইরূপ মীমাংসার প্রস্তাব আসিতে বাধা সৃষ্টি করিতে পারে। কিন্তু এই সম্পর্কে ভারত সরকারের সম্মুখে কতকগুলি বাধা আছে। প্রথমতঃ সাধারণ হিসাবে পূর্বে (সেপ্টেম্বর মাসে) টাকার মূল্য হ্রাস করিয়া তার সঙ্গে মধ্যে আবার টাকার মূল্যবৃদ্ধি করিলে ভারত সরকারের অর্থনৈতিক-জ্ঞান পরিচয় দেওয়া হইবে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারত সরকারের মুখরক্ষা হইবে। দ্বিতীয়তঃ মূল্য হ্রাসের ফলে ভারতের বস্তানী বাণিজ্যের যে সাময়িক উন্নতি দেখা দিয়াছে তাহা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। সেইজন্য শুধু পাকিস্থানের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্কের উন্নতি করিবার জন্য ভারত সরকার এইরূপ ঝুঁকি লইতে প্রস্তুত হইবে কিনা তাহা সন্দেহজনক।

আমরা অবশ্যকার যে সংবাদ রটিয়াছে তাহাতে জানা যায় যে ভারত-পাক যোগাযোগের যে চেষ্টা হইতেছে তাহা আরো চারার বিনিময় সাক্ষাৎ ব্যাপার নয়; এবং দ্বিতীয় সংবাদ সত্য বলিয়া মনে হয়। ভারতের মতে আগামী বৎসরের মধ্যে ভারত-পাক বাণিজ্যের অসাধারণ অবসানকল্পে যে আলোচনা হইবে তাহাতে মাল বিনিময়ের জন্য নাকি একটি সাধারণ মূল্য অবলম্বন করা হইবে। যেমন ভারত এই টন কয়লা বা লৌহ সরবরাহ করিলে পাকিস্থান এত গাঁইট পাট বা তুলা দেবার কথা করিবে। কিন্তু সেইরূপ যোগাযোগ যে সহজসাধ্য নয় তাহা বলাই বাহুল্য। কারণ এখনো পাকিস্থান সরকারের সহিত ভারত সরকারের যতপ্রকার যোগাযোগ হইয়াছে তাহার সবগুলিই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে পাকিস্থান সরকারের কলহ-প্রিয়তার জন্য, দ্বিতীয়তঃ পাকিস্থান সরকার এখনও পর্যন্ত ভারতের পূর্বপ্রদত্ত পাট প্রত্যর্পণ করে নাই। কাজেই ভারত সরকার কোন যোগাযোগের পূর্বাহ্নেই পাকিস্থানের মনোভাবের পরিচয় স্বরূপ কিছু পাট সরবরাহ করিবার জন্য পাকিস্থানের নিকট দাবী করিবে কিন্তু পাকিস্থান সরকারের পক্ষে ঐ প্রস্তাব কার্যকরী করা সম্ভব হইবে বলিয়া মনে করিবার কারণ নাই।

তাছাড়া বাস্তব-সমস্যাও এমনও জটিল হইয়া দাঁড়িয়াছে। সেইক্ষেত্রে ভারত সরকার পাকিস্থান সরকারের দুর্গতি দেখিয়া তাহার সাহায্যে অগ্রসর হইবে কেন? পাকিস্থানের কাঁচা পাট অধিকতর অবস্থার মধ্যে পরিণতির এবং কয়লার অভাবে সমস্ত যানবাহন বন্ধ হইবার উপক্রম, ইতিমধ্যে রেলওয়াগন অনেক ক্ষেত্রে বন্ধ হইয়া পড়িয়াছে, ফলে পাকিস্থানের, বিশেষ করিয়া পূর্ব পাকিস্থানের, অবস্থা ভীষণ দুর্বিষহ হইয়া উঠিতেছে এবং বহু ক্ষেত্রে অসন্তোষ ও বিক্ষোভের লক্ষণও দেখা দিতেছে। সেই অবস্থায় পাকিস্থান সরকারের পক্ষে ভারতের সহিত সহযোগিতা করিবার আগ্রহ দেখা যাইতে পারে কিন্তু ভারত সরকার পাকিস্থান সরকারের দুর্বিনয় করিতে নিজের স্বার্থ চাহিবে কেন? পাকিস্থান যদি সত্বর ভারতকে সাহায্য করিবে চেষ্টা করিয়াছে এবং পাকিস্থানের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য ভারতেরও যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে এবং হইতেছে। কিন্তু ভারত সেই ক্ষতি সহ্য করিতে যে অক্ষম নহে তাহার পরিচয় পাকিস্থান এতদিন পাইয়াছে। সুতরাং হঠাৎ করিয়া আলোচনা করিতে বসিলেই কি পাকিস্থান ক্ষতি হয় তাহা পাকিস্থান সরকার জানেন এবং পাকিস্থানের নিকট হইতে পাট ও তুলা ক্রয় না করিলেও ভারতের অনেক চলিবার হইলেও তুলাবা মনে তাহারা পাকিস্থান সরকার না তাহার জানা নাই। এই অবস্থায় অযথা ভারতের সহিত মিটমাট করিয়া পাকিস্থান সরকার নিজের হেরেন্দ্র মন্ত্রীত্ব ভীষণ করিয়া তুলিয়াছেন তাহার অবশ্য বিচার তাঁহারাই এই কি না এখনও করিতে হইবে।

আমরা অবশ্য কখনও চাহিনা যে দুই সরকার অযথা কলহ করিয়া নিজেদের আর্থিক সংকট বৃদ্ধি করুক, কিন্তু প্রথম হইতে পাকিস্থান সরকারের আচরণ লক্ষ্য করিয়া ভারত সরকারকে দোষ দিতে পারিনা। সেইজন্য আমরা ভারত-পাক মৈত্রীর সর্বপ্রকার চেষ্টার সাফল্য কামনা করি। কিন্তু তাহার জন্য পাকিস্থান সরকারের মনোভাবের পরিবর্তন হওয়া যে অবশ্য প্রয়োজন তাহাও বিস্মৃত হই। বিশ্বের সভিয়া সেই বিশ্ব হইতে উদ্ধার লাভ করিবার জন্য পাকিস্থান একটা চেষ্টা করিতে পারে,এবং আমরাও দেখিতে পারে। কিন্তু কার্যসিদ্ধি হইয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে আবার পূর্বমূর্তি ধারণ করিবে না। ইহার প্রমাণ একাধিকবার পাওয়া গিয়াছে। চুক্তিভঙ্গ হইয়া সেই চুক্তির সর্ত পালন করা যে রাষ্ট্রের নীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহার সহিত চুক্তি সম্পাদন করাই বিড়ম্বনা মাত্র। সুতরাং পাকিস্থানের সঙ্গে কোনোরূপ আলোচনা-মীমাংসা করিবার পূর্বে দেখিতে হইবে ইহা তাহার সুবিধা আদায়ের কিস্তি কি না এবং তাহার মনোভাবের পরিবর্তন সত্যই ঘটিয়াছে কি না। গায়ের জোরে সমস্ত বাহিনে আর মার খাইব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করা মনে কিন্তু তাহা ভাঙিয়া ফেলেই পুনরায় মারের জন্য লালায়িত হইবার প্রবণতা একটা আছে। পাকিস্থান সেই মারণ-পুলক চরিতার্থতা পরিহার না করা পর্যন্ত ভারতকে সতর্ক থাকিতে হইবে।

প্রাসঙ্গিক

কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

আমদানি ও পাটের রপ্তানি শুল্ক বাবদ ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার বৎসরে যে পরিমাণ অর্থ লাভ করেন, তাহা যে বৎসরের বিভিন্ন সময়ের মধ্যে ও পাট-উৎপাদনকারী প্রদেশের মধ্যে কঠিন বলিয়া বিবেচনা করার যুক্তি আছে। কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের এতদ্বারা অধিক যে কোন রাজ্যকে ঠিক অর্থ বিতরণে, দেওয়া হইবে তাহার ব্যয়। ১৯৩৬ সাল হইতে বিভিন্ন সময়ের জন্য যাহা করা হইয়াছে, তাহার ও সম্প্রতি বিতরণ হইবার ফলে ঠিক তাহা সংশোধন করিয়া দিবেন আশা করি হইবে এবং আমরা যে আশা করিতে এই নূতন কঠিন প্রথার পরিবর্ত সম্প্রতি ভারতে করিয়া যায়, তাহাতে আমাদের আশা

পাটের রপ্তানি শুল্ক বাবদ আয়ের যে পরিমাণ অর্থ পশ্চিম বাংলাকে দেওয়া হইল তাহা পরিবর্তে দেওয়া হইবে।

কি পরিমাণ পাট অবশ্য বাংলা পাই এবং কোন্ বাংলার কোন্ অংশে তাহার উৎপাদন হইয়াছিল, তাহার হিসাব রাখা সম্ভব নহে। কিন্তু এই প্রদেশ বিভিন্ন হওয়ায় পশ্চিম বাংলা আর পাটের তেমন কোন ক্ষেত্র রহিল না। অতএব তাহারা বলিবে। দুঃখের বিষয় হইলে এ-সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলিবার নাই। কিন্তু বর্তমান অবস্থা বিবেচনায় এ-সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য আছে। পশ্চিম বঙ্গ ভারতের শীমান্ত প্রদেশ; সীমান্ত প্রদেশ হইবার ফলে অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা এ-প্রদেশের অনেক অতিরিক্ত ভূমি সংরক্ষা করিতে হয়; সেইজন্য ভূমি রাজস্বাইবার জন্য অতিরিক্ত ব্যয় অবশ্যই আছে; এই প্রদেশটি বঙ্গিত হইবার ফলে ইহার সমস্যা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে, বাস্তুহারাদের ভিড় এই প্রদেশের উপর আসিয়া পড়িয়াছে ও পড়িতেছে; এইসব উদ্বাস্তুদের তত্ত্বাবধেক্ষণ-সংক্রান্ত ইত্যাদির জন্য অনেক অর্থও এ প্রদেশের আছে। এইসব বিষয় বিবেচনা করিয়া দেওয়া কর্তব্য ছিল বলিয়া মনে হয়। পশ্চিম বাংলাকে আরও কি করিতে হয় তাহাদের মধ্যে উপর সরকার বলিয়াছেন সাময়িকভাবে দাবী এবং এখানকার অন্যান্য উপযুক্ত কর্তৃক ইত্যাদি বাংলার ব্যবহার করা কম করা নয়। ইহার এই ক্ষুদ্র প্রদেশের কর্মীদের মধ্যে পড়িয়াছে। কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দেখা যাইতেছে, পশ্চিম বাংলা পাটের রপ্তানি শুল্ক বাবদ পাইবে এক কোটি ৮০ লক্ষ টাকা। অবশ্য চাক্ষুষ দেখিতে অনেক বেশী বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু বস্তুতপক্ষে এ অঙ্ক পর্যাপ্ত নয়। তাহার সরকার ইতিমধ্যে কেশবচন্দ্রের হাত গ্রহণ করিবার পূর্বে উহাদের প্রকৃত অবস্থা বিবেচনা করা সমীচীন ছিল।

পাট রপ্তানি করলা

বহরমপুরের কোহিনূরাহী ও নারায়ণগঞ্জকে নূতনভাবে করিয়া পাকিস্থান বাড়ী পরিচালনাধীন হয় করে। ইহার ঠিক বাড়ের কর্মচারের ধারণা ছিল যে, এইভাবে কতকগুলি কারখানার নাম পালটাইয়া দিলেই বাড়ের পক্ষে সুবিধা হইবে। তাহার উপর পাকিস্থানের ছিল নাই। যে পাট আমরা এখন কিনিব, যাহা পূর্ববঙ্গে আর কোথায় উপর হইবে। তাই পাটের অন্যতাদের তাহারা ধরাকে সরা জ্ঞান করিতে শুরু করিল। বাড়ের সহিত বাড়ীর ব্যবহার করিতে হয়, সাধারণ জ্ঞানও ঠিক বাড়ের কর্মচারদের নাই। তাহারা মনে করেন, বাড়িলত বিরোধ যেমন ব্যবস্থা অবলম্বন করা চলে, এসব ক্ষেত্রেও তাহা করা যাইতে পারে। শুরুতে তাঁহারা ভারতের অভাবের ও বাড়ীসেবাদের সহিত প্রতিযোগিতা আরম্ভ করিলেন; তাঁহারা নিজেদের বাড়ীকে আসল বাড়ের প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। ইহাতে পৃথিবীর চোখে তাহারা কি পরিমাণ হীন ও নীচ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছেন ও হইতেছেন তা উপলব্ধি করিবার মত কাণ্ডজ্ঞানও তাঁহারা হারাইয়াছেন। ভারতের পাট আটক করার পরিবার কোথায় দিয়া চৌকিয়াছে, তাহা এখন তাঁহারা হাতে হাতে বুঝিতেছেন। তাঁহাদের নূতনভের প্রিয়ার চলাচল বন্ধ হইয়াছে। তাহা হইতে কোহিনূরাহীতে যাইতে হইলে কোন্ পথে তাঁহারা যাইবেন আমি না—বেনাইজিনেরও তো করলা প্রয়োজন। যাহাই হউক ইহা নিশ্চই সহজ পথ বলিয়া এখন তাঁহাদের মনে হইবে। আনুমিক দয়া অপথে যান করিয়া প্রাদেশিকতার বর্তন পথে তাঁহারা না যাওয়াইয়া তাঁহাদের দেশের অসহায়ভাবকে কোন্ দিকে পরিচালনা করিবেন তাহা তাঁহারা ভাবিয়া দেখিবার সময় আছে। করলার অভাবে পাকিস্থানের মুর্তিত কিরিকি নূতন করিয়া এখানে প্রকাশের ইচ্ছা নাই। সকলেই তাহা অবগত আছেন, ইতি-পূর্বে আমরাও তাহার উল্লেখ করিয়াছি। পাকিস্থানে নূতন করিয়া যে ওখানার কিন্তুদের উপর অত্যাচার শুরু হইয়াছে, ইহা করলার অভাবজনিত রাগ কিনা, আমরা সঠিক বলিতে পারি না। কিন্তু করলা না পাওয়ায় ওখানকার কর্মচারদের ঠিক যে অসুবিধা হইয়াছে, তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। পাকিস্থানের কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থসচিব সম্প্রতি দিল্লীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন ও পশ্চিম বেঙ্গল সহিত দীর্ঘকাল ধরিয়া নাকি কথাবার্তা বলেন। তাঁহার বিভি আগমনের হেতু কি? হেতু নাকি বেহার ব্যক্তিগত ব্যাপার। আমিন তবু হতভাগীরা, এইরূপ কিন্তু আছে বলিয়াই অর্থসচিবের বিভি আগমনকে ব্যক্তিগত ব্যাপার বলিয়া আখ্যা করিতে হইয়াছে। কিন্তু ইহা যে ব্যক্তিগত নয়, তাহা স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে। তাঁহার সঙ্গে পাকিস্থানের কমার্স সেক্রেটারী জনাব ফারুক ও পূর্ত পাকিস্থান দুই বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন। এ ব্যাপার তাহা হইলে ব্যক্তিগত নয়, পাট ও করলা ঘটিত। ইহাও অর্থ-নৈতিক ব্যাপারই যে অর্থ-সচিবের বিভি আগমনের অর্থ, ইহা বুঝিতে কাহারো অসুবিধা হয় না। পাট আটকাইয়া জানানো করিতে গিয়া যে উল্টোপাল্টা পাকিস্থান পরিবারে তাহা হইতে উহার লাভ অপেক্ষা অনেক পরিমাণ বেশি হইয়াছে। আটক পাট ছাড়িয়া দিয়া করলা পাইবার আশা যদি পাকিস্থান করিয়া থাকে, তাহা হইলে এখনই করলা সরবরাহে ভারত সরকার যেন সম্মত না হন, এই আমাদের অনুরোধ। কেননা, যদিও চুক্তি পাকিস্থান একাধিক-বার ভঙ্গ করিয়াছে, তাহাদের চুক্তির কোনো মূল্য নাই। পাকিস্থানের ভরসুদ্ধির

প্রকৃতই উৎস হইয়াছে. এখন প্রশ্ন এই যে তাহা সত্ত্বেও দেশে ভারত সরকার চলিতে থাকেন।

বিমানবিহার ও মুদ্রাসংকোচ

অস্বাভাবিক মুদ্রাস্ফীতির ফলে বিলাস-ব্যসনের সামগ্রী হইতে শুরু করিয়া নৈমিত্তিক জীবনের অপরিহার্য দ্রব্যাদির দাম অত্যন্ত দ্রুত বৃদ্ধি পায়। যুদ্ধের মধ্যে ইহা এক-রকম মানাইয়া গিয়াছিল। যুদ্ধের প্রয়োজনে কাজে তখন প্রত্যেক পরিবারের চুড়ান্ত অর্থ নিযুক্ত ছিল। সুতরাং জিনিষ-পত্রের দাম বাড়িলেও তাহা বড়টা গায়ে লাগে নাই। কিন্তু এখন অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়াছে। এখন যুদ্ধের সাজ আর ভারত নাই, কিন্তু যুদ্ধ-অজিত মুদ্রাস্ফীতি ও স্বল্পজিত সঞ্চয়-প্রয়াসের উত্তরণা প্রায় বহাল আছে। সাধারণ লোকের পক্ষে জীবন-যাপন করা তাই এখন এত কঠিন হইয়াছে। মুদ্রাস্ফীতি রোধ করিবার জন্য সর্বপ্রথমেই ভারত হইতে কোনো উদ্যোগ হয় নাই, যা তাঁহারা এ বিষয়ে সচেতন নয়, এমন কথা বলি না। আমাদের বলিবার কথা এই, মুদ্রাস্ফীতি রোধ করা হউক হইয়াছে, কিন্তু মুদ্রাসংকোচ ততটা ঘটে নাই। কিন্তু বর্তমানে লক্ষণাদি দেখিয়া মনে হইতেছে, মুদ্রা-সংকোচন হয়ত-বা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। বাজারে বিক্রেতাগণ দোকান খুলিয়া বসিয়া আছেন, কিন্তু ক্রেতার ভিড় অনেক পাতলা হইয়া গিয়াছে। লোকের হাতে টাকা কমিয়াছে—এটা বড় কথা নয়; সাধারণ লোকের হাতে টাকা কম থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু লক্ষ্যণীয় সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, বিমানে বিহারকারীর সংখ্যা শতকরা পঁয়ত্রিশ কমিয়া আসিয়াছে এবং কমিবার ঝোঁকটা আরও অব্যাহত। যাহারা বিমানে আরোহণ করিয়া স্থানান্তরে যাতায়াত করেন, তাঁহারা স্বভাবতই সম্পন্ন। সেই সম্পন্নশ্রেণীর মধ্যেও যখন অর্থের কিছু সাশ্রয় করিবার আগ্রহ দেখা গিয়াছে, তখন লক্ষণ ভালো বলিতে হইবে। বিমান যাত্রীর সংখ্যা কমিয়াছে, এবং আরও কমিয়া যাহাতে না যায়, তজ্জন্য বিমান কোম্পানিসমূহ বিমানের ভাড়া কমাইবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এখন ট্রান্সকোর্ট সাইবেলিয়া বোর্ড বিমান কোম্পানিসমূহকে বাইশ শিলু বন পর্যন্ত হইতে চার আনার মধ্যে ইচ্ছামত ভাড়া নিবার অনুমতি দিয়াছেন। এখন ইহাতে, যেখানে এয়ার-রুটের উপর ইতিপূর্বে একচেটিয়া অধিকার ছিল, ইতিমধ্যে তাহাতে একাধিক বিমান-কোম্পানি এয়ার-রুটের ও ভারত এয়ার-রুটের উপর ইতিমধ্যেই ভাড়া কমাইয়াছেন। তবেই কোম্পানি যাতায়াতী ভাড়া নিম্নে তবে করাইয়াছেন। এইরূপ হইতে মনে হয়, মুদ্রা-সংকোচনের আরম্ভ হইয়াছে; এইরূপে যদি বিভিন্ন দ্রব্যে নিত্য বাড়িয়া কাটিয়া ইত্যাদি ক্ষেত্রে দেশের বৃদ্ধিমান ব্যক্তিদের নিযুক্ত করার জন্য সর্বপ্রথমেই উদ্যোগ করেন, তাহা হইলে দেশের আর্থিক অবস্থা-অভিমুখে অগ্রগতির অনেক সাহায্য হয়।

পর্যাপ্ত খাদ্য ফলন

গত সপ্তাহে লালবিহারী বাইনস্টিক ভারত সম্বন্ধে আলোচনাপ্রসঙ্গে আমেরো-ইন্ডিয়ান ফ্রেন্ডা দিং ফ্রাড অ্যাসোসি মন্তব্য করিয়াছেন যে, ১৯৪১ সালের মধ্যে খাদ্যশস্য সংক্রান্ত বিষয়ে ভারতকে আত্মনির্ভরশীল করিবার জন্য যে উদ্যম আরম্ভ হইয়াছে, তাহা সফল হইবার আশা করা যায়। এই উদ্যোগ শুরু হইবার পরও খাদ্যে ঘাটতি আমদানি করে নাই, বরং বাড়িয়াছে। মিঃ আন্টনি আর্থিক পরিমাণ উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন ১৯৩৮ সালে যে পরিমাণ খাদ্য আমদানি হয় ১৯৩৯ সালে আমদানি হয় তাহার প্রায় দ্বিগুণ। তিনি আরও মন্তব্য করেন যে, যে অবস্থার ও তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া ভারত-সরকার ১৯৪১ সালের মধ্যে ভারতকে খাদ্যশস্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার আশা পোষণ করিতেছেন, সে আশা সম্পূর্ণ ভুল। মিঃ আন্টনির উক্তি আদৌ এমন কথা আমরা না বলিলেও আমাদের জানিতে ইচ্ছা হয়, যে তথ্যের উপর ভিত্তি করিয়া তিনি এই তত্ত্ব প্রকাশ করিলেন, সেই নির্ভুল তথ্য তিনি পাইলেন কোথায়? তাঁহার হস্তগত যদি সেরূপ তথ্য থাকিয়া থাকে তাহা হইলে তিনি তাহা অচিরে প্রকাশ করিলে পর্যবেক্ষক ও অনুসন্ধানকারীদের উপকারে আসিতে পারে। কেন না, অনুসন্ধানকারীরা তাহা হইলে সহজে বুঝিতে পারে, খাদ্যশস্যের প্রকৃত অবস্থা কি, এবং পর্যবেক্ষক ও তদন্ত সেই তথ্যের দ্বারা চালিত হইয়া নূতন-ভাবে পরিচালনার ধারা প্রবর্তন করিতে পারে। দুঃখ হইয়াছে বলিয়া বলিয়া কাজিয়াই কর্তব্য শেষ না করিয়া যদি শুধু সমস্যাটি সেইদিকে বাধ্যতামূলক দেওয়া যায়, তাহা হইলে সেই পথে চলা অনেক সহজসাধ্য হইয়া আসে। আমরা সরকারী তথ্যের বিশ্লেষণ করিতে চাই না, মিঃ আন্টনির উক্তিরও বিশ্লেষণ করিতে চাহি না। আমরা ঠিক কোথায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি, সেই সমস্যার স্পষ্ট নির্দেশ করিতে চাহি। যে বিপুল পরিমাণ অর্থ খাদ্যশস্য ক্রয় করিবার জন্য বিদেশে পাঠাইতে হইতেছে, সেই অর্থ যাহাতে দেশে নিয়োজিত হইতে পারে ও দেশের কৃষি শিল্প ব্যবসায়ের উন্নয়ন সাধিত হয়, আমরা এই আশাই পোষণ করি।

এদিকে ভারত সরকারের দায়ী কয়েকজন শ্রীযুক্ত লালিত কলিকাতায় গত সপ্তাহে এক বক্তৃতায় বৈঠকে মিলিত হইয়া পশ্চিমবঙ্গ আমদানি উন্নতি ও উন্নয়নপ্রচেষ্টার প্রতি-নিধিদের সঙ্গে খাদ্যশস্য উৎপাদন সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করেন বলিয়া সংবাদে প্রকাশ। অথচ যারা উৎপাদনের আয়োজনকে উৎসাহিত করিবার উদ্দেশ্যে এ পর্যন্ত যে সব ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে উহা হইতে যে সবের ফলাফল ও বিস্তারিত সংবাদ পরিমাণ খাদ্যশস্য উৎপাদনের জন্য নূতন ব্যবস্থাসমূহ অবলম্বনের বিষয়ও আলো চিত হইয়াছে। ১৯৪১ সালের পর আর বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানি না করার অভিপ্রায় ভারত সরকার ব্যক্ত করিয়াছেন। এখন ১৯৪০-এর শুরু, ১৯৪১ শেষ হইতে এখনও প্রায় দুইবছর বাকি। তেমন উদ্যম ও উদ্যোগ সহকারে সকল শ্রেণীর ইচ্ছা একযোগে ভারত-সরকারের এই সংকল্প পালনে সহায়তা করার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে দু বছরে একটা ফয়সালা না হইবার কোনো কারণ নাই। আমরা অতিরিক্ত আশাবাদী না হইলেও মিঃ আন্টনির মত নিরাশ আমরা হই নাই। মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন এই বলিষ্ঠ বিক্রমের সঙ্গে যদি আমরা সকলে আমাদের যার যার কর্মের ব্যবস্থায় লাগি তাহা হইলে ভারত-সরকারের সংকল্প কার্যে পরিণত হইতে বাধা কি। এ সব ক্ষেত্রে কাহারও নিরাশ না করিয়া এবং নিজের নিরাশ না হইয়া মনের মনে উৎসাহের ও উদ্দীপনার সঞ্চার করা সকলেরই আজ কর্তব্য। কৃষি-প্রধান দেশ বলিয়া ভারতবর্ষ পৃথিবীর কাছে পরিচিত, সেই কৃষিজাত দ্রব্যের জন্য আজকে যদি পরমুখা-পেক্ষী থাকিতে হয়, তাহা হইলে সেটা যেমন লজ্জার বিষয় তেমনি পরিতাপের। আমরা, ভারতবাসীরা, ইহা যেন স্মরণ রাখি।

তৈলে ভেজালের মাত্রা

Variable Ballast

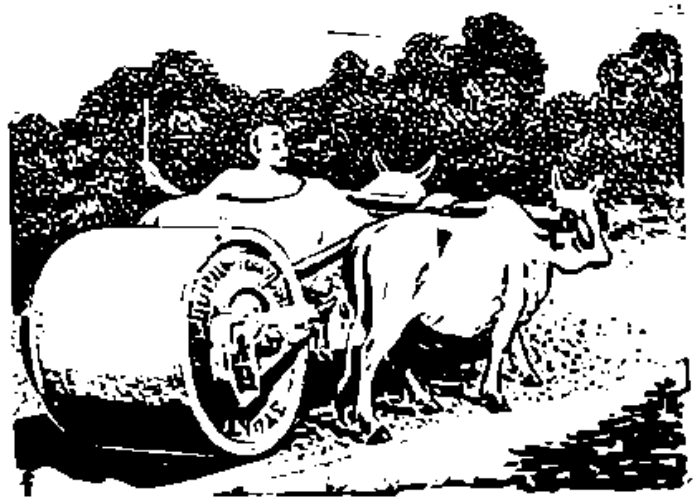

ROLLERS

Variable Ballast means, for example, that a 3 ton Roller weighs 48 cwt. empty, nearly 53 cwt. filled with water and over 70 cwt. when filled with sand.

PARTICULARS ON REQUEST

BURN & CO., LTD.

AGENCIES DEPARTMENT

12, MISSION ROW, CALCUTTA.

BRANCHES AT - NEW DELHI - BOMBAY - KANPUR

কিন্তু কয়লাখনি বিলের যা হইবে বা প্রতিবিধান ইহারা পরিণামে যা হইবে। ইহাতে অর্থনৈতিক পরিবেশেরও যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটিবে না। শ্রমমন্ত্রীর বিবৃতিসম্বন্ধে তিনি বলেন যে, তাহাতে কমিটির প্রস্তাব এই নীতিকে সরকার রাজনীতিতে গ্রহণ করিয়াছে। আমাদের প্রথমে উৎপাদনের, তৎপরে বণ্টনের উপর জোর দেওয়া উচিত। অর্থনৈতিক পরিবেশ সম্পর্কে মন্তব্য প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত সেন বলেন যে, ইহাতে বিদেশ মন্ত্রণালয়, শিল্পপতি সম্প্রদায়, অসামরিক কর্মচারী ও সেনাবাহিনী, সকলেরই সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিয়া তুলিবার জন্য আবেদন করা হয় এবং তাহাদের উপেক্ষা করা হইয়া ইহা পরিকল্পনা রচিত হয়। ইহা দ্বারা এই কার্য্যের জন্য জনসাধারণের সম্পূর্ণ আত্মত্যাগের প্রয়োজন। পরিকল্পনা রচনাকারী কমিশন ও সরকারের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকার প্রয়োজন রহিয়াছে সত্যে ইহা কতকগুলি প্রস্তাবিত্তের সমষ্টি বলিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে গৃহীত বা আর্থিক ভাবে বর্জ্জিত হইতে পারে; সুতরাং সরকারের সহিত পরিকল্পনা রচনাকারী কমিশনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান থাকা একান্ত ভাবে প্রয়োজন। অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রাথমিক কর্মসূচি হিসাবে কৃষিকে কেন্দ্র করিয়া শিল্প পরিচালনার কথা শ্রীযুক্ত সেন বলেন এবং সমবায় ও পঞ্চায়েত ব্যবস্থা কৃষি ও শিল্পে প্রয়োগের কথা তিনি বলেন। শ্রীযুক্ত সেন, এই বিষয়ে জনসাধারণকে শিক্ষিত করিয়া তোলার উপরই সমিতির গুরুত্ব প্রদান করেন এবং বলেন যে, ঔদ্যমবৈষম্য অর্থনীতিতে প্রয়োগ করিলে ব্যক্তি জীবন ও রাষ্ট্র জীবনে বিপ্লবের সৃষ্টি করে। কংগ্রেস বিভিন্ন কয়লাখনি খনি কর্মিদের সহযোগিতায় পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা চারি বৎসরের মধ্যেই রূপায়িত হইয়াছিল, অনুরূপভাবে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের সহায়তা লাভ করিয়া থাকিবে, যেকার সমস্যা ও দোষণ দূর করিয়া সকলের জন্য কর্ম ও সম্পদের সন্ধান করিয়া এই দেশকে সুখী করিয়া তুলিবার জন্য সকলের নিকট তিনি আবেদন করেন।

ব্যাচার্ড এডুকেশনের ম্যাট্রিকুলেশন প্রথম ও দ্বিতীয় গ্রুপের পরীক্ষার ফল

১৯৪৬ সালের ব্যাচার্ড এডুকেশন বিধি অনুসারে গত নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে ব্যাচার্ড এডুকেশনের যে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে সেই পরীক্ষায় যাহারা উত্তীর্ণ হইয়াছেন এবং যাহারা কেবলমাত্র গ্রুপ (১) অথবা গ্রুপ (২) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন নিম্নে তাহাদের যথাক্রমে রোল নম্বর ও নাম দেওয়া হইল—১১৯ বিনোদী রোল মাখোটী, ৩৬১ কুলদাকুমার মুখার্জ্জি, ৭৪১ সুধাকুমার মুখার্জ্জি, ৩৫৫ সুধীরচন্দ্র মুখার্জ্জি, ৩৮৮ অমরকৃষ্ণ বসু, ৪৬১ অমলকান্তি বসু, ৩৭৫ নিরঞ্জন বসু, ৩৮০ প্রমথকুমার বসু, ৪১৬ প্রমথেশকুমার বসু, ৩৮৮ হরিমোহন বসু, ৩৯৯ অমলেন্দুলাল চাটার্জ্জি, ৩৬৩ রতিকান্ত হাজরা, ৩৬৯ হারাধন হাজরা, ৪৬৭ মহাদেবচন্দ্র দত্ত, ৩৬৯ সুধীরচন্দ্র দত্ত, ৩৭৩ নারায়ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ৩৬৮ নিশিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ৩৬৭ সুধাংশুচন্দ্র ঘোষ, ২ ৪ ঈশ্বরকুমার হালদার, ৩৭১ পঞ্চানন বসু, ৪৬৪ শঙ্করকুমার বসু, ৪১৯ বিনোদকুমার বসু, ৩৩ অধিকা দত্ত রায় বসু, ৩৮৩ অমলকুমার লাহিড়ী, ৪৬৪ চিত্তর লাহিড়ী, ৩৮৩ আশোক কুমার মিত্র, ৩৮৯ ঈশ্বরচন্দ্রন মিত্র, ৩৮৯ রবীন্দ্রকুমার মিত্র, ৪৬৯ বিমলবিহারী মুখোপাধ্যায়, ৩৯৯ দুর্গাদাস রায়, ৪৯৯ বিমলেন্দু রায় চৌধুরী, ৩৯৯ শচীন্দ্রমোহন রায় চৌধুরী, ২৯৯ নারায়ণচন্দ্র রায়, ৩৯৭ অমীয় কুমার সেনগুপ্ত, ৩৯৯ অমীয়কুমার সেনগুপ্ত, কালীপদ সেনগুপ্ত, ২৯৯ এম বি সেনগুপ্ত, ২৯৯ সত্যেন্দ্রকুমার মিত্র রায়। ইহা ব্যতীত ৪৯০ রোল নম্বর ও নাম দেওয়া হইল—

১নং গ্রুপের ফলাফল

১৯৪৬ সালের নভেম্বর, ডিসেম্বর মাসে শেষ পরীক্ষায় যেসকল পরীক্ষার্থী কেবলমাত্র ১নং গ্রুপে উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহাদের নাম নিম্নে দেওয়া হইল—

৩৫৯ সত্যকুমার আচার্য্য, ৩৬০ আলোক ব্যানার্জ্জি, ৩৬৮ সৌরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি, ৩৬৭ হরেন্দ্রনাথ ভাদুড়ি, ২৮২ গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ২৮৯ বসন্তমণি চক্রবর্ত্তী, ৩৯৯ শচীগোপাল চট্টোপাধ্যায়, ৩৮৮ বসন্তকুমার দাসগুপ্ত, ৩১২ রাধানাথ ধাল, ৩৬৫ বিমলকুমার দত্ত, ২৯৭ পরমেশ চট্টোপাধ্যায়, ৩৬৯ নির্ম্মলকুমার ঘোষ, ৩৯৯ প্রবোধেন্দু হাজরা, ২৭৯ প্রবিণ দত্ত, ৩৮৯ গোপেন্দ্র নাথ মাঝি, ২৭৯ নরেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী, ৩৮৯ কে, কে, সরকার, ৩৫৮ সত্যেন্দ্রকুমার সেন, ২৮৬ সকানন মুখোপাধ্যায়

১৯৪৬ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে ফাইনাল পরীক্ষায় যে সকল পরীক্ষার্থী গ্রুপ (২) এ উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহাদের রোল নম্বর ও নাম নিম্নে দেওয়া হইল:—

১৮৯ নিরীক্ষকুমার ব্যানার্জ্জি, ২৭৫ রাইচরণ ব্যানার্জ্জি, ৩১৯ মেঘনাদ ব্যানার্জ্জি, ৩৩৮ শঙ্করকুমার ব্যানার্জ্জি, ৫৬৯ অজয়কুমার বসু ২৭৮ ইন্দ্রনাথ বসু, ২৯৮ প্রেমকান্তি রায়চৌধুরী, ২৯৯ ঈশ্বরকুমার ঘোষ, ২৫৪ মনমোহন ঘোষ, ৩৯৮ সুধীশচন্দ্র কুণ্ডু, ২১৭ সুধীরচন্দ্র মল্লিক ৪৯১ আশুতোষকুমার সেন, ২৯১ বাসবকুমার চট্টোপাধ্যায়, ৩৭৮ সুধীরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ৩৮ মাধবের চক্রবর্ত্তী, ৩৯৯ সমীর বসু, ৩৯৫ ধরেন্দ্রনাথ ঘোষ, ২১৮ ধরকিত রায়, ২৯৬ প্রমথরঞ্জন মিত্র, ৩৯২ ঈশানচন্দ্র মিত্র, ৩৯২। সোপালচন্দ্র মুখার্জ্জি।

প্রস্তুতকারকদের শিল্প-প্রদর্শনী

ইণ্ডিয়ান ইন্ডাষ্ট্রিয়াল কোয়াং, লিমিটেড, কোয়াং এবং ইউরোপের অন্যান্য (লিঃ) প্রদর্শনীর অনুকরণে, ম্যাঞ্চিষ্টারে ভারতের সমস্ত প্রস্তুতকারকদের শিল্প প্রদর্শনীর আয়োজন করা হইয়াছে। প্রদর্শনীটি যতদিন বন্দরের বন্দরে কুয়াশাকী হইতে মুক্ত হইবে ততদিন ২৫ পর্য্যন্ত খোলা রহিবে। বিভিন্ন ভারত প্রস্তুতকারক সঙ্ঘের উদ্যোগে প্রদর্শনী খোলা হইয়াছে। এই প্রদর্শনীতে ভারতে এবং বিদেশে প্রস্তুত শিল্প দ্রব্যাদি প্রদর্শিত হইবে এবং ব্রিটিশ প্রধান বিভাগে প্রদর্শিতের বিভিন্ন দিক সমান দেখার যাইবে বলিয়া আশা করা যায়। বৈদেশিক শিল্পদ্রব্যাদি প্রধানতঃ যন্ত্রপাতি কিংবা কাঁচা মাল এবং আংশিক নির্মিত দ্রব্যাদি ও তদ্বারা ইঞ্জিনিয়ারিং ট্রেড প্রভৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে। ম্যাঞ্চিষ্টার হইতে লুডলো, বিল্টী পর্য্যন্ত সকলের মাঝে ৪ লক্ষ বর্গ ফুট এলাকায় প্রদর্শনী খোলা হইবে।

অর্থ কমিশন শীঘ্র নিয়োগ করা হইবে

অর্থসচিব স্যার জন মাথাই পার্লামেন্টে ঘোষণা করেন যে খীঘ্রই পার্লামেন্টে অর্থ কমিশন গঠনের যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে সরকার তদ্বিষয়ে বিবেচনা করিতেছেন এবং পার্লামেন্টের ব্যবস্থানুযায়ী সরকার দুই বৎসর অপেক্ষা করিবেন না। বেলমুখ সিদ্ধান্তানুযায়ী আন্তঃ প্রাদেশিক সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইলে তাঁহা মাথাই উপরোক্ত মন্তব্য করেন। এবং অন্যান্য কে টি শাহের প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে যে সকল দেশীরাজ্য প্রাদেশিক সরকারের সহিত মিলিত হইয়াছে তাহাদের সম্পর্কে এই ব্যবস্থা হয় নাই।

বিদেশে যাহে অধিক পাটজাত দ্রব্য রপ্তানী হয় এবং এই বিদেশে মাসোহারার চালান।

আসামে উদ্বাস্তু পুনর্বসতি

ওয়াকিবহাল মহলেরমতে জানা যায়, আসাম সর্বশেষে পুর্ববঙ্গের ১,২০,০০০ উদ্বাস্তুর পুনর্বসতি ব্যবস্থা করিতে সমত হইয়াছেন এবং এই সম্পর্কে মন্ত্রিসভাতে একটি প্রস্তাবও আলিয়াছে। আসাম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতিত্বে অস্থায়ী ট্রাস্টি বিভাগের কমিটির পুনর্বসতি সাব কমিটির সভার কমিটির মূল সভাদের সহ শ্রীবিজয়লাল চোধরী ও শ্রীহারুচন্দ্র বার্থের চেষ্টার ফলে যে সকল প্রস্তাব গৃহীত ও সমর্থিতে প্রেরিত হইয়াছিল, তন্মধ্যেই উপরোক্ত সংখ্যক উদ্বাস্তুর পুনর্বসতি ব্যবস্থায় আসাম সর্বশেষে সমত হইয়াছেন। এ পর্যন্ত আসাম সরকারেই পুর্ববঙ্গ কিংবা অন্য কোন স্থানের উদ্বাস্তু পুনর্বসতি ব্যবস্থা করার বিশেষ বিরোধী ছিলেন। উপরোক্ত উদ্বাস্তুদের চার হাজার পরিবার ও এমন হাজার অন্যত্র পরিবারের লোক হইবে। তন্মধ্যেই পুনর্বসতির জন্য আসাম সর্বশেষে চা-বাগানের মজুরের প্রায় দুই হাজার এবং অন্যান্য অধিবিভাগে কর্মে নিযুক্ত করিতে মনস্থ করিয়াছেন। এই সকল কর্মের দুখানি বাবদ এক লক্ষ টাকার মত অগ্রিম পূর্বে বরাদ্দ করা হইয়াছে। মনস ও অন্যান্য পরিবার-পরিবারে বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য পরিবারকে গড়পড় ১৫০ টাকা করিয়া ধার দেওয়া হইবে। উহাতে আরও ২০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। দুই বৎসরের জন্য চুক্তিতে বন্দোবস্ত ও অন্যান্য কর মকুব করা হইবে। এই সমস্ত ব্যয় নির্বাহের জন্য ভারত সর্বশেষে সাহায্য মঞ্জুর করিবেন বলিয়া আশা করা যায়। সমস্ত অঞ্চলের উদ্বাস্তুদিগের জন্য দোকানী ও আসামের অন্যান্য সহরের বাজারগুলিতে দুইটি করিয়া বিপণি কুটীর ও ষ্টল নির্মাণ করা হইবে। প্রকাশ, আসামের পুনর্বসতি পরিকল্পনার জন্য ভারত সর্বশেষে ইতিমধ্যেই প্রায় দুই লক্ষ টাকা দিয়াছেন।

লড়াই-ফেরৎ নারীদের কল্যাণ-তহবিল

এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, ১৯৪৬ সালে ভাইসরয়ের যুদ্ধ তহবিল হইতে চারি লক্ষ টাকা লইয়া লড়াই ফেরৎ নারীদের জন্য যে কল্যাণ তহবিল গঠন করা হইয়াছিল, তাহার বহু পরিমাণ অর্থ এখনও ব্যয় করা হয় নাই। লড়াই-ফেরৎ নারীদের উন্নততর শিক্ষায়, তাহাদের দুঃস্থদুর্দশা দূর করার এবং ব্যবহারিক জীবনে তাহাদিগকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সাহায্য দানের জন্য ঐ তহবিল স্থাপন করা হইয়াছিল।

ভারত সরকারের প্রমমন্ত্রীর অধীন পুনর্বসতি ও বিনিয়োগ বিভাগের ডিরেক্টার জেনারেল লেখ অফিসের প্রতিনিধি ভারতীয় ওয়াই ডব্লিউ সি এ ও ইণ্ডো ওয়াই ডব্লিউ সি-এ প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত একটি কমিটি ঐ তহবিল পরিচালনা করেন।

১৯৪৯ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন প্রদেশের পুনর্বসতি ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত আফিসের ডিরেক্টারের হাতে ১৮ হাজার ৭৪০ টাকা দেওয়া হইয়াছে। এ পর্যন্ত ২০২ জন লড়াই-ফেরৎ নারীকে ১৮ হাজার ৭৪০ টাকা সাহায্যদান করা হইয়াছে।

লড়াই-ফেরৎ নারীদের বিবাহেই সর্বশেষে ঐ টাকার সবটাই ব্যয় করিতে ইচ্ছা করেন। সরকার আফিসের ডিরেক্টারের নিকট সাহায্যের আবেদন পাঠাইতে হইবে।

পল্লিসংগঠনের প্রাথমিক কোটায়-তালিকা

রাজ্যের প্রকাশিত হইল পল্লিসংগঠনের অনুযায়ী গ্রামসংগঠনের কোটায়িকারের নিকটে পল্লিসংগঠন আলাহাবাদ ১ কোটি ৭ লক্ষ সরকারী কোটায় তালিকাভুক্ত হইয়াছে। কুড়িবারের কোটায়-সংগঠনের সংখ্যা এই হিসাবের মধ্যে ধরা হয় নাই।

১৯৪১ সালের লোকসংখ্যার হিসাবে প্রকাশ, পল্লিসংগঠনের কোটা অধিবাসী-সংখ্যা প্রায় দুই কোটি ১২ লক্ষ। কিন্তু কেন্দ্র বিভাগের পর এই প্রদেশে বহু সংখ্যক অধিবাসী আগমন করিয়াছে। আনুমানিক হিসাব অনুযায়ী এখনে পল্লিসংগঠনের অধিবাসী-সংখ্যা প্রায় আড়াই কোটি, কুড়িবারের অধিবাসী-সংখ্যা প্রায় ৮ লক্ষ।

কোটায়তাদের প্রাথমিক তালিকা এখনে মুদ্রিত হইতেছে। আগামী এপ্রিল মাসে ইহা প্রকাশিত হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। অঞ্চলের অনুযায়ীসংগঠনের সঙ্গে প্রতিবাদ উত্থাপিত হইলে তাহার ভিত্তিতে কোটায়-তালিকা সংশোধন করা হইবে। যে সমস্ত ক্ষেত্রে সংগঠনের কারণ বা ত্রুটি বর্তমান সেক্ষেত্রে সরকারের ইতিমধ্যে তালিকা পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন।

কলিকাতায় পাকিস্থানে ক্রীত পাট

মুহূরাম মাসের পূর্বে পাকিস্থানে আবশ্যক ব্যবসায়িগণ ক্রীত ২,৭০,৫৩৮ মণ পাট এযাবৎ কলিকাতায় পৌঁছিয়াছে।

পাকিস্থানে আবশ্যক ব্যবসায়িগণের আইন লাইসেন্স ইত্যাদি পাওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

এ পর্যন্ত পরিবর্তে পাকিস্থান কর্তৃক আইন আমদানী পাট আসিয়াছে ১,০০,১০০ মণ।

কলিকাতা পোর্ট কমিশনারের রেজিস্ট্রার মি এস এস আজাদের নিকট হইতে উপরোক্ত তথ্য জানা যায়।

খাদ্য সমস্যার আংশিক সমাধান

কেন্দ্রীয় খাদ্য মন্ত্রণের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা মি এল বনা আজ দি, ই, আইয়ের প্রতিনিধির নিকট এই মর্মে মন্তব্য করেন যে, ভারত সরকার এই বৎসরের মধ্যে যাহে আংশিক হইবার জন্য বদ্ধপরিকর এবং তাঁহার মতে ইহা অসম্ভব নহে। আজ ডিনার খাইবার প্রাক্কালে প্রতিনিধিদের কলের ব্যক্তিগতে উদ্দেশে বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, খাদ্যের দেশের এক পক্ষবাসে খাদ্য উৎপাদন করে। সরকার খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে ভাল সার, বীজ ও চাষের পদ্ধতি প্রয়োগের চেষ্টা করিতেছেন। এই সঙ্গে সরকার চাষ প্রণালীর উন্নততর পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়া যাহে অধিক খাদ্যশস্য উৎপাদন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। পরিশেষে তিনি বিহার ও উড়িষ্যার ভাল চাষ ফল প্রবর্তনের সঙ্গে যুক্ত প্রকাশ করেন।

অর্থনৈতিক পরিকল্পনা রূপায়ণে সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন

ত্রিপুরা ভারত কংগ্রেস কমিটীর পাক্ষিক অর্থনৈতিক পর্যালোচনা পত্রিকায়, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর পরিকল্পনানুযায়ী অর্থনীতি ও পরিকল্পনা কমিশন সম্পর্কে মন্তব্য প্রসঙ্গে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শ্রীশঙ্করাও দেও বলিয়াছেন যে এই প্রস্তাবে দেশে ক্রমপ্রগতির অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রবর্তনের এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সমাজ-ব্যবস্থা রূপায়ণে যে সকল বল বিশ্বাস করে তাহাদের সকলের জন্য এই উদ্যম সামাজিক ও রাজনৈতিক মতবাদের প্রতিষ্ঠায় প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে। শ্রীযুক্ত দেও আরও বলেন যে, যদি সরকার গঠিত হইবে, যখন আসিবে

সংবেদনশীলতার সহিষ্ণুতা অনিষ্টে ৮০ ভাগ কাল দেড় করিয়া চালানো করা সম্ভব হয়।

খাদ্যশস্য উৎপাদন সংক্রান্ত সমস্যা

পশ্চিম বঙ্গ, আসাম, উড়িষ্যা ও উত্তরপ্রদেশের প্রতিনিধিবৃন্দ গত শুক্রবার অপরাহ্ণে কলিকাতায় কেন্দ্রীয় পাট উপদেষ্টা কমিটি ভবনে ভারত গবর্ণমেণ্টের খাদ্য কমিশনার শ্রীযুত আর কে পাটিলের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হইয়া সম্প্রতি রাজ্যগুলিতে খাদ্যশস্যের উৎপাদন ও সংগ্রহ সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা লইয়া আলোচনা করেন।

অধিক খাদ্য উৎপাদনের আন্দোলনকে উৎসাহিত করিবার উদ্দেশ্যে এযাবৎ যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে সেগুলির ফলাফল এবং বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট পরিবার খাদ্যশস্য উৎপাদনের জন্য নূতন ব্যবস্থা সমূহ অবলম্বনের বিষয়ও উক্ত বৈঠকে আলোচিত হয়।

পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলগুলিতে পাট উৎপাদনের প্রশ্ন লইয়াও প্রতিনিধিবর্গ আলাপ আলোচনা করেন।

শ্রীযুক্ত পাটিল এই দিনই দিল্লী হইতে কলিকাতায় আসেন।

চট্টগ্রাম-সন্দ্বীপ ষ্টীমার চলাচল বন্ধ

ইষ্ট-লিঙ্ক এক সংবাদে প্রকাশ, চট্টগ্রাম ও সন্দ্বীপের মধ্যে ষ্টীমার চলাচল বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই ব্যবস্থার ফলে যাত্রীদের বাধ্য হইয়া অন্যান্য নৌযানে যাতায়াত করিবার ঝুঁকি লইতে হইতেছে।

পাকিস্তানের ৪৪ লক্ষ মুসলমান

সপ্তাহ ফুলেশ্রেদিং মাসের এক প্রশ্নের উত্তরে শ্রীসোলোমনস্কী আরেকার বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তান হইতে ১৯৪৭ সালের ১লা আগষ্ট হইতে ১৯৪৯ সালের অক্টোবরের প্রথম দিকের মধ্যে প্রায় সাড়ে ৩৮ লক্ষ মুসলমান ভারতে বিশেষভাবে আসামে প্রবেশ করিয়াছে। তিনি বলেন, এই সব মুসলমানের পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ সম্পর্কে সম্প্রতি প্রাদেশিক সরকার ভারত সরকারকে জানাইয়াছেন যে, এই সব মুসলমান যাহাতে পশ্চিমবঙ্গের কোন জিলায় বসতি স্থাপন করিতে না পারে তজ্জন্য তাহারা ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে। আসাম সম্পর্কে ভারত সরকার যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়াছেন। এই অভিপ্রায় বলে সাধারণতঃ ভারতের বাহিরের যাহারা ভারতের যে কোন ব্যক্তিকে আশ্রয় হইতে বিতাড়িত করা সম্ভব হইবে। অভিপ্রায়ের আগেই হউক কি পরেই হউক যাহারা আসামে প্রবেশ করিয়াছিল এবং যাহাদের উপস্থিতি রাষ্ট্রের নিরাপত্তার পক্ষে অতিমাত্র ভয়াবহ তাহাদের প্রত্যেককে এই অভিপ্রায় বলে বিতাড়িত করা যাইবে। এবং উদ্দেশ্যে আসাম গবর্ণমেণ্টকে এবং গবর্ণমেণ্টের নির্দিষ্ট কতিপয় কর্মচারীকে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা অর্পণ করা হইয়াছে।

দর্শীর ঘোষ—এই ব্যবস্থার দ্বারা পূর্ব বঙ্গের প্রায় সকল হিন্দু নাগরিকদিগকেই বিতাড়িত করিবার সুযোগ হইবে কি?

মন্ত্রী মহাশয় বলেন আসাম গবর্ণমেণ্ট ইহার কাজ করিবেন তাহা আমি আশা করি না।

অপোকৃত অঙ্কিত নোট

গত ২৮শে জানুয়ারী ভারতের গবর্ণর জেনারেলের অনোদন ক্রমে অঙ্কিত নূতন নোট বাহির হয়। এই সকল নোটে পুরাতন সবাই অনুরূপ রাখা হইয়াছে, তবে রাজার ছবির পরিবর্তে বাঘের প্রতীক অশোক স্তম্ভ স্থান পাইয়াছে।

অবলুপ্ত হইতে এক টাকার নোট এবং বিকাশ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া কর্তৃক দশ টাকা, পাঁচ টাকা ও দুই টাকার নোট বাহির করা হইয়াছে।

দুই টাকার নোটের রং সামান্য পরিবর্তিত হইয়াছে এবং ইহা বক্রবর্ণের পরিবর্তে উষর বক্রবর্ণ করা হইয়াছে।

বিক্রয়-কর আদায় রাখার ব্যবস্থা

অতিরিক্ত সংখ্যা ইণ্ডিয়া থেকেই ১৯৪০ সালের বিক্রয় কর আদায় রাখা সংক্রান্ত আদেশ মাসে প্রেসিডেন্টের একটি আদেশ প্রচার করা হইয়াছে। ভারতীয় সাধারণতন্ত্রের ২৬৬ নিবন্ধের ২নং ধারার বিধান অনুযায়ী যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে, তদনুসারে এই আদেশ জারী করা হইয়াছে। এই আদেশে বলা হইয়াছে যে, সাধারণতন্ত্র প্রবর্তিত হইবার অব্যবহিত পূর্বে প্রযোজ্য ক্রয় বা বিক্রয় সম্পর্কে যে কোন রাজ্যের গবর্ণমেণ্ট যে কর আইন প্রবর্তনভাবে প্রবর্তন করিতেছিলেন উহা বহাল থাকিবে।

সাধারণতান্ত্রিক অভিষেক দুই করিবার জন্য প্রেসিডেন্ট আরও কয়েকটি আদেশ জারী করিয়াছেন।

ভারতে শ্রম-বিরোধ

সম্প্রতি ভারতের গত নভেম্বর মাসের শ্রম-বিরোধের পরিসংখ্যান প্রকাশিত হইয়াছে। উহা হইতে জানা যায় যে, ১৯৪৯ সালের অন্যান্য মাসের মধ্যে অন্যান্য মাসেই শ্রম-বিরোধের ফলে কম সংখ্যক শ্রমিক-দোষ নষ্ট হয়।

উক্ত মাসে মোট ৮৫টি শ্রমবিরোধে দেখা দেয়; পূর্ববর্তী মাসের শ্রমবিরোধের সংখ্যা ছিল ৮৪টি। অন্যান্য মাসে মোট ১ লক্ষ ৩ হাজার ৮৮০ জন শ্রমিক ঐ সকল বিরোধে অংশিক হওয়ায় তাহাদের মোট ৩ লক্ষ ৮৪ হাজার ৮৮৩টি দোষ নষ্ট হয়। পূর্ববর্তী মাসে শ্রম বিরোধ ৮৮ টাকার ৮২৭ জন শ্রমিক যোগ দেয় এবং এজন্য তাহাদের মোট ৩ লক্ষ ৭৭ হাজার ৭৯ দোষ কামাই হয়।

অন্যান্য মাসের ৮৫টি শ্রম-বিরোধের মধ্যে ১৬টি ক্ষেত্রে কারখানা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। তদ্ব্যতীত ১৯টি কারখানা পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত এবং ঐ সকল কারখানার মোট ৮৪ হাজার ৪৪৬টি শ্রমিক-দোষ নষ্ট হয়।

ঐ মাসে বোম্বাইয়ে শ্রম-বিরোধের উন্নতি দেখা যায়। সেখানে নভেম্বর মাসে ৩০টি শ্রম-বিরোধ মোটে ১৩ হাজার শ্রমিক অংশিক হয় এবং তাহাদের ৫৬ হাজার দোষ নষ্ট হয়। পূর্ববর্তী মাসে ৩২টি শ্রম-বিরোধে ২৭ হাজার শ্রমিক অংশিক হইয়া পড়িয়াছিল এবং তাহাদের ফলে তাহাদের ১ লক্ষ ৪০ হাজার দোষ নষ্ট হয়। উক্ত মাসে পশ্চিমবঙ্গের শ্রম-বিরোধ অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হয়। সেখানে মোট ১৩ হাজার শ্রমিক শ্রম-বিরোধে অংশিক হওয়ায় তাহাদের মোট ১ লক্ষ ৫১ হাজার দোষ নষ্ট হয়; পূর্ববর্তী মাসে নষ্ট হইয়াছিল ৩০ হাজার শ্রমিকের মোট ২ লক্ষ ৭ হাজার দোষ।

আলোচ্য মাসে আসাম, উড়িষ্যা ও আন্দামান-নিকোবারে কোন প্রকার শ্রমিক-বিরোধ ছিল না।

নভেম্বর মাসের শ্রম-বিরোধসমূহের মধ্যে ৭টির কারণ জানা যায় নাই। অবশিষ্টগুলির মধ্যে ২০টি বেতন, ভাতা, বোনাস প্রভৃতি সংক্রান্ত, এবং ৭টি ছাঁটাই ও বৃত্তিসংকোচ সম্পর্কীয়। ১৪টি ক্ষেত্রে শ্রমিকের দাবী পুরাপুরি অথবা আংশিকভাবে মিটান হইয়াছে। ৫৪টি

সংবাদ সংকলন

কেন্দ্রীয় সরকারই বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে প্রদেশের প্রাপ্য আয়করের অংশ বিলি করিয়া দিয়াছেন এবং যে সকল প্রদেশ সরকারের পাট রপ্তানি শুল্কের অংশ প্রাপ্য হইয়াছে, সাময়িকভাবে ১৯৩ নং বিধি অনুসারে তাহাদিগকে যে মধ্যবর্তীকালীন অর্থ সাহায্য দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। ১৯৫৮ সালের ১লা এপ্রিল হইতে এই বিধি কার্যকরী করা হইবে।

অর্থ সচিব হইতে প্রকাশিত একটি প্রেস নোটে বলা হইয়াছে যে—

"প্রদেশসমূহের প্রাপ্য আয়করের অংশ সহজে হস্তান্তর করিবার এবং প্রদেশসমূহের প্রাপ্য অংশ বন্টন ব্যবস্থা ও পাটের রপ্তানি শুল্ক নির্ধারণের উদ্দেশ্যে গত ১৯৫৯ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর নির্ধারণ বাবদের মূলধনসহ সরকার ইণ্ডিয়ান রেভেন্যুকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ইণ্ডিয়ান রেভেন্যু বন্টন শেষ করিয়া ঐযাবৎ নির্ধারণ যে সব করিয়াছেন এবং তাহা ভারত সরকারকে জানাইয়াছেন। উক্ত নির্ধারণ অনুযায়ী ইণ্ডিয়ান বিভিন্ন প্রদেশের প্রাপ্য আয়করের অংশ প্রদেশ সমূহের (এখানে উল্লেখযোগ্য) মধ্যে নিম্নরূপ বন্টন করিয়া দিয়াছেন :—

উপরাষ্ট্রের নাম	শতকরা অংশ
মাদ্রাজ—	১৭.৫
বোম্বাই—	২১
পশ্চিমবঙ্গ—	১৩.৫
উত্তরপ্রদেশ—	১৮
বিহার—	১৭.৯
মধ্যপ্রদেশ—	৯
পাঞ্জাব—	৪.৫
আসাম—	৩
উড়িষ্যা—	৩

যে সকল প্রদেশ আয়করের অংশের পরিবর্তে পাট রপ্তানি শুল্কের অংশ প্রাপ্য করিতেছে, তাহাদিগকে সাময়িকভাবে ১৯৩ নং বিধি অনুসারে যে মধ্যবর্তীকালীন অর্থ পরিমাণ নির্ধারণ করিবেন বলিয়া তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন :—

উপরাষ্ট্র	লক্ষ হিসাবে
পশ্চিমবঙ্গ—	১৩৫
আসাম—	৪০
বিহার—	৩৬
উড়িষ্যা	৫

১৯৫৮ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ইণ্ডিয়ান রেভেন্যুর নিজস্ব কার্যকরী করা হইবে এবং কিভাবে করিলে সরকার এই বিষয়ের আলোচনা করিয়া যথাসময়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন তখনি করা হইবে বলিয়া বলিয়াছেন।

ইণ্ডিয়ান রেভেন্যু আয়করের আয় বন্টন ব্যাপারে মূলতঃ প্রদেশসমূহের অন্তর্ভুক্তভাবের সুবিধার্থে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাসমূহের বিষয় বিবেচিত হয় নাই। এই নূতন কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা যে সকল প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হইবে সেই সকল প্রদেশ ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে অর্থনৈতিক আদান-প্রদানের সমস্যা ভাবে সরকারই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিবেচনা করিবেছেন।

চিনি সংক্রান্ত রোলওভার

বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে যে, চিনি সংক্রান্ত রোলওভার সম্পর্কে শুল্ক বোর্ডের রিপোর্ট ভারত সরকারের হস্তগত হইয়াছে।

ইহা সকলেই জানেন, চিনি বিক্রয় অথবা বিক্রিয়ন, ইহার মূল্য এবং ভারার নিয়ন্ত্রণাদির অবস্থা ও ইহার ভবিষ্যৎ প্রভৃতি সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি এই রিপোর্টের উপর নির্ভর করিতেছে। ইহার সম্পর্কে সরকারের নীতি নির্ধারিত হইবে কিন্তু সময় লাগিবে এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিবার পূর্বে অর্থসচিব ও বাণিজ্যসচিব শুল্ক বোর্ডের সুপারিশসমূহ বিবেচনা করিবেন।

ইরাক ভারত অর্থনৈতিক চুক্তি

১৯৫৮ সালের জুলাই মাসে ভারত ও ইরাকের মধ্যে যে অর্থনৈতিক চুক্তি অস্থায়ীর হইয়াছিল তৎসম্পর্কে সাময়িক আলোচনার জন্য যে যুক্ত আলোচনা বৈঠক আজ হইতে বাগদাদে আরম্ভ হইবার কথা ছিল তাহা ৩রা ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত পিছাইয়া দেওয়া হইয়াছে। উভয় দেশের মুদ্রাস্ফীতি ও তাহার সমস্যার সম্পর্কে আলোচনা করিবার জন্য ভারত সরকারের অর্থনৈতিক দপ্তর এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়াছেন।

স্বাধীনতার পর হইতে খাদ্য নীতি নির্ধারণ

ভারতীয় খাদ্য নির্ধারণ প্রতিষ্ঠানের মুখ্য সদস্য (বৈদেশ ও অর্থের) শ্রীযুত কৃষ্ণমাচারী এবিল এন্ডিয়েট, যুগ্ম এন্ডিয়েট এবং আবিল এন্ডিয়েট সম্পর্কে তিনটি বক্তৃতা খাদ্য নির্ধারণ করিয়াছেন।

এই বক্তৃতা ধারাবাহিক ভাবে খাদ্যের বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। যা ও সাধ্য হইতে ভারত সরকারের বাণিজ্য উৎপাদনের অঙ্গ উহা থাকিতে হয়। অবশ্যকে (২) দিকে বিশেষ ঔষধ ও ওষুধপত্রি অন্যান্য দিকে উহা থাকিতে হয়।

এইরূপ অন্যান্য খাদ্য প্রতিষ্ঠানের উৎপাদী সমস্যা, ২১ বছ উৎপাদক, ব্যবহারক ও বিশেষজ্ঞের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। এইগুলি সম্পর্কে যথাযথ বর্তমান বছরের মধ্যে এপ্রিল পর্যন্ত নিম্ন প্রতিবেদন গৃহীত হইবে।

৬ ইয়েছেন, ইণ্ডিয়ান চ্যাম্বার্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, ১১নং ব্লক, ৩য় সেক্টোরিয়েট, দিল্লী ৮।

খাদ্য-উৎপাদন গবেষণায় সুফল

সম্প্রতি কাঁকরিয়ার কেন্দ্রীয় খাদ্য গবেষণাগারের প্রথম বিদেশী প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে গবেষণাগারের ১৯৩৬ সালের সেপ্টেম্বর মাস হইতে ১৯৫৮ সালের জুন পর্যন্ত এক বৎসর দশ মাসের কার্যবিবরণ বিবৃত হইয়াছে। ঐ বিবরণী হইতে জানা যায় যে উড়িষ্যায় যে সব জমিতে বর্তমানে মাত্র একবার খাদ্য ফসল উৎপন্ন হয় সেগুলির মধ্যে কোন কোন জমিতে দুইবার খাদ্য উৎপাদন করা সম্ভব।

গবেষণাগারে দুই হাজারের প্রকার খাদ্য ফসল-বিশেষ হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে। উহার মধ্যে কয়েক প্রকার খাদ্য পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে উড়িষ্যার কোন কোন অঞ্চলে, বিশেষতঃ বাগের জলে সেচের সুবিধা যে স্থলে আছে সেখানে খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যায়। ঐ সকল অঞ্চলে একই জমিতে বছরে দুইবার খাদ্য উৎপাদন করা যায়। কোন কোন প্রকার খাদ্য বপন করিলে সুফল পাওয়া যাইবে সে সম্বন্ধে বর্তমানে গবেষণা চলিতেছে।

ধানের চারে বৈজ্ঞানিক সার ও রৌদ্র সার প্রয়োগের ফলাফল কিরূপ হয় সে সম্বন্ধেও গবেষণাগারে পরিদর্শন চলিতেছে।

বাগের জোল নিকাশের সম্পর্কেও গবেষণাগার কর্তৃপক্ষ অবহিত আছেন।

১৯৫৬ সালে ভারত সরকারের তরফে ঐ গবেষণাগার স্থাপন করেন। উহার অঞ্চলের জমি ধানোৎপাদনের বিশেষ উপযোগী। এখানে গড়ে বৎসরে ৪০.৬০ ইঞ্চি বারিপাত হয়।

সপ্তাহের বাজার

শর্করা-শিল্পের সংকট

চিনির উপর যে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চলিয়াছে তাহা এইভাবেই চলিতে থাকিবে কি না—এ সম্পর্কে কোনো ঘোষণা হয়তো বিশেষ আলোড়না তুলিয়াছে। যেসব প্রদেশে আখ উৎপন্ন হয়, সেই সেই প্রদেশে আখ যাহাতে চিনিতে অল্প সময়ের মধ্যে সঙ্গে সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ পরিহার করা সম্ভব হইবে বলিয়া আশা করা গিয়াছিল। বিশেষতঃ ইহা লক্ষ্য করা যায় যে, চলতি পরিমাণের চাঁদ হওয়ার সম্ভাবনায় ঘোরাবাজারে চিনির দাম অনেক কমিয়া যায়। সরকারেই চিনি উৎপাদন যে পরিমাণ বাড়া করিয়াছিলেন, তদনুযায়ী চিনি উৎপন্ন হইলে এবং শুধু যা অপচয় হয়া উৎপাদনে যথেষ্ট ব্যবহৃত হইলে না—এইসব বিবেচনা করিয়া নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা উঠাইয়া দিবার সুপারিশ করা হইলে চিনি কমিটি। এখন জানা যাইতেছে, যুক্তপ্রদেশে আশানুরূপ আখ হয়তো হয় নাই, শুধু তৈয়ারির জন্য অনেক পরিমাণ আখ ব্যবহৃত হওয়ায় চিনি তৈয়ারির জন্য মূলবর্তী অঞ্চল হইতে চিনির কারখানায় আখ আমদানি করিতে হইতেছে।—ইহার জন্য পাকা আখ ইত্যাদি সংগ্রহের খরচ বাড়িতেছে, চাষীর জন্য চিনির উৎপাদনমূল্য বৃদ্ধি পাইতেছে। নিম্নতর অঞ্চল হইতে নিম্ন মানের যে আখ সংগ্রহ হইতেছে ও তদ্দ্বারা যে চিনি উৎপাদিত হইতেছে তাহাও আশানুরূপ নয়। এইসব দেখিয়া বোঝা যাইতেছে, কেবল যুক্তপ্রদেশে যতটা চিনি উৎপাদন আশা করা গিয়াছিল তাহা হইবে না। সারা ভারতে যে পরিমাণ আখ উৎপন্ন হয়, তাহার অর্ধেকই হয় যুক্তপ্রদেশে। সেই যুক্তপ্রদেশের অবস্থা যদি এমন হয় তাহা হইলে সরকারের সব সংগ্রহ যতটা চিনি উৎপাদন আশা করিয়াছেন, তাহাতে পৌঁছানো সম্ভব হইবে বলে হয় না। কেননা, গত মরশুমের হিসাবের তুলনা করিলে দেখা যায় এ বৎসর যুক্তপ্রদেশে উৎপাদনের পরিমাণ কমিয়াছে। ভারতের প্রধান প্রধান আখ-উৎপাদক প্রদেশের ক্ষেত্রে যদি এরূপ হয় তাহা হইলে সরকারের নির্ধারিত পরিমাণ চিনি উৎপাদন সম্ভবপর না হইবারই কথা। ১৯৪৯-৫০ সালে ভারতে ৩০ লক্ষ টন চিনি উৎপাদিত হয়, তাহার মধ্যে যুক্তপ্রদেশে সপ্তম পাঁচ লক্ষ টন হয় বিহারে হয় প্রায় ৪ লক্ষ টন। বাকীটা হয় অন্যান্য প্রদেশে। সুতরাং যুক্তপ্রদেশের কারখানায় যদি উৎপাদনের পরিমাণে ঘাটতি পড়ে তাহা হইলে তাহাই সারা ভারতের মোট উৎপাদনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিবে। সেই ঘাটতি পূরণ করা ভারতের অন্যান্য স্থানের চিনির কলের পক্ষে বিশেষভাবে অসুবিধাজনক হইবে। উৎপাদন না করিলেও হয়ত চলে। আশা করিয়াছে চিনির কারখানার মালিকদের যে সব সমস্যা রহিয়াছে তাহা কিভাবে সমাধান করা যায়, তৎসম্পর্কে আলোচনার জন্য অল্পদিনের মধ্যে সমাধিবিদ্যে এক বৈঠক বসিবে।

বিভিন্ন চিনি-উৎপাদক ও মজুতদারদের কাছে প্রচুর পরিমাণ চিনি আছে বলিয়া যদি হিসাবে হিসাব করা যাইত। এবং চিনি ব্যবহারের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় নাই বলিয়া যদি সাব্যস্ত করা সম্ভবপর হইত, তাহা হইলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয় ব্যবস্থার চিনি করা করিয়া দেশের হইতে অনুযোদিত কারখানাদের ব্যবহৃত যদি চিনি সরবরাহ করা হইত, তাহা হইলে চিনির উপর হইতে নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া লওয়া হয়ত সম্ভব হইত। এই বিষয় কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে আলাপ-আলোচনা চলিতেছে বলিয়া জানা গিয়াছে। ইতোমধ্যেই ছিনি-শিল্পে আরো বেশি সমৃদ্ধি দেখা দিয়াছে বলিয়া মনে হয়। ইতোমধ্যেই হইতে চিনি আমদানির সম্ভাব কার্যকরী করার জন্য কতই ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতেছে, তাহা এখনও স্পষ্ট জানা যায় নাই। তবে এখন মজুতদার চিনি লুকাইয়া রাখিয়াছে তাহাদের মনে যদি কোনো উৎসাহ করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে সেজন্য বাধিত করা সম্ভব নয়। সেই সব মজুতদারকে জানাইয়া দিতে হইবে না, আগামী মরশুমে চিনি অবাধে পরিমাণে পাওয়া যাইবেই এবং তাহার দামও অনেক কম হইবে। ইহা যদি সত্যিকারের মজুতদারে বুঝিতে পারে, তাহা হইলে অবিলম্বে ব্যবহার লুকায়িত চিনি বাজারে আনিয়া বাহির হইতে বাধ্য। মনে হয়, যে চিনি এখন লুকানো আছে, তাহার পরিমাণ সামান্য নহে। আশাকরি মজুতদের মধ্যেই লুকায়িত চিনি বাহির হইবে বলিয়া মনে হয়। তাহার পুরো এমনকার কারণ কাজ হইতেছে এই যে, কারখানা হইতে এখন যে চিনি ছাড়া হইতেছে তাহা সম্ভবতার সঙ্গে সমবন্টন করা।

গত সপ্তাহে ভারতের বিভিন্ন বাজারে চিনির দরে কোনো পরিবর্তন ঘটে নাই। উৎপাদন ও সমবন্টনের উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় আছে, কোনো কোনো স্থানে বেশদরে চিনির ব্যবসা বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। কলিকাতার অবস্থার সামান্য উন্নতি ঘটিয়াছে বলিয়া জানা যায়। কেহ কেহ মনে করেন এই মাসের মধ্যেই এখানে নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া দেওয়া হইবে। এবং বিদেশ হইতে আমদানি করিয়া এখানকার ঘাটতি পূরণ করা হইবে।

চিনি-শিল্প সম্বন্ধে টারিফ বোর্ডের রিপোর্ট ভারত সরকারের নিকট পেশ করিয়াছে। রিপোর্ট লইয়া বর্তমানে বিভিন্ন বিভাগে বিবেচনা করা হইতেছে। চিনির উৎপাদন মূল্য আখের দামের উপর নির্ভর করে। প্রতি একর জমিতে, যদি আখের উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায় তাহা হইলে আখের দামও কম হইবে। সুতরাং চিনি সাইবার ইহাই একমাত্র সহজ উপায়। আখ উৎপাদনে যাহাতে অধিকতর জমি ব্যবহৃত হয় সেইজন্য এখনও কোনো ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় নাই। এখনও সহজ নয়, কিন্তু একমাত্র প্রচুর পরিমাণ সারপ্রয়োগেই এখনও করা যাইতে পারে। আখের উপর আর উৎপন্নের অধিক ধার্যতি বিভাগের আর কারখানার উপর নাস্ত করা হইয়াছে। কেননা, আখের উপর কারখানারই ক্ষমতা বেশি হওয়া স্বাভাবিক।

গুড়

বাজারে গুড়ের বাজারের অবস্থা একইরূপ আছে। মন প্রতি দর ২১৷৷৷

শেয়ার বাজার

বিশেষ উন্নতির অভাব

কলিকাতা, শনিবার, ৯ ফেব্রুয়ারী—গত সোমবার মহাত্মা গান্ধীর তিরোধান দিবস উপলক্ষে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বাজার বন্ধ ছিল। মঙ্গলবার বাজার যখন খোলে তখন টাটার তিন শেয়ার দেখা যায়; এবং বন্ধের অনুরোধে পরে একটী বাজার দিনে ছোট পরিবর্তিত হয়। বিশেষ করিয়া কলা বিভাগে যেসকল শেয়ার ফেব্রুয়ারীর পরিমাণ কিছুটা বেশী হয় এবং ৪৫৲ টাকার নেমে-পর ছাড়ে ক্রয়যোগ্য মনে হইতে থাকে, কিন্তু আয়ন-গ্যাসোটাইটের শেয়ার ফলের আনা করিয়া ২৯।০-২৯ ৯ ছাড়ে। পাই বিভাগে পরে কিছু বাড়তি দরদি ঘটে কিন্তু ডিসিন মাহিং ১৭৲ ইণ্ডাস্ট ও ব্রিটিশকো ১৪১৲ টাকার উপর ছাড়ে। অন্য বিভাগীয় শেয়ারের মধ্যে ফোটোগ্রাফী এবার ছিল বাজারে-কথার ঘটে নাই। ইণ্ডিয়ান বিভাগে ইণ্ডিয়ান আয়রন ৩১৸৵০-৪ পুনরায় ৩১।৵ হয়, এবং ষ্টীল কর্পোরেশন ২৩৸৵ ৫ পুনরায় ২২৸৵ আনা হয়। বিদেশ বিভাগে যে আর কর্পোরেশন ২৪।০ আনায় কাজ-কারবারে হয়, ইণ্ডিয়ান ফেডারেশন ৫২।০ আনায় থাকে। চা হেতে শেয়ারের কেহ ছিল, বাগেরহাট ও হাসিমারার যথাক্রমে ২১৸৲ ও ৩১৸৲ হয়।

বন্ধ ও পরের বাজারের অবস্থার বিশেষ উন্নতি লক্ষিত হয় না। বাজারের মধ্যে বিশেষ উৎসাহের অভাবের ফলে শেয়ারের দরে সাধিবার বিশেষই চোখে লেখা যায়। কেবলের শেয়ারে ৪৫৲ টাকা হইতে একদিনে ১০৲ কমিয়া ৪৪৲ ও বন্ধের ১৪।০ হয়। পাটের দরের কোন পরিবর্তন ঘটে না, কেবল ছোট বিক্রেতার প্রয়োজন বেশী দেখা যায় এবং তাহার ফলে দর কমে। বরানগর ১০৮৲ ও ফোর্ট উইলিয়াম ৩৮৲ টাকায় কাজ-কারবার করে যদি বিভাগে দমা কর্পোরেশনের শেয়ার কেনাবেচার বিশেষ উৎসাহ দেখা যায় ও লক্ষ হইতে ইহার শেয়ার কিনিবার উদ্যোগের ফলে ইহা শেয়ার ১৫।০ দাঁড়ায়। ইণ্ডিয়ান আয়রন ৩১।৵ পুনরায় কেহার উৎসাহে ৩১।৵ বাড়িয়া ৩১।৵০ ওঠে; কিন্তু এই দরে কিনিবার কেহা না থাকায় ইহা আবার নামিয়া ৩১।০ হয়। বিবিধ বিভাগে কোনো কাজই হয় না।

ইহার পর অর্থাৎ সপ্তাহের উচ্চ মাঝামাঝি কলিকাতার শেয়ার বাজার [illegible] বিক্রেতা হইয়া পড়ে। কাজ-কারবার [illegible] ছুটিমান ছিল বলিয়াই এবং বিভিন্ন শেয়ারে [illegible] বন্ধে কমিয়া যায়। বাজারে কেহা একেবারে ছিলনা বলিলেই চলে। কেবল কেবলের দর আরও নামিয়া ৪৩৲ হয় এবং বন্ধের ১৫।০। পাটের শেয়ার বিক্রয় করিবার জন্য বিক্রেতারা উন্মুখ হন, কিন্তু কেহা পাওয়া যায় না। অ্যালো-ইণ্ডিয়া ও বেঙ্গল যথাক্রমে ১৮৲ ও ১৪৲ টাকা দরে নামিয়া যায়। ইণ্ডিয়ান আয়রন কোটাগুলি বিক্রী যায়, ৩১।০ ও ৩১৸৵০ এই চার আনা করিয়া আনা করে যায়। বাগেরহাট, অন্যই বিশেষ উৎসাহ কেহাবহনে দেখাগুলির দর ৩৲, কর ৪৯ ৬৸০। কেবলমাত্র এই সময় টাকায় ৮।০। বিভিন্ন বিভাগীয় শেয়ারের মধ্যে বি আই কর্পোরেশনের দর সামান্য নামিয়া ৯।০ ও ইণ্ডিয়ান কেবল ২৯৸০ হয়।

শেষের দিকে অর্থাৎ আলোচ্য সপ্তাহের শেষ দিনে শেয়ার বাজারে সামান্য উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য চালানের বিষয় উভয় সরকারের মধ্যে আলাপ আলোচনা আরম্ভের সম্ভাবনা আছে এরূপ সংবাদ প্রচারিত হওয়া সত্ত্বেও বাজারে উন্নতির ভাব দেখা যায়। বিশেষ করিয়া কয়েকটী পাটের শেয়ারের এই উন্নতির ভাব দৃষ্ট হয়—অ্যালো-ইণ্ডিয়ার দর ১৯৲-৩ ও কেলী ২০৲-৩ দাঁড়ায়। অন্যান্য বিভাগে বিশেষ উৎসাহ ছিল না, কেবল বেঙ্গলের শেয়ারে সামান্য উন্নতি ঘটিয়া ৪৪৲ টাকায় স্থান হয়। কোকারো ও রামগড় ১১৸৵০ রহে। অধিকাংশের অন্যান্য শেয়ারের প্রতি উৎসাহ দেখা যায় না, ফলে তাহাদের দর নামিয়া যাইতে থাকে। ইণ্ডিয়ান আয়রন ৩১।৵০ পুনিয়া ৲ পুনি পাইয়া ৩১৸৵ হয়, ও ষ্টীল কর্পোরেশন ২২৸৵ আনাতেই থাকিয়া যায়। বিবিধ বিভাগীয় শেয়ারের প্রতি কাহারো কোন উৎসাহ ছিলনা, কাজ-কারবারও তাই কোন হয় না। ইণ্ডিয়ান সেণ্টার ৪৪৲ দর হয় কিন্তু কোনো কেহা পাওয়া যায় না। ডিসি দরে হাজরত কেহা ১৪৸৵০ কেনা-বেচা করে। চায়ের শেয়ারে ক্রয়যোগ (প্রেফারেন্স) ১৯৲ টাকার কিছু-সামান্য শেয়ার বিক্রয় করে, বিশ্বনাথের দর এই সময় হয় ৩৫।০।

বাজারের হালচাল

[বন্ধের পর কলিকাতা]

সরকারী কাগজ

৫৲ ঋণের (১৯৬৬) ১৩।৵০, ৫৲ ঋণের (১৯৭৮-৭৮) ৯১৸৵, ৫৲ ঋণের (১৯৮৯-৯১) ১০১।০, ৩৲ ঋণের (১৯৯৯-৯৫) ৯০৸৵, ৫৲ ঋণের (১৯৫১-৫৪) ১০৯৸৵, ৫৲ ঋণের (১৯৬০-৭০) ১০১৸৵০।

ব্যাঙ্ক

ব্রিটিশ ২৪১০, হিন্দুস্থান কমার্শিয়াল ৪৫৲, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ৪৭৲, ভারত ৩৫৵, ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ১৭৮৲, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ৫৭৮০।

কাগজের কল

বেঙ্গলমাস ৯০৲, বিলি ফিটোরিয়া ২১৵০, বালমুর ট্রেডার্সইল ১১৸০।

কয়লা

বেঙ্গল ৪৪৲, বরাকর ৯৯৵০, বোলপুর এন্ড রামগড় ১৯৮০, সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া ৪৫৵, সাক্তিয়া ৭৮০, বিলি রামগড় ৫৭৮০, সাউথ করণপুরা ৫৮৪০, অন্যান্য ৮.০, ওয়েষ্ট জামুরিয়া ৩৮৲।

পাট

আংলো-ইণ্ডিয়া ১১৫৲, আংলো-ইণ্ডিয়া (প্রেফারেন্স) ১৫৲, অকল্যাণ্ড ১০৮৲, বিরলা (প্রেফারেন্স) ১১৫৲, কেলী ২৯৲, কাকিনা ৫৭৯৵০, কিঁড়ে ১০৮৲, টিটাগড় ১৮৮৲, টেক্সটাই ১৮৮৲, ভালকার ১১০৲, বিশ্বনাথ ৫৯৵০, বেঙ্গলি ৫১০, ইউনিয়ন ১১৫, ওরিয়েন্ট ১৯৫৲, বজবজ ১৪৫৲, সংসার ১৮৮৲।

খনি

বাঁকা কর্পোরেশন ২৫৵০, কলসিলেটেড টিন ৬৵০, ইণ্ডিয়ান কপার ২.৵০, ঠাকুর টিন ৫০।

সিমেণ্ট

আসাম বেঙ্গল ৭৲, আসাম সিমেণ্ট ৬৪৵০ মোমজামি ৬৯৵০।

ইঞ্জিনিয়ারিং

বেইলওয়েই আর্ম কোং ৮৵০, ব্রিটানিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং ৮৩৲, মুয়ারমুখী ৭৬৵০, ইণ্ডিয়ান আয়রন ৩১।০, ইণ্ডিয়ান ষ্টীল আর্ম ওয়ার প্রডাক্টস ২৫৮৲, লার্সন ইঞ্জিনিয়ারিং ৪৮০, ষ্টীল কর্পোরেশন ২২৸৵, মার্শালস ৬৬৵০, মার্ট অ্যাণ্ড কোং ২৬৫৲।

চা

আসামুকি ৮২৫৲, বামার হাট ২৮০৲, বিশ্বনাথ ৫৯।০, ক্রক বণ্ড ৯৯৲, বেঙ্গলুম ২৩৯৲ সিঙ্গো ১১৯৲, ঘোলোনা ৪০৩৲, সিঙ্গে হাজরাথ ১১৬৵০, রাজাভাত ১৯৬৵০, রাজাবাড়ি ৪৫৲।

বিবিধ

অ্যাংলো ফ্রান্সাল ২৮৲, অ্যামুনিশিয়ার কর্পোরেশন ৪৯০, বাজারমলি ৩১৫৲, বি আই কর্পোরেশন ১৫৵০, ইণ্ডার্ন ইলেক্ট্রিকেল ১৪৯৲, ইণ্ডিয়ান অ্যামুনিশিয়ার ৮৩৲, আসিড হেক্সাক্লোরাইড ১৩৯৲, ব্যাকেলাইট লেস ৯৫০, বাটলিস বার্ড ১৪১০, ভারতাল টোবাকো ৭৬৫০।

(৩৯০ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

আসিড বুজনাইট ১৯ নম্বরে প্রচার কার্যের জন্য ১৯ হাজার টাকার মধ্যে কত টাকা খরচ করিবেন, তাহা কার্যারম্ভ হইতে পারে নাই। ইহার কারণ এই যে, এত অধিক খরচের মধ্যে তাহাদের যে পরিমাণ অর্থ ফেরত দেওয়া হয় তাহা এখন তাহা দিতে সমর্থ নয়। কলকারখানা-উৎপাদকেরা অবশ্য মনে করেন, তাহার তাহার ব্যবহার আগে যে দাম দিয়া বিদেশ দিয়েই। তাহার যে এই পরিবর্তনের সময় হয় নাই, তাহার তাহার প্রচারকার্যের অর্থ দিতে হইবে তাহাদের। মুদ্রাস্ফীতি হ্রাসের জন্য তাহাদের উচ্চ হারে দিতে হইবে তাহাদের প্রকৃত পরিমাণে টাকা দিতে হইবে বলিয়াই তাহাদের এই দিধা। যেসকল বাড়ি সমর হইতে হয়, তাহা হইলে চায়ের চাহিদা তাহা তাহার সরকার কর্তৃক বর্ধিত হইতে পারে।

ইলাহাবাদ হেমে ১৭০, প্রবর্তক ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে ইণ্ডিয়ান বন্দোবস্তাধার কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও আর্থিক জগৎ লিঃ এর পক্ষে তাহা কর্তৃপক্ষীয়ান বিল্ডিংস, ৮৮৭ কলেজ স্ট্রীট হোম, কলিকাতা—১ হইতে প্রকাশিত। মুদ্রণালয় :—ইণ্ডিয়ান্ত্রেজ প্রিন্টিং

REGD. No. C3105.

আর্থিক ভারত

ARTHIK BHARAT

অর্থনৈতিক সাপ্তাহিক

২য় বর্ষ ৩৮ সংখ্যা] কলিকাতা, বুধবার ১৮ই ফেব্রুয়ারী, [মূল্য ।০

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়			
বিনিয়োগ ও সঞ্চয়	৫৯২	সংবাদ সংকলন	
প্রাসঙ্গিক	৫৯৭	কলিকাতা স্টক এক্সচেঞ্জের শাসন ব্যবস্থার পুনর্গঠন	
খাদ্যে ভেজাল		পণ্যদ্রব্যের বাজার	
উৎপাদনবৃদ্ধির বিষয়ে		খাদ্যশস্য সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ততা	
শিক্ষিত কারিগর		শেয়ার বাজার	
কাশ্মীর		অনিশ্চয়তার ভাব	
সরকারী দপ্তর স্থানান্তরকরণ			

বিনিয়োগ ও সঞ্চয়

ভারতবর্ষ যে দ্রুত এক বিরাট অর্থব দুর্যোগের সম্মুখীন হইতেছে, এ সম্পর্কে আমাদের দেশে অনেকেই আজ প্রায় নিঃসন্দেহ। ব্যবসায় বাণিজ্যের ক্রমিক অবনতি, বেকার সমস্যার তীব্রতা বৃদ্ধি, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সরকারী নীতির সুস্পষ্ট ব্যর্থতা এবং দেশব্যাপী ধুমায়মান অসন্তোষ ভারতের অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনেককেই হতাশ করিয়া তুলিতেছে। একথা আজ অস্বীকার করা বৃথা যে অনতিবিলম্বে ভারতের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির যদি উল্লেখযোগ্য উন্নতি না ঘটে তবে সামাজিক পরিবর্তনের যে ব্যাপক ও বিশাল স্রোত আজ এই বিষয়কে আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছে তাহা আমাদের সমাজ-জীবনের সমস্ত বিভিন্নকেও তীব্রভাবে আঘাত করিবে, সে আঘাতের ফল যে সুদূরপ্রসারী হইবে তাহা বলাই বাহুল্য।

ভারতবর্ষ মুখ্যতঃ কৃষিনির্ভর দেশ। ভারতের বর্তমান দারিদ্র্যের মূল কারণ কৃষির উপর আত্যন্তিক নির্ভরতা। ইহা এমপ্রকার সর্ববাদীসম্মত যে দারিদ্র্যের অভিশাপ হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে ভারতের আর্থিক বনিয়াদকে শিল্পের উপর সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। এ দেশকে দ্রুত শিল্পে অগ্রসর করিয়া তুলিতেহইলে যে পরিমাণ মূলধনের প্রয়োজন তাহা লইয়া যথেষ্ট মতভেদ থাকিলেও এসম্পর্কে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছানো একেবারে অসম্ভব নয়। ১৯০০ হইতে ১৯৬১ সালের মধ্যবর্তী কালে জাপানের অর্থ-বিনিয়োগের হারকে ভিত্তি করিয়া বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ ইউজেন স্যাণ্ডো মন্তব্য করিয়াছেন যে, ১৯৫৬ সালের মূল্য মান অনুযায়ী প্রথম উত্তর সামরিক দশকে ভারতের ২,৪০০ কোটি টাকা ও দ্বিতীয় দশকে ৪,৮০০ কোটি টাকা মূলধনের প্রয়োজন হইবে। অধ্যাপক রাধিকা ঘোষ সম্প্রতি হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে কর্মহীনতার পূর্ণ অবসান সাধন করিতে হইলে ভারতের জন্য দশবৎসর ব্যাপী ২৫,০০০ কোটি টাকা মূলধনের প্রয়োজন হইবে। এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা আবশ্যক যে জোয়ারপরিকল্পনা অনুযায়ী পনের বৎসর

ফের মধ্যে এ দেশের জীবনযাত্রার মান স্থির করিতে হইলে ১৯৩১ সালের মূল্যমানের ভিত্তিতে ১০,০০০ কোটি টাকার প্রয়োজন হইবে। বর্তমান মূল্যমান অনুসারে এই পরিমাণ দাঁড়াইবে ৫০,০০০ কোটি টাকার কিছু উপরে।

প্রয়োজনীয় মূলধনের তুলনায় বর্তমানে প্রকৃত সঞ্চয়ের পরিমাণ অতি সামান্য, এ সম্পর্কে সম্প্রতি বিভিন্ন মহল হইতে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে ১৯২১-২২ সালে ভারতে সঞ্চয়ের হার ছিল বৎসরে ১৮ কোটি টাকা, ১৯৪০-৪১ সালে ইহার পরিমাণ দাঁড়ায় বৎসরে ২৪০ কোটি টাকা। সুপ্রসিদ্ধ 'ইস্টার্ন ইকনমিষ্ট' ভারতের সাম্প্রতিক সঞ্চয় করিয়াছেন। উক্ত পত্রিকার হিসাবানু- সারে ভারতবর্ষে সঞ্চয় বৃদ্ধির কথা অনেক [illegible] পরিমাণ দাঁড়াবে ৪৫ কোটি টাকার উপর। সহ- [illegible] অতিরিক্ত [illegible] করিলেও [illegible] সঞ্চয় যে [illegible] এ সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ এই বলিলেই চলে।

[illegible] এই অবস্থার [illegible] দুইটি-একটি [illegible] দুর্ভাগ্যক্রমে [illegible] উহার [illegible] হইয়াছে। [illegible] বিদেশী সম্প্রদায় [illegible] নূতন করিয়া [illegible] নাই; জনসাধারণ প্রতি মুহূর্তেই [illegible] বিপদের প্রভাব [illegible] করিতেছে।

[illegible] অপেক্ষাও যাহা অধিকতর ভাবে সঞ্চয়ের গতিকে [illegible] করিতেছে তাহা হইতেছে মুদ্রাস্ফীতি জনিত মূল্য বৃদ্ধি ইহা আজ কাহাকেও চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিবার প্রয়োজন হয় না যে বর্তমানের আকাশ স্পর্শী দ্রব্যমূল্য দেশের শতকরা ৯৯ জন লোককে সঞ্চয়ের পরিবর্তে অসঞ্চয় বা দেনার আশ্রয় লইতে বাধ্য করিতেছে। আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সকলই প্রায়শঃ এদেশের শিল্প বাণিজ্যের ফলে যোগায়। কিন্তু মূল্যবৃদ্ধি মধ্যবিত্ত শ্রেণী- কেই আঘাত করিয়াছে সর্বাপেক্ষা অধিক।

প্রয়োজনীয় সঞ্চয়ের অভাবেই যে প্রধানত অর্থ-বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ভাটার সৃষ্টি করিয়াছে এ যুক্তি বর্তমানে বহুবিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। বর্তমান সরকারও এযুক্তি আংশিক স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন; এবং সেই জন্যই বিদেশী মূলধন সম্পর্কে আমাদের পূর্বানুসৃত নীতির পরিবর্তন ঘটিয়াছে কিন্তু বিদেশী মূলধনকে আকৃষ্ট করিয়া তাহারা ভারতের অর্থ-বিনিয়োগের বাজারে পুনরায় প্রাণসঞ্চার করিবার আশা রাখেন। তাঁহারা সাম্প্রতিক ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিতে বিস্মৃত হন। চীনের বর্তমান বিপর্যয়ের মূলকারণ যে সেখানকার অর্থনীতিতে মার্কিন মূলধনের অনুপ্রবেশ এ-কথা ভুলিয়া গেলে কি?

ভারতে অর্থ-বিনিয়োগের ধারাকে স্রোতোস্বিনী করিয়া তুলিতে হইলে এদেশের সঞ্চয়ের উপরেই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে। প্রয়োজনের উর্ধ্বমুখীন গতিকে নিরুদ্ধ করিতেই হইবে, নতুবা সঞ্চয় বৃদ্ধি অসম্ভব। অর্থ ঘটনের মধ্যেও সম্প্রতি অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে; ধনী চাষীর হাতে ক্রমবর্ধিত পরিমাণে অর্থ সঞ্চিত হইতেছে। এ অর্থকে শিল্পের কাজে উপযোগী করিয়া তুলিতে হইবে। নূতন বৎসরের বাজেটে আশা করি রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ এতদিনে করভার লাঘবের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছেন এবং আসন্ন বাজেটে এ সম্পর্কে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে। একমাত্র উল্লিখিত উপায়েই সঞ্চয়ের হার বৃদ্ধি ও ব্যবসায় ক্ষেত্রে প্রাণসঞ্চার সম্ভব।

—(:—:)—

প্রাসঙ্গিক

খাদ্যে ভেজাল

খাদ্যের বিশুদ্ধতা যত বাড়িতেছে, বি ভেজালের সংখ্যা বাড়িতেছে তত। সব খাদ্য, অর্থাৎ দুধি সকল বি-ভেজালের ঠিক সোজা যায়। বলা বাহুল্য, বি বলে কিছা যারা কেবি করা হয় তারা আসলে খুব কমে—বি এবং বর্ণ ও গন্ধযুক্ত বিষ বিশেষ। পরিষার ভেজাল বিহীন অবস্থায় কলিকাতার অনেক ব্যাপারীই যেপাওয়াছিলেন ও যে বলিয়া করিয়াছেন, আমরা সত্য সন্ধানে সন্ধান করিয়াছি। আমাদের বলা হইয়াছে, খাদ্যে ভেজাল দিয়া সেই ভেজাল ধরা ঠাকিয়া বিক্রয় করিবার যত ফুসফাস কেবি-ভেজালদের হয় কি করিয়া। খাদ্যে ভেজাল বিধার যত অকতর অন্যায় আর কিছু হইতে পারে না। কাজেই বিষ প্রয়োগ করিয়া হত্যা করা যদি আইন-বিরুদ্ধ কাজ বলিয়া ধরা হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই বিষাক্ত দ্রব্য খাদ্য হিসাবে বিক্রি করা অপরাধ নয় কেন। খাদ্যে ভেজাল মেশানো যে অপরাধ, এ বিষয়ে কোনো কঠোর আইন না থাকায় এই সব বিষাক্ত দ্রব্য ব্যবসায়িগণ প্রশ্রয় পাইয়া চলিয়াছে। ইহাতে দেশের লোকের মধ্যে ধীরে ধীরে যে বিষ সঞ্চারিত হইয়া চলিয়াছে তাহার পরিণাম সম্বন্ধে আমাদের সচেতন হওয়া আবশ্যক। সুখের কথা এই যে, এ বিষয়ে সম্প্রতি সকলের মধ্যে চেতনার সাড়া যেন পরিলক্ষিত। গত সপ্তাহে পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে এইরূপ দাবী জানানো হয় যে, ছোট কারবার-ভেজালীদের মূলক কার্য কলাপ নিবারণে আলোচ্য কার্য বলিয়া ঘোষণা করা হউক। প্রকাশ্যভাবে খাদ্যে ভেজালের কথা উল্লিখিত হয় নাই সত্য, কিন্তু আমরা ধরিয়া লইয়েছি, ভূমিকম্পের কারণের মধ্যে ইহা অবশ্য পরিত্যক্ত। অন্যান্যদের মধ্যে যাহারা বিষ সরবরাহ করিয়া ভেজাইতেছে, তাহাদের আর আটিতে না দিয়া অবিলম্বে তাহাদের গতি বন্ধ করা আবশ্যক। বিষের আলোয় বৃদ্ধি করা অন্যায়, বিষের আলোয় উজ্জীবিত করা তাহার চেয়েও অন্যায়, বিষের আলোয় সমৃদ্ধতা করা যদি অন্যায় হয় কিন্তু ভেজাল খাদ্য বিক্রয় করা কি সমৃদ্ধতা করার সামিল নয়? অপরাধ সম্বন্ধে একটা সমা-জের ধারণা পরিবর্তিত করিয়া বিষয়ে সঙ্গে এই ভেজাল বন্ধ হওয়া একান্তভাবে প্রয়োজন। ইহার আগে সর্বিতে হইবে। বুঝিতে পারি, খাদ্যে ভেজাল প্রথম আমলে সাধি সহজভাবে অপরাধ বলিয়া গণ্য হয় নাই, এবং আমাদের বিচার অনুযায়ী আসেই হইয়া থাকে আজ সে সামাজিকতা, বিবাহ তত্ত্বতা, অনুষ্ঠানাদি, চুরিকারার ইত্যাদি অপরাধ বলিয়া গণ্য কিন্তু তাহার চেয়েও মারাত্মক দোষ এগুলির আইনের চোখে দোষ বলিয়া গণ্য নয় বলিয়া। খাদ্যে ভেজাল দিলে তাহার মুনাফার বিষয় কমিলে হয়ত সকলের এই সহজ সত্যটা একটু সহজে বুঝিতে পারিবে।

উৎপাদন-বৃদ্ধির বিবরণ

কারখানা শিল্পের প্রতিবেদন উৎপাদনের পরিমাণ সম্বন্ধে একটি বিবরণী সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। এই বিবরণী হইতে দেখা যায়, ১৯৪৮ সালের তুলনায় ১৯৪৯ সালে কয়েকটি প্রধান প্রধান শিল্পে উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৪৮ সালে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১৩ লক্ষ টন, সেক্ষেত্রে ১৯৪৯ সালে তাহার উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ২০ লক্ষ টন। ইস্পাত ১৯৪৮ সালে ৮৫০ লক্ষ টন উৎপাদিত হয়, ১৯৪৯ সালে তাহার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ৯ লক্ষ টন হইয়াছে। ১৯৪৮ সালের তুলনায় ১৯৪৯ সালে কয়লা ১০ লক্ষ টন বেশি উত্তোলিত হইয়াছে। মোটামুটি ভাবে কয়েকটির কথা যাহা আমরা উল্লেখ করিলাম। উক্ত বিবরণী হইতে জানা যায়, আরও কয়েকটি দ্রব্যের উৎপাদনের পরিমাণও বৃদ্ধি পাইয়াছে। আজকে বর্তমানে যে অর্থ নৈতিক সংকটের কথা শোনা যাইতেছে ও জানা যাইতেছে সে সংকটের হাত হইতে রক্ষা পাইবার উপায় উৎপাদন বৃদ্ধি। উৎপাদন না বাড়াইতে পারিলে দেশের সম্পদ বৃদ্ধি পাইতে পারে না, সম্পদ বৃদ্ধি না হইলে সাধিক ও অন্যান্য দুঃখ দূর হইবে না। অর্থ নৈতিক সংকট দূর করিবার সঙ্গে সঙ্গে সকল সহযোগিতা আবশ্যক, সকলের এক কথা প্রয়োজন। কেবলমাত্র বিদেশের বাজারকারার ভোক বিচারে করা নয়। ১৯৪৮ সালের তুলনায় ১৯৪৯ সালে উৎপাদন বাড়িয়াছে আমরা আশা করি প্রত্যেক বৎসরে অর্থাৎ ১৯৫০ সালের উৎপাদন গত বছরের অপেক্ষা আরও বৃদ্ধি পাইবে।

শিক্ষিত আবিলম্ব

কারখানা-শিল্পের বিভিন্ন কারিগরের অভাব হইয়াছে। বর্তমানের এই যন্ত্র যুগের সুষ্ঠু সহযোগিতা চলিতে হইলে যন্ত্রের সঙ্গে মানিয়া চলিবার কারিগরের অভাব আবশ্যক। যন্ত্রের কল কব্জার সঙ্গে পরিচিত থেমন কারিগর, তাহার যথাযথ তত্ত্বাবধান করিবার। বিভিন্ন কারিগরের অভাব মোচনের জন্য তাহার সংগঠন উদ্যোগী হইয়াছেন। কারিগরী শিক্ষা প্রসারের জন্য ব্যবস্থাদির করা হইয়াছে ও হইতেছে। দেশের বালক ও যুবকেরা যাহাতে সহজে কর্ম সংস্থান করিতে পারে তাহার জন্যই এই-ব্যবস্থা। ইহা যদি সত্যই কার্যকরী হয় তাহা হইলে দেশের শ্রম-শক্তির ব্যবহার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশের উৎপাদনের বৃদ্ধি পাইবে এবং তাহার অতিরিক্ত সংকটও এড়ানো চলিবে। কিন্তু একটা সমস্যা আসিতে পারিয়া আমাদের ভয় হইতেছে। ভারতীয় পার্লামেন্টে প্রশ্নোত্তরকালে জানা যাইতেছে, শত্রু বিদেশের মাল শত্রু বিদেশ

গ্ল্যাডস্টোন ল্যাম্বেল এণ্ড কোং লিঃ

৪, ক্লেয়ারলী প্লেস্, কলিকাতা।

টেলিফোন : ব্যাঙ্ক ২২৬১—২২৬৪।

টেলিগ্রাম : ঘাট।

জীমার এজেন্টস্

দি সিটি লাইন লিঃ

এশিয়াটিক এণ্ড ব্রাইস্টল এন্ড এষ্ট কোং লিঃ

হল্ লাইন লিঃ

ইম্পোর্টার্স্ ও ইক্সপোর্টার্স্

অনেক বাংলার সহযোগ

বিশ্বস্তযোগ্য ব্যবসার ব্যবস্থা

অগ্নি নির্বাপক

যন্ত্রপাতি বিক্রেতা

ডি, ডি, ই পোর্ট-বাইক অপেরেটর

ধনিজ (খাদ্য)

অ্যাসেম্বলিং এজেন্টস্

ফোর্ড এণ্ড কোং লিঃ

(ডিলার ও সার্ভিস প্রস্তুতকারক)

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ট্রাক্টর কোং লিঃ

ক্যালকাটা মোটর এণ্ড ইণ্ডিয়ান কোং লিঃ

(মোটরের)

ইম্পোর্টার্স্ ও এক্সপোর্ট এজেন্টস্

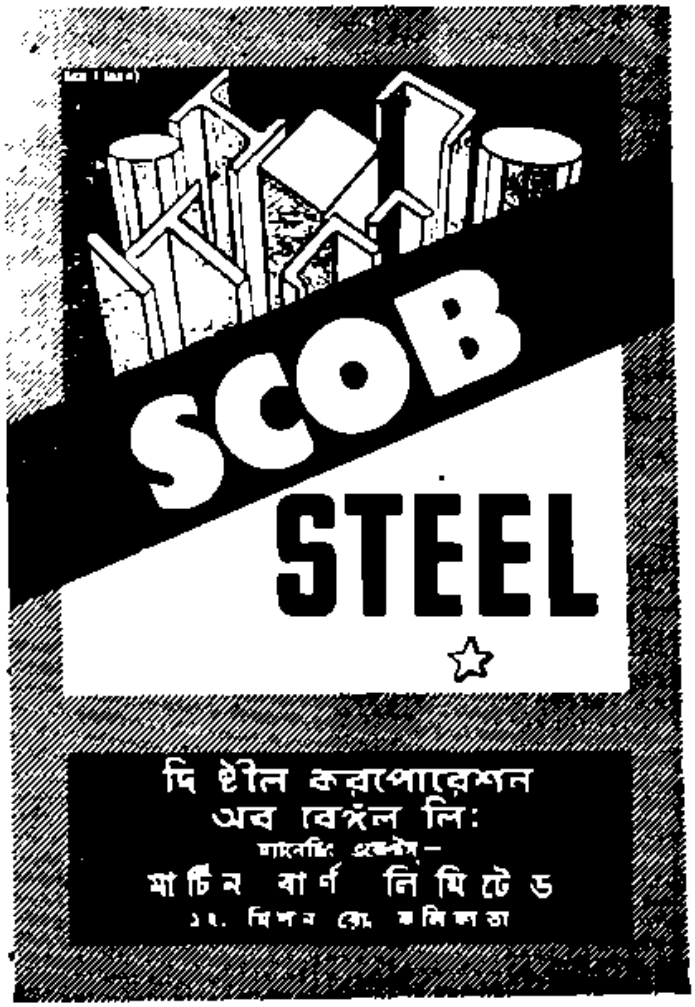
SCOB
STEEL
দি ষ্টীল করপোরেশন
অব বেঙ্গল লিঃ
ম্যানেজিং এজেন্টস—
মার্টিন বার্ণ লিমিটেড
১২, মিশন রো, কলিকাতা

সরকারী দপ্তর স্থানান্তরকরণ

গত সপ্তাহে ভারতীয় পার্লামেন্টে ইহার আর এক দিকের এক সদস্য উত্থাপন করিয়াছেন যে, চাকরী সরকারী দপ্তর অবিলম্বে দিল্লী এলাকা হইতে ভারতের অন্যান্য স্থানে স্থানান্তরিত করা হইবে। এই কাজ যদি আগামী ৩১শে মার্চের মধ্যে শেষ হইবে। দিল্লী সরকারী বড় সরকারী দপ্তরে পরিপূর্ণ। ইহার ফলে যাতায়াতের বিঘ্নও যথেষ্ট অস্বাভাবিক। এতগুলি স্থানে ভারতের বিভিন্ন স্থানের লোককে আনা করিয়া কোনো লাভ নাই। সরকারী কাজ পরিচালনার ইহা দ্বারা বাস্তব কিছু বলিয়াই আমরা মনে করি। ভারতের বিভিন্ন স্থানে অনেক আধুনিক দপ্তর আছে, সে সব জায়গার সহিত দিল্লী ভারত তারে ও বেতারে এবং যোগাযোগ রাখুক। অতএব দিল্লী হইতে যদি এতগুলি অফিস অন্যত্র স্থানান্তরিত করা যায় তাহা হইলে লোকসানের চাপ হইতে দিল্লী অনেকটা রক্ষা পাইবে। এবং অফিসের সঙ্গে সঙ্গে যে সব কর্মচারীকে স্থানান্তরিত হইবেন, তাঁহাদের বদলি দিয়া সহজেই চাকরীতে বহাল করা যাইবে যদি তাঁহারা কলিকাতায় অথবা এমন কিছুর অবস্থা হইলেও তাঁহারা বলিয়া আমাদের মনে হয়। দুইটি সুবিধা এখানে লোক পাওয়া ছিল সহজ; এখন তাহা সহজ সঙ্গে হইয়াছে। তাহার কারণ উদ্বাস্তুদের এখানে আসিয়া সমস্ত সহরের দুর্গতি এমন আরো বাড়িয়া উঠিয়াছে যাতায়াতের উপর চাপ সাংঘাতিক অস্বাভাবিক। বাসুদের সংখ্যা অনেক বাড়িয়াছে, কিন্তু তবুও বিশেষ সুবিধা কিছু হয় নাই। কলিকাতায় সরকারী দপ্তর (কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক) আছে বিস্তর। এই সব অফিসের যদি কাজই করিয়া যদি কিছু সংখ্যক দপ্তর কলিকাতায় বাহিরে লইয়া যাওয়া যায়, তাহা হইলে লোকসংখ্যাধিক্য কলিকাতায় সহজ সমাধানে অনেকটা দূরিত হয় বলিয়া আমরা মনে করি। সরকারী দপ্তরের সঙ্গে সঙ্গে কিছু সংখ্যক ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের আসা হইলে স্থানীয়েরিত হয়। এমন বাহিরে সকলের ঝোঁক যেমন কলিকাতা সহরের দিকে। এ ঝোঁক স্বাভাবিক। জীবিকাঅন্বেষণের ক্ষেত্র হিসাবে এমন কলিকাতার বাংলার একমাত্র স্থান হইয়া দাঁড়াইয়াছে; তাই চলে চলে লোক এইখানে আসিয়া ভিড় করিতেছেন। যদি সমস্ত ইত্যাদি চাকরিতে ভরাইয়া ফেলা যায় তাহা হইলে লোকের জীবিকা অন্বেষণের ক্ষেত্র বিস্তৃত হইয়া পড়ে এবং আমার আশিয়া লোক-সংখ্যা তাহা হইলে এক জায়গায় হইবে হয় না। দিল্লী হইতে সমস্ত স্থানান্তরের সংবাদে আমরা আশ্বস্ত হইয়াছি। রাজধানীর স্থানে অনুসরণ করিয়া যদি কলিকাতা হইতেও অনুরূপ সমস্ত স্থানান্তরে করার উদ্যোগ হয় তাহা হইলে, সেরূপ আয়োজন নয়, কলিকাতাবাসী আমরা বাংলা বাসী মাত্রেই আনন্দিত হইব।

সংবাদ সংকলন

ব্যাঙ্ক অব চায়না

এই মর্মে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, ব্যাঙ্ক অব চায়নার হিসাবপত্র আগে সিমিং পর্যবেক্ষকের প্রতি আক্রমণ ঘোষণা করিয়াছেন এবং যে সম্পর্কে তিনি অভিযোগ তিনটি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। তন্মধ্যে তিনি অভিযোগ করিয়াছেন যে, প্রবাসী চীনদের এবং আমেরিকানদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করিয়া চলাই সিমিং পর্যবেক্ষকের নীতি।

ব্যাঙ্কের সংবাদটি পেয়ারসন সিমিং পর্যবেক্ষণ করিবেন।

কমিশন বৃদ্ধিসংক্রান্ত ব্যাপার অবশ্য ফেডারেল ট্রেড বোর্ড ও অডিটার নিয়ন্ত্রণ করিবে। বিদেশে ব্যাঙ্ক অব চায়নার যে সকল শাখা রহিয়াছে, তাহাদিগকে যথোচিত কার্যকারিতার তালিকা তাহার নিকট পেশ করা হইয়াছে।

চিনি সংক্রান্ত তদন্তে

তদন্তে প্রকাশ পাইয়াছে যে, সিমিং পর্যবেক্ষকের নিকট পেশ করিয়াছেন, উহাতে নিম্নরূপ ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

প্রকাশ, বোর্ড চিনি সংক্রান্ত তদন্তের জন্য [illegible] ফি ধার্য করিয়াছেন এবং উহার প্রথম পর্যবেক্ষণ প্রথম পক্ষকেই দাখিল করিয়াছেন।

৪০০ পৃষ্ঠার এই রিপোর্ট এবং তৎ সম্পর্কে পর্যবেক্ষকের অনুরোধ সম্পর্কে পর্যবেক্ষকের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইবে কিনা তাহা বলিয়া কর্তৃপক্ষ রিপোর্টটি বিবেচিত হওয়ার পরে জানা যাইবে।

কাগজ ও কাচ শিল্প

কাগজ, পেপার বোর্ড এবং কাচের দ্রব্যাদি —এই দুইটি শিল্পের শুল্ক উৎপাদন সীমা কমিটি অনুমোদন করিয়াছে এবং ১৯৫০ সালের শুল্ক এই দুই শিল্পের সর্বোচ্চ পরিমাণ উৎপাদন নির্ধারণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় শিল্প উপদেষ্টা পরিষদের প্রস্তাব অনুযায়ী এই কমিটি গঠিত হইয়াছে। যে সকল শিল্পের উৎপাদনের ফলে জীবিকা নির্বাহের খাতের হ্রাস বৃদ্ধি হয় তাহাদের জন্য উৎপাদন বৃদ্ধিই ইহার উদ্দেশ্য।

গত বৎসরের মার্চে প্রায় ১৯টি শিল্পের সর্বোচ্চ পরিমাণ উৎপাদন অস্থায়ীভাবে নির্ধারিত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে ৪টি শিল্প সম্পর্কে চূড়ান্ত করিয়া তাহা নির্দিষ্ট করা হইয়াছিল।

কাগজ ও পেপার বোর্ড সম্পর্কে তাহাদের কমিটি ইণ্ডিয়ান পেপার মিলস এসোসিয়েশন, কলিকাতা এবং ইণ্ডিয়ান পেপার ট্রেডার্স এসোসিয়েশন, কলিকাতা—এই দুই প্রতিষ্ঠান কর্তৃক যুক্তভাবে প্রদত্ত বিভিন্ন প্রতিবিধি লইয়া গঠিত হইয়াছে। ১৯৫০ সালের জন্য সর্বোচ্চ পরিমাণ উৎপাদন ৬ লক্ষ টন নির্ধারিত হইয়াছে, কিন্তু উৎপাদন ক্ষমতা ৯৮০০০ টন।

সংবাদের উপযোগিতা উন্নয়নে পরিকল্পনা

ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম ও দ্বিতীয় সপ্তাহে যোকদমে ঐ কমিটির প্রথম অধিবেশন হইবে।

সংবাদের উপযোগিতা উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কিত কাজই সম্পূর্ণ হইয়াছে। ১৯৫০-৫১ সালে ইহার জন্য পূর্ণ বৎসর আনুমানিক প্রায় কোটি টাকা অধিক ব্যয়-বরাদ্দ করা হইয়াছে।

প্রস্তাবিত ব্যয়-বরাদ্দ অনুসারে ১৯৫০-৫১ সালে ১,৫৭,০০,০০০৲ টাকা ব্যয় হইবে। পূর্ণ বৎসরে ১,২৮,৪৮,০০০৲ টাকা ব্যয়-বরাদ্দ করা হইয়াছিল। এই ব্যয়-বরাদ্দের মধ্যে কেন্দ্রীয় সর্বেক্ষণে ১,৫৮,৫১,৮০৩৲ টাকা এবং পরিসংখ্যান ও বিচার সর্বেক্ষণে যথাক্রমে ৪,৬০,৪৮,১০০৲ টাকা ও ১,০৭,৯০,৫৩৯৲ টাকা নির্ধারিত।

ভারতে তৈলখনি আবিষ্কারের চেষ্টা

ভারতে দ্রুতির তৈল উৎপাদনের প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে নূতন খনির সন্ধানে তেলের বিভিন্ন অংশে অনুসন্ধান কার্যারম্ভ হইয়াছে।

পার্লামেন্টে শ্রীযুক্তমুখার প্রশ্নের এক প্রশ্নের উত্তরে পূর্ত সচিব শ্রীএন বি আঙ্গলিয়া বলেন, আসাম, ত্রিপুরা, পাঞ্জাব, কচ্ছ, সৌরাষ্ট্র ভরুচ এবং কাম্বের তৈলখনি আবিষ্কার সম্ভাবনা রহিয়াছে। তিনি আরও জানান যে, জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া সর্বাধারে পাঞ্জাবে ছাড়া তেলের এবং সৌরাষ্ট্রে ও আসামে তৈল খনির অনুসন্ধান করিতেছেন। আসাম জিওলজিক্যাল অনুসন্ধান বিভাগের সর্বাধ্যক্ষ আরও কিছু তথ্য স্থির করিবার জন্য বার্মা অয়েল কোম্পানী আসাম ও ত্রিপুরায় এবং ইণ্ডিয়ান অয়েল কোম্পানী অন্যান্য স্থানে প্রাথমিক অনুসন্ধান কার্য করিতেছেন।

পার্লামেন্টে শ্রী তারকের আরও বলেন অনুসন্ধানকার্যের ফল যদি কোন আশানীয় কোম্পানী অনুকূল হয় তাহা হইলে উহাদের বিষয় সর্বপ্রকার বিবেচনা করিবেন। অনুসন্ধান কার্য বিশেষ ব্যয় সাপেক্ষ।

ভারতে ইস্পাত, সিমেন্ট ও কয়লার উৎপাদন বৃদ্ধি

সরকারীভাবে ১৯৪৮ সালে শিল্পোৎপাদনের যে তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা হইতে দেখা যায় যে, ইস্পাত, সিমেন্ট ও কয়লা উৎপাদনের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ইস্পাত উৎপাদনের পরিমাণ শতকরা ৫৮ ও সিমেন্ট উৎপাদনের পরিমাণ শতকরা ৩১ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৪৮ সাল অপেক্ষা ১৯৪৯ সালে কয়লা ১০ লক্ষ টনেরও বেশী উত্তোলিত হইয়াছে।

উক্ত তথ্য হইতে দেখা যায় যে, উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সর্বপ্রকারের চেষ্টা এবং বিভিন্ন শিল্পকে বিশেষতঃ তেলের আন্তর্জাতিক মুদ্রাস্ফীতির জন্য আবশ্যক শিল্পগুলিকে সাহায্য দানের সুযোগ-সুবিধা করা সাফল্য লাভ করিয়াছে।

১৯৪৯ সালে ৯ লক্ষ টন ইস্পাত উৎপাদিত হইয়াছে। ১৯৪৮ সালে ৮ লক্ষ ৫০ হাজার টন উৎপাদিত হইয়াছিল।

সিমেন্ট শিল্পের ক্ষেত্রে একটি নূতন কারখানা স্থাপিত হইয়াছে এবং কতকগুলি পুরাতন কারখানার সম্প্রসারণ হইয়াছে। ইহার ফলে ১৯৪৮ সালে যেখানে ৩৬ লক্ষ টন উৎপন্ন হয়, ১৯৪৯ সালে সেখানে প্রায় ৫০ লক্ষ টন সিমেন্ট উৎপাদিত হইয়াছে।

কয়লা শিল্পের বিগত বৎসর অপেক্ষা আলোচ্য বৎসরে উৎপাদনের পরিমাণ বেশী হইয়াছে। ১৯৪৮ সালে ৩ কোটি ৩০ লক্ষ টন কয়লা উত্তোলিত হইয়াছে। এই পরিমাণ ১৯৪৮ সাল অপেক্ষা প্রায় ১০ লক্ষ টন বেশী। রেলের কয়লার সমস্ত চাহিদা আগেকার কয়লা খনিগুলি হইতেই মিটান হইয়া যাবে।

অন্যান্য অনেকগুলি প্রধান শিল্পের ১৯৪৯ সালে পূর্ববর্তী বৎসর অপেক্ষা উৎপাদন বেশী হইয়াছে।

১৯৪১ সালে ৩,৪৭৬ টন এমুনিশিয়াম, ৬১,৪৪৭ অধমণ্ড বৈদ্যুতিক মোটর, ১,০৭,১৩৩ কে ভি এ ট্রান্সফর্মার, ১,০৫,৪৪০ ইলেকট্রিক বাল্ব, ৭৯,১১০ বাইসিকেল, অনের সাইকিল বিক্রিবাট ২০ লক্ষ কুড়ি, ৪১,১৮,০০, ০ টন বিস্ফোরক, ৮৯,০০০০ টন সালফেট এসিড, ১,৪৮-০০০ টন কাগজ উৎপাদিত হইয়াছে। এই সিদ্ধগুলির উৎপাদন পূর্ববর্তী বছরের অপেক্ষা বেশী।

১৯৪৯ সালে ৩৯১ কোটি ৮০ লক্ষ গজ বস্ত্র এবং ১৩৯ কোটি ৬০ লক্ষ গজ সুতা উৎপাদিত হইয়াছে। ১৯৪৮ সালে ঐ সংখ্যা যথাক্রমে ৪০০ কোটি লক্ষ গজ ও ১৪৪ কোটি ৫০ লক্ষ গজ ছিল।

লবণ, বাইক্রোমেট, সোডা অ্যাশ, সাবান, প্লাইউড, সেটিফুগাল পাম্প, বৈদ্যুতিক পাখা, ঔষধাদি প্রভৃতি কয়েক প্রকার শিল্পের উৎপাদন প্রতিযুদ্ধ আবশ্যকতার জন্য ১৯৪৮ সাল অপেক্ষা কম হইয়াছে।

প্রতিযুদ্ধ বা যুদ্ধোত্তর কাল সমূহের উৎপাদন বৃদ্ধি পায় নাই। ১৯৪৮ সালে যেখানে ২৩ লক্ষ উৎপন্ন হইয়াছে, ১৯৪৯ সালে সেখানে ২০ লক্ষ টন উৎপাদিত হইয়াছে।

ঔষধাদি নির্মাণ শিল্পের ক্ষেত্রে উৎপন্ন ঔষধাদি ক্রমে অধিক থাকায় অধিকাংশ উৎপাদক পূর্ণোদ্যমে কাজ চালাইতে পারেন। বিক্রয় অধিকে না পারায় ঔষধাদি জমিয়া উঠে। এমন অবস্থায় সরকার পর্যবেক্ষণ কর্তৃক ঐ সকল শ্রেণীর দ্রব্য ক্রয়ের চেষ্টা হইতেছে।

দীর্ঘকাল শিল্প সুসংগঠিত না হওয়ায় ঐ শিল্পে উৎপাদন সন্তোষজনক হয় নাই।

১৯৪৯ সালের শেষ দিকে পাকিস্থান হইতে কাঁচামাল না পাওয়ায় এঞ্জিনিয়ারিং উৎপাদন প্রায় বন্ধ হইয়া যায়। এখন অন্যত্র হইতে আবশ্যক খনিজ ধাতু সংগ্রহের ব্যবস্থা হইতেছে। কাঁচামালের অভাবে বৈদ্যুতিক পাখা নির্মাণের কাজও ব্যাহত হয়।

কলিকাতা বন্দর হইতে রপ্তানি হ্রাস

গত নবেম্বর হইতে কলিকাতা বন্দরে মাল চলাচল হ্রাস হওয়ার মোট ট্রাফিক আয় কমিয়াছে। নবেম্বর মাসে রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৪,০১,৪০৩ টন আহুয়ারীতে হইয়াছে ৩,২০, ১৩৪ টন গত বৎসর এই সময় (আহুয়ারীতে) ছিল ৩,৪০,৩১৩ টন। রপ্তানি হ্রাসের কারণ—বিদেশে কয়লা পাট ও পাটজাত দ্রব্য এবং চা-এর রপ্তানি হ্রাস ও পাকিস্থানে করলা যোগান বন্ধ। তাহা ছাড়া, আগে কলিকাতা হইতে সমুদ্র করলা উপযুক্তযোগে চালানের বিভিন্ন বন্দরে প্রেরিত হইত, এখন সেখা হইতে প্রেরিত হইতেছে, আগে কলিকাতা হইতে পাকিস্থানে ও বিদেশে এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানে গড়ে ৪ হইতে ৫ লাখ মাসে তিন লক্ষ ৫ হাজার টন করলা প্রেরিত হইত। আহুয়ারী মাসে তাহার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে মাত্র ৬০ হাজার টন।

গত নবেম্বর মাসে আমদানীর পরিমাণ ছিল ৩,৪০,৪৪৪ টন; এ বৎসর আহুয়ারীতে হইয়াছে ২,১৭,৩৬৬ টন। গত বৎসর এই সময় (আহুয়ারীতে) ছিল ২,৪১,১৪৯ টন। আমদানী হ্রাসের প্রধান কারণ—সরকারের দ্বারা আমদানীর বিধিনিষেধ। কলিকাতার মোটর মাল চলাচলের ক্রমাবনতির অন্যতম কারণ বলা হয় যে ইহা।

ভারতে চামড়া বিনিময় কেন্দ্রসমূহ

সম্প্রতি ভারত পর্যবেক্ষণের শ্রম সভার কর্তৃক পরিচালিত চামড়া বিনিময়সমূহের গত তিনের মাসের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে জানা যায় যে, পূর্ণবর্তী মাসের মত আলোচ্য মাসেও অধিকতর চামড়া প্রার্থীকে কার্য সংগ্রহ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ঐ মাসে ৭ হাজার ৩৩১ জন সওদাই কেতা ছৈল, ৫৯২ জন পঞ্চভুক্ত সরকারী কর্মচারী ও ৭৭৯ জন মহিলা মোট ১৯ হাজার ৫৭৩ জন প্রার্থী চামড়া পাইয়াছে। পূর্ণবর্তী মাসে ১৮ হাজার ৫১০ জনকে চামড়া যোগাড় করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

ডিসেম্বর মাসে মোট ৭১ হাজার ৮১৯ জন চামড়া প্রার্থী চামড়া বিনিময়কেন্দ্রে নাম তালিকাভুক্ত করায়; পূর্ণবর্তী মাসে করাইয়াছিল মোট ৭৭ হাজার ৩১৭ জন।

আলোচ্য মাসে ২৭ হাজার ৭৪৮টি মূক পশুর লোক নিয়োগ করার ক্ষেত্রে চামড়া বিনিময় কেন্দ্রসমূহের সাহায্য চাওয়া হয়। উহাদের মধ্যে শতকরা ৪৪.৩টি পশুই বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের ছিল।

উক্ত মাসের চামড়া বিনিময় কেন্দ্রসমূহে জলজাতী, ইন্ডিগোরাস, ব্লাডস্যাম, শিঙের প্রভৃতি অন্যান্য চামড়া প্রার্থীর আগমন এবং বেচাকেনা ও অন্যান্য প্রবিধের প্রাপ্তি অনুভূত হয়।

ডিসেম্বর মাসের শেষাবধি ২ হাজার ৯৭৪ জন সওদাই কেতা ছৈল ও ১৯৩ জন ব্যক্তিকে ব্যবসায়িক শিক্ষা দেওয়া হয়। তাহা ছাড়া ঐ সময়ে ১ হাজার ৪৩ জন নিবন্ধনীকৃত চামড়া সংগ্রহকারীকে ১১১৩টি কার্যালয়ে নিয়োগ করা হয়।

পূর্ববঙ্গে আমদানের জন্য প্রেরিত মালে সাত লক্ষ টাকার মালপত্র আটক

বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে যে, পূর্ববঙ্গের জন্য বিভিন্ন আমদানের জন্য প্রেরিত মালে সাত লক্ষ টাকার আটা, ময়দা, ডিমি, লবণ প্রভৃতি অত্যাবশ্যক দ্রব্য পূর্ব-পাকিস্থান সরকারের আটক করিয়াছেন।

প্রকাশ, আমার কেন্দ্রিকিয়া আটা চলাচলের পূর্বে, কলিকাতা হইতে এই সমস্ত মালপত্র পূর্ববঙ্গের জন্য বিভিন্ন রেল ও ষ্টীমারযোগে পাঠানো হয়। আমরা পূর্বেই এই সম্পর্কে পূর্ব-পাকিস্থানের কর্তৃপক্ষের নিকট টেলিগ্রাফ পাঠাইয়া অবিলম্বে আটক মালপত্র ছাড়িয়া দিবার দাবী জানাইয়াছেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো উত্তর পাওয়া যায় নাই।

পশ্চিম বঙ্গে আরও চার লক্ষ একর জমিতে পাট চাষের পরিকল্পনা

পশ্চিমবঙ্গের চারি লক্ষাধিক একর জমিতে পাট চাষের প্রস্তাব কেন্দ্রীয় ও পশ্চিমবঙ্গ পর্যবেক্ষণের বিবেচনাধীন বলিয়া প্রকাশ। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে ১৫ লক্ষ একর জমিতে পাট চাষ হইয়া থাকে। প্রস্তাবিত চারি লক্ষাধিক একর জমিতে পাট চাষ হইলে মোট ফলন লক্ষ বাইট পাট উৎপন্ন হইবে।

পাট অথবা তুলা চাষের ফলে যাহাতে উৎপাদনের অধিক পরিমাণ হ্রাস পাইবে বলিয়া আশঙ্কা পর্যবেক্ষণ বিভিন্ন মহলকে যথাসম্ভব এই বাটতি পূরণ করিতে বলিয়াছেন।

দুই শত ওয়াগন বোঝাই পাট

আসাম রেল লিঙ্ক কন্ট্রোল কমিটির বৈঠকখানায় শ্রীযুক্ত এম এল আয়ার সাংবাদিকগণের নিকট বলেন যে, আসাম রেল লিঙ্কের উপর দিয়া পাট ও অন্যান্য মাল চলাচলের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। বিশেষভাবে পাট চলাচল ব্যবস্থা অন্যান্য সন্তোষজনক। বর্তমানে উহার বন্দর, আসাম, উত্তর বিহার ও আসামের অন্যান্য স্থান হইতে প্রত্যহ ২০০ (দুইশত) ওয়াগন বোঝাই পাট কলিকাতায় আসিতেছে।

শ্রীযুক্ত আয়ার বলেন যে, কলিকাতার পাট ব্যবসায়ী মিলের সন্তোষজনক হওয়ায় এখনে উক্ত রেল লিঙ্কে তুলিকাতার চা চালান দেওয়ার জন্য অধিক সংখ্যক ওয়াগনের ব্যবস্থার দিকে মনোযোগ দেওয়া হইয়াছে। তিনি বলেন যে

পেট্রোল চলাচল ব্যবস্থা সংযোজনের।
আলিপুরদুয়ার, উত্তর বঙ্গ, সিলিগুড়ি ও উত্তর বিহারের বিভিন্ন অঞ্চলে পেট্রোল যোগানের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করা হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত আয়ার আরও বলেন যে, আসাম রেল লিঙ্কের উপর দিয়া মাল চলাচলের ব্যবস্থা সন্তোষজনক করিবার চেষ্টা এবং সকল ব্যবস্থা করা সত্ত্বেও কলিকাতা হইতে আসাম যোগাযোগ সম্পূর্ণ এক এক দিনই ৪৫৯ মাইল দূরত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তিনি ব্রহ্মপুত্র, ব্রাহ্মপুত্র, গৌহাটি ষ্টেশনের [illegible] করেন। আসাম চলাচলের [illegible] স্থায়ী আসামের [illegible] করিবার জন্য পরিষদের [illegible] প্রকাশের [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] করিয়াছেন।

[illegible] এক [illegible] যে [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] অনুরূপভাবে [illegible] ব্যবস্থা করিতে

[illegible] যে [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াছেন না। [illegible] [illegible] ব্যবস্থার উপর তিনি [illegible] এরূপ আশা করেন। কারণ যেরূপ [illegible] করিতে পাটের অভাবে হয়ত দুই- [illegible] করিতে হইবে। ই আই, বি এর এবং ও টি রেল [illegible] [illegible] (ডুয়ার্স) ওয়াগন [illegible] কলিকাতায় আনিয়া পৌঁছাইতেছে। ইহা সত্ত্বেও যথেষ্ট ব্যবস্থা। শ্রীযুক্ত আয়ার মনে করেন যে দুই সিলেট কাছাড় পাটের অভাবে হইবে বলিয়া আশঙ্কার কোন কারণ নাই। তিনি বলেন যে, সিলঘলির অভিজ্ঞতা ক্রমেই হ্রাস পাইতেছে। কারণ নূতন ব্যবস্থা এখন ভালই চলিতেছে।

শ্রীযুক্ত আয়ার বলেন যে, গেল বছরে জানুয়ারী মাসে পাকিস্তান হইতে আসামে ১৯,০০০ মণ এবং ভারত হইতে উহাতে ১১,০০০ মণ ও গেলে ৩,২০,০০০ মণ পাট কলিকাতায় আসিয়াছে।

তিনি বলেন আরও ২ জাহাজ বোঝাই আসামের পাট পাকিস্তানের ব্যবহার করিয়া অতিরিক্ত পাকিস্তান দুই বোঝাই হিসাবেও। উহা পরিবর্তে ইতিমধ্যেই পৌঁছিবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। তবে যা অবিশ্বাস নাই। মোটামুটি বলা যাইতে পারে পাকিস্তানে আটক পাটের পরিমাণ মাত্র ১০ লাখ এবারে পৌঁছাইবে, যদি অবশ্য ঐরূপ বলা যাইতে পারে।

আসাম পাকিস্তান রেলপথ

ঐ সঙ্গে শ্রীযুক্ত আয়ার বলেন, পশ্চিম বঙ্গের সঙ্গে আসামের রেলপথ বন্ধ করার যে ব্যবস্থা হইয়াছে উহার জন্য ১৯৪৭ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত ৯,৭৯,৭৫,০০০ টাকা ব্যয় হইবে অনুমান করা হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত আয়ার বলেন, রহমানি সরবরাহ এবং কার্য পরিচালনা সম্বন্ধীয় ইতিমধ্যে সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার ব্যবস্থার ক্রমেই উন্নতি সাধিত হইতেছে। ইহা সত্ত্বেও অনেক আরও সিদ্ধান্তের সময় হইবে।

সরকার আসাম হইতে চাল, ধান, চাউল [illegible] [illegible] চলাচল করিতেছেন।

বৃটিশ রপ্তানি প্রতিনিধি দল

বৃটেনের একটি প্রতিনিধি দল বর্তমান মাসের ১৯শে তারিখে বিলাতে উপনীত হইবেন বলিয়া আশা করা যাইতেছে। বৃটিশ সরকারের বাণিজ্য বিভাগের সরকারী সচিব এবং আন্তর্জাতিক ব্যবসা পরিষদের প্রেসিডেন্ট মিঃ এস এলফোর্ড এই প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব করিবেন। প্রতিনিধি দলের অন্যান্য দুইজন সদস্যের নাম যথাক্রমে মিঃ রাসিলটন উইলসন ও মিঃ ফিলিপ্স দেন।

আশা করিতেছে যে, ১৯৪৭ সালে ও পরবর্তী সালে বৃটেন কর্তৃক ভারত হইতে আমদানি ব্যাপারে যে ক্রয় সম্পর্কে বন্দোবস্ত করার জন্য ভারত সরকারের প্রতিনিধিদের সহিত তাঁহারা আলাপ-আলোচনা করিবেন।

এবছরের ৫ই মার্চ ব্যবস্থা অনুযায়ী ভারত সরকার ১৯৪৮ সালে দুইবছরে ৩০ কোটি পাউণ্ড ঐ সরবরাহ করিয়াছিল। ১৯৪৮ সালের অতিরিক্ত পরিমাণ এই সরবরাহ করিতে ভারতবর্ষ সম্মত হইয়াছে।

বৃটিশ প্রতিনিধি দল প্রধানতঃ চা-এর মূল্য নির্ধারণ এবং ভবিষ্যতে চা-সরবরাহের এবং সম্পর্কেই আলাপ-আলোচনা করিবেন।

গত বছরে জানুয়ারী উক্ত প্রতিনিধি দল লিভারপুলে উপনীত হইবেন বলিয়া আশা করা হইয়াছিল, কিন্তু অনিবার্য কারণবশতঃ উহাদের যাত্রা স্থগিত হইল।

ভারতের খাদ্য পরিস্থিতি

এশিয়া ও সুদূর প্রাচ্যের জন্য নিযুক্ত অর্থ-নৈতিক কমিশনে (ইকাফে) এক প্রাথমিক হিসাবে দেখা যায়, যুদ্ধপূর্ব তুলনায় উক্ত অঞ্চলে কৃষিজাত দ্রব্যাদির উৎপাদনের হার কমিয়া গিয়াছে। ফলে উক্ত অঞ্চলের অধিবাসিগণ উপযুক্ত খাদ্য পাইতেছে না। জনসংখ্যা যুদ্ধপূর্ব তুলনায় শতকরা ১০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে কিন্তু উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে মাত্র শতকরা ৩ ভাগ। বৃটিশ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, ব্রহ্ম, সিংহল, চীন, ভারতবর্ষ, ইন্দো-চীন, ইন্দোনেশিয়া, কোরিয়া, মেলায়, ফিলিপাইন ও থাইল্যাণ্ড উক্ত অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত।

সৈন্যবাহিনীর খাদ্য সরবরাহ অভিযান

১৯৪৯ সালের ৯ই ডিসেম্বর পর্যন্ত চারি মাসে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী ১৪ হাজার ৫৯৫ মণ চাউল সংগ্রহ করিয়াছে। যাহাদের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছে। ঐ সময়ের মধ্যে অর্থাৎ ৯ই ডিসেম্বর পর্যন্ত সৈন্যবাহিনীর পূর্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিম আঞ্চলিক কমাণ্ডগুলির উদ্যোগে ১,৪১৮ মণ পরিমাণ কমিয়াছে চাল আনয়ন করা হইয়াছে। আরও ৩,৫৭৬ মণ পরিমাণ কমিতে শীঘ্রই চাল আনয়ন শুরু হইবে। নূতন কমিতে এইরূপ চালের জন্য প্রায় ৩০ হাজার মণ পাকিস্তানী উৎপন্ন হইয়াছে।

প্রদেশে কেন্দ্রীয় সাহায্য

উৎকৃষ্ট বীজের উপর ফসলের অনেকখানি নির্ভর করে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে উৎকৃষ্ট বীজের সাহায্যে উৎপাদনের পরিমাণ শতকরা দশ হইতে পনের ভাগ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। উৎকৃষ্ট বীজ উৎপাদনের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার বম্বাইপ্রদেশ, ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন, পূর্ব পাঞ্জাব, পাতিয়ালা ও পূর্ব পাঞ্জাব রাজ্যসমূহ, মধ্যভারত, বিন্ধ্য ও বিহার প্রদেশসমূহ জন্য গত বছর সাড়ে তিন লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছিলেন। এই হিসাবে প্রকাশ, এতদ্বারা পঞ্চাশ লক্ষ মণ উৎকৃষ্ট বীজ উৎপন্ন করা যাইবে। উক্ত প্রদেশ সমূহ ব্যতীত, বোম্বাই ও বিহারে ১৯৪৮-৪৯ সালে মোট উৎপন্ন বীজের পরিমাণ শতকরা আরও দশ ভাগ বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। পশ্চিমবঙ্গ ও উড়িষ্যাতেও ইহা শতকরা ৩ এক ভাগ হইতে ৭

(পরবর্তী অংশ)

কলিকাতা কর্পোরেশনের শাসন-ব্যবস্থার পুনর্গঠন

কলিকাতা কর্পোরেশনের পরিচালন বিভাগ লইয়া কর্পোরেশন তথা কলিকাতা অঞ্চলের চুড়ান্ত বিপোর্ট পেশ করিয়াছেন। একটি মাত্র কেন্দ্রীভূত প্রতিষ্ঠানের উপর শাসন ক্ষমতা অর্পণের সুপারিশ করা হইয়াছে। অবশ্য পরিবর্ত্তনটিকে কিন্তু পরিমাণে গণতান্ত্রিক করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে :

কর্পোরেশনের দৈনন্দিন কার্য্যপরিচালনার ভার কমিশন মুখ্যতঃ বিভিন্ন সহরে প্রচলিত কাউন্সিল ম্যানেজার প্রথা গ্রহণ করিয়াছেন। এই প্রথাটি কলিকাতা কর্পোরেশনের দৈনন্দিন কার্য্যপরিচালনার পক্ষে একান্ত সঙ্গত হইবে বলিয়া কমিশন মনে করেন।

পরিবর্ত্তনের ফলে কর্পোরেশনের শাসন ব্যবস্থা ও নীতি গঠন কার্য্য সম্পূর্ণরূপে পৃথক করা হইয়াছে। নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত পরিষদ(কাউন্সিল)এর উপর সকল ক্ষমতা অর্পিত হইবে এবং তাহারাই নীতিপ্রবেক্তা হিসাবে কার্য্য করিবেন। কর্পোরেশনের শাসন ব্যবস্থা একজন অ্যাডমিনিষ্ট্রেটর অফিসারের উপর অর্পিত হইবে। উক্ত অফিসার পরিষদের নিকট দায়ী থাকিবেন এবং পরিষদই তাহাকে নিয়োগ করিবেন। তিনি গৃহীত নীতি কার্য্যকরী করিবেন, মাসেই প্রয়োগ করিবেন। মিউনিসিপ্যালিটির শাসন বা পরিচালনা ব্যবস্থায় তাহার সহিত কর্তৃত্ব থাকিবে।

১। আমাদের অন্যত্র রিপোর্টে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে কলিকাতা কর্পোরেশনের জন্য আমরা একটি গণতান্ত্রিক গঠনতন্ত্রের সুপারিশ করিয়াছিলাম, কিন্তু মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষ কিভাবে গঠিত হইবে, তাহার কোন আভাস দিই নাই। অবশ্য মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গঠিত হওয়া উচিত। গণতান্ত্রিক গঠনতন্ত্র অর্থে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সহর পরিচালনা বোঝায়। কিন্তু পরিচালনা ব্যবস্থায় বোঝায় খুব না করিয়া মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষের হাতে কি পরিমাণ ক্ষমতা দেওয়া যায়, তাহাই বিচার্য্য বিষয়। ইহা নিছক সত্য নয়, যদি অভিজ্ঞতা দ্বারা বিচার করিয়া যত দেশের যে অভিজ্ঞতা লাভ করা হইয়াছে, তাহাতে নিশ্চিতরূপে জানা গিয়াছে যে, গৌরপ্রতিনিধিদের সংখ্যায় বেশ হইলেও, যথাযথভাবে কর্পোরেশন পরিচালনা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। কারণ, এই ব্যবস্থায় (অবহা ও ব্যয়ের সংযোগ সাধন হয় এবং রাজনৈতিক দল ও সুযোগ সন্ধানীদের চক্রান্ত সহজে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় না। নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের কার্য্য পরিচালনার মাপকাঠিরও আগে-আগেভাগে বিচার করা বাঞ্ছনীয়। কিভাবে সহর পরিচালিত হইবে, কিংবা নাগরিকরা কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষের নিকট কি-ভাবে, নাগরিকদের তাহা জানা অথবা জানাইয়া দেওয়া এক জিনিষ এবং ব্যক্তিগতভাবে অথবা দলবদ্ধভাবে কর্পোরেশন পরিচালনার আগে গ্রহণ ও আগে-প্রাপ্ত কর্মচারীদের কাছে হস্তক্ষেপের দাবী সম্পূর্ণ পৃথক জিনিষ। যাহাই বলা হউক না কেন, সহর পরিচালনা এক বিশেষ ধরণের কাজ এবং ইহাতে যথেষ্ট যোগ্যতার প্রয়োজন হয়। সুতরাং সৌর কর্তৃপক্ষ নির্ব্বাচনে দুইটি বিষয় সম্পর্কে সতর্ক থাকিতে হইবে। প্রথম বহু কর্তৃপক্ষের মধ্যে বিশৃঙ্খলভাবে ক্ষমতা বণ্টন, দ্বিতীয়—পরিচালনা কার্য্যে অনভিজ্ঞদের নিয়োগ।

২। সুতরাং মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষ গঠন পদ্ধতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং নির্ব্বাচন ও নিয়োগের দায়িত্ব নাগরিক ও সরকারী কর্ম চারীদের উপর কর্পোরেশন পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করে। কিন্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, এরূপ দুরূহ কাজের সমস্যা সমাধানের সাহায্যের কাজ চালাইতে পারে বটে, কিন্তু ভাল কাজ করিতে হইলে তাহার ভাল সমাধানের প্রয়োজন। উপরে সমাধান লইয়া বহু কাউন্সিলরের হয়রানির কাজ করিতে আমরা দেখিয়াছি। নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা কর্পোরেশনের কার্য্য পরিচালনার কাজে কাজে ব্যাঘাত ঘটিয়াছে, তাহাও আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া লাভ নাই। কিন্তু লক্ষ্য করা দিয়াছে যে, আইন সম্মত না হইলেও প্রচলিত প্রথানুযায়ী এক ব্যক্তির হাতে বরাবরই কর্পোরেশনে পরিচালনার ভার দেওয়া হইয়াছে, তখনই ভাল কাজ হইয়াছে। ফুটেনের স্থানীয় শাসন শাসন ও পার্লামেন্টারী শাসন পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য এই যে, কখনও উহা ব্যক্তি বিশেষ দ্বারা পরিচালিত হয় নাই।

সর্ব্বদা প্রতিনিধিস্থানীয় একজন লোকই শাসনকার্য্য পরিচালনা করিয়াছেন। প্রতিনিধিদের হাতে কর্পোরেশন পরিচালনার ভার ন্যস্ত করার সিদ্ধান্ত কার্য্যকরী হওয়ার পর হইতে কলিকাতারও এই ব্যবস্থা প্রচলিত। এজন্য দোষ করিয়া লাভ নাই যে, অনভিজ্ঞ প্রতিনিধিদের দিয়া হস্তক্ষেপে অযথাভাবে পরিচালকের হাতেই কর্পোরেশনের উন্নতি হইয়াছে বেশী। সুতরাং অনভিজ্ঞের সিদ্ধান্ত যথেষ্ট পরিমাণে দায়ী গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে কর্পোরেশন পরিচালনার পদ্ধতি কিভাবে বর্ত্তমানে সমস্যার বিষয় অর্থাৎ কিভাবে গণতন্ত্র কার্য্যকরী করা যায়, তাহার উপায় স্থির করিতে হইবে।

৩। কলিকাতার পক্ষে বৃটিশ আদর্শ খাটাইয়া যাওয়া বর্ত্তমানে অসম্ভব। নিজেদের অভিজ্ঞতা অথবা বৃটিশ দ্বারা গণতন্ত্রের আদর্শে কলিকাতা কর্পোরেশনের পরিচালনা ব্যবস্থা ঢালিয়া সাজা যাইতে পারে। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে একমাত্র আমেরিকার মিউনিসিপ্যালিটির শাসন ব্যবস্থার ব্যাপক পরীক্ষা হইয়াছে। মার্কিন ও বৃটিশ মিউনিসিপ্যালিটি পরিচালিত হয়। সাধারণভাবে বলিতে গেলে আমেরিকার সহরগুলিতে চারিপ্রকার পরিচালনা ব্যবস্থা পরীক্ষিত হইয়াছে, যথা :—

১। পরিষদ—ম্যানেজার পদ্ধতি ২। ব্যাপক ক্ষমতা সম্পন্ন মেয়র পরিষদ পদ্ধতি ৩। কমিশন পদ্ধতি ৪। হ্রস্ব ক্ষমতা সম্পন্ন মেয়র—পরিষদ পদ্ধতি।

মিউনিসিপ্যালিটি পরিচালনার হ্রস্ব ক্ষমতা সম্পন্ন মেয়র—পরিষদ পদ্ধতি আমেরিকার উনবিংশ শতাব্দীতে প্রচলিত ছিল। কারণ তখন মার্কিন নাগরিকদের সহরগুলি যত বেশী সম্ভব অফিসার নির্ব্বাচন দ্বারা গণতন্ত্র কার্য্যকরী করার পক্ষপাতী ছিল। এই পদ্ধতিতে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি পরিলক্ষিত হইত :—

১। বিভিন্ন কমিটীদের একটী সহর পরিষদ ২। একজন নির্ব্বাচিত মেয়র (ইনি নামমাত্র প্রধান ছিলেন না। ইহার পরিচালনা ক্ষমতা ছিল)।

৩। কোষাধ্যক্ষ, সলিসিটার ও বিভিন্ন বিভাগীয় কর্ত্তা নির্ব্বাচিত হইতেন।

৪। নির্ব্বাচিত বোর্ড অথবা কমিটী।

৫। নীতিই এই ব্যবস্থার ত্রুটি বলা চলে। কারণ রাজনৈতিক সুবিধাবাদীরা দল নির্ব্বাচনে প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হয়।

৬। কমিশনের শাসনে মিউনিসিপ্যালিটি পরিচালনার কথঞ্চিৎ সাফল্য দেখা যায়। ১৯০০ সালে গালভেষ্টন ও টেক্সাসে এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হয়। যাহার ফলে অধিকাংশ সহর ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য হয়। অবশ্য ব্যবস্থা হিসাবে মুক্তম পরিচালনা ব্যবস্থা চালু

সংবাদ সংকলন

(গত পৃষ্ঠার পর)

এগ্রিকো যন্ত্রপাতি

কোদাল

শাবল

গাঁইতি

টাটা আয়রন এণ্ড
ষ্টীল কোং লিঃ

পণ্যাশ্রয়ের বাজার

খাদ্যশস্য সম্বন্ধে সচেতনতা

গত সপ্তাহের প্রথম দিকে পার্লামেণ্টে সাউথবির উক্তিগুলি বিভিন্নস্থানে সাধারণ আলোচনার বিষয় হইয়াছে। ঠিক কতটা পরিমাণ খাদ্য অনগ্রসর রাখা প্রয়োজন, ইহাই আলোচনার বিষয়বস্তু। খাদ্যশস্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব যে পরিমাণ উদ্বৃত্ত ধরা হইয়াছে, তাহা নির্ভরযোগ্য কিনা সে বিষয়ে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী দলের প্রকাশ করিয়াছেন, এবং ঘাটতি প্রদেশগুলির ঠিক কতটা পরিমাণ খাদ্য প্রয়োজন তাহারও ঠিক হিসাব পাওয়া কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। বেসরকারী এজেন্সী যে ঘাটতি অঞ্চল এবং যেখানে ঠিক প্রয়োজন অপেক্ষা বেশী খাদ্যশস্য সরবরাহ করিতেছে হইবে, ইহা তো সাধারণ কথা। এই অঞ্চলে অনগ্রসর ৮ হইতে ১০ আউন্স করিয়া মাথাপিছু ধার্য করা হইয়াছে। বিভিন্ন আঞ্চলিক সমবেতে নিজ নিজ এলাকায় খাদ্যশস্যের প্রয়োজনের যেরূপ কতটা সংগ্রহ করিতে পারেন, সেই হিসাবের উপর নির্ভর করিয়াই খাদ্যশস্যের মোট ঘাটতির পরিমাণ স্থির করা হয়। বাস্তবিক অঞ্চলের অনগ্রসর খাদ্যশস্য ওজন সাহায্য উদ্বৃত্তের সহিত বলা হয় এবং স্বভাবতই এরূপ এলাকার সংগ্রহের পরিমাণ বেশি হইয়া থাকে। এইরূপ স্থানের কোনো কোনো আয়গায় অনগ্রসর ৫০ আউন্স পর্যন্ত খাদ্যশস্য বরাদ্দ করা হইয়া থাকে। ঘাটতি ও উদ্বৃত্ত অঞ্চলের এবং বেসরকারী ও অ-বেসরকারী অঞ্চলের এই হিসাব যদি ঠিক হইয়া থাকে, তাহা হইলে মোটামুটি ভাবে ভারতের খাদ্যশস্যে কোনো ঘাটতি নাই বলিতে হয়।

এবিষয় সন্দেহ নাই যে, কেন্দ্রীয় সরকার খাদ্যদ্রব্যের দর কমাইবার ও রেশন-প্রথা বহাল রাখার জন্য আগ্রহী। কোনো কোনো প্রদেশ মন্ত্রি এই রূপ বলিয়াছেন যে, যদি কেন্দ্রীয় সরকার সেই সেই প্রদেশের জন্য বরাদ্দ খাদ্যশস্য পূরা পরিমাণ দিতে না পারেন, তাহা হইলে সেই সেই প্রদেশ তাঁহাদের রেশনের এলাকার সংখ্যা হ্রাস করিবেন—এই নীতি প্রদর্শনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার আরি একটু দ্বিধা হইয়া পড়িয়াছেন। খাদ্য-দ্রব্যের দাম কমানোর কথা আর হয় তোলা না হইল, দর এখন যাহা আছে তাহাতে বহাল রাখাই এখনকার দিনে মিলই কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। সেইজন্য দাম পরিবর্তে, যাহাতে কমানো সম্ভব হইয়াছে তাহা আনুষঙ্গিক খরচ খরচা ও যাতায়াতের খরচ কমাইবার চেষ্টাই আসলে খাদ্যশস্যের দাম এখনও কমে নাই। খাদ্যশস্যের দাম কেবলমাত্র তখনই কমিবে যখন সকলে একটির পরিবর্তে একটা নীতি অনুসরণ করিতে পারিবেন এবং অনেক অধিক পরিমাণ জমি চাষের কাজে নিয়োগ করিতে পারা যাইবে।

সম্প্রতি মন্ত্রী সভার বেতন বলিয়াছেন, নিয়ন্ত্রণ প্রথা লইয়া আর বাড়াবাড়ি করা লইয়া ব্যাপারী মহাজন হইবে না, বেসরকারী তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে ইতিমধ্যে নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া দেওয়ার আরও অনুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে এবং তাহা বাধ্যতার সম্বন্ধিত হইয়াছে। তবুও তিনি বলিয়াছেন যে, নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া না দিলেই আমরা অধিক সুবিধা ভোগ করিতে পারিব। আগামী বছরের মেয়াদের আরম্ভে খরচ সম্পূর্ণ যে কথা আইনেই এবিষয়ে তিনি বেসরকারী তুলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, এবং কোনো কোনো এলাকায় খাদ্যশস্যে অধিক পরিমাণ উৎপাদনের সম্ভাবনা পাওয়া যাইতেছে, এবং সংবাদে উৎসাহিত হইয়াছেন তিনি। কিন্তু সাধারণ লোক কেবলমাত্রই সরকার হইতে ঘোষণা প্রকৃতপক্ষে নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে বাস করিবে।

চাষীদের নিকট হইতে সংগ্রহ করিবার ও রেশনের মারফৎ জনসাধারণকে জোগান দেওয়া খাদ্যশস্যের এই বিধির ব্যবস্থা মূলপ্রদেশ ছিলুটা কমানো হইয়াছে। যে যে আয়গায় সাধারণ বাজারে ইহা বিক্রয় হয়, সেখানের দর ঠিক নাই, একই আয়গায় স্থির আছে। খাদ্য-শস্যের দর চড়িবার যৌক যে আর নাই তার কারণ আবাদের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং আরও বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা। যেমন গমের দর ১৬ টাকা; খোলা বাজারে এই দর ১৮৲ হইতে ১৯৲ আনার মধ্যে।

চালের ভবিষ্যৎ দর লইয়া যে কাটকা খেলা হয়, সেখানেও দর ঊর্ধ্বগতির দিকে। এই ব্যবহার যৌক বিশেষভাবে লক্ষণীয়। চালের বর্তমান দর লইয়া কটকার দ্বিধার কারণ আছে যেমন, এখানে দরে কোনো পরিবর্তনই ঘটে না। ছোটখাট বাজারে এই দর এইরূপ হয় মণের ১৫৲, বুধ ১৬৲, বহুর ১৪৲, জোয়ার ১৯৲, ছাঁটা ১৪৲।

ঘাটতি প্রদেশগুলিতে আবশ্যকমতের যে যে পরিমাণ খাদ্যশস্য দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল, সেসব পরিমাণ অনেক অনেক ক্ষেত্রে এবছর বিশেষ ভাবে কমানো হইয়াছে। বিশেষ হইতে মন্থর দর বাঁধা আমদানি করার নীতির ফলই ইহা করিতে হইয়াছে। বিভিন্ন প্রদেশে যে যে পরিমাণ খাদ্য বরাদ্দ করা হয় তাহা এখানে দেখাইতেছি। প্রত্যেক প্রদেশের বিষয়ে দুটি দর দেওয়া হইতেছে, প্রথমটী গত বছরের বরাদ্দ পরিমাণ, দ্বিতীয়টী পর বছরে যে পরিমাণ বরাদ্দ ছিল—

বোম্বাই ১,০০,০০০ (১০,৪৯,০০) টন
মধ্যপ্রদেশ ৩,৫০,০০০ (৪,১০,০০০) ,,
বিহার ১০,০০০ (১,১৯,০০০) ,,
মাদ্রাজ ৩,০০,০০০ (৩,৯০,০০০) ,,
বাঙ্গালুর ৭৪,০০০ (১,৩০,০০০) ,,
ব্রিটিশ কোটিন ১,০০,০০০ (৩,৪৯,০০০) ,,
উত্তরপ্রদেশ। (২,৭৯,০০০) ,,

ঘাটতি এলাকায় বরাদ্দ কমাইবার সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার উদ্বৃত্ত এলাকা হইতে অধিক পরিমাণ খাদ্যশস্য দাবি করিয়াছেন।

চিনি

চিনির বাজারে সাময়িক উন্নতি ঘটিয়াছে। চিনির দরের সরবরাহের পরিমাণের উপর নিয়ন্ত্রণ বহালই রাখা হইয়াছে। বেশনে চিনির দর করিবার হইয়াছে। বিভিন্ন স্থানে চিনির দর হইয়াছে এইরূপ—কলিকাতা ৩৬৲/১০, আগ্রা ৩৮/-, কানপুর ওয়াজিরপুর ৩৩/-, পাটনা ৩৭৲, লোহারী ৩৮৲, দলিকাতা ৩২৲/১০, মাদ্রাজ ৩৬৲-, ও বোম্বাই ৩৯/৮। চিনির চোরাবাজারের দরও ইহার কাছাকাছি আছে।

আর মার্চ মাসে এ প্রথম দুই মাস অর্থাৎ মহেশের ও চিনির দাম, সম্বন্ধে যে তথ্য পাওয়া যায় তাহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, চিনির কারখানার মালিকগণ কর্তৃপক্ষের ভারধারায় যে পরিমাণ আখ নিয়াছে, তাহা সামান্যই।

বিহার হইতে অবশ্যম্ভাবী চিনির ঘাটতি সরকার বীকার করিয়াছেন, তাহাদের ভোগের এই দর সাধ্য করা প্রতি পাউন্ড ৮/- আনার বেশি হইতে পারিবে না এবং পাঁচ পাউন্ড প্যাকিং ৮/- আনা প্রতি পাউন্ডের বেশি হইতে পারিবেনা।

গুড়

গত সপ্তাহে গুড়ের দরে কোনো পরিবর্তন ঘটে নাই। পশ্চিম ইউ পির দর মণ প্রতি ২৩।০ টাকা হইতে ২৪৲০ টাকা ওঠা নামা করে। আরও ঘাটতি অঞ্চলে ২৭৲০ টাকা হইতে ২৯৲ মধ্যে ওঠা নামা করে। চড়া দরের বোলাই গুড়-গুড়না বালো ও বর্ষা আসুক গুড় ক্রয় করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহী।

অনিশ্চয়তার ভাব

কলিকাতা, শনিবার, ১১ই ফেব্রুয়ারি—এই সপ্তাহে শুরু হয় অনেক অংশীদার। কোনো ব্যাঙ্কিংয়েরই মুখ নয়। বাজারে উৎসাহ ছিল। বাজার পরিচালিত ছিল কয়েকজন অভিজ্ঞ ব্যবসায়ীর হাতে। তাঁহারা কিছু বাছাই করিয়া রাখিতেন। তাহাদের মধ্যে কয়েকটি ব্যাঙ্কের শেয়ার ছিল। তাহাদের মধ্যে কয়েকটি ব্যাঙ্কের শেয়ার ছিল। তাহাদের মধ্যে কয়েকটি ব্যাঙ্কের শেয়ার ছিল। তাহাদের মধ্যে কয়েকটি ব্যাঙ্কের শেয়ার ছিল।

সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ের বাজারে কাজ কারবারের যেমনই হউক না, কিন্তু ফাটকা বাজারে সামান্য চাঞ্চল্য পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। ইতিমধ্যে আবহাওয়ার পরিবর্তন হইবে বলিয়া পড়া যায়, সপ্তাহে উহার মধ্যে ১০ আনা চড়িয়া ৩১৵০ পর্যন্ত ওঠে। এই কয়েকদিন বেশীর ভাগ পরিবর্তন ছিল এবং বেশীর ভাগ হইতে উহার চাহিদা আসায় হয় এবং ১৵০ বাড়ে, ২৯৵০ হইতে চড়িয়া ৩১৵০ পর্যন্ত ওঠে। কয়েকটি বাজারে এমনও কোনোই কাজ-কারবার হয়-না ৬ তাহাতে ও সাউথ ব্রহ্মপুরার মত অনেকটা বাড়িয়া যায়। পাই বিভাগে মতে কোনো উন্নত বিশেষ নহে না এবং বেশী-বেশী ও বিশেষ ঘটেনা। বিভিন্ন বিভাগের অবস্থা ছিল এমন।

সপ্তাহের শেষের দিকে বাজারে একটু উৎসাহের ভাব দেখা যায়। এই উৎসাহ বিশেষ ভাবে ফাটকা বাজারেই পরিলক্ষিত হয়। ইতিমধ্যে আবহাওয়া পূর্ব দিকের ৩০৵০ হইতে ৩৩৵০ হয়। এই জন্য এইরূপ বৃদ্ধি সাধারণ কারণে হোয়াই হইতে উহার চাহিদা। ইতিমধ্যে আবহাওয়া মনে হয় এই উন্নতি অব্যাহত থাকে, কিন্তু সাধারণ ভাবে সব শেয়ারের মধ্যে কোনো উন্নতি ঘটে না। তাহা না এবং যেটুকু উন্নতি ঘটে তাহাকে বেশিক্ষণের জন্য ধরা যায় না। ফাটকা বাজারে এই উন্নতি ঘটে বটে, কিন্তু ক্রমশঃ বিক্রয়ে মন্দা হয়ে যায়, আবহাওয়ার পর আর নাহিয়া, আবহাওয়াতেউহের মত ২১৵০ আসা হয়। পাই বিভাগে অ্যাংলোইণ্ডিয়া বাহীত আর কোনো শেয়ারে কোনোই উন্নতি ঘটে না। ইণ্ডিয়ানিয়ারি বিভাগে লিন ব্রহ্মপোরেশনের মূলত কিছু সামান্য কিনে ঝোঁক দেখা যায়—২২৸০ হইতে নামিয়া ২২৸০ হয়। 'ইস্টার্নিয়া ও ডেকারেন্ট ব্যাঙ্কের ১২৸০ ও ১৬৸০ হয় নামিয়া যায়। বিভিন্ন বিভাগের উৎসাহের ভাব সেমাবস্থ থাকে এবং হয় এ ক্ষেত্রে নামিবার দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে।

সপ্তাহের শেষ দিনের বাজারে কোনো কেনা বেচা দেখা যায় না। কোনো বিভাগেই কেনা-বেচার কোনোরূপ উৎসাহ ছিল না। প্রত্যেক বিভাগের পক্ষে কমার দিকেই ঝুঁকিয়া থাকে। কলিকাতার বে সামান্য কেনাবেচা ঘটে তাহার মধ্যে বাজারের অবস্থা আরও অনিশ্চিত হইয়া পড়ে। ইহার জন্য কেনা-বেচা প্রায় বন্ধই ছিল, যেটুকু কেনা-বেচার কাজ হয় তাহাও অনিশ্চিত। কখনো বিভাগে কেনা শেয়ারে বিক্রিতেই যোগান কখনো সঙ্গত ইহার মধ্যে কোনো পরিবর্তন ঘটে না, ৩৩৸০ টাকাই থাকিয়া যায়। ব্রহ্মদেশ ও সাউথ ব্রহ্মপুরা আরও নামিয়া যথাক্রমে ১২৸০ ও ১৬৸০ হয়। পাই বাজারে মন্দা ছিল। মধ্যে নামিয়া ৩৫৸০ ও মিডিলস নামিয়া ১৩৮৸০ হয়। ইণ্ডিয়ানিয়ারি বিভাগে ইণ্ডিয়ান লিন আগে ওয়ার প্রডাক্টস ৪৫৸০-৪ কলকাতা পায়। তিনি বিভাগের মধ্যেও কর্মতি দেখা যায়। একমাত্র ব্রাহ্মদেশ বাহীত আর কোনো শেয়ারে বিশেষ পরিবর্তন ছিলনা। ব্রাহ্মদেশ মেন্ ১৪৸০-৪ কাজ-কারবার করে।

কলিকাতার শেয়ার-বাজারের এইরূপ অনিশ্চয়তার কারণ নির্দেশ করা খুব কঠিন বলিয়া মনে হয় না। পাশাপাশি দুই দেশ—পূর্ব ও পশ্চিম বাংলা—ব্যবসা বাণিজ্যে সমৃদ্ধির উপর নির্ভরশীল। কিন্তু এই দুই রাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্যিক অতি অবস্থার জন্য ব্যবসায়ীদের মনে উৎসাহের অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। এই অভাব অবস্থার ব্যবসায়ীদের মনে উৎসাহের অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। এই অভাব অবস্থার ব্যবসায়ীদের মনে উৎসাহের অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। এই অভাব অবস্থার ব্যবসায়ীদের মনে উৎসাহের অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে।

সরকারী কাগজ

৫৲ সুদের (১৯৫৩) ১০৫৷০, ৫৲ সুদের (১৯৫৩-৫৪) ১০৪৷০, ৫৲ সুদের (১৯৫৪-৫৫) ১০৩৷০, ৫৲ সুদের (১৯৫৫-৫৬) ১০২৷০, ৫৲ সুদের (১৯৫৬-৫৭) ১০১৷০।

ব্যাঙ্ক

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া করপোরেশন ২২৫৲, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক ১৭৫৲, ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ৩৮৲, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ৪৫৲, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক ৭০৲, ব্যাঙ্ক অব বরোদা ১৫৫৲, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক ১৫৲।

কাপড়ের কল

বোম্বে ডিয়েন্স ২২৭৲, মিল ডিস্ট্রিক্টস ২৫৲, বেঙ্গল ন্যাশনাল ১৫৬৲, কেশোরাম ১৯৫৲, কানপুর ১০৬৲, এলগিন মিল্স ১৬৲, ওয়াডিয়া ৪৫৲।

কয়লার খনি

বেঙ্গল ৩৫৲, ঝরিয়া ১২৫৲, সিঙ্গি রামগড় ২১৫৲, সিমলা ৩১৲, সাউথ করণপুরা ২৩৫৲, অ্যাসানসোলটেড ২০৬৲, ফুলঝোরি ৪৯৲, ইকুইটেবল্ ৪১৫৲, কাজোরা রানিগঞ্জ ৩০৲, বেঙ্গল ক্যোলি ২১৯৲, রামনা কোলিয়ারি ৭৯৲, জলপোরা ৮১৲, সাউথ করণপুরা ২৭৯৲।

পাট

অ্যালায়েন্স ১৪৮৲, বিড়লা (প্রেফারেন্স) ১১২৲, বাওলা ২৬৬৲, কাকিনাড়া ১৪৫৲, বিক্রিমপুর ১৪৮৲, ন্যাশনাল্টাইল ১৫৩৲, মহীয়া ৪৯৲, রাজেশ্বর ৭৲, ওরেন্টাল্স ৪৯৲, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়া ২০৮৲, টীপলাদি ১৩৬৲, ভালহৌসী ১৩৫৲, বেলুড় ২১০৲, ইণ্ডিয়া ১৪০৲, অ্যালবার্ট ২৩৬৲,

খনি

বর্মা করপোরেশন ২৯৲, ফিলিপাইন মাইকা ১৲, ওরিয়েন্টাল ফিল্ড ৬৲, ইণ্ডিয়ান কপার ৪১৲, ট্যাভয় টিন ৫৲।

ইঞ্জিনিয়ারিং

জেসপ্রেয়ার অ্যাণ্ড কোম্পানি ৮৲, ইণ্ডিয়ান টিন অ্যাসোসিয়েশন প্রেফার্ড ৫৩৲, ইণ্ডিয়ান আয়রন ৩০৬৲, জেসপ ১৪৲, হার্পার্স ৪১৲, ন্যাশনাল আয়রন ১৯৲ টিন করপোরেশন ২১৲, ওরিয়েন্টাল ইলেকট্রিক টিন ১৭৯৲, ফিলিপিনা ১৫৬৲, মুখোপাধ্যায় ৭৮৲, লায়ন ৪৬৲।

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়, এম এ বি এল, কলিকাতা হইতে শ্রীবিমল মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও আর্থিক জগৎ লিঃ এর পক্ষে এবং কমার্শিয়াল প্রিন্টিং, ২৫নং বেন্টাঙ্ক স্ট্রীট, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত। দূরভাষ ১—টীপলাদি ইণ্ডিয়া

আর্থিক ভারত

ARTHIK BHARAT

অর্থনৈতিক সাপ্তাহিক

২য় বর্ষ ৪০শ সংখ্যা] [মূল্য ।৵

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	১৯
প্রাসঙ্গিক	২২১
বিদেশী মূলধন	
নাথ ব্যাঙ্ক	
পাকিস্তানের ঘটনা	
কারখানায় শ্রমের প্রতিক্রিয়া	
আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পাকিস্তান	
পশ্চাদ্ভূমের বাজেট	
৪। চিনি ও ঘাটশিলের অবস্থার উন্নতি	
অর্থনৈতিক	
রেলের বাজেট	
সাপ্তাহিক সংবাদ	

রেল পথের বাজেট

ভারত সরকারের রেলওয়ে ও খাল চলাচল বিভাগের মন্ত্রী শ্রী এন. গোপালস্বামী আয়েঙ্গার কর্তৃক উত্থাপিত ১৯৫০-৫১ সালের রেলওয়ে বাজেট বিবরণী পাঠ করিয়া অনেকেই হয়তো আশান্বিত হইবেন। বিগত যুদ্ধের সময় অতিরিক্ত কাজের চাপে এবং পরবর্তী কালে রেল-বিভাগের অবহেলার ফলে ভারতীয় রেলপথ কতকগুলি জরুরী সমস্যার সম্মুখীন হয়। শ্রীযুক্ত আয়েঙ্গারের বাজেট বিবরণী হইতে জানিতে পারা যায় যে সরকার এই সকল সমস্যা দূরীকরণে আন্তরিকভাবে অনুশীল হইয়াছেন।

ভারতীয় রেলপথ প্রকল্পে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ প্রতিষ্ঠান। ৮০০ কোটি টাকা মূলধনের এই সরকারী ব্যবসায়ে প্রায় লক্ষ লোক নিযুক্ত আছে। এই প্রতিষ্ঠানের বাৎসরিক মোট আয় ২১০ হইতে ২২০ কোটি টাকা এবং অন্যান্য ব্যয় নির্ব্বাহের পর নিট ৫০ কোটি টাকার উপর মুনাফা হইয়া থাকে। ১৯৪৮-৪৯ সালে রেলপথগুলি মোট ১১৮ কোটি যাত্রী এবং ৮ কোটি টন মাল বহন করিয়াছিল। যাত্রীর ভাড়া ও মালের মাশুল বাবদ যথাক্রমে ৮৫ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা ও ১০৮ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছিল। কর্ম্মচারিগণের বেতন ভাতা প্রভৃতি খাতে মোট প্রদত্ত ছেচল্লিশ পার্সেন্ট ১১২ কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছিল।

প্রতি বৎসরের আর্থিক ফলাফল আলোচনা প্রসঙ্গে রেলমন্ত্রী বলেন যে, বর্ত্তমান বাজেটে ৫২০ কোটি টাকা আয় হইবে বলিয়া অনুমান করা গিয়াছিল, এখন বুঝা যাইতেছে যে এই বৎসর রেলওয়েতে ২১৫ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা নেট আয় হইবে। মালের মাশুলের পরিমাণ বৃদ্ধি, ওজনের বরাদ্দ ব্যবস্থার উন্নয়ন, উচ্চহারে মাল বোঝাই করিবার ব্যবস্থা প্রধানতঃ এই সকল কারণে আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

...নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সমালোচনা, সরকারী কর্মব্যবস্থা সম্বন্ধে করার জন্য তদন্তের ব্যবস্থা অবলম্বন—এই সকল ব্যাপারে সাধারণ রেল পরিচালনা ব্যয় ১৪৯ কোটি ৫ লক্ষ টাকা হইলে হ্রাস পাইয়া কোটি টাকা হইয়াছে।

চলতি বৎসরে মূলধন ও অন্য অতি সংরক্ষণ তহবিল হইতে ১৫ কোটি টাকা লইয়া রাজস্বখাতে দেখানো হইয়াছে। ইহাতে উদ্বৃত্ত অর্থের পরিমাণ আনুমানিক ৯ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা না হইয়া ১১ কোটি ১ লক্ষ টাকা হইবে। বাজেটে উদ্বৃত্ত অর্থ হইবে ৪ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা। সংরক্ষণ তহবিলে দেখানো হইবে এবং কোটি টাকা সাধারণ রাজস্ব তহবিলে এবং ৫ কোটি সংরক্ষণ তহবিলে ফেলিবে।

বাজেটে ভারতের সরকারী রেলপথ হইতে আয় হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে। ...এই টাকা বাদ দিলে যে সকল উপরাষ্ট্রীয় রেলপথ কেন্দ্রীয় ...রেল তহবিলে দেয়, সেগুলি হইতে আয় ১৭ কোটি টাকা ইহাতে রেলের মোট আয়ের পরিমাণ দাঁড়াইবে ২৩১ সরকারী রেল পরিচালনা ব্যয়ের পরিমাণ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে। উপরাষ্ট্রীয় লাইনগুলির কোটি ২৮ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে। সংযোজিত বিধান অনুসারে মূলধনের শতকরা ৪ ভাগ সাধারণ রাজস্ব খাতে দিতে হইবে। তদনুসারে এই খাতে উপরাষ্ট্রীয় লাইনের জন্য ২ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা সহ ৩১ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আগামী বৎসরে ১৪ কোটি ১ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে বলিয়া অনুমান করা হয়। উহার মধ্যে ১০ কোটি টাকা রেলওয়ে উন্নয়ন তহবিলে, ২ কোটি ১ লক্ষ টাকা রেলওয়ে সংরক্ষণ তহবিলে এবং ২ কোটি টাকা অন্যান্য সংরক্ষণ তহবিলে দেওয়ার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

চলতি বৎসরে গাড়ী, ইঞ্জিন এবং নূতন লাইন খোলার খাতে ব্যয়ের পরিমাণ ৬২ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা হইতে হ্রাস করিয়া ৫৫ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে। আসাম রেল লিঙ্কের জন্য ১৫ কোটি টাকা এবং চিত্তরঞ্জন ইঞ্জিন তৈয়ার কারখানার জন্য ৯ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য খাতে পরিমাণ ২৫ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করিয়া ১ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা করা হইয়াছে। কোতলা ও কেশব মধ্যে একটি ছোট লাইন নির্মাণ এবং মনিহারি সাকরিগালি ঘাটে পারাপারের সুব্যবস্থা করিবার জন্য যে দুইটি পরিকল্পনা তৈয়ার করা হইয়াছে সেগুলি কার্যকরী করিবার জন্য উন্নয়ন তহবিল হইতে অর্থ ব্যয় করা হইবে।

যাত্রী বিভাগের দিক হইতে বিচার করিলে রেল বাজেট বিবরণী নিশ্চয়ই আশাপ্রদ, তথাপি এ প্রসঙ্গে কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ প্রয়োজন। যাত্রী সাধারণের জন্য নানাবিধ সুখ সুবিধার উল্লেখ বাজেটে করা হইয়াছে সত্য; কিন্তু নিম্নশ্রেণীর যাত্রীদের প্রতি তেমন সুবিচার করা হইয়াছে, বলা চলে না। অথচ তিনটি শ্রেণীতে ভাড়ার তারতম্য ২০ হইতে ১২ ভাগ হ্রাস করিয়া নীচের দুইটি শ্রেণীতে শতকরা ২৫ হইতে ৫০ ভাগ বৃদ্ধি করা হইয়াছে। অথচ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, যাত্রীদের মধ্যে শতকরা ৯৭ জন অর্থের অভাবে তৃতীয় শ্রেণীতে যাতায়াত করে এবং যাত্রীদের মোট ভাড়ার শতকরা ৮০ ভাগ তাহাদিগের নিকট হইতে আদায় করা হয়। এই সমস্ত ব্যাপারে অভিযোগের যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও শ্রীযুক্ত আয়েঙ্গারের বাজেট বিবরণী ভারতীয় রেলপথের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশার সঞ্চার করে।

—০—

"ডাক দিয়ে যাই.....
দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে
প্রস্তুত হ'তেছে ঘরে ঘরে"
—রবীন্দ্রনাথ

প্রাসঙ্গিক

বিদেশী মূলধন

ভারতের শিল্পে বিদেশের মূলধন বিনিয়োগ ও সহযোগিতার একটি হিসাব পাইয়া আমরা অবশ্যই হইয়াছি। বোম্বাই হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ যে, ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট হইতে ১৯৫৯ সালের ডিসেম্বর মাস—এই আড়াই বৎসরের মধ্যে ১৭টি ভারতীয় শিল্প পরিষদ্যের সহিত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে সহযোগিতার জন্য বিদেশ-সমূহ আলোচনায় করিয়াছেন। ইহার প্রত্যেক ক্ষেত্রেই অবশ্য মূলধন দ্বারা সহযোগিতা করা হইতেছে না। কোন কোন ক্ষেত্রে বিদেশীরা মূলধন বিনিয়োগ করিতেছেন, কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁহারা উচ্চ শ্রেণীর কারিগরী কৌশল শিক্ষা দান করিবেন, কোন কোনটিতে আবার অন্য ভাবে সহযোগিতা করিবেন। আমাদের প্রকাশ এই ১৭টি শিল্প পরিষদ্যের জন্য যে ৩৪টি চুক্তি তাঁহারা স্বাক্ষর করিবেন, তাহার মোট পরিমাণ ২১ কোটি ১০ লক্ষ টাকার। এ অর্থ সামান্য নহে। শিল্প-প্রসার ও সম্প্রসারণের জন্য ভারত সরকার বিদেশের সহযোগিতা ও সাহায্য কামনা করিয়াছেন। তবে প্রকাশ যে ভারতবর্ষকে যদি শিল্প-ক্ষেত্রে উন্নত করা না যায় তাহা হইলে দেশবাসীর জীবন যাত্রার মান উন্নত করা সম্ভব নয়। দেশবাসীর জীবনে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও আরোগ্য আনয়ন করিবার জন্য তাহাদের জীবন যাত্রার মান উন্নত করা একান্ত প্রয়োজন। এই ভাবে কৃতকার্য হইতে হইলে শিল্প-প্রসার পরিকল্পনাগুলি সহযোগিতা বিশেষ ভাবে প্রয়োজন। কিন্তু ভারত সরকারের আবেদন সত্ত্বেও বিদেশীরা এখানে মূলধন বিনিয়োগে কিছুটা দ্বিধাবোধ করিতেছিলেন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে যে, ভারতের শিল্প প্রসারের সহিত সহযোগিতার জন্য কিছু পরিমাণ অর্থ বিনিয়োজিত হইতেছে। আমরা আশা করি, অচিরেই বিদেশী মূলধন প্রবাহ দেখা দিবে। বিদেশের সহিত ভারত অনেক বৈদেশিক অর্থ ভারতের শিল্প প্রয়োজিত হইবে। ইহাতে লাভ অবশ্য এক তরফা নয়। ভারতও বিস্তর সুযোগ সুবিধা পাইবে, এই সব প্রচেষ্টার দ্বারা দেশ সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিবে এবং যে বিদেশীরা অর্থ বিনিয়োগ করিতেছেন, তাঁহারাও প্রচুর লাভবান হইবেন। বিদেশী অর্থ বিনিয়োগের কথা কেহ যেন না ভুলেন যে, ভারতের শিল্প প্রসার ও উন্নতি বিদেশীদের হাতেই তুলিয়া দেওয়া হইবে এবং ভারতীয় শিল্প-বিশারদগণ অকর্মণ্য হইয়া বসিয়া থাকিবেন। ভারতীয় শিল্প যাহাতে ভারতীয়দের হাতের বাহিরে চলিয়া না যায়, তাহার ব্যবস্থা অবশ্যই আছে। কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানে শতকরা ৫১ ভাগের বেশী বিদেশী মূলধন বিনিয়োগ করা চলিবে না। ইহার দ্বারা ভারতীয় শিল্প ভারতীয়দের হাতেই থাকিবে। যে ১৭টি শিল্প-পরিকল্পনার বিদেশীদের সহযোগিতা করিয়াছেন, তাহার মধ্যে ১৮টি জন-সাধারণের প্রয়োজনীয় ঔষধাদি উৎপাদন করিবে, ১৩টি রাসায়নিক উৎপাদন করিবে ও ১৩টি বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন করিবে। মোটের উপর ৪৫টি পরিকল্পনার মূলে 'প্রোমারী ফল দেখিবার জন্য আমরা আগ্রহী হইলাম। এবং আমরা অধিক পরিমাণ মূলধন বিনিয়োগের প্রতি বিদেশীদের উৎসাহ সঞ্চারিত হোক—এই আশা করি।

নাম ব্যাঙ্ক

গত কয়েক দিন যাবৎ নাম ব্যাঙ্কে আমানতকারীদের টাকা ফেরত বন্ধ করিয়াছে। ইহার ফলে চারদিকে একটা আতঙ্ক দেখা দিয়াছে। কোন ব্যাঙ্কের উপর কাহারও আস্থা রাখা সম্ভব হইতেছে না। জনসাধারণের নামে এরূপ আঘাত তাব জানিয়া উঠিলে কোন ব্যাঙ্কের তাহা সামলানো কঠিন। ইহার পরিণাম কল্পনা করাও হইতে পারে না। দেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িবে। নাম ব্যাঙ্কের ব্যাপার লইয়া সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ব্যাঙ্ক হইতে টাকা তুলিবার হিড়িক পড়িয়া গিয়াছে। ব্যাঙ্কগুলি মোটা টাকা ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখিয়াছেন তাঁহাদের মনে ভয় হওয়া খুবই স্বাভাবিক, তাঁহারা ব্যাঙ্কের টাকা সঙ্গে সঙ্গে তুলিয়া ব্যাঙ্ক ভাঙ্গা দাখিলাছেন, তাঁহাদের কথা হওয়াও খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু এই ভাবে যদি সমস্ত ব্যাঙ্ক হইতে সমস্ত টাকা তুলিয়া লওয়া হয় তাহার পরিণাম কি হইবে তাহাও সহজে অনুমান করা যায়। সুতরাং ব্যাঙ্কগুলিকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য সরকারী উদ্যোগ খুবই স্বাভাবিক, বিভিন্ন ব্যাঙ্কের মধ্যে সহযোগিতা ও সাহায্যদানও তেমনি আবশ্যক। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে কলিকাতার তিনটি প্রধান ব্যাঙ্কের একত্রিতকরণ বিষয় বিচার ব্যাঙ্ক প্রস্তাব করিয়াছেন। এবং সেই সব ব্যাঙ্কের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই প্রস্তাবে সমর্থন করিয়াছেন। এই জন্য ব্যাঙ্কিং আইনের কয়েকটি সংশোধন করা হইবে। এতদ্ভিন্ন এই সমস্ত ব্যাঙ্কের মূলধন পঁচিশ কোটি টাকারও বেশী হইবে। ইহা খুবই ভাল। আমরা আশা করি, এই ভাবে একটির পর একটি ব্যাঙ্কের বিপর্যয়ের সম্ভাবনার মূলে আঘাত করিয়া ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করাইয়া যাইবে। এবং তাহাতে জনসাধারণের মনের আশা ফিরাইয়া আনা সম্ভব হইবে বলিয়া আমরা মনে করি।

পাকিস্তানের ঘটনা

পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যন্তরে কি ঘটিতেছে তাহা বিস্তারিত ভাবে জানা যায় নাই, সুতরাং তাহার আলোচনা করাও চলে না। কিন্তু তবুও ইহাই যে সব ঘটনার কথা শুনা যাইতেছে তাহা কোন ভাবেই স্বাভাবিক পুরাপুরি বলা চলিবে না সাধারণ সুস্থ মন্তিষ্ক বলিয়া স্বীকার করা যায়। ভারতের বুধ বন্ধ করিবার জন্য পূর্ব পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ অভিযোগ আনয়ন করিয়াছেন, কিন্তু ভারতের বুধ বন্ধ করা হইবে কথা, তাহারাই বুধ বন্ধ করিয়া বসিয়া আছেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মিঃ মহিউদ্দিন পশ্চিম বাংলার চীফ সেক্রেটারী এই পরিস্থিতির বিষয় আলোচনা করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহার প্রত্যাবর্তনের পরে ইহার উপর সরকারী আলোচনা হইবে, এবং পাকিস্তানে যেপুটি হাই কমিশনারকে বিমান যোগে উভয়ের অবস্থা পরিদর্শনের জন্য তাহার সরকার নির্দেশ দিয়াছেন। পাকিস্তানে ভারতীয় হাই কমিশনার ঢাকা যাইতেছেন পূর্ব বাংলার মন্ত্রীদের সহিত আলোচনা করিবেন, কিন্তু ইহার ফল সন্তোষজনক কিরূপ হইবে তাহা বলিতে পারিতেছি না। অবশ্য আমি এমনই আশার যে ভয় অধিক বিলম্ব করা চলে না। ভারতের সংবাদে প্রকাশ ঢাকা ডেমোক্রেটিক কমিটি, এই সমস্যা সমাধান হইলে যুদ্ধ দ্বারা যা লোক অপসারণ দ্বারা করা যাইতে পারে, কিন্তু এই দুইটি পথ উপযুক্ত পথ নহে। সুতরাং তৃতীয় পথ অবলম্বন করিতে হইবে। তৃতীয় পথটি কি? শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী বহু চিন্তার পরে কয়েক মিনিট সময় তাঁহার শ্রোতার পরিষ্কার করে যে প্রশ্ন করা করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন যে, পূর্ব বাংলা বাসীর পাসিত রাজা হিসাবে গণিয়া যদি ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের সহিত মিলিত হয়—তাহা হইলে পূর্ব শান্তি আসিতে পারে। পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের অধিবাসীদের পরস্পর পরস্পরের সহিত এমন মিলিত ভাবে জড়িত যে, উভয় বঙ্গ মিলিত না হইলেও তাহারা যাঁর যাঁর এলাকায় তাহা করিয়া যদি একটি কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে আসে তাহা হইলেই সমস্যার সমাধান হইতে পারে।

কারখানার শব্দের প্রতিক্রিয়া

কানাডিয়ানরা কল কারখানার শিল্প প্রতিষ্ঠানে অত্যধিক শব্দ ও হট্টগোলের প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে নানা গবেষণা করিতেছেন। প্রতিষ্ঠানের উপর অবস্থানকারী বিভিন্ন শব্দ কিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে—ইহাই তাহাদের গবেষণার বিষয়। তাহাদের পরীক্ষায় যে সকল তথ্য প্রকাশ পাইয়াছে—কোন কোন ক্ষেত্রে শ্রমিকেরা শ্রবণ শক্তি হারাইয়াছে, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে শ্রমিকদের মেজাজ একেবারে বিগড়াইয়া গিয়াছে। এই সব শ্রমিক যখন ফিরিয়া বাড়ি যাইতেছে তখন দেখা যায়, তাহাদের [illegible] বাড়ির লোকজনের সঙ্গে ব্যবহারে তাহারা অত্যন্ত রূঢ় হইয়া পড়িয়াছে। শব্দের মাত্রা যদি [illegible] প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের [illegible] ব্যাহত হইতে পারে, তাহা [illegible] শব্দ যন্ত্র শিল্প প্রতিষ্ঠানের [illegible] কারখানার ও বিক্রয়কেন্দ্রের [illegible] তাহার অধিকারী [illegible] তাহাদের মোটের উপর [illegible] করিয়া [illegible] প্রতিষ্ঠানের [illegible] সম্ভাবনা [illegible] যায়।

[illegible] কর্তৃপক্ষের [illegible] সহিত [illegible] করা [illegible] হইয়াছে। [illegible] করা যায় কিন্তু [illegible] করা যায়। [illegible] কলে [illegible] ও শ্রমিকদের [illegible] হইয়াছে। [illegible] তাহারা যে [illegible] সম্পর্কে নিযুক্ত হয় তাহা [illegible] উহার মাত্রার [illegible] করা হইবে—ইহাই [illegible] করা দরকার। অনেক প্রতিষ্ঠান [illegible] যে শ্রমিকদের আন্তর্জাতিক মানের বেশি [illegible] হইতে শ্রমিকদের মুহূর্তের [illegible] করিতে [illegible] করিবে। যদি আন্তর্জাতিক [illegible] কর্তৃপক্ষ পুরণ না করেন তাহা হইলে তাহাদের পক্ষে উক্ত মানের [illegible] করা সম্ভব হইবে না। সুতরাং আন্তর্জাতিক মান [illegible] তাহাদিগকে সময় [illegible] করিতে হইবে। এইরূপ অবস্থায় শুল্কের [illegible] অনেকের মনে সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল। কেননা, বর্তমানে দেখা যাইতেছে এই মানের সহিত তাহাদের সামঞ্জস্য রক্ষিত হইয়াছে—বিভিন্ন পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার জন্য তাহাদিগকে উক্ত মানের নিম্নে হইতে মোটা অঙ্কের ঋণ গ্রহণ করিতে হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও করিতে হইবে। নূতন শুল্কের তালিকা ঋণ বাহির হইবার পূর্বে তাহাদিগকে [illegible] করিতে হইবে।

পাইকীয়

বৃন্দাবনের কথা। শ্রীসতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। নীলিমা দেবী পাঠ মন্দির কর্তৃক ৩৬এ, মনোহরপুকুর রোড, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। দাম ২৲।

আমাদের প্রবাসিনি বলিয়াই বোধহয় আমরা পল্লী মুখোপাধ্যায়বংশের ইতিহাস, যাহার বুকে ইতিহাস পাঠের ইচ্ছা বলিয়া বলিবার সমধিক জোর রহিয়াছে প্রবল পক্ষে এই ইতিহাসের সহায়তা। লেখক কেবল তাঁর বাল্য পরম্পরায় ব্যক্তিজীবন আলোচনায় ইতিহাস শেষ করেন নাই, এটি, বিশিষ্ট দুইটি ধারা ইতিহাসের প্রতিঘাতে বাঙালী সমাজ ও মানসে যে রূপ ও প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় তাহারই পরিপ্রেক্ষিতে একএকটি জীবনের পরিচয় দান করিয়াছেন। একদিকটা পরিষ্কার করার তাগিদে বিশেষ ভাবেই তাঁকে পল্লীর আলো ও উহার যোগেন্দ্রনাথের উজ্জ্বলতর প্রাণ, প্রফুল্লিত করা সত্ত্বেও অধিকাংশে তাহার বহুমুখিন ধর্মের বিরোধী হওয়া প্রবিষ্ট করা ঠিকমতোকে ঘটিলেও অধিকতর জীবন দুঃখোপাধি পরীক্ষায় অসাধারণ প্রতিভা লক্ষ্য করে বিশেষ করে বাবসায়ী ধীর তার যোগেন্দ্রনাথের তথাকথিত জীবন সিদ্ধান্তে ঠিকমতো হাজরা ও বাঙালীর মোটের ও প্রধান বড় বলিয়া ধরা হইবে। একে তার যোগেন্দ্রনাথের জীবনে বাঙালী প্রতিভার সহিত বাঙালী জীবনের সমস্ত লক্ষণ ও অন্তর সম্পদ যুক্ত হইয়া এক বিরাট পরিবারে মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। তাঁহার কথা সাধনার ইতিহাস বৃন্দাবনের [illegible] ও আত্মীয় বন্ধু- পরিজনের প্রতি প্রথম কর্তব্যবোধ, অনাসক্তি ও নিষ্কলুষের মানবীয় সম্পর্কে তিরোধান হোয়া আসিবে। এই মহান চরিত্র সৃষ্টির অন্তরালে মুখোপাধ্যায় বংশের অবদানকে সম্যক বিস্মৃত হইবার নয়। মুখোপাধ্যায় পরিবার হইতে তার যোগেন্দ্রনাথকে কোনক্রমে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা যায় না Detach Sir Rajendra Lo n his family and you lose his grandeur. যে কোন বংশে এমন একটি চরিত্রকথা মহান ব্যক্তির আবির্ভাবই বংশের ইতিহাস ও পরিচয় তাহার অপেক্ষা তাহা উচ্চ ও মহত্তর তাহারও মত স্থির ইতিহাসে থাকিবে। পূর্ব প্রকাশিত লেখক জীবনীতে ইতিহাস রহিয়াছে যে যোগেন্দ্রনাথ নিজের ধীন পরিচয় দেয় প্রথম করিয়া সমাজ সংস্কারে কর্মে দৃষ্টিতে ক্রমে ক্রমে তার যোগেন্দ্রনাথে উন্নীত হইয়াছিল। আলোচ্য পুস্তকে তাহা সর্বত্র বিস্তার করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছে। তাঁহারই সুযোগ্য সন্তান অমলেন্দুর পিতামহ তার পিতৃব্য যোগেন্দ্রনাথও পিতার সমস্ত আদর্শের উত্তরাধিকারী হইয়া শেষ ও শেষে দেবার নিযুক্ত রহিয়াছেন।

তাহাতে এই বংশের শিক্ষা ও শিক্ষাদানের সুবিধাটি। অন্ত দু জনের যোগেন্দ্রনাথ ও জ্ঞানেন্দ্রনাথ এবং সাহিত্যে মহীন্দ্রনাথের অমৃত জ্ঞান উল্লেখযোগ্য। তার যোগেন্দ্রনাথের সঙ্গে [illegible] আসার ফলে একটি সমৃদ্ধ সহজ সত্য পরিচালনার সহিত যারা পিছি. উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠি পরিচালক। [illegible] হইতে দেখা যায় মুখোপাধ্যায়ের শিল্প ও যোগেন্দ্রনাথের পারিবারিক মুখোপাধ্যায়ে আরও সমৃদ্ধ করিয়াছে।

লেখক প্রাচীন ও সমাবেশ ভাষায় যে বংশের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা সমস্ত বাঙালীর সঙ্গে তাই এই প্রধানি বাঙালীর প্রতি ঘরে অত্যন্ত হইবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। তাহার এক প্রমাণ, এলাহাবাদ পরিবারের ছিন্নবিচ্ছিন্নে বাস্তুর হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার জীবনের সংগ্রাম ও উত্থানের সহিত তাঁহার আত্মীয়স্বজন অধিকাংশরূপে জড়িত রহিয়াছেন।

যে সহযোগিতা প্রয়োজন, তাহার অনেক সেই সহযোগিতাই তাহারা করিতেছে, তাহার বেশী কিছু নয়। কিন্তু আন্তর্জাতিক মানে সমতলে প্রবেশ করিয়া পাকিস্তান যদি সেখানেও উচ্চতল লক্ষ্য করে, তাহাও আমাদের বিস্ময় নিয়ে। তাহাতেও তাহাদের সমস্ত করিতেও কিছু বাধা আসে না। আন্তর্জাতিক মানে সমতলে তাহারা এ বিষয় কিছু ভাবিতেও না। আমরা পূর্ব হইতেই এইরূপ অনুমান করিয়াছিলাম. শ্রীযুক্ত মেহতা উহাতে আমাদের আরও দৃঢ় করিলেন।

পণ্য মূল্যের বাজার

চা, চিনি ও খাদ্যশস্যের অবস্থার উন্নতি

ভারতের বর্তমানের ৫১ শিল্পের বিশেষ অবস্থার সম্বন্ধে ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব শ্রীযুক্ত নিরোগী ৪১-পৃষ্ঠ বিল্প আইনের সমালোচনের আলোচনা কালে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন ১৯৩০ সালের মার্চমাসি ও সেপ্টেম্বরি মধ্যে ৫১-শিল্পে নাকচ বিল পেশ করা হয়েছিল, কিন্তু এই অল্পসংখ্যক ৫১টা ৪১-শিল্পের আর কোন সংকট দেখা দেয় নাই; এই দিক দিয়া এই শিল্পকে সৌভাগ্যশালীই বলিতে হয়। কেননা কত শত শিল্প কত রকম ভাবে কতবার বিভিন্ন সংকটে পড়িয়া থাকে; কিন্তু ৪১-শিল্পের ভাগ্যে এরূপ কোন বিপদের দেখা যায় না। শ্রীযুক্ত নিয়োগী বলেন সম্প্রতি ৪১-উৎপাদনের পরিমাণ বাড়িয়াছে, এবং উহাদের উৎপাদন ও বন্টনের ব্যবস্থানের দ্বারা কিছিৎ অগ্রসর হইয়াছে, কিন্তু এটা দেখাইয়া দিবার জন্য উদাহরণ। চায়ের উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া লওয়াংশে বলায় রাখা গিয়াছে। কিন্তু অপরাপর ৪১-উৎপাদনকারী দেশের সহিত প্রতিযোগিতা করার ব্যবস্থার উপর তাহাদের ভবিষ্যতে ৪১-শিল্পের উন্নতি অবনতি যে নির্ভর করিতেছে, শ্রীযুক্ত নিয়োগী তাহা সুস্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করেন। কেননা সম্প্রতি ভারতীয় চায়ের চাহিদার বিষয়ে সিংহলী চায়ের দ্বারা পূরণ যে হইয়াছে তাহা সকলেই লক্ষ্য করিয়াছেন। আবার এমনও কথা উঠিয়াছে যে, ভারতীয় চায়ের গুণ নাকি অনেকখানে হ্রাস পাইয়াছে। কিন্তু আমাদের কথা এই যে, গত কয়েক বছরের মধ্যে ৪১-উৎপাদনকারীগণের চেষ্টার ফলে চায়ের গুণের অনেক উন্নতি সাধন করা সম্ভব হইয়াছে। তাহাড়া ভারতীয় চায়ের যা দর তাহা অন্যান্য শ্রেণীর চায়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিবার উপযোগী। সুতরাং মনে হইতেছে, এর পর যথেষ্ট চায়ের বাজার ভাল পাওয়া যাইবে। শ্রীযুক্ত নিয়োগী বলেন, ৪১-শিল্প ব্যবসায়ীমহলের পক্ষে খুব সুযোগ এখনও শিল্প গ্রহণ করিতে পারে নাই—অধিক অধিকাংশ উৎপাদনের যে সুযোগ দেখা হইয়াছিল তাহা খুসাপুরি ভাবে অনুসরণ করা হয় নাই, এই কারণে ভারতীয় চায়ের যা চাহিদা তা সম্পূর্ণ মিটানো সম্ভবপর হয় নাই। এই কারণেই এক সঙ্গে যে পরিমাণ চায়ের চাহিদা আসিয়াছিল তাহার যোগান দেওয়ার ব্যবস্থা যথাযথি ভাবে সম্ভব হয় নাই; চায়ের দামের বেশী যে হর বাড়ি করা হইয়াছে সে-হারে কুটনের খাদ্য বস্তুর বাড়ি হইবে শ্রীযুক্ত নিয়োগী এমন মনে করেন না।

চা সরবরাহ বিষয়ে ভারত এর সুযোগাদির প্রসঙ্গে তিনি বলেন ভবিষ্যতে উৎপাদন ভারত যে ৩৫ কোটি ৮০ লক্ষ পাউণ্ড চা উৎপাদন করিয়া সরবরাহ আরও ৩০ লাখ বেশী চা রপ্তানি করিতে পারিবে। কিন্তু এইরূপ মনে হয় যে, সেপর্যন্ত রপ্তানি দ্বারা ভারত অধিক মূল্য পাইবে, কেননা ভারত একমাত্র কলিকাতার নীলামের বাজারেই বছরে ১০ কোটি পাউণ্ড চায়ের কেনা-বেচা ভারবার হইয়া থাকে। এখানে এক সঙ্গে বড়ো খুনি ক্রয় বিক্রয়ে কোনরূপ বাধা নিষেধ আরোপ করা হয় না। বিভিন্ন দেশে কত পরিমাণ চায়ের চা আমাদের বিদেশাগত আসে, তাহার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। ১৯৩০ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত এই এই পরিমাণ অধিকে চা আমাদের অনুমতি দেওয়া আছে—ভারতবর্ষ ৭ লক্ষ ২৫ হাজার একর, পাকিস্থান ২৫ হাজার একর, সিংহল ৫ লক্ষ ১০ হাজার একর, ইন্দোনেশিয়া ৫ লক্ষ ১৯ হাজার একর।

গত সপ্তাহে ১০ হাজার পেটি চা কলিকাতার বাজারে বিক্রয় হয়। চাহিদা খুব বেশি ছিল না। ইহা ছাড়া ১১ হাজার পেটি গুঁড়া চা এবং ৯ হাজার পেটি অন্যান্য চা আভ্যন্তরীণ বাজারের জন্য বিক্রয় হয়। গুঁড়া চায়ের চাহিদা কিছু বেশ দেখা যায়। বাছিলিং চা ভালোই বিক্রয় হয়।

চিনি

ভারতের বিভিন্ন স্থানে চিনির বাজারের অবস্থার কোনো পরিবর্তন ঘটে নাই। হাপুরে ফিউচার্স চিনির দর ৭৮৲ ছিল, সপ্তাহান্তে দর ছিল ৮০৲ হইতে ৭৯৲ টাকার মধ্যে।

গুড় অধিকাংশ উৎপাদিত হওয়ার সময় চলাচলের উপর ভারত সরকার যে নিষেধাজ্ঞা আরি করিয়াছেন, তাহার ফলে এ বছর চিনির উৎপাদন বেশ বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া মনে হয়। এ পর্যন্ত চিনি উৎপাদন সম্বন্ধে যে সব খবরাখবর পাওয়া যাইতেছে তাহাতে দেখা যায় যে, এ বছর চিনি উৎপাদনের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। এ বছরের জানুয়ারী মাস পর্যন্ত প্রায় ৫ লক্ষ ৬৪ হাজার টন চিনি ভারতে উৎপাদিত হইয়াছে। চিনি সম্বন্ধে এই সব বিষয় ভারত সরকারের খাদ্য সচিব জানান যে, উৎপাদন আশাতীত বৃদ্ধি পাইয়াছে ঠিক, কিন্তু এ সম্বন্ধে চিনির টানাটানি বাড়িবে কিনা তাহা নিশ্চয়ভাবে বলা যাইতেছে না; কিন্তু যদি টানাটানি বাধে তাহা হইলে গভর্মেণ্ট যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন স্থির করিয়াছেন। চাহিদ যোগের সুপারিশ এখনও বিবেচনাধীন আছে এবং চিনির ফেলেরারী বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য এখনো কমিটী নিযুক্ত করা হয় নাই। এখন শুধু সরবরাহ নিয়ন্ত্রিত করা হইবে, এখন গভর্মেণ্টের সরবরাহ করার।

গত বছরের তুলনায় এ বছর ভারতে প্রায় ৩০ লক্ষ টন বেশী চিনি উৎপাদিত হইয়াছে। বেঙ্গল আসামে চিনির চাহিদা আছে, সেই দেশে আসামে চিনি সরবরাহ করা হয়ের ১৯৩ জানুয়ারী মাসিমে প্রায় ৬৯ লক্ষ টন চিনি মজুত ছিল।

বিদেশ হইতে চিনি আমদানির বিষয়টী এখনো বিবেচনাধীন আছে। ইন্দোনেশীয় গভর্মেণ্ট ভারত সরকারকে কতটা চিনি পাঠাইতে পারিবেন, এবং কি হর পড়িবে তাহাদি বিষয় ভারত সরকার ইন্দোনেশীয় সরকারের নিকট জানিয়া পাঠাইয়াছেন। তাহার উত্তর এখনো পাওয়া যায় নাই।

অন্যান্য দেশ ইতিমধ্যে ভারত সিংহলের চিনিকলের কল নির্মাণের আশা দেওয়ার বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। আশিয়া বিষয়ে পক্ষে ১০ কোটি ও বিপক্ষে ৬ কোটি ভোট দেওয়া হয়। এই বিষয়ে সিংহলের চিনিকলের বর্তমান নিয়ন্ত্রণ করা হইয়াছে। ১৯৪ মার্চ পর্যন্ত এই বোর্ডের নিকট হইতে এ-বিষয় আলোচনা হবে।

গুড়

বেঙ্গল সরকার গুড়ের উপর পরিবিধি নিয়ন্ত্রণ করে ও জারি করিবার পর হইতে ইউ. পি. বিভিন্ন স্থানে গুড়ের বাজারে কিরূপ মন্দা দেখা যায়। চিনি বেশি আসে চাহিদাটি পরিবর্তন এরূপ এই নিয়ন্ত্রণ জারি করিতে হয়।

চিনির ক্ষেত্রে পরিবিধির নিয়ন্ত্রণ হওয়ার ফলে ভেটের চিনি বেশি গুড় বাজারে প্রেরণ বিশেষ পরিমাণে। এই নিয়ন্ত্রণ জারি হইবার চিনির বর্তমান মধ্যে মীরাট হইতে তাহার চতুর্দিকে প্রায় ৭০ হাজার মণ চিনি বোঝাই রেলে প্রেরিত হয়।

গত সপ্তাহে যে গুড়ের দর ছিল ১৮৲ টাকা, এ সপ্তাহে তাহা নামিয়া ১১৲ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। বিভিন্ন জারি হইবার ফলে বাজারের প্রতিক্রিয়া কেমন হইয়াছে, নিম্নে তাহার একটা তালিকা দেওয়া হইল। বিভিন্নস্থানে দর হইতেই বেশ বুঝা যাইবে—হাপুর ১১৲, মীরাট ১৯৲, মজফরপুর ১৯৲ টাকা হইতে ১১৲, কলিকাতা ১৮৲ টাকা হইতে ১১৲, দিল্লী ১৯৲ হইতে ১৪৲ এবং কানপুর ১৯৲ টাকা হইতে ১০৲।

খাদ্যশস্য

এ সপ্তাহে খাদ্যশস্যের দর তেমন কোন পরিবর্তন

(পর পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমে দ্রষ্টব্য)

ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড

হেড অফিস : ১৪, ক্লাইভ রো, কলিকাতা

ব্রাঞ্চ : বোম্বাই, দিল্লী, লাহোর, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, আগ্রা, মীরাট, বেনারস, এলাহাবাদ, কলম্বো, করাচী, নাইরোবি, মোম্বাসা, জাঞ্জিবার, কাম্পালা, জিন্জা, লণ্ডন, নিউইয়র্ক, লিয়ঁ, মার্সেলস্, প্যারিস, হামবুর্গ, ফ্রাঙ্কফুর্ট, বার্লিন, ব্রেমেন, মিউনিক, ভিয়েনা, জুরিক, জেনেভা, বাসেল, আমস্টার্ডাম, রটার্ডাম, ব্রাসেলস্, আন্টোয়ার্প, মাদ্রিদ, বার্সেলোনা, লিসবন, ওপোর্টো, রোম, মিলান, জেনোয়া, নেপল্স, ফ্লোরেন্স, ভেনিস, পালের্মো, ট্রিয়েস্ট, ইয়োকোহামা, কোবে, ওসাকা, সাংহাই, হংকং, সিঙ্গাপুর, পেনাং, কুয়ালালামপুর, ইপো, জর্জটাউন, মেলবোর্ন, সিডনি, ব্রিসবেন, পার্থ, অ্যাডিলেড, হোবার্ট, লন্সেস্টন, ওয়েলিংটন, অকল্যাণ্ড, ক্রাইস্টচার্চ, ডুনেডিন, সুভা, লাউটোকা, নাদি, বুলাওয়ায়ো, সালিসবারি, গুয়েলো, উমতালি, ফোর্টভিক্টোরিয়া, ফোর্টজামসন, লুসাকা, ন্দোলা, বেইরা, লোরেনসো মার্কেস, ডারবান, জোহানেসবার্গ, কেপটাউন, পোর্টএলিজাবেথ, ইস্টলণ্ডন, ব্লুমফন্টেন, ইত্যাদি ইত্যাদি।

সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়।

সোনার বাজার

দরে সামান্য উন্নতি

কলিকাতা, শনিবার, ১৫ই ফেব্রুয়ারী। এই সপ্তাহে কলিকাতার সোনার বাজারে মোটের উপর সামান্য চলনসই। গত সপ্তাহ শেষ হইয়াছিল, এপ্রসঙ্গের গুজবেই সব তারা হইতে কিছুটা কম হয়। কাটতি বাজারে বিশেষত্ব কিছু দেখা যায়। ইহার কারণ হয়ত এই যে, মোকাবিলার বাজারের সব প্রকারই কমিয়া যায়: তাহারই প্রতিক্রিয়া হিসাবে কলিকাতার সব দরে কমিয়া আসে হয়।

কলিকাতা ও পূর্ব বঙ্গের জন্য ইহার চালানে পূর্ববঙ্গ সরকার যে নিষেধাজ্ঞা জারি করিয়াছিলেন, তার নিষেধাজ্ঞা তুলিয়া নিবার ফলে কাটতি বাজারে পরিমাণের আধিক্যের দেখা যায়। ইহার ফলে সব দামের গুরুত্ব। তদুপরি আরও একটা কারণের ফলে হয়ত বাজারে কিছুটা উন্নতি দেখা যায়। ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানের জন্য পণ্য-বিনিময় বাণিজ্যের চুক্তি হইয়াছে—এরূপ গুজব বাজারে রহিয়াছে। তাহার ফলে বাজারের হালচাল বলাইয়ের পক্ষে যায় এবং দরদামের মধ্যে স্থিতিস্থাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। কয়লার দরের বিশেষ উন্নতি দেখা যায়, বোম্বাইয়ের দর চড়িয়া ১২৮৲ ও হাউস কয়লাপুরা ২৭৲ হয়। বেঙ্গলের দর ৫৭৲, পর্যন্ত ওঠা সত্ত্বেও এই দরে খরিদার পাওয়া যায়। পাটের দরে কিছুমাত্র পরিবর্তন হয় না। দর একই রকম থাকিয়া যায়। কাটতা বাজারে হাওড়ার দর চড়িয়া ২৮৲৩ পর্যন্ত হয়। ইণ্ডিয়ান অয়েল ৩১৲ আনার স্থলে কিন্তু বাজারের রাবারের শেয়ার কিনিয়া দর চড়াইবার চেষ্টার ফল দেখা যায়, ইহার ফলে ইণ্ডিয়ান আয়রন ৮৲ আনা বাড়িয়া তিন সেষে ৩১৸৩ পর্যন্ত হয়। টিন ডিভিডেণ্ড চড়িয়া ২১৸৩ হয়। এই বিভাগে জাভাগুরে ও মার্গারিনের দরেরও সামান্য উন্নতি ঘটে, যথাক্রমে এই দুই শেয়ারের দর ৮৲৩ ও ৭৲৩ হয়। বিবিধ বিভাগে উৎসাহ ছিল। আসানসোল ট্রামওয়ে ও ইণ্ডিয়ান টুবু প্রডাক্টস্ পরিষ্কার পায়। বেঙ্গলনাগপুরের দর সামান্য বাড়িয়া ১৭৪৲ হয়। আসানসোল মাইনস্‌কের দর পড়িয়া গিয়াছিল, তাহার দরও এই সময় বাড়ে ও ১৪৮৲৩ হয়।

সপ্তাহের মধ্যে ছুটা উপলক্ষে মোক প্রত্যাশের জন্য সপ্তাহের বাজারে কোনরূপ কাজ কারবার হয় না। কিন্তু ফুরাবার যখন বাজার খোলে তখন বিশেষ উৎসাহ দেখা যায় এবং প্রতিদিন বাজারে কেনাবেচার কাজ অল্পই পরিমাণে হয়। বাজারের কেনা-বেচাতে যোগিত হওয়ার সোনার বিক্রয় কমিবার দৌড় কমিয়া যায়। অধিকাংশ চাহিদা অনুযায়ী বিক্রেতা না পাওয়ার সোনারের দর দামের বৃদ্ধি পায়। বিশেষ কোন হেতু বিহারে প্রেরণ করার পরিবর্তন ঘটে না। সাধারণ ভাবে সমস্ত বিভাগীয় শেয়ারের দরেই অল্প বিস্তর হেতু রূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। সপ্তাহে শেয়ার কিনিবার দৌড় পরিবর্তিত হয়, ইহার ফলে বেঙ্গলের দর ৫০৲, টাকা পর্যন্ত ওঠে, ইণ্ডিয়ান্স ১৫ টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ৩২১৲৩ হয় এবং শেষ তালী ১৯৲ ও বম্বাকর ১৯৮৲ হয়। পালের বিভাগে কিছুটা উৎসাহের ভাব দৃষ্ট হয় কিন্তু এই উৎসাহের ফলে শেয়ারের দরের বিশেষ পরিবর্তন ঘটে না। ইলাস ১৯৮৲ আনার স্থির ধরে চলনসই দর এক দৌড়ে ৫৲ টাকা উঠিয়া ১৭৪ টাকা হয়। বিলাতের প্রায় অপরিবর্তিত থাকে। ফিনিমোরিং এর শেয়ার কিনিবার জন্য খরিদার ছিল। সিমের ভাবে রেঙ্গুনের ও মার্গারিনের শেয়ার কিনিবার দৌড় পরিলক্ষিত হয়। এই চাহিদার ফলে এই দুই শেয়ারের দর কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পায়। টেক্সটাইল সেক্সিবারী ৭৲৩ ও ব্রিটানিয়া ১৫৸৩ হয়। ইণ্ডিয়ান আয়রনের দরেরও পরিবর্তন ঘটে, খরিদারের চাহিদার ফলে ইহার দর বৃদ্ধি পাইয়া এক সময় ৩১৲৩ আনা পর্যন্ত হয়। টিন কর্পোরেশনের দর ২৩৲৩ ও ২২৸৩ আনার মধ্যে ওঠা-নামা করে। বিবিধ বিভাগেও উৎসাহের ভাব দেখা যায় ও কেনা-বেচার দৌড় বর্ধিত হয়।

সপ্তাহের মাঝামাঝি সময় দরে আর কোন বিশেষ পরিবর্তন ঘটে না। ইতিপূর্বে দর চড়িয়া যতদূর উঠিয়াছিল, পুনরায় সেখান হইতে দর নামিয়া যায় না। কিন্তু ক্রিসমের সাধারণ নির্বাসমের ফলাফল দর করিবার জন্য ক্রেতা ও বিক্রেতাগণ প্রতিক্ষা করিতেছেন বলিয়া বোধ হয়। দর চড়িয়া থাকে বটে কিন্তু এখন কেনা-বেচার কাজে বিশেষ হয় না।

সপ্তাহের শেষ দিনও বাজারের হাল-চাল একই রূপ থাকিয়া যায়। ক্রিসমের সাধারণ নির্বাসমের ফলাফলের প্রতি বাজার উৎকণ্ঠিত ভাবে চাহিয়াছিল, পরবর্তি সপ্তাহের বাজারেও সাধারণ ব্যবসায়ের প্রতিও তাহাদের দৃষ্টি ছিল তেমনি। সুতরাং কোনরূপ কেনা-বেচার কাজে তাহারও অল্প বিশেষ দেখা

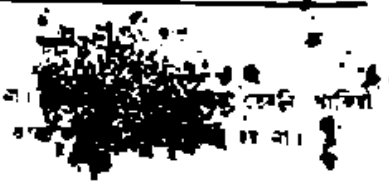

বাজারের হাল-চাল

[বাজার বন্ধ-কালীন দর]

সরকারী জণপত্র

৩ সুদের (১৯৫১) ১৭৸৩, ৩ সুদের (১৯৩৩-৪৫) ১০৳৩, ৩ সুদের (১৯৫৫-৭৫) ১০৩৸৩, ৩ সুদের (১৯৬২-৮৮) ১৯৸৩।

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কটাকার ১৯৫৩, বেঙ্গল সেন্ট্রাল ৩১৩, ব্যাঙ্ক ৩৩, সেণ্ট্রাল ৮১৫৩, ইণ্ডিয়ান ৭১৭৩, ইণ্ডিয়ান্স ৪৪৩।

কাপড়ের কল

এম্প্রেস মিল্স ১৩৩, বুধিয়া মিল্স ১৩৩, সিঙ্গাপুর ১৯৩, অলবী কটন মিল ১৮৩, বেঙ্গল ১৪ ১৩৩।

কয়লা খনি

আসানসোল ১৩৩৩, বেঙ্গল ৫৫৯৩, ব্যাঙ্গ জোনিয়াবী ৫১৩, কুসুমবাদি ৯৩, বরাকর ১৯৩৩, সেণ্ট্রাল টিকিয়া ৪৩, পঞ্চমজারি ১১৩ ভাটীয়া ১৩, সিয়ার জোল ৮৩৩।

পাট

আলো-ইণ্ডিয়া ১২৯, অক্সফোর্ড ১১৭, বালী ১৭৮, বরানগর ১৭৭, বেলভেডিয়ার ১৪২, চাঁদনগরী ১৭২, খাড়েল ১৪৭, হাওড়া ১৯৮, কাঁকিনাড়া ১৩৭, কিনিসন ১৭২, মৈহাটি ১৩৭, নৃসিংহ ১৩৮, প্রেসিডেন্সি ৫৮, রিলায়েন্স ২৭।

ইঞ্জিনিয়ারিং

আর্থার বাটলার ১৭৩, বেঙ্গলেট ৮৩, ইণ্ডিয়ান আয়রন ৩৫, জেসপ ১৫, কুমারদুবী ৮৩, মার্শালস্ ৭৩, বার্ন ২৫, টীন অবলোকেশন ১৩৩।

চিনি

ভাক্ত আণ্ড কোং ৮৩, ডায়ার মিথিন ১৭৮, শ্রীগোপালপুর ১৯, চি, চি, চুনার ১৭৩।

বিবিধ

ক্যালকাটা ট্রামওয়ে ১৪৩, কে এণ্ড সি অলবার ৪৩, ইণ্ডিয়ান আলুমিনিয়াম ১৩৬, ইণ্ডিয়ান টুবু প্রডাক্টস্ ১২৫৩, ইণ্ডিয়ান ব্রাশনাল ওয়ের ৩৮৩, মার্টিন বার্ণ ১৩, মোটার ৪১৩, আসানসোল ট্রামওয়েজ ১৫৩।

সংবাদ সংকলন

[পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ হওয়ায় এবং আসামের ব্যবসা সঙ্কুচিত হইয়া উঠায় বাঙ্গালী ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের চরম দুর্দশা ঘটিয়াছে। এই অবস্থায় ভারতের বিপুল পরিমাণ বহির্বাণিজ্যের প্রতি আমরা বাঙ্গালী ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। ভারতের বহির্বাণিজ্যে কোটি কোটি টাকা লেন দেনের মধ্যে বাঙ্গালীর স্থান নাই। পরাধীন ভারতে যে ব্যবসাটী ইউরোপীয় মহাজনদের একচেটিয়া ছিল। সে কারণে ইউরোপীয় তাহাদের একচেটিয়া হিসাবে বাঙ্গালী ব্যবসায়ীগণ এই ব্যবসাটীতে হাত দেয় নাই। বর্ত্তমানে স্বাধীন ভারতের পরিবর্ত্তিত অবস্থায় বাঙ্গালী ব্যবসায়ীগণ এই ব্যবসাটীর উপর চোটিয়া অধিকার লাভ করিয়াছে। কিন্তু আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস শিক্ষিত তরুণ বাঙ্গালী ব্যবসায়ীগণ ইচ্ছা করিলে এই ব্যবসায়ে সন্তোষজনক স্থান অধিকার করিতে পারেন। সুপ্রভুর মূলধন না হইলে আমদানী রপ্তানী ব্যবসা চলে না এই ধারণা ঠিক নয়। এই সম্বন্ধে আমরা যুগান্তরে আলোচনা করিব। পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য আমরা নিম্নে কলিকাতা বন্দরের সাপ্তাহিক রপ্তানী বাণিজ্যের কিছুটা আভাস দিতেছি।

১৯৫০ সালের জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে যে সমস্ত ব্যবসায়ী বিদেশে রপ্তানী করিবার জন্য বিভিন্ন পণ্যদ্রব্যের অনুমতি পাইয়াছেন তাহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল। যদি কেহ বিস্তারিত জানিতে চাহেন পত্র লিখিলে যথাসম্ভব জানান হইবে।

সম্পাদক, 'আর্থিক ভারত']

জানুয়ারী,—ফেব্রুয়ারী ১৯৫০

কয়লা

অনুরোধিত ব্যক্তিবিশেষের নাম ও ঠিকানা		
ব্যাণ্ডলি ও ওয়েলি লিঃ ২, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা	১১ হাজার টন	অষ্ট্রেলিয়া
ঐ	১২ হাজার টন	

খনিজ দ্রব্যাদি

জার্ম্যানিয়াম-এও কোং লিঃ ৩৫ বি, বহু বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা	ম্যাঙ্গানিজ ২৫০০ টন	আমেরিকা
ঐ	ঐ ১৫০০ টন	ঐ
ঐ	বক্সাইট ৫০০ টন	ইংলণ্ড
ঐ	ঐ	আমেরিকা

ফল

থমাস এণ্ড কোং ৫, ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা	আপেল ২ টন	ব্রহ্মদেশ

ব্যবসায়ের সন্ধান

[পূর্ব-পাকিস্তান হইতে যাহারা বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যবসায়ীদের ব্যবসায়ের জন্য চলিয়া আসিতেছেন তাহাদের সুবিধার জন্য এবং বিভিন্ন বিদেশের বিভিন্ন আমদানীকারকদের বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া আমরা জানিতে পারিয়াছি যে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ব্যবসায়িক সংস্থা আমাদের মারফৎ আমদানী রপ্তানী ব্যবসা চালাইতে ইচ্ছুক। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ব্যবসায়িক সংস্থার নাম ও ঠিকানা আমরা ক্রমান্বয়ে প্রকাশ করিতে পারিব। পাঠকগণ আমাদের নিকট অনুসন্ধান করিলে প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা জানাইয়া দেওয়া হইবে। অনুরূপ উপরোক্ত বিদেশ হইতে টিকিটসহ পত্র পাইলে আমরা যথাসাধ্য উত্তরদানে সাহায্য করিতে পারিব। বিভিন্ন দেশের ব্যবসায়িকদিগকে এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের সহিত সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনে অনুরোধ করিবার উদ্দেশ্যে প্রতি সপ্তাহে এই শ্রেণীর সংবাদ প্রকাশিত হইবে।]

—সম্পাদক 'আর্থিক ভারত'

রপ্তানী—

Cathay Traders লণ্ডন—ভারতীয় সিলভার ১০ ইঞ্চি ও ১৪ ইঞ্চি পত্র মৈরাদির একসের গাই এবং বাছুরের খাঁটি চর্ম্ম ক্রয় করিতে ইচ্ছুক।

Khan Lock Chai Kwang—গ্রাম। ভারতের প্রস্তুত ম্যাঙ্গানীজ ওরের প্রকারভেদ, খেলার সামগ্রী সাইকেল টায়ার, টেলিফোন এবং ক্যালসাই ক্রয় করিতে ইচ্ছুক। ভারতের উৎপন্ন সর্ব্বপ্রকার দ্রব্যাদি ভারতে রপ্তানি করিতে ইচ্ছুক।

Pride Corporation.— আমেরিকা, যুক্তরাষ্ট্র। ভারত উৎপন্ন খোসযুক্ত চাউল পরিমাণ ক্রয় করিতে ইচ্ছুক।

Nagardas Jasraj Avilani—আদন। ভারতীয় সিমেন্ট বিভিন্ন দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে ইচ্ছুক।

Abel Lamon Co. Pty. Ltd.—অষ্ট্রেলিয়া। ভারতীয় পাটী ক্রয় করিতে ইচ্ছুক।

Empire Export Co.—জাপান। ভারতীয় তামাক খরিদ করিতে ইচ্ছুক।

Nacca Che Freres—মিসর। ভারতীয় রবার ও তুলাজাত দ্রব্যাদি খরিদ করিতে চান।

Hakim Mohamed—ব্রিটিশ গায়ানা। ভারত হইতে বিভিন্ন পরিমাণে চামড়া, কম্বল, মাদুরাদুরু, চা, ঘি এবং সব রকম তৈল ক্রয় করিতে চান।

N. V. Goordarn Import—হেলিয়াম। ভারত হইতে প্রচুর পরিমাণ বিভিন্ন তৈল নারিকেল তৈল, সাইকেলের তৈল ক্রয় করিতে ইচ্ছুক।

Global Trading Co—পোর্ট অফ স্পেন: ভারতীয় বিভিন্ন সিমেন্ট দ্রব্যাদির একেন্সী প্রার্থী।

অনুসন্ধিৎ এণ্টারপ্রাইজের নাম ও ঠিকানা	পরিমাণ	যে দেশে রপ্তানী হইবে

কৃষিজাত দ্রব্যাদি

ওয়ার্ল্ড ট্রেড লিঃ ৩০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা	১ লক্ষ বস্তা	সুইডেন
কে, আর, পাটেল ৬৬, ক্রীক্‌রো টেম্পল ষ্ট্রীট, কলিকাতা		ইংলেণ্ডেন্দিয়া
হাজী মুহম্মদ হাজী ওমমান ঝাঁসী, ইউপি		বেলজিয়াম
ওমমানভেলেস এণ্ড্রসপোর্টার্স করপোরেশন ১৪।২৯, ওয়াটারলু ষ্ট্রীট, কলিকাতা	১ লক্ষ ৫০ হাজার বস্তা	ইটালি
আবদুল ওমমান, আহিমদ ওমমান, টানবাজার	৪ হাজার বস্তা	বেলজিয়াম

সুতা

ডিমলাস এণ্ড কোং ৪৪, ওল্ড চেম্বিয়ার্স ষ্ট্রীট, কলিকাতা	৫০ মং কটা ৪২ হাজার পাউণ্ড	এডেন
বাজরঙ্গ এণ্ড কোং ৫১১, পর্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা	৪০ মং সুতা ১০ হাজার পাউণ্ড	ঐ
ঐ	ঐ	বাহরেন
ঐ	১০ মং ৮ হাজার পাউণ্ড	সিঙ্গাপুর

পাট দ্রব্য

সুবলাল মল্লীক ১৮, মং আনন্দচন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা	৫৭ টন	বেলার লাল ষ্টীমশিপ
মহালাল ব্রাদার্স ৭ ডি, ক্লাইভ রো, কলিকাতা	১৪০ টন	পাইলাট
গোবর্দ্ধন ভাই আবালাল ৪, বিপন রো এক্সটেনশন, কলিকাতা	১৫ টন	মুলান

চামড়া

মোহাগুমি ব্রাদার্স দরিয়া গঞ্জ, দিল্লী	৫৩০ পাঃ	ফ্রান্স

হাড়ের গুড়া

ডিক্সি ফার্টা বোন মিল্‌স্ লিঃ, কলিকাতা	১৪২ টন	বেলজিয়াম
বি, এন্ ইন্ডিয়া এণ্ড কোং লিঃ, কলিকাতা	১২৭ টন	ঐ
ঐ	১১০ টন	ঐ
এস, ভাজেদার এণ্ড কোং ১, বিডন্টীর রোড, কলিকাতা	২৮৮ টন	ঐ

খনিজ দ্রব্য

ব্রিজট এষ্টেটস্ লিঃ ১, ক্লেভ এভেন্যু স্কোয়ার, কলিকাতা	ম্যাঙ্গানিজ ১০০ টন	পশ্চিম জার্মানী
ইষ্ট এসিয়াটিক কোং (ইণ্ডিয়া) লিঃ, কলিকাতা	২০০০ টন	আমেরিকা

প্যারাফিন ওয়াক্স

আরজেন ইণ্ডিয়া করপোরেশন ৩৫, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা	১০০ টন	ব্রেজিল

The Ajulo Opon Trading Co.—আইভেরিয়া। আমদানী রপ্তানীকারক ও দালালী ব্যবসায় করিতে ইচ্ছুক।

আমদানী

Norbert Steyer—আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র-বিভিন্ন দেশীয় প্রস্তুতকারক হাল আমলে বিক্রয়ে ইচ্ছুক।

The Naigai Trading Co. Ltd.—জাপান। জাপানী খেলনা বস্ত্র, চা, সিরামে, সাইকেল প্রভৃতি আমদানে বিক্রয় করিতে চায়।

Kimpuku & Co.—জাপান। জাপানে প্রস্তুত বিভিন্ন ঔষধাদি দ্রব্য আমদানে বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক।

Bonifacio Henriques Simoe—পর্তুগাল। পর্তুগাল উৎপন্ন ওলিভ তৈল (অলিভ অয়েল) আমদানে বিক্রয়ে ইচ্ছুক।

Type Setting Service Ltd.—ইংলণ্ড। ছাপাখানার আবশ্যকীয় যাবতীয় সরঞ্জাম আমদানে বিক্রয়ে ইচ্ছুক।

National Tool & Die Industries Inc.—যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকা। কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি প্রভৃতি আমদানে বিক্রয়ে ইচ্ছুক।

পূর্ব্ব পাকিস্তানে রপ্তানী

৩১ শে জানুয়ারী (১৯৫০) হইতে পর ১৮ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত সময়ে ভারত সরকারের মুখ বিভাগের রপ্তানী শাখায় যেসমুই চীফ কন্ট্রোলার কলিকাতার যে সমস্ত ব্যবসায়ীকে পূর্ব্ব পাকিস্তানে মাল প্রেরণের অনুমতি দিয়াছেন তাহার সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল। এখানে উল্লেখযোগ্য যে সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গ কি ভাবে দুয়ার বন্ধ করিয়া টাকার বদলে পাকিস্তানে মাল চালান যাইতেছে সেই সম্বন্ধে একটি সমস্ত যে গ্রন্থ উপাপন করিয়াছিলেন, তাহার কিছুটা আভাস পাওয়া যাইবে।

ব্যবসায়ীর নাম	পরিমাণ
ইণ্ডিয়া কেমিক্যাল কোম্পানী	৩৩১০ টন কষ্টিক সোডা
বিহার ষ্টীল কোম্পানী	১১৫ টন সিল
বিড়লা বস্ত্র মিলসমূহ	১০,০০০ পাঃ বস্তা
বাঙ্গেরলাল কোং	১৫,৬০০ পাঃ বস্তা
জিতমুলাল কোং	৩০ ,,
ঈগল পাকিস্তানা	৬৮৫০
নারায়ণদাস ভূপাল	৫৪০০

নূতন জৈব পদার্থের তৈরী মহাত্মাজীর মূর্ত্তি

গুজরাটের একটি প্রতিষ্ঠান ৭ বৎসর গবেষণা চালাইয়া ফলে একটি সম্পূর্ণ নূতন ধরণের জৈব পদার্থের সন্ধান পাইয়াছেন বলিয়া তাহার দ্বারা নানাবিধ মূল্যবান মূর্ত্তি প্রভৃতি প্রস্তুত করা সম্ভবপর। এই দ্রব্য প্রস্তুত আইনস্টাইন কয়েক মহাত্মা গান্ধীর একটি মূর্ত্তি মুইস নিজ প্রয়োগ

অনুমোদিত মূলধনী কারবার নাম ও ঠিকানা	নামের পরিবর্তন বা মূল্য	কারবারী যোগ্য হেডের নাম
বাসী লেন, কলিকাতা।	১০০ টাকা	প্রদান
,,	৩০ টাকা	ঐ

মসলা

এম. আলেকজান এণ্ড কোং	মোল বন্ধি ৩৩ ইকর	কেরল
১২, ব্যানি ইট, কলিকাতা।		
আরেক শাখার এক কোং		
(ঠিকানা: নং ১১, আমহার্স্ট ইট, কলিকাতা।		

কাগজ

ইটালিক পেপার মিল কলিকাতা		বঙ্গদেশ
ইণ্ডিয়ান পেপার মিল		
ইস্টার্ন পেপার মিল	১১ টাকা	

বিবিধ

ইণ্ডিয়ান পেপার পাল্প (লিঃ), কলিকাতা।	মজুরীর কারবার	লাইসেন্স
ইণ্ডিয়ান ট্রেডিং কোং	মোল বন্ধি ১৮ ইকর	প্রদেশ
৭৪, ক্লাইভ ইট, কলিকাতা।		
ইন্দো এণ্ড কোং কলিকাতা।	৫০ হাজার পক্ষ খোলাই কারবার	
ইণ্ডিয়ান ইয়ার এণ্ড কেমিক্যাল কোং	ক্ষ ২৫ টাকা	
৩১, আলেকজান্দ্রা ইট, কলিকাতা।		
ইন্দোর আলকাটা ট্রেডিং	মীমার ক্ষুদ্র ২ ক্রোড় ১০০	কেন্দ্রিয়ার
১৮, লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।		
ঐ	মজুর ক্ষুদ্র ৫ ক্রোড় ১০০	ঐ
ইন্দিরা সিমেন্ট ইণ্ডাস্ট্রিজ লিঃ	পক্ষ আই ৪০ টাকা	ইলেও
৯, ৪৬ লোয়ার সার্কিস ইট, কলিকাতা।		
এম. মুখার্জি এণ্ড কোং	মজুরী ২ টাকা	ডিটি
৫৭, ক্যানিং ইট, কলিকাতা।		
ওরিয়েন্ট রাবার ওয়ার্কস	পাদরা ১১৮৪ পাউণ্ড	রক্তদেশ
৩৮, ডালহৌসি ইট, কলিকাতা।		

পাট ও পাট জাত দ্রব্য (নূতন প্রার্থী)

জানুয়ারী-জুন—১৯৫০

মুরলীধর মুরলীধর	৩৫ টাকা	বেরোলা ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ
২৩৯ আমহার্স্ট ইট, কলিকাতা।		
ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়ান এণ্ড কোং লিঃ	৩০ টাকা	ত্রিনিদাদ
৪৮, পোলক ইট, কলিকাতা।		
বি, সি, দাস এণ্ড ব্রাদার্স লিঃ	৪৪ টাকা	অষ্ট্রেলিয়া
১৫৮, রুস ইট, কলিকাতা।		
রামকৃষ্ণ দাস ডিমেন্টীস	১০৩ টাকা	অষ্ট্রেলিয়া
৪, ক্লাইভ ঘাট ইট		

ডিরাইজ ডিস্টিলার্স এণ্ড পারফিউমার্স লিঃ ঃ ডেভেলপমেন্ট এডিমিনিট্রেশন, কলিকাতা হইতে ঠিকানা কলোপাধ্যায় কর্তৃক কলকাতা, মুদ্রিত ও অধিক ভারত লিঃ এর পক্ষে এই কলিকাতা বিল্ডিংস, ১৩৯, বেন্টিঙ্ক স্ট্রীট কোং, কলিকাতা—১ হইতে প্রকাশিত। মুদ্রণ—সাধক :— শ্রীযতীন্দ্রনাথ মল্লিক।

অনীতে দেখানো হইবে। এই সুবিধার দাম হইবে পাঁচ টাকা। যে তারিখের উপর এই সুবিধা নির্দিষ্ট হইবে তাহা প্রতিষ্ঠানটি ইচ্ছা করিলে যে কোন সময়ে বদলিয়ে দিতে পারবে। সেপের সুবিধার এইভাবে প্রস্তুত করা হইয়াছে।

এই নূতন ধৈর্য পরীক্ষার নাম দেওয়া হইয়াছে অর্গানেল (ORGANEL)। এই দুইটি শব্দ (ORGAN এবং EL যোগ করে ইংরাজিতে করা যায়। এই দুইটি শব্দ হতে ইহা নামকরণ করা হয়েছে। আমাদের শরীরের বৃদ্ধি প্রসঙ্গে কলিজের যে পদ্ধতি প্রবর্তন করা হইয়াছে প্রতিষ্ঠানটি ইহা ধৈর্য পরীক্ষার আবিষ্কারের পর তাহা ঘোষণা করিয়াছেন।

ভারতবর্ষের জন্য ১২টি বৃহৎ বীমা

ভারতের শহীদ সহরে সিনেমের জন্য ১২টি বাস্ক টাইলস এবং টেবলটী ৫টি কারখানায় প্রস্তুত হইতেছে। প্রত্যেকখানা বাস্ক ১৮৪ ফিট লম্বা, ৩০ ফিট ৫ ইঞ্চি এবং ১২ ফিট গভীর হইবে। এই বাস্কে ৩০০ টন অতিরিক্ত মাল বহন করা যাইবে। এই বাস্ক পাইকারী দামে কুইনে প্রস্তুত হইয়াছে এবং ইহা শত শত অনেক ভারতে সেলস করা হইবে। ভারতবর্ষে পৌঁছিবার পর ইহার প্রত্যেক অংশ জোড়া দিয়া সম্পূর্ণ বাস্ক প্রস্তুত করা হইবে। ভারতবর্ষের দুইটি প্রতিষ্ঠান এই ফিনিসিং কার্য করিবার সিনেমের উপযোগ একটি প্রতিষ্ঠান ইহা বহুলোকদের দেখাইবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

বন্দুকের নূতন উপায়

বন্দুকের গোলের উপর পাল (Pace) নামক একটি উপায়ের পরীক্ষা করা হইতেছে। কুইনের ডিফেন্সের ১১টি কারখানায় এই পরীক্ষাকার্য চালানো হইতেছে। এই উপায়ে ক্রোমোটোমাইসিনের মত ব্যবহার করিলে বন্দুকের বীজাণুগুলি শত প্রাপ্ত হয়।

কম লাভ পরিবারের জন্য বাস গৃহ

কুইনের পর হইতে ৫ বছরে কুইনের জন্য মোট ১০, ৭৯,০০০, পরিবারের বসবাসের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। গত বছরের শুরু নির্মাণ কার্য করতে অগ্রসর হইয়াছে ৩৯,৩৯৫টি ফ্লোর হইতে ইহা জানা গিয়াছে। ১৯৪৯ সালে ১,১৭,০০০ ছাড়ী গৃহ নির্মিত হইয়াছে। এই সংখ্যা গত কুইনের পর মোট ৬,১৩,০০০ গৃহ নির্মিত হইল। বর্তমান বছরের প্রথম ভাগে ১,১৪,০০০ গৃহ নির্মাণের কাজ হাতে লওয়া হইয়াছে। ইহা ছাড়া ১,৫৭,০০০ অস্থায়ী গৃহ নির্মিত হইয়াছে।

কৃত্রিম অঙ্গপ্রত্যঙ্গ

কুইনে যে হাতে কৃত্রিম অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রস্তুত হইতেছে তাহাতে দিনে যে পৃথিবীর মধ্যে প্রস্তুত সমস্ত কারখানাকে মেসরূপে পরিণতি হইবে। কৃত্রিম ইউরোপে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মেসরূপ এবং অন্যান্য জিনিসের কুইনে কৃত্রিম অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সরবরাহ করিতে পারিবে। কুইনের প্রস্তুত এই সমস্ত কৃত্রিম দ্রব্য পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছে। ভারতে এই শিল্পের বিপুল সম্ভাবনা রহিয়াছে।

REGD. No.CJ105

আর্থিক ভারত

ARTHIK BHARAT

আর্থনৈতিক সাপ্তাহিক

২য় বর্ষ ৪১শ সংখ্যা] কলিকাতা, বুধবার ১৩ই ফাল্গুন, ১৮ সন। [মূল্য ।০

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	৬১৯
প্রজাতন্ত্রী ভারতের প্রথম বাজেট	
প্রাসঙ্গিক	৬২১
আন্তর্জাতিক ধনভাণ্ডার ও পরিকল্পনা	
বাংলার ব্যাঙ্ক	
চিনি শিল্প সংরক্ষণ	
কৃষি প্রদর্শনী	
দুষ্পাপ্য পশু-পক্ষী	
প্রাসঙ্গিক	৬৩৯
পরিকল্পনা কমিশন	
শস্যভাণ্ডারের বাজার	
পাট ও তুলা উৎপাদনের ব্যবস্থা	
সংবাদ সাময়িক	
অর্থলোক	
খেয়ার বাজার	৬৩৮

প্রজাতন্ত্রী ভারতের প্রথম বাজেট

প্রজাতন্ত্রী ভারতের প্রথম বাজেট নিঃসন্দেহে সাধুবাদ লাভের যোগ্য। ইহার প্রত্যক্ষ ফল বাজারে যাহাই হউক না কেন, জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হইবার পর এই সর্বপ্রথম বাজেটে ভারতের জরুরী অর্থনৈতিক সমস্যা সমূহকে বাস্তব দৃষ্টিতে বিচার করিবার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। অবাস্তব আদর্শবাদের মোহ ত্যাগ করিয়া সরকার বাস্তব ক্ষেত্রে অবতরণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, ইহাই বোধ হয় বর্তমান বাজেটের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব।

বিগত ২৮শে ফেব্রুয়ারী পার্লামেন্টে ডাঃ জন মাথাই যে বাজেট পেশ করিয়াছেন। তাহা হইতে জানা যায় যে, ১৯৪৯-৫০ আর্থিক বৎসরে ৩৩৬ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা আয় এবং ৩৩৬ কোটি ১০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়; অর্থাৎ মোট ঘাটতি হয় ৩ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা। উক্ত বৎসরের বাজেটে ৭৯ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছিল। অনুমান্য খাতে পূর্ব নির্দিষ্ট পরিমাণ অপেক্ষা ১ কোটি টাকা আদায় হইবে বলিয়া আশা করা গিয়াছিল। উপরাষ্ট্রসমূহ হইতে প্রাপ্ত ৯০ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা ও ১৭১ কোটি টাকা অনুরূপ খাতে পাওয়া গিয়াছে। উহা ছাড়া উক্ত খাতে পূর্ববর্তী বৎসরের বাজেট আবও ২ কোটি টাকা আদায় হইয়াছে। ঋণ ও তার বিভাগ হইতে পাওয়া গিয়াছে ৩ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা। ঐ সকল খাতের ফলে মাত্র ৭০ লক্ষ টাকা ঘাটতি পূরণ করা বাকী ছিল। কিন্তু সরকারী রেলওয়ে

সমূহের নিকট হইতে ২ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা অধিক অর্থাৎ মোট ৭ কোটি টাকা পাওয়ার সম্ভাবনা পরিলক্ষিত হইতেছে। উক্ত বৎসর বিভিন্ন খাতের অতিরিক্ত ২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা আদায় হইবে বলিয়া আশা করা গিয়াছিল।

আলোচ্য বৎসরে চেলকেয়া খাতে মোট কোটি ৩ লক্ষ টাকা, অর্থাৎ পূর্ব নির্দিষ্ট পরিমাণ হইতে ৭৫ ৬৯ লক্ষ টাকা বেশী ব্যয় হইয়াছে। বে-সাময়িক খাতে ব্যয় হইয়াছে মোট ১৬২ কোটি ৪ লক্ষ টাকা, অর্থাৎ পূর্বনির্দিষ্ট পরিমাণ হইতে ১৮ লক্ষ টাকা বেশী। আলোচ্য বৎসরে খাতেট নির্দিষ্ট পুনর্নিয়োগের উদ্দেশ্যেও পরিবর্তন ঘটিয়াছে। বিদেশী সাহায্য আনয়নের জন্য ইক্তিপত্রে সরকারের ব্যয়ের পরিমাণ মোট কোটি হ্রাস পায়। উহা ছাড়া উচ্চ মূল্য অনুমতিক্রমে ব্যয় নির্বাহ করার জন্য বে-সাময়িক খাতে ব্যয়ের পরিমাণও মোট কোটি হইয়াছে। তাহা ছাড়া রেলওয়ে ইউনিয়নের পরিপূরক ব্যয় কোটি ৫১ লক্ষ টাকা ঐ

এর পূর্বের চলতি হার অনুযায়ী আগামী বৎসরের রাজস্বের ৫৯৭ ৮০ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে। ঐ সময়ে কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা। ফলে ৯ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত থাকিবে। শুল্ক বাবদ আয় ১০৬ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা হইবে। কেন্দ্রীয় শুল্ক বাবদ ৩১ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা আয় হইবে এবং উহার সঙ্গে ১৮১ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা আবকর বাবদ আয়যুক্ত হইবে। অবশ্য উহার মধ্যে ১০ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা কৃষিপূর্ণ কেন্দ্রীয় রাজস্ব সমূহ হইতে সংগৃহীত হইবে। উহার মধ্যে ১০৮ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা বণ্টন যোগ্য, প্রদেশগুলি উহা হইতে ৫৪ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা পাইবে এবং ডিলিট উপরাষ্ট্রের মধ্যে ৮১ লক্ষ টাকা বণ্টন করা হইবে। ডাক ও তার বিভাগের উদ্বৃত্ত অর্থ খাতিরে ৪ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা। নূতন প্রথা অনুযায়ী রেলওয়েকে ৩১ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা ডিভিডেন্ট দিতে হইবে। উহা হইতে সাধারণ রাজস্ব খাতে ৬ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা দেওয়া হইবে। টাক কমিশনার শাসিত নূতন রাজ্য হইতে আরও ২ কোটি টাকা পাওয়া যাইবে।

বাজেটে আগামী বৎসরের জন্য মোট ৩৩৭ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা ব্যয় ধার্য করা হইয়াছে। উহার মধ্যে ১৬৮ কোটি ৯ লক্ষ টাকা দেশরক্ষা খাতে এবং ১৬৯ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা বে-সাময়িক খাতে ব্যয় করা হইবে। বে-সাময়িক ব্যয় খাতে নূতন টাক কমিশনার শাসিত রাজ্যগুলির পরিচালনা সম্পর্কে ৫ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা এবং আন্দামান ও নিকোবরে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রশাসনের পরিচালনা সম্পর্কে ৬ কোটি ৬১ লক্ষ টাকার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। মৃতপূর্ব ভারতীয় রাজন্য বর্গের ব্যক্তিগত ভাতা খাতে ৪ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তির ফলে অতি মিটারবার জন্য বিভিন্ন প্রদেশ ও রাজ্যকে দেওয়ার জন্য কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া মনে হয়।

বিনিয়োগের জন্য ৬ কোটি টাকা ব্যয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। খাদ্য সম্পর্কে সরকারী সাহায্য বাবদ ২১ কোটি টাকা ও প্রাক্-বিভাগ কালীন দেনা মিটাইতে ২ কোটি টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া মনে হয়।

আধুনিক অর্থনীতি বাজেটকে সমাজে পূর্ণ নিয়োগের এক শক্তিশালী উপায় হিসাবে বিবেচনা করিয়া থাকে। ভারতবর্ষে আজ জরুরী সমস্যা পূর্ণ নিয়োগ ততটা নয়, যতটা হইতেছে উৎপাদনের ক্রমিক অবনতিকে রুদ্ধ করিয়া ধুমায়িত নিয়োগ সুনিশ্চিত করা। সেই দৃষ্টি ভঙ্গি হইতে বিচার করিলে চলতি সালটি কর্তৃক উপস্থাপিত প্রজাতন্ত্রী ভারতের প্রথম বাজেট নিঃসন্দেহে অভিনন্দন লাভের যোগ্য। এই বাজেটের মূল লক্ষ্য হইতেছে বিনিয়োগের বাজারে পুনরুজ্জীবন প্রাণ সঞ্চার করা।

অর্থ সচিব ও লাইসে ফৈজাদ সদনের উদ্দেশ্য স্থির হইয়াছে যে, লভ্যাংশের সর্বোচ্চ পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া যে আইন প্রণীত হইয়াছিল, আগামী এপ্রিল মার্চ উহার আয়ুষ্কাল শেষ হইলে উহা নূতন করিয়া জারী করা হইবে না, ব্যবসায়ে মুনাফা কর তুলিয়া দেওয়া হইবে। কোম্পানী সমূহ কর্তৃক প্রাপ্ত আয়কর হ্রাস করিয়া প্রতি টাকায় পাঁচ হইতে চার আনা করা হইবে। কর্পোরেশন ট্যাক্স দুই আনা হইতে বৃদ্ধি করিয়া দশ পয়সা আদায় করা হইবে।

বর্তমান বাজেটে প্রধানতঃ ব্যবসায়কে পুনরুজ্জীবিত করিবার প্রয়াস-ই চোখে পড়ে। উহার জন্য বাজেটকে অনেকে "পঙ্গুলোকের বাজেট" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। যদিও প্রত্যক্ষ ভাবে জনসাধারণ বাজেট হইতে লাভবান হইবে না, তথাপি মনে রাখা উচিত যে ব্যবসায়ের প্রাণ সঞ্চারিত হইলে জনসাধারণের দুঃখ দুর্দশাও যথেষ্ট হ্রাস পাইবে।

বর্তমান বাজেট নিঃসন্দেহে আশার প্রতিক। আশা করি ভারতবর্ষে বর্তমান অর্থনৈতিক সঙ্কট দূর করিতে উহা যথেষ্ট সাহায্য করিবে।

প্রাসঙ্গিক

আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার ও পাকিস্তান

ইতিপূর্বে এরূপ মনে করা গিয়াছিল যে, পাকিস্তান আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডারের সদস্য হইলে তাহাদের পক্ষে আর্থিক ভারতের সদস্য থাকা সম্ভব হইবে না। এরূপ সম্ভাবনার কারণ ব্যাখ্যা করিয়া ইহা বলা হইয়াছে যে, ভারত ও পাকিস্তানের টাকার মূল্য পৃথক। সুতরাং পাকিস্তানের টাকার মূল্য পরিবর্তিত না হইলে ভারতের পক্ষে এরূপ মুদ্রাভাণ্ডারের সদস্য থাকা সম্ভব নহে। যুক্তির দিক হইতে একথাকে কোন ত্রুটী ছিল না। কিন্তু এখন জানা গিয়াছে যে, মুদ্রাভাণ্ডারের সদস্য হইবার জন্য পাকিস্তান যে আবেদন করে, তাহাতে ভারত পাকিস্তানের সদস্য হইবার পক্ষে ভোট দিয়াছে। গত সোমবারে পার্লামেণ্টের আলোচনার সময় অর্থ সচিব ডাঃ জন মাথাই এই প্রশ্নের উত্তরে ইহা জানাইয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, মুদ্রাভাণ্ডারের নিয়ম অনুসারে পাকিস্তানকে একমাস জানানো হইয়াছে, একমাস জানানোর এক মাসের মধ্যে পাকিস্তানকে জবাব দিতে হইবে যে এখন মুদ্রাভাণ্ডারের সদস্য হইতে চাহিতেছে কিনা। কিন্তু পাকিস্তানের নিকট হইতে এ পর্যন্ত কোন জবাব আসিয়া পৌঁছায় নাই। সদস্য হইবার জন্য আবেদন করা, এবং আবেদন মঞ্জুর হইলে তাহার জবাব দিতে বিলম্ব করা—ইহা পাকিস্তানের পক্ষে নীতি হইতে পারে। কিন্তু আমাদের মনে হয়, ভারত সরকারের পক্ষে ভোট দিয়াছে—ইহা দেখিয়াই পাকিস্তান বিচলিত হইয়া পড়িবে বলিয়া আমাদের মনে হয়। কেননা এইবার টাকার আসল মূল্য কত তাহা ধরা পড়িবার পালা। কেননা, সরকার নির্ধারিত হইলেও মূল্যমানের দিক দিয়া কলিকাতার পাকিস্তানের টাকা বাজারটা তাহারা মূল্য নির্ধারণ করিবেন। পাকিস্তানী টাকার এ যাবৎ মূল্য মূল্য চালাইয়া পাকিস্তানী কর্ণধারগণ তাহাদের মত মুক্তিবার ও ব্যবসাকে অসুবিধায় ফেলিবার ব্যবস্থাই দিলেন। কিন্তু সেখানে বিলম্ব করিয়া ফল হয় নি। এবার আন্তর্জাতিক বাজারে বাকি টাকার মূল্য যেমনই হইবার সম্ভাবনা দেখা দিবে। পাকিস্তান এই সম্ভাবনার ভীত হইয়াছে কিনা জানিনা, কিন্তু পাকিস্তানী টাকার আসল মূল্য এবার বাহির হইয়া পড়িবার পালা। সেই ভয় হয়ত পাকিস্তান সরকারকে মিশন জবাব দিতে বিলম্ব করিতেছে। অবশ্য পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দিয়া ভারতকে এরূপ বিপদে ফেলিবে, পাকিস্তানী কর্ণধারগণ অনুমান করিতে ইহা কল্পনা করিতে পারেন নাই। ভারত পাকিস্তানের আবেদনের বিরোধিতা করিবে—ইহাই হয়ত তিনি ধরিয়া লইয়াছিলেন। এই বিরোধিতা করিতে পাকিস্তানী পক্ষকে স্থানীয় আন্তর্জাতিক ফল ঘোলা করিতে পারিবে—ইহাই কি তাহাদের কিছু কম বিপদ্জনক হইল। আমরা তাহার ঐ নীতির পরিপূর্ণ সমর্থন করি।

বাংলার ব্যাঙ্ক

বাংলার সমস্যার সীমা নাই। তাহার উপর আসিয়া নূতন সমস্যা দেখা দিয়াছে। এখানে ব্যাঙ্ক ফিউজ হয় না। ব্যাঙ্ক ফেল পড়ার রেওয়াজ দাঁড়াইয়াছে। সাধু ব্যাঙ্কের অর্থ আমানতকারীরা যেদিন তাহা তুলিয়া লইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়েন। ইহাতে সাধারণ জনসাধারণ যেমন ভোগেন, তেমনি বিপদে পড়েন। এই সব ব্যাঙ্কে তাহারা ৫ টাকা ১০ টাকা করিয়া যা কিছু জমা করিয়াছেন তাহা ফেরত পাইবার জন্য তাহাদের যে ঝামেলা পোহাইতে হয়, তাহার কথা ভাবিলে শিহরিয়া উঠিতে হয়। ব্যাঙ্ক ফেল পড়ায় তাহাদের চাকুরী গেল। বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইল। এমন কত নূতন ব্যাঙ্ক ফেলার পর তাহারা জীবনের সারাটা সময় লইয়া নিশ্চিন্তে ছিলেন, তাহাদের যে অর্থ ফেলা গিয়াছে তাহাদের কথা বিস্মৃত হইবেন তাহা বলা যায় না। সুতরাং, দেখা যাইতেছে, একটি ব্যাঙ্ক ফেল পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে অনেক পরিবারও ফেল পড়িয়া যাইতেছে। বাংলার পক্ষে ইহা আর একটি সমস্যা ছাড়া আর কি? যে দেশে ব্যাঙ্ক নাই, সে দেশে আধুনিক অর্থনৈতিক কাঠামোর কথা চিন্তাও করিয়া উঠিতে পারে না। বাংলার ব্যাঙ্ক হইবে কবরখানা যেন পথের ধারে ধারে মৃত ব্যাঙ্ক পড়িয়া থাকিবে। সেই আশা সুদূরে অবসান করা যায় কি করিয়া? আমরা জানিতে পারিলাম, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্দেশ অনুসারে কলিকাতার কয়েকটি প্রধান প্রধান ব্যাঙ্কের একত্রীকরণের দ্বারা যে নূতন ব্যাঙ্ক সৃষ্টির প্রস্তাব হইবে তাহার নাম বাকি হইবে ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া। এই একত্রীকরণের ফলে এই সংযুক্ত ব্যাঙ্কের অংশ কি পাইবে এবং তাহার কত শতাংশ ইহা যেমন ঠিক করা হইয়াছে তাহা জানা যায় নাই। আমরা আশা করি যে এই সকল বিষয় শীঘ্রই ঘোষণা করা হইবে।

আমাদের মনে হয় ব্যাঙ্কের সংখ্যা হ্রাস করিবার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্কের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার দিকেও দৃষ্টি দিতে ভুল না হয়, যে ব্যাঙ্ক পল্লীর অর্থ অনুসন্ধানের অভিযানে বাহির হইয়া গুরু ঋণ দেওয়ার, তাহার উপর যেন কড়াকড় ভার না চাপে। বাংলার ব্যাঙ্ক সমূহ এখন প্রধানত কর্মরত হইতেছে, তিন তিন অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ ও আমলাতন্ত্রের যে কত বছরে জানা না যায় তাহার ব্যবস্থা করিয়াও তাহারা সকলে মিলিয়া ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গল হোক।

চিনি শিল্প সংরক্ষণ

চিনির কেলেঙ্কারী সম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্বে মন্তব্য করিয়াছি। চিনির কারখানা মালিকগণ তাঁহাদের পণ্য লইয়া যে ভাবে ছিনিমিনি খেলিয়াছেন ও খেলিতেছেন তিনি ও তদ্রূপ সৃষ্টি করিয়াছেন। ব্যবহারে তাহাদের উপর কাহারও সহানুভূতি থাকিতে পারে না। জানা গিয়াছে, ১৯৫০ সালের মার্চ মাসের শেষে চিনি-শিল্পের সংরক্ষণ ব্যবস্থা প্রত্যাহারের ফল শুভ হোক যে মুনাফা তিনি করিয়াছেন তাহার সমস্তই তাঁহারা আত্মসাৎ করিয়াছেন। প্রয়োজনবোধে খরচপত্র করার জন্য তাঁহারা কিছু সৃষ্টি রাখা করিতে পারিবেন। সুখের বিষয়ই এখন যে কেহ কেহ যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহাও তিক্ত-মধুর। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, এই সিদ্ধান্তের ফল ভয়াবহ আকারে আত্মপ্রকাশ করে নাই। আর মাত্র চিনির লাইসেন্স পাইবে বলিয়া সিদ্ধান্তের সময় হইতে হইবে বলিয়া তিনি-চয় আশা যে বিদায় আছে ইহা বলিয়া করার জন্য উহার প্রয়োজন ও বিধায় অর্থমন্ত্রীর সিদ্ধান্তের বাকি মুনাফার করা হইয়াছে। গত জুলাই আগষ্ট মাসে দেখা চিনির যে সকল সৃষ্টি এর তাহার পরিবর্তে সিদ্ধান্তের কারণে দিল। তাহারা অতঃপর তাড়াতাড়ি বহু মাল বাহির করিয়া ও বেশিদামে বেচিয়া যেমন সিদ্ধান্ত এই সকল সৃষ্টি করিয়াছেন। সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এই সব অভিযোগের তাহার অন্য অভিযোগও আছে। সুতরাং এক একটি অর্থ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সরকারী সাহায্য দিয়া করার দাবীটাও। যে প্রতিষ্ঠান মুনাফার দেখে দেশের অনেকের অসুবিধা সৃষ্টি করিতে পারে, সে প্রতিষ্ঠানের প্রতি তাহারও সহানুভূতি নাই। অবশ্যই তার দেশের মুনাফার প্রথম করিয়া দেশের

[illegible] প্রতিষ্ঠানের [illegible] করিতেছেন। এই প্রতিষ্ঠানের উপর যে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে তাহাতে ব্যবস্থা যদি অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিও ঐরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় তাহা হইলে একদিকে দেশের ইস্পাতের [illegible] হইতে রক্ষা করিতে পারে। রাজনীতিক [illegible] নেই না বলিলেও চলিলে দেশের অন্যান্য [illegible] করিবে না। আমরা দেশের অন্যান্য [illegible] করিতে [illegible] জানাইব যে, অর্থমন্ত্রী যেন [illegible] এই ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। [illegible] বিদেশ হইতে [illegible] করিতে [illegible] [illegible] [illegible]

পণ্যদ্রব্যের বাজার

পাট ও তুলা উৎপাদনের ব্যবস্থা

বাজেটের আলোচনা-প্রসঙ্গে অর্থসচিব বিদেশের ঋণ ও অন্যান্য বিষয়ের উপরে যে পরিমাণ দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে, তাহার তুলনায় কৃষি ও শিল্পের উন্নতির ব্যবস্থা সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহাতে ভারতের বস্তুনির্ভরতা বাড়িয়া উৎপাদন পড়িয়া যাইবে। একথা প্রায় সকলেরই জানা যে, বড় বড় দুইটি শিল্প বাঁচাইয়া রাখার ব্যবস্থা করিতেছে—সে দুটি হইতেছে তুলা ও পাট। সুতরাং বিদেশ হইতে প্রচুর পরিমাণ তুলা আমদানি ও দেশে অধিক পরিমাণে পাট উৎপাদন আজ প্রয়োজনীয়। এদিক হইতেও বাজেট অনেকটা সাফল্য অর্জন করিতে পারিয়াছে। অর্থ সচিব সুস্পষ্টভাবে বলিয়াছেন, আগামী সনে অতিরিক্ত ৫০ লক্ষ বেল পাট ভারতে উৎপন্ন হইবে ও আগামীবার ১৬ লক্ষ বেল তুলাও ভারতে উৎপাদন করিতে সক্ষম হইবে। তাহা ছাড়া বিদেশ হইতে আরও ১৮ লক্ষ বেল তুলা আমদানির ব্যবস্থাও করা গিয়াছে। তবে আমরা বলিতেছি যে, শিল্প মালিকের যে দাবী দেখা গিয়াছিল তাহা খুব বেশী। তাহার এ উক্তি সত্য।

ইহা ছাড়া সাধারণ জনসাধারণের দিক হইতে বিচার করিয়া নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যাদির দর হ্রাস করা সম্বন্ধে অর্থ সচিব যে আশা ও আশ্বাসের কথা বলিয়াছেন তাহাও বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। আগেই বলা হইয়াছে যে, ভারতে তুলা ও পাট অধিক পরিমাণে উৎপন্ন করা হইবে; তাহা ছাড়া ভারতকে অচিরে খাদ্য পণ্যে আত্মনির্ভরশীল করিয়া তোলা হইবে। এ সম্বন্ধে অর্থ সচিব যে-সব কথা বলিয়াছেন তাহা নিশ্চয় যোগ্য। কিন্তু উদ্দেশ্যের এরূপ মনে হওয়া স্বাভাবিক যে তুলা, পাট ও খাদ্যশস্য—এই তিনটি বিষয়ে একই যোগে ভারতকে আত্মনির্ভরশীল করিয়া তুলিতে ইহাদের যে কোন একটি বিষয় কতিপয় হইবে কি না! আরো অধিক পরিমাণ জমি তুলা চাষে নিয়োগ করা অবশ্য সম্ভব নহে, এবং এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহও মনে জাগে না। এক পাট চাষের দ্বারা অধিক পাট উৎপন্ন করা সম্ভব। কিন্তু একথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, খাদ্যশস্য অধিক পরিমাণে উৎপন্ন করিলেও তুলা বা পাট চাষের দিকে চাষীর আগ্রহ হইল অধিক—কেননা এই দুইটী ফসল দ্বারা চাষী বাঁচা টাকা পাইবে অধিক।

খাদ্যশস্যের দিকে অনেকটা উদাসীন দেখা গিয়াছে। বিভিন্ন ঘাটতি প্রদেশ হইতে বহিঃ অধিক খাদ্য ফসলের জন্য আবেদন নিবেদন জানানো হইতেছে, তাহা হইতে বিদেশ হইতে আমদানীর পরিমাণ কমানো যাইতে পারিবে। তাহার ফলে বিদেশে ভারতকে যে পরিমাণ অর্থ দিতে হয়, তাহার পরিমাণও আগামী আর্থিক বছরে কমিয়া যাইবে। ১৯৪৮ সালের আনুমানিক উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৬,১১,০০,০০০ টন, ১৯৪৯ সালে ছিল ৪,৩০,০১,০০০ টন। ১৯৫০ সালে আরও প্রায় ৩০ লক্ষ টন অধিক খাদ্যশস্য উৎপাদিত হইবে বলিয়া ভারত সরকার আশা করেন। খাদ্যশস্য সংগ্রহের কাজও আশানুরূপ ভাবে অগ্রসর হইতেছে। ১৯৪৯ সালের ১১ মাসে প্রায় ৪৫ লক্ষ টন খাদ্যশস্য সংগ্রহ করা গিয়াছে। ১৯৪৯ সালে ধরা হইয়াছে ১৯৫০ সালে তাহার অতিরিক্ত ১০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে সংগ্রহ করা হইবে বলিয়া ধরা আছে।

চিনি

ইতিপূর্বে আমরা এই বিভাগেই জানাইয়াছিলাম যে, ইতিমধ্যে চুক্তির সিন্ডিকেটের হিসেবনিকেশ মিটাইয়া ফেলিয়া চুলিয়া যাবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। চাষির বোঝার ভয়ে ভাষাদি করিয়া এরূপ তুখোড় কথা বলিয়াছেন যে, সিন্ডিকেটের উপর হইতে সরকারী কর্তৃত্বের বাধন বাতিল করা হোক ও ভারত সরকারের তত্ত্বাবধানে একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হোক। চিনির উপর হইতে নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা তুলিয়া দিবার এখন আর কোনো সম্ভাবনাই দেখা যাইতেছে না।

উত্তর ইউ, পি-র চিনিকলের মালিকদের এক প্রতিনিধিদল ভারত সরকারের কৃষি মন্ত্রকের সেক্রেটারীর সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাহাদিগকে আখ পাইতে কিরূপ অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে তাহা জানান। প্রতিনিধিদল দাবি করেন যে, ইউ. পি হইতে যাহা যোগে আখ চালান দেওয়া যেন অবিলম্বে বন্ধ করা হয়। প্রতি মণ চিনির উপর হইতে এক টাকা করিয়া আখবাবদ গুল্ক হ্রাস করিবার জন্যও অনুরোধ জানানো হয়। জানা গিয়াছে, এই আবেদন সম্বন্ধে পর্যবেক্ষণ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন বলিয়া তাঁহারা আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে এক বিশেষজ্ঞকে আখ চালাইয়া যাইবার জন্য ও আখ সংগ্রহ করিয়া তুলিবার জন্য নানা বিভাগে দেওয়া হইয়াছে। তাঁহাদের নানা বলা হইয়াছে যে, পর্যবেক্ষণ যে পরিমাণ চিনি উৎপাদনের জন্য বিদায় করিয়াছিলেন, সেই পরিমাণ চিনি যাহাতে উৎপন্ন হইতে পারে সেদিকে দৃষ্টি রাখিয়া যেন যতটা সম্ভব বেশী চিনি তাঁহারা উৎপাদন করেন।

এরূপ অনুমান করা হইয়াছে যে, এ বৎসর ১০ লক্ষ টনের বেশী চিনি আদৌ উৎপাদন করা সম্ভব হইবে না। কিন্তু যেখানে ৩০টী চিনি আবশ্যক সে সম্বন্ধে পর্যবেক্ষণ যে হিসাব করিয়াছেন, তাহা হইয়াছে ১৩ লক্ষ টন। ইউ. পি-র যে সব মিল গত বৎসর যে-কয় মাস পর্যন্ত কল চালাইয়াছিল, তাহারা এ বৎসর আখের অভাবে তাহাদের কল বন্ধ করিয়া দিয়াছে। বিগত দুই বৎসর ৩০টী চিনি উৎপাদন করে এ বৎসর তাহা হইতে বেশী উৎপাদন করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয়।

গুড়

গাঁড়ের গুড়ের বাজার একই রূপ আছে। যে সব এলাকায় গুড়ের ঘাটতি পড়িয়াছে, সে সব এলাকায় গুড়ের দর বাড়িয়াছে। ইহার ফলে ব্যবসায়ীরা ঘাটতি এলাকায় গুড় চালান দিবার জন্য অতিরিক্ত ভাড়ার মোটর ট্রাক যোগাড় করিতেছেন। গুড়ের বড় বড় চালান পাঞ্জাবের রাজধানীসমূহে, কেন্দ্রশাসিত কলোনীসমূহে পাঠানো হইতেছে। গত সপ্তাহে প্রচুর পরিমাণে গুড় রাজস্থানে চালান দেওয়া হইয়াছে, এই বিরাট চালানের ফলে এক সপ্তাহের মধ্যে গাঁড়ের, বিহার ও যুক্তপ্রদেশের বহু জায়গায় গুড় প্রায় নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। উত্তর এলাকা হইতে ফেব্রুয়ারীতে চালান দিবার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করায় ঐ সব এলাকায় গুড় প্রতি মণের দাম ৮৲ হইতে ৯৲ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং এই সব অঞ্চলের অধিবাসীরাই অতিরিক্ত হইতেছে বেশী। গাঁড়ের গুড়ের দর ৮২৲, বিহার ও যুক্তপ্রদেশে ২১৲ হইতে ২৫৲। ঘাটতি এলাকায় যেমন কানপুরে ৩০৲ হইতে ৩৬৲, এবং কলিকাতায় ২৮৲ হইতে ৩১৲। বোম্বাই ও মধ্যপ্রদেশের দর অবশ্য বেশী।

গত বছর এই সময় গাঁড়ের গুড়ে তিন লক্ষ মণ গুড় পায়। এ বছর এযাবৎ পাওয়া গিয়াছে পাঁচ লক্ষ টন। এখানে আরো গুড় আসিয়া পৌঁছিবে বলিয়া মনে হয়। বেশীর ভাগ চাষীর আখ ইতিমধ্যে নিঃশেষিত হইয়াছে। সুতরাং এখানকার চিনি-কলেও আখের যোগান কম পড়িয়াছে।

সংবাদ সংকলন

[পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ হওয়ায় এবং আসামের সহিতও ব্যবসা সঙ্কুচিত হইয়া উঠায় বাঙ্গালী ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের চরম দুর্দশা ঘটিয়াছে। এই অবস্থায় ভারতের বিপুল পরিমাণ বহির্বাণিজ্যের প্রতি আমরা বাঙ্গালী ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। ভারতের বহির্বাণিজ্যে কোটি কোটি টাকা লেন দেনের মধ্যে বাঙ্গালীর কোনই স্থান নাই। পরাধীন ভারতে এই ব্যবসাটী ইউরোপীয় মহাজনদেরই একচেটিয়া ছিল। যে কারণেই হউক তাহাদের একেন্ট হিসাবে অবাঙ্গালী ব্যবসায়ীগণ এই ব্যবসাটীতে হাত পাকাইয়াছে। বর্ত্তমানে স্বাধীন ভারতের পরিবর্ত্তিত অবস্থায় অবাঙ্গালী ব্যবসায়ীগণ এই ব্যবসাটীর এক চেটিয়া অধিকার লাভ করিয়াছে। কিন্তু আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস শিক্ষিত তরুণ বাঙ্গালী ব্যবসায়ীগণ ইচ্ছা করিলে এই ব্যবসাতে যথোপযুক্ত স্থান অধিকার করিতে পারেন। সুপ্রচুর মূলধন না হইলে আমদানী রপ্তানী ব্যবসা চলে না এই ধারণা ঠিক নয়। এই সম্বন্ধে আমরা ধারাবাহিক আলোচনা করিব। পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য আমরা নিম্নে কলিকাতা বন্দরের সাপ্তাহিক রপ্তানী বাণিজ্যের কিছুটা আভাস দিতেছি।

১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারী ও মার্চ্চ মাসে যে সমস্ত ব্যবসায়ী বিদেশে রপ্তানী করিবার জন্য বিভিন্ন পণ্যদ্রব্যের অনুমতি পাইয়াছেন তাহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল। যদি কেহ বিস্তারিত জানিতে চাহেন পত্র লিখিলে যথাসম্ভব জানান হইবে।

সম্পাদক, 'আর্থিক ভারত']

ফেব্রুয়ারী—মার্চ্চ ১৯৫০

পাট ও পাট জাত দ্রব্য (কলকাতা)

জানুয়ারী-জুন—১৯৫০

অনুমোদিত রপ্তানীকারকের নাম ও ঠিকানা	পরিমাণ	যে দেশে রপ্তানী হইবে
আরাথ ব্রাদার্স ২৩৯।৪, রমাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।	১৫ টন	অষ্ট্রেলিয়া
বাহুব ব্রাদার্স লিঃ ৯, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিঃ	১৬৬ টন	
মুলজীভাস ভিঠলদাস ১৫, ক্লাইভ রো, কলিকাতা		
এডওয়ার্ড হাইট লিঃ ৭, ডালহৌসী স্কোয়ার, কলিঃ		

ব্যবসায়ের সন্ধান

[পৃথিবীর বিভিন্ন দেশস্থিত নানা শ্রেণীর ব্যবসায়ীরা ভারতীয় পণ্য দ্রব্যের জন্য এবং নিজ নিজ উৎপন্ন পণ্যাদি ভারতে বিক্রয়ের নিমিত্ত আমাদের নিকট অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। বিভিন্ন দেশের সহিত ব্যবসায়িক সম্বন্ধ স্থাপন দ্বারা আমদানি রপ্তানি বিষয়ক প্রক্রিয়ায় সমূহের সহিত পরিচালন করিতে পারেন। পাঠকদের আমদের নিকট অনুসন্ধান করিবার প্রক্রিয়াদের ঠিকানা জানাইয়া দেওয়া হইবে। অনুরূপ উপযুক্ত বিদেশ ব্যবসায়ীদের পত্র দিলে আমরা আমাদের ঠিকানায় যোগাযোগ করিতে পারিব। শিক্ষিত তরুণ ব্যবসায়িগণকে এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের সহিত সম্বন্ধ স্থাপনে অনুপ্রাণিত করিবার উদ্দেশ্যে প্রতি সপ্তাহে এই শ্রেণীর সংবাদ প্রকাশিত হইবে।]

—সম্পাদক 'আর্থিক ভারত'

রপ্তানী—

আমদানি—নিম্নে ভারতীয় বন্দর ও স্থানে দ্রব্য সম্ভারের বিক্রেতাদের কয়েকটী নাম দেওয়া হইল :—

M/S Hossein Mostfar; Gholam Reza Daroogar; Abdul Hussein Salamat; Sherkat Nik-Kar; Shabriar Va Mehreban Paiman—ইরান। Saidas Freres, Khabab Saad; El-Hafar Amin & Sons; El-Kalani Sami & Mahdi Mosarrich; Al Itouni Mohamed Rebaut Bizourich; Itouni & Hosri Bizourich; —সিরিয়া। G. N. Morhig; Khabouz Brostes; Awad El Kordi & Sons—সুদান। Ghalanos Bros; Michaelides Eoph & Sons; Charalambous Prophopis J; —সাইপ্রাস।

বালতী—বালতের বালতী ব্যবসায়ীদের কয়েকটী নাম দেওয়া হইল :—

Israil Ghaney Ranther & Co. Bhagwan Singh Mota Singh; R. F. Mohd. Kassim & Co.; Ontario & Co. Diethelm & Co.; Bariaw & Co.—বালতী।

নিম্নোক্ত প্রতিষ্ঠানগুলি ভারত হইতে বিভিন্ন পণ্য ক্রয় করিতে ইচ্ছুক :—

কেরা ষ্টোর খাদ্য ও বস্ত্র :—Lorrain Trading Corporation—আমেরিকা।

অনুমোদিত রপ্তানিকারকদের নাম ও ঠিকানা	মালের পরিমাণ বা মূল্য	রপ্তানীযোগ্য দেশের নাম
আন্তর্জাতিক এণ্ড কোং লিঃ ম্যাকলয়ড হাউস, কলিকাতা।		অষ্ট্রেলিয়া
ভাদনাগ মার্কেন্টাইল কর্পোরেশন ১৪, ক্লাইভ রো, কলিকাতা		বাংলাদেশ ইউরোপিয়
ইন্দিয়ান ক্যাথিকাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ অফ ইণ্ডিয়া ১৮, ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা		ইংলণ্ড
রঘুনাথ এণ্ড সন্স ৭৫, ক্লাইভ রো, কলিকাতা		বাইবেরিয়া
ইণ্ডিয়া ট্রেডিং কর্পোরেশন ৪, লালবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা		গোল্ডকোষ্ট
পালমিয়ান ব্রাদার্স ৫৯৫, বুড়াবাজার রোড, হাউস, কলিকাতা		অষ্ট্রেলিয়া

বিবিধ

বিলুয়ান মোটরস্ লিঃ, ৮, ওল্ড এসপ্লেড রো, কলিকাতা	৫০০ মোটর গাড়ী	সিংহল ও ব্রহ্মদেশ
ডিলে কর্পোরেশন, পি, ১২, ডিলন রো, ওয়েষ্টসাইড কলিকাতা	১১টি পেট্রোল ইঞ্জিন	পাইকা
এসিয়েটি সেলাম মিলস্ লিঃ কলিকাতা	১ টন বাদামের খড়	বাগদাদী
আর্টিন ব্রেথারিজ লিঃ ৭, ক্লাইভ রো, কলিকাতা	১৫০ টন শুষ্ক রক্ত	ইংলণ্ড
ভূবন সেন, ২২নি, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।	৫০ টন এলুমেনিয়ম ফাইবার	সোভিয়েট
ওড, ইয়ার টারার ৬০ নং চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা	মোটর টায়ার ১০৩৪টি টিউব ১৪০০টি	ব্রহ্মদেশ
এল, এম, সোকার এণ্ড কোং ৪, ডালহৌসী স্কোয়ার, কলিকাতা	পশম ২৯ টন	আমেরিকা
হেলিস্ ইণ্ডিয়া লিঃ ১৬, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা	ওষধের আর্ক ফিতা পশম ৮ টন	গ্রীস
পালিয়ার রোপ ওয়ার্কস্ লিঃ ১৪, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা।	সিসল দড়ী ৫ টন	ফ্রান্স
বিজয় কর্পোরেশন ১২, আপোলিনার ষ্ট্রীট, কলিকাতা	মোটর বাস টায়ার ৩৮ টিউবস	ইথোপিয়া
সিলভার আমুনেট ৮, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা	এলুমিনিয়ামের ঢাকনা ৩৫ হাজার	সিংহল

পার্শীয় পাসক—G. Ghoose Mish—পাটনোকো।

পলা—Ahel Lemon & Co. Pty Ltd. ইংলণ্ড।

পাল—Sopie Corporation আমেরিকা

সুলতান ইমাদি—Saha Ratilal Ranchoordas & Bros—বাহরাইন। Nasim Moir Eakkak & Sons—বাহরাইন। Amratlal Hirachand Ltd—কেনিয়া। Amirali Mohammed & Co Ltd—টাঙ্গানাইকা। H. R. Bhallo—কানিয়া। Pilot Trading Agency—ইথোপিয়া। L. Attard & Co—মালটা। For Sing Bros & Co—ফিলিপাইন। Hrant Krikorian—ইথোপিয়া।

পঞ্চম লোম—International Industries Inc.—আমেরিকা।

ওরাল—Oriental (West Africa) Co. Ltd—নাইজেরিয়া।

ব্রহ্মদেশস্থিত যে সমস্ত ভারতীয় প্রতিষ্ঠান ভারত হইতে বস্তাদি আমদানী করিতে ব্রহ্মদেশের লাইসেন্স প্রাপ্ত হইয়াছেন নিম্নে তাঁহাদের কয়েকটীর নাম দেওয়া হইল (পত্রাদি লিখিতে হইলে ঠিকানা জানিয়া লইবে) :

D. M. Kharwar, Lakhany Bros, John & Co. T. K. Jejeemull, Bisesswarlal Dwarkadas, Burma Overseas Agencies, Parekh Brothers & Co, Bansidhar Bholaram, S. M. Haniff, Noormohammed Osman. Haji Subiman Bawa & Sons, Haji Dada Sariff & Sons—ব্রহ্মদেশ।

আমদানী

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রস্থিত যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান ভারতে বিবিধ পণ্যদ্রব্য বিক্রয়ের জন্য আগ্রহান্বিত নিম্নে তাহাদের নাম দেওয়া হইল (পত্র লিখিতে ঠিকানা জানিয়া লইবে) :—

এঙ্কর প্লাষ্টিক, ইন্ক ইত্যাদি—Anchor Plastics Co. Inc.

পেনিনারী এ ট্রাক্টার—Paulstan American Corporation.

হার্ডমান্ড এ নেলিনারী—Stein Hardter & Nordlinger Export Corporation.

অনুমোদিত রপ্তানিকারকের নাম ও ঠিকানা	পরিমাণ	যে দেশে রপ্তানি হইবে
সুতা		
সুধা ট্রেডিং কর্পোরেশন	১০ লক্ষ ৪০০০ পাউণ্ড	যুক্ত
১১।১, আমিন ষ্ট্রীট, কলিকাতা	৫০ লক্ষ ১০,০০০ পাঃ	
	৪০ লক্ষ ২০০০ পাঃ	
হিমেলাল সুরেশচন্দ্র দাস	১৮ লক্ষ ৪০,০০০ পাঃ	
২২, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা		
ঐ	২০ লক্ষ ১ লক্ষ, ২০ হাজার পাঃ	
আমান ব্রাদার্স এণ্ড কোঃ	২০ লক্ষ ৬০ হাজার পাঃ	
৪, ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা		
মহম্মদ আলী মিঞা আবদুর মিঞা		বেলজিয়াম
ইষ্ট প্রডিউস		
মেসার্স আবদুল করিম এণ্ড সন্স	১০ লক্ষ ৬০ হাজার পাউণ্ড	
৫৩।১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা	১০ লক্ষ ১ লক্ষ পাঃ	
কাপাসিয়া ট্রেডিং	১০ লক্ষ ৩২ হাজার পাঃ	
১৫, বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা	১০ লক্ষ ৪৮ হাজার পাঃ	
	৮০ লক্ষ ৮ লক্ষ পাঃ	
	১৮ লক্ষ ৯২ হাজার ৩ লক্ষ পাঃ	
ছিট ও কাপড়।		
গোপালকৃষ্ণ কটিপ্রোডাক্ট	৪১৩ হাজার গজ	বেলজিয়াম
কাঁকীনাড়া, ইঃ রেঃ		
ন্যাশনেল রাবার ওয়ার্কস	৪০হাজার গজ	
টিবা পুকুর		
আর্ট সিল্ক ওয়ার্কস লিঃ	৫০ হাজার গজ	
কাঁকীনাড়া		
ছিট ও কাপড় (সিল্ক বাদে)		
ফেটেল ফুলেল ট্রেডস এণ্ড কোঃ	৩১ হাজার ৬ শত গজ	অষ্ট্রেলিয়া
কলিকাতা		
এস্ কাশীনাথ এণ্ড কোং	১০ হাজার গজ	ব্রহ্মদেশ
৪, ফতেহ্ মঞ্জিল, লেন, কলিকাতা		
মেসার্স ব্রাদার্স এণ্ড কোং	১ লক্ষ গজ	
১ বে, বাসেলটাইল বিল্ডিংস, কলিকাতা		
ভগবানদাস বাগারিয়া	৪ লক্ষ গজ	অষ্ট্রেলিয়া
১৬, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা		
ঐ	১৪ লক্ষ গজ	ব্রহ্মদেশ
নন্দী ট্রেডার্সস্	আড়াই লক্ষ গজ	ব্রহ্মদেশ
১৩, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা		
ইষ্টার্ণ মেসার্স মার্চেণ্ট এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিজ	৫ লক্ষ গজ ৩	ব্রহ্মদেশ
২১৮এ, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা		
নন্দী ট্রেডার্সস্	৩১ হাজার গজ	
১৩, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা		
মনোহরলাল আগারীয়া এণ্ড সন্স	১ লক্ষ ৩০ হাজার গজ	ব্রহ্মদেশ
২১৮, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা		

ইন্ডিয়ান্ট মেশিনারী মেসার্স কোম্পানী—C. Phillip & Co. Inc.

ওলিভার—Oliver Company Inc.

ল্যাবুট এণ্ড কোং ইন্কর্পোরেটেড—L. Nabut

এরো এক্সপোর্ট কর্পোরেশন—Arrow Export Corporation.

লাতিন আমেরিকা সিণ্ডিকেট—Latin American Press Syndicate.

আমেরিকা যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান জাপানে বিভিন্ন পণ্যদ্রব্য বিক্রয়ের জন্য ক্রয়াদেশ প্রদান করেন তাহা নিম্নে দেওয়া হইল :—

আমীর মহম্মদ, লিমিটেড—Amirali Mohammedali & Co. Ltd—টোকিওস্থিত।

দাইকান সাঙ্গিও কাই—Daikan Sangyo Kaibu Shiki—টোকিও।

রেপ্রিজেন্টেশন ভ্যালে—Representacoes Valle Ltd.—কুবিচন।

ডেনকা—Denchi Bhusan K.—জাপান। Takata & Co.—জাপান। Shinko Sangyo—জাপান

হেংহেং কোম্পানী—Heng Heng Company—হংকং।

লাইসন এণ্ড কোং—Lee Shu & Co.—হংকং।

জাপান কলিকাতা—Hawamoto Sei Ki Co. Ltd.—জাপান।

ইউমি ওয়ার্কস কোং—Usami Works Co—জাপান।

নিম্নলিখিত জাপানী ঘড়ি প্রস্তুতকারকগণ জাপান হইতে নিম্নলিখিত পণ্যদ্রব্যাদি বিক্রয়ের ইচ্ছুক :—

Asai Trading Co. Ltd, Hayashi Clock Mfg. Co. Ltd, T. Suda. Clock Mfg. Mizuho Shoji Kaisha Ltd. Taikoku Clock Industrial Co. Ltd. Waki Clock Manufactory.

কোকুসাই—Kokusai Kogaku Sangyo—জাপান।

অর্থনীতি

বাজেটের অস্পষ্ট প্রতিক্রিয়া

আলোচ্য সপ্তাহে প্রধান ঘটনা পার্লামেন্টে অর্থমন্ত্রী ডাঃ জন মাথাই কর্তৃক প্রজাতন্ত্রী ভারতের প্রথম বাজেট উত্থাপন। কিন্তু টাকার বাজারে এই বাজেটের কোন উল্লেখযোগ্য প্রতিক্রিয়া এখন পর্যন্ত লক্ষ্য করা যায় নাই। অধিকাংশ ব্যাঙ্কার মূলধন কর টাকা যাহা দিতে হইবে, তাহাই বাজারে ছাড়িয়া দিতেছেন। বিনিময়ের বাজারে শান্ত ভাব লক্ষ্য করা যায়।

গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সম্পর্কে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের যে হিসাব-নিকাশ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে চলতি নোটের পরিমাণ ২৩৮ কোটি টাকা হ্রাস পাইয়া ১,১৪১'৫৪ কোটি টাকায় দাঁড়াইয়াছে; নোটের ইস্যু পরিমাণ ৫০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ১১৪৭'০৩ কোটি টাকা হইয়াছে। ব্যাঙ্কিং বিভাগে রক্ষিত নোটের পরিমাণ ৫'৩৯ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ১৪'৫৯ কোটি টাকায় পৌঁছিয়াছে। ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রৌপ্য মুদ্রার পরিমাণ ৪১'১০ কোটি টাকা হইতে বাড়িয়া ৪১'৪০ কোটি টাকায় দাঁড়াইয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহে ব্যাঙ্কিং বিভাগে ভারত সরকারের জমার পরিমাণ ৩'৬১ কোটি টাকা হ্রাস পাইয়া ১৪১'৭১ কোটি টাকায় আসে; অন্যান্য সরকারের জমার পরিমাণ ৬'৫৪ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ৩১'৬৪ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। অন্যান্য সাধারণ ব্যাঙ্কের জমার পরিমাণ ৮'৪৬ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ৫৩ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। বিশেষ রক্ষিত জমার পরিমাণ ১'৮৫ কোটি টাকা হ্রাস পাইয়া ১৯০৮৩ কোটি টাকায় নামিয়াছে। মফঃস্বল অঞ্চলে ১৭ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ১৪'৯৫ কোটি টাকায় দাঁড়াইয়াছে। গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে ভারত সরকারের ৩,৩৯,১৫,০০০ টাকার বাজারী ঋণ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট বিক্রয় করা হইয়াছে।

অর্থ সচিবের ব্যাঙ্কে বিভিন্ন তারিখের জন্য ঋণ-ব্যয় সম্পর্কে অনেকটা প্রোগ্রামীয় ভাষা ব্যবহার করা হয়। ১৯৫৮ সালের ট্যারিফ চুক্তি অনুযায়ী ৩ কোটি টনারের মত পরিমাণ ট্যারিফ ভবিষ্যতে হ্রাস করিতে থাকিবে বলিয়া ধারণা করা হয়। কিন্তু রপ্তানির আয় হ্রাস পাওয়ায় ইহাতে ২১ কোটি ৩০ লক্ষ টনারের মত ঘাটতি দেখা যায়। আন্তর্জাতিক ঘর ভাড়ার হইতে টনার ক্রয় করিয়া ঐ ঘাটতি ৪ কোটি ৩০ লক্ষ টনারের মত পূরণ করা হয়। অবশিষ্ট ঘাটতি ১ কোটি ৭০ লক্ষ টনার প্রাক্তিক সঞ্চিত হইতে পূরণ করা হয়। ফলে কেন্দ্রীয় সঞ্চিত হইতে পূরীত অতিরিক্ত অর্থের পরিমাণ দাঁড়ায় ৯ কোটি টনার। ১৯৫১ সালের ঘাটতি মাসের চুক্তির ফলে এই অতিরিক্ত অর্থের হিসাবের সামঞ্জস্য বিধান করা হয়। এই চুক্তি অনুযায়ী ভারত এখন ঘাটতি অঞ্চলের অন্তত পূর্ণ সমর্থন। ১৯৫১ সালের হিসাবের বাদ পড়িয়া ৬৪ লাখ ভাড়াতে টনার আয় ব্যয় অপেক্ষা ১ কোটি ৩০ লক্ষ টনার বৃদ্ধি পাইবে।

ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড শিল্প

ভারত সরকার স্থির করিয়াছেন ১লা এপ্রিল হইতে আগত দুই বৎসর কাল পর্যন্ত ভারতীয় ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড শিল্পকে সংরক্ষণ শুল্কের সুবিধা প্রদান করিবেন। সেজন্য বৃটিশ ভাড় ড্রব্যাদির উপর প্রতি হন্দরে তিন টাকা চার আনা এবং অন্যান্য দেশের ড্রব্যাদির উপর প্রতি হন্দরে চারি টাকা ছেড় আনা শুল্ক আদায় করা হইবে।

আসামে উদ্বাস্তুদের জন্য একলক্ষ টাকা মঞ্জুর।

প্রকাশ যে পাকিস্তান হইতে বিতাড়িত হইয়া যেসব হিন্দু সম্প্রতি আসামে আসিয়াছে, তাহাদের মধ্যে বিতরণের জন্য ভারত সরকারের পুনর্বসতি দপ্তর একলক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

আসামে সাধারণ লাইসেন্সের মূল্য বৃদ্ধি।

ভারত সরকারের বাণিজ্যদপ্তর হইতে নিম্নলিখিত বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হইয়াছে :—সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, ১৯৫১ এবং ১৯৫২ সনে আসাম সাধারণ লাইসেন্স (ফ্রোরেন্স পরিচ্ছেদ) অনুযায়ী কতকগুলি দ্রব্যের জন্য লাইসেন্স মঞ্জুর করিবার সময়ে প্রচলিত মূল্য অপেক্ষা লাইসেন্সমঞ্জুরের মূল্য বাড়াইয়া দিতে হইবে। এই ব্যবস্থা অনুসারে যে সকল দ্রব্যের জন্য লাইসেন্স মঞ্জুর করা হইয়াছে তাহাদের তালিকা এখানে প্রকাশিত হইবে। যে সকল দ্রব্যের লাইসেন্সের মূল্য বৃদ্ধি করা হইবে তাহাদের জন্য নিম্নলিখিতগুলি প্রধান—এনামেল-করা দ্রব্যাদি; লৌহ, লৌহশিল্প, ইস্পাত ও তদ্ধাত দ্রব্যাদি; অ্যালকাতরা ও তদ্ধাত দ্রব্যাদি হইতে প্রস্তুত দ্রব্য; ওষুধ দ্রব্য; বায়ুকেমিক্যাল তৈল; ঔষধ; রাসায়নিক দ্রব্যাদি; কৃত্রিম রেশমী সুতা; বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি। যে সকল লাইসেন্সের মূল্য বৃদ্ধি করা হইল সেইগুলির মেয়াদ ৩১শে মে (১৯৫০)-এর পূর্বে শেষ হইয়া গেলেও ঐগুলির অধীন দ্রব্যাদি উক্ত তারিখ পর্যন্ত প্রেরণ করা চলিবে। উপরোক্ত বিধান অনুযায়ী কতিপয় লাইসেন্স ইতিমধ্যে একটি পূর্ব রাষ্ট্রিকাসহ একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তি ১লা মার্চ (১৯৫০)-এর গেজেট অব ইণ্ডিয়ার এক অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

মালয়ে ভারতীয় সাবান

মালয়ে ভারতীয় সাবানের প্রচুর চাহিদা রহিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর কাপড় কাচা সাবান এবং বার লাক্সের প্রচুর চাহিদার সম্ভাবনা আছে। মালয়ে বর্তমান উচ্চশ্রেণীর কাপড় কাচা সাবানের প্রতি সের একটাকা হিসাবে বিক্রীত হইয়া থাকে। পাম্বে মাখা সাবানের মধ্যে ভারতের প্রস্তুত 'হামাম' 'মার্গো' 'কীপ্স' ও মহীশূরের চন্দন সাবানের কাটতি সর্বাধিক। ভারতের লাক্স সিন্থেটিক কাপড়ের বাজারের প্রতি ঘরে ঘরে ঢুকিয়া পড়িয়াছে। মফঃস্বল বিক্রির জন্য সাবান আমদানীকারকগণের এক সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া হইল।

বহির্বাণিজ্য

জাপানের সঙ্গে ভারত সরকারের যে বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছিল তাহার ভারত সরকার জাপানকে ৩১,১৫০ গাঁট ভারতীয় তুলা বিক্রয় করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। ১৯শে ফেব্রুয়ারী, পর্যন্ত জাপানে ৩৩ হাজার ৩ শত গাঁট তুলা চালান দেওয়া হইয়াছে। বাকী তুলা চালান হওয়ার পর যত দিন সময় লাগে তত দিন অনুমতি দেওয়া হইবে না। সম্প্রতি জাপানকে ২ লক্ষ গাঁট তুলা দিবার জন্য যে চুক্তি হইয়াছে পাকিস্তানের চুক্তির মোট তুলা ইহার মধ্যে ধরা হইয়াছে। কোন অবস্থাতেই ২ লক্ষ গাঁট এর বেশি তুলা রপ্তানী করা হইবেনা।

গত ছয় সপ্তাহে শেষ হয়ে পাকিস্তান ৯৩ তুলার দর হাজার গাঁইট বন্ধ করিয়াছে। ফলে আরও পাকিস্তানী তুলা শেষ হয়ে করিবে বলিয়া প্রকাশ।

জানুয়ারী মাসের শেষে মাসে ৫ হাজার টন সিমেন্ট প্রেরণ ও রাজা বিভাগ মাসে পুনর্বসতি বিভাগকে দেওয়া হইয়াছে। উদ্বাস্তু ব্যবসায়ীদের গৃহ নির্মাণ করিতে যোগাই ১৮০০ টন পাঠানো হবে। দিল্লী, রাজস্থান, আসাম, বোম্বাই ও পাঞ্জাবের জন্য বাস্তুহারীদের গৃহ নির্মাণ করিতে মোট ৩ লক্ষ ৫০ হাজার টন পাইবে ও সরাসরি বিভাগের জন্য পুনর্বসতি বিভাগকে নির্দেশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

১৯৫১ সালের জন্য পাকিস্তানে যে পরিমাণ বস্ত্র নির্দিষ্ট করা হইয়াছিল তাহার ৪৫ হাজার গাঁট গাঁইত এখনও অবিক্রীত আছে। এজন্য ভারত সরকার সম্প্রতি ঘোষণা করিয়াছেন যে পাকিস্তানে চালান দিবার জন্য এই শ্রেণীর সুতার আরও প্রকৃত কারণসহ অনুমতির জন্য দরখাস্ত করিতে পারেন। দরখাস্ত ১২ই মার্চ (১৯৫০) তারিখের পূর্বে যথা-বিধি ভাবে আবেদন করিতে হইবে।

সোনার বাজার

বিশেষ পরিবর্ত্তন নাই

কলিকাতা, বুধবার, ৯ই মার্চ্চ—এ সপ্তাহে কলিকাতার সোনার বাজার স্থির ভাবে শুরু হয়। কাটরা বাজারে নূতন ধরিদার দেখা যায়। তাহারা বিভিন্ন মোহরের জন্য বিভিন্ন দর দিতে প্রস্তুত হয়। প্রথম দিন ইণ্ডিয়ান আসলের দর একবার ৩১।০ টাকা পর্য্যন্ত ওঠে, এবং দিন শেষে বিভিন্ন নাম্বির দর ৩১।০ আনায় দাঁড়ায়। এর কারণই আছে ইহাও যে চলতি একেবারে বাজারের এর সোনা কিনিয়া বাজারে মোহরের অভাব সৃষ্টি করিতে [illegible]

[illegible] বাজারে [illegible] হইবে। [illegible] ছাড়া [illegible] বিশেষ কোন [illegible] হয় নাই। [illegible] ছাড়া [illegible] হয় নাই। [illegible] ৩১।০ ও [illegible] ৩১।০ আনা ধরা হয়। ধনি [illegible] ইণ্ডিয়ান আসলের [illegible] ৩১।০ টাকা ধরে কাজ করে, তাহার পর বিভিন্ন চাহিদার দরুণ ৩১।৮০ আনা ইহার বিনিময়ে ১৩৯৮০ হয়। এই সোনার ১৫৩০ ধরে অনেক কারবার কেনা-বেচা হয় এবং এই দরই বাজার বন্ধ হইবার সময় থাকে। বিভিন্ন বিভাগে কাজ-কারবার খুব বেশী হয় না। অর্ডেনারী ব্রাসার্স ১৭৮০ ও ভার্জিন হেভাসন ১৪০৲ টাকায় অপরিবর্ত্তিত থাকে। ইংরাজ সোভারেণ্ট ৩৪।০ আনায় থাকে। চা সোনার বাজারে সামান্য কেনা-বেচা হয়। জিয়রাক ১৩৬৮০ পাউণ্ডকার ১২৬০ আনায় কাজ কারবার করে।

পরের দিন শনিবারে বাজারে কাজ কারবার কিছু একটা হয় না। এই দিন ভারত সরকারের নূতন নীতি ঘোষণার জন্য বাজারে আর কোন বাজারের ব্যবসা সেরূপ জমে নাই। ইহার প্রভাবের পূর্ণ ফল বাজারে আসিয়া পৌঁছায় না, বেরিয়ো বাজারে যে সামান্য আভাস পাওয়া যায় তাহাতেও বাজারে সকলে কেনা বেচা সম্বন্ধে আস্থিরা করিয়া উঠিতে পারে না। কিন্তু ব্রোকারগণ তাঁর নীতির প্রকৃতির সাধারণ প্রভাবের জন্য বিশেষ অনেকেরা দিয়া থাকেন এবং কোন্ কোন্ ধাতে কিভাবে কর ধার্য্য হইবে তা কর রেহাই দেওয়া হইবার সেসিয়া জানিয়া লন। ১ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত হওয়ার দরুণ কিনিয়া কর মকুব করিবার জন্য ওঠে আসাই যে প্রচুর পেশ করেন সেসব ব্রোকারগণ তাহা আলোচনা করিয়া প্রস্তুত করেন। এরিমি আর বিশেষ কেনা বেচা হয় না।

সপ্তাহের বাকী দুদিনেরও বাবস্থা অবস্থা [illegible] ধরিদ্দার [illegible] হয়। [illegible] ছাড়া [illegible] হয় নাই। [illegible] ৩১।০ আনা ধরা হয়। ধনি [illegible] ইণ্ডিয়ান আসলের [illegible] ৩১।০ টাকা ধরে কাজ করে, তাহার পর বিভিন্ন চাহিদার দরুণ ৩১।৮০ আনা ইহার বিনিময়ে ১৩৯৮০ হয়। এই সোনার ১৫৩০ ধরে অনেক কারবার কেনা-বেচা হয় এবং এই দরই বাজার বন্ধ হইবার সময় থাকে। বিভিন্ন বিভাগে কাজ-কারবার খুব বেশী হয় না। অর্ডেনারী ব্রাসার্স ১৭৮০ ও ভার্জিন হেভাসন ১৪০৲ টাকায় অপরিবর্ত্তিত থাকে। ইংরাজ সোভারেণ্ট ৩৪।০ আনায় থাকে। চা সোনার বাজারে সামান্য কেনা-বেচা হয়। জিয়রাক ১৩৬৮০ পাউণ্ডকার ১২৬০ আনায় কাজ কারবার করে।

সপ্তাহের বাকী দুদিনেরও বাবস্থা অবস্থা [illegible] ধরিদ্দার [illegible] হয়। [illegible] ছাড়া [illegible] হয় নাই। [illegible] ৩১।০ আনা ধরা হয়। ধনি [illegible] ইণ্ডিয়ান আসলের [illegible] ৩১।০ টাকা ধরে কাজ করে, তাহার পর বিভিন্ন চাহিদার দরুণ ৩১।৮০ আনা ইহার বিনিময়ে ১৩৯৮০ হয়। এই সোনার ১৫৩০ ধরে অনেক কারবার কেনা-বেচা হয় এবং এই দরই বাজার বন্ধ হইবার সময় থাকে। বিভিন্ন বিভাগে কাজ-কারবার খুব বেশী হয় না। অর্ডেনারী ব্রাসার্স ১৭৮০ ও ভার্জিন হেভাসন ১৪০৲ টাকায় অপরিবর্ত্তিত থাকে। ইংরাজ সোভারেণ্ট ৩৪।০ আনায় থাকে। চা সোনার বাজারে সামান্য কেনা-বেচা হয়। জিয়রাক ১৩৬৮০ পাউণ্ডকার ১২৬০ আনায় কাজ কারবার করে।

বাজারের হালচাল

[বাজার দরকারী নয়]

সরকারী কাগজপত্র

৩½ সুদের ১১৮০, ৩½ সুদের (১৯৪৮) ১১৮৲, ৩½ সুদের (১৯৪৭-৫৪) ১০১৸০, ৩½ সুদের (১৯৫৫-৫৩) ১০১৸০, ৩½ সুদের (১৯৬৩-৬৪) ১০০৸০, ৩½ সুদের (১৯৬১-৭০) ১১০৸০, ৩½ সুদের (১৯৪-৭৪) ১১৬৸১০।

ব্যাঙ্ক

ইম্পেরিয়াল ৪৮০, ব্যাঙ্ক অব ৩৮০।

কাপড়ের কল

বঙ্গলক্ষ্মী ৪০৲, কানপুর ২৭৮০, কেশরাম ১৬৮০ নিউ ভিক্টোরিয়া ৬৸০।

কয়লা খনি

অ্যাসানসোলটেড ৪১৸০, বেঙ্গল ৫২৸০, বেঙ্গল নাগপুর ২৯৲, বরাকর ১১।০, ভালাপাহাড়ী ৩৪৸০, বিলপুর ৩১৸০, রাজারাপাড়া ৩১।০, টাসগার ১১৸০ লাউদ কলপুলে ২১৸০।

পাট

আলেকজান্দ্রা ডকলাণ্ড ১১৯৲, কেলভ ১৪০৲, ফালহাসী ১০৯৲, এলায়েন্স ৫৭৸০, বাঙ্গড়া ২৭৮০, ইণ্ডিয়া ১৪১৸০, কামারহাটী ১৩৯৲, লালভাউন ১১৮৲, মৈহাটী ১১৯৲, প্রেসিডেন্সি ৪১০, রিলায়েন্স ২১।০।

ইঞ্জিনিয়ারিং

ব্রিটিশ বিলা ইলেকট্রিক ১১।০, বার্ণ অ্যাণ্ড কোং ২৯১৲, জেশপ অ্যাণ্ড কোং ১৫৮০, ইণ্ডিয়ান আয়রন ৩১।০, টুলাজুরী ৮৸০, বার্ণপুর ৭৮০, টাল ফাউণ্ডারস ২৩৸০।

চিনি

কানপুর ২৩৲, বাজাজ ১০৪০, রামনগর কেন ১৪৪০।

চা

টুলীবুটি ১৪২।০, বরাপাড়া ১১০৲, [illegible] ২১৸০।

বিবিধ

আয়ার এণ্ড [illegible] ১৮০, [illegible] ইণ্ডিয়ান ষ্টীমনাল এণ্ড ৬৮০, ইণ্ডিয়ান [illegible] ভার্জিন হেভাসন ১৪১৲, [illegible] ১৮০।

রিলায়েন্স ফিনান্স এণ্ড পাবলিসার্স লি ৪, আলবার্ট এভিনিউ, কলিকাতা হইতে ঐকানন্দ মজুমদার কর্ত্তৃক প্রকাশিত, মুদ্রিত ও, আর্থিক ভারত লি: এর পক্ষে এস. কে. মুখার্জ্জি বিভিনে, ৪৭এ, বেন্টাঙ্ক রোড, কলিকাতা—১ হইতে প্রকাশিত। মুদ্রাকর [illegible]— ঐকানন্দমোহন চক্রবর্ত্তী।

REGD. No.C3105.

আর্থিক ভারত

ARTHIK BHARAT

অর্থনৈতিক সাপ্তাহিক

২য় বর্ষ ৪২শ সংখ্যা] কলিকাতা, বুধবার ১লা ডিসেম্বর ১৯৪৮ ১৬ই অগ্রহায়ণ [মূল্য ৷৹

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	৬৩৯
ভারতের বহির্ব্বাণিজ্য	
প্রাসঙ্গিক	৬৪১
মহাবিদ্-ভীতি	
ব'স্তহারা ও বাংলাদেশ	
পাকিস্থানী পাট	
পাকিস্থানে পাটের চাষ	
প্রাসঙ্গিক	৬৪৩
বিদেশী মুদ্রাধন	
সংবাদ সংকলন	
পণ্যদ্রব্যের বাজার	
চিনি-শিল্প ও সরকারী সিদ্ধান্ত	
শেয়ার বাজার	

ভারতের বহির্ব্বাণিজ্য

ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যের সাম্প্রতিক গতি লক্ষ্য করিবার বিষয়। ১৯৪৯ সালের ভারতের যে বাণিজ্যিক তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে তাহা যথেষ্ট সন্তোষজনক না হইলেও, আশাপ্রদ বটে। গত বৎসর ভারতবর্ষের রপ্তানি বাণিজ্যের উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটিয়াছে। মূল্যমান মুদ্রাঙ্কনে রপ্তানি ১৮ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে; ওজন মুদ্রাঙ্কনে কিন্তু রপ্তানি ৯ কোটি টাকা হ্রাস পাইয়াছে। ১৯৪৮ সালে ওজন মুদ্রাঙ্কনে রপ্তানি হইয়াছিল ১১৮ কোটি টাকার পণ্য পরিমাণ, গত বৎসর উহা ১১৯ কোটি টাকায় দাঁড়াইয়াছে। রপ্তানি বৃদ্ধি ঘটিলেও ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যে এখনও গভীর সঙ্কট বর্ত্তমান। ভারতে আমদানী রপ্তানি বাণিজ্যে ঘাটতির মূল্য এখনও ৫০ কোটি টাকা; অর্থাৎ গড়ে মাসে ৫ কোটি টাকা। কোন দিক দিয়াই ইহাকে স্বাস্থ্যের লক্ষণ বলা চলে না।

ডলারের তুলনায় টাকার মূল্য হ্রাস করা হইলে, আশা করা গিয়াছিল যে ষ্টার্লিং মুদ্রাঞ্চলে ভারতীয় রপ্তানি পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। এই প্রকার আশা করিবার স্থায় সঙ্গত কারণও ছিল। ডলার এলাকায় ভারতীয় পাটজাত দ্রব্যের যথেষ্ট চাহিদা বর্ত্তমান। এতদ্ব্যতীত লাক্ষা, তৈলবীজ, চামড়া প্রভৃতি দ্রব্যাদিও ডলার অঞ্চলে যথেষ্ট রপ্তানি হইয়া থাকে। টাকার মূল্য হ্রাস কিন্তু ১৯৪৯ সালের রপ্তানি বাণিজ্যকে মোটেই প্রভাবান্বিত করিতে পারে নাই। তাহার প্রধান প্রমাণ এই যে এই বৎসর ষ্টার্লিং মুদ্রাঞ্চলে রপ্তানির অঙ্ক হ্রাস পাইয়াছে। উহার কারণ হিসাবে বলা যাইতে পারে যে মুদ্রা মূল্য হ্রাসের প্রতিক্রিয়া এখনও যথাযথ ভাবে আত্মপ্রকাশ করিবার সুযোগ পায় নাই। সর্ব্বোপরি, মুদ্রার বিনিময় হার লইয়া পাকিস্থানের সহিত ভারতের বর্ত্তমান যে বাণিজ্যিক অসহযোগ চলিতেছে, ষ্টার্লিং মুদ্রা আয়ত্তের

যাচ্ছে তাহা প্রকাশ্য বাধা হিসাবেই দেখা দিয়াছে। পাকিস্তান প্রয়োজনীয় কাঁচা পাট সরবরাহ না করায় পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানি আশানুরূপ বৃদ্ধি পায় নাই। তবে সরকারী মহলে আশা প্রকাশ করা হইয়াছে যে বিনিময় হার সম্পর্কে পাকিস্তানের সহিত ভারতের একটা বোঝা পড়া হইয়া গেলে, পাট জাত দ্রব্যের রপ্তানি বৃদ্ধি পাইবে।

সম্প্রতি রপ্তানি বাণিজ্য উন্নয়ন সমিতির বিশেষ বৈঠক প্রসঙ্গে ভারতের বাণিজ্য সচিব কাঁচা পাটের ব্যাপারে স্বাবলম্বনের [illegible] উপরই অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, পাট জাত দ্রব্যাদি রপ্তানির পূর্ণ সুযোগ লইতে হইলে ভারতীয় ইউনিটগুলিকে প্রয়োজনীয় কাঁচা পাটের উৎপাদনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। আমাদের বক্তব্য এই যে, ভারত সরকার এ বিষয়ে যথেষ্ট অগ্রসর হইয়াছেন। সম্প্রতি ভারতীয় পার্লামেন্টে কৃষিমন্ত্রী প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছেন যে, ১৯৪৯-৫০ সালে পশ্চিম বঙ্গ, ত্রিপুরা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামে আনুমানিক ১,২৭৩,৫২৮ বেল্লা পাট উৎপন্ন হয়; ১৯৫৮-৫৯ সালে এই সংখ্যা ছিল ১,৯৮১,৮৭৫। অদূর ভবিষ্যতে কাঁচা পাটের দিক দিয়া ভারতকে স্বাবলম্বী করিয়া তুলিতে পারিলে, রপ্তানি বাণিজ্য প্রসারের একটি প্রধান বাধা দূরীভূত হইবে। শুধু কাঁচা পাট-ই নয় তুলার ব্যাপারেও ভারতের স্বাবলম্বনের প্রচেষ্টাগুলি উৎসাহের অন্তর্ভুক্ত হইতেছে। এই স্বাবলম্বনের ফলে তুলা চাষোপযোগী জমির অধিকাংশ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। সম্প্রতি ভারতীয় টেক্সটাইলের অনেক কারখানা কাঁচা তুলার অভাবে বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত যে, রপ্তানি বাণিজ্যের পরিপূর্ণ বিকাশের উপর ভারতের অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ যথেষ্ট পরিমাণে নির্ভর করিতেছে। যুদ্ধের পর রপ্তানি বাণিজ্য প্রসারের যে বিরাট সুযোগ ভারতের নিকট উপস্থিত হইয়াছিল, নানা কারণে তাহার সদ্ব্যবহার করা সম্ভব হইয়া উঠে নাই। তাহার ফলে 'বিক্রেতার বাজার' আমাদের হাত ছাড়া হইয়া গিয়াছে। আজ বিশ্বের প্রায় সর্ব্বত্র বাজার শুধু ক্রেতার অনুকূলে আসিয়াছে, তাহা নয়, প্রতিযোগিতাও অস্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে। ভারতের রপ্তানি বাণিজ্য প্রসারের পক্ষে এ অবস্থা নিঃসন্দেহে প্রতিকূল; কিন্তু তথাপি ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক স্বার্থের তাগিদে রপ্তানি বাণিজ্যের পরিপূর্ণ বিকাশ অপরিহার্য্য। আজ তাই প্রয়োজন ভারতের রপ্তানি বাণিজ্য প্রসারের প্রধান অন্তরায়গুলি অবিলম্বে দূর করা।

কিছুদিন পূর্ব্বে বাণিজ্য সচিব মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, ভারতের রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণের বাধা প্রধানতঃ তিনটি, যথা ভারতীয় পণ্যের অধিক মূল্য, গুণগত অপকর্ষ এবং ভারতীয় ক্রেতাগণের নিকট উহার বঞ্চিত চাহিদা। অন্যান্য প্রতিযোগী দেশের পণ্যের তুলনায় ভারতীয় দ্রব্যসামগ্রীর দাম যে অত্যন্ত অধিক এই অভিযোগ বহু মহল হইতে শোনা যায়। ভারতের সূতী বস্ত্রের মূল্য অন্যান্য দেশের তুলনায় শতকরা ২০ হইতে ৫০ টাকার অধিক। এ অবস্থায় রপ্তানি বাণিজ্যের প্রসার কল্পনাতীত। রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারিত করিতে হইলে সরকারকে অবিলম্বে দ্রব্য মূল্য হ্রাস করিতে হইবে। গুণের দিক হইতেও ভারতীয় পণ্য যে অন্যান্য দেশের তুলনায় নিকৃষ্ট এ অভিযোগও নূতন নয়। এ সম্পর্কে আমাদের ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ও সরকারের যথেষ্ট সচেতন হইবার সময় আসিয়াছে। বাণিজ্য সচিব তৃতীয় যে বাধার কথা উল্লেখ করিয়াছেন আমাদের মনে হয়, সে বাধা সহজেই অতিক্রম করা সম্ভব।

আমদানী বাণিজ্যের প্রতিও প্রয়োজনীয় দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবার সময় আসিয়াছে। এ সম্পর্কে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বাধা বিদেশের উপর খাদ্যের ব্যাপারে অস্বাভাবিক নির্ভর। ১৯৫৯ সালে বিদেশ হইতে ১৫৪'৬৬ কোটি টাকার খাদ্যশস্য আমদানী করা হইয়াছে। খাদ্যশস্য ব্যাপারে ভারতবর্ষকে অবিলম্বে স্বাবলম্বী করিতে না পারিলে, বহির্ব্বাণিজ্যের ঘাটতি নিবারণের কোনও সম্ভাবনা নাই। ১৯৬১ সালের মধ্যে সরকার এ দেশকে খাদ্যের ব্যাপারে স্বাবলম্বী করিবার সঙ্কল্প ঘোষণা করিয়াছেন। সরকারের এই সঙ্কল্প যদি সার্থক হয়, তবে ভারতের বহির্ব্বাণিজ্য সম্পর্কে আশা পোষণ করা অন্যায় হইবে না।

প্রাসঙ্গিক

শ্রমজীবি-জীবন

আমিকদের জীবন যাত্রার সমস্যা লইয়া ইতিপূর্বে আমরা মন্তব্য করিয়াছি। এই সমস্যা নিরসনের কথা খুব শোনা যায়, ধীরে ধীরে সমস্যা জটিল আকারই ধারণ করিতেছে। মিলের মজুর প্রজা-রাজ প্রতিষ্ঠার জন্য রাশিয়ায় অনেক দিন ধরিয়া আন্দোলন চলিয়াছে। তবে এখন যাহা হইয়াছে তাহাকে আমাদের আশাস্ত হইবার কারণ নাই। কিন্তু যাহারা এই-রূপ আন্দোলনের নেতৃত্ব করিয়াছেন বা করিতেছেন, তাহাদের কেহই মিলের মজুর বা প্রজা নন। তাঁহারা সাধারণ আমিক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এই অন্তর্ভুক্ত শ্রেণীগুলির আন্দোলনের পিছনে কতটা আন্তরিক সহিচ্ছা আছে তাহা আমরা নিশ্চয় জানি না। কিন্তু ইহা ঠিক যে, ইহার পিছনে রাজনৈতিক সুবিধা লাভের মতলবই রহিয়াছে বেশী। রাজনৈতিক সুবিধা অর্থে ক্ষমতার লিপ্সা। আমাদের দেশের কথা ধরিতেছি, এ অন্তর্ভুক্ত শ্রেণী এতদিন মিলের মজুর প্রজা লইয়া আন্দোলন করিলেন, এই আন্দোলনের ফলে মিলের মজুরদের অনেক সুখ-সুবিধা যে বাড়িয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এজন্য আমিক শ্রেণী কখন সরকার হাতে পড়িয়া ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছে। আসলে যাহা শ্রমজীবি, রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি বিজ্ঞান ইত্যাদি সব ক্ষেত্রেই কাজ করেন আমিক শ্রেণী। এই শ্রেণী বিলুপ্ত হইলে মিলের মজুরদের নিজেদের এবং বিশ্ব পরিচালনা করিবেন সঠিক ভাবে বলিতে পারিনা। কিন্তু বলিতে ইহাদের যে এখন আমিক শ্রেণীর প্রতি কিঞ্চিৎ সহানুভূতি প্রকাশ করিবার সময় আসিয়াছে। তাহারা এতদিন উপেক্ষিত ছিল, আজও উপেক্ষিতই আছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে তাহাদের জন্য আন্দোলন করিয়ে মিলের মজুরগণও আমাদের আনিবে না, বণিক শ্রেণীও কিছু করিবে না। আন্দোলন করিতে হবে আমিক শ্রেণীর নিজেদেরই। এতদিন ইহাদের লইয়া কোথাও কেহই উচ্চবাচ্যই করে নাই, কিন্তু সম্প্রতি সামান্য আন্দোলন

উইলস্ সিজারস্ সিগারেটের
ধূমপান করুন।
চমৎকার আরাম বোধ করিবেন।
W D & H O WILLS, BRISTOL & LONDON.

করতে দেখা যাইতেছে। সকল ক্ষেত্রে, কিন্তু আলোচনা এখনোই ব্যাপিয়া দেখা ঠিক না। সম্প্রতি বিলাতে এক প্রাক্ত সাংবাদে দেখিতেছি, দেশবিদেশের অর্থনীতির ছাত্রের অর্থ-কমার্স আর্থিক প্রেমের কথা লইয়া অর্থমন্ত্রীদের নিকট, সরবার করিয়াছেন। তাঁহারা বাজেটের অবস্থা আর্থিক ধারে আনিয়া আর্থিক প্রেমের আর্থিক অনুষ্ঠান খুব করিবার জন্য অর্থমন্ত্রীদের নিকট দাবী জানান করিয়াছেন। তাঁহারা এক প্রস্তাবে ধরিয়া জানাইয়াছেন যে, আর্থিক প্রেমের এই আ এক অনুষ্ঠান করা হইতেছে, জীবন যাপনের খুচরা-বিক্রিতে দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধি, সাধারণের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাসের উপর তত ধার এক সাধারণ ধারণা করিয়াছে। তাঁহা অর্থমন্ত্রীদের অনুরোধ করিয়াছেন। তার পুরুষোত্তমের সাধারণের ধরিয়া করিয়াছেন যে, যদি দেশ দেশের সাধারণ আর্থিক ধারে, তাহা ধারণা না করেন তাহা, যদি তবে সাধারণ ক্রমিক সাধারণ অন্যান্য সেবাদীর আর্থিক ধারে করিবে। আমরাও এইরূপ করি ... ধরিয়া ধরিয়া আমরা আ... ধরে, সাধারণ ধারণা বিশেষের সম্বন্ধে—এরূপ টাকা ধরে সাধারণ। ধরা ধরে সম্বন্ধে যে, সম্প্রতি সাধারণের ধারণা ও ধারণাগুলির ধারণাকে আমা ধরণের ধরে আর্থিকধরের ধরণা আরও বাড়িয়াছে। ধরণাধারে নিজের ধরিয়া ধরিয়া একটিমাত্র কথা ঠিক

নিজের, চাকরির, ব্যবসার, ধরোয়া, বৈজ্ঞানিক, ... ধরণের ধরণাদির নিজের ধরিয়া করিয়া আমুদরা ও ধরণাদির ধারণা করা যায়। ইহাদের আর্থিক অনুষ্ঠান যদি খুব ধারণে পারা না যায়, যদি ইহাদের জীবন যাপনের প্রাথমিক সমস্যা নিরসন করা সম্ভব না হয় তাহা হইলে ইহাদের নিকট হইতে সহযোগিতা কি আশা করিতে পারি? যদি তাহা পাওয়া না যায়, তাহা হইলে তাহার পরিণাম কি হইবে কে কোন বিপ্লবীর ধরিয়া বুঝিতে পারিবেন। সুতরাং ধারণার ইহারা নিজ নিজ কাজে খুব মনোযোগ দিতে পারেন, তজ্জন্য ইহাদের আর্থিক দুশ্চিন্তা দূর করিতে হইবে। আশু অবস্থায় এরূপ ব্যবস্থা না হইলে অনেক ধারণা পরিপূর্ণ সহযোগিতা করিতে পারিবেন বলিয়া আমরা মনে করি না। সেইজন্য আমরা আর্থিক প্রেমের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার জন্য সকলকে অনুরোধ করিতেছি।

বাস্তুহারা ও বাংলাদেশ

ইতিপূর্বে ২৫ লক্ষ বাস্তুহারা পূর্ববঙ্গে আসিয়া আশ্রয় লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের দুঃখকষ্টের কথা পরিয়া নূতন করিয়া শোক করিতে চাহি না। পশ্চিম বঙ্গ হইতেছে পুরা বাংলার ছিন্ন ভারের এক ভাগ। এই সামান্য স্থানে এই সকল লক্ষ লোককে কোন প্রকারে বসবাসের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু পাকা ব্যবস্থা কিছুই হয় নাই। এইরূপ অবস্থায় আরো নূতন করিয়া হাজার হাজার বাস্তুহারা পাকিস্থান হইতে লোককে বিতাড়িত করিতে ভয় করিতেছে। কলকাতাকে তাহা করিয়াছে যে বিরক্ত দিতে চাহি না। এখন প্রশ্নটা তিন হাজার লোক নিয়াদর আসিয়া পৌঁছিতেছেন এবং প্রত্যহ সেই হাজার লোক এখানে ও ওখানে আসিতেছেন। পশ্চিম বঙ্গে ইহাদের স্থান দিতে হবে, ইহাদের বসবাসের ব্যবস্থা করিতে হইবে, ইহাদের খাদ্যের জোগান দিতে হইবে, পাইকারদের চাহিদা অনুযায়ী এই জিনিসগুলির ফলে ভাবের সাথে সাথে বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে। তাহাদের অর্থ-ব্যবস্থাকে পাকিস্থান একটা বিরাট ধিক্কার দিয়া দাঁড়াইয়াছে। এর ধারা এরকারে থাকতে দেওয়া ... ধরিয়া ধরিয়াছেন তাহা ঠিক করিতেছে। কিন্তু আমাদের কথা এই বাস্তুহারাদের সহায়তা করার জন্য ঠিক কারণের সহায় হয় না, কারণে যে সাহায্যের আশ্রয় যে ঠিকা চাহে। কিন্তু সকল ... সুযোগের সুবিধার হইয়া করিয়া, অবস্থান করিয়া নিজেদের করিয়া সাথে নিজেরা বাসস্থান ... এই সুযোগ করিয়া চালাইতেছে—তাহাকে ধারা হইবে।

আর্থিক ভাবে পাকিস্থানে যদি অর্থাভাব না থাকিত তাহা হইলে তাহাদের নিজের ধরিয়া কোন সাথে কাজ নাই। সুযোগ বুঝিয়া আবার পাকিস্থান যা ধরিয়া চেষ্ট আরম্ভ করিবে। পাকিস্থানের ধরিয়ে সহায় আমরা ভাবি না। কুটনৈ ধরিয়ে যে সৈন্য নিয়ন্ত্রণ আনিয়া পাকিস্থান পরিদর্শন করিয়াছে, সেই নিয়মের মেজর সাহেবটি সম্প্রতি কলিকাতায় বলেন যে, পাকিস্থানে যে বাস্তুহারাদের অবিলম্বে চালাইতে তাহার জন্য তাহার নিজেদের ধরিয়া মুসলমান নিয়োগে সমর্থ নহে। সাধারণ এই সহায় ধরিয়ে পাকিস্থান সম্বন্ধে বিদেশীদের ধারণা স্পষ্ট বোঝা যায়। পাকিস্থান এখনো যায়—তাহাতে আমাদের বাধা দিবার কিছু নাই। কিন্তু সে তাহার সঙ্গী করিয়া ভারতকেও যদি সঙ্গে টানিতে থাকে তাহা হইলে প্রবল বাধা দিতে হইবে। আমরা ভারত রাষ্ট্রের কাছে এই দাবীই জানাইতেছি। প্রতিবেশী রাষ্ট্র যদি অকারণে অশান্তি বাধাইয়া ভারতকে বিব্রত করিতে থাকে তাহা হইলে আন্তর্জাতিক প্রতিবিধানের পরোয়া না করিয়া ভারতকে বলিতে হইবে—এই বিপুল সংখ্যক বাস্তুহারার পুনর্বসতির জন্য উপযুক্ত পরিমাণ জমি পাকিস্থানকে ছাড়িয়া দিতে হইবে। চাহিবামাত্রই পাকিস্থান তাহা দিবে না। সুতরাং যাহা করিতে হবে, সেইরূপ ব্যবস্থা করা আশু প্রয়োজন এই এক দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা এই বিপুল সংখ্যক অধিবাসীর বসবাস সম্ভব হবে। আমাদের উদ্বিগ্ন ও বিব্রত নিয়োজনের পুনর্বসতির ব্যবস্থা করিতে সক্ষম হইয়াছেন। ইহা সুসংবাদ। কিন্তু এইভাবে বাংলার অধিবাসীদের চারিদিকে ছড়াইয়া দিয়া বাংলাদেশের বিলোপ সাধন হইবে বলিয়া আমরা মনে করি। ভারতরাষ্ট্র পাকিস্থানের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় পরিমাণ জমি লইয়া এই বাস্তুহারাদের জন্য তাহা বন্টন করিয়া দিন। বাংলার ও বাঙালির অস্তিত্ব রক্ষার ইহাই একমাত্র উপায়।

পাকিস্তানী পাট

পাকিস্থানের পাট লইয়া অনেক লেখালেখি হইতেছে। ভারত কৃষিবিভাগের এ বিষয়ে আর কিছু মন্তব্য করা উচিত হইবে না। কিন্তু একটি সংবাদ শুনিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি এবং সেই কারণেই এই পাকিস্থানের বিষয়টি কথা উল্লেখ করিতেছি। আমরা শুনিয়াছি পূর্ব পাকিস্থান হইতে তিনটি ফ্লাট বোঝাই যে পাট সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়াছে, সে পাটের দর মণ প্রতি তিরিশ আনা তুলিয়াছে। পাকিস্থান ও তথা মুদ্রার যে মূল্য অবলম্বন করিয়া বাণী করিয়াছে, সেই তাহা স্বীকার করিয়া লয় নাই। ভারতের এই অস্বীকৃতি অকারণ নয়। স্বীকার করিয়া লওয়া হয় যায়, তখন কোন্ মুদ্রামানের উপর ভিত্তি করিয়া পাকিস্থানের সহিত ভারতের আর্থিক লেনদেন হবে পারে, তাহাই জিজ্ঞাসা। হিসাব যাহা হোক তাহার যে তরিতরকারির তাহার মূল্য কোন হিসেব অবশ্য আছে বলিয়া আমরা না হয় ধরিয়া লইলাম। কিন্তু এই হিসেব কোন নীতির উপর ভিত্তি করিয়া দেওয়া হইল আমরা তাহা জানিতে পারিলে খুশি হইব। সম্প্রতি আরও প্রকাশ, এই পাট আনিবার ব্যবস্থা ব্যবসায়ী দ্বারা করিয়াছেন। তাঁহাদের এ কাজ রাষ্ট্রবিরোধী কাজ বলিয়া গৃহীত না হইবে কেন, আমরা তাহাও জানিতে ইচ্ছা করি। এই সংবাদটি একেবারে চাপিয়া রাখা হইয়াছিল। কিন্তু পাকিস্থান দুই মাসের চেষ্টায়ানের একটি বিমানের উহা ফাঁস হইয়াছে। কে বা কাহারা এই হীন কাজের জন্য দায়ী অবিলম্বে তাহার তদন্ত হওয়া আবশ্যক। দেশের নীতি মানিয়া চলিতে যদি ব্যবসায়ীগণ স্বীকৃত না হন, রাষ্ট্রের মর্যাদা রক্ষার জন্য যদি তাঁহারা বাধ্য না হন তাহা হইলে তাঁহারা রাষ্ট্রবিরোধী বলিয়া গণ্য হইবেন কেন।

বিষয়টি সহজে মিটমাট হইতে চলিবে না। ভারতীয় পার্লামেন্টে যদি এমন একজন সদস্যও থাকেন, যিনি কাশ্মীর সম্বন্ধে কিছুই ভাল বলিতে ভয় করেন, যিনি কাশ্মীর অধিকারকে কিছুই অধিকার বলিয়া মানেন, তাহা হইলে তাঁহার অন্ত কারণ হইতেছে এ বিষয় বিশ্লেষণের ভার তুলিবার জন্য পার্লামেন্টে প্রশ্ন উত্থাপন করা। ইহার মূলে কোথায় অর্থ হইতেছে পাকিস্তান কর্তৃক নিষ্কান্তি হারার মুহূর্তে বাজেট প্রণয়ন করিয়া লওয়া। যে মুহূর্তে সমস্তটাই স্বীকার করিয়া লওয়া, তাহা বিলম্বিতভাবে স্বীকার করিয়া লওয়ার সমান।' এ ঘটনাটিকে কাশ্মীর ঘটনা বলিয়া আমরা মনে করি। অনুরূপভাবে মুনাফা কোম্পানীর ক্ষেত্রে একটা রাষ্ট্রের নীতি বাজেটে ধরিয়া রাখিবে ইহা কোন্ শ্রেণীর কথা?

পাকিস্তানে পাটের চাষ

পাকিস্তান পাট বোর্ডের চেয়ারম্যান সম্প্রতি বলিয়াছেন যে, পাকিস্তানে যে পরিমাণ জমিতে পাটের চাষ হয় আগামী মরশুমে তাহার পরিমাণ এক তৃতীয়াংশ কমানো হইবে। তিনি আরও বলেন যে, ১৯৫৬-৫৭ সালে পাট চাষের জমির জন্য ফড়িয়াদিগের নিকট হইতে ঋণ আদায় (অর্থাৎ মরশুমের ৫০ ভাগ) হিসাবে পাকিস্তান ব্যাঙ্ক হয়, বর্তমান মরশুমে উহা কমানো হইবে। উহা কমপক্ষে ১৫ কোটি টাকার হয় আদায় (মরশুমের ৩১/১/৩ ভাগ) হিসাবে পাকিস্তান ব্যাঙ্ক হইবে। তাহাদের সহিত পাটের ব্যবসায়ে লিপ্ত চাষী পাকিস্তান কতটা বুদ্ধির কাজ করিয়াছে তাহা যে কোন এইভাবে দেখা যাইবে। পৃথিবীর মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান একমাত্র পাট ক্ষেত্র বলিয়া পরিচিত ছিল। বিশ্ববাসী এই বস্তুটির অভাবের জন্য হইয়া পাকিস্তান কোন্ পথে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে তাহা তাহারা নিজেরাই এখনি বুঝিতে পারিবে। আমরা তাহার জন্যে আসু নিয়া হাত আর দেখাইয়া দিতে চাহি না। তাহাদের সহিত ইতিমধ্যেই চুক্তি করিবার কালিন তাহাদের দিক চাপা পড়িত হইত না। কিন্তু পাকিস্তানের অর্থনীতির আত্মঘাতির সীমা নাই। তাই অর্থনীতির কথা শুরু করিয়া যখন দেখিলেন হার হইতেছে, তখন নূতন ভাবে ক্ষেত্রে খেলা করিলেন। তাহার ফল কতদূর শোচনীয় অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে, সকলেই তাহা প্রত্যক্ষ করিতেছি। মানুষের মন-মানস ভাবান্তর লইয়া এতদূর যাহারা লাভা খেলিতে পারে, তাহাদের সহিত অধিক আলোচনা করিয়া লাভ নাই।

বিদেশী মূলধন

ভারতের শিল্পায়নের জন্য বিদেশী মূলধন আমরা আমন্ত্রণ করি। ইতিমধ্যেও আমরা এই সরকারী নীতি সমর্থন করিয়াছি। এখন পুনিঃ সেই ভারতের আমন্ত্রণ লিয়া সংবাদপত্রের স্তম্ভে বিদেশী মূলধন বিনিয়োগের আলোচনা হইতেছে এবং কয়েকজন বিদেশী মূলধন এদিকে অগ্রসর হইয়া আসিয়াছেন। মোটামুটি ভাবে বিদেশী মূলধন খাটানোর বিরোধিতার নীতি সমর্থন করা যায়, কিন্তু যে কোন ক্ষেত্রেই বিদেশী টাকা খাটানো সম্বন্ধে কতকগুলি সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক। ভারতের উৎপন্ন দ্রব্য প্রায় ৩ হাজার মাইল যাইতে হইবে। তাহাতে বিদেশী মূলধন খাটাইবার সময় এই বিষয়টির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। বিদেশীরা যেখানে সেখানে খুব ইনভেস্টমেন্ট করে হবে বলিয়া আমরা মনে করি না। দেশ কথা বলবার দিকে যদি আমরা লক্ষ্য না রাখি, তাহা হইলে কে যে কখন ঢুকিয়া পড়িয়া বার হইয়া বাহির হইবে তাহা বলা যায় না। কোন বিদেশী ব্যবসায়ে তাহাদের দেশের মাল বিক্রয় করিয়া দিতে না পারে এমন ব্যবস্থা করিতে হইবে। এবার সময় যে, তাহাদের এই বিরাট উৎপাদনের অনুপাতে বিদেশী বৈদেশিক প্রয়োজন, এবং সেই জন্য তাহাদের দিক সতর্কতার অত্যাবশ্যক। কিন্তু এ কাজ অত্যন্ত ধীর ভাবে করা যাইতে পারে। দেশের বিনিময়ের যদি তাহাদের টাকা এদিকে খাটাইতে সম্মত না হয়, তাহা হইলে আমরা বিশ্বব্যাঙ্কের নিকট অন্য অনুরোধ করিতে পারি। কৃষির উন্নতির জন্য বিশ্বব্যাঙ্ক হইতে কম সুদে টাকা নিয়া আমাদের হইয়াছে—এখন তাহাদের শিল্প প্রসারের জন্য সেই সুদ হইতে টাকা আনার সময়। বিদেশীরা তাহাদের দিক হইতে লাভজনক হইবে কিনা তাহা বিবেচনা করিবে। তাহাদের কোন দুর্বলতা দেখিলেই তাহারা তাহার সুযোগ লইতে ত্রুটি করিবে না। এই সব বিষয়ে বলিয়া এখন পর হইতে বিদেশীদের দূরে রাখাই সমীচীন। ভারত ও পাকিস্তানের জন্য এই ক্ষেত্রেও সমান বিদেশীরা সমান ভাবে ভারত বিরোধী ও পাকিস্তান ভক্তি হইয়া উঠিয়াছে, তাহা দেখিয়াই তাহাদের মনোভাব সহজেই বোঝা যায়। পাকিস্তানে যে ধরনা দিয়াছে, মাটীর উপর লাভা পাতা মেলিয়াছে—তবুও বিদেশীরাই টাকার প্রতিবাদ করিবার জন্য অগ্রসর হয় নাই; তাহারা ভারতের বিরুদ্ধেও একই আর্জি দরখাস্ত করিয়াছে। ভারত যে অবিলম্বে একটি বিরাট শক্তির দেশ পরিণত হইবে—ইহা পৃথিবীর মানুষ মনে করে। তাহার কারণে বন্ধু খুঁজিয়া লইতে না চাহিলেও পারে তাহার জন্য বিদেশী মূলধন আসিবে।

(সংবাদের দোকান)

দিন প্রতিষ্ঠানের উপর বেশী আস্থাবান। অন্য আর ১টি ব্যাঙ্কের মধ্যে রাষ্ট্রপতির আমেরা ছোট ছোট বিদেশ প্রতিষ্ঠান ও প্রসারের উপর বেশী জোর দিয়া থাকেন। এই দুটি ব্যাঙ্কের মধ্যে লাভজনক বিলয় অসম্ভব নয়। মূলধন এবং ছোট ছোটো শিল্পগুলি ব্যাঙ্কের পরিপূরক হিসাবে পাশাপাশি থাকিয়া উন্নতি করিতে পারে। মূলধনের জোরের বিরোধিতা এবং বৈদেশিকদের এই ভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের পথ আবিষ্কার করিতে হইবে।

ক্ল্যাড ষ্টোন লাক্সেল

এণ্ড কোং লিঃ

৪, ক্লেয়ারলী ষ্ট্রেস্, কলিকাতা।

টেলিফোন : বাজে ২৫৬১—২৫৬৫।

টেলিগ্রাম : বাট।

ষ্টীমার এজেন্টস্

বি বিটি লাইন লিঃ

লোকনাথ এণ্ড বাহাদুর এন এস কোং লিঃ

এল লাইন লিঃ

ইম্পোর্টার্স্ ও ষ্টকিষ্টস্

অন্যের ব্যবহারীয় সরঞ্জাম শিল্পসম্ভার

ব্যবহার প্রকারি

অফি নির্মাণক, বিদ্যুৎবাহক

ডি, ডি, ষ্টে লোকা-মালিক সংশোধক

যন্ত্রিক (বাঙ্ক)

ম্যানেজিং এজেন্টস্

কেক এণ্ড কোং লিঃ

(চিনি ও অন্য প্রস্তুতকারক)

ষ্টাঁই ইণ্ডিয়া ষ্টার্চ, কোং লিঃ

ভালকাটা লাক্সিং এণ্ড সিলিং কোং লিঃ

(লাইটারেজ)

ইন্সিওরেন্স ও লয়েড এজেন্টস্

সংবাদ সংকলন

টেলিফোন উপদেষ্টা কমিটি

[illegible] সরকারের সম্পাদক সম্মেলনের সভাপতি শ্রী বি. আর. [illegible] সম্মেলনের পক্ষ হইতে প্রস্তাবিত টেলিফোন উপদেষ্টা কমিটিগুলির প্রতিনিধির করিবার জন্য নিম্নলিখিত অফিসারকে মনোনীত করিয়াছেন :—

কলিকাতা—অতিরিক্ত পরিচালক সম্পাদক শ্রী [illegible] মেসার্স—চীফ অফ ষ্টাফের সম্পাদক শ্রী এ. পোদ্দারদার, মাদ্রাজ—'ডিফেন্স' সম্পাদক শ্রী এ. [illegible] লক্ষ্ণৌ—'ডিফেন্সের' সম্পাদক শ্রী [illegible] মাসী, কানপুর—বৈমানিক সরঞ্জামের সম্পাদক গ্রুপ ক্যাপ্টেন [illegible], আমেদাবাদ [illegible] সম্পাদক ডিরেক্টর [illegible] ঠাকুর, [illegible] আসাম কাপ্টেনকর্ণেল 'ডি' [illegible] [illegible]।

মিশরের নূতন বাজেট

[illegible] সরকারের ১৯৫৮-৫৯ সালের বাজেটে মোট ৩০ লক্ষ পাউণ্ড [illegible] ধার্য্য করা হইয়াছে। ১৯৫৯ সাল হইতে এই ঘাটতি পূরণ করা হইবে বলিয়া জানান হয়।

এই বাজেটের [illegible] প্রকাশিত হয় তাহাতে আয়ের পরিমাণ ১৮ কোটি ৯০ লক্ষ এবং ব্যয়ের পরিমাণ ১৯ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ড হইবে বলিয়া জানান হয়।

পাক-ভারত বিরোধ

[illegible] ও ভারত ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানকে কাশ্মীর বিরোধ মিটাইয়া ফেলিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছে। উহাতে বলা হইয়াছে—এই ঘটনা লোকের আর্থিক অবস্থা খারাপ করিতে সাহায্য করিয়াছে, ফলে ইহার সমাধানে উৎসাহ করিতে পারিতেছে এবং এই ঘটনা সম্প্রদায় হইতে দেশ পরাধীন হইয়া যাইবে। উহার ফলে হিন্দু মুসলমানের অন্তরে যে জ্বালা সৃষ্টি করিয়াছে তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। এই বিরোধের আর একটি কারণ অর্থনৈতিক নহে। পাকিস্তান যুদ্ধ বুঝা হাল না করার দায়িত্বের ব্যাপারে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় তাহাই আবার এই অর্থনৈতিক সংকটের মূল। এখন স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে পাকিস্তানের এই বিরাট ঘাটতি [illegible] বৃদ্ধি [illegible] এবং দুর্বহ হইবে। পরিণামে কি দিয়াছে আশা করিয়া একযোগে উপযুক্ত প্রস্তাব পরিচালনের প্রস্তাব করিয়াছেন। আশা করি [illegible] সংকট বাড়িয়া যাইবে তাহা হইলে বলিতে হইবে যে এই আবেদন অগ্রাহ্য করিয়া কি দিয়াছে আশা করা ভুল করিবেন। মার্কিন [illegible] মন্ত্রী মিঃ ডিলেসের সম্প্রতি প্রবন্ধের কারণে তুলিবেন তাঁহাকে দিয়ে সাহিত্যের আশা করিতে হইবে।

[illegible] ভারতবর্ষ, কাশ্মীর সমস্যার [illegible] ও পাকিস্তানের পক্ষ হইতে যাহা বলিবার কাশ্মীর সম্বন্ধে যে [illegible] হইবে তাহাতে উহা উপস্থাপিত [illegible] ৫০টি লোকের জীবনের [illegible] দিয়াছে।

পাক-ভারত বাণিজ্য

[illegible] দিবসের মধ্যে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে [illegible] বাণিজ্যের হিসাব মাসিক [illegible] সম্প্রতি [illegible] করিয়াছেন। [illegible] পাকিস্তান হইতে ঐ মাসে ভারতের [illegible] ১৬,২১৩৯৯৲ টাকার মাল আমদানী ও ভারত হইতে ১,৪৪,৭৭,১৪৬৲ টাকার মাল রপ্তানী হইয়াছিল ; অর্থাৎ [illegible] বাণিজ্য ভারতের ১৮১ লক্ষ টাকা লাভ ছিল।

পূর্ব বাংলার সহিত ভারতের বাণিজ্য সম্পর্কে হিসাবটি নিম্নে প্রকাশিত হইল : মোট আমদানী ১১, ১৩,৫৫০৲ টাকা (মধ্যে ৩,৪২,০৪৭৲ তরলানী ৭,২৪, ০০০৲, অন্যান্য চালান ৬৬,০০০৲, তুলাদি ৪২,১৮৫৲, পাট, ১,৩০,৯০৬৲, তামাক ১৩,১৩১৲, আলানী কাঠ ৩৯৮০৲, অন্যান্য কাঠ ২৯,৩৭৫৲,)।

মোট রপ্তানী ১,৪০,৩৮,০১৮৲ টাকা (চালের ১,৩৮,০৪২৲, তরলা ৪,৮৩,৭৪৫৲, তৈল ও গুড় ইত্যা ২,৪২,১৭৮৲, তরলানী ও ফল ৮,৫৫,৮৪৬৲, বিজলী বাতি প্রভৃতি ১,১৬,৩৩২৲, তুলাদি ১,১১,১১২৲, বাবার তৈল ৮,৪৮,০৪৩৲, দলিল তৈল ২,০১,৯০২৲, অন্যান্য উদ্ভিদ তৈল ১১,৮০,৯০৪৲, চাউল, গম, ডাইল বাদে অন্যান্য শস্য ২,১১,৪৮০৲, ঘি ১১,৭১,৪৫৪৲, লবণ ৭,৪৯,৪০৩৲, লঙ্কা ৪,৪০,৪৩৫৲, অন্যান্য মশলা ১,৪২,৪০৪৲, পশম ও তুলা ৮০,৩১৯৲, তোষা তুলা ১,৪২,১১৩৲, বৃষ্টি, পাড়ী ও তার ১,১১,১০৮৲, অন্যান্য শ্রেণীর মাল ১,৯৬,৪৪১৲, সিমেন্ট, চুনা প্রভৃতি ৮,৪১,০১৯৲, তাঁত ও কাগজ ফিল্ম ১,৪৯, ০৮০৲।

পশ্চিমবঙ্গের কলকারখানা

১৯৫৮ সনে পশ্চিম বাংলার কল কারখানায় দুর্ঘটনার বিবরণ সম্বলিত ১৮৯২টি প্রতিষ্ঠানের রিপোর্ট হইতে হিসাব পাওয়া গিয়াছে। ঐ বৎসর মোট ৪৬, ০১৪টি দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল ও তৎসম্পর্কে মোট ১১,৪৩ ৮২৯৲ টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদত্ত হইয়াছিল।

দুর্ঘটনায় ফলে ২৪৪ জন লোকের মৃত্যু হয়, ১৪৪৪ জন স্থায়ীভাবে কাজ করিবার অক্ষমতা হারায়ও ও ২৪২-২৩ জন সাময়িক ভাবে অক্ষমতা হইয়া পড়ে। কারখানা শ্রেণীভেদে দুর্ঘটনার পরিমাণ ছিল নিম্নরূপ :—

—খনিতে মোট ৫,৪৭,২৩৯৲ টাকার ক্ষয়ক্ষতিসাধন হয়, ২,২১,৮০৲, সাময়িকভাবে ক্ষয়ক্ষতিসাধন ২,৪৭,৯৫৮৲. চুনারে মোট ক্ষতি ১৩৫৪৮৲ আনা স্থায়ী অক্ষমতার জন্য ক্ষতি ৩৩৭৮৲ আনা ও সাময়িক অক্ষমতার জন্য ক্ষতি ১৭৮৲ আনা ক্ষতিপূরণ বিতরিত হইয়াছিল।

ভারতে সর্বপ্রথম বাণিজ্য মেলা ও শিল্প প্রদর্শনী

ভারতের সর্বপ্রথম বলিয়া কথিত শিল্প প্রদর্শনী ও বাণিজ্য-মেলার উদ্বোধন প্রসঙ্গে রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ, ভারতের অনুন্নত সম্পদের সন্ধান ও উদ্ধার করিয়া ভারতের অর্থনীতির দুর্বলতাকে দূর করিবার উদ্দেশ্যে, অর্থনীতির কাঠামো দৃঢ় করিবার জন্য শিল্পপতি, বৈজ্ঞানিক এবং অর্থনীতিবিদ্‌দের নিকট আবেদন করেন।

ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলেন, আজ ভারতের নূতন যুগের সূচনা হইয়াছে। আজ আমরা নিজ অভিপ্রায় অনুযায়ী আমাদের সম্পদের সদ্ব্যবহার করিতে পারি। আমাদের প্রকৃত সম্পদের সন্ধান হইতে কিংবা তাহার সদ্ব্যবহারের চেষ্টা না করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিতে পারি না।

ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলেন, এই সকল সম্পদের সদ্ব্যবহারের বিষয়ে দেশের শিল্পপতি, বৈজ্ঞানিক, ব্যবসায়ী এবং অর্থনীতিবিদ্‌গণকে উদ্যোগী হইতে হইবে।

কৃষির শিল্প সমান গুরুত্বপূর্ণ

ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলেন, দেশের শিল্পোন্নয়নের বিষয়ে বিভিন্ন মতামতগুলি বলা আছে। এখানে মূল

(শেষাংশ ৬৫৩ পৃষ্ঠায়)

পণ্য-দুনিয়ার খবরাখবর

চিনি-শিল্প ও সরকারী সিদ্ধান্ত

[illegible] উপর হইতে সরকারী সিদ্ধান্ত [illegible] বাড়তি কমার সিদ্ধান্ত ঘোষিত হওয়ার [illegible] বিশিষ্ট হয় নাই। কিন্তু যেরূপ হিসাব করার পরে চিনি-শিল্পে ইহার প্রতিক্রিয়া কিরূপ হইবে, সেসম্বন্ধে বাজারে খুব গরমা-গরম আলোচনা চলিতেছে। [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] খুব বেশী, এবং কারখানার [illegible] [illegible] [illegible]

শেয়ার বাজার

দরে যথেষ্ট অবনতি

কলিকাতা, ১২ই মার্চ, শনিবার। এ সপ্তাহে বাজার বিশেষ মন্দা ভাব লইয়া শুরু হয়। সোমবার ও মঙ্গলবার সিকেই খুঁজি দেখা যায়। মাত্র কয়েকটী সেয়ারের দরিদার ছিল, কিন্তু তাহাদের দুরাকাঙ্ক্ষা বশতঃ দরে কিনিবার আগ্রহ দেখায়। ফলতঃ দরে বিশেষ বেচা-কেনা হয় না, কিন্তু কাগজপত্রী অং. দরে ৭ ইণ্ডাস্ট্রিজ ১১৯৮০ দরে কিনিবার দেখা যায়। ওদিকে বাহিরের অবস্থাও ভাল নহে, কিন্তু স্টক এক্সচেঞ্জে ও বাজারের বড় বিদেশ ঘটনা দেখিবার সপ্তাহের ২৬৮০ ও ১১৮০ আসে হয়। শেষে বাজারে কোনো চঞ্চলতা ছিল না। বাজারের বন্ধ দরে বাহির ১১৯৮০ হয়। বাজারে ও ইণ্ডিয়া কেমিক্যাল ১ সপ্তাহে ৬ ইণ্ডিয়ান ইণ্ডাস্ট্রিজ ৭ সপ্তাহে ৮৮০ ও ৭৮০ আনার ছিল থাকে। ইণ্ডিয়ান আয়রণ ৩১৮০ আনার খুলিয়া ৩১৮০ আনায় বাহির হয়। ঈষৎ বিক্রয়ের চাপে সপ্তাহের শেষ দিনে ২১৮০ হইতে ১৯৮০ আসে হয়। বিদেশ বিক্রয়ের চাপে শুরু হয়—হঠাৎ মন্দার খোরাক দরের নীচের দিকে কোঁক দেখিয়া এই বিক্রয়ের ফল বাহিরে শুরু করে। ইণ্ডিয়ান ইস্পাত বিক্রির ফল আরও ঘটে, কিন্তু দর অবশ্য নামিয়া যায় ও ৩১৮০ আনার কিছু বেশীতেও হয়। ডালমিয়া ফার্মে ১৫৮০ আনায় ছিল থাকে ও টিলাস কেবল ৫০ টাকায়। কিন্তু আসানসোল ঘাই অনেকটা নামিয়া ৮৯৮০ হয়। চায়ের সেয়ারের দরেও কোন পরিবর্তন হয় না—কেশপুর ১১৮০ ও মিট ডুয়ার্স ১১৮০ থাকে।

পরবর্ত্তী দিনের বাজারের ইতিহাস বেশী লম্বা নয়, মন্দা অবস্থাটিই দেখা যায়—সেয়ারের দর আরো খানিকটা কমিয়া যায়। পূর্ব্ব বাজার অবস্থা ও নূতন পরিস্থিতের অভাবের ভাব ভারবার খুবই কম হয়। বোম্বাই হইতে পরিষার না কোনো সমর্থন বাহারই তথা কয়েকটী সেয়ারের পরিচয় পাওয়া যায়। ফলতঃ দর একটু বাড়ে, কেবলের দর ১৯৮০, বঙ্গলক্ষ্মী মিল ১২৮০, লাক্ষা কলাপুরা ২৬৮০। পাটের বাজারে কোন উন্নতিরই দেখা যায় না, এ বিভাগে সামান্যই নমুনা দেখা হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। ইণ্ডিনিয়ারিং বিভাগে ফ্রেজারই ৮৮০ আনায় স্থির থাকে, বার্ণপুরের দর নামিয়া ৬৬৮০ হয়। সিমেন্ট ফ্রেণ্ডে দর অনেকটা নামিয়াও শেষ ইণ্ডিয়ান ডালমিয়া পরিষার দাঁড়ায়, তখন ইহার দর হয় ৩১৮০। টিন কন্ট্রাক্টরের ১১৬৮০ আনায় বন্ধ হয়। বিভিন্ন বিভাগে ইণ্ডিয়ান ইস্পাত ও ইণ্ডিয়ান হোটা যথাক্রমে ৩৭৮০ ও ১৪৮০ দাঁড়ায় কিছু বেচা কেনার কাজ করে।

সপ্তাহের মাঝামাঝি সমস্ত শেয়ার বাজারের ভাবটা আরও খারাপ হয়—সব আরও নামিয়া যায়। বোম্বাই হইতে কোন কিনিবার কোন আগ্রহ না থাকায় বাজার অনিশ্চয়তার ভাব দেখা দেয়, ফলতঃ টিন আয়রণ পরিচালন সম্বন্ধে আরও খোরালো হইয়া উঠে—এই দুই কারণ মিলিয়া বাজারে খুবই অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। অধিকাংশ সপ্তাহে যেন বাজার হইতে পড়িয়া দাঁড়াইয়াছিল, হঠাৎ কেনা-বেচা সকলের দরের ভালমন্দ প্রশ্নের প্রশ্ন মনেরও হইয়া ওঠে। ফলতঃ সব নামিয়া যায়। ডালমিয়া ৩৭৮০ পর্যন্ত নামে। বোম্বাই আয়রণ ৯ মিয়া ১২ টাকায় দাঁড়ায়, অন্য এই সময় বেচনের ৮৮ হয় ৫১৭।

পাটের বাজারের প্রতি কারবার উৎসাহ দেখা যায় না। কাটক বাজারে হাজরা ২৬৮ হইতে ২৫৮ আনায় নামিয়া যায়। ইণ্ডিনিয়ারিং বিভাগে ইণ্ডিয়ান আয়রণ ৩১ টাকায় খুলিয়া চার আনা ওঠা নিম্নদরে ৩১৮০ আনা হয়।

চায়ের পরবর্ত্তী দিন বাজারে খুব সতর্কতার পরিচয় ভাব বজায় হয়। কিন্তু বাজার বন্ধ হইবার কিছু আগে দরের সামান্য উন্নতির সম্ভাবনা দেখা যায়। বাজারের সব অংশেরা কিছু বেশী দরে কয়েকজন কারবারীর মধ্যে বেচা হাত বদল হয়। কিন্তু ফলাফল বিভাগে দরের কোন উন্নতি লক্ষিত হয় না। পূর্ব্বদিন দিনের দরে অর্থাৎ ৫১৯ টাকায় জেল সেয়ার সামান্য কেনা-বেচা হয়। বঙ্গলক্ষ্মীর দর আরও বাড়িয়া ১১৮০ আনা হয় ও লাক্ষা কলাপুরা ২৬৮০ আনায়। পাটের বাজারে এদিনও কোন কেনা-বেচা হয় না। আর অনেকটী ফ্রাক্সলের সেয়ার ২২৮ দরে কেনা-বেচা হয়। কাটকা বাজারে এ সময় বিশেষ উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়। এখানে ইণ্ডিয়ান আয়রণ ৩১৮০ দরে শুরু হইয়া ৩১৮০ আনায় নামিয়া যায়। এই দরের অনেক হাজার শেয়ার হাত বদল হয়। বাজার বন্ধ হইবার পর অনেক এই শেয়ার মোদ্দা ৩১৮০ পর্যন্ত দরে কেনা-বেচা হয়। টিন কন্ট্রাক্টরের দর ১১৮০ পর্যন্ত নামিয়া যায়। তাহার পর সামান্য উঠিয়া ১১৮০ হয়।

সপ্তাহের শেষ দিনের বাজারের অবস্থায় কোন পরিবর্তন দেখা যায় না। এদিন অতি সামান্য ভাব কারবার হয়, এমন কি ইণ্ডিয়া আয়রণেরও কোন বেচা-কেনা হয় না বলিলেই হয়। ফলতঃ পাটের বাজারে কোনই উৎসাহ ছিল না, সমস্ত অংশ নিষ্প্রভ থাকিয়া যায়। ইণ্ডিনিয়ারিং বিভাগে বার্ণপুর ও বুলাসুরী কিছু বাড়িয়া যথাক্রমে ৬৮০ ও ৭৮০ হয়। টিন কন্ট্রাক্টরের সামান্যের ২১১০ হয়ে এরূপ ভাবে থাকে। ইণ্ডিয়ান আয়রণ ৫৮০ ও ৩১৮০ আনায় মধ্যে ওঠা-নামা করে।

বিবিধ বিভাগে টি আর্থ কন্ট্রাক্টরের ১৬৮০ ও ডালমিয়া ফার্মের ৭৮০ সর হয় এবং ইণ্ডিয়ান এলুমিনিয়াম ১১২৮ হয়।

বাজারের হালচাল

বাজার বন্ধকালীন দর]

সরকারী ঋণপত্র

৩½ সুদের (১৯৪৭) ১৭৸০, ৩½ সুদের (১৯৫১) ১০১৸০, ৩ সুদের (১৯৫৫-৫৮) ৯৯৸০, ৩½ সুদের (১৯৪৩-৬১) ১০১৸০, ৩½ সুদের (১৯৬০-৬৪) ১০০৸০।

ব্যাঙ্ক

বেঙ্গল সেন্ট্রাল ৮৸, ইম্পিরিয়াল ১৫৸, ন্যাশনাল ৯, ন্যাশনাল ব্যাঙ্কিং ৮৸০, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ৮১৸০, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ৪৬৸।

কাপড়ের কল

বেঙ্গল লক্ষ্মী ১৬৸০, এম্বিকা মিলস্ ১১৸, বুধ মিলস্ ২১৸০, বঙ্গলক্ষ্মী টেক্সটাইল ৪৮০, মিট ভিক্টোরিয়া।

কয়লা খনি

অন্যান্য ৮৸, বরাকর ১১৬৸০, ভোমরা ৩, মিট খীরবুর ১৩৬৸০, মিট দুকানিয়া ১৮৸০, সেন্ট্রাল ৬৬৸০, বেঙ্গল ৫১২৸, সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া ৪৬৸০, বাকীরা ১৮০, লাউদ কলাপুরা ২৬৬৸০।

পাট

বজবজ ১০৫৸, হাওড়া ১৭৬৸০, ফরিদাবাদ ১৪৩৸, নৈহাটি ১১০, ন্যাশনাল ৫৭৸০, প্রেসিডেন্সি ৪৬৸০, ভাগলবিয়া ১১৫৸, ঘাসী ১২৬৸, কেলভেডিয়ার ২১২৸, ভাগাভাটিন ৪০৸।

খনি

বর্ধা কয়লাগোলন ২৬৸০, ডিভিডেন্ড মাইকা ৭৮০, ইণ্ডিয়ান কপার ৪৬৸০, টাঙ্গস টিন ৮০৸০।

ইঞ্জিনিয়ারিং

আর্থার বাটলার ৯৸, বেঙ্গলরো ৮৸০, ইণ্ডিয়ান আয়রণ ৩১৮০, বুলাসুরী ৭৮০, বার্ণপুর ৬৬৸০, টিন কন্ট্রাক্টরস ১১৬৸০।

চিনি

বেলসর ৪৬৸০, মুরল ১৬৸০, বাজাজ ১০৮৸০।

চা

আমারহাট ৭৭৸, ঈষ্ট ইণ্ডিয়া ১৭৬৸০, কেশপুর ২২৬৸০।

জিয়েজল ডিরেক্টরি এণ্ড গাইডিলার্স লি ৫, ক্লাইভ ষ্ট্রিট, কলিকাতা হইতে শ্রীনরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত আমার লিঃ এর পক্ষে এস কমার্শিয়াল বিল্ডিং, ৭৫এ, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা—১ হইতে প্রকাশিত। মুদ্রাকরের :— শ্রীনরেন্দ্রনাথ মল্লিক

আর্থিক ভারত

ARTHIK BHARAT

অর্থনৈতিক সাপ্তাহিক

২য় বর্ষ ৪৩শ সংখ্যা] কলিকাতা, বুধবার ৮১ ১৩৫৮ সাল [মূল্য ।০

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	৬৭৭
উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন বা	
সাময়িক	
খাদ্য কমন ও কলসেচ	
উদ্বাস্তু ও আদিবাসী শিক্ষা	
জাতি গঠন ও	
ব্যবসায়ীদের কর্তব্য	
সংবাদ সংকলন	
পণ্যাদ্রব্যের বাজার	
নিয়ন্ত্রণ শিথিল হইবে না	
শেয়ার বাজার	
সপ্তাহ শেষে সামগ্রিক উন্নতি	

উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন ব্যবস্থা

ভারতের অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে নূতন করিয়া আর এক সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। ভারতের খাদ্য-সংকটের দিনে নূতন করিয়া আর এক সমস্যা দেখা দিয়াছে। ইতিপূর্বে পশ্চিম পাকিস্থান হইতে উৎখাতিত লক্ষ লক্ষ পুরুষানুদের অন্ন-বস্ত্র ও বাসস্থানের ব্যবস্থা ভারতকে করিতে হইয়াছে। এই ব্যবস্থা করিতে ভারতের অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর প্রবল চাপ পড়িয়াছে একথা সকলেই স্বীকার করিবেন। এই নূতন রাষ্ট্রের অগ্রগতির পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়া পাকিস্থান চরম শত্রুতাচরণ করিতেছে। পাকিস্থান আক্রোশবশে চাহে ভারতের অনিষ্ট সাধন ও বিনাশের মুখে পৃথিবীর অন্যতম রাষ্ট্রের সম্মান লাভ করিবার জন্য বিশ্বের আসরে প্রবেশই তাহার সৃষ্টির কারণ। কিন্তু ভারতকে অগ্রসর হইতে হইবেই।

যে নূতন সংকটের কথা বলিতেছিলাম, তাহা হইতেছে সম্প্রতি পূর্ব পাকিস্থান হইতে উৎখাতিত লক্ষাধিক উদ্বাস্তুর পুনর্বাসন ব্যবস্থা। পশ্চিমবঙ্গ ভারতের ক্ষুদ্রতম প্রদেশ ও সর্বাপেক্ষা বেশী ভনাকীর্ণ। এখানে পূর্ব সমস্যা আছেই তাহার উপর আবার এই অগণিত নরনারী ও শিশুকে আশ্রয় দিতে হইবে।

ভারত খাদ্যের ব্যাপারে সম্পূর্ণতা লাভের জন্য বিশেষভাবে খাদ্য উৎপাদন আন্দোলন করিতেছেন। যে লোক সংখ্যা ধরিয়া স্বয়ং সম্পূর্ণতা লাভের জন্য ভারত এই পথে অগ্রসর হইতেছে, সে হিসাবও সাব-ভাল হইতে চলিয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। এ পর্যন্ত যতজন লোক পূর্ববঙ্গ হইতে চলিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছে তাহার না হয় মোটামুটি হিসাব একটা পাওয়া গেল। কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে আরও কতজন উৎখাতিত হইয়া চলিয়া আসিতে বাধ্য হইবে তাহার হিসাব মিলিবে কোথা হইতে?

উদ্বাস্তুদের আছে চাকুরীর সমস্যা। এত লোকের ঘরের বা কাজের ব্যবস্থা তাড়াতাড়ি করাই শেষ হইবে না; উদ্বাস্তুদের জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থাও করা প্রয়োজন। সরকারী মহলের উদ্যমে নির্ভর করিয়া এই সব উদ্বাস্তু জনসাধারণ কতদিন জীবন যাপন করিবেন তাহাও চিন্তার বিষয়। সুতরাং চারিদিক বিচার করিয়া সমস্ত বিষয়টি ভাল ভাবিবার সময় যে আসিয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আচার্য কৃপালনী দিল্লী হইতে প্রকাশিত 'হিতবাদ' পত্রিকায় এ বিষয় সম্প্রতি এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, অনুকূল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বিবেচনা করিয়া পূর্ব পাকিস্তান হিন্দু উদ্বাস্তুদের সাময়িক একটা আশ্রয়স্থল বটে কিন্তু পুনর্বাসন কেন্দ্রের উদ্যোক্তা আমাদের পক্ষে হইবে না। যুদ্ধবিরতি হইয়া গেলে পরই পুনর্বাসন আন্দোলন আরম্ভ করিতে হইবে।

এই সমস্যার সম্মুখীন হইবার জন্য ভারত সরকার প্রস্তুত হইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। পশ্চিম বঙ্গের প্রতিবেশী উড়িষ্যা, বিহার ও আসাম, এই সব উদ্বাস্তুর ভার গ্রহণে সম্মত হইয়াছেন। গভর্নমেন্ট ভারত করার করিয়াছেন যে, এই সমস্ত জনসাধারণের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করিবার ভার তাঁহাদের করিতে হইবে। এই প্রস্তাবে গভর্নমেন্টকে সাহায্য করা জনসাধারণের একান্ত কর্তব্য বলিয়া আমরা মনে করি। আমরা ইহাও মনে করি যে, উদ্বাস্তুদের কিছুটা ভারতে ও উড়িষ্যায় পাঠান আবশ্যক।

ভারতের পুনর্গঠন সচিব শ্রীযুক্ত নীলমণি গোপালস্বামী আয়েঙ্গার এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের পুনঃ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গে ১৬টি নগর নির্মাণের পরিকল্পনা করা হইয়াছে। এবং এই সব নগরে মোট সাড়ে তেইশ হাজার গৃহ নির্মাণ হইবে। এক একটি গৃহে গড়ে দশ জন করিয়া বাস করিতে পারে, এইরূপ হিসাব ধরি করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, এই সাড়ে তেইশ হাজার গৃহ দুই লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার জন লোককে আশ্রয় দিতে পারিবে। মোটামুটি ভাবে এই সংখ্যাকে দুই লক্ষ বাড়াই লক্ষই ধরা হইল। কিন্তু আমাদের বক্তব্য হইতেছে এই যে, বাড়াই লক্ষ লোকের হিসাব ধরিয়া পরিকল্পনা করা হইয়াছে ঠিক হইল না। গত দেড় মাসের মধ্যেই দেড় লক্ষ লোক পূর্ব বঙ্গ হইতে চলিয়া আসিয়াছে। উপরিপূর্বে যাহারা চলিয়া আসিয়াছে তাহাদের মধ্যে বহু লোক এখনও গৃহহীন অবস্থাতেই রহিয়াছে। গভর্নমেন্টের গৃহ-নির্মাণ পরিকল্পনায় আমাদের সমর্থন অবশ্য আছে, কিন্তু গভর্নমেন্টের ব্যবস্থাটি আরও একটু ব্যাপক হওয়া সঙ্গত বলিয়া আমাদের মনে হয়। ১৬টি নগর গড়িয়া যে সমস্যার সমাধান করিবার ভরসা গভর্নমেন্ট করিয়াছেন, তাহা কখনই পর্যাপ্ত নয়। আরও অধিক সংখ্যক নগর ও গৃহ নির্মাণের ব্যবস্থা গভর্নমেন্টকে করিতে হইবে। আমরা জানি উহাতে তাঁহার বাজেটে অনেক অধিক টাকা সংস্থান করিতে হইবে। এই প্রবন্ধের আরম্ভে আমরা সে কথা বলিয়াছি।

পাকিস্তানের ন্যায় প্রতিবেশীকে লইয়া বাস করিতে এরূপ উৎপাত ও উপদ্রবের জন্য ভারতকে প্রস্তুত করিতে হইবে। উদ্বাস্তুরা ভারতের পরাধীন নাই। যতদিন পাকিস্তানে বর্তমান গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠিত রহিবে, ততদিন এই অনাচার সেখানে চলিতে থাকিবে বলিয়া ধরিয়া লওয়া আবশ্যক। প্রজাতন্ত্রী ভারতের প্রথম বাজেটে প্রায় ১ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত দেখা যায়। কর ছাড় করিয়া এই উদ্বৃত্ত অর্থ ব্যবহার করিবার প্রস্তাব অর্থ সচিব করেন এবং তাহা সমীচীনও হয়। আমাদের মনে হয় এই অর্থ উদ্বাস্তুদের জন্য অর্থাৎ এমারজেন্সি বাবদ রাখা করা উচিত ছিল। তাহা হইলে আর্থিক হিসাব এভাবে গোলমাল হইয়া যাইত না।

ঘাড় সমস্যা সমাধানের জন্য গভর্নমেন্ট কতদূর কি করিতেছেন জানি না। এই বছরে লক্ষ বাড়তি লোকের জন্য যে পরিমাণ খাদ্য প্রয়োজন তাহা অর্জনের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়া আবশ্যক। পতিত জমি পুনরুদ্ধার কার্য শুরু হইয়াছে। নূতন নগর প্রতিষ্ঠার জন্যও অনেকটা জমি খরচ হইবে। অতএব ভূমি সমস্যাও একটা আছে। পূর্ব পাকিস্তান হইতে উৎখাতিত ব্যক্তিদের বাসের জন্য উপযুক্ত পরিমাণ ভূমি পাকিস্তানের নিকট দাবী করা হইবে কি না তাহাও আমাদের জানিবার ইচ্ছা।

আর একটি কথা। পূর্ব বাংলার বিভিন্ন জিলা হইতে আগত উদ্বাস্তুদের পুনঃ প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা ঠিক কি ভাবে করা হইতেছে সে বিষয় গভর্নমেন্ট কোন নীতি ঘোষণা করেন নাই। তাঁহারা এখানে আসিয়া পৌঁছিতেছেন তাঁহাদের যেমন তেমন ভাবে একটা স্থানে জড়ো না করাই সঙ্গত। জিলা হিসাবে যদি তাহাদের বসতির ব্যবস্থা করা হয় তাহা হইলে উদ্বাস্তুদের মধ্যে সহযোগিতার ও সহানুভূতির ভাব জাগিয়া উঠিবে। এবং তাহা হইলেই তাহারা সহজে সংঘবদ্ধ হইয়া কাজ করিতে পারিবেন বলিয়া আমাদের ধারণা। এইভাবে তাঁহাদের বসতির ব্যবস্থা করিলে তাঁহারা মানসিক স্বস্তি বোধ করিতে পারিবেন। আত্মীয় পরিজন স্বজন ও বন্ধুর নিকট হইতে যাঁহারা প্রাণের ও মানের দায়ে অপরিচিত ও অজ্ঞাত স্থানে চলিয়া আসিয়াছেন, উপরোক্ত ব্যবস্থা করা হইলে তাঁহারা পুনরায় আত্মীয় বন্ধুর, পরিজন ও পরিচিতের মুখ দেখিতে পাইয়া প্রবাসী জীবনের মধ্যেও তৃপ্তি লাভ করিবেন। চির দেশের এই মাটিকে আপনার দেশ বলিয়াই মনে করিতে পারিবেন। মানুষের স্বাভাবিক এই মানসিক দিকটা যেন উপেক্ষিত না হয় পুনর্বাসন ব্যবস্থাপকদের প্রতি এই আমাদের নিবেদন।

—০—

প্রাসঙ্গিক

খাদ্যসঙ্কলন ও জলসেচ

আর্থিক [illegible] উৎপাদন আন্দোলনের সাফল্যের [illegible] হয়েছে। দেশের বাজারে যেন কিছু পরিমাণ একটা অধিক খাদ্য উৎপাদন করিতে হইবে, এই নিয়া পরিকল্পনা গড়ে তোলা হয়েছে। এই পরিকল্পনা অনুসারে [illegible]। ১৯৫৫ সাল থেকে তিন বছর পর্যন্ত বাজারে যেন ৮০ লক্ষ টন অতিরিক্ত খাদ্য উৎপন্ন করিতে হইবে। তাদের অভিমত যেন কিছু অধিক খাদ্য উৎপাদন, সংগ্রহ করিতে হবে তাহার কারণ। [illegible] যাতে যে অতিরিক্ত পরিমাণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ হইবে। তাহা ছাড়া অধিক জনসংখ্যা [illegible] উন্নতি সাধন করা। উৎপাদন পরিমাণ অতিরিক্ত খাদ্যের [illegible] পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করা। এই সব উন্নতি করিতে হইলে—[illegible] উন্নয়ন, উন্নততর জলসেচ ও পুষ্করিণীসমূহের উন্নতি সাধন, খাল খনন, সার ও নতুন পরিকল্পনা ও যন্ত্রপাতি বিতরণ সহজ শ্রেণী করা। বস্তুতপক্ষে জলসেচের ব্যবস্থা উন্নতকল্পে না করিতে পারিলে অধিক খাদ্য ফলন সম্ভব নহে। [illegible] বাজারের উপর নির্ভর করিয়া যদি থাকিতে হয় তাহা হইলে বাজারে বৈজ্ঞানিক দর বলে কিছু থাকিবে না। উহা [illegible] উপর নির্ভর করিয়া থাকার পরিবর্তে এই বৈজ্ঞানিক যুগে এমন আইন [illegible] করা যেন [illegible] করিয়া দুর্ভিক্ষের হাতে আমাদের [illegible] আমরা আর্থিক [illegible] সম্বন্ধে [illegible] সম্বন্ধে উৎপাদন করিয়াছেন [illegible] অনেক [illegible]। একটি বিশেষ উন্নত করিবার পরিকল্পনা [illegible] সাহায্য [illegible] সাথে [illegible] সংগ্রহ উন্নতি [illegible] এই সব [illegible] [illegible] [illegible]

Variable Ballast

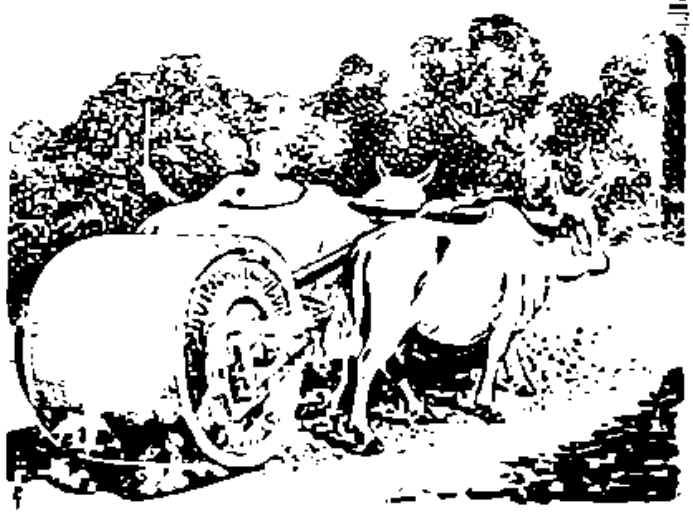

ROLLERS

Variable Ballast means, for example, that a 3 ton Roller weighs 46 cwt. empty, nearly 63 cwt. filled with water and over 70 cwt. when filled with sand.

PARTICULARS ON REQUEST

BURN & CO., LTD.

AGENCIES DEPARTMENT

12, MISSION ROW, CALCUTTA.

BRANCHES AT NEW DELHI - BOMBAY - KANPUR

ছাত্রদের শিক্ষার জন্য, বিশেষ করে যারা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে চায়, তাদের জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হবার আগে ছাত্রদের এক বছর কারখানায় কাজ করতে হয়। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী ছাত্রেরা কারখানায় কাজ করে যে টাকা পায় তা দিয়ে তারা নিজেদের পড়ার খরচ চালিয়ে নেয়। এই ব্যবস্থা ভারতের পক্ষে খুবই উপযোগী। কারণ এদেশে ধনী ছাত্রের সংখ্যা খুবই কম। অধিকাংশ ছাত্রকেই নিজের পড়ার খরচ নিজে রোজগার করে চালাতে হয়। এই ব্যবস্থা চালু হলে ছাত্রদের পড়ার খরচ অনেক কমে যাবে। ছাত্রেরা কারখানায় কাজ করে যে অভিজ্ঞতা লাভ করবে তাতে তাদের ভবিষ্যৎ জীবনে কাজের সুবিধা হবে। ছাত্রদের কারখানায় কাজ করার ব্যবস্থা করে দেবার ভার নিয়েছেন টাটা কোম্পানী। টাটা কোম্পানীর কারখানায় ছাত্রদের কাজ করার ব্যবস্থা করে দেবার জন্য ভারত গভর্নমেণ্ট টাটা কোম্পানীকে ১৫ হাজার টাকা দিয়েছেন।

টাটা কোম্পানী ছাড়া আরও কয়েকটি বড় বড় কোম্পানী ছাত্রদের কারখানায় কাজ করার ব্যবস্থা করে দিতে রাজী হয়েছে। কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে যে, এই ব্যবস্থা সম্পূর্ণ কার্যকরী হতে আরও কিছু সময় লাগবে। কিন্তু এটা অনুমান করা যায় যে, এইসব ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানীর অনুকরণে শিল্পপ্রধান অন্যান্য দেশেও শিক্ষানবিশীর ব্যবস্থা প্রবর্তিত হবে। দেশের সমস্যার উন্নতির এও একটি উপায়। এইসব শিক্ষানবিশ ছাত্রদের শিক্ষা শেষ করিয়া ইঞ্জিনিয়ার-রূপে বাহির করিয়া আনিতে যে খরচ পড়িবে তাহা ছাত্রদের ভবিষ্যৎ উপার্জন হইতে ধীরে ধীরে আদায় করিয়া লইতে হইবে। বাঙালী ছাত্রদের বিদেশে যাইবার সুযোগ আছে। তাহাদের কাছে বাঙালী ছাত্রদের একটা দেখে যাই। সুতরাং কারিগরি শিক্ষার অভাব তাহাদের ঘটে না। এই কারণেই হয়ত এই ব্যবস্থা করিতে থাকিবে। কিন্তু আমরা যে ইঞ্জিনিয়ারদের এদেশের ব্যবহার অনুযায়ী ভবিষ্যতে নূতন রাস্তা সন্ধানের কথা বলিতেছি। বাঙালীর সন্তানের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তাহার কারিগরী শিক্ষা লাভের সুযোগের আমরা যে ব্যবস্থা করিয়াছি তাহাতে আমরা আশান্বিত হইয়াছি। শিক্ষানবিশী ছাত্রদের ব্যবস্থা আমরা ইতিপূর্বে করিয়াছি। কিন্তু এখন এক নূতন রাস্তা সন্ধানের আবশ্যকতা দেখা দিয়াছে। কারিগরী শিক্ষালাভের আরও অনেকগুলি উপায় আছে। যেমন ধরা যাক, বেতার যন্ত্রের কথা। বেতার যন্ত্রের প্রয়োজন এখন সর্বত্র। বড় বড় জমিদারেরা যাহা জানেন, সেই সঙ্গে ইহাও ঠিক যে, শিল্পকে কেন্দ্রীভূত করিতে না পারিলে দেশের সমস্যার উন্নতি সম্ভবপর নয়। সমাজবাদী বা সমাজবাদী নূতন সমাজ যদি গড়িয়া তুলিতে হয় তাহা হইলে শিল্পের ছোট ছোট বিভাগ ও সমস্ত গঠন যাহাতে তাহা সম্ভবপর হয়। এই কারণেই ইঞ্জিনিয়ারদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমরা আরও আশা পোষণ করি। ইঞ্জিনিয়ারী শিক্ষালাভের জন্য অর্থসাহায্য যদি গভর্নমেণ্ট করেন তাহা হইলে এরকমের এই বিরাট সমস্যারও যেমন কিছুটা সমাধান হইবে, ইঞ্জিনিয়ারদের ভবিষ্যৎ সুযোগও তেমনই হইবে।

জাতিগঠন ও ব্যবসায়ীদের কর্তব্য

কেমব্রিজের অধ্যাপক ডেবার অব ব্রাউন' এও ইঞ্জিনিয়ার্সের সভাপতি মি কে. কি. আপনে ইউ কোম্পানের বার্ষিক অধিবেশনে ব্যবসায়ীদের উপর ইঞ্জিনিয়ার্সদের উপর করিয়া কয়েকটি দাবি উপস্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার দাবী উপস্থিত দাবী সম্বন্ধে আরও একটি দাবী রহিয়াছে—ব্যবসায়ের কোন কোন ক্ষেত্রে যান্ত্রিকের প্রয়োগের ওপোগ অবাধভাবে আরও স্পষ্ট করিয়া অর্থসংকটে তাহা জানা-

নিকুঞ্জাবলী

* [illegible]
বন্ধিতকায় হইয়া প্রকাশিত হয়।
* [illegible] প্রতি সংখ্যা ১৫টি আনা।
* ভারত ও মিত্রদেশের [illegible] মাশুল
বার্ষিক ৮৲ ছয় টাকা।

প্রচার বিভাগ
ওরিয়েন্টাল
[illegible]
কলিকাতা।
এই ঠিকানায় পত্রাদি লিখিতে হইবে।

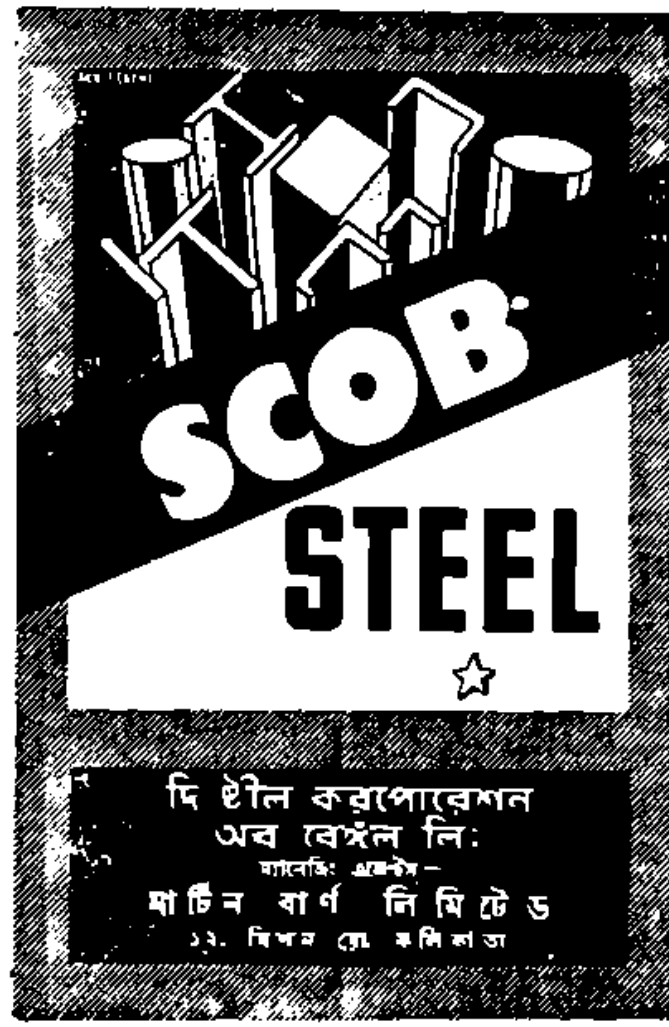

[illegible]

সংবাদ সংকলন

পাহাড়ীয়া বিধবা ও অনাথাদের ভরণ পোষণের ভার

[illegible]

ছাত্রাবাস উৎপাদনের কাজে সাফল্য

[illegible]

ছাত্রাবাসী কারখানায় ভারত সরকার

[illegible]

কোম্পানীর মূলধন

[illegible]

হিসেবের দোষ

[illegible]

[illegible]

কোম্পানীর হিসেবপরীক্ষক

[illegible]

[illegible]

বিদ্যুৎ খাতে হিসাবের ভারত সরকার

[illegible]

[illegible]

[illegible]

বিশ্ব ব্যাঙ্ক ও আন্তর্জাতিক
অর্থ ভাণ্ডার

এগ্রিকো যন্ত্রপাতি

টাটা আয়রন এণ্ড
ষ্টীল কোং লিঃ

রেশম আমদানীর লাইসেন্স

[illegible]

[illegible] পাট চাষ অভিযান

[illegible]

সড়ক নির্মাণে রবার

[illegible]

রুটেন কর্তৃক চাহিদার

[illegible]

তাপিন তৈল হইতে কৃত্রিম রবার

[illegible]

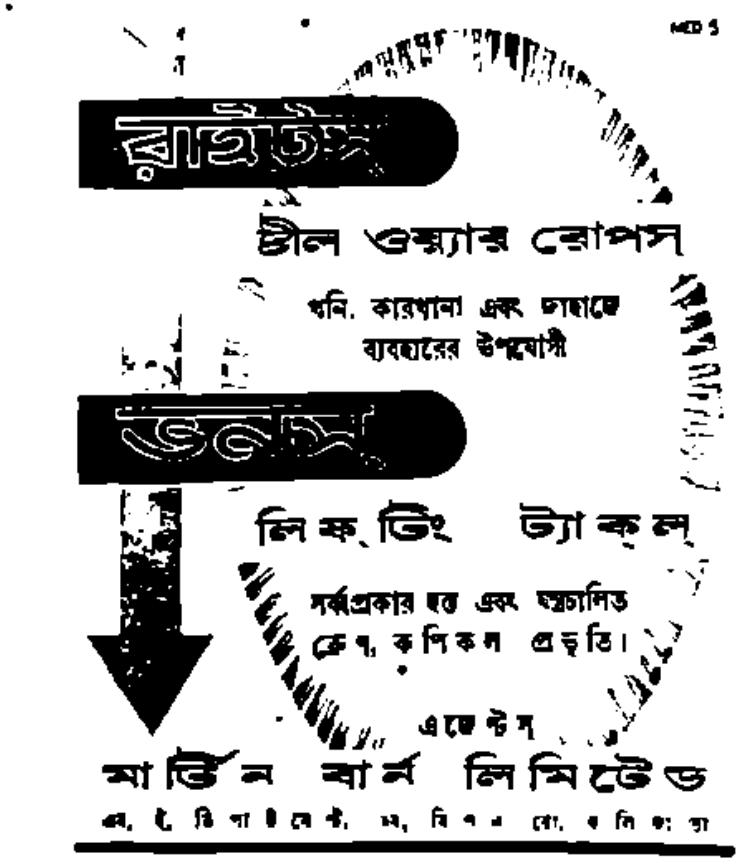

পণ্যদ্রব্যের বাজার

নিয়ন্ত্রণ শিথিল হইবে না

ভারতীয় পার্লামেন্টে খাদ্য সচিব ১৯৫১ সালের জন্য ভারতকে খাদ্যের দিক দিয়া যত সম্পূর্ণ করা যাইবে বলিয়া যে সব মন্তব্য করেন তাহাতে পরিষদ সদস্যদের অনেকের মনে আশার ভাব দেখা যায়। কিন্তু যে-সরকারী মহলের একাংশ মনে করেন, এই সময়ের মধ্যে ভারত খাদ্যে আত্মনির্ভরশীল হইতে নিশ্চয় পারিবে না। এইরূপ মনে করিবার কারণ এই যে, পাট ও তুলা উৎপাদনের জন্য অধিকতর জমি ব্যবহারের জন্য, খাদ্য উৎপাদনের জন্য সমান জমি ব্যবহার করা সম্ভব হইবে না এবং তাহারই ফলে খাদ্য সম্পূর্ণ করিয়া তাহাদের পক্ষে খুব সহজ হইবে না বলিয়াই তাঁহারা মনে করেন। উহা ব্যতীত গত সেপ্টেম্বরে ইঁহাদিগের একজন প্রকাশ করিয়াছেন যে, কোন কোন অঞ্চল অধিক পরিমাণ পাট ও তুলা উৎপাদনের জন্য সেই সব এলাকায় খাদ্য ঘাটতি পড়িবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। যদিও তিনি একথা বলিয়াছেন যে, সেই মুহূর্তে সরকার আমদানী হ্রাস করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে। এবং তিনি বলিয়াছেন যে, বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানীর দিক কোঁক না দিয়া যাহাতে দেশের অভ্যন্তরের অধিক পরিমাণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ করা যাইতে পারে, সেইদিকেই বেশী মনোযোগ দেওয়া হইবে এবং তদনুযায়ী চেষ্টার ত্রুটি হইবে না। গভর্নমেন্টের এই নীতি বিশেষ প্রশংসার যোগ্য, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ভারত গভর্নমেন্টকে যাহাতে তুলা অধিক পরিমাণ খাদ্যশস্য বপন করিতে হইবে; এইরূপ সন্দেহ গভর্নমেন্ট মনে করেন যে অধিক পরিমাণ পাট ও তুলা উৎপাদনের জন্য খাদ্যশস্য উৎপাদনে যদি কোন বিঘ্ন না ঘটে তাহা হইলে গভর্নমেন্টকে ১৫ লক্ষ টনের বেশী খাদ্যশস্য এ বৎসর আমদানী করিতে হইবে না। গত বৎসর এইরূপ অনুমান করা হইয়াছিল যে, ৬০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য বেসরকারী অন্তত্রে সংগ্রহ করা যাইবে; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সংগ্রহের পরিমাণ আশার ৪ লক্ষ টন বেশী হয়। এ বৎসর কিছু ব্যক্তি মনে করেন, তাঁহারা মোট ৪৫ লক্ষ টন সংগ্রহ করিতে পারিবেন, কিন্তু ভারত সরকার এই সব ব্যক্তির নিকট ৩০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য চাহিয়াছেন। যদি এই পরিমাণ পাওয়া যায় তাহা হইলে আমদানীর পরিমাণ ১৫ লক্ষ টনের কমই হইবে। অন্যান্য দিকে যে সব বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা আছে তাহার জন্য হিসাবের মধ্যে রাখা হইয়াছে। কিন্তু উদ্বৃত্তাঞ্চলের নিকট হইতে সংগ্রহের দিক দিয়া হিসাবের মধ্যে রাখা হইয়াছে, খাদ্যের যে ঠিক পরিমাণ কেন্দ্রকৃত অধিকারীর মধ্যে আসে।

অবশ্যই ঠিক কতটা পরিমাণ খাদ্যশস্য প্রয়োজন হয়, সেইদিক দিয়া হিসাব পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। কেননা, সংগ্রহের এইরূপ হিসাব করিবার জন্য যে ব্যবস্থা করা হয় তাহাতে দেখা যায় যে, ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে সংগ্রহের খাদ্যের পরিমাণ পার্থক্য পাওয়া যায় অনেক বেশী। পার্লামেন্টে সদস্য শ্রীযুক্ত আর, কে, সিধ্বা এজন্য অভিযোগ করিয়াছেন যে খাদ্যশস্যের দিক দিয়া ভারতের ঘাটতি সামলেই নাই, সুতরাং বিরূপ ব্যবস্থা তুলিয়াই দেওয়া যাইতে পারে। এ ব্যাপারে গভর্নমেন্ট চট করিয়া নিয়ন্ত্রণ পরিমাণের সিদ্ধান্ত করিতে পারেন না, কেননা এ ব্যাপারের ঠিক আবশ্যকতা অনিশ্চিত। সুতরাং কেবল ব্যবস্থা যদি পরিষ্কার করিতেই হয় তাহা হইলে গভর্নমেন্ট তাহা ধীরে ধীরে করিবেন। উন্নত প্রণালী ও সার প্রয়োগের দ্বারা উদ্বৃত্ত এলাকায় উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করাই এখন গভর্নমেন্টের নিকট বিশেষ ভাবে বিবেচ্য এবং ঘাটতি এলাকায় যাহাতে সুষ্ঠুভাবে বণ্টন ব্যবস্থা চালু থাকে তাহার সুযোগ ঠিক রাখা। এ পর্যন্ত ঘাটতি এলাকাসমূহে সংগ্রহ কার্য হইয়াছে খুব বেশী। এখন কার হইয়াছে উদ্বৃত্ত এলাকা হইতে অধিক পরিমাণ খাদ্যশস্য ক্রয় করা এবং বিদেশ হইতে যাহাতে ক্রয় করিতে না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখা। খাদ্য সংকট দূর করিবার জন্য সুষ্ঠুভাবে বণ্টন ও সংগ্রহ ও অধিক পরিমাণ উৎপাদনই হইতেছে পথ। কেন্দ্রীয় সরকার যেরূপ আশা করিতেছেন, যদি তদনুযায়ী কাজ হয় তাহা হইলে এখনকার অবস্থা হইতে ১৯৫১ সালের মোটামুটি মাঝামাঝি অবস্থায় অনেক পরিবর্তন ঘটিবে।

উহার প্রয়োগে খাদ্যশস্যের দরে কি ও কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। খোলা বাজারে চালের পাইকারী দর হইয়াছে ১৮৯০ হইতে ২০৲ টাকার মধ্যে কিন্তু খেচরের চালের দাম ১০৲ টাকা মণ। আলোচ্য সপ্তাহে চালের দামে কোন পরিবর্তন হয় নাই।

চিনি

চিনির বাজারের অবস্থা পূর্ববৎই আছে। বাপুড়ে ক্রিস্টাল চিনির দর ৫৲, কিন্তু অন্যান্য দর ৩০৲ টাকা হইতে ৫০৲ টাকার মধ্যে। ক্রিস্টাল চিনির উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। খেচরের চিনির দরও একইরূপ আছে।

ভারতীয় চিনি সংঘ বা ইণ্ডিয়ান সুগার সিন্ডিকেট চালানের ব্যবস্থায় কাজ করা বন্ধ রাখিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সিন্ডিকেটের প্রোপাগান্ডা কমিটিকে বলিয়াছেন যে, ১৫ই মার্চের বৈঠকে কার্যা করার কোন নূতন প্রস্তাব গ্রহণ করা সম্ভব হয় নাই—এমন না হইবার কারণ অবশ্যই আমিনদের সমস্যা। সংঘের সাধারণ পরিষদ অতঃপর এক বৈঠক করিয়া সিন্ডিকেট গুটাইবার সিদ্ধান্ত করিবেন।

এই মাস যে পক্ষ শেষ হইয়াছে সেই পক্ষের অর্থাৎ ৩১শে ডিসেম্বর শেষ যোগে ১৯৫১ গুদামজাত অর্থাৎ ৩১টী কেন্দ্রের মোট ৮৮টী গুদামে রেকর্ড রাখিতে পারে, মোট চিনি ৯৯৯৯৯ টন হইয়াছে। বোম্বাই, আসাম, মৌসুমী ও রাজস্থানে অধিক পরিমাণ চালান রেলযোগে হইয়াছে এবং আসামে নৌযোগে ও গুদামজাত হইতে বৃদ্ধি করিয়া ৯ গুদামজাত করিয়া চিনি চালান রেলযোগে হইয়াছে।

বন্টনক্রমে যে ১২১টী চিনির কলে কাজ হইতেছে, সেইসব কল হইতে ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ পর্যন্ত ১,২৫,১০০ টন চিনি উৎপাদিত হইয়াছে। ১৯৪৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৫০ সালের ১লা মার্চ পর্যন্ত যে পরিমাণ চিনি ব্যবহার হইবে বলিয়া ধরা হয় তাহা হইতেছে—১৫ই ডিসেম্বর পর্যন্ত ১,২১,১৩৭ টন এবং ১৯শে ডিসেম্বর হইতে ১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ১,১৫,২৪১ টন। ফেব্রুয়ারী মাসে ব্যবহৃত হইবে এরূপ চিনির পরিমাণ ধরিয়া ৯৫,০০০ টন।

গুড়

আলোচ্য সপ্তাহে গুড়ের দাম অনেক কমিয়া যায়। পূর্ববর্তী সপ্তাহে যে দর ছিল ২১৲ টাকা এ সপ্তাহে আড়াই টাকা কমিয়া তাহা ১৯৲ হয়। গুড় চালানে নিষিদ্ধ করিয়া উহার প্রেরণ, পাঞ্জাব ও রাজস্থান সরকার যে আদেশ জারি করেন তাহার ফলে গুড়ের দাম বাড়া বন্ধ হয়। উহার প্রেরণ হইতে পঞ্চম গাড়ী, উহাও টানা গাড়ী মারফৎ চালান হইতেছে, এবং বেশীর ভাগ যাইতেছে বিহারে ও পাঞ্জাবে। বাপুড়ে গড়পড়তা প্রত্যহ ১,৫০০ মণ বন্টনযোগ্যে ০,৫০০ টন গুড় আসিতেছে। এর আগের বছর এই সময় বাপুড় ০,৯৫,০০০ মণ গুড় পায়, এ বছর সেই সময় পায় ৪,১০,০০০ মণ। বিভিন্ন স্থানে গুড়ের দর এইরূপ—কলিকাতা ২২৲, চাষ ৩০৲, অমৃতসরীয়ে৭৲ টাকা হইতে ২৯৲, দিল্লী ২৪৲, গুজরাট ২৭৲ হইতে ২৮৲, কাথিয়াবাড় ৩০৲, বোম্বাই ২৭৲ হইতে ২৮৲, কোলাপুর ২৮৲ হইতে ৩০৲, আসাম ২৪৲ হইতে ২৫৲।

শেয়ার বাজার

সপ্তাহ শেষে সাময়িক উন্নতি

কলিকাতা শেয়ার বাজার ১৮ই ডিসেম্বর—৫ দিনের সপ্তাহে শেয়ার বাজারে শুরু হয় দারুণ অবসাদ ভাবের। প্রায় প্রত্যেক শেয়ারের দর কমিয়া যায়। বোম্বাই হইতে কোন ভাল খবর আসে নাই এবং বেচুই চাহিদা অপেক্ষা বেশী হওয়ায় সমস্ত বিভাগ জুড়িয়া এই মনোভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে। ফলে, বিভিন্ন শ্রেণীর শেয়ারের দাম হ্রাস পায়। ইণ্ডিয়ান আয়রন ৩৭৲ হইতে ৩৪৲ টাকায় নামিয়া যায়। বাজারে যে কয়টি শেয়ার প্রতি দর ১০০ টাকার উপরে ছিল তাহাদের মধ্যে ইণ্ডিয়ান কপার ১০৭৲ হইতে ১০৪৲ টাকায় নামিয়া যায়। ইণ্ডিয়ান আয়রন ও ইণ্ডিয়ান কপার ব্যতীত অন্যান্য যে সকল শেয়ারের দর ১০০ টাকার উপরে ছিল তাহাদের মধ্যে ইণ্ডিয়ান ইলেকট্রিক ১৪৭৲ হইতে ১৪৩৲ টাকায় নামিয়া যায়। ইণ্ডিয়ান ইলেকট্রিক

আর্থিক ভারত

ARTHIK BHARAT

অর্থনৈতিক সাপ্তাহিক

১ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা] কলিকাতা, বুধবার ১৪ই চৈত্র, ১৩৫৯ সাল, [মূল্য ।০

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	৬৫৭
ভারতে বিদেশী মূলধন	
কর্পোরেশনের বাজেট	৬৫৯
প্রাসঙ্গিক	৬৬০
আমদের কথা	
খনিজ সম্পদ	
উদ্বাস্তু ভাগ্যাকাশ	
সংবাদ সংকলন	৬৬২
পণ্যদ্রব্যের বাজার	৬৬৪
খাদ্যদ্রব্যের দর কমাইবার চেষ্টা	
শেয়ার বাজার	৬৬৬
সপ্তাহ শেষে সামান্য উন্নতি	

ভারতে বিদেশী মূলধন

কৃষিপ্রধান দেশ ভারতবর্ষ। কৃষির উন্নতি ও প্রসার, শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি ইত্যাদির জন্য ভারত উৎকণ্ঠিত হইয়াছে। সেই সঙ্গে শিল্পের উন্নতি ও প্রসারের জন্যও ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেও হইয়াছে। এদিকে ভারত পৃথিবীর অন্যান্য শিল্পপ্রধান দেশের সহযোগিতা কামনা করে। শিল্পোন্নতির উপযোগী কাঁচা মালের অভাব ভারতে নাই। সঙ্গতকারণে বিভিন্ন শিল্পে পূর্ণোদ্যমে লাভজনকভাবে করিবার মত কাঁচা মাল এখানে যথেষ্ট রহিয়াছে। অভাবের মধ্যে দুইটি প্রধান। প্রথম মূলধন; দ্বিতীয়, কলকব্জা। তৃতীয় অভাবও যে নাই এমন নহে, তাহা হইতেছে শিক্ষিত কারিগর। এইসব কারণেই শিল্প-রাষ্ট্র ভারত তাহার যাবতীয় খনিজ ও ভূমিজ সম্পদের সদ্ব্যবহার করিবার জন্য এবং সেই সঙ্গে নিজে নিজের পায়ে দাঁড়াইবার উপযোগী শক্তি অর্জনের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সহযোগিতা কামনা করিয়াছে। ভারত সরকার একথা অকপটে স্বীকার করিয়াছে যে, ভারতকে শিল্প-সমৃদ্ধ করিতে হইলে বৈদেশিক মূলধনের প্রয়োজন আছে। ঋণ হিসাবে এই মূলধন ভারত সংগ্রহ করা যাইত; কিন্তু সরকারী নীতি তাহা নহে। ঋণ হিসাবে টাকা লইলে বহু বছর মোটা টাকার সুদ গণিয়া যাইতে হইত এবং শিল্পোন্নতির জন্য আনুষঙ্গিক সুযোগ সুবিধা পাওয়ার কোন ব্যবস্থা তাহাতে থাকিত না। যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে অনেক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, সে সকলও ভারতকে জানিয়া লইতে হইবে। কেবল ঋণ গ্রহণ করিলে যে সব আধুনিক পদ্ধতি শিল্প-জগতে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে তাহার সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ ভারতবাসী পাইবে না। ইহা ছাড়া আরও নানাবিধ অসুবিধা আছে। বিদেশ হইতে কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি আনয়ন করার পথেও অনেক বাধা আছে। এইসব বিবেচনা করিয়াই ভারত সরকার স্থির করেন যে, কেবলমাত্র মূলধন সংগ্রহ করাই ভারতের লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়।

এইসব বিচার-বিবেচনা করিয়া ভারত সরকার পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে রচিত কয়েকটি নূতন বিদেশীমূলধনকে ভারতের শিল্প সম্প্রসারণে প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান জানাইয়াছেন। এ জন্য এক তরফা সুবিধা আদায়ের সত্য নয়। বিদেশীগণ ভারতে নিজ নিজ দেশে মূলধন নিয়োগের পর যেরূপ মূলধন এইদেশে নিয়োগ করেন, এই সব চুক্তিগুলিতেও রচিত। বিদেশী মূলধন এই দেশে নিয়োজিত হইয়া দেশের শিল্প ব্যবস্থা যাহাতে সরকারি বিদেশীর হাতেই চলিয়া না যায়, সে ব্যবস্থাও এই সঙ্গে করা হয়। শিল্প নীতিতে সরকার মালিকানার শতকরা ৫১ ভাগ রাখিবার ইচ্ছা করিয়াছেন, অর্থাৎ ৫১ ভাগ মূলধন হইতে বিদেশী সংস্থার একটি টাকাও কিরিয়া যাইবে।

[illegible] এই সূত্রে আমরা হইতে মার্কিন বিশেষজ্ঞগণ [illegible] মূলধন নিয়োগ করিবেন আমরা [illegible] দেশে এবং ব্যবসায়ে সুবিধা দেবে [illegible]। [illegible] করিয়াছে আমরা বিশ্বাস [illegible] ভারত সম্বন্ধে অজ্ঞতাবশতঃ [illegible] করিতে দ্বিধা করিবে না, আমরা [illegible] ইউনাইটেড প্রেসের মার্কিন [illegible] ভারত সম্বন্ধে উক্তি হইতে [illegible] ১৯৫২-৫৩ সালে মার্কিন দেশ হইতে ভারতীয় শিল্প-[illegible] মোট যে মূলধন নিয়োজিত হইয়াছে তাহার পরিমাণ [illegible] পাঁচ লক্ষ টাকা। উহার এই পরিমাণ করিবার [illegible] এই বিষয়ে ৬ বৎসর পূর্বে হইতে এইরূপ আলাপ করিলে অথ আমেরিকার কাহে ছিল। আমাদের বিশ্বাস ভারতের সম্বন্ধে মার্কিন মূলুকের অধিকাংশ বিশেষজ্ঞগণের কিছু জানেন না, যাহা জানেন তাহাও আমাদের সঠিক ভাবে জানেন না। ভারতের অভ্যন্তরে বিশৃঙ্খলা বর্তমান, এখানে টাকা নিয়োগ করা নিরাপদ নয়। উইলি আমাদের যাহা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা হইতেই এ অনুমান করা হয়। তিনি বলিয়াছেন, মার্কিন মূলধন এদেশে নিয়োজিত না হইবার কারণ এই যে, মার্কিনীরা ভারতের নিকট হইতে আরও অধিক সুযোগ সুবিধা চাহেন এবং তাঁহাদের দ্বারা নিয়োজিত অর্থের নিরাপত্তা সম্বন্ধে আরও আশ্বাস কামনা করেন। বিদেশী মূলধন সম্বন্ধে যে সর্ত ভারত সরকার দিয়াছেন তা সকল দেশের জন্য সমান—টাকার মধ্যে মার্কিন, বৃটিশ বা অন্য কোন দেশে উহার বিশেষ করা হয় নাই। এরূপ ক্ষেত্রে অন্য কোন দেশ যখন অধিক নিরাপত্তার আশ্বাস দাবি করেন নাই, তখন মার্কিন দেশের শিল্পপতিগণ এরূপ করিলেন কেন? আমেরিকা হইতে প্রকাশিত 'টাইম' পত্রিকার সাম্প্রতিক একটি সংখ্যায় বর্তমানের ব্যবসার এই ধারণার সম্বন্ধে যে মন্তব্য করা হইয়াছে তাহা হইতেই বুঝা যায় ভারত সম্বন্ধে আমেরিকা কতটা অনুকূলে আছে। উক্ত পত্রিকা মন্তব্য করিয়াছে যে, ভারত ও পাকিস্তান দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্র। তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে এখানে লাভা শুরু হইয়াছে অর্থাৎ পাকিস্তানের যেরূপ চাহিদা চলিয়াছে ভারতেও তদ্রূপ চলিয়াছে। বহুমূল্যের পরিবারে বলিয়া এদেশ সম্বন্ধে সঠিক বিবরণ না জানিয়া এরূপ মন্তব্য করা আমেরিকানদের পক্ষে। কিন্তু তথ্য তাহা নহে। মার্কিন দেশকে এরূপ অন্ধকারে রাখা হইল কেন, ইহাই আমাদের জিজ্ঞাস্য। ভারত সরকারের প্রচার বিভাগের টহা-দের কিছু ত্রুটি বলিয়া হইবে, আমেরিকাস্থিত ভারতীয় এম্বাসিরও এ সম্পর্কে দায়িত্ব রহিয়াছে। তাঁহারা যদি উপযুক্ত উপায়ে লইয়া কাজ করিতে না পারেন তাহা হইলে ভারত সম্পর্কে সঠিক সংবাদ বিদেশীদের পাওয়া সম্ভব নয়। ভারতের হইয়া কোন রাষ্ট্র প্রচারকার্য চালাইতে পারে না; যদিবা চালান তাহা হইলে তাহা ভারত বিরোধী প্রচারকার্যে হওয়াই স্বাভাবিক এবং হইতেছেও তাহাই।

উইলি মাথাইয়ের উক্তি হইতে জানা গিয়াছে যে, মার্কিন মুলুক হইতে মাত্র পাঁচ লক্ষ টাকা মূলধন ভারতে নিয়োজিত হইয়াছে, কিন্তু ১৯৪৮ সালে ও ১৯৪৯ সালের প্রথম নয় মাসে বৃটেন ও অন্যান্য দেশ হইতে নিয়োজিত হইয়াছে ছয় কোটি টাকা। মার্কিন ব্যবসায়ী-গণ ভারত সম্বন্ধে অজ্ঞতাবশতঃ ও অন্ধভাবে ধারণা লইয়া বসিয়া রহিয়াছেন, কিন্তু বৃটেনের ব্যবসায়ীগণ ভারতকে প্রত্যক্ষভাবে জানেন। গত দুই শত বৎসরের পরিচয়ের ফলে বৃটিশ ব্যবসায়ীগণ ভারতকে ভাল করিয়া চিনিয়াছেন, এখানে মূলধন নিয়োগ করা নিরাপদ কিনা, এখানে কাঁচা মালের সুবিধা কতটা, শিল্প প্রসারের দিকে এখানে সম্ভাবনা কি পরিমাণ ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে বৃটেনের লোকদের নূতন করিয়া কিছু জানানো হয় নাই; সাম্প্রতিক কোন প্রচারকার্যের উপরও তাঁহাদের নির্ভর করিতে হয় নাই। এইসব কারণেই তাঁহারা এখানে মূলধন খাটাইতে কোনরূপ দ্বিধাবোধ করেন নাই বলিয়া আমাদের ধারণা এবং এ ধারণা সম্ভবতঃ সত্য।

বিরুদ্ধ প্রচারের ফলে মার্কিন ব্যবসায়ীগণ যদি সঙ্কোচ বোধ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে বৃটিশ মূলধন নিয়োগ দেখিয়া তাহাদের এদিকে অগ্রসর হওয়া উচিত ছিল বলিয়া আমরা মনে করি। বৃটিশ ব্যবসায়ীগণ জানিয়া শুনিয়া অর্থ নিয়োগ করিতেছেন, স্বাধীনতা লাভের পূর্বে তাঁহারা বাঁচে থাকাইয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারা ভারতকে চেনেন। নিরাপত্তা সম্বন্ধে কোনরূপ সন্দেহ থাকিলে তাঁহারা এদিকে আসিতেন না। সুতরাং অধিক নিরাপত্তার আশ্বাস না চাহিয়া বৃটেনের কার্য যদি নিখুঁত ভাবে লক্ষ্য করিয়া মার্কিন ব্যবসায়ীগণ তাঁহাদের সিদ্ধান্ত এখনও ঠিক করেন তাহা হইলে তাঁহাদিগকে আর অতিরিক্ত আশ্বাস পাইতে হয় না।

করপোরেশনের বাজেট

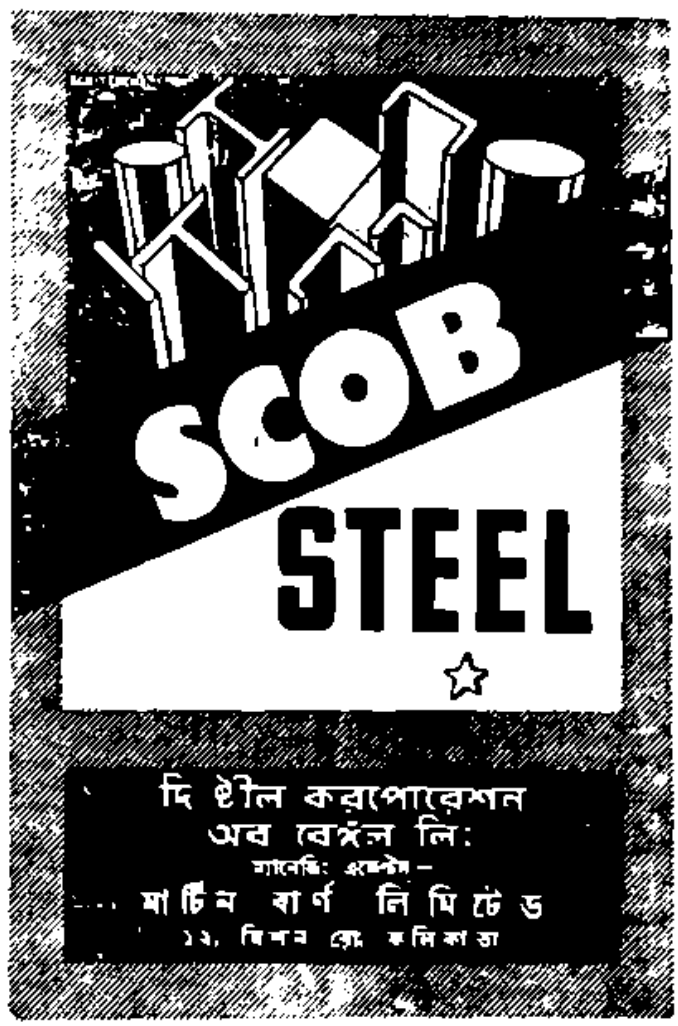
SCOB
STEEL
দি ষ্টীল করপোরেশন
অব বেঙ্গল লিঃ
এজেন্টস—
মার্টিন বার্ণ লিমিটেড
১২, বিশপ রোড, কলিকাতা

প্রাসঙ্গিক

আয়কর ফাঁকি

[illegible]

খনিজ সম্পদ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Variable Ballast

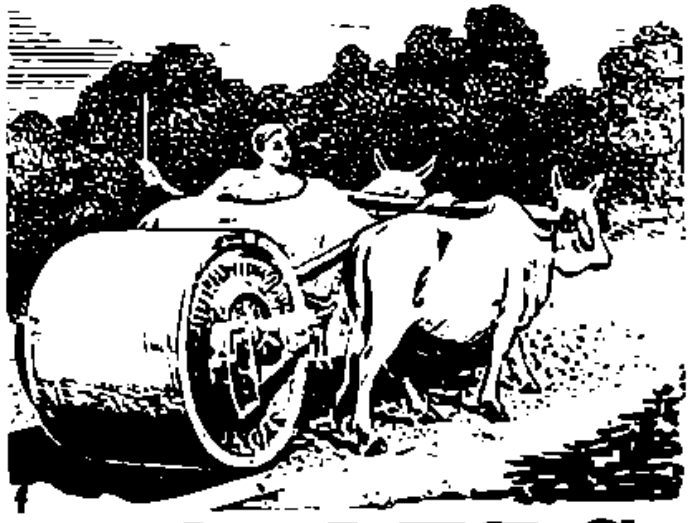

ROLLERS

Variable Ballast means, for example, that a 3 ton Roller weighs 46 cwt. empty, nearly 61 cwt. filled with water and over 70 cwt. when filled with sand.

PARTICULARS ON REQUEST

BURN & CO., LTD.

AGENCIES DEPARTMENT

12, MISSION ROW, CALCUTTA.

BRANCHES AT NEW DELHI - BOMBAY - KANPUR

BR-14

সংবাদ সংকলন

টাটার ডেলার্ড সেডান

[illegible] টাটা আলে [illegible] ডেলার্ড সেডান [illegible] ডেলার্ড সেডান [illegible] [illegible] [illegible]

আন্তঃরাজ্য ট্যাক্সি নিবার অভিনব

স্কিমের স্বরূপ প্রকাশ

ডানলপ

আর-এইচ-এস

ট্রাক ও বাসের টায়ার

চওড়া ও পুরু ট্রেডের জন্য গড়পড়তা ১০ ভাগ বেশি রবার ও সম্পূর্ণ নতুন ধরনের বড়ো কেসিং — এই দুটির বৈজ্ঞানিক সংমেলে তৈরি বলে নতুন আর-এইচ-এস টায়ারগুলি নিরাপদে এবং নির্ঝঞ্ঝাটে অনেক বেশি মাইল চলে।

বড়ো-ভারি-নিরাপদ

এবং

লেটেস্ট ডেজানো সুতো

ফরেষ্ট স্যুট

ফরেষ্ট স্যুটের উৎপাদন বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিয়াছে যে, ইহার যেন অপব্যয় কোনক্রমে হইতে না পারে। ঠিক প্রয়োজনীয় ইহার মাপে ইহার সন্ধিস্থল সুদৃঢ় ভাবে সেলাই করা হইয়াছে। সেলাই করার জন্য যেসব সুতা ব্যবহার করা হইয়াছে তাহাও ঠিক প্রয়োজনীয় ইহার চিলা নয়। ইহার উৎপাদনে অতিরিক্ত টাকা খোলাবের উৎপাদন খরচা-হীন করা হইয়াছে। [illegible] ইহার [illegible]

[illegible] যে, [illegible] ইহার [illegible] ব্যবহার [illegible] ইহার [illegible] করিবেন। [illegible] ১ [illegible] ব্যবহার [illegible] করিবার [illegible] ব্যবহার [illegible] ইহার [illegible] ব্যবহার [illegible] ইহার [illegible] ব্যবহার [illegible] ইহ

পণ্য দ্রব্যের বাজার

খাদ্যদ্রব্যের দর কমাইবার চেষ্টা

আমদানী বিষয়ক এবং রপ্তানী বিষয়ে পর্যবেক্ষণ,চুক্তির নীতি নির্ধারণ—যেটা ছিল আলোচ্য বছরের প্রধানতম পরিবেষণের বিষয়। বাণিজ্য সচিব বলেন, তাঁহাদের বাণিজ্যিক অবস্থা বড়ই উচ্চ হারে বাধা সত্ত্বেও ১৯৯১ সালের শেষ অর্ধবৎসরে বিশেষ বহুমান আছে। তিনি আরও বলেন যে, বর্তমানে রপ্তানি পরিস্থিতির অবস্থা যেখানে পৌঁছিয়াছে, তাহা সেই অবস্থানের বাণিজ্যের বিশেষ চেষ্টা চলিয়াছে। কেননা, রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণ বর্ধিত হারে রক্ষিত পারিলেই তাহাদের আমদানী বাণিজ্যের পথ প্রশস্ত হইবে। এমন কথাও এ রাজনীয় প্রকাশ যাহাতে আমদানী প্রায় বন্ধ হইয়াছে। আমদানীর যে পরিমাণের কথা এখানে আলোচিত হইয়াছে, তাহার অর্থ যাহা হউক আমদানীর কথা অবশ্য বলা হইয়াছে না। কেননা, খাদ্যদ্রব্যাদি একেবারে পুরুষজনের সেবা হইতেছে।

কাপড়, পাইকার দ্রব্যাদি, যানবাহন, ঔষধ প্রভৃতি রপ্তানি বৃদ্ধি পাইতেছে। পত্র অবশ্য হইতে জানান যেটুকু যে সব দ্রব্যাদি বিদেশে প্রেরিত হয় তাহার পরিমাণ দেখিয়াই বোঝা যায় যে ঘর তরফ বহুদের তুলনায় প্রকৃত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতেছে। যদি পাইকার দ্রব্যাদি ও যানবাহন আরও অধিক পরিমাণে রপ্তানি করা সম্ভব হইত তাহা হইলে তাহাদের ঔষধের বাণিজ্যিক অবস্থা আরও আশাপ্রদ বলিয়া ধরিয়া লওয়া চলিত।

বাণিজ্য সচিব বলেন যে, রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য বিশেষরূপে আরও প্রয়াস করা চলিত, কিন্তু আভ্যন্তরীণ চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ইহার অধিক রপ্তানি করা সম্ভব হয় নাই। রপ্তানি যদি আরও বৃদ্ধি করা হইত তাহা হইলে তাহাদের অনেক অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যের অভাব ঘটিত। বাণিজ্য সচিব বলেন, ১৯৪৮-৪৯, ১৯৪৯-৫০, ১৯৫০-৫১ এই তিনবৎসরে তাহার যে পরিমাণ দ্রব্য বিদেশে প্রেরণ করিয়াছে তাহার তুলনায় ১৯৫১-৫২ সালের প্রথম নয় মাসেই তাহার অনেক বেশী পরিমাণ দ্রব্য রপ্তানি করা হইয়াছে।

মূল্যমান হ্রাস জনিত পরিবর্তিত অবস্থার সম্পূর্ণ সুযোগ করা হয় নাই বলিয়া তাঁহার অভিযোগ করেন, তাহার উত্তর দান প্রসঙ্গে বাণিজ্য সচিব বলেন যে, পাট সম্পর্কে খুব সতর্কতার সহিত নীতি নির্ধারণ করা হইয়াছে। কিন্তু কতক রপ্তানি বিষয়ে যে সতর্কতা অবলম্বন করা হইয়াছে তাহার ফলে কিছু ক্ষতি হইয়াছে।

খাদ্যদ্রব্য

উক্ত প্রসঙ্গের আলোচনায় খাদ্যদ্রব্যের দর প্রায় স্থির রহিয়াছে এবং আলোচ্য বৎসরে উহার কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। কয়েকটি পূর্বে এই অঞ্চলে যে বিপদ সৃষ্টি হয় তাহাতে অনেকটা আশঙ্কার বিষয় ঘটিয়াছে বিশেষ করিয়া ধান বাদি ও চৌল গৌরবের ক্ষতি হইয়াছে। উক্ত ঘটনা ক্ষতি হইবার তাহার পরিমাণ এখনো বলা হইতেছে না। এই ঘটনা ঘটিবার পূর্বে সরকার যে কিছু করিবার দিকে দৃষ্টি দিয়াছিল। তাহার বাজারে কোন-কিছুর অভাব বিশেষ হয় নাই। সরকারী উদ্যম প্রয়োজন অবশ্য তাহা করিয়া আসিতেছে; কিন্তু বাজার হইতেও এখনও বিশেষ চাল সংগ্রহ করা যায় নাই। তাহাদের মতে যা এখনো প্রথমে ইহা প্রেরণে কোন বাধা বিঘ্ন নাই বটে, কিন্তু এই সব পথা পরিবহণ করিতে অসুবিধা হয়। এখন কোন কাজ করিলে আগামী ফসলী তাহার ওপর পানির ব্যবস্থা হইয়াছে।

বর্ষ অন্তে চালের অধিক দর উৎপাদনের কাজ পরিকল্পনা অনুযায়ী চলিয়াছে। অন্যান্য বাবদীয় কারণে পূর্বে অধিক দর উৎপাদন ব্যাপারে অসুবিধা দিবার জন্য প্রয়োজন হইলে পাকিস্তানকারী সরকার করিয়াছেন এবং ভালভাবেই কাজ হইতেছে। খাদ্যবাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য তাহার সরকার যে চেষ্টা করিতেছেন, তাহারই ফলে তাহার সরকার বোম্বাই সরকারের অনেকটা অংশের দর কমাইবার বিশেষ নিয়ন্ত্রণ। যে পরিমাণ হইয়াছে—দর ৬ বাদি। এই দুই সপ্তাহ দর বাঁধিয়া দেওয়া হইবে। এই বিশেষ অনুমতি সরকার ১৯ মার্চ তারিখ হইতে এই দর কমাইবার নির্দেশ। তাহার হইতে ১২৲ টাকার বাজারের

এই দর এই পথা বিনিময়ের বলিয়া পরিমাণ।

ঔষধ

ঔষধ বাজারে বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। উহার ও পাইকি উহার অবস্থাই মোটামুটি বজায় করিয়াছে। কাপড়, বিস্কুট, অন্যান্যদের ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে হারে যে বাধিবের বাড়ী ও উচ্চ টাকা বাড়ীতে ঘর অন্তর চলান ক্ষেত্রে চলিবে চলিয়া বিশেষ ক্ষেত্রে আছে। অর্থাৎ ইহা বাড়ীর অন্য কোন ঘরে (বৈঠক বা ক্ষেত্রে) ঘর অন্তর চলান ক্ষেত্রে চলিবে না এই যে কারণে আরও পরিমাণ ঘর এখানে রহিয়া গিয়াছে।

উক্ত প্রসঙ্গের পরিমাণের ঘর বাদ দিবার অন্তর প্রায় শেষ হইয়া আসিল। ঘরের দর বাড়াইয়া ক্ষেত্রে আরও বিভিন্ন হইয়াছে কিন্তু আশা করেন যে ১৯৫১ সালের ৩০ উপাদানের পর এই বিজ্ঞাপন আর বাদি করা হইবে।

চা

আসাম, বিহার ও পাকিস্থানে কি পরিমাণ চা এ বছর আছে তাহার পরে যে বিষয় উৎপাদি সম্বন্ধে বলিয়া চা বিদেশ যাবদে প্রয়োজনীয় করিতেছেন। প্রথম বিদেশ আরও তাহার ক্ষেত্রে পরিমাণ চা এর করিতে পারে, ও বিষয় আরও আশা করেন চলিয়াছে। আশা বিষয়ে পাইকার করি আরও বাদি ও ক্ষেত্রে করিয়া ক্ষেত্রে এর বাদী করিয়াছে। এইরূপ এর দৃষ্টি আরও চাহিদার চা উৎপাদনে বর্তমানে যে অতিরিক্ত পরিমাণের আরও বিভিন্ন সরকার। চা অধিকাংশ দুইটের পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে কি ধরনের হিসাবই করিয়াছেন, তাহা এখনও কোন বাধা বাহিরে যায়। কিন্তু দুইটের চা বাণিজ্য ক্ষেত্রে বিশেষ 'অর্থ চাহিদা' ইতি আরও ৭৩ রহিয়াছে। এখন সম্প্রসারণের এই যে বিশ্ব কোন পরিস্থিতির [illegible] ঘটিবার [illegible] সরকারী বাধার মধ্যে [illegible] চা এর করার এর [illegible] কি না।

[illegible] ঘরে সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে [illegible] ব্যবস্থা ৩৩ সাল [illegible] বিষয় প্রধান ক্ষেত্র [illegible] ও পাকিস্থান [illegible]

শেয়ার বাজার

সপ্তাহ শেষে সামান্য উন্নতি

[illegible] ৫ কোম্পানী ১০০ ডলার ডিং লেন্ড [illegible] ডিভিডেন্ড ঘোষণা করিয়াছে। ডি. ডি. ডাব্লু কোম্পানীর ৮৬০ ডলার [illegible] ডিভিডেন্ড ঘোষণা করিয়াছে। ডিভিডেন্ড ১৩৬, ডিভিডেন্ড [illegible] ডিভিডেন্ড ঘোষণা করিয়াছে।

[

REGD. No.C3105

আর্থিক ভারত

ARTHIK BHARAT

অর্থনৈতিক সাপ্তাহিক

২য় বর্ষ ৪৫শ সংখ্যা] কলিকাতা, সুবাহ ১৩৫৪ ; ৪ঠা এপ্রিল ১৯৪৮ [মূল্য ।০

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	৬৬৭
পাট ছাড়িবার সুমতি	
প্রাসঙ্গিক	৬৬৯
মিঃ ক্যানেরন	
ভারতে জাপানী পণ্য	
রেলের শ্রেণী বিভাগ	
বস্ত্র-বিচক্ষণ প্রতারকের হস্তে	
বাঙ্ক ডাকাতি	
প্রাসঙ্গিক	৬৭১
সহরে বসন্ত	
পঙ্গপালের আক্রমণ	
পশমজাতের বাজার	৬৭৩
পশ্চিমবঙ্গে পাটজাতের উৎপাদন বৃদ্ধি	
শেয়ার বাজার	৬৭৪
পাটের বাজারে সামান্য উন্নতি	
সংবাদ সংক্ষেপ	৬৭৪

পাট ছাড়িবার সুমতি

আট লক্ষ গাঁট পাকিস্থানী পাট ভারতে পাঠানো হইবে বলিয়া এক চুক্তি নাকি পাকিস্থান ভারতের সহিত করিয়াছে। পূর্ব বাংলার ক্ষেতে জাবরমান কাল করিয়া যে পাট উৎপাদিত হইয়া আসিতেছে, পাট-কল প্রধানতঃ যার হইতে সেই পাট পশ্চিম বাংলার কলে [illegible] হইতেছে। এইভাবে পাট নিয়ে প্রসার ও তাহার জনপ্রিয়তা আজি প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু উত্তর বাংলার মিলিক প্রচেষ্টায় (অর্থাৎ অখণ্ড বাংলার উদ্যোগে) পাটের যে নাম ডাক হয়, বাংলা বিভক্ত হইবার পর পূর্ণ পাকিস্থান তাহার পুরা সুযোগ এখনো ভোগ করিবার প্রয়োজন সামলাইতে পারে নাই। তাই সে পাট [illegible] একটা প্রহসনের সৃষ্টি করিয়া বসিল।

এখানে রাজনীতির কথা একটু আসিয়া পড়ে। [illegible] স্বাধীনতা অর্জিত হইয়াছে তাহার জন্য [illegible] করিয়াছে, তাহাই এখন সত্যাগ্রহের [illegible] করিবার জন্য যে জাদু, ছুরি ও নিষ্ঠাচার ভোগ করিতে হইয়াছে তাহাতে স্বাধীনতার পাকিস্থানীরা কতটুকু অংশ গ্রহণ করে? তাহাদের মেন ইংরেজেরা তাহারা বাহাদের বিতাড়িত করিয়াছে, অসলে তাহাদেরই বাক্তিগত ও সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টায় ও সাধনার ফলেই এই স্বাধীনতা আসিয়াছে, কিন্তু যখন তাহা আসিল, তখন সে স্বাধীনতার [illegible] যাহি-কাঠির পাকিস্থানী কর্ণধারেরা চাহিলেন স্বাধীন পাকিস্থান —তাহারা [illegible] হাসি পাইয়া তাঁহারা পুরুষ হইলেন। এইখানেই [illegible] শেষ হয়। সেখান হইতে নানারূপ উৎপাত ও [illegible] তাহার পরিচয় নানাদিকে নানা [illegible] এইবার হাজার সরকার নয়ে একটি

[illegible] করা না হয়, তাহা [illegible] স্বাধীনতার আন্দোলনে

হইয়াছে বলিয়াই পাকিস্তান স্বাধীনতার মর্ম বোঝে নাই; এবং এই কারণেই স্বাধীন ভারতকে বিপর্যস্ত করিবার জন্য তাহার চেষ্টার ত্রুটি নাই। এ বিষয়ে অধিক মন্তব্য করা বোধ হয় ঠিক নয়। কেননা এই প্রবন্ধ যখন লিখিত হইতেছে, ঠিক তখনই বেতারযোগে ঘোষিত হইল যে, পাক-প্রধান মন্ত্রী দিল্লীর বিমান বন্দরে অবতরণ করিয়াছেন। উভয়ের মধ্যে আলোচনা সাফল্যমণ্ডিত হোক, ইহা ছাড়া আমাদের অন্য কোন কামনা আপাতত নাই।

আসল কথা পাট ছাড়া হইবে। অবশ্যই পাট যদি ছাড়িতেই হইল, তবে তাহা এত আস্তে করা হইল কেন। পাকিস্তানী পাট যে কিছু ভারতের পাট-কলের নির্ভরযোগ্য সৃষ্টি করিয়া, তাহার চাহিদাকে একেবারে অনিবার্য করিয়া তুলিয়াছে তাহা নয়। ভারতের বিকল্পিত [illegible] হইয়াছে এবং তাহার উৎপাদন ক্ষমতা ভারতের [illegible] ভাল করিয়াই জানা আছে। অবশ্য [illegible] যে পাকিস্তান যেন ভারতের বাজারে পাট ছাড়িবার [illegible] পাকিস্তানী কর্ণধারদের এক শ্রেণীর [illegible] ভারতীয় জনসাধারণকেই যে সান্ত্বনা [illegible] তাহাতে সন্দেহ নাই বলিয়া মনে হয় না। আমরা [illegible] পাট চাষীর পাট চাষীর দুর্দশার কথাও ভাবিতেছি। তাহারা [illegible] বাজারে আনিয়াছে, আজ ও তাহারা লইয়া তাহারা যে [illegible] করিল, সেই পাট লইয়া রাজনৈতিক ফাটকা খেলা শুরু করিল তাহাদের কর্ণধারেরা। আজ তাহারা বুক ও চোখের জলে, তাহাদের মধ্যে বিদ্বেষের বিষ ছড়াইয়া দিয়া অন্য সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে করা হইয়াছে, তাই তাহারা আসল অবস্থাটা এখন পরিষ্কার বুঝিতে পারিতেছে না হয়ত। কিন্তু একদিন তাহারা সব বুঝিবেই বুঝিবে, সেদিন তাহারা এইসব ফাটকাবাজ কর্ণধারদিগকে ক্ষমা করিবে বলিয়া মনে হয় না।

পূর্ব বাংলার বিভিন্ন পাট জেলা ক্রমান্বয়ে হইতে পাট পচিতেছে ও ঘরে আনিতেছে তাহা আমরা জানি। সেই সঙ্গে পাট চাষীদের আর্থিক অবস্থা কতটা শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহাও আমরা জানি। অনেক পাকিস্তানী চর ভারতের পথে-ঘাটে, ট্রামে-বাসে, অফিসে-আদালতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—পাকিস্তানে জিনিষের দর কত সস্তা, মাছ, ডিম, দুধ-তরকারী জলের দরে তথায় বিক্রয় হইতেছে। ইহারা পাকিস্তানী চর ছাড়া কিছু না, যে সম্প্রদায়ভুক্তই তাহারা হোক না কেন। তথায় জিনিষ-পত্রের এই সুলভ মূল্য হইতেই বোঝা যাইতেছে পাকিস্তানের অর্থনৈতিক অবস্থা কোথায় গিয়া ঠেকিয়াছে—সেখানে টাকা নাই, কিনিবার শক্তি নাই তারও। নিরাকৃত আদি মাল করিয়া দিল্লী আসেন নাই। তিনি তাঁহার দেশের অবস্থা এখন হইতে একটু বুঝিতে পারিতেছেন। সম্প্রতি তিনি পূর্ববাংলা হইতে ঘুরিয়া আসিয়াছেন। তাহার পরেই তিনি দিল্লীর সঙ্গে পরামর্শ করিবার জন্য উড়িয়া আসিলেন। সুতরাং সমস্ত বিষয়টি ভাল করিয়া চিন্তা করা প্রয়োজন। পূর্ব বাংলা হইতে হলে বলে উহাকে পশ্চিম বাংলায় আসিতেছে, এ সরলতার চাপ কতটা তাহা যদি অনুমান করা যায়, তাহা হইলে পশ্চিম বাংলা হইতে যাহারা পূর্ব বাংলায় গিয়াছে তাহাদের চাপ সম্বন্ধেও একটু ভাবিতে হইবে। পাকিস্তানকে এ চাপ বরদাস্ত করিতে হইবে। তাই বলিতেছিলাম, পাকিস্তান সহজে পাট ছাড়িবার জন্য ব্যগ্র হয় নাই।

কি করে এই পাট ছাড়া হইবে তাহা এখনও জানা যায় নাই। কিন্তু ইহা জানা গিয়াছে যে, ভারতের অর্থনৈতিক অসুবিধা হইতে পারে এমন কিছু দিতে ভারত রাজি নহে। সুতরাং সেদিকে লক্ষ্য রাখিয়াই একটা কিছু করিয়া পাট ছাড়া হইবে। ভারতের মুদ্রা-স্ফীতি হ্রাসসহ উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে মুদ্রাসম্পর্কে যে সমস্যা দেখা দিয়াছে, তাহার সহিত পাটের দর লইয়া নিরাও গোলমালের সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু তাহারও নিষ্পত্তি করা হইয়াছে। এই পাটের দাম ভারতীয় মুদ্রায় দেওয়া হইবে বলিয়া রাজি সাব্যস্ত হইয়াছে। পাকিস্তান সেই মুদ্রা লইয়া যেখানে তাহার খুশি সেইখানে গিয়া ভাঙাইয়া লইতে পারে। তাহাতে ভারতের আপত্তি নাই। কিন্তু কথা হইতেছে, পাকিস্তান টাকা দ্বারা লাভবান হইবে কতটা? এক সের ভারতীয় মুদ্রার বদলে সে একসের পাকিস্তানী টাকাই পাইবে—তাহার পূর্বতন দাবী মত ১৪৪৲ টাকা পাইবে না। কেননা, ভারত তাহার এই দাবি স্বীকার করিয়া লয় নাই।

শেষ যেন দেখা যাইতেছে, পাকিস্তান ঠেকিয়া শিখিল। ইতি-পূর্বে সে যদি ঠেকিয়া শিখিত তাহা হইলে এত সমস্যার উদ্ভব হইত না। কিন্তু যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিয়া গিয়াছে, এখন সে কথা ভাবিয়া লাভ নাই। এখন আমার মনে করিয়া আর কোন সমস্যা দেখা না দেয় সে বিষয় পাকিস্তান যদি সচেষ্ট হয় তাহা হইলে উভয় রাষ্ট্র পাশা-পাশি বাড়িয়া উঠিতে পারিবে। তাহা হইলে করাচি হইতে দিল্লীতে উড়িয়া লইয়া ছুটাছুটি করিতে হইবে না, দেশ ভ্রমণের আনন্দ লইয়াই আসা চলিবে।

যে যাহাই হোক, পাট লইয়া পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে যে একটা ঝকা হইতেছে তাহাতে আমরা আনন্দিত হইয়াছি। ইহার দ্বারা মিল মালিকেরা কতটা লাভবান হইবেন তাহা আমাদের বিবেচ্য নয়, ইহার দ্বারা পাট কলের শ্রমিক ও পাট ক্ষেতের চাষীরা যে উপকৃত হইবে সেইটাই হইতেছে প্রকৃত আনন্দের বিষয়।

প্রাসঙ্গিক

মিঃ অ্যাটেনবরো

... ...

[illegible]

বিজ্ঞপ্তি

আর্থিক ভারত আপনাদের পৃষ্ঠপোষকতায় আগামী ১২ই এপ্রিল তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করিল। ১৪ই এপ্রিল আমাদের নববর্ষ সংখ্যা প্রকাশিত হইবে বলিয়া ১২ই এপ্রিল তারিখের আর্থিক ভারত প্রকাশিত হইবে না।

রেলের শ্রেণী বিভাগ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

...হইয়াছে। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য সিনেমা মালিক কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করিয়াছেন। তাঁহার আবেদনের মূল কথা এই যে, বক্স-সিটের উপর বিদ্যুৎ প্রবাহ বসাইবার ব্যবস্থা করিলে তাহা অধিকতর সুবিধাজনক হইবে, সুতরাং এই ব্যবস্থা তুলিয়া দেওয়া হোক। সময় সময় দেখিতে পাওয়া যায়, সিনেমার দর্শকদের অবস্থা অত্যন্ত করুণ হইয়া উঠে; ম্যানেজমেন্ট এ কথা স্বীকার করিয়াছেন। দেখা গিয়াছে বিদ্যুতের অবস্থা যখন খারাপ, তখন ইহা মাত্র এই অসুবিধা নিবারণের জন্য অতি অল্প লোকে ব্যবস্থার প্রবর্তন করিতে পারিয়াছেন। কিন্তু তাহা টিকিয়া থাকে নাই। তিনি এখন প্রস্তাব করিয়াছেন, যাহা দ্বারা বিদ্যুৎ তোলা উইঠি বসাইবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু তাঁহাদের দর্শকদের সুবিধার অবকাশ প্রচুর। কিছুদিন পূর্বে আমেরিকার টেক্সাস অধিবাসীর তাহাদের বক্স-সিট সম্বন্ধে যে বিবৃতি দেন তাহা হইতে সুস্পষ্ট ভাবে বোঝা যায় যে, এই বিষয়ে এই সকলের অবস্থা অনেক অংশে মূল জিনিসটিকে চরিত্র করিয়াছে, অর্থাৎ এই অসুবিধার জন্য দায়ী তাঁহারাই। উদাহরণ স্বরূপ বিবৃতি হইতে দুইটি জিনিস দেখা যায়, প্রথমত, তিনি নিজেদের বাহির দর্শকদের উপর 'ডলারটা দিতে চান; দ্বিতীয়ত, অনেকে এমনভাবে ব্যবস্থার জন্য অসাধারণ কষ্টিয়ার ও প্রকৃত মুনাফা অর্জনের যে অসুবিধা তাঁহাদের হাতের মুঠায় তাহার পরিবর্তে তাহারা আরো অধিক মুনাফা করিতে চান। কর্তৃপক্ষের কাছে বিদ্যুৎ সংক্রান্ত পরিবর্তনের জন্য আবেদন না করিয়া তাঁহারা যদি আন্তরিকতার সহিত, তাহা হইলে এই সমস্যার সমাধান হইয়া যায়। তাঁহারা যদি বাড়ি ও বিদ্যুৎ বাড়িয়া বাড়ান করেন, তাহা মুনাফার অতিরিক্ত আনা যদি তাঁহারা ত্যাগ করেন তাহা হইলে বক্স-সিটের দুরবস্থা দূর হইতে সময় লাগিবে না। ইলেকট্রোলা জিন-মালিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত। তিনি ম্যানেজমেন্টকে উপদেশ করিয়া কিছু না বলিয়া যদি তাঁহার অভ্যর্থনাকারীদের উপদেশ করিয়া সমাজতন্ত্রের পরামর্শ দিতেন তাহা হইলে আমরা তাঁহার সুখ্যাতি করিতে পারিতাম বলিয়া মনে হইত।

ব্যাঙ্ক ডাকাতি

গত সপ্তাহে প্রকাশ্য দিবালোকে একদল দুষ্কৃত [illegible] ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার একটা শাখার লুঠন করে। তাহারা অত্যন্ত সুসজ্জিত হইয়া বেলা সাড়ে তিনটার সময় তিনটে মিলিয়া এক লক্ষ টাকা মূল্যের একটি ট্রেজার বাক্স লইয়া সেখান হইতে চলিয়া গিয়াছিল। এমন সময় স্থানীয় লোকের সহায়তায় ও পুলিশের তৎপরতায় তাহাদের গ্রেপ্তার করা হয়। ব্যাঙ্কের একটি সাধারণ ভুলের সুযোগ লইয়াছে—কিছুদিন পূর্বে এই ধরনের চোরেরা এক ব্যাঙ্ক লুঠ করিয়াছে। এবার সময় থাকে একটি ব্যাঙ্কের উপর এই ধরনের আক্রমণের কথা আমরা প্রকাশ করিয়াছি। ইহাদের সময় দুষ্কৃতিরা এরূপ আক্রমণ করে। ব্যাঙ্কের চারিদিকে যখন জন-সাধারণের ভীড় দিবার করিয়াছে, সকলে যখন ব্যাঙ্কের ভিতরে ব্যস্ত, পুলিশ যখন বিভিন্ন স্থানে টহল দিবার কাজে ব্যস্ত—তখন তাহারা ঠাঁৎ সেখানে হাজির হয়। কিন্তু ইহাদের সিক্ত পুলিশের অত্যন্তরূপ তাহাদের এই অভ্যাসটা মর্মে হইয়াছে। ব্যাঙ্কারের কাজের কর্তৃপক্ষের ইলেকট্রীক চক্ষুগুলিকে তাহারা প্রথমে ভাসাইয়া করিয়াছিল। তিনি নিজের চাকর বিশ্বস্ত কর্মিদের ব্যবহারের কাছ করিয়া প্রেপ্তার করিতে সক্ষম হইয়াছেন। ও তিন বার তাঁহার প্রতি কটী বিভিন্ন হয়। তাঁহার ব্যবহার তোরা দুষ্কৃতির তাহাকে আঘাত করিতে উদ্যত হয়, কিন্তু তবু তিনি ক্ষমা করেন। তাঁহার সাহসিকতার ও সর্বজন প্রিয়তার জন্য তাঁহার গ্রেপ্তারের ব্যবস্থা করিয়া, কিন্তু তিনি তাঁহার সহকর্মিদের মনে এই আঘাত সহ্য

গ্র্যাণ্ড ট্রেডিং এজেন্সী
এণ্ড কোং লিঃ
৪, ক্লেয়ারলী ষ্ট্রেস্, কলিকাতা।
টেলিফোন: বড়বাজার ১৫৩১—১৫৩৯।
টেলিগ্রাম: ঘাট।
ষ্টীমার এজেন্টস্
বি সিটি লাইন লিঃ
এলায়ান্স এণ্ড বাল্টমোর এন্ড ওহো লিঃ
এল পাসিফিক লিঃ
ইম্পোর্টার্স ও ইক্সপোর্টার্স্
অনেক বছরের সম্ভ্রান্ত বিশ্বাসযোগ্য
এই কারবারে অভিজ্ঞ
অতি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
[illegible]
ম্যানেজিং এজেন্টস্
[illegible]

নিয়মাবলী

• "আর্থিক ভারত" প্রতি বুধবার কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়।

• মূল্য প্রতি সংখ্যা চারি আনা।

• ভারত ও সিংহলের সর্বত্র সডাকে বার্ষিক মূল্য ছয় টাকা।

• ষাণ্মাসিক মূল্য তিন টাকা।

বিজ্ঞাপনের হার ও নিয়মাবলীর জন্য 'কর্মকর্তা, বিজ্ঞাপন বিভাগ' এবং গ্রাহকশ্রেণীর জন্য 'কর্মকর্তা, প্রচার বিভাগ' "আর্থিক ভারত" এবং জমার্শিয়াল বিল্ডিংস, ২৩, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা।

এই ঠিকানায় পত্রালাপ করিতে হইবে

ইহার ও চৌকিদার সকার করিতে না পারিলে ইহা সকলে স্বীকার করিবে। সকলে সকলের ঘর নিরাপত্তার ও পুলিশের উপর অবস্থার ভরসা হইয়া থাকা দূরে পাইবে মাত্র। সেই সঙ্গে আর একটি [illegible] শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্রের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলে অনিচ্ছা আমরা মনে করি।

শহরে বসন্ত

শহরে বসন্ত রোগ সম্প্রতি খুব বেশী হইয়াছে। ১৫শে মার্চ যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে এই রোগে আক্রান্তের ও মৃত্যুর সংখ্যা হইয়াছে সব চেয়ে বেশী। এই সপ্তাহে ৩১২ জন বসন্তের আক্রান্ত হয়, তাহার ২৫২ জনের মৃত্যু হয়। গত বৎসর এই সময় ৬৬ জন আক্রান্ত হয় ও ১৮ জনের মৃত্যু হয়। গত ৭ই জানুয়ারী তারিখে কলিকাতার কতগুলি অঞ্চলবিশেষকে বোগাক্রান্ত ঘোষিত হয়। সেই সময় হইতে ৩০শে মার্চ মোট ১৯৮১ জনের এই রোগ হয় ও তাহার মধ্যে ১৪৩০ জন মারা যায়। অন্যান্য রোগের কথা না হয় না বলিলাম, এই একটি রোগ যখন এইরূপ ভাবেই আমাদের ক্ষতি করিতেছে, তখন সুব্যবস্থার সাহায্যে ইহাকে রোধ করিতে হইবে। কলিকাতার [illegible] লোকসংখ্যা অত্যধিক, তাহার উপর প্রত্যহ [illegible] বাহির হইতে বিপুল সংখ্যায় আসিয়া [illegible]। সকলের সহযোগিতা ও সাহায্য ব্যতীত [illegible] এ রোগ এমন ভয়াবহ [illegible] তাহা [illegible] ইহাদিগকে [illegible] করিতে হইবে। অতএব সময় থাকিতে [illegible]

(৮৭৬ পৃষ্ঠায়)

সংবাদ সংকলন

ভারতে 'পেনসিলিন' প্রস্তুতের কারখানা

[illegible] সরকার পেনিসিলিন এবং অন্যান্য [illegible] প্রস্তুতের জন্য [illegible] উহা [illegible] [illegible] [illegible]

সোনার বাজার

পাটের বাজারে সাময়িক উন্নতি

কলিকাতা, শনিবার, সোনা এক্সচেঞ্জ—এ সপ্তাহের শুরুতে ও কলিকাতার সোনার বাজারে বিশেষ উৎসাহ দেখা যায় নাই। সপ্তাহের প্রথম দিন, অর্থাৎ গত সোমবার বন্দে সোনা কেনার পক্ষে বাজার খোলা ছিল। কি ব্যাপারের সুত্রপাত হওয়ায় এই সপ্তাহ বাজার বন্ধ হইয়া যায়। পাকিস্তানের সহিত পাট সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনার বিশেষ কোনো ফলোদয়ের সম্ভাবনা দেখিতে না পাওয়ায় এবং পাকিস্তানে আবার যোগাযোগের ব্যবস্থা প্রায় বন্ধ হওয়ায় বাজারের অবস্থা পুরাতন দাঁড়াইল। গত সপ্তাহ-শেষে বাজারে উৎসাহ সঞ্চারিত হইয়াছিল, এইজন্য বাজারে সে উৎসাহ আবার ফুটিয়া পড়ে। কিন্তু পাট-সংক্রান্ত আলোচনার একটা ফলও দেখা দিতে পারে এইরূপ গুজব রটিবার ফলে বিদেশ হইতে সোনার দিকে বাজারের অবস্থা ঝোঁকের দিকে দাঁড়ায়—বাজার বন্ধ থাকার জন্য সেই দিন একটু বেশী হয়। ফলতঃ সোনার দরে কোনো উঠা-নামা ঘটে না। বেলা ৪০১৲ হইতে বাজার একটু নামিয়া ১১৮০ দাঁড়ায়। ঘণ্টায় ৭৫০ আনায় শুরু হইয়া দিনের শেষের দিকে ২৪৯০ হয়। ইহার ও হিসাবের দর কমিয়া যায়, এবং বাজারে এই দুই সোনার দর হয় ১৩০৲ ও ১৩১০। ইতিমধ্যে আইনের ১৮৫০ আনায় খুলিয়া ২১৮৫০ হয়। রেডি বারিয়া ১৩৫০ হয়। টীন কন্ট্রাক্টের ১১৫০ ও ১১৮৫০ আনায় মধ্যে ওঠা-নামা করে। মার্চ ৩৫০ দরে ও ফেব্রুয়ারী ইতিবিয়াদি ১৯০ দরের কাছাকাছি হয়। বিভিন্ন বিষয়ে অতি সামান্য কারবার-আলোচনা হয়। বি আই কন্ট্রাক্টের ৮৯০ হয়, আইনি মেয়াদের দর ১০৭৲ এবং ইতিমধ্যে টক এক্সচেঞ্জ এর দর হয় ৩৯০।

ইহার পর দিন সোনার বাজার বন্ধ ছিল। কিন্তু বুধবার দিন আশার ভাব লইয়া বাজার খোলে। ভারত কানাডিয়ানের প্রধান মন্ত্রীদ্বয়ের মধ্যে আলাপ-আলোচনার সংবাদে প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে বাজারে উৎসাহের ভাব ফিরিয়া আসে। এরূপ গুজব ও বাজারে চালু হয় যে পাকিস্তানী পাট সংক্রান্ত কথাবার্তা পাকা হইয়া গিয়াছে, এখন এ-দিকে সরকারী ঘোষণাই কেবল বাকি। কিন্তু এ সত্ত্বেও পাটের সোনা কেনা-বেচার কাজ বিশেষ সাড়াই। ফলতঃ সোনার দর স্থির থাকে। লীডারদের দর হয় ১১৯০, ইন্ট ইণ্ডিয়ানের দর হয় ৩৯৫০ আনায় ২৮০ হইতে বাড়ে কমে হয়। বিদেশ সোনা বিশেষ কোনো পরিবর্তন ঘটে না। কিন্তু সপ্তাহের উৎসাহ অবসান ও পাটের বাজারের উপরের থাকে। কাজ-কারবারের পরিমাণ অবশ্য বৃদ্ধি পায় না। সপ্তাহের বেশী চাহিদা দেখা যায় পাটের বাজারেই। আন্তর্জাতিক সোনার দর এক টাকা বৃদ্ধি পাইয়া মঙ্গলবার ১৪৭৲ ও ১৪৮৲ হয়।

বাজারের হালচাল

[বাজার বন্ধকালীন দর]

সরকারী কাগজপত্র

৩ সুদের (১৯৫৩) ১৯৲০, ৩ সুদের (১৯৫৩) ১০১৲০, ৩ সুদের (১৯৪৮-৫১) ১০১৲০, ৩ সুদের (১৯৭৩-৭৪) ১১৬৲০, ৩ সুদের (১৯৫১) ১০০৲০।

ব্যাঙ্ক

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ৪৫৲, ইম্পিরিয়ালের অফিসিয়ালী ৪১৲, ব্যাঙ্ক ২৬৲০, হিন্দুস্থান কমার্শিয়াল ১০৮০।

কাপড়ের কল

বাউরিয়া ২৮৭৲, কাবেরী ১৪২৲, ক্রেসিন্ট মিল্স্ ১৩৲, মেদোরায় ১৩১৲।

কয়লা খনি

বেঙ্গল ৪০৯৲, ভারত কলিয়ারি ৬৮৲, বোরিয়া ২৯৫০, ঝরিয়া ৪৬৲০, সিঙ্গারেণী ১৩৲০, তালচের ৪৪০, সন্তোষপুর বেঙ্গল ৪৬৲০।

পাট

আলমবাড়া ১৩৬৲০, আশোক ইণ্ডিয়া ১৮৭৲, বালী ১৯৭৲, বজবজ ১১৲, বরানগর ১৯৫৲, বেঙ্গলেফিয়ার ৪৪৫, বজবজ ১৪৬৲, ফেন্টী ২০০৲, ফোর্ট গ্লস্টার ১০৬৲, হাওড়া ২৫, ইণ্ডিয়া ১৩৯৲, কামারহাটী ৪০৯৲, কাঁকিনাড়া ১৪০৲, কিলিক ১৬৫৲, ন্যাশনাল্টী ১৯৬৲, নৈহাটী ১২৩৲, নর্থব্রুক ৪৯৲, প্রাণকৃষ্ণ ১১৬০, রিয়ারডেন ১৯৫৲, ইউনিয়ন ১৯২৲।

খনি

বর্মা কন্সপারেশন ২৯০, ইণ্ডিয়ান কপার ১০৲,

ইন্ডিবিয়াদি

বিরানিয়া ১৩০, বার্ন এণ্ড কোং ১৩৯৲, ইণ্ডিয়ান আয়রন ২৯০, কুমারধুবী ৭৮০, মাদ্রাজ ৬৲০, টাটা কন্সপারেশন ১৯৮০।

(পরবর্তী পৃষ্ঠায়)

পুনরুদ্ধারের বাজার

পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি

[illegible] প্রকাশ করিয়াছেন। এখন হইতে উহা প্রত্যেক ও বিশেষ করিয়া সরকারের বহু প্রকল্পের [illegible] হইবে। [illegible] সরকার [illegible] দিবার [illegible] করিয়াছেন, [illegible] প্রকাশ [illegible] [illegible] [illegible]

দেশ সংবাদ

রপ্তানি সম্পর্কে প্রচারকার্য্য

নিম্নলিখিত ভারতীয় ব্যবসায়ীরা, যাঁহারা বৃহত্তর রপ্তানি প্রচার কার্য্যের জন্য তিন লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা ব্যয় করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ব্যয় নির্ব্বাহ করিবার জন্য ইক্ষু চাষীদের প্রতি একর পাইও আনার উপর যুদ্ধি সেস্ ধার্য্য করিয়া ঐ টাকা পরিশোধ করা হইবে।

আটলান্টিক পার-কর্ম্মচারীর ধর্ম্মঘট

পার্লিয়ামে গ্রাম আটলান্টিক কর্ম্মচারী ঐক্য সমিতি করিয়া কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিদের তিনমাসকাল ব্যাপক সন্ধানে বিফলে প্রদর্শন করে। পার্লিয়াম কোম্পানী এসোসিয়েশন চাকুরীর ঐক্যতার সংবাদ জানাইয়া একটিমাত্র ধর্ম্মঘটের নিন্দা করে প্রেরণের পর ধার্য হইয়া এই সমিতি করিয়াছেন। কর্তৃপক্ষীয় প্রস্তাব সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ঐক্য সমিতির ধার্য হয়, তাহার প্রধান সভ্য মিঃ ব্রিস্টিন সমস্ত প্রকার পরিচয় দান করিতে অস্বীকার করেন। পার্লিয়াম কোম্পানী কর্তৃপক্ষের তরফের সহিত যে আলাপ করেন তাহাতে বলিয়াছেন।

ভারতের আর্থিক পরিস্থিতি

[illegible] ১৯৩৯ সালের [illegible] ১৯৪০ সালের [illegible] ১৯৪০ সালের [illegible] ১৯৪০

চা-শিল্পের উন্নতির জন্য ব্যবস্থা

[illegible] ১৫ দিন ও ৩১ দিনের মেয়াদী হুণ্ডি [illegible] জন্য ১৯৫১ সালের [illegible] ব্যাঙ্ক আইনের ২৫ ধারা অনুযায়ী [illegible] ৩১ দিনের মেয়াদী হুণ্ডি [illegible] ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন।

[illegible] এই নূতন ব্যবস্থা [illegible] ব্যাঙ্ক [illegible] ৩১ দিনের মেয়াদী হুণ্ডি